Ouk-H0521 2-2-P36192

সমাজতন্ত্র | দুনিয়ার মজদুর, এক হও

জানুয়ারী, ১৯৭৫ সংখ্যা ১

P 36,192

সূচীপত্র

বিশ্ব সমাজতন্ত্র	ঃ	তিরিশ বছর	৪
বি পোনোমারিয়ভ	ঃ	বর্তমান বিশ্বে সমাজতন্ত্রের ভূমিকা	৫
ভি বাইলাক	ঃ	বিপ্লবের সাধারণ ও বিশেষ বৈশিষ্ট্য	১৩
এ নর্ডেন	ঃ	বিজয়লাভের একটি চূড়ান্ত শর্ত	১৭
ডি নেমেশ	ঃ	জনগণতন্ত্র ঃ সমাজতন্ত্রে উত্তরণের একটা রূপ	২২
আর ফ্রেলেক	ঃ	ইয়োরোপের নতুন চেহারা	২৬
এ মুহম্মদ	ঃ	সমাজতান্ত্রিক পরিবার আমাদের নির্ভরযোগ্য মিত্র	২৯
আর ঘিওলদি	ঃ	সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্র, এক অনুপ্রেরণাদায়ক দৃষ্টান্ত	৩৩
	ঃ	ওয়ার্ল্ড মার্কসিস্ট রিভিউ-এর প্রশ্নোত্তর	৩৮
	ঃ	সমাজতান্ত্রিক প্রগতির তিরিশ বৎসর, ঘটনা ও তথ্য	৪৩

তত্ত্ব

	ঃ	সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের সমস্যা ও সম্ভাবনা ঃ আন্তর্জাতিক তাত্ত্বিক সম্মেলন	৪৯
	ঃ	উন্নত সমাজতন্ত্রের লক্ষণসমূহ	৫০
কে ইভানভ	ঃ	চালিকা শক্তি	৫৮

রাজনৈতিক দৃশ্যপট

	ঃ	আমরা আমাদের সমস্যাগুলো কাটিয়ে উঠবো ঃ ফ্রান্সিসকো ভা কোষ্টা গোমেসের সঙ্গে সাক্ষাৎকার	৬২
ই বার্নাসন	ঃ	প্রযুক্তিবিদ্যাগত বিপ্লব এবং শ্রমিক আন্দোলন	৬৬
ই ইয়ার	ঃ	মহিলাদের স্থান ঃ ইয়োরোপে পুঁজিবাদী দেশগুলির কমিউনিস্ট পার্টিগুলির সম্মেলনে আলোচিত	৭১
এন দিন চি	ঃ	সমস্ত শান্তিপ্রিয় শক্তিগুলি আমাদের সঙ্গে	৭১
এস হাদজেরেস	ঃ	মুক্তিফ্রন্ট থেকে পুনর্গঠনের আঙিনায়	৭৩

পুস্তক পরিচয়

ভি রাইবাকভ	ঃ	নতুন ধরণের জাতীয় মুক্তি বিপ্লব	৭৯
	ঃ	নতুন বই	৮৩
	ঃ	ডব্লিউ এম আর প্রচারবর্ষ ১৯৭৪	৮৪
	ঃ	দিনপঞ্জী	৮৬

সম্পাদক : জ্যোতি দাশগুপ্ত

প্রাপ্তিস্থান :
মনীষা গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড
৪/৩বি, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট,
কলিকাতা-১২

দাম : এক টাকা পঞ্চাশ পয়সা

২০৮, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২ থেকে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য
অজয় দাশগুপ্ত কর্তৃক প্রকাশিত ও কালান্তর প্রেস, ৩০/৬ রাউতলা রোড, কলিকাতা-১৭ থেকে
অনিল ভঞ্জ কর্তৃক মুদ্রিত

প্রিয় পাঠকগণ,

আপনাদের সবাইকে শুভ নববর্ষের অভিনন্দন জানাই। আমরা আপনাদের সুস্বাস্থ্য ও সুখ কামনা করি ; কামনা করি শান্তি, গণতন্ত্র, জাতীয় মুক্তি ও সমাজতন্ত্রের সংগ্রামে নতুন নতুন সাফল্য।

দেশে দেশে সংগঠিত শ্রেণী সংগ্রামের এক অভিন্ন অঙ্গ হিসেবেই সমাজতান্ত্রিক বিশ্ব ব্যবস্থার সৃষ্টি

কমিউনিস্ট ও ওয়ার্কার্স পার্টিগুলির
আন্তর্জাতিক সম্মেলন, ১৯৬৯

বিশ্ব সমাজতন্ত্র ঃ তিরিশ বছর

ফ্যাসিবাদ থেকে মুক্তি, জনগণতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সমাধা, নয়া রাষ্ট্রব্যবস্থার উৎপত্তি এবং সমাজতন্ত্র গঠনের সূচনার ৩০তম বার্ষিকী পালন করতে চলেছেন মধ্য ও দক্ষিণ-পূর্ব ইয়োরোপের সমাজতান্ত্রিক দেশসমূহের জনগণ।

গত তিনটি দশক ঃ

—ইয়োরোপ তথা বিশ্বের অবয়বের পরিবর্তন ঘটিয়েছে;

—সমাজতন্ত্রের দ্রুত অগ্রগতি, সোভিয়েত ইউনিয়ন সহ সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহের দ্রুতহারে শক্তি ও সম্মান বৃদ্ধি লক্ষ্য করেছে ;

—দেখেছে কিভাবে পুঁজিবাদের অবস্থান দুর্বলতর হয়েছে এবং বিশ্ব ঔপনিবেশিক ব্যবস্থা খতম হয়েছে ;

—লক্ষ্য করেছে আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট ও শ্রমিক আন্দোলনের অগ্রগতি এবং জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের অভ্যুত্থান ;

—স্থায়ী শান্তি স্থাপন এবং তাপ-পারমাণবিক যুদ্ধের বিপর্যয়ের বিপদ থেকে জনগণকে মুক্ত করার বাস্তব সুযোগ সৃষ্টি করেছে ;

১৯৭৫ সালের মধ্যভাগে ইয়োরোপের কমিউনিস্ট ও ওয়ার্কার্স পার্টিগুলির যে সম্মেলন হতে চলেছে সেই সম্মেলনের দিকে লক্ষ্য রেখে আমরা ভ্রাতৃপ্রতিম পার্টিগুলির নেতাদের লেখা ছাপছি। ঐ লেখাগুলিতে নেতৃবৃন্দ ব্যাখ্যা করেছেন, সমাজতান্ত্রিক জাতিগোষ্ঠী কী সর্পিল পথ ধরে এগিয়েছেন, ইয়োরোপসহ সমগ্র পৃথিবীর বিপ্লবী কর্মোদ্যোগে এবং শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান ও সামাজিক প্রগতির জন্য জনগণের সংগ্রামে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগোষ্ঠীর অবদান কী। বিভিন্ন পৃষ্ঠায় এই বিষয়ে প্রবন্ধগুলিই পাওয়া যাবে।

বর্তমান বিশ্বে সমাজতন্ত্রের ভূমিকা

বরিস পোনোমারিয়েভ
রাজনৈতিক ব্যুরোর বিকল্প সদস্য ও সোভিয়েত ইউনিয়নের
কমিউনিস্ট পার্টির সম্পাদক

এখন থেকে প্রায় তিরিশ বৎসর পূর্বে দ্বিতীয় বিশ্ব-যুদ্ধের শেষ কামান-গর্জন শোনা গিয়েছিল। এটা ছিল ইতিহাসের সর্বাধিক প্রলয়ংকর যুদ্ধ, ভিন্ন সমাজব্যবস্থা-সম্পন্ন রাষ্ট্রগুলির মধ্যে একটা সশস্ত্র সংগ্রাম। এই যুদ্ধ হয়েছিল তরুণ সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা এবং বিশ্ব-সাম্রাজ্য-বাদের বাছাই করা আপাদমস্তক অস্ত্রসজ্জিত বাহিনী ফ্যাসিবাদী জার্মানি ও তার মিত্রদের মধ্যে। লেনিনের প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্র এই কঠোর অগ্নিপরীক্ষা থেকে বিজয়ী হয়ে বেরিয়ে আসে। সভ্যতা ফ্যাসিবাদের কবল থেকে মুক্তির জন্যে প্রধানত লেনিনের কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে সোভিয়েত জনগণের অবস্থানের নিকট ঋণী।

সোভিয়েত ইউনিয়ন ও বিশ্ব-কমিউনিস্ট আন্দোলন দ্বিতীয় বিশ্ব-যুদ্ধকে প্রতিহত করার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করেছিল। কমিউনিস্টরা মধ্য তিরিশের দশকে যুদ্ধের ভয়া-বহ বিপদ সম্পর্কে বিশ্বকে সতর্ক করে দিয়েছিল। কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের সপ্তম কংগ্রেস ফ্যাসিবাদ ও যুদ্ধের বিরুদ্ধে শ্রমিকশ্রেণী ও সকল গণতান্ত্রিক শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানায়। সপ্তম কংগ্রেসের এক বিশেষ প্রস্তাবে ঘোষণা করা হয়, "শ্রমিকদের যুদ্ধ প্রতিহত করার প্রচেষ্টা সত্ত্বেও যদি নতুন সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ বাধে, তাহলে কমিউনিস্টরা যুদ্ধ বিরোধী সংগঠিত শান্তি-সংগ্রামী-দের ফ্যাসিস্ত যুদ্ধবাজ ও বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে এবং পুঁজি-বাদকে খতম করার সংগ্রামে পরিচালিত করবে।"(১)

যখন যুদ্ধ বাধল, কমিউনিস্ট পার্টিগুলোর রণনীতি ও রণকৌশল তাদের সক্ষম করে তুলল "তাদের নিজস্ব পন্থায় নিজেদের স্বার্থে, সকল মেহনতী মানুষের স্বার্থে এই যুদ্ধের অবসান করতে এবং এইভাবে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধসমূহের মৌল কারণগুলো নিশ্চিহ্ন করার ভিত্তি স্থাপিত হয়েছিল।" জর্জি ডিমিট্রভ এই কথাগুলো বলেছিলেন ১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বরে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শুরুতে।(২)

যুদ্ধের পরিণতি কমিউনিস্টদের যাথার্থ্য প্রতিপন্ন করেছিল। ফ্যাসিবাদী জার্মানি, সাম্রাজ্যবাদী জাপান ও তাদের মিত্রদের পরাজয় সকল প্রগতিশীল মানুষ, গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের স্বার্থের অনুকূলে গিয়েছিল। এর ফলে ইয়োরোপ ও এশিয়ার ১১টি পুঁজিবাদী ব্যবস্থাসম্পন্ন দেশে এবং পরে কিউবাতেও অনেকগুলো গণবিপ্লবের বিজয়ের পথে উন্মুক্ত হয়। বিশ্ব-ইতিহাসে এর গুরুত্ব অক্টোবর বিপ্লবের পরেই। তিরিশ বৎসর পূর্বে সমাজতন্ত্র একটি দেশের সীমা অতিক্রম করেছিল। এটা লেনিন-কথিত সেই 'কঠোর ও অমোঘ সত্য'-কেই সুপ্রতিপন্ন করে তুলেছে যে, যুদ্ধের মধ্যে দিয়ে সাম্রাজ্যবাদ আর একটি সর্বনাশা পরাজয় বরণ করবে—যার অনিবার্য ফলশ্রুতি হল 'সমাজতন্ত্রের প্রসার'।(১)

—সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার অজেয় অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়েছে। সোভিয়েত ইউনিয়ন এখন এক বিশ্ব-শক্তিতে পরিণত হয়েছে, যার আন্তর্জাতিক মর্যাদা ও অবস্থানকে আর অগ্রাহ্য করা সম্ভব নয়। ইয়োরোপের মধ্যভাগ ও আড্রিয়াটিক উপকূল থেকে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিশাল এলাকা নিয়ে সমাজতন্ত্র একটা বিশ্ব-ব্যবস্থায় পরিণত হয়েছে।

—বিশ্ব পুঁজিবাদের অবস্থান মূলগতভাবে দুর্বলতর হয়েছে। যুদ্ধের মধ্যে দিয়ে ইয়োরোপে এর ভিত্তি নড়ে গিয়েছে। মতাদর্শ থেকে অর্থনীতির সকল ক্ষেত্রেই এর অস্থায়িত্ব শুধু পূর্ব ইয়োরোপের অধিকাংশ দেশে প্রকট হয়ে উঠেছিল তাই নয়, পশ্চিম ইয়োরোপেও তা হয়েছিল। ফ্যাসিবিরোধী প্রতিরোধ আন্দোলন সমগ্র শোষণ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে এক অভূতপূর্ব শ্রেণীসংগ্রামের আকারে বিকশিত হয়ে উঠেছিল। তীব্র শ্রেণীসংগ্রামের বিগত দশকগুলোতে যা অর্জিত হয়নি, যুদ্ধোত্তর বৎসরগুলোর গোড়ার দিকে বহু দেশের মেহনতী মানুষ সেইসব সামাজিক ও রাজনৈতিক সাফল্য অর্জন করেছিল। ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে সুসংগত যোদ্ধা, সর্বাধিক বীর কমিউনিস্টরা সর্বত্র তাদের প্রভাব বাড়াতে পেরেছিল। বিশ্ব-কমিউনিস্ট আন্দোলন সব চাইতে দৃঢ়বদ্ধ ও মতাদর্শগতভাবে সর্বাধিক উৎসর্গীকৃত শক্তি হিসেবে সকল জনগণের জন্যে প্রকৃত শান্তি ও সামাজিক প্রগতির পরিপ্রেক্ষিত উপস্থাপিত করেছিল।

——সাম্রাজ্যবাদের প্রধান শক্তিসমূহকে নিশ্চল ও বিক্ষিপ্ত করে দিয়ে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা অন্যান্য জনগণের উপর প্রাধান্য করার সাম্রাজ্যবাদী ক্ষমতাকে খর্ব করে দেয়। এই সব জনগণের বিরোধীরা পশ্চাদপসরণ করতে বাধ্য হয়। এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার উপর সাম্রাজ্যবাদী মুষ্টি শিথিল হয়ে যায়। একটি শক্তিশালী জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের উদ্ভব হয়। ঔপনিবেশিক ব্যবস্থা ভেঙে পড়তে শুরু করে। এর ফলে ৮০টিরও বেশি নতুন রাষ্ট্রের পত্তন হয়—এদের মধ্যে অনেকেই এখন বেশ খানিকটা সামাজিক পরিবর্তন সম্পন্ন করতে পেরেছে। এইভাবে এমন একটা নতুন শক্তির সৃষ্টি হয়েছে যারা বিশ্বসমাজতন্ত্রের সঙ্গে মৈত্রীবদ্ধ হয়ে একটা প্রচণ্ড সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী শক্তি।

এগুলো হল তৎকালীন সাম্রাজ্যবাদের দুর্ধর্ষ বাহিনীর শোচনীয় পরাজয় এবং সমাজতান্ত্রিক বিশ্ব-ব্যবস্থার উদ্ভবের মোটামুটি রূপরেখা। এগুলো সেইসব সাম্রাজ্যবাদী

---

১ কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের সপ্তম বিশ্ব কংগ্রেসের প্রস্তাবাবলী, ১৯৩৫।

২ কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক, ৮-৯নং, ১৯৩৯।

১ লেনিনের সংগৃহীত রচনাবলীর ৩৩ খণ্ডের ৫৬ পৃঃ ও ২৭ খণ্ডের ৪২৩ পৃঃ দেখুন।

পোস্টাম স্কাছে। শিক্ষাপ্রদ ঘটনা, যারা সমাজতন্ত্র ও ধনতন্ত্রের ঐতিহাসিক প্রতিযোগিতাকে যুদ্ধের মাধ্যমে সমাধান করার মতবাদ আঁকড়ে থাকতে চায়।

১

বিশ্ব-সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার অভ্যুদয় হয়েছিল একটা সাধারণ বিপ্লবী অভিযানের পর্বে, প্রথমত ইয়োরোপে ও বিশ্বের বিভিন্ন ক্ষেত্রে। শ্রমিকশ্রেণী ও অন্যান্য প্রগতিশীল শক্তি কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সাফল্য অর্জন করেছিল। জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব মেহনতী জনগণের ব্যাপক ঐক্যের ভিত্তিতে দক্ষিণ-পূর্ব ও মধ্য ইয়োরোপের দেশগুলিতে বিজয়ী হয়েছিল। এবং ভিয়েতনাম, চীন ও কোরিয়াতে সাম্রাজ্যবাদের পরাজয় ঘটে ও জনগণের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। কমিউনিস্ট পার্টিগুলো তাদের সদস্য সংখ্যা বহুগুণ বাড়াতে সমর্থ হয় এবং গণসংগঠনগুলোতে তাদের মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। পশ্চিম ইয়োরোপের নয়টি দেশে কমিউনিস্টরা সরকারে অংশ নেয় (ইতালি, ফ্রান্স, বেলজিয়াম, ডেনমার্ক, নরওয়ে, আইসল্যান্ড, অস্ট্রিয়া, ফিনল্যান্ড ও লুকসেমবার্গ)। ইতালি ও ফ্রান্সে গণতান্ত্রিক সংবিধান বিধিবদ্ধ হয়। ফ্রান্স, ইতালি, বৃটেন ও অস্ট্রিয়াতে কতকগুলো শিল্প রাষ্ট্রায়ত্ত করা হয়। মৌল গণতান্ত্রিক বদলের উজ্জ্বল সম্ভাবনা উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে।

এই পরিস্থিতিতে সাম্রাজ্যবাদ তার পাল্টা অভিযান বৃদ্ধি করে। এই অভিযানের শ্রেণীগত উদ্দেশ্য ছিল জনগণকে, মেহনতী জনগণকে তাদের স্বার্থে, প্রকৃত গণতন্ত্র ও সামাজিক প্রগতির স্বার্থে ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে এই বিজয়ের সুযোগকে ব্যবহার করতে না দেওয়া। এই পাল্টা অভিযান এল 'ঠাণ্ডা লড়াইয়ের' আকারে। এর সাহায্যে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলো যেখানে পুঁজিবাদী ব্যবস্থা টলটলায়মান তাকে রক্ষা করতে এবং যেখানে সে মরমুর্ষু সেখানে তাকে পুনরুজ্জীবিত করতে চাইল।

কয়েকটি দেশে বিপ্লবী প্রক্রিয়া প্রতিহত হয়েছিল। তার মূলে কারণ হল, সাম্রাজ্যবাদী হস্তক্ষেপ—যেক্ষেত্রে প্রথমেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নাম করতে হয়। এইভাবে মূলত কখনও গোপনে, কখনও প্রকাশ্যে সামরিক হস্তক্ষেপ ঘটে—যেমন গ্রীসে ঘটেছিল। অবশ্য ভিয়েতনাম ও কোরিয়ার মতো দেশে যেখানে ইতোমধ্যেই জনগণের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, সেখানে জনগণ তাদের সাহসিকতাপূর্ণ সংগ্রামের মাধ্যমে সোভিয়েত ইউনিয়ন, সমগ্র সমাজতান্ত্রিক শিবির ও বিশ্বের গণতান্ত্রিক শক্তিগুলোর সহায়তায় সাম্রাজ্যবাদের সশস্ত্র হস্তক্ষেপকে পরাস্ত করে। যদিও সাম্রাজ্যবাদ তার আগ্রাসনের সাহায্যে ঐ দেশগুলোর কিছু পরিমাণ এলাকা সাময়িকভাবে ছিনিয়ে নিতে সমর্থ হয়।

সাম্রাজ্যবাদ মধ্য ও দক্ষিণ-পূর্ব ইয়োরোপে ও পূর্ব এশিয়ায় বিপ্লবের বিজয় প্রতিহত করতে ব্যর্থ হয়েছিল। ঘটনা হল, প্রলেতারীয় একনায়কত্ব বিশ্ব-শক্তিতে পরিণত হয়েছিল এবং সাম্রাজ্যবাদী পরিকল্পনা ব্যর্থ করার ক্ষেত্রে সেই ছিল চূড়ান্ত শক্তি।

ঠিক হিটলারের চিন্তায় যেমন একটা গরমিল ছিল যে আক্রমণের ফলে সোভিয়েত জনগণ বিভক্ত হয়ে পড়বে—তেমনি স্নায়ুযুদ্ধের উদ্ভাবকরাও সমাজতন্ত্রমুখিন দেশগুলোকে পরস্পরের থেকে ও সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে বিচ্ছিন্ন করে একে একে তাদের নিয়ন্ত্রণ করার অভিসন্ধি এঁটে ভুল করেছিল। ইউ এস এস আর, পোল্যান্ড, বুলগেরিয়া, চেকোশ্লোভাকিয়া, হাঙ্গেরি, যুগোশ্লাভিয়া, রুমানিয়া ও আলবানিয়ার জনগণ এবং পূর্ব জার্মানির মেহনতী জনগণ একাট যুক্তফ্রন্ট গঠন করেছিল এবং এইভাবে ফাশিবাদের বিরুদ্ধে বিজয়লব্ধ প্রধান সামাজিক সাফল্যগুলো থেকে তাদের বঞ্চিত করার সাম্রাজ্যবাদী প্রচেষ্টাকে প্রতিহত করেছিল। এই ঘটনার তাৎপর্য বিশ্ব-ঐতিহাসিক। যুদ্ধের আগের মতন সমাজতন্ত্র আর পুঁজিবাদী আবেষ্টনীর মধ্যে আবদ্ধ ছিল না এবং একটা আন্তর্জাতিক গোষ্ঠী, একটা নতুন বিশ্ব-ব্যবস্থা হিসেবে সে অস্তিত্ববান হয়ে উঠেছিল।

ফ্যাসি-বিরোধী মুক্তি আন্দোলন থেকে উদ্ভূত জনগণের বিপ্লবের মধ্যে দিয়ে গড়ে ওঠা রাষ্ট্রগুলো পরস্পরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করে এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের সহযোগিতায় সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে রূপান্তরিত হয়। রাষ্ট্রগুলোর ঐক্যবদ্ধ প্রয়াস এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের শক্তি ও মর্যাদা সবচাইতে যে দুরূহ একটা ঐতিহাসিক কাজে তাদের সফল করে তোলে তা হল: তৎকালীন নিঃসঙ্গ সোভিয়েত রাশিয়ায় শ্রমিকশ্রেণী ও মেহনতী জনগণ ক্ষমতায় এলে এক সুকঠোর ও ধ্বংসাত্মক গৃহযুদ্ধ ও সামরিক হস্তক্ষেপ ত্বরান্বিত হয়ে ওঠে—ঐ রাষ্ট্রগুলো এটা এড়াতে সক্ষম হয়।

সাম্রাজ্যবাদী হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে ঐ রাষ্ট্রগুলি তাদের আন্তর্জাতিক গোষ্ঠীর বর্মের সাহায্যে স্থায়ী শান্তির পরিবেশে একটা নতুন সমাজ গড়ে তুলতে সমর্থ হয়েছিল।

এক অনুপম ভ্রাতৃপ্রতিম গোষ্ঠীর সদস্য হিসেবে রূপান্তরকালীন অসুবিধাগুলো কাটিয়ে ওঠা তাদের পক্ষে সহজ হয়েছিল এবং প্রকৃত ও নির্ভরযোগ্য বন্ধুদের নিকট থেকে সময়োচিত অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সাহায্য এবং সহযোগিতা পেয়েছিল। বিশ্ব-ব্যবস্থায় পরিণতি লাভ করে সমাজতন্ত্র আধুনিক ইতিহাসের চূড়ান্ত উপাদান হয়ে উঠতে শুরু করে। এ এমন একটা পর্যায়ে উন্নীত হয়, যেখান থেকে এর সাফল্যগুলো **অপরিবর্তনীয়** হয়ে ওঠে। সমাজতান্ত্রিক গোষ্ঠীর যে-কোনো দেশে পুঁজিবাদের পুনঃপ্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধে সুদৃঢ় নিশ্চয়তা সৃষ্টি করা হয়। এটাই অক্টোবর বিপ্লব ও অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের বিজয়কে সুসংহত করে।

এটা ঠিক, চীন সাময়িকভাবে শ্রমিকশ্রেণীর আদর্শের অভিন্ন সংগ্রাম থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়েছে। চীনা নেতাদের সমাজতন্ত্র-বিরোধী শক্তির প্রতি প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সমর্থনের ফলে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার আরও গুরুত্বপূর্ণ সাফল্য অর্জনের পথে খানিকটা বাধা সৃষ্টি হয়েছে। প্রলেতারীয় আন্তর্জাতিকতার প্রতি অনুগত রাষ্ট্রগুলো অধিকতর প্রয়াসে বাধ্য হচ্ছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও সাম্রাজ্যবাদ বিশ্ব-সমাজতন্ত্রের ঐতিহাসিক লক্ষ্যকে ব্যাহত করতে পারছে না।

সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টি বিশ্বাস করে যে, বর্তমান সমাজতন্ত্র, কমিউনিস্ট ও সমগ্র বিপ্লবী আন্দোলনের নিকট চীনা জনগণের স্বার্থসমূহকে বিরোধিতা করার কোনো বিষয়গত কারণ বিদ্যমান নেই।

সেইজন্যে আমাদের পার্টি ২৪তম কংগ্রেসের নির্দেশাবলীকে এই সুনিশ্চিত বিশ্বাসে অনুসরণ করে চলবে যে, চীন একদিন আবার সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রামীদের মধ্যে এবং শান্তি ও সামাজিক প্রগতির যোদ্ধাদের মধ্যে তার উপযুক্ত স্থান করে নেবে। শান্তি, সমাজতন্ত্র ও বিপ্লবের মধ্যেকার দ্বান্দ্বিক যোগসূত্র এই পর্বে বিশেষ করে পরিষ্কার হয়ে উঠেছে। সমাজতন্ত্রের অনুকূলে শক্তির ভারসাম্য পরিবর্তিত হওয়াটা সমগ্র আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির চূড়ান্ত উপাদান। শান্তি বিপ্লবের সাফল্যগুলোর পক্ষে কল্যাণকর হয়েছে এবং সেগুলোকে সংহত করেছে। বিপরীতভাবে প্রতিটি নতুন বিপ্লবী সাফল্য শান্তিকে শক্তিশালী করেছে। যুদ্ধ নয়—শান্তিই মানবজাতির বিপুল গরিষ্ঠ অংশের

স্বার্থযুক্ত সমাজতান্ত্রিক লক্ষ্যকে সাফল্যের সঙ্গে আয়ত্ত করার নিশ্চয়তা সৃষ্টি করে।

তাছাড়া, পারমাণবিক ক্ষেপণাস্ত্র-যুদ্ধের পরিণতি লক্ষ্য করে সাম্রাজ্যবাদী নেতারা—যারা প্রথমেই এটা শুরু করেছিল, তারা আর নতুন যুদ্ধের আগুন জ্বালাবার কাজে সাহস পায় নি—যেমনটি তারা তিরিশের দশকে খোলাখুলিভাবে করেছিল। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদ তার সামরিক অভিসন্ধি পরিত্যাগ করে নি। আগ্রাসন এখনও তার নীতির অঙ্গ। এজন্যেই অস্ত্র প্রতিযোগিতা ও যুদ্ধের বৈষয়িক প্রস্তুতি চলছে।

নতুন সমাজব্যবস্থার মহত্তম গুণ হল শান্তি ও সমাজতন্ত্রের অবিচ্ছেদ্য যোগসূত্র। আর সাম্রাজ্যবাদ ও যুদ্ধের সম্পর্ক হল পুরনো ব্যবস্থার দুর্বলতর ক্ষেত্র। সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ প্রস্তুতির নীতিকে বাধা দিচ্ছে সমগ্র শান্তিকামী মানবজাতি। সারা বিশ্বের কোটি কোটি মানুষ সমবেত হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদের দুনিয়া-জোড়া রণনীতির বিরুদ্ধে।

ঠাণ্ডা লড়াইয়ের এই ব্যাপক ষড়যন্ত্রের জন্যে জনগণকে বিপুল মূল্য দিতে হয় এবং বহু জীবন বিসর্জিত হয় ও যার সঙ্গে প্রচণ্ড সামরিক ব্যয় জড়িত রয়েছে—সত্তর দশকের শুরু থেকে তার অবসানের সূচনা হয়। প্রধানত সমাজতন্ত্রের ঐক্যবদ্ধ শক্তিই এর প্রসারের পথে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়। ঠাণ্ডা যুদ্ধের প্রসারের ফল সমগ্র বিশ্বের পক্ষে বিপর্যয়কর হতে পারত। কমিউনিস্টরা চল্লিশ দশকের শেষের দিকে এই সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছিল, 'ঠাণ্ডা' যুদ্ধ 'গরম' যুদ্ধের মতই সাম্রাজ্যবাদের পরাজয় ডেকে আনবে—তা আবার সত্যি প্রমাণিত হল।

সি পি এস ইউ-র ২৪তম কংগ্রেস ঠাণ্ডা যুদ্ধ থেকে আন্তর্জাতিক উত্তেজনা প্রশমনের দিকে মোড় নেওয়ার এক জোরালো উপাদান সৃষ্টি করেছে। এ একটা প্রকৃত জনপ্রিয় কর্মসূচী হিসেবে বিশ্ব-জোড়া স্বীকৃতি অর্জন করেছে। এর মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে সকল যুদ্ধ-বিরোধী শক্তি এবং সমান ও গণতান্ত্রিক আন্তঃরাষ্ট্র সম্পর্কের সকল প্রবক্তাদের আকাঙ্ক্ষা। এর নিপুণ ও সুসঙ্গত রূপায়ণে আমাদের পার্টি ভ্রাতৃপ্রতিম পার্টি ও রাষ্ট্রগুলোর ঘনিষ্ঠ সহযোগিতায় সমাজতন্ত্রকে শক্তিশালী করে লেনিনবাদী বৈদেশিক নীতিকে এগিয়ে নিয়ে যাবার বিশেষ, বহুমুখী ও নিরলস প্রচেষ্টায় রত। এই কাজে নিরত সি পি এস ইউ-এর কেন্দ্রীয় কমিটি, সোভিয়েত সরকার এবং সি পি এস ইউ-এর কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক এল আই ব্রেঝনেভ সমাজতন্ত্রের বৈষয়িক ও রাজনৈতিক শক্তির সর্বোত্তম সময়োচিত সদ্ব্যবহার করে মৌল আন্তর্জাতিক পরিবর্তন সাধনে সহায়তা করছেন।

ঐ পর্যন্ত পর্যালোচিত তথ্যের উপর দাঁড়িয়ে আমরা যদি পেছনের দিকে তাকাই তাহলে সোভিয়েত জনগণের আন্তর্জাতিক কৃতিত্বের ঐতিহাসিক তাৎপর্যকে আরও উপযুক্তভাবে মূল্যায়ন করতে পারব। এই কৃতিত্বই বিশ্ব-শক্তি সম্পর্ককে সমাজতন্ত্রের অনুকূলে পরিবর্তিত করার নির্ভান্ত ভূমিকা পালন করেছিল। ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রধান বোঝা বহন করে সোভিয়েত জনগণ সোভিয়েত রাষ্ট্রের প্রতিরক্ষাশক্তি বৃদ্ধি করার জন্যে সচেতনভাবে গুরুত্বপূর্ণ বৈষয়িক আত্মত্যাগ করেছিল এবং সাম্রাজ্যবাদকে সামরিক শ্রেষ্ঠত্ব থেকে বঞ্চিত করেছিল। এর ফলে দেশের সমৃদ্ধির হার কিছু পরিমাণে ব্যাহত হয়েছিল। কারণ দেশ যুদ্ধের মধ্যে প্রচণ্ডভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কিন্তু শান্তিরক্ষার সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রামে এর একটা ঐতিহাসিক প্রয়োজনীয়তা ছিল।

দীর্ঘ যুদ্ধোত্তর কালের যা লক্ষণ—সেই দুই সমাজব্যবস্থার তীব্র সংঘর্ষের মধ্যে দিয়ে সমাজতন্ত্র বেঁচে রইল এবং তার অবস্থানকে শক্তিশালী করে তুলল ও প্রসারিত করল। সুচির ও ন্যায্য শান্তি এবং অব্যাহত সামাজিক প্রগতির উজ্জ্বল সম্ভাবনা সৃষ্টি হল।

২

সমাজতান্ত্রিক বিশ্ব-ব্যবস্থার অভ্যুদয়ের বৎসরগুলো থেকে এই ব্যবস্থার অপরিমেয় তাৎপর্য লক্ষ্য করা গেছে। প্রাথমিকভাবে এটা লক্ষ্য করা গেছে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলোর জনগণের জীবনে। এর অর্থ হল, ঠিক ঐ দেশগুলোর কোটি কোটি মানুষ সমগ্র যুদ্ধোত্তরকালে সক্রিয় সহযোগিতার মধ্যে দিয়ে সমবেতভাবে অগ্রসর হয়েছিল।

পুঁজিবাদী আমলে যে-সমস্যাগুলো ছিল সমাধানের অতীত, সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি তাদের জনগণের স্বার্থে সেগুলোর সমাধান করেছে। মানুষের দ্বারা মানুষের শোষণ আর নেই। কারণ শ্রেণী-বিরোধের উৎস যে উৎপাদনের উপকরণের উপর ব্যক্তিগত মালিকানা—তারও অবসান হয়েছে। পুঁজিবাদের তীব্র শ্রেণীসংগ্রামের বিপরীত হিসেবে সমাজতান্ত্রিক সমাজ ক্রমবিকাশমান সামাজিক সমধর্মিতার মধ্যে দিয়ে অগ্রসর হয়। সমাজতন্ত্রের ভিত্তি গড়ে তোলার ক্ষেত্রে নেতৃত্বের ভূমিকা এবং উন্নত সমাজতান্ত্রিক সমাজে উত্তরণের ভূমিকা পালন করে সবচাইতে অগ্রগামী শ্রেণী—শ্রমিকশ্রেণী।

কৃষকদের যৌথ খামারে শামিল করার কঠিন সমস্যাটি উৎপাদনের বিন্দুমাত্র ক্ষতি না করে অধিকাংশ নতুন রাষ্ট্রে সমাধান করা হয়েছে। সমাজতান্ত্রিক পুনর্গঠনের পর্বে শ্রমিক-কৃষক মৈত্রী এবং সকল মেহনতী মানুষের নৈতিক ও রাজনৈতিক ঐক্য শক্তিশালী হয়ে উঠেছে।

ভ্রাতৃপ্রতিম দেশগুলোর অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে এটা প্রমাণিত হয়েছে যে, জাতি-সংক্রান্ত সুকঠিন ও জটিল সমস্যার সমাধান একমাত্র সমাজতান্ত্রিক পরিবেশেই সম্ভব। প্রাক-বিপ্লব যুগে দক্ষিণ-পূর্ব ইয়োরোপ ছিল এক সুতীব্র জাতিগত বিরোধের এলাকা। জাতি-সমস্যার সমাজতান্ত্রিক সমাধান সমাজতান্ত্রিক গোষ্ঠীভুক্ত জনগণের বন্ধুত্ব ও ভ্রাতৃত্বের নির্ভরযোগ্য ভিত্তি। জাতিগত বিরোধের নিষ্পত্তি, জনগণের মধ্যে গড়ে ওঠা বন্ধুত্ব এবং সমাজতান্ত্রিক জাতিসমূহের বিকাশের তাৎপর্য বিশ্ব-ঐতিহাসিক।

এই সাফল্যগুলোকে রক্ষা করে বিকশিত করে তুলতে হবে।

একটা আন্তর্জাতিক গোষ্ঠী হিসেবে সমাজতন্ত্র সঞ্চিত অভিজ্ঞতার অংশ নিয়ে রাষ্ট্রীয় স্তরে ভ্রাতৃত্বমূলক পারস্পরিক সাহায্যকে এবং সমাজতান্ত্রিক সমাজের বিকাশের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক সংযোজনকে যুক্ত করছে। একটা দেশের অগ্রগতির হার ও মাত্রা শুধু তার নিজস্ব সম্পদের উপরেই নির্ভর করে না। গোষ্ঠীর সামগ্রিক সম্পদ থেকে দেশ উপকৃত হয় এবং তার নিজস্ব শক্তিকে আরও সুষ্ঠুভাবে ব্যবহার করতে পারে। একথা বললে ঘটনাটির তাৎপর্য কিছুমাত্র বাড়িয়ে বলা হয় না যে—সি এম ই এ-র অন্তর্ভুক্ত দেশগুলো তাদের প্রাকৃতিক সম্পদের স্বল্পতা হেতু তাদের শক্তি ও কাঁচামালের বিপুল চাহিদা মেটাবার জন্যে বিশৃঙ্খল পুঁজিবাদী অর্থনীতির উপর নির্ভর করতে হয় না।

গোষ্ঠীর কাঠামো বিভিন্ন দেশের অর্থনৈতিক স্তরের সমতা বিধানে সাহায্য করে। বহু সমাজতান্ত্রিক দেশের উন্নত শিল্পসমৃদ্ধ রাষ্ট্রে রূপান্তর এবং কৃষিপ্রধান রাষ্ট্রের শিল্প-কৃষিপ্রধান রাষ্ট্রে রূপান্তর একটা বিরাট সাফল্য।

আন্তর্জাতিক এবং সামাজিক ব্যবস্থা হিসেবে সমাজ-

তন্ত্রের স্থায়িত্ব এই পর্বে পরিপূর্ণভাবে প্রমাণিত হয়েছে। সমাজতান্ত্রিক ধরনের আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক সংগঠন পারস্পরিক অর্থনৈতিক সহযোগিতা পরিষদ ২৫ বৎসর পূর্বে গঠিত হয়েছিল এবং ওয়ারশ চুক্তি সংগঠন ২০ বৎসর ধরে রয়েছে; ভ্রাতৃপ্রতিম পার্টির নেতাদের নিয়মিত শীর্ষ বৈঠক, রাজনৈতিক পরামর্শদাতা কমিটির বৈঠক এবং পার্টি ও সরকারী স্তরে ধারাবাহিক যোগাযোগ—এ সবই সর্বস্তরে ঘনিষ্ঠ সমন্বয় ও সহযোগিতার নির্ভরযোগ্য ব্যবস্থা।

শুধু একটা দেশ নয়, কয়েকটি দেশ যখন অসম সম্পদ নিয়ে সমাজতান্ত্রিক গঠনকার্যে ব্যাপৃত হয়েছিল—তাদের ত্রিশ বৎসরের ইতিহাস সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব ও সমাজতন্ত্র গঠনের মার্কসবাদী-লেনিনবাদী তত্ত্বের মৌল প্রতিপাদ্যগুলোকে পরিপূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। এটা বৈজ্ঞানিক সাম্যবাদের তত্ত্বকে সমৃদ্ধ করেছে এবং পুঁজিতন্ত্র থেকে সমাজতন্ত্রে উত্তরণ যুগের বর্তমান পর্যায়ে সংগ্রামে সাফল্যের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ নতুন অভিজ্ঞতা দিয়ে কমিউনিস্টদের সাহায্য করেছে। অভিজ্ঞতায় প্রমাণিত হয়েছে, শাসক পার্টিগুলির নীতির ক্ষেত্রে সমাজতান্ত্রিক গঠনের সাধারণ নিয়মগুলোকে সর্বাধিক পরিমাণে হিসেবের মধ্যে রাখা কতটা গুরুত্বপূর্ণ ও প্রয়োজনীয়। এই নিয়মগুলো সকল সমাজতান্ত্রিক দেশের ঐতিহাসিক ও জাতীয় পার্থক্য নির্বিশেষে সমানভাবে বৈধ।

পূর্বের মতোই বিশ্ব-সমাজতন্ত্রের অগ্রগতি এখনও চূড়ান্তভাবে নির্ভর করে মার্কসবাদী-লেনিনবাদী পার্টিগুলোর সঠিক পরিচালনার উপর। তারা মাঝে মাঝে পরাজয়ের তিক্ততা অনুভব করেছে এবং নতুন দৃষ্টিভঙ্গির সন্ধান করেছে—এ সবের মধ্যে দিয়ে পার্টিগুলোকে অনেক অসুবিধা অতিক্রম করতে হয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা যে সাহস ও উদ্যোগের সঙ্গে নতুন সমাজের দুরূহ গঠনকার্য সম্পাদন করতে পেরেছে এটা তাদের জনগণের নিকট, সমগ্র বিপ্লবী আন্দোলনের নিকট একটা স্থায়ী কৃতিত্ব হিসেবে গণ্য হবে। তারা প্রত্যেকের নিজের নিজের দেশে এবং সমাজতান্ত্রিক বিশ্ব-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে যাবতীয় বিপদজনক প্রবণতাকে দৃঢ়তার সঙ্গে পরাস্ত করেছে।

বর্তমানে সমাজতন্ত্র সব চাইতে অগ্রগামী সভ্যতা—এ প্রগতির এক সীমাহীন পরিপ্রেক্ষিত উন্মুক্ত করে দিয়েছে।

এই দৃষ্টিকোণ থেকে মধ্য সত্তর দশকের সমাজতন্ত্র ও পুঁজিতন্ত্রের 'নির্দেশক'গুলোর দিকে দৃষ্টিপাত করা যেতে পারে।

যুদ্ধোত্তর যুগে সমাজবিকাশের প্রধান ও চূড়ান্ত ক্ষেত্র বৈষয়িক উৎপাদনে পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্রের অর্থনৈতিক শক্তি-সম্পর্কের ক্ষেত্রে একটা প্রকৃত ঐতিহাসিক পরিবর্তন সাধিত হয়েছিল। সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ার বর্তমান শিল্পোৎপাদন প্রাক-যুদ্ধকালের (সোভিয়েত ইউনিয়ন ও সংগঠন) চাইতে ৩২ গুণ বেশি এবং ধনতান্ত্রিক দুনিয়ার চাইতে ৪.৯ গুণ বেশি। পৃথিবীর শিল্পোৎপাদনে যুদ্ধের পূর্বে সমাজতন্ত্রের অংশ ছিল বড়জোর দশ শতাংশ, এখন সেটা দাঁড়িয়েছে ৩৯ শতাংশ।

সমাজতন্ত্রের অর্থনৈতিক সাফল্য আরও চমকপ্রদ, কারণ যুদ্ধের ফলে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও পূর্ব ইয়োরোপের দেশগুলোতে পুঁজিবাদী দুনিয়ার চাইতে তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি বৈষয়িক ও মনুষ্যজীবনের ক্ষতি হয়েছিল। কার্যত প্রধান পুঁজিবাদী দেশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যুদ্ধের ফলে কোনো ক্ষতিই হয় নি। তার ভূখণ্ডে কোনো বোমা বর্ষিত হয় নি, কোনো কারখানাই তার ধ্বংস হয় নি। বরঞ্চ মার্কিন শিল্প যুদ্ধের মধ্যে অনেকখানি স্ফীত হয়ে উঠেছিল। অন্যদিকে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিকে অনেকখানি পুনর্গঠিত করতে হয়েছিল—শুধু তাই নয়, অনেকখানি একেবারে ভিত্তি থেকে গড়তে হয়েছিল।

সমাজতন্ত্র জনগণের সমৃদ্ধিসাধনেও তার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করেছে। এই সমৃদ্ধি ক্রমাগত বেড়ে চলেছে। যেমন সোভিয়েত ইউনিয়নে ১৯৫০ থেকে ১৯৭২-এর মধ্যে প্রকৃত আয় তিনগুণেরও বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে এটা ঠিক যে, বৈষয়িক ভোগের কোনো কোনো ক্ষেত্রে অধিকাংশ সমাজতান্ত্রিক দেশ, যারা খুব কম মাথাপিছু আয় নিয়ে কাজ শুরু করেছিল—এখনও অধিকাংশ উন্নত পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের পেছনে রয়েছে। অবশ্য ব্যবধান নিয়মিতভাবে হ্রাস পাচ্ছে।

প্রধান বিষয় হল, সমাজতান্ত্রিক সমাজ পুঁজিবাদীর মতন মুনাফামুখিন না হয়ে, মানুষের কল্যাণে এবং মেহনতী জনগণের ক্রমবর্ধমান প্রয়োজনের সর্বাধিক তৃপ্তি সাধনের লক্ষ্য নিয়ে এগিয়ে চলে। বিনামূল্যে চিকিৎসা, পেনসন এবং অন্যান্য সামাজিক সুযোগ-সুবিধা এখানে শুধু নির্ভরযোগ্যভাবে সুনিশ্চিত করা হয় নি—সেগুলোকে নিরন্তর বাড়ানো ও উন্নত করা হচ্ছে। বেকারী বহুদিন পূর্বে নিশ্চিহ্ন হয়েছে, মূল্য এখানে স্থিতিশীল এবং নিয়মিতভাবে বেতন বৃদ্ধি হচ্ছে। বাসস্থান, যানবাহন ও সেবা-ব্যবস্থা সুলভ, কর অল্প এবং তাও ক্রমশ কমছে। উপরন্তু এটা মনে রখতে হবে, সমাজতন্ত্র পুঁজিবাদের মতন হাড়ভাঙা পরিশ্রম বরদাস্ত করে না।

সমাজতন্ত্রের শ্রেষ্ঠত্ব শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। শিক্ষা অবৈতনিক—এখানে কোনো সামাজিক বাধা নেই। দক্ষতা বৃদ্ধির জন্যে, নন্দনতত্ত্ব শিক্ষার জন্যে, শিল্পগত দক্ষতার আবিষ্কার ও বিকাশের জন্যে অপরিমিত সুযোগ এখানে রয়েছে। সাংস্কৃতিক সম্পদের দ্বারও এখানে উন্মুক্ত। এটাই হল সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতা। যেমন সোভিয়েত ইউনিয়নে দুনিয়ার সর্বাধিক মানুষ সিনেমা দেখে, কনসার্ট শোনে, মিউজিয়ম ও লাইব্রেরীতে যায়; বই পড়ার ক্ষেত্রেও দেশটি প্রথম। সোভিয়েত বিজ্ঞান, সাহিত্য ও ক্রীড়ার চমকপ্রদ কীর্তি বিশ্ব-পরিচিতি লাভ করেছে। এই সব ক্ষেত্রের বিশিষ্ট অংশগ্রহণকারীরা বিশ্বজোড়া সংবর্ধনা লাভ করেছেন। এঁরা পুঁজিবাদী দেশগুলোর মেহনতী জনগণের নিকট সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে সমাজতন্ত্রের অপূর্ব সাফল্যকে চমৎকারভাবে তুলে ধরেছেন।

মন্দা ও মূল্যবৃদ্ধি শ্রমিকশ্রেণী ও মেহনতী জনগণকে উদ্যোগের ব্যাপক সুযোগ দেয়। এটা সুনিশ্চিত হয় সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের বিকাশ ও উন্নতির ফলে, সরকারে জনসাধারণের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করে এবং শিক্ষার মান উন্নত করে। মতাদর্শগতভাবে সমাজতান্ত্রিক সমাজ একটা অগ্রগামী বিশ্ব-দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলে; গড়ে তোলে জনসাধারণের সচেতনতা, এক অভিন্ন মহান আদর্শের সঙ্গে যুক্ত থাকার বোধ, সামাজিক ও জাতীয় সমানাধিকারের আবহাওয়া এবং কমরেডসুলভ পারস্পরিক সাহায্যের চেতনা। সকল মানুষ সক্রিয়ভাবে জনসাধারণের বিষয়ে অংশগ্রহণ করছে, জনস্বার্থে তারা উৎসর্গীকৃত এবং তারা নিজেদেরকে সমাজের স্বাধীন ও সমঅধিকারসম্পন্ন সদস্য বলে অনুভব করছে—এইভাবেই সমাজতান্ত্রিক জীবনধারা বিকশিত হচ্ছে। ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আত্মবিশ্বাসী এই নতুন মানুষ সমাজতন্ত্র ও সাম্যবাদের সক্রিয় স্রষ্টারূপে নিজেকে পূর্ণতর করে তুলছে। সেটাই সমাজতান্ত্রিক সাফল্যের মূলে 'রহস্য' এবং শ্রেষ্ঠ প্রাপ্তি।

এই শতাব্দীর শেষ পাদে পুঁজিবাদের দেখাবার মতো আর কী আছে? এখন সামাজিক দ্বন্দ্ব এবং সর্বপ্রকার সংঘর্ষ নতুন ও তীব্র আকারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। অর্থনীতিতে

সংকটের অন্তর্ভেদী প্রক্রিয়াগুলো প্রতীয়মান হচ্ছে। কতকগুলি দেশে উৎপাদন হ্রাস পাচ্ছে। এর বিশেষ লক্ষণ হল: বর্তমান মন্দার সঙ্গে যুক্ত মুদ্রাজনিত সংকট এবং ধাবমান মুদ্রাস্ফীতি। বুর্জোয়া নেতারা মুদ্রাস্ফীতিকে প্রতিহত বা অন্ততপক্ষে কমাতে অভূতপূর্ব প্রয়াস করছে—কারণ এটা পুঁজিবাদী অর্থনীতির একেবারে ভিত্তিকে বিপদাপন্ন করে তুলছে। এই বল্গাহীন মুদ্রাস্ফীতি বৃহৎ বহুজাতিক কর্পোরেশনগুলোর কার্যকলাপের ফল এবং এর অধিকাংশই হচ্ছে সামরিক-শিল্পগত সমাহারের দ্বারা অর্থনীতিকে নিরবচ্ছিন্নভাবে নিঃশোষিত করে ফেলার পরিণতি। সামরিক ব্যয় অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি আনে—তথ্যদ্বারা এই দাবি বাতিল হয়ে যায়। এটা এখন স্পষ্ট যে, অস্ত্র-প্রতিযোগিতা সম্পদের বিপুল অপচয় ঘটায় এবং সংকটের লক্ষণ সৃষ্টি করে।

মন্দা ও মূল্যবৃদ্ধি শ্রমিকশ্রেণী ও মেহনতি জনগণকে সর্বাধিক আঘাত করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ১৯৭৩ সালে প্রকৃত মজুরী শতকরা চার ভাগ কমে গিয়েছিল, বৃটেনে কমেছিল শতকরা ৪.৬ ভাগ; অন্যদিকে যথেষ্ট পরিমাণে বেকারী বেড়ে গিয়েছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কর্মহীন লোকের সংখ্যা আবার পূর্বের ৬ শতাংশতে গিয়ে দাঁড়িয়েছে—এদের মোট সংখ্যা হল ৫৫ লক্ষ। পশ্চিম ইয়োরোপে বেকারের সংখ্যা হল ৩৫ লক্ষ—এই সংখ্যা আরও বাড়ছে। এইভাবে প্রচণ্ড প্রযুক্তিগত প্রগতি সত্ত্বেও পুঁজিবাদী জগতে জনসাধারণের জীবনে নতুন করে অবনতি ঘটছে।

এই সংকটের বোঝা মেহনতী জনগণের উপর চাপানোর প্রয়াসের বিরুদ্ধে ইতোমধ্যেই প্রবল প্রতিরোধ গড়ে উঠছে। বুর্জোয়া সমাজের রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা আকস্মিকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। সরকারের সংকটগুলো দ্রুতগতিতে একের পর এক দেখা দিচ্ছে। বহু বুর্জোয়া প্রতিষ্ঠান ও পার্টি এখন আরও বদনামগ্রস্ত হয়ে পড়ছে এবং আরও বেশি করে অবিশ্বাসের ভাগী হচ্ছে। সর্বহারা ও ব্যাপক জনগণের শ্রেণীগত কাজকর্ম ক্রমশই বাড়ছে। অন্যদিকে দক্ষিণপন্থার বিপদ, চরম প্রতিক্রিয়াশীল, ফ্যাসিবাদের অনুগামী এবং সামরিক শক্তিগুলোর নিকট থেকে বিপদ বৃহত্তর আকারে দেখা দিয়েছে।

সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলোর অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব এখনও গভীরতর মাত্রায় রয়েছে—বিশেষ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, পশ্চিম ইয়োরোপ ও জাপানের মধ্যেকার দ্বন্দ্ব। প্রধান পুঁজিবাদী দেশগুলোর সঙ্গে উন্নয়নশীল দেশগুলোর সম্পর্ক খুব বেশি পরিমাণে চিড় খেয়েছে।

যুদ্ধোত্তর পুঁজিবাদী সমাজের ইতিহাসে বর্তমান সংকটের কোনো তুলনা নেই। এটাকেই পুঁজিবাদের সামগ্রিকভাবে গভীরতর সাধারণ সংকট বলা হচ্ছে, এটাই ঐ সংকটের গুণগত পরিবর্তন।

আমরা স্মরণ করতে পারি যে, কমিউনিস্টরা সংকট ও তার আলোড়নের অনিবার্যতার কথা পূর্বেই ভবিষ্যদ্বাণী করেছিল—যখন বুর্জোয়া প্রচারে সমৃদ্ধ পুঁজিবাদের সংকট মুক্ত যুগ বা 'নয়া পুঁজিবাদে'র আবির্ভাবের ঢাক পেটানো হচ্ছিল। ১৯৬৯ সালের কমিউনিস্ট ও ওয়ার্কার্স পার্টিগুলোর সভার এবং ভ্রাতৃপ্রতিম পার্টিগুলোর কংগ্রেসের মূল্যায়ন সঠিক প্রমাণিত হয়েছে—পুনর্বার প্রমাণিত হয়েছে বিশ্ব-প্রক্রিয়া সম্পর্কে মার্কসবাদী-লেনিনবাদী বিশ্লেষণের সারবত্তা।

পুঁজিবাদী ব্যবস্থা সমাজকে যে মরমুখী অবস্থায় নিয়ে গেছে তার থেকে পরিত্রাণের একমাত্র বাস্তব পন্থা হিসাবে পুঁজিবাদী এলাকার বর্তমান পরিস্থিতি সমাজতন্ত্রের বিষয়গত প্রয়োজনীয়তার উপর বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছে। ইয়োরোপের পুঁজিবাদী দেশগুলির কমিউনিস্ট পার্টিগুলোর ব্রাসেলস সম্মেলনের ঘোষণায় বলা হয়েছে, "জনগণের অগ্রগতির নামে, ভবিষ্যৎ দুনিয়ার নামে সমাজতন্ত্র ক্রমবর্ধমানভাবে জীবনের সর্বক্ষেত্রে প্রগতির বিষয়গত প্রয়োজনরূপে দেখা দিয়েছে। ...পুঁজিবাদী দেশগুলির জনগণ যেসব কঠিন সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে, একমাত্র সমাজতন্ত্রই তার সমাধান করতে পারে।"

৩

বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক গোষ্ঠী সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রামের প্রধান শক্তি এবং অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী শক্তির অপরিবর্তনীয় মিত্র। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির জাতীয় পরিষদের এক প্রস্তাবে বলা হয়েছে, "বিশ্বসমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা দিনে দিনে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিকভাবে শক্তি অর্জন করছে। ...পুঁজিতান্ত্রিক ব্যবস্থার উপর সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার শ্রেষ্ঠত্ব সারা বিশ্বের জনগণের মনে বিপ্লবী প্রভাব ফেলছে।"(১)

সমাজতান্ত্রিক বিশ্ব ব্যবস্থার সুদৃঢ় ও শক্তিশালী বিকাশ পুঁজিবাদী দেশগুলোতে শ্রেণীসংগ্রামের শক্তি সম্পর্ককে প্রভাবিত করছে।

নতুন পরিস্থিতিতে সমাজতন্ত্র যখন সমৃদ্ধির মানোন্নয়নের ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক সাফল্যকে প্রয়োগ করার ক্রমবর্ধমান ক্ষমতা প্রতিপন্ন করছে, তখন পুঁজিবাদী দেশগুলোর শ্রমিকরাও আরও অবিচলিত হয়ে উঠছে। তারা আরও সক্রিয়ভাবে ও সাহসের সঙ্গে তাদের দাবির জন্যে চাপ দিচ্ছে। এই সঙ্গে শ্রমিকশ্রেণী গণতান্ত্রিক অধিকার ও স্বাধীনতা রক্ষায় তার দক্ষতা আরও বৃদ্ধি করেছে। জনগণ আরও বেশি করে রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে অধৈর্য হয়ে উঠছে—নয়া ফ্যাসিবাদ ও একনায়কতান্ত্রিক প্রবণতাকে পরাস্ত করার জন্যে অধিকতরভাবে প্রস্তুত হচ্ছে। সমাজতন্ত্র ও গণতন্ত্রের অনুকূলে শক্তির ভারসাম্যের সাধারণ পরিবর্তন পর্তুগাল ও গ্রীসের ফ্যাসিস্ত রাজত্বের অবসানের উপযোগী আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির উপর কম প্রভাব বিস্তার করে নি।

যে নীতিগুলি সমাজতান্ত্রিক সমাজ এবং জনগণের স্বার্থানুযায়ী সমাজতান্ত্রিক বিকাশকে পরিচালিত করে, সেগুলো শ্রমিকশ্রেণীর উত্থাপিত দাবির লক্ষ্য ও প্রকৃতিকে আরও জোরালোভাবে প্রভাবিত করছে। শ্রমিকশ্রেণীর অগ্রগামী বাহিনী ক্রমবর্ধমানভাবে এমনসব দাবির উপর নিজেদের নিবদ্ধ করছে—যেগুলো গতানুগতিক সংস্কারের সীমা অতিক্রম করে যায় এবং গণতান্ত্রিক অধিকারকে তুলে ধরার জন্যে ও সমাজতন্ত্রের সংগ্রামে আরও অনুকূল পরিস্থিতি সৃষ্টির জন্যে এই দাবিগুলোর সমধিক গুরুত্ব রয়েছে।

বর্তমানে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোর পরিস্থিতির সঙ্গে পুঁজিবাদী দেশগুলোর সংকটজনক পরিস্থিতির একটা সাধারণ তুলনাই মেহনতী মানুষের মনে জঙ্গীপনা, চেতনা ও রাজনৈতিক পরিপক্কতা সৃষ্টি করতে বাধ্য। লক্ষ লক্ষ নতুন মানুষ দেখছে তাদের দুঃখদুর্দশার উৎস নিহিত রয়েছে পুঁজিবাদের চরিত্রের মধ্যেই। একই গ্রহে, ইতিহাসের একই পর্বে সমাজতন্ত্র তার অস্তিত্ব নিয়ে এগিয়ে চলেছে—এখানে কোনো বেকারি নেই, মুদ্রাস্ফীতি নেই, নেই কোনো মুদ্রাজনিত সংকট ও আর্থিক ওলটপালট।

---

১ **নিউ এজ**, ১১ আগস্ট, ১৯৭৪, ৩ পৃঃ।

জনগণের শ্রেণীচৈতন্যবোধ অবশ্য স্বতঃস্ফূর্তভাবে আসে না। পুঁজিবাদী দেশগুলোর কমিউনিস্ট পার্টিগুলো একটা বিরাট ভূমিকা পালন করছে। মেহনতী জনগণের স্বার্থে ও প্রকৃত জাতীয় স্বার্থে কমিউনিস্টদের উৎসর্গীকৃত প্রয়াসের দ্বারা বিশ্ব-সমাজতন্ত্রের সঙ্গে তাদের আন্তর্জাতিক যোগসূত্র নিরন্তর শক্তিশালী হচ্ছে। কমিউনিস্টরা এটা জানে, সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোর সাফল্য তাদের নিজস্ব শক্তি ও সামর্থ্যের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ার ব্যাপক সত্য প্রচার ব্যতীত পার্টিগুলোর মতাদর্শগত ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের কথা ধারণাই করা যায় না। এই সঙ্গে সমাজতান্ত্রিক বিশ্ব-ব্যবস্থা ও বিপ্লবী আন্দোলনের সাফল্যজনক অগ্রগতির স্বার্থে সমাজতান্ত্রিক দুনিয়াকে দৃঢ়ভাবে সমর্থনের জন্যে, এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন ও অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র সম্পর্কে কুৎসার বিরুদ্ধে সক্রিয়ভাবে দাঁড়ানো ঐ রাষ্ট্রগুলির পক্ষে সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

যে পরিবর্তনগুলো সদ্য ঔপনিবেশিক বন্ধনমুক্ত দুনিয়ার বিশাল অংশে রূপান্তর এনেছে—সেগুলোর ক্ষেত্রে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা মূল চালিকাশক্তির ভূমিকা পালন করেছে। চল্লিশের দশক থেকে সত্তরের দশক পর্যন্ত বিশ্বের এই অংশের প্রধান ঘটনাবলী সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ার শক্তি ও প্রভাব বৃদ্ধির সঙ্গে জড়িত রয়েছে, জড়িত রয়েছে তার সমর্থন ও সাহায্যের সঙ্গে। এটা যুদ্ধোত্তর জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের ইতিহাসে খোদিত রয়েছে। যখন এর একেবারে প্রথম পর্যায়ে ভারতের জনগণ স্বাধীনতা অর্জন করছিল এবং যখন গিনি-বিসাউ, মোজাম্বিক, আংগোলার দেশপ্রেমিক শক্তিগুলোর আঘাতে এবং পর্তুগালের গণতান্ত্রিক ফ্যাসি-বিরোধী বিপ্লবের ধাক্কায় শেষ ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য ভেঙে পড়েছে—যার বিবরণ এখনও রচিত হচ্ছে—এ সবই ইতিহাসে গভীরভাবে মুদ্রিত রইল।

জাতীয় ও সামাজিক মুক্তির জীবন্ত প্রতিমূর্তি রূপে যে-শক্তি বর্ণবিদ্বেষ ও জাতিগত বৈষম্যবাদী ফ্যাসিস্ত ও সাম্রাজ্যবাদী ভাবধারার উপর বিজয়ী হয়েছে, সমাজতান্ত্রিক বিশ্ব বিগত দিনের সেই সব লক্ষ লক্ষ ঔপনিবেশিক দাসদের চেতনায় একটা মর্যাদাবোধ সঞ্চারিত করেছে। সমাজতন্ত্রের দৃষ্টান্ত মুক্তি ও স্বাধীনতার উদ্বেল আকাঙ্ক্ষা সৃষ্টিতে এবং বিদেশী প্রভুত্ব বিলোপ-সাধনের সংকল্পে এক অপরিমেয় ভূমিকা পালন করেছে।

বর্তমান সমাজতন্ত্র ও জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের নিগূঢ় সম্পর্ক বিশ্বব্যাপী সুবিদিত ঘটনাবলীর মধ্যে দেখতে পাওয়া যায়। যেমন, এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, আরব জনগণের সংগ্রামে মৌলিক পরিবর্তন এবং তাদের চমকপ্রদ সাফল্যগুলি তখনই সম্ভব হল—যখন তাদের কর্মধারা সোভিয়েত ইউনিয়ন ও অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশের বন্ধুত্ব ও ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের দিকে প্রসারিত হল।

সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার অস্তিত্ব, তার শক্তি ও সমর্থন বহু আফ্রো-এশীয় জনগণের সামনে রাজনৈতিক স্বাধীনতা থেকে উদ্ভূত প্রধান সমস্যাগুলো সমাধানের উপযোগী সম্ভাবনার পথ খুলে দিয়েছিল। এই সম্ভাবনার প্রকাশ লক্ষ্য করা যায় দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক ও বিশ্ব-সমস্যা সম্পর্কে সমাজতান্ত্রিক ও উন্নয়নশীল দেশগুলোর সর্বাঙ্গীণ সহযোগিতার মধ্যে।

সমাজতন্ত্রের সমন্বয়ী বৈদেশিক নীতি বিশ্ব বিকাশধারার উপর ক্রমবর্ধমানভাবে কার্যকর প্রভাব ফেলছে।

বিশ্ব তাপ-পারমাণবিক যুদ্ধ প্রতিরোধ-প্রয়াসে এটাই সমাজতন্ত্রের প্রধান হাতিয়ার। জনগণ ক্রমশই এটা বেশি করে দেখছে এবং উপলব্ধি করছে যে শান্তি যদি এখন আরও নিরাপদ হয়ে থাকে ও বিশ্ব-সংঘর্ষের বিপদ যদি উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়ে থাকে—সেটা প্রধানত সম্ভব হয়েছে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলোর সক্রিয়, দূরপ্রসারী, নমনীয় ও মূলনীতিগত অবস্থানের জন্যে।

ভ্রাতৃপ্রতিম রাষ্ট্রগুলোর সমন্বয়মূলক কর্মকাণ্ড সমাজতান্ত্রিক বৈদেশিক নীতিকে সাফল্যমণ্ডিত করা ও সমাজতন্ত্রের অবস্থানকে শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে অপরিসীম গুরুত্বপূর্ণ এবং একটা প্রধান উপাদানও বটে।

ভ্রাতৃপ্রতিম দেশগুলোর অভ্যন্তরীণ কাজকর্ম মৌল বিশ্বসমস্যাগুলো পর্যন্ত এখন প্রসারিত এবং তার সবগুলো সম্পর্কে সমাজতান্ত্রিক গোষ্ঠী স্বচ্ছ ও সুস্পষ্টভাবে খোলাখুলি অবস্থান নেয়, যেগুলো দুনিয়ার গণতান্ত্রিক জনমত সপ্রশংসভাবে উপলব্ধি করে। বিশ্ব ঘটনাবলীর কেন্দ্রবিন্দু সুস্পষ্টভাবে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলোর দিকে পরিবর্তিত হয়েছে। এই রাষ্ট্রগুলোর রাজধানীতে উচ্চপর্যায়ের আলোচনা একটা লক্ষণে পরিণত হয়েছে। বিশ্ব রাজনীতিতে যিনিই একটু তাৎপর্যপূর্ণ অংশলাভে ইচ্ছুক, তিনিই সোভিয়েত ইউনিয়ন ও অপরাপর সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোর নেতাদের সঙ্গে সংযোগ স্থাপনে ও আলোচনায় অত্যন্ত আগ্রহী। ঐ নেতাদের বক্তৃতা ও বিদেশ সফরে একটা ব্যাপক আন্তর্জাতিক চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়।

সমাজতান্ত্রিক ও ধনতান্ত্রিক দেশগুলোর নেতাদের সরাসরি যোগাযোগ বিশ্ব ঘটনাবলীতে একটা বিরাট ভূমিকা পালন করছে। এই ক্ষেত্রে আমাদের দেশ একটা ঐতিহাসিক ঐতিহ্য অনুসরণ করছে—বিশেষত হিটলার-বিরোধী মৈত্রীর ঐতিহ্য। ঐ মৈত্রীর ইতিহাস থেকে এটা প্রতিপন্ন হয় যে, নতুন রাজনৈতিক বাস্তবতা সম্পর্কে বিপরীত সমাজ-ব্যবস্থার শাসক শক্তির সংযত মূল্যায়ন এবং চরিত্রগুলো সম্পর্কে বিশ্বস্ত আনুগত্য একটা অভিন্ন অর্থ সৃষ্টি করে এবং সেটা শান্তি, সংশ্লিষ্ট দেশগুলোর স্বার্থ ও আন্তর্জাতিক সম্পর্কের স্বাভাবিকীকরণের পক্ষে সহায়ক হয়।

এটা এখন সাধারণভাবে স্বীকৃত, উত্তেজনা প্রশমন, শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান ও নিরাপত্তার অনুকূলে একটা সামগ্রিক প্রবণতা সৃষ্টি হয়েছে। "সমাজতান্ত্রিক বিশ্ব-ব্যবস্থার অস্তিত্ব ও কর্মধারার এই বিবর্তনের চূড়ান্ত উপাদান।"(১)

কমিউনিস্টরা এটা অবশ্যই জানে, সাম্রাজ্যবাদ ও সমাজতন্ত্রের মধ্যে আমাদের যুগের মূল দ্বন্দ্বকে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান মুছে দিতে পারে না। এখন যেটা চলছে তা হল, সমাজতন্ত্রের মুখোমুখি হয়ে প্রভুত্বশালী বুর্জোয়ারা জটিল প্রক্রিয়ায় নতুন পরিস্থিতির সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিচ্ছে। সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে উলটে দেবার অভিসন্ধিমূলক রণনীতির পরিবর্তে ক্রমান্বয়ে একে দুর্বল করার সচেতনভাবে রচিত এক বিশদ রণনীতি গ্রহণ করা হচ্ছে। সাম্রাজ্যবাদী রণনীতিবিদরা সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোর মধ্যে অনৈক্য সৃষ্টি করতে চায়, তাদের পরস্পরকে পরস্পরের বিরুদ্ধে বিশেষ করে, সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে লাগাতে চায়। তারা সামরিক ব্যয় বাড়িয়ে অস্ত্রসজ্জা বৃদ্ধি করছে। আগ্রাসী নাটো গোষ্ঠীকে আধুনিকভাবে পুনরায় শক্তিশালী করে তোলার জন্যে সুদৃঢ় প্রয়াস চালানো হচ্ছে। চিলি, উরুগুয়ে, সাইপ্রাস ও অন্যান্য দেশের ক্ষেত্রে যা দেখা গেছে তা হল প্রতিবিপ্লব ও প্রতিক্রিয়া রপ্তানীর ক্ষেত্রে নাটো প্রত্যক্ষ হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

---

১ ১৯৭৪ সালের ফরাসী পার্টি কংগ্রেসে প্রদত্ত কমরেড মার্শাই-এর রিপোর্ট থেকে। ল্যুমানিতে ২৫ অক্টোবর, ১৯৭৪।

এর থেকে বোঝা যায়, আমাদের সাফল্য থেকে আত্ম-সন্তুষ্ট হওয়ার কোনো কারণ নেই। সাম্রাজ্যবাদ এখনও বিপদজনক ও শক্তিশালী প্রতিদ্বন্দ্বী। উত্তেজনা প্রশমনের প্রক্রিয়াকে সংহত ও গভীরতর করার জন্যে প্রয়োজন হল উদ্দেশ্যপূর্ণ সক্রিয় প্রয়াস, গঠনমূলক রাজনৈতিক কাজ ও সতর্কতা এবং সর্বোপরি বিশ্ব-সমাজতন্ত্রকে শক্তিশালী করার জন্যে নিরন্তর প্রচেষ্টা।

৪

বিগত তিরিশ বৎসরের কীর্তির মধ্যে দিয়ে বিশ্ব-বিপ্লবী আন্দোলন ও সামাজিক প্রগতির উপর সমাজতন্ত্রের কল্যাণকর প্রভাবের মূলধারা সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। সংক্ষিপ্তাকারে সেগুলো এই ঃ

—নতুন সমাজব্যবস্থার অপরাজেয় শক্তি দিনের পর দিন পূর্ণতর মাত্রায় প্রকাশ পাচ্ছে। বিশ্ব জনসংখ্যার একটা বিশাল অংশ ইতোমধ্যেই শোষণ ও নিপীড়ন থেকে মুক্তি লাভ করেছে এবং প্রকৃত সাম্য, ভ্রাতৃত্ব, গণতন্ত্র ও জাতীয় স্বাধীনতার সুফল বুঝতে পেরেছে। এর ফলে সকল জাতির সামনে উন্মুক্ত হয়েছে সমাজতান্ত্রিক পরিপ্রেক্ষিত এবং তারা ভবিষ্যৎহীন পুঁজিবাদের একমাত্র বিকল্প নতুন সমাজ গঠনের বাস্তব অভিজ্ঞতার ক্রমবর্ধমান ভাণ্ডার থেকে সাহায্য নিতে পারে।

—শান্তি ও সামাজিক প্রগতির অনুকূলে এবং জনগণের কল্যাণে বিশ্ব-শক্তির ভারসাম্য স্থায়ীভাবে বদলে যাওয়ার ক্ষেত্রে সমাজতন্ত্র প্রধান উপাদান।

—নতুন সমাজ গড়ার সাফল্য সমাজতান্ত্রিক ভাবধারার আকর্ষণীশক্তি আরও বৃদ্ধি করেছে, সেগুলোর ব্যাপক প্রচারের পক্ষে সহায়ক হয়েছে এবং কমিউনিস্ট-বিরোধী কুসংস্কার ও বুর্জোয়া মতাদর্শকে পরাজিত করতে পারছে।

—সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতা জনগণের বন্ধুত্ব ও ভ্রাতৃত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রগুলির মধ্যেকার নতুন ও প্রকৃত আন্তর্জাতিকতাবাদী সম্পর্কের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করছে।

—এ সমগ্র আন্তর্জাতিক সম্পর্ক-ব্যবস্থার উপর তার গঠনমূলক প্রভাব ফেলছে এবং এইভাবে বিশ্বশান্তি, নিরাপত্তা ও সকল বড় বড় সমস্যার আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে মীমাংসাকে সহজতর করে তুলছে।

—পুঁজিবাদী দেশের শ্রেণীসংগ্রামের আন্তর্জাতিক এবং পরোক্ষভাবে জাতীয় পরিস্থিতির উপর সমাজতন্ত্রের সুবিধাজনক প্রভাব পড়ছে।

—উপনিবেশ থেকে মুক্ত হয়ে যারা রাষ্ট্রের জাতীয় স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বকে রক্ষা করছে এবং স্বাধীন কর্মনীতি অনুসরণ করছে সমাজতন্ত্র তাদের সর্বাঙ্গীণ সাহায্য দিচ্ছে এবং মহান অক্টোবর বিপ্লবের মধ্যে দিয়ে যে-যুগের আবির্ভাব ঘটেছে—সেই যুগে ইতিহাস সৃষ্টিতে সক্রিয় অংশ নিতে নতুন কোটি কোটি মানুষকে সাহায্য করছে সমাজতান্ত্রিক গোষ্ঠী।

বিশ্ব-বিকাশের ওপর সমাজতন্ত্রের কল্যাণকর প্রভাব এখন আর শুধু একটা প্রগতিশীল ভাবধারা বা তত্ত্বগত প্রতিপাদ্য বিষয় নয়—সেটা এখন বিশ্ব-ইতিহাসের গতিপথ নির্ধারণের ক্ষেত্রে একটা সজীব বাস্তবতা, একটা প্রধান বিষয়গত উপাদান।

বিগত তিরিশ বৎসরের অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে এটা যুক্তিসঙ্গতভাবে প্রতিপন্ন হয়েছে যে, বিশ্ব-সমাজতন্ত্রের স্বার্থ, তার শক্তি ও প্রভাববৃদ্ধি সকল মেহনতী মানুষের মৌল দাবি ও প্রয়োজনের সঙ্গে সম্পূর্ণ সঙ্গতিপূর্ণ। প্রকৃতপক্ষে সকল দেশের শ্রমজীবী মানুষ কি পারমাণবিক ও ক্ষেপণাস্ত্রের যুদ্ধ আশঙ্কার অবসানে উৎসাহী নয় এবং তারা কি এইভাবে আন্তর্জাতিক নিরাপত্তাকে সুদৃঢ় করতে চায় না?

বিগত তিরিশ বছরের ইতিহাস থেকে এটাই দেখা যায় যে, সাম্রাজ্যবাদের সৃষ্ট যুদ্ধগুলো প্রতিহত করা গিয়েছে প্রধানত সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোর শান্তি সুরক্ষিত রাখার উদ্যমশীল প্রয়াসের দ্বারা। প্রতিটি ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট দেশগুলো ও জনগণের স্বার্থসমন্বিত বিষয়গুলোর পুরোপুরি হিসাবনিকাশ করে যুদ্ধ বন্ধ করা হয়েছে। বিশ্বের জনগণ এই ধারণায় এসে পৌঁছচ্ছে যে, সমাজতন্ত্রের ক্রমাগত শক্তিবৃদ্ধির অর্থ হল তাদের পক্ষে আরও বেশি করে রাজনৈতিক, নৈতিক ও বৈষয়িক সমর্থন লাভ। বিশ্ব বিকাশধারার উপর সমাজতন্ত্রের প্রভাব যদি নিরন্তর বাড়তে থাকে, তাহলে সাম্রাজ্যবাদ ও প্রতিক্রিয়ার সুযোগ বিরল হয়ে আসবে এবং শান্তি, জাতীয় স্বাধীনতা ও সামাজিক প্রগতির শক্তিগুলোর সুযোগ আরও বৃদ্ধি পাবে।

এসবের ফলশ্রুতি হিসেবে সকল দেশের শ্রমিকশ্রেণী, কৃষক, মেহনতী জনগণের অ-সর্বহারা অংশগুলোর বিশ্ব-সমাজতন্ত্রকে শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে এবং ঘটনাবলীর অগ্রগতিতে সমাজতন্ত্রের প্রভাব বৃদ্ধি করার ক্ষেত্রে একটা গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব রয়েছে।

অবশ্য সবাই বিশ্ব-সমাজতন্ত্রের স্বার্থ ও সকল দেশের জনগণের স্বার্থের মধ্যে ঘনিষ্ঠ আন্তঃসম্পর্ক পরিষ্কারভাবে দেখতে পায় না। সাম্রাজ্যবাদ ও তার মতাদর্শের প্রবক্তারা এবং সকল রকমের শোধনবাদীরা সমাজতন্ত্র ও অন্যান্য বিপ্লবী শক্তিগুলোর মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির জন্যে উভয় শক্তির আন্তঃসম্পর্ককে অস্পষ্ট করে দিতে চায়। কিন্তু তাদের সকল প্রচেষ্টা সত্ত্বেও জনগণ সমাজতন্ত্র ও সকল মেহনতী মানুষের যৌথ স্বার্থের গুরুত্ব উপলব্ধি করছে এবং এই উপলব্ধি বাড়ছে এবং ছড়িয়ে পড়ছে।

সমাজতান্ত্রিক দেশগুলো এবং বিশ্বব্যাপী ঘটনাবলীর বাস্তব অগ্রগতির মধ্যে দিয়ে এই সিদ্ধান্তই সুনিশ্চিত হয়ে উঠছে যে, সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা বিশ্ব বিকাশের উপর তার প্রভাব **নিরবচ্ছিন্নভাবে বৃদ্ধি** করে চলেছে। একদিকে, যেমন সমাজতান্ত্রিক গোষ্ঠীর অর্থনৈতিক, মতাদর্শগত ও রাজনৈতিক শক্তিবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তার প্রভাব বাড়াবার সুযোগও বৃদ্ধি পায়। এই গোষ্ঠীর সদস্যভুক্ত দেশগুলো বিকাশের এক নতুন পর্যায়ে প্রবেশ করেছে এবং তারা উন্নত সমাজতান্ত্রিক সমাজের রূপায়ণে ও সাম্যবাদ গড়ে তোলার ক্ষেত্রে গুণগতভাবে নতুন সাফল্য অর্জন করেছে। বিগত তিনটি দশকে সকল ক্ষেত্রে সমাজতন্ত্রের সুযোগ সুবিধাগুলোর পূর্ণতর রূপায়ণের উপযোগী পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে এবং তার ফলশ্রুতি হিসেবে এর আকর্ষণী শক্তিও বৃদ্ধি পেয়েছে। আমাদের ভ্রাতৃপ্রতিম পার্টি ও রাষ্ট্রগুলোর ক্রমবর্ধমান ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা অনুরূপভাবে, বর্তমান বিশ্বে সমাজতন্ত্রের ভূমিকাকে উন্নত করার উদ্দেশ্যে পরিচালিত হচ্ছে।

অপরদিকে, সমাজতান্ত্রিক প্রভাবের গুরুত্ব বিষয়গতভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে সমাজতান্ত্রিক জগতের বাইরে ক্রিয়াশীল কতকগুলো প্রক্রিয়ার দ্বারা। পুঁজিবাদের সাধারণ সংকট তীব্রতর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জনসংখ্যার একটা বিরাট অংশ অনেক বছরের সুকঠিন সংগ্রামলব্ধ জীবনযাত্রার মান বজায় রাখার সম্ভাবনা সম্পর্কে আস্থা রাখতে পারছে না এবং বেকারি ও অন্যান্য দুঃখকষ্ট যা একচেটিয়া প্রভুত্বের অঙ্গ, সেগুলো দূর হওয়ার কোনো সম্ভাবনাও তারা দেখছে না।

তৃতীয় দুনিয়ার দেশগুলোতে ক্রিয়াশীল প্রক্রিয়াগুলো জনগণকে তাদের সমস্যা প্রতিকারের জন্যে অনুরূপভাবে,

সমাজতান্ত্রিক সমাধান অনুসন্ধান করতে বাধ্য করছে। বাস্তবে প্রমাণিত হয়েছে, সমাজতান্ত্রিক পন্থা, তাদের ঔপনিবেশিক ঐতিহ্যগত 'অপরিমেয় অসুবিধাগুলো অতিক্রমণে ব্যাপক সুযোগ সৃষ্টি করে। এটা তো আমরা জানি যে, তৃতীয় দুনিয়ার বহু দেশের সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী আন্দোলন সর্বরকম শোষণ-বিরোধী সংগ্রামে রূপলাভ করেছে। এটা অবশ্যই সদ্য স্বাধীন দেশগুলোর প্রয়োজনের চাপে উদ্ভূত হয়েছে। কিন্তু বিশ্ব সমাজতন্ত্রের মতাদর্শগত প্রভাব এখানে তার প্রচণ্ড ছাপ ফেলবেই। কারণ পুঁজিবাদের আমলে যে সমস্যাগুলো সমাধানের অতীত, সমাজতন্ত্র তার সমাধানে সক্ষম ও তা করেছেও—এর সুস্পষ্ট প্রমাণ আছে। নয়া ঔপনিবেশিকতাবাদ ও বহুজাতিক কর্পোরেশনগুলো বিশ্ব-পুঁজিবাদী অর্থনীতির সঙ্গে এই দেশগুলোর সম্পর্ককে তাদের জাতীয় সম্পদ লুণ্ঠন করার কাজে ব্যবহার করে। এটাও পুঁজিবাদ-বিরোধী মনোভাব সৃষ্টি করতে বাধ্য এবং নিশ্চিতভাবে সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ার সঙ্গে সহযোগিতামূলক আন্দোলনে উদ্দীপনা সৃষ্টি করবে।

বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত বিপ্লব এবং জ্বালানি শক্তি, খাদ্য ও পরিবেশ সংক্রান্ত বিশ্বব্যাপী তীব্র সমস্যাগুলোর সঙ্গে জড়িত প্রক্রিয়াগুলো অনুরূপভাবে সমাজতন্ত্রের প্রভাববৃদ্ধির সহায়ক হচ্ছে। কেবলমাত্র সমাজতন্ত্র ও তার আন্তর্জাতিক আদানপ্রদানের নীতিগুলো এই বিংশ শতকের মূল সমস্যাগুলোর কার্যকর সমাধান দিতে পারে এবং সমাজতন্ত্রই জনগণ ও রাষ্ট্রসমূহকে নতুন ও উন্নত স্তরের বৈজ্ঞানিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও প্রযুক্তিগত সহযোগিতা দান করতে পারে। এগুলো আমাদের যুগ ও ভবিষ্যতের উৎপাদনী শক্তির প্রকৃতি ও সম্ভাবনার মধ্যে দিয়ে অনিবার্য হয়ে উঠেছে।

সুতরাং বিশ্ব-বিকাশের যেদিকেই আমরা তাকাই-না-কেন আমরা দেখি, বিষয়গত উপাদানগুলো বিশ্ব-প্রগতির অগ্রণী-শক্তি হিসেবে সমাজতন্ত্রের ভূমিকা বাড়িয়ে তুলছে।

কিন্তু কমিউনিস্টরা এই তত্ত্বে বিশ্বাস করে না যে, বিষয়গত সুযোগ স্বতঃস্ফূর্তভাবে বাস্তবায়িত হয় এবং ঘটনাগুলোকে "তাদের নিজস্ব ধারায়" চলতে দেওয়া উচিত। তারা এই সিদ্ধান্ত থেকে পরিচালিত হয় যে সমাজতন্ত্রের বিপুল শক্তির উপর ইতিহাস যে উদ্দেশ্য ন্যস্ত করেছিল, তা কমিউনিস্ট পার্টিগুলোর সঠিক নীতি এবং মার্কসবাদ-লেনিনবাদ ও শ্রমিকশ্রেণীর আন্তর্জাতিকতাবাদের ভিত্তিতে তাদের ঐক্যের ফল হিসেবে সম্পূর্ণ ও সর্বাঙ্গীণভাবে বাস্তবায়িত হয়েছে। আমাদের ব্যাপক অভিজ্ঞতায় এটা প্রমাণিত যে অধিকাংশ সমাজতান্ত্রিক দেশ যদি ঐক্যবদ্ধ না থাকত, প্রত্যেকেই নিজস্ব পথে চলত, যদি সমাজতান্ত্রিক গোষ্ঠীকে সংহত করার নিরন্তর প্রচেষ্টা না থাকত, তাহলে বিশ্ব-সমাজতন্ত্র ক্রমবর্ধমানভাবে বিশ্ব-বিকাশের নির্ধারক উপাদান না হয়ে নিজেরা—যেমন মার্কস বলেছেন, বিভক্ত প্রয়াসের অভিন্ন ব্যর্থতার মূল্য দিত। বিশ্বের জনগণের জন্যে এটা হত একটা কঠিন মূল্য।

সমাজতান্ত্রিক বিশ্ব-ব্যবস্থা ও তার সর্বাঙ্গীণ বিকাশের ঐক্যকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া একটা প্রধান আন্তর্জাতিকতাবাদী কাজ। এই প্রশ্নে সি পি এস ইউ-এর অবস্থান এল আই ব্রেঝনেভ তাঁর "সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের যুক্তরাষ্ট্রের পঞ্চাশতম বার্ষিকী" শীর্ষক রিপোর্টে সুস্পষ্টভাবে সূত্রায়িত করেছেন : "আমাদের এখন ঐক্য, সহযোগিতা ও যুক্ত কার্যক্রমের প্রয়োজন। তার প্রাথমিক কারণ হল, আমরা বিকাশমান সমাজতান্ত্রিক সমাজ ও সাম্যবাদ গঠনের সঙ্গে জড়িত সমস্যাগুলোর আরও দ্রুত ও কার্যকর সমাধান চাই। আমাদের ঐক্য, সহযোগিতা ও সংহতির প্রয়োজন—কারণ আমরা আরও কার্যকরভাবে শান্তিকে তুলে ধরতে চাই ও তাকে শক্তিশালী করতে চাই। শান্তি জনগণের অত্যন্ত প্রয়োজন। আমরা আন্তর্জাতিক উত্তেজনা প্রশমনকে সংহত করতে চাই, আমরা সাম্রাজ্যবাদের সকল আক্রমণাত্মক অভিযানকে প্রতিহত করতে চাই, চাই সমাজতন্ত্রের স্বার্থের ক্ষতিসাধনের সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ করতে।"

সোভিয়েত কমিউনিস্টরা আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে ভবিষ্যতের দিকে চেয়ে আছে। তাঁরা নিসন্দেহে এটা বোঝেন যে বিষয়গত উপাদানগুলোর ক্রিয়াশীলতা রাজনৈতিক উদ্যোগ ও কমিউনিস্ট পার্টিগুলোর মার্কসবাদী-লেনিনবাদী নীতির সঙ্গে বহুগুণিত হয়ে জনগণের শান্তি ও স্বাধীনতার স্বার্থে এবং সাম্যবাদের মহান আদর্শের নামে সমাজতন্ত্রের অপরিমেয় শক্তির বাস্তব রূপায়ণ সুনিশ্চিত করবে।

বিপ্লবের সাধারণ ও বিশেষ বৈশিষ্ট্য

ভ্যাসিল বাইলাক
সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য এবং কেন্দ্রীয় কমিটির সম্পাদক,
চেকোশ্লোভাকিয়ার কমিউনিস্ট পার্টি

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সাফল্যপূর্ণ পরিসমাপ্তি, ফ্যাসিবাদের পরাজয় এবং মধ্য ও দক্ষিণ ইয়োরোপে জনপ্রিয় গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠন—৩০ বছর আগের এই ঘটনাবলী ইতিহাসের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। চেকোশ্লোভাকিয়ার পক্ষে এর তাৎপর্য গৌরবময় সোভিয়েত সেনাবাহিনী কর্তৃক স্বাধীনতা অর্জনের ৩০ বছর পূর্তি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বহু গুণে বৃদ্ধি হয়েছে। আজকের দিনের অগ্রগতির উৎসের দিকে মনশ্চক্ষুতে দৃষ্টিপাত করার জন্য, আজ পর্যন্ত সাফল্যের মূল্যায়ন করতে এবং আমাদের নিরবচ্ছিন্ন উন্নয়নের উপাদানসমূহ বিশ্লেষণ করার এটা একটা উপযুক্ত সময়।

যখন পিপলস ডেমোক্রাসিগুলো সুদূরপ্রসারী বৈপ্লবিক পরিবর্তনের পথে অগ্রসর হল তখন তারা তাদের জাতীয় ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায় প্রবর্তন শুরু করে। বিপ্লবীরা প্রজন্ম-পরম্পরায় যে স্বপ্ন দেখে এসেছে—যে লক্ষ্য নিয়ে জাতির সেরা ছেলেমেয়েরা সংগ্রাম করেছে এবং মৃত্যুবরণ করেছে তারা তা অর্জন করেছে। অন্যান্য জনগণও রাশিয়ার প্রলেতারিয়েতের নেতৃত্ব অনুসরণ করবে বলে লেনিন যে ভবিষ্যদ্বাণী করেন তা সত্যে পরিণত হয়েছে।

মহান অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব বিশ্ব-ইতিহাসে এক নতুন যুগের সূচনা করে—এ যুগ উদীয়মান সমাজতন্ত্রের এবং পুঁজিবাদের অবলুপ্তির যুগ। মানবজাতির ভবিষ্যতের পক্ষে এটা ছিল একটা প্রধান মোড় পরিবর্তনকারী ঘটনা এবং সমাজতন্ত্র ও জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে এটা এক বিপুল প্রেরণা দিয়েছে। বৈপ্লবিক তরঙ্গ স্রোত পশ্চিম ও পূর্ব দিক প্লাবিত করে দেয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অব্যবহিত পরেই মধ্য এবং দক্ষিণ ইয়োরোপের অনেক দেশ এই বিশাল স্রোতোধারার সঙ্গে যুক্ত হয়। বিশ্ব-সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগোষ্ঠীর জন্মলাভ ঘটে, এবং আজকে এটা বিশ্বের অগ্রগতির পথে একটি নিয়ামক শক্তি। যুদ্ধের মধ্য থেকে উদ্ভূত হল এক নতুন বাস্তবতা, শ্রেণীশক্তিসমূহের এক নতুন বিন্যাস।

যে ফ্যাসিবাদ এবং সাম্রাজ্যবাদী বৃহৎ পুঁজিপতিরা তাদের নিজেদের শ্রেণীপ্রভুত্ব বজায় রাখার জন্য স্বদেশবাসীর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল তাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম সমগ্রভাবে পুঁজিবাদীদের অবস্থানকেই বিপন্ন করে তোলে। জনগণ এবং রাষ্ট্র সম্পর্কিত বিষয়সমূহ পরিচালনায় অক্ষম এই পুঁজিপতিরা তাদের রাজনৈতিক ও নৈতিক অবলম্বন হারিয়ে ফেলে। ক্লিমেণ্ট গটওয়াল্ড একসময় মন্তব্য করেন, "যে চেকোশ্লোভাকিয়ায় বুর্জোয়ারা ১৯৩৮ সালে পাকাপোক্তভাবে গদিনসীন আছেন বলে নিজেরা মনে করতেন এবং পরে নিজেদের শ্রেণীপ্রভুত্ব বজায় রাখার জন্য জনগণের প্রতি বিশ্বাঘাতকতা করেছিলেন এবং মিউনিখকে ঘটনা ঘটানোর প্রশ্রয় দেয় এবং যে স্বার্থে তারা এত সংগ্রাম করেছে এবং যে জন্য তারা জাতীয় বিশ্বাসঘাতকতার পথ গ্রহণ করলেন এবং জনগণের ব্যাপক অংশের কাছ থেকে পরিপূর্ণ রাজনৈতিক এবং নৈতিক অবমাননা বরণ করে নিলেন আজ তারা এক ধ্বংসস্তূপের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে।"

তুলনামূলকভাবে শ্রমিকশ্রেণী এবং তার অগ্রণীবাহিনী কমিউনিস্ট পার্টি আরও শক্তিশালী হল এবং আগের চেয়ে তার মর্যদাও বৃদ্ধি পেল। কমিউনিস্টরা ফ্যাসিস্ট-বিরোধী সংগ্রামে শুধু সর্বশ্রেষ্ঠ সংগঠিত রাজনৈতিক শক্তিই ছিলেন না ; তারা জনগণের কাছে সমগ্রভাবে জাতির ভাগ্যের সঙ্গে জড়িত সাচ্চা দেশপ্রেমিক হিসাবে বিবেচিত হন। বাস্তব কর্মক্ষেত্রে ফ্যাসিস্ট-বিরোধী যোদ্ধাদের প্রথম সারিতে থেকে তাঁরা তাদের দেশপ্রেমের পরিচয় দেন—তাঁরা হাজারে হাজারে নিজেদের দেশের জন্য জীবন বিসর্জন করেন। তাঁদের দেশপ্রেম, শৌর্য ও নিষ্ঠা তাঁদের শ্রেণীগত বৈপ্লবিক নীতিরই স্বাভাবিক অভিব্যক্তি।

কমিউনিস্ট পার্টিগুলি সংগ্রামের ক্ষেত্রে নেতৃত্বের এক বিপুল অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছে। আলংকারিকভাবে বলতে গেলেও তারা দেখিয়েছে যে তারা দক্ষ কর্ণধারের মতো শ্রেণী-সংগ্রামের সংঘাতসঙ্কুল জলস্রোতে নিজেদের অবস্থানকে প্রতিষ্ঠিত রাখার যোগ্যতা রাখে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শ্রেণীচরিত্র বিভিন্নভাবে যুদ্ধোত্তর ঘটনাবলীকে প্রভাবিত করেছে। সাম্রাজ্যবাদ ফ্যাসিবাদকে পরিপুষ্ট করেছে এবং বহু বছর ধরে তাকে পরিচর্যা করেছে এবং ফ্যাসিবাদ সোভিয়েত ভূমিকে ধ্বংস করবে এই আশায় সাম্রাজ্যবাদ ফ্যাসিবাদকে আগ্রাসনের পথে উৎসাহিত করেছে। বিশ্ব প্রভুত্বের জন্য উন্মুখ হিটলার জার্মানির অধিনায়কত্বে ফ্যাসিস্ট দেশগুলির একটি ব্লক—তথাকথিত বার্লিন-রোম-টোকিও আঁতাত গঠিত হয়েছিল। তাদের ভূমিকা পালনের জন্য এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ার ক্ষেত্র প্রস্তুতের উদ্দেশ্যে ইয়োরোপের অর্থনৈতিক ও সামরিক শক্তির উপর তাদের নিয়ন্ত্রণাধিকার অর্জন করতে হয়েছিল। অবশেষে তারা নিজেদের প্রচারের উপরই আস্থা স্থাপন করে ভাবল যে সোভিয়েত ইউনিয়ন হচ্ছে কাদার পাওয়ালা এক বিরাট দৈত্য। বস্তুতঃ, যদিও বিশ্বের প্রথম সমাজতান্ত্রিক দেশ সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে তাদের আক্রমণ তাদের অবলুপ্তিরই সূচনা করল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ছিল একদিকে সমাজতন্ত্র ও ফ্যাসি-বিরোধী শক্তিসমূহ এবং অপরদিকে ফ্যাসিবাদী প্রতিক্রিয়া এবং তার তাঁবেদার এই দুয়ের মধ্যে এক শ্রেণীসংগ্রাম। যুদ্ধের মধ্যে এবং যুদ্ধের পরে বিশ্ব ঘটনা প্রবাহে এর গভীর প্রতিক্রিয়া সূচিত হয়।

এই যুদ্ধে সোভিয়েত ইউনিয়ন তার শক্তির, উপযুক্ততার এবং নতুন সমাজব্যবস্থা হিসাবে সমাজতন্ত্রের উৎকর্ষের পরিচয় দেয়। সোভিয়েত ইউনিয়নের নৈতিক ও রাজনৈতিক ঐক্য, শ্রমিকশ্রেণী ও শ্রমজীবী জনতার অন্যান্য অংশের মধ্যে মৈত্রীর শক্তি, এবং কমিউনিস্ট পার্টি ও জনগণের ঐক্য সকলের কাছেই প্রতিভাত হয়ে ওঠে। সেই কঠিন পরীক্ষার দিনে সোভিয়েতের মানুষ উচ্চমানের রাজনৈতিক চেতনা, রণাঙ্গনে এবং অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে গণ-বীরত্বের অসাধারণ

কার্যকলাপে সমাজতান্ত্রিক দেশপ্রেম ও আন্তর্জাতিকতাবাদের পরিচয় দেন।

সোভিয়েত ইউনিয়ন যে যুদ্ধের প্রধান ধাক্কার মোকাবিলা করে এবং ফ্যাসিবাদকে পরাজয়ের ক্ষেত্রে যে চূড়ান্ত ভূমিকা গ্রহণ করে তাই বিষয়গতভাবে তার বিপুল আন্তর্জাতিক মান ও মর্যাদা বৃদ্ধির সাহায্য করে। এমনকি ইউ এস ও বৃটিশসহ সরকারী বুর্জোয়া প্রচারণা প্রকাশ্যভাবে সোভিয়েত-বিরোধিতা করতে সাহস পায় নি এবং তা কমিউনিজম-বিরোধিতা এবং সোভিয়েত-বিরোধিতার অস্ত্র বিশেষভাবে ভোঁতা করে দেয়। তখনই কেবল ঐ সকল দেশের জনগণ সোভিয়েত ইউনিয়ন সম্পর্কে সত্য কথা জানতে সক্ষম হয়।

অবশ্য ইউ এস এস আর, কমিউনিস্ট পার্টিগুলির এবং বৈপ্লবিক আন্দোলনের মর্যাদা শুধুমাত্র দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে বৃদ্ধি হয় নি। তার আগে, বিশ্ব অর্থনৈতিক গভীর সংকট এবং ফ্যাসিবাদের অভ্যুত্থানের ফলে লক্ষ লক্ষ শোষিত ও নিপীড়িত মানুষ তাদের একমাত্র আশা সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করে। যে কমিউনিস্ট পার্টিগুলি অবিচলভাবে প্রলেতারিয়েতের স্বার্থ সমর্থন করেছে, জনগণের অন্যান্য অংশের মূল স্বার্থের কথা উপস্থিত করেছে এবং পপুলার ফ্রন্ট গঠনের জন্য সংগ্রাম করেছে তারা তাদের রাজনৈতিক প্রভাব বিপুলভাবে বৃদ্ধি করতে পেরেছে এবং ক্রমে তাদের দেশের গণতান্ত্রিক ও ফ্যাসিবিরোধী শক্তিসমূহের পুরোভাগে এসে দাঁড়িয়েছে। অপর দিকে, বুর্জোয়াদের রাজনৈতিক প্রতিনিধিরা ইতিপূর্বেই জাতির স্বার্থের পরিবর্তে নিজেদের সংকীর্ণ শ্রেণীস্বার্থকে প্রাধান্য দিয়ে জনগণের চোখে নিজেদের হেয় প্রতিপন্ন করেছে।

যে সকল দেশে ফ্যাসিস্ট দখলদার সমস্ত গণতান্ত্রিক অধিকার এবং স্বাধীনতা নির্মূল করল, জাতীয় এবং রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব ধ্বংস করে দিল এবং সন্ত্রাসের এক বর্বর রাজত্ব কায়েম করল সেখানে সংগ্রামের ফ্রন্ট সুস্পষ্টভাবে নির্ধারিত হয়ে গেল। প্রতিরোধের এক তরঙ্গ স্রোত উত্থিত হল এবং কমিউনিস্টদের নেতৃত্বে জাতীর মুক্তি আন্দোলন গড়ে উঠল। জাতীয় স্বাধীনতা ও রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব পুনরুদ্ধারের জন্য ফ্যাসি-বিরোধী প্রতিরোধ আন্দোলন গণ-চরিত্রের রূপ গ্রহণ করল।

যেখানে অভ্যন্তরীণ শক্তিসমূহের সাহায্যে ফ্যাসিস্ট একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সেখানের পরিস্থিতি ছিল আরও জটিল। চেকোশ্লোভাকিয়ার অবস্থা বিশেষভাবে কঠিন হয়েছিল। বোহেমিয়া, মোরাভিয়া এবং যাজক ফ্যাসিস্ট শ্লোভাক রাষ্ট্রের আশ্রিত রাজ্য হিসাবে রিপাব্লিককে খণ্ডিত করণের ফলে কমিউনিস্ট কার্যকলাপ বিপুলভাবে বাধাপ্রাপ্ত হয়। অবশ্য এ অবস্থাটি ছিল প্রতারণা ও জালিয়াতিপূর্ণ কিন্তু প্রত্যেকেই প্রথমত এটা উপলব্ধি করে নি এবং জনগণ মোহ পোষণ করত এবং সক্রিয় ফ্যাসি-বিরোধী সংগ্রামের অবস্থা সৃষ্টি করার জন্য এই মোহ দূর করতে হয়েছে।

কোনো কোনো দেশে অনুসৃত জাতীয় ফ্রন্ট নীতির অর্থ শ্রমিকশ্রেণীর অবস্থান থেকে সরে যাওয়া নয়। নতুন পরিস্থিতিতে জাতীয় ও রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব পুনরুদ্ধারের এবং ফ্যাসিবাদকে পরাজিত করার সংগ্রাম সমাজতন্ত্রের বিজয় লাভের জন্য প্রধান পূর্বশর্ত। একটি দ্বৈত বিরোধের সমাধান করতে হয়েছে। শ্রমিকশ্রেণী ও বুর্জোয়াদের মধ্যে যে প্রধান বিরোধ তাকে সাময়িকভাবে পেছনে ঠেলে দেওয়া হয়েছে, অপরপক্ষে ফ্যাসিস্ত একনায়কত্ব এবং জনগণের গণতান্ত্রিক ফ্যাসি-বিরোধী শক্তিসমূহের মধ্যেকার বিরোধ সামনে এসে উপস্থিত হল। চেক এবং শ্লোভাক জনগণের সমসাময়িক ইতিহাস দুইটি প্রধান বৈশিষ্ট্য দ্বারা বর্ণনা করা হয় : শ্রমজীবী জনতার সামাজিক মুক্তির জন্য লড়াই এবং জাতীয় অস্তিত্ব এবং স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম। এই স্রোতোধারাগুলির শ্রেণী এবং জাতীয়, অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বিষয়সমূহ পরস্পর জড়িত হয়ে পড়েছিল এবং এক অপরকে প্রভাবিত করে।

তাই, জাতীয় স্বাধীনতা ও রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব পুনরুদ্ধারের জন্য শ্রমিকশ্রেণীর সংগ্রাম তার মুক্তির জন্য সংগ্রামের অবিচ্ছেদ্য অংশ। সেই সঙ্গে, শ্রমিকশ্রেণী এবং বুর্জোয়ারা জাতীয় মুক্তি আন্দোলনে নেতৃত্বের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা চালিয়ে যায়। এই পরিস্থিতিতেই বুর্জোয়া এবং শ্রমিকশ্রেণীর শ্রেণীস্বার্থের অত্যন্ত তীব্র সংঘাত সৃষ্টি হয়েছিল। শ্রমিকশ্রেণী, কৃষক, শহরের পেটিবুর্জোয়া, বুদ্ধিজীবী এবং গণতান্ত্রিক প্রবণতাসম্পন্ন বুর্জোয়াদের একাংশের মিলিত ব্লক হিসাবে জাতীয় ফ্রন্টের শক্তি অনুসারে ফ্যাসি-বিরোধী সংগ্রামের গভীরতা এক দেশ থেকে অপর দেশে তারতম্য ঘটে। যা হোক, যে সাধারণ বৈশিষ্ট্য ছিল তা হচ্ছে এই যে সংগ্রামের মধ্যে শ্রমিকশ্রেণীর কাজের ঐক্য গড়ে উঠল, তার নেতৃত্বের ভূমিকা সংহত হল এবং কমিউনিস্ট পার্টিগুলির মর্যাদা বৃদ্ধি হল; ফলে জাতীয় মুক্তি আন্দোলন জাতীয় ও গণতান্ত্রিক বিপ্লবে পরিণত হল।

যুদ্ধের শেষ পর্যায়ে যখন ইতিপূর্বেই ফ্যাসিস্ট রাজত্বের দিন ঘনিয়ে এসেছিল এবং হিটলার জার্মানি ও তার তাঁবেদারদের পরাজয় সুনিশ্চিত হল তখন নিপীড়িত জনগণের জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম এক নতুন পর্যায়ে পেঁৗছল। কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে পরিচালিত শ্রমিকশ্রেণী শুধু সংগ্রামে অগ্রসর হয় নি—বুর্জোয়ারাও আরও সক্রিয় হয়ে উঠল। নিজের মর্যাদা হ্রাসের ফলে উদ্বিগ্ন হয়ে এবং জনগণের চোখে অভিযোগ-মুক্ত হয়ে থাকার উদ্দেশ্যে বুর্জোয়ারা "ফ্যাসিবাদের পরাজয়ে তাদের অবদান রাখার জন্য" সচেষ্ট হয়েছিল, তাদের প্রতিরোধ গ্রুপগুলির কাজ আরও বাড়িয়ে তুলেছিল এবং নতুন করে যে বিপ্লবী সংগঠন গড়ে উঠেছিল তার মধ্যে তারা ঢুকে পড়ার প্রচেষ্টা চালিয়েছিল। ধারণাটা ছিল বুর্জোয়াদের দেশপ্রেমিক শক্তি হিসাবে তুলে ধরা এবং এভাবে তাদের টলমান অবস্থান থেকে মুক্ত করা যাতে করে বিপ্লবী জোয়ার যখন হ্রাস পাবে তখন তারা যেন তাদের শ্রেণীপ্রভুত্ব পুনরুদ্ধার ও শক্তিশালী করতে সক্ষম হয়।

শ্রমিকশ্রেণীকে তার পক্ষে অভ্যন্তরীণ এবং বাইরের পরিস্থিতির মার্কসবাদ-লেনিনবাদী ব্যাখ্যার বিষয়গত নিয়মসমূহ এবং শ্রেণী সংগ্রামের গতিবিদ্যা-সংক্রান্ত জ্ঞানের ভিত্তিতে নিজেদের কর্মসূচী সূত্রায়িত করে প্রকাশ করতে হয়েছে। এই কর্মসূচীতে শ্রেণী এবং বিশ্বশক্তিসমূহের বাস্তব পারস্পরিক সম্পর্ক এবং সমাজের সামাজিক এবং রাজনৈতিক স্তর বিন্যাসের প্রক্রিয়া বিবেচনা করা হয়েছে। লেনিনই সাম্রাজ্যবাদী স্তরে পুঁজিবাদ সম্পর্কে তার ব্যাখ্যার এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে এই অধ্যায়টি গণতন্ত্র থেকে রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়ার দিকে মোড় গ্রহণ চিহ্নিত করে। তিনি আরও গুরুত্ব দেন যে নতুন পরিস্থিতিতে গণতন্ত্রের জন্য সংগ্রাম সমাজতন্ত্রের জন্য সংগ্রামকে বিলম্বিত তো করেই না বরঞ্চ তা দ্রুততর করে তোলে। নীতিগতভাবে কমিউনিস্ট পার্টিগুলি এই অবস্থান থেকে কাজ করে এসেছে যে রাজনৈতিক অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে সুদূরপ্রসারী পরিবর্তনের জন্য অভিযান শ্রমিকশ্রেণীর চূড়ান্ত বিজয়ের সংগ্রামের অবিচ্ছেদ্য অংশ।

বিগত ৩০ বছরের অভিজ্ঞতা লেনিনের তত্ত্বগত ঐতিহ্যের যাথার্থ্য ও কার্যকারিতা পুনরায় সুনিশ্চিত

করেছে। কর্মসূচীভিত্তিক সমাধানের প্রচেষ্টায় কমিউনিস্টগণ বাস্তব ঐতিহাসিক পরিস্থিতি অনুসারে প্রলেতারীয় বিপ্লবে উত্তরণের অথবা তার দিকে এগিয়ে যাওয়ার সঠিক রূপ অনুসন্ধানের প্রয়াস চালিয়ে যায়।

একটি নির্দিষ্ট দেশে শ্রমিকশ্রেণীর বৈপ্লবিক সংগ্রামে কী বৈশিষ্ট্য এবং তার সার্বজনীন তাৎপর্য কী তা সঠিকভাবে নির্ধারণ করা প্রয়োজন। বৈপ্লবিক আন্দোলনের সাধারণ নিয়ম অনুসারে অবিচলভাবে অগ্রসর হওয়া উচিত এবং সেই সঙ্গে এ দেশে বা সে দেশে তার নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যগুলি বিবেচনা করে দেখতে হবে। ইতিহাস বার বার প্রমাণ করেছে যে মার্কসবাদী মতবাদের সাধারণ নিয়মসমূহ এবং সেই সঙ্গে ঐতিহাসিক অগ্রগতির ফলে নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যগুলি বিবেচনা করে দেখার ব্যর্থতা কমিউনিস্ট পার্টিগুলির ও শ্রমিক আন্দোলনের পক্ষে বিরাট ক্ষতিকর। সাধারণ এবং বিশেষ এই দুয়ের মধ্যে ঐক্যের নীতির প্রতি অনুগত থেকেও ইতিহাসের বিশেষ ও আকস্মিক উত্থান-পতনকে একটি সার্বজনীন নিয়মের স্তরে না তুলে এদের পার্থক্য বুঝতে পারা প্রয়োজন।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে সোভিয়েত ইউনিয়নের জয়লাভের দ্বারা জনগণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠন, বিপ্লবী শক্তিসমূহের স্ফুরণ ও বিকাশ এবং সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের অগ্রগতির কাজ বিপুলভাবে উপকৃত হয়েছে। যখন মহান অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের সময় রাশিয়ার শ্রমিকদের পক্ষে আন্তর্জাতিক শ্রমিক আন্দোলনের শুধু সমর্থন ও সংহতি মাত্র ছিল পক্ষান্তরে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর পরিস্থিতি আরও অনেক বেশি অনুকূল ছিল। সোভিয়েত ইউনিয়নের অর্থনৈতিক এবং সামরিক শক্তি এবং আন্তর্জাতিক ক্রমবর্ধমান চাপ সাম্রাজ্যবাদীদের সশস্ত্র হস্তক্ষেপ বিলম্বিত করে। এবং ফলে জনগণতান্ত্রিক দেশগুলির মেহনতী জনতা তাদের ভবিষ্যৎ গড়ে তুলতে সক্ষম হয়। অর্থনৈতিক অবরোধ ও বৈষম্য সৃষ্টি করার সাম্রাজ্যবাদী প্রয়াস অবশ্যই এইসব দেশগুলির প্রচুর ক্ষতি সাধিত করে কিন্তু তাদের ক্রমবর্ধমান ঐক্য ও পারস্পরিক সাহায্য, এবং সর্বোপরি সোভিয়েত সহায়তা এই সকল অপচেষ্টাকে বহুলাংশে বানচাল করে দেয়।

আমাদের শ্রমিকশ্রেণী তার কার্যকরী কর্মসূচী রূপায়ণের জন্য স্থির সংকল্প নিয়ে তার নেতৃস্থানীয় ভূমিকা গড়ে তোলে এবং মূল বিষয়গুলির আরও বৈপ্লবিক বিকাশসাধন সম্পর্কে তার ধারণার পক্ষে ফ্রন্ট সদস্যদের অনুমোদন লাভ করেছিল।

রাজনৈতিক ক্ষেত্রে জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবের কর্মসূচীর লক্ষ্য ছিল ফ্যাসিবাদী একনায়কত্ব এবং ফ্যাসিস্টপন্থী বৃহৎ বুর্জোয়াদের ক্ষমতা নির্মূল করা ও তাদের রাষ্ট্র ভেঙে দেয়া এবং রাষ্ট্র ক্ষমতার নতুন বিপ্লবী হাতিয়ার স্থাপন করা। এমনিভাবে চেক ও শ্লোভাকদের জাতীয় ফ্রন্ট সরকার, রাষ্ট্র ক্ষমতার অঙ্গ হিসাবে জাতীয় কমিটিগুলি, শ্লোভাক জাতীয় সংস্থা, চেকোশ্লোভাক পিপলস আর্মি এবং ন্যাশনাল সিকিউরিটি কোর গড়ে উঠেছিল।

এই কর্মসূচীতে সমাজকে বিশ্বাসঘাতক এবং শত্রুর সঙ্গে যোগসাজশকারীদের হাত থেকে মুক্ত করার এবং গণতান্ত্রিক অধিকার ও স্বাধীনতা পুনঃপ্রতিষ্ঠার ভিত্তি সৃষ্টি করা হয়েছে। এই লক্ষ্য অর্জনের অভিযান শ্রেণীসংগ্রামের অংশ হিসাবে পরিণত হল এবং এই অভিযান বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে সরাসরি আঘাত করা সম্ভব করে তুলল। জাতীয় ফ্রন্টের কর্মসূচীতে জাতীয় প্রশ্ন প্রধান বিষয় ছিল। শ্লোভাকদের জাতিগত সত্তার স্বীকৃতি দিয়ে সরকার ঘোষণা করেছিল যে চেক ও শ্লোভাকগণ তাদের এই অভিন্ন নতুন প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সমান অধিকারসম্পন্ন মানুষ হিসাবে বসবাস করবে। একই সঙ্গে চেকোশ্লোভাকিয়ায় বসবাসকারী জাতীয় সংখ্যালঘুদের সমস্যা মীমাংসা করা হয়েছিল।

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে জাতীয় এবং গণতান্ত্রিক কর্মসূচীতে উল্লেখ করা হয়েছে যে বিশ্বাসঘাতক এবং শত্রুর সঙ্গে যোগসাজশকারীদের এবং যারা চেকোশ্লোভাকিয়া খণ্ডিত করায় ও দখল করায় সাহায্য করেছে তাদের সকলের সম্পত্তি সরকারী নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসা হবে এবং সেই সঙ্গে মুদ্রা ও ঋণদান ব্যবস্থা, মূল শিল্প সংস্থা এবং সমস্ত প্রাকৃতিক এবং বিদ্যুৎ-সম্পদ অনুরূপভাবে সরকারী নিয়ন্ত্রণে রাখা হবে। এটা গোপন কিছু ছিল না যে পরিশেষে এর অর্থ হচ্ছে দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ, প্রধান শিল্প সংস্থা, ব্যাঙ্ক এবং অন্যান্য আর্থিক বিষয়ক সংস্থাগুলো জাতীয়করণ করা। যে জমি চাষ করে সেই জমির মালিক—এই নীতির ভিত্তিতে এক নতুন কৃষি সংস্কারের কথা কর্মসূচীতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

এই কর্মসূচীতে সংস্কৃতি, গণতন্ত্রীকরণের, মেহনতী মানুষের সামাজিক অধিকারকে প্রসারিত করার এবং সেই অধিকারগুলির গ্যারান্টি দেয়া এবং শিক্ষা গণতন্ত্রীকরণের কথা সন্নিবেশিত আছে যাতে করে এটা ক্ষুদ্র অংশকে নয় ব্যাপক জনতাকে সাহায্য করতে পারে।

বৈদেশিক নীতির ক্ষেত্রে জাতীয় ও গণতান্ত্রিক বিপ্লবের লক্ষ্য ছিল সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং অন্যান্য জনগণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সঙ্গে সহযোগিতা ও মৈত্রীর কাজকে অগ্রসর করে নেয়া এবং এইভাবে চেকোশ্লোভাকিয়ার জনগণের জন্য শান্তিপূর্ণ অগ্রগতি এবং সুখী ভবিষ্যৎ সুনিশ্চিত করা।

"শহর ও গ্রামাঞ্চলে শ্রমজীবী জনতার স্বার্থের গুরুত্ব হ্রাস করে মুক্ত প্রজাতন্ত্রের পরগাছা শ্রেণী ও গ্রুপগুলির আত্মসর্বস্ব স্বার্থপরতাকে কখনও প্রশ্রয় না দিয়ে সর্বক্ষণ ও সর্বত্র আমাদের জনগণ ও প্রজাতন্ত্রের স্বার্থে পরিচালিত গৃহীত কর্মসূচী বুদ্ধিমত্তা ও গুরুত্বের সঙ্গে কার্যকর করার জন্য" সরকার কঠোরভাবে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ছিল। কিন্তু এটা সহজেই সুস্পষ্ট হল যে বুর্জোয়া রাজনীতিবিদরা তাদের সংকল্প ভুলে গেছে, সুতরাং সরকারী কর্মসূচী কার্যকর করার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে তাদেরকে জোরালো ভাষায় স্মরণ করিয়ে দিতে হয়েছিল। সরকারে অন্তর্ভুক্ত কমিউনিস্টগণ কর্মসূচীকে অচল অবস্থায় ফেলে রাখতে বরদাস্ত করেন নি এবং তা কার্যে পরিণত করতে সাহায্য করেন।

নতুন পরিস্থিতিতে শ্রমিকশ্রেণী তার শ্রেণীস্বার্থ আরও তীব্রতর করে তোলে এবং নতুন প্রজাতন্ত্র এবং জনগণের পতাকা নিয়ে বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম পরিচালনা করে। পূর্বে বুর্জোয়ারা সমগ্র জনগণের মুখপাত্র হিসাবে তাদের নিজেদের শ্রেণীস্বার্থ অনুসরণ করে কিন্তু এখন পরিস্থিতি ভিন্ন প্রকার। এই ভূমিকা গ্রহণের কাজ শ্রমিকশ্রেণীর উপর এসে পড়েছে—সত্যিকারভাবে এই শ্রেণী জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করতে পারে।

কমিউনিস্ট পার্টি জানত যে পুরানো ব্যবস্থা ভেঙে ফেলার চেয়ে নতুন সমাজব্যবস্থা গড়ে তোলা আরও বেশি কঠিন। এই পার্টি সোভিয়েত ইউনিয়নের বিপুল অভিজ্ঞতা গ্রহণ করেছে যেহেতু পার্টি যখন সরকারী ক্ষমতায় অবস্থিত এবং ফলে ক্ষমতা পরিচালনার ক্ষেত্রে অংশীদার হয় তখন এই নতুন পরিস্থিতির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে সোভিয়েত ইউনিয়ন নানা পদ্ধতি আয়ত্ত করেছে।

কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে পরিচালিত শ্রমিক এবং অন্যান্য শ্রমজীবী জনতা নতুন রাষ্ট্রের প্রধান সৃজনশীল শক্তিতে পরিণত হয় কিন্তু বুর্জোয়ারা তাদের প্রয়াসে বাধা দেবার আপ্রাণ চেষ্টা করে। এরা যুদ্ধোত্তর অর্থনৈতিক পুনর্বাসনের কাজ স্থগিত রাখতে চেষ্টা করেছে।

প্রয়োজনীয় দ্রব্য সরবরাহে বাধার সৃষ্টি করেছে এবং বৈপ্লবিক পরিবর্তনগুলিকে দৃঢ়ভাবে প্রতিরোধ করেছে। এটা শ্রেণী-শত্রুর পরীক্ষিত পদ্ধতি। যখনই বুর্জোয়াদের অবস্থান দুর্বল হয়ে পড়ে তখনই তারা বিশৃঙ্খলা, অশান্তি এবং অনিশ্চয়তা সৃষ্টির চেষ্টা করে যেমন চিলি এবং অন্যান্য স্থানের ঘটনায় দেখা গেছে। প্রজাতন্ত্রের জন্য বহুতর প্রচেষ্টাই হচ্ছে আমার প্রচার—কমিউনিস্টদের এই শ্লোগানের পরিবর্তে চেকোশ্লোভাক বুর্জোয়ারা নীরবে তাদের নিজেদের শ্লোগান অনুসরণ করেছে, "জনগণের অধিকতর খারাপ অবস্থা, প্রতিক্রিয়ার পক্ষে আরও অনুকূল।"

শ্রেণীসংগ্রামের নিয়ম অপ্রতিরোধ্য। বৈপ্লবিক অগ্রগতির এক নির্দিষ্ট স্তরে মধ্য এবং দক্ষিণ-পূর্ব ইয়োরোপীয় দেশগুলিতে প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছিল "কে জয়লাভ করবে?" বিপ্লবের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে বুর্জোয়ারা তাদের প্রতিক্রিয়াশীল রাজনৈতিক পরিকল্পনা ব্যক্ত করে, ফলে তারা নিজেদের বিচ্ছিন্ন করে ফেলে। অর্থনৈতিক অচলাবস্থা সৃষ্টি করা, নতুন বৈপ্লবিক সরকারী সংস্থাগুলোকে হেয় প্রতিপন্ন করা এবং সংকটময় অভ্যুত্থান ঘটানোর জন্য তাদের প্রয়াস আশানুরূপ ফল লাভ করতে ব্যর্থ হয়েছে। বস্তুত, তারা একদিকে শ্রমিক ও অন্যান্য মেহনতী মানুষ, অন্যদিকে প্রতিক্রিয়াশীল বুর্জোয়াদের মধ্যে বিরোধকে তীব্র করে তুলেছিল। প্রতিবিপ্লবী আমূল পরিবর্তন ঘটানোর অপচেষ্টা এবং বিপ্লবের অগ্রগতিকে বাধা দানের প্রয়াস সম্পূর্ণ নিস্ফল প্রতিপন্ন হয়েছে। গুস্তাভ হুসাক বলেন, "১৯৪৫-১৯৪৮ সালের শ্রেণী এবং রাজনৈতিক সংগ্রামের মধ্যে চেকোশ্লোভাকিয়ার কমিউনিস্ট পার্টি তার কর্মসূচীর প্রতি শ্রমিকশ্রেণী ও অন্যান্য শ্রমজীবী জনগণের একক সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের পক্ষ থেকে সমর্থন লাভ করে। এটাই ১৯৪৮ সালের ফেব্রুয়ারিতে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিসমূহকে পরাজিত করা সম্ভব করে তোলে। আমাদের দেশে ফেব্রুয়ারির বিজয় সুনিশ্চিতভাবে শ্রমিকশ্রেণী ও অন্যান্য মেহনতী জনতার ক্ষমতা প্রতিষ্ঠার কাজকে সফল করে এবং সমাজের সমাজতান্ত্রিক পুনর্গঠনের পথ প্রশস্ত করে দেয়।"

যখন থেকে মধ্য এবং দক্ষিণ-পূর্ব ইয়োরোপের জনগণ নতুন জীবনের পথ অনুসরণ করে তারপর ত্রিশ বছর পার হয়ে গেছে। জনগণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলিতে জাতীয় গণতান্ত্রিক এবং সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের বিজয় এবং বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগোষ্ঠীর গঠনকে এই শতাব্দীর প্রথমার্ধে শ্রমিকশ্রেণী ও শ্রমিক আন্দোলনের এক প্রধান বৈপ্লবিক সাফল্য হিসাবে বর্ণনা করা যেতে পারে—যার গুরুত্ব অক্টোবর বিপ্লবের পরেই।

যুদ্ধ অবসানের সময় থেকে বৈপ্লবিক বিকাশসমূহ লেনিনবাদের এবং বিপ্লব সম্পর্কে তার মতবাদের সার্বজনীন যাথার্থ্য প্রমাণ করেছে। এই বিকাশগুলি দেখিয়েছে যে, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক উন্নয়নের পরিমাণের তারতম্যসহ বিভিন্ন দেশে ক্ষমতা দখলের জন্য এবং সমাজতান্ত্রিক নির্মাণকার্যের জন্য উভয় সংগ্রামের ক্ষেত্রে সাধারণ নিয়মসমূহ আত্মপ্রকাশ করে।

এল আই ব্রেজনেভ বলেন, "আমরা এখন তত্ত্বগতভাবে এবং বাস্তব কাজ থেকেও জানি যে সমাজতন্ত্রের পথ এবং তার প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ সমস্ত সমাজতান্ত্রিক দেশে প্রযোজ্য বিকাশের সাধারণ নিয়মসমূহ দ্বারা নির্ধারিত হয়। আমরা আরও জানি যে নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক পরিস্থিতি এবং জাতীয় বৈশিষ্ট্যসমূহের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে সাধারণ নিয়মসমূহ বিভিন্নরূপে কাজ করে। সংশ্লিষ্ট দেশের ঐতিহাসিক বৈশিষ্ট্যসমূহ বিবেচনা করা ছাড়া এবং সাধারণ নিয়মসমূহ ব্যতিরেকে অন্য আর কোনো ভিত্তিতে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা অসম্ভব।" আমাদের নিজেদের অভিজ্ঞতা আমাদের দেখিয়েছে যে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের নীতি পরিহার করলে গুরুতর পরিণতি সৃষ্টি করতে পারে এবং, বস্তুত, ১৯৬৮ এবং ১৯৬৯ সালের মতো পার্টি ও সমাজে এক সংকট সৃষ্টি করতে পারে।

ইয়োরোপের জনগণতান্ত্রিক দেশগুলিতে শ্রমিকশ্রেণীর বিজয় সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার কাজ শুরু করা সম্ভব করে তোলে। এই দেশগুলির জনগণ তাদের মার্কসবাদী-লেনিনবাদী পার্টির নেতৃত্বে ঐতিহাসিক সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যে সমাজতন্ত্রের ভিত্তি স্থাপন করে এবং এখন তারা উন্নত সমাজতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠার অধ্যায়ে প্রবেশ করছে।

মিউনিখ পূর্ব চেকোশ্লোভাক প্রজাতন্ত্র বিশ্বের দশটি প্রধান শিল্পোন্নত দেশগুলির অন্যতম দেশ হিসাবে পরিগণিত ছিল। এই অবস্থা গত তিন দশকে আরও বেশি উল্লেখযোগ্য ফল অর্জনে সাহায্য করেছে। ১৯৩৭ এবং ১৯৭৫ সালের মধ্যে জাতীয় আয় শতকরা ৩৬০ ভাগ বৃদ্ধি হয়েছে, শিল্প উৎপাদন বেড়েছে শতকরা ৮৪০ ভাগ। যখন ১৯১৯-১৯৩৭ সালে শিল্প উৎপাদন বেড়েছে শতকরা ৭৭ভাগ অর্থাৎ, আনুমানিক বছরে শতকরা ৩.৪ তখন ১৯৪৮-১৯৭৩ সালে এর বৃদ্ধি ঘটেছে শতকরা ৭০০ ভাগেরও উপর। অর্থনীতির ক্ষেত্রে মূল্যবান কাঠামোগত পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। অর্থনীতির ক্ষেত্রে শিল্পের ভূমিকা বিপুলভাবে বৃদ্ধি হয়েছে। মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং এবং রাসায়নিক শিল্প দ্রুত এগিয়ে গেছে। এক শক্তিশালী বৈষয়িক ও প্রযুক্তিগত ভিত্তি স্থাপিত হয়েছে যা সমগ্র দেশের উৎপাদিকা শক্তিকে আনুপাতিক হারে বণ্টন করতে আমাদের সাহায্য করেছে। ১৯৭৩ সালে শিল্প উৎপাদনের পরিমাণ যুদ্ধ-পূর্ব এবং যুদ্ধের বছরগুলির মোট উৎপাদনের পরিমাণের চেয়ে আরও বেশি।

১৯৩৬ সাল থেকে কৃষি উৎপাদন শতকরা ৪০ ভাগ বৃদ্ধি হয়েছে। প্রযুক্তিবিদ্যাগত সাজসরঞ্জাম, রাসায়নিকরণ এবং দক্ষতার দিক থেকে আমাদের কৃষি অত্যন্ত উন্নত দেশগুলির সমকক্ষ। ১৯৪৬ সাল থেকে ১৯ লক্ষ বাসভবন তৈরি করা হয়েছে এবং জনসংখ্যার শতকরা প্রায় ৪০ জন আজ আধুনিক বাড়িতে বসবাস করে। একমাত্র গত দশ বছরের মধ্যে জনগণের ভোগের পরিমাণ দ্বিগুণের বেশি হয়েছে। সামাজিক রক্ষণাবেক্ষণের কাজ বছরের পর বছর উন্নত হচ্ছে। জনগণের সাংস্কৃতিক মান তাদের জীবন ধারণের মানের সঙ্গে তাল রেখে বৃদ্ধি পাচ্ছে। এগুলো হচ্ছে সমাজতন্ত্রের বাস্তব ফল। তারা এই অভিযোগ খণ্ডন করে যে সমাজতন্ত্র অনগ্রসর দেশের পক্ষে উপযুক্ত কিন্তু চেকোশ্লোভাকিয়ার মতো দেশের পক্ষে অনুপযুক্ত।

সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগোষ্ঠীর মধ্যে ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক, বৈজ্ঞানিক, প্রযুক্তিবিদ্যাগত এবং সামরিক সহযোগিতা এবং সদস্য দেশগুলির বৈদেশিক নীতির এবং তত্ত্বগত কার্যাবলীর ঘনিষ্ঠ সংযোগ ও সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং সমগ্রভাবে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক ও প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত শক্তি, আন্তর্জাতিক গুরুত্ব ও মর্যাদা আরও দ্রুত বৃদ্ধির পথ করে দিয়েছে। আমরা জেনেছি কী করে প্রতিটি দেশের স্বার্থের সঙ্গে সমগ্র দেশের সমস্বার্থের সংযোগ বিধান করা যায়। সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা এবং সমাজতান্ত্রিক গোষ্ঠীর মধ্যে আমাদের সদস্যপদের কল্যাণে যে নিরবচ্ছিন্ন গতিশীলতার সঙ্গে আমাদের অর্থনীতি ও আমাদের সমগ্র সমাজকে উন্নত করার এবং পুঁজিবাদী দেশগুলির জনগণ আজ যে বিপর্যয়ের মধ্যে পড়েছে তার থেকে আমাদের জনগণকে রক্ষা করার পর্যায়ে আমরা উপনীত হয়েছি।

ক্রমবর্ধমান সহযোগিতা এবং পারস্পরিক সমন্বয় সাধনের ফলে কঠিন অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক রাজনৈতিক সমস্যাবলীর সমাধান সম্ভব হয়েছিল। সোভিয়েত শান্তি-অভিযান ইতিপূর্বেই ফলপ্রসূ হয়েছে। আন্তর্জাতিক উত্তেজনা প্রশমিত হয়েছে এবং একে অপরিবর্তনীয় করার পূর্বশর্তাবলী এখন বিদ্যমান।

সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির কোনো সাফল্যই আপনা থেকেই অর্জিত হয় নি। আমরা এর জন্য সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির জনগণের কর্মনিষ্ঠ প্রয়াস এবং তাদের কমিউনিস্ট পার্টি ও সরকারের অবিচল এবং তাৎপর্যপূর্ণ নীতির প্রতি, এবং সর্বপ্রথম সি পি এস ইউ, তার কেন্দ্রীয় কমিটি ও সোভিয়েত সরকার এবং সোভিয়েত জনগণের কর্তব্যপরায়ণ প্রচেষ্টার কাছে ঋণী। আমরা গর্বিত যে কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে পরিচালিত আমাদের জনগণ এই সাফল্যের ক্ষেত্রে তাদের স্বাক্ষর রেখেছে।

আমরা বিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে প্রবেশ করছি এবং এই বছরেই আমরা ফ্যাসিবাদের পরাজয়ের এবং জনগণতন্ত্রের অভ্যুত্থানের ত্রিশ বছর পূর্তি অনুষ্ঠান উদযাপন করব। আমরা সুনিশ্চিত যে অক্টোবর বিপ্লব যে বিশাল বৈপ্লবিক প্রক্রিয়ার সূচনা করেছে তা অপ্রতিহতভাবে চলবে।

বিজয়লাভের একটি চূড়ান্ত শর্ত

এ্যালবার্ট নর্ডেন

জার্মান সোশ্যালিস্ট ইউনিটি পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির
সম্পাদক, পলিটব্যুরোর সদস্য

"আমরা যা সম্পাদন করেছি ভবিষ্যতের পক্ষে তার তাৎপর্য অপরিসীম।" ১৯৪৬ সালের ২১ এপ্রিলে অনুষ্ঠিত যে কংগ্রেসে কমিউনিস্ট পার্টি ও সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক পার্টি মিলিত হয়ে জার্মান সোশ্যালিস্ট ইউনিটি পার্টি গঠিত হয় সে কংগ্রেসে জার্মান জনগণের উদ্দেশে গৃহীত ইস্তাহার শুরু হয়েছে এই কথা কয়টি দিয়ে। কার্ল মার্কস এবং ফ্রেডারিক এঙ্গেলস কর্তৃক বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের ভিত্তি প্রতিষ্ঠার পর এই জার্মান সোশ্যালিস্ট ইউনিটি পার্টির গঠন জার্মান শ্রমিকশ্রেণীর পক্ষে এক সর্বোত্তম সাফল্য। লেনিনের পার্টির চিন্তাধারার প্রতি সত্যনিষ্ঠ থেকে এবং তার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে জার্মান সোশ্যালিস্ট ইউনিটি পার্টি মার্কসবাদকেই এর ভিত্তি করেছে এবং শ্রমিকশ্রেণী কর্তৃক ক্ষমতালাভকেই নতুন সমাজ নির্মাণের পক্ষে এক অপরিহার্য পূর্বশর্ত বলে ঘোষণা করেছে। এরূপেই শুধু ফ্যাসিবাদের বর্বরতা, সামগ্রিক রাজনীতিক এবং দার্শনিক বিপর্যয়, বিশৃঙ্খলা, ধ্বংস, দারিদ্র্য এবং লক্ষ লক্ষ লোকের গৃহহীনতার কবল থেকে আমাদের জনগণকে মুক্ত করে একটি শান্তিপ্রিয় গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের নতুন শাসন আমলের দিকে অগ্রসর হওয়া সম্ভব হয়েছিল।

এরূপ বিরাট বিরাট সমস্যা সমাধানে এবং নতুন আশায় আমদের জনগণকে উদ্বুদ্ধ করতে কি আমাদের শক্তি যুগিয়েছিল?

দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধে ফ্যাসিবাদী জার্মান সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সোভিয়েত ইউনিয়নের জয় সমাজতন্ত্রের বিশ্ব-বিপ্লবী ব্যবস্থার যুগ প্রবর্তন করল। মহান অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পর এটি একটি সর্বাপেক্ষা তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। এতে আন্তর্জাতিক শ্রমিকশ্রেণী এবং তার মিত্রদের সংগ্রামের অবস্থার সুনিশ্চিত উন্নতি ঘটল।

সমগ্র শ্রমজীবী জনগণের স্বার্থে এই নতুন পরিস্থিতিকে কাজে লাগাবার জন্য মুক্তিপ্রাপ্ত দেশগুলির শ্রমিকশ্রেণীর সমাজে নেতৃত্বের ভূমিকা গ্রহণ করতে হয়েছিল। জার্মান কমিউনিস্টদের পক্ষে এর অর্থ দাঁড়িয়েছিল মৌলিক সামাজিক পরিবর্তনের কার্যসূচী রূপায়ণের প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে শ্রমিকশ্রেণীর ঐক্য প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করা। এবং এই বৎসর ফ্যাসিবাদের কবল থেকে মুক্তির ৩০তম বার্ষিকীতে জার্মান সোশ্যালিস্ট ইউনিটি পার্টি যে পথ অনুসরণ করেছে তার যথার্থতা অতীতের যে কোনো সময় অপেক্ষা অধিকতর চিত্তাকর্ষকভাবে সপ্রমাণিত হয়েছে।

অভিন্ন শ্রেণীস্বার্থ, অভিন্ন শত্রুসমূহ

আন্তর্জাতিক শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনে মার্কসবাদী-লেনিনবাদী শক্তিসমূহের অভিজ্ঞতার দ্বারাই জার্মান কমিউনিস্টরা পরিচালিত হয়েছিল। এ দ্বারা এটাই সূচিত হয় যে, তাদের নিজেদের মধ্যে কোনো মতভেদ দেখা দিলেও শ্রমিকেরা এক অভিন্ন শত্রুর সম্মুখীন। সাংগঠনিক আনুগত্য নির্বিশেষে তারা বিষয়গতভাবে অভিন্ন শ্রেণীস্বার্থ এবং উদ্দেশ্যের বন্ধনে আবদ্ধ। তবে ইতিহাসও এই শিক্ষাই দান করছে যে, শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনে সাম্রাজ্যবাদ, এবং সুবিধাবাদ এবং বিশেষ করে কমিউনিস্ট-বিরোধিতা এবং সোভিয়েত-বিরোধিতা যে বিভেদের প্রেরণা যোগাচ্ছে সে বিভেদ দূর করার জন্য কমিউনিস্টদের অবিরাম সংগ্রাম করতেই হবে।

ফ্যাসিবাদের ভয়াবহ পরিণতি এ কথাই স্মরণ করিয়ে দিয়েছিল গণতান্ত্রিক শক্তিসমূহের যে কোনো ব্যাপক মৈত্রীর প্রধান ভিত্তিতেই হল শ্রমিকশ্রেণীর ঐক্য। সাম্রাজ্যবাদ, ফ্যাসিবাদ এবং যুদ্ধের বিরুদ্ধে এবং শান্তি, গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের জন্য সংগ্রামে কমিউনিস্টদের সামনে যে কর্তব্য রয়েছে গণতান্ত্রিক ভিত্তিতে জাতির কল্যাণের জন্য তার সমাধানের পক্ষে সেই মৈত্রী একান্ত অপরিহার্য।

আমরা এখন কমিণ্টার্নের যে সপ্তম কংগ্রেসের ৪০তম বার্ষিকী উদ্‌যাপন করছি ১৯৩৫ সালে কমিণ্টার্নের সেই সপ্তম কংগ্রেসেই এ বিষয়ের ওপর জোর দেওয়া হয়েছিল। উক্ত কংগ্রেসে ভাষণদানকালে জর্জি ডিমিট্রভ, মরিস থোরে,

উইলহেলম্ পিক, পামিরো তোগলিয়াত্তি, ডিমিট্রি ম্যানুইলস্কি এবং আন্তর্জাতিক শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনের অন্যান্য নেতৃবৃন্দ বিশেষ করে জার্মানি, ফ্রান্স, স্পেন এবং অস্ট্রিয়ায় ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ সংগ্রামের অভিজ্ঞতা সংক্ষেপে বর্ণনা করেছিলেন। কংগ্রেস বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলনের রণনীতি এবং রণকৌশল বিশ্লেষণ করেছিল এবং শ্রমিকশ্রেণীর ঐক্য এবং ফ্যাসি-বিরোধী পপুলার ফ্রন্টের নীতি সূত্রায়িত করেছিল। ফ্যাসিবাদের পরাজয়ের পর উদ্ভূত নতুন পরিস্থিতিতে মার্কসবাদী-লেনিনবাদী পার্টিগুলির পক্ষে এটাই ছিল নির্দেশক নীতি।

১৯৪৫ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নের জয় এবং কয়েকটি দেশের সফল বিপ্লব আন্তর্জাতিক শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনে গভীর প্রেরণা যুগিয়েছিল। যুদ্ধের পূর্বে কমিউনিস্ট পার্টিসমূহের সদস্য সংখ্যা যেখানে ৪০ লক্ষের কিছু বেশি ছিল সেখানে সারা বিশ্বের কমিউনিস্ট পার্টি সমূহের সদস্য সংখ্যা চারগুণ বৃদ্ধি পেয়েছিল। বর্ধমান শক্তি এবং আন্তর্জাতিক শ্রমিকশ্রেণীর এবং সমগ্র প্রগতিশীল শক্তিসমূহের ঐক্য প্রতিষ্ঠার আগ্রহের ফলে বিশ্ব ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশন, বিশ্ব গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশন, আন্তর্জাতিক গণতান্ত্রিক নারী ফেডারেশন এবং আন্তর্জাতিক ছাত্র ইউনিয়নের ন্যায় শক্তিশালী গণতান্ত্রিক সংগঠনসমূহের সৃষ্টি হয়েছিল। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক স্তরে উভয় ক্ষেত্রেই রাজনীতিক এবং ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনসমূহের যুক্ত সংগ্রামের প্রতি ঝোঁক দেখা দিয়েছিল।

আলবেনিয়া, বালগেরিয়া, চেকোশ্লোভাকিয়া, হাঙ্গেরি, পোল্যান্ড, রুমানিয়া এবং যুগোশ্লাভিয়ায় শ্রমিকশ্রেণী এবং তার মিত্রশক্তিসমূহ, সোভিয়েত ইউনিয়নের ওপর আস্থা স্থাপন করে এবং সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থার দুর্বলতার সুযোগ গ্রহণ করে সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসীদের এবং আভ্যন্তরিক প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে ফ্যাসি-বিরোধী মুক্তি সংগ্রামকে বিপ্লবী পথে পরিচালিত করেছিল। ঐক্যবদ্ধ শ্রমিকশ্রেণীর সংগ্রাম, বৈপ্লবিক লব্ধ বস্তুকে সংহত ও সম্প্রসারিত করার সংগ্রামে পরিণত হয়েছিল এবং সেই সঙ্গে মার্কসবাদী-লেনিনবাদী পার্টিসমূহের নেতৃত্বে রাজনীতিক এবং সাংগঠনিক সম্মিলন ঘটেছিল।

সোভিয়েত ইউনিয়ন কর্তৃক পরিচালিত মুক্তি সংগ্রামের বিজয়ে যে সুযোগ উপস্থিত হয়েছিল আমরাও তার পূর্ণ ব্যবহার করেছি। জার্মান ভূমিতে লাল ফৌজকে বিশ্বের প্রথম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সন্তান বলে চিহ্নিত করা হয়েছিল। এতে শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনের পক্ষে তার বৈজ্ঞানিক দর্শন প্রচারের, সংগঠিত করার এবং মেহনতী কৃষক, কৃষি মজুর, বুদ্ধিজীবী এবং অন্যান্য শ্রমজীবী জনগণকে সংগ্রামে টেনে আনার অনন্যসাধারণ অনুকূল অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল।

সঙ্গে সঙ্গে জার্মানির শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলন এই ঘটনার সম্মুখীন হয়েছিল যে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিসমূহ জার্মানির একটি বড় অংশ দখল করেছিল এবং শুরু থেকেই উক্ত শক্তিসমূহ শ্রেণী সচেতন শ্রমিকদের এবং অন্যান্য ফ্যাসি-বিরোধী শক্তিসমূহকে শৃঙ্খলিত করার প্রয়াস চালিয়েছিল। এই অবস্থায়, কমিউনিস্ট এবং সোশ্যাল ডেমক্র্যাটরা তাদের মধ্যকার সকল বিরোধ সত্ত্বেও কি পরিমাণে তারা ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে পারে, শ্রমিক ঐক্য প্রতিষ্ঠা করতে পারে, একটি ঐক্যবদ্ধভাবে জঙ্গী পার্টি গড়ে তুলতে পারে এবং কি পরিমাণে এমন কি বুর্জোয়া শিবিরের ব্যক্তিবর্গ সহ সকল ফ্যাসি-বিরোধী শক্তিসমূহের ব্যাপক মোর্চা প্রতিষ্ঠায় নেতৃত্ব দিতে পারে তার ওপরই সব কিছু নির্ভর করছিল। এটাই ছিল প্রধান সমস্যা এবং ঐতিহাসিক কর্তব্য-সাধনের মূল কথা।

জার্মান শ্রমিক আন্দোলনে ঐক্যের জন্য গভীর আগ্রহ দেখা দিয়েছিল। যেমন ইয়োরোপের অন্যান্য দেশে যেখানে ফ্যাসিবাদের কবল থেকে মুক্তি অর্জনের পর গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র এবং স্থায়ী শান্তি মীমাংসার উদ্দেশ্যে জন-জাগরণের ঢেউ দেখা দিয়েছিল সেখানে কমিউনিস্টরা ঐক্যের সর্বাপেক্ষা অবিচল প্রবক্তা হিসাবে নিজেদের সপ্রমাণিত করেছিল। কার্ল লিবনেকট এবং আর্নস্ট থেল্‌ম্যান-এর পার্টি কর্তৃক লালিত পালিত আমাদের মার্কসবাদী-লেনিনবাদী ক্যাডাররা জানত যে, ১৯১৮-১৯ সালে এই পার্টির জন্মলগ্ন থেকেই কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের পূর্ণ সমর্থনে এই পার্টি ঐক্য প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম চালিয়েছিল। কমিউনিস্টরা একথা জানত, জার্মানির শ্রমিকশ্রেণী যখনই ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম করেছে তখনই প্রতিক্রিয়ার পরাজয় ঘটেছে। পক্ষান্তরে দক্ষিণপন্থী সোশ্যাল-ডেমক্র্যাটিক নেতৃবৃন্দের বিভেদমূলক নীতি সর্বদাই জার্মান শ্রমিকশ্রেণী এবং জনগণের ক্ষতিসাধন করেছে। ১৯১৮ সালের নভেম্বর বিপ্লবে রাজতন্ত্রকে উচ্ছেদ করে বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর শ্রেণীসংগ্রামের সময় এবং বিশেষ করে ১৯৩৩ সালে ফ্যাসিবাদীরা ক্ষমতায় আসার পর এর সততা বহুল পরিমাণে প্রমাণিত হয়েছিল। এখন ফ্যাসিবাদের পরাজয়ের পর অতীতের শিক্ষা থেকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

প্রতিশ্রুতি পালিত

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর, ফ্যাসিবাদীরা আর্নেস্ট থেলম্যান, বিশিষ্ট সোশ্যাল-ডেমক্র্যাটিক নেতা রুডল্‌ফ ব্রিৎসিড এবং জার্মান কমিউনিস্ট পার্টি, জার্মান সোশ্যাল-ডেমক্র্যাটিক পার্টি এবং ট্রেড ইউনিয়নসমূহের অন্যান্য সদস্যবৃন্দকে হত্যা করলে তাঁদের ঐতিহ্য বহন করেই জার্মান কমিউনিস্ট পার্টি কাজ পরিচালনা করেছিল। আত্মগোপনকারী, ফ্যাসি-বিরোধী যোদ্ধারা যারা বন্দীশিবিরে এবং অন্ধকারময় কারাগারে নির্যাতন ভোগ করেছে তাদের প্রতিশ্রুতির প্রতি পার্টি সত্যনিষ্ঠ ছিল। ১৯৪৫ সালে ১১ জুন তার আবেদনে জার্মান কমিউনিস্ট পার্টি সাম্রাজ্যবাদ, ফ্যাসিবাদ এবং যুদ্ধের বিরুদ্ধে সংগ্রামে কমিউনিস্টগণ এবং সামগ্রিকভাবে শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলন কর্তৃক সঞ্চিত অভিজ্ঞতা সংক্ষেপে বর্ণনা করে সংগ্রামের পথ ও আদর্শ প্রদর্শন করেছিল। পূর্ব-ইয়োরোপের সদ্য মুক্ত দেশগুলিতে যে জনপ্রিয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবের ঢেউ বয়ে গিয়েছিল, সেই সমস্ত বিপ্লবে যে রণ-নীতি প্রযুক্ত হয়েছিল এবং যে রণ-নীতি পশ্চিম ইয়োরোপের কমিউনিস্ট পার্টিসমূহের পক্ষেও পথ-প্রদর্শক হিসাবে কাজ করেছিল সেই রণ-নীতির সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই উক্ত আবেদনটি করা হয়েছিল। কমিণ্টার্নের সপ্তম কংগ্রেস কর্তৃক রচিত এটি ছিল একটি সাধারণ নীতি যাকে ভিত্তি করে জার্মান কমিউনিস্ট পার্টির ব্রাসেলস (১৯৩৫) এবং বার্ন (১৯৩৯) সম্মেলনে সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়েছিল। জার্মানির নতুন পরিস্থিতিতে এর প্রয়োগের কথা জুন মাসের আবেদনে প্রতিফলিত হয়েছিল। উক্ত আবেদনে ফ্যাসিবাদ ও সমরবাদকে পরাস্ত করার, একটি সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা স্থাপনের এবং একটি গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র সৃষ্টির ওপর জোর দেওয়া হয়েছিল এবং এরূপে সমাজতন্ত্রের সংগ্রামে শ্রমজীবী জনগণকে সমবেত করার কথা বলা হয়েছিল।

জার্মান শ্রমিক আন্দোলনের প্রতি এই ছিল এ'র বাণী : "১৯১৮ সালের ভুলের পুনরাবৃত্তি ঘটতে দিও না! অনৈক্য

এবং বিভেদের অবসান ঘটাও! নাৎসীবাদ এবং প্রতিক্রিয়ার প্রতি কোনো ক্ষমা নয়। চিরদিনের মতো সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে প্ররোচনা ও বৈরিতার অবসান ঘটাও কারণ এরূপ প্ররোচনার মধ্য দিয়েই সাম্রাজ্যবাদী প্রতিক্রিয়া তার মাথা তোলে!"

ফ্যাসিবাদী একনায়কত্ব সম্পর্কে তিক্ত অভিজ্ঞতা, তাদের শ্রেণী-ভ্রাতা কমিউনিস্টদের সঙ্গে তাদের স্বার্থের যোগাযোগ সম্পর্কে অনেক সোশ্যাল-ডেমক্র্যাটেরই চোখ খুলে দিয়েছিল। তারা দক্ষিণপন্থী সোশ্যাল-ডেমক্র্যাট নেতৃবৃন্দের শ্রেণী সমন্বয় নীতির, সোভিয়েত-বিরোধিতা এবং কমিউনিস্ট-বিরোধিতার অবসানের দাবি জানিয়েছিল।

জার্মান কমিউনিস্ট পার্টির আবেদনের কিছুদিন পরে, জার্মান কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি এবং জার্মান সোশ্যাল ডেমক্র্যাটিক পার্টির নেতৃত্ব, সম্পূর্ণরূপে ফ্যাসিবাদের মূলোচ্ছেদ এবং একটি ফ্যাসি-বিরোধী গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে সহযোগিতা করতে নিজেদের প্রতিশ্রুতিতে আবদ্ধ করে যুক্ত সংগ্রাম সম্পর্কে একমত হয়েছিল।

মতাদর্শগত বিষয়গুলি মীমাংসার জন্য যুক্ত সম্মেলন সম্পর্কে যে মতৈক্য হয়েছিল যুক্ত সংগ্রাম এবং একটি ঐক্যবদ্ধ পার্টি গড়ে তোলার জমি প্রস্তুতের পক্ষে তা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ছিল। এখন যে জি ডি আর, তার সর্ব অংশে জার্মান কমিউনিস্ট পার্টি—জার্মান সোশ্যাল ডেমক্র্যাটিক পার্টির যুক্ত সংগ্রাম কমিটি গঠিত হয়েছিল।

জার্মান কমিউনিস্ট পার্টি এবং জার্মান সোশ্যাল ডেমক্র্যাটিক পার্টির সাংগঠনিক ঐক্য অর্জনের চূড়ান্ত উদ্দেশ্য নিয়ে ঐক্যবদ্ধ শ্রমিকশ্রেণীর সংগ্রাম এবং উক্ত সংগ্রামকে সংহত ও বৃদ্ধি করার প্রচেষ্টা তখনকার বৈশিষ্ট্য ছিল। অন্যান্য যে সমস্ত দেশে জনপ্রিয়-গণতান্ত্রিক বিপ্লব সংগঠিত হচ্ছিল উক্ত ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম সেসব দেশেরও বৈশিষ্ট্য ছিল। ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম বিপ্লবী উদ্দেশ্যসমূহ লাভের পক্ষে চূড়ান্ত পূর্বশর্ত হয়ে দাঁড়িয়েছিল। জাতির হাজার বৎসরের ইতিহাসে এই সর্বপ্রথম শ্রমজীবী জনগণের অনুকূলে পাল্লা ভারী হয়েছিল। পূর্বের সকল সরকারগুলিই পুরাতন ব্যবস্থাকে চিরস্থায়ী বা পুনঃস্থাপন করছিল এই অর্থে যে সেগুলি শুধু জনগণের ওপর প্রভুত্ব কায়েম রাখার জন্য বিভিন্ন রূপ ধারণ করছিল। রাজাই হোক্ আর রাজমুকুটহীন টাকার 'রাজাই' হোক্ এবং ভূস্বামী, সামন্ততন্ত্রীই হোক্ আর ধনতন্ত্রীই হোক্ তারা সকলেই অপর পথে, ভালো পথে, মুক্তি ও শান্তির পথে জনগণকে পরিচালিত করতে তাদের অক্ষমতা এবং অনিচ্ছা প্রমাণিত করেছে। এজন্যই শ্রমিকশ্রেণীর রাজনীতিক ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। এবং শ্রমিকশ্রেণীর ক্ষমতা প্রতিষ্ঠার সঙ্গে পূর্ববর্তী সকল সরকারের পরিবর্তনের সঙ্গে পার্থক্য রয়েছে, কারণ এতে এক শোষকশ্রেণীর স্থলে অপর এক শোষকশ্রেণীকে বসানো হয় না পরন্তু এমন এক শ্রেণীকে ক্ষমতাসীন করা হয় যে শ্রেণীর নিকট যুদ্ধ এবং শোষণ ঘৃণিত কারণ যুদ্ধ ও শোষণের ফলে ঐ শ্রেণীই দুর্ভোগ ভোগ করে সর্বাপেক্ষা বেশি। সেজন্যই বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ এবং তাদের প্রতিনিধিবৃন্দের সঙ্গে মৈত্রী স্থাপন করে শ্রমিক এবং কৃষকদের সরকারের শাসনভার গ্রহণ করা এবং একটি নতুন পথ স্থাপন করার প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল।

শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যকার বিভেদ দূর করার আনুষঙ্গিক প্রক্রিয়া বিরোধশূন্য ছিল না। ঐক্য প্রতিষ্ঠার পক্ষে উভয় শ্রমিকশ্রেণীর পার্টির সদস্যদের মধ্যে আস্থা, কমরেডসুলভ সহযোগিতা এবং বুঝাবুঝির একটি পরিবেশ গড়ে তোলার প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল। শিল্প সংস্থায় শ্রমিকদের নিয়ন্ত্রণ প্রবর্তন করে, ভূমি সংস্কার কার্যকর করে, ফ্যাসিবাদী মতাদর্শের মূলোচ্ছেদ করে এবং সাংস্কৃতিক জীবন পুনঃসংস্থাপন করে নতুন প্রশাসনিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার পক্ষে যুদ্ধোত্তর অভিজ্ঞতা সহায়ক হয়েছিল। বিশেষ করে শ্রমিক ঐক্য প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা ফ্যাসি-বিরোধী গণতান্ত্রিক পরিবর্তনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে মিশে গিয়েছিল। সংশ্লিষ্ট কর্তব্য সম্পাদনে যুক্ত প্রচেষ্টার প্রয়োজনীয়তার ফলে দুটি শ্রমিকদলের মধ্যে মিলন অধিকতররূপে সাফল্যমণ্ডিত হয়েছিল।

মতাদর্শগত স্বচ্ছতার দিকে

শ্রেণীসচেতন সোশ্যাল ডেমক্র্যাট এবং ট্রেড ইউনিয়ন সদস্যদের সঙ্গে যুক্তভাবে কমিউনিস্ট পার্টির সংগঠনগুলির প্রবল প্রচেষ্টার দৌলতে শ্রমিক আন্দোলনে মতাদর্শগত স্বচ্ছতা লাভ এবং সুবিধাবাদের ক্ষতিকর ভূমিকার উদ্ঘাটনের সঙ্গে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের প্রচারলাভ ঘটেছিল। জার্মানিতে ১৯১৮ সালের নভেম্বর বিপ্লবের শিক্ষাসমূহ মহান অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের অভিজ্ঞতা এবং মার্কসবাদ-লেনিনবাদের মূল রচনাবলীর প্রচারের দ্বারা একাজ সহজতর হয়েছিল। মতাদর্শগত প্রচার কার্যের সঙ্গে দক্ষিণপন্থী সোশ্যাল ডেমক্র্যাটিক নেতৃবৃন্দের নীতি ও মতাদর্শের বিরুদ্ধে সংগ্রামও চালানো হয়েছিল। উক্ত নেতৃবৃন্দ যারা এখন ১৯১৮ সালের পরবর্তীকালের ন্যায় প্রগতিশীল বাগাড়ম্বরপূর্ণ বিবৃতি দিচ্ছিল পক্ষান্তরে প্রকৃতপক্ষে শ্রমিকশ্রেণীর সংগ্রাম প্রতিরোধ করার জন্য গণতান্ত্রিক পরিবর্তন রুদ্ধ করছিল এবং কমিউনিস্ট-বিরোধী শ্লোগান ব্যবহার করছিল। এরূপে যুক্ত সংগ্রাম থেকে জার্মান সোশ্যালিস্ট ইউনিটি পার্টি গঠনের দিকে অগ্রসর হওয়ার জমি প্রস্তুত করা হয়েছিল। প্রতিক্রিয়া এবং সুবিধাশক্তিসমূহের বিরুদ্ধে তীব্র সংগ্রামের মধ্য দিয়েই এটা সম্ভব হয়েছিল। উক্ত শক্তিসমূহের শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে বিভেদ জিইয়ে রাখার প্রচেষ্টাকে পশ্চিম জার্মানির সাম্রাজ্যবাদী দখলদার কর্তৃপক্ষ সমর্থন করেছিল।

কমিউনিস্ট এবং সোশ্যাল ডেমক্র্যাটিক পার্টির সদস্যদের দাবির প্রতি সাড়া দিয়ে, জেলা প্রতিনিধিদের অংশগ্রহণসহ দু-পার্টির বিশিষ্ট সংস্থাসমূহের একটি সম্মেলন সাংগঠনিক মিলনের প্রস্তুতি কাজ শুরু করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল। জার্মান কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির এবং জার্মান সোশ্যাল ডেমক্র্যাটিক পার্টির নেতৃত্বের সমান সংখ্যক সদস্যদের একটি কমিটিকে ঐক্যবদ্ধ পার্টির নীতি ও কাজের একটি খসড়া রচনার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল।

পার্টি শ্রমিক আন্দোলনের প্রধান প্রধান বিষয়গুলি সামনে তুলে ধরেছিল। "সোশ্যালিস্ট ইউনিটি পার্টি অব্ জার্মানির নীতি ও উদ্দেশ্যর" খসড়া নিয়ে বিস্তৃত আলোচনার সময় উক্ত বিষয়গুলিও উত্থাপিত হয়েছিল। মার্কসবাদ গ্রহণ এবং বিপ্লবী ভিত্তিতে একটি ঐক্যবদ্ধ পার্টি গঠনই প্রধান আলোচ্য বিষয় ছিল এবং এই আলোচনায় শ্রমিকশ্রেণীর অধিকাংশ অংশগ্রহণ করেছিল। সুবিধাবাদ এবং সঙ্কীর্ণতাবাদের প্রভাব দুর্বল হয়েছিল এবং এখন যে অঞ্চল নিয়ে জি ডি আর গঠিত সেই অঞ্চলের সোশ্যাল ডেমক্র্যাটিক সদস্য ও সমর্থকদের বিপুল অধিকাংশই মার্কসবাদের ভিত্তিতে ঐক্যের ঘোষণায় জার্মান কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে যোগ দিয়েছিল। শ্রমিকশ্রেণী এবং শ্রমিকশ্রেণীর পার্টিগুলির ঐক্য গঠনের প্রতি আমাদের সোভিয়েত

কমরেডরাও সমর্থন জানিয়েছিল। জার্মানির সোভিয়েত সামরিক প্রশাসন স্বভাবতই পার্টির মিলনের বিষয়টিকে জার্মান শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনের আভ্যন্তরিক ব্যাপার বলে মনে করত, যে সম্পর্কে শুধুমাত্র জার্মান কমিউনিস্ট পার্টি এবং জার্মান সোশ্যাল ডেমক্র্যাটিক পার্টির সদস্যরাই সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকারী। সঙ্গে সঙ্গে সোভিয়েতের কমিউনিস্টরা প্রলেতারীয় আন্তর্জাতিকতাবাদের মনোভাব নিয়ে জার্মান কমরেডদের মতাদর্শগত এবং রাজনীতিক সাহায্য দান করেছিল, বিশেষ করে মার্কসবাদী-লেনিনবাদী তত্ত্ব প্রচার করে এবং এরূপে ঐক্যের সংগ্রামে বিরাট অবদান রেখেছিল।

আভ্যন্তরিক প্রতিক্রিয়া এবং পশ্চিম জার্মানির সাম্রাজ্যবাদী দখলদার কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সৃষ্ট সমস্ত বাধা অতিক্রম করে, দক্ষিণপন্থী সোশ্যাল ডেমক্র্যাটিক নেতৃবৃন্দের তীব্র প্রতিরোধ সত্ত্বেও উইলহেলম পিক এবং অটো গ্রটওয়ালের নেতৃত্বে ঐক্যের আন্দোলন বিজয়ী হয়েছিল। শ্রেণীসচেতন সোশ্যাল ডেমক্র্যাট শক্তিসমূহের সঙ্গে একত্রে জার্মানির কমিউনিস্ট পার্টি, জার্মান সোশ্যালিস্ট ইউনিটি পার্টি গঠনের জন্য সত্যাকারের গণ-আন্দোলন শুরু করতে সক্ষম হয়েছিল। কারুর হুকুমে নয়, নিচের তলা থেকে কার্যক্ষেত্রে গণতন্ত্রের অকৃত্রিম দৃষ্টান্ত স্থাপন করে মিলন কার্যকর করা হয়েছিল। বিভিন্ন সভায় এবং সম্মেলনে কার্যসূচীর দলিলের বিশদ আলোচনা এবং সংযুক্তিকরণের গণতান্ত্রিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের পর দু-পার্টির সদস্যরা, জার্মান সোশ্যালিস্ট ইউনিটি পার্টির যুক্ত কারখানা এবং স্থানীয় শাখাসমূহ এবং জেলা ও ল্যাণ্ডার সংগঠনসমূহ গঠন করতে শুরু করল। স্থানীয় শাখাসমূহ থেকে পার্টি নেতৃত্ব পর্যন্ত সকল অফিস ও পদ কমিউনিস্ট ও সোশ্যাল ডেমক্র্যাটদের সমতার ভিত্তিতে দেওয়া হয়েছিল। ১৯৪৬ সালের ২১ থেকে ২২ এপ্রিল বার্লিনে অনুষ্ঠিত জার্মান কমিউনিস্ট পার্টি—জার্মান সোশ্যাল ডেমক্র্যাটিক পার্টির ঐক্য কংগ্রেসে এই প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হল।

আন্তর্জাতিক শিক্ষা এবং অভিজ্ঞতা

ফ্যাসিবাদের কবল থেকে মুক্তির পর ইয়োরোপের বহু দেশে যে আন্দোলন ছড়িয়ে পড়েছিল জার্মান সোশ্যালিস্ট ইউনিটি পার্টির গঠন তারই অঙ্গ। শ্রমিকশ্রেণীর ঐক্য অর্জন সম্পর্কে আমাদের অভিজ্ঞতা এবং অন্যান্য ভ্রাতৃপ্রতিম-পার্টিগুলির অভিজ্ঞতার মধ্যে সোসাদৃশ্য রয়েছে। এতে কি প্রমাণিত হচ্ছে?

প্রথমতঃ, ঐক্যবদ্ধ শ্রমিকশ্রেণীর সংগ্রাম, কমিউনিস্ট ও সোশ্যাল ডেমক্র্যাটদের যুক্ত সংগ্রাম, শ্রমিকদের দাবির সংগ্রামে সহযোগিতা এবং অন্তর্বর্তীকালীন উদ্দেশ্য লাভ এবং জনগণের স্বার্থে বিপ্লবী পরিবর্তন সাধনের মধ্যেই ঐক্য প্রতিষ্ঠা নির্ভর করছে।

দ্বিতীয়তঃ, মতাদর্শের দিক থেকে, ঐক্যের সংগ্রাম হচ্ছে সুবিধাবাদ এবং কমিউনিস্ট-বিরোধিতা এবং সংকীর্ণতাবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম। শ্রমিক আন্দোলনে সর্বপ্রকার বুর্জোয়া প্রভাবের বিরুদ্ধে সুদৃঢ় সংগ্রাম।

তৃতীয়তঃ, শ্রেণীস্বার্থের পক্ষে ঐক্যবদ্ধ বিপ্লবী নেতৃত্বের প্রয়োজন এটা যদি অধিকাংশই উপলব্ধি করে তবেই শুধু ঐক্য সম্ভব; ঐক্যবদ্ধ কাজে সংগ্রাম সফল করতে হলে মার্কসবাদী-লেনিনবাদী শক্তিসমূহকে নীতিনিষ্ঠ এবং নমনীয় হতে হবে।

চতুর্থতঃ, সমস্ত গণতান্ত্রিক শক্তির ঐক্যসাধনের গুরুত্বপূর্ণ পূর্বশর্ত হল ঐক্যবদ্ধ কাজ।

পঞ্চমতঃ, প্রলেতারিয়েতদের সর্বাপেক্ষা বৃহৎ শ্রেণী-সংগঠন হিসাবে ট্রেড ইউনিয়নের বিরাট ভূমিকা রয়েছে। শ্রমিক আন্দোলনের রাজনীতিক এবং সাংগঠনিক ঐক্যের সংগ্রামের সঙ্গে ট্রেড ইউনিয়ন ঐক্য প্রতিষ্ঠার যুক্ত প্রচেষ্টা বিভেদ দূর করবার পক্ষে খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

সুদৃঢ় মার্কসবাদী-লেনিনবাদী ভিত্তি

১৯৪৬ সালের এপ্রিল মাসে অনুষ্ঠিত সোশ্যালিস্ট ইউনিটি পার্টি অব্ জার্মানির প্রথম কংগ্রেসের তাৎপর্য হল, মার্কসীয় ভিত্তিতে সংযুক্তির পর একটি নতুন ধরনের পার্টি হিসাবে সোশ্যালিস্ট ইউনিটি পার্টি অব্ জার্মানির আরও বিকাশ এবং জার্মানির পূর্বাঞ্চলের সমাজের নিরবচ্ছিন্ন বিপ্লবী রূপান্তর সুনিশ্চিত হয়েছিল।

পশ্চিমাঞ্চলের ঘটনাবলী সম্পূর্ণ ভিন্ন মোড় নিয়েছিল। সাম্রাজ্যবাদী দখলদার শক্তিসমূহ, জার্মান বুর্জোয়াদের প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিসমূহ এবং শেষোক্ত হলেও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়, কমিউনিস্ট-বিরোধী দক্ষিণপন্থী সোশ্যাল ডেমক্র্যাটিক নেতৃবৃন্দ শ্রমিক ঐক্যের পথে বাধার সৃষ্টি করেছিল। ফ্যাসি-বিরোধী, গণতান্ত্রিক পরিবর্তনের ক্ষতিসাধন, দেশকে বিভক্ত করার সাম্রাজ্যবাদী পরিকল্পনাসমূহ কার্যে পরিণতকরণ, জার্মান সাম্রাজ্যবাদের শক্তির আর্থনীতিক ও রাজনীতিক ভিত্তি এবং জার্মানির একাংশে সমরবাদ পুনরুদ্ধার এবং বজায় রাখার পক্ষে এটা ছিল প্রথম চূড়ান্ত পদক্ষেপ।

সমাজ বিকাশের আইনসমূহের জ্ঞানকে গুণগতভাবে উচ্চস্তরে উন্নত করার জন্য সংখ্যালঘিষ্ঠের প্রভুত্বের স্থলে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠের একনায়কত্ব এবং ক্ষমতা থেকে বঞ্চিত শোষক সংখ্যালঘিষ্ঠের ওপর এর প্রভুত্ব কায়েম করার প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। সোভিয়েত জনগণের জয়যুক্ত বিপ্লবের সময় পরীক্ষিত মার্কস-এঙ্গেলস-লেনিনের শিক্ষার এটাই ছিল স্বাভাবিক পরিণতি। আন্তর্জাতিক শ্রেণী সংগ্রামে মার্কসবাদ-লেনিনবাদই হচ্ছে সর্বাপেক্ষা প্রকৃত দিগদর্শন যন্ত্র।

আমাদের কমিউনিস্টদের পক্ষে এবং আমাদের সকল মিত্রদের পক্ষে আমাদের বৈজ্ঞানিক দর্শন একটি বৈষয়িক এবং আত্মিক সঞ্চালন শক্তি হয়ে দাঁড়িয়েছে। শ্রমজীবী জনগণের কল্যাণ ও সুখস্বাচ্ছন্দ্যের জন্য কাজ করে, তাদের শ্রমের ফল লাভ করে যারা ভবিষ্যতের নিয়ন্তা হতে চায় সে সকল মানুষের প্রয়োজনীয় সকল প্রশ্নের তত্ত্বগত ও প্রয়োগগত জবাব এর মধ্যে আমরা খুঁজে পাই। এর মধ্যে আমরা জার্মান কমিউনিস্টরা সর্বদাই আমাদের সময়ের মার্কসবাদ-লেনিন-বাদের অজেয় শক্তি এবং প্রাসঙ্গিকতা দেখেছি।

পঞ্চাশ দশকে জার্মান সোশ্যালিস্ট ইউনিটি পার্টিকে একটি নতুন ধরনের পার্টিতে পরিণত করার কাজ বিশেষ জরুরী হয়ে ওঠে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অব্যবহিত পরে সাম্রাজ্যবাদ ঠাণ্ডা যুদ্ধের নীতি গ্রহণ করে। এর ফলে, বিশেষ করে, জার্মান ভূমিতে তীব্র শ্রেণীসংগ্রাম, সুবিধাবাদ এবং প্রচণ্ড কমিউনিস্ট-বিরোধিতা সহ সমাজতন্ত্র এবং সাম্রাজ্যবাদের মধ্যে চরম সংঘাত দেখা দেয়। শত্রু, প্রধানতঃ ঐক্যবদ্ধ শ্রমিক পার্টি, সোশ্যালিস্ট ইউনিটি পার্টি অব জার্মানির বিরুদ্ধে রাজনীতিক আক্রমণের মাধ্যমে তার মতাদর্শগত চাপ বৃদ্ধি করে। মার্কসবাদী-লেনিনবাদী পার্টি হিসাবে সোশ্যালিস্ট ইউনিটি পার্টি অব জার্মানির বিকাশ রুদ্ধ করে দেওয়া এবং বিপ্লবী নীতি থেকে সোশ্যাল ডেম-ক্র্যাটিক ধরনের বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক নীতির দিকে উক্ত পার্টির মোড় ঘুরিয়ে দেওয়া এবং একে তথাকথিত "তৃতীয়" পথে স্থাপিত করাই এর উদ্দেশ্য ছিল।

জার্মান সোশ্যালিস্ট ইউনিটি পার্টি বিপ্লবী পরিবর্তনের প্রক্রিয়ার গতিবেগ বৃদ্ধি করার জন্য অন্যান্য ব্যবস্থার সঙ্গে

মতাদর্শগত প্রত্যাক্রমণ শুরু করে। নতুন ধরনের পার্টির নীতিসমূহ, ধনতন্ত্র থেকে সমাজতন্ত্রে উত্তরণে সোভিয়েত অভিজ্ঞতার সর্বজনীন তাৎপর্য, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব এবং সমাজতান্ত্রিক নির্মাণকাণ্ডের আইনসমূহ, বিপ্লবের লেনিনীয় তত্ত্বের তাৎপর্য, ক্ষমতা এবং রাষ্ট্রের বিষয়গুলি শ্রেণী প্রকৃতি, লেনিনবাদের এ সমস্ত মূল প্রশ্ন নিয়ে আলোচনায় সমগ্র পার্টি অংশগ্রহণ করেছিল। জার্মান সোশ্যালিস্ট ইউনিটি পার্টির লক্ষ লক্ষ সদস্য এবং কর্মী সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস, যা হচ্ছে কিনা মার্কসবাদ-লেনিনবাদ প্রয়োগের ইতিহাস তা অধ্যয়ন করতে শুরু করল। তারা জার্মানির শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাসও অধ্যয়ন করল। দৃষ্টান্তস্বরূপ, ১৯১৮ সালের দুর্ভাগ্যজনক নভেম্বর বিপ্লব যে কোনো অপর ঘটনা অপেক্ষা অধিকতর প্রত্যয়ের সঙ্গে এটাই প্রমাণিত করছে যে, শুধুমাত্র মার্কসবাদী-লেনিনবাদী পার্টির নেতৃত্বে সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টি এবং অন্যান্য ভ্রাতৃপ্রতিম পার্টিসমূহের সঙ্গে মিলিতভাবে কাজ করে শ্রমিকশ্রেণী একটি সমাজতান্ত্রিক সরকার এবং সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য প্রাথমিক ভিত্তি হিসাবে একটি সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ব্যবস্থা স্থাপনের সংগ্রামকে বিজয়ের পথে নিয়ে যেতে পারে।

সঙ্গে সঙ্গে সুমাচারের চারিদিকে সমবেত সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক নেতৃবৃন্দের প্রতিনিধিত্বে যে সংস্কারবাদ পরিচালিত হচ্ছিল তার মুখোস উদ্ঘাটনের নীতিনিষ্ঠ পন্থা গ্রহণ করা হয়েছিল। উক্ত নেতৃবৃন্দ ১৯৪৫ সাল থেকে জার্মানির পশ্চিমাংশে আজও পর্যন্ত সাম্রাজ্যবাদমুখী নীতি চালিয়ে আসছে। পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্রবাদ এর মাঝখানে একটি 'তৃতীয় পথ' আছে এই সুবিধাবাদী তত্ত্বের দেউলিয়াপনা সপ্রমাণিত করাই মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। কারণ যেখানেই সেই "তৃতীয় পথ" বেছে নেওয়া হয়েছিল সেখানেই একচেটিয়া মূলধন সরাসরি শক্তিশালী হয়েছিল।

মার্কসবাদ-লেনিনবাদ আয়ত্তের প্রক্রিয়ায়, সুবিধাবাদ ও শোধনবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের মধ্য দিয়ে জার্মান সোশ্যালিস্ট ইউনিটি পার্টি, একটি পূর্ণাঙ্গ মতাদর্শগতভাবে, রাজনীতিগত এবং সংগঠনগতভাবে এক শিলাবৎ লেনিনবাদী ধরনের পার্টিতে পরিণত হয়েছিল।

শ্রমিকশ্রেণীর ঐতিহাসিক মহত্ত্ব

জার্মান সোশ্যালিস্ট ইউনিটি পার্টির গঠনের প্রায় তিন দশক পশ্চাতে তাকিয়ে আমরা বলতে পারি, আমাদের পথ সহজ ছিল না, সেখানে ছিল প্রচণ্ড শ্রেণীসংগ্রাম। সমাজতন্ত্রের আদর্শ বাস্তবে পরিণত করার পূর্বে বহু বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করতে হয়েছিল। সমাজে শ্রমিকশ্রেণীর যে অবস্থান তার ফলেই, শ্রমিকশ্রেণী সর্বাপেক্ষা বিপ্লবী শ্রেণী এবং পুরনো শোষণ ব্যবস্থা উচ্ছেদের ব্যাপারে শ্রমিকশ্রেণী তার ইতিহাস নিয়ন্তার ভূমিকা গ্রহণ করে এবং যেখানেই সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা নির্মিত হচ্ছে সেখানেই শ্রমিকশ্রেণী অগ্রবাহিনী হিসাবে রয়েছে এবং অগ্রবাহিনী হিসাবে থাকছে। এখানেই হচ্ছে শ্রমিকশ্রেণীর ঐতিহাসিক মহত্ত্ব।

যদি আজ এই সর্বপ্রথম, সমাজ জনগণের প্রয়োজন অনুসারে পরিকল্পনার ভিত্তিতে পরিচালিত হয়ে থাকে, যদি গত কয়েক দশকেরও অধিককাল ধরে ইয়োরোপের এবং অন্যান্য মহাদেশের শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলন একের পর এক সাফল্য অর্জন করতে সক্ষম হয়ে থাকে, আজ যদি আমরা গর্বের সঙ্গে সমাজতান্ত্রিক বিশ্বব্যবস্থার অস্তিত্ব, সমৃদ্ধি এবং শক্তির কথা বলতে পেরে থাকি তবে এর কৃতিত্ব হল মার্কসবাদী-লেনিনবাদী পার্টিগুলির এবং যে পার্টি প্রথম সমাজতন্ত্রের দ্বারোদ্ঘাটন করেছিল সর্বপ্রথম সেই সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির।

জার্মান সোশ্যালিস্ট ইউনিটি পার্টির নেতৃত্বে আমরা যে পথ পরিক্রমা করেছি, শান্তির প্রতিশ্রুতিতে আবদ্ধ প্রথম জার্মান শ্রমিক-কৃষক রাষ্ট্র, জার্মান গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সেই পথ তার প্রথম শীর্ষস্থানে পৌঁছেছে। এর ২৫তম বার্ষিকী উপলক্ষে জার্মান সোশ্যালিস্ট ইউনিটি পার্টি এবং জি ডি আর সরকার গর্বের সঙ্গে এর সাফল্যের কথা উল্লেখ করেছে। মার্কসবাদী-লেনিনবাদীরাই যে সঠিক ইতিহাসের ঘটনাবিকাশ তা সপ্রমাণিত করেছে।

শ্রমিকশ্রেণীর ঐক্যের কল্যাণে, যুদ্ধের সুযোগে যে সমস্ত পুঁজিবাদী এবং নাৎসী-অপরাধী-ব্যক্তিরা ফেঁপে উঠেছিল তাদের কলকারখানা দখল করে জনগণের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছিল। এতেই শিল্পে সমাজতান্ত্রিক সম্পত্তি উন্নয়নের ভিত্তি রচিত হয়েছিল।

শ্রমিকশ্রেণীর ঐক্যই জার্মান সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের গঠন সম্ভব ছিল। জনগণের বৈষয়িক এবং সাংস্কৃতিক মান কি করে উন্নত করা যায় সেই ধ্যান-ধারণার দ্বারাই উক্ত রাষ্ট্রের সমগ্র নীতি পরিচালিত হচ্ছে।

শ্রমিকশ্রেণীর ঐক্যই গণতান্ত্রিক ভূমি সংস্কারের ফলাফল সংহত করতে এবং কৃষির সমাজতান্ত্রিক রূপান্তর ঘটাতে সক্ষম করেছিল।

শ্রমিকশ্রেণীর ঐক্যই, শ্রমিক ও কৃষকদের শিশু সন্তানদের নিকট স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বার উন্মুক্ত করে দিয়েছিল এবং সমগ্র জনগণের পক্ষে শিক্ষা ও সংস্কৃতির পথ সুগম করেছিল।

জি ডি আর-এর ২৫তম বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে জার্মান সোশ্যালিস্ট ইউনিটি পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির প্রথম সম্পাদক এরিক হনেকার জোর দিয়ে বলেন, "জার্মান ভূমিতে আমাদের জার্মান গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের উদ্ভব এবং উন্নয়ন, মার্কস-এঙ্গেলস-লেনিনের শিক্ষার জয় এবং স্থায়িত্ব প্রমাণিত করেছে। শ্রমিকশ্রেণী সর্বপ্রকারের স্তরের শ্রমিকদের সঙ্গে মৈত্রী স্থাপন করে, ফ্যাসি-বিরোধী-গণতান্ত্রিক পরিবর্তন, সমাজতন্ত্রের ভিত্তি রচনা থেকে শুরু করে উন্নত সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা গঠন পর্যন্ত একটি একক বিপ্লবী প্রক্রিয়ার কাঠামোর মধ্যে তার ঐতিহাসিক কর্তব্য সম্পাদন করছে।" জি ডি আর-এর ভবিষ্যৎ সাফল্যের পক্ষে জার্মান সোশ্যালিস্ট পার্টির ঐক্য ও সমন্বয় একান্ত প্রয়োজন।

জার্মান সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক-কৃষক রাষ্ট্র শক্তিশালী এবং বিশ্বব্যাপী তার মর্যাদার ব্যাপ্তি। ১৯৭১ সালে অনুষ্ঠিত জার্মান সোশ্যালিস্ট ইউনিটি পার্টির বিশিষ্ট অষ্টম কংগ্রেসের পর থেকে উক্ত রাষ্ট্র উন্নত সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা গড়ে তুলছে।

এই সফল অগ্রগতি কি করে সম্ভব হল তা বিবেচনা করতে যেয়ে দুটি প্রধান বিষয়ের ওপর জোর দিতে হবে; মার্কসবাদী-লেনিনবাদী পার্টির নেতৃত্বাধীনে ঐক্যবদ্ধ শ্রমিকশ্রেণীর সৃজনশীল কার্যকলাপ এবং দ্বিতীয়ত, জার্মান সোশ্যালিস্ট ইউনিটি পার্টি ও সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টি এবং জি ডি আর ও ইউ এস এস আর-এর মধ্যে বন্ধুত্ব এবং সহযোগিতা।

P 36192

সোভিয়েত ইউনিয়নের চার পাশে নির্মিত সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে সুদৃঢ় ভ্রাতৃপ্রতিম মৈত্রী স্থাপন ব্যতীত আমাদের দেশে একটি শ্রমিক-কৃষক রাষ্ট্রের কথা অভাবনীয়ই থেকে যেত। উক্ত সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহের উৎপত্তি এবং উন্নয়ন ও শ্রমিকশ্রেণীর ঐক্যের ফলেই সহজতর হয়েছে।

বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলনের একটি বাহিনী, জার্মান সোশ্যালিস্ট ইউনিটি পার্টি সম্পূর্ণরূপে অবহিত যে,

মার্কসবাদী-লেনিনবাদী তত্ত্বের অস্ত্রে সজ্জিত এবং শ্রমজীবী জনগণের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত একটি পার্টিই শুধু সমাজতন্ত্রের অধীনে সামাজিক প্রক্রিয়ার রাজনীতিক নির্দেশ দিতে সক্ষম। উন্নত সমাজতান্ত্রিক সমাজ নির্মাণের পক্ষে মার্কসবাদী-লেনিনবাদী পার্টির নেতৃভূমিকাই হচ্ছে সঞ্চালন শক্তি।

জার্মান সোশ্যালিস্ট ইউনিটি পার্টির অষ্টম কংগ্রেসে কেন্দ্রীয় কমিটির রিপোর্টে বলা হয়েছে, "মার্কসবাদ-লেনিনবাদের প্রতি অসীম অনুরক্ত অবিচল কমিউনিস্টদের এক বিরাট সমাবেশ হচ্ছে আমাদের পার্টি, এবং আমাদের পার্টি জি ডি আর-এ লক্ষ লক্ষ সমাজতন্ত্র নির্মাতাদের নিঃশঙ্কচিত্তে পরিচালিত করছে। এটি হল একটি মৈত্রী সংস্থা যেখানে পারস্পরিক বিশ্বাস এবং কমরেডসুলভ সরলতার প্রাধান্য রয়েছে, যেখানে সহযোদ্ধারা সুদিনে এবং দুর্দিনে পরস্পর পরস্পরকে সমর্থন করছে। আমাদের পার্টি যে সংগ্রাম চালাচ্ছে তাতেই আমাদের জীবনের সকল উদ্দেশ্য মূর্ত হয়ে উঠছে।"

আমাদের পার্টি আন্তর্জাতিক শ্রমিক আন্দোলনের প্রতি তার কর্তব্য সম্পাদনের যথাসাধ্য চেষ্টা করবে।

প্রায় ১৩০ বৎসর পূর্বে মার্কস এবং এঙ্গেলস "সকল দেশের শ্রমিক এক হও," এই শ্লোগান সূত্রায়িত করেছিলেন। এরূপেই শুধু কমিউনিস্ট ইস্তাহারের মহান স্বপ্ন সত্যে পরিণত হয়েছে। সে সময় তাঁদের পতাকাতলে শুধুমাত্র কয়েক শত লোক সমবেত হয়েছিল। আজ কোটি কোটি লোক, মানবজাতির ভবিষ্যৎ রূপায়ণের উদ্দেশ্যে, সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ায়, এখনও যেগুলি পুঁজিবাদী দেশ রয়েছে সেখানে, সদ্যস্বাধীন রাষ্ট্রগুলিতে, লাল পতাকার চারপাশে সমবেত হচ্ছে। মানবজাতির ইতিহাসে আর কখনও এত অল্প সময়ের মধ্যে এত বিরাট পরিবর্তন ঘটে নি। এটাই আমাদের সাহস ও আত্মপ্রত্যয় যোগাচ্ছে। এটাই ভ্রাতৃপ্রতিম পার্টিগুলিকে এবং তাদের সঙ্গে জার্মান সোশ্যালিস্ট ইউনিটি পার্টির সদস্যদের মার্কসবাদ-লেনিনবাদ এবং প্রলেতারীয় আন্তর্জাতিকতাবাদের ভিত্তিতে বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলনের ঐক্য ও সংযোগসাধনের স্বার্থে নিরবচ্ছিন্ন অবদান রাখতে প্রেরণা যোগাচ্ছে।

"জনগণতন্ত্র ঃ সমাজতন্ত্রে উত্তরণের একটা রূপ"

ডেসজো নেমেশ
রাজনৈতিক ব্যুরো সদস্য,
কেন্দ্রীয় কমিটি, হাঙ্গেরিয়ান সোশ্যালিস্ট ওয়ার্কার্স পার্টি

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সমাপ্তির পর ফ্যাসিবাদ-বিরোধী আন্দোলনগুলি চলছিল এবং তারা জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবে বিকাশলাভ করেছিল। জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব সেই সব ইয়োরোপীয় দেশগুলিতে সাফল্যমণ্ডিত হয়েছিল যেখানে ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ও দেশী প্রতিক্রিয়াশীলেরা তাদের গতি রোধ করতে পারে নি। অন্যদিকে, প্রত্যক্ষ বৃটিশ ও মার্কিন সশস্ত্র হস্তক্ষেপের মাধ্যমে গ্রীসে রাজতন্ত্র চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল। ফ্রান্স ও ইতালিতে ইঙ্গ-মার্কিন সশস্ত্র বাহিনীর অবস্থানের ফলে ও ঐক্যবদ্ধ শ্রমিকশ্রেণীর ফ্যাসিবাদ-বিরোধী ফ্রন্ট ভেঙ্গে যাওয়ার ফলে, মুক্তিযুদ্ধের সময় গঠিত গণতান্ত্রিক জাতীয় মোর্চাগুলি ভেঙ্গে দেওয়া ও ঐসব সরকার থেকে জনপ্রিয় শাসনের প্রবক্তা কমিউনিস্ট পার্টিগুলির প্রতিনিধিদের সরিয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে দেশী প্রতিক্রিয়ার সুবিধা হয়েছে। ফলে, একচেটিয়াপতিদের সরকার ফিরে আসে এবং সমাজতন্ত্রের পথে দৃঢ় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা হয়। অস্ট্রিয়াতে একই ঘটনা ঘটে। এর জন্য দায়ী হল তিন পাশ্চাত্য শক্তির দখলদার বাহিনীর প্রচেষ্টা ও পুঁজিবাদী ব্যবস্থা রক্ষা করার জন্য ও বুর্জোয়াদের সাথে সহযোগিতার জন্য সোশ্যাল ডেমোক্রাটিক পার্টির তৎপরতা। শ্রমিকশ্রেণীর উপর এই পার্টির প্রচণ্ড রাজনৈতিক প্রভাব ছিল। বিপরীতপক্ষে, সোভিয়েত বাহিনী কর্তৃক মুক্ত দেশগুলিতে বৈপ্লবিক বিকাশের গতিরোধ করার প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। এক্ষেত্রে দুটি উপাদানের চূড়ান্ত ভূমিকা ছিল ঃ হস্তক্ষেপ করার সাম্রাজ্যবাদী প্রচেষ্টাকে প্রতিহত করার জন্য প্রত্যক্ষ সোভিয়েত সাহায্য ও রাষ্ট্রক্ষমতার অংশীদার শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে পরিচালিত ফ্যাসিবাদ-বিরোধী ঐক্যের আরো সংহতিকরণ। এই ঐক্য কমিউনিস্ট ও সোশ্যাল ডেমোক্রাটদের মৈত্রীতে ভাঙনকে প্রতিরোধ করে এবং শ্রমিকশ্রেণীকে রাজনৈতিকভাবে বিচ্ছিন্ন করার প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করে দেয়।

শ্রমিক-কৃষক মৈত্রী ও জাতীয় ফ্যাসিবাদ-বিরোধী শক্তিগুলির সংহতির ভিত্তির উপর শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে জনপ্রিয় ক্ষমতা তৈরি হয়েছিল। সাধারণ পরিস্থিতিতে যে আশু লক্ষ্য স্থির হয়েছিল তা হল গণতান্ত্রিক জাতীয় বিকাশকে সুনিশ্চিত করা। বিভিন্ন কমিউনিস্ট পার্টি নিজ নিজ দেশে এই বিকাশের সার্বিক কর্মসূচী রচনা করেছিল।

গণতান্ত্রিক জাতীয় বিকাশের এই কর্মসূচীগুলির লক্ষ্য হল জনপ্রিয় সরকারী সংস্থা তৈরি করা, ফ্যাসিবাদের অবশেষ নির্মূল করা ও যুদ্ধোত্তরকালীন সময়ে দ্রুত পুনর্বাসন সৃষ্টি করা। বড় বড় জমিদারশ্রেণীর অবসান ঘটানোর জন্য কৃষি বিপ্লব, রাষ্ট্র কর্তৃক গণতান্ত্রিক কর্তৃত্ব ও নিয়ন্ত্রণ ও অর্থকরী ও বাণিজ্যিক কার্যক্রম সহ শিল্পসংস্থাগুলির উপর শ্রমিকদের কর্তৃত্বকে সুনিশ্চিত করার

লক্ষ্য নিয়ে এই সব কর্মসূচী রচিত হয়েছে। এই সব লক্ষ্যের মূল কথা হল পুঁজিবাদী শোষণকে কার্যকরীভাবে সীমিত করা, এবং আর্থিক, শিল্পগত ও ভূস্বামী মোড়লতন্ত্রের পুনর্জীবন ও তাদের ক্ষমতায় একচেটিয়াপতিদের প্রত্যাবর্তনকে প্রতিহত করা। ব্যক্তিগত উদ্যোগগুলির সম্পূর্ণ অবসান ঘটানো হয় নি; কারণ এরা সরবরাহ ও বিলি-ব্যবস্থাকে সুনিশ্চিত করতে সাহায্য করেছে। যাই হোক, যুদ্ধোত্তর ঘাটতিকে কাজে লাগিয়ে যারা মুনাফা করে, সেই মুনাফাবাজদের বিরুদ্ধে দৃঢ় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছিল।

অন্য কথায়, জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব তার লক্ষ্য ও ব্যাপকতার দিক থেকে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক পুনর্গঠনের সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছিল। সরকারগুলিতে চূড়ান্ত শক্তি হল শ্রমিক-কৃষক মৈত্রী এবং শ্রমিকশ্রেণী এতে নেতৃত্বের ভূমিকা পালন করেছিল। কয়েকটি দেশে, যেমন হাঙ্গেরিতে বুর্জোয়াদের যে অংশ যুদ্ধের সময় হিটলার-বিরোধী ফ্রন্টে যোগ দিয়েছিল, সেই অংশ ও ফ্যাসিবাদ-বিরোধী জাতীয় ফ্রন্ট ও নতুন গণতান্ত্রিক শক্তির অন্যতম সদস্য হয়েছিল। জনপ্রিয় সরকার-বিরোধী শক্তিগুলির বিরুদ্ধে শ্রমিক-কৃষকের গণতান্ত্রিক একনায়কত্ব পরিচালিত হয়েছিল।

কৃষি-বিপ্লব সম্পন্ন করা ছাড়াও গণতান্ত্রিক একনায়কত্বের আরো বিকাশের জন্য আর্থিক মোড়লতন্ত্রের ফিরে আসার বিরুদ্ধে নির্ভরশীল ব্যবস্থাপনার প্রয়োজন হয়েছিল। সুতরাং জনগণতান্ত্রিক ক্ষমতা শিল্প, বাণিজ্য ও ব্যাঙ্কের প্রধান প্রধান ক্ষেত্রে তার কর্তৃত্ব ও নিয়ন্ত্রণকে সম্প্রসারিত করেছিল। এর সাথে সংযুক্ত ছিল নিচ থেকে জনগণের প্রতিনিধিত্বকারী সংস্থাগুলির কর্তৃত্ব, বিশেষ করে রাজনৈতিকভাবে সচেতন ও সংগঠিত শ্রমিকদের দ্বারা শ্রমিক-কর্তৃত্ব। গণতান্ত্রিক জাতীয় বিকাশের জন্য এটা প্রয়োজন ছিল; কারণ ক্ষমতা ও জমি থেকে বঞ্চিত ভূস্বামীরা রাজনৈতিক গণ্ডগোল সৃষ্টি করে ও পুঁজিপতিরা ও তাদের দালালরা রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অন্তর্ঘাতমূলক কাজকর্মের দ্বারা এই বিকাশের গতিরোধ করতে চেষ্টা করেছিল। দৃঢ় সংগ্রাম ও ঘনিষ্ঠ গণঐক্য প্রতিক্রিয়াশীলদের রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র ও অর্থনৈতিক অন্তর্ঘাতমূলক কাজকর্মকে ব্যর্থ করেছিল এবং জনগণতান্ত্রিক শক্তিগুলির রাজনৈতিক অগ্রগতিকেও সাহায্য করেছিল।

আমাদের অভিজ্ঞতা প্রমাণ করে যে শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে গণতান্ত্রিক একনায়কত্ব বৃহৎ পুঁজির ক্ষমতাকে সীমাবদ্ধ করে, একচেটিয়া পুঁজির প্রাধান্যকে নির্মূল করে ও সমাজতান্ত্রিক পরিবর্তনের পথ প্রস্তুত করে উদ্দেশ্যমূলকভাবে বুর্জোয়া চৌহদ্দি অতিক্রম করে যায়। **জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব পুঁজিবাদী শাসন থেকে দেশকে মুক্ত করেছিল এবং পুঁজিবাদী বিশ্ব ব্যবস্থা থেকে বিচ্ছিন্ন করে সমাজতান্ত্রিক বিকাশের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত করেছিল।**

মূলত সমবৈশিষ্ট্যসম্পন্ন হলেও এই সব বিপ্লবের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে। এই বৈশিষ্ট্যগুলি রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও নিজ নিজ সরকারের চরিত্র থেকে উদ্ভূত। কয়েকটি দেশে শ্রমিকশ্রেণী ও তার পার্টি এবং শ্রমিক ও কৃষকের প্রধান অংশের বৈপ্লবিক মৈত্রী মন্ত্রিসভায় এত বেশি রাজনৈতিক আধিপত্য অর্জন করেছিল যে কেউই তাদের নেতৃত্বের ভূমিকাকে চ্যালেঞ্জ করতে পারে নি। অন্য কয়েকটি দেশে শ্রমিকশ্রেণী ও তার যে সব পার্টি রাষ্ট্র ক্ষমতায় অংশীদার হয়েছিল তাদের নেতৃত্বের ভূমিকাকে প্রতিষ্ঠিত ও সংহত করার জন্য, তাকে আক্রমণ থেকে রক্ষা করার ও যে সব শক্তি পরে প্রতিবিপ্লবী হয়ে যায় তাদের ক্ষমতা থেকে হটাবার জন্য তাদের আরো কঠিন সংগ্রাম করতে হয়েছিল। ফলে, কয়েকটি দেশে কয়েক সপ্তাহ বা কয়েক মাসের মধ্যে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে ফ্যাসিবাদ-বিরোধী জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের অধিকতর বিকাশ দ্রুত ঘটেছিল; আবার অন্যান্য দেশে যেমন হাঙ্গেরিতে এটা ঘটতে দুই বা তিন বছর লেগেছিল। আসলে প্রক্রিয়াটি আরো দীর্ঘতর হতে পারত যদি প্রথম উদ্যোগেই সংগঠিত হয়ে ও সাম্রাজ্যবাদী শক্তির সাহায্য নিয়ে প্রতিক্রিয়াশীল আক্রমণ অভ্যন্তরীণ সংগ্রাম তীব্র না করত। মেহনতী জনগণের প্রতিরোধ বৈপ্লবিক বিকাশের গতিবৃদ্ধিকে অপরিহার্য এবং সহজতরও করেছিল।

হাঙ্গেরিতে (এবং যেখানেই এটা সম্ভব হয়েছিল) প্রতিক্রিয়াশীল আক্রমণের তীব্রতা বৃদ্ধি পেয়েছিল এবং বিশেষ করে হিরোশিমায় আণবিক বোমা বর্ষণের পর আক্রমণ আরো ভয়ংকর হয়ে ওঠে। বোমা বর্ষণের ফলে তাদের আশা আবার জেগে উঠেছিল যে আমেরিকার একচেটিয়া আণবিক আধিপত্য জনগণতান্ত্রিক দেশগুলিতে সাহায্য বন্ধ করতে সোভিয়েত ইউনিয়নকে বাধ্য করবে এবং এই সব দেশে জনগণ মার্কিন সমর্থনপুষ্ট প্রতিবিপ্লবী শক্তিগুলির বিরোধিতা করতে সাহস পাবে না। এটা সত্য যে হাঙ্গেরিতে কয়েকজন বিশ্বাস হারিয়েছিল এবং পশ্চাদপসরণের জন্য পীড়াপীড়ি করছিল, যদিও জনপ্রিয় ক্ষমতাকে রক্ষা করার একমাত্র পথ ছিল বৈপ্লবিক সংগ্রামকে দ্বিগুণ করে প্রতিবিপ্লবী আক্রমণকে উদ্ঘাটিত করা ও ব্যর্থ করা। বেশ কয়েকজনও দলত্যাগ করেছিল। কিন্তু প্রতিক্রিয়াশীল ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হয়েছিল এবং বিপ্লবের আরো সুনিশ্চিত অগ্রগতি ঘটেছিল।

সোভিয়েত জনগণের ঐকান্তিক প্রচেষ্টার ফলে ওয়াশিংটন যা আশা করেছিল তার চেয়ে অনেক তাড়াতাড়ি আণবিক বোমার উপর মার্কিন একচেটিয়া আধিপত্যের অবসান ঘটে। কিন্তু মার্কিন আণবিক আধিপত্যের অবসানের আগেই জনগণতান্ত্রিক দেশগুলি সমাজতন্ত্রের পথ গ্রহণ করে—এমনকি সেইসব দেশেও যেখানে এই প্রক্রিয়ার দুই বা তিন বছর লেগেছিল। সাম্রাজ্যবাদী আণবিক আক্রমণের ভীতির বিরুদ্ধে সংগ্রামের সময়তেই সমাজতন্ত্র এক বিশ্ব ব্যবস্থায় পরিণত হয়। যে শ্রমিকশ্রেণী জাতীয় গঠনস্বার্থের সম্মুখভাগে ছিল এবং জনপ্রিয় ক্ষমতার জন্য সংগ্রাম ও তা প্রয়োগ করার ক্ষেত্রে নেতৃত্ব দিয়েছিল **তার ঐক্য ও বৈপ্লবিক নীতি** সমাজতান্ত্রিক পথে জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের উত্তরণকে রাজনৈতিকভাবে সুনিশ্চিত করেছিল। এটাই ছিল বিরাট গঠনমূলক প্রচেষ্টা ও প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলিকে বিচ্ছিন্ন করার সংগ্রামের মধ্যে গণতান্ত্রিক জাতীয় ঐক্যের ভিত্তি। প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলি অর্থনৈতিক পুনর্বাসনকে ভেতর থেকে ধ্বংস করছিল। বৃহৎ পুঁজিকে নির্মূল করার মধ্য দিয়েই সমাজতান্ত্রিক পথে উত্তরণের অর্থনৈতিক ভিত্তি সৃষ্টি হয়। হাঙ্গেরিতে খনি, বৈদ্যুতিক কেন্দ্র ও ময়দা কলগুলিকে জাতীয়করণ করার মাধ্যমে এটা ঘটে (এদের মধ্যে কিছু রাষ্ট্রীয় সম্পত্তিতে পরিণত হয়; কিছু পৌর সম্পত্তিতে পরিণত হয়)। এর পরে ভারীশিল্পে প্রধান উদ্যোগগুলিকে অধিগ্রহণ করা হয় এবং ব্যাঙ্ক, যানবাহন সংক্রান্ত উদ্যোগ ও মুদ্রণ কারখানাগুলো প্রভৃতি জাতীয়করণ করা হয়।

এর ফলে, ১৯৪৫ সালের বসন্তকালে যে কৃষি সংস্কারের উদ্যোগ নেওয়া হয় তা ব্যর্থ করার জন্য ক্ষমতা ও জমি থেকে বঞ্চিত ভূস্বামীদের প্রচেষ্টা পরাস্ত হয়। ঐ বছরের শরৎকালে হাঙ্গেরির ভূস্বামীরা ও তাদের দালালরা তাদের যে জমি বিতরণ করা হয়েছে তা পুনর্দখলের জন্য আক্রমণ পরিচালনা করে। ভূমি সংস্কারের সময় যে শ্রমিক-কৃষক মৈত্রী দৃঢ় হয়েছিল তাতে ফাটল ধরাবার জন্য ষড়যন্ত্রও

করেছিল। কিন্তু পুনরায় শ্রমিকশ্রেণী ও দরিদ্র কৃষক যারা জমি পেয়েছিল তারা এর বিরুদ্ধে একত্রে দাঁড়িয়ে শ্রমিক-কৃষক মৈত্রীকে শক্তি যুগিয়েছিল। শিল্পমালিক ও পুঁজিপতিরা তাদের শিল্প ও ব্যাঙ্কগুলি রক্ষা করার জন্য কৃষকদের সমর্থন পায় নি। প্রতিক্রিয়াশীল চক্রান্তগুলির ব্যর্থতা তাদের অবস্থানকে দারুণভাবে দুর্বল করেছিল।

জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের দেশগুলি সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে প্রচুর সাহায্য পেয়েছিল। সোভিয়েত ইউনিয়নের আন্তর্জাতিক প্রভাব প্রচণ্ড বেড়ে যাবার ফলেই সাম্রাজ্যবাদী জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পুঁজিবাদী ব্যবস্থা থেকে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় তাদের উত্তরণ সম্ভব হয়েছিল। শক্তিসমূহের আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে অনুকূল পরিবর্তনের সাথে বহুমুখী ভ্রাতৃপ্রতিম সোভিয়েত সাহায্য এক্ষেত্রে ভীষণ জরুরী প্রমাণিত হয়েছিল।

বার বার সোভিয়েত রাষ্ট্র তার সাফল্য দিয়ে সারা বিশ্বকে চমকিত করেছে। তার শত্রুরা এ সাফল্যগুলি অর্জন করা অসম্ভব বলে ভাবত। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় বৃটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সোভিয়েত ইউনিয়নের সাথে সামরিক মৈত্রীতে আবদ্ধ হয়; কিন্তু তারা আশা করেছিল যে সোভিয়েত ইউনিয়ন এই যুদ্ধে সামরিক দিক থেকে নিঃশেষিত হয়ে পড়বে। যাই হোক, দ্বিতীয় ফ্রন্ট খোলার ক্ষেত্রে তাদের দুই বছর দেরি হওয়া সত্ত্বেও, সোভিয়েত বাহিনী বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী মহাদেশীয় শক্তিতে পরিণত হয়, এবং একের পর এক যুদ্ধ জয় করে, এবং যুদ্ধের শেষে এল বি-র তীরে উপস্থিত হয় ও পোর্ট আর্থার দখল করে। সাম্রাজ্যবাদী শক্তিদের এ ঘটনা মেনে নিতে হয়। কিন্তু তারা জল্পনা কল্পনা করে যে সোভিয়েত ইউনিয়ন নিঃশেষ হয়ে গিয়েছে এবং আগামী কয়েক বছরে তাকে তার দূরবর্তী উত্তর, পশ্চিম ও দক্ষিণ অঞ্চলে বিশাল পুনর্বাসনের কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকতে হবে। নিশ্চিতভাবে, তারা আশা করে নি যে দেশটি এত তাড়াতাড়ি এ কাজ করে উঠতে পারবে এবং সোভিয়েত জনগণের ঐক্য ও সংগঠন তাদের সমস্ত মূল্যায়নকে এত ভীষণভাবে ভ্রান্ত বলে প্রমাণ করবে। তারা আরো আশা করতে পারে নি যে যুদ্ধ ও ফ্যাসিবাদীদের দখলে থাকার ফলে বিধ্বস্ত জনগণতান্ত্রিক দেশগুলি সোভিয়েত জনগণের কাছ থেকে এত প্রয়োজনীয় সাহায্য পাবে; কারণ সোভিয়েত জনগণ নিজেরাই ভীষণ ঘাটতির সম্মুখীন হয়েছিল এবং তাদের নিজেদের দেশের পুনর্বাসনের কাজে ভীষণ শক্তি ও সম্পদকে নিয়োজিত করতে হয়েছিল। কিন্তু তথাপি সেই সাহায্য তাদের কাছ থেকে এসেছিল।

অনেকে আছেন যাঁরা এটা ভুলে যেতে চান। কিন্তু এটা অস্বীকার করা যায় না যে সাম্রাজ্যবাদী অর্থনৈতিক বাধা ভাঙার জন্য বহুমুখী সোভিয়েত সাহায্য জনগণতান্ত্রিক দেশগুলির পক্ষে প্রয়োজনীয় ছিল। ইঙ্গ-মার্কিন শাসকেরা তাদের সরবরাহ বন্ধ করে দিয়ে, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিকভাবে দমিয়ে রেখে আমাদের জনগণকে বশ্যতা স্বীকার করাতে চেষ্টা করেছিল। কিন্তু পুনরায় তাদের পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়।

জনগণকে বিভ্রান্ত করার ও জনপ্রিয় শক্তিকে উচ্ছেদ করার প্রচেষ্টা ব্যর্থ করে নিয়ম শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত করা ছিল নতুন ব্যবস্থাকে সংহত করার ক্ষেত্রে অত্যন্ত জরুরী। ব্যাপকভাবে রাজনৈতিক ও মতাদর্শগত অভিযান চালানো হয়। জনবিরোধী শক্তিগুলিকে সংবাদ প্রতিষ্ঠান থেকে বহিষ্কার করা হয়। রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা ব্যবস্থাসহ বৈপ্লবিক শৃঙ্খলা রক্ষা করার শক্তিগুলিকে দৃঢ় করা হয় এবং তাদের উপর প্রতিক্রিয়াশীল আক্রমণকে প্রতিহত করা হয়।

জনপ্রিয় শক্তিকে সংহত করার ও তার অগ্রগতিকে সুনিশ্চিত করার রাজনৈতিক সংগ্রাম হল **অর্থনৈতিক কার্যক্রমকে পুনঃসংগঠিত ও বৃদ্ধি করার** জন্য যে ভীষণ প্রচেষ্টা চালানো হয়েছে তার অংশ বিশেষ। জনগণের সৃজনশীল শক্তির তরঙ্গ ও পরিকল্পিত অর্থনীতির বিকাশ জাতীয় পুনর্বাসন ও পশ্চিমী শক্তিসমূহের অর্থনৈতিক যুদ্ধের ধ্বংসাত্মক প্রভাব দূর করার ক্ষমতা বাড়িয়ে দিয়েছিল। নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে রূপায়িত **পরিকল্পিত অর্থনীতি বিচ্ছিন্ন অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার ও তার সমাজতান্ত্রিক পুনর্গঠনের জন্য একটি কার্যকর ও প্রয়োজনীয় রাজনৈতিক হাতিয়ারে পরিণত হয়েছিল।**

হাঙ্গেরিতে পুনর্বাসনের গুরুত্বপূর্ণ পরিকল্পনাগুলি সংজ্ঞায়িত করে ও প্রাথমিকভাবে তা বাস্তবায়িত করে অর্থনৈতিক পরিকল্পনা শুরু হয়েছিল। এর পর সাধারণ অর্থনৈতিক পরিকল্পনার বিকাশ ঘটেছিল। যুদ্ধোত্তর সময়ে জনগণ যে ঘাটতির সম্মুখীন হয়েছিল তা পূরণ করার উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রীয় সংগ্রহণ ও কৃষি উৎপাদনের বিপণনের একটা বড় অংশের উপর রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ পরিচালিত হয়েছিল। রাষ্ট্রীয় আদেশ, ঋণদান ও উপাদান বিতরণের মাধ্যমে এবং অন্যান্য উপায়ে সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিমালিকানাধীন কারখানাগুলোর উৎপাদনকেও নিয়ন্ত্রিত করা হয়েছিল। সরকারী সিদ্ধান্ত ও নির্দেশাবলীকে স্বীকার করতে ও কার্যকরী করতে পুঁজিবাদী ও তাদের দালালদের বাধ্য করা হয়েছিল। এটা প্রধানত দৃঢ় রাজনৈতিক সমর্থনপুষ্ট ট্রেড ইউনিয়ন ফ্যাক্টরি কমিটিগুলির মাধ্যমে করা হয়েছিল। কারখানা স্তরে তাদের কার্যকর নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালন ব্যবস্থায় তাদের অংশগ্রহণের ফলে পুঁজিবাদীদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত অন্তর্ঘাতমূলক কার্যকলাপের সুযোগ কমে গিয়েছিল। যে কমিউনিস্ট পার্টি পুনর্বাসনের প্রারম্ভে অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণের ভার গ্রহণ করেছিল, সেই পার্টি ঠিক এই সময় তিন বছরের অর্থনৈতিক পরিকল্পনা নিয়ে এল। পরিকল্পনাকে বিশদায়িত করা ও জাতিকে দিয়ে তা গ্রহণ করানোর ক্ষেত্রে পার্টি ছিল এক চালিকা শক্তি। ১৯৪৭ সালের গ্রীষ্মে এই পরিকল্পনাকে কার্যকরী করা শুরু হল।

প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলির বিরুদ্ধে রাজনৈতিক সংগ্রাম নিরবচ্ছিন্নভাবে চলতে থাকায় **শিল্পের সামগ্রিক জাতীয়করণ** এই সময়ের প্রয়োজন হয়ে দাঁড়াল। কারখানা স্তরে ট্রেড ইউনিয়ন কাজকর্মের সাথে কমিউনিস্ট ও সোশ্যাল ডেমক্র্যাটিক পার্টিগুলির যৌথ কাজকর্ম জাতীয়করণ ও উন্নততর উৎপাদন সুনিশ্চিত করার ক্ষেত্রে চূড়ান্ত ভূমিকা নিল। এর আগে পর্যন্ত ট্রেড ইউনিয়ন ফ্যাক্টরি কমিটিগুলিকে পুঁজিবাদী মালিক বা পুঁজিবাদীদের দ্বারা নিযুক্ত ম্যানেজারদের সাথে কাজ করতে হত। এরা দুই ভিন্ন শ্রেণীর প্রতিনিধিত্ব করত। জাতীয়করণের পর ফ্যাক্টরী কমিটি ও পরিচালকবর্গ স্বাভাবিকভাবেই যাদের নেতৃত্ব করে কারখানার পার্টি সংগঠনের বা ট্রেড ইউনিয়ন কমিটির সদস্য তারা উভয়ই শ্রমিকশ্রেণীর প্রতিনিধি। একই লক্ষ্য একই সমস্যাবলী সমাধানের উদ্দেশ্যে নিজেদের উৎসর্গ করে তারা সমগ্র কর্মচারিবৃন্দের প্রয়োজন মেটাবার জন্য গঠনমূলক কাজ করে, তাদের কাজের ও জীবনধারণের পরিবেশ উন্নত করে, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও পেশাগত উন্নতি আরো বৃদ্ধি করে এবং এইভাবে দেশের সাধারণ প্রগতির ক্ষেত্রে অবদান রাখে।

উন্নয়নশীল পরিকল্পিত অর্থনীতিতে ছোট (কারিগরী) ব্যক্তি-মালিকানাধীন শিল্পের সমর্থন ও সুযোগ দেওয়া হয়েছিল। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দিক থেকে এটার

প্রয়োজন ছিল, কারণ কারিগররা অর্থনৈতিক কাজকর্ম বাড়াতে সাহায্য করে। এটা সত্য যে কারিগরদের মধ্যে কয়েকজন মুনাফাকারী ছিল এবং তাদের বিরুদ্ধে লড়তেও হয়েছিল। কিন্তু সমস্ত আইনসম্মত কাজকে সমর্থন করা হয়েছে। কারিগরদের পেশাগত ও রাজনৈতিক স্বার্থ ব্যক্ত করার জন্য তাদের সংগঠন করার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। পরবর্তীকালে এটা **সমবায় শিল্পের** বৃদ্ধির পক্ষে সুবিধাজনক হয়েছিল। কিন্তু সহায়ক অর্থনৈতিক ক্ষেত্র হিসাবে ব্যক্তি-মালিকানাধীন কারিগরী শিল্পের প্রয়োজনীয়তা ছিল। (ছোটখাটো ব্যক্তি-মালিকানাধীন শিল্পকে তীব্রভাবে কমিয়ে দেওয়ার রীতি যা পঞ্চাশ দশকের প্রথমার্ধে কর্তৃত্ব ও নিয়ন্ত্রণের স্থান গ্রহণ করে, তা বিশেষ করে নির্দিষ্ট পেশাগত ব্যবসায় বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করে এবং এর সংশোধনের প্রয়োজন ছিল।)

পুনর্বাসনের সময় পণ্যদ্রব্যের বিপণন ও **বাণিজ্য** গড়ে তোলার কাজ সবচেয়ে প্রাধান্য পেয়েছিল। খুচরা বিক্রয় ব্যবস্থার ক্রমবর্ধমান অংশকে নিয়ন্ত্রণ করার সাথে যুক্ত থাকারে উৎপাদিত দ্রব্যের রাষ্ট্রীয় সংগ্রহণ এক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ক্রেতা-সমবায়গুলো দ্রুত সম্প্রসারিত হল, কিন্তু যতদিন না পর্যন্ত রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য সংস্থা ব্যক্তি-মালিকানাধীন ক্ষেত্রকে অধিগ্রহণ করতে প্রস্তুত না হয়েছে সে পর্যন্ত ব্যক্তি-মালিকানাধীন ক্ষেত্র তার প্রাধান্য বজায় রেখেছিল। যতদিন না পর্যন্ত পাইকারী ব্যবসার জাতীয়করণ হয়েছে ততদিন পর্যন্ত পাইকারী ব্যবসার উপর রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব ও নিয়ন্ত্রণ চাপানো হয় নি। যেহেতু কিছু কিছু পাইকারী ব্যবসার ও খুচরা বিক্রয়ের ব্যবস্থা ছিল, সেহেতু তাদের জাতীয়করণ রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত বাজারের সম্প্রসারণে ব্যাপকভাবে সহায়ক হয়েছে। কিন্তু এর সহায়ক ব্যবস্থা হিসাবে ব্যক্তিগত উদ্যোগকে সীমাবদ্ধভাবে কাজ করতে দেওয়া হয়েছিল। (এবং যখন পঞ্চাশ দশকের প্রারম্ভে বিধিবদ্ধ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার পরিবর্তে ছোটখাট ব্যক্তিগত শিল্প বাধ্যতামূলকভাবে সীমিত করা হয় তখন এর ফলে যে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয় তার জন্য এ ব্যবস্থার সংশোধনের প্রয়োজন হয়ে পড়ে। বর্তমানে খুচরা বিক্রয়ের এক শতাংশেরও কম আইনসম্মত ছোটখাট ব্যক্তি-মালিকানাধীন ব্যবসা চালু আছে।)

বন্ধু মনোভাবাপন্ন দেশগুলির কমিউনিস্ট ও ওয়ার্কার্স পার্টিগুলির ঘনিষ্ঠ রাজনৈতিক সহযোগিতা ও তাদের পরস্পরের কাজের নিয়মানুগ তুলনামূলক আলোচনা এই বৈপ্লবিক প্রক্রিয়ার সাফল্যের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ ছিল। ১৯৪৩ সালে কমিণ্টার্ন ভেঙে যায়, কিন্তু যেখানেই সম্ভব সেখানে ভ্রাতৃপ্রতিম পার্টিগুলি প্রত্যক্ষভাবে তাদের পারস্পরিক সংযোগ বজায় রাখে বা তা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করে। যুদ্ধের পর এই সুযোগ আরো বাড়ে। জনগণতান্ত্রিক দেশগুলোর ভ্রাতৃপ্রতিম পার্টিগুলির মধ্যে নিয়মানুগ সংযোগ ও সহযোগিতার গুরুত্ব বেড়ে যায়। আমাদের পার্টি ও সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টি ও অন্যান্য জনগণতান্ত্রিক দেশের কমিউনিস্ট ও ওয়ার্কার্স পার্টিগুলির মধ্যে প্রত্যক্ষ মত বিনিময় আমাদের অনেক সমস্যা সমাধান করতে সাহায্য করে।

যে সোশ্যাল ডেমক্র্যাটিক পার্টিগুলি কমিউনিস্ট পার্টির সাথে জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবে অংশগ্রহণ করেছিল তাদের কাছেও অভিজ্ঞতার বিনিময় সমান গুরুত্বপূর্ণ ছিল। (এটা যুগোশ্লাভিয়া ও আলবেনিয়ার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়, কারণ মুক্তি সংগ্রামে যুগোশ্লাভ সোশ্যাল ডেমক্র্যাটিক পার্টির কোনো ভূমিকা ছিল না, এবং আলবেনিয়াতে কোনো সোশ্যাল ডেমক্র্যাটিক পার্টি ছিল না।) যে সোশ্যাল ডেমক্র্যাটিক পার্টিগুলি তাদের দেশে প্রধান ভূমিকা পালন করছে তাদের আন্তর্জাতিক সম্মেলনে কমিউনিস্টদের সাথে সহযোগিতার প্রশ্নগুলি ও পুনর্বাসনের অভিজ্ঞতা আলোচিত হয়। অন্য যে বিষয়টি তারা আলোচনা করেন তা হল দক্ষিণপন্থী সোশ্যাল ডেমক্র্যাটদের দলাদলিমূলক কাজকর্ম। এরা প্রতিক্রিয়াশীলদের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করে তাদের পার্টির কর্মীদের প্রায় নিস্তেজ করে দিয়েছিল। এদের পেছনে পশ্চিমী সোশ্যাল ডেমক্র্যাট নেতাদের, বিশেষ করে বৃটিশ লেবারপন্থীদের সমর্থন ছিল। এরা জনগণতান্ত্রিক দেশগুলির কমিউনিস্টদের সাথে সোশ্যাল ডেমক্র্যাটদের সহযোগিতায় ফাটল ধরাতে ও ঘটনার গতিকে পেছনের দিকে ঘুরিয়ে দিতে ব্যস্ত ছিল। সোশ্যাল ডেমক্র্যাটিক পার্টিগুলির বামপন্থী নেতারা প্রতিক্রিয়াশীল চাপকে ব্যর্থ করতে উদ্বিগ্ন ও বদ্ধপরিকর ছিল। তারা পরস্পর পরস্পরকে ও তাদের দেশের কমিউনিস্ট পার্টিগুলিকে তাদের উদ্বেগের কথা জানিয়েছিল। তারা সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির সাথে তাদের যোগাযোগ স্থাপন করেছিল এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টি পশ্চিম থেকে প্রেরিত **বিভেদাত্মক পরিকল্পনাগুলি বুঝতে ও তা প্রত্যাখ্যান করতে** তাদের সাহায্য করেছিল।

ফ্যাসিবাদী শাসনের তিক্ত অভিজ্ঞতা ও জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের সাফল্যগুলি একদিকে যেমন ছিল শ্রমিকশ্রেণীর রাজনৈতিক ও মতাদর্শগত ঐক্যের প্রধান কারণ তেমনি অন্যদিকে এইসব সোশ্যাল ডেমক্র্যাটিক পার্টিগুলির উপর একটা চূড়ান্ত প্রভাব ফেলেছিল। এদের দক্ষিণপন্থী উদ্দেশ্যগুলি অন্তর্ধান করে। মার্কসবাদী-লেনিনবাদী নীতিসমূহের উপর ভিত্তি করে ও সমাজতান্ত্রিক পরিপ্রেক্ষিতের নামে কমিউনিস্ট ও সোশ্যাল ডেমক্র্যাটদের মিলনের অবস্থা পরিপক্ক হয়।

হাঙ্গেরিতে ১৯৪৮ সালের বসন্তকালে যখন কমিউনিস্ট ও সোশ্যাল ডেমক্র্যাটিক পার্টির শাখাগুলি যৌথ কার্যনির্বাহী কমিটির তত্ত্বাবধানে এক হয়ে যায় তখন তাদের মিলন শুরু হয়। জুন মাসে ঐক্য সম্মেলনে এর পরিণতি ঘটে। এর ফলে শ্রমিকশ্রেণীর রাজনৈতিক ঐক্য সংহত হয় ও নির্দিষ্ট রূপ ধারণ করে। এর ক্ষমতা বাড়ে ও সমাজে তার অবিসম্বাদী নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়।

মার্কসবাদী-লেনিনবাদী মতাদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত শ্রমিকশ্রেণীর রাজনৈতিক ঐক্য হল সমস্ত বিভেদাত্মক ষড়যন্ত্রের একমাত্র বিপ্লবী উত্তর। শ্রমিকদের ঐক্য ও শক্তির শত্রুরা দারুণভাবে পরাস্ত হয়েছে। কিন্তু তারা অস্ত্র পরিত্যাগ করে নি। এবং পশ্চিম থেকেও তাদের সাহায্যের অভাব হয় নি। (বিভিন্ন রণকৌশল তারা গ্রহণ করে, কিন্তু তাদের বেশির ভাগ 'মার্কসবাদ' বা 'লেনিনবাদ' গ্রহণ করার ভান করে এবং খুব সম্প্রতি মাওবাদী শ্লোগান ব্যবহার করে এবং শোধনবাদীদের 'নয়া বামপন্থী' হিসেবে বর্ণনা করে। এইভাবে ঐক্যবদ্ধ মার্কসবাদী-লেনিনবাদী পার্টিগুলির বাহিনীতে ভাঙন ধরাবার জন্য তারা প্রত্যেকটি সুযোগ গ্রহণ করেছে এবং করে।) যাইহোক, ইতিহাসের নিয়ম হল এই যে জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের বিকাশ শ্রমিকশ্রেণীর বৈপ্লবিক ঐক্যের অবস্থা সৃষ্টি করে; এই ঐক্য সমাজতান্ত্রিক লক্ষ্য অর্জনের সংগ্রামে এবং সমাজতান্ত্রিক পথে উত্তরণের সময় অর্জিত হয়॥ ১৯৪৮ সালের জুন মাসে ঐক্য সম্মেলনে গৃহীত এবং বৃহৎ অংশ দ্বারা প্রশংসিত আমাদের কর্মসূচী ঘোষণায় এই ঐক্য প্রতিফলিত হয়েছে। এই ঘোষণায় সমাজতান্ত্রিক গঠনের আশু লক্ষ্যের রূপরেখা তুলে ধরা হয়।

১৯৪৪-৪৫ সালে জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব শুরু হলে পর শ্রমিকশ্রেণী রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নেতৃত্বের শক্তিতে এবং দেশের গণতান্ত্রিক জাতীয় বিকাশের ক্ষেত্রে প্রধান শক্তিতে পরিণত

হয়। দেশকে সাম্রাজ্যবাদী দুনিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন করে জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব গণতান্ত্রিক কৃষি বিপ্লবের পথ প্রস্তুত করে এবং পুঁজিবাদী শোষণকে নিয়ন্ত্রণ করে। এ বিপ্লব সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের শক্তিগুলির সর্বাঙ্গীণ বিকাশ সুনিশ্চিত করে এবং আপেক্ষিকভাবে শান্তিপূর্ণ বিজয়ের পথ প্রস্তুত করে। তারপর শুরু হয় সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব বা আমরা মাঝে মাঝে যা বলি, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের উত্তরণ ঘটেছে। এইভাবে জনগণতন্ত্র হল আমাদের দেশে সমাজতন্ত্রে উত্তরণের একটা নির্দিষ্ট রূপ।

হাঙ্গেরি সমাজতান্ত্রিক গঠনের পথ ধরে অনেক দূর এগিয়েছে। মতান্ধ রাজনৈতিক বিকৃতির ফলে, ও শত্রুদের কার্যকলাপ ও বিশ্বাসঘাতকতার ফলে, প্রথম স্তরে, ১৯৪৯—১৯৫৬, মারাত্মক ভুল দেখা যায়। পরবর্তীকালে কঠিন সংগ্রামের মধ্যে এই ভুলগুলিকে কাটিয়ে উঠতে হয়। নিশ্চিতভাবে, ১৯৫৬ সাল পর্যন্ত সময়কাল প্রধান প্রধান ও স্থায়ী সাফল্য দ্বারা উদ্ভাসিত হয়েছে। কিন্তু মোহভঙ্গ ও তিক্ততারও সৃষ্টি হয়েছিল। এর থেকে শিক্ষা নিয়ে আমাদের পার্টি দুই ফ্রন্টে সংগ্রামের ক্ষেত্রে লেনিনবাদী নীতি কার্যকর করেছিল। গত ১৮ বছর ধরে আমাদের দেশে সমাজতান্ত্রিক গঠনের কাজ বাধাহীনভাবে এগিয়ে চলেছে। ১৯৭৫ সালে আমাদের একাদশ পার্টি কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হবে। এই কংগ্রেসে পূর্ববর্তী কংগ্রেসের পর থেকে যে ফলাফল ও সাধারণ অভিজ্ঞতা সঞ্চিত হয়েছে তার পর্যালোচনা করা হবে এবং প্রথানুযায়ী স্বাধীনতা লাভের পরবর্তী সময়েরও পর্যালোচনা হবে। পার্টি সঠিকভাবেই বলতে পারে যে জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের পর পার্টি ঐতিহাসিক বিজয়ের পথ পরিক্রম করেছে, জনপ্রিয় রাষ্ট্র ক্ষমতাকে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র ক্ষমতায় পরিণত করেছে, সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রে জনগণতন্ত্রের বিকাশ ঘটিয়েছে, জীবনের সমস্ত ক্ষেত্রে অবস্থার পরিবর্তন করেছে এবং ভ্রাতৃপ্রতিম দেশগুলির সাথে সহযোগিতা করেছে। মহান সামাজিক লক্ষ্যের দিকে পদক্ষেপ করে পার্টি সমাজতান্ত্রিক উত্তাল তরঙ্গ ও অগ্রগতির কেন্দ্রস্থলে রয়েছে।

ইয়োরোপের নতুন চেহারা

রিসজার্ড ফ্রেলেক
পোলিশ ইউনাইটেড ওয়ার্কার্স পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির
সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য

বেশিরভাগ মানুষই স্বীকার করবেন যে, ইয়োরোপ এক যুগসন্ধিক্ষণে পৌঁছেছে। যে সময় মহাদেশটির নতুন রাজনৈতিক মানচিত্র নতুন রূপ পেয়েছে শুধু নয়, তার অনুমোদনও আদায় করেছে এবং নতুন শক্তিবিন্যাস দৃঢ়তর হয়েছে, সেই যুদ্ধোত্তরকালীন যুগের শেষ হয়েছে, সঙ্গে সঙ্গে আরও ব্যাপক পরিবর্তনের জন্যে কার্যকলাপের অগ্রগতি সাধনের ফলে এক নয়াযুগের যাত্রা শুরু হয়েছে। এটা কোনো আকস্মিক ঘটনা নয়, তাই ইয়োরোপের কমিউনিস্ট আন্দোলন এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে যে, পরিস্থিতির মূল্যায়ন ও সঙ্গে সঙ্গে ভবিষ্যতের যুক্ত কার্যক্রম গ্রহণের জন্য একটি সম্মেলনে মিলিত হওয়ার এখনই হচ্ছে গিয়ে উপযুক্ত সময়।

সময় পরিপক্ক হয়েছে, পরিস্থিতি অনুকূল রয়েছে—এখন প্রয়োজন আরও অগ্রগতির সম্ভাবনা তুলে ধরা এবং শান্তি, নিরাপত্তা, সহযোগিতা ও সামাজিক অগ্রগতির ইয়োরোপের এক চিত্র উপস্থাপিত করা। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ৩০ বছর পরে, সাধারণভাবে অনুমোদিত সমস্ত ইতিবাচক পরিবর্তনসমূহের দিকে লক্ষ্য রেখে, উত্তেজনা প্রশমনের ক্রমবর্ধমান সাফল্যের আবহাওয়ার মধ্যে, প্রগতির শক্তিসমূহের ও তাদের মধ্যে সহযোগিতার ব্যাপক বৃদ্ধি আগামী সম্ভাবনাসমূহ এবং তা বাস্তবায়নের কাজকে সামনে তুলে ধরার পক্ষে এখনই হচ্ছে মাহেন্দ্রক্ষণ।

আমাদের এই যুগে শান্তি স্থাপনের চালিকা শক্তি, এই মহাদেশের প্রগতির সংগ্রামে সমাজ আন্দোলনের প্রতি একাগ্র পরম শক্তিধর কমিউনিস্ট আন্দোলন ছাড়া আর কেউই এ কর্ম সাধনের যোগ্যতা রাখে না।

শুধুমাত্র আলাদা আলাদা দেশের সামাজিক সমস্যার ক্ষেত্রে এই আন্দোলন সীমাবদ্ধ থাকে নি। আন্দোলনের জন্মলগ্ন থেকেই আন্তর্জাতিক সম্পর্কের মৌল সমস্যাগুলি, বিশেষ করে শান্তির প্রশ্নে যা সমাজতন্ত্রের স্বার্থের ক্ষেত্রে অভিন্ন, সমাধানে নিজেকে নিয়োজিত করেছে।

তাই ওয়ারশ পরামর্শদাতা সভা থেকে প্রচারিত ঘোষণায় বলা হয়েছে, প্রস্তাবিত ইয়োরোপীয় কমিউনিস্ট ও ওয়ার্কার্স পার্টির সম্মেলন "ইয়োরোপের শান্তি, নিরাপত্তা, সহযোগিতা ও সামাজিক অগ্রগতির সংগ্রাম" নিয়ে আলোচনা করবে। আমাদের মহাদেশের বর্তমান ও ভবিষ্যতের একান্ত নিবিড় ও আন্তরিকভাবে যুক্ত সমস্ত প্রধান সমস্যাগুলি এই সূত্রের মধ্যে পড়ছে।

এই ধারণা পরামর্শদাতা সভার আলোচনায় বদ্ধমূল হয়েছে। সেখানে এই সূত্র অনুসরণকারী প্রত্যেক পার্টির রিপোর্ট ও মূল্যায়ন উত্তেজনা প্রশমনের বিপুল অগ্রগতির প্রবল এবং মৌলিক গুরুত্বের উপর জোর দিয়েছে।

উত্তেজনা প্রশমন হল ইয়োরোপ তথা বিশ্বের পরিস্থিতি থেকে উদ্ভূত একটি বিষয়গত প্রয়োজন। সামাজিক অগ্রগতির প্রয়োজনের মধ্যে এর মূল নিহিত। যুদ্ধোত্তর ইয়োরোপের রাজনৈতিক-আঞ্চলিক বাস্তবতার অখণ্ডত্বের অনুমোদনের এবং বিভিন্ন সমাজব্যবস্থাসম্পন্ন রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের আদর্শের উপর ভিত্তি করে পরস্পরের সম্পর্ক স্বাভাবিকীকরণই উত্তেজনা প্রশমনের একমাত্র উদ্দেশ্য নয়; রাজনৈতিক ও সামরিক সংঘর্ষের পথ পুরোপুরি ত্যাগ করে যৌথভাবে শক্ত ভিতের উপর স্থায়ী নিরাপত্তা ব্যবস্থা স্থাপনেরও সত্যিকারের সুযোগ এটি সৃষ্টি

করে দেয়। ক্রমে ক্রমে এই উত্তেজনা প্রশমন বিভিন্ন রাষ্ট্র ও জনগণের মধ্যে শান্তিপূর্ণ, সমদর্শী এবং পারস্পরিক বোঝাপড়ার মধ্য দিয়ে লাভজনক সহযোগিতা স্থাপনের সুযোগ আরও বেশি করে দেয়।

এইসব সমস্যাগুলির উপর কমিউনিস্ট পার্টিগুলির দৃষ্টিভঙ্গি ইয়োরোপীয় নিরাপত্তা ও সহযোগিতা সম্মেলনের দায়িত্বের গুরুত্ব বাস্তবিকপক্ষে পুনরায় দৃঢ়তর করছে। তারা মনে করে যে বর্তমান পরিস্থিতি সম্মেলনের সাফল্য এবং দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণের পক্ষে অনুকূল। সঙ্গে সঙ্গে এক্ষেত্রে সমাজতান্ত্রিক দেশসমূহের উদ্যোগ গ্রহণও সমর্থন করছে। সমাজতান্ত্রিক গোষ্ঠীর উদ্যোগই সম্মেলন অনুষ্ঠানে নেতৃত্ব দিয়েছে।

উত্তেজনা প্রশমনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া ও তাকে অপরিবর্তনীয় উদ্দেশ্যে রচিত সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির সর্বসম্মত শান্তির নীতিকে এবং বিশেষ করে, শান্তির জন্য প্রবল ও আন্তরিক আন্তর্জাতিক কাজকর্ম—সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির কাজকর্মকেও তারা সমর্থন করছে। সি পি এস ইউ-র এই কাজকর্মের ক্ষেত্রে সি পি এস ইউ-র সাধারণ সম্পাদক এল আই ব্রেঝনেভ এক বিরাট ব্যক্তিগত অবদান রেখেছেন। এই অবদান সার্বজনীন স্বীকৃতি ও শ্রদ্ধা অর্জন করেছে।

ইয়োরোপীয় কমিউনিস্ট ও ওয়ার্কার্স পার্টিগুলির সম্মেলনে গৃহীত আদর্শসমূহ এবং ইয়োরোপীয় নিরাপত্তা ও সহযোগিতা সম্মেলনের মূল উদ্দেশ্যগুলির মধ্যে কোনো বিরোধ নেই। বরং এগুলি বেশিরভাগ ক্ষেত্রে মিলযুক্ত। কিন্তু ইয়োরোপীয় নিরাপত্তা ও সহযোগিতা সম্মেলন হচ্ছে রাষ্ট্রগুলির সমাবেশ। সমস্ত বর্তমান অসুবিধা এবং বিরোধ সত্ত্বেও আসন্ন সম্মেলন নিশ্চয়ই পারস্পরিক বোঝাপড়ার মধ্য দিয়ে গ্রহণযোগ্য চুক্তি সম্পাদনে সক্ষম হবে।

যেহেতু কমিউনিস্ট আন্দোলন প্রগতির চালিকা শক্তি সুতরাং তারা নিশ্চয়ই অনেক বেশি অগ্রগতির কথা মনে রেখে এগোবে, সুদূরপ্রসারী সিদ্ধান্ত গ্রহণের পথ প্রশস্ত করে দেবে এবং ইয়োরোপকে স্থায়ী শান্তি, নিরাপত্তা ও সমস্ত রাষ্ট্রের মৈত্রীসুলভ সহযোগিতার এক মহাদেশে পরিণত করার সম্ভাবনা জনগণের সামনে উন্মুক্ত করে দেবে।

মার্কসবাদী-লেনিনবাদী চরিত্র থাকায় আমাদের আন্দোলন সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক প্রগতির সংগ্রামের সঙ্গে সমস্ত সামাজিক প্রশ্নগুলিকে যুক্ত করে। কারণ, যুদ্ধের অবসান ও বিশ্বশান্তি স্থাপনের ক্ষেত্রে এটি প্রধান পূর্বশর্ত। অপরদিকে, স্থায়ী শান্তি হল সামাজিক সমস্যাগুলির সফল সমাধানের মৌলিক শর্ত।

শান্তি ও সামাজিক প্রগতি সাধনের সংগ্রামে সমস্ত গণতান্ত্রিক শক্তির ব্যাপক সহযোগিতা কমিউনিস্টরা চায়। প্রস্তাবিত সম্মেলন নিয়ে আলোচনার সময় একথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। কমিউনিস্টদের সঙ্গে সোশ্যালিস্ট, সোশ্যাল ডেমোক্রাট এবং অন্যান্য গণতন্ত্রীদের মধ্যে সহযোগিতা গত কয় বছর ইয়োরোপের দেশগুলিতে বাড়ছে। শুধু তাই নয়, সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির কমিউনিস্ট পার্টিগুলির সঙ্গেও ঐ শক্তিগুলির যোগাযোগ ক্রমবর্ধমান। ওয়ারশ পরামর্শদাতা সভায় মত বিনিময়ের মধ্য দিয়ে যোগদানকারীদের শুভ ইচ্ছা ও ঐ অত্যন্ত প্রয়োজনীয় প্রবণতা বৃদ্ধি করার তৎপরতা ব্যক্ত হয়েছে। ইয়োরোপীয় কমিউনিস্ট ও ওয়ার্কার্স পার্টিগুলির সম্মেলন নিঃসন্দেহে প্রশ্নটির বিস্তৃততর আলোচনা করবে।

আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল যে আলোচনা এবং অন্যান্য কাজে অংশগ্রহণকারী সব পার্টিই সম্মেলনের প্রস্তুতিতে তাদের অবদান রেখেছেন। এ কাজ সম্পন্ন হয়েছে সমস্ত পার্টির সমত্বর নীতি, যৌথভাবে সিদ্ধান্তগ্রহণ ও ভ্রাতৃত্বমূলক সহযোগিতার আদর্শের ভিত্তির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে ও গণতান্ত্রিক পরিবেশের মধ্য দিয়ে। আমাদের আন্দোলনকে দ্বিধাবিভক্ত করার উদ্দেশ্যে পরিচালিত বুর্জোয়াদের সমস্ত প্রচার ভবিষ্যদ্বাণীকে এগুলি সম্পূর্ণ ব্যর্থ করে দিয়েছে। সম্মেলনের প্রস্তুতিসমূহ প্রলেতারীয় আন্তর্জাতিকতার আদর্শের শক্তি এবং ভ্রাতৃত্বমূলক পার্টিগুলির ক্রমবর্ধমান আদর্শগত ঐক্য ও সহযোগিতার প্রমাণ দিচ্ছে।

পূর্বেই লক্ষ্য করা গেছে, কমিউনিস্ট ও ওয়ার্কার্স পার্টিগুলির ইয়োরোপীয় সম্মেলনের প্রস্তুতির কাজ এক মৌলিক পরিবর্তন ও উন্নয়নের আবহাওয়ার মধ্য দিয়ে এগোচ্ছে। পরিস্থিতির একটি উল্লেখনীয় দিক হচ্ছে যে ইয়োরোপের নতুন চেহারা পুরোপুরি গড়ে উঠেছে এবং শান্তি, নিরাপত্তা ও সহযোগিতা সম্পর্কে মহাদেশটির সমস্যাবলী সমাধানের বাস্তব অবস্থা সৃষ্টি হতে চলেছে।

জাতিসঙ্ঘের সাধারণ সভায় বক্তৃতাকালে পোলিশ ইউনাইটেড ওয়ার্কার্স পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির প্রধান সম্পাদক এডওয়ার্ড গিয়েরেক বলেছেন, "মহান ফ্যাসি-বিরোধী যুদ্ধ মোর্চার জয়, সমাজতান্ত্রিক গোষ্ঠীর উদ্ভব এবং যুদ্ধোত্তরকালের নতুন শক্তিবিন্যাসের ফলে গত দুটি মহাযুদ্ধের কারণ ও প্রধান কেন্দ্র ইয়োরোপ আজ ৩০ বছর শান্তিতে বাস করছে। এই অবস্থা বজায় রাখার বাস্তব পরিস্থিতি বর্তমান এবং বিশ্ব জনগণের শান্তিরক্ষার ক্ষেত্রে এটি বিশেষ গুরুত্ব বহন করে। এ ক্ষেত্রেই 'ঠাণ্ডা যুদ্ধ' ও 'শক্তি-প্রয়োগের নীতির অবস্থান' থেকে স্বাভাবিকীকরণ ও উত্তেজনা প্রশমনের দিকে অবস্থা অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে মোড় নিয়েছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে ও যুদ্ধোত্তরকালে ঘটনার বিকাশের ফলে ইয়োরোপে যে রাজনৈতিক ও আঞ্চলিক বাস্তব অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে তা সার্বজনীনভাবে স্বীকৃত। এই পরিস্থিতি পারস্পরিক বিশ্বাস ও শান্তিপূর্ণ সহযোগিতা বৃদ্ধির ভিত্তিমূল রচনা করেছে। শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান ভিন্ন পথ নেই—এই বিশ্বাস ক্রমেই বাড়ছে।"

নয়া ইয়োরোপীয় পরিস্থিতির মূল দিকগুলির প্রতি গিয়েরেক অঙ্গুলি নির্দেশ করেন : কতকগুলিকে বনিয়াদ, আর কিছুকে উপরি কাঠামো হিসাবে বর্ণনা করা যেতে পারে। এর কিছু ব্যাখ্যামূলক মন্তব্যের প্রয়োজন আছে।

নয়া ইয়োরোপীয় পরিস্থিতির ভিত্তি হল প্রথমত সমাজতন্ত্র ও পুঁজিবাদের মধ্যে নতুন শক্তি বিন্যাস। সমাজতান্ত্রিক গোষ্ঠীর সৃষ্টি হল ইয়োরোপে প্রধান ও মৌলিক যুদ্ধোত্তর পরিবর্তন এবং এই গোষ্ঠী গত ৩০ বছরে সংহত হয়েছে। এই গোষ্ঠী সম্পূর্ণ নতুন এক আর্থনৈতিক, রাজনীতিক ও সামাজিক শক্তিবিন্যাস ঘটিয়েছে। ইয়োরোপের ভবিষ্যৎ স্থিরীকরণে সমাজতন্ত্র আজ পুঁজিবাদের চাইতে কম শক্তি ধরে না, কম করে সমান শক্তি ধরে থাকে। তাছাড়া, পুঁজিবাদ দ্রুত বিভিন্ন অগ্রগতির উপর নিজের একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণ শক্তি হারাতে চলেছে এবং যুদ্ধ ও শান্তির প্রশ্নে এখন তাঁরা আর নিজেদের সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দিতে সক্ষম নয়। এই অবস্থা আজ আগের যে কোনো সময় অপেক্ষা স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান।

সমাজতান্ত্রিক পরিবার উদ্ভূত হওয়া এবং তার ক্রমোন্নতির ফলে সামাজিক আর্থনীতিক স্তরের বিরাট বৈষম্য সমূহের অবসান ঘটানোর ঐতিহাসিক সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। অতীতে ঐ বৈষম্যগুলি সাম্রাজ্যবাদকে অন্য দেশের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে নাক গলানোর এবং 'প্রভাবিত অঞ্চল' সৃষ্টি করার খেলায় মত্ত হওয়ার সুযোগ সহজতর করে দিত। শুধু তাই নয়, ইয়োরোপের রাজনৈতিক স্থায়িত্ব

আনার পথে এটি একটি প্রবল বাধাও ছিল। বিপুল অর্থ-নৈতিক সম্পদে সমৃদ্ধ সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি—যাদের অনেকেও কিছুদিন আগে পর্যন্তও ইয়োরোপের 'পিছনের সারির' দেশ ছিল—এখন এই মহাদেশের মোট উৎপাদন ক্ষমতার অর্ধেকের বেশির অধিকারী। ঐতিহাসিকভাবে অতি সংক্ষিপ্ত সময় গত তিন দশকের মধ্যে আর্থনীতিক উন্নয়নের মূল বৈষম্যগুলি কাটিয়ে ওঠা গেছে।

আর্থনীতিক শক্তিসমূহের নতুন বিন্যাসের দুটি বৈশিষ্ট্য আছে। অতীতের যে কোনো সময় অপেক্ষা এই বৈশিষ্ট্য-গুলি এখন অনেক স্পষ্ট। প্রথমত পরিকল্পিত অর্থনীতির ফলে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহের আরো কার্যকর বিকাশ ঘটেছে। মেশিনজাত শিল্পের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুৎ-শক্তি ও কাঁচামাল উৎপাদনের বৈষয়িক ভিত্তি সৃষ্টির ফলে আমরা জ্বালানি ও কাঁচামালের সংকট থেকে মুক্ত। উন্নত পুঁজিবাদী দেশে জ্বালানি ও কাঁচামালের সংকট দারুণ আর্থনীতিক সংকট বাড়িয়ে দিয়েছে এবং সে দেশগুলিতে কার্যত মন্দা দেখা দিয়েছে।

দ্বিতীয়ত, যেকোনো যুগের চেয়ে অনেক দ্রুততর হারে সমাজতন্ত্রী দেশগুলিতে জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নত হচ্ছে, অন্যদিকে পুঁজিবাদী দেশগুলিতে মুদ্রাস্ফীতি লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ার ফলে জনগণের ভোগমাত্রা কমাতে হচ্ছে। রাষ্ট্রীয় একচেটিয়া পুঁজির নিয়ন্ত্রণের সাথে সংযুক্ত পুঁজিবাদী বিকাশের স্বতঃস্ফূর্ত 'বাজারের' নমুনার চেয়ে সমাজ-তান্ত্রিক অর্থনৈতিক বিকাশের সামগ্রিক পরিকল্পিত রণ-নীতির উৎকর্ষতা আগের চেয়ে অনেক বেশি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এবং এটা আশা করার অনেক কারণ আছে যে ভবিষ্যতে এই উৎকর্ষতা আরো বেশি স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

পূর্বের শক্তিসাম্য বজায় থাকলে পুঁজিবাদ—বিশেষ করে তার চরম প্রতিক্রিয়াবাদী অংশ উত্তেজনা বাড়িয়ে দিয়ে, সংঘাত সৃষ্টি করে ও আগ্রাসী নীতি অনুসরণ করে মন্দা ও সংকটের হাত থেকে উদ্ধার পাবার চেষ্টা নিঃসন্দেহে করত। কিন্তু বর্তমান শক্তিসাম্যের দিকে নজর রেখে তারা সংকট ত্রাণের একটি পথ হিসেবে সমাজতন্ত্রী দেশগুলির সঙ্গে উন্নততর আর্থনীতিক সহযোগিতা স্থাপনের পথ গ্রহণ করেছে। এর ফলে তাদের ব্যবসায় ও বিভিন্ন শিল্পে কর্মসংস্থান বজায় থাকছে এবং জ্বালানি ও কাঁচামাল পরিস্থিতির উন্নতি হচ্ছে এবং বেতন হারের সমতা রক্ষা করা সম্ভবপর হচ্ছে। স্বাভাবিকভাবেই, এখনও তাদের অনেকেই সংকট থেকে উদ্ধারের পুরানো পথ ধরতেই অধিক আগ্রহী। ফলে তাদের উপর বিশেষ নজর রাখা বিশেষ জরুরী।

ইয়োরোপের নতুন পরিস্থিতির পিছনের মূল কারণ-গুলির মধ্যে যুদ্ধ ও ফ্যাসি-বিরোধী যুক্ত মোর্চার জয় থেকে উদ্ভূত রাজনৈতিক ও আঞ্চলিক বাস্তব অবস্থাও অন্যতম। ইয়োরোপ—বিশেষত মধ্য ইয়োরোপে মৌল পরিবর্তনগুলি ঘটেছে। এই পরিবর্তনগুলি জনগণের ঐতিহাসিক আকাঙ্ক্ষার সাথে সংগতিপূর্ণ এবং সমগ্র যুদ্ধোত্তর সময়ে শান্তি ও নিরাপত্তার একাগ্র স্বার্থে প্রতিপন্ন হয়েছে।

সমাজতান্ত্রিক গোষ্ঠীর দ্বারা অর্জিত নতুন শক্তি-বিন্যাসের ফলে এই নতুন রাজনৈতিক ও আঞ্চলিক পরি-স্থিতিকে ধ্বংস করা কিংবা দুর্বল করার অপচেষ্টা অসম্ভব হয়েছে। সাম্রাজ্যবাদী চক্রগুলি এই অবস্থাকে বিপন্ন করার চ্যালেঞ্জ দিতে ব্যর্থই শুধু হয় নি, সঙ্গে সঙ্গে বর্তমান অবস্থা মেনে নিয়েছে এবং স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে যে এটা অপরিবর্তনীয় ও অলঙ্ঘনীয়। গত ক'বছরে ফেডারেল রিপাবলিক অব জার্মানি ও সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির মধ্যে সম্পাদিত চুক্তিগুলিই হল এর চূড়ান্ত প্রমাণ।

প্রথম থেকেই ইয়োরোপের নতুন মানচিত্র পরিবর্তিত করতে পারা যায় নি ; এখন এ মানচিত্র সবাই মেনে নিয়েছে। এ মানচিত্রের মধ্যে জার্মান গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের সীমানার অলঙ্ঘনীয়তাকে স্বীকার করা হয়েছে। এ অলঙ্ঘনীয়তা বর্তমানে সার্বজনীন আইনসংগত স্বীকৃতি লাভ করেছে।

আমি মনে করি কমিউনিস্টরা একমত হবেন যে শান্তি ও সমাজতন্ত্রের অনুকূলে পরিবর্তনশীল শ্রেণীশক্তির বিন্যাস ও পুঁজিবাদী দেশগুলিতে প্রতীয়মান রাজনৈতিক প্রবণতা-গুলি হল বর্তমান পরিস্থিতির ভিত্তির বিভিন্ন দিক।

যে ঠাণ্ডা যুদ্ধের অন্যতম উদ্দেশ্য হল বামপন্থীদের বিচ্ছিন্ন করা সেই ঠাণ্ডা যুদ্ধের চরম ব্যর্থতা হল বর্তমান পরিস্থিতির স্পষ্ট ও সংক্ষিপ্ত রূপ।

গত ক'বছরে ইয়োরোপের এক বিরাটসংখ্যক পুঁজিবাদী দেশে কমিউনিস্ট প্রভাব শুধুমাত্র বাড়ে নি সমাজতন্ত্রী দল-গুলির সঙ্গে অন্যান্য গণতন্ত্রী শক্তিসমূহের যোগাযোগ ও মৈত্রী পুনরুজ্জীবিত হয়েছে।

পর্তুগালে বামপন্থী শক্তির সঙ্গে প্রগতিশীল সামরিক আন্দোলনের সহযোগিতা সাধনের ফলে ফ্যাসিবাদী এক-নায়কতন্ত্রের অবসান ঘটানো গেছে।

গ্রীস-এ সমস্ত গণতান্ত্রিক শক্তির আক্রমণ ফ্যাসিস্ত জুণ্টার পতন ঘটাতে সাহায্য করেছে।

ইয়োরোপের একমাত্র ফ্যাসিস্ত একনায়কতন্ত্রর সরকার পরিচালিত রাষ্ট্র স্পেনে শ্রমজীবী জনতা নিজের দাবি আদায় ও গণতান্ত্রিক অধিকার অর্জনের লড়াই তীব্রতর করছেন।

ফ্রান্সে কমিউনিস্ট, সোশ্যালিস্ট ও বামপন্থী র‍্যাডিক্যাল-দের মোর্চা রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে জয়ের সীমানায় প্রায় পৌঁছেছিল।

ইতালিতে এই উপলব্ধি বাড়ছে যে গণসমর্থনসহ কমিউনিস্টদের অংশগ্রহণ ব্যতিরেকে এই নিদারুণ সামাজিক ও আর্থনীতিক সংকট কাটিয়ে ওঠা যাবে না।

প্রায় সব স্কান্ডিনেভীয় দেশে সোশ্যাল ডেমোক্রাট ও কমিউনিস্টদের ঐক্য বিভিন্নরূপে উন্নততর হচ্ছে। কমিউনিস্ট পার্টির প্রভাবও এখন বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে।

গ্রেট বৃটেনে শ্রমজীবী শ্রেণীর চেতনার উন্নতি এবং ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের একাগ্র নীতিসমূহ রক্ষণশীল সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করে লেবার পার্টিকে পুনরায় ক্ষমতাসীন করেছে। পরিশেষে ফেডারেল রিপাবলিক অব জার্মানিতে জার্মান কমিউনিস্ট পার্টি তার শক্তি বৃদ্ধি করছে এবং তার কাজকর্ম সম্প্রসারিত করছে।

পুঁজিবাদী দেশগুলিতে শ্রেণীশক্তিসমূহের বিন্যাস ও গত ন'বছরে সেখানকার রাজনৈতিক জীবনের প্রধান প্রধান পরিবর্তন হল নতুন ইয়োরোপীয় পরিস্থিতির ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। একচেটিয়া ব্যবসা, বিশেষত বহু-জাতিক সংস্থাগুলি, ক্রমবর্ধমান গণ-বিরুদ্ধতার সম্মুখীন হচ্ছে। আরও বেশি বিচ্ছিন্ন হওয়ার ভয়ে প্রতিক্রিয়া ও ঠাণ্ডা যুদ্ধের সমর্থকরা তাদের স্বার্থরক্ষার্থে আরও নিষ্ঠার সঙ্গে উদ্যোগী হয়েছে, এমন কি প্রয়োজনে ইতিহাসের ডাস্ট-বিন থেকে তুলে ফ্যাসিবাদকে পুনরায় পুরানো আসনে বসাবার অপচেষ্টা চালাচ্ছে।

কিন্তু কমিউনিস্টরা কোনো মতেই পুঁজিবাদের শক্তিকে খাটো করে দেখবে না, যত খারাপই হোক তাকে অবহেলাও করতে পারে না। কারণ, আর্থনীতিক জীবনে এখনও পুঁজিপতিরা উল্লেখযোগ্য প্রভাব বিস্তারের ক্ষমতা রাখে এবং জীবনযাত্রার ব্যয়ের বিপুল বৃদ্ধি ও মন্দার অন্যান্য কুফলগুলি জনগণের উপর চাপিয়ে দিতে এবং এর ফলে মেহনতী জনগণের উপর আরও চাপ সৃষ্টি করতে এখনও তারা সক্ষম। তারা অস্ত্র প্রতিযোগিতা চালিয়ে যাচ্ছে—

একাজকে তারা ব্যবসা তেজী করার পথ হিসেবে নিয়েছে—এবং মান্ধাতা আমলের জীবনযাত্রার সমর্থকদের নিজেদের পেছনে জড়ো করছে।

শ্রেণীশক্তির ভারসাম্যের পরিবর্তন এবং সামাজিক প্রগতির পথে অগ্রগতি তীক্ষ্ণ সংগ্রামে জয়ী হয়েছে বটে, কিন্তু এর ফলাফল এখনো স্থির হয় নি। পশ্চিম ইয়োরোপীয় দেশগুলির বেশিরভাগ কমিউনিস্টই অবিলম্বে সমাজতন্ত্রে উত্তরণ সম্ভব বলে মনে করেন না। অন্যান্য প্রগতিশীল শক্তিসমূহের সঙ্গে ক্রমে ক্রমে সহযোগিতা বৃদ্ধির মাধ্যমে তাঁরা একচেটিয়া পুঁজি খর্ব করা, গণতন্ত্র, সামাজিক প্রগতি ও শান্তিপূর্ণ বৈদেশিক নীতি গ্রহণের জন্য সংগ্রাম করে চলেছেন।

যাই হোক, ঘটনা হচ্ছে, প্রগতি ও শান্তির পক্ষে ক্রমে ক্রমে চলে আসা শ্রেণীশক্তিগুলির মধ্যে সমঝওতা নতুন ইয়োরোপীয় পরিস্থিতিতে বিশেষ জরুরী বিষয়। এর ফলে ইয়োরোপের অগ্রগতির মৌল সমস্যাগুলির সফল মীমাংসা হওয়া সম্ভব হয়ে উঠেছে।

এই মহাদেশে ও বিশ্ব জুড়ে শ্রেণীশক্তিগুলির নতুন ভারসাম্যই ঠাণ্ডা যুদ্ধের সংকট সৃষ্টি করতে এবং সঙ্গে সঙ্গে উত্তেজনা প্রশমন করতে সাহায্য করেছে। আমরা যাকে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের উপরিকাঠামো বলি তাতে যে প্রক্রিয়াগুলি ঘটছে সেই প্রক্রিয়াগুলি ভিত্তির বিষয়গত পূর্বশর্ত থেকে উদ্ভূত। এই প্রক্রিয়াতে অদল-বদল ঘটে এই ভাবে যে উত্তেজনা প্রশমন যত গভীর হচ্ছে এবং সঙ্গে সঙ্গে এর গতি যত বাড়বে শ্রেণীশক্তির ভারসাম্য ততই সমাজতন্ত্রের পক্ষে ঝুঁকবে, ও জনগণের অধিকার আদায়ের সংগ্রাম তত সাহায্য পাবে। উদাহরণ স্বরূপ উল্লেখ করা যায়, ভিয়েতনাম যুদ্ধের অবসান, মধ্যপ্রাচ্যে ইসরায়েলের আগ্রাসক নীতির সংকট তীব্রতর হওয়া, পর্তুগীজ ঔপনিবেশিক দুর্গ ভেঙে ছত্রখান হওয়া। ইয়োরোপে এই অগ্রগতির ফল হল, পর্তুগাল ও গ্রীস-এ ফ্যাসিবাদী শাসকচক্রের উৎখাত এবং অন্যান্য ধনবাদী রাষ্ট্রগুলিতে আন্তর্জাতিক একচেটিয়া পুঁজির প্রাধান্যর বিরুদ্ধে কমিউনিজম-বিরোধিতাও প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে সামাজিক প্রগতির সংগ্রাম জোরদার হয়েছে।

ইয়োরোপে এক নতুন পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে। যুদ্ধোত্তর তিরিশটি বছর যে সুদূরপ্রসারী, মৌলিক পরিবর্তন ঘটিয়েছে তার ফলে সমাজতন্ত্রের শক্তির পক্ষে শান্তি, নিরাপত্তা, সহযোগিতা ও সামাজিক প্রগতির দুরূহ সমস্যাগুলি উত্থাপিত করা এবং তাদের সফল সমাধান করা সম্ভব হচ্ছে। আসন্ন ইয়োরোপীয় কমিউনিস্ট ও ওয়ার্কার্স পার্টিগুলির সম্মেলনের কাছ থেকে জনগণ এটাই আশা করে।

সমাজতান্ত্রিক পরিবার আমাদের নির্ভরযোগ্য মিত্র

আজিজ মুহম্মদ
প্রথম সম্পাদক, ইরাকী কমিউনিস্ট পার্টি

জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের সঙ্গে সমাজতন্ত্রের মৈত্রী ১৯১৭ সালে রাশিয়ায় অক্টোবর বিপ্লবের বিজয়ের পর বাস্তব হয়ে ওঠে। এবং সমাজতান্ত্রিক বিশ্ব ব্যবস্থার, সমাজতান্ত্রিক গোষ্ঠীর উদ্ভবের পর এই বিপ্লবী প্রক্রিয়ার দুই স্রোতোধারার মধ্যে সহযোগিতা সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রামের সাফল্যের এবং সামাজিক প্রগতির নির্ভরযোগ্য গ্যারান্টি হয়ে দাঁড়ায়।

বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বিশ্ব বৈপ্লবিক প্রক্রিয়ার বিকাশ ইরাক, সিরিয়া, মিশর, লেবানন, আলজিরিয়া, ইয়েমেন এবং অন্যত্র আরব মুক্তি আন্দোলনের বিজয়ের উপর প্রচণ্ড প্রভাব বিস্তার করে। সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির অস্তিত্ব উপনিবেশগুলিতে বাস্তবে প্রধান সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির সশস্ত্র বাহিনীকে আটকে রেখে রাজনৈতিক আত্ম-নিয়ন্ত্রণকে সহজতর করে। সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের সফল বিকাশের অনুকূল আন্তর্জাতিক পরিবেশ সৃষ্টি করে। সাম্প্রতিক বছরগুলিতে সোভিয়েত ইউনিয়নের নেতৃত্বে সমাজতান্ত্রিক গোষ্ঠীর শান্তির অভিযানের ফলে উদ্ভূত উত্তেজনা প্রশমন দ্বারা এটা আরও সমৃদ্ধ হয়েছে।

এশিয়া এবং আফ্রিকার মহাদেশে সার্বভৌম রাষ্ট্রের উদ্ভবের সঙ্গে সঙ্গে সমাজতান্ত্রিক গোষ্ঠীর দেশগুলি ঐ অঞ্চলগুলিতে মুক্তির প্রক্রিয়ায় আন্ত-রাষ্ট্র সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে অধিকতর এবং আরও প্রত্যক্ষ প্রভাব বিস্তারে সক্ষম হয়েছে। এগুলি মর্মবস্তুর দিক থেকে এক নতুন ধরনের সম্পর্ক, যা **মুক্তির** এবং **সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী** উপাদানে পরিপূর্ণ। এগুলি সদ্য-প্রতিষ্ঠিত দেশগুলিকে বর্তমান-দিনের দুনিয়ায় তাদের অতীব তীব্র স্ব-বিরোধী অবস্থান অতিক্রমণে সক্ষম করে—যথা তাদের সার্বভৌম রাজনৈতিক মর্যাদা এবং সাম্রাজ্যবাদের ওপর তাদের অর্থনৈতিক নির্ভরশীলতা। এটা কেবল অর্থনৈতিক স্বাধীনতার সংগ্রামই দূর করতে পারে। বিশ্ব সমাজতন্ত্রবাদ উন্নয়নশীল দেশগুলিকে জাতীয় অর্থনীতির ভিত্তিভূমি মূল-শিল্প গড়ে তুলতে সাহায্য করে এই সংগ্রামকে উদ্দীপিত করার জন্য তার যথাসাধ্য করছে।

নতুন রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে সমাজতন্ত্রবাদের আন্তর্জাতিক কার্যকলাপের এটি এক অতীব গুরুত্বপূর্ণ দিক। সাম্রাজ্যবাদের ওপর এদের নির্ভরতা অবসানের ক্ষেত্রে সমাজতন্ত্র হল অতি অবিচল সহায়ক।

সমাজতান্ত্রিক এবং উন্নয়নশীল দেশগুলির মধ্যের বন্ধন উপাদানের দিক থেকে প্রশস্ততর এবং সমৃদ্ধতর হচ্ছে। এবং এরা আরও ঘনিষ্ঠতর এবং আরও বৈচিত্র্যমণ্ডিত হয় যখন, জাতীয় দেশপ্রেমিক স্বার্থগুলির ভিত্তিতে কাজ করার সময় শেষেরটি একটি প্রগতিশীল নীতি, প্রগতিমূলক সামাজিক পরিবর্তনের অভিযান এবং অবিচলভাবে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী নীতি অনুসরণ করাই বেছে নেয়।

এ ধরনের বিবর্তন, ইরাক এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক সমবায়ভুক্ত দেশগুলির সম্পর্কের মধ্যে ঘটে। এর প্রগতিশীল বৈপ্লবিক এবং সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী চরিত্র অন্যান্য অনেক বিষয়ের মধ্যে ইরাক-সোভিয়েত চুক্তির ২নং ধারায় প্রতিফলিত : "সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতান্ত্রিক ইউনিয়ন এবং ইরাকী প্রজাতন্ত্র ঘোষণা করে যে তারা সমস্ত প্রকারে **দুই দেশের জনগণের সামাজিক-অর্থনৈতিক সাফল্যগুলির অধিকতর বিকাশের জন্য এবং উভয়ের প্রাকৃতিক সম্পদগুলির ওপর প্রত্যেকের সার্বভৌমত্বের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য** পরিবেশকে নিরাপদ এবং নিশ্চিত করতে ঘনিষ্ঠতরভাবে সহযোগিতা করবে। (বড় হরফগুলি আমার—এ এম)। বুলগেরিয়া, জার্মান গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র, হাঙ্গেরি, পোল্যান্ড, চেকোশ্লোভাকিয়া এবং অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির সঙ্গে ইরাকের সম্পর্কের ক্ষেত্রে একই নীতি অনুসরণ করা হয়। ওরা আমাদের প্রজাতন্ত্রকে, এর সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সাফল্যগুলি সংহত করার জন্য সাহায্য করছে।

শাসক কমিউনিস্ট পার্টিগুলি এবং বিপ্লবী গণতান্ত্রিক দল এবং সংগঠনগুলির মধ্যে আন্তঃ পার্টি মতাদর্শগত সংযোগ মুক্তি আন্দোলনের সামাজিক উপাদান গভীরতর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অধিকতর অর্থবহ হয়ে পড়ে। এটা সি পি এস ইউ অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির কমিউনিস্ট এবং ওয়ার্কার্স পার্টিগুলি এবং মধ্য প্রাচ্য বিপ্লবী গণতন্ত্রীদের মধ্যে সম্পর্কের ক্রমবর্ধমান প্রসারের মধ্যে প্রতিফলিত। কমিউনিস্ট এবং বিপ্লবী গণতন্ত্রীরা নিয়মিত আলোচনায় বসে। এটা একটা ঐতিহ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। এবং বাগদাদের তাত্ত্বিক সম্মেলন (জুন, ১৯৭৪) "বিশ্ব-সমাজতন্ত্র ও জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের মধ্যে মৈত্রী" যা **ওয়ার্ল্ড মার্কসিস্ট রিভিউ** এবং ইরাকের প্রগতিশীল জাতীয় ফ্রন্টের যুক্ত উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয়েছিল তা ছিল ঐ ঐতিহ্যেরই অংশ।

সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি এই বিপ্লবী গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলিকে সামাজিক অগ্রগতির জন্য সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রামে মিত্ররূপে গণ্য করে। সমাজতান্ত্রিক গোষ্ঠী উন্নয়নশীল দেশগুলির জন্য যে সাহায্য দেয় তার বেশিরভাগই এশিয়া এবং আফ্রিকার প্রগতিশীল রাষ্ট্রগুলির কাছে যায়। ১৯৬৯-এ কমিউনিস্ট এবং ওয়ার্কার্স পার্টিগুলির আন্তর্জাতিক অধিবেশনে বক্তৃতাদানের সময় সি পি এস ইউ-র কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক কমরেড এল আই ব্রেঝনেভ এর ওপর জোর দেন যে এই রাষ্ট্রগুলিকে সাহায্য এবং সমর্থন করাই হল কমিউনিস্টদের পররাষ্ট্র নীতির এক পুরোধা লক্ষ্য। সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ার সঙ্গে রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক বন্ধন জনগণকে স্বাধীনভাবে তাদের সামাজিক ব্যবস্থা পছন্দ করে নেওয়ার প্রকৃত সুযোগ দেয়।

এই পছন্দ করা হল প্রত্যেক জাতির জন্মগত অধিকার। তবে এর প্রয়োগের স্বাধীনতা থাকা উচিত। এ কারণেই, স্বাধীনভাবে বাছাই করার তাৎপর্যের ওপর জোর দিতে গিয়ে, মার্কসবাদী-লেনিনবাদীরা এই স্বাধীনতার শ্রেণী উপাদানের ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে।

স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম যখন গড়ে ওঠে সেই প্রাথমিক পর্যায়ে সাম্রাজ্যবাদীদের দ্বারা নিপীড়িত জনগণের সামাজিক পছন্দটা প্রথমত এবং প্রধানত রাজনৈতিক আত্মনিয়ন্ত্রণেই সীমাবদ্ধ থাকে। জাতীয় স্বাধীনতার শ্লোগানের বিষয়বস্তু অপরিহার্যভাবে হয় ঔপনিবেশকতা-বিরোধী, সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী। এবং এ সংগ্রাম শ্রমিক এবং কৃষক থেকে জাতীয় বুর্জোয়া পর্যন্ত বিভিন্ন শ্রেণীকে সমবেত করে।

রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব অর্জনের পর এই শ্লোগান আরও নির্দিষ্ট হয়। স্থানীয় বুর্জোয়ারা যারা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর আফ্রো-এশিয়ার অনেকগুলি দেশে ক্ষমতা গ্রহণ করে, তারা এতে নিজেদের উপাদান সন্নিবিষ্ট করে। এদের কাছে স্বাধীন জাতীয় বিকাশের অর্থ হল পুঁজিবাদী বিকাশ। এমনকি এখনও, আমরা জানি এশিয়া, আফ্রিকা এবং লাতিন আমেরিকার কয়েকটি দেশে বুর্জোয়ারা সাম্রাজ্যবাদের হাত থেকে মুক্ত স্বাধীন পুঁজিতন্ত্রের বিবর্ধনের "ঐতিহাসিক পরীক্ষা"কে দীর্ঘস্থায়ী করার চেষ্টা করছে। কিন্তু "স্বাধীন উদ্যোগ" ব্যবস্থার সঙ্গে স্থানীয় অর্থনীতির ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ হামেশাই এই পরিণতির পথে চালিত করে যা জাতীয় বিপদের রূপ পরিগ্রহ করে এবং জনতার মধ্যে এবং এমন কি জাতীয় বুর্জোয়াদের কোনো কোনো অংশের মধ্যেও আতঙ্কের সৃষ্টি করে। অধিকতর দূরদৃষ্টিসম্পন্ন স্থানীয় ব্যবসায়ীরা সম্পূর্ণ সঠিকভাবেই অর্থনৈতিক সংকটের, মুদ্রা ব্যবস্থার আলোড়নের এবং তাদের দেশে ক্রমবর্ধমান মুদ্রাস্ফীতির পেছনের কারণ স্বরূপ একপেশেভাবে পুঁজিতান্ত্রিক দুনিয়ার দিকে ঝুঁকে পড়াকে দায়ী করে। এটাই হল তাদের সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী মনোভাবের, সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির সঙ্গে সম্পর্ক বিস্তার করে পুঁজিতান্ত্রিক দুনিয়ার সঙ্গে সম্পর্কের "ভারসাম্য সৃষ্টি করার" দৃঢ়তা প্রকাশের কারণ। এটা তাদের আন্তর্জাতিক অবস্থানের ক্ষেত্রে অধিকতর স্বাধীন আন্তর্জাতিক অবস্থান গ্রহণে, জোট নিরপেক্ষতা অনুসরণে, এবং পুঁজিবাদী দেশগুলির সঙ্গে অর্থনৈতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে সাম্যের দাবি করতে সক্ষম করে। জাতীয় বুর্জোয়াদের কোনো কোনো অংশ প্রায়ই সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার সঙ্গে বাণিজ্যিক উদ্দেশ্য অর্থনৈতিক সম্পর্ক গড়ে তুলতে উৎসাহী হয়। এই দেশগুলির সঙ্গে ব্যবসা করার প্রত্যক্ষ যে সুবিধা জড়িত আছে বলে তারা মনে করে তা হল এদের অর্থনীতি চক্রবৎ ওঠানামার এবং সংকট, মুদ্রাস্ফীতি এবং বেকারত্ব থেকে মুক্ত।

সদ্য-স্বাধীন রাষ্ট্রগুলির অভিজ্ঞতা প্রমাণ করে যে **পুঁজিবাদী পথ সাম্রাজ্যবাদের অবস্থানের এবং প্রভাবের পুনঃপ্রতিষ্ঠার** বিরুদ্ধে কোনো গ্যারান্টি দান করে না, যদিও সাম্রাজীবাদ পরিমার্জিত, নয়া-উপনিবেশবাদী রূপে আত্মপ্রকাশ করছে। এমন কি যেখানে স্থানীয় বুর্জোয়ারা কোন ধরনের প্রাণচাঞ্চল্য প্রদর্শন করে, যেখানে বুর্জোয়া সরকার উৎপাদন বৃদ্ধির কিছু ব্যবস্থা করে এবং কিছু বিদেশী একচেটিয়া পুঁজির জাতীয়করণ করে সেখানে ফলাফল অতীব বিপজ্জনক হয়। তবুও বুর্জোয়াদের মহলগুলি সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক অব্যাহত রাখাই পছন্দ করে। ঐ ধরনের "সফল" পুঁজিবাদী বিকাশ সাধারণত বৃহৎ পুঁজির, স্থানীয় একচেটিয়া পুঁজির, সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতাকামী আমলাতান্ত্রিক বুর্জোয়ার, সম্পত্তিবান শ্রেণীগুলির মধ্যে পরগাছা বৃত্তি এবং পশ্চিম-ঘেঁষা মনোভাবের এবং স্বরাষ্ট্র নীতিতে গণতান্ত্রিকতা-বিরোধী প্রভুত্বকামী ঝোঁকগুলির লক্ষণীয় বিকাশ ঘটে। এই সব কিছুই জাতীয় স্বাধীনতার বিরুদ্ধে বিপদস্বরূপ হয় এবং দেশী এবং বিদেশী প্রতিক্রিয়া নিজস্ব স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়।

জাতীয় পুঁজিবাদের অন্যান্য বিষয় বাদেও এশিয়া এবং আফ্রিকার জাতীয় বুর্জোয়াদের দুর্বলতা ছাড়াও সীমিত ঐতিহাসিক সম্পদ আছে। প্রথানুযায়ী, এটা সাম্রাজ্যবাদী একচেটিয়া পুঁজির সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অক্ষম। অতএব, ব্যবসায়িক স্বার্থে বস্তুগত বৈষম্য সত্ত্বেও, এ সম-ভিত্তিক সহযোগিতার ভ্রান্তি অবলম্বন করে হামেশাই বিদেশী

পুঁজির সঙ্গে আপস রফার প্রয়াস করে। এবং যেখানেই এই ঝোঁক প্রতিরোধার স্থান গ্রহণ করে, সেখানেই ঐ দেশীয় বুর্জোয়াদের সামাজিক ব্যবস্থা সম্পর্কে পচ্ছন্দটা তৎক্ষণাৎ "পুঁজিবাদের ওপর নির্ভরশীলতায়" পর্যবসিত হয় এবং যার পরিণতি ঘটে সাম্রাজ্যবাদের কাছে সরাসরি আত্মসমর্পণে।

একথা স্মরণ রাখা উচিত যে এককালে যদিও পুঁজিবাদী ব্যবস্থা ঐতিহাসিক দিক থেকে প্রগতিশীল ছিল তা এই সমাজতন্ত্রে বিশ্বব্যাপী উত্তরণের যুগে তার পূর্বতন উপাদন হারিয়েছে। বর্তমানের মুক্তি বিপ্লবগুলি পুরানো দিনের বুর্জোয়া বিপ্লব থেকে ভিন্ন রকমের। অর্থনৈতিক স্বাধীনতার সংগ্রামে যে সাধারণ গণতান্ত্রিক পরিবর্তনগুলি বিজড়িত সেগুলি শ্রেণী শোষণের ব্যবস্থার বিরুদ্ধে একটি আঘাত যা শেষ পর্যন্ত পুঁজিবাদী পথ পরিত্যাগ করার দিকে এগিয়ে চলে।

মুক্তি বিপ্লবের কর্তব্যগুলি এবং সাধারণ গণতান্ত্রিক পরিবর্তনগুলি কার্যকর করার সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় বুর্জোয়াদের শক্তিগুলি সাধারণত বিপ্লবী শক্তিগুলির কাছ থেকে দূরে সরে যেতে থাকে, কারণ স্বাভাবিকভাবে ঐ ধরনের পরিবর্তনগুলির প্রতি এদের মনোভাব হল সুস্পষ্টভাবে নেতিবাচক। ইরাক এবং অন্যান্য আরব দেশগুলিতে যেখানে সমাজতন্ত্রমুখিন দেশপ্রেমিক সরকারগুলি ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েছে তাদের অভিজ্ঞতায় এটা প্রমাণিত হয়েছে। দেশীয় বুর্জোয়াদের আচরণে প্রতিক্রিয়াশীল বৈশিষ্ট্য দেখা দেয় এবং এটার সুযোগ, সাম্রাজ্যবাদীরা গ্রহণ করে এটা পরবর্তী ঘটনাবলী প্রমাণ করেছে।

দেশীয় বুর্জোয়ারা জাতীয় স্বাধীনতার শ্লোগানের সাধারণ গণতান্ত্রিক উপাদানকে দুর্বল করতে চায়। দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ নিপীড়িত শ্রেণীগুলি এবং সামাজিক স্তর, শ্রমজীবী জনগণ, এটা চায় না। অনেকগুলি আরব রাষ্ট্র তাদের আকাঙ্ক্ষা এবং স্বার্থগুলি বিপ্লবী গণতন্ত্রীদের দ্বারা উৎসাহিত হয়, যার সামাজিক ভিত্তি হল, কৃষক, শহুরে আধা-সর্বহারা এবং অগ্রসর চেতনাসম্পন্ন জাতীয়তাবাদী বুদ্ধিজীবী। এবং শ্রমিকশ্রেণী এবং তার পার্টির দৃষ্টিভঙ্গি হল যে এই শক্তিগুলি জাতীয় মুক্তির সাধারণ গণতান্ত্রিক নীতিগুলির অধিকতর প্রক্ষেপণের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করতে শুরু করছে।

মুক্তি আন্দোলনের সামাজিক উপাদান যত গভীরতর হতে থাকে, ততই জাতীয় মুক্তির শ্লোগানগুলি কেবল সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী রূপই ধারণ করে না, উপরন্তু পুঁজিবাদ-বিরোধী রূপ ধারণ করে যা বিপ্লবী গণতন্ত্রীদের রাজনৈতিক-মতাদর্শগত মঞ্চে প্রতিফলিত হয়। কমিউনিস্টদের পাশাপাশি, যারা বিপ্লবী আদর্শ এবং সমাজ প্রগতির জন্য দৃঢ় সংগ্রাম করে, তারা ব্যাপক স্তরের সামাজিক শক্তিগুলির, প্রগতিশীল পার্টি এবং সংগঠনগুলিকে আকর্ষণ করে। ইরাক এবং সিরিয়ার উদাহরণ ধরুন। ওখানে বাথপন্থীরা কমিউনিস্ট এবং অন্যান্য গণতান্ত্রিক শক্তির সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ দেশপ্রেমিক ফ্রন্ট গঠন করেছে।

তাদের জনসাধারণের সঙ্গে মুক্তি আন্দোলনের অগ্রগামী অংশ তাদের জাতীয় বিকাশের গতিপথ নির্ধারণের ক্ষেত্রে সার্বভৌম অধিকারের জন্য সাম্রাজ্যবাদ এবং অভ্যন্তরীণ প্রতিক্রিয়া এবং দক্ষিণপন্থী গোষ্ঠীগুলির বিরুদ্ধে সংগ্রামে লিপ্ত। বিপ্লবী গণতান্ত্রিক সরকারগুলির দ্বারা ঘোষিত সমাজতন্ত্রমুখিনতা স্বাধীনতার রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক স্তম্ভগুলিকে সুদৃঢ় করার প্রবণতা প্রকাশ করে এবং এভাবেই ঐ শ্রেণী এবং সামাজিক স্তরগুলির অধিকতর বিকাশের পথ প্রশস্ত করে—প্রথমত প্রলেতারিয়েতদের—যাদের ইচ্ছাই হল সামাজিক বিবর্তনের পছন্দের শেষ পর্যন্ত নিয়ামক।

কমিউনিস্ট পার্টিগুলি শ্রমজীবী জনগণকে বৈপ্লবিক প্রক্রিয়ার মধ্যে টেনে আনছে এবং নানান ক্ষেত্রে তাদের গঠনমূলক কার্যকলাপকে উদ্দীপিত করছে। প্রগতিশীল দেশগুলিতে বিপ্লবী গণতন্ত্রীদের মিত্র হিসেবে তাদের কার্যকলাপের লক্ষ্য হল ইতিহাসের প্রকৃত স্রষ্টা সেই ব্যাপক জনগণের ঐতিহাসিক উদ্যোগকে সক্রিয় করে তোলা। প্রগতিশীল শক্তিগুলি সবচেয়ে অগ্রসর সামাজিক ব্যবস্থা সমাজতন্ত্রবাদের ঐতিহাসিক উদাহরণের দ্বারা অনুপ্রাণিত হচ্ছে। তারা এটিকে এইভাবে দেখে যে, সমাজতান্ত্রিক গোষ্ঠীর দেশগুলির সঙ্গে মৈত্রী হল, সাম্রাজ্যবাদ, উগ্র ইহুদীবাদ এবং প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে এবং জাতীয় স্বাধীনতা এবং সামাজিক প্রগতির জন্য সংগ্রামে জনগণের স্বাধীনভাবে সামাজিক পছন্দের গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি। বর্তমানে এটা কেবল কমিউনিস্টদেরই নয় বিপ্লবী গণতন্ত্রীদেরও দৃষ্টিভঙ্গি, এবং এটা গুরুত্বপূর্ণ।

আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদ দেশীয় বুর্জোয়াদের, নীতির মধ্যে গণতন্ত্র-বিরোধী প্রবণতাগুলি থেকে এবং পুঁজিবাদে অনুরক্ত সামাজিক শক্তিগুলির এবং তাদের কমিউনিস্ট-বিরোধী ঝোঁকগুলি থেকে মুনাফা কুড়োতে চায়। মুক্তি প্রক্রিয়া গভীরতর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক প্রগতির বিষয়গত প্রয়োজনের দরুন তাদের স্বার্থের সঙ্গে জনতার স্বার্থের সংঘর্ষ ঘটে।

বুর্জোয়াদের মনোভাবের এই বিবর্তনের প্রতিক্রিয়াশীল দিকটি পররাষ্ট্রীয় নীতির ক্ষেত্রেও প্রসারিত হয়। অতি সম্প্রতি, আরব অঞ্চল সাম্রাজ্যবাদী, উগ্র ইহুদীবাদী এবং প্রতিক্রিয়াশীলরা আরব মুক্তি আন্দোলন এবং সমাজতান্ত্রিক গোষ্ঠীর দেশগুলির মৈত্রীর বিরুদ্ধে হিংস্র আক্রমণের রঙ্গমঞ্চ হয়ে দাঁড়িয়েছে। মধ্যপ্রাচ্যের সমস্যার মীমাংসায় সোভিয়েত ইউনিয়নের অংশগ্রহণকে নাকচ করার চেষ্টা চলেছে। এ ধরনের অন্তর্ঘাত কার্যকলাপের অর্থ হল সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্ত এবং ইসরাইলী আগ্রাসনের সামনে আরবদের দুর্বল করে দেওয়া। হামেশাই সমাজতান্ত্রিক গোষ্ঠীর সঙ্গে সম্পর্ক খর্ব করার এমনকি ছিন্ন করার জন্য প্রকাশ্য অথবা প্রচ্ছন্ন আবেদন করা হচ্ছে। এরা সব রকমের অজুহাতই দিচ্ছে যার সঙ্গে সোভিয়েত জাতিসংঘের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতার বিরোধীদের "যুক্তির" ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য আছে। শেষোক্তরা মধ্যপ্রাচ্যে অক্টোবর যুদ্ধের প্রাক্কালে (১৯৭৩) প্রদত্ত সোভিয়েত অস্ত্রশস্ত্রের গুণাগুণ সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করে। কয়েকটি আরব দেশে কিছু ব্যক্তি সমাজতান্ত্রিক এবং পুঁজিবাদী দুনিয়ার মধ্যে "ভারসাম্য" রাখার চেষ্টা করে। তারা এটিকে "দুই শিবির" থেকে "মুক্তি" স্বরূপে দেখে। বস্তুত, যাহোক, এই ভারসাম্য বজায় রাখার চেষ্টা নিছক সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির সঙ্গে মিত্রতা স্থাপন থেকে সরে যাওয়া এবং সেই জায়গায় সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী নীতির ক্ষেত্রে কূটনৈতিক দড়ির খেলা এবং প্রবঞ্চনার আশ্রয় গ্রহণ করা। অতীত ঘটনাবলী প্রমাণ করেছে যে এ ধরনের "মুক্তি" সাম্রাজ্যবাদকে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং মতাদর্শগত সুবিধাদানের পথে চালিত করে এবং প্রগতিশীল সাফল্যগুলি বিপর্যস্ত করে।

মুক্তি আন্দোলনের দক্ষিণপন্থীদের মধ্যে কমিউনিস্ট-বিরোধী, সোভিয়েত-বিরোধী মনোভাবকে উৎসাহিত করে, সাম্রাজ্যবাদী এবং দেশীয় প্রতিক্রিয়া সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং সমাজতান্ত্রিক গোষ্ঠীর অন্যান্য দেশগুলির সঙ্গে মৈত্রী স্থাপনে অনুরক্ত প্রগতিশীল আরব সরকারগুলির বিরুদ্ধেও আঘাত করার চেষ্টা করে। এদের ধারণাটা হল ভেতর থেকে

ধ্বংস করা। সাম্রাজ্যবাদ কৃত্রিম অর্থনৈতিক অসুবিধা সৃষ্টি করে, পুঁজিবাদে অনুরক্ত শক্তিগুলিকে সমর্থন করে, প্রগতিশীল রাষ্ট্রগুলিতে এর অনুচরদের ঢুকিয়ে দেয় এবং প্রতিক্রিয়াশীল জাতীয়তাবাদ এবং জাত্যভিমানকে ব্যবহার করে। ইরাকও এ ধরনের আক্রমণের লক্ষ্য। আমাদের দেশের ওপর সাম্রাজ্যবাদী তৈল একচেটিয়া পুঁজির কব্জা বজায় রাখার প্রয়াসকে ব্যর্থ করা গেছে; সেজন্যই আন্তর্জাতিক প্রতিক্রিয়া কুর্দিশ আন্দোলনের দক্ষিণপন্থীদের ওপর তাদের আশা কেন্দ্রীভূত করেছে। আমরা জানি, শেষোক্তরা জাতীয় নেতৃত্বের প্রগতিশীল রাজনৈতিক লাইনের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন, তারা সামাজিক পরিবর্তনগুলিতে বিশেষ করে কৃষি সংস্কারে বাধা দান করে এবং তারা প্রকাশ্য কমিউনিস্ট-বিরোধী। কুর্দিশ দক্ষিণপন্থীদের সোভিয়েত-বিরোধী প্রবণতাগুলি সব বর্ণের দক্ষিণপন্থীদের আনন্দিত করে।

কিন্তু সাম্রাজ্যবাদী, প্রতিক্রিয়াশীল এবং দক্ষিণপন্থী শক্তি সত্ত্বেও আরব-সোভিয়েত সহযোগিতার ক্ষেত্র প্রসারিত হচ্ছে। ব্যাপক জনগণ, প্যালেস্টাইন প্রতিরোধ বাহিনী সমেত আমাদের অঞ্চলের বিপ্লবী এবং প্রগতিশীল শক্তিগুলি এর প্রতি বেশি করে গুরুত্ব দান করছে। বর্তমানে সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ার প্রতি মনোভাবই হল মুক্তি সংগ্রামের বিভিন্ন অংশের রাজনৈতিক লাইনের এবং প্রথমত এবং প্রধানত সদ্য-স্বাধীন রাষ্ট্রগুলির অধিকতর বিকাশ নির্ধারণের পরীক্ষা।

বিশ্ব ঘটনাবলী, সমাজতন্ত্রবাদ এবং তার মিত্র সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ফ্রন্টের অনুকূলে শক্তিগুলির সম্পর্কের অবিচল পরিবর্তন, মুক্তি আন্দোলনের পুরোধা অংশের মধ্যে অগ্রসর চেতনার মনোভাব সঞ্চারিত করছে ও আন্দোলনের মধ্যে আন্তর্জাতিকতাবাদী লক্ষণগুলি ক্রমশ বাড়ছে। আন্তর্জাতিক ঐক্যের আহ্বান দিয়েছিল কমিউনিস্টরাই প্রথম। এখন বিপ্লবী গণতন্ত্রীরা সেই ঐক্যের প্রয়োজনীয়তা ক্রমেই বেশি করে অনুভব করছে। জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের সমস্ত ঐকান্তিক যোদ্ধাদের ওপর প্রলেতারিয়ান আন্তর্জাতিকতাবাদের প্রভাব এখন অনেক বেশি।

দুনিয়ার শ্রমিকশ্রেণীর অভিন্ন স্বার্থের উপর প্রতিষ্ঠিত কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকতাবাদ থেকে বিপ্লবী গণতন্ত্রীদের আন্তর্জাতিকতাবাদী প্রবণতাগুলি পৃথক এবং এই প্রবণতাগুলির ভিন্ন ভিন্ন সামাজিক ও রাজনৈতিক উৎস রয়েছে। সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ও মুক্তির জন্য দেশপ্রেমিক সংগ্রামে লিপ্ত অগ্রসর অ-প্রলেতারীয় বিপ্লবী শক্তিগুলির অভিজ্ঞতা থেকে এ প্রবণতাগুলি উদ্ভূত। এরা যে আন্তর্জাতিকতাবাদী শ্লোগান গ্রহণ করেছে তা প্রমাণ করে যে বিপ্লবী গণতান্ত্রিক আন্দোলনের মধ্যে পৃথকীকরণের প্রক্রিয়া চলছে এবং এই আন্দোলনের অধিকতর দৃঢ় শক্তিগুলি সংহত হচ্ছে।

বিপ্লবী গণতন্ত্রীদের প্রায়শই বেদনাদায়ক পুনর্মূল্যায়নের ফলশ্রুতি স্বরূপ পররাষ্ট্র নীতির বর্তমান মঞ্চ বিবর্তিত হয়ে এসেছে। এটি অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং সামরিক ফ্রন্টে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রামের এবং জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনে অংশগ্রহণের মাধ্যমে রূপ গ্রহণ করেছে। এই দৃষ্টিভঙ্গি সত্ত্বেও (এমন কি বিপ্লবী গণতন্ত্রীদের মধ্যে) যে জোট নিরপেক্ষতা হল "তৃতীয় শক্তি" যা সাম্রাজ্যবাদ এবং বিশ্ব সমাজতন্ত্রবাদের থেকে সম দূরত্ব বজায় রাখে, জোট নিরপেক্ষতার ইতিবাচক প্রগতিমূলক সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ধারণাগুলি কয়েকটি দেশপ্রেমিক সরকারের পররাষ্ট্র নীতিতে প্রাধান্য বিস্তার করে। উদাহরণস্বরূপ ইরাকের বাথ পার্টি সমাজতন্ত্রবাদী এবং সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলিকে এক করে দেখানোর ধারণাকে বারংবার নিন্দা করেছে, এবং সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সমাজতান্ত্রিক গোষ্ঠীর ঘনিষ্ঠ সহযোগিতার পক্ষে দাঁড়িয়েছে।

সব থেকে অগ্রসর বিপ্লবী গণতন্ত্রীদের পররাষ্ট্রীয়-রাজনৈতিক মঞ্চের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি হল নিরবচ্ছিন্ন সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধিতা এবং উপনিবেশবাদ-বিরোধিতা; বিপ্লবীদের সঙ্গে এবং সবার আগে সমস্ত জাতীয় মুক্তির আন্দোলনগুলির সঙ্গে সংহতি; বিভিন্ন দেশের বৈপ্লবিক দল এবং সংগঠনগুলির ঐক্যের আহ্বান, এবং বিশ্ব সমাজতন্ত্রবাদের সঙ্গে মৈত্রীর **সচেতন** বিকাশ, যেমনটি ইয়েমেন জনগণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র এবং অন্যান্য প্রগতিশীল রাষ্ট্রগুলির ক্ষেত্রে ঘটেছে। শেষোক্ত বিষয়টি বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এটা আদৌ কালহরণের নীতি, বাস্তবধর্মী অথবা নিছক অর্থনৈতিক লাইন নয়। উদাহরণস্বরূপ ইরাকের বাথ পার্টি, সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির সঙ্গে, বিশেষ করে সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে মৈত্রীকে, অভিন্ন সাম্রাজবাদ-বিরোধী দৃষ্টিভঙ্গির দৃষ্টিতে এবং ইরাকের জাতীয় স্বার্থের পরিপ্রেক্ষিতেও, আমাদের দেশের বৈপ্লবিক প্রক্রিয়ার ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার ক্ষেত্রে নীতির ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় এবং স্বাভাবিক বলে গণ্য করে। এই ক্ষেত্রে কমিউনিস্ট এবং বাথপন্থীদের অভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি প্রগতিশীল জাতীয় দেশপ্রেমিক মোর্চার সনদের মধ্যে প্রতিফলিত হচ্ছে। ঐ সনদে বলা হয়েছে বৈপ্লবিক গতিকে আরও গভীরতর করার, বন্ধুত্ব এবং সহযোগিতার চুক্তি অনুসরণ করে সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতর সম্পর্ক স্থাপনের এবং অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির সঙ্গে সর্বাত্মক সম্পর্কের জন্য এ কাজ করে যাবে। সনদ আরও জোরের সঙ্গে আরব জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের স্বাধীন আরব রাষ্ট্রগুলির সরকারের ওপর এবং সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার নেতৃত্বে বিশ্ব বিপ্লবের শক্তিগুলির সঙ্গে আমাদের অঞ্চলের প্রগতিশীল আন্দোলনের রণনীতিগত মৈত্রীর ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছে।

সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ার সঙ্গে রণনীতিগত মৈত্রীর পক্ষে জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের সম্মতি বৈপ্লবিক প্রক্রিয়ার বিষয়গত পথের, বিশ্বব্যাপী শ্রেণীসংগ্রামের নিয়মগুলির এবং বর্তমান পরিস্থিতির বাস্তবতার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। এটা প্রধানত আফ্রো-এশীয় দেশগুলির অভ্যন্তরীণ প্রগতিশীল পরিবর্তনগুলির দ্বারা নির্ধারিত হয়, বিশেষ করে যেখানে বিপ্লবী গণতান্ত্রিক দলগুলি ক্ষমতায় আছে। এবং এই মৈত্রী যে শক্তিশালী হবে, এই সহযোগিতা যে উন্নত হবে তা এই ঘটনার দ্বারা সুনিশ্চিত হচ্ছে যে সদ্য-স্বাধীন দেশগুলি তাদের জনগণের সর্বোচ্চ জাতীয় দেশপ্রেমিক স্বার্থ উপলব্ধি করেছে; যে তারা সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রামে একটি প্রগতিমূলক অবস্থান গ্রহণ করেছে; যে তারা শ্রমজীবী জনগণের অত্যাবশ্যকীয় স্বার্থগুলি রক্ষা করছে এবং তারা সমাজতান্ত্রিক পরিপ্রেক্ষিতের ভিত্তিতে সুদূরপ্রসারী সামাজিক পরিবর্তনের লাইন অনুসরণ করছে।

ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা প্রমাণ করে যে দেশগুলি সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির প্রতি নিরবচ্ছিন্নভাবে অনুরক্ত তারা তাদের দায়িত্বপালনে অনিবার্যভাবেই সফল হয়। সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ার সঙ্গে ইরাকের সম্পর্ক এর অর্থনৈতিক এবং সামরিক শক্তিকে শক্তিশালী করতে, এর দেশপ্রেমিক সরকারকে সংহত করতে এবং এর আন্তর্জাতিক মর্যাদা বৃদ্ধি করতে সাহায্য করে। সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং সমাজতান্ত্রিক গোষ্ঠীর অন্যান্য দেশগুলির সাহায্যের ফলেই অক্টোবর যুদ্ধে (১৯৭৩) কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণ করায় এবং যুদ্ধ জড়িত আরব দুনিয়ায় তাদের জাতীয় দায়িত্ব পালন করায় ইরাক সফল হয়েছিল। তৈল একচেটিয়া পুঁজির বিরুদ্ধে অভিযান, ইরাক পেট্রোলিয়াম কোম্পানি যা এত বছর ধরে আমাদের জাতীয় সম্পদ লুণ্ঠন করেছে তার

জাতীয়করণে এবং সাম্রাজ্যবাদী ষড়যন্ত্র প্রতিহত করার কাজেও সোভিয়েত সমর্থন ছিল গুরুত্বপূর্ণ।

সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার সঙ্গে মৈত্রী এভাবে ইরাকে মুক্তি অর্জন প্রক্রিয়ার উপর প্রচণ্ড প্রভাব বিস্তার করেছে। এবং এই প্রক্রিয়া যতই উন্মীলিত হয় ততই সমাজতন্ত্রবাদের সঙ্গে ইরাকী বিপ্লবের সহযোগিতা বৃদ্ধির ঝোঁক দেখা যায়। সমাজতান্ত্রিক গোষ্ঠীর সঙ্গে সম্পর্কের সর্বাত্মক প্রসার দেশের দেশপ্রেমিক শক্তিগুলির ঐক্যকে দৃঢ় করায় সাহায্য করেছে। এটা ইরাকী শ্রমজীবী জনগণের মধ্যে আন্তর্জাতিকতাবাদের মনোভাব প্রোথিত করতে সাহায্য করেছে। অপরদিকে, এই ঐক্য সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ার সঙ্গে আমাদের মৈত্রীর স্থায়িত্বের নির্ভরযোগ্য গ্যারাণ্টির কাজ করে।

সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির সঙ্গে সর্বপ্রথম সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে ইরাকের সম্পর্ক ইরাক-সোভিয়েত বন্ধুত্ব ও সহযোগিতা চুক্তি সম্পাদনের মাধ্যমে নতুন স্তরে উন্নীত হয়েছে। এর গুরুত্ব আমাদের দ্বিপক্ষীয় সম্পর্কের সীমা ছাড়িয়ে যায়, কারণ, আমরা বিষয়টিকে যেভাবে দেখি, সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির এবং সদ্য-স্বাধীন যে দেশগুলি সুদূরপ্রসারী সামাজিক পরিবর্তন অনুসরণ করছে তাদের মধ্যে এর শর্তগুলি প্রগতিশীল সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ভিত্তি রচনা করতে পারে। এটা আমাদের দেশের জাতীয় স্বাধীনতাকে ইরাক এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের জনগণের মধ্যে বন্ধুত্বকে সুদৃঢ় করতে প্রগতিশীল সংস্কারগুলি গভীরতর করার কাজকে সমাজের বিকাশকে সমাজতান্ত্রিক প্রবণতার ওপর জোর দিতে সাহায্য করে এবং ইরাকী জনগণের মধ্যে নতুন সামাজিক ব্যবস্থার আকর্ষণ বৃদ্ধি করে। ঐ চুক্তি হল আমাদের সরকারগুলির মধ্যে আস্থার সেতু এবং তা যুক্ত সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী নীতির ঘনিষ্ঠতর সহযোগিতা সৃষ্টি করে এবং পারস্পরিক বোঝাপড়ার কাঠামোর মধ্যে মতপার্থক্য মীমাংসায় সাহায্য করে। স্বাক্ষরকারীরা জোর দিয়েছেন যে তাঁদের সম্পর্কটি সাম্য, হস্তক্ষেপ না করার এবং সার্বভৌমত্বের প্রতি পারস্পরিক সম্মান প্রদর্শনের নীতিগুলির ওপর রচিত।

ইরাক এবং অন্যান্য দেশপ্রেমিক সরকারগুলির এবং সমাজতান্ত্রিক পরিবারভুক্ত দেশগুলির মধ্যে সম্পর্ক গড়ে তোলা এই কথা প্রমাণ করে যে সহযোগিতাই হল সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি এবং প্রগতিশীল জাতীয় বৈপ্লবিক সরকারগুলি উভয়েরই নীতি যা সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ার সঙ্গে তাদের সম্পর্ক একটা মজবুত ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত দেখতে চায়। সমাজতন্ত্র এবং জাতীয় মুক্তির মধ্যে মৈত্রীকে শক্তিশালী করার ফলে আমাদের এবং আফ্রো-এশিয়ার অন্যান্য জনগণ যে মহান লক্ষ্যের জন্য সংগ্রাম করছিল তা অর্জন সম্ভব করেছে। এবং রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে আরও ঘনিষ্ঠতর সহযোগিতা, সাম্যবাদ-বিরোধী এবং সোভিয়েত-বিরোধী বিরুদ্ধ মতাদর্শের বিরুদ্ধে যুক্ত সংগ্রামে সমন্বয়, সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ফ্রন্টের বিভিন্ন অংশের ঐক্যে আরও বৃহত্তর শক্তি যোগাবে এবং সামাজিক প্রগতির পথে সফল অগ্রগতিকে সহজতর করবে।

সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্র, এক অনুপ্রেরণাদায়ক দৃষ্টান্ত

রোদোল্‌ফো থিওলদি
সদস্য, সেন্ট্রাল কমিটি একজিকিউটিভ,
আর্জেন্টিনার কমিউনিস্ট পার্টি

* * *
* * *

পৃথিবীতে সর্বাপেক্ষা উন্নত ধরনের গণতন্ত্র—যথার্থ, সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্র সমন্বিত প্রথম সমাজব্যবস্থার উদ্ভব হয়েছে মহান অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব থেকে। এই গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রেও সমাজতন্ত্র, পুঁজিবাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠত্বের স্বাক্ষর রেখেছে।

এ বছরে মধ্য ও দক্ষিণ-পূর্ব ইয়োরোপের যেখানে যেখানে জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের ত্রিশতম বার্ষিকী উদ্‌যাপিত হচ্ছে এবং যে সমস্ত জায়গায় তা থেকে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে উত্তরণ ঘটেছে, সেখানে এই সর্বোন্নত ধরনের গণতন্ত্রের ক্ষেত্র সম্প্রসারিত হয়েছে।

গণতন্ত্রের সমস্যাবলী সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির জন্য তার শ্রেণীগত মর্মবস্তুর বিশ্লেষণের প্রয়োজন। শ্রেণী এবং শ্রেণীসংগ্রাম নিরপেক্ষ কোনো বিমূর্ত গণতন্ত্রের অস্তিত্ব নেই। **কমিউনিস্ট ইস্তাহারে** বলা হয়েছে : "পূর্বের সমস্ত ঐতিহাসিক আন্দোলনগুলিই ছিল সংখ্যালঘুদের আন্দোলন কিংবা সংখ্যালঘুদের স্বার্থে পরিচালিত আন্দোলন। সর্বহারার আন্দোলন হচ্ছে, ব্যাপকসংখ্যক সংখ্যাগরিষ্ঠের আত্মসচেতন, স্বাধীন আন্দোলন, ব্যাপকসংখ্যক সংখ্যাগরিষ্ঠের স্বার্থে পরিচালিত আন্দোলন।" অক্টোবর বিপ্লব থেকে যে সর্বহারার একনায়কতন্ত্রের উদ্ভব ঘটে, তা হচ্ছে এমন এক গণতন্ত্র যা গোড়া থেকেই ব্যাপক সংখ্যাগরিষ্ঠের স্বার্থে ব্যাপক সংখ্যাগরিষ্ঠের গণতন্ত্র।

স্ব স্ব দেশের বিকাশের স্তর নির্বিশেষে মার্কসবাদী-লেনিনবাদীদের চূড়ান্ত লক্ষ্য হচ্ছে সমাজতন্ত্র। সেই কারণেই, তাঁরা গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষার সর্বাপেক্ষা দৃঢ়চেতা সংগ্রামী। ৫৭ বছরে সোভিয়েত ইউনিয়ন সর্বক্ষেত্রে, বিশ্ব-ঐতিহাসিক তাৎপর্যপূর্ণ বিরাট রূপান্তরসাধন করেছে। সোভিয়েত ইউনিয়ন সমাজতন্ত্র গঠন করেছে এবং সর্বহারার একনায়কতন্ত্র থেকে রাষ্ট্রকে সমগ্র জনগণের রাষ্ট্রে পরিণত করার পথ প্রস্তুত করেছে। উন্নত সমাজতন্ত্রের দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরে সাম্যবাদ গঠনের পথে পা বাড়িয়েছে। দেশের সম্মুখে যে বিশালকায় প্রকল্পগুলি রয়েছে তা কার্যকর করার জন্য সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির দৃঢ়সংকল্পের স্বাক্ষর সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির কর্মসূচী এবং বিভিন্ন কংগ্রেস তথা ২৪-তম কংগ্রেসের প্রস্তাবাবলীতেই পাওয়া যায়। সোভিয়েত

গণতন্ত্র গভীরতর এবং ব্যাপকতর হচ্ছে (যে কোনো বুর্জোয়া রাষ্ট্রে যা অকল্পনীয়) এবং এটা বলা যেতে পারে যে এই গণতন্ত্রের অধিকতর অগ্রগতি ও সাম্যবাদের গঠনকর্ম পাশাপাশি চলবে। বুর্জোয়া দেশগুলিতে গণতন্ত্র যেখানে নিয়ত নিম্নমুখী হচ্ছে, সেখানে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে গণতন্ত্রের শক্তি প্রমাণিত হয়েছে। সেই কারণেই, যথার্থ সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের দৃষ্টান্ত, জনগণের জাতীয় ও সামাজিক মুক্তির সংগ্রামে একটি শক্তিশালী অনুপ্রেরণাদায়ক দৃষ্টান্ত হিসেবে কাজ করে।

গণতন্ত্রের প্রশ্নে পুঁজিবাদী দেশের কমিউনিস্টরা দূরে সরে থাকতে পারে না। বাস্তবে, ব্যক্তিস্বাধীনতা, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, বাক স্বাধীনতা, সংঘবদ্ধ হওয়ার স্বাধীনতার সংগ্রামে এবং রাজনৈতিক জীবন ও নির্বাচন-ব্যবস্থা গণতন্ত্রীকরণের সংগ্রামে তারাই সংগ্রামের পতাকা ঊর্ধ্বে তুলে ধরে। নির্বাচনে জালজুয়াচুরির মুখোস তারাই খুলে দেয় এবং বুর্জোয়া পার্লামেণ্টারিজমের প্রকৃত মর্মবস্তুটিও তারাই উদ্ঘাটন করে। তারা শ্রমিকসাধারণ ও সমগ্র জনগণের অধিকার রক্ষার লড়াইয়েও পার্লামেণ্টকে ব্যবহার করে।

কমিউনিস্টদের পার্লামেণ্টে যোগদানের ব্যাপারে বিরোধী আমাদেও বোরদিগাকে কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের দ্বিতীয় কংগ্রেসে লেনিন বলেছিলেন, "পার্লামেণ্ট হচ্ছে শ্রেণীসংগ্রামের একটি মঞ্চ" (**সংগৃহীত রচনাবলী**, ৩১শ খণ্ড, ২৫৬ পৃঃ)। গণতন্ত্রের প্রশ্নে লেনিনের দৃষ্টিভঙ্গি, আমাদের মতাদর্শগত ও রাজনৈতিক জ্ঞানভাণ্ডারের অংশবিশেষ এবং নিঃসন্দেহে, ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে ব্যাপকতম যুক্তফ্রণ্ট গঠনকল্পে কাজ করার জন্য ৭ম কমিণ্টার্ন কংগ্রেসের সিদ্ধান্তের পথিকৃৎ। কমিউনিস্ট এবং ওয়ার্কার্স পার্টিসমূহের আন্তর্জাতিক সম্মেলনে (মস্কো, ১৯৬৯) গৃহীত "সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রামের বর্তমান স্তরে কর্তব্য এবং কমিউনিস্ট ও ওয়ার্কার্স পার্টিসমূহ এবং সমস্ত সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী শক্তিসমূহের যৌথ কার্যক্রম" শীর্ষক দলিলে বলা হয়েছে : "মৌল মানবিক স্বাধীনতা দমন করার জন্য যে সাম্রাজ্যবাদ প্রয়াস পায়, তার বিরুদ্ধে সংগ্রামের লক্ষ্য ভাষণ, সংবাদপত্র, সমাবেশ, মিছিল এবং সংগঠনের স্বাধীনতা অর্জন এবং সে স্বাধীনতা রক্ষা করার জন্য অক্লান্ত সংগ্রাম এবং **সমাজজীবনের সর্বদিকের গণতন্ত্রীকরণে** সমস্ত নাগরিকের সমানাধিকারের দাবি করে। কঠিন শ্রেণীসংগ্রামের মধ্য দিয়ে যে গণতান্ত্রিক অধিকার ও স্বাধীনতা অর্জিত হয়েছে তা নস্যাৎ করার উদ্দেশ্যে প্রতিক্রিয়াশীলদের যে কোনো প্রয়াস এবং যে কোনো বিধি-বিধানকে দৃঢ়ভাবে প্রত্যাঘাত করতেই হবে। যে সমস্ত দেশপ্রেমিক এবং গণতন্ত্রী মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে, তাঁদের রক্ষা করা কমিউনিস্ট ও অন্যান্য দেশপ্রেমিকদের বিরুদ্ধে স্বৈরাচারী আদালতের রায় রোধ করা এবং রাজনৈতিক আশ্রয়গ্রহণের অধিকার রক্ষা করার জন্য এই সমস্ত দেশের অভ্যন্তরে এবং আন্তর্জাতিক পরিসরে, উভয়ক্ষেত্রেই সুব্যবস্থিত কাজ চালিয়ে যেতে হবে; কারাগারে আবদ্ধ দেশপ্রেমিক ও গণতন্ত্রীদের মুক্তির জন্য সংগ্রাম করতে হবে।"(১)

সমাজতন্ত্রের সংগ্রামের সাথে গণতান্ত্রিক অধিকারের সংগ্রামের কোনো অসংগতি নেই। অন্যদিক থেকে এই সংগ্রাম শ্রমিকসাধারণ ও জনগণকে সমাজতন্ত্রের পথে অগ্রগতিতে উজ্জীবিত করে। সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির কর্মসূচীতে এ সম্পর্কে একটি প্রত্যয়সিদ্ধ উল্লেখ আছে : "একচেটিয়ার বিরুদ্ধে সাধারণ গণতান্ত্রিক সংগ্রাম, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব বিলম্বিত করে না, অন্যদিক থেকে তা নিকটতর করে। **গণতন্ত্রের জন্য সংগ্রাম, সমাজতন্ত্রের জন্য সংগ্রামেরই অংগ।** গণতান্ত্রিক আন্দোলন যতই গভীরতর হবে জনগণের রাজনৈতিক সচেতনতা ততই উন্নততর হবে এবং অধিকতর স্পষ্টভাবে তারা দেখতে পাবে একমাত্র সমাজতন্ত্রই তাদের যথার্থ স্বাধীনতা ও মংগলের পথ প্রশস্ত করতে সক্ষম। এই সংগ্রামের প্রক্রিয়া দক্ষিণপন্থী-সমাজতন্ত্রী, সংস্কারবাদী মোহ ছিন্নভিন্ন করে দেয় এবং সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের রাজনৈতিক বাহিনী সৃজনের আভাস দেয়।"

কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে শ্রমিকশ্রেণী প্রায়শই অন্যান্য শক্তির সহযোগিতায়—গণতন্ত্রের জন্য সংগ্রামে মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করে। কেউ কেউ বলতে পারেন, বর্তমানে স্বাধীনতা ও মানবাধিকারের চাবিকাঠিটি সর্বহারাশ্রেণীর হাতের মুঠোয়। ইতালি এবং ফরাসি দেশের ঘটনাবলীতে, ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে স্পেনীয় শ্রমিকদের সংগ্রামে এবং পর্তুগালের ঘৃণ্য সালাজারী শাসনব্যবস্থার উচ্ছেদে শ্রমজীবী জনতা ও কমিউনিস্ট পার্টির ভূমিকায় তারই সাক্ষ্য মেলে। লাটিন আমেরিকার দেশগুলিতে সর্বহারাশ্রেণীর ক্রমবর্ধমান কার্যকলাপের মধ্যে এর পরিচয় রয়েছে। যেমন প্রচণ্ড ধর্মঘট আন্দোলন আর্জেণ্টিনার সামরিক একনায়কতন্ত্রের পতন ঘটিয়েছে, ন্যাশনাল কনভেণ্ট অব লেবার-এর নেতৃত্বে বোর্দাবেরী সরকারের বিরুদ্ধে উরুগুয়ের শ্রমিকদের ১৫ দিনব্যাপী ধর্মঘট সংগ্রাম এবং অন্যান্য কার্যকলাপে গণতন্ত্রের জন্য রাজনৈতিক সংগ্রামগুলিতে শ্রমিকদের সক্রিয় অংশগ্রহণ, সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ও অলিগার্কি-বিরোধী আন্দোলনে সর্বহারাশ্রেণীর নেতৃত্বের পক্ষে একটি অনুকূল, গুরুত্বপূর্ণ বিপ্লবী উপাদান। এ সব থেকে দেখা যায়, শ্রমিকশ্রেণীর সাথে কৃষিজীবী জনতা এবং শহরাঞ্চলের প্রগতিশীল শক্তিসমূহের ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা বিপ্লবী আন্দোলন বৃদ্ধির অনুকূল পরিপ্রেক্ষিত সৃষ্টি করবে।

একটি ঐক্যবদ্ধ সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা, সাম্রাজ্যবাদের প্রতিক্রিয়াশীল এবং আগ্রাসক পরিকল্পনার পক্ষে এক দুর্লঙ্ঘ বাধাস্বরূপ। সেই কারণেই সাম্রাজ্যবাদী নেতারা সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির গোষ্ঠীতে ভাঙন ধরাবার চেষ্টা করেছে, আর এখনো তা করে চলেছে। চেকোশ্লোভাকিয়ার কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির দলিলে জোরের সাথে বলা হয়েছে যে ১৯৬৮ সালে চেকোশ্লোভাকিয়া "পশ্চিমী কমিউনিস্ট-বিরোধী কেন্দ্রগুলির রাজনৈতিক ও মতাদর্শগত নাশকতার সংহত চাপের ক্ষেত্র হয়ে ওঠে।"(১)

দক্ষিণপন্থী সুবিধাবাদী এবং সমাজতন্ত্র-বিরোধী শক্তিসমূহ "গণতান্ত্রিক সমাজবাদের শ্লোগানটিকে চালু করেছিল। প্রকৃতপক্ষে তারা যা চেয়েছিল, তা হচ্ছে, পশ্চিমী পুঁজিবাদ এবং মিউনিক-পূর্ব বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্র সম্পর্কে মোহ বিস্তার করে, চেকোশ্লোভাকিয়ায় সমাজতন্ত্রের সাফল্যগুলি ধূলিসাৎ করে পুরোনো বুর্জোয়া শাসনব্যবস্থার পুনরুজ্জীবন ঘটানো।"(১)

---

১ **কমিউনিস্ট এবং ওয়ার্কার্স পার্টিসমূহের আন্তর্জাতিক সম্মেলন, মস্কো, ১৯৬৯।** শান্তি ও সমাজতন্ত্র প্রকাশনী, প্রাগ, ১৯৬৯, ৩৫ পৃঃ।

১ ১৪. "সুজেজদ কোমিউনিস্তিকে স্রানী সেজকোস্লোভেন্স্কা" (চেকোশ্লোভাকিয়ার কমিউনিস্ট পার্টির চতুর্দশ কংগ্রেস), প্রাগ, ১৯৭১, ২৭ পৃঃ।

১ ৪১. সুজেজদ কোমিউনিস্তিক স্রানী সেজসোস্লোজেনস্কা" (চেকোশ্লোভাকিয়ার কমিউনিস্ট পার্টির চতুর্দশ কংগ্রেস), প্রাগ, ১৯৭১, পৃঃ ২৯ এবং ৩১ এবং "চেকোশ্লোভাক কমিউনিস্ট পার্টির ত্রয়োদশ

কেউ যখন "গণতান্ত্রিক সমাজবাদ" কিংবা "বিশুদ্ধ গণতন্ত্র" সম্পর্কিত ধারণার কল্পনা করেন, কমিউনিস্টরা তখন এ বিষয়ে সচেতন থাকে যে "বিশুদ্ধ গণতন্ত্র" বলে কিছু নেই। এই ধারণাটিতে শ্রেণী দৃষ্টিভঙ্গির পরিপূর্ণ অভাব সুস্পষ্ট।

সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রই যথার্থ গণতন্ত্র। সমাজতন্ত্রের গঠন, সংহতিকরণ এবং তার অধিকতর বিকাশ যথার্থ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার ভিত্তি সৃষ্টি করেছে, কথায় ও কাজে গণতন্ত্র বলতে যা বোঝায় তা-ই। কার্ল কাউটস্কির মুখোস খুলে দিয়ে লেনিন লিখেছেন ঃ "বুর্জোয়া ব্যবস্থা থেকে সমাজতন্ত্রে উত্তরণের জন্য, সর্বহারার একনায়কত্বের জন্য, শ্রমিক, সৈন্য এবং কৃষক ডেপুটিদের সোভিয়েতের রিপাবলিক শুধুমাত্র একটি উন্নততর ধরনের গণতান্ত্রিক সংস্থাই নয় (গণপরিষদ সমন্বিত প্রচলিত বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্রের তুলনায়), পরন্তু সর্বাধিক বেদনাহীন পদ্ধতিতে সমাজতন্ত্রে উত্তরণে সক্ষম একমাত্র রূপ" (২৮শ খণ্ড, ২৬৪ পৃঃ)।

সোভিয়েত ইউনিয়নে এবং সাধারণভাবে সমাজতন্ত্রের অধীনে সামাজিক বৈষম্য এবং গোষ্ঠীগত ও জাতিগত উৎপীড়ন অসম্ভব। লেনিনীয় নীতির ভিত্তিতে জাতীয় সমস্যার সমাধান করা হয়েছে। আর তা সর্বাধিক অগ্রসর গণতন্ত্রের নির্ভরযোগ্য ভিত্তি রচনা করেছে। অপরপক্ষে পুঁজিবাদী দেশগুলিতে, "বর্ণবৈষম্য" ভিত্তিক জাতিগত উৎপীড়ন রয়েছে (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে লাটিন আমেরিকান, ভারতীয়, এশীয় এবং আফ্রো-আমেরিকীয়), রয়েছে জাতীয় স্তরে উৎপীড়ন (আয়ার্লান্ড), আর ভয়াবহ সামাজিক বৈষম্য যা মুষ্টিমেয় রাঘববোয়ালকে লাখো লাখো শ্রমজীবী জনতাকে শোষণ করার সুযোগ দেয় তার কথা না বললেও চলে (যদিও এ অবস্থা ধনিক শাসনকে গণতন্ত্রের গুণগান করা থেকে নিবৃত্ত করে না)। বুর্জোয়া সরকারগুলি জাতীয় সাম্যের কথা বলতে চায়, যদিও তা কথার কথা মাত্র। কিন্তু ঘটনা হচ্ছে স্বতন্ত্র।

সোভিয়েত ইউনিয়নে পরস্পর বৈরীভাবাপন্ন শ্রেণীর অস্তিত্ব নেই। সুতরাং জনসাধারণকে রাষ্ট্রের প্রশাসন ও সরকারী কার্যকলাপে টেনে এনে গণতন্ত্র অবিরত সম্প্রসারিত করা যেতে পারে। শয়ে শয়ে হাজারো হাজারো প্রকাশ্য সভায় লাখো লাখো লোকের উপস্থিতিতে গুরুত্বপূর্ণ আইন-সংক্রান্ত বিলগুলির আলোচনা সোভিয়েত ঐতিহ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই সমস্ত সভায় যে প্রস্তাব ও সংশোধনীর উল্লেখ করা হয় তা সতর্কতার সাথে অনুধাবন করা হয়ে থাকে, আর তার মধ্যে অনেকগুলিই গৃহীত হয়। সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্র সম্পর্কে লেনিন লিখেছেন ঃ "বুর্জোয়া গণতন্ত্র, তুলনামূলকভাবে মধ্যযুগীয় ব্যবস্থা থেকে যদিও ঐতিহাসিক দিক থেকে এক মহান অগ্রগতি, তবুও তা সদাসর্বদা এবং পুঁজিবাদের অধীনে সীমিত, খণ্ডিত, মিথ্যা ও রূপটাচারী হতে বাধ্য। এই গণতন্ত্র ধনিকশ্রেণীর কাছে স্বর্গতুল্য এবং শোষিত, গরিব জনগণের কাছে একটি ফাঁস ও চাতুরীবিশেষ" (২৮শ খণ্ড, ২৪৩ পৃঃ)। বিশদায়িত করে তিনি বলেছেন ঃ "সর্বহারাশ্রেণীর গণতন্ত্র বুর্জোয়া গণতন্ত্রের চেয়ে লাখো গুণ বেশি গণতান্ত্রিক (ঐ গ্রন্থ, ২৪৮ পৃঃ)। আজকের উন্নত সমাজতন্ত্রের কালে এ কথাগুলি বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। প্রথমতঃ, গণতন্ত্রের অধিকতর পূর্ণতাপ্রাপ্তির পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে, এবং দ্বিতীয়তঃ, তথাকথিত বুর্জোয়া গণতন্ত্র আরো বেশি বেশি করে অবনতির পথে এগোচ্ছে। সোভিয়েত ইউনিয়নের ক্ষেত্রে সে দেশের কমিউনিস্ট পার্টির সর্বসাম্প্রতিক কর্মসূচী গৃহীত হওয়ার পর থেকে তার প্রতিপাদ্য **"সাম্যবাদে উত্তরণের অর্থ হচ্ছে ব্যক্তিস্বাধীনতা ও সোভিয়েত নাগরিকদের অধিকারের পরিপূর্ণ সম্প্রসারণ** সুনিশ্চিত হয়েছে। সমাজতন্ত্র, শ্রমজীবী জনতাকে ব্যাপকতম প্রতিশ্রুত অধিকার ও স্বাধীনতা প্রদান করেছে। সাম্যবাদ, শ্রমজীবী জনতাকে অধিকতর মহান অধিকার ও সুযোগ এনে দেবে।"

ইউ এস এস আর এবং সমাজতান্ত্রিক গোষ্ঠীর অন্যান্য দেশগুলিতে সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের মূল বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই যে এতে ঘোষিত অধিকার ভোগ করাকে কার্যকরভাবে সুনিশ্চিত করে। এ বৈশিষ্ট্যটি পরিপূর্ণভাবে লেনিনের এই প্রতিপাদ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ, "স্বাধীনতার আনুষ্ঠানিক **স্বীকৃতির** (বুর্জোয়া পার্লামেণ্টারিজমে যেমনটি থাকে) **পরিবর্তে** প্রধান জোর পড়বে যে—শ্রমজীবী জনগণ শোষকদের উচ্ছেদ করেছে তাদের স্বাধীনতা **ভোগ করার** যথার্থ নিশ্চিতি সৃষ্টির **পরে...**" (২৭ খণ্ড, ১৫৫ পৃঃ)।

সোভিয়েত সংবিধানে এটা সুস্পষ্টভাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। আরো বলা চলে, পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় যে সমস্ত কার্যকলাপ রাষ্ট্রের বিশেষ ক্ষমতার অন্তর্ভুক্ত ইউ এস এস আর-এ সেই সমস্ত কাজের দায়িত্বভার ট্রেড ইউনিয়ন, যুব এবং অন্যান্য গণসংগঠনের উপর দেওয়া হয়েছে। সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্র শ্রমজীবী জনতাকে নিজেদের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিনিধিত্ব বাতিল করার অধিকার দিয়েছে। লেনিন লিখেছেন, "কোনো নির্বাচিত সংস্থা কিংবা প্রতিনিধিত্বমূলক সভাকেই প্রকৃত গণতান্ত্রিক এবং জনগণের অভিপ্রায়ের যথার্থ প্রতিনিধিত্বমূলক হিসেবে গণ্য করা চলে না, যদি না তাতে, যারা নির্বাচিত হবেন, নির্বাচকমণ্ডলী কর্তৃক তাদের নির্বাচন রদ করার অধিকার স্বীকৃত হয় এবং তা প্রয়োগ করা হয়" (২৬শ খণ্ড, ৩৩৬ পৃঃ)।

পুঁজিবাদী দেশগুলিতে এ সব জিনিসের সাথে বিন্দুমাত্র পরিচয়ও নেই। সেখানে "জনগণের প্রতিনিধিবৃন্দ" নিজেরাই একটা শ্রেণীবিশেষ, নিজেদের নির্বাচন ক্ষেত্রের জনগণ থেকে তারা বিচ্ছিন্ন, সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ২৪-তম কংগ্রেসে উল্লেখ করা হয়েছে "সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রে **জনগণের নিয়ন্ত্রণের** প্রতিষ্ঠানগুলি এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে রয়েছে। এগুলির কাজে বর্তমানে লাখো লাখো কারখানা শ্রমিক, অফিস কর্মচারি এবং যৌথ খামারের কৃষকেরা অংশগ্রহণ করে থাকেন। ব্যাপক জনগণের দ্বারা নিয়মিত এবং কার্যকর নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে লেনিনের শিক্ষার অবিচল প্রয়োগকল্পে পার্টি সব কিছুই করে থাকে।" আর কংগ্রেস বিশেষভাবে গুরুত্ব দিয়েছে সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রে ট্রেড ইউনিয়নগুলির ভূমিকা এবং শ্রমজীবী জনতাকে রাষ্ট্রের প্রশাসনে টেনে আনার প্রয়োজন সম্পর্কে, ইউনিয়নগুলি আইন প্রণয়নের সূত্রপাত করতে পারে আর কংগ্রেসে গুরুত্বসহকারে বলা হয়েছে যে "বহু অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানে কারখানা স্তর থেকে শুরু করে জাতীয় অর্থনৈতিক পরিকল্পনা প্রণয়নে তাদের একটা ভূমিকা আছে।"

সোভিয়েত জীবনে যুবকেরা, কমোসোমেলেরা, উল্লেখযোগ্য অংশগ্রহণ করে থাকে। একথা বলাই বাহুল্য যে ইউ এস এস আর সর্বোচ্চ সোভিয়েতের প্রায় ২০ শতাংশই যুবক। সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের কথা বলতে গিয়ে, ২৪তম কংগ্রেসে এল আই ব্রেঝনেভ বলেছেন ঃ "যে সময়ে পর্যালোচনা করা হচ্ছে সেই সময়ের মধ্যে সোভিয়েত রাষ্ট্রকে অধিকতর শক্তিশালী এবং আমাদের সমাজের গোটা রাজনৈতিক সংগঠনকে ত্রুটিশূন্য করার জন্য, পার্টি প্রভূত পরিমাণে বিভিন্ন ধরনের কাজ করেছে। সাম্যবাদী গঠন-

---

কংগ্রেসের পরে চেকোশ্লোভাকিয়ার কমিউনিস্ট পার্টি ও সমাজে সংকটপূর্ণ বিকাশের শিক্ষা।"

কার্যের সঙ্গে সংগতি রেখে এ কাজের মুখ্য গতিমুখ ছিল সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের অধিকতর বিকাশের দিকে এবং এখনও তা রয়েছে।

"সবাই যেমনটি জানে, আমাদের দেশে, জনগণের ক্ষমতার মুখপাত্রগুলি—**শ্রমজীবী জনগণের ডেপুটিদের সোভিয়েতসমূহ** হচ্ছে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের ভিত্তি এবং তার গণতান্ত্রিক চরিত্রের পরিপূর্ণ প্রতিরূপ। কমরেডস, এটা এক প্রচণ্ড শক্তি। বর্তমানে সোভিয়েতগুলিতে ২০ লক্ষ ডেপুটি রয়েছে। এঁরা সর্বস্তরে আমাদের সমগ্র জনগণের রাষ্ট্রের কার্যাবলী পরিচালনা করেন। তাঁদের সাথে, সোভিয়েতগুলিতে রয়েছে ২ কোটি ৫০ লক্ষ কর্মীবাহিনী, এই কর্মীরা হচ্ছে স্বেচ্ছানিবেদিতপ্রাণ সহকারী।"

শান্তির শক্তিসমূহের বিশ্ব কংগ্রেসে ভাষণদানকালে ব্রেঝনেভ বলেন : "আমাদের বিপ্লব, আমাদের দেশে সমাজতন্ত্রের সাফল্য, শুধুমাত্র শ্রমিকদের অধিকারেরই স্বীকৃতি দেয় নি বরং তা কার্যকরভাবে নিরাপদ করেছে। পুঁজিবাদ যা কোনো দেশেই করতে সক্ষম হয় নি।"

আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে ইউ এস এস আর ও অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশ যে গণতান্ত্রিক মান প্রয়োগ করে থাকে, তা এই আলোচনার ক্ষেত্রে তার একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আর, এক্ষেত্রেও, সমাজতান্ত্রিক ও পুঁজিবাদী ব্যবস্থার মধ্যে মৌল পার্থক্য রয়েছে। অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং সামাজিক অধিকার আর অসামরিক ও রাজনৈতিক অধিকারের পরে চুক্তিপত্রগুলিতে তাদের মনোভাবের মধ্যেই তা সপ্রমাণিত। পুঁজিবাদী দেশগুলি, অর্থনৈতিক ও সামাজিক অধিকার সংক্রান্ত ধারাগুলি চুক্তিপত্রের অন্তর্ভুক্ত করতে, কিংবা অসামরিক অধিকারগুলি মেনে চলার দায়িত্বপালনে অনিচ্ছুক ছিল। অন্যভাবে বলা চলে সাম্রাজ্যবাদীরা এই সমস্ত অধিকার মেনে নিলেও বাস্তবে তা কার্যকর করতে প্রস্তুত নয়। জাতিসঙ্ঘের সনদে সুস্পষ্ট স্বীকৃতি থাকা সত্ত্বেও মার্কিন, বৃটিশ ও ফরাসি প্রতিনিধিরা আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের ধারা অন্তর্ভুক্তির বিরোধিতা করেছে। তারা গোষ্ঠীগত ও জাতিগত বৈষম্য নিষিদ্ধকরণ এবং নারী-পুরুষের সমানাধিকারের ধারাগুলি অন্তর্ভুক্তিরও বিরোধিতা করে। মার্কিন প্রতিনিধি এমন কি অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষারও বিরোধিতা করেছে। সোভিয়েত ইউনিয়ন উভয় চুক্তিই অনুমোদন করেছে। কিন্তু নেতৃস্থানীয় পুঁজিবাদী শক্তিগুলি এই চুক্তি স্বাক্ষর করার কোনো অভিপ্রায় দেখায় নি। তাদের নেতিবাচক মনোভাবও বুর্জোয়া গণতন্ত্রের ধারাবাহিক অবক্ষয়ের আর একটি নিদর্শন।

গণতন্ত্র সম্পর্কে পারস্পরিক অর্থনৈতিক সহযোগিতা পর্ষৎ এবং আন্তর্জাতিক পুঁজিপতি গোষ্ঠীগুলির দৃষ্টিভঙ্গির তুলনা করলে দৃষ্টিভঙ্গগত পার্থক্যটি নজরে পড়বে। ভূখণ্ড কিংবা জনসংখ্যা নির্বিশেষে প্রতিটি সি এম ই এ সদস্য দেশেরই একটি করে ভোট। তাছাড়া, প্রস্তাব ও সুপারিশগুলি সেই সমস্ত দেশের পক্ষেই বাধ্যতামূলক যারা সেগুলির অনুকূলে ভোট দিয়েছেন। আর এ-ই হচ্ছে পুঁজিবাদী আন্তর্জাতিক গোষ্ঠীগুলির চিত্র : আন্তঃ-আমেরিকান উন্নয়ন ব্যাঙ্কের ৪২.৩ শতাংশ ভোটই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কবলিত, তাতে সেখানে তার মুখ্য অবস্থান। পুনর্গঠন ও উন্নয়নের জন্য আন্তর্জাতিক ব্যাঙ্কে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভোট ২৪.৭ শতাংশ এবং বৃটেনের ভোট ১০.১ শতাংশ ; জার্মান ফেডারেল রিপাবলিক, ফ্রান্স ও জাপান সহযোগে ৪৬.৯ শতাংশ ভোট তাদের কবলিত। বৃহৎ পুঁজিবাদী শক্তিগুলির অর্থনৈতিক ও পুঁজিবিষয়ক নির্দেশের কাছে আত্মসমর্পণ করা ব্যতীত অন্যান্য সদস্যের কোনো গত্যন্তর নেই। আর এই নির্দেশ রাজনৈতিক ও সামরিক বিষয়গুলি পর্যন্ত সম্প্রসারিত।

ইয়োরোপীয় অর্থনৈতিক কমিউনিটি, যেখানে জার্মান ফেডারেল রিপাবলিক, ফরাসিদেশ ও ইতালির ৪টি করে ভোট, বেলজিয়াম ও নেদারল্যান্ডের দুটি করে ভোট এবং লুকসেমবার্গের একটি ভোট সেখানেও একই কথা প্রযোজ্য। সিদ্ধান্তগুলি কোনো রাষ্ট্রের স্বার্থহানিকর হলেও সেই রাষ্ট্রসমেত সমস্ত সদস্য রাষ্ট্রের পক্ষে সেগুলি বাধ্যতামূলক। অন্যভাবে বলা যায়, তিনটি সুবিধাভোগী সদস্য তাদের অভিপ্রায় অন্যদের ওপর চাপিয়ে দিতে পারে। সি এম ই এ-র সাথে এটাই আমূল তফাত।

কেউই অস্বীকার করবেন না যে সি এম ই এ গণতান্ত্রিক মান বজায় রেখে চলে এবং তার কার্যপদ্ধতি পরিপূর্ণ সমানাধিকারের ভিতে প্রতিষ্ঠিত। অন্যদিকে পুঁজিবাদী আন্তর্জাতিক সংগঠনগুলি স্বেচ্ছাচার ও বৈষম্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত। সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের বিরাট উৎকর্ষতা সার্থকভাবে প্রোজ্জ্বল।

বুর্জোয়া গণতন্ত্রের আনুষ্ঠানিক, কপটাচারী চরিত্র এমন কিছু নতুন জিনিস নয়। স্পেনীয় আইনজীবী জিমেনেজ দ্য আসুয়া বলেছেন অধিকাংশ বুর্জোয়া সংবিধানই কতকগুলি আলংকারিক প্রতিশ্রুতি মাত্র। আর্জেন্টিনায় সংবিধানপ্রণেতা জুয়ান আলবার্দি স্বীকার করেছেন যে সংবিধানে কাজ করার অধিকারের বিষয় ঘোষণা করা হলেও তার অর্থ এই নয় যে শ্রমিকেরা সব সময় কাজ পাবে। আর্জেন্টিনা সমেত সমস্ত বুর্জোয়া সংবিধান সম্পর্কেই একথা খাটে। বিপরীতক্রমে, সোভিয়েত সংবিধান জনগণের অধিকারের কথা ঘোষণা করেই ক্ষান্ত নয়। তা রক্ষার গ্যারান্টি এতে রয়েছে। অন্যান্য বিষয়ের মতো এ বিষয়েও বুর্জোয়া সংবিধান থেকে পার্থক্য রয়েছে।

আর্জেন্টিনার সংবিধানটি আরো একটু খুঁটিয়ে দেখলে দেখা যাবে, যে-সমস্ত অধিকারের কথা এতে ঘোষণা করা হয়েছে, সেগুলি একগাদা বিধিনিষেধের বেড়াজালে আবদ্ধ থাকায় কার্যতঃ মূল্যহীন। আলবার্দি লিখেছেন : "সংবিধানের মহৎ নীতিসমূহ বাতিল করার জন্য যে সমস্ত চলতি আইনকানুন ব্যবহৃত হয়, আর যা অতি প্রায়শই হয়েছে, সংবিধানে তার বিরুদ্ধে রক্ষাকবচ থাকা প্রয়োজন। উদাহরণস্বরূপ, সংবিধানে **সংবাদপত্রের স্বাধীনতা** ঘোষণা করা হয়েছে, কিন্তু সংবাদপত্র আইন সে স্বাধীনতা সীমিত করতে পারে, তাকে প্রহসনে পরিণত করতে পারে। **পছন্দমতো স্বাধীনতার** ক্ষেত্রেও একই কথা খাটে—একটি নির্বাচনসংক্রান্ত আইন এমন বহু বিধিনিষেধ আরোপ করতে পারে যাতে স্বাধীন নির্বাচন মিথ্যায় পর্যবসিত হয়।"

আর বলিভিয়ায় সংবিধান সম্পর্কে আলবার্দি একথা বলেন, "আইনকানুনগুলিই শাসনের বিধান, সংবিধানটি হচ্ছে ব্যতিক্রম।". আরও একটি উদাহরণ হিসেবে, জার্মান ফেডারেল রিপাবলিকের কথা উল্লেখ করা যায় : এতে "অর্পিত অধিকার-সংক্রান্ত আইন প্রণয়নের," স্থান দেওয়া হয়েছে। সোজা কথায় যার অর্থ হচ্ছে, সরকার তার উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য বৈধ আইন পরিবর্তন করতে পারে।

ব্রাজিলের অধ্যাপক সুলি আলভাস্ দ্য সুসা বলেছেন ছটি সংবিধানের বয়স একশো বছরেরও বেশি (আর্জেন্টিনার সংবিধান ১৮৫৩ সালে গৃহীত হয়েছিল), আর এই দীর্ঘকাল ধরে সংবিধানগুলি অকেজো রয়ে গেছে কারণ এগুলি সামাজিক ও অর্থনৈতিক বাস্তবতা থেকে অনেকটা বিচ্ছিন্ন।

আর, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এককালের প্রধান বিচারপতি চার্লস ইভান্স্ হিউজের এই জ্ঞানগর্ভ মূল্যবান মন্তব্যটি উল্লেখ করা যেতে পারে, "সংবিধান হচ্ছে, বিচারকেরা যা

বলেন তা-ই।" যার অর্থ, মার্কিন নাগরিকেরা সংবিধানের দ্বারা শাসিত হন না। বরং "বিচারকেরা যা বলেন," তার দ্বারাই শাসিত হন।

রাষ্ট্রপতির হাতেই সমস্ত ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত। **নিউ ইয়র্ক টাইম্‌সের** ভাষ্যকার **জেম্‌স্‌ রেস্‌টন** বলেছেন, রাষ্ট্রপতির ক্রমবর্ধমান ক্ষমতার দ্বারাই রাজনৈতিক পরিস্থিতি রূপ পরিগ্রহ করে আর সে ক্ষমতা বৈদেশিক নীতির সাথে সংশ্লিষ্ট অন্য যে কোনো কর্তৃস্থানীয় ব্যক্তির থেকে অনেক বেশি পরিমাণে দ্রুত বেড়ে চলেছে। এটা পারমাণবিক যুগেরই একটা ঘটনার গতি।

শুধুমাত্র রাষ্ট্রপতিই পারমাণবিক অস্ত্র প্রয়োগের নির্দেশ দিতে পারেন—যুদ্ধ যখন শেষ হয়ে আসছিল ট্রুম্যানের নির্দেশেই তখন জাপানের ওপর বোমা বর্ষিত হয়। আর যুদ্ধ শুরু করা হবে কি হবে না, তা-ও স্থির করেন রাষ্ট্রপতি —১৯৬২ সালের অক্টোবর মাসে কিউবা সংক্রান্ত সংকটে পিগ্‌স্‌ উপসাগরে আক্রমণের নির্দেশ দিয়ে কেনেডি বিশ্ব পারমাণবিক সংঘর্ষের ঝুঁকি নিয়েছিলেন। রাষ্ট্র কর্ণধারদের হাতে ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করার এই ঝোঁক সমস্ত পুঁজিবাদী দেশেরই বৈশিষ্ট্য।

নির্বাচনে অংশগ্রহণ না করা মার্কিন "গণতন্ত্রের" বৈশিষ্ট্য বলে মনে হয়ঃ ১৯৭৪ সালের নভেম্বরে মাত্র ৩৮ শতাংশ নির্বাচক ভোটদানের কষ্ট স্বীকার করেন।

সাংবিধানিক গ্যারান্টিগুলি বাতিল করা বুর্জোয়া গণতন্ত্রের আর এক ধরনের লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য। বিশেষভাবে লাটিন আমেরিকা সম্বন্ধে একথা খাটে। সেখানে ক্যু-দে-তা হচ্ছে সাধারণ ঘটনা। ১৯৫৭ সালে আর্জেন্টিনার সরকার যে সাংবিধানিক স্টাডি-গ্রুপ নিয়োগ করেন তাঁরা দেখতে পান যে ১৮৫৩ সালে যেদিন থেকে সংবিধান চালু হয়েছে, সেদিন থেকে মোট ২৫ বছরকাল সংবিধান সাময়িকভাবে শিকেয় তুলে রাখা হয়েছে। ১৯৩০ সাল থেকে ১৯৫৭ সাল পর্যন্ত অধিকাংশ সময়ই দেশে সামরিক আইন জারী ছিল। আর ১৯৫১ সালের ২৮ অক্টোবর থেকে ১৯৫৫ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত দেশে "অভ্যন্তরীণ সংঘর্ষের পরিস্থিতি" বজায় ছিল।(১)

এর সাথে উল্লেখ করা দরকার আর্জেন্টিনায় সামরিক বিধানের প্রণেতা ডঃ বুস্‌তিলোর মতে, সশস্ত্র বাহিনী আদৌ সংবিধানের আওতায় পড়ে না। ব্রাজিলে একনায়কতন্ত্র, কার্যত সাময়িকভাবে সংবিধানের প্রয়োগ স্থগিত রাখা এবং স্বাধীনতার যে কোনো প্রকাশ স্তব্ধ করার জন্য ইন্‌স্টিটিউশনাল অ্যাক্ট প্রয়োগ করে থাকে। আরো উল্লেখ করা চলে যে প্রতিনিধি পরিষদের অধ্যক্ষ, ফ্লাভিও মারসিলো ইন্‌স্টিটিউশনাল অ্যাক্টের সর্বাধিক খারাপ ৫নং আইনটি সংবিধানভুক্ত করতে বলেছেন।(২) চিলি, উরুগুয়ে, প্যারাগুয়ে এবং বলিভিয়ার সংবিধানসংক্রান্ত বিতর্কে প্রবেশ করার আদৌ কোনো প্রয়োজন নেই—এ সমস্ত দেশের একনায়তন্ত্রের দুষ্কর্মের কথা বিশ্বের সর্বত্রই জানা আছে।

সেই কারণেই, "বৈধতার এই প্রেক্ষাপটে, গণতন্ত্র, জাতীয় ও সামাজিক মুক্তির জন্য সোভিয়েত ইউনিয়ন ও সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির সংগ্রামের মূল্যবান দৃষ্টান্ত লাটিন আমেরিকা এবং সাধারণভাবে পুঁজিবাদী দেশগুলির কাছে এক শক্তিশালী উৎসাহব্যঞ্জক বিষয়বস্তু।

---

১ ১৯৭৪ সালের ৬ নভেম্বর সামরিক আইন জারী হয়েছে এবং সংবিধানের প্রয়োগ অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত রাখা হয়েছে।

২ ১৯৬৮ সালের ডিসেম্বরে ৫নং ইন্‌স্টিটিউশনাল অ্যাক্ট চালু হয়। **ওয়ার্ল্ড মার্কসিস্ট রিভিউ**-এর ১৯৭২ সালের ফেব্রুয়ারি সংখ্যায় লুই কার্লোস প্রেসটেসের নিবন্ধ "ব্রাজিলের কমিউনিস্টদের সংগ্রাম" দ্রষ্টব্য।

ওয়ার্ল্ড মার্ক্সিস্ট রিভিউ বিভিন্ন মহাদেশের কমিউনিস্ট ও ওয়ার্কার্স পার্টিগুলির নেতৃবৃন্দের কাছে প্রশ্ন করেছিল ঃ আপনাদের পার্টির, আপনাদের জনগণের সংগ্রামের ওপর সমাজতান্ত্রিক গোষ্ঠী কী প্রভাব ফেলেছে ?

হার্বার্ট মাইজ
জার্মান কমিউনিস্ট পার্টির চেয়ারম্যান

বিশ্বের আশা ও প্রেরণাদায়ী দৃষ্টান্ত

হিটলারের ফ্যাসিবাদ পরাস্ত হবার ত্রিশ বছর পর আজ ফেডারেল জার্মানিতে বৃহৎ রাজনৈতিক পরিবর্তন ঘটছে। গোড়াতেই বলতে হয়, দেশের শান্তি যোদ্ধারা এবং বাস্তববাদী শক্তিসমূহ এফ আর জি-কে ঠাণ্ডা যুদ্ধ থেকে সরিয়ে এনেছে। বিশ্ব শক্তিসমূহের পরিবর্তিত বিন্যাস, সোভিয়েত ইউনিয়ন ও সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ার ক্রমবর্ধমান শক্তি এবং সমাজতান্ত্রিক গোষ্ঠীভুক্ত দেশগুলির সমন্বয়ী ও গঠনমূলক পররাষ্ট্র নীতির ফলে এটা সম্ভব হয়েছে। সোভিয়েত ইউনিয়ন, পোলিশ জনগণতন্ত্র, জার্মান গণ-প্রজাতন্ত্র এবং চেকোশ্লোভাকিয়ার সঙ্গে চুক্তিসমূহ সম্পাদনের মধ্য দিয়ে কার্যত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ফলাফলকে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে। এভাবে ফেডারেল জার্মানি বর্তমান সীমানাগুলি এবং জি ডি আর ও অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির বর্তমান সীমানা ও ভৌম অখণ্ডতার স্বীকৃতি দিয়েছে।

অতীতের দুটি বিশ্ব যুদ্ধের উৎসস্থল জার্মান ভূমিতে নতুন আর একটি বিশ্বযুদ্ধ লাগার বিপদ হ্রাস পেয়েছে। ইয়োরোপকে শান্তির মহাদেশে পরিণত করতে ফেডারেল জার্মানির ভূমিকা পালনের উন্নততর সুযোগ রয়েছে এবং এফ আর জি-র ঘটনাবলীকে প্রভাবিত করার জন্য প্রগতিশীল ও শান্তিকামী শক্তিসমূহের উৎকৃষ্টতর সুযোগ আছে।

এ ছাড়াও উত্তেজনা প্রশমন প্রক্রিয়াকে শ্রমজীবী জনতার সুবিধার্থে, তাদের সামাজিক প্রয়োজনে, গণতন্ত্র এবং সামাজিক পরিবর্তনসমূহের স্বার্থে কাজে লাগানো যেতে পারে। প্রকৃতপক্ষে গণতান্ত্রিক ও প্রগতিশীল শক্তিসমূহের কাছে আজ প্রধান দায়িত্ব হচ্ছে জনগণের স্বার্থে নতুন সুযোগগুলির অধিকাংশকে কাজে লাগানো এবং উত্তেজনা প্রশমনের পথে প্রতিক্রিয়াশীলদের তৈরি বাধার প্রাচীরকে গুঁড়িয়ে দেওয়া।

যে যে অবস্থায় আমাদের পার্টিকে কাজ করতে হয় তার ওপর সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ার প্রভাব শুধুমাত্র পররাষ্ট্র নীতির গণ্ডীতেই আবদ্ধ নেই। এখানে স্মরণযোগ্য লেনিন পুঁজিবাদী দেশগুলির শ্রমিকশ্রেণীর সংগ্রামের ক্ষেত্রে সমাজতান্ত্রিক দৃষ্টান্তের সংঘবদ্ধ প্রভাব খুব জোর দিয়েই উল্লেখ করেছিলেন। এর আকর্ষণ শক্তি আর কখনই এত বিরাট ছিল না, কারণ নতুন সমাজ গঠনের সাফল্যগুলি আগের চেয়ে আরো বেশি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে, অন্যদিকে পুঁজিবাদী শোষণব্যবস্থা, মুনাফা ব্যবস্থা আরো বেশি সংকট কবলিত হচ্ছে এবং তার অস্থিতিশীলতা প্রকটতর হচ্ছে।

মার্কস-এঙ্গেলস-লেনিন-এর তত্ত্বের বিঘোষিত বাস্তব রূপায়ণ ও সমাজতন্ত্রের সাফল্য পরিবর্তনমুখী ধ্যান-ধারণাগুলি বিস্তারে সাহায্য করছে এবং মার্কসবাদের প্রতি আকর্ষণ বিশেষ করে তরুণ সম্প্রদায়ের কাছে দ্রুত সঞ্চালিত করছে। এফ আর জি-র শ্রমিকরা সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির সামাজিক সাফল্যগুলিকে দৃষ্টান্তস্বরূপ গ্রহণ করতে পারে এবং তাদের শ্রেণী স্বার্থে সেগুলিকে ব্যবহার করতে পারে—প্রধানত এ আশঙ্কায় বুর্জোয়ারা শ্রেণী সংগ্রামগুলিতে সুযোগ-সুবিধা দিচ্ছে এবং আপস করছে এবং শিক্ষা ও সামাজিক আইন নিয়ে আলোচনা ও দ্বন্দ্বে প্রবৃত্ত হচ্ছে।

নিশ্চিতভাবে বলা যায় সমাজতন্ত্রের জয়ে়ত করার ক্ষমতা স্বতঃস্ফূর্তভাবে বা আপনা-আপনি কার্যকরী হয় না। আমরা কমিউনিস্টরা একথা সব চাইতে ভালো করে জানি।

আমাদের দেশের সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি জার্মান ভূমিতে একটি সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের অস্তিত্ব এবং তার প্রবৃদ্ধির বিপদ সম্পর্কে সজাগ। তারা শ্রমিক-কৃষক রাষ্ট্র জি ডি আর-কে নিশ্চিহ্ন করে দিতে চাইবে। তাই কমিউনিস্ট-বিরোধী ও সোশ্যালিস্ট-বিরোধী মনোভাব উস্কে দেওয়া থেকে নাৎসী মতাদর্শগত উত্তরাধিকারের ব্যাপক ব্যবহার পর্যন্ত কোনো কিছুতেই তারা পিছপা নয়।

কিন্তু তারা জি ডি আরে সমাজতন্ত্রের গতিকে রুদ্ধ করতে বা ফেডারেল জার্মানিতে তার প্রভাব খর্ব করতে পারে নি। আমাদের দেশের লক্ষ লক্ষ মানুষ জি ডি আর সম্পর্কে তাদের ধ্যানধারণা পরিবর্তন করছে। আর এ প্রবণতা স্পষ্টত ইতিবাচক। একটা উদাহরণ দেওয়া যাক। ১৯৬৬ সালে মত যাচাই করে দেখা গিয়েছিল জনসংখ্যার মাত্র ১১ শতাংশ জি ডি আরের সঠিক নাম ব্যবহার করতে পারে। অধিকাংশই এ দেশকে "পূর্বাঞ্চল", "সোভিয়েত অধিকৃত অঞ্চল" প্রভৃতি নামে অভিহিত করেছিল। কিন্তু ১৯৭২-এ অবশ্য ৪৮ শতাংশ, ১৮—২৫ বয়ঃসীমার ৭০ শতাংশ এ দেশটির সঠিক নাম বলেছে।

একথা ঠিক, জি ডি আর সম্পর্কে এখনও নানান বিরোধী ধ্যান-ধারণা রয়েছে, কিন্তু মূল ক্ষেত্রগুলিতে সমাজতন্ত্রের উৎকর্ষতা দেখতে পাচ্ছে এবং স্বীকৃত হচ্ছে। সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রগুলিতে এ কথা সর্বাগ্রে খাটে। এফ আর জি বা জি ডি আর কোথায় ধনী-নির্ধনের প্রভেদ কম—একটি বুর্জোয়া প্রতিষ্ঠান পরিচালিত ঐ প্রশ্নে মত যাচাইয়ের ক্ষেত্রে অধিকাংশই জি ডি আরকে বেছে নিয়েছিল। ঐ মত যাচাইয়ের মধ্য দিয়ে জানা যায়, এফ আর জি-র অধিকাংশ মানুষ স্বীকার করেছে জি ডি আর-এ আয়ের অপেক্ষাকৃত সুষম বণ্টন হয়, সেখানে মানুষ কাজের ব্যাপারে অধিকতর নিরাপদ বোধ করে, সেখানে বাড়িভাড়া কম, শিক্ষার সুযোগ-সুবিধায় অপেক্ষাকৃত সমতা রয়েছে, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার জন্য অনেক কিছু বেশি করা হয়ে

থাকে, যুবকদের জন্য, ক্রীড়া ও স্বাস্থ্যের দিকে অনেক বেশি নজর দেওয়া হয়ে থাকে; অপরাধের মাত্রাও এখানে কম। কিন্তু ক্রমবর্ধমান কমিউনিস্ট-বিরোধী হিস্টিরিয়া ছড়াবার ফলে, মুষ্টিমেয় লোকই এখনও মনে করে সমাজতন্ত্র প্রকৃত স্বাধীনতা ও প্রকৃত গণতন্ত্রের প্রবক্তা।

এ থেকে আমরা দুটি সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি। প্রথমত বুর্জোয়ারা আর কুৎসা প্রচার করে সমাজতন্ত্রকে দাবিয়ে রাখতে পারে না এবং তার সমাজতন্ত্র-বিরোধী প্রচার ঋজু ধারায় অগ্রসর হতে বাধ্য হয়েছে। সমাজতন্ত্রে কোনো স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র নেই—বুর্জোয়া প্রচার আজকাল এ অভিযোগকে ব্যবহার করে এবং অতি সম্প্রতি আবার তারা সমাজতন্ত্রকে দারিদ্র্যের প্রতিশব্দরূপে চিত্রিত করেছে। দ্বিতীয়ত এ পরিবর্তনগুলি এফ আর জি-র কমিউনিস্টদের মতাদর্শগত কাজের ক্ষেত্রে অধিকতর দায়-দায়িত্ব চাপিয়ে দিয়েছে। এখন শ্রমজীবী জনতার কাছে সপ্রমাণ করার জরুরী প্রয়োজন দেখা দিয়েছে যে সমাজতন্ত্র শুধুমাত্র একক ক্ষেত্রগুলিতেই পুঁজিবাদকে ছাড়িয়ে যায় না, বরং তা গুণগতভাবে নতুন সামাজিক ব্যবস্থা—যা সর্বক্ষেত্রেই পুঁজিবাদের চেয়ে উন্নততর। এ সত্যের বিরুদ্ধে জনসংযোগ মাধ্যমগুলির এবং রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়ার প্রচারমূলক ছলাকলা আমাদের দায়িত্বকে দ্বিগুণ কঠিন করেছে।

বৃহৎ ব্যবসায়ী, বুর্জোয়া দলগুলো এবং সোশ্যাল ডেমোক্রাট পার্টির দক্ষিণপন্থী নেতৃত্ব বুঝেছে যে সমাজতান্ত্রিক সাফল্যসমূহ সম্পর্কিত সত্য তাদের কাছে অনেক বিপদ ডেকে এনেছে। তাই তারা দেশে ও বিদেশের কমিউনিজম-বিরোধিতায় রসদ যুগিয়ে যাচ্ছে। এ কারণেই তারা নিজেদের প্রগতিশীল চিন্তা-ভাবনার প্রতিভূ বলে জাহির করছে। এ কারণেই তাদের প্রধান আঘাত জার্মান কমিউনিস্ট পার্টির দিকে চালিত। এ পার্টিকে তারা গণতান্ত্রিকতা-বিরোধী বলে কুৎসা ও অভিযুক্ত করে।

আমাদের ব্যাপক অভিজ্ঞতা থেকে আমরা জানি যে বিশ্ব শক্তিসমূহের সম্পর্কের ইতিবাচক পরিবর্তনসমূহ এবং তার ফলস্বরূপ সংগ্রামের বিষয়গত অবস্থার উন্নতি আপনা-আপনি আমাদের পার্টিকে সবল করে না। প্রগতিশীল শক্তিসমূহ, সর্বাগ্রে কমিউনিস্টরা যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ না করা পর্যন্ত সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার অনুকূল প্রভাব অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে সার্থক হয় না। আর আমরা আপনাদের আশ্বাস দিতে পারি যে জি সি পি এক্ষেত্রে শৈথিল্য প্রদর্শন করবে না।

শ্রমিকশ্রেণী তাদের স্বার্থসমূহ ও দাবিদাওয়া নিয়ে সংগ্রামের ক্ষেত্রে সমাজতান্ত্রিক পরিবারভুক্ত দেশগুলির সাফল্যগুলির সদ্ব্যবহার যে তারা করতে পারে এবং করা উচিত তা তাদের বুঝিয়ে দেওয়া আমাদের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য। সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির সঙ্গে সংঘাতের বদলে সহযোগিতা থাকলে তা সফল হতে পারে। একদিকে সমাজতান্ত্রিক বিশ্ব ব্যবস্থার স্বার্থসমূহ, তার ক্রমবর্ধমান ক্ষমতা, অন্যদিকে পুঁজিবাদী দেশগুলিতে গণতন্ত্র ও সমাজ-প্রগতির জন্য সফল সংগ্রাম—এ দুইয়ের মধ্যে কোনো বিরোধ নেই।

সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির প্রতি শ্রমিকদের শ্রেণী-দৃষ্টিভঙ্গি প্রসারিত করা আমাদের লক্ষ্য। সমাজতান্ত্রিক বিশ্ব ব্যবস্থা সমস্ত দেশের শ্রমিকশ্রেণীর প্রধান কীর্তি—একথা আমরা যত বেশি ছড়িয়ে দিতে পারব, ততটা অধিক পরিমাণে আমাদের দেশের শ্রমিকরা তাদের দাবি-দাওয়ার জন্য লড়াই করতে পারবে। সেই সঙ্গে আমরা জনগণকে বলব, জার্মান গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের অর্জিত ফলসমূহ শুধুমাত্র সেই সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের জনগণের স্বার্থই সিদ্ধ করে না, এফ আর জি-র শ্রমজীবী জনগণের স্বার্থও সিদ্ধ করে। সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ার আরো শক্তি বৃদ্ধি এফ আর জি-তে আমাদের পার্টিসহ শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনের সংগ্রাম-পরিস্থিতিসমূহের উন্নতি ঘটায়।

এ মার্টিনেজ ভারদুগো, সাধারণ সম্পাদক,
মেক্সিকান কমিউনিস্ট পার্টি

সমাজতন্ত্রের সংহতি—আমাদের বিজয়সমূহের চূড়ান্ত উপাদান দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ফ্যাসিবাদের পরাজয়ের ফলে সমাজতান্ত্রিক পরিবারের আবির্ভাব বিশ্ব-বৈপ্লবিক ও শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনের এক নতুন পর্যায় উন্মুক্ত হল। শ্রমিকশ্রেণীর সংগ্রামে ও সাম্রাজ্যবাদী শোষণ কবলিত জাতিসমূহের মনে এ এক বিরাট উদ্দীপনা জাগাল। এশিয়া-আফ্রিকায় ঔপনিবেশিক শোষণ অবসানের নতুন সুযোগ সৃষ্টি হল এবং গণতন্ত্রের বিকাশ ও অনারিষ্কৃত পথে সমাজতন্ত্রের অগ্রগতির জন্য নতুন নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হল। বিশ্বে ধনতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের, আন্তর্জাতিক প্রতিক্রিয়া ও বিপ্লবী গণতান্ত্রিক ও সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী আন্দোলনের সংঘাতে এক নতুন শক্তি-সম্পর্ক রূপ পরিগ্রহ করল। বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার অভ্যুদয়ে সাম্রাজ্যবাদীদের প্রতিবিপ্লব রপ্তানির ক্ষমতা যথেষ্ট হ্রাস পেল।

লাতিন আমেরিকায় কিউবার বিপ্লব এ মহাদেশের অবস্থার মৌল পরিবর্তন ঘটাল। ফ্যাসিবাদের পরাজয়ের এবং সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা গঠনের পর উদ্ভূত শক্তি সম্পর্কের এ একটা বড় প্রমাণ। ঐ বিপ্লবের সমাজতান্ত্রিক স্তরে দ্রুত অগ্রগতি, সামরিক হস্তক্ষেপ বা অর্থনৈতিক ও কূটনৈতিক অবরোধের দ্বারা একে দাবিয়ে রাখার সর্বপ্রকার প্রয়াস ব্যর্থ হবার কারণ সমাজতান্ত্রিক শিবিরের অস্তিত্ব, কিউবাকে সমস্ত সমাজতান্ত্রিক দেশের, বিশেষত সোভিয়েত ইউনিয়নের চূড়ান্ত এবং সর্বাঙ্গীণ সাহায্য দান।

সমাজতান্ত্রিক বিশ্বব্যবস্থা গঠনের সঙ্গে সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদ এবং অভ্যন্তরীণ প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে সংগ্রাম জোরদার করার যে সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে তা কয়েকটি লাতিন আমেরিকান দেশের অর্জিত ফলাফলের দৃষ্টান্তসমূহ তুলে বোঝানো যেতে পারে। তারা তাদের জাতীয় সম্পদের ওপর অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেছে। পূর্বে ঐ সম্পদ সাম্রাজ্যবাদ, প্রধানত উত্তর আমেরিকানরা আত্মসাৎ করত। বর্তমানে তারা স্বাধীন বিকাশের ভিত্তি গড়েছে।

পূর্ণ জাতীয় সার্বভৌমত্ব, রাজনৈতিক স্বাধীনতা এবং সমাজতান্ত্রিক পরিপ্রেক্ষিত সহ সুগভীর সামাজিক-অর্থনৈতিক পরিবর্তনের জন্য মেক্সিকান জনগণের সংগ্রাম সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির সমর্থন দ্বারা পুষ্ট এবং সহজতর হয়েছে। এ কারণেই সমাজতান্ত্রিক শক্তিগুলির সংহতি ও ঐক্যকে আমরা আমাদের সংগ্রাম জয়ের ক্ষেত্রে চূড়ান্ত উপাদান বলে মনে করি।

মেক্সিকো ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার পঞ্চাশ বছর সম্প্রতি পূর্ণ হয়েছে। এই সুদীর্ঘকাল মেক্সিকোর জনগণ দেখেছে মেক্সিকানদের অতীব গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্যগুলির ওপর তাদের সক্রিয় প্রভাব, দেখেছে আমাদের সার্বভৌমত্বের প্রতি মর্যাদাদানে তারা দৃষ্টান্তস্বরূপ, বিভিন্ন সামাজিক ব্যবস্থাসম্পন্ন রাষ্ট্রগুলির শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান নীতিসমূহের মূর্ত প্রতীক।

অর্থনৈতিক প্রগতি অর্জনে, জীবনধারার মানোন্নয়নে, পূর্বতন পশ্চাৎপদকে অগ্রগামী রাষ্ট্রে পরিণত করতে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির প্রভূত সাফল্যসমূহ আমাদের কাছে এক উদ্দীপনাময় দৃষ্টান্ত এবং আমাদের পার্টির ষষ্ঠদশ

কংগ্রেসের নতুন কর্মসূচী রচনাকালে বহু মৌল সিদ্ধান্তে উপনীত হবার এটাই ছিল ভিত্তি।

পিয়েতার কুনিমান, প্রেসিডেণ্ট, শ্রীলঙ্কার কমিউনিস্ট পার্টি

আমাদের জনগণকে প্রদত্ত সাহায্য আমরা কখনই ভুলব না

বিগত তিন দশক ধরে বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার অভ্যুদয়, বিকাশ ও সংহতি অন্যান্য দেশের মতো এ সময়ে শ্রীলঙ্কার উদ্ভূত পরিস্থিতির ওপর চূড়ান্ত প্রভাব ফেলেছে। সাধারণভাবে দেশের রাজনৈতিক এবং সামাজিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতির বিকাশের ক্ষেত্রে এ প্রভাব পরিস্ফুট হয়েছে এবং সেই সঙ্গে শ্রীলঙ্কার কমিউনিস্ট পার্টি বৃদ্ধি এবং জনগণের মধ্যে তার নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব বিস্তারেও তা লক্ষিত হয়েছে।

বিগত তিন দশকে শ্রীলঙ্কার জীবনে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হল শতাব্দীব্যাপী বিদেশী ঔপনিবেশিক শাসন অবসানের পর রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভ। রাজনৈতিক স্বাধীনতা পুনঃপ্রতিষ্ঠার সংগ্রাম তিনটি পর্যায়ে অতিক্রান্ত হয়েছে—১৯৪৮ সালে অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা, ১৯৫৬ সালের পর প্রতিরক্ষা ও পররাষ্ট্র বিষয়ে ওই স্বাধীনতার বিস্তার এবং বর্তমান যুক্তফ্রন্ট সরকার (শ্রীলঙ্কার কমিউনিস্ট পার্টিও যার শরিক)-এর উদ্যোগে নতুন সংবিধান জারি এবং সার্বভৌম ও স্বাধীন শ্রীলঙ্কা প্রজাতন্ত্র ঘোষিত হবার মধ্য দিয়ে ১৯৭২ সালে পূর্ণ রাজনৈতিক স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা।

আমাদের রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জনের সংগ্রাম সর্বস্তরে বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থাভুক্ত দেশগুলির কাছ থেকে, বিশেষ করে তার অগ্রণী শক্তি সোভিয়েত ইউনিয়নের কাছ থেকে যে সংহতি ও সমর্থন লাভ করেছে তা আমাদের সংগ্রামের সাফল্য সুনিশ্চিত করার পক্ষে একটি গুরুত্বপূর্ণ এবং চূড়ান্ত উপাদান হয়েছে।

বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার অস্তিত্ব, আন্তর্জাতিক ঘটনাবলীর ওপর তার প্রভাব এবং সাম্রাজ্যবাদ ও পুঁজিবাদের কাছে তার দুর্জয় চ্যালেঞ্জ সাম্রাজ্যবাদীদের পক্ষে রাজনৈতিক স্বাধীনতার লড়াই দমন করা অতীতের তুলনায় অনেক কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের বিরুদ্ধে তাদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ষড়যন্ত্রের ক্ষমতাও এতে যথেষ্ট খর্বিত হয়েছে।

বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিকাশ এবং সংহতির ফলেই সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি শ্রীলঙ্কা ও অনুরূপ দেশগুলিকে শুধুমাত্র নৈতিক ও রাজনৈতিক সমর্থন দানই করে নি, সেই সঙ্গে সক্রিয় বৈষয়িক সাহায্য দিয়েছে—আর এ সাহায্য এখনও অব্যাহত আছে।

সংকটজনক মুহূর্তগুলিতে যখন তারা সাম্রাজ্যবাদী একচেটিয়াপতিদের চক্রান্ত ও ব্ল্যাকমেলের ফলে অথবা শ্রীলঙ্কার ওপর পুঁজিবাদী বিশ্ব ব্যবস্থার গভীর ও ক্রমবর্ধমান বিশ্ব সংকটের প্রভাবে গুরুতর অর্থনৈতিক দুর্ভোগ এবং খাদ্যসহ নিত্য ব্যবহার্য সরবরাহের ঘাটতির সম্মুখিন হয়েছে তখন তাদের সাহায্যে বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থাভুক্ত দেশগুলি যেভাবে এগিয়ে এসেছে শ্রীলঙ্কার জনগণ তা কোনোদিন ভুলতে পারে না।

সেইসঙ্গে তারা এ-ও ভুলতে পারে না সোভিয়েত ইউনিয়নের সাহায্যের ফলেই তারা শ্রীলঙ্কায় ব্যবসা কার্যে নিযুক্ত আন্তর্জাতিক তৈল একচেটিয়াপতিদের সামনে দাঁড়াতে এবং জাতীয়করণ করতে সমর্থ হয়েছিল। আর সম্প্রতি আবার সোভিয়েত ইউনিয়নের সাহায্যে শ্রীলঙ্কা তার নিজের তৈল সম্পদ আবিষ্কার করতে পেরেছে। এভাবে আমাদের অর্থনৈতিক উন্নয়নের নতুন ও উজ্জ্বলতর সম্ভাবনা উন্মুক্ত হয়েছে।

রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে শিল্পোন্নয়ন শ্রীলঙ্কার সাম্প্রতিক একক উন্নয়নের প্রধান বৈশিষ্ট্য। তাও সম্ভব হয়েছে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির সাহায্যের ফলে। এ শিল্পগুলির মধ্যে পড়ে লৌহ ও ইস্পাত, রবার তৈরি, বয়নশিল্প, খাদ্য-শিল্প ও গুদামজাত করা এবং আমাদের অর্থনীতির পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ এমন আরো অনেক। জল-বিদ্যুৎ উন্নয়ন, সেচ এবং গৃহনির্মাণ প্রভৃতির ক্ষেত্রেও আমাদের অনুরূপ সহযোগিতা দান করা হয়েছে।

সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি প্রদত্ত সহযোগিতার একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে, এ সহযোগিতা আমাদের অর্থনীতিকে দৃঢ়তর এবং আরো স্বাধীন ও সুস্থির করে তুলতে সাহায্য করছে। সমাজতান্ত্রিক শিবিরের দেশগুলির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্বপূর্ণ ও পারস্পরিক সুবিধাযুক্ত সম্পর্ক যে অর্থনৈতিক স্বাধীনতা প্রচেষ্টার সংগ্রামের এক গুরুত্বপূর্ণ উপাদান সে উপলব্ধি শ্রীলঙ্কার সর্বস্তরের সাম্রাজ্যবাদবিরোধী ও প্রগতিশীল শক্তিগুলির মধ্যে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

মুদ্রাস্ফীতি, গভীর সংকট এবং অন্যান্য অর্থনৈতিক বিশৃঙ্খলা যা সাম্রাজ্যবাদী ও পুঁজিবাদী দেশগুলিকে প্রপীড়িত করছে সেগুলি সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিকে স্পর্শ করতে পারবে না—এ সত্য অধিকতর সংখ্যক মানুষের মনে প্রত্যয় জাগাচ্ছে যে শ্রীলঙ্কার ও তার জনগণের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের একমাত্র আশা নিহিত আছে সমাজতন্ত্রমুখী অ-পুঁজিবাদী পথ অনুসরণের মধ্যে।

ক্রমবর্ধমান রাজনৈতিক সচেতনতা এবং বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার সাফল্যের প্রভাবে জনগণের বহুমুখী গণচেতনা শ্রীলঙ্কার কমিউনিস্ট পার্টির কাজে অনেকটা সাহায্য করছে। ফ্যাসি-বিরোধী যুদ্ধ চলাকালে ১৯৪৩ সালে আমাদের পার্টি গঠিত হয় এবং বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা উদ্ভবের ফলে সেই গোড়ার দিনগুলিতে আমাদের পার্টির দৃষ্টিভঙ্গি ছিল যে শ্রীলঙ্কায় ও অন্যত্র জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের ভবিষ্যৎ সাফল্যের জন্য ফ্যাসিবাদকে পরাজিত করার জরুরী প্রয়োজন রয়েছে। (সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী আরো কয়েকটি অংশের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে এই দৃষ্টিভঙ্গি ভিন্ন)। আমাদের মুক্তি আন্দোলনের সাফল্য অর্জনের জন্য সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ও সহযোগিতামূলক সম্পর্ক যে অপরিহার্য শর্ত তা আমাদের দেশে আমাদের পার্টিই সর্বপ্রথম জোর দিয়ে বলেছিল এবং স্বভাবতই আমরা আনন্দিত যে বর্তমানে তা সাম্রাজ্যবাদবিরোধী ও প্রগতিশীল আন্দোলনের ব্যাপকতম অংশের সাধারণ নীতিতে পরিণত হয়েছে।

অর্থনীতি, সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এবং মানবিক চাহিদাগুলির পূরণে বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিরাট সাফল্যসমূহ, শান্তির সপক্ষে এবং ঔপনিবেশিকতাবাদ ও নয়া-ঔপনিবেশিকতাবাদের বিরুদ্ধে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির দৃঢ়পণ সংগ্রাম এবং জাতীয় মুক্তি আন্দোলনে তাদের সহযোগিতা বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র ও মার্কসবাদ-লেনিনবাদের প্রতি গভীর আগ্রহ সৃষ্টি করেছে এবং এভাবে আমাদের পার্টির কাজকে অনেকটা সাহায্য করেছে।

শ্রীলঙ্কার কমিউনিস্ট পার্টি অন্যান্য প্রগতিশীল শক্তির সঙ্গে মিলিত হয়ে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিকে অভিনন্দন জানায়, তাদের নব নব সাফল্য কামনা করে এবং তারা সর্বদা আমাদের যে সাহায্য ও সমর্থন দিয়েছে তার জন্য ধন্যবাদ জানায়।

আর দারিও সুজা
পানামার পিপলস পার্টির সাধারণ সম্পাদক

সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির অভিজ্ঞতা থেকে আমরা লাভবান হয়েছি। গৃহযুদ্ধের সময় আমার এক বন্ধু নাবিক হিসেবে সোভিয়েত রাশিয়া সফর করে। ঘটনাবলী সম্পর্কে তার আবছা ধারণা ছিল, কিন্তু সে প্রত্যক্ষ করল জনগণ উন্নত ধরনের জীবনের জন্য সংগ্রাম করছে। সে এগুলো সম্পর্কে আরো জানতে চাইল এবং সেই আগ্রহ তাকে সমাজতান্ত্রিক ভাবধারার সংস্পর্শে নিয়ে এল। যখন এই নতুন ব্যবস্থা বহু দেশে শেকড় গাড়ল এবং এক বিশ্ব ব্যবস্থায় পরিণত হল আমার বন্ধু অবশেষে সিদ্ধান্তে উপনীত হল যে এ কোনো আচমকা ঘটনা নয়, ইতিহাসের নিয়ম। সে তার নিজ দেশের রাজনৈতিক সংগ্রাম সম্পর্কে উৎসাহী হল এবং এ তাকে কমিউনিস্টদের কাছে নিয়ে এল।

সমাজতান্ত্রিক বিশ্ব ব্যবস্থার অভ্যুদয় ব্যক্তিজীবনে এবং সেইসঙ্গে অনেক অনেক জাতির সামগ্রিক জীবনে এক গভীর প্রভাব ফেলে। এর ফলে নতুন সামাজিক ব্যবস্থা সম্পর্কে বিশ্বাস দৃঢ়তর হয়। সমাজতন্ত্র খাঁটি রাশিয়ার ঘটনা এবং তা সেখানেও সাময়িক বলে যে দাবি করা হত তা ভ্রান্ত প্রমাণিত হল। উচ্চ আদর্শ জীবনের এক স্থায়ী সত্যে পরিণত হল। দুনিয়া জুড়ে মানুষ দেখল যে তাদের সংগ্রামের একটা ভবিষ্যৎ আছে এবং তা সাফল্যলাভ করতে পারে। একই সময়ে পুঁজিবাদের গভীরতর সাধারণ সংকট এবং সংগ্রামী জাতিগুলিকে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির সাহায্য পৃথিবীর শক্তি বিন্যাসের বদল ঘটাল, বহুদেশে জাতীয় মুক্তি ও বিপ্লবী আন্দোলনগুলির জয়লাভে সাহায্য করল এবং সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সফল প্রতিরোধ সম্ভব করে তুলল। কিউবা, চীন, ভিয়েতনাম, বহু আফ্রিকান ও অন্যান্য রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে একথা সত্য।

পানামার গণআন্দোলনের পূর্বে কোনো রাজনৈতিক ভিত্তি ছিল না এবং তা বুর্জোয়া ভাবাদর্শের দ্বারা প্রভাবিত ছিল। এ আন্দোলনও কার্যক্ষেত্রে সমাজতান্ত্রিক ধ্যান-ধারণার দৃঢ় প্রভাব অনুভব করতে শুরু করল। কমিউনিস্টদের একটি দল গঠন, দেশে তাদের মর্যাদা বৃদ্ধি, সামাজিক প্রক্রিয়াগুলোতে তাদের প্রভাব বৃদ্ধি—এ সবের প্রত্যক্ষ কারণ নিহিত আছে সমাজতান্ত্রিক বিশ্ব ব্যবস্থার অস্তিত্ব, তার সাফল্যসমূহ এবং সমাজতান্ত্রিক পরিপ্রেক্ষিতের ওপর আমাদের জনগণের ক্রমবর্ধমান বিশ্বাসের মধ্যে।

সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার ইতিহাস অনুসন্ধানকালে বিশ্বের প্রথম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র সোভিয়েত ইউনিয়নের বিশেষ ভূমিকার কথা উল্লেখ না করে পারা যায় না। তাদের বিপ্লব জয়ের পর, তাদের জাতিসমূহ বহুকাল ধরে বিশ্ব-সাম্রাজ্যবাদের সম্মিলিত শক্তির মোকাবিলা করেছে এবং তারপর অবর্ণনীয় অসুবিধা ভোগ করে দু কোটি মানুষের জীবনের বিনিময়ে তারা ফ্যাসিবাদকে পরাজিত করে। সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্টদের এবং অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশের দৃষ্টান্ত, তাদের অভিজ্ঞতা ও সাফল্যসমূহ আমাদের সংগ্রামে সর্বদাই উৎসাহ যুগিয়েছে। সে সংগ্রাম সর্বদাই কঠিন হয়েছে এবং এখনও রয়েছে।

স্থায়ী শান্তির সংগ্রামে সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং সমাজতান্ত্রিক পরিবারভুক্ত দেশগুলির প্রয়াসের অর্থ আমাদের জনগণের কাছে অনেক। দুই মহাসাগর সংযোগী একটি খাল দ্বারা বিভক্ত দেশ পানামা বিশ্বের রাজনৈতিক পরিবেশের পরিবর্তনগুলি অনুভব করে। যুদ্ধের হুমকি অর্থ ক্রমবর্ধমান সাম্রাজ্যবাদী চাপ; শান্তি আরো সফল প্রগতিশীল কাজের পরিবেশ সৃষ্টি করে। পানামাবাসীরা এটুকু খুব ভালোভাবেই উপলব্ধি করে। সমাজতান্ত্রিক পরিবারভুক্ত দেশগুলি শান্তির পক্ষে দৃঢ়ভাবে দাঁড়ানোর ফলে এবং পানামায় তাদের মর্যাদা বৃদ্ধি পাওয়ায় আমাদের পার্টির প্রভাব বৃদ্ধির পক্ষে অনুকূল অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে।

অমাদের ভ্রাতৃপ্রতিম সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির অভিজ্ঞতা যা আমরা অধ্যয়ন করছি এবং আমাদের জাতীয় পরিস্থিতির সঙ্গে মিলিয়ে ব্যাখ্যা করছি—সেগুলি আমাদের সংগ্রাম কর্মসূচী, রণনীতি ও রণকৌশল নির্ণয়ে সাহায্য করে। বিশেষত অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে এটা পরিলক্ষিত হয়। আমাদের পার্টি সক্রিয়ভাবে নতুন ধাঁচের অর্থনৈতিক সংগঠন এবং উৎপাদন সম্পর্ক সমর্থন করে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, জমির সরকারী মালিকানা ভিত্তিক সমবায়ী খামার, উৎপাদনোপায়ের যৌথ মালিকানা ভিত্তিক শিল্প সমবায় এবং রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রের বিকাশ। রাজনৈতিক প্রশ্নগুলি মীমাংসার সঙ্গে পার্টি এ সমর্থনকে যুক্ত করেছে। সরকারের প্রগতিশীল শক্তিগুলিকে সমর্থন করার সঙ্গে সঙ্গে পার্টি শ্রমিক-কৃষক মৈত্রী দৃঢ় করতে ও সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী যুক্তফ্রন্ট গড়ে তুলতে সক্রিয় এবং একটি প্রকৃত জনপ্রিয় সরকার গড়ার জন্য সংগ্রাম করে।

পানামার পিপলস পার্টি সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির সঙ্গে সংযোগ, তাদের সঙ্গে অর্থনৈতিক ও কূটনৈতিক বন্ধন ঘনিষ্ঠতর করার দাবি জানায়। সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে মোকাবিলায় আমরা একে সাফল্যের গ্যারান্টি বলে মনে করি, আমাদের স্বাধীনতা ও প্রগতিশীল বিকাশের ক্ষেত্রে সবচেয়ে কাঙ্ক্ষিত বিষয় বলে মনে করি।

সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির কমিউনিস্টদের অভিজ্ঞতা পার্টি সংগঠনের লেনিনীয় নীতিসমূহের সার্বজনীন যথার্থ্যকে দৃঢ়ভাবে প্রতিপন্ন করে। আমাদের কাছে এ অভিজ্ঞতার মূল্য যথেষ্ট। সমাজতান্ত্রিক পরিবারের কমিউনিস্টরা আমাদের সামনে সুন্দর দৃষ্টান্ত তুলে ধরেন, প্রত্যেক দেশের সুনির্দিষ্ট, প্রায়শই বিচিত্র অবস্থায় কিভাবে সৃজনশীলতার সঙ্গে মূল সূত্রগুলিকে প্রয়োগ করা যায়। এ অভিজ্ঞতায় আমরা খুব উপকৃত হয়েছি। সমাজতান্ত্রিক বিশ্ব-ব্যবস্থার অস্তিত্বই আমাদের সংগ্রামে ও জয়লাভে সাহায্য করে।

সাধারণ সম্পাদক, সেনেগালের আফ্রিকান ইন্ডিপেন্ডেন্স পার্টি

নতুন ধরনের পার্টির জয়

মহান অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব শুধুমাত্র প্রথম বিজয়ী প্রলেতারীয় বিপ্লব নয়, নতুন ধরনের বিপ্লবী পার্টি যার নীতিসমূহ লেনিন নির্ধারণ করেন, তার জয়লাভের এটাই হল প্রথম ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত। অন্যান্য দেশে সমাজতন্ত্রের জয়ে লেনিনীয় নীতিগুলি পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হল।

অবশ্য, প্রলেতারিয়েতের উৎপত্তি ও বিকাশ হয় দেশীয় মাটিতে, যার ওপর ভিত্তি করে মার্কসবাদী-লেনিনবাদী পার্টি বিষয়গত অবস্থা অনুসারে তার নীতিসমূহ, কৌশল ও কর্মসূচী নির্ণয় করে। কিন্তু প্রত্যেক দেশের শ্রমিক-শ্রেণী বিশ্ব-বিপ্লবী অভিজ্ঞতা থেকে লাভবান হয়। সমাজতন্ত্রের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সামাজিক অগ্রগতি-সমূহ যে সমস্ত দেশে প্রলেতারিয়েত ক্ষমতাসীন নেই সেখানে ঐ শ্রেণীর বিকাশকে প্রভাবিত করে; অন্যদিক থেকে

শেষোক্তদের অভিজ্ঞতা সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির ক্ষমতাসীন শ্রমিকশ্রেণীর কর্মকাণ্ডকে প্রভাবিত করে।

আজ যখন আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের বিকাশ অভূতপূর্ব মাত্রায় সংগ্রাম চালানো সম্ভব করেছে, যখন শ্রমিকশ্রেণীর আন্তর্জাতিক চরিত্র পূর্বাপেক্ষা বলিষ্ঠতর রূপে মূর্ত হয়েছে, তখন যৌথ মূল্যায়ন ও সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে সাধারণ কর্মনীতি এবং যুক্ত দায়িত্ব নির্ণয়ে আমাদের সমগ্র অভিজ্ঞতা বিনিয়োগ করা উচিত। কমিউনিস্ট আন্দোলনের প্রত্যেকটি অংশ আন্তর্জাতিক বৈঠকগুলি থেকে লাভবান হতে পারে। তত্ত্বের ক্ষেত্রে নতুন অভিজ্ঞতাসমূহ যুক্ত করে এবং ভ্রাতৃপ্রতিম পার্টিগুলির বন্ধন দৃঢ়তর করে ঐ বৈঠকগুলি সামগ্রিকভাবে আন্দোলনকে সমৃদ্ধ করে।

তার জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দায়িত্বগুলি প্রসারিত করার ক্ষেত্রে আমাদের পার্টি আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট সম্মেলনগুলির সিদ্ধান্তকে সর্বদাই গুরুত্বপূর্ণ মনে করেছে। যেসব মৌল প্রসঙ্গ যৌথ দৃষ্টিভঙ্গি দাবি করে সেগুলি সম্পর্কেই যুক্ত কার্যক্রমসমূহ রচিত হয়—এই সিদ্ধান্তসমূহ ও নির্দেশক নীতিসমূহের ভিত্তিতে সর্বদাই তার রণনীতি ও রণকৌশল তৈরি হয়। কমিউনিস্ট ফোরামগুলির সমাবেশের চেতনা আমাদের পার্টিকে তার ১৪ বছরের বে-আইনী অবস্থায় সংগ্রামকালে উৎসাহিত করেছে এবং তার অর্জিত সাফল্যগুলি আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলন এবং সমাজতান্ত্রিক বিশ্ব-ব্যবস্থার সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত রয়েছে।

সাধারণ সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ফ্রন্টের নেতৃশক্তি আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলন একই সঙ্গে প্রলেতারীয় আন্তর্জাতিকতাবাদের সর্বাপেক্ষা সুস্পষ্ট রূপ। সেনেগালের আফ্রিকান ইণ্ডিপেণ্ডেন্স পার্টি অন্যান্য ভ্রাতৃপ্রতিম দলগুলির সহযোগিতায় মার্কসবাদ-লেনিনবাদের ভিত্তিতে দৃঢ়তর কমিউনিস্ট ঐক্যের সপক্ষে কাজ করে যাবে। মৌল দায়িত্বগুলি পালনে, বিশেষত সেনেগালে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য সামনে রেখে জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লব সমাধা করার ব্যাপারে আমরা বিশ্ব-বিপ্লবী অভিজ্ঞতা কাজে লাগাতে থাকব।

মানবিক সুখ সুনিশ্চিত করতে সক্ষম এবং বিশ্ব বিকাশের চূড়ান্ত উপাদানরূপে একটি সামাজিক ব্যবস্থা সমাজতন্ত্র উচ্চ লক্ষ্যের প্রকৃত রাস্তা দেখায় এবং এ পথের প্রতিনিধি সমাজতান্ত্রিক বিশ্ব-ব্যবস্থা সমস্ত জাতির দৃঢ় প্রাচীররূপে বিরাজ করে। সমস্ত প্রগতিশীল প্রবণতার সমর্থনপুষ্ট সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশ বিশ্ব শান্তি ও প্রগতির পক্ষে সংগ্রামরত শক্তিগুলির ক্ষমতা সর্বদা গড়ে তোলার মূল দায়িত্ব পালন করছে। উপাদানগুলি সমাজতান্ত্রিক বিশ্ব পরিবারকে শক্তিশালী করার সঙ্গে সঙ্গে আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট ও সাধারণ সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী আন্দোলনগুলিকে দৃঢ়তর করছে। আমার যুগে বিশ্বের সমস্ত সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ও কমিউনিস্ট শক্তির সংহতির প্রয়োজন খুব বেশি।

আর্মাণ্ড নিকোলাস, মার্টিনিক কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক।

বিপ্লবী আন্দোলনের প্রেরণাদায়ী শক্তি

বিশ্ব-যুদ্ধোত্তর কালের প্রধান ঘটনা হল সমাজতান্ত্রিক বিশ্ব ব্যবস্থার উদ্ভব। বিগত ৩০ বছর এ ব্যবস্থা বিশ্বের ঘটনাবলীকে প্রভাবিত করেছে।

১৯১৭ সালের অক্টোবর বিপ্লবের জয়ের পর বিশ্বের প্রথম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠন ব্যতিক্রম হলেও একটি অবিস্মরণীয় ঘটনা বলে বিবেচিত হতে পারে। আমাদের বিশ্বের এক বিরাট অংশ জুড়ে বহু সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের অভ্যুদয়ে এক অনস্বীকার্য বাস্তব দৃষ্টান্ত উপস্থাপিত হল যে বিশ্বময় সমাজতন্ত্রের সুনিশ্চিত জয় হবেই। এ কারণেই সমাজতান্ত্রিক পরিবারের জন্ম বিপ্লবী আন্দোলনকে উজ্জীবিত করে।

অনেক কষ্ট, সাম্রাজ্যবাদী আক্রমণ এবং অনভিজ্ঞতাজাত ভুল-ভ্রান্তি সত্ত্বেও নবীন সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলি কয়েক বছরের মধ্যেই প্রকৃত বিস্ময়কর পরিবর্তনসমূহ সিদ্ধ করল। যেখানে পুঁজিবাদী শ্রেণী গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় সমস্যাগুলি সমাধানে ব্যর্থ হয়েছিল সে দেশগুলি বিপ্লবের পর প্রকৃত ঐতিহাসিক স্তরগুলি অতিক্রম করল, জনগণের কাছে অত্যন্ত কঠিন প্রশ্নগুলির সমাধান উপস্থিত করল। বৃহৎ পরিধির এই ঘটনাটি বহু জাতির কাছে প্রকৃত উপলব্ধির আকারে উদ্ভাসিত হল। এ কারণেই সমাজতন্ত্রের ও কমিউনিজমের মর্যাদা এত বৃদ্ধি পেয়েছে।

মার্টিনিকের কমিউনিস্ট আন্দোলনের সূত্রপাত হয় ১৯২০ সালে, তা খুব ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পেতে থাকে। সাধারণ গণ-আন্দোলনের মতন সেটা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রাক্কালে তা আরো সক্রিয় হয়ে ওঠে। ১৯৩৬ সালে মার্কসিস্ট গোষ্ঠীগুলি ফরাসী কমিউনিস্ট পার্টির মার্টিনিক ফেডারেশন গড়ার জন্য ঐক্যবদ্ধ হল। শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবী সংগঠনগুলি গড়ার কৃতিত্ব তাদেরই প্রাপ্য। তা সত্ত্বেও কমিউনিস্টদের সংখ্যা ছিল নিতান্ত নগণ্য। ১৯৪৫ সালের আগ পর্যন্ত আমাদের দ্বীপে কমিউনিস্ট আন্দোলন খুব একটা এগোয় নি।

সোশ্যাল ডেমোক্রাট নেতৃবৃন্দ বুর্জোয়াদের সঙ্গে জোটবদ্ধ হয়েও নির্বাচনে উৎখাত হল। অন্যদিকে কমিউনিস্টরা প্রায় ৬০ শতাংশ ভোট পেল এবং দুটি প্রধান শহর (ফোর্ট-দ্য-ফ্রান্স এবং লেমেণ্টিন) সহ বহু পৌরসভায় নির্বাচিত হল। ফরাসি জাতীয় সভায় দুই মার্টিনিক ডেপুটি ছিলেন কমিউনিস্ট।

জাতীয় বুর্জোয়া ও ফরাসি সরকারকে দিয়ে জনগণের দাবি-দাওয়া পূরণ করাবার স্বার্থে কাজ করে কমিউনিস্টরা জনতার শীর্ষে তাদের আসন করে নিল। তারা ঔপনিবেশিক শাসনের অবসান দাবি করল এবং এমন ধরনের সামাজিক প্রগতির নীতি দাবি করল যার ফলে মার্টিনিকানবাসী ফরাসিরা তাদের দেশে ঐসব সুবিধা লাভ করে। এ ব্যাপারে আমরা ফরাসি গণতান্ত্রিক শক্তিগুলির সমর্থন পেলাম। ১৯৪৫ সালে সরকারে ঐ শক্তিসমূহের প্রতিনিধিরা ছিলেন। আমরা ঔপনিবেশিক রাজত্বের বদলে সম জাতিগুলোর গণতান্ত্রিক ও স্বেচ্ছামূলক জোট গড়ার দাবি জানালাম।

কিন্তু শুধুমাত্র এফ সি পি-র জঙ্গীপনা এবং প্রভাব ১৯৪৫ সালে মার্টিনিকে কমিউনিস্ট আন্দোলনকে চাঙ্গা করে নি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে সোভিয়েত ইউনিয়নের ভূমিকা এবং মধ্য ও দক্ষিণ-পূর্ব ইয়োরোপীয় দেশগুলিতে জনগণের বিজয়ে জনগণতন্ত্রের সূচনার মধ্যে প্রধান কারণ অনুসন্ধান করা যেতে পারে। ১৯৪৯ সালে চীনা গণপ্রজাতন্ত্র গঠনের মধ্য দিয়েও সমাজতান্ত্রিক শিবিরের প্রভাব বাড়ল।

মার্টিনিকান কমিউনিস্টরা দক্ষিণপন্থী শোধনবাদের নেতিমূলক প্রভাবগুলির অভিজ্ঞতা ভোগ করেছে। কিন্তু দক্ষিণ ও 'বাম' শোধনবাদীদের বিরুদ্ধে মার্কসবাদী-লেনিন-

বাদীদের দৃঢ়পণ সংগ্রামে কমিউনিস্ট আন্দোলন শক্তিশালী হয়েছে।

আমাদের দেশের অতি সন্নিকটে যখন কিউবা আমেরিকায় সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পতাকা ঊর্ধ্বে তুলে ধরল, তখন থেকে সমাজতন্ত্রের মর্যাদা বৃদ্ধি পেতে লাগল। কমিউনিস্ট পার্টি ছাড়াও অন্যান্য রাজনৈতিক শক্তি সমাজতন্ত্রকে গ্রহণ করতে আরম্ভ করল। সমস্ত বামপন্থী দল (এম এস পি, সোশ্যালিস্ট পার্টি, প্রগ্রেসিভ পার্টি) এবং সমস্ত ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্র একটি সমাজতন্ত্রমুখী সমাজ গঠনের সাধারণ লক্ষ্য গ্রহণ করেছে।

পুঁজিবাদী বিশ্বের সুস্পষ্ট সংকটের বৈপরীত্যে সমাজতন্ত্রের বর্ধিষ্ণু অর্থনৈতিক শক্তি, সমাজতান্ত্রিক পরিবারভুক্ত দেশগুলির দ্রুত সামাজিক প্রগতি এবং উচ্চ সাংস্কৃতিক মান—এগুলি হচ্ছে মানব প্রগতিকে অনুপ্রেরিত করার প্রধান প্রধান উপাদান।

আমাদের মতো এখনও ঔপনিবেশিক বন্ধন কবলিত জাতিগুলি এবং নয়া-ঔপনিবেশিকতাবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামরত জাতিগুলির কাছে সমাজতান্ত্রিক দুনিয়া নির্ভরযোগ্য সমর্থনের উৎস। যারা বিশ্ব সমাজতন্ত্রের অবস্থানকে খাটো করতে চেষ্টা করে, যারা সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশকে প্রধান অবলম্বনরূপে দেখতে জাতিসমূহকে বাধা দেয় এবং বিশেষত যারা 'দুই বৃহৎ শক্তি' ও সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা 'উবে যাওয়ার' বুলি আওড়ায়, তারা বিভ্রান্তির বীজ বুনে ও সমাজতন্ত্রের ঐতিহ্যমণ্ডিত ভাবমূর্তিকে মসিলিপ্ত করে সাম্রাজ্যবাদীদের হাতে খেলছে।

বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলনের ঘনিষ্ঠ ঐক্য, সফল সমাজতান্ত্রিক গঠনকার্য, সি এম ই এ-র সহযোগিতা, শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান নীতির অগ্রগতি এবং বিশ্ব বৈপ্লবিক আন্দোলনের তিনটি অনুষঙ্গী অংশের ঐক্য—আদর্শ ও বাস্তব রূপে বিশ্বময় এবং মার্টিনিকে ও সমাজতন্ত্রের প্রবল ধারাবাহিক অভিযানের শর্ত।

সমাজতান্ত্রিক প্রগতির ত্রিশ বৎসর

(ঘটনা ও তথ্য)

অগ্রণী ভূমিকায় সমাজতন্ত্র

সমাজতন্ত্রের ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক শক্তি বিশ্ব বিকাশের ক্ষেত্রে এক সুস্থিত এবং চূড়ান্ত প্রবণতা। পৃথিবীতে শিল্পজাত পণ্যোৎপাদনে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার অংশ ১৯৩৭ সালে যেখানে ১০ শতাংশেরও কম ছিল, ১৯৫০ সালে তা বেড়ে গিয়ে দাঁড়ায় আনুমানিক ২০ শতাংশ আর বর্তমানে তা দাঁড়িয়েছে প্রায় ৩৯ শতাংশ। সমাজতান্ত্রিক দেশ ও উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলির তুলনামূলক আনুপাতিক হার বর্তমানে ৭ : ১০।

সমাজতন্ত্রের অনুকূলে এই পরিবর্তনের একটি কারণ এই যে ইয়োরোপ, এশিয়া ও ল্যাটিন আমেরিকার বেশ কিছু সংখ্যক দেশে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের ফলে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পূর্ব আমলের পৃথিবীর মোট আয়তনের ১৭ শতাংশ সমন্বিত সমাজতন্ত্রের ভৌগোলিক চৌহদ্দি এবং মোট জনসমষ্টির ৯ শতাংশ বেড়ে গিয়ে যথাক্রমে ২৬ ও ৩৩ শতাংশে দাঁড়িয়েছে।

কিন্তু এই পরিবর্তন অর্থনৈতিক অগ্রগতি ও দ্রুততর উন্নয়নেরও ফল : ১৯৫১-৭৩ সালের বছরগুলিতে সমাজতান্ত্রিক দেশসমূহে শিল্পপণ্য উৎপাদনের বাৎসরিক হার যেখানে ১০.১ শতাংশ বেড়েছে সেখানে উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলিতে ঐ হার বেড়েছে ৫.৪ শতাংশ আর সামগ্রিক উৎপাদন হার বেড়েছে যথাক্রমে ৯ গুণ ও ৩.৩ গুণ। তাছাড়া, যুদ্ধের পর থেকে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে একদিকে যেমন প্রধানত পরিকল্পিত এবং সুষ্ঠু অর্থনৈতিক উন্নতির এক সুস্থিত হার দেখা গেছে অন্যদিকে পুঁজিবাদী দুনিয়া বিশেষভাবে ১৯৪৮—৪৯ এবং ১৯৫৭—৫৮ সালে অর্থনৈতিক সংকট ও মন্দার আঘাতে জর্জরিত হয়ে পড়েছে। অগ্রণী পুঁজিবাদী দেশ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে, যুদ্ধের পর থেকে পাঁচবার সংকটের উদ্ভব হয়েছে (১৯৪৮-৪৯, ১৯৫৩-৫৪, ১৯৫৭-৫৮, ১৯৬০-৬১ এবং ১৯৬৯-৭১)। সম্প্রতি দুনিয়ার পুঁজিবাদী অর্থনীতির সংকটের চরিত্র আবার ঊর্ধ্বমুখী হয়ে উঠেছে।

উৎপাদন সম্পদের সামাজিক মালিকানার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার উৎকর্ষতার এক উজ্জ্বল স্বাক্ষর হচ্ছে উৎপাদন বৃদ্ধির সুস্থিত উন্নত হার। পঞ্চাশের দশকে ইয়োরোপের জনগণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলিতে জাতীয় আয়ের বেশির ভাগটাই এসেছে সমাজতান্ত্রিক ক্ষেত্রে থেকে। বর্তমানে ফলতঃ শিল্পপণ্য উৎপাদনের সমগ্রটাই আসে সমাজতান্ত্রিক ক্ষেত্র থেকে; অধিকাংশ দেশেই (যুগোশ্লাভিয়া ও পোল্যান্ড বাদে) মোট কৃষি উৎপাদনের শতকরা ৯০ ভাগই সরবরাহ করে এই ক্ষেত্র এবং সমগ্র পাইকারী ব্যবসা ও বৈদেশিক বাণিজ্য এবং ৮০ শতাংশ অথবা তারও বেশি খুচরা ব্যবসায় ও খাদ্য সরবরাহ শিল্প নিয়ন্ত্রণ করে এই ক্ষেত্র।

স্বেচ্ছামূলক যৌথ কৃষিতে সমাজতান্ত্রিক পদ্ধতির প্রবর্তন সম্ভব করে তোলার ফলে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির হারে গতিসঞ্চার হয়েছে।

১৯৪৯ সালে স্থাপিত পারস্পরিক অর্থনৈতিক সহযোগিতা পর্ষৎ (সি এম ই এ)-এর সদস্য হচ্ছে, বুলগেরিয়া, কিউবা, চেকোশ্লোভাকিয়া, জি ডি আর, হাঙ্গেরি, মঙ্গোলিয়া, পোল্যান্ড, রুমানিয়া এবং ইউ এস এস আর প্রমুখ ন-টি সমাজতন্ত্রী দেশ। ১৯৬৪ সাল থেকে পারস্পরিক স্বার্থযুক্ত সি এম ই এ-র কার্যাবলীতে যুগোশ্লাভিয়া অংশগ্রহণ করছে

সরকারী সংখ্যাতত্ত্ব, সি এম ই এ-র তথ্য, সংবাদপত্রের ভাষ্য এবং সি এম ই এ দেশগুলির গ্রন্থাবলীর ভিত্তিতে এই পর্যালোচনা।

এবং পর্বতের কোনো কোনো বিভাগে ভিয়েতনাম গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র এবং কোরীয় জনগণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের পর্যবেক্ষকের মর্যাদা রয়েছে। পৃথিবীর এক-দশমাংশ জনসমষ্টি অধ্যুষিত সি এম ই এ দেশগুলির পণ্যোৎপাদনের পরিমাণ পৃথিবীর মোট পণ্যোৎপাদনের এক-তৃতীয়াংশ, অথবা ইয়োরোপীয় অর্থনৈতিক কমিউনিটির ন-টি দেশের উৎপাদনের আনুমানিক দ্বিগুণ এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উৎপাদনের চেয়েও কিছুটা বেশি। পৃথিবীর জাতীয় আয়ে সি এম ই এ দেশগুলির অংশ ছিল ১৯৫০ সালে ১৫ শতাংশ, ১৯৭৩ সালে তা বেড়ে গিয়ে দাঁড়িয়েছে ২৫ শতাংশ। সি এম ই এ-ভুক্ত চারটি সদস্য দেশ সোভিয়েত ইউনিয়ন, জার্মান গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র, চেকোশ্লোভাকিয়া এবং পোল্যান্ড দুনিয়ার প্রথম দশটি শিল্পোন্নত দেশের মধ্যে পড়ে।

সি এম ই এ এবং ই ই সি-র কিছু কিছু ক্ষেত্রে উৎপাদনের হার ছিল নিম্নরূপ ঃ

	বিদ্যুৎশক্তি 000,000,000 কিলোওয়াট-আওয়ার্স			ইস্পাত 000,000 টন			খনিজ সার 000,000 টন পুষ্টিকর উপাদান		
	১৯৫০	১৯৬০	১৯৭৩	১৯৫০	১৯৬০	১৯৭৩	১৯৫০	১৯৬০	১৯৭৩
সি এম ই এ	১৩৫	৪০৬	১,২২২	৩৬	৮৬	১৭৮	৩·১	৬·৫	২৬·০
ই ই সি-র (ন-টি দেশ)	১৯৩	৪২৬	১,০৩৩	৪৮	৯৮	১৫০	৫·১	১০·৩	১৬·৫

সি এম ই এ দেশগুলিতে গণ উৎপাদনের হার বিশ্বের মোট গণ উৎপাদনের ৩৫·১ শতাংশ (১৯৬৬-৭০-এর গড়)। বীটচিনির উৎপাদন ৫০·৪ শতাংশ, কাঁচা তুলার উৎপাদন ১৮·২ শতাংশ, মাংসের উৎপাদন প্রায় ২০ শতাংশ, এবং মাখনের উৎপাদন প্রায় ৩০ শতাংশ।

সমাজতান্ত্রিক বিশ্ব অর্থনীতিতে সোভিয়েত ইউনিয়ন প্রধান অংশ গ্রহণ করে থাকে। বিশ্বের শিল্পপণ্য উৎপাদনের শতকরা ২০ ভাগ উৎপন্ন করে সোভিয়েত ইউনিয়ন। কয়লা, লৌহ আকর, পিগ লৌহ, কোক কয়লা, খনিজ সার, বৈদ্যুতিক ও ডিজেল লোকোমোটিভ, ট্রাক্টর (পূর্ণ অশ্বশক্তি-সম্পন্ন), সিমেন্ট, চেরা কাঠ, সিমেন্ট, প্রিফেব্রিকেটেড ফেরো-কংক্রিট স্ট্রাকচারাল ইউনিট ও তার অংশ। তুলা ও পশম বস্ত্রশিল্প এবং অন্যান্য মৌলিক শিল্পে সোভিয়েতের স্থান সর্বাগ্রে।

সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির একটি প্রধান অর্থনৈতিক উপাদান হচ্ছে ভ্রাতৃসুলভ পারস্পরিক সহায়তা, অর্থনৈতিক মেলবন্ধন এবং সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক সংহতি। যুদ্ধের শেষ থেকে ১৯৭৩ সাল পর্যন্ত সোভিয়েত ইউনিয়ন অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশে ১,২৬৩টি প্রকল্পে কারিগরি সাহায্য দান করেছে। তার মধ্যে ৭৩২টি প্রকল্পেই সি এম ই এ দেশগুলিতে। এর মধ্যে ১৪০টি পাওয়ার প্ল্যান্ট, ৪০টি ধাতু বিশিষ্টকরণের কারখানা। ১৩২টি যন্ত্রপাতি নির্মাণ এবং ধাতু তৈরি এবং ৫৫টি রাসায়নিক কারখানা। বুলগেরিয়াতে সোভিয়েত সাহায্যে যে সমস্ত কলকারখানা গড়ে উঠেছে তার উৎপাদন মোট ইস্পাত উৎপাদনের ৯০ শতাংশেরও বেশি। লৌহেতর ধাতু উৎপাদনে তার ভাগ প্রায় ৮০ শতাংশ এবং রাসায়নিক দ্রব্য উৎপাদনে তার অংশ অর্ধেকেরও বেশি ঃ হাঙ্গেরিতে ধাতুশিল্পে ব্যবহৃত কোককয়লার সমস্তটা এবং নাইট্রোজেন সারের ৬০ শতাংশই উৎপন্ন হয় সোভিয়েত সাহায্যে গড়ে ওঠা কলকারখানায়; পোল্যান্ডে ৪৫ শতাংশেরও বেশি পরিমাণ ইস্পাতের উৎপাদন ঘটে এই সমস্ত কারখানায়।

১৯৪৯ সাল থেকে ১৯৭১ সালের মধ্যে সমাজতান্ত্রিক গোষ্ঠীভুক্ত দেশগুলি, বিনামূল্যে, ১০,৫০০ মিলিয়ন রুবল মূল্যের কারিগরি এবং ১৪,৫০০ মিলিয়ন রুবল মূল্যের প্রয়োগবিষয়ক তথ্য ও দলিলাদি বিনিময় করেছে। ১৯৭৩ সালের শেষদিকে বহুপাক্ষিক চুক্তির পরিপ্রেক্ষিতে এবং পাঁচ শতেরও বেশি গবেষণা সংস্থার প্রয়াস সংহত করে ৩৭টি বৈজ্ঞানিক এবং প্রয়োগবিষয়ক সমন্বয় কেন্দ্র কর্মরত ছিল। সি এম ই এ দেশগুলিতে প্রায় ১,৬০০ গবেষণা সংস্থা এবং অন্যান্য সংগঠন, ২,০০০-এরও অধিক বৈজ্ঞানিক ও প্রয়োগ-বিষয়ক ক্রিয়াকলাপের যৌথ অথবা স্বীকৃত কাজে অংশগ্রহণ করেছে।

সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির অর্থনৈতিক উন্নতির সাথে সাথেই ঘটেছে বৈদেশিক বাণিজ্যের সম্প্রসারণ। বিশ্বের বৈদেশিক বাণিজ্যে তাদের অংশ ১৯৪৮ সালের ৩·৯ শতাংশ বেড়ে গিয়ে ১৯৭২ সালে দাঁড়িয়েছে ১২ শতাংশ।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে, ইয়োরোপের ভাবী সি এম ই এ সদস্যদের মধ্যে বাণিজ্যের পরিমাণ ছিল তাদের মোট বৈদেশিক বাণিজ্যের প্রায় শতকরা ১২ কিংবা ১৩ ভাগ, আর শুধুমাত্র শতকরা ১ ভাগ ছিল সোভিয়েত ইউনিয়নের সাথে। যুদ্ধের পর থেকে তা দাঁড়িয়েছে ৬০-৬২ শতাংশ সোভিয়েত ইউনিয়নের সাথে বাণিজ্যের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে সি এম ই এ দেশগুলির মোট বিক্রয়ের ৩৬ শতাংশ।

সি এম ই এ এবং উন্নয়নশীল দেশগুলির মধ্যে বাণিজ্যিক এবং অর্থনৈতিক, বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিবিষয়ক সম্পর্ক সম্প্রসারিত হওয়ার সাথে সাথে বাণিজ্যের পরিমাণ ১৯৫৬ সালের ৯০০ মিলিয়ন রুবল থেকে বেড়ে গিয়ে ১৯৭২ সালে দাঁড়িয়েছে ৫,৭০০ মিলিয়ন রুবল। সি এম ই এ দেশগুলি ৬৩টি উন্নয়নশীল রাষ্ট্রে ২,৯০০০ এরও বেশি শিল্প ও অন্যান্য প্রকল্প গঠন করেছে, যেগুলির ৬৫ শতাংশেরও বেশি ইতিমধ্যেই চালু হয়েছে। সি এম ই এ দেশগুলি যে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঋণ দিয়েছে তার পরিমাণ আনুমানিক ১১,০০০ মিলিয়ন রুবল। এই সাহায্য বিশেষভাবে শিল্পক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় সেক্টরের প্রতিষ্ঠা ও তার শক্তিশালীকরণে সুবিধা সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যেই দেওয়া হয়েছে।

সহযোগিতার আর একটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র হচ্ছে ব্যক্তিগত প্রশিক্ষণ। সি এম ই এ দেশগুলির বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজগুলিতে এই সমস্ত উন্নয়নশীল জাতির ২৫,০০০ অব-স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ছাত্রছাত্রী পড়াশুনা করছে। সমাজতান্ত্রিক গোষ্ঠীর দেশগুলির সহায়তায় স্থাপিত উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান, জুনিয়ার কলেজ অথবা বৃত্তিগত প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলিতে এই সমস্ত উন্নয়নশীল দেশের হাজার হাজার লোক পাঠগ্রহণ করছে। যৌথ প্রকল্পগুলিতে সোভিয়েত

ইউনিয়ন একাই প্রত্যক্ষভাবে ৩ লক্ষেরও বেশি দক্ষ শ্রমিক এবং টেক্‌নিসিয়ানকে প্রশিক্ষিত করে তুলতে সাহায্য করেছে।

সমানাধিকার নীতির ভিত্তিতে সমাজতান্ত্রিক ও পুঁজিবাদী দেশগুলির মধ্যে ব্যবসায়িক সম্পর্কও বেড়ে চলেছে। ১৯৭২ সালে সি এম ই এ দেশগুলি এবং যুগোশ্লাভিয়ার সাথে পুঁজিবাদী দেশগুলির বাণিজ্যের মোট পরিমাণ ছিল প্রায় ২০,০০০ মিলিয়ন রুবল, এ পরিমাণ ১৯৬০ সালের মানের তিন গুণেরও বেশি। ১৯৭৩ সালে ইয়োরোপীয় সমাজতান্ত্রিক ও পুঁজিবাদী দেশগুলি প্রায় ৬০০টি অর্থনৈতিক সহযোগিতার লেনদেন সমাধা করেছে।

গুণগত পরিবর্তন

সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির অর্থনৈতিক অগ্রগতির মূল ধারা হচ্ছে অর্থনীতির সমস্ত শাখার শৈল্পিক উন্নয়ন। সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির উন্নয়ন ঘটে ভারী শিল্পের ভিত্তিতে। জাতীয় আয়ে (শতকরা হার) শিল্প ও নির্মাণ-শিল্পের পরিবর্তনশীল হারের মধ্য দিয়েই এই প্রবণতা সূচিত হয়েছে ঃ

	১৯৫০	১৯৭৩
বুলগেরিয়া	৪৩·৪	৫৯·৬(১)
চেকোশ্লোভাকিয়া	৭১·২	৭৪·৫
জি ডি আর	৫৩·১	৬৯·৭
হাঙ্গেরি	৩৫·১	৫৪·৭
মঙ্গোলিয়া	১১·১	৩৬·৭
পোল্যান্ড	৪০·৯	৬২·৬
রুমানিয়া	৪৯·৬	৬৬·৭(১)
ইউ এস এস আর	৬৩·৬	৬২·৩
যুগোশ্লাভিয়া	৩০.১(২)	৪৫.০(৩)

১—১৯৭২ ২—১৯৭৩ ৩—১৯৭৪

প্রয়োগবিষয়ক প্রগতির বস্তুগত ভিত্তি রচনাকারী অগ্রণী এবং সর্বাধিক সম্ভাবনাপূর্ণ শিল্পগুলির ক্ষেত্রে দ্রুততম বৃদ্ধিহার দেখা গেছে ঃ যথা, শক্তি, রসায়নশিল্প, ইঞ্জিনিয়ারিং এবং ধাতুবিষয়ক শিল্প। নিচের সারণি থেকে তার পরিচয় পাওয়া যাবে (১৯৫০ সাল থেকে, ১৯৭৩ সালে কতগুণ বেশি) ঃ

	মোট শিল্প	বৈদ্যুতিক শক্তি	ইঞ্জিনিয়ারিং ও ধাতুসংক্রান্ত	রাসায়নিক
বুলগেরিয়া	১৫	২৮	৫৩	৬৩
চেকোশ্লোভাকিয়া	৫·৯	৫·৮	১২	১৫
জি ডি আর	৬·২	৪·০	১১	৮·১
হাঙ্গেরি	৬.২	৫.৯	৯.৮	২৮
মঙ্গোলিয়া	৯·৫	৩১	২৩	১৪৪২
পোল্যান্ড	৯·৪	৯	৩৮	২৩
রুমানিয়া	১৬	২২	৪৮	৭৬
ইউ এস এস আর	৮·৫	১০	১৮	১৫

১৯৫৩—১

সি এম ই এ দেশগুলির বর্তমান সমাজতান্ত্রিক ক্রম-বিকাশের স্তরে অর্থনৈতিক প্রগতির গুণগত উপাদানগুলি সামনে উপস্থিত হচ্ছে। উন্নততর শ্রমের উৎপাদিকাশক্তি, অধিকতর উৎপাদনের মূল উৎস। নতুন বৈজ্ঞানিক ও প্রয়োগ-বিষয়ক কৃৎকুশলতা, অধিকার এবং উৎকৃষ্টতর যন্ত্রপাতি, এবং উৎকৃষ্টতর সংগঠন হচ্ছে এর সহায়ক। শ্রমের উৎপাদিকা-শক্তি (১৯৫০ সালের তুলনায় ১৯৭২-এ) যা বেড়েছে, তা এই ঃ বুলগেরিয়াতে ৪·২ গুণ, চেকোশ্লোভাকিয়াতে ৩·৫ গুণ, জি ডি আর-এ ৪·১ গুণ, হাঙ্গেরিতে ২·৭ গুণ, মঙ্গোলিয়ায় ২·৬ গুণ, পোল্যান্ডে ৪·১ গুণ, রুমানিয়ায় ৫ গুণ, ইউ এস এস আর-এ ৩·৮ গুণ। তুলনামূলকভাবে এই বৃদ্ধির হার গ্রেট বৃটেনে ১·৮ গুণ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ২·১ গুণ, ফেডারেল রিপাবলিক অব্ জার্মানিতে ২·৭ গুণ এবং ফরাসি দেশে ৩·১ গুণ।

১৯৬৬—৭০-এ সি এম ই এ দেশগুলিতে জাতীয় আয় বৃদ্ধির প্রায় ৬০ শতাংশ অর্জিত হয়েছে উন্নততর শ্রমের উৎপাদিকাশক্তির ফলে। আশা করা যাচ্ছে ১৯৭১-৭৫ সালে এই বৃদ্ধির হার আরো ৭৫ শতাংশ বাড়বে।

গভীরতর বিকাশের দিকে মোড় ফেরার ব্যাপারটি শিল্পে ক্রমবর্ধমান বিনিয়োগের তথ্য থেকেই ধরা পড়ে আর এটা সম্ভব হয়েছে শিল্পক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক ও প্রয়োগবিষয়ক সাফল্যগুলিকে প্রয়োগ করার ফলেই। তাই, সোভিয়েত ইঞ্জিনিয়ারিং ও ধাতু নির্মাণ শিল্পে ১৯৬১-৭২ সালে বিনিয়োগের পরিমাণ বেড়েছে ৩৩ গুণ, যেখানে শিল্পে লগ্নির ক্ষেত্রে সমগ্রভাবে বৃদ্ধির পরিমাণ ২·২ গুণ।

সি এম ই এ দেশগুলিতে শ্রমিক পিছু শক্তি ব্যবহার হার ১৯৫০ সালে ছিল ৩ হাজার থেকে ৬ হাজার কিলো-ওয়াট এবং ১৯৭০ সালে তা হয়েছে ১৫ হাজার থেকে ১৭ হাজার কিলোওয়াট।

উৎপাদন প্রয়োগবিজ্ঞান, পরিচালনব্যবস্থা এবং পরি-কল্পনা—সর্বক্ষেত্রেই বিজ্ঞানের দ্রুত ক্রমবর্ধমান ভূমিকা সমাজতন্ত্রের বিকাশে এক গুণগত পরিবর্তনের কারণ। ইউ এস এস আর প্রতি বৎসরে জাতীয় আয়ের চার শতাংশ গবেষণা ও উন্নয়নের ব্যাপারে বিনিয়োগ করে। জি ডি আর ও চেকোশ্লোভাকিয়াতে এই বিনিয়োগের পরিমাণ ৩·৫ শতাংশ এবং অন্যান্য সি এম ই এ দেশগুলিতে এই বিনি-য়োগের হার ১·৩ থেকে ৩ শতাংশ। সমাজতান্ত্রিক গোষ্ঠীতে বিজ্ঞানীর সংখ্যা ১·৬ মিলিয়ন—অর্থাৎ পৃথিবীর মোট বিজ্ঞানীর এক-তৃতীয়াংশ।

সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে উন্নয়ন স্তরের ফারাক দৃশ্যত কমে আসার মধ্য দিয়েই অর্থনৈতিক প্রগতির পরিচয় মেলে। হিসেব করে দেখা গেছে ১৯৫১ এবং ১৯৭০ সালে সি এম ই এ দেশগুলিতে মাথাপিছু জাতীয় আয়ের ক্ষেত্রে সর্বাধিক ফারাক ৩·১ ঃ ১ থেকে কমে গিয়ে ১·৯ ঃ ১ হয়েছে। ১৯৫০ সালে, সোভিয়েত ইউনিয়নের তুলনায় রুমানিয়াতে শিল্পপণ্য উৎপাদনের মাথাপিছু পরিমাণ ছিল ত্রিশ শতাংশ এবং বুলগেরিয়াতে তা ছিল চল্লিশ শতাংশ। বর্তমানে সেই পরিমাণ যথাক্রমে ২-এর ৩ এবং ৪-এর ৫—এরও বেশি। বর্তমানে সি এম ই এ দেশগুলিতে মাথাপিছু জাতীয় আয়ের ফারাক, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইয়ো-রোপীয় পুঁজিবাদী দেশ কিংবা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও জাপানের মধ্যেকার ফারাক থেকে অনেক কম। এ প্রসঙ্গে উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলি এবং উন্নয়নশীল দেশগুলির ফারাকের কথা না বললেও চলে। সি এম ই এ দেশগুলির অর্থনৈতিক স্তর কাছাকাছি হওয়ায় ব্যাপারটি ভ্রাতৃসুলভ পারস্পরিক সহায়তা এবং গোটা সমাজতান্ত্রিক গোষ্ঠীর মধ্যে সামাজিক পুনরুৎ-পাদনের উন্নত হারের মধ্যেই শক্তি খুঁজে পেয়েছে।

সামাজিক-অর্থনৈতিক উন্নয়ন

যুদ্ধপরবর্তীকালে সমাজতন্ত্রের অগ্রগতিতে প্রধান উল্লেখযোগ্য ঘটনাগুলি এই : সোভিয়েত ইউনিয়নে উন্নত সমাজতান্ত্রিক সমাজ গঠন ও সাম্যবাদী গঠনকর্মের সূত্রপাত এবং অন্যান্য বহু সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সমাজতন্ত্রের ভিত্তি স্থাপন ও উন্নত সমাজতন্ত্র গঠন। সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে যে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবর্তন ঘটেছে, তা সম্মিলিতভাবেই শ্রেণীবৈরিতাহীন সমাজের বৈশিষ্ট্য-সম্পন্ন এক সমাজ কাঠামোর উদ্ভব ঘটিয়েছে। নিচের সারণিতে সামাজিক গোষ্ঠী অনুযায়ী জনসমষ্টিকে ভাগ করে দেখানো হয়েছে :

	মজুরি ও বেতনভোগী	কৃষক, কারিগর ও উৎপাদন সমবায়ের সদস্য	কুটিরশিল্পী সমবায়ের অন্তর্ভুক্ত নয়	অন্যান্য গোষ্ঠী
বুলগেরিয়া ১৯৬৫	৫৮.৮	৩৯.৭	১.৩	০.২
হাঙ্গেরি ১৯৭১-এর গোড়ায়	৭৫.৫	২১.০	৩.১	০.৪
জার্মান গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র ১৯৬৪	৮০.২	১১.৫	৮.৩	—
মঙ্গোলিয়া ১৯৬৯	৫৬.৪	৪৩.৫	০.১	—
পোল্যান্ড ১৯৭০	৬১.৩	৩.০	২৫.৬	১০.১
রুমানিয়া ১৯৬৬	৫২.২	৪০.৯	৬.১	০.৮
সোভিয়েত ইউনিয়ন ১৯৭১-এর শেষদিকে	৮০.৭	১৯.৩	—	—
চেকোশ্লোভাকিয়া ১৯৭১-এর শেষদিকে	৮৮.১	৯.৪	২.৪	০.১

সমস্ত সরকারী ক্ষেত্রে প্রধান পদগুলি শ্রমিকশ্রেণীর দখলে। ১৯৭২ সালে সি এম ই এ দেশগুলিতে মোট শ্রমজীবীর সংখ্যা ১৩০মিলিয়ন ছাপিয়ে গেছে। তাদের সমাজকাঠামোর আরো বৈশিষ্ট্য (পোল্যান্ড বাদে) হচ্ছে সমবায় খামারের কৃষক, কুটিরশিল্পী ও কারিগর-এর অধিক হার। সমাজতান্ত্রিক সমাজের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন হচ্ছে বুদ্ধিজীবী, বিজ্ঞানী, ইঞ্জিনিয়ার, টেকনিশিয়ান, কৃষি-অর্থনীতিবিদ, শিক্ষক ও ডাক্তারের দ্রুত সংখ্যা বৃদ্ধি।

উচ্চতর কিংবা মাধ্যমিক শিক্ষাপ্রাপ্ত বিশেষজ্ঞ (হাজারে)

	১৯৬০	১৯৭২
বুলগেরিয়া	২৫৭	৫৯৮
হাঙ্গেরি	৩৪১(১)	৫৬০(৪)
জার্মান গণতান্ত্রিক রিপাবলিক	২৯৫	৮১৫
পোল্যান্ড	৬৭৯(২)	২,০৯৪
রুমানিয়া	৫৪৭(৩)	১,০৭০
সোভিয়েত ইউনিয়ন	৮,৭৮৪	১৯,০০০
চেকোশ্লোভাকিয়া	৮০৯	১,৩৫৬(৩)

১—১৯৬৪ ৪—১৯৭১
২—১৯৫৮ ৫—১৯৭০
৩—১৯৬৯

অর্থনীতিতে বিরাট পরিবর্তন, সমাজতান্ত্রিক সমাজের শিল্পগত, পেশাগত এবং শিক্ষাগত কাঠামোতে ছাপ ফেলেছে। যুদ্ধ-পরবর্তীকালে দক্ষ শ্রমিকের সংখ্যা দ্রুত বেড়েছে। আগের চেয়ে বেশি লোক যন্ত্রচালিত কাজ করেছে। ব্যাপক যান্ত্রিকীকরণ ও স্বয়ংক্রিয়তার পরে পরেই নতুন ব্যবসা-বাণিজ্যের উদ্ভব ঘটেছে। গত বিশ বছরে হাঙ্গেরিতে দক্ষ শ্রমিকের সংখ্যা দ্বিগুণ বেড়েছে, বুলগেরিয়াতে বেড়েছে চার গুণ, চেকোশ্লোভাকিয়া ও পোল্যান্ডে অদক্ষ শ্রমিকের সংখ্যা মোট শ্রমিকসংখ্যার এক-পঞ্চমাংশ এবং জি ডি আর-এ মাত্র এক-দশমাংশ। বিশেষজ্ঞদের সংখ্যা বেড়ে চলেছে।

সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির রাজনৈতিক ও রাষ্ট্রীয় কাঠামো নিরবচ্ছিন্নভাবে বিকশিত ও উন্নত হয়ে উঠছে এবং তা সমাজতন্ত্র ও সাম্যবাদ গঠনে শ্রমজীবী জনতার সচেতন অংশগ্রহণকে সুনিশ্চিত করছে। জনগণের দ্বারা নির্বাচিত এবং জনগণের কাছে দায়ী প্রতিনিধিত্বমূলক প্রতিষ্ঠানগুলি রাষ্ট্রীয় সংস্থা ব্যবস্থার ভিত্তিস্বরূপ।

১৮ বছর বয়স থেকেই সার্বজনীন ভোটাধিকার চালু রয়েছে। প্রত্যক্ষ এবং গোপন ব্যালটে নির্বাচন হয়ে থাকে। কতকগুলি দেশে (হাঙ্গেরি, জার্মান গণতান্ত্রিক রিপাব্লিক, পোল্যান্ড, যুগোশ্লাভিয়া) প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য যতগুলি আসন রয়েছে তার চেয়েও বেশি প্রার্থী মনোনীত ও নির্বাচনপ্রার্থীরা তালিকাভুক্ত হন। প্রার্থী মনোনয়ন করার অধিকার রাজনৈতিক পার্টিগুলি এবং অন্যান্য বে-সরকারী সংগঠন ও শ্রমজীবী জনতার যৌথ প্রতিষ্ঠানগুলিকে দেওয়া হয়।

রাষ্ট্রীয় কর্মপরিচালন সংস্থাগুলির নেতৃত্বে থাকে সর্বোচ্চ প্রতিনিধিত্বমূলক মুখপাত্র, প্রত্যেক দেশের আইন প্রণয়ন সংস্থাই হচ্ছে একমাত্র মুখপাত্র, বুলগেরিয়াতে পিপলস এসেম্বলী, হাঙ্গেরিতে স্টেট এসেম্বলী, জার্মান গণতান্ত্রিক রিপাবলিকে পিপলস চেম্বার, মঙ্গোলিয়ায় গ্রেট পিপলস্ খুরাল, পোল্যান্ডে সেজম, রুমানিয়ায় গ্র্যান্ড ন্যাশনাল এসেম্বলী, সোভিয়েত ইউনিয়নে সুপ্রীম সোভিয়েত, চেকোশ্লোভাকিয়াতে ফেডারেল এসেম্বলী এবং যুগোশ্লাভিয়ায় ফেডারেল এসেম্বলী। রাষ্ট্র কাঠামো বিন্যাসে গুরুত্বপূর্ণ অংশ হচ্ছে স্থানীয় প্রতিনিধিত্বমূলক সংস্থাগুলি যা রাষ্ট্রশক্তি এবং স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের কার্যক্রম সম্মিলিত করে এবং সর্বজনীন বিষয়গুলিতে শ্রমজীবী জনতার অংশগ্রহণ সুনিশ্চিত করে।

গণতান্ত্রিক নির্বাচনী পদ্ধতি জনগণের প্রতিনিধি শ্রমিক ও শ্রমজীবী জনতার নির্বাচন সুনিশ্চিত করে। সর্বোচ্চ প্রতিনিধিস্থানীয় সংস্থাগুলির সামাজিক প্রেক্ষাপট থেকে তার পরিচয় মেলে।

১৯৭১ সালে নির্বাচিত বুলগেরিয়ার পিপলস এসেম্বলীর ৪০০ ডেপুটির মধ্যে ১০১ জন প্রত্যক্ষভাবে পণ্য উৎপাদনে নিয়োজিত। ৪৮ জন বিজ্ঞান, কলা ও সংস্কৃতির সাথে জড়িত। ১১৮ জন সরকারী কর্মচারী, ৫৭ জন পার্টি কর্মী। মহিলাদের সংখ্যা ৭৫ এবং ৪৩ জন ডেপুটির বয়স ৩০-এর নিচে ;

হাঙ্গেরীয় জনগণের প্রজাতন্ত্রে ১৯৭১ সালে নির্বাচিত স্টেট এসেম্বলীর ৩৫২ জন ডেপুটির মধ্যে ১৩৭ জন

শ্রমিকশ্রেণী উদ্ভূত, ৬০ জন কৃষক এবং ১৩১ জন বুদ্ধিজীবী। ডেপুটিদের শতকরা ২৪ ভাগ হচ্ছে মহিলা ;

জার্মান গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের পিপলস চেম্বারে ১৯৭১ সালে নির্বাচিত ৫০০ ডেপুটির মধ্যে ২১৯ জন শ্রমিক, ৭৭ জন ক্ষেতমজুর, কৃষি উৎপাদন সমবায়ের সদস্য, কৃষক, বাগিচাকর্মী এবং জেলে, ১০২ জন অফিস কর্মচারী, ১০১ জন বুদ্ধিজীবী ; ডেপুটিদের মধ্যে মহিলা হচ্ছে ৩১·৮ শতাংশ ;

পোলিশ গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রে সেজম-এ ১৯৭২ সালে নির্বাচিত ৪৬০ জন ডেপুটির মধ্যে ৯০ জন শ্রমিক। ৬২ জন কৃষক, ১০ জন কারিগর, মহিলার সংখ্যা ৭৩;

রুমানিয়ায় সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রে গ্র্যান্ড ন্যাশনাল এসেম্বলীতে ১৯৬৯ সালে নির্বাসিত ৪৬৫ জন ডেপুটির মধ্যে ৯২ জন শ্রমিক এবং ৭৬ জন কৃষক ;

১৯৭৪ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ সোভিয়েতে নির্বাচিত ১,৫১৭ জন ডেপুটির মধ্যে ৪৯৮ জন শ্রমিক, ২৭১ জন যৌথ খামারের কৃষক, মহিলার সংখ্যা ৪৭৫ (৩১·৩ শতাংশ), ৩০ বছর বয়সের নিচে ডেপুটির সংখ্যা—২৭৯।

সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে মার্কসবাদী-লেনিনবাদী পার্টিগুলি সরকারী ও বে-সরকারী জীবনে নেতৃত্বের ভূমিকা পালন করে থাকে। নিচের তথ্য থেকে এই পার্টিগুলিতে শ্রমিক ও কৃষকের শতকরা হার জানা যায়।

	শ্রমিক	কৃষক
বুলগেরিয়া কমিউনিস্ট পার্টি	৪০·৬	২৪·৯
হাঙ্গেরীয় সোশ্যালিস্ট ওয়ার্কার্স পার্টি	৫৮.৩	১৪.২
সোশ্যালিস্ট ইউনিটি পার্টি অব জার্মানী	৫৬·৬	৫·৭
পিপ্‌ল্‌স্‌ রেভলিউশনারী পার্টি অব মঙ্গোলিয়া	৩০·০	২০·৪
পোলিশ ইউনাইটেড ওয়ার্কার্স	৩৯·৬	১০·৬
কমিউনিস্ট পার্টি অব রুমানিয়া	৪৮·৪	২২·০
কমিউনিস্ট পার্টি অব সোভিয়েত ইউনিয়ন	৪০·৭	১৪·৭
কমিউনিস্ট পার্টি, চেকোশ্লোভাকিয়া	৪৪·১	৪·৭
কমিউনিস্ট লীগ, যুগোশ্লাভিয়া	২৯·১	৬·০

সদস্য সংখ্যার একটা ভালো শতাংশ হচ্ছে জ্ঞানবিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় বুদ্ধিজীবী কর্মী ও বিশেষজ্ঞ।

শাসক কমিউনিস্ট ও ওয়ার্কার্স পার্টিগুলি হল গণপার্টি। বুলগেরিয়ায় কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য সংখ্যা ৭৩০,০০০-এরও বেশি। হাঙ্গেরীয় সোশ্যালিস্ট ওয়ার্কার্স পার্টির সদস্য সংখ্যা প্রায় ৭৫০.০০০। ভিয়েতনাম শ্রমজীবী জনতার পার্টির সংখ্যা ১১ লক্ষ। জার্মানির সোশ্যালিস্ট ইউনিটি পার্টির সদস্য সংখ্যা প্রায় বিশ লাখ। মঙ্গোলীয় পিপল্‌স রেভলিউশনারি পার্টির সদস্য সংখ্যা ৬১.০০০। পোলিশ ইউনাইটেড ওয়ার্কার্স পার্টির সদস্য সংখ্যা ২.২৬৩.০০০, রুমানিয়ায় কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য সংখ্যা ২,৪৮০,০০০, সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য সংখ্যা দেড় কোটিরও বেশি, চেকোশ্লোভাকিয়ার কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য সংখ্যা ১,২৩৪,০০০ এবং যুগোশ্লাভিয়ার লীগ অব কমিউনিস্টের সদস্য সংখ্যা ১,০৭৭,০০০।

কিছু কিছু দেশে বহু পার্টির অস্তিত্ব রয়েছে। দেশপ্রেমিক শক্তিসমূহের ব্যাপক মৈত্রীর ভিত্তিতে গঠিত পপুলার (জাতীয়) ফ্রন্টের মধ্যে এই সমস্ত পার্টি অন্তর্ভুক্ত। শ্রমিকশ্রেণীর অগ্রযোদ্ধা মার্কসবাদী-লেনিনবাদী পার্টি ছাড়াও এই ফ্রন্টে রয়েছে, বুলগেরিয়াতে বুলগেরিয়ার পপুলার এগ্রিকালচারাল ইউনিয়ন ; জার্মান গণতান্ত্রিক রিপাব্লিকে—গণতান্ত্রিক কৃষক পার্টি, উদারনৈতিক-গণতান্ত্রিক পার্টি, জাতীয় গণতান্ত্রিক পার্টি এবং ক্রিশ্চিয়ান-ডেমক্র্যাটিক ইউনিয়ন ; পোল্যান্ডে—গণতান্ত্রিক পার্টি, ইউনাইটেড পেজেন্ট পার্টি; চেকোশ্লোভাকিয়াতে শ্লোভাক রিকন্‌স্ট্রাকশন্‌ পার্টি, শ্লোভাক ফ্রীডম পার্টি, চেকোশ্লোভাক জনগণের পার্টি, এবং চেকোশ্লোভাক সোশ্যালিস্ট পার্টি। এই সমস্ত অ-কমিউনিস্ট পার্টি সব কাজে অংশগ্রহণ করে, এবং সমাজে তাদের প্রভাবের অনুপাতে সর্বোচ্চ ও স্থানীয় রাষ্ট্র সংস্থাগুলিতে প্রতিনিধিত্ব করে।

সমাজতান্ত্রিক সমাজের বিকাশের সাথে সাথে গণসংগঠনগুলি সর্বাগ্রে ট্রেড ইউনিয়ন এবং যুব সংস্থাগুলির ভূমিকা বেড়ে যায়। বর্তমানে বুলগেরিয়াতে ট্রেড ইউনিয়ন সদস্য সংখ্যা ২৮ লক্ষ, হাঙ্গেরিতে ৩৫ লক্ষ, জার্মান গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রে ৭৩ লক্ষ, পোল্যান্ডে ১১ মিলিয়ন, রুমানিয়াতে ৫ মিলিয়ন, সোভিয়েতে ৯৮ মিলিয়নেরও বেশি, চেকোশ্লোভাকিয়াতে ৫৫ লক্ষ এবং যুগোশ্লাভিয়াতে ৩ মিলিয়ন।

যুব সংগঠনগুলির সদস্য সংখ্যা, বুলগেরিয়াতে ১২ লক্ষ, হাঙ্গেরিতে ৮ লক্ষ, জার্মান গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রে ১৮ লক্ষ, পোল্যান্ডে প্রায় ৪৫ লক্ষ, রুমানিয়াতে ২৪ লক্ষ, সোভিয়েত ইউনিয়নে ৩৪ মিলিয়ন, চেকোশ্লোভাকিয়াতে ১১ লক্ষ, যুগোশ্লাভিয়াতে ২৫ লক্ষেরও বেশি।

জাতি, গোষ্ঠী নির্বিশেষে, সমস্ত শ্রমজীবী জনতার জন্যই রয়েছে সম্পূর্ণ একই ধরনের ব্যবস্থা এবং একই ধরনের সুযোগসুবিধা। সর্বক্ষেত্রেই নারী-পুরুষের সমানাধিকার সুনিশ্চিত করা হয়েছে।

রাজনৈতিক সম্পর্ক এবং রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলি নিঃসন্দেহে দেখিয়ে দিয়েছে যে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকারের গ্যারান্টি দেয়। এবং যথার্থ গণতন্ত্র, প্রশাসনে ব্যাপক জনগণের অংশগ্রহণ এবং ব্যক্তির সর্বাঙ্গীণ উন্নয়নের ব্যবস্থা করে।

ক্রমোন্নত কল্যাণসাধন

জনগণের কল্যাণসাধন ও সংস্কৃতিকে সুনিশ্চিত করাই সামাজিক উৎপাদনের লক্ষ্য। সমস্ত ব্যবহারিক নীতিরই কেন্দ্র হচ্ছে এই। জনসাধারণের বস্তুবিষয়ক ও সাংস্কৃতিক প্রয়োজন মেটাবার জন্য জাতীয় আয়ের তিন-চতুর্থাংশ বরাদ্দ করা হয়। জাতীয় আয়—এবং সেইমতো জনগণের বৈষয়িক ও সাংস্কৃতিক প্রয়োজনের জন্য বরাদ্দ—অবিচলগতিতে বেড়ে চলেছে। এর বৃদ্ধিহার পুঁজিবাদী দেশগুলির চেয়ে যথেষ্ট বেশি। মাথাপিছু জাতীয় আয় বৃদ্ধির হার নিম্নরূপ :

সমাজতান্ত্রিক দেশ :	১৯৭২ সালে ১৯৫০ সালের শতকরা	পুঁজিবাদী দেশ :	১৯৭২ সালে ১৯৫০ সালের শতকরা
বুলগেরিয়া	৫৭৩	বৃটেন	১৫৩
হাঙ্গেরি	৩০২	ইতালি	২৬৭
জি ডি আর	৪৭৭	মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র	১৫৬
পোল্যান্ড	৩২৮	জার্মান ফেডারেল রিপাবলিক	২৮২
রুমানিয়া	৫৮৫	ফ্রান্স	২৫০
সোভিয়েত ইউনিয়ন	৪২২		
চেকোশ্লোভাকিয়া	৩০৩		
যুগোশ্লাভিয়া	৩৪২(১)		

১—১৯৭১

জাতীয় আয় বৃদ্ধি জীবনধারণের মানের ধারাস্থির উন্নতি নিশ্চিত করে। বুলগেরিয়াতে ১৯৭৩ সালে প্রকৃত আয় ও বেতন ১৯৫০ সালের তুলনায় ১৫৪ শতাংশ দাঁড়ায়, হাঙ্গেরিতে হয় ১৩৯ শতাংশ, পোল্যান্ডে ১৪৯ শতাংশ, রুমানিয়াতে ১৫৮ শতাংশ আর চেকোশ্লোভাকিয়াতে ১৩৬ শতাংশ। সোভিয়েত কেন্দ্রীয় সংখ্যাবিজ্ঞান পর্ষৎ-এর হিসেব অনুযায়ী ১৯৭৪ সালের গড় মাসিক আয় ১৯৭০ সালের তুলনায় ১৫ শতাংশ বেশি, আর যৌথ খামারের কৃষকদের আয় ২২ শতাংশ পর্যন্ত বৃদ্ধি পায়।

সরকারী ভোগ তহবিল নামে যা পরিচিত সেই তহবিল থেকে জনসাধারণের বহু প্রয়োজনই মেটানো হয়। উদাহরণস্বরূপ, বুলগেরিয়াতে মোট ব্যক্তিগত আয়ের ২২.৪ শতাংশ এই তহবিল থেকে অনুদান ও জনগণের মঙ্গলে ব্যয়িত হয়েছে। জার্মান গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রে চার-সদস্যবিশিষ্ট পরিবারের গড় মাসিক আয় ১৯৭০ সালের তুলনায় ৩৬০ মার্ক বেড়েছে (গড় আয় ছিল ৮১৫ মার্ক)। হাঙ্গেরিতে জনসাধারণের মোট ব্যয়ের ২৪.৪ শতাংশ এসেছে সরকারী তহবিল থেকে, আর সোভিয়েত ইউনিয়নে ১৯৭৩ সালে গড় মাসিক মজুরি ছিল ১৩৫ রুবল, আর সরকারি উপভোগ তহবিল থেকে অনুদান ও জনগণের মঙ্গলসাধনের জন্য ব্যয় সহ তা দাঁড়ায় মোট ১৮১.৯ রুবল। পরিপূর্ণ কর্ম-বিনিয়োগ ব্যবস্থার মধ্য দিয়েই প্রকৃত আয় বৃদ্ধি পায়।

মূলনীতি হচ্ছে বিভিন্ন গোষ্ঠীর উন্নতির স্তরে পার্থক্য কমিয়ে আনার ব্যাপারটিকে সুনিশ্চিত করা, সর্ব-নিম্ন মজুরি ও বেতন বৃদ্ধি, নিম্ন-আয়বিশিষ্ট গোষ্ঠীর আয় বৃদ্ধি, সর্বনিম্ন অবসরকালীন ভাতা নির্ধারণ এবং এই ধরনের সব বিষয়ের মধ্য দিয়েই তা করা হয়ে থাকে। কৃষক, শ্রমিক ও কেরাণীকুলের আয়, অবসরকালীন ভাতা এবং সমাজকল্যাণের অন্যান্য বিষয়ের সমতা আনার ব্যাপারে যথেষ্ট অগ্রগতি ঘটেছে।

সাধারণের ভোগের মাত্রা প্রত্যক্ষভাবেই বেড়ে গেছে। বুলগেরিয়াতে ১৯৭২ সালে মোট খুচরা বিক্রীর পরিমাণ ১৯৫০ সালের তুলনায় ৭৭৭ শতাংশ দাঁড়িয়েছে, হাঙ্গেরিতে তার পরিমাণ ৪৩১ শতাংশ, জার্মান গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রে ৪০৯ শতাংশ, পোল্যান্ড ৪৭২ শতাংশ, রুমানিয়াতে ৮৪২ শতাংশ, সোভিয়েত ইউনিয়নে ৬৬৮ শতাংশ এবং চেকোশ্লোভাকিয়াতে ৩৭৪ শতাংশ। মাথাপিছু ভোগ্য-পণ্যের বিক্রি ১৯৭০ সালে ১৯৫০ সালের তুলনায় বেড়েছে বুলগেরিয়াতে ৫.১ গুণ, হাঙ্গেরিতে ৫.৯ গুণ, জার্মান গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রে ৪ গুণ, মঙ্গোলিয়ায় ৩ গুণ, পোল্যান্ড ও রুমানিয়াতে ৬.৩ গুণ, সোভিয়েত ইউনিয়নে ৩.২ গুণ এবং চেকোশ্লোভাকিয়াতে ২.৯ গুণ।

বাসস্থান ব্যবস্থার উন্নতি ঘটছে। চলতি পাঁচ বছর পূর্বে প্রায় ৬০ মিলিয়ন লোক তাদের জন্য নির্ধারিত বাড়িতে উঠে যাবে। পুঁজিবাদী দেশগুলির বিপরীতক্রমে, গৃহনির্মাণের অধিকাংশ খরচই বহন করে থাকে রাষ্ট্র। সেই রকম গৃহ রক্ষণাবেক্ষণ খরচেরও একটা বিরাট অংশ বহন করে রাষ্ট্র। উদাহরণস্বরূপ, সোভিয়েত ইউনিয়নে রাষ্ট্র-মালিকানাধীন গৃহের ভাড়াটেরা রক্ষণাবেক্ষণ খরচের মাত্র ৪০ শতাংশ বহন করে থাকেন। সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে বাড়িভাড়া পৃথিবীর মধ্যে সর্বনিম্ন।

গৃহনির্মাণ এবং হাসপাতাল, পলিক্লিনিক স্বাস্থ্য-নিবাস ও হলিডে হোমগুলিকে সুবিন্যস্ত রাখার জন্য বহু অর্থ বরাদ্দ করা হয়। বিনামূল্যে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয় আর দৃঢ়গতিতে এই ব্যবস্থার উন্নতি ঘটছে। প্রতি ১০,০০০ জনে সোভিয়েত ইউনিয়নে পৃথিবীর মধ্যে সর্বাধিক সংখ্যক ডাক্তার রয়েছে। বুলগেরিয়া, হাঙ্গেরি এবং চেকোশ্লোভাকিয়াও এই ব্যাপারে উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলি থেকে এগিয়ে রয়েছে, অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশ-গুলিও এ ব্যাপারে তাদের সমান তালে এগিয়ে চলেছে। সি এম ই এ দেশগুলিতে ডাক্তারের সংখ্যা পৃথিবীর মোট ডাক্তারের এক-তৃতীয়াংশ।

শিশু-কল্যাণ প্রতিষ্ঠানগুলির এক ব্যাপকভিত্তিক ব্যবস্থা রয়েছে, এ সমস্ত প্রতিষ্ঠান রক্ষণাবেক্ষণের অধিকাংশ খরচই বহন করে থাকে রাষ্ট্র। উদাহরণস্বরূপ চেকো-শ্লোভাকিয়াতে সরকারি তহবিল থেকে শিশু-কল্যাণের জন্য শিশু পিছু গড়ে মাসিক ৫২০ ক্রাউন ব্যয় করা হয় (এটা গড় মজুরির এক-চতুর্থাংশ)। ১৯৭০ সালে হাঙ্গেরিতে কিণ্ডারগার্টেনগুলির শিশুসংখ্যা ছিল মোট প্রাক-বিদ্যালয় বয়সের শিশুসংখ্যার ৫৫ শতাংশ, এবং জার্মান গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রে এর পরিমাণ ছিল ৭৩ শতাংশ।

সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে, সর্বাধিক সামাজিক সাফল্যগুলির মধ্যে অন্যতম হচ্ছে, রাষ্ট্র-পরিচালিত সাধারণ ও বিশেষ (মাধ্যমিক ও উচ্চতর) শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, বিদ্যালয়, প্রশিক্ষণ ও পুনঃ-প্রশিক্ষণের সুযোগসুবিধা। যে ছেলে-মেয়েরা বড় হয়ে উঠছে তাদের জন্য সর্বজনীন মাধ্যমিক শিক্ষা, ইয়োরোপের অধিকাংশ সমাজতান্ত্রিক দেশেই চালু হয়েছে অথবা চালু করা হচ্ছে।

সাংস্কৃতিক মানের দরজা সবাইর জন্য খোলা। ব্যক্তিত্বের সর্বাঙ্গীণ বিকাশসৃষ্টিকারী উন্নত আয় এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন, জনসাধারণের সাংস্কৃতিক চাহিদার উন্নতি ঘটিয়েছে। অধিকতর পরিমাণে পুস্তক, সংবাদপত্র ও সাময়িকপত্রের প্রকাশ, আর গ্রন্থাগার, থিয়েটার ও সিনেমায় ক্রমবর্ধমান সংখ্যা, তারই সাথে সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানগুলির কারুকৌশলগত উন্নতি, এই চাহিদা মেটাবার পথে অনেক দূর অগ্রসর হয়েছে।

১৯৭১-৭৫-এর অর্থনৈতিক উন্নয়নের পাঁচসালা পরি-কল্পনায় বর্ণিত জীবনধারণ ও সাংস্কৃতিক আনের অধিকতর উন্নতির ব্যাপক পন্থা সুনিশ্চিত করা হয়েছে। আর পরি-কল্পনাগুলিও সম্পূর্ণ করা হচ্ছে।

বিগত ৩০ বছরের চিত্তাকর্ষক সাফল্যের দিকে তাকিয়ে দেখলে সমাজতান্ত্রিক গোষ্ঠীর চিত্তাকর্ষক ভাবী উন্নয়নের রূপরেখার একটা পরিমাপ করা সহজতর হবে। হিসেব করে দেখা গেছে, বিশ্বের অর্থনৈতিক ও জাতিবর্ণসংক্রান্ত অনুধ্যানে আবশ্যকীয় এবং সামাজিক রাশিবিজ্ঞানের বিকাশে বর্তমান প্রবণতা বজায় থাকলে ১৯৮৫ সালের মধ্যেই বিশ্বের মোট পণ্যোৎপাদনের ২/৫ অংশই উৎপাদিত হবে সি এম ই এ দেশগুলিতে। তারা শুধুমাত্র সর্বাধিক গতি-শীলই হবে না, তারা হবে বিশ্বের সর্বাধিক উন্নত শিল্প অঞ্চল।

সত্তরের দশকের মধ্যভাগে পুঁজিবাদের ওপরে সমাজ-তন্ত্রের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক উৎকর্ষতা অধিক থেকে অধিকতর আকর্ষণীয়ভাবে প্রমাণিত হচ্ছে। এই উৎকর্ষতা সর্বমানসের সর্বাঙ্গীণ প্রগতির নতুন দিগন্ত উন্মোচিত করছে।

সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের সমস্যা ও সম্ভাবনা

আন্তর্জাতিক তাত্ত্বিক সম্মেলন

১৯৭৪ সালের নভেম্বর ১২ থেকে ১৪ পর্যন্ত সোফিয়াতে এই পত্রিকা ও বুলগেরিয়ার কমিউনিস্ট পার্টির যৌথ পৃষ্ঠপোষকতায় 'বর্তমান দিনের সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের সমস্যাসমূহ ও তার সম্ভাব্য বিকাশ'-এর উপর একটি তাত্ত্বিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন বুলগেরিয়া, হাঙ্গেরি, জি ডি আর, কিউবা, মঙ্গোলিয়া, পোল্যান্ড, রুমানিয়া, সোভিয়েত ইউনিয়ন, চেকোশ্লোভাকিয়ার কমিউনিস্ট পার্টি ও ওয়ার্কার্স পার্টিগুলির প্রতিনিধিবৃন্দ এবং **ডব্লিউ এম আর**-এর সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্যরা।

প্রতিনিধিদলের প্রধানগণসহ বত্রিশজন অংশগ্রহণকারী প্রবন্ধ পেশ করেন : বুলগেরিয়ার কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সম্পাদক ও রাজনৈতিক ব্যুরোর সদস্য, এ লিলভ; সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সম্পাদক আই ডি কাপিতোনোভ; জার্মানির সোশ্যালিস্ট ইউনিটি পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সম্পাদক ও রাজনৈতিক ব্যুরো সদস্য এ নর্ডেন; পোল্যান্ডের ইউনাইটেড ওয়ার্কার্স পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সম্পাদক জে লুকাসজেসুইব; কিউবার কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির উচ্চপদস্থ সদস্য পি মারগোলিস; মঙ্গোলীয় গণপ্রজাতন্ত্রের গ্রেট পিপলস-এর খুরাল-এর সভাপতিমণ্ডলীর সম্পাদক টি গোটোভ; চেকোশ্লোভাকিয়ার কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সম্পাদক ও সেভেসটকা; হাঙ্গেরির সোশ্যালিস্ট ওয়ার্কার্স পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ও কেন্দ্রীয় কমিটি বিভাগের প্রধান পি রোমানি; **'এরা সোশ্যালিস্টা'** পত্রিকার (রুমানিয়া) প্রধান সম্পাদক এস ভয়সু। **ওয়ার্ল্ড মার্কসিস্ট** রিভিউ-এর প্রধান সম্পাদক কে আই জারোদভ উদ্বোধনী ও সমাপ্তি ভাষণ দেন।

সম্মেলনে সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের বিভিন্ন দিক বিশেষতঃ উন্নত সমাজতন্ত্র গঠনকালে কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃভূমিকা এবং সমাজতান্ত্রিক দেশে গণতন্ত্রের সাফল্য ও সম্ভাবনার আন্তর্জাতিক তাৎপর্য আলোচনা হয়েছে। বক্তারা নাগরিকদের সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকার আরও সম্প্রসারণ করা ও আইনের শাসনকে সংহত করা এবং সমাজতান্ত্রিক রাজনৈতিক ব্যবস্থায় অন্যান্য উন্নতির ক্ষেত্রে তাদের পার্টির কাজ বর্ণনা করেন।

আলোচনা মার্কসবাদ ও লেনিনবাদের দৃষ্টিভঙ্গিতে অনুষ্ঠিত হয়। এই আলোচনা ফলপ্রসূ ও কমরেডসুলভ হয়।

বুলগেরিয়ার কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির প্রথম সম্পাদক ও গণপ্রজাতন্ত্রী বুলগেরিয়ার রাজ্য পরিষদের চেয়ারম্যান তোডোর ঝিভকভ সম্মেলনে অংশগ্রহণকারীদের অভ্যর্থনা জানান। আরো যাঁরা এই সংবর্ধনায় অংশগ্রহণ করেছিলেন তাঁরা হলেন : বুলগেরিয়ার কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির পলিটিক্যাল ব্যুরোর সদস্য এবং কেন্দ্রীয় কমিটির সম্পাদকরা এ লিলভ এবং বি তেলচেভ; বুলগেরিয়ার কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সম্পাদক কে টেলাললভ, কেন্দ্রীয় কমিটির বিভাগের প্রধানগণ এবং কেন্দ্রীয় কমিটির সমপর্যায়ের কর্মীবৃন্দ। ঝিভকভ সামাজিক-অর্থনৈতিক ও বৈজ্ঞানিক-প্রযুক্তিগত উন্নতির সাফল্য ও তার বর্তমান সমস্যা এবং বর্তমানে বুলগেরিয়ার কমিউনিস্ট পার্টি যে প্রধান প্রধান কাজ করেছে সে সব সম্পর্কে ভাষণ দেন। দীর্ঘমেয়াদী অর্থনৈতিক পরিকল্পনার কথা উল্লেখ করে তিনি উৎপাদন দক্ষতা ও বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তিগত অগ্রগতিকে ত্বরান্বিত করার ক্রমবর্ধমান গুরুত্বের উপর জোর দেন। এই ক্ষেত্রে সমাজতান্ত্রিক শ্রম বিভাজন এবং সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক সংহতির বিরাট ভূমিকার কথা তিনি বিশেষ জোরের সঙ্গে বলেন। উপসংহারে ঝিভকভ পার্টির কাজ উন্নত করার বর্তমান উদ্দেশ্যের কথা উল্লেখ কনের।

বুলগেরিয়াতে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের বিজয়ের ৩০তম বার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষে টোডর ঝিভকভ অংশগ্রহণকারীদের পদক দ্বারা পুরস্কৃত করেন। তিনি তাঁদের অভিকাজ উন্নত করার বর্তমান উদ্দেশ্যের কথা উল্লেখ করেন।

সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সম্পাদক আই ভি ক্যাপিটোনভ অংশগ্রহণকারীদের পক্ষ থেকে ভাষণ দেন এবং পুরস্কৃত করার জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। তিনি বলেন, বিশেষত কমিউনিস্টদের অবিচ্ছেদ্য বন্ধুত্বের ও সর্বহারা আন্তর্জাতিকতার প্রতীক হিসেবে এই পদক আমরা সযত্নে রাখব।

সম্মেলনের একটি বিস্তারিত সমীক্ষা **ডব্লিউ এম আর**-এর আগামী সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।

উন্নত সমাজতন্ত্রের লক্ষণসমূহ

উন্নত সমাজতন্ত্র গঠনের নানা দিক নিয়ে ১৯৭৩ ও ১৯৭৪ সালে এই পত্রিকায় একটি প্রবন্ধমালা প্রকাশিত হয়েছিল। পোল্যাণ্ডের পিপলস ইউনাইটেড ওয়ার্কার্স পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সমাজ বিজ্ঞানের উচ্চতর বিদ্যালয়ের সমাজ বিজ্ঞানের অধ্যাপক স্তানিস্‌লে উইণ্ডার্জপিল, সোভিয়েত ইউনিয়নের অধ্যাপক গেনরিখ ভলকভ পি এইচ ডি, রুমানিয়ার বিজ্ঞান পরিষদের করসপণ্ডিং সদস্য বার্বু জাহারেস্কু, হাঙ্গেরির ডোমেণ্ট লাসজ্‌লো নাজ্‌, বুলগেরিয়ার কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সমাজ বিজ্ঞান ও সামাজিক পরিচালনা পরিষদের অন্তর্গত মার্কসবাদ-লেনিনবাদ ইনস্টিটিউটের ডিরেক্টর অর্থনীতির ক্যাণ্ডিডেট ডোমেণ্ট স্তোয়ান স্ভেতেভ্‌ প্রমুখ এই আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। এই দলিলটি এবং কে ইভানভের প্রবন্ধ এই সংখ্যায় প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে উন্নত সমাজতন্ত্র সম্পর্কে আলোচনার সমাপ্তি ঘটলো।(১)

উন্নত সমাজতন্ত্রের প্রকৃতি, বৈজ্ঞানিক শ্রেণী হিসাবে তার সংজ্ঞা এবং উন্নত সমাজতন্ত্রের স্তরের বৈশিষ্ট্যসমূহ

"আমরা নিত্যকার জীবনে সমাজতন্ত্র এনেছি এবং এখন দেখতে হবে ব্যাপারটা কি রকম দাঁড়ায়। এটাই হল আমাদের সমকালের কাজ, আমাদের যুগের কাজ।"

—লেনিন

নাজ : সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির কমিউনিস্টদের কাছে উন্নত সমাজতান্ত্রিক সমাজের সংজ্ঞা, তার মৌল বৈশিষ্ট্য এবং সেটি গঠন করার জন্যে প্রতিটি পার্টির করণীয় কী সে সম্পর্কে একমত হওয়ার প্রয়োজনীয়তার বিষয়টি কোনো প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না। বিভিন্ন মার্কসবাদী পণ্ডিত সেই সমস্যাগুলি ইতিমধ্যেই আলোচনা করেছেন এবং তা নিয়ে অনেক আন্তর্জাতিক আলোচনা হয়েছে এবং আমাদের পত্রিকাতেও তা প্রকাশিত হয়েছে।(২) কিন্তু তা সত্ত্বেও কিছু "ফাঁক" থেকে গেছে, রয়ে গেছে কিছু মৌলিক বিষয় ও বিতর্কিত খুঁটিনাটির আলোচনা। এই বিষয়গুলি কোনো মৌলিক পার্থক্য থেকে উদ্ভূত নয়, তাদের উদ্ভবের কারণ মুখ্যত হল নতুন সমাজ গঠনের পরিবেশগত বিভিন্নতা। তা ছাড়া উন্নত সমাজতন্ত্রের তত্ত্ব সম্পর্কে যে পদ্ধতিগত সমস্যাবলী রয়ে গেছে সেগুলির পূর্ণাঙ্গ বিকাশ এখনও হয় নি। আমার মনে হয় যে এই কথাটি এখনও সর্বত্র ঠিক মতো চালু হয় নি, কারণ দেখা যায় যে এরই পাশাপাশি "উন্নত সমাজতান্ত্রিক সমাজ" এবং "সাম্যবাদের বৈষয়িক ও প্রযুক্তিবিদ্যাগত বনিয়াদ গঠনের স্তর" প্রভৃতি ধারণাগুলি ব্যবহার করা হচ্ছে। এগুলিকে কি আমরা সমার্থক ধারণা বলে মনে করব? কোন কোন দেশ উন্নত সমাজতন্ত্র গঠন করার জন্যে উদ্যোগ গ্রহণ করেছে বা করে নি এবং এই প্রশ্নের জবাব দেওয়ার বাস্তব মানদণ্ড কী কী?

ভলকভ : সমাজতন্ত্র বিকাশের একটি সুনির্দিষ্ট স্তর, এই অর্থে লেনিন "উন্নত সমাজতান্ত্রিক সমাজ" কথাটি বারবার ব্যবহার করেছেন।(১) তা ছাড়া ১৯৬০ সালের কমিউনিস্ট ও ওয়ার্কার্স পার্টিগুলির বিবৃতিতেও লক্ষ্য করা হয়েছে যে, ভ্রাতৃপ্রতিম কোনো কোনো দেশ **"ইতিমধ্যেই উন্নত সমাজতান্ত্রিক সমাজ গঠনের পর্বে প্রবেশ করেছে"**। সি পি এস ইউ-এর কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক এল আই ব্রেজনেভ অক্টোবর বিপ্লবের ৫০তম বার্ষিকী সম্পর্কে রিপোর্টে, ১৯৬৭ সালের নভেম্বরে বলেছেন যে, সোভিয়েত ইউনিয়ন উন্নত সমাজতান্ত্রিক সমাজ গঠন করেছে। বিভিন্ন দেশে এই ধারণাটি যত বিভিন্ন অর্থেই প্রকাশ করা হোক না কেন, আমরা স্পষ্টতঃই বলতে পারি যে, তাদের কমিউনিস্ট পার্টিগুলির কংগ্রেসের গৃহীত সিদ্ধান্তের নিরিখে বলা যায় যে, বুলগেরিয়া, হাঙ্গেরি, জি ডি আর, রুমানিয়া, পোল্যাণ্ড ও চেকোশ্লোভাকিয়ার জনগণ এই সমাজ গঠনের কাজে ব্যাপৃত আছে। এই কাজে যে বিশেষ অভিজ্ঞতা ইতিমধ্যে লাভ করা গেছে তরা সামান্যীকরণের কাজটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

জাহারেস্কু : এই তাত্ত্বিক আলোচনার শুরুতে আমাদের সামনে দুইটি কাজ আছে বলে আমি মনে করি। প্রথমত যে যুগে সমাজতন্ত্র গঠনের কোনো বাস্তব অভিজ্ঞতা ছিল না সেই যুগে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠাতারা যে সমস্ত প্রস্তাবনা সাধারণভাবে করেছিলেন, আমাদের সেগুলিকে সুনির্দিষ্ট করতে হবে। দ্বিতীয়ত যে সমস্ত দেশে সমাজতন্ত্র দৈনন্দিন জীবনে বাস্তব রূপ নিয়েছে তাদের সমাজতান্ত্রিক সমাজ গঠনের বিশেষ অভিজ্ঞতা থেকে আমাদের কতগুলি বাস্তব অবস্থার সামান্যীকরণ করতে হবে।

প্রথম প্রশ্নটির সঙ্গে "উন্নত সমাজতন্ত্রের" সঠিক রূপটির ধারণা জড়িত। নিঃসন্দেহে সমস্ত সমাজতান্ত্রিক সমাজই উন্নত। এটাও ঠিক যে আদিম, অনুন্নত সমাজ-

---

১ ডবলিউ এম আরের জানুয়ারি, মার্চ, জুন, জুলাই ও অক্টোবর ১৯৭৩ এবং জানুয়ারি, ফেব্রুয়ারি, এপ্রিল, সেপ্টেম্বর ১৯৭৪-এর সংখ্যাগুলি দ্রষ্টব্য।

২ ডবলিউ এম আর ডিসেম্বর ১৯৭০ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

১ লেনিন : রচনা সংগ্রহ, ৩০শ খণ্ড, পৃঃ ৩০৭।

তন্ত্র বলে কিছু নেই। তত্ত্বগতভাবে সমাজতন্ত্র এমনই একটি সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে বোঝায় যা সর্বাদিক থেকে পুঁজিবাদের চেয়ে উন্নত। মার্কস ও এঙ্গেলস বলেছেন যে পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থার অভ্যন্তরীণ বিকাশের সম্ভাবনা নিঃশেষিত হয়ে গেলে যখন তা সামাজিক প্রগতির পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায় তখন তারই বাস্তব বিকাশের ভিত্তিতে বৈষয়িক ও প্রযুক্তিবিদ্যা প্রস্তুতির সাফল্যের মাধ্যমে সমাজতন্ত্র জয়যুক্ত হবে।

ভিডেজপিল : সমস্ত সমাজতন্ত্রই উন্নত একথা বলে কি আপনি সমাজব্যবস্থা হিসেবে পুঁজিবাদের চেয়ে এর শ্রেষ্ঠত্বের কথাই বোঝাতে চেয়েছেন? যদি তাই হয়, তাহলে সেটা কোনো তর্কের বিষয় নয়। কিন্তু এটাও নিঃসন্দেহে সত্যি যে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিকাশেও বিভিন্ন স্তর আছে।

জাহারেস্কু : নিশ্চয়ই। যেমন সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির বনিয়াদ গড়ে তুললেও রুমানিয়ার অর্থনীতির মান আপেক্ষিকভাবে নীচু। জাতীয় উৎপাদন ও জাতীয় আয়ের মাথাপিছু হিসেবে, অর্থনৈতিকভাবে উন্নত দেশগুলির তুলনায় রুমানিয়া এখনো পেছিয়ে আছে। তাই আমরা একে বলি সমাজতান্ত্রিক বিকাশমান দেশ। কথাটি একান্তভাবেই অর্থনৈতিক মানের নিরিখে বিচার্য। কারণ সমাজব্যবস্থা, সাংস্কৃতিক মান, শিক্ষা, জনস্বাস্থ্য, বিকাশ হার ইত্যাদির বিচারে রুমানিয়ার সমাজতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্র হল একটি উন্নত দেশ। আমাদের পার্টি দলিলে তাই ব্যাপকভাবে সমাজতান্ত্রিক সংগঠনের কথাই বলা হয়। রুমানিয়ার কমিউনিস্ট পার্টি এই ধারণাটি যথার্থ বলেই মনে করেন, এর কারণ এটা নয় যে সমাজতন্ত্র একপেশেভাবে বিকশিত হতে পারে, এর কারণ হল এটাই যে এই ধারণা অর্থনৈতিক বিষয়সহ অন্যান্য সমস্ত দিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করছে যা সমগ্রভাবে উন্নত সমাজতন্ত্র গড়ে তোলে। আমরা অতি সরলীকৃত সিদ্ধান্ত করতে চাই না, কারণ সমাজতন্ত্রের কথা যথার্থভাবে তখনই বলা যায় যখন তা সর্বাদিক দিয়ে বিকশিত হয়ে ওঠে। আমি এটাই বোঝাতে চেয়েছিলাম।

স্ভেতেভ : আরেকটি বিষয়ে ব্যাপরটা আমার কাছে ঠিক পরিষ্কার হচ্ছে না। কোনো সমাজতান্ত্রিক দেশকে বিকাশমান বলা, তত্ত্বগতভাবে কি সঠিক? বিকাশমান দেশগুলি বলতে বোঝায়, বহুতর আন্তর্জাতিক সংস্থার ব্যবহৃত ধারণা অনুযায়ী "তৃতীয় দুনিয়ার" দেশগুলিকে, অর্থাৎ মুখ্যত এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার অর্থনৈতিক বিচারে পশ্চাৎপদ দেশগুলিকে।

নাজ : কমরেড জাহারেস্কু যে ধারণাটির কথা বলেছেন আমিও মনে করি তত্ত্বগতভাবে তা সমর্থনযোগ্য নয়। নিশ্চয়ই অর্থনৈতিক মান হিসেবের মধ্যে ধরতে হবে। রুমানিয়ার কমরেডরা যে তাঁদের অর্থনৈতিক অগ্রগতিকে সংযতভাবে ও আত্মসমালোচনার দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিচার করে থাকেন এবং সে কারণে নিজেদের দেশকে বিকাশমান বলে মনে করেন ঘটনা হিসেবে সেই দৃষ্টিভঙ্গি প্রশংসনীয়। অর্থনৈতিক বিচারে উন্নত দেশগুলির স্তরে পেঁছানো যে তাঁদের প্রধান লক্ষ্য এবং সেটি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তাঁরা পূরণ করতে চান, সে ব্যাপারেও আমার কোনো সন্দেহ নেই।' কিন্তু এর থেকে ধারণাগত কোনো বিভ্রান্তি ঘটা উচিত নয়। রাজনীতি যে অর্থনীতিরই ঘনীভূত প্রকাশ, লেনিনের এই বক্তব্যের ভিত্তিতেই আমাদের এগিয়ে যেতে হবে। বর্তমান পটভূমিতে কোনো দেশের অবস্থার বিচারে সামাজিক ও রাজনৈতিক সংজ্ঞারই প্রাধান্য থাকা উচিত।

ভলকভ : এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বলেই মনে হয়। এমন কি যদি আমরা বলি যে বিশুদ্ধ অর্থনৈতিক বিচারে কোনো দেশ যখন বিকাশমান স্তরে রয়েছে অথচ সামাজিক ও রাজনৈতিক অর্থে সেখানে সমাজতন্ত্রের বিকাশ পর্ব চলেছে, তখন কিছু গোড়াকার কথা থেকেই যায়। পুঁজিবাদী অর্থনীতিবিদরা, যাঁরা ভোগকেই প্রগতির একমাত্র মাপকাঠি বলে মনে করেন, তাঁদের দ্রব্য সামগ্রীর মাথাপিছু উৎপাদনের নিরিখে কী করে সমাজতান্ত্রিক দেশের বিকাশ স্তরকে বিচার করা যাবে?

স্ভেতেভ : অর্থনৈতিক স্তরেরও পরিমাণগত এবং গুণগত দুইটি দিক আছে। শেষোক্ত দিকটিতে উৎপাদন সম্পর্কের উন্নত অবস্থার একটা মান বোঝায় যা "বিকাশমান সমাজতান্ত্রিক দেশ" এই ধারণার অন্তর্ভুক্ত নয়।

জাহারেস্কু : আমার তো মনে হয় আমি সবটাই খুব স্পষ্ট করে বলেছি। অবশ্যই প্রত্যেকের এ ব্যাপারে নিজস্ব মতামত থাকতে পারে।

ভিডেজপিল : উন্নত সমাজতন্ত্র বলতে আমরা ঠিক কী বোঝাতে চাইছি, তার সুনির্দিষ্ট লক্ষণগুলি ও মানদণ্ড স্থির করার জন্যে এখন আমাদের বিশেষ বিশ্লেষণ করা দরকার বলে আমি মনে করি। এই পত্রিকার সেপ্টেম্বর ১৯৭৪ সংখ্যায় প্রকাশিত কোসোলাপোভের প্রবন্ধটিতে আমার মনে হয় সঠিক ধারণা দেওয়া আছে। তাতে বলা হয়েছে যে উন্নত সমাজতন্ত্র হল এমন একটা পূর্ণাঙ্গ সামাজিক কাঠামো যার প্রতিটি উপাদান এই নতুন সমাজের নীতি ও মান অনুযায়ী পুনর্গঠিত হয়েছে। উৎপাদনের উপকরণের সামাজিকীকরণ সেখানে যে নামেমাত্র নয় বাস্তবে একটা নির্দিষ্ট মানে পেঁছেছে, তার উপরই প্রবন্ধটিতে সঠিকভাবে গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া হিসেবে সম্পত্তির সামাজিকীকরণ যে উৎপাদনের উপকরণের জাতীয়করণের সঙ্গে শুরু হয় মোটেই শেষ হয়ে যায় না, আমি সেই বিষয়টির উপরেও গুরুত্ব আরোপ করতে চাই। সমাজতান্ত্রিক সমাজ যতই বিকশিত হয়ে ওঠে, উৎপাদনের উপকরণ ও দ্রব্য-সামগ্রীর ব্যবহার প্রক্রিয়াও ততই বিবর্তনমুখী পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে চলে, সঙ্গে সঙ্গে এই প্রক্রিয়ার মধ্যে মেহনতী মানুষের ভূমিকাও বেড়ে যায়। সে কারণেই প্রত্যেক মার্কসবাদী-লেনিনবাদী উৎপাদনের উপকরণের প্রকৃত সামাজিকীকরণকে জনগণের শাসন ও সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্র বিকশিত হয়ে ওঠার অর্থনৈতিক পরিচালন-ব্যবস্থায় মেহনতী মানুষদের উত্তরোত্তর অধিকতর ভূমিকা গ্রহণ এবং শ্রমের মানবিকীকরণ প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত করেন।

তা ছাড়া আমরা যেহেতু সমাজতন্ত্রকে একটা পূর্ণাঙ্গ সমাজ ব্যবস্থা বলে মনে করি, তাই স্পষ্টতই তার মানের স্তর নির্ণয়ের জন্যেই দরকার একটি বিচারের সুনির্দিষ্ট মাধ্যম। যত গুরুত্বপূর্ণই হোক না কেন, কোনো একটি সূচকের গুরুত্ব সেখানে যথেষ্ট নয়। উন্নত সমাজতন্ত্রের প্রকৃতি বিচারের জন্যে আমি এই রকম ছয়টি সূচকের কথা বলছি : প্রথমত উৎপাদিকা শক্তিসমূহের বিকাশের স্তর এবং শ্রমের উৎপাদনশীলতার মান; দ্বিতীয়ত, উৎপাদন-সম্পর্কসমূহের বিকাশ স্তর এবং অর্থনৈতিক পরিচালনার কাঠামো ও পদ্ধতি; তৃতীয়ত, শ্রেণীসমূহ এবং সামাজিক বৈষম্য বিলোপ করার দিকে অগ্রগতি; চতুর্থত, রাজনৈতিক উপরিতলের পরিবর্তন এবং সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রকে ত্রুটিহীন করার জন্যে গৃহীত ব্যবস্থা; পঞ্চমত, জনগণের ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটাবার যোগ্যতা এবং তাদের জীবনযাত্রার মান; শেষত, ব্যক্তিচরিত্রের গঠন, তার আত্মিক গুণাবলী ও সৃজনশীল সক্রিয়তার বিকাশ। এই ছয়টি সূচকের মধ্যে উৎপাদিকা শক্তিসমূহের বিকাশ-স্তরকে চূড়ান্ত বিচারে নিয়ামক মানদণ্ড বলা যেতে পারে।

ভলকভ : সামাজিকীকরণ যে একটা সুদীর্ঘ প্রক্রিয়া যা

বহু বিচিত্র আকার নিতে পারে অধ্যাপক ভিডেজর্পিলের এই বক্তব্যের সঙ্গে আমি একমত। মার্কস যে বলেছিলেন ব্যক্তিগত মালিকানার অবসান ঘটানোই যথেষ্ট নয়, কারণ এর অবসান যদি না ব্যক্তির বিকাশের পক্ষে অনুকূল অবস্থা সৃষ্টিকারী, সুদূরপ্রসারী সামাজিক পুনর্গঠনের দ্বারা সমর্থিত হয়, তাহলে একটা স্থূল ধরনের অপরিণত সাম্যবাদের জন্ম দিতে পারে, গড়ে উঠতে পারে এক ধরনের ব্যারাকের সাম্যবাদ যাতে মানুষের ব্যক্তিত্ব একটা ছাঁচে ঢালাই হয়ে যায়। "এইভাবে ব্যক্তিগত মালিকানার অবসান ঘটানো (অর্থাৎ ব্যক্তিত্বের পার্থক্যকে কেটে ছেঁটে সমান করে—সম্পাদক) মোটেই প্রকৃত আত্মীকরণ নয়, এর মধ্যে সভ্যতা ও সংস্কৃতির সমগ্র ধারাকে একটা বিমূর্ত নেতিবাচক ধারণা থেকে নস্যাৎ করে দেওয়া হয়, যা অভাববোধহীন **দরিদ্র মানুষের অস্বাভাবিক** অতি সরলতার দিকে নিয়ে যায়, যেখানে মানুষ ব্যক্তিগত মালিকানার ধারণার ঊর্ধ্বে নয়, সেই স্তরে পেঁছায় নি।" আমি মনে করি মার্কসের এই বক্তব্য এখনো সঠিক। সাম্যবাদ গড়ে তোলার ব্যাপারে হাল আমলের কিছু "বামপন্থী" ধারণার বিরোধিতা এই বক্তব্যে করা হয়েছে। **"ব্যক্তিগত মালিকানার** ইতিবাচক অবসানের" প্রয়োজনীয়তার কথা বলতে গিয়ে, যার মধ্যে মানুষের ব্যক্তিত্ব প্রকাশ পায়, মার্কস বুঝেছিলেন যে সেটা "একটা সুদীর্ঘ এবং কঠিন প্রক্রিয়া" হবে।

রাষ্ট্রীয় একচেটিয়া পুঁজিবাদের অধীনেও এক ধরনের উৎপাদন সামাজিকীকরণ করা হয়ে থাকে। কিন্তু মার্কসবাদ-লেনিনবাদের প্রতিষ্ঠাতারা সমাজতান্ত্রিক সমাজে পরিকল্পনা ও শ্রমের সামাজিকীকরণকে সর্বাঙ্গীণ ব্যক্তিত্ব বিকাশের লক্ষ্যের সঙ্গে যুক্ত করে দিয়েছেন। তার অর্থ হল, উন্নত মানের সামাজিকীকরণ কেবল একটা অর্থনৈতিক বনিয়াদ মাত্র যার উপরে নির্ভর করে উন্নত সমাজতন্ত্র গঠন করতে হবে। শুধু সামাজিকীকরণের মান উন্নয়নই একমাত্র কাজ নয়, তার সঙ্গে সমস্ত অর্থনৈতিক সংযোগ ও সম্পর্ককে এমনভাবে নিখুঁত করে তুলতে হবে যাতে জন-সম্পদের বিলি-ব্যবস্থা ও ব্যাপক রূপান্তর প্রক্রিয়ায় প্রতিটি মেহনতী পুরুষ ও নারী উত্তরোত্তর বেশি মাত্রায় অংশগ্রহণ করতে পারে এবং এই বণ্টন ব্যবস্থা সামাজিকীকৃত বস্তু সম্পদকে মানুষের সামাজিক ও ব্যক্তিগত বিকাশের পথে সাহায্য করতে পারে। বলা বাহুল্য এটা উন্নত সমাজতন্ত্রের কাজের পরিধিকে বেশ ব্যাপক করে তুলেছে।

ভিডেজর্পিল ঃ সন্দেহ নেই যে সম্পত্তির দখল ও পরিচালনার কথা মনে রেখে, সমাজতন্ত্রে উৎপাদনের সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়াকে বিশুদ্ধ অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার না করে, তার সামাজিক ও রাজনৈতিক তাৎপর্যের দিক থেকেও দেখা উচিত। সমগ্র জনগণের সম্পত্তি উৎপাদনের উপকরণগুলিকে আমাদের দেশগুলিতে কে পরিচালনা করছে? তাদের মালিক হল সমাজ, সমাজের হয়ে রাষ্ট্র তাদের নিয়ন্ত্রণ করছে এবং রাষ্ট্রের পক্ষে ম্যানেজিং এজেন্সী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলি তাদের পরিচালনা করছে। তাই উৎপাদনের উপকরণের পরিচালনা এবং তাদের উদ্বৃত্ত উৎপাদনের ব্যবহার, রাজনৈতিক উপরিতলের সঙ্গে অচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত।

ভলকভ ঃ উন্নত সমাজতন্ত্র হল এক ধরনের সমাজতন্ত্র যা নিজের বনিয়াদের উপরেই গড়ে উঠছে। তার মানে কী? সমাজতন্ত্রের বনিয়াদ যে শুধু বৈষয়িক ও প্রযুক্তিবিদ্যাগত উপকরণের মধ্যে সীমিত আমি তা মনে করি না। আরো অন্য উপাদানও তার মধ্যে আছে, যেমন অর্থনৈতিক, প্রযুক্তিবিদ্যাগত, সামাজিক, রাজনৈতিক ও আন্তর্জাতিক উপাদান। অর্থনৈতিকভাবে সেই বনিয়াদ হল নতুন, সমাজতান্ত্রিক উৎপাদন-সম্পর্কের অখণ্ড প্রাধান্য—যে মত ডবলিউ এম আর-এর বহু লেখকই সমর্থন করেন।

প্রযুক্তিবিদ্যাগত বিচারে সমাজতন্ত্রের ভিত্তি হল এমন একটা বৈষয়িক ও প্রকৌশলগত বনিয়াদ যা সমাজতান্ত্রিক উৎপাদন-সম্পর্কের পক্ষে যথেষ্ট। অর্থনীতির যন্ত্রীকরণ ও বৈদ্যুতিকরণ, যা বৃহদায়তন শিল্প ব্যবস্থার উপরে ভিত্তি করে গড়ে ওঠে, তা হল শুধু সূচনাপর্ব মাত্র যেখান থেকে উন্নত সমাজতন্ত্র উৎপাদিকা শক্তিসমূহের রূপান্তরের কাজ শুরু করতে পারে। সমাজতন্ত্রে উৎপাদনের উপকরণের উপরে শ্রমিকেরই প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত, কারণ অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে সে নিজের স্বার্থেই উৎপাদন করে। আর প্রযুক্তিবিদ্যাগত প্রক্রিয়ার বিচারে তার কাজ হল প্রধানত প্রক্রিয়াটি চালু রাখার অর্থাৎ কারিগরী ধরনের। অটোমেশন চালু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে, মার্কস যেমন বলেছেন, শ্রমিক নিজেকে উৎপাদন প্রক্রিয়ার পাশাপাশি স্থাপন করে, তখন আর সে যন্ত্রের এজেন্ট নয় বরং তার নিয়ামক। আধুনিক কালের যন্ত্রনিয়ামক, পরিকল্পনা নিয়ন্ত্রক ও যন্ত্রকুশলীদের ক্ষেত্রে একথা প্রযোজ্য। তার শারীরিক ও স্নায়বিক শক্তি প্রয়োগ করার সামর্থ্যই কেবল তার হয় নি, সে তার সৃজনশীলক্ষমতাও প্রয়োগ করতে পারে এবং শ্রম প্রক্রিয়ার মধ্যে নিজের ভূমিকা প্রতিষ্ঠিত করে। এ সবের অর্থ হল অটোমেশন একটা প্রযুক্তিবিদ্যা, যা উন্নত সমাজতন্ত্রের পক্ষে যথেষ্ট এবং যান্ত্রিক উৎপাদন প্রক্রিয়ার স্বয়ংক্রিয় উৎপাদন প্রক্রিয়ার স্তরে রূপান্তর হল সমাজতান্ত্রিক সামাজিক সম্পর্ককে উন্নত করে সাম্যবাদী সম্পর্কে রূপান্তর ঘটানোর পূর্বশর্ত।

সামাজিক ও রাজনৈতিক বিচারে, সমাজতন্ত্রের বনিয়াদ হল সমাজে শুধুমাত্র মিত্র শ্রেণীসমূহের অস্তিত্ব, উৎপাদন ব্যবস্থা ও সমাজ পরিচালনায় মেহনতী মানুষদের ব্যাপক অংশগ্রহণ, অধিকার ও সুযোগ-সুবিধার ক্ষেত্রে সুনিশ্চিত সামাজিক সাম্য এবং সমগ্র জনগণের মতাদর্শ ও রাজনীতিগত ঐক্য।

সংস্কৃতির ক্ষেত্রে সমাজতন্ত্রের ভিত্তি হল নতুন সমাজতান্ত্রিক মানুষ। সমাজ আজ এমন একটি স্তরে পেঁছেছে, যেখানে জনগণের অধিকাংশ, সোভিয়েত ইউনিয়নের মতো পুঁজিবাদ অথবা পুঁজিবাদী জীবনযাত্রার কোনো অভিজ্ঞতা না নিয়েই কিংবা সীমিত অভিজ্ঞতা নিয়ে, সমাজতন্ত্রের অধীনে সুশিক্ষিত হয়ে উঠছে।

শেষত আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে যে বনিয়াদের উপরে উন্নত সমাজতন্ত্র গড়ে উঠছে সেটা হল একটা সমাজতান্ত্রিক গোষ্ঠীর অস্তিত্ব, যার সদস্য রাষ্ট্রগুলি নিজেদের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক ঐক্যকে সুদৃঢ় করে সারা দুনিয়ায় শান্তি ও শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের নীতি অনুসরণ করে এবং সমস্ত দেশের মেহনতী মানুষদের সঙ্গে আন্তর্জাতিক সংহতির নীতি কার্যকর করে।

সমস্ত ক্ষেত্রে নিজের বনিয়াদ গড়ে তোলা হল তাই একটা মিশ্র, জটিল প্রক্রিয়া, যা উন্নত সমাজতন্ত্র গঠনের পর্বকে আগের সমস্ত পর্ব থেকে সুনির্দিষ্টভাবে পৃথক করে। অবশ্য জটিল সব মাপকাঠি প্রয়োগ করার সময়, তাদের সীমাবদ্ধতার কথা ভুলে গেলে চলবে না। অধ্যাপক ভিডেজর্পিল সঠিকভাবেই বলেছেন যে, জটিল প্রক্রিয়ার একটি গুণ হল যে সেটা একটা পূর্ণাঙ্গ রূপ তুলে ধরে, কিন্তু সেটা আবার একদিক থেকে তার ত্রুটিও বটে, কারণ সেটাই তার শেষ নয় এবং এই প্রক্রিয়া হয়ে পড়ে বিশেষ বর্ণনাধর্মী।

নাজ ঃ জীবনের বহু ক্ষেত্রে পরিব্যাপ্ত সমাজতন্ত্রের বৈশিষ্ট্যগুলির পূর্ণাঙ্গ বর্ণনাকে সংক্ষেপিত করে সমাজ বিকাশের বিভিন্ন দিকের একত্রিত রূপ একটা মৌল বনিয়াদি

নীতিতে প্রকাশ করতে পারলেই কি আপনি মনে করেন আমরা অধিকতর বাহুল্যবর্জিত সংজ্ঞার দিকে যেতে পারব? এ রকম একটা সর্বজনীন নীতি কি বের করা যায়? কোনো সমাজ যে উন্নত সমাজতন্ত্র সংগঠনের কাজে ব্রতী হয়েছে সেটা বলার প্রধান লক্ষণ হল, আমার বিশ্বাস তার জীবনে সমাজতান্ত্রিক উৎপাদন-সম্পর্কের প্রাধান্য।

ভলকভ ঃ প্রধান বৈশিষ্ট্যকে পৃথক করে দেওয়া আমি পদ্ধতিগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করি। আমার মতে এর প্রধান বৈশিষ্ট্য হল ব্যক্তির বিকাশের জন্যে সবচেয়ে অনুকূল বৈষয়িক ও নৈতিক পরিবেশের ব্যবস্থা। এটা বিভিন্ন সমমাত্রিক উপাদানের অন্যতম নয়, এটা হল কেন্দ্রবিন্দু-যাকে ঘিরে সবকিছু সঞ্চিত হয়, কারণ ব্যক্তির বিকাশের মধ্যে অর্থনৈতিক, বৈজ্ঞানিক, প্রযুক্তিগত, সামাজিক, রাজনৈতিক, আত্মিক এবং সভ্যতার অন্য সমস্ত অবদান প্রতিফলিত। মার্কস উৎপাদিকা শক্তিসমূহ ও সামাজিক সম্পর্কগুলিকে সামাজিক মানুষের বিকাশের বিভিন্ন দিক বলে মনে করতেন। এটাই হল সেই উন্নত সমাজতান্ত্রিক সমাজ, যে সমাজ উৎপাদনের উপকরণ ও অন্যান্য বস্তুর উপর ব্যক্তিগত মালিকানা ব্যবস্থার অবসান ঘটিয়ে, নিজের সৃষ্ট বৈষয়িক, সামাজিক ও আত্মিক সম্পদের সঙ্গে মেহনতী মানুষের বিচ্ছিন্নতার অবসান ঘটিয়ে, একটা পরিণতি হিসেবে মানুষকেই সমাজ-জীবনের কেন্দ্রে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

নাজ ঃ উন্নত সমাজতান্ত্রিক সমাজের প্রধান লক্ষ্য হল ব্যক্তির সর্বাঙ্গীণ বিকাশের উপযোগী সামর্থ্য গড়ে তোলা, নীতি হিসেবে এই কথার সঙ্গে আমি একমত। এরই সঙ্গে আমি এটাও বলতে চাই যে সমাজের বাইরে যেমন মানুষের অস্তিত্ব অভাবনীয় ঠিক তেমনি উন্নত সমাজতন্ত্রের স্তরে নিজের শ্রেণী বা সামাজিক গোষ্ঠীর বাইরে মানুষের অস্তিত্বও অকল্পনীয়। ব্যক্তি-মানুষের জীবন তার শ্রেণীর সঙ্গে সমতালে ততটাই বিকশিত হয়ে ওঠে যতটা বিভিন্ন মিত্র-শ্রেণীর মধ্যে সীমারেখাগুলি মুছে যায় এবং সমাজ সামাজিকভাবে সমাজধর্মী হয়ে ওঠে।

* * *

সমাজতান্ত্রিক উৎপাদন সম্পর্কের প্রাধান্য এবং তার বৈষয়িক ও প্রযুক্তিগত বনিয়াদের জন্যে উন্নত সমাজতন্ত্র যে মানুষকে তার সামাজিক উৎপাদনের লক্ষ্য হিসেবে বিচার করে, তার উপকরণ হিসেবে নয়, আলোচনায় অংশগ্রহণকারীরা সে বিষয়ে একমত। এটা হল একটা এমন সমাজ যেখানে "প্রত্যেকে নিজের যোগ্যতা অনুযায়ী, প্রত্যেকে নিজের কাজ অনুযায়ী" সব কিছু পাওয়ার নীতি ক্রমেই প্রযুক্ত হয় এবং প্রতিটি মানুষের বহুমুখী যোগ্যতার বিকাশ ও তার প্রয়োগের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হয় যা সমাজের প্রতিটি মানুষের জীবনকে সমৃদ্ধ করে তাদের ক্রমবর্ধমান বৈষয়িক ও সাংস্কৃতিক চাহিদা মেটায়। জনসংখ্যার প্রতিটি অংশ যাতে সক্রিয়ভাবে দেশের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে সমভাবে অংশগ্রহণ করতে পারে এটা তার ব্যবস্থা করে এবং সুনিশ্চিত করে তুলে সমস্ত ক্ষেত্রেই সাম্যবাদে সরাসরি উত্তরণের পূর্বশর্ত সৃষ্টি করে।

এই সংজ্ঞায় উন্নত সমাজতন্ত্রের প্রধান মর্মবস্তুকেই তুলে ধরা হয়েছে, তাকে আরো সুনির্দিষ্ট করে তুলতে হবে। উন্নত সমাজতন্ত্রের একটা বৈজ্ঞানিক সংজ্ঞার অন্বেষণ এবং তার বৈশিষ্ট্যগুলির বিশ্লেষণ শুধু একটা তাত্ত্বিক কাজ নয়। ব্যবহারিক দিক থেকেও এটা যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এতে আরো স্পষ্ট করে দেখানো হয়েছে আমরা যে পথ অতিক্রম করেছি তার ছবি এবং নিকট ও দূর ভবিষ্যতে যে পথে আমাদের যেতে হবে তার আভাস।

সাম্যবাদী সংগঠন সৃষ্টিতে উন্নত সমাজতান্ত্রিক স্তরের ঐতিহাসিক অবস্থান ঃ উন্নত সমাজতন্ত্র ও পরিচালন-ব্যবস্থা

তথাকথিত সমাজতান্ত্রিক সমাজ, আমার মতে চিরকালের মতের অপরিবর্তনীয় কিছু নয়। অন্য যে কোনো সমাজ ব্যবস্থার মতই, একে নিয়ত পরিবর্তন ও রূপান্তরের অধীন বলে মনে করতে হবে।

—এঙ্গেলস

স্ভেতেভ ঃ সমগ্রভাবে সাম্যবাদী সংগঠনের বিবর্তনের মধ্যে উন্নত সমাজতন্ত্রের স্থান বিচার করতে গেলে আমাদের অনিবার্যভাবেই তার প্রাথমিক পর্ব, সংগঠনে সমাজতান্ত্রিক স্তরের পর্ব নির্ণয় করতে হবে। সে ব্যাপারে আমি কয়েকটি পর্বের কথা বলতে চাই ঃ সূচনা-পর্ব বা সমাজ ব্যবস্থা হিসেবে সমাজতন্ত্রকে সুসংহত করার স্তর, উন্নত সমাজতান্ত্রিক সমাজ গঠনের পর্ব, এবং শেষত, উন্নত সমাজতন্ত্রের ধারাবাহিক বিকাশের পর্ব। ত ছাড়া অন্তর্বর্তীকালকে আমি আপেক্ষিকভাবে একটা স্বতন্ত্র পর্ব বলেই মনে করি এবং সেটা সমাজতান্ত্রিক স্তরের অন্তর্ভুক্ত নয়।

নাজ ঃ আপনার এরকম মনে হচ্ছে কেন? আপনি কি অন্তর্বর্তী পর্বকে সাম্যবাদী সংগঠনের বাইরে রাখতে চান?

স্ভেতেভ ঃ অন্তর্বর্তী পর্বকে সমাজতান্ত্রিক স্তরের অংশ মনে করা ঠিক হবে না, প্রধানত এই কারণে যে মুখ্যত অর্থনৈতিক কাঠামো ও শ্রেণী বিন্যাসের বিচারে তাদের মধ্যে একটা গুণগত পার্থক্য থেকে যায়। এটা হল দুইটি ভিন্ন ধরনের সমাজ যার একটা হল মিশ্র ধরনের, দ্বৈত সত্তার, বহুমুখী সমাজ এবং অন্যটি সমধর্মী, সমাজতান্ত্রিক সমাজ। তা ছাড়া অন্তর্বর্তীকালীন সমাজে নানা ধরনের সম্পত্তি মালিকানার জন্যে বহু রকমের অর্থনৈতিক সংগঠন থাকে যেমন পুঁজিবাদী, ক্ষুদ্রপণ্য উৎপাদন এবং এদেরই পাশাপাশি সমাজতান্ত্রিক সংগঠন। সমাজতন্ত্রে থাকে শুধুমাত্র সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক সংগঠন। প্রথমোক্ত ক্ষেত্রে শত্রুতামূলক সম্পর্কসহ বহু ধরনের অর্থনৈতিক সম্পর্ক থাকে এবং শেষোক্ত ক্ষেত্রে থাকে শুধু সমাজতান্ত্রিক সম্পর্ক।

অন্তর্বর্তী পর্বের অর্থনীতিতে একই সঙ্গে সক্রিয় থাকে পুঁজিবাদের অর্থনৈতিক নিয়মে টিকে থাকা অংশগুলি এবং বিকাশমান সমাজতন্ত্রের নিয়মাবলী, যদিও শুরুতে তাদের সক্রিয়তা থাকে খুবই সীমিত ধরনের। লেনিন তাঁর "দ্রব্যসামগ্রী দিয়ে করদান" শীর্ষক প্রবন্ধে লিখেছেন, "রুশ দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার কথা বিচার করতে গিয়ে কেউই যে তার অন্তর্বর্তীকালীন চরিত্রের কথা অস্বীকার করেছেন বলে আমি মনে করি না। এবং কোনো কমিউনিস্ট এটাও বলেছেন বলে আমি জানি না যে বর্তমান অর্থনৈতিক ব্যবস্থাই হল সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা এবং তা বলতে

গিয়ে সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের অর্থ যে সমাজতন্ত্রে উত্তরণের জন্যে সোভিয়েত শক্তির দৃঢ় সংকল্প তা অস্বীকার করেছেন।" (রচনাসংগ্রহ, ৩২শ খণ্ড, পৃঃ ৩৩০)। তাই সাম্যবাদী সংগঠনের পর্ব ভাগ করতে গিয়ে আমরা তিনটি পর্বের কথা বলি যাদের একটা সুনির্দিষ্ট অর্থনৈতিক কাঠামো ও শ্রেণী বিন্যাস আছে, যথা, অন্তর্বর্তীকালীন পর্ব, সমাজতন্ত্র ও সাম্যবাদ। এইগুলি আপেক্ষিকভাবে স্বাধীন স্তর। অন্যভাবে বলা যায় যে, অন্তর্বর্তীকালীন পর্বকে আমি সাম্যবাদী সংগঠনের মধ্যে মানতে পারি কিন্তু তাকে সমাজতান্ত্রিক স্তরের অংশ বলে মানি না।

নাজ ঃ এই পর্বভাগ মানা যেতে পারে—অর্থাৎ অন্তর্বর্তীকালীন পর্ব, সমাজতন্ত্র ও সাম্যবাদ—যদি সাধারণভাবে সমাজতন্ত্রের কথা ভেবে এটি ঠিক করেন, অর্থাৎ যে সমাজতন্ত্র গঠিত হয়ে গেছে অথবা উন্নত সমাজতন্ত্রের কথা। কিন্তু প্রশ্ন হল অন্তর্বর্তীকালীন পর্বে সমাজতান্ত্রিক সংগঠনের কি কোনো কাজ নেই? এই পর্বে কি সমাজতন্ত্রের রাজনৈতিক বনিয়াদ, শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের কোনো অস্তিত্ব নেই? এবং এই পর্বেই কি উৎপাদনের উপাদানগুলির জাতীয়করণ এবং মানুষের দ্বারা মানুষের শোষণের অবসান ঘটে না? অন্তর্বর্তীকালীন পর্ব হল, সমাজতান্ত্রিক সংগঠনের সূচনা পর্ব। অন্যদিকে এ ব্যাপারে আমরা সকলেই খুব সচেতন যে এই অন্তর্বর্তীকালীন পর্বে সমাজতান্ত্রিক সম্পর্ক সম্পূর্ণভাবে কার্যকর হয় না।

জাহারেস্কু ঃ আমি আপনার সঙ্গে একমত। সমাজতান্ত্রিক সংগঠনের কাজ হাতে নিলেই আমরা সমাজতান্ত্রিক বিকাশের পর্বে প্রবেশ করি। আমি মনে করি রুমানিয়াসহ সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির ক্ষেত্রে, সমাজতান্ত্রিক সংগঠনের পর্বকে কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করা যায় ঃ

—পুঁজিবাদ থেকে সমাজতন্ত্রে উত্তরণের পর্ব। শ্রমিকশ্রেণী রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করেছে, কিন্তু উৎপাদনের মৌল উপাদানগুলিই কেবলমাত্র সমাজতান্ত্রিক সম্পত্তিতে পরিণত হয়েছে। ক্ষুদ্র উৎপাদনের তখনো যথেষ্ট ভূমিকা আছে। যেমন রুমানিয়ার দৃষ্টান্তে বলা যায়, বড় বড় কয়েকটি শহরেই তখন বড় বড় কলকারখানা ছিল আর অন্যত্র ছিল ছোটখাটো কুটীর শিল্পের কেন্দ্র। জনসংখ্যার তিন চতুর্থাংশ বাস করত শিল্পহীন গ্রামাঞ্চলে। বড় জমিদারদের ভূসম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার ফলে কৃষকরা শক্তিশালী জমিদাদের ভূসম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার ফলে কৃষকরা শক্তিশালী হয়ে উঠেছে ঠিকই, তারাই তখন শ্রমিকশ্রেণীর প্রধান মিত্র, কিন্তু তখনও সমাজতান্ত্রিক কৃষিব্যবস্থা চালু করার বৈষয়িক ভিত্তি গড়ে ওঠে নি। এই অবস্থা দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে। যেমন বলা যায় যে সমবায়ের ভিত্তিতে আমাদের কৃষির পুনর্গঠন ১৯৬২ সালের আগে শেষ করা যায় নি।

—উন্নত সমাজতান্ত্রিক সমাজ গঠনের পর্ব শুরু হয়ে যায় তখনই যখন পুঁজিবাদের অবশেষগুলি দূর হয়ে যায় এবং কৃষকরা স্বেচ্ছায় সমবায় কৃষি গ্রহণ করে। সমাজতন্ত্র তার নিজস্ব বৈষয়িক ও প্রযুক্তিগত বনিয়াদ তৈরি করে নেয়। বুর্জোয়াশ্রেণীর কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া উৎপাদিকা শক্তিগুলি তখন নৈতিক ও শারীরিক অর্থেই ক্ষমতাহীন হয়ে পড়েছে। সমগ্র অর্থনীতির মধ্যে সমাজতান্ত্রিক উৎপাদন সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে। মানুষের দ্বারা মানুষের শোষণের কাল শেষ হয়েছে এবং অর্থনীতি যথেষ্ট উন্নত হয়ে না উঠলেও সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির বনিয়াদ গড়ে উঠেছে।

—উন্নত সমাজতান্ত্রিক সমাজের পর্ব। এই পর্বে সমাজের বৈষয়িক উৎপাদিকা শক্তি এবং মানুষ যারা সেগুলি নিয়ন্ত্রণ করবে ও ব্যবহার করবে তারা উভয়েই একটা উচ্চ বিকাশের স্তরে পৌঁছেছে। সমাজতান্ত্রিক সমাজ নিজের বনিয়াদের উপর গড়ে ওঠে, পুঁজিবাদের থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া বনিয়াদের উপরে নির্ভর করে না। তখনই সাম্যবাদে উত্তরণের প্রশ্নটি এসে পড়ে।

চেকোশ্লোভাকিয়াকে বাদ দিয়ে বর্তমানের বহু সমাজতান্ত্রিক দেশের ক্ষেত্রেই উপরোক্ত বিশ্লেষণ প্রযোজ্য। চেকোশ্লোভাকিয়া ছিল একটা উন্নত পুঁজিবাদী দেশ, তাকে সমাধান করতে হয়েছে উৎপাদিকা শক্তিসমূহের কাঠামো বদলে সমাজতান্ত্রিক শিল্পায়ন প্রক্রিয়ার মধ্যে তাদের বিকশিত করে তোলার বিশেষ সমস্যা। তেমনি মঙ্গোলিয়ার ক্ষেত্রেও এটা প্রযোজ্য নয়, যেহেতু সেই দেশটি সামন্ততন্ত্রের মধ্য থেকে সরাসরি সমাজতন্ত্রে চলে গেছে। এই পর্ব-বিভাজনের নিরিখে রুমানিয়ায় আমরা দ্বিতীয় পর্বে, অর্থাৎ উন্নত সমাজতান্ত্রিক সমাজ গঠনের পর্বে রয়েছি। আমাদের দেশে সমাজতন্ত্র তার নিজের বনিয়াদের উপরেই অগ্রসর হচ্ছে। অর্থাৎ আমি বলতে চাই ঃ

—যে উৎপাদিকা শক্তি আমাদের নিয়ন্ত্রণাধীন আছে তা আমাদের দেশের ক্ষমতাসীন শ্রমিকশ্রেণী সৃষ্টি করেছে। শ্রমিকশ্রেণী নতুন কলকারখানা তৈরি করেছে এবং বুর্জোয়া শ্রেণীর কাছ থেকে বাজেয়াপ্ত করা শিল্পসংস্থাগুলি সম্পূর্ণ নতুন করে গড়েছে। এবং কৃষিতে সেই সমস্ত উৎপাদনের উপকরণ ব্যবহৃত হচ্ছে, যা আগে কখনো ছিল না।

—বুর্জোয়া জমিদারতন্ত্রের শাসনে যেমন ছিল রুমানিয়ার শ্রমিকশ্রেণী আজ আর তেমন নেই। বিগত কালের শ্রমিকশ্রেণীর বৈপ্লবিক মানসিকতা ও জনগণের স্বার্থের প্রতি একান্ত নিষ্ঠা উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করে জনগণতন্ত্রের যুগে এটি গঠিত হয়েছে, কিন্তু এর অধিকাংশ সদস্যই এসেছে কৃষকদের মধ্য থেকে, যার জন্যে বলা যায় যে এরা হল এক পুরুষ বা দুই পুরুষের শিল্প-শ্রমিক। শ্রমিকশ্রেণীর সুদীর্ঘ ঐতিহ্যের অনুপস্থিতিতে সমাজতান্ত্রিক সমাজ গঠনের কাজ যে খুবই কঠিন হয়ে ওঠে, সেটা কোনো বিতর্কের বিষয় নয়। যাই হোক সেই ঘাটতি এমন এক শ্রমিকশ্রেণীর অস্তিত্বের জন্যে পূরণ হয়ে যাচ্ছে যারা জনগণতন্ত্রের যুগে গঠিত হয়েছে এবং যাদের শোষণের কোনো ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা নেই।

—ক্ষুদ্র পণ্য উৎপাদনকারীদের গরিষ্ঠতম অংশ সমবায়ে যোগ দিয়েছে। কৃষকরা একটা নতুন সামাজিক শ্রেণী গঠন করেছে, যাকে বলা যায় সমবায়ী কৃষকশ্রেণী।

ভিডেজপিল ঃ অন্তর্বর্তীকালীন পর্ব নিয়ে অনেক ভুল বোঝাবুঝি ঘটে গেছে। কেউ কেউ এটাকে যতটা সম্ভব দীর্ঘস্থায়ী করতে চান। যেমন মাওবাদীদের কথা বলা যায়, তাঁদের মতে সাম্যবাদ গঠিত না হওয়া পর্যন্ত এটা থাকবে। তাঁদের এই পর্বের সমগ্র সময় ধরে তীব্র শ্রেণী সংগ্রাম চলবে, যখন শোষক শ্রেণীগুলি অত্যন্ত সক্রিয় থাকবে এবং তাদের রাজনৈতিক এজেন্টরা প্রভাব বিস্তার করার সুযোগ পেয়ে যাবে। এই ধারণা থেকেই তাঁরা কৃত্রিম সংঘর্ষগুলিকে তত্ত্বগতভাবে যুক্তি সংগত করে তোলেন যা শেষ পর্যন্ত ভিন্ন মত পোষণকারী বিশেষত বুদ্ধিজীবীদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে পরিণত হয়।

একই রকম ভুল আরেকটা মত হল কৃষি ব্যবস্থা যত দিন পর্যন্ত না সম্পূর্ণভাবে সমবায়ের ভিত্তিতে গড়ে উঠছে অন্তর্বর্তীকালীন পর্ব ততদিন চলবে এবং এই কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত সমাজতন্ত্র সংগঠনের কাজটি পিছিয়ে যাবে। পোল্যান্ডের অভিজ্ঞতা প্রমাণ করে যে এই মত কত ভ্রান্ত।

লেনিন তাঁর দূরদৃষ্টিতে অন্তর্বর্তীকালে পরাজিত কিন্তু

তখনো যথেষ্ট শক্তিশালী পুঁজিবাদ এবং সদ্য-বিকশিত কিন্তু অর্থনৈতিক বিচারে তখনো দুর্বল সাম্যবাদের মধ্যে তীব্র শ্রেণী সংগ্রামের অবস্থা দেখেছিলেন। তাই অন্তর্বর্তী-কালীন পর্বের লক্ষণ হল নেতৃত্ব ও পরিচালন-ব্যবস্থার সেই সমস্ত পদ্ধতি যার ঝোঁক থাকবে সমাজতন্ত্রের নিয়মাবলীর উপযুক্ত ব্যবহারের মাধ্যমে সুনির্দিষ্ট সামাজিক লক্ষ্য পূরণের চেয়ে অর্থনীতি বহির্ভূত প্রশাসনিক চাপ সৃষ্টির দিকে। অনুন্নত দেশে বিশেষ করে অন্তর্বর্তীকালে—আইন ও প্রশাসনিক দুই রকমেরই—অর্থনীতি বহির্ভূত চাপ সৃষ্টি করার পদ্ধতির প্রাধান্য থাকবে এবং তা থাকতেই হবে।

পোল্যাণ্ডে এইগুলি হল অতীতের ঘটনা, সুতরাং কৃষি ক্ষেত্রে বড় আকারে বেসরকারী কাজকর্ম চলে বলেই আমাদের দেশ এখনো অন্তর্বর্তীকালীন পর্বে আবদ্ধ আছে, একথা বলা ভুল। বরং এটাই মনে রাখতে হবে যে সমাজে প্রাধান্য বিস্তারকারী সমাজতান্ত্রিক সামাজিক সম্পর্কের সঙ্গে এই ক্ষেত্রটি সংহত হয়ে গেছে। অন্যান্য ভ্রাতৃপ্রতিম দেশ ও বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার অংশ হিসেবে, পোল্যাণ্ড বর্ত-মানে রয়েছে উন্নত সমাজতান্ত্রিক সমাজ গঠনের স্তরে। যদিও জের হিসেবে অন্তর্বর্তীকালের কিছু সমস্যা পড়ে আছে, আমরা অগ্রসর হওয়ার সাথে সাথে তাদের সমাধানের চেষ্টা করছি।

স্ভেতেভ ঃ এতে আমার কোনো আপত্তি নেই। অর্থ-নীতি বহির্ভূত বাধ্যবাধকতা কিংবা প্রশাসনিক চাপকে অন্তর্বর্তীকালে কোনো জায়গায় প্রাধান্যময় থাকতেই হবে, এমন কথা আমি মনে করি না। অস্বাভাবিক অবস্থাতেই এর দরকার হয়, যেমনটি হয়েছিল সদ্য-প্রতিষ্ঠিত সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রে গৃহযুদ্ধের কালে, "যুদ্ধকালীন সাম্যবাদের" নীতিতে যার প্রয়োজনীয়তা ফুটে ওঠে। অন্তর্বর্তীকালীন পর্বের অনেক বেশি যুক্তিগ্রাহী স্তর এবং বাস্তবিক বিচারে অনেক দীর্ঘস্থায়ী স্তর হল পরিচালন ব্যবস্থার অর্থনৈতিক পদ্ধতির প্রাধান্যময় নতুন অর্থনৈতিক নীতির যুগ।

নাজ ঃ অন্যদিকে উন্নত সমাজতন্ত্রের অবস্থায় শুধুমাত্র অর্থনৈতিক পদ্ধতি প্রয়োগ করা যাবে, এটাও আমি মনে করি না। আসলে দরকার হল সমাজতান্ত্রিক বিকাশের প্রতিটি পর্বে অর্থনৈতিক ও অর্থনীতি বহির্ভূত পদ্ধতির মধ্যে একটা কাম্য আনুপাতিক হার নির্ধারণ করা। তাছাড়া এটাও মনে রাখতে হবে যে পদ্ধতিগুলো বদলায়। যেমন পরিকল্পনা ছাড়া বর্তমান পরিস্থিতিতে একটা জটিল, বহুমুখী অর্থনীতিকে পরিচালনা করা কি সম্ভব? অথচ অর্থনৈতিক পরিকল্পনা হল কার্যত সমস্ত অর্থনৈতিক উপাদানের উপরে বাধ্যতামূলকভাবে অনুসরণীয় নিয়মাবলী। এবং সেটা তখনই কার্যকর হয় যখন তার নির্দেশাবলী অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণের পদ্ধতি বিচার করে, সমাজতন্ত্রের অর্থনৈতিক নিয়মাবলীর কাঠামোয় গড়ে ওঠে। সে কারণেই এই দুই ধরনের পদ্ধতিকে, পরস্পরের বিপরীত বলে বিচার করায় আমি বিশ্বাস করি না।

* * *

সমাজতান্ত্রিক সংগঠন তিনটি প্রধান পর্বের মধ্য দিয়ে গেছে অথবা যাচ্ছে, আলোচনায় যোগদানকারীরা সে বিষয়ে একমত। সেগুলি হল ঃ অন্তর্বর্তীকালীন পর্ব বা সমাজতান্ত্রিক সংগঠনের সূচনা পর্ব, যখন নতুন সমাজের ভিত্তি গড়ে ওঠে ; উন্নত সমাজতান্ত্রিক সমাজ গঠনের পর্ব এবং উন্নত সমাজতন্ত্র বিকাশের পর্ব বা সাম্যবাদের বৈষয়িক ও প্রকৌশলগত বনিয়াদ গড়ে তোলার পর্ব। প্রতিটি পর্বের সমাজের প্রতিটি স্তরে বিশেষ বৈশিষ্ট্য আছে, তাদের লক্ষ্য-গুলি সুনির্দিষ্ট এবং সেগুলি পূরণের অবস্থাগুলিও বিশিষ্ট।

উন্নত সমাজতন্ত্র গঠনে ও ত্রুটিহীন করনে নতুন অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও মতাদর্শগত সমস্যা কি আসতে পারে? তাদের সমাধান করার নতুন সুযোগ কি? উন্নত সমাজতন্ত্র ও শ্রেণীহীন সমাজ আদর্শ অর্জনের দৃষ্টিভঙ্গি

—সমাজ জীবনে রদবদল ও দ্রুত দিক পরিবর্তনে সবচেয়ে কঠিন কাজ হল প্রতিটি উত্তরণ পর্বের বিশেষ লক্ষণগুলির যথাযথ হিসেব নেওয়া।

—লেনিন

ভিডেজপিল ঃ পোল্যাণ্ডে উন্নত সমাজতন্ত্র গঠনের পর্বে যে সমস্ত সমস্যাবলী দেখা দিয়েছে আমি সেগুলি বর্ণনা করার চেষ্টা করব। সেগুলি হল প্রথমত সামাজিক প্রগতি ও জনগণের জীবনধারার অগ্রগতি সুনিশ্চিত করার জন্যে প্রকৌশলগত অগ্রগতি ব্যবহারের বিশেষ ঝোঁক ও পদ্ধতি থেকে উদ্ভূত। দ্বিতীয়ত হল সমাজ ও সরকারের সমস্যাবলীর সমাধানে যাতে প্রতিটি মানুষ প্রভাব বিস্তার করতে পারে তার জন্যে সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রক্রিয়ার পরিকল্পনা, নিয়ন্ত্রণের বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নির্ধারণ ও লক্ষ্য-পূরণ, সামাজিক পরিচালনা ব্যবস্থার উন্নতি সাধন, প্রশাসনিক যন্ত্র স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে স্বশাসিত সংস্থা গঠনের সঙ্গে যুক্ত। তৃতীয়ত, ভোগকারীর মনোবৃত্তির বিরুদ্ধে লড়াই করার সঙ্গে সঙ্গে সমাজের প্রতি সদস্যের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের সমস্যা। চতুর্থত, সমাজের বিভিন্ন স্তরগুলির মধ্যে নৈকট্য গঠন, শহর ও গ্রাম এবং কৃষি ও শিল্প শ্রমিকদের মধ্যে যে বিশেষ পার্থক্য থাকে তার অপসারণ। পঞ্চমত, বৈদেশিক নীতি, শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান ও উত্তেজনা প্রশমনের নীতি সম্পর্কে মতাদর্শগত কাজ করার সমস্যাবলী।

ভলকভ ঃ আমরা যখন বলি যে সোভিয়েত ইউনিয়নে উন্নত সমাজতান্ত্রিক সমাজ গঠিত হয়েছে তখন আমরা এটা বোঝাতে চাই না যে, সমাজতান্ত্রিক বিকাশের সমস্ত সমস্যার সমাধান আমরা করে ফেলেছি। আমরা যা বলি তা হল এই যে আমরা গুণগতভাবে এক নতুন স্তরে প্রবেশ করেছি এবং আমাদের যদি এগিয়ে যেতে হয় তাহলে সামনের কাজগুলিকে সুনির্দিষ্টভাবে হাজির করতে হবে এবং সেগুলি সমাধা করার নতুন পরিবেশ, দৃষ্টিভঙ্গি ও প্রয়োজনীয় উপকরণের কথাও বলতে হবে।

নতুন উপকরণগুলি পাওয়ার মুখ্য উৎস হল উন্নত সমাজতন্ত্র, কারণ এটাই হল মনুষের অর্জিত সাফল্যের সর্বশ্রেষ্ঠ সামাজিক সত্তা। একটা জটিল বিস্তৃত জিনিসের অঙ্গ হিসেবে এর মধ্যে সমাজের প্রতিটি অংশ বিকাশলাভ

করে, যার উপাদানগুলি একে অন্যের কাজের সুযোগ বৃদ্ধি করে সামাজিক অগ্রগতি ঘটায়। সামাজিক প্রক্রিয়াসমূহের নিয়ন্ত্রণে সুসংবদ্ধ দৃষ্টিভঙ্গি জোরালোভাবে দাবি করার এটাই হল অন্যতম কারণ। রাষ্ট্রীয় অর্থনৈতিক পরিকল্পনা আর শুধু অর্থনৈতিক পরিকল্পনা থাকে না, তা কার্যত সামাজিক-অর্থনৈতিক পরিকল্পনায় পরিণত হয়। যেমন বলা যেতে পারে যে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির কর্মসূচীকে তীব্রতর করে তোলার মতো অর্থনৈতিক পরিকল্পনা আমরা কোনো মতেই সমাধান করতে পারব না, যদি আমরা গ্রামাঞ্চলের জীবনযাত্রা ও সাংস্কৃতিক মানের সমস্যাগুলি উপেক্ষা করি, নানা ধরনের সেবামূলক কাজ সেখানে সম্প্রসারিত করতে না পারি, রাস্তাঘাট নির্মাণ না করি এবং এই সব কাজগুলিকে শিল্পোৎপাদন পরিকল্পনার সঙ্গে জুড়ে দিতে না পারি।

শ্রমের অন্যান্য ক্ষেত্রে নয়া প্রকৌশল চালু করতে গেলে অর্থনৈতিক উপাদানগুলির সঙ্গে সামাজিক উপাদানগুলির বিচার করাও গুরুত্বপূর্ণ। স্পষ্টভাবে বলা যায় যে কাজের পরিবেশ আরো স্বাস্থ্যকর করে তোলা, শ্রমকে অপেক্ষাকৃত কঠিন ও পুরোপুরি প্রকৌশলগত কাজ থেকে মুক্ত করে আকর্ষণীয় করে তোলা দরকার। সমাজতন্ত্রের ব্যক্তির বিকাশ সম্ভব করার জন্যে উন্নত বস্তুগত ও নৈতিক পরিবেশ সৃষ্টি করা পরিচালনার সমস্যাবলীর কাম্য সমাধান।

পার্টি যখন সমাজতন্ত্রের সুবিধাগুলির সঙ্গে বৈজ্ঞানিক ও প্রকৌশলগত বিপ্লবের অবদানগুলি মিলিয়ে দেওয়ার জন্যে আহ্বান জানান, তখন অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে মানবিক উপাদানের বিকাশের গুরুত্বের কথাই সেখানে বিশেষভাবে থাকে। প্রধান সুবিধা এক্ষেত্রে হল নিঃসন্দেহে মেহনতী মানুষদের অফুরন্ত শ্রম সম্ভাবনা ও সামাজিক সক্রিয়তা এবং অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কাজে প্রত্যেকের গভীর, সচেতন ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন অংশগ্রহণ।

স্ভেতেভ : উন্নত সমাজতান্ত্রিক সমাজ গঠনের কাজে ব্যাপৃত অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশেও মনে হয়, বুলগেরিয়ার মতোই এই সব কাজগুলি করতে হচ্ছে। সোভিয়েত ইউনিয়নে সমাজতন্ত্রের বিকাশ অন্য স্তরে রয়েছে, সেটা আরো উন্নত, এবং এই স্তরের বিশেষ কাজগুলির কথা একটু বিচার-বিবেচনা করে দেখা দরকার।

নাজ : একটা স্তরের সঙ্গে অন্য বিকাশ স্তরের কিম্বা একটা সমাজতান্ত্রিক দেশের সঙ্গে অন্য সমাজতান্ত্রিক দেশের এই ধরনের বৈপরীত্য স্থাপন ও আলোচনার কি দরকার আছে? সোভিয়েত ইউনিয়ন সমাজতন্ত্রের একটা উন্নততর স্তরে রয়েছে এবং সেই স্তরের উদ্ভূত সমস্যাবলী সমাধান করার সুযোগও তার বেশি, এবং সেটাই হল আসল কথা। অধ্যাপক ভিডেজর্পিল যে সমস্ত কাজগুলির কথা বলেছেন সেগুলি সোভিয়েত ইউনিয়নে করারও প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে, কেবল তফাতটা এই যে অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির তুলনায় সেখানে কাজগুলি সম্পন্ন করার অগ্রগতি ঘটেছে বেশি। সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং হাঙ্গেরি সহ অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রক্রিয়াগুলির নিয়ন্ত্রণের জন্যে ব্যাপক কর্মসূচী গ্রহণের সমস্যার সমাধান করা হচ্ছে এবং এ ব্যাপারে আমরা সোভিয়েত বন্ধুদের অভিজ্ঞতার উপরে নির্ভর করছি।

ভিডেজর্পিল : এই স্তরের লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্যগুলি বেশ বোঝা যাচ্ছে এবং পুঁজিবাদী দেশগুলির তুলনায় আমাদের বেশি সুবিধা হল এইখানে যে ভ্রাতৃপ্রতিম দেশগুলি সমাজতন্ত্র সংগঠনের মৌল সমস্যাবলী একত্রে এবং একই সঙ্গে সমাধান করতে পারে এবং সেই ব্যাপারে তারা প্রথমত সোভিয়েত ইউনিয়নের কাছে ও একে অন্যের কাছ থেকে অনেক কিছু শিখতে পারে।

নাজ : সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির ইতিহাসের বর্তমান স্তরে একটা লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হল জীবনধারার সমস্যা সম্পর্কে এবং নতুন মনুষদের শিক্ষিত করে তোলার সর্বাঙ্গীণ উদ্যোগ সম্পর্কে বিশেষ সচেতনতা। এই ক্ষেত্রে কমিউনিস্ট-বিরোধীরা যে বিশেষ তৎপর সেটা কোনো আকস্মিক ঘটনা নয়। মার্কিন ভবিষ্যদ্বাদী হারমান কাহন, তাঁর "থিংস টু কাম" বইতে বলেছেন যে মানুষের ভবিষ্যৎ হল মার্কিনী জীবনধারা।(১) তথাকথিত নয়া বামপন্থীরা বলতে চাইছে যেহেতু মানুষের জীবনধারায় ব্যাপক কোনো পরিবর্তন আসেনি সুতরাং আজকের দুনিয়ায় কোনো প্রকৃত বিপ্লব ঘটেছে তা বলা যাবে না।

সমাজতান্ত্রিক জীবনধারাকে ত্রুটিহীন করা এবং তাদের কথা আরো ব্যাপকভাবে প্রচার কার কত জরুরী, এর থেকেই তা বোঝা যায়। এই জীবনধারণ অর্থনীতি ও উৎপাদনকে প্রভাবিত করার একটা উপাদানে পরিণত হয়েছে। উৎপাদনের মাত্রাই কেবল ভোগের মান নির্ধারণ করে না, বরং বিপরীত নির্ভরতার দিকটাই এখন প্রকট।

সমাজতান্ত্রিক জীবনধারা ত্রুটিহীন করার জন্যে আমার বিশ্বাস তিনটি বিষয় উন্নত করে তোলা দরকার, শোষণহীন শ্রম, শিক্ষা ও সংস্কৃতি এবং যোগাযোগ ও যৌথ সম্পর্ক গঠন। সমাজতান্ত্রিক উৎপাদন সম্পর্ক নিজের থেকেই সমাজতান্ত্রিক জীবনধারা গঠন করে না। উপরোক্ত বিষয়গুলিতে যখন আমরা সচেতন, অর্থবহ ও বিরামহীন সংগ্রাম করে যেতে ব্যর্থ হই তখনই ভোগকারী ও মালিকী মনোবৃত্তি, সামাজিক ঔদাসীন্য, বা নিজের অবকাশের অযথার্থ ব্যবহার করার ঝোঁক প্রভৃতি নেতিবাচক দিকগুলির অপসারণ করার কাজ বিশেষ কষ্টকর হয়ে ওঠে।

ভিডেজর্পিল : উন্নত সমাজতন্ত্রে উৎপাদন ও বণ্টনের ক্ষেত্রে সমস্যার যে জটিলতা দেখা দেয় তাদের সমাধানের উপরে আমি বিশেষ গুরুত্ব দিতে চাই। যদি "প্রত্যেকে নিজের যোগ্যতা এবং প্রত্যেকে নিজের কাজ" অনুযায়ী বণ্টন নীতি উপেক্ষা করা হয় বা তার কোনো বিকৃতি ঘটে, তাহলে প্রকৃত সমাজতন্ত্র হতে পারে বলে আমি মনে করি না। আমরা সমাজতান্ত্রিক দেশের লোকেরা এই নীতি প্রয়োগ করি এবং একে নিয়ামক বিধান বলে মনে করি, তার অর্থ এই নয় যে এই নীতির আরো পূর্ণাঙ্গ ও কার্যকর প্রয়োগ সম্ভব নয়। এর প্রয়োগ কোনো স্বল্পকালীন ব্যাপার নয়, এটা হল একটা ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার অংশ, যা উন্নত সমাজতন্ত্রকে ত্রুটিহীন করার সমগ্রকাল ধরে বজায় থাকবে, যে কাল সাম্যবাদে উত্তরণের সময় পর্যন্ত বিস্তৃত।

ভলকভ : বাস্তবিকই আমাদের যদি "প্রত্যেকে নিজের যোগ্যতা" অনুযায়ী, এই নীতি প্রয়োগ করতে হয়, তাহলে অবশ্যই প্রথমে সমাজের প্রতিটি মানুষের সৃজনশীল যোগ্যতা বৃদ্ধি ও তার জন্যে উপযুক্ত বস্তুগত ও নৈতিক পূর্বাবস্থা সৃষ্টি করতে হবে। সে কাজ সময় সাপেক্ষ। তেমনি "প্রত্যেকে নিজের কাজ" অনুযায়ী নীতি প্রয়োগ করাও খুব সহজ নয়। সেটা করতে গেলে শ্রম ও জনজীবনে প্রত্যেকের সৃজনশীল উদ্যোগ ও সক্রিয়তা উৎসাহদানের জন্যে বণ্টন ব্যবস্থা ও বস্তুগত প্রেরণাদান ব্যবস্থাকে ত্রুটিহীন করে তুলতে হবে।

উন্নত সমাজতন্ত্রের "উচ্চতর সীমা" হল দ্রব্যসামগ্রী

---

১ এইচ কাহন, বি ব্রুস-ব্রিগস : থিংস টু কাম : থিংকিং এ্যাবাউট দি সেভেন্টিজ এ্যান্ড এইটিজ, নিউ ইয়র্ক, ১৯৭২।

উৎপাদনের সম্ভাবনার পূর্ণতম ব্যবহারের অবস্থা, মূল্য কাঠামোর অবলুপ্ত অবস্থা, মার্কস যাকে বলেছেন এমন একটা সামাজিক স্তরে পেঁছানো যেখানে সমাজের সম্পদ শ্রমের সময় দিয়ে বিচার্য না হয়ে বিচার্য হবে সমাজের অবকাশের সময় দিয়ে, অর্থাৎ যে সময় সমাজ তার সদস্যদের সাংস্কৃতিক অগ্রগতি, শিক্ষার জন্যে ব্যয় করতে পারে যা ঘটবে একান্ত বস্তুগত উৎপাদনের বাইরে। এখানেও অবশ্য উন্নত সমাজতন্ত্রের সীমানার প্রশ্নটি জড়িয়ে আছে। এটা হল তার লক্ষ্যগুলির অন্যতম, যেখানে পেঁছাতে যথেষ্ট সময় লাগে।

জাহারেস্কু ঃ অন্যান্য যে লক্ষ্যমাত্রাগুলি আছে, যেমন সমাজের পরিচালনায় সমস্ত মেহনতী মানুষদের নিয়ে আসা, রাষ্ট্রের বিলোপ, শহর ও গ্রামের মধ্যে পার্থক্যের অবসান, মানসিক ও কায়িক শ্রমের পার্থক্যের অবলুপ্তি, নতুন মানুষদের শিক্ষা ইত্যাদি, সেগুলি পূরণ করতে একটা ইতিহাসগতভাবে দীর্ঘ সময় লাগবে বলে আমি মনে করি। নিঃসন্দেহে বলা যায় যে উন্নত সমাজতন্ত্রের উদ্দেশ্য হল ব্যাপক ভিত্তিতে সমাজের প্রতিটি ক্ষেত্রে জীবনকে পূর্ণতর করে গড়ে তোলা। অবশ্যই এই লক্ষ্য অর্জন করতে গেলে সংশ্লিষ্ট দেশের অর্থনীতির সমস্ত দিকগুলিকেই বিকশিত করতে হবে বলে মনে করি।

আমরা একথা ভুলতে পারি না যে বস্তুগত মূল্য উৎপাদনের কাজটি সহজ নয় এবং তার জন্যে ব্যক্তিগত গুণাবলী ও যোগ্যতার প্রয়োজন। তাছাড়া একটা উন্নত অর্থনৈতিক ব্যবস্থার প্রয়োজন দেশের সম্পদের পূর্ণতম ব্যবহার, যে সম্পদ সাধারণত বিচিত্র ধরনের হয়ে থাকে। ভিন্ন ভিন্ন সমাজ ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার অধীন দেশগুলি সহ, সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির নিজেদের মধ্যে অর্থনৈতিক বিনিময় প্রতিটি দেশের অর্থনীতিকে বহুমুখী করে তোলে এবং তাদের সামগ্রিক বিকাশ ঘটায়। এটা কি যথেষ্ট ইঙ্গিতবহ নয় যে অর্থনৈতিক বিচারে পশ্চাৎপদ দেশগুলির অর্থনীতি হলো একপেশে ধরনের বা এক বিষয়ের সঙ্গে সম্পর্কিত ধরনের যেখানে উন্নত দেশগুলির অর্থনীতি হল বহুমুখী? আমাদের লক্ষ্য রাখা দরকার যে সি এম ই এ-র অন্তর্গত দেশগুলির অর্থনৈতিক সহযোগিতার ব্যাপক কর্মসূচীর তাৎপর্য হল এই যে, সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির অর্থনীতি সামগ্রিকভাবে বিকশিত হয়ে উঠবে এবং এই প্রক্রিয়ার মধ্যে তাদের মানগত সমতা ক্রমেই বৃদ্ধি পাবে।

নাজ ঃ উন্নত সমাজতন্ত্রের পর্ব যে দীর্ঘস্থায়ী এবং আমাদের তত্ত্বগত রচনায় সাম্যবাদে উত্তরণের পূর্বশর্তগুলি কতটা উপযুক্ত হয়ে উঠেছে সেই বিচারের চেয়েও আরো অগ্রবর্তী ধারণার কথা বলতে হবে, এই উপলব্ধিটা রাজনীতি ও মতাদর্শ, উভয় দিক থেকেই বিশেষ জরুরী বলে আমি মনে করি। এই প্রক্রিয়া সম্পর্কে বাস্তব ধারণা আমাদের ত্রুটিহীন উন্নত সমাজতন্ত্র গড়তে সঠিক পথনির্দেশ ও কার্যকরী সুপারিশ করতে সাহায্য করবে।

* * *

আলোচনার সার সংকলনে গবেষক দল লক্ষ্য করেছেন যে ভ্রাতৃপ্রতিম সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির প্রতিনিধির উন্নত সমাজতন্ত্রের সমস্যাবলী নিয়ে এই পত্রিকার পরিসরে আলোচনা বেশ ফলপ্রসূ হয়েছে এবং এই বিষয়ে যৌথ তাত্ত্বিক কাজ চালিয়ে যেতে হবে। এটা খুবই স্বাভাবিক ও প্রয়োজন যেহেতু উন্নত সমাজতন্ত্র গঠনের মৌল বাস্তব বিধি ও কাজগুলি সমজাতীয়।

সোভিয়েত ইউনিয়ন প্রথম উন্নত সমাজতান্ত্রিক দেশে পরিণত হয়েছে তখনই যখন সমাজতান্ত্রিক গোষ্ঠীর উদ্ভব হয়েছে। বর্তমানে বেশ কয়েকটি দেশের যৌথ প্রচেষ্টার মাধ্যমেই উন্নত সমাজতন্ত্র গঠিত হচ্ছে। এটা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ, কারণ উন্নত সমাজতন্ত্রের লক্ষণ হল সংশ্লিষ্ট দেশের অভ্যন্তরীণ প্রক্রিয়ার উন্নত বিকাশ এবং ভ্রাতৃপ্রতিম দেশ ও দলগুলির মধ্যে উন্নত সম্পর্কের প্রতিষ্ঠা। এই উন্নত অবস্থার অর্থ হল সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির মধ্যে উচ্চমানের শ্রমবিভাগ, সি এম ই এ-র মধ্যে এরই সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে উৎপাদন বিষয়ে বিশেষীকরণ এবং তাদের সৃষ্ট অর্থনৈতিক সংহতি বিধায়ক প্রক্রিয়ায় শক্তির যোগান। এর আরো অর্থ হল সাম্যের ভিত্তিতে তাদের মধ্যে প্রকৃত সম্পর্ক স্থাপন, অন্যান্য ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বৃদ্ধি এবং নিজেদের মধ্যে আরো ঘনিষ্ঠ সামাজিক ও রাজনৈতিক ঐক্য প্রতিষ্ঠা।

সমাজতান্ত্রিক গোষ্ঠীর যে কোনো একটি দেশে উন্নত সমাজতন্ত্রের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের সাফল্য বহুলাংশে সমগ্র গোষ্ঠীর যৌথ উদ্যোগের উপরে নির্ভর করে। সদস্য রাষ্ট্রগুলির মধ্যে দ্বিপাক্ষিক ও বহুপাক্ষিক সম্পর্ক যতই সক্রিয়ভাবে গড়ে উঠবে, ততোই প্রত্যেকের অভ্যন্তরীণ সমস্যাসমূহের সমাধানের পরিবেশ সৃষ্টি হবে। বর্তমান কালের ইতিহাস ইঙ্গিত করছে যে উন্নত সমাজতন্ত্রের আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা দীর্ঘকাল টিকে থাকবে। তাই দুইটি সংশ্লিষ্ট দেশের পারস্পরিক সম্পর্কের প্রতিটি ক্ষেত্রে কাম্য নীতি নির্ধারণ করতে হবে তাদের উভয়ের স্বার্থ ও গোষ্ঠীর শরিক অন্যান্য দেশের স্বার্থের দৃষ্টিকোণ থেকে, সাধারণ করণীয় কাজগুলির সবচেয়ে কাম্য ও ফলপ্রসূ রূপায়ণ করতে হবে সকলের সম্পদ ও সম্ভাবনার উত্তরোত্তর পূর্ণতর ব্যবহারের মাধ্যমে, সুসংহত অর্থনৈতিক পরিকল্পনার অধীনে সর্বাঙ্গীণ বিকাশ ঘটানোর জন্যে দরকার হবে একত্রে পরিকল্পনা রচনা, যাতে উন্নত সমাজতন্ত্রের আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা সমগ্রভাবে তাদের লক্ষ্যমাত্রা গ্রহণ ও অগ্রগতি সম্ভব করে তুলতে পারে। এইগুলিই হল আজকের বাস্তব প্রয়োজনের পূর্বনির্দিষ্ট অবস্থা।

সমাজতন্ত্র চরিত্রগতভাবেই আন্তর্জাতিক। মার্কস ও এঙ্গেলস বিশেষ জোর দিয়ে বলেছেন যে, পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে, বিভিন্ন দেশের কমিউনিস্টরা জাতি নির্বিশেষে সমস্ত শ্রমিকশ্রেণীর সাধারণ স্বার্থকে একটি মুখ্য প্রতিযোগী হিসেবে গড়ে তুলবে এবং বুর্জোয়া শ্রেণীর বিরুদ্ধে শ্রমিকশ্রেণীর এই সংগ্রাম যে সমস্ত স্তরের মধ্য দিয়ে যাবে, তাতে সর্বত্রই এই সংগ্রাম সমগ্র আন্দোলনের স্বার্থকে প্রতিফলিত করবে। সঙ্গে সঙ্গে এটাও লক্ষণীয় যে, সমাজতান্ত্রিক গোষ্ঠীর সদস্যদের মধ্যে অধিকতর অর্থনৈতিক সংহতি স্থাপন ও ব্যাপক সম্পর্কের প্রতিষ্ঠা, প্রতিটি জাতীয় বিকাশের বৈশিষ্ট্যগুলিকে মোটেই উপেক্ষা করে চলে না। যেটা আমাদের মতাদর্শগত প্রতিপক্ষরা দাবি করে থাকে। বিপরীতপক্ষে, সমাজতান্ত্রিক সংহতিই জাতীয় অর্থনীতির বিশেষীকরণের সবচেয়ে অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করে, যেখানে প্রতিটি দেশের সুযোগ-সুবিধা ও বিশেষ গুণাবলীর পূর্ণতম ব্যবহারের সম্ভাবনা দেখা দেয় এবং তারা নিজেদের সম্ভবনার বিচারেই বৈজ্ঞানিক ও প্রকৌশলগত গবেষণায় একান্ত নিজস্ব বিকাশের পথটি বেছে নিতে পারে।

তাই আমরা বলতে পারি যে, **অতীতের তুলনায় এখন উন্নত সমাজতন্ত্র একটি আন্তর্জাতিক রাষ্ট্র ব্যবস্থা হিসেবে গড়ে উঠছে যাদের মধ্যে প্রতিটি ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে একটা গোষ্ঠীগত সাধারণ স্বার্থের প্রকাশ এবং পরস্পরের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে গুণগতভাবে সুউচ্চ মানের সম্পর্ক।**

চালিকা শক্তি

অধ্যাপক কিরিল ইভানভ
(বুলগেরিয়া)

বুলগেরিয়ার ত্রিশ বছরে সমাজতান্ত্রিক সমাজ গঠনের ক্ষেত্রে সমাজতন্ত্রের রাজনৈতিক ব্যবস্থায় মার্কসবাদী-লেনিনবাদী শ্রমিকশ্রেণীর অগ্রবাহিনীর স্থান ও ভূমিকার অসাধারণ গুরুত্বের যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া গেছে এবং জাতীয় অগ্রগতিতে তার বিষয়ীগত প্রভাবের মাত্রা ও রূপকে সঠিকভাবে সংজ্ঞায়িত করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। সমাজতন্ত্রের বিষয়ীগত নিয়মগুলির মান, সমাজতন্ত্র গঠনের পূর্ববর্তী পর্বের বিপ্লবী পরিবর্তনসমূহের প্রকৃতি ও তাৎপর্য সম্পর্কে সুস্থিত বৈজ্ঞানিক ধারণা এবং বর্তমান ও ভবিষ্যৎ কাজের সুস্পষ্ট উপলব্ধি নির্ভর বাস্তবভিত্তিক অর্থনৈতিক ও সামাজিক নীতিসমূহের দ্বারাই এই নতুন ব্যবস্থাকে শক্তিশালী ও সম্পূর্ণতা সাধন করা যেতে পারে।

বুলগেরিয়ার কমিউনিস্ট পার্টি ১৯৫৮ সালের সপ্তম কংগ্রেসে নথীভুক্ত করেছিল দেশজুড়ে সমাজতান্ত্রিক বিজয়ের কথা লিপিবদ্ধ হয়েছে। প্রথম ও দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা বুলগেরিয়াকে পুঁজিবাদ থেকে সমাজতন্ত্রে উত্তরণের কালপর্বের ভিতর দিয়ে উন্নত সমাজতান্ত্রিক সমাজ গঠনের পর্যায়ে নিয়ে এসেছে। কংগ্রেসের প্রস্তাবে যেমন উল্লেখ করা হয়েছে, "জাতীয় অর্থনীতিতে এখন সমাজতন্ত্র পুরোপুরি কর্তৃত্ব করছে : শিল্পে, পরিবহণে, নির্মাণকার্যব্যবস্থায়, রাজস্বে ও কৃষিকার্যে···। সমগ্র জাতীয় অর্থনীতিতে সমাজতান্ত্রিক উৎপাদন সম্পর্কের প্রাধান্য উৎপাদন শক্তিসমূহের দ্রুত বিকাশের পথ খুলে দিয়েছে। পূর্বের পশ্চাৎপদ বুলগেরিয়া সমাজতান্ত্রিক শিল্প ও কৃষিভিত্তিক দেশে পরিণত হয়েছে।"

সমাজে শ্রেণীবিন্যাসের পরিবর্তনের লক্ষ্য নিয়ে অর্থনৈতিক পরিবর্তনসমূহ করা হয়েছে। শ্রমিকের সংখ্যা ১৯৫৬ সালের মধ্যে ১৯৩৯ সালের যুদ্ধপূর্ব স্তরের তিনগুণের বেশি বেড়েছে (৯৩ হাজার থেকে ২ লক্ষ ৮৬ হাজার)। শ্রমিকশ্রেণী তার আধিপত্য বৃদ্ধি করেছে ও তার অগ্রবাহিনী, কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বের ভূমিকা সংহত করেছে—পার্টির সর্বজনীন সম্পদ বৃদ্ধির নীতি জাতীয় সমর্থন পেয়েছে। পার্টি ও শ্রমিকশ্রেণীর মতাদর্শ প্রধান হয়ে উঠেছে। শহর ও গ্রামাঞ্চলে সমাজতন্ত্রের প্রাধান্যের ফলে উদ্ভূত নতুন পরিস্থিতিতে "বর্তমান পর্যায়ে আমাদের পার্টির বিকাশের মূলে বৈশিষ্ট্য যথা, বুলগেরিয়া গণপ্রজাতন্ত্রে সমাজতন্ত্র ও সাম্যবাদের বিজয় অভিযানের নেতৃত্বে জনগণের স্বীকৃত নেতা হিসাবে তার বর্ধিষ্ণু ভূমিকা"(১) প্রকাশ ঘটেছে। ১৯৬২ সালে অনুষ্ঠিত অষ্টম পার্টি কংগ্রেসে উল্লেখ করা হয়েছে যে, "আমাদের দেশে সমাজতান্ত্রিক সমাজ গঠন সম্পূর্ণ হওয়ার" কালপর্বের বৈশিষ্ট্যসূচক বিষয়গত অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক প্রক্রিয়া ও ঘটনাবলীর ক্ষেত্রে এর প্রয়োজন ছিল।

দশম কংগ্রেসে (১৯৭১) গৃহীত কর্মসূচী নেতৃত্ব ও চালিকা শক্তি হিসাবে পার্টির ভূমিকার সহায়ক এমন নির্দিষ্ট উপাদানগুলি এক দুই করে উল্লেখ করেছে : উন্নত সমাজতন্ত্র গঠনের কাজের বিশালতা বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিবিদ্যাগত বিপ্লবের প্রভাবে সামাজিক প্রক্রিয়াগুলির ত্বরিতগতি সামাজিক সম্পর্কের জটিলতা বৃদ্ধি ও সমাজের ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসন রীতির ক্রমবর্ধমান ভূমিকা, জনগণের সৃজনশীল কার্যকলাপের প্রসার ও সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের আরও বিকাশ, বৈজ্ঞানিক সাম্যবাদের তত্ত্ব ও সাম্যবাদী শিক্ষাসংক্রান্ত কাজের ক্রমবর্ধমান গুরুত্ব, সমাজতন্ত্র ও ধনতন্ত্রের মধ্যে বিশ্বজোড়া শ্রেণীসংগ্রাম, আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে সঠিক কর্মধারা নির্ধারণের প্রয়োজনীয়তা এবং আমাদের সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের আন্তর্জাতিক দায়িত্ব।

বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তি বিদ্যাগত প্রগতির সঙ্গে যুক্ত উন্নত সমাজতন্ত্রের সমস্যাবলীর আলোচনা ও সংগ্রামে বেশি বেশি জনতার সংযোগ সুস্পষ্টভাবে সমাজতান্ত্রিক দেশের অগ্রগতিকে ত্বরান্বিত করে। শিল্প, সামাজিক কাঠামো, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে দ্রুত পরিবর্তন নেতৃত্বের অনেক কিছু দাবি করে। বিজ্ঞানভিত্তিক ভবিষ্যদ্বাণী, সমাজবিকাশের ধারণাবলী ও কর্মসূচীসমূহ এবং উপযুক্ত নেতৃত্বের সকল প্রধান উপাদানগুলি সৃষ্টির জন্য এসব পরিবর্তনগুলিকে অবিরত বিশ্লেষণ করতে হবে। এজন্যই রাজনৈতিক, সাংগঠনিক ও প্রায়োগিক নেতৃত্বের উচ্চমানের প্রয়োজনীয়তা, কারণ জনজীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রের পরিবর্তনগুলি অনিবার্যভাবে সব শ্রেণী ও সামাজিক গোষ্ঠীর স্বার্থকে প্রভাবিত করে। জনগণকে সমাজ-পরিবর্তনের প্রক্রিয়ায় যুক্ত করার ও পরিণত সমাজতান্ত্রিক সমাজের নাগরিকদের গুণাবলী গঠন করার প্রত্যক্ষ লক্ষ্য নিয়ে অবিরত রাজনৈতিক ও, শিক্ষামূলক এই প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়া প্রয়োজন হয়ে পড়ে।

এগুলিই হচ্ছে সমাজতন্ত্রের দ্রুত বিকাশের জন্য ও পুঁজিবাদের ওপর সমাজতন্ত্রের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করার জন্য খুবই জরুরী। এ কেবলমাত্র কমিউনিস্ট পার্টির দ্বারাই অর্জন করা সম্ভব, কমিউনিস্ট পার্টিই অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও মতাদর্শগত সমস্যাবলীই বিশ্লেষণ ও সমাধানের সত্যিকারের বৈজ্ঞানিক মার্কসবাদী-লেনিনবাদী পদ্ধতিবিদ্যায় সজ্জিত। এ শ্রমিকশ্রেণীর অগ্রবাহিনী, সমাজতান্ত্রিক উৎপাদনে ও শ্রমের সার্বিক সামাজিকীকরণের অগ্রগতির ফলে সমাজতান্ত্রিক সমাজে এই অগ্রবাহিনীর নেতৃত্বের অবস্থান অবিরাম বেড়েই চলেছে।

এ অগ্রগতিতে ও সমাজতান্ত্রিক উৎপাদন সম্পর্কের পূর্ণতাসাধনে শ্রমিকশ্রেণীর স্থায়ী স্বার্থ রয়েছে। আমাদের সমাজের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহের ব্যবস্থা শ্রমিকশ্রেণীকে উৎপাদনী শক্তিসমূহ ও জনজীবনের সমস্ত দিকের বিকাশকে কার্যকরভাবে প্রভাবিত করতে সক্ষম করে। সমাজতন্ত্র ও ব্যক্তিমালিকানাধীন অর্থ-

১ টি ঝিকভ—বি সি পি-এর অষ্টম কংগ্রেসে সি সি-র প্রতিবেদন।

নীতিতে শ্রমিকশ্রেণীর অবস্থানের এখানেই হচ্ছে সবচেয়ে বেশি গুণগত পার্থক্য। ব্যক্তি-মালিকানাধীন অর্থনীতিতে শিল্পব্যবস্থাপনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ হল পুঁজির অগ্রাধিকার-সম্পন্ন কাজ। অপরপক্ষে, শ্রমের সামাজিকীকরণের ক্রম-বর্ধমান উচ্চতর স্তরের মধ্য দিয়ে সমাজতান্ত্রিক উৎপাদনের অগ্রগতি ঘটে—শ্রমিকদের নিজেদের সামাজিক সম্পর্কের শাসন ও নিয়ন্ত্রণের প্রকৃত কার্যাবলী সুদৃঢ়ভাবে গ্রহণ করে শ্রম ও ব্যবস্থাপনার কার্যাবলীর সুষম সংশ্লেষণে।

কিন্তু প্রক্রিয়াটি স্বয়ংক্রিয়ও নয়, স্বতঃস্ফূর্তও নয়। এটা কেবলমাত্র কমিউনিস্ট পার্টির পরিচালনা ও নেতৃত্বের দ্বারাই সম্পন্ন করা সম্ভব। সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে কমিউনিস্ট পার্টি শ্রমিকশ্রেণী ও সমগ্র জনগণের পক্ষে কথা বলে, এবং তার সঠিক অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক নীতিসমূহে জনগণের আস্থার বলে পার্টি অগ্রবাহিনীর স্থানে অধিষ্ঠিত হয়। ফলে, শ্রমজীবী মানুষের বর্ধিষ্ণু আস্থা তাদের সঙ্গে প্রসারণশীল সংযোগ ও পার্টির নীতিসমূহের উন্নতি-সাধনে জনগণের আরও বেশি বেশি সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে পার্টির নেতৃভূমিকা বৃদ্ধি পায়। শহর ও গ্রামের শ্রমজীবী মানুষের সঙ্গে কমিউনিস্টদের অবিচ্ছেদ্য ঐক্যের মধ্যে পার্টির নেতৃভূমিকা প্রতিষ্ঠার প্রক্রিয়াসমূহ ও সমগ্র-জনগণের মার্কসবাদী-লেনিনবাদী অগ্রবাহিনীতে তার ক্রম-বিবর্তনের সর্বোচ্চ প্রকাশ।

উন্নত সমাজতন্ত্র গঠনের পর্যায়ে বিজ্ঞানসম্মত সামাজিক ব্যবস্থাপনার উচ্চতর মানের প্রয়োজন হয়। এটা অবশ্য এর অনুকূল অবস্থাও সৃষ্টি করে। সাধারণ শিক্ষাগত, প্রযুক্তিবিদ্যাগত, মতাদর্শগত ও রাজনৈতিক মান আগের থেকে উন্নততর হয়েছে এবং সমাজের সকল অংশে বিশেষত নেতৃস্থানীয় পার্টি সংস্থাগুলিতে শিক্ষাপ্রাপ্ত, অভিজ্ঞ পরিচালন কর্তৃপক্ষ রয়েছেন। তারা সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক প্রক্রিয়াগুলির সঠিক বিশ্লেষণ করে, যথাযথ সিদ্ধান্ত টানতে ও সঠিক রায় দিতে সক্ষম। অধিকন্তু, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অগ্রগতির প্রধান চালক পার্টি ও রাষ্ট্রব্যবস্থার পরিচালনার উন্নতিসাধনের জন্য আরও অনেক বেশি প্রযুক্তিগত সম্ভাবনাময় কম্পিউটার ও অপরাপর বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত পদ্ধতি রয়েছে। ১৯৫৬ সালের এপ্রিল মাসে অনুষ্ঠিত বুলগেরিয়ার কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির প্লেনামে পার্টির কার্যকলাপে উচ্চতর বৈজ্ঞানিক মানের প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দেওয়া হয় এবং ব্যবস্থাপনা ও পার্টি জীবনের লেনিনবাদী নীতি থেকে পূর্বের বিচ্যুতিগুলো সংশোধন করা হয়। তার ফলে পার্টি কর্মী বাহিনীর উদ্যম ও কর্মশক্তিতে উদ্দীপনা সৃষ্টি হয়, সমাজবিকাশের বিষয়গত নিয়মাবলীর সঙ্গে সঙ্গতি রেখে কমিউনিস্ট সৃজনশীলতা সক্রিয় হয়, পূর্ণ মাত্রায় পার্টির নেতৃত্বের দৃঢ় প্রতিষ্ঠার অবস্থা সৃষ্টি হয়।

আমাদের পার্টির সৃষ্টিশীল প্রচেষ্টার অন্যতম শ্রেষ্ঠ ফল হচ্ছে পার্টির দশম কংগ্রেসে গৃহীত উন্নত সমাজতন্ত্র নির্মাণের কর্মসূচী, যেখানে জাতীয় বিকাশের বর্তমান পর্যায়ের গভীর মার্কসবাদী-লেনিনবাদী বিশ্লেষণ করা হয়েছে, পরিণত সমাজতন্ত্রের সংজ্ঞা নিরূপিত উন্নত সমাজ-তন্ত্র হয়েছে, নির্মাণপর্বের প্রধান করণীয় কাজগুলি তালিকাবদ্ধ করেছে এবং সেগুলি সম্পন্ন করার প্রধান উপায়-উপকরণ নির্ধারণ করেছে।

কেন্দ্রীয় কমিটির সিদ্ধান্তগুলো সমস্যাবলীর প্রতি একটি অখণ্ড দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েছে। প্রতিটি সমস্যাকেই জটিল ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত ও অপর ব্যবস্থাবলীর ওপর পারস্পরিক ক্রিয়াশীল বলে গণ্য করা হয়। প্রতিটি সমস্যার অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উপাদান-গুলির তাৎপর্যকে পুরোপুরি বিশ্লেষণ করা হয়। ইদানীং, অখণ্ড দৃষ্টিভঙ্গিটি আরও উন্নত করার জন্য, সামাজিক ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসনের কাজে জড়িত বিবিধ সংস্থার মধ্যে নির্দিষ্ট আরও মূর্ত ও কার্যকর সমন্বয়সাধনে বেশি বেশি করে যত্ন হচ্ছে।

কেন্দ্রীয় কমিটি ও রাজনৈতিক ব্যুরোতে সমস্যাগুলির আলোচনা ও সেগুলি নিয়ে কাজ করবার আগে বিশেষজ্ঞদের দিয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরীক্ষা করিয়ে নেওয়া হয়। নিজের দেশের ও ভ্রাতৃপ্রতিম পার্টিগুলোর অভিজ্ঞতা, বিশেষ করে সোভিয়েত কমিউনিস্টদের মূল্যবান অভিজ্ঞতার প্রতি যথাযোগ্য মনোযোগ দেওয়া হয়। ১৯৭৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের সি সি বি সি পি-এর প্লেনামের দলিলপত্রে বলা হয়েছে, "সি পি এস ইউ-এর বিশাল তত্ত্বগত সম্পদ-গুলো হচ্ছে গভীর ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন বিশ্লেষণের, নতুন সৃজনশীল অনুসন্ধান ও সামান্যীকরণ, মতাদর্শগত ও তত্ত্ব-গত পরিপক্কতা ও জ্ঞানের উদাহরণের অমূল্য ও অফুরন্ত উৎস।" অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময় সব খুঁটিনাটি বিষয়ে ভারসাম্য স্থির করবার জন্য বিজ্ঞানীদের ও সামনের সারির শ্রমিকদের পরামর্শ নেওয়া হয়, সদৃশ উদাহরণ বিচার করা হয় ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা প্রয়োগ করা হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ, ঠিক এখনই, কৃষির কেন্দ্রীভবন ও বিশেষীকরণের পরিস্থিতিতে পার্টি সংস্থা-সমূহের সবচেয়ে যথাযথ কাঠামো প্রতিষ্ঠার জন্য নানাবিধ মডেল নিয়ে কেন্দ্রীয় কমিটি পরীক্ষা চালাচ্ছে।

কেন্দ্রীয় কমিটির নেতৃত্ব অনুসরণ করে, স্থানীয় অবস্থা অনুসারে পার্টির নীতিগুলো প্রয়োগের দায়িত্ব যে স্থানীয় পার্টি কমিটিগুলির তারাও তাদের নেতৃত্বের বিজ্ঞানসম্মত মান বাড়াবার কাজ করে যাচ্ছে। জনগণের রাজনৈতিক নেতৃত্বের অঙ্গ হিসাবে পার্টি কমিটি ও সংগঠন-গুলির ভূমিকা উন্নত করার প্রয়োজনীয়তার প্রতি দশম কংগ্রেস গুরুত্ব আরোপ করেছে। কার্যত এর অর্থ হচ্ছে, নেতৃত্ব যোগাবে, তারা যাতে পার্টিনীতি সঠিকভাবে কার্যকর করে তা নিশ্চিত করবে, এগুলিতে দক্ষ কর্মী সরবরাহ করবে। সেই সঙ্গে পার্টি কমিটি ও সংগঠনগুলি জীবনের সকল ক্ষেত্রে যোগ্য নেতৃত্বের অনুশীলন করে এবং কমিউনিস্ট শিক্ষা বিষয়ে পার্টি কংগ্রেস ও কেন্দ্রীয় কমিটির নির্দেশাবলী ও সিদ্ধান্তসমূহ কার্যকর করার উপযোগী ব্যবস্থাবলী সৃষ্টির জন্য ব্যাপক মতাদর্শগত, রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক কাজে ব্যাপৃত হয়।

জনজীবন প্রক্রিয়ার যে বস্তুনিষ্ঠ ও সামগ্রিক বিশ্লেষণ ব্যতীত সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ অসম্ভব, পার্টি কমিটিগুলিকে যথাসময়ে তা করার জন্য পার্টি তথ্য সংগ্রহ ব্যবস্থাকে অবিরত নিখুঁত ও আধুনিক করে তুলতে হবে। বেশ কয়েক বছর ধরে এখন পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি সমাজতত্ত্ববিষয়ক তথ্যকেন্দ্র পরিচালনা করছে, এটি কেন্দ্রীয় কমিটির জন্য বিচার বিশ্লেষণ করা ছাড়াও আঞ্চলিক পার্টি কমিটিগুলির নিজেদের অনুরূপ বিচারবিশ্লেষণে পথনির্দেশ করে ও সহায়তা দেয়। আঞ্চলিক পার্টিকমিটি গুলি ও কোনো কোনো শহর পার্টি কমিটি তথ্য সংগ্রহ, প্রণালীবদ্ধকরণ ও প্রয়োগের তাদের নিজস্ব পদ্ধতি ও রীতি উদ্ভাবন করেছে, সেগুলি কার্যকর প্রমাণিত হয়েছে।

বিচার-বিশ্লেষণ, সংক্ষেপকরণ ও ইতিবাচক অভিজ্ঞতার উন্নতিসাধন করার ব্যবস্থারও প্রয়োজন আছে। দশম পার্টি কংগ্রেস উল্লেখ করেছে যে এটি এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক রাজনৈতিক সমস্যা যা প্রত্যেক পার্টিসংস্থা ও প্রশাসকের নিরন্তর আগ্রহের বিষয় হওয়া উচিত। নির্দিষ্ট

পরিস্থিতিতে পার্টি সিদ্ধান্তগুলি কেমন কার্যকর করা হচ্ছে তা খতিয়ে দেখার জন্য এর প্রয়োজন।

পার্টি কমিটি ও সংগঠনগুলির দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পিত কাজের ব্যবস্থাবলীর পূর্ণতাসাধন করা হচ্ছে এবং যৌথ কাজের সামাজিক বিকাশের পরিকল্পনা করা, পূর্বাভাস, নকসা ও পরীক্ষণ জড়িয়ে সমাজবিদ্যাবিষয়ক ও অপরাপর বিচারবিশ্লেষণ চালিয়ে যাওয়া একটা সাধারণ রীতিতে পরিণত হচ্ছে। লেনিন লিখেছেন, "একজন মার্কসবাদী, তার নীতির ভিত্তি হিসাবে **কেবলমাত্র** যথাযথভাবে ও প্রশ্নাতীতভাবে প্রত্যক্ষ প্রমাণ হাজির করবে" (সংগৃহীত রচনাবলী—খণ্ড-৩৫, পৃঃ ২৪২)।

যদি তথ্য, ঘটনা, সামাজিক প্রক্রিয়াসমূহ ও জনমতের বিচারবিশ্লেষণ সমগ্র কার্যরীতির প্রকৃত অবিচ্ছেদ্য অংশ হয় ও পার্টির কাজের পরীক্ষিত ও প্রমাণিত রূপের সঙ্গে যুক্ত হয়, কেবল তখনই কিন্তু নতুন পদ্ধতি নেতৃত্বের মান বাড়াতে পারে। তথ্যকে শুধুমাত্র বক্তৃতায় উল্লেখ করা নয় বা অনুসন্ধান ও পরীক্ষণের জন্য চাপ দেওয়া নয় তা শুধু বিজ্ঞানসম্মত নেতৃত্বের বাহ্যিক রূপটি সৃষ্টি করে, যদি সাহসিক বাস্তব ব্যবস্থা গ্রহণে প্রাসঙ্গিক তথ্যটিকে ব্যবহার করা যায় কেবল তখনই নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে পরিবর্তন কার্যকর করা যায়। পার্টির কাজের উন্নতিবিধান, তার কার্যকারিতার উন্নতি-বর্ধনের জন্য এটি হচ্ছে প্রধান শর্তগুলির একটি। তার ফলে সমাজতান্ত্রিক সমাজে নেতৃত্ব ও পরিচালন শক্তি হিসাবে পার্টির ভূমিকা আরও বাড়ে।

এখন আমরা যখন পরিণত সমাজতন্ত্র গড়ছি, তখন প্রশাসন, অর্থনীতি ও বহুবিধ জনসাধারণের সংগঠনে কর্মরত পার্টি সদস্যদের মাধ্যমে কমিউনিস্ট পার্টি তার নেতৃত্বের ভূমিকা প্রয়োগ করে। পার্টি সদস্যরা যে সংগঠনসমূহে কাজ করে সেই সংগঠনের কার্যকারিতা ও সক্রিয়তা হচ্ছে পার্টির নীতিসমূহ ও পার্টির নেতৃত্বের ভূমিকার সাফল্যের পরিমাপ। এ কারণেই পার্টি সমাজের রাজনৈতিক সংগঠন ও সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের আরও বিকাশে এরকম মনোযোগ দেয়।

এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ আশু পদক্ষেপ হচ্ছে রাষ্ট্রের আইন প্রণয়ন ও শাসনবিভাগের কার্যাবলী একত্রিত করে সর্বোচ্চ প্রতিনিধিত্বমূলক সংস্থা জাতীয় পরিষদের ভূমিকা বাড়ানো। জাতীয় পরিষদের ব্যবস্থার ভিতরে একটি নতুন স্থায়ী সংস্থা রাষ্ট্রীয় পরিষদ গঠন করা হয়েছে। জাতীয় পরিষদের কাছে এর জবাবদিহি করতে হবে, এই রাষ্ট্রীয় পরিষদ শাসন ক্ষমতার সঙ্গে সিদ্ধান্তগ্রহণকে যুক্ত করে। মন্ত্রীমণ্ডলী ও কেন্দ্রীয় বিভাগগুলির বিচার্য বিষয়গুলিতেও পরিবর্তন করা হয়েছে। দৈনন্দিন অর্থনৈতিক বিষয়গুলির দেখাশোনা করায় তাদের ক্ষমতা সংকুচিত করা হয়েছে, সম্প্রতি স্থাপিত রাষ্ট্রীয় অর্থনৈতিক পরিষদের প্রধান কাজ হয়েছে এটা। জাতীয় স্বার্থের আলোকে নিজ নিজ বিভাগীয় শিল্পের জন্য লক্ষ্য সংক্রান্ত পরিচালননীতি নির্ধারিত করাই এখন মন্ত্রিমণ্ডলীর কাজ এবং দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা ও বিনিয়োগসমূহের ভাগ-বাটোয়ারাতে তাদের আরও বেশি অধিকার আছে। জনপরিষদকে (স্থানীয় সরকারী সংস্থা) আরও স্বনির্ভর করতে ও পরিকল্পনায় বিশেষত, স্ব স্ব এলাকার মধ্যে সকল অর্থনৈতিক সংগঠনসমূহের কাজের সমন্বয়সাধনে তাদের কথা বলার সুযোগ দিয়ে জনপরিষদের কার্যকলাপেরও পরিবর্তন করা হয়েছে।

নতুন পর্যায়ে সমাজে শ্রমিকশ্রেণীর আধিপত্যমূলক অবস্থান আরও শক্তিশালী হওয়ায়, স্বাভাবিকভাবেই ট্রেড ইউনিয়নগুলোর গুরুত্ব বেড়ে গেছে। কার্যক্ষেত্রে ও জনজীবনে শহরের ও গ্রামীণ শ্রমিকদের সৃজনশীল কার্যকলাপকে উৎসাহিত করার প্রধান কাজে প্রসারিত হওয়া ও অর্থনৈতিক ও জাতীয় বিষয় পরিচালনায় শ্রমিকদের আরও অনেক বেশি পরিমাণে টেনে আনার মধ্যে এটা দেখা যায়।' অপরকে ছাড়িয়ে যাওয়ার সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন সংগঠিত ও পরিচালনা করে ও উচ্চতর শ্রম-উৎপাদনশীলতা আন্দোলন উৎসাহিত করে ইউনিয়নগুলি তাদের কার্যকলাপ চালায়। ১৯৭৪ সালে জাতীয় পার্টি সম্মেলনে বলতে গিয়ে প্রথম সম্পাদক তোডর জিভকভ উচ্চতর শ্রম-উৎপাদনশীলতার প্রচেষ্টাকে "ষষ্ঠ পঞ্চম-বার্ষিক পরিকল্পনা কার্যকর করার ও উন্নত সমাজতান্ত্রিক সমাজ গঠনে মূল বিষয়" বলে অভিহিত করেছেন। নতুন সামাজিক সমস্যার সামনে শ্রমিকদের যৌথ ও ব্যক্তিগত অধিকারগুলিকে তুলে ধরা ও সেগুলিকে রক্ষা করা সম্পর্কে ইউনিয়নগুলির আরও কর্তব্য আছে। তারা নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য বিষয়ে নিয়ন্ত্রণের কাজ করে, এবং নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্যবিধি ভঙ্গ হচ্ছে দেখলে তারা কোনো কর্ম-পরিকল্পনার অনুমোদন বা তাদের চালু করা ঠেকিয়ে রাখতে পারে। শ্রমিকদের আইনগত রক্ষা, কর-নির্ধারণ ও মজুরি ইত্যাদি প্রশ্নাবলী জড়িয়ে তাদের আরও অনেক বেশি ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে।

সেইরূপে উন্নত সমাজতন্ত্র সংগঠনের কাজে যুব, মহিলা, খেলাধুলা, জীবিকাসংক্রান্ত, বৈজ্ঞানিক-কারিগরী সমিতি, বুলগেরিয়া-সোভিয়েত মৈত্রী সমিতি ইত্যাদি অপরাপর গণ-সংগঠনের কার্যাবলীকে পার্টি সক্রিয় করে তুলেছে। রাষ্ট্রীয় সংস্থা ও জন-সংগঠনের কাজের ভূমিকা ও বিষয়-বস্তুর সঠিক সমতা নির্ধারণ পার্টি নেতৃত্বের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদানগুলির একটি। রাষ্ট্র ও সংগঠনে নিযুক্ত কমিউনিস্টদের ওপর আরও বেশি অবশ্যপূরণীয় শর্ত চাপিয়ে বোঝানো-সোজানোর পদ্ধতির প্রতি আরও বেশি গুরুত্ব আরোপ করে।

পার্টি ও অপর সংস্থাসমূহের কার্যাবলীর পৃথকীকরণের **লেনিনবাদী নীতির সুসঙ্গত বাস্তব রূপদানের প্রতি বিশেষ মনোযোগ দেওয়া হচ্ছে।(১)**

সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের উন্নতি বর্ধনের জন্য এটা প্রয়োজন; এই প্রক্রিয়ায় শ্রমজীবী মানুষেরা পার্টির বাইরের সংগঠনের মাধ্যমে আলোচনায় সক্রিয় অংশগ্রহণে ও জনগণের গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্পর্কে কাজ করতে পারে, অপর সংস্থার যথাযথ দায়িত্বগুলো যদি পার্টি সংগঠন হাতে নিয়ে নেয় তাহলে তারা বঞ্চিত হয়। জনপ্রিয় প্রতিনিধিত্বের

---

১ ১৯২২ সালে রাশিয়ান কমিউনিস্ট পার্টির একাদশ কংগ্রেস কেন্দ্রীয় কমিটির প্রতিবেদনে প্রকাশিত লেনিনের দৃষ্টিভঙ্গি অনুসরণ করে তার প্রতিবেদনের ওপরে প্রস্তাবে ঘোষণা করা হয়েছে : "সোভিয়েত রাষ্ট্রের সামগ্রিক নীতিসমূহের সাধারণ নেতৃত্ব ও পরিচালনার ক্ষমতা রক্ষা করে, পার্টি অবশ্যই তার চলতি কাজ ও সোভিয়েতের কাজের মধ্যে, তার নিজের সাংগঠনিক ব্যবস্থা ও স্থানীয় সরকারী যন্ত্রের মধ্যে আরও সুস্পষ্ট সীমারেখা টানবে। রীতিনিষ্ঠভাবে এই সীমারেখা অনুসৃত হলে আরও উদ্দেশ্যপূর্ণ আলোচনা ও স্থানীয় সরকারী সংস্থাগুলোর দ্বারা অর্থনৈতিক প্রশ্নগুলির মীমাংসা নিশ্চিত করবে, আবার সেই সময়ে প্রত্যেক স্থানীয় সরকারী কর্মচারীর কাজের দায়িত্ব বাড়াবে; অপরপক্ষে, পার্টির পক্ষে সম্ভব করে তুলবে প্রয়োজনীয় মাত্রায় তার প্রধান কাজ—সকল রাষ্ট্রীয় সংস্থাসমূহ ও শিক্ষা ও শ্রমজীবী মানুষের সংগঠনগুলোর—সাধারণ দেখাশোনায় মনোসংযোগ করা।"

ব্যবহার বিরাট শক্তির ওপর, রাষ্ট্রীয় সংস্থা ও গণ-সংগঠন-সমূহের সুশিক্ষিত ও অভিজ্ঞ কর্মীবৃন্দের ওপর এই কর্তৃত্বের বিভাজন নির্ভরশীল। এই কর্মীদের আরও বেশি বিশ্বাস করে স্বাধীনভাবে কাজ করার বেশি সুযোগ দেওয়া উচিত। সংশ্লিষ্ট সংগঠনগুলিকে তাদের পক্ষে সবচেয়ে বেশি উপযুক্ত উপায় উপকরণের দ্বারা তাদের কাজ করতে সক্ষম হতে সত্যিকারের উদ্যোগ উৎসাহিত করার এটি হচ্ছে একমাত্র পথ।

বুলগেরিয়ার গণসংগঠনগুলির সক্রিয় ও সকল কাজ নিশ্চিতভাবে আমাদের মতাদর্শগত বিরোধীদের এই দাবি-গুলি খণ্ডন করে যে একই সময়ে কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বের ভূমিকা বাড়ানো ও গণসংগঠনগুলোর গুরুত্ব বাড়ানো অসম্ভব।

উন্নত সমাজতন্ত্র গঠনে কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্ব ও পরিচালন শক্তি বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে, পার্টির সঙ্গে জনগণের যোগসূত্র যাদের ওপর সোজাসুজি নির্ভর করে সেই সদস্য-দের ওপর দায়-দায়িত্ব বেশি করে চাপে। তারাই পার্টির বার্তাকে জনগণের কাছে নিয়ে যায় এবং জনসাধারণের মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে পার্টি সংস্থাকে অবহিত করে। পার্টি সম্পর্কে জনগণ কী ভাবে তা পার্টি সদস্যদের কাজ ও আচরণ সম্পর্কে জনগণের মূল্যায়নের দ্বারাই অনেক পরিমাণে রঞ্জিত হয়। দশম পার্টি কংগ্রেসে কেন্দ্রীয় কমিটির প্রতিবেদনে যেমন উল্লেখ করা হয়েছে : "নেতৃত্বের ভূমিকা সফলভাবে পালন করার জন্য পার্টি অবশ্যই অনবরত তার প্রত্যেক সদস্যের ভূমিকা উন্নত করবে, এবং প্রত্যেক কমিউনিস্ট কাজে ও জীবনে অবশ্যই দৃষ্টান্ত স্থাপন করবে।" দুটি পরস্পর সংযুক্ত পদ্ধতিতে এটি করা হয়।

সদস্যদের গঠনবিন্যাস নিয়ন্ত্রিত করে এবং তার মতাদর্শগত ও রাজনৈতিক মান উন্নত করে।

সতর্ক নির্বাচন ও একজন একজন করে সদস্য সংগ্রহের লেনিনের নীতি কঠোরভাবে পালন করে প্রাথমিকভাবে পার্টির গঠন সম্পূর্ণ করা হয়। দশম কংগ্রেসের সময়ে বি সি পি-র প্রায় ৭ লক্ষ সদস্য ছিল। মতাদর্শ ও সংগঠন উভয় দিক থেকেই ৯ জন প্রাপ্তবয়স্কের মধ্যে একজন পার্টির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। মোট সদস্য সংখ্যার শতকরা ৪০ ভাগের বেশি হচ্ছে শ্রমিক, সমবায় সমিতিবদ্ধ কৃষক হচ্ছে শতকরা ২৬ ভাগের বেশি, অফিস-আদালতে কর্মরত শ্রমিকের সংখ্যা শতকরা ২৮ ভাগের বেশি। এই গঠন-বিন্যাস বুলগেরিয়ার সমাজের কাঠামোর সমান্তরাল এবং পার্টির নেতৃত্বের ভূমিকা পালনে সক্ষম করে।

পার্টির প্রচেষ্টার লক্ষ্য হচ্ছে শ্রমিকশ্রেণীর ভিত্তি বাড়ানো যা হচ্ছে সমাজতান্ত্রিক সমাজে শ্রমিকশ্রেণীর কর্তৃত্বমূলক অবস্থানে এবং এর মার্কসবাদী-লেনিনবাদী অগ্রবাহিনীর কর্তৃত্বমূলক অবস্থানের আরও শক্তিশালী করার অসাধারণ গুরুত্বের উপলব্ধির প্রতিফলন। বিগত তিন বৎসরের যে নতুন সদস্যরা পার্টিতে যোগ দিয়েছেন তার অর্ধেক হচ্ছে শ্রমিক। পার্টি কমিটিগুলো ও সংগঠনগুলোর বয়স ও শিক্ষা বিষয়ে সদস্যদের সঠিক ভারসাম্য বজায় রাখার চেষ্টা করে। মহিলা সদস্যদের সংখ্যা বাড়ানোর জন্য প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে। বিগত তিন বছরে যারা পার্টিতে যোগ দিয়েছেন, তার শতকরা ৭০·১ ভাগের বয়স ত্রিশ-এর নিচে, দুই-তৃতীয়াংশের মাধ্যমিক বা উচ্চতর শিক্ষা ছিল, এবং শতকরা ৩৮ ভাগ ছিলেন মহিলা।

পার্টির গঠনবিন্যাস উন্নত করার কাজে, বি সি পি এই বিবেচনার দ্বারা পরিচালিত হয় যে তার শক্তি ও প্রভাব সবার আগে তার সদস্যদের মার্কসবাদী-লেনিনবাদী শিক্ষা, পার্টি ও সমাজতন্ত্রের কাজে তাদের আত্মনিয়োগ, জনসংযোগ ও পার্টি কর্তৃক নির্ধারিত সমাজতান্ত্রিক নির্মাণকার্য চালিয়ে যাওয়ায় তাদের প্রচেষ্টায় নেতৃত্ব দেওয়ার যোগ্যতার ওপর নির্ভরশীল। এ বিষয়ে আমাদের পার্টি জর্জি ডিমিট্রভের কথা মনে রাখে যে, "একজন পার্টি সদস্য যে পড়তে চায় না, শিখতে চায় না ও তার শিক্ষা উন্নত করতে চায় না সে নয় এবং আমাদের পার্টির সত্যিকারের সদস্য হতে পারে না।"

সোভিয়েত কমিউনিস্টদের অভিজ্ঞতা পুঙ্খানুপুঙ্খ-রূপে বিচার করে এবং সৃজনশীলভাবে খাপ খাইয়ে নিয়ে, বি সি পি তার সদস্যদের জন্য মতাদর্শ ও রাজনৈতিক শিক্ষার এক সুসংহত ব্যবস্থা স্থাপন করেছে। নিয়মিত ও সুসংগত মার্কসবাদী-লেনিনবাদী শিক্ষা পাওয়ার জন্য এবং তাদের শিক্ষার স্তর ও আগ্রহ অনুযায়ী কমিউনিস্টদের পড়া-শুনা চালু করার জন্য সুযোগ-সুবিধা দেওয়ার জন্য এর মূল উপাদান হচ্ছে পার্টি শিক্ষা বর্ষ। ১৯৭৪ সালের ফেব্রুয়ারিতে অনুষ্ঠিত কেন্দ্রীয় কমিটির প্লেনাম মার্কস-বাদী-লেনিনবাদী তত্ত্ব আয়ত্ত করার প্রয়োজনীয়তা পুন-র্ঘোষণা করেছে এবং পার্টির শিক্ষা উন্নত করার ব্যবস্থাবলীর রূপরেখা স্থির করেছে।

যাহোক, পার্টির বাইরের জনতার সত্যিকারের রাজ-নৈতিক নেতা হতে হলে একজন পার্টি সদস্যের পক্ষে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের জ্ঞানই যথেষ্ট নয়; একথা আজ দ্বিগুণ সত্য যখন বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিবিদ্যাগত বিপ্লব গতিবেগ লাভ করছে এবং জনগণের সাধারণ শিক্ষা ও কারিগরী শিক্ষার মান নিশ্চিতভাবে বাড়ছে। কমিউনিস্টদের নিশ্চিতভাবেই পেশাগত জানাশোনা থাকবে, নতুন ও বিকাশমান সকল বিষয় সম্পর্কেই একটা তীক্ষ্ণ বোধ থাকবে, এবং এগুলোর উন্নতি বর্ধনই কেবল করবে না, বরং প্রয়োজনীয় আরুধকর্মে উদ্যোগী হবে।

পার্টি সদস্যদের চেতনা ও সক্রিয়তা বাড়ানোর ও কমিউনিস্ট ন্যায়নীতি লালনের কাজে পার্টি সংগঠনগুলোও পারিপার্শ্বিক অবস্থার শিক্ষামূলক ছাপকেও হিসাবের মধ্যে নেবে। পার্টি সদস্যদের ব্যক্তিগত উদ্যোগ দেখানো প্রয়োজন, কারণ কমিউনিস্টদের অগ্রগামী ভূমিকা শুধু প্রদত্ত কাজ সম্পাদন করার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে পারে না।

পার্টি কর্মীদের ওপর দায়-দায়িত্ব বিশেষভাবে অনেক। পার্টি নীতির রূপদানে ও তা কার্যকর করার জন্য জনগণকে সমাবিষ্ট করায় তাদের নিয়ামক ভূমিকা পালন করতে হয়। লেনিনবাদের সৃজনশীল মর্মবাণীর প্রতি অনুগত থেকে কর্মী নির্বাচনে, দায়িত্ব অর্পণে ও শিক্ষাদানে জাতীয় বিকাশের প্রতিটি পর্যায়ের নির্দিষ্ট অবস্থাকে পুরোপুরি বিবেচনার মধ্যে নেওয়ার জন্য বি সি পি তার সর্বোত্তম প্রচেষ্টা করে। কেন্দ্রীয় কমিটির ১৯৭২ সালের ডিসেম্বরের প্লেনামের দলিলে পার্টি কর্মীদের গুণাবলীর বিচার-বিশ্লেষণের ফলাফল সামগ্রিক খুঁটিনাটি দিয়ে প্রকাশ করা হয়েছে।

শ্রমিকশ্রেণী ও পার্টির কাজে সীমাহীন অনুরক্তি, রাষ্ট্র ও পার্টির নীতির গভীর বোধ ও সেগুলোকে কার্যকর করার জন্য আপ্রাণ প্রচেষ্টা চালানো একজনের নির্দিষ্ট কাজে পার্টিনীতিকে সৃজনশীলভাবে প্রয়োগের ক্ষমতা, কমিউনিস্ট নৈতিকতার মানসিকতায় জনগণকে শিক্ষিত করবার ক্ষমতার মতো রাজনৈতিক গুণাবলী পদ বা মর্যাদা নির্বিশেষে একজন রাজনৈতিক নেতার থাকতেই হবে। তার আচরণ সবার কাছে দৃষ্টান্তস্বরূপ হওয়া উচিত। সমভাবে, প্রত্যেক নেতাকে যৌথভাবে কাজ পরিচালনা করতে সক্ষম হতে হবে, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার আধুনিকতম সাফল্যের বিষয়েও খোঁজখবর রাখতে হবে, সিদ্ধান্ত গ্রহণ

ও নিয়ন্ত্রণের নবতম পদ্ধতিসমূহ ও উৎপাদন সম্পর্কে জানতে হবে।

আজ একজন প্রশাসক ও ব্যবস্থাপককে অবশ্যই একজন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব হতে হবে। সংশ্লিষ্ট কাজের মাত্রা, শ্রমজীবী মানুষের উচ্চতর রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক মান ও সমাজে যৌথ কাজের আরও বড় ভূমিকা বিচার করে ব্যবস্থাপনার কর্মীবৃন্দের গুণগত দিকের ওপর বি সি পি সবিশেষ জোর দেয়। কর্মীদের ওপর আধুনিক চাহিদাগুলির ফলে তাদের শিক্ষা ও অগ্রসর প্রশিক্ষণের সংগঠনে বড় ধরনের পরিবর্তন প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। মার্কসবাদ-লেনিনবাদে, তাদের নিজেদের পেশা, ব্যবস্থাপনার তত্ত্ব ও সংগঠন এবং মনোবিদ্যা ও শিক্ষা-বিজ্ঞানের মূল নীতিগুলোর বিষয়ে তাদের শিক্ষাদান করা হয়। তাদের দায়িত্বের সঙ্গে সফলভাবে এঁটে উঠতে পারে এমন অনুরক্ত ও শিক্ষাপ্রাপ্ত কর্মী—আমাদের পার্টির আছে।

বৈজ্ঞানিক সাম্যবাদের তত্ত্বে মূল উপাদান হচ্ছে মার্কসবাদী-লেনিনবাদী পার্টির নেতৃত্বমূলক ভূমিকার প্রশ্নটি। সাম্প্রতিক বছরগুলিতে, যেমন সি পি এস ইউ-এর ২৪তম কংগ্রেসে প্রদত্ত কেন্দ্রীয় কমিটির রিপোর্টে উল্লেখিত হয়েছে, "মার্কসবাদী-লেনিনবাদী ও নানা ধরনের সংশোধনবাদীদের মধ্যে সংগ্রামে এটা মূল বিষয়ে পরিণত হয়েছে।" বিষয়গত উপাদানগুলির জোর দিয়ে দক্ষিণপন্থী সংশোধনবাদীরা সমাজ বিকাশে পার্টির ভূমিকাকে ছোট করে দেখাতে চায়। "বামপন্থী" সংশোধনবাদীরা নিয়ম হিসাবেই বিষয়ীগত উপাদানগুলির অতিরিক্ত জোর দেয়, যা অবশ্যম্ভাবীরূপে পার্টির কার্যকলাপে হঠকারিতার সৃষ্টি করে। উভয় পক্ষের মতামত ও কার্যকলাপই পার্টির নেতৃত্বমূলক ভূমিকা ধ্বসিয়ে দেয়; অভিজ্ঞতায় যেমন দেখা গেছে, এগুলো সমাজতন্ত্রের বিস্তৃতিতে পরিপূর্ণ ও শ্রমজীবী মানুষের স্বার্থের পরিপন্থী। পার্টির নেতৃত্বমূলক ভূমিকা বিষয়ে লেনিনের শিক্ষার যথার্থতাই বি সি পি কার্যাবলীতে পুনর্ঘোষিত হয়েছে। তার সুসংগত ও সৃজনশীল প্রয়োগই সমাজতন্ত্র গঠনে আমাদের দেশের সাফল্য নির্ধারিত করে দিয়েছে। কমিউনিস্টরা ও বুলগেরিয়ার সমস্ত মানুষ দৃঢ়ভাবে আস্থাশীল যে উন্নত সমাজতান্ত্রিক সমাজ গঠনে পার্টির নেতৃত্বমূলক ভূমিকাকে আরও বাড়ানোই হল প্রধান উপাদান।

ডবলিউ এম আর-এর একটি প্রতিনিধি দল পর্তুগাল সফরের সময় সেই প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপতি ফ্রান্সিসকো ডা কোস্টা গোমেস এবং সামরিক বাহিনীর আন্দোলনের সংযোগ রক্ষাকারী কমিটির সঙ্গে সাক্ষাৎকার

আমরা আমাদের সমস্যাগুলো কাটিয়ে উঠবো

ফ্রান্সিসকো ডা কোস্টা গোমেসের সঙ্গে সাক্ষাৎকার

প্রশ্ন ঃ—রাষ্ট্রপতি মহাশয়, পর্তুগালের অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে আপনি কি বলতে পারেন?

উত্তর ঃ—পরিস্থিতি খুবই জটিল, কিন্তু সম্ভাবনাপূর্ণ ও উৎসাহব্যঞ্জক। আমাদের কি আছে?

—ইয়োরোপ ও বিশ্বের ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক সংকটের সঙ্গে আমাদের বিপ্লব সমকালীন হয়েছে;

—স্বাধীনতা লাভের পর, পুঁজিবাদী মালিকদের মধ্যে ভীতি ও সন্দেহ সৃষ্টি করে শ্রমিকশ্রেণী তাঁদের লড়াই তীব্র করেছেন;

—দেশের অনুন্নত শিল্প ও কাঁচামাল যোগানকারী ও উৎপন্ন দ্রব্যাদি আত্মসাৎকারী চিরাচরিত ঔপনিবেশিক বাজারের বন্ধন গুরুতরভাবে দুর্বল হয়েছে;

—আমাদের নাগরিক অধিকারবিহীন শ্রমজীবী মানুষদের শোষণ করে ও কম বেতন দিয়ে যেসব বিদেশী সংস্থা পর্তুগালে কাজ করত, তারা তাদের উৎপাদন বন্ধ রেখেছে;

—শেষত আর্থিক দিকে, বিশ্বব্যাপী পর্যটন হ্রাসে দেশান্তরী শ্রমিকদের কাছ থেকে এবং ছোট আমানতকারী ও দেশী-বিদেশী বিনিয়োগকারীদের অনিশ্চয়তার জন্য প্রচণ্ড মুদ্রাসংকটের সম্মুখীন হতে হয়েছে, যা পুঁজির ঘাটতির কারণ হয়েছে।

—এজন্য পরিস্থিতি খুবই জটিল। যাই হোক, আপেক্ষিকভাবে নিকট ভবিষ্যতের কথা বলতে গেলে প্রত্যেকেই এগুলো মনে রাখবেন ঃ—

—বর্তমানের জটিলতা সত্ত্বেও প্রায় তিন বছর কাজ চালাবার মতো আমাদের যথেষ্ট স্বর্ণ ও মুদ্রা জমা আছে;

—রাজনৈতিক বিকাশ পৃথিবীর সমস্ত দেশের সঙ্গে কথাবার্তা বলার অনুকূল অবস্থা সৃষ্টি করেছে এবং পরিস্থিতি অন্যান্য জাতিগুলির সঙ্গে সহযোগিতার পক্ষে;

—যেহেতু সমাজতান্ত্রিক দেশগুলো যাদের সঙ্গে পর্তুগাল কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করেছে, তারা আমাদের সঙ্গে বাণিজ্য বৃদ্ধি করতে চায়, সেহেতু আমরা আমাদের উৎপন্ন দ্রব্যের একটি ভালো বাজার পাব;

—আমাদের শ্রমজীবী জনতাকে শোষণের উদ্দেশ্যে নেই

এমন বিদেশী লগ্নি ও বিনিয়োগকে আমাদের দেশে সবচেয়ে অনুকূল রাজনৈতিক অবস্থায় অনুমতি দেওয়া হবে যখন ভবিষ্যতের স্থায়ী সরকারের প্রতি আস্থা যথেষ্ট শক্তিশালী হবে;

—পরবর্তী তিন বছরে আমাদের সামরিক ব্যয় ৮ শত থেকে ১০০০ মিলিয়ন ডলার কমাবার আমরা প্রস্তাব করব, যা উপযোগী বিনিয়োগ ও জীবনযাত্রার মান উঁচু করতে সক্ষম করবে;

—শ্রমিকশ্রেণীর ক্রয়ক্ষমতা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে অভ্যন্তরীণ বাজার ও পুঁজির লেনদেন বৃদ্ধি পাবে।

এই পরিস্থিতিতে ভবিষ্যৎকে ভয় পাবার মতো কোনো কারণই আমরা দেখি না। আমরা গুরুতর অর্থনৈতিক সংকটের মধ্য দিয়ে চলেছি, কিন্তু তিন বছরে পর্তুগালের সমস্ত জনগণকে এ নতুন জীবন দিতে পারে।

প্রশ্ন ঃ—দেশকে অন্য কোন কোন গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে?

উত্তর ঃ—আর্থনীতিক সমস্যা ছাড়াও, অন্য মূল বিষয় আমি উল্লেখ করেছি, তা হচ্ছে অনুপনিবেশিকীকরণ, যার মধ্যে বহু জটিলতা আছে। জনগণের মনে আমরা অবশ্যই বিপ্লবের কথা ভীষণভাবে জাগিয়ে তুলব। স্বাধীনতার পরিবেশে নতুন জাতীয় জীবন গড়ার জন্য যতশীঘ্র সম্ভব আইন পাস করাতে হবে। জীবনের সঙ্গে যুক্ত করে শিক্ষা-ব্যবস্থাকে আমরা গণতন্ত্রীকরণ করব এবং দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়া, ভুয়ো বিপ্লবী গোষ্ঠীসমূহ এবং জনগণের অন্যান্য শত্রুদের কারুর প্রতি পক্ষপাতী না হয়ে সামাজিক শৃঙ্খলার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে অন্যান্য দল ও শ্রমিকশ্রেণীকে তাদের সংগ্রাম চালাতে সমর্থ করব।

প্রশ্ন ঃ—রাষ্ট্রপতি মহাশয়, গণতন্ত্রীকরণে এবং ফ্যাসিবাদের অবশিষ্টাংশের দূরীকরণে কি কি অগ্রগতি ঘটেছে?

উত্তর ঃ—গণতন্ত্রীকরণের জন্য প্রথমত দুটি দিকের প্রচেষ্টার প্রয়োজন ঃ—আইনসভা, যেখানে আমরা দ্রুততার সঙ্গে গণতান্ত্রিক স্বাধীনতাকে সংকুচিত করা আইনগুলোকে পরিবর্তন করব এবং প্রকৃত ব্যক্তিগত ও নাগরিক স্বাধীনতার নিশ্চয়তা স্থাপন করব; এবং দ্বিতীয়ত, জনগণের মনে, যেখানে আমরা প্রকৃত বিপ্লব ঘটাচ্ছি, সমস্ত মানানসই উপায় ব্যবহার করে, প্রথমত গণ-প্রচার মাধ্যমের দ্বারা।

কাজের গুণ ও তীব্রতা সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গির বিভিন্নতা আছে। যাই হোক, দেশের বর্তমান নেতাদের উদ্দেশ্য ও কাজ সম্পর্কে কেউই প্রশ্ন করেন না।

একনায়কতন্ত্রের অবশিষ্টাংশকে নির্মূল করা অন্যতম কর্তব্য। এটা খুব দ্রুততার সঙ্গে করা যায় নি, কারণ এর জন্য প্রয়োজন দূরদর্শিতা ও বিবেচনা। আরও দ্রুত পদক্ষেপের জন্য উচ্চতর সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী সংস্থার আরও বেশি সময় লাগবে।

বর্তমান সীমাবদ্ধতার তুলনায় এই কাজ দ্রুততার সঙ্গে এগোচ্ছে, এবং এমন কি আরও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে যে, দৃঢ় প্রত্যয় জন্মেছে যে পুরানো শাসন ব্যবস্থার নেতা ও সংস্থার দ্বারা গণতান্ত্রিক পর্তুগাল সৃষ্টি করা যাবে না।

প্রশ্ন ঃ—রাজনৈতিক অবস্থা এবং আগামী নির্বাচনে পার্টিগুলোর প্রস্তুতির ব্যাপারে কিছু বলতে পারেন?

উত্তর ঃ—রাজনৈতিক বিষয় সম্পর্কে সাম্প্রতিককালের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হল জনগণের ক্রমবর্ধমান রাজনৈতিক সচেতনতা। জনগণ ঘুম থেকে ওঠেন, কাজ করেন, খান, বিশ্রাম করেন, কথা বলেন এবং পড়েন কিন্তু তাঁরা অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক বিষয় সম্পর্কে চিন্তাও করেন অথবা স্বাধীনভাবে আলোচনাও করেন। রাজনৈতিক সচেতনতার উচ্চতর মান এবং আরও পরিষ্কার ধারণা নিয়ে নির্বাচনে যাওয়ার প্রয়োজন প্রত্যেকেই উপলব্ধি করেন।

কোয়ালিশন সরকারে নেই এমন সমেত সমস্ত প্রকৃত গণতান্ত্রিক প্রগতিশীল পার্টিগুলো আমাদের জনগণকে রাজনৈতিক শিক্ষা দেওয়ার দায়িত্ব পালন করছেন।

আমি আশা করি এই অবস্থায় আমরা আমাদের জটিলতাগুলো কাটিয়ে উঠব এবং নির্বাচনটা স্বাধীন ও স্বাভাবিক হবে।

প্রশ্ন ঃ—অনুপনিবেশিকীকরণের দিকে বড় ধরনের অগ্রগতি ঘটেছে। গিনি-বিসাউ একটি স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে, মোজাম্বিকে অস্থায়ী সরকার হয়েছে এবং অ্যাঙ্গোলাও একই দিকে চলেছে। অপরদিকে অ্যাঙ্গোলা ও মোজাম্বিকে কিছু অভাবিতপূর্ব গুরুতর ঘটনা ঘটেছে। রাষ্ট্রপতি মহাশয়, আফ্রিকা ভূখণ্ডে অনুপনিবেশিকীকরণের অগ্রগতি সম্পর্কে আপনার কি ধারণা?

উত্তর ঃ—মোজাম্বিক ও অ্যাঙ্গোলা, এই দুই বৃহৎ ভূখণ্ডের অবস্থা এক নয়। জাতি-বিদ্বেষের কিছু প্রকাশ, অর্থনৈতিক সংকট এবং নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠীর অস্তিত্ব মোজাম্বিকের অবস্থাকে জটিল করে তুলেছে। যাই হোক, মাত্র একটি বড় মুক্তি-আন্দোলনের অস্তিত্বই দেশকে রাজনৈতিকভাবে স্থিতিশীল করতে সহজ করে তুলবে।

অ্যাঙ্গোলা, যে দেশটি আরও সমৃদ্ধিশালী এবং সংস্কৃতিগত দিক থেকে উন্নত এবং যার নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠী কম আছে, সে আরও ভালো করতে পারত। দুর্ভাগ্যবশত মুক্তির জন্য সংগ্রামরত বিভিন্ন দল একমত হতে ব্যর্থ হয়েছে, এবং এভাবে আমাদের অনুপনিবেশিকীকরণের প্রচেষ্টাকে ক্ষতিগ্রস্ত করছে।

যা আশা করা গিছল ঠিক তেমনই অনুপনিবেশিকীকরণ প্রচণ্ড সংঘাতপূর্ণ সামাজিক অবস্থা সৃষ্টি করে গুরুতর শ্রেণী সংঘর্ষ বাধাচ্ছে। ফল এই যে, শহরাঞ্চলের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনা সংঘর্ষের স্ফুলিঙ্গ সৃষ্টি করছে, যার ভেতর দিয়ে ছোট-বড় প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে পারে।

সেই জন্য, সামাজিক এবং রাজনৈতিক স্থিরতা আসার আগেই জনগণের আরও দুঃখ-কষ্টের সম্ভাবনাটা আমরা বাদ দিই না।

যাই হোক, শেষ পর্যন্ত আরও দুটো পর্তুগীজ ভাষাভাষী রাষ্ট্র যেগুলো দুটো বড় জাতি হিসেবে আন্তর্জাতিক গোষ্ঠীতে যোগ দেবে।

কেপভার্দে দ্বীপপুঞ্জ, সাওটোম এবং প্রিন্সিপ সম্পর্কেও অনুপনিবেশিকীকরণ কমিশন তাদের পদক্ষেপ ফেলছে। আমরা চাই এই তিনটি দ্বীপের জনগণ তাঁদের ইচ্ছাকে স্বাধীনভাবে প্রকাশ করে তাঁদের ভবিষ্যৎকে, যেটা তাঁদের পক্ষে উপযুক্ত হয়, তেমনভাবে গড়ে তুলুন।

অন্যদিকে, যেখানকার অবস্থায় ভীষণ তারতম্য আছে।

—কেপভার্দে দ্বীপপুঞ্জ অনুর্বর এবং ভীষণ দরিদ্র দ্বীপ। এই মুহূর্তে এর অর্থনৈতিক স্বাধীনতার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। রাজনৈতিক স্বাধীনতার ব্যাপারে এর জনগণের সিদ্ধান্তগুলো আমরা গ্রহণ করব এবং অর্থনৈতিক সাহায্যের ওপর চুক্তিগুলো অন্তর্ভুক্ত করব। যেহেতু এই দ্বীপপুঞ্জে বহু রাজনৈতিক ধারা আছে, সেহেতু আমরা মনে করি যে উত্তরণকালীন কোয়ালিশন সরকার গঠন কোনো সহজ কাজ হবে না।

—অন্য দুটি দ্বীপ সাওটোম ও প্রিন্সিপের অর্থনীতি খুবই বিধ্বস্ত, কিন্তু এ জনগণের প্রয়োজন মেটানোর মতো যোগান দেয়। সেখানে মাত্র একটি প্রতিনিধিমূলক রাজনৈতিক ধারা এবং আমরা আশা করি অনুপনিবেশিকী-

করণ এখানে কম জটিল হবে। উত্তরণকালীন সরকার প্রতিষ্ঠার আগে এটা খুব দীর্ঘ হবে না।(১)

প্রশ্ন ঃ—রাষ্ট্রপতি মহাশয়, পর্তুগালের গণতন্ত্রীকরণের জন্য সামরিক বাহিনী ও জনগণের মোর্চার তাৎপর্য সম্পর্কে আপনি কি মনে করেন ?

উত্তর ঃ—এই মোর্চা বিশেষভাবে প্রয়োজন। আমাদের বিপ্লবের ধারণা অনুযায়ী সামরিক বাহিনী জনগণের অংশ, তারা জনগণের সশস্ত্রবাহিনী, কিন্তু দেশের আইনের অধীন, তাদের শক্তিশালী অস্ত্র গণতান্ত্রিক পদ্ধতিকে মান্য করে।

একটি বৃহৎ মোর্চা

সামরিক বাহিনীর আন্দোলনের সংযোগরক্ষাকারী কমিটির সঙ্গে সাক্ষাৎকার

প্রশ্ন ঃ—সামরিক বাহিনীর আন্দোলনের মতে, আজকের দিনের পর্তুগালের গণতন্ত্রীকরণের বৈশিষ্ট্য কি কি ?

উত্তর ঃ—অনুপনিবেশিকীকরণ হচ্ছে প্রকৃত গণতন্ত্রীকরণের অত্যন্ত প্রয়োজনীয় অংশ। ফ্যাসিবাদ ও উপনিবেশবাদ অচ্ছেদ্য। ঔপনিবেশিক শোষণ ও লুণ্ঠনের দ্বারা পর্তুগালে ফ্যাসিবাদ প্রতিপালিত হয়।

গিনি-বিসাউ প্রজাতন্ত্রের সরকারী স্বীকৃতি এবং এর ভূখণ্ড থেকে সমস্ত পর্তুগীজ বাহিনী প্রত্যাহারের পর এবং মোজাম্বিকের জনগণের একমাত্র আইনসংগত প্রতিনিধি ফ্রেলিমোর নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ চুক্তি লুসাকায় স্বাক্ষরিত হওয়ার পর অনুপনিবেশিকীকরণ দ্রুতগতিতে এগোচ্ছে।

১৯৭৪ সালের ২৮ সেপ্টেম্বরের পর অ্যাঙ্গোলা, কেপভার্দে দ্বীপপুঞ্জ, সাওটোম, প্রিন্সিপ এবং টাইমোরের অনুপনিবেশিকীকরণে কিছু অবদান রাখার মতো আরও অনুকূল অবস্থা সামরিক বাহিনীর আন্দোলনের পক্ষে উপস্থিত হয়েছে। এম পি এল এ-র এবং কথোপকথনের সময় পার্টি হিসেবে সাওটোম ও প্রিন্সিপের মুক্তিসংগ্রামের সাম্প্রতিক স্বীকৃতি ঔপনিবেশিক সমস্যা সমাধানের দিকে একটি বড় পদক্ষেপ।

৪৮ বছর ফ্যাসিবাদী শাসনের পর গণতান্ত্রিক স্বাধীনতার প্রতিষ্ঠা ফ্যাসিবাদ ও উপনিবেশবাদের পুরোপুরি ব্যর্থতার ফল, যেটা উপনিবেশগুলোর জনগণের সশস্ত্র সংগ্রামের, পর্তুগীজ জনতার অবিরাম লড়াইয়ের দ্বারা এবং বিশ্বের জনগণের ফ্যাসি-বিরোধী ও সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সমর্থন ও সংহতির দ্বারা উৎখাত হয়েছে।

ফ্যাসিবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের শাসানির বিরুদ্ধে অথবা ভূপাতিত শাসনব্যবস্থার যে কোনো প্রকারে পুনঃ স্থাপনের প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে নতুন গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা এবং স্বাধীনতাকে সুরক্ষিত করাটাই মুখ্য কাজ বলে সামরিক বাহিনীর আন্দোলন মনে করে। পর্তুগীজ জনতার দ্বারা এটা পুরোপুরি সমর্থিত হয়।

---

১ পর্তুগাল এবং সাওটোম ও প্রিন্সিপ দ্বীপপুঞ্জের মুক্তিসংগ্রাম ইতিমধ্যেই এই আফ্রিকান উপনিবেশকে স্বাধীনতা প্রদান করে এক চুক্তি স্বাক্ষর করেছে, যা ১৯৭৫ সালের জুলাই মাসে ঘোষণা করা হবে। অন্তর্বর্তী সময়ে একটি উত্তরণকালীন সরকার এবং নবনিযুক্ত পর্তুগীজ হাই কমিশনারের দ্বারা দ্বীপগুলো শাসিত হবে।

প্রশ্ন ঃ—সামরিক বাহিনীর আন্দোলনের কর্মসূচী কতটা কার্যকরী করা হয়েছে ?

উত্তর ঃ—বিভিন্ন প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলো এই কর্মসূচীর বিরোধিতা করেছিল এবং এখনও করছে। অনুপনিবেশিকীকরণের সমাপ্তিতে তারা বাধা দেবারও চেষ্টা করেছে এবং নয়া-উপনিবেশবাদী সমাধান চাইছে এবং সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে দর কষাকষি করছে।

অধিকার সম্প্রসারণে তারা বাধা দিচ্ছে এবং একটি নতুন একনায়কতন্ত্রের জন্য পথ প্রস্তুত করার চেষ্টা করছে। জনগণকে সংগঠিত হওয়া থেকে এবং রাজনৈতিকভাবে সচেতন হওয়া থেকে দূরে রাখার জন্য মৌল নাগরিক স্বাধীনতার বিরুদ্ধে তারা প্রচারে নেমেছে। ক্ষমতা দখলের উদ্দেশ্যে সশস্ত্র বিদ্রোহের পরিকল্পনা পর্যন্ত তারা করেছে। প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি জেনারেল স্পিনোলার সমর্থনে বিক্ষোভ প্রদর্শনের ছদ্মবেশে তারা বিদ্রোহ ঘটাতে চেয়েছে।

অর্থনীতির ক্ষেত্রেও তারা কর্মসূচীকে ভুলভাবে ব্যাখ্যা করছে এবং একচেটিয়ার বিরুদ্ধে সংগ্রামে বাধা দিচ্ছে।

২৮ সেপ্টেম্বরের ঘটনাবলী যেখানে প্রগতিশীল শক্তিগুলোর নতুন অভিযানের সুযোগ এনে দিয়েছে, সেখানে কর্মসূচী এখনও বহু জটিলতার সম্মুখীন হচ্ছে। ফ্যাসিবাদের পতনের পর প্রতিষ্ঠিত গণতান্ত্রিক শাসনের যারা অবসান চাইছে সেই প্রতিক্রিয়া ও প্রগতির শক্তির মধ্যে বাস্তবিকই একটা অবিরাম লড়াই চলছে।

প্রশ্ন ঃ—গণতন্ত্রীকরণের জন্য এবং প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে সংগ্রামে ২৮ সেপ্টেম্বরের ঘটনাবলী কি ভূমিকা পালন করেছে, তা কি আপনি বিশদভাবে বলতে পারেন ?

উত্তর ঃ—২৮ সেপ্টেম্বরের ঘটনাবলী ২৫ এপ্রিলের অর্জনগুলো সংহত করার জন্য সামরিক বাহিনীর আন্দোলন এবং প্রগতিশীল অংশকে উদ্দীপিত করেছিল।

জাতীয় জীবনের কতকগুলো গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রের স্বাভাবিকীকরণের বাধা অতিক্রম করা গেছে। নতুন শাসনব্যবস্থাকে অপদস্থ করার জন্য উদ্যত প্রতিক্রিয়াশীলদের ক্ষমতা থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে।

যতদিন না গণতন্ত্রের শত্রুগুলো পুরোপুরি অপসারিত হচ্ছে, ততদিন লড়াই চলবে। পর্তুগালে যারা নিজেদের আধিপত্য পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে চাইছে এবং জনগণের স্বার্থে অনুপনিবেশিকীকরণে বাধা দিচ্ছে সেই সাম্রাজ্যবাদই অনবরত এই শত্রুদের সমর্থন করছে।

সাম্রাজ্যবাদ উপনিবেশগুলিতে তার কৌশল চালিয়ে যাচ্ছে। লুআণ্ডায় রক্তাক্ত সংঘর্ষ, লরেন্সো মার্কাসে পুনঃ পুনঃ দাঙ্গা ও অস্থিরতা, ক্যাবিণ্ডা, কেপভার্দে দ্বীপপুঞ্জ, সাওটোম ও প্রিন্সিপে নয়া-উপনিবেশবাদী গোষ্ঠীগুলির কার্যকলাপ সাম্রাজ্যবাদের অনুপ্রবেশ ঘটানোর লক্ষ্য নিয়ে করছে, তাদের জাতীয় জীবনের ক্ষতিসাধন করে সংগ্রামী জনতাকে বিভক্ত করার আশা নিয়ে সাম্রাজ্যবাদ বর্তমান বিশৃঙ্খলার সুযোগ নিচ্ছে এবং একে তীব্র করছে। গণতান্ত্রিক শক্তিগুলির প্রতিটি জয়ের মধ্যে দিয়ে সংগ্রাম নতুন নতুন এবং কখনও আরও জটিল রূপ নিচ্ছে।

প্রশ্ন ঃ—অতিবামপন্থী গোষ্ঠীগুলির কার্যকলাপের ফলে কোন কোন সমস্যা দেখা দিচ্ছে ?

উত্তর ঃ—এই ধারণা সম্পর্কে কিছু ভুল বোঝাবুঝি আছে। প্রত্যেকেই ধারা নির্বিশেষে একদিকে যারা গণতন্ত্র, গণতান্ত্রিক স্বাধীনতা এবং অনুপনিবেশিকীকরণকে তুলে ধরছে এমন সংগঠনের সঙ্গে যারা প্রকৃতই গণতন্ত্রীকরণে বিরোধিতা করছে তাদের পৃথক করবে। প্রায়ই প্রতিক্রিয়া-

শীল ও সাম্রাজ্যবাদী কৌশল বলে অভিযুক্ত এমন শ্রমজীবী জনগণের কার্যকলাপের সঙ্গে কিছু গোষ্ঠীর যাদের পরিষ্কারভাবে জনতার সাথে কিছু করার নেই তাদের কার্যকলাপের পার্থক্য করা উচিত।

স্বাধীনতার শত্রুদের হাতের ক্রীড়নক হিসেবে কিছু গোষ্ঠীর কার্যকলাপ প্ররোচনার পর্যায়ে পড়ে। উদাহরণ-স্বরূপ সেই গোষ্ঠীগুলোর কার্যকলাপ যা সাম্প্রতিককালে সোশ্যাল ডেমোক্রাটিক সেণ্টার পার্টির যুব সংগঠনের মিছিলকে বয়কট করে। জাতীয় অর্থনীতির ক্ষেত্রে গুরুত্ব-পূর্ণ একটি সফরের ঠিক পূর্বে অস্থিরতা ও দাঙ্গা এবং ভীষণ সংঘাতপূর্ণ অবস্থার সৃষ্টি করে তারা পুলিস ও সেনাবাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষে প্ররোচিত করে। এটা না বললেও চলে যে এই ধরনের কার্যকলাপ জমায়েত ও মতা-মতের স্বাধীনতাকে কেড়ে নিতে দৃষ্টান্তস্থাপন করে।(১)

এই ধরনের কার্যাবলীর বিরুদ্ধে আমরা অবশ্যই দৃঢ়-পদক্ষেপ নেব, তাদের মুখোশ খুলে দেব এবং নিরপেক্ষ করব, কিন্তু বাকচাতুরি না করে পুরো ব্যাপারটায় জোর দেব যাতে করে আতঙ্কের সৃষ্টি না হয় অথবা রাষ্ট্র-দ্রোহিতামূলক মারাত্মক ভুল কাজ না করে, যা শুধু স্বাধীনতার শত্রুদেরই লাভবান করবে।

প্রশ্ন ঃ—জনগণ ও সামরিক বাহিনীর মোর্চা সম্পর্কে সামরিক বাহিনীর আন্দোলন কি মনে করে ?

উত্তর ঃ—বর্তমানে সামরিক বাহিনীর আন্দোলন বর্তমান শাসনব্যবস্থা দীর্ঘতর করার গ্যারাণ্টি এবং প্রধান রক্ষাকর্তা। জনগণ সতর্ক আছেন যেমন তাঁরা ২৮ সেপ্টেম্বর দেখিয়েছেন। জনগণই অস্ত্রশস্ত্র এবং দাঙ্গাকারী-দের শহরে আসতে বাধা দিয়েছেন। বর্তমান শাসনব্যবস্থার প্রতি প্রকৃত আনুগত্যের প্রমাণ এবং ফ্যাসিবাদ ও প্রতি-ক্রিয়ার বিরুদ্ধে এবং ফ্যাসিবাদ ও উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে ৪৮ বছর সংগ্রামের ফলে অর্জিত স্বাধীনতাকে পুরোপুরি বা আংশিকভাবে কেড়ে নেবার জন্যে যারা শাসিয়েছিল, তাদের বিরুদ্ধে বাধাহীন ধিক্কারের প্রমাণ তারা দিয়েছে।

জনগণ এবং সামরিক বাহিনীর ঐক্য হল এক বৃহৎ মোর্চা যা ২৫ এপ্রিল এবং ৬ অক্টোবরের জাতীয় শ্রমিক দিবসের মধ্যে গণতন্ত্র এবং স্বাধীনতার জন্য সংগ্রামের দিনগুলিতে গঠিত।

জনগণ এবং সামরিক বাহিনীর আন্দোলনের ঐক্য একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ প্রগতিশীল মোর্চা। আমাদের সাধারণ শত্রুর বিরুদ্ধে এবং গণতন্ত্রের জন্য সংগ্রামের মধ্য দিয়ে এটা বিকশিত হয়েছে।

---

১ নভেম্বরের প্রথম দিকে বিশেষ মার্কিন দূত রবার্ট ম্যাক্‌ক্লসকির সফর এবং মার্কিন আর্থনীতিক মিশনের পেঁছানো সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছে।

প্রযুক্তিবিদ্যাগত বিপ্লব এবং শ্রমিক আন্দোলন

কানাডিয়ান ট্রেড ইউনিয়নগুলির অবস্থা ও দাবিতে পরিবর্তন

এমিল বার্নাসন
কানাডিয়ান মার্কসবাদী অর্থনীতিবিদ

পুঁজিবাদের প্রবক্তারা তাঁদের ব্যবস্থার বর্তমান স্তরকে মহিমান্বিত করে বাকচাতুর্যে আড়াল করে রাখতে কখনো পিছু পা হন না। বিগত যুগ বা ঐ সময়ে তাঁরা "শিল্পোত্তর সমাজ", "ভোক্তা সমাজ", "সমৃদ্ধ সমাজ" প্রভৃতি ধরনের শ্লোগান উদ্ভাবন করে এই ধারণা দেবার চেষ্টা করতেন যে শোষণের যুগের অবসান ঘটেছে। যদিও এই জাতীয় "তত্ত্বের" প্রবক্তা—আপন চালের নব্য মার্কসিস্ট হার্বার্ট মার্কুইস থেকে বুর্জোয়া উদারনৈতিক জে কে গলব্রেথ পর্যন্ত অনেকে এবং তাঁদের ব্যবস্থাপত্রের বৈশিষ্ট্য যদিও আলাদা আলাদা, তথাপি এই ধারণাগুলির মধ্যে কতকগুলি অভিন্ন অনুমান রয়েছে।

এই সকলের সাধারণ বিশ্বাস হল, এই যে—শ্রমিকশ্রেণী অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতার দিক থেকে একচেটিয়ার প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনের বিকাশ ঘটিয়েছে এবং এর ফলে তারা ক্রমাগত উন্নত মানের জীবনযাত্রার দাবি করে তা আদায় করতে সক্ষম, যদি বাস্তবিক সামাজিক উৎপাদনের অব্যাহতভাবে ক্রমবর্ধমান অংশের শরিক না-ও হতে পারে। দাবি করা হয়ে থাকে—শ্রমিকশ্রেণীর প্রাচুর্যের জন্য তাদের সমাজ-বিপ্লবের আগ্রহ স্তিমিত হয়ে গেছে। কিছু সংখ্যক ভালো মাইনের আমলাতন্ত্রের কায়দায় চালিত "শক্ত টুপি" টাইপ ইউনিয়ন নেতাদের কথা ভেবে বলা হয়—শ্রমিকেরা মধ্যবর্তী স্তর অপেক্ষা প্রতিক্রিয়াশীল। উক্ত প্রচারকেরা, যারা নিজেদের সমাজতন্ত্রী বলে দাবি করেন, তাঁরা শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে বিপ্লবের সম্ভাবনা দেখতে পান না। তাঁরা মাত্র শহরাঞ্চলের দরিদ্র মানুষের সংগ্রাম এবং যে সমাজ-ব্যবস্থা একচেটিয়া ব্যবসা ও সংগঠিত শ্রমিকের যৌথ স্বার্থে শোষণ করে তার বিরোধী সদ্য-স্বাধীন দেশগুলির মধ্যে বিপ্লবের সম্ভাবনা দেখেন।

পুঁজির দ্বারা শোষণের বিরুদ্ধে পরিচালিত শ্রেণী-সংগ্রামকে অতীতের বিষয় রূপে দেখা হয়। বলা হয়, বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত বিপ্লব সম্পদের এমন প্রাচুর্য সৃষ্টি করেছে যে—এখন প্রধান সমস্যা হল, সকলের স্বাচ্ছন্দ্যে জীবনযাপনের জন্য সুষ্ঠুভাবে আয় বণ্টনের উপযোগী উপায় উদ্ভাবন করা। এই তত্ত্বের চরমপন্থী ভাষ্যকরিদের মত যে আমরা এমন একটা স্তরের দিকে অগ্রসর হচ্ছি যেখানে সমাজের সব কাজ কতিপয় ব্যক্তির দ্বারা সম্পাদিত হবে। সংখ্যাগরিষ্ঠের নিকট উপার্জন করাটা নয়, অবসর কাটানোটাই সর্বাগ্রে করণীয় কাজ হবে। এই সমস্ত তত্ত্বের প্রবক্তাদের নিকট "পুঁজিবাদ" "সমাজতন্ত্র" প্রভৃতি শব্দ নিরর্থক হয়ে পড়েছে। শিল্পোত্তর সমাজব্যবস্থাকে এমন এক ব্যবস্থা বলে বিবেচনা করা হয় যেখানে পুঁজিবাদের ত্রুটি-গুলি দূরীভূত হয়েছে এবং সমাজতন্ত্রের সুফলগুলি অর্জিত হয়েছে।

একই সঙ্গে পুঁজিবাদের অনেক প্রবক্তা নব্য- ম্যাল-থুসিয়ান ও অন্তিম দ্রষ্টা সেজে—সাম্রাজ্যবাদী সামাজিক সম্পর্ক বিষয়ে তাঁদের আশাবাদী মূল্যায়ন এবং আমরা বিশ্বের সম্পদের উপর অত্যধিক চাপ দিচ্ছি এবং বৃদ্ধি বন্ধ না করলে আমরা ধ্বংসের নিকটবর্তী হব এই যুক্তির মধ্যে কোনো বিরোধের সন্ধান পান না।

শিল্পোত্তর সমাজের প্রতিদ্বন্দ্বী তত্ত্বের প্রত্যেকটি যদিও সমস্যার কোনো কোনো বিষয়ের উপর আলোকপাত করে, তৎসত্ত্বেও এই বিষয়টি বিকৃত করে, সামগ্রিক বিষয়ের তত্ত্বের মধ্যে সংহত করতে না পেরে ভ্রান্তি উৎপাদন করে।

পুঁজিবাদী ও সংশোধনবাদী রচনায় খুব চালু এবং এই সমস্ত মতবাদের সঙ্গে গভীরভাবে জড়িত তত্ত্ব হল—বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত বিপ্লবের এই যুগে—পুঁজিবাদী সমাজে ট্রেড ইউনিয়নের স্থান এবং কার্যাবলী সম্পর্কে। উদাহরণস্বরূপ, গলব্রেথের **"দি নিউ ইনডাস্ট্রিয়াল স্টেট"** গ্রন্থে "প্রযুক্তিগত কাঠামো"-র তত্ত্ব। এতে ইউনিয়নের "অবসান" এবং ক্রমশ তাদের সামাজিক ভিত্তি অপসারিত হবার ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে।(১)

স্বভাবতই, বাস্তব এবং মতাদর্শগত কারণে, বুর্জোয়া ও সংস্কারবাদী তাত্ত্বিকদের ধ্যান-ধারণা, বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত বিপ্লবকে শোষণ করে শ্রমিকশ্রেণী ও তার সংগঠনের ভূমিকাকে খাটো করে দেখানোর প্রচেষ্টার স্বরূপ উন্মোচন করা অতীব গুরুত্বপূর্ণ। অনুরূপভাবে, পুঁজি-বাদী দেশগুলির শ্রমিক আন্দোলনের উপর বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিবিদ্যাগত **বিপ্লব**-এর প্রভাব বিশ্লেষণ করা বৈজ্ঞানিক-ভাবে গুরুত্বপূর্ণ। ১৯৭৪ সালের মে মাসে অনুষ্ঠিত কানাডিয়ান কমিউনিস্ট পার্টির দ্বাবিংশতি কনভেনশনের কার্যবিবরণী ও সিদ্ধান্তে—কানাডায় বর্তমান স্তরে সংগঠিত শ্রমিক আন্দোলনের বিকাশের সুনির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য এবং ইউনিয়নগুলির জন্য নতুন কর্মসূচী উল্লেখযোগ্যভাবে স্থান পেয়েছে। কনভেনশনর দলিলগুলিতে উল্লেখিত তত্ত্ব-গত ও বাস্তব সমস্যাগুলির কয়েকটি আমরা পরীক্ষা করে দেখব।

অর্থনৈতিক ও সামাজিক বুনিয়াদে পরিবর্তন

বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিবিদ্যাগত বিপ্লব—শিল্প-বিপ্লবের শুধুমাত্র যুক্তিসংগত বিকাশ নয়। মার্কস দেখিয়েছেন, দৃঢ়ভাবে বর্ধিষ্ণু কারিগরি স্তরে (পুঁজির আঙ্গিক গঠন) পুঁজির সঞ্চয়—একত্রীকরণ ও কেন্দ্রীভবনের মাধ্যমে এক-চেটিয়া পুঁজি সৃষ্টি করে। এটা সকল জটিল আকারে শিল্প-গত সংরক্ষিত বাহিনীর জন্ম দেয়, ক্রমহ্রাসমান মুনাফা ও

১ জে কে গলব্রেথ—দি নিউ ইণ্ডাস্ট্রিয়াল স্টেট। A Mentor Book, N. Y. 1968. p.p 270-278.

স্বভাবজাত এক সংকটের প্রবণতা সৃষ্টি করে। বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তি বিদ্যাগত বিপ্লবের যুগেও পুঁজির সঞ্চয় একই ফলোৎপাদন করে, কিন্তু, সাধারণভাবে উচ্চস্তরে নয়। পদ্ধতিটি গুণগতভাবে পৃথক। পুঁজির সঞ্চয় এখনও একত্রীকরণ ও কেন্দ্রীভবন সৃষ্টি করে কিন্তু যেহেতু একচেটিয়া পুঁজি ইতিমধ্যেই ব্যবসার প্রধান রূপে পরিণত হয়েছে তাই, তা প্রধানত বর্তমান একচেটিয়া পুঁজির অধীনেই কাজ করে।

উৎপাদনের দৃঢ়ভাবে বর্ধিষ্ণু প্রযুক্তিগত স্তর এখনও কার্যকরী কিন্তু তার অর্থ পণ্য উৎপাদনে কখনোই প্রাথমিকভাবে আরো ভালো ও উন্নততর যন্ত্রাদি দিয়ে শ্রমিকের অপসারণ নয়। বর্তমানে বস্তুগত মূল্যবিশিষ্ট কোনো জিনিস বা কাজের উৎপাদনের সঙ্গে সংযুক্ত সমগ্র কার্যাবলীতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা দ্রুত হারে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করে। অফিসের কাজ, কলাবিদ্যা, চিকিৎসা, শিক্ষা, সরকার—সবই এই প্রক্রিয়ায় সমন্বিত। এবং যেমন করে পুঁজিবাদী সঞ্চয়ের সূত্র স্বাধীন উৎপাদকদের সর্বহারায় পরিণত করেছে, ঠিক অনুরূপভাবে বর্তমানে যারা জীবিকা উপার্জন করে থাকেন তাঁরা কোন না কোন শ্রেণীর মজুরির দাসে পরিণত হন।

শ্রমজীবী বাহিনী, বিশেষত, শ্রমিকশ্রেণীর পরিবর্তন ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের চরিত্র এবং যে অবস্থায় তা কাজ করে তাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। প্রথমত, বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিবিদ্যাগত বিপ্লব পরিবর্তিত হচ্ছে এবং শ্রমজীবী বাহিনীর উৎপাদন ও সামাজিক ভিত্তিকে প্রসারিত করছে। আর একটি ফলশ্রুতি হল, অধিকতর দক্ষ শ্রেণী এবং নতুন পেশার উৎপত্তি। এর অর্থ শুধুমাত্র দক্ষ শ্রমিকদের বৃহত্তর অংশ বৃদ্ধি হওয়া নয়, এর অর্থ কারিগরি কর্মীর হারেও পরিবর্তন। সেবামূলক ও বণ্টন-শিল্পে এবং কেরানীগিরির কাজে নিয়োগ উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।

বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিবিদ্যাগত বিপ্লব কেরানীগিরির কাজে—উৎপাদন প্রক্রিয়ার সঙ্গে কম-বেশি প্রত্যক্ষভাবে জড়িয়ে পড়ার উপর জোর দেয়। স্বাভাবিকভাবেই, কেরানীকুলের ঈপ্সিত যে বৈশিষ্ট্য তাঁদের কারখানার শ্রমিক থেকে পৃথক করে রেখেছিল—তা তাঁদের হারাতে হয়। ক্রমবর্ধমান হারে তারা অধিকতর দক্ষতা বা জ্ঞান সহ সাধারণ শ্রমিকে পরিণত হয় এবং অবস্থা ও মজুরির ক্ষেত্রে ক্রমশ উন্নত-দক্ষ কারখানা শ্রমিকের কাছাকাছি আসে। এই পরিপ্রেক্ষিতে, তাঁরা ট্রেড ইউনিয়নে নিজেদের সংগঠিত করতে বাধ্য হয় এবং তাদের শ্রেণী-ভ্রাতাদের সঙ্গে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সংগ্রামে অংশগ্রহণ করে।

সুতরাং সেবামূলক প্রতিষ্ঠানে শ্রমিক, কারিগরি ও কেরানী কর্মীদল এবং অন্যান্য নতুন শ্রেণীকে সংগঠিত করা অতীব গুরুত্বপূর্ণ।

কনভেনশন আরো লক্ষ্য করেছে,—বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিবিদ্যাগত বিপ্লবের ছত্রচ্ছায়ায় সাধারণত শ্রমিকশ্রেণী ও **কর্মীবাহিনীর** শিল্প ও দক্ষতার কাঠামো পরিবর্তনের দ্বান্দ্বিকতা ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের সামাজিক ও শিল্প-ভিত্তি প্রসারিত করছে এবং অধিকতর সংগঠন ও ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের নতুন সুযোগ সৃষ্টি করছে। এটি ট্রেড ইউনিয়নগুলির জন্যে নতুন ও জটিল সমস্যাও সৃষ্টি করছে।

রাষ্ট্রের বৃহত্তর সামাজিক ভূমিকা

আরো অধিক জটিল সামাজিক ও রাজনৈতিক কাঠামো সহ ট্রেড ইউনিয়নগুলির সামাজিক ও শিল্প-ভিত্তির প্রসারে আর একটি প্রধান গুণগত পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। তা হল, রাষ্ট্রকে পুঁজির পৃষ্ঠপোষক ও অধিকতর শোষণের হাতিয়ারে পরিবর্তিত করা।

পুঁজির পুনরুৎপাদন এবং অব্যাহত মুনাফার হার—বিনিয়োগের হার ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি করে এবং উৎপাদকদের যে পরিমাণ মজুরি দেওয়া হয় একচেটিয়াদের উৎপাদিত দ্রব্যের জন্য তার থেকে অনেক বেশি বড় বাজারের প্রয়োজন হয়। একচেটিয়াদের পণ্যের চাহিদার প্রয়োজনীয় স্তর অব্যাহত রাখতে—তারা রাষ্ট্রের সাহায্যপ্রার্থী হয় এবং রাষ্ট্র সে বাজার তৈরি করে দেয়। পরোক্ষভাবে রাষ্ট্র—রাষ্ট্রীয় কাঠামোর প্রধানত অনুৎপাদক কর্মীদের মজুরি দিয়ে এবং পেনসন, বেকার-বীমা প্রভৃতি জনকল্যাণমূলক কাজে অর্থ দিয়ে তা করে থাকে। প্রত্যক্ষভাবে, শিল্পের উৎপাদিত পণ্যের বৃহদংশ রাষ্ট্র স্বয়ং জনসাধারণের জন্য অথবা যেমন সামরিক ব্যয় নিছক অপচয়ের জন্য ক্রয় করে সে কাজ করে। এভাবে সরকারী কার্যকলাপের সুযোগ দৃঢ়ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং বর্তমানে তা মোট জাতীয় উৎপন্ন সামগ্রীর ৪০ শতাংশ বলে অনুমান করা হয়।

এভাবে রাষ্ট্র কর্তৃক বণ্টিত মূল্য শূন্য থেকে তৈরি হচ্ছে না। দেশের শ্রমিকশ্রেণী কর্তৃক উৎপাদিত এগুলিই হল যথার্থ মূল্য। যেভাবে এগুলির অর্থের ব্যবস্থা করা হয়, তা রাষ্ট্রীয় একচেটিয়া পুঁজির অধীনে একটি বাড়তি শোষণের কাঠামো সৃষ্টি করে।

রাষ্ট্রীয় ব্যয়ের বৃহদংশ জনসাধারণের উপর কর ধার্য করে সংগ্রহ করা হয়। ট্যাক্সের পরিমাণ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাদের পশ্চাদভার ক্রমশ স্থান পরিবর্তন করে শ্রমিকদের উপর অতিরিক্ত বোঝা চাপায়। ১৯৪৯ সালে, কানাডার করের ১৯ শতাংশ কর্পোরেশনগুলি দিয়েছিল কিন্তু ১৯৬৮ সালে বৃহদাকারে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত যৌথ সংস্থাগুলি করের মাত্র ১০ শতাংশ বহন করেছে। ১৯৭১ সালের "কর-সংস্কার" বাদ দিয়ে ১৯৬৫ সাল থেকে ১৯৭৪ পর্যন্ত জনসাধারণের সত্যিকারের ৫,০০০ ডলার (১৯৬৫ সালের মূল্যে) আয়ের উপর কর বৃদ্ধি পেয়েছে ৪০ শতাংশ অথচ সত্যিকারের ৪০,০০০ ডলারের উপর কর বেড়েছে মাত্র ১৮ শতাংশ।

যাই হোক, মুদ্রাস্ফীতির ফলে সরকারী ব্যয় অনেকটা বৃদ্ধি পেয়েছে। যদিও এতে কর বৃদ্ধি করে ভোট হারানোর ব্যাপারে অনিচ্ছা প্রকাশ পেয়ে থাকতে পারে, হয়তো তা অনেকটা সরকারের একচেটিয়া মূল্যবৃদ্ধি নীতিকে মানিয়ে নেবার জন্য অধিকতর অর্থ সরবরাহের ফলও হতে পারে। যদি বিনিয়োগের স্তর (গবেষণা ও উন্নয়নের ব্যয় সহ) কর্মসংস্থান বা উৎপাদনের থেকে দ্রুত হারে বৃদ্ধি পায় তাহলে মুনাফার হার স্থির মূল্যস্তরে রাখা যায় না। এভাবে, পুঁজিবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে মুদ্রাস্ফীতি একটি আবশ্যকীয় এবং শোষণের অতিরিক্ত উপায়ে পরিণত হয়।

উৎপাদনের কেন্দ্রে, পরিচালকগোষ্ঠী ও শ্রমিক যৌথ দর কষাকষি—ধর্মঘট, লক-আউট প্রভৃতির মাধ্যমে উৎপাদনের ভাগ নিয়ে লড়াই করে। যখন দর কষাকষিতে গিয়ে পৌঁছোয়, রাষ্ট্রীয় একচেটিয়া পুঁজির সূত্রানুসারে তখন যে ফলস্বরূপ, মজুরিহার চুক্তি অনুসারে একটা শর্তাধীন সময়—অন্তত এক বৎসর স্থির থাকে। ইতিমধ্যে, কর ও মুদ্রাস্ফীতি, দরকষাকষিতে প্রাপ্ত বর্ধিত মজুরির নিয়ত বর্ধমান একটা অংশ গ্রাস করে। এভাবে একচেটিয়াপতিরা দরকষাকষিতে যা পায় নি, তা রাষ্ট্রীয় যন্ত্রের মাধ্যমে ছিনিয়ে নেয়।

এই ঘটনা ট্রেড ইউনিয়নগুলির ভূমিকা ও কর্মধারায় এক বিপ্লব সৃষ্টি করছে।

একদিকে, যৌথ দর কষাকষি পদ্ধতিতেই ইউনিয়নগুলি তাদের সদস্যদের রক্ষার জন্য স্বল্পতর সময়ের জন্য চুক্তি

সম্পাদন করছে এবং জীবিকানির্বাহ-ব্যয়ের ওঠানামার সঙ্গে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির তালে সমহারে মজুরি বৃদ্ধিকে যুক্ত করার জন্য চেষ্টা করছে। এছাড়াও, তারা অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা যেমন পূর্বে-দেয় চিকিৎসা ও দন্ত চিকিৎসার পরিকল্পনার বিষয় নিয়ে আপস আলোচনা করছে। সরকারের পক্ষ থেকে পাল্টা চেষ্টা হচ্ছে চিকিৎসা-বীমা জাতীয়করণ করে নিয়োগকারীদের ব্যয়বাহুল্যের হাত থেকে রক্ষা করা এবং বোঝাটা কার্যত করদাতা, শ্রমিকদের উপরই চাপিয়ে দেওয়া।

অন্যদিকে, সরকার পুঁজিপতিদের স্বার্থে আইন প্রণয়ন করে শ্রম-পুঁজি সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব নিজে গ্রহণ করছে। ধর্মঘটের অধিকার সংকুচিত করা হচ্ছে (১৯৭৩ সালের সেপ্টেম্বরের রেল ধর্মঘটের বিরুদ্ধে গৃহীত ব্যবস্থা এর একটি উদাহরণমাত্র), মজুরি সংকোচ করা হচ্ছে, বাধ্যতামূলক সালিশী চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে, ইত্যাদি। বর্তমান সামাজিক ব্যবস্থায় ইউনিয়নসমূহের নিকট এটা ক্রমেই স্পষ্ট হয়ে উঠছে যে, তারা আলোচনার টেবিলেই তাদের সমস্ত সমস্যার সমাধান করতে পারবে না; তাদের অবশ্যই বেশি বেশি করে রাজনৈতিক আন্দোলন করতে হবে। ইয়োরোপ থেকে এই ব্যাপারে এক পুরুষ পিছিয়ে থাকা কানাডায় ইউনিয়নগুলির রাজনৈতিক সচেতনতা অসম এবং অসংগতিপূর্ণ। অবশ্য, যে তিনটি প্রদেশে সোশ্যাল ডেমোক্রাটরা নির্বাচিত হয়েছেন সেখানে ট্রেড ইউনিয়নগুলি দ্রুত শিক্ষালাভ করছে এবং শ্রমিক স্বার্থরক্ষাকারী নীতির জন্য এই "সমাজতান্ত্রিক" সরকারগুলির উপরও চাপ অব্যাহত রাখার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করে সাড়া দিচ্ছে।

অধিকন্তু, অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদী দেশের ন্যায় কনাডাতেও ধারাবাহিক মুদ্রাস্ফীতির প্রক্রিয়ার ফলে বুর্জোয়াদের এবং জনসাধারণের পশ্চাৎপদ অংশের মধ্যে থেকে মূল্যবৃদ্ধি রোধের উপায়রূপে মজুরি নিয়ন্ত্রণের দাবি উঠছে। এই বিষয় নিয়ে সংগ্রাম, অর্থাৎ প্রকৃত মজুরি রক্ষা করার সংগ্রাম প্রত্যক্ষভাবে রাজনৈতিক সংগ্রামের স্তরে চলে আসে।

আমরা এভাবে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনে দাবির নির্দিষ্ট বিবর্তনের কথা বলতে পারি। গতানুগতিক দাবিগুলির মধ্যে নতুন মর্মবস্তু সঞ্চারিত হচ্ছে এবং নতুন নতুন দাবি উত্থাপিত হচ্ছে। তার মধ্যে, দ্বাবিংশ কনভেনশনের নীতি-সংক্রান্ত প্রস্তাব গুরুত্ব আরোপ করে—"প্রযুক্তিবিদ্যাগত পরিবর্তন ও তার ফলাফলের উপর নিয়ন্ত্রণকারী বক্তব্যের" দাবিতে "যাতে এ ধরনের উন্নয়নের সুফল শ্রমিকশ্রেণীর জীবনে বাড়িতে নেবার মাইনে না কমিয়ে অপেক্ষাকৃত স্বল্প কাজের সময় নির্ধারণ, অপেক্ষাকৃত পূর্বে বর্ধিত পেনসন নিয়ে অবসর গ্রহণ প্রভৃতি আকারে পাওয়া যায়।"(১) প্রস্তাবে আরো বলা হয়েছে, জীবনধারণের মান বজায় রাখা ও তার উন্নতির দাবি উৎপাদন ও জনজীবনে (অধিকারের একটি শ্রমিক আইনসহ) ইউনিয়নগুলির এক নিয়ন্তার ভূমিকার দাবির সঙ্গে সংযুক্ত হওয়া উচিত। আরো যুক্ত হওয়া উচিত—অসংগঠিত বিশেষত, কর্মরতা মহিলা ও বিদেশ থেকে আগত শ্রমিকদের সঙ্গে।

ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের অস্তিত্বের ক্ষেত্রে বহুজাতিক কর্পোরেশনগুলি রীতিমত বিপজ্জনক এবং ইউনিয়নসমূহকে অধিকতর আন্তর্জাতিক সংহতি এবং অন্যান্য দেশের প্রগতিশীল ইউনিয়নগুলির সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তুলেই এর মোকাবিলা করতে হবে।(২)

কনভেনশনের প্রস্তাবে আরো বলা হয়েছে, এই সকল প্রসঙ্গের সঙ্গে শান্তি, গণতন্ত্র ও কানাডার স্বাধীনতার জন্য নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রাম এবং শ্রমজীবী জনতার সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রয়োজনের জন্য লড়াই যুক্ত হয়ে বামপন্থী শক্তিকে শক্তিশালী করা, দক্ষিণপন্থী নীতিসমূহ ও তার দালালদের চ্যালেঞ্জ ও পরাস্ত করা এবং ইউনিয়নগুলিকে গণতান্ত্রিক, একচেটিয়া-বিরোধী ও সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী মোর্চায় নিয়ামক ভূমিকা পালন করতে সক্ষম করবে। এই মোর্চা বাস্তবায়িত করতে শ্রমিকশ্রেণী ও গণতান্ত্রিক ঐক্যকে একটি মূল সংযোগসেতু বিবেচনা করে কমিউনিস্ট পার্টির নীতি সংক্রান্ত প্রস্তাবে বলা হয়েছে কমিউনিস্ট পার্টি "শ্রমিকশ্রেণীর কর্ম, ট্রেড ইউনিয়ন ও গণতান্ত্রিক শক্তির ঐক্যের পার্টি হিসাবে সুস্পষ্ট দৃঢ়তা নিয়ে দাঁড়াবে।"(১)

সামাজিক ন্যায় ও প্রগতির জন্যে

"শিল্পোত্তর সমাজের" প্রবক্তাদের বক্তব্য অনুসারে শোষণ এখন আর কোনো বিষয় নয়। ধরে নেওয়া হয়েছে, ট্রেড ইউনিয়নের কাজকর্ম শ্রমিকদের তুলনামূলকভাবে বেশি প্রাচুর্য এনে দিয়েছে এবং কল্যাণব্রতী সরকারগুলি যারা কাজ করতে পারে না তাদের স্বার্থরক্ষার্থে আয় পুনর্বণ্টন করে দেয়।

কিন্তু বাস্তব অবস্থাটা অন্য রকমের। যতই প্রযুক্তিবিদ্যাগত পরিবর্তন অগ্রসর হয়, ততই তা শ্রমিকদের কাজের নিরাপত্তা বিঘ্নিত করে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে আমরা দীর্ঘমেয়াদী ব্যাপক কর্মসংস্থানের অভাব লক্ষ্য করি নি। বেকারি মোটামুটি ৫।৬ শতাংশের একটা স্থায়ী স্তরে অবস্থান করেছে। কোনো কোনো শিল্প বা এলাকায় (কুইবেকে ব্রিটিশ কলোম্বিয়ায় বেকারির হার শতকরা ৩।৪ অংশ অর্থাৎ জাতীয় গড়ের উপরে) হার উঁচু। যুবদের মধ্যে বেকারি (১৪-২৪ বয়সের গ্রুপে ১১ শতাংশ) ভয়াবহ সমস্যারূপে দেখা দিয়েছে। উপরন্তু, শ্রমিকরা নিয়ত কর্মস্থান বদল বা পুনর্নিয়োগের সম্মুখীন হচ্ছে, মাঝে বেকারও থাকতে হচ্ছে। ফলস্বরূপ, বিরাট সংখ্যক শ্রমিকের বেকারি-বীমা কমবেশি নিয়মিত আয়ের উৎসে এবং টাকাটা দেবার পরিমাণ ও শর্তাদি একটি অন্যতম প্রধান রাজনৈতিক বিষয়ে পরিণত হয়েছে।

ইউনিয়নগুলি কিছুটা সাফল্যের সঙ্গে চাকুরিয় নিরাপত্তার প্রশ্নটি যৌথ দর কষাকষির মাধ্যমে মেটাতে চেষ্টা করছে। যখন অটোমেশনের ফলে রেলপথের ফায়ারম্যানরা অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়ল, তখন রেল ইউনিয়নগুলি—ফায়ারম্যানদের চাকরিচ্ছেদ শুধুমাত্র পেনসন দিয়ে অবসর গ্রহণ করানো, মৃত্যু অথবা স্বেচ্ছায় পদত্যাগের মাধ্যমে হবে এই মর্মে এক চুক্তি সম্পাদন করে গণ-ছাঁটাই এড়াতে পেরেছিল। ইতিমধ্যে রেলকর্তৃপক্ষ যখন পাওয়া যায় তখন বাড়তি ফায়ারম্যানদের অন্যত্র কাজ পাওয়া গেলে বদলী করতে পারত।

জাহাজের মাল বোঝাই ও নামানোর খালাসীরা ঠিক একই ধরনের আরো সর্বাঙ্গীণ একটি পরিকল্পনা করে চুক্তি সম্পাদন করেছিল, যাতে ইউনিয়নের সকল সদস্যের প্রায় পুরো জীবনের জন্য পূর্ণ কর্ম সংস্থান এবং অবসর গ্রহণের পর পেনসনের বন্দোবস্ত ছিল। যারা ইউনিয়নভুক্ত, এর মাধ্যমে তাদের সুদৃঢ় নিরাপত্তার ব্যবস্থা হয় কিন্তু, তাতে এটাও প্রমাণিত হয় যে যতক্ষণ পর্যন্ত প্রযুক্তিবিদ্যার কাজ-

---

১ টরোন্টোয় কানাডার কমিউনিস্ট পার্টির ২২তম কনভেনশন, ১৯৭৪, পৃষ্ঠা ৩০।

২ ঐ, পৃষ্ঠা ৩২।

১ ১৯৭৪-এ টরোন্টোয় কানাডার কমিউনিস্ট পার্টির ২২তম কনভেনশন, পৃষ্ঠা ৩৮।

মাফিক প্রয়োজনীয় সংখ্যায় যতটা গ্যারাণ্টি দেওয়া যায় ততটাই দেয়। কর্মসংস্থানের এই ক্ষেত্র কঠোরভাবে পরবর্তী পুরুষের জন্য বৃদ্ধ হয়ে গেছে। অনুরূপভাবে, শক্তিশালী বৃদ্ধ শপ' ইউনিয়ন তাদের সদস্যসংখ্যা সীমিত করে তাদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে পারে কিন্তু এর ফলে যারা সভ্যপদ পায় নি, তাদের চাকরির নিরাপত্তা আরও বিপন্ন হয়।

একই সময়ে, সংগঠিত বা অসংগঠিতই হোক, শ্রমিকেরা করবৃদ্ধি ও মুদ্রাস্ফীতির ফলে নিয়মিতভাবে তাদের জীবন-যাত্রার মান নিম্নমুখী হচ্ছে। এভাবে ১৯৭৩ সালে কানাডায় অসাধারণ সমৃদ্ধির বৎসরেও, ইউনিয়নগুলি বিগত ২০ বৎসরের মধ্যে সর্বাধিক মজুরি বৃদ্ধি, গড় ৮.৫ শতাংশ, করতে সক্ষম হয়েছিল। আবার, এই একই সময়ে জীবন-যাত্রার ব্যয় ৯.১ শতাংশ বৃদ্ধি পায়। ১৯৭৩ সালে ভোগ্য-পণ্যের মূল্য ১০ শতাংশ ও খাদ্যদ্রব্যের মূল্য ১৮ শতাংশ বৃদ্ধি পায়। যখন উচ্চতর মুদ্রা-মজুরি বৃদ্ধির উপর উচ্চ-তর করবৃদ্ধির অতিরিক্ত প্রভাবের বিষয়টি হিসাবের মধ্যে ধরা হয়, তখন দেখা যায় গড় মজুরির ক্রয় ক্ষমতা দুই-তিন শতাংশ হ্রাস পেয়েছে। কানাডার কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক উইলিয়াম কাস্তান পাশাপাশি তাঁর রিপোর্টে উল্লেখ করেছেন—যৌথ সংস্থাগুলির মুনাফায় এক অকল্প-নীয় বৃদ্ধি ঘটেছে। ফালকোন ব্রিজ নিকেল ১৯৭২ সালের তুলনায় ১৯৭৩ সালে ৭৭০ শতাংশ মুনাফা লুটেছে। ইণ্টারন্যাশনাল নিকেল ১০৭ শতাংশ, এ্যাবিটিবি পেপার কোম্পানি ২৬০ শতাংশ এবং গাল্‌ফ অয়েল ৫৮ শতাংশ মুনাফা অর্জন করেছে।(১)

একজন সাধারণ শ্রমিক এখন বৎসরে ১০,০০০ ডলার উপার্জন করেন, এটা দেখে সাধারণ পর্যবেক্ষক একে সমৃদ্ধি বলে ভাবেন। এরকম আয় যে শ্রমিক করে তাকে বৎসরে ২০০০ ডলার আয়কর হিসাবে দিতে হয়। যদি সে বর্তমান বাজারে একটি সাধারণ শ্রমিকদের বাসোপযোগী বাড়ি কিনে থাকে, তাহলে তাকে তার মর্টগেজ বাবদ বৎসরে ৪,৫০০ ডলার এবং সম্পত্তি-কররূপে আরো ৫০০ ডলার দিতে হয়। এর ফলে তার অন্যান্য প্রয়োজন মেটানোর জন্য মাত্র এক-তৃতীয়াংশ অবশিষ্ট থাকে।

জাতীয় আয় বণ্টনের গতিশীলতা (সমগ্রের শতাংশ) থেকে শোষণের স্বরূপ পরিস্ফুট হয় ঃ

	১৯৩৯ %	১৯৪৯ %	১৯৭৩ %
ভোগ্যপণ্য ও সেবার উপর জনসংখ্যার ব্যয়	৭৬	৬৯	৬৫
পুঁজির মূলধন গঠন	১০	১৮	২১
দ্রব্যাদি ও সেবার জন্য সরকারী ব্যয়	১৪	১৩	১৪(১)

এতে প্রতিপন্ন হবে, ১৯৩৯ সালের মন্দার বৎসরের তুলনায় ১৯৭৩ সালে "ভোগ সমাজে" ভোগের জন্য নিযুক্ত উৎপাদনের হার ১১ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে। অথবা অন্যভাবে বলতে গেলে জনসাধারণ কর্তৃক ভোগের মুদ্রা-মূল্য ১৭ গুণ(২) বৃদ্ধি পেয়েছে অথচ সরকার কর্তৃক বিন্যস্ত করা মুদ্রা-মূল্য ২০ গুণ এবং ব্যবসা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ৪১ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

বর্তমানে শ্রমিক ও তার সহযোগী শ্রেণীগুলি তাদের ক্রোধ অধিকতর জঙ্গী ধর্মঘট এবং করদাতা ও বিশেষভাবে বঞ্চিত সম্প্রদায় যারা কল্যাণ তহবিলের সাহায্যপ্রাপক ও স্থানীয় ভারতীয়রা ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামে আত্মপ্রকাশ করছে। বামপন্থী রাজনৈতিক দলগুলিতে দ্রুতহারে না হলেও আগ্রহ বৃদ্ধি পাচ্ছে।

শিল্পে ধর্মঘট পরিপূরকরূপে করণিক-কর্মচারী, স্কুল-শিক্ষক, কারিগরি ও বিশেষজ্ঞদের ক্রমবর্ধমান আন্দোলন সংগঠিত হচ্ছে। এখানে ধারণাটা হচ্ছে সংগঠন ও নতুন ধরনের সংগ্রামের প্রতি ঝোঁক। যেমন গণ-বিক্ষোভ, সাধারণ ধর্মঘট। ব্যাপারটা কতদূর গড়িয়েছে তা স্পষ্ট হবে একটি ঘটনায়—দেশের বৃহত্তম ইউনিয়ন হল সিভিল সার্ভেণ্টদের। সাম্প্রতিক অতীতে, কানাডায় ডাক-কর্মচারী, শিক্ষক, পুলিস, ফায়ারম্যান ও হাসপাতাল কর্মীদের ধর্মঘট সংঘটিত হয়েছে। ব্যক্তিমালিকানাধীন শিল্পেও করণিক-কর্মচারীরা ইউনিয়নে সংগঠিত হতে শুরু করেছে। এভাবে মোটামুটি সর্বশ্রেণীর শ্রমশক্তি সংগঠিত হচ্ছে এবং নিজেদের শ্রেণীর অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক স্বার্থে যৌথ আন্দোলনের অভিজ্ঞতা লাভ করছে।

ধর্মঘট আন্দোলনের ক্রমবর্ধমান সুযোগ ও জঙ্গীপনা এই কনভেনশনকে এই সিদ্ধান্তে পেঁৗছে দেয়—"অর্থ-নৈতিক বিষয়গুলি আলোকিত করার সঙ্গে সঙ্গে এই সংগ্রাম আরো বেশি করে সমাজে ও উৎপাদনে শ্রমিকদের মর্যাদা পরিবর্তনের পথে ও সামাজিক বৈষম্য দূরীকরণের জন্য চালিত।"

"ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন ক্রমশই তার দিগন্ত বিস্তৃত করছে এবং মালিকদের সঙ্গে আপস-মীমাংসার বাইরেও যাচ্ছে"—কমিউনিস্ট পার্টির ২২তম কনভেনশন একথাও উল্লেখ করেছে।

"সরকারের যে অর্থনৈতিক ও সামাজিক নীতি এই বেকারি ও গভীর মুদ্রাস্ফীতি বৃদ্ধি করেছে—ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন সম্মুখ সারিতে থেকে সেই আন্দোলন করেছে। পূর্ণ কর্মসংস্থান, বর্ধিত সামাজিক নিরাপত্তা, দারিদ্র্যের অবসান, সুষ্ঠু বাসস্থান, আবহাওয়া দূষিতকরণ নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতি তার নিজস্ব দাবি সে তুলে ধরেছে।" কনভেনশন আরো উল্লেখ করেছে কানাডার ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন সাম্রাজ্যবাদের নির্যাতনমূলক নীতি এবং বহুজাতিক সংস্থা-গুলির বিরুদ্ধে সক্রিয় হয়ে উঠেছে। সাম্প্রতিককালে যা তাৎপর্যপূর্ণ তা হল শান্তির জন্য সংগঠিত আন্দোলনে ট্রেড ইউনিয়নগুলির অংশগ্রহণ।(১)

ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের ধারা হল ক্রমশ বামে ঝুঁকে পড়া, অধিকতর জঙ্গী নীতিগ্রহণে ও দৃঢ় ঐক্যের দিকে অগ্রসর হওয়া। এই পথে একটি উল্লেখযোগ্য পদ-ক্ষেপ হল দুটি প্রগতিশীল ইউনিয়ন—দি ইউনাইটেড ইলেকট্রিকেল এণ্ড রেডিও ওয়ার্কার্স এবং দি ইউনাইটেড

১ W. Kashtun-'একচেটিয়ার বিরুদ্ধে এক হও', টরোণ্টো ১৯৭৪, পৃষ্ঠা ১১।

১ এটি পূর্ববর্তী বিবৃতির বিরোধী নয়। সরকারী ব্যয়ের একটি বৃহদংশ সুদ, কল্যাণমূলক ব্যয় ও ব্যবসায় সাহায্য করতে ব্যয় হয়—যা পরিণামে ভোগ্য ব্যয় বা ব্যবসায়ে পুঁজির নিমিত্ত ব্যয় বলে প্রতিপন্ন হয়।

২ ইত্যবসরে জনসংখ্যা দ্বিগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং রুটির মূল্য প্রতিটি ৮ সেণ্ট থেকে 80 সেণ্টে পেঁৗছেছে। এই সামগ্রিক মুদ্রা-মূল্যের ১৭ গুণ বৃদ্ধি স্বাভাবিকভাবে এটা বোঝায় না যে মাথাপিছু ভোগে বিরাট কিছু বৃদ্ধি হয়েছে।

১ কানাডার কমিউনিস্ট পার্টির ২২তম কনভেনশন, পৃষ্ঠা ১৯।

ফিশারম্যান-এর দেশের প্রধান সংগঠিত শ্রমিকসংস্থা কানাডিয়ান লেবার কংগ্রেসের অন্তর্ভুক্ত করা। ইংরেজ ও ফরাসি কানাডার শ্রমিকরা ক্রমশ সংহতি ও আন্দোলনের ঐক্য বৃদ্ধি করছে। বিভিন্ন ইউনিয়নের গঠনতন্ত্র থেকে কমিউনিস্ট-বিরোধী ধারাগুলি বাদ দেওয়া একটি উল্লেখযোগ্য বিষয়। ধর্মঘট সংগ্রামের ক্রমবর্ধমান সুযোগ এবং ইউনিয়নের রাজনৈতিক কার্যকলাপ রাষ্ট্রীয় একচেটিয়া পুঁজিবাদী(২) ব্যবস্থার সঙ্গে ইউনিয়নগুলির "সংহতিকরণের" বুর্জোয়া ধারণাকে নস্যাৎ করে দিয়েছে।

ফলস্বরূপ, পথের সমস্ত বাধাবিঘ্ন সত্ত্বেও ট্রেড ইউনিয়ন বৃদ্ধি পাচ্ছে; যদিও কানাডার শ্রমজীবী জনতা এখনও সমাজতন্ত্রই যে তাদের সমস্ত সমস্যার সমাধান করতে পারে এই ধারণা থেকে বহু পিছিয়ে আছে। এর একটি কারণ হল, সরকারের শ্রমিক-বিরোধী নীতি। লেনিন বলেছেন—"বুর্জোয়া শ্রেণীস্বার্থে প্রচলিত সমাজব্যবস্থার নির্দিষ্ট কাঠামোর মধ্যেই ইউনিয়নগুলি যাতে ক্ষুদ্র ও সংকীর্ণ কার্যকলাপ নিয়ে মগ্ন থাকে—অবশ্যম্ভাবী তারই চেষ্টা করে এবং চেষ্টা করে তাদের সমাজতন্ত্রের সঙ্গে সংস্পর্শ থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে।" (সংগৃহীত রচনাবলী, ১৩শ খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪৬৬)

আর একটি কারণ হল ট্রেড ইউনিয়ন আমলাদের আপোসের নীতি। তাদের ভেদপন্থা ও শ্রেণী সহযোগিতার নীতি ইউনিয়নগুলির শক্তিবৃদ্ধি ও তা কানাডার রাজনৈতিক জীবনে তাদের বৃহত্তর ভূমিকা ও প্রভাবের অন্তরায় হচ্ছে।

কমিউনিস্ট পার্টির ২২তম কনভেনশনের নীতিসংক্রান্ত প্রস্তাব বলেছে—"ট্রেড ইউনিয়নগুলি শ্রমিকশ্রেণীর সর্বাধিক সংগঠিত ও প্রভাবশালী সংগঠন।"

"তাদের সক্রিয় অংশগ্রহণ ভিন্ন সরকার ও একচেটিয়ার বিরুদ্ধে কোনো ফলপ্রসূ আন্দোলন পরিচালনা করা সম্ভব নয়। তারা নিয়ামক উপাদান। দক্ষিণপন্থী যে নীতি ট্রেড ইউনিয়নগুলিকে পুঁজিবাদী নীতির সঙ্গে যুক্ত করে রাখে তার ফলে মৌলিক সামাজিক পরিবর্তনের জন্য সহায়ক নিয়ামক উপাদান এই বিরাট সামাজিক শক্তির পরিপূর্ণ সম্ভাবনার কখনো সদ্ব্যবহার হচ্ছে না। এই নীতিগুলির পরাজয় এবং শ্রেণীসংগ্রামের নীতি গ্রহণ সমগ্র পরিস্থিতিটা পরিবর্তন করতে পারে। তা সম্পাদন করতে হলে বামপন্থীদের সহযোগিতা অপরিহার্য।"(১) "প্রাচুর্যপূর্ণ সমাজের" বৈশিষ্ট্যে পূর্ণ বিষয়—মুদ্রাস্ফীতি, বেকারি, বাসস্থান, একচেটিয়া মূল্য পরিমাপ এবং সর্বনাশা করের বোঝা প্রভৃতি নিয়ে কঠোর থেকে কঠোরতর সংগ্রামে শ্রমিকেরা ক্রমশ একচেটিয়া ও একচেটিয়া-জর্জরিত সরকারের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামে অন্যান্য গণতান্ত্রিক শক্তির সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে এবং সমাজের বৈপ্লবিক পরিবর্তনের পথে অগ্রসর হচ্ছে।

---

২ বিশেষত গলব্রেথ তাঁর "দি নিউ ইনডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি" এবং সাম্প্রতিক প্রকাশনা "ইকনমিক এ্যান্ড পাবলিক পারপাসেস" (বোস্টন ১৯৭৩)-এ তাঁর তত্ত্বকে প্রমাণ করতে বেগ পেতে হয়েছে। এখন তিনি স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন যে, ট্রেড ইউনিয়নগুলি কার্যত তাদের অবস্থান শক্তিশালী করতে সক্ষম হয়েছে। গত কয়েক বৎসরে বুর্জোয়া প্রবক্তা ও সংস্কারবাদীরা ইউনিয়নের সম্পূর্ণ নতুন ভূমিকা নিয়ে অনেক কথা বলেছে। বলা হয়েছে, তারা রাষ্ট্রীয় একচেটিয়া পুঁজিবাদের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গে পরিণত হয়েছে এবং তাদের কাজ হল উৎপাদন বৃদ্ধি করা ও উৎপাদন ব্যয় হ্রাস করা। তারা নাকি ধর্মঘটের নিন্দা করে ও আপসে বিবাদের মীমাংসার চেষ্টা করে।

১ কানাডার কমিউনিস্ট পার্টির ২২তম কনভেনশন, পৃষ্ঠা ২৯।

মহিলাদের স্থান

ইয়োরোপের পুঁজিবাদী দেশগুলির কমিউনিস্ট পার্টিগুলির সম্মেলনে আলোচিত

রোমে, ১৯৭৪ সালের ১৫-১৭ নভেম্বর অনুষ্ঠিত সম্মেলনে ১৯টি কমিউনিস্ট পার্টির ৬৮ জন প্রতিনিধি অংশ নেন। "ইয়োরোপের পুঁজিবাদী দেশগুলির জনগণের গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ও শান্তির জন্য সাধারণ সংগ্রামের একটি অবিচ্ছিন্ন অংশ হল—মহিলাদের মুক্তির জন্য সংগ্রাম"(১)-এর উপর গুরুত্ব আরোপ করে সেখান থেকে একটি ঘোষণাপত্র গৃহীত হয়েছে।

ইউনিতা লিখছে—বক্তারা সম্মেলনে উল্লেখ করেছেন যে, আর্থনীতিক, রাজনীতিক ও নৈতিক সংকটে জর্জরিত পুঁজিবাদ মহিলাদের পূর্ণ সমানাধিকারের জন্য প্রয়োজনীয় অবস্থার সৃষ্টি করতে অসমর্থ। তাদের অবস্থা খুব সংকটপূর্ণই রয়ে গেছে। উদাহরণ হিসাবে বলা যায়—ডেনমার্কে মহিলাদের মজুরি পুরুষদের থেকে শতকরা ১০ ভাগ কম, ফ্রান্সে শতকরা ১৭ ভাগ কম, সুইডেনে শতকরা ২৪ ভাগ, এফ আর জি-তে শতকরা ৩৩ ভাগ এবং গ্রীসে শতকরা ৩৭ ভাগ কম। মহিলাদের উপর বেকারির বোঝা চেপে বসেছে। উদাহরণ হিসাবে বলা যায়—এফ আর জি-তে মহিলাদের বেকারি পুরুষদের দ্বিগুণ। প্রকৃতই সমস্ত পশ্চিম ইয়োরোপীয় দেশের মহিলাদের কম দক্ষ কাজ করতে দেওয়া হয়; বিদেশ থেকে আসা মহিলাদের উপর বিশেষভাবে বৈষম্য আরোপ করা হয় এবং অনেক দেশে অসাম্য আইনত স্বীকৃত।

গণতন্ত্র রক্ষা ও সম্প্রসারণ, শান্তি ও সামাজিক প্রগতি, অধিকতর ন্যায়সংগত ও মানবিক সমাজ প্রতিষ্ঠায় মহিলাদের বিরাট দানের উপর সম্মেলন গুরুত্ব আরোপ করেছে। বক্তারা জোর দিয়ে বলেন—মহিলাদের অধিকারের জন্য সংগ্রামে সকল বিপ্লবী শক্তির অগ্রগামী কমিউনিস্টরা নির্ধারক ভূমিকা পালন করে।

ঘোষণাপত্রে বলা হয়েছে "ইতিহাসের অভিজ্ঞতা দেখিয়ে দেয় যে কেবলমাত্র সমাজতন্ত্রই পুঁজিবাদী দেশগুলিতে জনগণের সামনের সমস্যাগুলিতে সাড়া দিতে, সাম্যের জন্য প্রকৃত ও বিশ্বস্ত অবস্থা সৃষ্টি করতে, বৈষম্য দূর করায় এবং প্রত্যেক মহিলাকে তাঁর প্রতিভার পূর্ণ বিকাশে সমর্থ করায় প্রকৃতই সক্ষম।" জানা গেছে জাতিসংঘ ১৯৭৫ সালকে "মহিলাদের বছর" হিসাবে ঘোষণা করেছে এবং সম্মেলনে প্রতিনিধিগণ বিভিন্ন দেশে এই সম্পর্কিত কার্যক্রমের কিছু পরিকল্পনা সম্পর্কে আলোচনা করেন।

ই ইয়ার

সমস্ত শান্তিপ্রিয় শক্তিগুলি আমাদের সঙ্গে

নুয়েন দিন চি

উপদেষ্টা পরিষদ সদস্য, দক্ষিণ ভিয়েতনাম প্রজাতন্ত্রের অস্থায়ী বিপ্লবী সরকার

প্রশ্ন ঃ আগ্রাসী সাম্রাজ্যবাদ ও সায়গনে তাদের তাঁবেদারদের প্যারিস চুক্তি স্বাক্ষর করতে বাধ্য করে, ভিয়েতনামের মানুষ বিরাট সাফল্য অর্জন করেছিল। ভিয়েতনামের দেশপ্রেমিকরা তাকে কার্যকরী করার জন্য কি করছেন তা অনুগ্রহ করে আমাদের বলুন।

উত্তর ঃ বহু বছর ধরে ভিয়েতনামের মানুষ উপনিবেশবাদী জোয়ালে রয়েছে এবং এখনও সাম্রাজ্যবাদীরা দক্ষিণ ভিয়েতনামে উপনিবেশবাদ রক্ষা করার প্রচেষ্টা ত্যাগ করে নি। সেই জন্যেই আমাদের জনগণ আগ্রাসী শক্তিগুলিকে দেশ থেকে বিতাড়িত করার সংগ্রামে জেগে উঠল। প্যারিস চুক্তি অবশ্যই একটি সাফল্য, তবে তা অর্ধেক মাত্র। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দক্ষিণ ভিয়েতনাম থেকে সৈন্যদল সরাতে বাধ্য হলেও একটা নয়া-উপনিবেশবাদী রাজত্ব চাপানো বা আমাদের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে সামরিক হস্তক্ষেপ বন্ধ করে নি।

সাম্রাজ্যবাদ আমাদের দেশের বাস্তব অবস্থা মেনে নিতে অস্বীকার করছে। আমাদের দেশে দুই অঞ্চল, দুই সেনাদল, দুই প্রশাসন ও তিনটি রাজনীতিক শক্তি রয়েছে। প্যারিস চুক্তি স্বাক্ষরের অব্যবহিত পরেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট সায়গন প্রশাসনকেই দক্ষিণ ভিয়েতনামের একমাত্র ন্যায়সংগত সরকার বলে ঘোষণা করলেন। পেণ্টাগনের সমরনায়করা তাদের সৈন্যদের তুলে নিলেও অফিসার ও লোকজন "উপদেষ্টা" পরিচয়ে হাজার হাজার মার্কিন রয়ে গেল।

১ **ইউনিতা,** ২২ নভেম্বর, ১৯৭৪-এ প্রকাশিত ঘোষণাপত্রের পূর্ণ বিবরণ থেকে গৃহীত।

এখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দক্ষিণ ভিয়েতনামে যুদ্ধ চালিয়ে যাবার জন্য থিউ প্রশাসনকে সব রকম সাহায্য দিয়ে যাচ্ছে। অস্ত্র পাঠিয়ে ও প্রশাসনে টাকা যুগিয়ে ওরা বিরোধী শক্তিগুলির উপর দমন-পীড়নকে বাড়িয়ে তুলতে সাহায্য করছে। প্রতিক্রিয়াশীল চক্র, যারাই প্যারিস চুক্তির বাস্তবায়ন, গণতন্ত্রীকরণ, শান্তি ও জাতীয় সংহতি চায়, তাদের পাইকারী গ্রেপ্তার ও সন্ত্রাসের নীতি চালিয়ে যাচ্ছে। সব রাজবন্দীকে ছেড়ে দেবার বদলে থিউ চক্র নতুন নতুন কনসেনট্রেশন ক্যাম্প ও সামরিক গ্রাম স্থাপন করেছে। যুদ্ধের সময়ে ধৃত ২ লক্ষ রাজনীতিক বন্দীর সঙ্গে, প্যারিস চুক্তির সময় থেকে এ পর্যন্ত আরও পঞ্চাশ হাজারকে যুক্ত করা হয়েছে। মার্কিন কংগ্রেসে প্রদত্ত ভাষণে সিনেটর কেনেডি স্বীকার করেছেন যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক ও আর্থিক সাহায্য, সায়গন প্রশাসনকে বিরোধী শক্তিগুলি দমন করার ব্যবস্থা শক্তিশালী করতে সক্ষম করেছে।

আমাদের জনগণ সাম্রাজ্যবাদীদের কাজকর্ম ও তাদের সায়গনী পুতুলদের দৃঢ়ভাবে অস্বীকার করছে এবং এ ধরনের অবস্থা আর সহ্য করতে পারে না। আমাদের সরকার ও সায়গন প্রশাসন নিয়ন্ত্রিত অঞ্চলের মানুষ ক্রমেই বেশি সক্রিয়ভাবে প্যারিস চুক্তি কার্যকরী করা, শান্তি, গণতন্ত্র, স্বাধীনতা, জাতীয় মৈত্রী ও সংহতির সংগ্রামে সামিল হচ্ছে। দক্ষিণ ভিয়েতনামের শহরগুলিতে থিউ সরকারকে উৎখাত ও এমন একটা সরকার গঠনের আন্দোলন ক্রমেই বেশি করে শক্তি অর্জন করছে, যে সরকার অস্থায়ী বিপ্লবী সরকারের সঙ্গে আলোচনা করতে এবং প্যারিস চুক্তি অনুসারে চলতে সম্মত হবে। এখন ঐ আন্দোলন বিপুল জনপ্রিয়তার চরিত্র নিয়ে বিরাট সুযোগ অর্জন করেছে।

প্রশ্ন ঃ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আগ্রাসনের বিরুদ্ধে ভিয়েতনামের জনগণের ঐতিহাসিক সংগ্রামের সময় সারা বিশ্বের শান্তিকামী মানুষ আগ্রাসন ও দক্ষিণ ভিয়েতনাম থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সৈন্যদলের প্রত্যাহারের জন্য সক্রিয় বিক্ষোভ জানিয়েছিল। এখন শান্তিকামী মানুষ, ভিয়েতনামের জনগণের প্যারিস চুক্তি কার্যকরী করা ও দক্ষিণ ভিয়েতনামে সুদৃঢ় শান্তি প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে কিভাবে সাহায্য করতে পারে বলে আপনি মনে করেন ?

উত্তর ঃ আমাদের সংগ্রামে নানা বাধা-বিপত্তি রয়েছে। এই জন্যই বন্ধুপ্রতিম, বিশেষভাবে সোভিয়েত ইউনিয়ন সহ সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির সাহায্য আমাদের দরকার। ঐ সাহায্য দেওয়া হচ্ছে, এবং আমরা নিশ্চিত যে আমাদের জনগণকে এই বিরাট ও কার্যকরী সাহায্য দেওয়া অব্যাহত থাকবে। মুক্তাঞ্চল পুনর্গঠনে সাহায্যর জন্য এবং সায়গনী শাসক গোষ্ঠী ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্যারিস চুক্তি লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে ভিয়েতনামের জনগণের সংগ্রামের প্রতি অবিরাম সমর্থনের জন্য আমরা সারা বিশ্বের প্রগতিশীল জনগণের প্রতিও কৃতজ্ঞ।

প্যারিস চুক্তি লঙ্ঘনের সর্বতোমুখী দায়িত্ব বর্তায় মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের উপর। এই জন্যই বিশ্বের প্রতিটি শান্তিপ্রিয় মানুষের কাছে, দক্ষিণ ভিয়েতনামের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে মার্কিন হস্তক্ষেপ বন্ধ করা ও জনসমর্থন বর্জিত থিউ রাজকে যে কোনো ধরনের সাহায্য বন্ধের জন্য দাবি করা এত গুরুত্বপূর্ণ। রাজনীতিক মতামত নির্বিশেষে, শান্তি, স্বাধীনতা ও মুক্তির জন্য প্রতিটি সংগ্রামীর ও সায়গন প্রশাসনের হাতে রাজনীতিক বন্দীদের মুক্তির দাবি উন্নত পর্যায়ে তুলতে হবে।

সব কয়টি মহাদেশের শান্তিপ্রিয় শক্তিগুলি আমাদের সঙ্গে আছে। তাদের সাহায্য ও সমর্থন চূড়ান্ত বিজয় না হওয়া পর্যন্ত দক্ষিণ ভিয়েতনামে স্থায়ী শান্তির জন্য আমাদের ন্যায়সঙ্গত সংগ্রাম চালিয়ে যেতে আমাদের সক্ষম করবে।

মুক্তিফ্রন্ট থেকে পুনর্গঠনের আঙিনায়

সাদেক হাদজেরেস,
প্রথম সম্পাদক, কেন্দ্রীয় কমিটি, সোশ্যালিস্ট ভ্যানগার্ড পার্টি অব আলজিরিয়া

আলজিরিয়া এবং বিশ্বপরিসরে তার অসংখ্য বন্ধুরা আলজিরিয়ার মুক্তি যুদ্ধের বিংশতিতম বর্ষপূর্তি উৎসব পালন করছেন। ঔপনিবেশিক শাসনের সুদীর্ঘ ১২৪ বছর পর শুরু হয়ে যে যুদ্ধ সাড়ে সাত বছর স্থায়ী হয়েছিল তার প্রথম গুলিগুলো ছোঁড়া হয়েছিল ১৯৫৪ সালের ১ নভেম্বর।

বীরত্ব ও বেদনায় গ্রথিত ইতিহাসের সেই কালপর্বের কথা স্মরণে আনতে গিয়ে আলজিরিয়ার অধিবাসীরা শুধুমাত্র নিজস্ব জনসমষ্টির ক্ষয়ক্ষতির সংখ্যাটিকেই (দশ মিলিয়ন জনসমষ্টির মধ্যে এক মিলিয়নেরও বেশি হতাহত হয়েছিলেন) যে স্মরণ করেন তা নয়, ফরাসি ঔপনিবেশিক শাসনের জোয়ালটিকে ছুঁড়ে ফেলতে গিয়ে জনগণ যে আত্মোৎসর্গ, উদ্দীপনা ও ঐক্যের নজির স্থাপন করেছিলেন তার কথাও শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করা হয়। তথাকথিত শত সহস্র "সহায়ক সৈন্য বাহিনী"-র সাহায্যপুষ্ট ৮ লক্ষ সৈন্যের অভিযান দিয়ে সেই শাসনকে জীইয়ে রাখা যায় নি, একটি পুঁজিবাদী দেশের অর্থবল সেই শাসনকে দীর্ঘায়িত করতে ব্যর্থ হল, ফরাসি বুর্জোয়াজীর তাবৎ কলাকৌশল এবং নাটোভুক্ত ফ্রান্সের মিত্র শক্তির সহায়তা সত্ত্বেও সেই শাসনকে আর কায়েম করে রাখা গেল না। আলজিরীয়রা যখন তাঁদের মুক্তি সংগ্রামের দিনগুলোর কথা স্মরণে আনেন তখন সঙ্গত কারণেই তাঁরা গর্ববোধ করেন : তাঁদের জয় ছিল সমগ্র জনগণের জয়, পৃথিবীর তাবৎ প্রগতিশীল শক্তিগুলোর জয়।

১৯৫৪ সালের ১ নভেম্বরের ঘটনাবলী এবং পরবর্তীকালে ১৯৬২ সালের জুলাই মাসে স্বাধীনতার ঘোষণা এক ব্যাপক আন্তর্জাতিক তাৎপর্য বহন করে নিয়ে এসেছিল। ইন্দোচীনের জনগণ ফরাসি ঔপনিবেশিক ব্যবস্থাকে ছুঁড়ে ফেলে দেবার পর আমাদের এই জয় একটা শক্তিশালী সংহতি আন্দোলনের সূচনা করেছিল, ঔপনিবেশিক শাসনে নিষ্পিষ্ট জনগণের মধ্যে জাগিয়েছিল নতুন আশা এবং সর্বোপরি পঞ্চাশ এবং ষাটের দশকে মুক্তিসংগ্রামের যে প্রক্রিয়া আফ্রিকা এবং আরব দুনিয়ায় সাম্রাজ্যবাদী নিয়ন্ত্রণের ভিত্তিটাকে কাঁপিয়ে তুলেছিল সেই প্রক্রিয়ার একটি প্রধান উপাদান হয়ে ওঠে। এই বিজয় খোদ আলজিরিয়াতে সুগভীর পরিবর্তনের পথ উন্মুক্ত করে দেয়। আলজিরিয়া আজ বিশ্ব পরিসরে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রামে যে ভূমিকা পালন করছে, ১৯৭৩ সালে আমাদের রাজধানীতে অনুষ্ঠিত গোষ্ঠীনিরপেক্ষ দেশগুলোর সম্মেলনের ফলাফল যার অন্যতম নিদর্শন, তারই মুখবন্ধ ছিল ঐ সমস্ত পরিবর্তন।

সুতরাং, নয়া-উপনিবেশবাদী চক্রান্ত যাতে একটি স্বাধীন অর্থনীতি গড়ে তোলবার জন্য আলজিরিয়ার প্রয়াসটির ক্ষতিসাধন না করতে পারে তার জন্য তাবৎ দেশপ্রেমিক এবং প্রকৃত সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধীরা যে সতর্ক প্রহরীর ভূমিকা পালন করবেন মুক্তি সংগ্রামের এই বর্ষপূর্তির লগ্নে সেটাই হবে একমাত্র যুক্তিযুক্ত। ১৯৫৪ সালের নভেম্বর মাসের ঐ ঐতিহাসিক সাফল্যকে রক্ষা করা, তাকে আরো এগিয়ে নিয়ে যাওয়া এবং আরবদের মুক্তি সংগ্রাম—যে সংগ্রামে প্যালেস্টাইনবাসীদের প্রতিরোধ একটা উল্লেখযোগ্য ভূমিকার অধিকারী, তাকে অবদমিত, বিভক্ত এবং মূল লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত করবার জন্য সাম্রাজ্যবাদ ও জিওনিজম যে কলাকৌশল ও প্রক্রিয়া চালাচ্ছে তা প্রতিহত করবার বিশেষ প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

মুক্তি সংগ্রামের বিংশতিতম বর্ষপূর্তি লগ্নে আজকের আলজিরিয়া ঔপনিবেশিকতাবাদ-বিরোধী আন্দোলনের সঙ্গে আরো ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত এবং তার এই সংযুক্তি প্রাথমিকভাবে সেই সমস্ত প্রাক্তন পর্তুগীজ উপনিবেশগুলির সংগ্রামের সঙ্গে যারা এখন স্বাধীনতার এক নবযুগে পদার্পণ করতে চলেছে। ঔপনিবেশিকতাবাদ-বিরোধী আন্দোলনকে আলজিরিয়া তার স্বাধীনতার প্রথম দিন থেকেই সঙ্গতিপূর্ণভাবে সমর্থন করে এসেছে।

বিশ্ব বিপ্লবী সংগ্রামে বৃহত্তর ভূমিকা পালন এবং সেই সংগ্রামের সঙ্গে নিজের কার্যকলাপের সমন্বয় সাধনের জন্য আলজিরিয়া উদগ্রীব। সোভিয়েত ইউনিয়ন সহ অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির সঙ্গে মৈত্রী ও সংহতির ঘনিষ্ঠতর সম্পর্ক গড়ে তোলা হচ্ছে। মুক্তি সংগ্রামের দিনগুলিতেই এই যোগসূত্র স্থাপিত হয়েছিল, আর আজকে তা পরস্পরের পক্ষে সুবিধাদায়ক এবং ফলপ্রদ সহযোগিতার দ্বারা আরো শক্তিশালী হয়ে উঠে আলজিরিয়াকে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে গড়ে তুলতে আমাদের সাহায্য করছে।

আমাদের বিজয়ের উপাদানসমূহ

ঠিক ১৫২ বছর আগে ১৮৩০ সালের ৫ জুলাই ফরাসিদের দ্বারা বিজিত হয়ে আলজিরিয়া তার যে স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বকে হারিয়েছিল, ১৯৬২ সালের ৫ জুলাই তারিখে দেশব্যাপী এক রেফারেন্ডামের পর জনগণ তাঁদের সেই হৃত স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বকে পুনরুদ্ধার করলেন। দিয়েন বিয়েন ফু-এর মতো ঔপনিবেশিক সামরিক বাহিনীর সঙ্গে প্রকাশ্য ও প্রত্যক্ষ যুদ্ধের মাধ্যমে আমাদের এই বিজয় অর্জিত হয় নি। ঔপনিবেশিক শোষণ ব্যবস্থাকে পঙ্গু করে দেবার জন্য আলজিরীয় জনগণ তাঁদের শক্তি ও সামর্থ্যের প্রতিটি কণাকে নিয়োজিত করেছিলেন—আর তারই ফলে আমাদের এই জয়লাভ। আমাদের এই রাজনৈতিক, সামরিক ও কূটনৈতিক জয়লাভের দুটো প্রধান উপাদান ছিল :

—স্বাধীনতালাভের জন্য সমস্ত দেশপ্রেমী শক্তিগুলোর ঐক্য ; রাজনৈতিক এবং মতাদর্শগত দিক থেকে জনগণের একটি সমুন্নত অবস্থান যার চূড়ান্ত অভিব্যক্তি দেখা গিয়েছিল সকল দেশপ্রেমিক শক্তিগুলো কর্তৃক একটি উপনিবেশ-বিরোধী ফ্রন্টে সামিল হয়ে ঐক্যবদ্ধ কার্যক্রম গ্রহণ।

—বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ফ্রন্ট এবং অন্যান্য বিপ্লবী প্রবণতাগুলির সঙ্গে ঘনিষ্ঠতর প্রীতির সম্পর্ক স্থাপনা।

অবশ্য আলজিরিয়াতে এমন কেউ কেউ ছিলেন যাঁরা অভ্যুত্থানের আগেই দেশপ্রেমী সংস্থাগুলোর ঐ বহুত্বের মধ্যে এবংবিধ ঐক্য স্থাপনার বিরোধিতা করেছিলেন। এটাকে একটা অগভীর দৃষ্টিভঙ্গি বলেই আমরা মনে করি। মুক্তি যুদ্ধের জন্য একটি যুক্ত ফ্রন্ট গঠনে কোনো হানিকর বিষয় তো নয়ই, বরঞ্চ ঐ গোষ্ঠীগুলি ও রাজনৈতিক মতাবলম্বীদের সংগ্রামকে এগিয়ে নিয়ে যাবার এটাই হল মুক্তি-সংগত ধারা। যুদ্ধ চলাকালে ঐ সমস্ত বিভিন্ন গোষ্ঠী বা রাজনৈতিক প্রবণতাগুলোর অবলুপ্তি ঘটার বদলে তারাই নিজেরা একটি মাত্র সংস্থার মধ্যে সংহত হয়ে মুক্তির সাধারণ লক্ষ্যে নিজেদের অবদান রেখেছেন। যুদ্ধ চলাকালীন সময় এবং যুদ্ধ-পরবর্তীকালের নথিপত্র থেকেই একথা জানা যায় যে এদের কার্যকলাপ কখনো থেমে থাকে নি, অবশ্য যদিও তা পূর্বাপেক্ষা ভিন্নতর রূপ গ্রহণ করেছিল। ব্যক্তি বিশেষের ভূমিকা, আচার-আচরণ অথবা ছোটখাট উপাদান বা ঘটনাবলীর চেয়ে ঐ সমস্ত বিভিন্ন গোষ্ঠী এবং রাজনৈতিক প্রবণতাগুলির বিকাশের ঘটনাবলীর মধ্যেই মুক্তি যুদ্ধের কালপর্বটির একটি প্রকৃত সঠিক চিত্র পাওয়া যাবে। আমরা এটা বিশ্বাস করি যে জাতীয় মুক্তি ফ্রন্টের মহান সাফল্যগুলোর অন্যতম হল স্বাধীনতার সংগ্রামে বিভিন্ন সামাজিক এবং রাজনৈতিক প্রবণতা ও ঝোঁকগুলি যাতে নিজস্ব সুস্পষ্ট অবদান রাখতে পারে এমন একটি ঐক্যরূপের আবিষ্কার, যদিও সেই ঐক্যরূপটিকে আরো উন্নত করে তোলার অবকাশ ছিল।(১) তাদের চরিত্রগত বিভিন্নতাই তাদের নিজস্ব স্বাধীনতাকে বজায় রেখেছে এবং তাদের কার্যকলাপের নিজস্ব বিশেষ ক্ষেত্রগুলো ঐ ঐক্যের পক্ষে কখনও বাধা হয়ে দাঁড়ায় নি। এন এল এফ-এর উদ্দেশে ন্যায্য ও গঠনমূলক সমালোচনা উচ্চারিত হলেও এই সংস্থা সুস্পষ্ট শ্লোগান উপস্থাপিত করেছে, সংগ্রামের মূল লক্ষ্যগুলো স্থির করে নিয়ে সংগ্রামের প্রধান রূপটিকে বেছে নিয়েছে এবং এর দ্বারাই তার জয়লাভ সুনিশ্চিত হয়। সশস্ত্র সংগ্রামের পথটিই ছিল স্বাধীনতালাভের পথ, কিন্তু জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিনিধি হয়ে উঠে এন এল এফ জনগণের যে আস্থা অর্জন করেছিল সেটাও তার সাফল্যের একটি অন্যতম উপাদান।

মুক্তি যুদ্ধের অগ্রগতি ঘটার সংগে সংগে আমরা আন্তর্জাতিক মোর্চার প্রশ্নে আমাদের একপেশে দৃষ্টিভঙ্গিটিকে বর্জন করি। প্রথমে আমাদের নীতি ছিল অস্ত্র-শস্ত্র সরবরাহকারী দেশগুলোর সংগে জোট গঠন করা, যাদের কাছ থেকে আমরা বৈষয়িক সহায়তা পাচ্ছিলাম বা যারা ঔপনিবেশিক সৈন্যদল থেকে পালিয়ে আসা সৈন্যদের সহায়তা দিচ্ছিল (তথাকথিত পশ্চিমী "স্পেশাল সার্ভিসগুলো" এবং দুঃসাহসিক ঝুঁকি নেবার পক্ষাবলম্বীরা এই পরিস্থিতিকে কখনো কখনো নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করেছে) তাদের সংগে জোট বন্ধনেই আমরা আগ্রহী ছিলাম। পরবর্তীকালে আলজিরীয়রা জোট বন্ধন সম্পর্কে এক অধিকতর মৌলিক, বাস্তববাদী এবং রাজনৈতিক চিন্তাধারা গ্রহণ করলেন। বিশ্বের নিম্নোক্ত বৈপ্লবিক শক্তিগুলোর সংগে জোট বন্ধনের বিষয়গত প্রয়োজনীয়তাটি তাঁদের চোখে ধরা পড়েছিল : আরব দুনিয়ার ভ্রাতৃপ্রতিম জনগণ, সমাজতান্ত্রিক দুনিয়া, সদ্য-স্বাধীন দেশগুলো, পুঁজিবাদী দেশগুলোর শ্রমিকশ্রেণী ও মধ্যত ফ্রান্সের শ্রমিকশ্রেণী। এবং ফরাসি কমিউনিস্ট পার্টির কাছ থেকে আমাদের জনগণ যে সমর্থন পাচ্ছিলেন তার সঠিক মর্মটি অধিকতর মাত্রায় উপলব্ধ হচ্ছিল।

যুদ্ধ মুক্তি আন্দোলনকে ক্রমশ একটি মৌলিক পরিবর্তনের দিকে পরিচালিত করছিল। যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে এবং তারও পরে মুক্তি আন্দোলন প্রতিনিয়ত এক বিকাশমান সামাজিক ও সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী অবস্থানের অনুসারী হয়ে ওঠার মধ্যে ঐ পরিবর্তনই অভিব্যক্ত হয়েছে। এবং আন্দোলনের "সমাজতান্ত্রিক লক্ষ্য" ছিল এমন কথা আমরা বলতে না পারলেও ঐ শব্দগুলির প্রকৃত তাৎপর্য বিচার না করেই কিছু দেশপ্রেমিক ঐগুলি ব্যবহার করেছেন। এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে ১৯৫৪-৬২ সালের মুক্তি যুদ্ধ এমন সমস্ত শ্লোগান উপস্থাপিত করেছিল যেগুলি প্রথমদিকে একমাত্র যথার্থ বিপ্লবীদের দ্বারাই সমর্থিত হয়েছে। যুদ্ধের শেষ পর্যায়ে ঐ সমস্ত শ্লোগানগুলো "ত্রিপোলি সনদ"(১) অন্তর্ভুক্ত হয়—ঐ সনদে কৃষি সংস্কার, জাতীয়করণ এবং সমাজতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণের প্রয়োজনীয়তার কথা ব্যক্ত হয়েছিল।

১৯৬২ সালের গ্রীষ্মে যে পরিস্থিতি বিরাজ করছিল তার বিশ্লেষণে এই প্রবণতাগুলোর কথা মনে রাখতে হবে : জাতীয় মুক্তি সৈন্যের একটা বিরাট অংশ তখন আলজিরীয় প্রজাতন্ত্রের অস্থায়ী সরকারের বিরোধিতা করছিল। এই বিরোধিতার ঘটনা এবং এন এল এফ-এর মধ্যে ভাঙনে লক্ষ লক্ষ দেশপ্রেমিক হতাশ হয়ে আত্মজিজ্ঞাসায় মুখর হয়ে উঠেছিলেন : আমাদের সমস্ত আত্মত্যাগ কি শেষ পর্যন্ত ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে? ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তখন বিরাজ করছে এক গভীর সন্দেহ।

১৯৬২ সালের গ্রীষ্মকালের ঘটনাবলী মুক্তি আন্দোলনের মধ্যে বিভাজন সৃষ্টি করে। কমিউনিস্ট এবং অন্যান্য প্রগতিশীলরা এই বিপজ্জনক সংঘর্ষের পরিসমাপ্তি ঘটিয়ে, জাতীয় ঐক্যকে প্রসারিত করে স্বাধীন আলজিরিয়া গঠনের জন্য এক ব্যাপক গণতন্ত্র সুনিশ্চিত করার প্রয়াস চালাচ্ছিলেন। এবং একই সংগে তাঁরা সামাজিক প্রগতির স্বার্থে সাম্রাজ্যবাদ ও প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে সংগ্রামরত সমস্ত ঝোঁক ও সমস্ত গোষ্ঠীগুলোকেই সমর্থন জানাচ্ছিলেন। ত্রিপোলি সনদকে যাঁরা ব্যবহারিক ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে প্রস্তুত ছিলেন তাঁরা যে সমস্ত রাজনৈতিক প্রবণতার প্রতিনিধিত্ব করতেন সেগুলিকে সমর্থন দানের বিষয়টি ছিল অতীব গুরুত্বপূর্ণ। যদিও ঐ সনদের কিছু কিছু বক্তব্যের ভিত্তি ছিল ফ্যানন-(১) এর পপুলিস্ট ভাবধারা তথাপি ঐ সনদে আমাদের জনগণের সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী এবং প্রগতিশীল আশা-আকাঙ্ক্ষাগুলি প্রতিফলিত হয়েছিল। কিছু কিছু গোষ্ঠী এবং সংস্থা মূলত কৌশলগত দিক থেকে সনদটিকে গ্রহণ করেছিল যদিও ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার পর সনদটিকে বাস্তবে রূপায়িত করার কোনো প্রকৃত ইচ্ছাই তাঁরা পোষণ করতেন না। এরই বিপরীতে জাতীয় মুক্তি ফৌজের নেতৃত্ব

১ জাতীয় মুক্তি সৈন্যের মুক্তিযোদ্ধা গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে কমিউনিস্টদের সংহত করে নেবার উদ্দেশে ১৯৫৬ সালের জুন মাসে কমিউনিস্ট পার্টি এবং এন এল এফ-এ একটি মতৈক্যে উপনীত হয়। কমিউনিস্ট পার্টি তার নিজস্ব সাংগঠনিক ও রাজনৈতিক স্বাধীনতা বজায় রেখেও এন এল এফ-কে পূর্ণ সহায়তা ও সমর্থন দিয়েছে।

১ ১৯৬২ সালে স্বাধীনতা ঘোষিত হওয়ার অল্প কিছুদিন আগে আলজিরিয়ান রেজিস্ট্যান্সের জাতীয় পরিষদে সনদটি গৃহীত হয়।

১ ফ্রানজ ফ্যানন (১৯২৫-৬১) ছিলেন একজন দার্শনিক এবং আদর্শবাদী, আলজিরিয়ার মুক্তি যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছিলেন, আলজিরীয় বিপ্লবকে নিখাদ কৃষক বিদ্রোহ বলে মনে করতেন।

(স্বাধীনতার পর যার নতুন নামকরণ হয় জাতীয় গণ-ফৌজ) দৃঢ়তার সঙ্গে সনদের সমর্থন করছিলেন। বহু বিচিত্র বিভিন্ন উপাদানের সমন্বয়ে গঠিত হওয়ার ফলে জাতীয় মুক্তি ফৌজের কাছে একটি সুশিক্ষিত নিয়মিত সৈন্য-বাহিনী গড়ে তোলার কাজটি ছিল অত্যন্ত দুঃসাধ্য। তথাপি মুক্তি যুদ্ধের প্রধান সাফল্যগুলোকে রক্ষা করার বিষয়ে এই ফৌজই একটি চূড়ান্ত নিয়ামক ভূমিকা পালন করেছে। সেনাবাহিনীর সমর্থিত প্রথম আলজিরীয় সরকারকে ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত হতে কমিউনিস্টরাই সাহায্য করেছিলেন। এই সহায়তা এসেছিল আমাদেরই কাছ থেকে যদিও সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ৫ মাস বাদেই সরকার আমাদের পার্টিকে বে-আইনী বলে ঘোষণা করে এবং ১৯৫৬ সালে সংগঠিত আলজিরিয়ান জেনারেল কনফেডারেশন অব লেবারের বিরুদ্ধে অ-গণ-তান্ত্রিক ব্যবস্থাবলী গ্রহণ করে। এই দিক থেকে দেখতে গেলে সরকার উত্তরাধিকার সূত্রে পুরোন পপুলিস্ট এবং শ্রমিক-বিরোধী সংস্কারগুলোরই উত্তরাধিকারী ছিল এবং শ্রমিকশ্রেণী ও তার সংগঠনগুলোর চতুর্দিকে একটা শূন্যতার অবস্থা সৃষ্টি করতেই যেন এই সরকার বেশি ব্যগ্র ছিল—সোম্মাম(১) সনদ তারই সাক্ষ্য বহন করে। প্রকৃতপক্ষে মুক্তিযুদ্ধের সমগ্র কালপর্বে এ জি সি এল শ্রমিকশ্রেণীকে সংগঠিত করে তোলার চেয়ে বিদেশে প্রতিনিধিত্ব করার ব্যাপারেই অধিকতর ব্যাপৃত ছিল।

জাতীয় শাসকচক্রের প্রতি নিজেদের দৃষ্টিভঙ্গির সংজ্ঞা নির্দেশের বিষয়ে কমিউনিস্টরা যে সত্যটির দ্বারা পরিচালিত হয়েছিলেন তা হল এই যে প্রথম আলজিরীয় সরকার এবং তার সেনাবাহিনী ছিলেন সেই সমস্ত ভূমিহীন কৃষক, গ্রামীণ দরিদ্র জনতা, আধা-সর্বহারা এবং কৃষি জোতের শ্রমিক যাঁদের দাবির মধ্যে যেমন স্বাধীনতার দাবিটি ছিল তেমনি ছিল জমির দাবিটিও। এবং এই কারণেই আন্দোলন সার্বভৌমত্ব অর্জন এবং দেশের আঞ্চলিক অখণ্ডতা রক্ষার ব্যাপারে এক দৃষ্টান্তমূলক সতর্কতা ও দৃঢ়তার নজির রাখতে পেরেছে—ফরাসি সাম্রাজ্যবাদ বা তাদের সহযোগী নাটো সদস্যদের সম্পর্কে আন্দোলন কখনোই মোহগ্রস্ত হয় নি।

পরবর্তীকালের ঘটনাবলী এটাই প্রমাণিত করেছে যে কমিউনিস্টদের অবস্থানটি সঠিক ছিল। প্রথম আলজিরীয় সরকার ফরাসি উপনিবেশকারীদের বৃহৎ জোতগুলি দখলের বিষয়টিকে আইনের স্বীকৃতি দেন এবং কৃষি জোতের ভূমি-হীন শ্রমিকরা সেগুলোকে যুদ্ধবিরতির অব্যবহিত পর থেকেই চাষ করতে আরম্ভ করে। শহরাঞ্চলের শ্রমিকরা মালিকদের দ্বারা পরিত্যক্ত যে সমস্ত ফ্যাক্টরির পরিচালনভার নিজেদের হাতে গ্রহণ করেছিলেন সরকার সে সবগুলিও সমর্থন করে। এই ধরনের উপনিবেশ-বিরোধী ও গণ-তান্ত্রিক কার্যক্রমের ফলে বৃহৎ ভূস্বামী এবং আলজিরীয় বুর্জোয়ারা বে-আইনী হস্তান্তরের মাধ্যমে ঐ সমস্ত জমি ও কারখানার মালিকানা অর্জনে যে প্রয়াস চালাচ্ছিল তা বানচাল হয়ে যায়। এবং এইভাবেই ভবিষ্যৎ রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রটির ভিত্তি তৈরী হয়ে যায়; এই ঘটনা ছিল জাতীয়-করণেরই পূর্বদিশারী। ইভিয়ান চুক্তিতে(১) নির্দেশিত সময়সীমার অনেক আগেই মার্স-এল কেবির-এ অবস্থিত নৌ-ঘাঁটি থেকে ফরাসিদের চলে যেতে হয়। সাহারা মরুভূমিতে ফরাসি আণবিক বোমার পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপিত হল, তেল সম্পর্কে ইভিয়ান চুক্তির ধারাগুলো আবার সংশোধিত করা হল এবং পরবর্তী-কালে চুক্তিটিকেই বাতিল করে দেওয়া হল: ফলত আলজিরিয়াকে শোষণের অন্যতম উপায় ছিল যে তেল তাই হয়ে উঠল আলজিরিয়ার শক্তিশালী রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রটির ভিত্তিভূমি।

স্বাধীন আলজিরিয়ায় বিপ্লবী ঐতিহ্য

এই বিশ বছরে মুক্তি আন্দোলন বেশ কতকগুলো সংকটের মধ্য দিয়ে পথ পরিক্রমা করেছে। ঐ সমস্ত সংকটগুলোর বেশ কয়েকটি ছিল অত্যন্ত গুরুতর ধরনের। ঔপনিবে-শিকতাবাদ-বিরোধী যুদ্ধের স্মৃতিচারণা সব সময়েই দেশপ্রেমিকসুলভ সাড়া পেয়ে থাকে, কিন্তু আমাদের বিপ্লবীরা তাঁদের যুদ্ধকে কখনোই আদর্শ বলে মনে করে না। মাত্র কিছুদিন আগেই সরকার মুক্তি যুদ্ধের একটি প্রকৃত ইতিহাস রচনার জন্যে একটি বিশেষ কমিশন গঠন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এই কমিশন মুক্তিযুদ্ধের সমস্ত দলিল দস্তাবেজ পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখবে। স্বাধীনতা লাভের প্রাক্কালে আমাদের জনসংখ্যার অর্ধেকেরও কম ছিলেন প্রাপ্তবয়স্ক—এহেন একটি জনসমষ্টির পক্ষে এই জাতীয় কার্যক্রম অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, এর ফলে আমাদের জাতীয় ইতিহাসের শূন্য স্থানটি পূর্ণ হবে বলেই আশা করা যায়। একটি বস্তুনিষ্ঠ ও বিজ্ঞানসম্মত ইতিহাস যাতে রচিত হতে পারে, এবং আমাদের বর্তমানের গঠনমূলক প্রয়াসের সঙ্গে যাতে সেই ইতিহাস সঙ্গতিসম্পন্ন হয় তার জন্য তাবৎ দেশপ্রেমী এবং সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধীরাই ইতিহাস রচনার ঐ কার্যক্রমে সহায়ক অবদান রাখতে প্রস্তুত। এবং যদিও আমরা এখন সংগ্রামের এক ভিন্নতর স্তরে রয়েছি তথাপি ১ নভেম্বরের আন্দোলন এবং মুক্তি যুদ্ধ দেশের ওপর এমন গভীর ছাপ রেখে গিয়েছে যে আজকে এই বিশ বছর পরেও যে কোনো নতুন দায়িত্বের মোকাবিলায় আমাদের দেশপ্রেমিকরা থমকে দাঁড়িয়ে নিজেকেই প্রশ্ন করেন: যা করছি তা মুক্তি যুদ্ধের ভাবাদর্শের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হচ্ছে তো?

স্বাধীনতা লাভের পর থেকে আলজিরিয়া আজ পর্যন্ত অনেকটা পথ পার হয়ে এসেছে। এর সাফল্যগুলো যাঁরা মুক্তি যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছিলেন তাঁদের পক্ষে যেমন তেমনি ১৯৬২ সালের পর থেকে যে প্রজন্মটি বেড়ে উঠছে তাদের কাছেও গর্বের বিষয়বস্তু। আমাদের এই সাফল্যকে স্বাগত জানিয়েছেন বহু বন্ধুভাবাপন্ন জনগণ ও রাষ্ট্র যাঁরা আমাদের এই সাফল্যে কোনোও না কোনো রকমভাবে অবদান রেখেছেন। আমাদের সাফল্যের প্রকৃত পরিমাপ একমাত্র তখনই সম্ভব যদি একে ঔপনিবেশিকতাবাদ এবং সাড়ে সাত বছর স্থায়ী যুদ্ধের ক্ষতিকর বিধ্বংসী উত্তরাধিকারের পরিপ্রেক্ষিতে দেখা যায়। শত সহস্র লোক হতাহত হয়েছে, স্বামী-হীন, পিতৃ-মাতৃহীনের সংখ্যাটিও নগণ্য নয়, প্রতিবেশী দেশগুলো ভরে উঠেছে উদ্বাস্তু শিবিরে, হাজার হাজার গ্রাম ধ্বংস হয়ে গেছে, ধ্বংস বা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বহু সংখ্যক কল কারখানা। এরই সঙ্গে যে সত্যটি মনে রাখতে হবে তা হল: ফরাসি প্রযুক্তিবিদ্ শিক্ষক প্রভৃতি দেশত্যাগ করে চলে যেতে আরম্ভ করলেন এবং সর্বোপরি তখন পর্যন্ত দেশের অর্থনীতি ছিল প্রধানত প্রাক্তন ঔপনিবেশিক শক্তিরই নিয়ন্ত্রণাধীন।

১৯৬২ সালের পর অনেক পট পরিবর্তন ঘটে গেছে। জাতীয়করণ অথবা কিনে নেবার মাধ্যমে আমাদের প্রজাতন্ত্র

---

১ ১৯৬৫ সালে সোম্মামে অনুষ্ঠিত প্রতিরোধকারী শক্তিগুলির কংগ্রেসে গৃহীত।

১ ১৯৬২ সালের মার্চ মাসে সম্পাদিত। এই চুক্তির ধারাগুলিতে যুদ্ধবিরতি, আলজিরিয়ার আত্মনিয়ন্ত্রণ এবং ফ্রান্সের সঙ্গে তার ভবিষ্যৎ সম্পর্কের কথা বলা হয়েছে।

তার জাতীয় সম্পদের প্রায় সবটুকুই পুনরুদ্ধার করে নিয়েছে যেমন : উপনিবেশবাদীদের দ্বারা অধিকৃত জমি, শিল্প ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানগুলো, ব্যাংক ও বীমা ব্যবসায়, খনি ও তেল শিল্প। বিনিয়োগকৃত পুঁজির পরিমাণও কম নয়। আলজিরিয়া তার অর্থনৈতিক বিকাশের জন্য প্রয়োজনীয় অবর-কাঠামোটিকে গড়ে তুলেছে এবং তার অর্থনীতির মৌল চরিত্রটিও পরিবর্তিত হয়েছে। বহু গুরুত্বপূর্ণ শিল্পে একচেটিয়া অবস্থানের অধিকারী রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রটি অর্থনৈতিক পশ্চাৎপদতা ও নির্ভরশীলতাকে কাটিয়ে ওঠবার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। একটি সুসংহত জাতীয় অর্থনীতি গড়ে তোলার মূল উপাদান স্বরূপ ভারী শিল্প সম্পর্কেও একই কথা প্রযোজ্য। আমাদের আমদানির অধিকাংশই এখন উৎপাদনের পক্ষে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি এবং রপ্তানির তালিকাটিও এখন বহুমুখিনতা প্রাপ্ত হয়েছে (যদিও আমাদের বৈদেশিক বাণিজ্যের শতকরা ৯০ ভাগ এখনো চলছে পুঁজিবাদী দুনিয়ার সঙ্গে)। সবশেষে যে কথাটা উল্লেখ করবার অবকাশ রয়েছে তাহল এই যে একটি অর্থনৈতিক সামাজিক পরিকল্পনার ব্যবস্থা এখন গড়ে তোলা হচ্ছে—অনেকদিন থেকেই এর প্রয়োজন তীব্রভাবে অনুভূত হচ্ছিল।

শিক্ষা ক্ষেত্রে এমন অনেক সমস্যা থেকে গেছে যার সমাধান এখনও সম্ভব হয় নি, কিন্তু এতৎসত্ত্বেও এই ক্ষেত্রে যে উন্নতি সাধিত হয়েছে তা নগণ্য নয়; প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে তিনগুণ, মাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে ঐ বৃদ্ধির হার যথাক্রমে সাত ও বারগুণ।

সামাজিক সেবামূলক কার্যকলাপের ক্ষেত্রেও যথেষ্ট অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। জল, বিদ্যুৎ এবং গ্যাসের সরবরাহ রয়েছে এমন বাড়িতে বসবাসকারীদের সংখ্যা আগের চেয়ে বৃদ্ধি পেয়েছে কয়েক হাজারের মতো ; নতুন নতুন রাস্তা তৈরি হয়েছে, ছাত্র বৃত্তির সংখ্যা বেড়েছে, বেড়েছে স্কুল-ক্যান্টিনের সংখ্যা, অধিক সংখ্যক লোক ও পরিবারকে সামাজিক বীমা ও পারিবারিক অনুদানের আওতায় আনা হয়েছে—কৃষি-শ্রমিক এবং কৃষি সমবায়গুলির সদস্য ও তাঁদের পরিবারেরা এখন এই আওতাভুক্ত হয়েছেন। মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী প্রবীণরা এবং তাঁদের বিধবা স্ত্রী ও পিতৃ-মাতৃহীন শিশুরা বিশেষ সুবিধা ভোগের অধিকারী। এটাও কিছু তুচ্ছ ঘটনা নয় যে, সমগ্র জনসমষ্টির জন্য বিনা ব্যয়ে চিকিৎসার ব্যবস্থাটিকে এখন চালু করা হচ্ছে।

রাজনৈতিক পুনর্জীবনের পরিস্থিতি

বহু সমস্যাই এখনও রয়েছে, এবং অর্জিত সাফল্যগুলিও অপরিবর্তনীয় নয়। গৃহীত লক্ষ্য এবং তার প্রকৃত বাস্তবায়ন, পরিকল্পনা ও তার রূপায়ণের মধ্যে পার্থক্য ঘোচানোই আশু সমস্যা। কিন্তু যে কাজগুলি এখনও সম্পাদিত হয় নি—এবং যে কাজ সম্পাদিত না হলে বিপ্লব গতিহীন হয়ে পড়বে অথবা পশ্চাদ্‌মুখীও হয়ে পড়তে পারে—এবং ঐগুলি সম্পাদনে প্রয়োজনীয় রাজনৈতিক এবং সাংগঠনিক হাতিয়ারগুলির মধ্যে অসঙ্গতি রয়েছে, কি করে তার অবসান করা যায়? ১৯৭৪ সালের মে মাসে জাতীয় মুক্তি ফ্রন্টের স্বেচ্ছাসেবকদের উদ্দেশ্যে ভাষণ প্রসঙ্গে রাষ্ট্রপতি হুয়ারি বুমেদিন এই সমস্যার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। প্রসঙ্গত অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে তিনি জাতীয় মুক্তি ফ্রন্ট কেন সরকারী নীতির প্রবক্তা এবং রূপকার হল না সেই বিষয়টির, উল্লেখ করেন, যদিও এটাই জাতীয় মুক্তি ফ্রন্টের বিশেষ কর্তব্য বলে মনে হতে পারত। ১৯৫৪—১৯৬২ সালের যুদ্ধাবস্থায় উপনিবেশ-বিরোধী শক্তিগুলির মোর্চার অভিক্ষেপণ হিসেবে একটি সরকারী দলে পর্যবসিত হওয়ায় ফ্রন্টকে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়েছিল, দেখা গিয়েছিল এই ফ্রন্ট জনগণের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছে, এবং সময় বিশেষে প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে অপারগ হয়েছে।

উদাহরণস্বরূপ ১৯৭২ সালে গৃহীত কৃষি-বিপ্লবের উল্লেখ করা যাক। রাষ্ট্রীয় এবং সাম্প্রদায়িক মালিকানার জমিগুলি বিতরণ করার পর এখন এই বিপ্লব এক অত্যন্ত কঠিন স্তরে উপনীত। সমস্যাটা হল অনুপস্থিত ব্যক্তিবর্গ সহ জমিদারদের ভূসম্পত্তিগুলির সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারণ এবং অতিরিক্ত জমি বিতরণ। কৃষি সংস্কার সাম্রাজ্যবাদ এবং সামন্ততন্ত্রবাদ-বিরোধী সংগ্রামের কেন্দ্রবিন্দু। এ হল জাতীয় স্বার্থের অনুসারী এবং অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা অর্জনের লক্ষ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। অথচ এই কৃষি-বিপ্লব সমাজের বিভিন্ন অংশে তুষ্ণীম্ভাবে অভ্যর্থিত হয়েছে। রূপায়ণ প্রচেষ্টায় প্রত্যক্ষ অনীহার কারণ নিশ্চিতভাবেই কেবলমাত্র সাংগঠনিক নয়।

নানাভাবে বিঘ্ন সৃষ্টির ফলে স্বাধীনতা লাভের পরেও নয় বছর এই বিপ্লব বিলম্বিত হয়েছে এবং এখনও অসাধারণ অসুবিধার মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলেছে। সুতরাং কৃষি সংস্কার বাস্তবায়নের জন্য জরুরী রাজনৈতিক কার্যক্রম নিশ্চিত করতে হবে এবং এই রূপায়ণ কর্মসূচীকে সেই সমস্ত কার্যকলাপের সঙ্গে যুক্ত করতে হবে যেগুলি সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী এবং প্রগতিশীল মানসিকতার সপক্ষে সামাজিক-রাজনৈতিক ভারসাম্য পরিবর্তন করে।

মার্কসবাদী-লেনিনবাদী পার্টির(১) চৌহদ্দির মধ্যে স্বাধীনভাবে কাজ করে কমিউনিস্টরা তাদের কর্মকাণ্ডকে অন্যান্য প্রগতিশীল দলের সঙ্গে যুক্ত করতে এবং জাতীয় মুক্তি ফ্রন্ট যাতে দেশ এবং সামগ্রিকভাবে বিপ্লবী আন্দোলনের হিতে মুখ্য এবং প্রগতিশীল ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে সেই বিষয়ে সাহায্য করতে সচেষ্ট রয়েছে। বর্তমান পরিস্থিতিতে এ কাজ সম্ভব হতে পারে প্রধানত গণ-সংগঠনগুলিকে শক্তিশালী এবং পুনর্গঠন করে, এগুলির সঙ্গে জাতীয় মুক্তি ফ্রন্টের সম্পর্ক যাই হোক না কেন। গণসংগঠনগুলির মধ্যে নতুন উদ্দীপনার সৃষ্টি করতে হবে এবং এগুলিকে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পরিকল্পিত জাতীয় পুনর্গঠনের কাজে সামিল করতে হবে। প্রাথমিক ফলশ্রুতি অবশ্যই আশাব্যঞ্জক : উল্লেখনীয় ন্যাশনাল সার্ভিসের(২) প্রতিষ্ঠা, রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ ক্ষেত্রে শ্রমজীবী সভা গঠন, কৃষি সংস্কারে ছাত্র স্বেচ্ছাসেবকদের অংশগ্রহণ, এবং সাম্প্রদায়িক গণ-সভার প্রসার (১৯৭৫ সালের গোড়ার দিকে এই গণসভাগুলির পরবর্তী নির্বাচন হবে বলে নির্ধারিত হয়েছে)। এর থেকে নিম্নোক্ত চারটি বিষয়ের রাজনৈতিক পুনরুজ্জীবনের গুরুত্ব এবং বিপ্লবের নতুন তরঙ্গ দেখতে পাওয়া যাচ্ছে :

—ঐক্যের মানসিকতার পুনরুজ্জীবন, এবং সমস্ত সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী শক্তিগুলির যুক্ত আন্দোলন গড়ে তুলতে একটি যুক্ত জাতীয় মঞ্চ—যার ভিত্তি সমমনোভাবাপন্ন

---

১ ১৯৬৬ সালে নামকরণ করা হয়েছে সোশ্যালিস্ট ভ্যানগার্ড পার্টি।

২ ন্যাশনাল সার্ভিসের মধ্য দিয়ে সামরিক বাহিনীতে নিয়োজিত তরুণেরা গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় প্রকল্পগুলির কাজে অংশ গ্রহণ করে থাকে।

দৃষ্টিভঙ্গি এবং যার অংশীদাররা প্রতিবন্ধকতার পরিবর্তে যুক্ত আন্দোলন গঠনে সহযোগিতার কথা বিবেচনা করে—

সংগঠনের পরিপন্থী রক্ষণশীলতার পরিহার;

—জনগণ এবং প্রগতিশীল শক্তিসমূহের উদ্যোগকে উৎসাহিত এবং গণ-সংগঠনগুলিকে কর্মতৎপর করতে অন্যতম জরুরী উপাদান হিসেবে সামাজিক, রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক গণতন্ত্রীকরণ;

—শ্রমজীবী জনগণের সামাজিক চাহিদার পরিতৃপ্তির প্রতি দৃষ্টিদান;

—সাম্রাজ্যবাদী এবং প্রতিক্রিয়াবাদীদের সৃষ্ট উত্তেজনাজনিত ক্রমবর্ধমান জটিল সমস্যাগুলির মোকাবিলা করতে রাজনৈতিক এবং আদর্শগত মানোন্নয়ন। সর্ব প্রথমে এর অর্থ দাঁড়ায় অধিকতর আত্মসচেতন, বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের অনুগামী ও বৈপ্লবিক-গণতান্ত্রিক দেশপ্রেমী শক্তিগুলিকে নিয়ে উন্নততর সংগঠিত এবং প্রভাবশালী অগ্রগতী বাহিনী গড়ে তোলা।

এসকল ব্যবস্থাবলীর কতটা পরিমাণ বাস্তবায়ন সম্ভব হল সেটাই হবে পয়লা নভেম্বরের বিপ্লবী ঐতিহ্যের প্রতি বিশ্বস্ততার মাপকাঠি।

তৎকালীন বিপ্লবীদের উজ্জীবিত করেছে যে উদ্ভাবনের মানসিকতা, সেই মানসিকতাই সংগ্রামের বর্তমান স্তরের সঠিক বিচারের সহায়ক হবে।

বর্তমান পর্যায়ের কর্তব্যসমূহ

জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম চলাকালে উপনিবেশবাদী অধীনতার দ্রুততম অবসান সম্ভাবনার সঙ্গে বুর্জোয়াশ্রেণীর উচ্চতর অংশ এবং সামন্ততন্ত্রশ্রেণীর অংশবিশেষ সহ প্রায় সমগ্র জনগণের স্বার্থ কোনও না কোনওভাবে জড়িত ছিল। এইটাই ছিল জাতীয় ঐক্যের বাস্তব ভিত্তি। কিন্তু বর্তমান স্তরে, যার মুখ্য উপজীব্য অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতার জন্য সংগ্রাম করা, বৃহৎ ভূস্বামী এবং মধ্যস্বত্বভোগীদের স্বার্থ বিপদাপন্ন হয়ে পড়েছে। নিজ শক্তিতে আত্মরক্ষায় অক্ষম এই বিশেষ সুবিধাভোগীশ্রেণী তাদের শ্রেণী স্বার্থে জাতীয় স্বার্থ, জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষা এবং সামাজিক প্রগতির স্বার্থ জলাঞ্জলি দিয়ে সাম্রাজ্যবাদ এবং নয়া-উপনিবেশবাদের সঙ্গে বোঝাপড়া করতেও প্রস্তুত।

বর্তমান আলজেরিয়াতে ঠিক এই মুহূর্তে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার কোনো প্রশ্নই নেই। আজকের সংগ্রাম এক স্বনির্ভর অর্থনীতি প্রতিষ্ঠা করে সাম্রাজ্যবাদী নির্ভরতা হতে মুক্তির সংগ্রাম। একদিকে জাতির বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ এবং অপরদিকে সাম্রাজ্যবাদ এবং অভ্যন্তরীণ প্রতিক্রিয়ার মধ্যে প্রধান দ্বন্দ্বের সমাধানকল্পে বর্তমান কালের আন্তর্জাতিক এবং জাতীয় শর্তাবলী জাতীয় উন্নয়নের পুঁজিবাদী কিংবা সমাজতান্ত্রিক লক্ষ্য ও পথের একটিকে বেছে নেওয়া অনিবার্য করে তুলেছে। ত্রিপলি সনদের ঘোষণা অনুযায়ী (বারংবার সরকার পরিবর্তিত হওয়া সত্ত্বেও এই সনদের প্রতি সব সময়েই আস্থা প্রকাশ করা হয়েছে) সমাজতান্ত্রিক মানসিকতার মধ্যে কাজ করে দেশপ্রেমিকেরা জাতীয় মুক্তি বিপ্লবের গুরুত্ব কর্তব্য সমাধায় ব্রতী রয়েছেন যার রণধ্বনি হল "জনগণের দ্বারা জনগণের জন্য বিপ্লব"। সরকারী বিধিসূত্র "কৃষি, শিল্প এবং সাংস্কৃতিক বিপ্লব"-এ এই কর্তব্যসমূহের কতকগুলি প্রতিফলিত। অভিজ্ঞতা দেখিয়ে দিচ্ছে জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লব, যা বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক সমাধানের পথ পরিহার করেছে, অধনতান্ত্রিক পথ এবং সমাজতান্ত্রিক লক্ষ্যের অনুসারী। অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে রাষ্ট্রায়ত্ত প্রকল্প—যেগুলি এখন শিল্প এবং কৃষিতে ক্রমবর্ধমান নির্ধারকের ভূমিকা গ্রহণ করছে, খামার পরিচালনায় স্ব-ব্যবস্থিত প্রকল্প, সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনা সনদের নির্দেশ অনুযায়ী সংগঠিত শ্রমজীবী জনসভার কার্যাবলী, সমবায় খামার পরিচালন পরিষদ প্রভৃতির অস্তিত্ব এই সত্যকে প্রমাণিত করছে।

এ সবই কেবল প্রাথমিক পদক্ষেপ মাত্র। আমাদের আইন ব্যবস্থা নির্দেশিত ভূমিকা পালনের জন্য জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করতে হবে। এগুলির কোনোটিই সমাজতন্ত্র নয়। তা সত্ত্বেও এই সব ব্যবস্থা বুর্জোয়া-গণতন্ত্রের যা হয়ে থাকে তার পরিবর্তে অধনতান্ত্রিক উন্নয়নের উচ্চতর স্তর সমাজতান্ত্রিক পুনর্গঠনের পথ প্রশস্ত করে। এই স্তরে পৌঁছানোর জন্য সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রামকে অবশ্যই বিজয়ী হতে হবে এবং লক্ষ্য নির্দিষ্ট রূপান্তরের জন্য যথোপযুক্ত অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং রাজনৈতিক পূর্বশর্তাবলীর সৃষ্টি করতে হবে।

বিশেষ করে যখনই দ্রুত পরম্পরায় সংকটের পর সংকট সৃষ্টি হয়েছে, বার বার আমরা সেই মৌলিক প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছি ; নিশ্চিতভাবেই এ প্রশ্ন কখনই আজকের মতো গুরুত্ব লাভ করে নি : বিপ্লবী এবং সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী শক্তিগুলি কি সেই বিষয়ীগত অবস্থা সৃষ্টি করতে পারবে যাতে বিপ্লব সাম্রাজ্যবাদী হস্তক্ষেপকে বন্ধ করার একমাত্র পথ অধনতান্ত্রিক পথ ধরে চলতে পারে? উৎপাদনক্ষম শক্তিগুলির ক্রমবৃদ্ধি যা এখন শুরু হয়েছে, এবং অর্থনৈতিক কাঠামোর পরিবর্তনের ফলে এর উত্তর এখন দ্বিগুণ জরুরী হয়ে পড়েছে।

রাজনৈতিকভাবে, এই উত্তর আপাতদৃষ্টিতে পরস্পর বিরোধী অথচ প্রকৃতপক্ষে পরস্পর সংযুক্ত কর্মসূচী উপস্থিত করেছে :

—বিপ্লবী মানসিকতাকে সংহত করতে হবে এবং যে শক্তিগুলি একে কার্যকরী করবে সেগুলিকে অনুপ্রাণিত করতে হবে ;

—ক্ষমতার রাজনৈতিক এবং সামাজিক ভিত্তির প্রসার এবং সম্ভাব্য ব্যাপকতম সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী জাতীয় মঞ্চ গঠন করতে হবে।

এর জন্য প্রয়োজনীয় বাস্তব অবস্থা বর্তমান। রাষ্ট্রপ্রধান আমাদের একাধিকবার স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে বিপ্লবী শক্তিগুলির মোর্চাকে শক্তিশালী করার সামাজিক ভিত্তি হল শ্রমিক, প্রকৃত কৃষক, সেনাদল এবং বুদ্ধিজীবী সমাজ (শেষোক্তদের মধ্যে ছাত্র এবং প্রগতিশীল বিশেষজ্ঞগণ)। এই সুপারিশ জাতির সবচেয়ে শক্তিশালী শক্তিগুলি সম্পর্কে, যে সামাজিক গোষ্ঠীগুলি জীবনের আধুনিক দিকের উন্নয়নে নিযুক্ত। এবং প্রাত্যহিক কর্মসূচী সম্পাদনের মধ্য দিয়ে নিঃসন্দেহে মেহনতী কৃষক এবং শ্রমিকশ্রেণীর এক দীর্ঘস্থায়ী মোর্চা গড়ে তোলার উত্তম সুযোগ সৃষ্টি হবে। ১৯৬৯ সালের চতুর্থ বর্ষ পরিকল্পনা গ্রহণ কাল থেকে শ্রমিকশ্রেণীর দ্রুত বৃদ্ধি হচ্ছে। এই প্রক্রিয়া সেনাদলের অগ্রবাহিনী, সরকারী কর্মচারী এবং বুদ্ধিজীবী সমাজের বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত হবে। সাংগঠনিকভাবে সর্বাধিক অগ্রগামী যোদ্ধাদের অনুপ্রাণিত করার প্রয়োজন আছে। কিভাবে কাজের সমন্বয় সাধন করা যায়, রাজনৈতিক—এমন কি কয়েকটি ক্ষেত্রে—মতাদর্শগত আপসের ক্ষেত্রে কৃত্রিমতা ও অধিকতর দ্রুততা এড়ানো যায় সে সম্পর্কে তারা হবে আদর্শস্থানীয়। অবশ্যই এই সমন্বয় সাধনের কাজে কমিউনিস্টদের ভূমিকা অধিকতর ফলপ্রসূ হতে পারত যদি তাদের পার্টি প্রকাশ্যে বাধাহীনভাবে কাজ করতে পারত।

অভিজ্ঞতা থেকেই আমরা অনুধাবন করতে পারি যে অগ্রবর্তী বাহিনীর কাছে, অগ্রগামী বিপ্লবী শক্তিগুলির কাছে, অন্যান্য সামাজিক গোষ্ঠীগুলিকে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রামে সামিল করা, সমাজতান্ত্রিক বিকল্পের পথে কতদূর পর্যন্ত সহগামী সে প্রশ্ন গৌণ রেখে এই গোষ্ঠী-গুলিকে নিজেদের বাস্তব স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট গঠনমূলক কাজে যুক্ত করাতেও সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করতে হবে। বিপ্লবী আন্দোলনকে সংখ্যার দিক থেকে বিশাল মধ্যবিত্তশ্রেণী সম্পর্কে সঠিক নীতি গ্রহণ করতে হবে। পূর্বেকার মতোই এদের রাজনৈতিক তাৎপর্য সর্বাধিক। এই শ্রেণীতে রয়েছে মাঝারি কৃষক, ছোট এবং মাঝারি স্বত্বাধিকারী, কারিগর এবং ব্যবসায়ী, এবং স্বাধীন বৃত্তিধারী সম্প্রদায়গুলি। দেশের অর্থনৈতিক এবং সামাজিক বিধানগুলি বিশ্বস্তভাবে প্রতিপালন করে থাকে এমন মালিক এবং শিল্পপতিদের ক্ষেত্রেও এই দৃষ্টিভঙ্গি প্রযোজ্য। বুর্জোয়া গণতন্ত্রীদের কিছু অংশ, যারা দেশপ্রেমিক এবং নিষ্ঠাবান, কিন্তু ধন-তান্ত্রিক পথ যে অর্থনৈতিক স্থিতাবস্থা এবং দাসত্বের দিকে নিয়ে যায় এটা বুঝতে পারে না, তাদের সঙ্গেও ঐক্যের সাধারণ ভিত্তি সৃষ্টি করার জন্য চেষ্টা করার ক্ষেত্রে জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবের লক্ষ্য পরিহার করার প্রয়োজন নেই। এই লক্ষ্যে পৌঁছানো সম্ভব এমন একটি গঠনমূলক কার্য-ক্রমের ভিত্তিতে যে কার্যক্রমের সঙ্গে এই সমস্ত শ্রেণী-গুলির স্বার্থ নিজ নিজভাবে সংশ্লিষ্ট। বিপ্লবী আন্দো-লনকে আবশ্যিকভাবে এদের আইনানুগ আশা-আকাঙ্ক্ষা এবং অধিকার সম্পর্কে বিচার-বিবেচনা করতে হবে। সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী মঞ্চের উদ্দীষ্ট লক্ষ্য নির্ধারণের সময়ে এদেরও গ্রাহ্য করতে হবে। এই ভাবে এই শক্তিগুলিকে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সাফল্যের বিরুদ্ধে একযোগে আঘাত হানার এবং বিপ্লবকে পশ্চাদ্‌মুখী করার জন্য নিজেদের পক্ষ-ভুক্ত করার প্রতিক্রিয়াশীল এবং সাম্রাজ্যবাদী মতলব (যা এরা উদ্যত সংকল্প নিয়ে করে চলেছে) ব্যর্থ করা সম্ভব হবে।

ঐক্য ব্যতিরেকে এ সমস্ত কাজ করা অসম্ভব। বিংশতি বর্ষপূর্তি উপলক্ষে গৃহীত ব্যবস্থাবলী সহ বিভিন্ন কার্য-ক্রম অনুকূল পরিবেশের সৃষ্টি করবে।

প্রথমত, সমস্ত সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী শক্তিগুলির জাতীয় সমন্বয়ের জন্য পরিবেশ সৃষ্টি করার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এতে দেশপ্রেমিক, প্রগতিশীল এবং গণতান্ত্রিক ঝোঁকসম্পন্নদের মধ্যে জাতীয় স্বার্থ এবং সাধারণ লক্ষ্যের অগ্রাধিকার দেওয়ার প্রবণতাকে উৎসাহিত করবে। আর সেই সঙ্গে অতীতের দীর্ঘস্থায়ী নৈর্ব্যক্তিক ধরনের অনধিক গুরুত্ব সম্পন্ন বিরোধ এবং অসুবিধাগুলি দূর করাও সম্ভব হবে। আমাদের জনগণ এই ধরনের দুটি ব্যবস্থার জন্য আগ্রহভরে অপেক্ষা করছে। এ দুটি ব্যবস্থা হল রাজনৈতিক অপরাধীদের সাধারণ ও পূর্ণ ক্ষমা প্রদর্শন, এবং সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধীদের উপর নিগ্রহের অবসান।

দ্বিতীয়ত, অতিদ্রুত দেশপ্রেমিক গোষ্ঠীগুলির ব্যাপক অংশের এক প্রকাশ্য যুক্তফ্রন্ট গঠন করা প্রয়োজন। আর করতে হবে বাধ্য-বাধকতাবিহীন পরিবর্তনকালীন গঠনবিধি অনুযায়ী। সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী কার্যক্রমের একটি সনদ রচনা করা বাঞ্ছনীয়। জনসমর্থিত লক্ষ্যাবলী এতে ঘোষিত হতে পারে। যে সমস্ত সরকারী দলিলপত্র জনসাধারণ সম্যক অবহিত নয় এবং যেগুলিতে এই লক্ষ্য-গুলি ইতিমধ্যেই বিধিবদ্ধ(১) সেগুলিই এই সনদের ভিত্তি হতে পারে। যুক্ত কার্যক্রমের এরূপ এক মঞ্চ দেশ-প্রেমিক গোষ্ঠীগুলির ব্যাপক অংশের ক্রমবর্ধিষ্ণু অভিজ্ঞতাকে মূর্ত করবে এবং জনসাধারণের কাছে নীতি সমূহের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের কাজে, জনসাধারণকে একত্রিত করতে, জরুরী সমস্যাগুলির প্রতি তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে, এবং আমাদের সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সামর্থ্যকে সমৃদ্ধ করতে সাহায্য করবে। এর ফলে গৌণ সমস্যাগুলির বিচার-বিবেচনা ভবিষ্যতের জন্য স্থগিত রাখা সম্ভবপর হবে, কেননা এখনই ঐগুলি নিয়ে ব্যাপৃত হয়ে পড়লে মূল কর্মসূচীগুলি থেকে দৃষ্টি দূরে সরে যাবে।

সাম্রাজ্যবাদী এবং প্রতিক্রিয়াশীলদের চক্রান্ত, আমাদের বিপ্লবের বিরুদ্ধে এদের চাপ সৃষ্টি, কুৎসা প্রচার এবং কলঙ্ক আরোপ—এর কোনটাই কাল্পনিক বিপদ নয়। এই কারণেই উপরোক্ত কার্যক্রম সামগ্রিকভাবে বিপ্লবী আন্দো-লনের স্তর এবং সামর্থ্যের উন্নয়ন ব্যক্ত করবে। এগুলি দেখিয়ে দেবে যে আলজিরীয় বিপ্লব তার প্রচ্ছন্ন শক্তিকে বজায় রেখেছে, যে শক্তি ১৯৫৪ সালের ১ নভেম্বর থেকে অটল অগ্রগতিতে এবং বহুসংখ্যক ক্লেশকর বিষয় প্রতিরোধ করতে সমর্থ করছে।

আমাদের বিপ্লব বিশ্ব বিপ্লবী আন্দোলন থেকে উপকৃত হচ্ছে। আমরাও এর অন্যতম অংশীদার। আর আজকের দিনে এই আন্দোলন এক অপ্রতিরোধ্য শক্তিতে পরিণত হয়েছে।

---

১ ১৯৭৪-এর অক্টোবরে রাষ্ট্রপতি বুমেদিন বিপ্লবী শক্তিগুলির একটি "সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী কার্যক্রমের" সপক্ষে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার সম্ভাবনার উল্লেখ করে-ছিলেন।

নতুন ধরনের জাতীয় মুক্তি বিপ্লব

ভ্যেসেভোলোদ রাইবাকভ,
অর্থনীতির ক্যানডিডেট, সোভিয়েত ইউনিয়ন

মার্কসবাদী সমাজ বিজ্ঞান সব সময় জাতীয়-মুক্তি আন্দোলনের সমস্যাবলীর প্রতি অনেক মনোযোগ দিয়েছে। বিশ্ব বৈপ্লবিক বিকাশে জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের ভূমিকা বিচার করার জন্য যে সব জটিল ও পরস্পর-বিরোধী সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক প্রক্রিয়া এই আন্দোলনে ঘটছে, সে সব প্রক্রিয়াকে তত্ত্বগতভাবে বিশ্লেষণ করতে হবে। বিশেষ করে, আন্তর্জাতিক কম্যুনিস্ট ও শ্রমিশ্রেণীর আন্দোলনের এ সম্পর্কে প্রাসঙ্গিক মার্কসবাদী আলোচনার প্রয়োজন আছে, কারণ এই আন্দোলনে যে অঞ্চল জড়িয়ে পড়েছে সে অঞ্চলের শ্রমজীবী জনগণ হচ্ছে পুঁজিবাদ থেকে সমাজতন্ত্রে উত্তরণের এই যুগে প্রধান বিপ্লবী মিত্র।

লেনিনের শিক্ষা থেকে এই বৈপ্লবিক প্রক্রিয়ায় নির্যাতিত জনগণের ভূমিকার প্রতি এক সম্পূর্ণ নতুন দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করে, সোভিয়েত সমাজ বিজ্ঞান উন্নয়নশীল দেশগুলিতে এই প্রক্রিয়ার নিয়ন্ত্রণকারী নিয়মসমূহ উদ্‌ঘাটিত করার জন্য অনেক কিছু করেছে। বিভিন্ন দেশে ও অঞ্চলে জাতীয় মুক্তি আন্দোলন সম্পর্কে ব্যাপক গবেষণা ঐ বিষয়ের অধিকতর সামগ্রিক ও সামান্যীকরণের উপযোগী গ্রন্থ রচনার ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছে। ষাট দশকের শেষভাগে এই সব গ্রন্থ প্রকাশিত হচ্ছে। গত বছরে সোভিয়েত ইউনিয়নে এই রকম তিনটি বই প্রকাশিত হয়েছে। তাদের লেখকরা হলেন ইতিহাসের ডক্টরেট(১) অধ্যাপক কে ব্রুটেন্টস, ইনস্টিটিউট অব্‌ ওয়ার্ল্ড ইকনমি এ্যান্ড ইনটারন্যাশন্যাল রিলেশন্‌স (আই এম ই এম ও)-র সোভিয়েত বিজ্ঞান এ্যাকাডেমীর একটি গবেষকদল। এই প্রতিষ্ঠানের প্রধান হলেন এ্যাকাডেমীর করেসপনডিং সদস্য ভি ত্যারাগুনেম্বো(২) এবং এ্যাকাডেমিশিয়ান বি গফুরভ ও অধ্যাপক জি কিম, ইতিহাসের ডক্টরেট(৩), এদের নেতৃত্বে পরিচালিত এ্যাকাডেমির ইনস্টিটিউট অব্‌ ওরিয়েন্টাল স্টাডিজের একটি গবেষকদল। এই বইগুলিতে রয়েছে উন্নয়নশীল দেশসমূহ সম্পর্কে অতি-সাম্প্রতিককালের সোভিয়েত গবেষণা এবং সাম্প্রতিক বছরগুলিতে যে সব প্রক্রিয়া ও প্রবণতার উদ্ভব হচ্ছে তাদের সারার্থ।

দৃষ্টিভঙ্গি ঃ উন্নয়নশীল দেশগুলিতে সামাজিক কাঠামোগুলি এত বিভিন্ন ধরনের এবং এক অঞ্চল থেকে আরেক অঞ্চলের এবং এক দেশ থেকে আরেক দেশের অর্থনৈতিক স্তর ও সামাজিক গঠনের এত বিরাট পার্থক্য রয়েছে যে বর্তমানে কয়েকজন বুর্জোয়া বিশ্লেষক যাঁরা আগে 'তৃতীয় দুনিয়া' শব্দটি যথেচ্ছ ব্যবহার করতেন তাঁরা 'তৃতীয় দুনিয়াসমূহ' বলতে শুরু করেছেন।(৪) তথাপি, এমন কয়েকটি দিক আছে যার ফলে ঐ সব দেশের পরিস্থিতিকে সামগ্রিকভাবে বিশ্লেষণ করা সম্ভব।

প্রথমত, জাতীয় মুক্তি বিপ্লবের অসমাপ্ত চরিত্র রয়েছে এবং অর্থনৈতিক স্বাধীনতার লক্ষ্য রয়েছে। বর্তমানে জাতীয় মুক্তি বিপ্লবে জাতীয় স্বাধীনতার সংগ্রামের সাথে সামাজিক মুক্তির সংগ্রাম একত্রিত হচ্ছে এবং এই বিপ্লব সামন্ততান্ত্রিক ও পুঁজিতান্ত্রিক উভয়েই শোষণের বিরুদ্ধে পরিচালিত হচ্ছে। অধ্যাপক ব্রুটেন্টসের রচনায় এশিয়া ও আফ্রিকার দেশগুলি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। তিনি লিখেছেন যে এই সব বিপ্লব হল নতুন ধরনের বিপ্লব। "এ সব বিপ্লব হল এক ঐতিহাসিক লক্ষ্য পূরণ করতে সমর্থ **গণতান্ত্রিক বিপ্লব;** এই লক্ষ্য সাম্রাজ্যবাদী যুগের ও অক্টোবর বিপ্লবের পূর্ববর্তী বিপ্লবগুলির লক্ষ্য থেকে ভিন্ন।

আরেকটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য হল যে এই সব সমাজে বহুবিধ উৎপাদন ব্যবস্থা রয়েছে; ঐতিহ্যগত ও আধুনিক; সেকেলে ও উদীয়মান উপাদানের সংমিশ্রণ রয়েছে যার ফলে সামাজিক ও অর্থনৈতিক কাঠামোসমূহে জটিলতা ও বিশেষত্ব সৃষ্টি হয়েছে। এ সবের ফলে ইনস্টিটিউট্‌ অব্‌ ওরিয়েন্টাল স্টাডিজ থেকে প্রকাশিত যে বইতে এশিয়া ও উত্তর আফ্রিকার দেশগুলি সম্পর্কে তথ্য বিশ্লেষণ করা হয়েছে সেই বইতে সদ্য স্বাধীন দেশসমূহের সাধারণ চরিত্রের কথা বলা হয়েছে। বহুবিধ কাঠামো সম্বলিত সমাজ সম্পর্কে লেনিনের তত্ত্ব প্রয়োগ করতে গিয়ে লেখকরা জোর দিয়েছেন যে বর্তমানে এই বহুবিধ কাঠামোর মধ্যে এমন বৈশিষ্ট্য আছে যা অন্যান্য দেশে তাদের ইতিহাসের সন্ধিক্ষণে সাধারণত ছিল না।

ইনস্টিটিউট্‌ অব্‌ ওয়ার্ল্ড ইকনমি এ্যান্ড ইণ্টারন্যাশন্যাল রিলেশন-এর লেখকরা মনে করেন যে মূলত প্রত্যক্ষ ঔপনিবেশিকতার ফলে নির্ভরশীল বিকাশের অঞ্চল হিসাবে সমস্ত উন্নয়নশীল দেশগুলির বিকাশ ঘটেছে, কারণ ঔপনিবেশিকতার ফলে এ সব ঐতিহ্যগত কাঠামো অধিকতর উন্নত একচেটিয়া পুঁজির কাঠামোর সেবায় নিযুক্ত। এবং বর্তমানে আন্তর্জাতিক পুঁজিবাদী শ্রম বিভাজনে উন্নয়ন-

---

১ কে এন ব্রুটেন্টস, **Sovremenniye nabsional 'no-osvoboditelniye revolyutsii. Nekotoriye voprosy teorii** (সমসাময়িক জাতীয় মুক্তি বিপ্লব ঃ তত্ত্বগত কয়েকটি সমস্যা) পলিটিভাট, মস্কো, ১৯৭৪।

২ **Razvivayushchiesya strany : zakonomernosti, tendensii, perspektivy** (উন্নয়নশীল দেশসমূহ ঃ বিষয়গত নিয়ম, প্রবণতা ও ভবিষ্যৎ) মিসেল, মস্কো, ১৯৭৪।

৩ **Zambezhnyi Vostok i sorremenno'st. Osnovniye zakonomerrosh i spetsifika razvitia osrobodivshikhsya stran** (প্রাচ্য দেশসমূহ ও আমাদের যুগ ঃ প্রধান বিষয়গত নিয়ম ও সদ্য-স্বাধীন দেশসমূহের বিকাশের বৈশিষ্ট্য) দুই খণ্ড নৌকা, মস্কো, ১৯৭৪।

৪ দেখুন, পি ড্রয়ুইন, "Les 'Twes mondes'", **Le Monde**, অক্টোবর ২৪, ১৯৭৪.

শীল দেশগুলির অংশগ্রহণ করায় এ প্রক্রিয়া ঘটছে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে বলা যায় যে বর্তমান কাঠামোগুলি ততটা স্বাধীন বিকাশের ফল নয়, যতটা এর পিছনে যে বাইরের উপাদান কাজ করছে তার ফল। বাইরের উপাদানগুলিই এক্ষেত্রে চূড়ান্ত প্রমাণিত হয়েছে এবং অন্যদিকে এ প্রক্রিয়া সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রক্রিয়াগুলিকে, উপরি কাঠামোর রূপ ও রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রিত করছে।

সমীক্ষাধীন বইগুলির প্রধান বিষয় হল জাতীয় মুক্তি অঞ্চলে বিষয়গত ও বিষয়ীগতভাবে যে পুঁজিবাদ-বিরোধী প্রবণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে তা নির্ণয় করা।

অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ও পশ্চাৎপদতা

প্রধানত অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পশ্চাৎপদতা কাটিয়ে ওঠার লক্ষ্যে পরিচালিত অর্থনৈতিক স্বাধীনতার সংগ্রামে পুঁজিবাদ-বিরোধী প্রবণতা প্রকাশিত হচ্ছে। ইনস্টিটিউট্ অব্ ওয়ার্ল্ড ইকনমি এ্যান্ড ইণ্টারন্যাশনাল রিলেশনস-এর লেখকদের মতে এই পশ্চৎপদতার জন্য পুঁজিবাদী বিকাশের সাধারণ নিয়মসমূহের মন্থর গতি দায়ী নয়, এর জন্য দায়ী হল ঐসব নিয়মের অদ্ভুত 'আঞ্চলিক' অভিব্যক্তি যা হল পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় জড়িয়ে পড়ার ফল। সুতরাং তাঁরা বিশ্বাস করেন যে "যদিও কৃত্রিমভাবে সাধিত প্রগতিশীল পদক্ষেপ ও সংস্কারগুলি হল আগেকার বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক পরিবর্তনের অনুরূপ, তবুও অধনতান্ত্রিক পথের ভিত্তিতে স্বয়ং পুঁজিবাদের নিয়মগুলিকে কাটিয়ে ওঠার মাধ্যমেই পশ্চাৎপদতা কাটিয়ে ওঠা যায়।"

এমন কি সাম্রাজ্যবাদের প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক শাসনের অবসান ঘটলেও দারিদ্র্য ও পশ্চাৎপদতা হল আগেকার ঔপনিবেশিক ও আধা-ঔপনিবেশিক দেশগুলির নিতর্ভরতার ভিত্তি। ব্যতিক্রম হল যে বর্তমানে রয়েছে নয়া-ঔপনিবেশিক শাসন। কারণ, ইনস্টিটিউট অব ইস্টার্ন স্টাডিজ কর্তৃক প্রকাশিত বইগুলির মতে, যদিও সদ্য-স্বাধীন দেশগুলো এক স্বাধীন অর্থনীতি অনুসরণে সমর্থ এবং মোটামুটি সাফল্যের সাথে উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলির সাথে অসম সম্পর্কের অবসান ঘটাতে চেষ্টা করে তবুও অর্থনৈতিক অসমতা থেকেই যায় (প্রাচ্যের দেশগুলিতে)। অধিকন্তু বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত বিপ্লব ও রাষ্ট্রীয় একচেটিয়া পুঁজিবাদের প্রসারের (বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও উন্নত কারিগরি বিদ্যার উপর উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলির একচেটিয়া আধিপত্য ইত্যাদি) ফলে নতুন ধরনের নির্ভরশীলতা সৃষ্টি হচ্ছে। পশ্চাৎপদ দেশগুলির উপর নয়া-উপনিবেশবাদী শোষণ বৃদ্ধি পাচ্ছে।

এইভাবে, অগ্রগামী পুঁজিবাদী দেশগুলির 'নেতৃত্ব অনুসরণ' করার প্রচেষ্টার ফল হল মাথাপিছু মোট জাতীয় উৎপাদনের নামমাত্র বৃদ্ধি; অর্থাৎ "অগ্রগতিহীন বিকাশ" এবং এ প্রচেষ্টা নির্ভরশীল বিকাশের ফলে উদ্ভূত সঙ্কটকে আরো বাড়িয়ে দিচ্ছে (ইনস্টিটিউট্ অব্ ওয়ার্ল্ড ইকনমি এ্যান্ড ইণ্টারন্যাশনাল রিলেশনস)। সদ্য-স্বাধীন দেশগুলির অধিকসংখ্যক জনগণ উপলব্ধি করতে শুরু করেছেন যে সুদূরপ্রসারী সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তন ছাড়া ও বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার সাথে সহযোগিতা ও সম্পর্ক প্রসারিত না করলে, নির্ভরশীলতা ও পশ্চাৎপদতার অবসান ঘটানো অসম্ভব।

মূল কাঠামো ঃ অধ্যাপক ব্রুটেণ্টস মন্তব্য করেন জনগণের অধিকাংশের মধ্যে যে চিরাচরিত জীবনধারণের পদ্ধতি বিরাজ করে তা নির্ভরশীল পুঁজিবাদ অদূর-ভবিষ্যতে 'হজম' করতে পারে না। ইনস্টিটিউট্ অব্ ওয়ার্ল্ড ইকনমি এ্যান্ড ইণ্টারন্যাশনাল রিলেশনস-এর লেখকরা জোর দেন যে এই জন্যই চিরাচরিত কাঠামোগুলির ভাঙনের অর্থ এই নয় যে পুঁজিবাদী সম্পর্কের বিকাশ ঘটে। নিশ্চিতভাবে, এশিয়া ও আফ্রিকার সবচেয়ে পশ্চাৎপদ দেশগুলিতেও ব্যক্তিগত পুঁজিবাদের বিকাশ ঘটছে। এটা কেবলমাত্র নিজস্ব বিকাশের স্বাভাবিক পরিণতি নয় এবং অধিকন্তু, এটা অধিকতর উন্নত সামাজিক সম্পর্কের প্রতিনিধি, নতুনতম রূপের রাষ্ট্রীয় বা বৈদেশিক পুঁজির অধীন।

এর মানে এই যে, পশ্চাৎপদ দেশগুলিতে মূল কাঠামোতে পরিণত হওয়ার জন্য দুর্বল দেশীয় পুঁজিবাদের সুযোগ অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। এবং 'ইনস্টিটিউট্ অব্ ওরিয়েণ্টাল স্টাডিজ' দেখিয়েছেন যে এইরূপ কয়েকটি দেশে অত্যন্ত উন্নত হলেও "দেশীয় বৃহৎ ব্যবসা বহুবিধ আর্থব্যবস্থা সমন্বিত সমাজের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বিকাশের প্রধান প্রধান নিয়মগুলিকে নিয়ন্ত্রিত করে না—এবং এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।" যাই হোক, ইনস্টিটিউট্ অব্ ওয়ার্ল্ড ইকনমি এ্যান্ড ইণ্টারন্যাশন্যাল রিলেশনস-এর লেখকরা উল্লেখ করেছেন যে এই সব দেশে ব্যক্তিগত পুঁজিবাদী ক্ষেত্র সৃষ্টি হচ্ছে এবং এটা দেশের উপর বিকাশের ভিন্ন রূপ ভালোমতো চাপিয়ে দিতে পারে।" এক্ষেত্র বহুজাতিক একচেটিয়া পুঁজির উপর নির্ভর করে বিকাশ লাভ করছে।

দেশীয় ব্যক্তিগত পুঁজিবাদের দুর্বলতা এবং স্বতঃস্ফূর্ত বিকাশের একক অভ্যন্তরীণ পদ্ধতির অভাব বিষয়গতভাবে বহু কাঠামোযুক্ত সমাজে সংগঠক হিসাবে রাষ্ট্রের ক্রমবর্ধমান ভূমিকা সৃষ্টি করছে। যে সমস্ত দেশ সম্পর্কে আলোচনা হয়েছে সেসব দেশে রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্র নেতৃত্বের ভূমিকা পালন করে এবং এ সম্পর্কে সব লেখকেরা একমত। রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্র হল সবচেয়ে গতিশীল অর্থনৈতিক কাঠামো যে সবচেয়ে আধুনিক উৎপাদিকা শক্তির উপর কেন্দ্রীভূত করছে। রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্র বিভিন্ন শ্রেণীর প্রতিনিধি হতে পারে, বিভিন্ন স্বার্থ রক্ষা করতে পারে, অন্যান্য কাঠামোকে তার অধীনে রাখতে পারে বা নিজের মতো করে তাদের তৈরি করতে পারে। সুতরাং এই ক্ষেত্রকে নিয়ে তীব্র শ্রেণী সংগ্রাম চলে। কিভাবে সংগ্রাম চলছে তার উপর নির্ভর করে এটা নয়া-উপনিবেশবাদ, বিদেশী একচেটিয়া পুঁজি বা রাষ্ট্রীয় একচেটিয়া পুঁজির উপর নির্ভরশীল রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদে বিকাশ লাভ করতে পারে। কিন্তু এটা আবার সমাজতন্ত্রমুখিনতা, স্বাধীন অ-ধনতান্ত্রিক বিকাশের ভিত্তিও হতে পারে। এর মধ্যে কোন প্রবণতা প্রধান হয়ে উঠবে তা নির্ভর করে সেই সামাজিক শক্তিগুলির উপর যারা ক্ষমতা দখল করে এবং রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রের কর্তৃত্ব গ্রহণ করে। এই প্রশ্নটা জাতীয় মুক্তি বিপ্লবের নেতৃত্ব ও চালিকা শক্তি সম্পর্কিত প্রশ্নের অংশ।

বিপ্লবের চালিকাশক্তি ঃ মুক্তি বিপ্লব তার নতুন স্তরেও তার ব্যাপক জাতীয় চরিত্র বজায় রাখে। অধ্যাপক ব্রুটেণ্টস লিখেছেন "প্রথম দৃষ্টিতে এই বক্তব্য মনে হতে পারে অত্যন্ত ভুল। কিন্তু এটা ভুললে চলবে না যে পূর্ববর্তী স্তরে যখন ব্যাপক জাতীয় বিপ্লবের কথা বলা হয়, তখন আমরা জাতি বলতে শুধুমাত্র নৃতাত্ত্বিক বর্গ বুঝি না, জাতীয় স্বার্থে অনুপ্রাণিত সামাজিক ও রাজনৈতিক গোষ্ঠীকেও বুঝি এবং এর থেকে বেশির ভাগ সামন্ততান্ত্রিক শক্তি ও মুৎসুদ্দি দলগুলি বাদ পড়ে। এটা বলার অপেক্ষা রাখে না যে দ্বিতীয় স্তরে বিপ্লবের কর্মসূচীতে 'জাতি'র যে অর্থ করা হয় তাতে জাতির সামাজিক সীমা কিছুটা

সংকীর্ণ হয়ে পড়ে, যদিও বহুক্ষেত্রে রাজনৈতিক প্রক্রিয়াগুলিতে জড়িত জাতির 'ভিত্তি' প্রসারিত হয়।" বিপ্লবের চালিকাশক্তির ব্যাপকতা আরো সংকীর্ণ হয়ে পড়ে এবং যে সব শক্তি বিপ্লবী উপায়ে সাধারণ গণতান্ত্রিক কর্মসূচীকে কার্যকর করতে চেষ্টা করে কেবলমাত্র তারাই এর মধ্যে পড়ে। এরা হল শ্রমিকশ্রেণী, কৃষক (প্রধানত এর মেহনতী ও শোষিত অংশ) এবং মধ্যবর্গ। জাতীয় মুক্তি আন্দোলন ক্রমশ স্পষ্ট শ্রেণী চরিত্র গ্রহণ করে এবং সামাজিক বৈরিতা ও শ্রেণী সংগ্রাম তীব্রতর হয়।

এই স্তরেও, বেশির ভাগ পশ্চাৎপদ দেশগুলিতে প্রলেতারিয়েত এখনও এত দুর্বল যে সে জাতীয় মুক্তি বিপ্লবের নেতৃত্ব গ্রহণ করতে পারে না। কিন্তু এটা লেখক সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেন যে সমস্ত শ্রেণী ও সামাজিক দলগুলির মধ্যে এই শ্রেণীই শুধুমাত্র সংখ্যার দিক থেকে বাড়ছে না; **তার সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থানও সংহত হচ্ছে।** অবশ্য এই ঘটনা বিপ্লবের উপর অধিকতর প্রভাব ফেলে।

সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক এল আই ব্রেজনেভ বলেন(১) যে কৃষকের দৃষ্টিভঙ্গি হল জাতীয় মুক্তি বিপ্লবের বর্তমান স্তরে চূড়ান্ত প্রশ্ন। কৃষক হল এই সমাজের সামাজিক কাঠামোর প্রধান ভিত্তি; কিন্তু এরা বেশির ভাগ অপ্রস্তুতভাবে এবং প্রলেতারিয়েত-প্রভাবিত রাজনৈতিক শিক্ষা অর্জন না করে বৈপ্লবিক প্রক্রিয়ায় যোগ দেয়। এখানেই সামাজিক সংগ্রামে কৃষকদের অংশগ্রহণের বৈশিষ্ট্য রূপ; অর্থাৎ "এরা এদের নিজস্ব শ্রেণী রাজনৈতিক সংগঠনের মাধ্যমে নয়, বরং শহরের শ্রেণী সংগঠনগুলোর মাধ্যমে আসে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে 'প্রকৃত' কৃষক মনোভাব জাতীয় প্রতিষ্ঠান সামরিক বাহিনীর মধ্য দিয়ে আত্মপ্রকাশ করে···" (প্রাচ্য দেশসমূহ)। পরাধীন দেশগুলিতে বৈপ্লবিক প্রক্রিয়ার আঁকাবাঁকা পথের জন্য কৃষকদের এই এবং অন্যান্য স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যগুলিই হল অন্যতম কারণ।

জাতীয় বুর্জোয়াদের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি হল কমিউনিস্ট রণনীতি ও রণকৌশলের কেন্দ্রীয় বিষয়। এই নতুন স্তর, অর্থাৎ অর্থনৈতিক ও সামাজিক মুক্তির জন্য সংগ্রামের যে স্তর বিষয়গতভাবে পুঁজিবাদের সীমানা ছাড়িয়ে যায় সেই স্তরে যে সমস্যাগুলি হাজির হয় তাদের আলোতে এই প্রশ্ন আলোচিত হচ্ছে। এই প্রসঙ্গে সমীক্ষাধীন বইগুলোতে জাতীয় বুর্জোয়ার সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী শক্তি ও বৈপ্লবিক শক্তির মধ্যে পার্থক্য টানা হয়েছে। পূর্ববর্তী স্তরে যখন লক্ষ্য ছিল জাতীয়, রাজনৈতিক মুক্তি তখন এই দুই প্রবণতা প্রায়ই এক প্রবণতা হিসাবে আত্মপ্রকাশ করত। এখন, যদিও বিষয়গতভাবে সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থের সাথে জাতীয় বুর্জোয়ার স্বার্থের সংঘাত ঘটছে, তবুও জাতীয় বুর্জোয়ার প্রবণতা হল বৈপ্লবিক সংগ্রাম থেকে দূরে থাকা এবং এরা বিপ্লবের মূল শক্তি হতে পারে না। অধিকন্তু ব্রুটেন্টস মন্তব্য করেন যে সর্বত্র তীব্র শ্রেণী সংগ্রামের মধ্য দিয়ে নতুন রাষ্ট্রের উদ্ভব ও সমাজতন্ত্রমুখিনতাকে বেছে নেওয়ার প্রক্রিয়া চলছে; এ সংগ্রাম "শুধুমাত্র সাম্রাজ্যবাদ ও সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী শক্তিগুলির মধ্যে সংঘাত নয়; এ সংগ্রাম হল **তিনটি** প্রবণতা, সাম্রাজ্যবাদ, বুর্জোয়া ও বুর্জোয়াপন্থী শক্তিসমূহ, শ্রমজীবী ও শোষিত জনগণের মধ্যে মুখোমুখি সংগ্রাম।"

এর অর্থ এই নয় যে জাতীয় বুর্জোয়ার সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী শক্তিকে ছোট করে দেখা হচ্ছে। বিপরীতপক্ষে—এবং এটার উপর সব লেখকরা জোর দিয়েছেন—জাতীয় বুর্জোয়ার বেশ একটা অংশ জাতীয় মুক্তির জন্য, সাম্রাজ্যবাদ ও একচেটিয়া পুঁজির আধিপত্য-বিরোধী ব্যাপক মোর্চায় সক্রিয়ভাবে কাজ করে থাকে।

মধ্য স্তরের জনগণের নেতৃত্ব সম্পর্কে

ইনস্টিটিউট অব ওয়ার্ল্ড ইকনমি এ্যান্ড ইন্টারন্যাশনাল রিলেশনস-এর লেখকদের মতে প্রলেতারিয়েত ও বুর্জোয়াদের দুর্বলতা ও অপূর্ণতা সমাজের পরিবর্তনশীল চরিত্রের ফলে অধিকাংশ উন্নয়নশীল দেশগুলিতে সামাজিক ও রাজনৈতিক নেতৃত্বের শূন্যতা সৃষ্টি হচ্ছে। তথাকথিত মধ্য স্তরের জনগণ, প্রধানত যে দলগুলি সমাজের রাজনৈতিক, প্রশাসনিক ও মতদর্শগত নেতৃত্বে, বিশেষ করে সরকার ও রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে অধিষ্ঠিত তারা এই শূন্যতা পূরণ করছে।

এই তথ্য থেকে ইনস্টিটিউট-এর গবেষণা সিদ্ধান্ত করছে যে রাষ্ট্রের ভিত্তিতে 'নতুন শাসক গোষ্ঠীর' উদ্ভব ঘটছে। রাষ্ট্র "নতুনভাবে তাদের সামাজিক ভিত্তির জন্য নতুন অর্থনৈতিক ভিত্তি সৃষ্টি করছে এবং সমাজের সামাজিক-অর্থনৈতিক (শুধুমাত্র সামাজিক ও রাজনৈতিকই নয়) সীমানার মধ্যে তাদের স্বাধীন অস্তিত্ব সংহত করছে।"

এইভাবে আপেক্ষিক স্বাধীনতা অর্জন করে এই সব দল এই মত প্রকাশ করে যে তারা হল অ-বুর্জোয়া ও অ-প্রলেতারীয়, মধ্য বর্গীয় 'তৃতীয় পথের' প্রতিনিধি। ব্রুটেন্টস লেখেন প্রকৃতপক্ষে "অভিজ্ঞতা প্রমাণ করেছে যে এই সামাজিক মধ্যস্তরের জনগণ স্বাভাবিকভাবেই বিপ্লবী গণতান্ত্রিক প্রবণতার বুদ্ধিজীবীদের দ্বারা পরিচালিত...। এদের লক্ষ্য হল সমাজতন্ত্র। অথবা এই জনগণ বুর্জোয়ামুখী বুদ্ধিজীবীদের দ্বারা পরিচালিত হয় এবং পুঁজিবাদ হল এদের লক্ষ্য।' এর মধ্যে কোন প্রবণতা প্রধান হয়ে উঠবে তার উপর নির্ভর করে জাতীয় মুক্তি বিপ্লব শীঘ্র অথবা বিলম্বে পরস্পর-বিরোধী এই দুই পথের যে কোনো একটি পথ অনুসরণ করে হয় সমাজতন্ত্র না হয় পুঁজিবাদের দিকে পরিচালিত হবে।"

মাঝে মাঝে আমরা শুনি যে পুঁজিবাদের কোনো ভিত্তি নেই; কারণ জাতীয় মুক্তি অঞ্চলের দেশগুলিতে বুর্জোয়ারা দুর্বল বা নির্ভরশীল। যাই হোক, এর শ্রেণীগত কাজ অন্যান্য সামাজিক স্তরের উপর বর্তায়। এই পরিস্থিতিতে, সমীক্ষাধীন বইগুলিতে আমলাতান্ত্রিক বুর্জোয়াদের সম্পর্কে বিশ্লেষণের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রের ভিত্তিতে একটা স্বাধীন সামাজিক স্তর হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে বুর্জোয়া জীবনযাত্রার প্রতি এদের আকাঙ্ক্ষা সৃষ্টি হয় এবং যেভাবে দেশীয় বুর্জোয়াদের জন্ম হচ্ছে সেভাবে এদের বিকাশকে সঠিকভাবে ব্যাখ্যা করা যায়...(ব্রুটেন্টস)।" সামাজিক পথ বেছে নেওয়ার ক্ষেত্রে এটাই হল মধ্যবর্গের অস্থিরচিত্ততার কারণ।

মানসিকতা ও প্রচেষ্টার তীব্র দোদুল্যমানতা হল এই সব সামাজিক গোষ্ঠীর বৈশিষ্ট্য। অভ্যন্তরীণ বা বাহ্যিক একই ঘটনাসমূহের প্রতি এদের প্রতিক্রিয়া বিভিন্ন সময় ও বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন রকম হয়। সোভিয়েত লেখক আই বেলিয়ায়েভ ও ওয়াই প্রাইমানভ নাসেরের শাসনে মিশর সম্পর্কে তাদের বইতে(১) বলেন "ক্ষমতাসীন ব্যক্তিদের রাজনৈতিক মানসিকতা, মনস্তত্ত্ব,

---

১ দেখুন, এল আই ব্রেজনেভ, **লেনিন নির্দেশিত পথে** খণ্ড-২, রুশ সংস্করণ পৃঃ-৩৮৬।

১ **Egipet, vremya prezidenta Nasera, Mysl,** মস্কো, ১৯৭৪।

এমন কি ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য ও তাদের মতাদর্শগত বিবর্তন, সবই প্রচণ্ড গুরুত্বপূর্ণ।" আফ্রো-এশিয়ার অন্যতম প্রধান প্রধান দেশ সম্পর্কে তাদের আকর্ষণপূর্ণ গবেষণায় সামাজিক-অর্থনৈতিক কাঠামোগুলোর প্রাথমিকভাবে 'বাছাই' করার স্তরে রয়েছে এরকম অবস্থায় বিকাশের পথ স্থির করার সংগ্রামের বহু দিক নিয়ে আলোচনা আছে।

পথ নির্ণয়, বিপ্লবী গণতন্ত্র

ইনস্টিটিউট অব ওয়ার্ল্ড ইকনমি এ্যান্ড ইণ্টারন্যাশনাল রিলেশনস-এর গবেষণায় দেখানো হয়েছে যে "বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় ভাগে এক অদ্ভুত ঐতিহাসিক পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে : আমাদের যুগের দুই প্রধান শক্তি, সমাজতন্ত্র ও পুঁজিবাদ তৃতীয় দুনিয়ার সামাজিক বিপ্লবকে প্রভাবান্বিত করছে, কিন্তু বেশির ভাগ দেশে তাদের কারুরই কোনো দৃঢ় সামাজিক ভিত্তি নেই।" এটাই বিষয়ীগত উপাদানের ভূমিকার গুরুত্ব তুলে ধরে। বিপ্লবী প্রক্রিয়ার শীর্ষে কোন শক্তি রয়েছে তার উপর নির্ভর করে কোন পথ বেছে নেওয়া হবে। যদি ক্ষমতাসীন শক্তিগুলি সুদৃঢ়ভাবে ও বৈপ্লবিক পথে সাধারণ গণতান্ত্রিক কাজগুলি সমাধা করে, তাহলে তারা যে সংস্কারগুলি শুরু করে, সেগুলো **বিষয়গতভাবে** পুঁজিবাদ-বিরোধী চরিত্র গ্রহণ করবে।

এইভাবে অ-ধনতান্ত্রিক পথে উত্তরণের সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়। প্রথম পদক্ষেপ হল সমাজতন্ত্রমুখিনতা বেছে নেওয়া এবং এর মানে হল এই যে সাধারণ গণতান্ত্রিক লক্ষ্য অর্জন হল **সচেতনভাবে** সমাজতান্ত্রিক বিজয়ের দিকে অগ্রসর হওয়া, পুঁজিবাদী সম্পর্ক সৃষ্টিকারী উপাদানগুলোকে সীমিত করা।

বর্তমান স্তরে এই দায়িত্ব বিপ্লবী গণতান্ত্রিক শক্তিগুলির উপর বর্তায় এবং এই শক্তিগুলির প্রতি সমীক্ষাধীন পুস্তকগুলির রচয়িতারা যুক্তিসংগতভাবে বিশেষ মনোযোগ দিয়েছেন।

ব্রুটেণ্টস লিখেছেন (এই সমস্যার উপর বিশেষ একটি অধ্যায়ে), "বিপ্লবী গণতন্ত্র হল কৃষক জনতার রাজনৈতিক-ভাবে জাগ্রত স্তর, সমাজতন্ত্র-বিরোধী এবং পুঁজিবাদ-বিরোধী সংগ্রামেও প্রতিশ্রুতিবদ্ধ শহরের পেটি বুর্জোয়া ও আমূল সংস্কারপন্থী জাতীয় বুদ্ধিজীবী।" তিনি বলেন যে এদের প্রতিশ্রুতি বিপ্লব গণতান্ত্রিক পার্টি, সংগঠন ও দলগুলির মধ্যে মূর্ত হয়ে ওঠে।

ঘটনার গতিই বিপ্লবী গণতন্ত্রীদের সেই সব সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য করে যা পেটি বুর্জোয়া সম্পর্কের সীমানা ছাড়িয়ে সমাজতন্ত্র অভিমুখে যাত্রা করে। তাদের মধ্যে অধিকতর প্রগতিশীল অংশ এই সমাজতন্ত্রমুখিনতাকে প্রকৃত ও সম্পূর্ণ জাতীয় মুক্তির ভিত্তি বলে মনে করে। ব্রুটেণ্টস এরকম গুরুত্বপূর্ণ উক্তিও করেছেন : "**জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের মধ্য দিয়ে,** কৃষক, আধা-প্রলেতারীয় ও পেটি বুর্জোয়া জনতাকে, এমনকি প্রলেতারিয়েতের যে সব অংশ এখনও শ্রেণী চেতনা অর্জন করে নাই সেই সব অংশকেও **পুঁজিবাদ-বিরোধী প্রক্রিয়ায় আনা সম্ভব** এবং বুদ্ধিজীবীদের দৃঢ় দেশপ্রেমিক অংশকেও সমাজতন্ত্রমুখিনতার দিকে জয় করে আনা যায়" (বড় হরফ আমার—ভি আর)।

কিন্তু অভ্যন্তরীণ ও বাইরের শ্রেণী শক্তিগুলি যারা বিপ্লবকে এর বুর্জোয়া বা বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক চৌহদ্দির মধ্যে ধরে রাখতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ তাদের সাথে সংগ্রামে এই প্রবণতা আত্মপ্রকাশ করে।

বিশ্ব সমাজতন্ত্রের সাথে শাসক বিপ্লব গণতন্ত্রের ঘনিষ্ঠ মৈত্রী, আন্তর্জাতিক শ্রমিকশ্রেণীর সাথে এর রাজনৈতিক ও মতাদর্শগত সৌহার্দ্য হল এই গ্যারাণ্টি যে পুঁজিবাদ-বিরোধী প্রবণতা ও সমাজতন্ত্রমুখিনতা হারিয়ে যাবে না। অবশ্য এটা ধরে নেওয়া উচিত নয় যে সমস্ত বৈদেশিক-অর্থনৈতিক সম্পর্ক সরাসরি ও সম্পূর্ণভাবে সমাজতান্ত্রিক বিশ্ব ব্যবস্থার উপর নির্ভর করে পুনর্গঠিত হবে। বেলিয়ায়েভ ও প্রাইমাকভ এটা প্রমাণ করার জন্য দৃষ্টান্ত দেন যে "পুঁজিবাদী বিশ্ব ব্যবস্থার অঙ্গ হয়েও সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির সাথে ব্যাপক ও বহু ধরনের সহযোগিতার ফলে সমাজতন্ত্রমুখিন দেশগুলি তাদের স্বাধীনতা বজায় রাখতে ও সুদৃঢ় করতে সক্ষম হয়।" এটাই কার্যত পুঁজিবাদী ব্যবস্থা থেকে তাদের বেরিয়ে আসার ভবিষ্যৎ উন্মুক্ত করে।

সদ্যস্বাধীন দেশগুলিতে কমিউনিস্ট পার্টিগুলি, বিশেষ করে তাদের প্রভাব বাড়ার ফলে এবং শাসক বিপ্লবী গণতান্ত্রিক পার্টিগুলির সাথে তাদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের ফলে এই সব প্রক্রিয়ায় এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে বাধ্য।(১)

এই সব সোভিয়েত বইতে এই রকম কয়েকটি সিদ্ধান্ত টানা হয়েছে। স্বাভাবিকভাবে, তাঁরা যে প্রশ্নগুলি আলোচনা করেছেন সেই সব প্রশ্নের অনেকগুলি সম্পর্কে পত্রিকার একটি সমীক্ষায় অলোচনা করা সম্ভব নয়। তাদের মধ্যে রয়েছে অনেক গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন যেমন মুক্তিপ্রাপ্ত দেশগুলি ও বিশ্ব সমাজতন্ত্রের মধ্যে সহযোগিতার ভূমিকা ও রূপ, নয়া-উপনিবেশবাদ, বিভিন্ন মতাদর্শগত ধারণা (জাতীয়তা-বাদ ও অ-মার্কসবাদী সমাজতান্ত্রিক তত্ত্ব এবং বিপ্লবী গণ-তন্ত্রীরা যে সব তত্ত্ব হাজির করছে সে সব তত্ত্ব), রাজনৈতিক ব্যবস্থাগুলির বিবর্তন, বিশেষ করে, সামরিক শাসনের বৈশিষ্ট্য ইত্যাদি। যাই হোক, এই সমীক্ষা হল জাতীয় মুক্তি বিপ্লবের বিকাশের সমস্যাগুলির প্রতি সোভিয়েত সমাজবিজ্ঞানের সৃজনশীল দৃষ্টিভঙ্গির সাক্ষ্য।

---

১ যাইহোক, জোর দেওয়া হয়েছে যে প্রলেতারিয়েতের প্রতিনিধিত্বকারী শক্তিগুলির হাতে ক্ষমতা থাকলে, জাতীয় মুক্তি বিপ্লব জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব হিসাবে বিকাশ লাভ করতে পারে এবং সরাসরি সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে এর বিবর্তন ঘটতে পারে, যেমন হয়েছিল ভিয়েতনামে ও কোরিয়াতে। প্রখ্যাত সোভিয়েত পণ্ডিত আর এ উলিয়ানোভস্কি লিখেছেন : "অ-ধনতান্ত্রিক পথ বাধ্যতামূলক নয়, এটা হল সমাজতন্ত্রে উত্তরণের জন্য কোনো নির্দিষ্ট পরিবেশে প্রয়োজনীয় অনেক সম্ভাব্য ও পরীক্ষিত পথের মধ্যে একটি পথ...।" (আর এ উলিয়ানোভস্কি Sotsializm i osvobodwshi-yesya strany সমাজতন্ত্র ও সদ্য স্বাধীন দেশ-সমূহ; নৌকা, মস্কো, ১৯৭২)।

১ ব্রুটেণ্টস বিস্তারিতভাবে এই ধরনের সহযোগিতার ভিত্তি সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। ১৯৭২ সালের নভেম্বর মাসে ডব্লিউ এম আর কর্তৃক সংগঠিত আন্তর্জাতিক তাত্ত্বিক সম্মেলনে তার প্রদত্ত প্রবন্ধও দেখুন। বেলিয়ায়েভ ও প্রাইমাকভও এই সমস্যা আলোচনা করেছেন।

নতুন বই

V. I. Lenin o vneshneekonomicheskikh svyazakh Sovetskogo gosudarstva (সোভিয়েত রাষ্ট্রের বৈদেশিক অর্থনৈতিক সম্পর্ক সম্বন্ধে ভি আই লেনিন)। এ আই মিকোয়ান-এর ভূমিকা সম্বলিত একটি দলিল-সংগ্রহ। মস্কো, পলিটিজদাৎ, ১৯৭৪; পৃঃ সংখ্যা ৩০৪।

অপর দেশের সঙ্গে অর্থনৈতিক সহযোগিতা সম্পর্কে লেনিনের নীতি, এবং অর্থনীতি ও রাজনীতিতে ঐক্যের বিষয়ে, জাতিসমূহের পারস্পরিক সম্পর্কের উপর তাঁর গবেষণা-মূলক প্রবন্ধসমূহের বিশদ ব্যাখ্যা করে ঘটনার ক্রমানুসারে নিবন্ধ সংগ্রহ।

এফ বাভলিসেক—**0 vedouci uloze strany** (পার্টির মুখ্য ভূমিকা সম্পর্কে), প্রাগ, সোবোদা, ১৯৭৪, পৃঃ ১১২।

পার্টি সম্বন্ধে লেনিনের মতবাদের মৌলিক শর্তগুলি এবং পার্টি সংগঠনে লেনিনীয় নীতিসমূহ কিভাবে আজ প্রয়োগ করা হচ্ছে, তা উপস্থাপনা।

ঘ ক্রেতুইউ, আই জাহিউ। **Principiile politicii economice a partidului comunist Roman** (রুমানিয়ার কমিউনিস্ট পার্টির অর্থনৈতিক নীতিসমূহের মূলতত্ত্ব)। বুখারেষ্ট, এডিতুরা পলিটিকা, ১৯৭৪।

সুসমঞ্জস-উন্নত সমাজতান্ত্রিক সমাজ গঠনের স্তরে এবং কমিউনিজমের দিকে ক্রম অগ্রসরমান রুমানিয়ার কমিউনিস্ট পার্টির অর্থনৈতিক নীতিসমূহের প্রধান দিকগুলির বিশ্লেষণ।

জি আই মোরোজোভ—**Mezdunarodniye organizatsii Nyekotoriye voprosy teorii** (আন্তর্জাতিক সংগঠনসমূহ, কয়েকটি তাত্ত্বিক প্রশ্ন) মস্কো, মিশল ১৯৭৪, পৃঃ ৩৩২।

বিশ্ব পরিস্থিতিতে আন্তর্জাতিক সংগঠনগুলির ভূমিকা এবং পরস্পর-বিরোধী দুই সমাজ ব্যবস্থায়, মতাদর্শগত এবং শ্রেণীসংগ্রামে তাদের স্থান সম্পর্কে একটি গবেষণা। লেখক জোর দিয়ে বলেছেন—এরূপ সংগঠনের কতকগুলির কার্যকলাপের মধ্যে সমাজতান্ত্রিক নীতিসমূহের ক্রমবর্ধমান প্রভাব হল—বর্তমান ঘটনাবলীর একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য। বইটি আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ইতিহাস ও তত্ত্বের উপর আধুনিক বুর্জোয়া মতবাদের প্রতিক্রিয়াশীল মর্ম উদ্ঘাটন করেছে।

এ মস্কুএরা, **Marxismo y maoismo. Problemas de la Lucha ideologica** (মার্কসবাদ ও মাওবাদ, তাত্ত্বিক সংগ্রামের সমস্যাবলী)। বোগোটা, এডিসিও সুরামেরিকা, ১৯৭৪, পৃঃ ৮৩।

কলম্বিয়ার কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য এই লেখক সন্দেহ ভঞ্জন করে দেখিয়েছেন যে চীনা নেতৃবৃন্দ মার্কসবাদ-লেনিনবাদের সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করে মার্কস, এঙ্গেলস এবং লেনিনের শিক্ষার পরিবর্তে মাওবাদকে স্থাপন করেছে। তিনি লিখেছেন মাওবাদী তত্ত্ব আগাগোড়া সোভিয়েত-বিরোধিতা, জাতীয়তাবাদের আতিশয্য এবং পাতি-বুর্জোয়া ভাবধারায় জর্জরিত। তিনি দেখিয়েছেন কি করে কলম্বিয়ায় মাওবাদের অনুগামীরা মাওবাদের সমস্ত ভুল ধারণাগুলিকে আঁকড়ে থেকে সেগুলিকে চূড়ান্ত পর্যায়ে নিয়ে গিয়েছে। মাওবাদীরা এখন ছোট ছোট গ্রুপে টুকরো টুকরো হয়েছে। মস্কুএরা জোর দিয়ে বলেছেন, সমস্ত মার্কসবাদ-বিরোধী স্রোতের বিরুদ্ধে, কমিউনিস্টরা ক্ষমাহীন সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে এবং যে সমস্ত মতবাদ শ্রমজীবী জনতাকে বিপথগামী করতে পারে তার প্রকৃত চরিত্র বুঝবার জন্য তাদের সাহায্য করছে।

এ রামিরেজ**El maoismo en Honduras** (হণ্ডুরাসে মাওবাদ) তেগুসিগালপা, এডিসিওনেস কম্পোল, ১৯৭৪, পৃঃ ১৪১।

হণ্ডুরাসের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির পলিটিক্যাল কমিটির সদস্য এই লেখক তাঁর দেশে মাওবাদী গ্রুপগুলির বিভেদমূলক কাজগুলির মুখোস খুলে দিয়েছেন। হণ্ডুরাসের বিপ্লবী আন্দোলন তাত্ত্বিকভাবে ও হাতেকলমে যে সমস্ত সমস্যার সম্মুখীন তাকে মার্কসবাদী দৃষ্টিভঙ্গিতে ব্যাখ্যা করা হয়েছে এই বইটিতে।

সি সেরডা ; চিলি : La traicion de los generales (চিলি : সেনানায়কের বিশ্বাসঘাতকতা) বোগোটা, এডিসিও সুরামেরিকা, ১৯৭৪, পৃঃ ১২০।

এই বিখ্যাত চিলীয় সাংবাদিক, যে অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলি ফ্যাশিস্ত একনায়কত্বকে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করেছে, তাকে উদ্ঘাটিত করেছেন। গত বছরের প্রথমদিকে প্রকাশিত বইটির প্রথম সংস্করণ কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই বিক্রি হয়ে যায়।

Sotsialisticheskiyat internationaliz'm v deislviye (সমাজতান্ত্রিক আন্তর্জাতিকতার প্রয়োগ) সোফিয়া/মস্কো, পার্টিজদাত, ১৯৭৪, পৃঃ ২৪৭।

বুলগেরিয়া-সোভিয়েত কর্তৃক যুক্তভাবে প্রকাশিত এই বইটিতে বুলগেরীয় ও সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির কাজকর্ম এবং বুলগেরীয় ও সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টিদ্বয়ের সহযোগিতাকে সমাজতান্ত্রিক আন্তর্জাতিকতা প্রয়োগের একটি আদর্শরূপে দেখানো হয়েছে। উভয় দেশের পণ্ডিতেরা দুই দেশের মধ্যে সম্পর্কের নজির টেনে দেখিয়েছেন, সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির অভূতপূর্ব শক্তিশালী ঐক্য, বিশ্ব-সমাজতন্ত্র বিকাশের একটি নিয়ম।

ই থ্যালম্যান, **Geschichte und Politik. Arlikel un Reden ১৯২৫ bis ১৯৩৩** (ইতিহাস ও রাজনীতি। প্রবন্ধ ও বক্তৃতাসমূহ, ১৯২৫—১৯৩৩)। ফ্রাঙ্কফুর্ট এ্যাম মেইন। ভেরলাগ মার্কসিস্ট ব্লাটার, ১৯৭৪, ২৩৮ পৃঃ।

ওয়েমার রিপাবলিকের আমলে শ্রমিকদের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্বার্থে এবং ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে কমিউনিস্টদের সংগ্রামের নীতি ও কৌশলের উপর প্রবন্ধ ও বক্তৃতা-সমূহ (এর মধ্যে কতকগুলি প্রথম প্রকাশিত)।

জেড ক্যাকাউস্কি, **Glowne pojecia materializmu historycznego** (ঐতিহাসিক বস্তুবাদের প্রধান সংজ্ঞা-সমূহ)। ওয়ারশ, ksiazka i wiedza, ১৯৭৪, ৬০৬ পৃঃ।

প্রকৃতি ও সমাজবিজ্ঞানের আধুনিকতম সাফল্যগুলির অবতারণা করে, বিখ্যাত এই পোলিশ দার্শনিক, ঐতিহাসিক বস্তুবাদের সেই সমস্ত সংজ্ঞা যেমন সমাজ, মানুষের শ্রমের হাতিয়ার, সম্পত্তি, সামাজিক চেতনা ইত্যাদি সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করেছেন।

ডব্লিউ এম আর প্রচারবর্ষ ১৯৭৪

ইরাক

ওয়ার্ল্ড মার্কসিস্ট রিভিউ (শান্তি ও সমাজতন্ত্রের সমস্যাবলী) ইরাকী কমিউনিস্ট, গণতান্ত্রিক ও যে সমস্ত লোক বিশ্ব বৈপ্লবিক প্রক্রিয়ায় জড়িত তাদের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ১৯৫৮ সালে প্রথম প্রকাশের পর থেকে, প্রথমে আইনীভাবে পরে গোপনে এটি ব্যাপকভাবে পঠিত হয়েছে। ইরাকের কমিউনিস্ট পার্টি এর বিষয়বস্তুকে অধ্যয়ন করাকে পার্টি শিক্ষার একটি প্রধান উপাদান বলে গণ্য করে থাকে। পার্টি নেতৃত্ব ডব্লিউ এম আর-এর বিষয়-গুলি ইরাকী কমিউনিস্ট পার্টির তাত্ত্বিক পত্রিকা **আল্ থাকাফা আল্ জাদিদাহ্** নতুন সংস্কৃতিতে বেশি করে প্রকাশ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এ ছাড়াও আমরা ইরাকে, গত কয়েক বছর ধরে আইনীভাবে এদেশে আসতে দেওয়া ডব্লিউ এম আর-এর লেবাননীয় সংস্করণ (আল ওয়াক্ত)-এর প্রচার সংখ্যা বাড়াচ্ছি।

১৯৭৪-এর ২৫ জানুয়ারিতে অনুষ্ঠিত ইরাকী কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির প্লেনারী মিটিং এক প্রস্তাবে পার্টি সংগঠনগুলিকে তত্ত্ব অনুশীলন ও পার্টির সাংগঠনিক কাজকর্মে পত্রিকাটি অবশ্য পাঠ্যরূপে ব্যবহার করার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন। পত্রিকাটির প্রচার বাড়াবার জন্য অভিযানের এক কর্মসূচী রয়েছে যাতে সমস্ত পার্টি সংগঠনগুলি অংশ গ্রহণ করবেন।

ডব্লিউ এম আর-এর প্রচার বর্ষ ও ইরাকী কমিউনিস্ট পার্টির ৪০তম বার্ষিকী এক সঙ্গে মিলেছে। পার্টির কাগজগুলি পার্টির গৌরবময় ইতিহাসের বিবরণের প্রাচুর্যে সমৃদ্ধ করা হয়েছে। মার্কসবাদী-লেনিনবাদী সাহিত্য ব্যাপক আকারে প্রকাশ ও বিলি করা হয়েছে।

নতুন বছর আমাদের কাছে আরও উন্নতির বছর হবে। জুলাই মাসে ইরাকী কমিউনিস্টরা এবং তাদের বন্ধুরা পার্টির প্রথম কেন্দ্রীয় মুখপত্র **কিফাহ্ আল সাহাব**-এর ৪০তম বার্ষিকী পালন করবেন। পার্টির প্রচারকার্যের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অগ্রাধিকার পাবে শ্রমিকদের ও ব্যাপক জনসাধারণের মধ্যে মার্কসবাদ-লেনিনবাদ বিস্তারে সহায়তা করা। পার্টি নেতৃত্ব পার্টির পত্রিকাসমূহের সম্পাদকদের পার্টি প্রকাশিত পুস্তকসমূহের চেহারা বিষয়বস্তু ও বিভিন্নমুখিনতাকে উন্নত করার নির্দেশ দিয়েছেন।

আমাদের পার্টি প্রকাশিত কাগজ ও বইগুলির আরেকটি লক্ষ্য হবে শুধু কমিউনিস্ট নয়, আরও বেশি পাঠকের কাছে পেঁাছানো। আমরা এর সুফল সম্পর্কে আস্থাবান। আমাদের কাগজ (আরবী দৈনিক তারিখ-আল-সাহাব এবং মাসিক আল থাকাফা আল জাদিদাহ্ এবং কুর্দীশ ভাষার সাপ্তাহিক বেরি লওই) প্রগতিশীল জাতীয় দেশপ্রেমিক ফ্রন্টের সংহতিকে বৃদ্ধি করে এবং ব্যাপক জনতার স্বার্থে বৈপ্লবিক অগ্রগতিকে উন্নতির দিকে নিয়ে যায়।

আব্দুল রেজ্জাক আল সাফি
ইরাকের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য,
তারিখ আল সাহাব-এর প্রধান সম্পাদক

অস্ট্রিয়া

অষ্ট্রিয়ার কমিউনিস্ট পার্টির পলিট ব্যুরো **ওয়ার্ল্ড মার্কসিস্ট রিভিউ**-এর ভূমিকা এবং দেশে এর প্রচারের ব্যাপার পর্যালোচনা করে একটি প্রাসঙ্গিক প্রস্তাব পাস করেছেন। আঞ্চলিক পার্টি কমিটিগুলির নিকট প্রেরিত এক বার্তায় সদস্য ও কর্মীদের তাদের রাজনীতি ও তত্ত্ব-মুখিন করতে পত্রিকাটির গুরুত্ব সম্পর্কে সুপারিশ করা হয়েছে। এই বার্তায় গ্রাহক বাড়াবার জন্যও আহ্বান দেওয়া হয়েছে। পার্টি কমিটিগুলিকে পত্রিকাটি কি করে সবচেয়ে ভালোভাবে ব্যবহার করা যায় এবং এর প্রচার সংখ্যা বাড়াবার পথ সম্পর্কে আলোচনা করতে ও সিদ্ধান্ত নিতে বলা হয়েছে।

এই বার্তায় বলা হয়েছে, পত্রিকাটির উন্নয়নের উদ্দেশ্যে, গ্লোবাস-ভারল্যাগ অ-কমিউনিস্ট সহ আগ্রহী ব্যক্তিদের নমুনা কপি পাঠাতে প্রস্তুত।

ই জেড এসসিএইচ

ইরান

শান্তি ও সমাজতন্ত্রের সমস্যাবলী পত্রিকার ফারসী ভাষার সংস্করণ **আন্তর্জাতিক সমস্যাবলী** গত ১২ বছর ধরে নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে। এর প্রচার বে-আইনী পার্টির পক্ষে একটি কঠিন কাজ। 'কমিউনিস্ট ভাবধারাকে' লড়বার অছিলায় দেশী প্রতিক্রিয়া এবং সাম্রাজ্যবাদ ইরানের পিপ্‌লস্ পার্টি (তুদে)-র বিরুদ্ধে ভীতি প্রয়োগ ও সমস্ত প্রগতিশীল ভাবধারাকে দমন করে থাকে।

কিন্তু বিপদকে অগ্রাহ্য করে আন্তর্জাতিক সমস্যাবলী পাঠকদের কাছে বিলি করার মতো কমিউনিস্ট, বিশেষ করে যুব-কমিউনিস্টদের, অভাব কখনও হয় নি। জনগণের মার্কসবাদী-লেনিনবাদী ভাবধারা সম্পর্কে বর্ধমান আগ্রহ এবং আন্তর্জাতিক ঘটনাবলী বুঝবার ইচ্ছার দরুন বার

বছরেরও অধিককাল ধরে পত্রিকাটির প্রচার সংখ্যা লক্ষণীয়-ভাবে বাড়ছে। বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলন, শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলন এবং জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম বৃদ্ধিরও এ ব্যাপারে অবদান রয়েছে। পার্টির অন্যান্য পত্র-পত্রিকায় এই পত্রিকার প্রতি সংখ্যার বিষয়বস্তু ঘোষণা করা এর প্রচার বৃদ্ধির সহায়ক হচ্ছে।

বে-আইনীভাবে প্রকাশিত পত্রিকাকে প্রকাশ করা এবং বিলি করা সময়সাপেক্ষ ব্যাপার। এই জন্যই পার্টি নেতৃত্ব ১৯৭৪ সালের জানুয়ারি থেকে আমাদের দেশের বিশেষ অবস্থায় **ডব্লিউ এম আর**-এর প্রাসঙ্গিক প্রবন্ধগুলি পৃথক মলাটে পুস্তিকা আকারে প্রকাশ করছে। এ পদ্ধতি কোনো বিশেষ বিষয়ের প্রতি পাঠকদের মনোযোগ আকর্ষণ করে, তাছাড়া অতিরিক্ত বিজ্ঞাপনের কাজও করে। যাঁরা এই পুস্তিকাগুলি পড়েন তাঁদের মধ্যে অনেক পত্রিকাটি পুরোপুরি পেতে চান।

পত্রিকাটির প্রচার বাড়ানো এবং সময়মতো প্রকাশ সুনিশ্চিত করার প্রশ্নটি ১৯৭৪ সালে একজিকিউটিভ ব্যুরোর দুটি বৈঠকে আলোচিত হয়েছিল। যুবকেরা বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের তত্ত্ব ও প্রয়োগ সম্বন্ধে আরও জানতে চান। পার্টিও তাদের যথাসাধ্য সাহায্য করছে। **শান্তি ও সমাজতন্ত্রের সমস্যাবলী** এই ব্যাপারে একটি অমূল্য উপাদান।

এইচ সফরি
একজিকিউটিভ ব্যুরোর বিকল্প সদস্য
ইরানের পিপ্‌লস্‌ (তুদে) পার্টি।

আর্জেন্টিনা

আর্জেন্টিনার কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির প্রোপাগান্ডা কমিশন সম্প্রতিকালে **শান্তি ও সমাজতন্ত্রের সমস্যাবলী**-র ভূমিকা ও তাৎপর্য সম্পর্কে একটি আলোচনা সংগঠিত করেছিল। প্রদেশ, জেলা এবং আবাসিক সংগঠন-গুলির প্রতিনিধিরা মার্কসবাদী-লেনিনবাদী সাহিত্যের বিক্রেতারা এবং আর্জেন্টিনার কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির পার্টি স্কুলের ছাত্ররা এতে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। সবাই স্বীকার করেছেন যে কাগজটির প্রচার বাড়ানো দরকার। একজন বালিকা কমিউনিস্ট এ বিষয়ে বলেছে যে এমন কি ল্যাগুনা ব্লাঙ্কা (বুয়েনাস এরারস্‌ থেকে ২,৩০০ কিলোমিটার দূরবর্তী একটি ছোট বসতি... সম্পাদক)-তেও এটি পঠিত হওয়া দরকার। মার ডেল প্লাটার প্রতিনিধি বলেন বড় বড় শিল্পোদ্যোগ, কৃষক সেনা বাহিনী, বুদ্ধিজীবী এবং ছাত্রদের মধ্যে আরও বেশি সংখ্যায় বিলি হওয়া দরকার। সাল্টা ফির প্রতিনিধি, পার্টি গ্রুপগুলি বি পোনোমারিয়েভ-এর "আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি এবং বিপ্লবী প্রক্রিয়া" প্রবন্ধটি কেমন আগ্রহ সহকারে পড়েছেন তা বর্ণনা করেন। আর ক্যাস্টিল্লোর "চিলির চিঠি"-র মতো এই প্রবন্ধটি বেশ খানিকটা আগ্রহের সৃষ্টি করেছিল। আর্জেন্টিনার কমিউনিস্ট পার্টি এইগুলি পৃথকভাবে পুস্তিকা আকারে কয়েক হাজার কপি প্রকাশ করেছে।

জে স্মিরগেল্ড
আর্জেন্টিনার কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য।

পেরু

পেরুর কমিউনিস্ট পার্টির উদ্যোগে লিমায় অনুষ্ঠিত **ডব্লিউ এম আর**-এর পাঠকদের সাম্প্রতিককালের এক সভা থেকে পত্রিকাটির বিষয়বস্তু পর্যালোচনা করে কিছু গঠন-মূলক পরামর্শ রাখা হয়েছে।

পাঠকরা এই বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন যে ১৯৬৮ সালের ৩ অক্টোবর-এর পর, যখন থেকে পেরুর সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী, বৃহৎ জমির মালিকদের বিরোধী এবং মেড়লতন্ত্র-বিরোধী প্রক্রিয়া চালু করা হয়েছে তখন থেকে পত্রিকাটির আদর্শগত ভূমিকা বহুল পরিমাণে বেড়েছে। পেরুর চলেছে পরিবর্তন। কাজেই রাষ্ট্রের ভূমিকা, সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী শক্তিগুলির ঐক্য, উন্নয়নশীল দেশগুলির অধনতান্ত্রিক পথ ইত্যাদির মতো আরও অনেক বিষয়ে পত্রিকাটির গবেষণা বিশেষ গুরুত্ব অর্জন করেছে। মিটিং এই মত পোষণ করে যে, পেরু এবং আরও কয়েকটি লাতিন আমেরিকান দেশে বিভিন্ন রাজনৈতিক শক্তির অংশগ্রহণের মধ্যে এই বিষয়-গুলির উপর বিশেষ সেমিনার, গোল টেবিল আলোচনা, এবং তাত্ত্বিক আলোচনার বিষয়বস্তু হওয়া দরকার।

জে ফিগুয়েরোয়া

পানামা

শান্তি ও সমাজতন্ত্রের সমস্যাবলীর একটি জাতীয় সংস্করণ গত জুন মাসে শুরু করা হয়েছে। এখন পানামানিয়ান সংস্করণের মাসিক প্রচার সংখ্যা ১০০০ কপি, যা কয়েক বছর আগে ছিল মাত্র ৭৫ কপি। এটা নিঃসন্দেহে বলা চলে যে এ বছর প্রত্যেকটি প্রদেশে এবং শ্রমিক, কৃষক ও মধ্যবর্তী স্তরের ব্যাপক জনতার মধ্যে পত্রিকাটি পেঁছাবে।

এল টমাস

* * *

প্রিয় বন্ধুগণ,

কমিউনিস্ট এবং শ্রমিকদের পার্টিগুলির বিশেষ সম্মেলন থেকে ১৯৭৪-কে **ডব্লিউ এম আর**-এর প্রচার-বর্ষরূপে যে আহ্বান দিয়েছিল তা শেষ হয়েছে। বিভিন্ন দেশের কমিউনিস্টরা ডব্লিউ এম আর-এর প্রচার গড়ে তুলবার জন্য কি করেছেন আগের সংখ্যাগুলিতে আমরা তার খবর দিয়েছি। আমরা নিশ্চিত যে এই মর্মে তাদের কাজ ১৯৭৫ সালেও চলবে এবং আমাদের কাগজের স্তম্ভে এ সম্পর্কে নিয়মিত জানাবেন।

সম্পাদকমণ্ডলী, সম্পাদকীয় পরিষদ এবং পত্রিকাটির আন্তর্জাতিক কর্মিগণ পত্রিকাটির বিষয়বস্তুকে এবং চেহারাকে আরও উন্নত করার জন্য আত্মনিবেদিত, এবং তাঁরা আমাদের পাঠকবর্গের ইচ্ছাকে পূরণ করার জন্য যথাশক্তি করবেন।

আমরা নতুন বছরে পাঠকদের চিঠির অপেক্ষায় রইলাম।

দিনপঞ্জী

পর্তুগালের কমিউনিস্ট পার্টির আমন্ত্রণে, বুলগেরিয়ার কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির বিকল্প সদস্য বিস্ত্রা আব্রামোভা, **ডব্লিউ এম আর**-এর গ্রীক কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিনিধি ভ্যাসিলিস ভেনেৎ সানো পাউলস, এবং সহকারী কার্যকরী সম্পাদক ভ্লাদিমির কালুদিনকে নিয়ে গঠিত, এই পত্রিকার এক প্রতিনিধি দল পর্তুগাল পরিদর্শন করে এসেছেন। দেশটি সফরকালে তাঁরা সেখানকার পার্টি সংগঠন, শ্রমিক, কৃষক, কৃষি-শ্রমিক, ডক-শ্রমিক, মৎস্যজীবী এবং বুদ্ধিজীবীদের সংস্পর্শে আসেন। কমিউনিস্ট ছাত্রদের ইউনিয়ন, ইন্টার সিণ্ডিক্যাল, ডেমোক্রাটিক মুভমেণ্ট পার্টি, সোশ্যালিস্ট পার্টি এবং ন্যাশন্যাল জার্নালিস্ট ইউনিয়নের সোসালিস্ট পার্টি এবং ন্যাশন্যাল জার্নালিস্ট ইউনিয়নের নেতাদের সঙ্গে তাঁদের সাক্ষাৎকার হয়েছে।

কমিউনিস্ট পার্টির সদর দপ্তরে এক সভায় কেন্দ্রীয় কমিটির রাজনৈতিক কমিশনের সদস্য সার্গিও ভিলারিগুয়েস পর্তুগালের গণতান্ত্রিকীকরণের প্রক্রিয়া এবং পার্টি যে কাজের সম্মুখীন তা বর্ণনা করেছেন।

আভান্তে !-র সম্পাদকীয় অফিসে প্রতিনিধি দল সংবর্ধিত হয়েছেন এবং এর পরিচালক এ্যাণ্টনিও ডায়াস লুরেন কো ও শান্তি ও সমাজতন্ত্রের পর্তুগীজ সংস্করণের কর্মীদের সঙ্গে মিলিত হন।

কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক আলভ্যারো কুনহল ও প্রজাতন্ত্রের প্রেসিডেণ্ট ফ্র্যান্সিসকো ডাঃ কোস্টা গোমেশ, প্রতিনিধি দলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন।

* * *

ডব্লিউ এম আর-এর সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য, জাইমী স্মিরগেল্ড এবং ডিপার্টমেণ্টের প্রধান ভ্লাদিশলাভ পোখভালিন সম্প্রতিকালে আর্জেণ্টিনা, পানামা-পেরু এবং ইকুয়েডর সফর করেছেন। সেখানে তাঁরা কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃবৃন্দ, সরকারী কর্মকর্তা এবং ট্রেড ইউনিয়ন নেতাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং পানামা ও পেরুর বিপ্লবের ষষ্ঠ বার্ষিকী উৎসবে যোগদান করেন।

লাতিন আমেরিকার কাঠামোত সংকটের নির্দিষ্ট রূপগুলির উপর আর্জেণ্টিনাতে একটি সেমিনার হয়েছে। আর্জেণ্টিনা ও পেরুর কমিউনিস্ট পার্টি আয়োজিত পাঠকদের সম্মেলনগুলিতে পত্রিকাটির বিষয়বস্তুকে উন্নত করা এবং প্রচার বাড়াবার জন্য তাদের পরামর্শ সম্পর্কে আলোচনা হয়েছে।

ইকুয়েডরে প্রতিনিধিদলের সঙ্গে প্রজাতন্ত্রের প্রেসিডেণ্ট জেনারেল গুইল্লেরমো রডরিগুয়েজলারা এক সাক্ষাৎকারে তাঁর বিপ্লবী জাতীয় সরকারের লক্ষ্য বর্ণনা করেন। পৃথিবীব্যাপী জাতীয় মুক্তি; সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রগতির সংগ্রামের বিভিন্ন রকমের ব্যাপক খবর পরিবেশনে ওয়ার্ল্ড মার্কসিস্ট রিভিউ-র ভূমিকা সম্পর্কে এবং কাগজটি সম্পর্কে তিনি যে উচ্চ ধারণা পোষণ করেন তা ব্যক্ত করেন।

* * *

ইরাকী কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির বিকল্প সদস্য আদেল হাবা, এই কাগজে হাঙ্গেরিয়ান সোশ্যালিস্ট ওয়ার্কার্স পার্টির প্রতিনিধি লাজলো নাগি এবং পত্রিকার শান্তি ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সমস্যাবলী সম্পর্কিত কমিশনের সম্পাদক ভিতালি পেত্রুশেঙ্কোকে নিয়ে গঠিত এই পত্রিকার এক প্রতিনিধি দল ইয়েমেনের জনগণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র পরিদর্শন করেছেন। সভাপতিমণ্ডলীর চেয়ারম্যান সালেম রোবাইয়া আলি তাঁদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। তাঁরা ন্যাশন্যাল ফ্রণ্টের সাধারণ সম্পাদক আব্দেল ফাতাহ্ ইসমাইল, পলিট ব্যুরোর সদস্য এবং সম্পাদকমণ্ডলীর চেয়ারম্যান আলি সালেহ্ ওবাদ এবং পলিট ব্যুরোর বিকল্প সদস্য এবং তৃতীয় প্রদেশের ন্যাশন্যাল ফ্রণ্ট সংগঠনের প্রধান গালিম সালেহ্-এর সঙ্গে দেখা করে দক্ষিণ ইয়েমেনে নতুন সমাজ গড়বার সমস্যাবলী সম্পর্কে তাঁদের বক্তব্য শোনেন।

ডব্লিউ এম আর প্রতিনিধি দল এ ছাড়া পপুলার ডেমক্রাটিক ইউনিয়ন এবং সংস্কৃতি ও পর্যটন দপ্তরের মন্ত্রী আব্দুল্লা বাদিব, পপুলার ভ্যানগার্ড পার্টির সাধারণ সম্পাদক এবং যোগাযোগ মন্ত্রী আনিস হাসান ইয়াহ্ইয়া, জেনারেল কনফেডারেশন অব লেবার-এর সভাপতি মাহ্দী আব্দুল্লা সাইদ এবং অন্যান্য রাজনৈতিক এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। ন্যাশন্যাল ফ্রণ্টের নেতৃবৃন্দ **ওয়ার্ল্ড মার্কসিস্ট রিভিউ** এবং জনগণের প্রজাতন্ত্রের রাজনৈতিক সংগঠনগুলির ঘনিষ্ঠতর সংযোগ স্থাপনের পরামর্শ দেন।

* * *

পোল্যাণ্ডের ইউনাইটেড ওয়ার্কার্স পার্টির কেন্দ্রীয় অডিট কমিশনের সদস্য তাদেউজ রেবিয়াক এবং কলম্বিয়ার কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য অ্যালভারো মস্ত্রুয়েরা-কে নিয়ে গঠিত এই পত্রিকার এক প্রতিনিধি দল রুমানিয়ার কমিউনিস্ট পার্টির একাদশ কংগ্রেসে যোগদান করেন।

* * *

উরুগুয়ের কমিউনিস্ট পার্টির কার্যনির্বাহক সদস্য এবং কেন্দ্রীয় কমিটির সম্পাদক হেনরিক রডরিগুয়েজ আমাদের সম্পাদকীয় অফিস পরিদর্শন করেন। তিনি গণতান্ত্রিক মুক্তি পুনঃ স্থাপনের জন্য একনায়কত্বের বিরুদ্ধে উরুগুয়ের কমিউনিস্টদের সংগ্রাম বর্ণনা করেন। উরুগুয়ের কমিউনিস্ট পার্টি এবং **ওয়ার্ল্ড মার্কসিস্ট রিভিউ**-র মধ্যে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতার বিষয়ে একমত হওয়া গেছে।

* * *

শান্তি স্বাধীনতা সমাজতন্ত্র

কমিউনিস্ট ও ওয়ার্কার্স পার্টির মাসিক পত্রিকাটি ২৬টি ভাষায় প্রকাশিত এবং ১৪৫টি দেশে প্রচারিত হয়। গ্রাহক হবার চাঁদা জাতীয় সংস্করণের ক্ষেত্রে নিচের ঠিকানায় পাঠাতে হবে।

ইংরেজী

সেনট্রাল বুকস্ লিমিটেড
৩৭, গ্রেস ইন রোড।
লণ্ডন, ডবলিউ সি আই একস্ এণ্ড পি, এস
ইংল্যাণ্ড।

প্রোগ্রেস বুকস্,
৪৮৭, এডেলাইডে স্ট্রীট, ওয়েস্ট,
টরন্টো, অন্টারিও,
এম ৫ ভি আই টি ৪, ক্যানাডা

প্রবেল্মস্ অব পীস এণ্ড সোশ্যালিজম্,
৫, রানী ঝান্সী রোড,
নতুন দিল্লী—৫৫, ভারত

আরবী

আল-ওয়াকট্ পি, ও, বি, ৬২৪৭
বেইরুট, লেবানন
দার হিলাল
১৬, মোহাম্মদ ইজ্ সাল-আরব স্ট্রীট
কাইরো, আরব রিপাবলিক অব ইজিপট্
এথ জাগাফা এল-জাদিণ্গা
(লো পৌভেললে কালচার)

রেভুই

মেনসুললে ডে কালচাররে জেনারেলে
আল-তারিরে, স্কোর, বাগদাদ, ইরাক

বাঙলা

মনীষা গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড,
৪/৩বি, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট,
কলিকাতা-১২, ভারত

হিন্দী

সি পি আই, বিহার রাজ্য পরিষদ
অজয়-ভবন
পাটনা—৪, ভারত

বুলগারিয়ান

"রুস্স্কি" ৬
"হেমাস" সোফিয়া, বুলগেরিয়া

চেক

আরটিয়া,
প্রাহা ২, নোভে মেসটো,
ভে স্মেককাচ ৩০, সি, এস, এস, আর

ডানিশ

ফোর লা গেট টিডেন,
ডাঃ টিভাইয়ারগাডে ৩
১৩০২ কোবেন হাভান্ কে,
ডেনমার্ক

ফিনিস

আই কাকাউসলেহটি কমিউনিস্টি,
কটকানকাটু ১১,
০০৫১০ হেলসিনকি ৫১, ফিনল্যাণ্ড

ফ্রেন্চ্

সোসাইটি, ডি' এডিসন্ এট ডি' ইনএরমেসন্
৯, বৌলেভারত্ ডেস্ ইটালিয়েনস্
প্যারিস্ (২)
লাইব্রেইরিই নৌভেল এস ফ্রণ্টিয়ারস্।
৯৬, আউয়েস্ট, রুয়ে শেরব্রুকে,
মন্ট্রাল, কুইবেক, ক্যানাডা।
লাইব্রেইরিই রুশো ৩৬
রুএ জে-জে রুশো
জেনেভে, সুইস্সে
লাইব্রেইরিই ডু মনডে,
এনটি ইয়ার ১৬২
রুয়ে ডু মিডি ব্রুকসেলেস্, বেলজিক্

জারমান

ডিইটস্চার বুচ-এক্সপোরট আন্ড-ইমপোরট্
জি, এম বি, এইচ,
৭০১ লাইপজিগ্, লেনিনস্টেসে-১৬, জি ডি আর
"গ্লোবাস"
ভাট্রিয়েব ওসল্যাণ্ডসচার জিইটস্ ক্রীট টেন,
১২০০ উয়েন, হোচস্টাডাপলাটজ্ ৩, অস্ট্রিয়া
জেনোসেন চাফট্ লিটেরেচার ট্রিয়েভ জুরিখ
জুরিখ ৪ ফেলডট স্ট্রীসে ৪৬, সুইজারল্যাণ্ড।
ব্রুকেন—ভার ল্যাজ জি, এম, বি, এইচ
লিটারেচার—ভারটিয়েব, এক্সপোর্ট-ইমপোর্ট,
৪০০০ ডাসেল ডরফ্
আকার স্ট্রাসে ৩, এফ আর জি

গ্রীক

থাকুরোভা ৩,১৬৬১৬
প্রাগ ৬, চেকোস্লোভাকিয়া

হাঙ্গারিয়ান

কুলটুরা,
কোনিভ-এস হিরল্যাপ কুলকারে সকেডেলমি
ভ্যালালাট
বুদাপেস্ট ১, এফ, ও ইউ, ৩২, হাঙ্গেরি

ইতালিয়ান

লাইব্রেরিয়া রিনাসসিটা,
ভায়া ডেলে চোটেত্থে,
ওসকিউরে ৪, রোমা, ইতালি

জাপানী

নাউকা লিমিটেড ২
কানাডা—জিনবোচো ২—বোমে
বিওডা—কু
টোকয়ো, জাপান

মঙ্গোলিয়ান

উলান-বাটর, সুখেবাটারিন টলবয় ২
মঙ্গল আরডাইন খুসগলট ন্যাময়্যান টভ
ন্যাময়্যান খরো
"এনখ টাজভান, সোসিয়ালিজমিন এ্যাসুডাল"
সেটগুলিয়্যান মঙ্গল খেভলেলিজন গাজার

নরওয়েজিয়ান

বকস ৩৭১৫
ওসল ১, নরওয়ে

পারসিয়ান

পি বি ৪৯০৩৪
১০০২৮ স্টকহলম ৪৯, সুইডেন

পোলিশ

আর এস ডব্লিউ
"প্রাসা-কিস-আজকা—রুচ" বি, কে, ডব্লিউ, জেড,
ওয়ারশজায়া উল, ওরোনিয়া ২৩, পোল্যান্ড

রুমানিয়া

আই, সি, ই, "লিবরি",
ক্যালিএ ভিক্টোরিএই—১২৬
বুকোরেস্টি, রুমানিয়া

রাশিয়ান

মেজডুনারোডনাআ নিনা
মস্কো জি-২০০, ইউ এস এস আর

স্প্যানিস

এ্যাডিসিওনেস প্যাজি সোসিয়ালিসমো, এ পি টি
ন্যাসিওনাল ১২৫৩, বগতা, কলমবিয়া,
এ্যাডিসিওনেস ডে কালটুরা পপুলার
সান জুয়ান ডে লেট্রান, ৩৭-৪ পিসো
মেক্সিকো-১, ডি, এফ ঃ

ইডিওলজিয়া ওয়াই পলিটিকা, জে আর মক্যুইগুয়
৭১৮—২০৩, লিমা, পেরু

ইডিফিসিও ক্যানটাকলারো
এসক্যুইনা সান পেডরো,
প্যারোকুইয়া সান জুয়ান, ক্যারাকাস,
ভেনেজুয়েলা

লাইব্রেরিয়া ইণ্টারন্যাশনাল, এ্যাপডো ৭৫৮
স্যান জোস, কোসটারিকা

এ্যাডিটোরিয়াল "এ্যানটিও"
ব্যুএনস এয়ারেস, আরজেনটিনা
রেভিসটা ইণ্টারন্যাসিওনাল
কললে ৪৬, এসটে, নং ১৬
পানামা, রেপ ডে পানামা
এজেনসিয়া ডে ডিস্ট্রিবিউসন ডে প্রেনসা,
১৬৬১৬ প্রাহা ৬, থাকুরোভা ৩, সি এস এস আর

সুইডিস

ফরল্যাগস্যকটিয়ে বোলাগেট
ইণ্টারন্যাশনাল রেভি,
ফ্যাক, ১২২০৬ এ্যানক্যাডে ৬, স্টকহলম
সুইডেন

ভিয়েটনামিস

এস "ও" জুয়াট ন্যাপ থাউ স্যাচ বাও ৩২
হাউ বা ট্রুনগ, হ্যা-নয়, ভিয়েত-নাম

পত্রিকাটির বিষয়ে সমস্ত অনুসন্ধান পাঠাতে হবে শান্তি স্বাধীনতা সমাজতন্ত্রের প্রকাশকের কাছে, ১৬৬১৬, থাকুরোভা ৩, প্রাগ ৬, চেকোস্লোভাকিয়া।

লেনিনবাদ···বিপ্লবের বিজ্ঞান

লেনিনের মৌলিক রচনাবলীর বর্তমান প্রাসঙ্গিকতা সম্পর্কে আন্তর্জাতিক গবেষকমণ্ডলীর গবেষণা

শান্তি ও সমাজতন্ত্র

আন্তর্জাতিক প্রকাশন

প্রাগ, ১৯৭৪

আমাদের যুগে লেনিনের মৌলিক রচনাবলীর গুরুত্ব তুলে ধরার জন্য ওয়ার্ল্ড মার্কসিস্ট রিভিয়ু এক পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। এই পরিকল্পনায় অংশগ্রহণ করেছেন বিশটি দেশের মার্কসবাদী পণ্ডিতগণ।

রুশ, ইংরাজী ও জার্মান ভাষায় পাওয়া যাচ্ছে।

মার্কসবাদ-লেনিনবাদ ও আমাদের যুগ

খণ্ড ১

শান্তি ও সমাজতন্ত্র

আন্তর্জাতিক প্রকাশন

প্রাগ ১৯৭৪, ১০৪ পৃষ্ঠা।

সাময়িক আন্তর্জাতিক সমস্যাবলীর উপর ভ্রাতৃপ্রতিম পার্টিগুলির নেতৃবৃন্দের ও মার্কসবাদী পণ্ডিতদের যে সব প্রবন্ধ ওয়ার্ল্ড মার্কসিস্ট রিভিয়ু-তে বেরিয়েছে সেইসব প্রবন্ধ নিয়ে পকেট সাইজ নতুন কয়েকটি খণ্ড ধারাবাহিকভাবে বার হচ্ছে। এই বইটি তারই প্রথম খণ্ড। এই বইতে রয়েছে আমাদের যুগে দ্বন্দ্বগুলির চরিত্র সম্পর্কে মার্কসবাদী-লেনিনবাদী বিশ্লেষণ, সাম্রাজ্যবাদী প্রতিদ্বন্দ্বিতার তীব্রতা বৃদ্ধি, ঠাণ্ডা যুদ্ধ সম্পর্কিত দর্শনের দেউলিয়াপনা, সমাজতান্ত্রিক দেশসমূহের শান্তি অভিযানের মৌলিক দিক।

রুশ, ইংরাজী, জার্মান, ফরাসী ও স্পেনীয় ভাষায় পাওয়া যাচ্ছে।

প্রকাশকেরা এই সব বই সম্পর্কে আপনাদের মতামতকে স্বাগত জানাচ্ছে। আপনাদের মতামত নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠিয়ে দেবেন ঃ

শান্তি ও সমাজতন্ত্র

আন্তর্জাতিক প্রকাশন
থাকুরোভা—৩
১৬৬১৬ প্রাগ ৬
চেকোশ্লাভাকিয়া।

শান্তি স্বাধীনতা সমাজতন্ত্র

মার্চ
১৯৭৫

শান্তি স্বাধীনতা সমাজতন্ত্র | দুনিয়ার মজদুর, এক হও

বর্ষ ৩ | মার্চ ১৯৭৫ | সংখ্যা ৩

সূচীপত্র

জার্মান ফ্যাসিবাদের পরাজয়ের ত্রিংশতম বার্ষিকী

মার্শাল আন্দ্রে গ্রেচকো	:	মহান বিজয় ও তার শিক্ষা	৩
পল্ লরেঁত	:	এক উজ্জ্বল ভবিষ্যতের সূচনা	১০
এরউইন শার্ফ	:	সংগ্রামে ফলপ্রসূ সমর্থন	১২
বাকের ইব্রাহিম	:	সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে এক শক্তিশালী দুর্গ	১৩

রাজনৈতিক দৃশ্যপট

আলভারো কুনহাল	:	পর্তুগালের নতুন পথ	১৪
এর্জিকিয়াস পাপাইওয়ানৌ	:	এক সার্বভৌম ও সংযুক্ত সাইপ্রাসের স্বার্থে	১৭
মাইকেল সাবলচিন	:	সমাজতন্ত্রে দাম নীতি	২২
অ্যালেনস মারে	:	স্কটল্যান্ড ও বৃটেনে জাতি সমস্যা	২৭
বিস্ত্রা আব্রামোভা	:		
ভ্যাসিলি ভেনেটসানোপৌলস	:	এগিয়ে চল, কমরেড, এগিয়ে চল!	
ভ্লাদিমির কদ্বলিন	:	(পর্তুগাল সম্পর্কে যৌথ বিবরণী)	৩২
জ্যান প্রাজস্কি	:	বর্তমানের সংকট ও যুদ্ধের সমস্যা	৪৮

তত্ত্ব

কুট হেগার	:	মার্কসের তত্ত্বগত ভবিষ্যদ্বাণী এবং আমাদের কাল	৫১
	:	সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের বর্তমান সমস্যা ও তার পরিপ্রেক্ষিতে (আন্তর্জাতিক তাত্ত্বিক সম্মেলন)	৫৬
ফেরেনস কোজমা	:	পুঁজিতন্ত্র : অপচয়ের অর্থনীতি	৬৭

পার্টি

	:	সংসদে এবং সংসদের বাইরে (গোল টেবিল বৈঠক)	৭২
	:	সংক্ষিপ্ত সংবাদ	৭৭
লিনা সিওবাণ্ড	:	জনজীবনে নারীর স্থান	৭৯

বই : সংবাদপত্র

জে বারেস্কি	:	মেহনতি মানুষ—পোল্যান্ডের সাংবাদিকতার মুখ্য চরিত্র	৮৩
পুস্তক সমালোচনা	:	প্রকাশকের সঙ্গে সাক্ষাতকার, পার্টি পত্রিকা	৮৬
	:	গ্রীক রাজনৈতিক পোস্টার	৯৩
	:	দিনপঞ্জী	৯৬

CENTRAL LIBRARY CALCUTTA

সম্পাদক ঃ জ্যোতি দাশগুপ্ত

সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ
৪/৩এ, ওরিয়েন্ট রো,
কলিকাতা-১৭

প্রাপ্তিস্থান ঃ
মনীষা গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড
৪/৩বি, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট,
কলিকাতা—১২

দাম ঃ এক টাকা পঞ্চাশ পয়সা

২০৮, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২ থেকে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পরিষদের পক্ষে
অজয় দাশগুপ্ত কর্তৃক প্রকাশিত ও কালান্তর প্রেস, ৩০/৬ ঝাউতলা রোড, কলিকাতা-১৭ থেকে
অনিল ভঞ্জ কর্তৃক মুদ্রিত

জার্মান ফ্যাসিবাদের পরাজয়ের ত্রিংশতম বার্ষিকী

মহান বিজয় ও তার শিক্ষা

মার্শাল আন্দ্রে গ্রেচকো
সি পি এস ইউ কেন্দ্রীয় কমিটির পলিটব্যুরোর সদস্য ও
ইউ এস এস আর-এর প্রতিরক্ষামন্ত্রী

ইয়োরোপে ১৯৪৫ সালের বসন্তকালে ফ্যাসিবাদী জার্মানির সর্বনাশা উৎসাদনের মধ্যে দিয়ে দ্বিতীয় বিশ্ব-যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটে। এই ঘটনার প্রধান মর্মবস্তু হল সোভিয়েত জনগণের মহান দেশপ্রেমিক যুদ্ধ। এই যুদ্ধে সোভিয়েত জনগণ হিটলারের যুদ্ধ-যন্ত্রকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেশকে শত্রুমুক্ত করে এবং মহাদেশের জনসাধারণকে ফ্যাসি-বাদী দাসত্ব থেকে মুক্ত করার ক্ষেত্রে তাদের চূড়ান্ত ভূমিকা পালন করে।

সোভিয়েত জনগণের এই বিজয় বিভিন্ন ধারায় পরবর্তী বিশ্ব-ইতিহাসকে পূর্বাহ্নেই নির্ধারণ করেছে। কালস্রোতে যা বিবর্ণ হয় না, এ হচ্ছে সেই রকম একটা ঘটনা। ফ্যাসি-বাদের বিরুদ্ধে প্রলয়ংকর সংগ্রামে যাঁরা তাদের শক্তিমত্তা ও জীবন বিসর্জনেও বিরত হন নি, আজ তিরিশ বছর পরে বিশ্বের সকল সৎ মানুষ তাঁদের স্মৃতিতে শ্রদ্ধাবনত। সেই যুদ্ধের পরিণতি ও শিক্ষা চিরদিনের মতোই এখনও প্রাসঙ্গিক রয়েছে।

এক

আমাদের দেশ যত যুদ্ধে নিয়োজিত হয়েছে তার মধ্যে মহান দেশপ্রেমিক যুদ্ধ হল সবচাইতে কঠোর ও রক্তাক্ত। নাৎসী নেতৃত্ব সোভিয়েত ব্যবস্থাকে ধ্বংস করতে চেয়েছিল, চেয়েছিল সোভিয়েত ইউনিয়নের জনগণকে নিশ্চিহ্ন করতে এবং দেশটির ভূখণ্ড ও জাতীয় সম্পদ তাদের দখলে আনতে। এই ভাবেই তারা জার্মান ফ্যাসিবাদের বিশ্ব-প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠার পথ সুগম করে তুলতে চেয়েছিল।

সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে আগ্রাসী পরিকল্পনা রচনায় হিটলারবাদ নিঃসঙ্গ ছিল না। বিশ্বের প্রথম সমাজ-তান্ত্রিক রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে সংগ্রামে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিপুঞ্জের শাসকচক্র জার্মান ফ্যাসিবাদকে তাদের শ্রেণীগত মিত্র বলেই বিবেচনা করত।

সেই তিরিশের যুগে পুঁজিবাদী দুনিয়ার আন্তর্জাতিক সম্পর্ক যতই জটিল ও পরস্পর বিরোধী হোক না কেন, জার্মান ফ্যাসিবাদী সেনাবাহিনী গড়ে তুলতে এবং ইউ এস এস আর-এর বিরুদ্ধে আগ্রাসন-প্রস্তুতিতে অন্যান্য সাম্রাজ্য-বাদী শক্তিগুলো প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যে অংশ নেয় তাতে কোনো সন্দেহ নেই। ১৯২৪ থেকে ১৯৩০ সালের মধ্যে জার্মানি ত্রিশ হাজার মিলিয়ন মার্ক-এর বেশি বিদেশী ঋণ পায়। ৪০-এর দশকের গোড়ার দিকে নাৎসীদের যে অপরি-মেয় সামরিক শক্তি গড়ে উঠে তা কখনই সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্র-গুলোর আর্থিক কারিগরি সহায়তা এবং হিটলার-বাদকে তোষামোদ করার নীতি ব্যতীত সম্ভব ছিল না। বিশ্ব জনগণের বিরুদ্ধে এটাই হলো সাম্রাজ্যবাদের সর্বাধিক জাজ্বল্যমান অপরাধ।

যুদ্ধের প্রারম্ভে আন্তর্জাতিক আর্থনীতিক ও রাজ-নৈতিক প্রক্রিয়াসমূহের একত্র সমাবেশের মধ্যে দিয়ে এটা প্রকট হয়ে ওঠে যে সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থা অনিবার্যভাবেই আগ্রাসন ও বিশ্বব্যাপী যুদ্ধাগ্নির সৃষ্টি করে।

সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টি ও সোভিয়েত সরকার যুদ্ধ এড়াবার জন্যে সাধ্যমতো সব কিছুই করে। প্রত্যাসন্ন আক্রমণের বিরুদ্ধে যৌথ প্রতিরোধ গড়ে তোলার কথা সেই প্রথম উত্থাপন করে এবং আন্তর্জাতিক প্রয়াসের সংহতিসাধন ও ফ্যাসিবাদী সামরিক পরিকল্পনা ব্যর্থ করার জন্যে অনেকগুলো প্রস্তাব পেশ করে।

কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন, ফ্রান্স ও অন্যান্য পুঁজিবাদী দেশগুলোর শাসকচক্র শান্তি ও নিরাপত্তার জন্যে ইউ এস এস আর-এর সঙ্গে সহযোগিতা করতে ইচ্ছুক ছিল না। তারা ফ্যাসিবাদের চেয়ে সমাজতন্ত্রকে, হিটলারের জার্মানির চেয়ে সোভিয়েত ইউনিয়নকে তাদের মূল শত্রু বলে মনে করত। এমন কি যখন তাদের প্রত্যাশার বিপরীত ঘটনা ঘটল, দুটো পুঁজিবাদী মোর্চার মধ্যে সংঘর্ষের আকারে যুদ্ধ সুরু হলো, তখনও তারা হিটলারকে সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে ঘুরিয়ে দেবার জন্যে চেষ্টা করে যাচ্ছিল। তাদের আশা ছিল, এইভাবে তারা জার্মানি ও ইউ এস এস আর উভয়কেই দুর্বল করে ফেলতে পারবে এবং তাদের নিজেদের অবস্থানকে প্রসারিত ও সংহত করে তুলতে পারবে।

প্রথম ফ্যাসিস্ত আগ্রাসনের শিকার পুঁজিবাদী রাষ্ট্র-গুলি এই আক্রমণের বিরুদ্ধে উপযুক্ত প্রতিরোধ গড়ে তুলতে ব্যর্থ হয়। যুদ্ধের এক বছরেরও কম সময়ের মধ্যে বুর্জোয়া সরকারগুলির পরাজিত মনোভাবের সুযোগ নিয়ে হিটলার-পন্থীরা বহু পশ্চিম ইয়োরোপীয় সৈন্যবাহিনীকে একের পর এক পরাজিত করে ইয়োরোপের বিরাট অংশ দখল করে। তাদের অপেক্ষাকৃত দ্রুত ও অনায়াস বিজয় সোভিয়েত ইউ-নিয়নের বিরুদ্ধে নাৎসীদের যুদ্ধ-প্রস্তুতি ও যুদ্ধ সুরু করাকে সহজতর কোরে ত্বরান্বিত করে। ইয়োরোপীয় দেশ-গুলো দখল করার পর হিটলার-পন্থীরা ঐ দেশগুলোর অর্থনৈতিক ক্ষেত্রের পরিচালনভার হাতে নেয়।

সোভিয়েত ক্ষমতার গোড়াপত্তন থেকেই আমাদের পার্টি জানত যে, সাম্রাজ্যবাদী শত্রু পরিবেষ্টিত সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রটি সতত এক সশস্ত্র আক্রমণের বিপদজনক পরিস্থিতির মধ্যে রয়েছে। পার্টি লেনিনের এই কথাগুলো জনগণকে স্মরণ করিয়ে দিত, "আমাদের নীতির প্রথম অনুশাসন, প্রথম শিক্ষা···যা কিনা সকল শ্রমিক ও কৃষককে আয়ত্তে রাখতে হবে তা হল সতর্ক থাকা, এটা মনে রাখা যে, আমরা এমন সব মানুষ, শ্রেণী ও সরকারের দ্বারা পরিবেষ্টিত, যারা আমাদের বিরুদ্ধে তাদের চূড়ান্ত ঘৃণা খোলাখুলিভাবে প্রকাশ করে।" (রচনা সংকলন, ৩৩তম খণ্ড, ১৪৮ পৃঃ) সম্ভাব্য আক্রমণকে প্রতিহত করার জন্যে পার্টি ও সরকারের প্রযুক্তিগত, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, নৈতিক ও সামরিক ক্ষমতা গড়ে তোলার অক্লান্ত প্রয়াসের পেছনে ওটাই হল প্রেরণা।

সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতিরক্ষা ক্ষমতা শুধুমাত্র সমাজতান্ত্রিক গঠনকার্যের সাধারণ সাফল্যের ভিত্তিতেই উপযুক্তভাবে বৃদ্ধি করা যেত। যেমন একটা পরিষ্কার উদাহরণ দিয়ে বলা যায়, প্রতিরক্ষা শিল্পের দ্রুত অগ্রগতি এবং নতুন অস্ত্রশস্ত্রের বিকাশ শুধুমাত্র সমাজতান্ত্রিক শিল্পায়নের সাফল্যের উপর দাঁড়িয়েই সম্ভব। কৃষির যৌথ রূপান্তর ও দেশের প্রতিরক্ষা শিল্পকে শক্তিশালী করার পক্ষে সহায়ক হয়েছিল। শোষক শ্রেণীগুলোর সম্পূর্ণ অবলুপ্তি, সাংস্কৃতিক বিপ্লব, আমাদের বহুজাতিক দেশের জনগণের মধ্যে ক্রমবর্ধমান সৌহার্দ্য এবং সোভিয়েত জনগণের রাজনৈতিক ও নৈতিক ঐক্যের সুদৃঢ় বন্ধন সমাজতান্ত্রিক সেনাবাহিনীর সৈন্য ও অফিসারদের সুনিশ্চিতভাবে প্রশিক্ষিত করে তুলতে মূলগতভাবে সাহায্য করেছেন। যার ফলে ঐ দেশপ্রেমিক ও আন্তর্জাতিকতাবাদীরা বিপ্লব ও সমাজতন্ত্রের সাফল্যের জন্যে তাদের জীবন বিসর্জন দিতে প্রস্তুত ছিল। ইউ এস এস আর-এ সমাজতন্ত্রের বিজয়ের ফলে আমরা সেনাবাহিনীকে সর্বাধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত করে তুলতে তাদের মৌলিক প্রযুক্তিগত পুনর্গঠন সুরু করতে পেরেছিলাম। এই প্রয়াসের অন্যতম মূল কাজ ছিল দক্ষ সেনা ও নৌ বাহিনীর কমান্ডার এবং রাজনৈতিক ও কারিগরী কর্মীদের প্রশিক্ষণ দেওয়া। তা ছাড়াও সোভিয়েত সৈন্য ও অফিসারদের লড়াইয়ের ক্ষমতা, রাজনৈতিক চেতনা ও আত্মবিশ্বাসকে উন্নত করে তুলতে হয়েছিল।

দেশের প্রতিরক্ষা কর্মসূচীর সঙ্গে তাল মিলিয়ে সোভিয়েত জনগণ বৈষয়িক অভাবকে মেনে নেয় এবং কঠোর পরিশ্রমে নিয়োজিত হয়। পরিস্থিতি সম্পর্কে পার্টির মূল্যায়ন ছিল নিম্নরূপ: "দেশ দুটি বিকল্পের সম্মুখীন। হয় তাকে সচেতনভাবে জীবনযাত্রার মান নিচু রাখতে হবে এবং সম্ভাব্য সংক্ষিপ্ততম সময়ের মধ্যে বীরত্বপূর্ণ প্রয়াসের দ্বারা শক্তিশালী অর্থনীতি গড়ে তুলতে হবে ও আমাদের প্রতিরক্ষা শক্তিকে জোরালো করতে হবে অথবা প্রতিক্রিয়ার যূথবদ্ধ শক্তির দ্বারা বিচূর্ণ হতে হবে"(১) সোভিয়েত জনগণ পার্টির নীতি সমর্থন করে এবং কঠিন কিন্তু সঠিক পথ মেনে নেয়।

স্বভাবতই সোভিয়েত সশস্ত্র বাহিনীর পুনর্গঠন ও আধুনিকীকরণের জন্য সময়ের প্রয়োজন ছিল। তার অর্থ হল, যে যুদ্ধ ক্রমেই সুস্পষ্টভাবে অনিবার্য হয়ে উঠছিল, তাকে যতটা সম্ভব বিলম্বিত করা। আমরা এই সমস্যার সম্মুখীন হলাম যখন হিটলারের জার্মানি ইতিমধ্যেই ইয়োরোপে তার সামরিক অভিযান সুরু করেছে, আবার অন্যদিকে পশ্চিমী রাষ্ট্রগুলি ক্রমাগত তাদের সোভিয়েত-বিরোধী নীতি চালিয়ে যাচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে জার্মানির সঙ্গে অনাক্রমণ চুক্তি সম্পাদন করা ছাড়া সোভিয়েত ইউনিয়নের গত্যন্তর ছিল না। এর ফলে আমাদের প্রতিরক্ষাকে আরও শক্তিশালী করে তুলতে প্রায় দু-বছর সময় পেয়েছিলাম।

সুতরাং নিঃসন্দেহে একথা বলা যায়, আমাদের দেশের প্রাক-যুদ্ধকালীন সমাজতান্ত্রিক সাফল্য, আমাদের প্রতিরক্ষাকে শক্তিশালী করে তোলার জন্যে পার্টির পদ্ধতি, নীতিনিষ্ঠ লেনিনবাদী বৈদেশিক নীতি এবং সুদক্ষ সোভিয়েত কূটনীতি ১৯৪৫ সালের মহান বিজয়ের নির্ভরযোগ্য পাদপীঠ রচনা করে।

দুই

সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে সংগ্রামে হিটলারের রণকুশলীরা প্রধান গুরুত্ব দেয় বিশাল ট্যাংকবাহিনী, পদাতিকবাহিনী ও যুদ্ধ-বিমান বহরের প্রথম আঘাত করার বিধ্বংসী ক্ষমতার উপর এবং দেশের গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রস্থলে আকস্মিকভাবে দ্রুত আঘাত হানার উপর। ১৯৪১ সালের ২২ জুন ৫৫ লক্ষ সৈন্যের এক বাহিনী আমাদের বিরুদ্ধে নিয়োজিত হয়। তাদের সহায়ক শক্তি হিসেবে ছিল ৪ হাজার ৩০০ ট্যাংক ও স্বয়ংক্রিয় বন্দুক, প্রায় পাঁচ হাজার যুদ্ধ-বিমান এবং প্রায় ৪৮ হাজারের মতো বন্দুক ও মর্টার। এই বিশ্বাসঘাতক আক্রমণ আকস্মিকভাবে পরিচালিত হওয়ায় কিছুটা সুবিধা পায়। এতাবৎকাল পুঁজিবাদী সমাজের সৃষ্ট যুদ্ধযন্ত্রের মধ্যে সর্বাধিক শক্তিশালী যুদ্ধযন্ত্র পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে সুচিন্তিত এক প্রস্তুতির মধ্যে দিয়ে এই আক্রমণে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

বাল্টিক থেকে সুরু করে কৃষ্ণ সাগর পর্যন্ত বিস্তৃত সীমান্তে এই আঘাত ও পরবর্তীকালের অভিযানে শুধু ফ্যাসিবাদী রাইখ ও তার মিত্রদের সমগ্র শক্তি জড়িত ছিল না—দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পূর্ব অভিজ্ঞতা, সুনির্বাচিত, উপযুক্তভাবে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সৈন্য ও অফিসারদের সামরিক জ্ঞানকেও এই যুদ্ধে প্রয়োগ করা হয়।

যুদ্ধের সূচনাপর্ব সোভিয়েত ইউনিয়নের নিকট ছিল একান্তই প্রতিকূল। সেনাবাহিনী ও নৌ-বাহিনীকে পুনরাস্ত্র সজ্জিত করে তোলার অত্যন্ত জটিল কাজের পক্ষে সময় ছিল খুবই কম। তখনও আপ্রাণ প্রয়াস সত্ত্বেও আক্রমণ প্রতিহত করার জন্যে তৎক্ষণাৎ বিধ্বংসী প্রত্যাঘাত করার মতন যথেষ্ট প্রস্তুতি দেশে হয় নি। তাছাড়া বিপুলভাবে অস্ত্র সজ্জিত এক হিংস্র শত্রুর বিরুদ্ধে সোভিয়েত সশস্ত্র বাহিনীর আধুনিক যুদ্ধ পরিচালনা করার উপযোগী অভিজ্ঞতারও অভাব ছিল।

সোভিয়েত জনগণ কখনও ১৯৪১ সালের সেই শৌর্যময় বিয়োগান্তক গ্রীষ্ম ও শরৎকালকে ভুলবে না। এই সময়েই তাদের শান্তিপূর্ণ গঠনকার্যের যন্ত্রপাতি পরিত্যাগ করে শত্রুর বিরুদ্ধে লড়তে যেতে হয়। এই লড়াই শুধু তাদের শ্রমের সাফল্য, শুধু তাদের স্বাধীনতা রক্ষার জন্যেই নয়, তাদের অস্তিত্বকে রক্ষার জন্যেও বটে। আকস্মিক আঘাত ও

---

১ "মহান অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পঞ্চাশ বছর।" সি পি এস ইউ-এর থিসিস। মস্কো, ১৯৬৭, রুশ ভাষায়।

প্রথম দিকের বিপর্যয় সত্ত্বেও সোভিয়েত জনগণ ও তাদের সেনাবাহিনী প্রাথমিক জোরালো আঘাত সহ্য করতে পেরেছিল।

নাৎসী রণকুশলীদের ধারণা ছিল প্রাথমিক শক্তিশালী আঘাতেই তারা যুদ্ধে জিতবে। উন্নততর শত্রুসৈন্যের নিকট পশ্চাদপসরণ করে সোভিয়েত সেনাবাহিনী সূচ্যগ্র পরিমাণ ভূমির জন্যে দুর্ধর্ষ সংগ্রাম করেছিল। প্রতিটি অগ্রগতির জন্যে জার্মান ফ্যাসিবাদী যুদ্ধযন্ত্রকে গুরুতর মূল্য দিতে হয়েছিল। যার ফলে জার্মানির শক্তি হ্রাস পেতে থাকে এবং পরিণামে পরাজিত হয়। তাৎপর্য ও আয়তনের দিক থেকে এই পরাজয় ইতিহাসে অতুলনীয়। সেই নিষ্ঠুর দিনগুলোতে সোভিয়েত মানুষ ও সোভিয়েত সৈন্যের বৈশিষ্ট্য ছিল অপূর্ব মনোবল, লড়াইয়ের উচ্চ দক্ষতা, সাহস, ধৈর্য এবং স্বার্থ ত্যাগের জন্যে নিঃস্বার্থ প্রস্তুতি।

এই আগ্রাসনের বিরুদ্ধে গণ-সংগ্রামের সংগঠক ছিল কমিউনিস্ট পার্টি। পার্টি পরিচালিত হয়েছিল লেনিনের এই বাণীতে, "...একবার যুদ্ধ সুরু হলে, সব কিছুই যুদ্ধ প্রয়াসের অধীনে নিয়ে আসতে হবে; দেশের সমগ্র অভ্যন্তরীণ জীবনকে যুদ্ধকালীন প্রয়োজনের নিকট নতি স্বীকার করাতে হবে; এক্ষেত্রে বিন্দুমাত্র দ্বিধাও ক্ষমার অযোগ্য।" (৩১ খণ্ড, ১৩৩ পৃঃ)

পার্টি কালক্ষেপ না করে জনগণকে জানাল, তাদের সমাজতান্ত্রিক বাসভূমি ভয়াবহ বিপদের মধ্যে পড়েছে; এই যুদ্ধ কঠোর ও মর্মান্তিক, এখন প্রয়োজন অপরিমেয় আত্মত্যাগের। ফ্যাসিস্ত আক্রমণকারীদের অপরাধমূলক লক্ষ্যকে পার্টি জনগণের সামনে তুলে ধরল। পার্টি আরও দেখাল, সোভিয়েত ইউনিয়নের পক্ষে এটা ন্যায়সংগত যুদ্ধ এবং সমাজতান্ত্রিক সাফল্যসমূহকে রক্ষার পবিত্র দায়িত্বের জন্যে পার্টি জনগণকে সমবেত করল। পার্টি সমগ্র দেশকে একটা যুদ্ধ-শিবিরে পরিণত করল। জনগণের কাছে তার আহ্বান ধ্বনিত হতে লাগল, শেষ রক্ত-বিন্দু দিয়ে নিষ্করুণভাবে লড়তে হবে, লড়তে হবে প্রতিটি শহর ও গ্রামের জন্যে। শত্রু কবলিত এলাকায় গড়ে তুলতে হবে গেরিলা বাহিনী ও অন্তর্ঘাতী গোষ্ঠী। পার্টি আহ্বান জানাল শত্রু ও তার সকল দুষ্কৃত সহযোগীদের জীবন অতিষ্ঠ করে তুলতে, সর্বত্র তাদের অনুসরণ করতে ও ধ্বংস করতে এবং তাদের সকল পরিকল্পনা ব্যর্থ করে দিতে। "সবই যুদ্ধক্ষেত্রের জন্যে, সবই জয়ের জন্যে।" পার্টির এই রণধ্বনি প্রতিটি সোভিয়েত নাগরিকের মৌল অনুশাসনে পরিণত হল।

কমিউনিস্ট পার্টি সৈনিকের পার্টি হয়ে দাঁড়াল। পার্টির ভিত্তি, অর্ধাংশেরও বেশি সদস্য যুদ্ধরত বাহিনীতে যোগ দিল। প্রতিটি চতুর্থ সৈনিকই ছিল হয় পার্টি সদস্য নতুবা প্রার্থী সদস্য। সাহস ও অতুলনীয় শৌর্য প্রদর্শন করে এবং পশ্চাৎ বাহিনীকে নেতৃত্ব দিয়ে পার্টি সদস্যরা সর্বাধিক দুরূহ ও দায়িত্বপূর্ণ লড়াইয়ে অংশ নেয়।

পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির পরিচালনায় দেশ যুদ্ধকালীন পরিস্থিতির মধ্যে গিয়েছিল। সম্ভাব্য সংক্ষিপ্ততম সময়ের মধ্যে সেনাবাহিনীকে সমবেত করে তাদের ছড়িয়ে দিতে হয়। আবার সেই সঙ্গে শত্রুর আক্রমণ প্রতিহত করতেও হয়েছিল। অর্থনীতিকে যুদ্ধকালীন অবস্থায় স্থাপন করা হয়। সমরোৎপাদন শিল্পকে সর্বপ্রকার প্রাধান্য দিয়ে শত্রুকে পরাস্ত করার জন্যে দেশের সকল বৈষয়িক ও আত্মিক শক্তিকে সমবেত ও কেন্দ্রীভূত করা হয়।

পার্টি এক সুবিশাল দায়িত্ব সমাধা করে। দক্ষ, দ্রুত বিকাশমান যুদ্ধ-অর্থনীতি গড়ে তোলার জন্যে পার্টি ত্বরিত কার্যক্ষম এক নির্ভরযোগ্য পন্থা উদ্ভাবন করে এবং সময়োচিত ও ফলপ্রসূ উৎপাদনের জন্যে, অস্ত্র, গোলা-বারুদ, খাদ্য ও বস্ত্রের উপযুক্ত সরবরাহের জন্যে যুদ্ধক্ষেত্রের পশ্চাদভূমিতে এক শক্তিশালী দেশপ্রেমিক আন্দোলন পরিচালনা করে। তিরিশ বছর পরেও শ্রমিকশ্রেণীর বীরত্বপূর্ণ কৃতিত্ব বিস্মিত না হয়ে পারা যায় না। তাদের কৃতিত্বের ফলেই সমগ্র সোভিয়েত জনগণ যুদ্ধের প্রথম বছরে সুকঠোর পরিস্থিতিতে প্রতিরক্ষার ভয়াবহ দায়িত্ব সম্পাদন করে। তারা হাজার হাজার কিলোমিটার অতিক্রম করে শত শত প্রধান প্রধান শিল্প প্রতিষ্ঠানকে সরিয়ে নিয়ে যায়, নতুন এলাকায় গিয়ে সেগুলোকে চালু করে এবং গড়ে তোলে নতুন নতুন কারখানা, নতুন নতুন খনি, তৈলকূপ ও অন্যান্য প্রকল্প।

যৌথ খামারীরা প্রকৃতই এক গরিমাময় বীরত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তারা অকল্পনীয় বৈষয়িক কষ্টের মুখোমুখি হয়ে এবং অবিশ্বাস্য দৈহিক ও নৈতিক যন্ত্রণার মধ্যে সেনাবাহিনী ও জনগণকে খাদ্য ও শিল্প এবং কাঁচামাল যোগান দেয়।

যুদ্ধ-পরিকল্পনার সময় হিটলারের রণকুশলীরা ভেবেছিল, যুদ্ধকালীন অসুবিধার মধ্যে সোভিয়েত জনগণ ও কমিউনিস্ট পার্টির মৈত্রীবন্ধন ছিন্ন হবে। এটা তাদের অন্যতম বৃহত্তম ভ্রান্তি। যুদ্ধক্ষেত্র ও পশ্চাদ্ভাগে গরিমাময় বিজয়ের দিনগুলোর মতোই ভয়াবহ দিনগুলোতেও জনগণ ও সেনাবাহিনী শেষ পর্যন্ত অনুগতভাবে পার্টিকে অনুসরণ করেছে।

নাৎসী নেতারা আরও ভেবেছিল, সোভিয়েত অর্থনীতি যুদ্ধকালীন চাপের ফলে ভেঙে পড়বে। তাদের এই অনুমানও ছিল ভুল। যুদ্ধের প্রথম মাসগুলোতেই বোঝা গিয়েছিল, রাষ্ট্রীয় মালিকানার উৎপাদনের উপকরণ ও কেন্দ্রীভূত পরিকল্পনার উপর যে ব্যবস্থা দাঁড়িয়ে আছে, তাকে দ্রুত যুদ্ধ-প্রয়োজন মেটাবার কাজে রূপান্তরিত করা যায়। জাতি ও জাতীয়তাবাদী মতাদর্শজাত ফ্যাসিবাদ ভেবেছিল যুদ্ধ সোভিয়েত জনগণের বহুজাতিক ঐক্য ও বন্ধুত্বে ভাঙন আনবে। কিন্তু নাৎসী আক্রমণের প্রতিক্রিয়ায় বিভিন্ন জাতিসত্তার সোভিয়েত সৈন্যদের মধ্যে দৃঢ় সামরিক ঐক্য গড়ে ওঠে। রুশ, ইউক্রাইনিয়ান, লিথুনিয়ান, কিরঘিজ, বাইলোরুশ, কাজাখ, জর্জিয়ান, লেট, উজবেক, মোলদাভীয়, তাজিক, আর্মেনীয়, আজারবাইজানীয়, তুর্কী, ইস্তোনিয় ও অন্যান্য সব সোভিয়েত জনগণ একজোট হয়ে তাদের সমাজতান্ত্রিক বাসভূমিকে রক্ষার জন্যে উঠে দাঁড়ায়।

এইভাবে নাৎসী রণকৌশলের মৌল প্রতিপাদ্যগুলোর অযৌক্তিকতা যুদ্ধের প্রথম দিকের প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও বোঝা গিয়েছিল।

বিশেষ সামরিক পরিভাষায় এর অর্থ হল ঝটিকা অভিযানের ব্যর্থতা। সোভিয়েত সেনাবাহিনী ও নৌ-বাহিনীর প্রধান শক্তিকে কয়েক সপ্তাহের মধ্যে ধ্বংস করার ও শীতের পূর্বে যুদ্ধ সমাপ্তির হিটলারী পরিকল্পনা অনায়ত্তই রয়ে গেল। জার্মানির সামরিক কর্তৃত্ব ঝটিকা অভিযানের উপরই আস্থাবান ছিল। তারা শক্তিক্ষয়জনিত যুদ্ধের সম্ভাবনা ভাবতে পারে নি এবং যে গণ-প্রতিরোধ এই যুদ্ধকে সোভিয়েত জনগণের প্রকৃত দেশপ্রেমিক যুদ্ধে পরিণত করেছিল, তার সম্মুখীন হওয়ার কথাও তারা ভাবে নি।

এমন কি ১৯৪১-এর গ্রীষ্ম ও শরতে শক্তিশালী প্রতিপক্ষের সঙ্গে মরণপণ রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে যুদ্ধের অভিজ্ঞতা আয়ত্ত করার মধ্যে দিয়ে আমাদের বাহিনীরা অনেকগুলো সাফল্য অর্জন করে। লুটস্ক, ব্রডি ও রোভনোর যুদ্ধ, ব্রেস্ত, কিয়েভ ও ওডেসার বীরত্বপূর্ণ প্রতিরক্ষা, স্মোলনস্ক থেকে জোরালো বিতাড়ন এবং লেনিনগ্রাদ ও সেবাস্তাপোলের সুদৃঢ় প্রতিরক্ষা শত্রুর বাছাইকরা কয়েক ডিভিশন সৈন্যকে ধীরে ধীরে পরাস্ত করে ও ছিন্নভিন্ন করে দেয়। এইভাবে ব্যর্থ হয়ে যায় পশ্চিম ইয়োরোপের অনুরূপ "পূর্বাভিমুখী" বিদ্যুৎগতি অভিযানের নাৎসী পরিকল্পনা। নাৎসী প্রচারে ও ফ্যাসিস্ত সেনাপতিদের দেওয়া দ্রুত অনায়াস বিজয়ের প্রতিশ্রুতি কখনও বাস্তবায়িত হয় নি।

তিন

আমাদের পার্টি ও সোভিয়েত সামরিক কর্তৃপক্ষ ফ্যাসিস্ত যুদ্ধ-যন্ত্র ও নাৎসী রাষ্ট্রকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করার লক্ষ্য নিয়ে সর্বাত্মক যুদ্ধের রণকৌশল, সক্রিয় প্রতিরক্ষা ও পাল্টা আক্রমণের সাহায্যে হিটলারের ঝটিতি অভিযানকে মোকাবিলা করে।

সোভিয়েত-জার্মান রণক্ষেত্রের সামরিক ইতিহাস সুপরিচিত। কিন্তু যুদ্ধ-বিশেষজ্ঞরা কোন্ বিশেষ অভিযান যুদ্ধের গতিপথ ও তার পরিণতিকে প্রভাবিত করেছে তা নির্ধারণ করার জন্যে এর শিক্ষা নিয়ে গবেষণা করে চলেছেন। মহান দেশপ্রেমিক যুদ্ধের কোন্ যুদ্ধটা চূড়ান্ত হিসেবে বিবেচিত হতে পারে?

যুদ্ধের প্রথম বছরটি মস্কোর ঐতিহাসিক যুদ্ধের দ্বারা উদ্ভাসিত। এই যুদ্ধে সোভিয়েত ও জার্মান ফ্যাসিস্ত সেনাবাহিনীর প্রধান প্রধান অংশগুলো মুখোমুখি সংঘর্ষে ব্যাপৃত হয়; শত্রুকে বিধ্বস্ত করে পেছনে ঠেলে দেওয়া হয় এবং কঠোর ও দুর্ধর্ষ সংগ্রামের পর তাকে প্রায় সমগ্র সোভিয়েত-জার্মান যুদ্ধ-সীমান্তে আত্মরক্ষার অবস্থানে বাধ্য করা হয়। মস্কোর যুদ্ধের সামরিক ও রাজনৈতিক প্রভাব ছিল অপরিসীম। এই যুদ্ধ এক মৌল মোড় পরিবর্তনের সূচনা করে নাৎসী অস্ত্রশস্ত্রের অপরাজেয়তার ভ্রান্তি নির্মূল করে দেয়।

মস্কো-বিপর্যয়ের কৈফিয়ত দিতে গিয়ে হিটলারের পরাজিত সেনাপতিরা যেসব যুক্তি দিয়েছেন, যেগুলো আবার আধুনিক বুর্জোয়া বিকৃতিকারীদের কণ্ঠে ধ্বনিত হচ্ছে, তার সঙ্গে তথ্যের কোনো সামঞ্জস্য নেই। তারা খারাপ রাস্তাঘাট ও রুশীয়-শীতের তীব্রতার কথা তুলে এবং পাল্টা অভিযানের সময় "সোভিয়েত বাহিনীর শক্তি ও সাজসরঞ্জামে ১৫ থেকে ২০ গুণ উন্নত" থাকার উল্লেখ করে থাকে। কিন্তু ঘটনা হল, মস্কোয় আমাদের জয়লাভের কারণ নিহিত রয়েছে সোভিয়েতের বীর জনগণ ও তাদের সেনাবাহিনীর সংকল্প ও শৌর্যের মধ্যে।

দ্বিতীয় বছরের সূচনায় মহান দেশপ্রেমিক যুদ্ধের কেন্দ্র সোভিয়েত-জার্মান রণক্ষেত্রের দক্ষিণাংশে সরে যায়। ১৯৪২ সালের গ্রীষ্মকালে ডন ও ভল্গার তীরে নাৎসী ঝটিকা-বাহিনীর বিরুদ্ধে এক হিংস্র যুদ্ধ সুরু হয়। এই যুদ্ধ পরে পরিণত হয় দুটি কঠোর ও পরস্পরের সঙ্গে যুদ্ধ সংগ্রামে। এর একটি হল স্তালিনগ্রাদের যুদ্ধ এবং অন্যটি ককেসাসের দখল বজায় রাখার যুদ্ধ। ফ্যাসিস্ত আক্রমণকারীরা দেশের গুরুত্বপূর্ণ জলপথ ভলগাকে বিচ্ছিন্ন করার প্রচেষ্টায় নিজেদের নিবদ্ধ করে এবং ককেশাসের তেল ও ডন ও কুবানের শস্যক্ষেত্র দখলের উপর জোর দেয়, যাতে অর্থনৈতিকভাবে এক অসহনীয় অবস্থার সৃষ্টি হয় এবং আমরা আত্মসমর্পণে বাধ্য হই। তারা আরও ভেবেছিল যে, ট্রান্সককেশাসে এই অভিযান তাদের সামনে মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোর পথ উন্মুক্ত করে দেবে।

এই পরিস্থিতিতে সমগ্র বিশ্বের দৃষ্টি সোভিয়েত-জার্মান রণক্ষেত্রের দক্ষিণাংশে নিবদ্ধ হয়। স্তালিনগ্রাদের যুদ্ধ অপ্রতিহত তীব্রতায় সাড়ে ছ-মাস চলার পর সোভিয়েত সেনাবাহিনীর পরিপূর্ণ বিজয়ের মধ্যে পরিণতি লাভ করে। শত্রুপক্ষ তার প্রায় ১৫ লক্ষ কার্যকরী শক্তি হারায়। সমগ্র দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের এটাই ছিল মোড় পরিবর্তনকারী ঘটনা।

স্তালিনগ্রাদের যুদ্ধের সময়ে ককেশাসের জন্যে তীব্র লড়াই চলে। এল আই ব্রেঝনেভ বলেছেন, "মহান অবরোধ, শোচনীয় পরাজয় এবং স্তালিনগ্রাদে ৩৩০,০০০ ফ্যাসিস্তের আটক—স্তালিনগ্রাদ সেনাবাহিনীর অনুপম যুদ্ধ-বিদ্যার অতুলনীয় দুঃসাহসিক কীর্তির সংক্ষিপ্ত রূপ। আমাদের ককেসীয় সেনাবাহিনীর নিকট এ একটা অনুপ্রেরণার দৃষ্টান্ত। এই অভিযানের ফলে নাৎসীরা তাদের সক্রিয় নতুন অংশকে ককেশাস থেকে স্তালিনগ্রাদে পাঠাতে পারে নি। স্তালিনগ্রাদে ফ্যাসিস্ত সৈন্যের শোচনীয় পরাজয় ককেশাসে আমাদের বিজয়কে দ্রুততর করে তোলে।"(১)

সোভিয়েত ককেসীয় বাহিনীগুলোর প্রবল আত্মরক্ষা-মূলক যুদ্ধ বাকু ও তুয়াপাসির দিকে ধাবমান ফ্যাসিস্ত-বাহিনীকে অবশেষে পরাজিত করে। সালস্ক স্তেপভূমি ও রোস্তভ অঞ্চলের নভরোসিইস্ক ও তামান অঞ্চলের পাল্টা অভিযান শত্রুর বিপর্যয়কর পরাজয়ের মধ্যে পরিসমাপ্তি ঘটে।

অভিযানকারীরা এপর্যন্ত যে দূরতম অঞ্চলে প্রবেশ করে, তা হল স্তালিনগ্রাদ ও ককেশাসের পাহাড়তলী এলাকা। এরপর সোভিয়েত সেনাবাহিনী ভলগার তীরে পাল্টা আঘাত হানে, অবরুদ্ধ লেনিনগ্রাদের আবেষ্টনী ভেদ করে এবং ভেলিকিয়ে লুকি থেকে কৃষ্ণসাগর পর্যন্ত এলাকায় ব্যাপক অভিযান চালিয়ে শত্রুপক্ষকে ৭০০ কিলোমিটার পেছনে ঠেলে নিয়ে যায়। এই বিজয়ের প্রতিধ্বনি আমাদের দেশের সীমান্ত অতিক্রম করে দূরদূরান্তে অনুরণিত হতে থাকে। এখান থেকেই সোভিয়েত সেনাবাহিনী যে রণনৈতিক উদ্যোগ হস্তগত করে তা যুদ্ধের সমাপ্তিকাল পর্যন্ত বজায় রাখে।

১৯৪৩ সালের গ্রীষ্মকালে ওরেল ও বেলগরদে কুরস্ক-বালজ-এর যুদ্ধ শুরু হয়। জার্মান সামরিক কর্তৃপক্ষ হৃত উদ্যোগ পুনরুদ্ধারে প্রয়াসী হয়ে ওঠে। হিটলারের আশা ছিল কুরস্কের যুদ্ধে জয়লাভ সেনাবাহিনীর মনোবল চাঙ্গা করে তুলবে, তার আন্তর্জাতিক মর্যাদা ফিরিয়ে আনবে এবং ফ্যাসিবাদী মোর্চাকে পতনের হাত থেকে রক্ষা করবে। কিন্তু এই আশা কখনও ফলবতী হয় নি। উপরন্তু এই অভিযান জার্মানিকে সর্বনাশের শেষ সীমায় নিয়ে গিয়েছিল। পঞ্চাশ দিনের একটানা সংগ্রামে শত্রুপক্ষের সাতটি পানজার সমেত ৩০ ডিভিশন সৈন্য ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়, পাঁচলক্ষ সৈন্য হতাহত হয় এবং ৩,৭০০ বিমান,

---

১ "আমাদের বীরদের অবিনশ্বর দুঃসাহসিক কীর্তি" প্রবন্ধটি দেখুন। প্রাভদা, ৮ সেপ্টেম্বর, ১৯৭৪।

১,৫০০ ট্যাংক ও ৩ হাজার বন্দুক অকেজো হয়ে যায়। এই বিরাট ক্ষয়ক্ষতি পূরণ করতে না পারায় জার্মানি এই বিপর্যয় থেকে আর উদ্ধার পায় নি। এর ফলে শুধু যে ভেরমাখ্‌ট (সশস্ত্রবাহিনী)ও হিটলারের রাইখ দুর্বল হয়ে পড়েছিল তাই নয়, গোটা ফ্যাসিস্ত ব্লকের ভিত্তিই নড়ে গিয়েছিল।

কুরস্ক-এর পরবর্তী কোনো অভিযানেই নাৎসী শীর্ষ নেতৃত্ব আগের মতো আঘাতক্ষম হয়ে উঠতে পারে নি। এরপর থেকে ভেরমাখ্‌ট প্রতিরক্ষার মধ্যে নিজেদের নিবদ্ধ রেখেছে, অন্যদিকে রাইখের রাজনৈতিক নেতৃত্ব হিটলার-বিরোধী মোর্চার দ্বন্দ্বকে কাজে লাগাবার আশায় ব্রিটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে পৃথক শান্তি চুক্তি সম্পাদন করার জন্যে যুদ্ধকে বিলম্বিত করে এবং এইভাবে উপযুক্ত শাস্তির হাত থেকে অব্যাহতি পাওয়ার আশা করে।

এই পরিকল্পনাগুলো অবশ্য ব্যর্থ হয়ে যায়। মহান দেশপ্রেমিক যুদ্ধের ইতিহাসে ১৯৪৪ সাল সোভিয়েত সশস্ত্র-বাহিনীর চূড়ান্ত বিজয়ের বৎসর হিসেবে চিহ্নিত থাকবে। এই বছরে অনেকগুলো বড় বড় অভিযান সংগঠিত হয় যার মধ্যে দিয়ে ফুটে ওঠে সোভিয়েত ইউনিয়নের অধিকতর শক্তি ও সোভিয়েত সামরিক নেতৃত্বের উন্নতমানের চিহ্ন। এই অভিযানগুলো যুদ্ধক্ষেত্রের বিভিন্ন এলাকায় একসঙ্গে কয়েকটি পরপর ধারাবাহিক আঘাতের আকারে সংগঠিত করা হয়; এর ফলে শত্রুপক্ষ বিভ্রান্তির মধ্যে পড়ে এবং একস্থান থেকে আর একস্থানে তাদের সংরক্ষিত বাহিনী নিয়োগ করতে থাকে। লেনিনগ্রাদ, ক্রিমিয়া, ইউক্রাইন, বাইলোরুশিয়া, মোলদাভিয়া, বাল্টিক প্রজাতন্ত্রগুলো এবং দূরবর্তী উত্তর অঞ্চলে আমাদের অভিযান সোভিয়েতভূমিকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত করে।

সোভিয়েত সেনাবাহিনী পোলিস, চেকোশ্লোভাকিয়া, বুলগেরিয়া, রুমানিয়া ও যুগোশ্লাভিয়ার বাহিনীগুলোর সক্রিয় সাহায্যে ইয়োরোপের জনগণকে এই পিঙ্গল আতঙ্কের হাত থেকে মুক্ত করতে শুরু করে। ১৯৪৫ সালের প্রথম-দিকে ভিশ্চুলা-ওডার নদীর মধ্যবর্তী এলাকায়, পূর্ব প্রাশিয়া, পোমারানিয়া, সাইলেশিয়া ও বুদাপেস্তে ব্যাপক অভিযান পরিচালনা করা হয়। মহান দেশপ্রেমিক যুদ্ধের পূর্ণ পরিসমাপ্তিস্বরূপ বার্লিনের যুদ্ধ সোভিয়েত সেনা-বাহিনীকে বিজয় মুকুট পরিয়ে দেয়। এই প্রচণ্ডতম যুদ্ধে শত্রুবাহিনীর প্রায় ১০ লক্ষ সৈন্য পরাজিত হয়; সোভিয়েত বাহিনী নাৎসীবাদের শেষ সুরক্ষিত ঘাঁটি, নাৎসী জার্মানির রাজধানী দখল করে।

১৯৪৫ সালের ৮ ও ৯ মে-র রাত্রিতে কার্লসহোর্স্ট-এ হিটলার জার্মানির নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ-চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

এইভাবে যুদ্ধের গতিপথ নির্ধারিত হয় সোভিয়েত সামরিক কর্তৃপক্ষ পরিকল্পিত ও বিশদায়িত সামরিক অভি-যানের দ্বারা, জার্মানদের উপর চাপিয়ে দেওয়া সোভিয়েত রণনীতির দ্বারা। এর অর্থ হল ১৯৪১ সালের নাৎসী গ্রীষ্ম অভিযান যুদ্ধের ইতিহাস সৃষ্টি করে নি, ১৯৪২ সালের ভলগা ও ককেশাসে পৌঁছনোর জার্মান প্রয়াসের মধ্যেও ইতিহাস গড়ে ওঠে নি, ১৯৪৩ সালে কুরস্কে তাদের ব্যাপক পাল্টা অভিযানের মধ্যেও এই ইতিহাস নেই, ইতি-হাস সৃষ্টি হয় নি পশ্চিম রণাঙ্গনকে দুর্বল করার মধ্যে দিয়ে বার্লিন রক্ষায় সমগ্র শক্তি কেন্দ্রীভূত করে তাদের শেষ ঝুঁকি নেওয়ার মধ্যে। মহান দেশপ্রেমিক যুদ্ধের গতিপথ নির্ধা-রিত হয়েছিল আমাদের পার্টি, সোভিয়েত জনগণ ও তাদের সশস্ত্র বাহিনীর চিন্তাধারা, কার্যক্রম ও শৌর্যের দ্বারা।

চার

মহান দেশপ্রেমিক যুদ্ধে সোভিয়েত ইউনিয়নের জয়-লাভের বিশ্ব-ঐতিহাসিক তাৎপর্য রয়েছে এবং যুদ্ধোত্তর সকল বিকাশধারা ও মানবজাতির ভবিতব্যের উপর এই বিজয়ের প্রচণ্ড প্রভাব পড়েছে। এটা হল সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের বিজয়। এটা অর্জিত হয়েছে হিটলার-বিরোধী মোর্চা, শান্তি, গণতন্ত্র ও সামাজিক প্রগতির শক্তিসমূহের সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদের সর্বাধিক আগ্রাসী ও প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলোর মুখোমুখি সংঘর্ষের মধ্যে দিয়ে। এর ফলে সোভিয়েত ইউনিয়নের আন্তর্জাতিক মর্যাদা অপরিসীম বৃদ্ধি পায়।

ইয়োরোপ ফ্যাসিবাদের যন্ত্রণার হাত থেকে মুক্তি পায়। এর প্রধান গৌরব সোভিয়েত সশস্ত্র বাহিনীর প্রাপ্য। জাতীয় সীমান্ত পেরিয়ে তাদের অভিযান আগ্রাসী ফ্যাসিস্ত-দের সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত করার অপরিহার্য সামরিক রণনৈতিক প্রয়োজন থেকে উদ্ভূত। যুদ্ধের শেষদিন পর্যন্ত ফ্যাসিস্ত-দের প্রচণ্ড প্রতিরোধ অব্যাহত থাকে। সোভিয়েত জনগণের আন্তর্জাতিক কর্তব্য দ্বারাও তারা চালিত হয়। এই বাহিনী জনগণকে ফ্যাসিস্তদের জোয়াল থেকে মুক্ত করার জন্যে ইয়োরোপে প্রবেশ করে। যুক্তিসঙ্গতভাবেই একথা বলা যায়, সোভিয়েত ইউনিয়ন ছাড়া, তার সশস্ত্রবাহিনীর দৃঢ়-পণ সংগ্রাম ছাড়া ফ্যাসিবাদের কবল থেকে ইয়োরোপের মুক্তি অসম্ভব হত।

নাৎসী জার্মানির পতন জাপানী সমরবাদের পরাজয়কে পূর্বাহ্নেই নির্ধারিত করে ও তাকে দ্রুততর করে তোলে এবং জাতীয় মুক্তি, গণতন্ত্র ও প্রগতির অনুকূলে দ্বিতীয় বিশ্ব-যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটায়। মিত্রশক্তির নিকট দেওয়া প্রতি-শ্রুতি অনুযায়ী সোভিয়েত ইউনিয়ন ১৯৪৫ সালের আগস্ট মাসে জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যোগদান করে। আমাদের দেশের রাষ্ট্রীয় স্বার্থ ও জাপানী আগ্রাসন-কবলিত সকল জাতির স্বার্থরক্ষার উপযোগী এ একটি সঠিক কার্যক্রম। সোভিয়েত সেনাবাহিনী মঙ্গোলীয় গণপ্রজাতন্ত্রের সেনা-বাহিনীর সঙ্গে মিলে মাত্র তেইশ দিনের মধ্যে দশ লক্ষ সৈন্যের কোয়ানতুং সেনাবাহিনীকে বিধ্বস্ত করে। সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণে দূর প্রাচ্যের উগ্র প্রতিক্রিয়ার কেন্দ্রকে উৎসাদন করার গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। এর ফলেই এশিয়ার দেশগুলোর সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী মুক্তি আন্দোলন ও তাদের ভবিষ্যৎ গড়ার সংগ্রামে উদ্দীপনার জোয়ার আসে।

ফ্যাসিবাদ ও জাপানী সমরবাদের পতন বিশ্ব পরি-স্থিতিতে এক মৌল পরিবর্তন ঘটায়। ইয়োরোপ ও এশিয়ার অনেক দেশে বিপ্লবী রূপান্তরের অনুকূল আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলের সৃষ্টি হয়। পোল্যান্ড, চেকোশ্লোভাকিয়া, বুলগেরিয়া, রুমানিয়া, হাঙ্গেরি, জার্মান গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র, যুগোশ্লাভিয়া, আলবানিয়া, কোরীয় গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র, চীনের গণপ্রজাতন্ত্র ও ভিয়েতনামের গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের শ্রমজীবী জনগণ পুঁজিবাদী ও জমিদার শাসনের অবসান করে দূরপ্রসারী সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থ-নৈতিক রূপান্তর সম্পন্ন করে। সমাজতন্ত্র বিশ্ব-ব্যবস্থায় পরিণত হয়; সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলো নিয়ে একটি শক্তি-শালী গোষ্ঠী গড়ে ওঠে।

জার্মান ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে সোভিয়েত ইউনিয়নের বিজয়ের মধ্যে দিয়ে এটাই প্রমাণিত হয় যে, পৃথিবীতে এমন কোনো শক্তি নেই যে সমাজতন্ত্রকে চূর্ণ করতে পারে, সামাজিক প্রগতির পথে মানুষের অপ্রতিহত অগ্রগতিকে প্রতিরোধ করতে পারে এবং ইতিহাসের ঘড়ির কাঁটাকে পেছিয়ে দিতে পারে। এই সাফল্যে লেনিনের এই কথাগুলোই প্রতিপন্ন হয়েছে, "যে-জাতির গরিষ্ঠ অংশ হিসেবে এই বিষয়টি শ্রমিক ও কৃষকরা বোধ, অনুভূতি ও দৃষ্টির মধ্যে আনে যে, তারা লড়ছে তাদের নিজস্ব সোভিয়েতের ক্ষমতার জন্যে, মেহনতী মানুষের শাসনের জন্যে এবং তারা লড়ছে এমন সব লক্ষ্যের জন্যে—যে ক্ষেত্রে সাফল্য তাদের ও তাদের সন্তান-সন্ততিদের জীবনে সাংস্কৃতিক সুযোগ-সুবিধাগুলো সুনিশ্চিত করে তুলবে এবং মানবিক শ্রমে সৃষ্টি করা সব কিছুর সুবিধাই তাদের কাছে অবারিত হয়ে উঠবে।" (২৯তম খণ্ড, ৩১৯ পৃঃ) আমাদের এই বিজয়ের মধ্যে সমাজতান্ত্রিক সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থার উৎকর্ষের শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ পেয়েছে এবং সমাজতন্ত্র ও মার্কসবাদী-লেনিনবাদী ভাবাদর্শের আকর্ষণী শক্তি বহু গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

এই যুদ্ধ এবং তার বিজয়-মুকুট এটা প্রতিভাত করে তুলেছে যে, নতুন, সমাজতান্ত্রিক ধরনের সৈন্যবাহিনী শোষক সমাজের সৈন্যবাহিনীর চেয়ে মূলগতভাবেই উন্নত।

এই বিজয় হল সোভিয়েত, সমাজতান্ত্রিক সামরিক সংগঠন, সোভিয়েত সামরিক বিজ্ঞান ও যুদ্ধবিদ্যার বিজয়। সোভিয়েত সশস্ত্রবাহিনী জনগণের অংশ হিসেবে জনগণের লক্ষ্য ও স্বার্থের শরিক হিসেবে অপূর্ব কৃতিত্বের সঙ্গে তাদের দেশপ্রেমিক ও আন্তর্জাতিক কর্তব্য সম্পাদন করেছে। কমিউনিস্ট পার্টির পাশে সমবেত হয়ে তারা মাতৃভূমির প্রতি অপরিসীম আনুগত্য ও ভালোবাসা এবং কমিউনিস্ট আদর্শের প্রতি নিষ্ঠা প্রদর্শন করেছে। যুদ্ধের ফলাফলের মধ্যে দিয়ে নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়েছে যে, সোভিয়েত সমর-বিজ্ঞান ও যুদ্ধবিদ্যা, বুর্জোয়া সমরবিজ্ঞান ও যুদ্ধবিদ্যার চাইতে শ্রেষ্ঠ। ফ্যাসিস্ত জার্মানি সামরিকভাবে পুঁজিবাদী দুনিয়ার মধ্যে সর্বাধিক শক্তিমান দেশ হিসেবে পরিগণিত ছিল। জার্মান সমরবাদ পরিচালিত কয়েক শতাব্দীর লুণ্ঠনমূলক যুদ্ধের অভিজ্ঞতার মধ্যে তার সামরিক কৌশল নিহিত ছিল। তাসত্ত্বেও সোভিয়েত সমর-কৌশলের মুখোমুখি হয়ে তার অকার্যকারিতা প্রকট হয়ে ওঠে।

সোভিয়েত গেরিলাবাহিনী দখলীকৃত এলাকাগুলোতে আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামের দ্বারা যুদ্ধ-প্রয়াসে তাদের অবদান রেখেছে। শত্রুর পশ্চাদভাগে জনতার প্রতিরোধ দেশপ্রেমিক যুদ্ধের বিজয়ী রণনীতির ক্ষেত্রে একটা অপরিহার্য উপাদানের কাজ করে।

ইতিহাসের বুর্জোয়া বিকৃতকারীরা সোভিয়েত ইউনিয়নের বিজয়ের তাৎপর্যকে লঘু করে দেখাবার চেষ্টা করে এবং বিশ্বের শান্তিপ্রিয় জনগণের নিকট এই বিজয়ের প্রেরণাময় দৃষ্টান্তকেও ছোট করে দেখায়। কিন্তু মহান দেশপ্রেমিক যুদ্ধের রণক্ষেত্রগুলো সমাজতন্ত্র ও সাম্রাজ্যবাদের সম্মুখ সমরক্ষেত্রে পরিণত হয় এবং দুই বিপরীতধর্মী সমাজ-ব্যবস্থার অস্তিত্বরক্ষার ক্ষমতাকে পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয়। বাস্তববাদী হতে হলে একথা স্বীকার করতেই হবে যে পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থার চেয়ে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা শ্রেষ্ঠ, যা কিনা বুর্জোয়া পণ্ডিতরা স্বীকার করতে চান না।

সুপরিচিত তথ্যের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে তাঁরা ফ্যাসিস্ত জার্মানির পরাজয়ের ক্ষেত্রে সোভিয়েত ইউনিয়নের অমোঘ ভূমিকাকে অস্বীকার করেন। যুদ্ধসংক্রান্ত বুর্জোয়া রচনায় সত্যকে বিকৃত করা হয়। এইসব রচনায় সাধারণত সোভিয়েত-জার্মান রণাঙ্গনের তাৎপর্য ও সোভিয়েত জনগণের মুক্তিসংগ্রামের গুরুত্বকে লঘু করে দেখানো হয়; এখানে উপস্থিত করা হয় সোভিয়েত সামরিক অভিযানের একটা বিকৃত চিত্র এবং আমাদের বিজয়ের ক্ষেত্রে সহায়ক উপাদানগুলোকে অগ্রাহ্য করা হয়।

এখনও পর্যন্ত বুর্জোয়া লেখকরা সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে ফ্যাসিস্ত আগ্রাসনের ব্যর্থতার কারণ সম্পর্কে পুরানো কল্পকাহিনীগুলোর পুনরাবৃত্তি করেন অথবা নতুন কল্পকাহিনী উদ্ভাবন করেন। তাঁরা হয় "প্রাকৃতিক কারণগুলো"কে (আবহাওয়া, দীর্ঘ দূরত্ব) অথবা "বিষয়ীগত উপাদানগুলো"কে (সামরিক কর্তৃপক্ষের পরিকল্পনা ও কার্যক্রমে নাৎসী নেতাদের হস্তক্ষেপ, রহস্যময় রুশ চরিত্র) গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। প্রায়ই এটা দাবি করা হয়, জার্মানির বিরুদ্ধে চূড়ান্ত জয়ের ক্ষেত্রগুলো মস্কো, স্তালিনগ্রাদ ও বার্লিন নয়, সেগুলো হচ্ছে "আটলান্টিকের যুদ্ধ", উত্তর আফ্রিকা, ভূমধ্যসাগর ও উত্তর ফ্রান্সের যুদ্ধ। কেউ কেউ আবার বলেন, বিশ্বব্যাপী ফ্যাসি-বিরোধী সংগ্রামের মূল উপাদান হল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যুদ্ধে যোগদান।

কিন্তু ঘটনা ঘটনাই। সোভিয়েত-জার্মান রণাঙ্গন সব দিক থেকেই যেমন এলাকা ও যুদ্ধে জড়িত শক্তিগুলোর দিক থেকে, অভিযানের তীব্রতা ও স্থায়িত্বের দিক থেকে এবং সংগ্রামের পরিণতির দিক থেকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রধান রণাঙ্গন হয়েই ছিল। সমগ্র যুদ্ধকালে শত্রুর শক্তি ও রণসম্ভারের বিপুলাংশ সোভিয়েত-জার্মান রণাঙ্গনে নিয়োজিত হয়। ১,৪১৮ দিনরাত্রি-ব্যাপী দীর্ঘ ও তিক্ত সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে আমরা জয়ের দিকে অগ্রসর হয়েছি। যুদ্ধে জার্মানি ও তার মিত্রদের ৬০৭ ডিভিশন সৈন্যকে নিশ্চিহ্ন অথবা ছত্রভঙ্গ করা হয়েছে অন্যদিকে উত্তর আফ্রিকা ও পশ্চিম ইয়োরোপে আমেরিকা ও ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর হাতে ১৭৬ ডিভিশন সৈন্য ধ্বংস বা বন্দী হয়; এবং এটাও হয়েছিল প্রধানত যুদ্ধ শেষ হয়ে আসার সময়ে যখন জার্মানির পরাজয় স্পষ্টতর হয়ে ওঠে।

সোভিয়েত জনগণ যে যুদ্ধের ক্ষত বহন করেছিল উপরের সংখ্যাগুলোই তার যথেষ্ট প্রমাণ। যাই হোক, ফ্যাসিবাদকে পরাস্ত করার ক্ষেত্রে আমাদের দেশ ও তার সশস্ত্র বাহিনীর অমোঘ ভূমিকার উপর গুরুত্ব দিয়েও, সোভিয়েত জনগণ সর্বদা এই বিজয়কে দুনিয়াজোড়া স্বাধীনতাপ্রিয় জনগণ, গণতান্ত্রিক মানুষ ও দেশপ্রেমিকদের যৌথ বিজয় হিসেবেই দেখে। এই বিজয়ের ৩০তম বার্ষিকী উদযাপনকালে তারা কখনও পোল্যান্ড ও চেকোশ্লোভাকিয়ার সৈন্য যারা সোভিয়েত সেনাবাহিনীর পাশাপাশি দাঁড়িয়ে সংগ্রাম করেছিল, তাদের বীরত্বের কথা কখনও বিস্মৃত হয়না। তারা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, গ্রেট বৃটেন, ফ্রান্স, কানাডা ও হিটলার-বিরোধী মোর্চার অন্তর্ভুক্ত দেশগুলোর জনগণকে ফ্যাসিস্ত জার্মানির পরাজয় ও বিজয়ের ক্ষেত্রে তাদের প্রাপ্য মর্যাদা প্রদান করে। ফরাসী নরমাণ্ডি-নিয়েমেন ইউনিটের সাহসী বিমানযোদ্ধারা সোভিয়েত ঘাঁটি থেকে সফল লড়াই চালিয়েছিল, ফ্যাসি-বিরোধী সংগ্রামে সকল অংশগ্রহণকারীর অবদানকে সোভিয়েত জনগণ সপ্রশংস

দৃষ্টিতে দেখে; যেমন শ্লোভাক জাতীয় অভ্যুত্থানের বীরদের ওয়ার্শ ও প্রাগের অভ্যুত্থানকারীদের, বুলগেরিয়া ও রুমানিয়ার অভ্যুত্থানগুলো, যুগোশ্লভ জাতীয় মুক্তিবাহিনীর বীর সৈন্যদের, গ্রীস ও আলবানিয়ার গেরিলাদের, ফ্যাসি-বিরোধী গুপ্ত সংগ্রামে হাঙ্গেরীয় দেশপ্রেমিকদের এবং জার্মান জনগণের সেইসব সর্বোত্তম সন্তানদের, যারা স্বাধীন জার্মানির জন্যে সংগ্রামে বীরের মতো হিংস্র সন্ত্রাসের সম্মুখীন হয়েছে। সোভিয়েত জনগণ সকল দখলীকৃত দেশে হিটলারবাদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ-সংগ্রামীদের সাহসকে মর্যাদা দেয়।

আক্রমণকারীর বিরুদ্ধে অভিন্ন সংগ্রামে বিভিন্ন সমাজ-ব্যবস্থাসম্পন্ন দেশগুলোর সফল সহযোগিতার একটা দৃষ্টান্ত হিসেবে হিটলার-বিরোধী মোর্চা ইতিহাসে স্থান লাভ করেছে। জাতীয় স্বাধীনতা, গণতন্ত্র ও সামাজিক প্রগতির জন্যে যৌথভাবে সংগ্রামরত জনশক্তির এক ব্যাপক আন্তর্জাতিক মোর্চা এই যুদ্ধের মধ্যে দিয়ে রূপায়িত হয়ে ওঠে। আর শ্রমিকশ্রেণী ও কমিউনিস্ট পার্টিগুলো ছিল এই সকল ফ্যাসি-বিরোধী শক্তির সম্মুখভাগে।

হিটলার-শাসিত জার্মানির পরাজয়ে সোভিয়েত ইউনিয়নের অমোঘ অবদান এবং প্রতিরোধ সংগ্রামে কমিউনিস্টদের নেতৃত্বের ভূমিকা হল আমাদের যুগের কেন্দ্রবিন্দুতে অবস্থানকারী মুক্তিদূত আন্তর্জাতিক শ্রমিকশ্রেণীর মহান ঐতিহাসিক লক্ষ্যের প্রতীয়মান রূপ।

মহান দেশপ্রেমিক যুদ্ধের প্রধান শিক্ষাগুলো কী? মহান দেশপ্রেমিক যুদ্ধ এবং সাধারণভাবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, সামাজিক ঐতিহাসিক বিকাশের ক্ষেত্রে জনগণের চূড়ান্ত ভূমিকা পুনরায় সন্দেহাতীতভাবে প্রতিপন্ন করেছে। পুঁজিবাদী মোর্চাগুলোর মধ্যেকার সংঘর্ষ হিসেবে সুরু হয়ে এই যুদ্ধ পরবর্তীকালে ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে ন্যায় ও মুক্তিযুদ্ধে পরিণত হয়। আক্রমণকারীর বিরুদ্ধে সংগ্রামে ন্যায্য লক্ষ্যে উদ্বুদ্ধ অংশগ্রহণকারী লক্ষ লক্ষ মানুষ ফ্যাসিস্ত জার্মানি ও তার তাঁবেদার রাষ্ট্রগুলোর পরাজয়ে প্রধান উপাদান হিসেবে কাজ করেছে।

পরবর্তীকালের সাম্রাজ্যবাদী প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলো, যারা এখনও সোভিয়েত রাষ্ট্র ও সমাজতান্ত্রিক বিশ্ব-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে আক্রমণের অভিসন্ধি পোষণ করে, যুদ্ধের ফলাফল তাদের বিরুদ্ধে এক কঠোর সতর্কবাণী। সর্বাধিক উন্নত সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধে আক্রমণের মধ্যে দিয়ে জার্মান ফ্যাসিবাদের পতন সুনিশ্চিত হয়ে যায়। কারণ সমাজতন্ত্রের উদ্ভব ও বিকাশের জন্যে পুরনো ও অকেজো বুর্জোয়া সমাজের অপসারণ অনিবার্য ও অপ্রতিরোধ্য প্রক্রিয়া। এই ধারাকে কেউ নামাতে পারে না। আজ যখন সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলোর শক্তিশালী গোষ্ঠী, ব্যাপক বিপ্লবী শ্রমিক ও জাতীয় মুক্তি আন্দোলনসমূহ এবং দুনিয়াজোড়া প্রগতিশীল শক্তিগুলো বিশ্ব-প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান, তখন ইতিহাসের এই নিয়মবিধি ক্রমবর্ধমানভাবে ক্রিয়াশীল হয়ে উঠছে।

মহান দেশপ্রেমিক যুদ্ধ এবং সাধারণভাবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আগ্রাসন ও যুদ্ধ-প্ররোচনার একমাত্র অপরাধী হিসেবে সাম্রাজ্যবাদের লুণ্ঠনমূলক ও সম্প্রসারণবাদী নীতির মুখোস উদঘাটন করে দিয়েছে। সেই কারণেই নতুন বিশ্বযুদ্ধ এড়াতে হলে জনগণের প্রধান কর্তব্য হল, সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা, তার আগ্রাসী শক্তিসমূহকে খর্ব করা এবং তার সামরিক আকাঙ্ক্ষাকে প্রতিহত করা।

সোভিয়েত ইউনিয়ন, অন্যান্য ভ্রাতৃপ্রতিম দেশগুলো ও সারা বিশ্বের প্রগতিশীল শক্তিসমূহের প্রয়াস বিশ্বযুদ্ধের আশংকাকে দূরে সরিয়ে রেখেছে। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলোর সামরিক প্রস্তুতি হ্রাস পাওয়ার পরিবর্তে বৃদ্ধিই পেয়েছে বলা যায়। নাটো শক্তিপুঞ্জ বার্ষিক সামরিক ব্যয় বাড়িয়ে চলেছে, অস্ত্র প্রতিযোগিতাকে চাঙ্গা করে তুলছে এবং গণবিধ্বংসী অস্ত্রের মজুত ভাণ্ডার বৃদ্ধি করছে। আন্তর্জাতিক উত্তেজনাকে একটা আশংকাজনক মাত্রায় নিয়ে যেতে পারে, এমন সামরিক প্ররোচনামূলক বিপদ এখনও বর্তমান। ইন্দোচীনে ন্যায্য শান্তি এখনও অর্জিত হয় নি; মধ্যপ্রাচ্যে রাজনৈতিক সমাধান এখনও অনায়ত্ত রয়েছে; পূর্ব ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল এখনও উত্তেজনার কেন্দ্র।

সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলোর অব্যাহত সামরিক প্রস্তুতি এবং প্রতিক্রিয়াশীল সাম্রাজ্যবাদীদের যেকোনো সীমান্ত লঙ্ঘনকে প্রতিরোধ করতে হলে সমাজতান্ত্রিক গোষ্ঠীর প্রতিরক্ষাশক্তি ও প্রস্তুতিকে নিরন্তরভাবে বৃদ্ধি করে যেতে হবে। বিশ্ব পরিস্থিতির পর্যালোচনা করে কমিউনিস্ট ও ওয়ার্কার্স পার্টিগুলোর ১৯৬৯ সালের সভায় বলা হয়েছে, "বিশ্ব-সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা তার অর্থনৈতিক ও প্রতিরক্ষা শক্তির অবিচল বিকাশের উপর দাঁড়িয়ে সাম্রাজ্যবাদকে প্রতিরোধ করছে এবং তার প্রতিবিপ্লব রপ্তানীর সম্ভাবনাকে সংকুচিত করছে।··· যতদিন আগ্রাসী নাটো ব্লক থাকবে, ততদিন সাম্রাজ্যবাদী শক্তিসমূহের সশস্ত্র আক্রমণের বিরুদ্ধে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোর নিরাপত্তা ও শান্তি সুনিশ্চিত করার ক্ষেত্রে ওয়ারশ চুক্তি সংস্থাকে একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে।"

সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টি তার ২৪তম কংগ্রেসে গৃহীত শান্তিকর্মসূচী নিয়ে দৃঢ়ভাবে কাজ করে যাচ্ছে। বিভিন্ন সমাজ-ব্যবস্থাসম্পন্ন দেশগুলোর মধ্যে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান পার্টি ও সোভিয়েত রাষ্ট্রের বৈদেশিক নীতির মৌল নির্দেশক হিসেবে গণ্য হয়। পুঁজিবাদী দুনিয়ার সঙ্গে সোভিয়েত ইউনিয়নের দীর্ঘস্থায়ী সম্পর্ক-নীতির এটা প্রতিফলন। অভিজ্ঞতা ক্রমশই এই নীতির নির্ভুলতাকে প্রতিপন্ন করছে এবং উত্তেজনা প্রশমন ও বিশ্ব-রাজনৈতিক আবহাওয়ার উন্নয়নে এই নীতির ইতিবাচক প্রভাব সুপ্রমাণিত হচ্ছে। এখনকার কাজ হল উত্তেজনা প্রশমনকে অপরিবর্তনীয় করে তোলা এবং রাজনৈতিক উত্তেজনা প্রশমনের পরিপূরক হিসেবে সামরিক উত্তেজনা প্রশমন সম্পন্ন করা। কিন্তু সোভিয়েত রাষ্ট্রের শান্তিপূর্ণ বৈদেশিক নীতি যে-কোনো আক্রমণকারীর প্রতিরোধে প্রস্তুত।

বিগত যুদ্ধে সোভিয়েত জনগণ, তাদের সশস্ত্রবাহিনী এবং বিশ্বের প্রগতিশীল মানুষ যে-অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে স্বভাবতই তার সবটুকু শিক্ষা এই বিবরণে নেই। তাই এই অভিজ্ঞতাকে আরও গভীরভাবে অনুশীলন করে যেতে হবে এবং শান্তি ও আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা রক্ষার সংগ্রামে, সাম্রাজ্যবাদের প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলো ঝুঁকি নিতে পারে এমন যেকোনো আগ্রাসনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার জন্যে যুদ্ধের শিক্ষাকে ব্যবহার করতে সক্ষম হতে হবে। লিওনিদ ব্রেঝনেভ বলেছেন, "কমিউনিস্টরা নতুন বিশ্বযুদ্ধের অগ্নিশিখা জ্বলে ওঠা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে পারে না এবং করা উচিতও নয়। সারা বিশ্বের কমিউনিস্টদের কর্তব্য হল ঘটনাবলীর এইরকম পরিবর্তনকে ব্যর্থ করে দেওয়া, সাম্রাজ্যবাদীদের নতুন যুদ্ধ বাধাবার

প্রয়াসকে প্রতিরোধ করা এবং বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলনের ঐক্যকে শক্তিশালী করার জন্যে আপ্রাণ প্রচেষ্টা চালানো।"

* * *

সোভিয়েত জনগণ প্রবল রাজনৈতিক ও উদ্দীপনাময় শ্রমের বাতাবরণের প্রেক্ষাপটে জার্মান ফ্যাসিস্ত অভিযানকারীদের বিরুদ্ধে বিশ্ব ঐতিহাসিক বিজয়ের ত্রিশতম বার্ষিকী উদযাপন করছে। এই বাতাবরণ সৃষ্টি হয়েছে সি পি এস ইউ-এর ২৪তম কংগ্রেসে অনুমোদিত পরিকল্পনাগুলোর সার্থক রূপায়ণের মাধ্যমে।

সমাজতন্ত্র গঠনের সাফল্য সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতিরক্ষা শক্তি ও তার সশস্ত্রবাহিনীর সংগ্রামী সামর্থ্য বৃদ্ধির নির্ভরযোগ্য ভিত্তি সৃষ্টি করে। কমিউনিস্ট পার্টির ঐকান্তিক নিষ্ঠা ও সোভিয়েত জনগণের প্রয়াসের কল্যাণে যে-কোনো আক্রমণকে সংগ্রামী প্রত্যাঘাত করার মতো সব কিছুই আমাদের সশস্ত্রবাহিনীর আছে।

১৯৩০-এর শেষের দিক থেকে এবং ১৯৪০-এর প্রথমে যৌথ নিরাপত্তা ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্যে সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রয়াস ব্যর্থ হয়ে যায়। তখন সোভিয়েত ইউনিয়ন ছিল ধনতান্ত্রিক পরিমণ্ডলে একমাত্র সমাজতান্ত্রিক দেশ। এখনকার পরিস্থিতি ভিন্ন। গত তিরিশ বছরে ইয়োরোপ ও দুনিয়ার চেহারা একেবারে মৌলিকভাবে পাল্টে গেছে, মৌল পরিবর্তন এসেছে রাজনৈতিক কাঠামোতে এবং ইয়োরোপীয় ও বিশ্ব নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার সম্ভাবনার ক্ষেত্রে। বিশ্বের শক্তিবিন্যাস সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সমাজতন্ত্রের অনুকূলে পরিবর্তিত হয়েছে। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগোষ্ঠী ও তাদের সেনাবাহিনীগুলোর অগ্রগতি ঘটছে এবং তারা শক্তিশালী হচ্ছে। সাম্রাজ্যবাদ আর সামরিক শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী নয়। সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতিরক্ষা শক্তি এখন আমাদের দেশে শান্তিপূর্ণভাবে সাম্যবাদ গঠনকে যথেষ্ট নিশ্চিতি দিতে পারে। শান্তি ও নিরাপত্তার সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে গড়ে ওঠা শ্রেণী, সরকার ও গণশক্তির ব্যাপক মৈত্রী সাম্রাজ্যবাদী আক্রমণমুখিনতার পক্ষে প্রতিবন্ধক। বিশ্ব সমাজতন্ত্র ও প্রগতিশীল শক্তিসমূহের এই সাফল্য কিছু আকস্মিক নয়, এগুলো বিষয়গত ঐতিহাসিক বিকাশের ফলশ্রুতি।

সমাজতান্ত্রিক বিশ্ব-ব্যবস্থা, সমাজতান্ত্রিক সেনাবাহিনীগুলো, শ্রমিক, কমিউনিস্ট ও জাতীয় মুক্তি আন্দোলনগুলো বিশ্বশান্তির বিশ্বস্ত প্রতিভূ। তাই এতে আর কোনো সন্দেহ নেই, যদি কেউ সামরিক শক্তিতে সমাজতন্ত্রের কীর্তিসৌধকে বিধ্বস্ত করতে চায়, তাহলে সেই তার অনিবার্য ধ্বংসের সম্মুখীন হবে।

নাৎসী জার্মানির বিরুদ্ধে বিজয় এবং বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক শিবিরের অভ্যুদয় কীভাবে আপনাদের পার্টি ও জনগণকে প্রভাবিত করেছে?

'ওয়ার্ল্ড মার্কসিস্ট রিভিউ' কর্তৃক উত্থাপিত এই প্রশ্নটির জবাব দিয়েছেন কমিউনিস্ট ও ওয়ার্কার্স পার্টিগুলির নেতৃবৃন্দ।

এক উজ্জ্বল ভবিষ্যতের সূচনা

পল লরেঁত
ফরাসী কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির
পলিটব্যুরোর সদস্য ও সম্পাদক

তিরিশ বছর হয়ে গেছে, মানবসমাজ নাৎসী পৈশাচিকতা থেকে মুক্ত হয়েছে। ফ্যাসিবাদের পতনের লড়াইতে মুখ্য ভূমিকা গ্রহণকারী পৃথিবীর প্রথম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র সোভিয়েত ইউনিয়নের জনগণকে এই মুক্তির বিনিময়মূল্য দিতে হয়েছে বিরাট, যদিও বিশ্বব্যাপী জনগণের চিরকৃতজ্ঞতা তাঁরা অর্জন করেছেন। সোভিয়েতের লক্ষ লক্ষ মানুষ নিহত হয়েছে, অসংখ্য গ্রাম-শহর ধূলিসাৎ হয়েছে, শস্যক্ষেত্রগুলি বিধ্বস্ত এবং কারখানাসমূহ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে।

সেই ভয়াবহ দিনগুলিতে ফ্রান্সভূমিতে প্রতিরোধ ও স্বাধীনতার ন্যায্য সংগ্রামে কমিউনিস্ট পার্টি ছিল প্রধান শক্তি। অসংখ্য ফরাসী মানুষ ঐ সময় সোভিয়েত জনগণের সহযোদ্ধা ছিলেন এবং এর ফলে তাঁরা সবচেয়ে ভাল করে উপলব্ধি করেছিলেন যে সোভিয়েত সমাজ এক নতুন সমাজ, এ সমাজ অন্য যে কোনো সমাজব্যবস্থা থেকে প্রগতিশীল এবং তারা এটাও বুঝেছিলেন যে, সমাজতন্ত্র ও স্বাধীনতা এক বৃন্তে দুটি ফুল।

যুদ্ধোত্তরকালে জনগণতন্ত্রের অভ্যুদয় ঘটেছে। বীর সোভিয়েত ইউনিয়ন আর একা রইল না—এক সমাজতান্ত্রিক বিশ্বের উত্থান হল এবং মানবসমাজের এক বিরাট অংশ নতুন জীবন গড়ার কাজে নিমগ্ন হলো। আমাদের পার্টি এই উল্লেখযোগ্য অগ্রগতিকে স্বাগত জানাল।

ইতিহাসের গতি জনগণের স্বার্থের সঙ্গে সংগতি রেখে এগিয়ে চলল। প্রতিক্রিয়ার শক্তি পাল্টা আক্রমণ করে তার জবাব দিল। ফলে ঠাণ্ডা যুদ্ধের সূত্রপাত হল, ক্রুর কমিউনিস্ট-বিরোধী প্রচার, ভিয়েতনাম ও কোরিয়ার বিরুদ্ধে আগ্রাসক যুদ্ধ শুরু হল। কিন্তু সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলো ও আন্তর্জাতিক শ্রমিক আন্দোলন নিজেদের শক্তিবৃদ্ধি

ঘটাল, শুধু তাই নয়, উপনিবেশের জনগণের স্বাধীনতার সংগ্রাম সাম্রাজ্যবাদের ভিত্তি নাড়িয়ে দিল। ভৌগোলিক ও রাজনৈতিক উভয় ক্ষেত্রেই সাম্রাজ্যবাদের প্রভাব সংকুচিত হল।

এই সময়ে ফ্রান্সের কমিউনিস্ট পার্টি প্রতিক্রিয়ার চাপের কাছে নতি স্বীকার না করে সর্বদাই আন্তর্জাতিক বিকাশের ভাবধারাকে ঊর্ধ্বে তুলে ধরেছে। ধনবাদ যে আত্মরক্ষামূলক ভূমিকা গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছে এবং কৌশলের পথ নিয়েছে একথা তারা জোরের সঙ্গে উল্লেখ করেছে। আমরা দৃঢ়ভাবে বলেছি ভবিষ্যৎ সমাজতন্ত্রেরই হাতে, যে সমাজব্যবস্থার ভিত্তি মেহনতী মানুষের শক্তির উপর গড়ে উঠেছে ; যেখানে তাঁদের স্বার্থে পরিকল্পিত ও সংকটমুক্ত আর্থনীতিক অগ্রগতি নিশ্চিত থাকে এবং যেখানে সাচ্চা গণতন্ত্রের উপাদানসমূহ জনগণের জন্যে উন্মুক্ত; যেমন জনগণের স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়গুলির পরিচালন ক্ষেত্রে সাধারণ্যের সক্রিয় অংশগ্রহণ, প্রত্যেকের কর্মক্ষমতার পূর্ণ বিকাশ এবং সকল মানুষের মধ্যে সাম্য ও মৈত্রী স্থাপন।

সাম্প্রতিক আন্তর্জাতিক উত্তেজনা প্রশমনের প্রবণতার ক্ষেত্রে প্রধান উপাদান হল সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার সাফল্য। আর্থিক এবং সামরিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়ায় সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির সঙ্গে আলাপ-আলোচনা ও ব্যবসা-বাণিজ্য করা সম্পর্কে লেনিনের বাস্তব ভবিষ্যদ্বাণী আজ সাম্রাজ্যবাদীদের মেনে নিতে হচ্ছে। সমাজতন্ত্রবাদকে ধ্বংস করতে ব্যর্থকাম হয়ে আজ সাম্রাজ্যবাদ এই ঘটনার মুখোমুখি হয়েছে যে, পুঁজিবাদের দ্রুত সংকট বৃদ্ধির ফলে উন্নয়নশীল দেশগুলি আর তাদের ভবিষ্যৎ ক্ষীয়মাণ সমাজব্যবস্থার সঙ্গে জড়াতে চাইছে না, বরং সমাজতন্ত্রের ক্রমবর্ধমান শক্তির সঙ্গে মিলতেই অধিকতর আগ্রহ দেখাচ্ছে। লিওনিদ ব্রেঝনেভ-এর ভাষায়, কমিউনিস্টরা "তাঁদের অনুকূলে পরিবর্তনগুলি—যা তাদের আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির অপরিবর্তনীয় চরিত্র আরও বেশি করে অনুভব করতে সাহায্য করে"—নিশ্চিত করতে চায়। তাই লিওনিদ ব্রেঝনেভ ও গেরাল্ড ফোর্ডের মধ্যে অনুষ্ঠিত ভ্লাডিভোস্টক আলোচনার ফলাফলকে অত্যন্ত ইতিবাচক বলে ধরতে হবে। সমাজের বিপ্লবী পরিবর্তন এবং আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির পক্ষে অপরিহার্যভাবে সহায়ক এমন সংগ্রামই আমাদের যুগ।

আন্তর্জাতিক অগ্রগতির অনুকূল ঝোঁক ফ্রান্সের গণতান্ত্রিক শক্তিগুলিকে অধিক নিকটতর করতে সাহায্য করেছে, যার ফলে বামপন্থী পার্টিগুলি এক সর্বসম্মত সরকারের কর্মসূচী স্বাক্ষর করেছে। গত বসন্তে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনেও তা বামপন্থীদের ফল পেতে সাহায্য করেছে।

যেখানেই সাম্রাজ্যবাদ শক্ত ঘাঁটি গেড়ে বসে, সেখানেই উৎপাদিকা শক্তিসমূহ সামাজিক চরিত্র পায়। উৎপাদনের আন্তর্জাতিকীকরণের অর্থই হল বিশালকায় বহুজাতিক একচেটিয়া পুঁজির সৃষ্টি ও বর্ধিষ্ণু, অবশ্য তা প্রতিদ্বন্দ্বীকে খতম করে না। পরন্তু, প্রত্যেক পুঁজিবাদী রাষ্ট্র একচেটিয়া পুঁজি গোষ্ঠীগুলির স্বার্থ রক্ষা করে থাকে ; কারণ এই গোষ্ঠীগুলির তারা প্রতিনিধিত্ব করে এবং এদের সমর্থনের উপর তারা বিশ্বাসও রাখে। এই কারণে বিশ্ব জুড়ে সাম্রাজ্যবাদ কর্তৃক অনুসৃত রণনীতির কাঠামোর মধ্যে পুঁজিপতিদের মুনাফা করা এবং তাদের স্বার্থরক্ষা করায় সাহায্য দিয়ে ফরাসী শাসকবর্গও নিজেদের ধন্য মনে করে। শাসকদের দমনমূলক সামাজিক নীতিগুলি একচেটিয়া নয় এমন প্রত্যেকটি অংশের স্বার্থবিরুদ্ধ, ঐগুলি আমাদের দেশকে এক সংকটের দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে, যাতে করে প্রতিটি আর্থ-নীতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে ক্ষতি হচ্ছে।

বামপন্থীদের রচিত সর্বসম্মত কর্মসূচীর লক্ষ্য পূরণের সংগ্রামে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ ফরাসী মানুষের ঐক্যের সঙ্গে কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে ফরাসী জনগণের মোর্চা সংগঠিত-পূর্ণ। আমাদের পার্টির শক্তি বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আমরা এই মোর্চাকে গুণগতভাবে এক নতুন স্তরে নিয়ে যেতে চাই ; যখন এই মোর্চা ক্ষমতায় আসবে তখন এই কর্মসূচীতে উল্লেখিত গণতান্ত্রিক সংস্কারগুলি কার্যকর করার ক্ষেত্রে যাতে সক্ষম হয় এবং এগিয়ে যেতে পারে সেজন্য একে অধিকতর ক্ষমতাশীল করে তুলতে চাই। ফ্রান্সের কমিউনিস্ট পার্টির ২১তম বিশেষ কংগ্রেস থেকে গৃহীত সিদ্ধান্তে ঘোষণা করা হয়েছে, "আমরা কিছু যুক্তিসম্মত পরিবর্তনের প্রস্তাব করেছি। ফ্রান্সকে বর্তমান অচল অবস্থা থেকে মুক্ত করা এবং তার সৃজনী ক্ষমতা যুগধর্মের সঙ্গে সংগতি রেখে তার সামনে এক নতুন দিগন্ত উন্মুক্ত করে দেওয়া নিশ্চিতভাবেই সম্ভব। ব্যাপক পরিপ্রেক্ষিতের কাঠামোর মধ্যে কমিউনিস্ট পার্টি এই গণতান্ত্রিক পরিবর্তনসমূহের জন্য প্রচার চালিয়ে যাচ্ছে। একটি বিপ্লবী পার্টি সর্বদাই তার লক্ষ্য পুঁজিবাদ ও তার কুফলগুলিকে ধ্বংস করতে এবং প্রত্যেক মানুষকে অন্যায় ও অত্যাচারের হাত থেকে মুক্ত করতে, প্রত্যেকের ঐহিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিধান করে, সংস্কৃতিকে জনগণের মধ্যে পৌঁছে দেওয়া এবং তাঁদের মুক্তি সাধন করার মাধ্যমে সমাজ পুনর্গঠনের কাজ করে থাকে। এর লক্ষ্য হল, সব মানুষের ভ্রাতৃত্ববোধ গড়ে তোলা অর্থাৎ সমাজতন্ত্র স্থাপন। এই নতুন সমাজ প্রতিষ্ঠিত হবে সমাজতন্ত্রের সর্বজনীন নিয়ম-বিধি এবং ফরাসী ঐতিহ্য ও পরিস্থিতিকে যোগ্য মর্যাদা দিয়ে আমাদের স্বকীয় অভিজ্ঞতার উপর নির্ভরশীল।"

সংক্ষেপে এটাই হল ফ্রান্সের পরিস্থিতিতে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার প্রশ্ন। এর জন্যে আমরা সমাজতন্ত্র গঠনের পথিকৃৎদের নিকট ঋণী ; আমরা বলতে চাই যে এই সম্ভাবনাসমূহকে আমরা বিবেচনা করে দেখব। সমাজতন্ত্রের জন্য আকাঙ্ক্ষা বাড়ছে, যদিও সবসময়েই তা সচেতনতার সঙ্গে নয়। আজকের দুনিয়ায় বর্তমান সমাজতন্ত্রের চূড়ান্ত গুরুত্বপূর্ণ উপাদানের তাৎপর্য আমরা অবশ্যই ব্যাখ্যা করতে থাকব। যারা চাইছে, আমরা সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহের অভিজ্ঞতা সম্পূর্ণ না হলেও অন্তত আংশিক-ভাবে বাতিল করব অথবা একে জনপ্রিয় করার অবশ্য-প্রয়োজনীয়তাকে অবহেলা করব, তাদের আশা বৃথা হবেই। সমাজতন্ত্র সূচনা থেকেই কার্যত প্রতি পদক্ষেপে ধনতন্ত্র থেকে তার উৎকর্ষতা যে স্পষ্ট প্রতীয়মান করে চলেছে সে সম্পর্কে কমিউনিস্টদের মনে বিন্দুমাত্র সংশয়ের অবকাশ নেই।

রাষ্ট্রপতি গিসকার্দ দ্য এসতেইঞ মনে করেন আমাদের দেশ এমন এক দুঃসময়ের মধ্য দিয়ে চলেছে যখন কোনো ভবিষ্যৎদৃষ্টিই সম্ভব নয়। এই পরাজিতের মনোভাবের প্রতি লক্ষ লক্ষ ফরাসী মানুষ প্রতিবাদ ধ্বনিত করেছেন। সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির প্রতি মুগ্ধনেত্রে তাঁরা দেখছেন যে, বেকারত্ব, রাজনৈতিক কেলেঙ্কারি, জাতীয় সম্পদের অপ-ব্যবহার, মুদ্রাস্ফীতি, অস্বাভাবিক দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি অথবা পুঁজিপতিশ্রেণী কর্তৃক অতি মুনাফা আত্মসাৎ করা—এ সমস্ত সম্পর্কে সে দেশগুলির মানুষরা কখনই অভিজ্ঞতা লাভ করে নি। যে দেশগুলি যুগ যুগ চরম দারিদ্র্যে নিমজ্জিত ছিল আজ তারা জাতিসমূহের পরিবারে জাতিগত স্বাতন্ত্র্য ও

সম্মান অর্জন করেছে এবং সেখানে যোগ্য ভূমিকা পালন করছে। উৎপাদিকা শক্তিসমূহের অগ্রগতি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি-বিদ্যার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে সৃষ্ট সমস্যাগুলিকে তারা সাফল্যের সঙ্গে মোকাবিলা করছে এবং নিজেদের মধ্যে ভ্রাতৃত্বমূলক সহযোগিতা ও সমন্বয়ের ভিত্তিতে সম্পর্ক গড়ে তুলেছে। বুর্জোয়া প্রচারের বহর যত ব্যাপক হোক না কেন একে লুকোতে বা অস্পষ্ট করতে সক্ষম হয় নি।

সাচ্চা গণতন্ত্র লাভ করে এবং সুদূরপ্রসারী সংস্কার আনার পর ফরাসী জনগণ সমাজতন্ত্রের পথ উন্মুক্ত করবেই। এই লক্ষ্য সাধনের সংগ্রামে সবার সামনে রয়েছে ফরাসী কমিউনিস্ট পার্টি।

সংগ্রামে ফলপ্রসূ সমর্থন

এরউইন শার্ফ
অস্ট্রিয়ার কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির
পলিট ব্যুরোর সদস্য ও সম্পাদক

ফ্যাসিবাদের পতনের পর গড়ে ওঠা বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার অভ্যুদয় ও স্থিতি সমস্ত শান্তি ও প্রগতিকামী কর্মীর কাছে অমূল্য গুরুত্ব হিসেবে দেখা দিয়েছে। শ্রমিক-শ্রেণী তার স্বার্থ এবং সামাজিক মুক্তির সংগ্রামে একে এক নির্ভরযোগ্য দুর্গ হিসেবে দেখে। সমাজতান্ত্রিক দেশ-গুলির কিছু কিছু ঘটনা, যা কমিউনিস্ট-বিরোধী প্রচার কাজে লাগাতে সক্ষম হয়েছে, তা সত্ত্বেও একথা আজ অবিসংবাদিত সত্য।

সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ার প্রভাব বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রকমের হয়েছে এবং এর রূপও ভিন্ন ভিন্ন হয়েছে। ফ্যাসিস্ত দখলকারীদের থেকে মুক্ত হওয়ার পর আমাদের দেশের শ্রমিকশ্রেণী মতাদর্শগত ও রাজনৈতিক উভয়তই—বিশেষ করে সোভিয়েত ইউনিয়নের অবস্থান এবং অস্ট্রিয়ার সীমান্তবর্তী দেশগুলিতে জনগণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠায়—বিশেষ প্রভাবান্বিত হয়। এটা প্রথমে শ্রমিকশ্রেণীর অনুভূতিতে এই কথাটা পূর্বের চাইতে জোরালো ব্যক্ত হল যে, নতুন শক্তিসমন্বয় অস্ট্রিয়াকেও সমাজতন্ত্রের পথে নিয়ে যেতে নিশ্চয়ই সক্ষম হবে। কিন্তু ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালিত হয় নি এটা ঘটনা; শ্রমিকশ্রেণীর রাজনৈতিক আশা-আকাঙ্ক্ষা অবহেলিত হয়েছে এবং তার জন্য দায়ী অস্ট্রীয় সোশ্যাল ডেমোক্রাট পার্টির দক্ষিণপন্থী অংশ। তা সত্ত্বেও মার্শাল প্ল্যান অনুযায়ী আমাদের দেশের ওপর রাজনৈতিক ও আর্থনীতিক নিয়ন্ত্রণ স্থাপনের বিরুদ্ধে সংগ্রামে ঐ নতুন পরিস্থিতি সাহায্য করেছে।

জাতীয় স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব অর্জনের সংগ্রামে অস্ট্রিয়া সীমান্তের দেশগুলির নতুন রাজনৈতিক অবস্থা কমিউনিস্টদের যথেষ্ট সাহায্য করেছে। অস্ট্রিয়ার সার্ব-ভৌমত্ব ও জাতিসত্তার বিরোধীরা তাদের উদ্দেশ্যসমূহ অর্থাৎ অস্ট্রিয়াকে নাটোর অংগীভূত করা, বিভিন্ন দখলীকৃত এলাকা অনুযায়ী এদেশকে খণ্ডিত করা অথবা একে যে কোনো রূপেই ফেডারেল রিপাবলিক অব জার্মানির সঙ্গে জুড়ে দেওয়া প্রভৃতি কার্যকর করতে সমর্থ হয় নি।

এই দৃষ্টিভঙ্গিতে, পশ্চিম জার্মানিকে সামরিকীকরণের বিরুদ্ধে অস্ট্রীয় কমিউনিস্টদের লড়াই-এর ফলাফল এবং দেশের শান্তির শক্তিসমূহকে একত্রিত করার কাজে তাঁদের প্রয়াস এবং এইভাবে শান্তিরক্ষায় তাঁদের অবদানকে বিচার করা প্রয়োজন। সমাজতান্ত্রিক পরিবারের অবস্থিতিই এই উদ্যোগ গ্রহণে তাঁদের শক্তি যুগিয়েছে, কারণ তাঁরা জানেন যে তাঁদের সাফল্যের বাস্তব সম্ভাবনা রয়েছে।

জন এফ ডালেসের সমাজতন্ত্রকে "পিছু হঠিয়ে দেওয়ার" নীতির ব্যর্থতা সমাজতন্ত্রের দৃঢ়তার শক্তিশালী প্রমাণ। অস্ট্রিয়ার জাতীয় স্বাধীনতা সংহত করা এবং নিরপেক্ষতা বজায় রাখার পূর্বশর্তসমূহ সৃষ্টি হল। ১৯৫৫ সালের এপ্রিলে মস্কোতে অবস্থানকালে অস্ট্রীয় সরকারের প্রতিনিধিদল কর্তৃক স্বাক্ষরিত "মস্কো স্মারকপত্রে"-র মধ্যে আমাদের দেশের শাসকদের নিরপেক্ষ নীতি গ্রহণ ভাষা পেয়েছে। অবশ্যই এটা কোনো আকস্মিক ঘটনা নয়। এটা নিশ্চিতভাবেই বলা যায়, ঘোষিত হওয়ার পর একাধিকবার এই নিরপেক্ষতার নীতির অস্থায়িত্ব প্রকট হয়ে উঠেছে এবং নাটো ও ইয়োরোপীয় আর্থনীতিক গোষ্ঠীর অনবরত প্রত্যক্ষ আক্রমণ ও বিভিন্নভাবে সৃষ্ট চাপের সম্মুখীন হয়েছে। কিন্তু অস্ট্রীয় নিরপেক্ষতার পেছনে সমাজতান্ত্রিক পরিবারের বিশেষত সোভিয়েত ইউনিয়নের শক্তিশালী রাজনৈতিক ও আর্থনীতিক সমর্থন রয়েছে। সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ার অব-স্থিতি নিশ্চিতভাবেই এক অমোঘ ঘটনা যা অস্ট্রিয়ার কমিউ-নিস্টরা তাঁদের দেশের স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতা বজায় রাখা এবং ই ই সিতে অস্ট্রিয়াকে টেনে নিয়ে যাওয়ার অপচেষ্টার বিরুদ্ধে প্রচার চালানোর কাজে অনবরত ব্যবহার করে চলেছে। নিরাপত্তা ও সহযোগিতা সম্পর্কিত ইয়োরোপীয় সম্মেলনের অগ্রগতি তাঁদের কর্মসূচীর অভ্রান্ততা দেখিয়ে দিচ্ছে। দ্বাবিংশ পার্টি কংগ্রেসে অস্ট্রিয়ার কমিউনিস্ট পার্টির চেয়ার-ম্যান ফ্রনেভা মুরি বলেছেন, "সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র পরিবার দিনে দিনে অধিকতর শক্তিধর হতে না পারলে ইয়োরোপের বর্তমান উত্তেজনা প্রশমন-প্রক্রিয়ার অগ্রগতি ছিল অসম্ভব।"

পুঁজিবাদী জগতে সাম্প্রতিক সংকটের পরিস্থিতি অস্ট্রিয়াকেও প্রভাবিত করতে পারে। এর ফলে বৈদেশিক বাণিজ্য নীতির সমতা এবং কখনো অর্থনৈতিক সংকটগ্রস্ত হয় নি যে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলি তাদের সঙ্গে অস্ট্রিয়ার বাণিজ্য বৃদ্ধির জন্যে কমিউনিস্টদের লড়াই আরও সমর্থন পাচ্ছে। সোভিয়েত ইউনিয়ন, হাঙ্গেরি, পোল্যান্ড, গণ জার্মানি এবং অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির সঙ্গে অস্ট্রিয়ার আর্থনীতিক সম্পর্ক ইতোমধ্যেই প্রমাণ করেছে যে এদিকে সরকারের পদক্ষেপ দুর্বল হলেও তার প্রাথমিক অগ্র-গতি হয়েছে।

চেকোশ্লোভাকিয়ার কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির প্রেসিডিয়ামের সদস্য এবং চেকোশ্লোভাক সরকারের চেয়ারম্যান লুবোমির স্ট্রুগাল সঠিকভাবেই লিখেছেন, "প্রাথমিক স্তরে বর্তমান সমাজতন্ত্রের আবেদন ফুটে ওঠে এর মানবিকতার আদর্শসমূহের মধ্য দিয়ে। এখন এর আবেদন ফুটে উঠছে তার সাফল্যের মধ্যে দিয়ে, কারণ সমাজতন্ত্রের এক শক্তিশালী বৈষয়িক ও প্রযুক্তিগত ভিত্তি রয়েছে···।"(১)

স্পষ্টতই, স্বাস্থ্য, শিক্ষা এবং আইন-প্রণয়নসহ উন্নততর সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থা সৃষ্টির সংগ্রামে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির সামাজিক অগ্রগতি দীর্ঘদিন ধরে আমাদের ফলপ্রসূ নৈতিক সহায়তা দিয়েছে। প্রতি বছর হাজার হাজার অস্ট্রীয় শ্রমজীবী মানুষ প্রতিবেশী সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি সফরে যান এবং সেখানে দ্রুত ও সার্বিক উন্নয়ন দেখে তাঁরা গভীরভাবে অনুপ্রাণিত হন।

সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে এক শক্তিশালী দুর্গ

বাকের ইব্রাহিম,
ইরাকী কমিউনিস্ট পার্টির পলিটব্যুরোর সদস্য

ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে এক কঠিন, বিধ্বংসী ও আত্মবলিদানের অভূতপূর্ব নজির সৃষ্টিকারী যুদ্ধে লক্ষ লক্ষ নরনারী এবং বিপুল সংখ্যক জনগণ অংশ নিয়েছিল। প্রত্যেকেই এটা স্মরণ করেন। ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে জয়ের বিপুলতা প্রকাশ পেয়েছে, শুধুমাত্র ফ্যাসিস্ত-প্লেগ থেকে যারা পৃথিবীর মানুষকে রক্ষা করেছে তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতাই নয়, বরং এই জয় যে নতুন অগ্রগতির দিক খুলে দিয়েছে তাতেও—অর্থাৎ শক্তিশালী সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রপরিবারের অভ্যুদয় যা আজকের দিনে মানবিক অগ্রগতি এবং সমাজতন্ত্রের আদর্শ পূরণে নেতৃত্বের ভূমিকা পালন করে চলেছে।

অপরাপর সবাইর মতো আমাদের জনগণ ৩০ বছর আগের সেই ঘটনার বিপুল প্রভাব অনুভব করে। কমিউনিস্টদের কাছে এটা স্পষ্ট যে, ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে জয় এবং সমাজতান্ত্রিক বিশ্ব ব্যবস্থার উত্থানের ফলে সাম্রাজ্যবাদ সুনিশ্চিতভাবে তার ঐতিহাসিক ভূমিকা এবং বিশ্ব-বিবর্তনকে পিছয়ে নিয়ে যাওয়ার সব সুযোগ হারিয়েছে। ইরাকে সাম্রাজ্যবাদ ও তাদের পুতুল প্রশাসনের বিরুদ্ধে লড়াইতে আমাদের জনগণের সাফল্য একথার নির্ভুলতা প্রমাণ করেছে; সোভিয়েত ইউনিয়ন সহ অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশের কার্যকরী বৈষয়িক এবং নীতিগত সহযোগিতা ব্যতিরেকে এ সাফল্য অর্জন ছিল অসম্ভব। রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জন করে এবং পুতুল ও স্বৈরাচারী সরকারের পতন ঘটাবার পর ইরাক সামাজিক প্রগতির পথ অনুসরণ করছে। সোভিয়েত ইউনিয়ন, চেকোশ্লোভাকিয়া, পোল্যান্ড, বুলগেরিয়া এবং অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সহযোগিতায় বেশ কিছু নতুন প্রতিষ্ঠান আমাদের দেশে গড়ে উঠেছে।

১৯৭২ সালের এপ্রিলে স্বাক্ষরিত ইরাকী-সোভিয়েত মৈত্রী ও সহযোগিতার চুক্তি সমাজতান্ত্রিক পরিবারের সঙ্গে ইরাকের রাজনৈতিক, আর্থিক ও সাংস্কৃতিক সহযোগিতা আরও অগ্রগামী করার ক্ষেত্রে বিপুল গুরুত্বমণ্ডিত ঐতিহাসিক পদক্ষেপ। ইরাকের প্রগতিশীল শক্তিসমূহ এবং জনগণ একথা বুঝেছেন যে, সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশের সঙ্গে নিকটতর সম্পর্ক তাঁদের সাফল্যসমূহ ও তার ভবিষ্যৎকে রক্ষা করা সুগম করবে এবং সাম্রাজ্যবাদী ও প্রতিক্রিয়াশীল চক্রান্ত রুখতে কার্যকর সাহায্য দেবে। স্বদেশের স্বাধীনতা সংহত করা, সামাজিক প্রগতি ত্বরান্বিত করা এবং সাম্রাজ্যবাদ ও ইসরায়েলী আগ্রাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রামে নিয়োজিত ভ্রাতৃসুলভ অন্যান্য আরব জনগণও একথা স্বীকার করেছেন। ইসরায়েলী আক্রমণকারীর বিরুদ্ধে আরব জনগণের যুদ্ধে এর পরীক্ষাও হয়ে গেছে।

সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ার সঙ্গে বন্ধুত্ব ও ঐক্যের যাথার্থ্য সম্পর্কে সন্দেহ, কিছু আরবদেশে যে সন্দেহের বীজ বপন করছে দক্ষিণপন্থীরা এবং সেকাজে মদত যোগাচ্ছে বিশ্বের প্রতিক্রিয়ার শক্তিগুলো। এই সন্দেহ যে আরব জনগণের স্বাধীনতা ও সামাজিক প্রগতির সংগ্রামের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর, এ সম্পর্কে আরও বেশি বেশি করে জনগণ সতর্ক হচ্ছেন। আমরা লক্ষ্য করছি, জনগণের ক্রমবর্ধমান সতর্কতা প্রতিক্রিয়ার উদ্দেশ্যপূরণে বাদ সাধছে।

আরব জগতের কমিউনিস্ট পার্টিগুলি ও প্রগতিশীল শক্তিসমূহের কাছে সাম্রাজ্যবাদের উপর রাজনৈতিক ও আর্থনীতিক নির্ভরতার উপাদানগুলিকে নিশ্চিহ্ন করার সংগ্রাম, সামাজিক অগ্রগতি অর্জন, জাতীয় সার্বভৌমত্বের সংহতি সাধন এবং প্রগতিশীল আরব রাষ্ট্রকে শক্তিশালী করার ফলপ্রসূ চাবিকাঠি হল, বিশ্বব্যাপী বিপ্লবী সংগ্রামের, বিশেষত সমাজতান্ত্রিক পরিবারের সঙ্গে আরব মুক্তি আন্দোলনের ঘনিষ্ঠতর সম্পর্ক স্থাপন।

---

১ ওয়ার্ল্ড মার্কসিস্ট রিভিউ, সেপ্টেম্বর ১৯৭৪। পৃঃ ৪।

পর্তুগালের নতুন পথ

পর্তুগালের কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক
আলভারো কুনহালের সঙ্গে সাক্ষাৎকার

প্রশ্ন ঃ বর্তমান সময়ে ফ্যাসিবাদ-বিরোধী ও গণতান্ত্রিক কার্যকলাপের মূল বৈশিষ্ট্যগুলো কি?

উত্তর ঃ প্রায় বছরখানেক হল ফ্যাসিবাদী একনায়কতন্ত্রের অবসান ঘটেছে, মৌলিক স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং রাজনৈতিক পুলিসের অত্যাচার ও ঔপনিবেশিক যুদ্ধের আতঙ্কের পরিসমাপ্তি ঘটেছে। ১৯৭৪ সালের ২৫ এপ্রিল আমাদের জনগণের সর্বাপেক্ষা ঈপ্সিত অভিপ্রায় লাভের পথ উন্মুক্ত হয়, যা ফ্যাসিবাদী শাসনের বিরুদ্ধে প্রায় অর্ধশতাব্দীব্যাপী সংগ্রামের মাধ্যমে তাদের উৎসাহিত করে। একনায়কতন্ত্র ও ঔপনিবেশিক যুদ্ধের বিরুদ্ধে গণআন্দোলনের ফলে, ফ্যাসিবাদী শাসনের অন্তর্নিহিত দ্বন্দ্ব ও বিচ্ছিন্নতার ফলে এবং সবশেষে আঙ্গোলা, গিনি-বিসাউ ও মোজাম্বিকে মুক্তি সংগ্রাম ও এর প্রতি আন্তর্জাতিক সংহতি ও সমর্থনের ফলে, ২৫ এপ্রিল অফিসারদের জয় সম্ভব হয়েছিল।

ফ্যাসিবাদের অশুভ অবশেষ নির্মূল করতে এবং দেশে গতিশীল ও সুদূরপ্রসারী বৈপ্লবিক সংস্কারসাধন করতে গণতান্ত্রিক শক্তিসমূহ ও সাধারণভাবে জনগণ সক্রিয় ভূমিকা পালন করে। পর্তুগালের জীবনে এই আকস্মিক ও অপ্রত্যাশিত পরিবর্তন হচ্ছে সেই প্রক্রিয়ার বিষয়গত প্রকাশ যাকে পর্তুগালের কমিউনিস্ট পার্টি জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লব বলে অভিহিত করেছে।

এই বিপ্লবের একটি কঠিন সময়ের মধ্য দিয়ে পর্তুগাল যাচ্ছে—ফ্যাসিবাদী রাষ্ট্রের অবসান, স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা এবং নতুন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠন। এইভাবে আমরা জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবের দিকে প্রথম পদক্ষেপ ফেলছি—এই পদক্ষেপ হল গণতান্ত্রিক স্বাধীনতা, বড় বড় একচেটিয়াপতিদের অবসান, কৃষি সংস্কার, সংস্কৃতির বিকাশ, জীবনযাত্রার মানের উন্নতি, সাম্রাজ্যবাদী অভিভাবকত্বের অবসান, স্বাধীন অর্থনৈতিক বিকাশ এবং আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার ও প্রাক্তন পর্তুগীজ ঔপনিবেশিক শাসন থেকে জনগণের স্বাধীনতাপ্রাপ্তি।

এইসব লক্ষ্য এখনও অর্জন করতে হবে, কিন্তু আমরা একথা নির্ভয়ে বলতে পারি যে, ইতিমধ্যে আমাদের অর্জিত গুরুত্বপূর্ণ বিজয়গুলো পর্তুগালের অবস্থাকে মূলগতভাবে পরিবর্তিত করেছে এবং আমাদের গণতন্ত্র, প্রগতি ও জাতীয় স্বাধীনতার পথে বহুদূর নিয়ে এসেছে। আমরা ফ্যাসিবাদী শাসনকে চূর্ণ করেছি এবং জনগণের জন্য স্বাধীনতা অর্জন করেছি। এখন আমরা নতুন, গণতান্ত্রিক পর্তুগাল গঠন করছি। সমস্ত অসুবিধা ও বাধাবিপত্তি সত্ত্বেও আমরা ধাপে ধাপে ফ্যাসিবাদের যন্ত্রণাদায়ক অবশেষকে দূরীভূত করছি এবং পর্তুগালের জীবনের ধরনটাকেই পরিবর্তন করছি। এসব পরিবর্তন অত্যন্ত কম সময়ে ঘটছে। এই ঘটনা বিপ্লবী প্রক্রিয়ার গতি সূচিত করছে।

প্রশ্ন ঃ এই প্রক্রিয়াটা ঘুরিয়ে দেওয়ার বিরুদ্ধে ও একটি প্রতিক্রিয়াশীল প্রতিআক্রমণ যা ফ্যাসিবাদকে ফিরিয়ে আনতে পারে, তার বিরুদ্ধে গ্যারান্টি কি?

উত্তর ঃ রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক উভয় দিক থেকেই গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার বিরুদ্ধে এখনো একটি সুস্পষ্ট বিপদ রয়েছে।

রাজনৈতিক দিক—সরকারি প্রশাসনে প্রতিক্রিয়াশীলেরা এখনও গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানে রয়েছে। সেই কারণেই নতুন, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রকে শক্তিশালী করার প্রতি আমরা এত গুরুত্ব আরোপ করছি। ২৮ সেপ্টেম্বর প্রতিক্রিয়ার পরাজয়ের মধ্য দিয়ে এ ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। জাতীয় মুক্তি জুন্টা থেকে প্রতিক্রিয়াশীল জেনারেলদের অপসারণ করা হয়েছে, প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপতি পদত্যাগ করেছেন এবং সেনাবাহিনীতে নতুন লোক নিয়োগ করা হয়েছে।

সরকারি প্রশাসনে পুনর্গঠন বা ব্যাপক বিশোধন আরও শক্তিশালী ও সুস্থ প্রশাসন সৃষ্টির উদ্দেশ্যে করা হয়েছে। এটাই হল প্রমাণ যে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র শক্তিশালী হচ্ছে ও জনগণের এই বিশ্বাস দৃঢ় হচ্ছে যে আরো গভীর পরিবর্তন অনুষ্ঠিত হবে।

গিনি-বিসাউকে স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে। এবং মোজাম্বিকে অস্থায়ী সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, কিন্তু অ্যাঙ্গোলা, কেপভার্দে দ্বীপপুঞ্জ ও অন্যান্য অঞ্চলে ঔপনিবেশিকতা অবসানের প্রক্রিয়া বহু সমস্যাকে তুলে ধরেছে। পর্তুগাল একটি পশ্চাৎপদ ও দরিদ্র দেশ। আর্থনীতিক ব্যয় এবং অন্তত কিছু সময়ের জন্য আফ্রিকায় পর্তুগীজ সামরিক বাহিনীর উপস্থিতি ঔপনিবেশিকতার অবসানের সঙ্গে জড়িত। যেসব অঞ্চলে ঔপনিবেশিকতার অবসান হয়েছে, সেখানকার ঘটনাবলী পর্তুগালের রাজনীতিতে জোরালো প্রভাব ফেলতে পারে। তারা ফ্যাসিস্ত ও প্রতিক্রিয়াশীল সংগঠনগুলোকে এবং পর্তুগালে কর্মরত ধ্বংসাত্মক গোষ্ঠীগুলোকে শক্তিশালী করতে পারত। এর অর্থ এই যে, আমরা অবশ্যই ঔপনিবেশিকতার অবসানের প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করব এবং পূর্বতন পর্তুগীজ শাসনাধীন জনগণের পূর্ণ স্বাধীনতা সুনিশ্চিত করব।

অর্থনৈতিক দিক—যদিও রাজনৈতিক ক্ষমতা গণতান্ত্রিক শক্তিগুলোর হাতেই রয়েছে, তবুও অর্থনীতি এখনও ব্যাপকভাবে একচেটিয়াপতি ও ভূস্বামীদেরই নিয়ন্ত্রণে। তারা শিল্প ও কৃষিতে গুরুতর অসুবিধা সৃষ্টি করে, উৎপাদন কমিয়ে, কারখানাগুলো বন্ধ করে, মজুরিপ্রদানে বিলম্ব করে,

হাজার হাজার শ্রমিককে ছাঁটাই করে এবং এইভাবে বেকারত্ব বৃদ্ধি করে অর্থনীতির ধ্বংসসাধন করছে। তাদের অজুহাত হল এই যে তাদের টাকা নেই, কিন্তু তারা বিপুল পরিমাণ অর্থ বেআইনীভাবে বিদেশী ব্যাংকে চালান দিচ্ছে। তারা ছোট ও মাঝারি ব্যবসায়ী ও কৃষককে ঋণ দিতে অস্বীকার করছে। তারা অসন্তোষ সৃষ্টি করার ও প্রতিবিপ্লবী আক্রমণের উর্বর ক্ষেত্র প্রস্তুত করার প্রচেষ্টায় অর্থনৈতিক অসুবিধাগুলো নতুন সরকারের ঘাড়ে চাপিয়ে দিচ্ছে।

সংক্ষেপে, প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলো, তাদের ভাণ্ডারে যা কিছু আছে, তাই তারা ব্যবহার করছে এবং পর্তুগালের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে আঘাত হানতে পারে।

এই অবস্থা বেশিদিন থাকতে পারে না। হয় এক-চেটিয়াপতি ও ভূস্বামীরা রাজনৈতিকভাবে ক্ষমতায় আসবে এবং একনায়কতন্ত্র ও শোষণ পুনরায় চাপিয়ে দেবে, অথবা গণতান্ত্রিক শক্তিগুলো তাদের অর্থনৈতিক ক্ষমতার অবসান ঘটাবে এবং নতুন, গণতান্ত্রিক পর্তুগাল গঠনের কাজ করে যাবে। এছাড়া অন্য কোনো বিকল্প নেই। আমরা কমিউ-নিস্টরা বলি যে, অর্থনীতির মূল শাখাগুলোর জাতীয়করণ এবং কৃষকের হাতে বড় জোতের হস্তান্তর গণতন্ত্রের বিকাশের জন্য প্রয়োজন।

একচেটিয়াপতি ও বৃহৎ ভূস্বামীদের অর্থনৈতিক ক্ষমতা সংকুচিত করার জন্য সামরিক বাহিনীর আন্দোলন ও অস্থায়ী সরকারের দৃঢ়বদ্ধ ও সুসংগত কাজকে পর্তুগীজ কমিউনিস্ট পার্টি স্বাগত জানায়। এই অস্থায়ী সরকারে কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিনিধিত্ব আছে। এটাই হল প্রথম কাজ।

সংক্ষেপে, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের গঠন, ঔপনিবেশিকতার অবসান এবং একচেটিয়াপতি ও ভূস্বামী প্রাধান্যের নির্মূলী-করণই হচ্ছে গণতান্ত্রিক বিপ্লবী প্রক্রিয়াকে ঘুরিয়ে দেওয়ার বিরুদ্ধে তিনটি গ্যারান্টি।

প্রশ্ন : বিপ্লবের বর্তমান স্তরে কমিউনিস্ট পার্টি কোন কোন কর্তব্যের সম্মুখীন?

উত্তর : পার্টির বিশেষ কংগ্রেসে এগুলো সূত্রায়িত করা হয়েছে নিম্নোক্তভাবে : জনগণের স্বাধীনতা রক্ষা এবং গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রকে শক্তিশালী করা, নিরবচ্ছিন্ন বিকাশের জন্য অর্থনৈতিক স্থায়িত্ব এবং ঔপনিবেশিকতার অবসান প্রক্রিয়ার ধারাবাহিকতা।

গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রকে শক্তিশালী করা এবং জনগণের স্বাধীনতাকে ঊর্ধ্বে তুলে ধরার অর্থ :—

—গুরুত্বপূর্ণ পদে নিযুক্ত নতুন শাসনব্যবস্থার সমর্থকগণসহ সরকারি যন্ত্রের ব্যাপক উন্নয়ন ;

—গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার রক্ষায় সামরিক বাহিনী ও পুলিসকে ঢেলে সাজানো ;

—জাতীয় সমস্যার সমাধানে জনগণের ব্যাপক অংশ-গ্রহণ, সরকার, কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় কর্তৃপক্ষ, রাজনৈতিক দল, ট্রেড ইউনিয়ন এবং সমস্ত গণতান্ত্রিক ও গণসংগঠন-গুলোর মধ্যে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা ;

—প্রতিবিপ্লবী ষড়যন্ত্র ও অর্থনৈতিক অন্তর্ঘাতের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থাগ্রহণ ;

—শেষত স্বাধীন ও কার্যকরভাবে জনগণের ইচ্ছা প্রকাশের মতো উপযুক্ত অবস্থা সৃষ্টির মাধ্যমে গণপরিষদের নির্বাচন।

আমাদের বিশেষ কংগ্রেসে গৃহীত কর্মসূচীতে অর্থ-নৈতিক ও আর্থিক স্থায়িত্ব রক্ষার জন্য বেশ কয়েকটি ব্যবস্থা অবলম্বনের কথা বলা হয়েছে। তদনুসারে, আমরা অপ্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে ও সামরিক খাতে সরকারি বরাদ্দ কমানোর, মিতব্যয়ী অর্থনীতির একটি মুদ্রাস্ফীতি-বিরোধী নীতির, রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পের দক্ষ প্রশাসনের আরও বেশি রাষ্ট্রীয় বিনিয়োগের, আর্থিক ক্ষেত্রে কঠোরতর নিয়ন্ত্রণের এবং বেসরকারি ব্যাংক ও পুঁজির আদানপ্রদানে সরকারি তত্ত্বাবধানের জন্য প্রচার করছি। কমিউনিস্টরা শিল্পে অহেতুক উৎপাদন হ্রাস, ক্লোজার ও অন্যায় লে-অফ-এর বিরুদ্ধে সক্রিয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য দাবি করছে এবং বেশি বেশি করে উদ্যোগগুলি যাতে সম্পূর্ণভাবে বা আংশিকভাবে রাষ্ট্রদ্বারা পরিচালিত হয় তার জন্য কমিউ-নিস্টরা প্রচার করছে। যেসব ছোট ও মাঝারি ব্যবসায় অর্থনৈতিক বিকাশে এক নির্দিষ্ট অবদান রাখে সেইসব ব্যবসায় রক্ষা করার জন্য সক্রিয় ব্যবস্থা অবলম্বনের দাবিও কমিউনিস্টরা জানাচ্ছে।

শিল্প ও অর্থের তুলনায় কৃষি কম সমস্যাসংকুল নয়। কৃষকদের বহু জটিল সমস্যা যতশীঘ্র সম্ভব মেটাতে হবে কারণ লক্ষ লক্ষ জনগণের স্বার্থ এর সাথে জড়িত। যে গণতান্ত্রিক বিপ্লব শহরে দ্রুত বিকাশলাভ করছে তাকে গ্রামাঞ্চলে ব্যর্থ হতে দিতে আমরা পারি না।

আমরা বিশ্বাস করি, অব্যবহৃত জমি অধিগ্রহণ করা ও সেগুলো কৃষকদের নিকট হস্তান্তরিত করাই কৃষি সম্বন্ধীয় নীতি হওয়া উচিত। সমবায়গুলোকে উৎসাহদানের সঙ্গে সঙ্গে ছোট ও মাঝারি কৃষককে লগ্নী, সহজ শর্তে ঋণ, সামাজিক বীমা ও কারিগরি সহযোগিতা সহ ভূমিস্বত্বের পুরো ব্যবস্থা মূলগতভাবে ঢেলে সাজাতে হবে।

ফ্যাসিস্ত একনায়কতন্ত্রের সবকটি বছরের তুলনায় ২৫ এপ্রিল থেকে পর্তুগীজ শ্রমজীবী জনতা সামাজিক সমৃদ্ধির ক্ষেত্রে অনেক বেশি অর্জন করেছে। এই সাফল্যগুলো নষ্ট করে দিতে অর্থনৈতিক অসুবিধাগুলোকে প্রশ্রয় দেব না। এটা বন্ধ করতে ক্রমবর্ধমান মূল্যবৃদ্ধির সঙ্গে তাল রেখে মাঝে মাঝেই মজুরি বাড়ানোর, যৌথ দর কষাকষি চুক্তির প্রতি কঠোর আনুগত্যের আরও বেশি সামাজিক সুযোগ-সুবিধার, অন্যায্য লে-অফ বেআইনী করার, আংশিকভাবে সরকারি পূর্ত কর্মসূচীর মাধ্যমে আরও চাকরির জন্য আমরা দাবি করছি। পার্টি কংগ্রেসে আমরা ঘোষণা করেছি যে, পর্তুগালের শ্রমিকরা তাদের স্বাধীনতার জন্য উচ্চমূল্য দিতে প্রস্তুত যদি ধনীরাও সেইমতো উচ্চমূল্য দেয়। আমরা বলেছি—"আমরা পর্তুগালের ভালোর জন্য কাজ করতে চাই, শোষকদের ভালোর জন্য নয়।"

সংক্ষেপে, এটাই হল দেশের এবং শ্রমিকশ্রেণীর পার্টি, এর বিপ্লবী অগ্রবাহিনী আমাদের পার্টির মূল কর্তব্য। পার্টি খুব সক্রিয় ভূমিকা পালন করছে। পার্টি অনেক কিছু ব্যবস্থা গ্রহণের প্রস্তাব করেছে, কিন্তু সেটা অর্জন করা সরকারের ওপর নির্ভর করছে। আমরা অবশ্যই সরকারের মধ্যে কাজ করব এবং একই সঙ্গে এই সব ব্যবস্থা-গুলোর জন্য গণ-সমর্থন সংগঠিত করব।

আমরা অনুভব করি যে যখন জনগণের অর্জিত স্বাধীনতাকে ঊর্ধ্বে তুলে ধরি এবং নতুন রাষ্ট্রকে শক্তিশালী করি, তখন জরুরী অর্থনৈতিক সমস্যাগুলোর সমাধান বের করা দরকার এবং ঔপনিবেশিকতার অবসান প্রক্রিয়া চালিয়ে যেতে হবে। এখন এবং ভবিষ্যতে এই কাজে জনগণের পুরোপুরি অংশগ্রহণ সুনিশ্চিত করা উচিত।

পার্টিকে এখনও বহু সমস্যার সমাধান করতে হবে।

আমরা আত্মগোপন করে কাজ করেছি, এখন আমরা নতুন অবস্থার সঙ্গে খাপ খাওয়াচ্ছি। আমাদের পার্টি অত্যাচারিত ও নির্যাতিত হয়েছে, এখন আমরা সরকারে আছি। এ সবকিছুরই জন্য প্রয়োজন নতুন ধাঁচের সংগঠন ও প্রচার। আমাদের কর্মীদের কাছ থেকে আরও প্রত্যাশা করা হচ্ছে। নতুন পরিস্থিতিতে আমরা উত্তীর্ণ হয়েছি কিন্তু বহু অসুবিধাকে কাটিয়ে উঠতে হবে। আশুঃপার্টি কাজের ভালো ফল আমরা রিপোর্ট করতে পারি। আমাদের প্রচার বিরাট সংখ্যক শ্রোতার কাছে পেঁাছে দিয়েছি। আমাদের কর্মীরা নতুন অবস্থার সঙ্গে নিজেদের খাপ খাওয়াচ্ছেন। বহু যুবক পার্টিতে যোগ দিচ্ছে, এবং আমরা এ ব্যাপারে নিশ্চিত যে পার্টি কংগ্রেস দ্বারা নির্দিষ্ট লক্ষ্যে আমরা পেঁাছবো।

প্রশ্ন ঃ নতুন, গণতান্ত্রিক পর্তুগালের জন্য সংগ্রামে জনগণ ও সামরিক বাহিনীর মৈত্রীকে কমিউনিস্টরা কিভাবে দেখে ?

উত্তর ঃ পর্তুগালে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় এই দুইয়ের মৈত্রী একটি চূড়ান্ত উপাদান। যদি এটা বিভক্ত হয়ে পড়ে, তবে গণতান্ত্রিক অগ্রগতি এখনই বিপদগ্রস্ত হয়ে পড়বে। সেইজন্যই আমাদের পার্টি একদিকে জনগণ ও গণতান্ত্রিক শক্তির ঐক্য এবং অন্যদিকে জনগণের আন্দোলন ও সামরিক বাহিনীর আন্দোলনের মৈত্রীকে শক্তিশালী করতে এত আগ্রহী।

সামরিক বাহিনীর আন্দোলনের মধ্যেকার ঐক্য হচ্ছে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। বিভিন্ন সামাজিক গোষ্ঠীর লোক নিয়ে সামরিক বাহিনী গঠিত, সে কারণে এতে দ্বন্দ্ব ও বিরোধ সৃষ্টি হয়। যদি শ্রমিকশ্রেণী ও কৃষক, শহুরে পেটি-বুর্জোয়া এবং মাঝারি বুর্জোয়ার একটি বিশেষ অংশের মৈত্রী দুর্বল হয়, তবে সামরিক বাহিনীর সদস্যদের ব্যবহারে তার প্রতিক্রিয়া পড়বেই এবং মতান্তর এমনকি বিভেদও অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠতে পারে। সামরিক বাহিনীর মধ্যেকার ঐক্য এবং গণতান্ত্রিক পরিবর্তনের জন্য কর্মে ব্যাপৃত সামাজিক শক্তিগুলোর সঙ্গে তাদের মৈত্রী বর্তমান পরিস্থিতিতে একান্ত প্রয়োজনীয়।

সামরিক বাহিনীর আন্দোলন হচ্ছে এক বিশেষ প্রক্রিয়ার ফল। যে নীতিগুলো বিগত কয়েক বছরে, বিশেষ করে ২৫ এপ্রিল থেকে সামরিক বাহিনীর মধ্যে দানা বেঁধেছে, সেই গণতান্ত্রিক নীতিগুলোর সঙ্গে এর নীতি সামঞ্জস্যপূর্ণ, কিন্তু এটা বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিত্ব করে না।

গণতান্ত্রিক শক্তিগুলোর ঐক্য এবং রাজনৈতিক দলগুলোর যৌথ কার্যক্রম এ এফ এম-এর মধ্যেকার ঐক্য গড়ে তুলবে। বিপরীত দিকে, যদি রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে মতভেদ ও সংঘর্ষ চলে, তবে এটা সামরিক বাহিনীর মধ্যেও দ্বন্দ্বকে বাড়িয়ে তুলবে। এ এফ এম ও গণ আন্দোলনের মৈত্রীর ওপর এটা প্রতিকূল প্রভাব ফেলবে। সে কারণে আমরা বিশ্বাস করি যে গণতান্ত্রিক শক্তিগুলোর রাজনৈতিক ঐক্য নষ্ট হলে এ এফ এম-এর ঐক্য ও গণ আন্দোলনের সঙ্গে তার মৈত্রী ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

গণ-আন্দোলনের কোনো কোনো রূপ বর্তমান পরিস্থিতির সঙ্গে সংগতিপূর্ণ নয় এবং বিপ্লবের বর্তমান স্তরে শ্রমিকশ্রেণীর সঙ্গে মৈত্রীবদ্ধ অন্যান্য শ্রেণীর মধ্যে উদ্বেগের সৃষ্টি করতে পারে। এটা বিশেষ করে পেটি-বুর্জোয়া ও মাঝারি বুর্জোয়াদের কোনো কোনো অংশের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। এই ধরনের আন্দোলন জনগণের দোদুল্যমান অংশকে বিচ্ছিন্ন করতে পারে এবং শেষ পর্যন্ত সামরিক বাহিনী ও জনগণের মধ্যে অসন্তোষ জাগিয়ে তুলতে পারে। প্রতিক্রিয়াশীলরা এ ব্যাপারে যথেষ্ট সচেতন এবং তারা এমন সবকিছু করছে যা তারা তথাকথিত গণ-বিক্ষোভ সংগঠিত করার জন্য করতে পারে এবং যা আসলে প্রতিক্রিয়াশীল স্বার্থ চরিতার্থ করে।

নভেম্বরের প্রথম দিকে লিসবনের ঘটনা জনসভা অনুষ্ঠিত করা থেকে দক্ষিণপন্থী গোষ্ঠীকে বিরত করার প্রচেষ্টার সঙ্গে যুক্ত, যা তারা বর্তমান শাসন ব্যবস্থার দ্বারা প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক স্বাধীনতার মাধ্যমে পেয়েছিল। দায়িত্বহীন লোকজনদের দিয়ে কোনো একটি রাজনৈতিক দলের অফিস আক্রমণ করার সঙ্গে গণ-আন্দোলনের কোনো সম্পর্ক নেই। জনগণের প্রতিনিধিত্ব করে না এমন একটি সংখ্যালঘু বামপন্থী গোষ্ঠীর দ্বারা এটা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। কিন্তু এই ধরনের কাজ জনগণ ও সামরিক বাহিনীর মধ্যে সন্দেহ জাগাতে পারে, ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি করতে পারে, এমন কি এই দুইয়ের মৈত্রীকে দুর্বল করতে পারে।

প্রতিক্রিয়ার দ্বারা উৎসাহিত বামপন্থী ও হঠকারীরা ছাড়াও প্রতিক্রিয়াশীলেরা সেনাবাহিনী ও জনগণের মধ্যে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করার চেষ্টা করছে। প্রতিক্রিয়াশীলরা জনগণের স্বার্থ ও স্বাধীনতা রক্ষায় ব্যর্থতার অভিযোগ এনে সেনাবাহিনীর মধ্যে অবিশ্বাসের বীজ বপন করতে চায় এবং তাদের মধ্যে এ বিশ্বাস ঢোকাতে চায় যে শ্রমিকশ্রেণী ও জনগণ ক্ষমতা দখল করতে ও পর্তুগালের জীবনে সেনাবাহিনীকে কোনো ভূমিকা পালন করতে বিরত করতে চায়। এসব প্রচার করা হল তাদের কৌশল। এই ধরনের প্রতিবিপ্লবী প্রচারের উদ্দেশ্য হল জনগণ ও সামরিক বাহিনীর মধ্যে বিভেদ ঘটানো। সতরাং এটা এক নির্দিষ্ট বিপদ সৃষ্টি করছে।

এইসব জটিলতা সত্ত্বেও, আমরা সামরিক বাহিনীর আন্দোলন ও গণ-আন্দোলনের মৈত্রীকে শক্তিশালী করতে পারি। নবলব্ধ স্বাধীনতা রক্ষা করা, গণতন্ত্রকে শক্তিশালী করা, স্বাধীন নির্বাচন অনুষ্ঠিত করা, অর্থনৈতিক সংস্কারগুলো কার্যকর করা এবং যাতে জনগণ তাঁদের ভবিষ্যৎ নিজেরাই স্থির করেন, সেই ধরনের নতুন গণতান্ত্রিক পর্তুগাল গঠনের কাজ অবিরাম চালিয়ে যাওয়া এসবের জন্যই এই মৈত্রীর প্রয়োজন।

প্রশ্ন ঃ বিপ্লব সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গি কি ?

উত্তর ঃ বিজয় হবে, আবার বিপর্যয়ও ঘটবে। দক্ষিণ ও বাম বিচ্যুতিগুলো সম্পর্কে আমাদের ব্যবস্থা নিতে হবে। বিপ্লবের জটিল, দ্বন্দ্বমুখর ও ঝটিকাপূর্ণ প্রক্রিয়া কখনও সোজা পথে চলে না। কিন্তু আমাদের স্থির প্রত্যয় আছে যে, পর্তুগালে গণতন্ত্র শক্ত খুঁটির ওপর প্রতিষ্ঠিত হবে এবং গভীর সামাজিক পরিবর্তন ঘটবে। আমরা ব্যস্ত নই, আমরা ঘটনাবলীকে উস্কে দিতে চাই না এবং আমরা এমন কোনো লক্ষ্য স্থির করি না যার জন্য অবস্থা পরিপক্ক হয় নি। অন্যান্য সামাজিক শক্তিসমূহের সঙ্গে মৈত্রীতে আবদ্ধ হয়ে বৃহত্তর ভূমিকা পালনকারী শ্রমিকশ্রেণীকে নিয়ে গণতন্ত্রীকরণের প্রক্রিয়া চলবে। পর্তুগালের সমাজকে নতুন করে ঢেলে সাজাতে হবে। বর্তমানে আমরা একচেটিয়ার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করছি, কিন্তু আমরা সমাজতন্ত্রে পেঁাছব, এই পরিপ্রেক্ষিতে আমরা আস্থাশীল। ধৈর্যসহকারে, তাড়াহুড়ো না করে আমরা আমাদের মিত্রদের সাথে নিয়ে সামনের দিকে এগোব। পার্টি হিসেবে, শ্রেণী

হিসেবে আমরা বিচ্ছিন্ন নই—অন্যান্য শ্রেণীর সাথে একযোগে আমরা একচেটিয়াপতি ও ভূস্বামীদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করছি এবং যতদূর পর্যন্ত সম্ভব আমরা আমাদের মিত্রদের সাথে থাকতে চাই। আমরা অনুভব করি যে, যদি পার্টি এই পথ ধরে চলতে সমর্থ হয়, তবে গণতন্ত্রের জয় হবেই এবং পর্তুগালও সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে পরিণত হবে।

এই সংখ্যায় পর্তুগাল সম্পর্কে ডব্লিউ এম আর-এর প্রতিনিধিদের রিপোর্ট দেখুন।

এক সার্বভৌম এবং সংযুক্ত সাইপ্রাসের স্বার্থে

এজিকিয়াস পাপাইওয়ানো
সাধারণ সম্পাদক, প্রগ্রেসিভ পার্টি অব দ্য ওয়ার্কিং
পিপ্‌ল অব সাইপ্রাস (এ-কে-ই-ল)

১৯৭৪-এর গ্রীষ্মে জোটবহির্ভূত একটি ক্ষুদ্র দেশ এবং জাতিসংঘের পূর্ণ সদস্য সাইপ্রাস প্রজাতন্ত্র আবার সাম্রাজ্যবাদী অপরাধের শিকার হল। ১৫ জুলাই বাইরে থেকে এক অভ্যুত্থানে উৎসাহ যোগানো হল এবং পাঁচ দিন পর ন্যাটোর উস্কানিতে তুরস্ক ঐ দ্বীপ আক্রমণ করল। সাইপ্রাসের ধারাবাহিক ট্রাজেডি হচ্ছে আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্তের ফল।

আগ্রাসী সাম্রাজ্যবাদী মহলগুলি সর্বদাই সাইপ্রাসকে পূর্ব ভূমধ্যসাগর অঞ্চলের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ সামরিক সেতুমুখ বলে গণ্য করেছে। বৃটিশ ঔপনিবেশিকতাবাদীরা যারা ৮২ বছর সাইপ্রাসের বুকে শাসন চালিয়েছে তারা মধ্য-প্রাচ্যে সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থসমূহ সুরক্ষায় দ্বীপটিকে একটি বিরাট সামরিক ঘাঁটিতে পরিণত করে। ১৯৫৬ সালে মিশর আক্রমণের জন্য এবং আরব দেশগুলির বিরুদ্ধে আগ্রাসনকালে ইসরায়েলকে সরবরাহ পেঁাছে দেবার জন্য এটি ঘাঁটিরূপে ব্যবহৃত হত।

যুদ্ধের পর থেকেই, বিশেষত ঠাণ্ডা লড়াইয়ের দিন-গুলোতে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ সাইপ্রাসে চরম উৎসাহ দেখাতে শুরু করল। পেণ্টাগনের সামরিক পরিকল্পনাগুলিতে দ্বীপটির জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান নির্দিষ্ট হল এবং মার্কিন তৈল একচেটিয়ারা যারা ইসরায়েলের আগ্রাসনকে মদত দিচ্ছে এবং সমাজতান্ত্রিক সমবায় থেকে আরব দেশ-গুলিকে বিচ্ছিন্ন করতে চেষ্টা করছে, তাদের অর্থলগ্নীকে রক্ষার জন্য দ্বীপটিকে একটি ভূমিকা দেওয়া হল।

বৃটিশ ও মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরা আমাদের জনগণের জাতীয় মুক্তি আন্দোলনকে সাইপ্রাসে তাদের ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রের পথে সর্ববৃহৎ বাধা বলে মনে করে। এ কারণেই তারা সর্বদা সাইপ্রিয়টদের ঘোর শত্রু হয়েছে। সাইপ্রিয়টদের আত্ম-নিয়ন্ত্রণের অধিকার হরণ করার জন্য তারা নানা রকমের পথ ও পদ্ধতির আশ্রয় নিয়েছে। ১৯৪৭ সালে বৃটিশ সরকার একটি আধা-ঔপনিবেশিক শাসন কায়েমের লক্ষ্য রেখে সাইপ্রাসের জন্য একটি খসড়া সংবিধানের প্রস্তাব দেয়। ঐ খসড়াকে সংস্কৃত করতে সাম্রাজ্যবাদীদের বাধ্য করার জন্য জনগণকে আট বছর লড়াই করতে হয়েছে। ইতোমধ্যে EOKA(১) ইউনিটগুলি "সাইপ্রাসের সঙ্গে গ্রীসের সংযুক্তিকরণ ছাড়া অন্য কিছু নয়" শ্লোগান নিয়ে এক সশস্ত্র সংগ্রাম শুরু করে।

আমাদের পার্টি একটি বিকল্প প্রস্তাব দেয়। ১৯৫৫ সালের জানুয়ারিতে অর্থাৎ EOKA-র সশস্ত্র সংগ্রাম শুরুর তিনমাস আগে AKEL কেন্দ্রীয় কমিটি একটি সংযুক্ত দেশ-প্রেমিক ফ্রন্ট গঠনের আহ্বান জানায়। তাদের দ্বিতীয় পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনে গৃহীত সিদ্ধান্তে বলা হয়, গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নির্বাচিত এক নেতৃত্বের পরিচালনায় এ ফ্রন্ট এক জাতীয় কর্মসূচী রচনা করবে এবং প্রত্যেক সমস্যাকে সুস্পষ্ট ঔপনিবেশিকতা-বিরোধী অবস্থান থেকে মোকাবিলা করে ও জনগণকে দৃঢ়পণ সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করে মুক্তি সংগ্রামকে উচ্চতর পর্যায়ে উন্নীত করবে। একথা উল্লেখ করা হয় যে কোনো শর্ত, সংরক্ষণ বা নিয়ন্ত্রণ ছাড়া আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার প্রয়োগের মাধ্যমে সাইপ্রিয়ট জনগণের জাতীয় পুনর্জাগরণ সূচিত করার ধারণা রাজনৈতিক কর্মসূচীর ভিত্তি হওয়া উচিত। তুর্কী সংখ্যালঘুদের সম্পর্কে, উক্ত সিদ্ধান্তে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে যুক্ত সংগ্রামে বন্ধুত্ব এবং পারস্পরিক বোঝাপড়ার নীতি নির্দেশিত হয়। কেন্দ্রীয় কমিটি জোর দিয়েই বলেন আন্দোলন হওয়া উচিত প্রকাশ্য, শান্তিপূর্ণ এবং জনগণের ঐক্যস্থাপন গণতান্ত্রিক গণআন্দোলন।

এটা দুঃখজনক যে AKEL-এর যুক্ত দেশপ্রেমিক ফ্রন্ট গঠনের আবেদন সমর্থন লাভে ব্যর্থ হয়। EOKA সাইপ্রাস-গ্রীস সংযুক্তিকরণ দাবিতে সশস্ত্র সংগ্রামের কৌশল আঁকড়ে থাকে, কিন্তু অধিকাংশ সাইপ্রিয়ট তুর্কী এর বিরোধিতা করে। AKEL সহ সমস্ত বামপন্থী সংগঠন গ্রীক এবং তুর্কী সম্প্রদায় উভয়ের স্বার্থেই সক্রিয় গণআন্দো-লনের ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে। সাইপ্রাসের ঘটনা প্রমাণ করল যে জনগণের গণসংগ্রাম বাতিল হওয়া দূরের কথা, বরং সশস্ত্র লড়াই এর প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্ব আরোপ করে। প্রকৃতপক্ষে সংগঠিত যুক্তফ্রন্ট ছাড়াও ঐক্য ছিল; জনগণ ঐক্যকে মুক্তি সংগ্রামের সাফল্যের ক্ষেত্রে জরুরী বলে মনে করে।

তুর্কী সাইপ্রিয়টদের 'রক্ষা' করার অজুহাত সম্প্রসারিত

---

১ EOKA (সাইপ্রিয়ট সংগ্রামীদের জাতীয় সংস্থা), একটি বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদী সংগঠন—১৯৫৫-এর এপ্রিলে প্রতিষ্ঠিত হয়।

করার জন্য ঔপনিবেশিকতাবাদীরা বিশ্বাসঘাতকতার সঙ্গে সাইপ্রাস-গ্রীস সংযুক্তিকরণের জন্য EOKA-র সশস্ত্র সংগ্রামের কৌশলের সুযোগ নিল। তারা **টার্কসিম** বা দেশ-বিভাগ পরিকল্পনার পেছনে ছিল, এর মুখ্য উদ্দেশ্য সাইপ্রিয়ট জনগণকে আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার থেকে বঞ্চিত করা।

সাইপ্রিয়টদের সংগ্রামের ফলে সাইপ্রাস নিয়ে এক সম্মেলন হল। এর ফল স্বরূপ এল জুরিখ আর লণ্ডন চুক্তি (১৯৫৯) (১)।

AKEL সহ বামপন্থীরা ঐ চুক্তিগুলো বাতিলের জন্য চাপ দেয় এবং আরো গণতান্ত্রিক সংবিধানের জন্য জনগণকে তাদের গণসংগ্রাম চালিয়ে যেতে আহ্বান জানায়। কিন্তু তার বক্তব্যগুলোকে অবহেলা করা হল এবং চুক্তিগুলো স্বাক্ষরিত হল।

১৯৫৯ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে AKEL কেন্দ্রীয় কমিটি চুক্তিগুলিতে আরোপিত শর্তগুলির এবং তজ্জনিত পরিস্থিতির একটি বাস্তব মূল্যায়ন করে। একদিকে সাইপ্রাসের জনগণ সীমিত হলেও আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার ও আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক মর্যাদা লাভ করেছে। সংযুক্তিকরণের দাবি নাকচ করা হয়েছে। একটি দৃঢ় ও অবিচল নীতি অবলম্বিত হলে অর্জিত অধিকারগুলি প্রকৃত জাতীয় স্বাধীনতা অর্জনের নির্ভরযোগ্য হাতিয়ার হতে পারত। অন্যদিকে চুক্তিগুলি রাজনৈতিক আপসের শামিল—যা কার্যত সাইপ্রিয়টদের আত্মনিয়ন্ত্রণ থেকে বঞ্চিত করেছে। এগুলি দ্বারা জাতি সমস্যার মীমাংসা হয় নি। জনগণের আকাঙ্ক্ষাও পূরণ হয় নি, তাদের আত্মত্যাগসমূহ যোগ্য স্থান পেল না। সাম্রাজ্যবাদীরা তাদের মূল মূল অবস্থান আঁকড়ে থাকল এবং সাইপ্রাস দেখল সে 'রক্ষক' শক্তিগুলি—বৃটেন, গ্রীস ও তুরস্কের নিয়ন্ত্রণে আবদ্ধ রয়েছে এবং অতঃপর বিদেশী হস্তক্ষেপের স্থায়ী হুমকির মুখে দাঁড়িয়ে আছে। এ দ্বীপে তুরস্ককে যে অধিকার প্রদত্ত হল তা সাইপ্রিয়টদের ক্ষেত্রে বিপজ্জনক পরিণতি ডেকে আনল। কেন্দ্রীয় কমিটি বললেন: "যেহেতু প্রকৃত স্বাধীনতা অর্জনের লক্ষ্য থেকে আমরা এখনও ঢের দূরে রয়েছি, তাই জুরিখ ও লণ্ডন চুক্তি বলে চাপিয়ে দেওয়া নতুন শাসনকালেও অতীতের মতোই জনগণের প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে স্বাধীনতা, একটি সামরিক বাহিনীমুক্ত সাইপ্রাস এবং একটি গণতান্ত্রিক সংবিধান। এ সমস্ত পূর্বভূমধ্যসাগরে আমাদের দ্বীপকে শান্তি ও বন্ধুত্বপূর্ণ সহযোগিতার একটি উপাদানে পরিণত করবে।"

নতুন অবস্থায় আমাদের পার্টির প্রয়াসের লক্ষ্য ছিল প্রজাতন্ত্রের স্বাধীনতা সুনিশ্চিত করা। AKEL মনে করত প্রাথমিকভাবে জনগণের দেশপ্রেমিক ঐক্য অর্জনের মধ্যে দিয়ে এ সংঘটিত করা যেতে পারে। আর ১৯৬০ সালের সাধারণ নির্বাচনে ঐক্য ছিল পার্টির শ্লোগান। ১৯৬৩ সালে যখন সংবিধান সংশোধনের প্রশ্নটি আলোচনার জন্য উত্থাপিত হল AKEL তথাকথিত গ্যারান্টিসমূহের চুক্তি যা বিদেশী রাষ্ট্রগুলিকে সাইপ্রাসের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপের অধিকার দিয়েছে তা বাতিল করার দাবি করল। অবশ্য আরও একবার তার অভিমত অগ্রাহ্য হল।

১৯৬৩-র ডিসেম্বরে ন্যাটো শক্তিবর্গ দ্বীপটিকে তাদের সামরিক নিয়ন্ত্রণে আনার অভিপ্রায়ে সাইপ্রাসের গ্রীক ও তুর্কী সম্প্রদায়গুলির মধ্যে সশস্ত্র সংঘর্ষ বাধিয়ে দিল। এতে তাদের হস্তক্ষেপের অছিলা তৈরি হল। আমরা মনে করি আজ পর্যন্ত যে 'গ্রীনলাইন'(১) বজায় রয়েছে তা প্রধানত তাদের কৌশল মাত্র। দ্বীপকে ভাগ করার এটাই প্রথম পদক্ষেপ।

মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরা বল, এচিসন, সেমানিটজার, ভ্যান্স ও অন্যান্য অঞ্চলসহ সাইপ্রাসকে বিভক্ত করার চেষ্টায় বিশেষভাবে সক্রিয় ছিল। ঐ মর্মে তাদের দেওয়া পরিকল্পনাগুলো প্রধানত গ্রীক প্রতিক্রিয়াশীল এবং তুর্কী উগ্র জাতীয়তাবাদীদের দ্বারা পালিত হত। শেষোক্তরা সাইপ্রাসের বিরুদ্ধে সশস্ত্র হামলার হুমকি বারংবার দিয়েছে। ১৯৬৪ সালে তুর্কী বিমান মানসোরা শহরে বোমাবর্ষণ করে এবং তাদের যুদ্ধ জাহাজগুলি সৈন্য নামাবার প্রস্তুতি নিয়ে সাইপ্রাসের অদূরে ভিড়ল। সরকারের পেছনে জনগণের ঐক্য, তাদের প্রতিরোধের প্রতিজ্ঞা, সাইপ্রাসের বন্ধুভাবাপন্ন দেশগুলির, সর্বাগ্রে সোভিয়েত ইউনিয়নের কঠোর হুঁশিয়ারি আক্রমণ ঠেকাল।

আরো দশ বছর সাইপ্রিয়ট জনগণ সাম্রাজ্যবাদী ষড়যন্ত্রসমূহ পরাজিত করতে সফল হল। ২১ এপ্রিল, ১৯৬৭তে গ্রীক সামরিক ফ্যাসিস্ট অভ্যুত্থানের পর সর্বাপেক্ষা পরীক্ষার সময়কাল এল।

সাইপ্রাস পরিস্থিতির ওপর এই অভ্যুত্থানের একটি প্রত্যক্ষ প্রভাব ছিল। জুন্টা কিছু গণতান্ত্রিক মনোভাবাপন্ন অফিসারকে সরিয়ে যারা এ দ্বীপটিকে গ্রীসের সঙ্গে জুড়ে দিতে চায় এমন দাবির অন্ধ সমর্থকদের সাইপ্রাস জাতীয় রক্ষী দলে নিয়োগ করল। সংযুক্তিকরণের আওয়াজ তুলে কমিউনিস্ট ও প্রেসিডেন্ট মাকারিওসের বিরুদ্ধে তীব্র প্রচারাভিযান চালানো হল। জুন্টার প্ররোচনায় ও সমর্থনে একটি 'জাতীয় ফ্রন্ট' গঠিত হল। সাইপ্রাসের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের পতাকা যারা ঊর্ধ্বে তুলে ধরেছে সেই সমস্ত সংস্থা ও নেতাকে ওরা ভয় দেখাতে শুরু করল।

সাইপ্রাস প্রশ্নে জুন্টার মনোভাব একেবারে দ্বিমুখী ছিল। একদিকে 'ব্লাক কর্নেল'রা বিশ্বের কাছে, প্রধানত জাতিসংঘের কাছে তদের আসল মতলব ঢেকে রাখার প্রয়াসে একটি সংযুক্ত, স্বাধীন, সার্বভৌম ও ভূমিগত অখণ্ড রাষ্ট্র গঠনের জন্য আন্তঃসাইপ্রিয়ট আলোচনার প্রবক্তা বলে নিজেদের জাহির করল। অন্যদিকে তারা 'দুভাগ করে যুক্ত করতে' অর্থাৎ দ্বীপকে গ্রীস ও তুরস্কের মধ্যে ভাগ-বাটোয়ারা করে দিতে চেয়েছিল এবং আসলে সে উদ্দেশ্যে কাজ করেছিল। একটি ঘটনা জুন্টার দ্বি-মুখো নীতির নজির তুলে ধরে। ডিক্টেটর পাপাদোপৌলস একদিকে চাপ দিচ্ছিলেন যে আন্তঃসাইপ্রিয়ট আলোচনায় তুর্কীদের সাথে মাকারিওসের আপস করা উচিত, এবং সেই সঙ্গে গ্রীক স্বার্থের প্রতি তথাকথিত 'বিশ্বাসঘাতকতা'র অভিযোগে তিনি প্রেসিডেন্টকে পদচ্যুত করার মতলব ভাঁজছিলেন।

---

১ ১৯৫৯ সালের ফেব্রুয়ারিতে সার্বভৌমত্ব ক্ষুণ্ণ করার শর্তে সাইপ্রাসের স্বাধীনতা সংক্রান্ত চুক্তিগুলি গ্রীস ও তুরস্কের মধ্যে (জুরিখে) এবং সাইপ্রাসের গ্রীক ও তুর্কী সম্প্রদায়গুলির প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে বৃটেন, গ্রীস ও তুরস্কের মধ্যে (লণ্ডনে) স্বাক্ষরিত হল। চুক্তিগুলি বৃটেনকে তার সামরিক ঘাঁটিগুলি বজায় রাখার এবং তুরস্ক ও গ্রীসকে সৈন্য রাখার অধিকার দিল।

১ ভেদ রেখা যা নিকোসিয়া, লিমাসোল ও ফামাগুস্তাকে তথাকথিত গ্রীক ও তুর্কী অংশে ভাগ করেছে। ১৯৬৩-র ডিসেম্বরের ঘটনাবলীর পর এ রেখা টানা হয়।

এই দ্বিচারিতা আন্তঃসাইপ্রিয়ট আলোচনাকে চূর্ণ করল। তার চেয়েও বড় কথা মাকারিওস ও তাঁর সহযোগীদের জীবন সর্বদাই বিপন্ন হল। কারণ জুন্টা তাদের দালালদের দিয়ে তাদের নির্মূল করার ষড়যন্ত্র করেছিল। তাদের প্রাণনাশের জন্য বহু প্রয়াস চালানো হল (যথা, ৮ মার্চ ১৯৭০ জীবননাশের জন্য মাকারিওসের ওপর আক্রমণ)।

সাইপ্রাস প্রশ্নেও 'ব্ল্যাক কর্নেল'রা সাম্রাজ্যবাদীদের বিশেষভাবে সিয়ার যোগসাজশে কাজ চালাতে লাগল। আন্তর্জাতিক গুপ্তচরবৃত্তি ও প্ররোচনা সৃষ্টির মার্কিন সংস্থা দ্বীপের জাতীয় রক্ষীদল, পুলিস ও সংবাদপত্রের একটা অংশকে টাকা দিয়ে বশ করল এবং উগ্রপন্থীদের কাজের তালিকা তৈরি করল। গ্রীক জুন্টার সহায়তায় সিয়া AKEL ও প্রজাতন্ত্রের প্রেসিডেন্টের বিরুদ্ধে এক ষড়যন্ত্রমূলক প্রচার অভিযানে প্ররোচনা দিল। দুই সিয়ার চর, টমাস অ্যাডামেস ও আলভিনকট্রেল তাঁদের 'পূর্ব ও পশ্চিমের মাঝে সাইপ্রাস' গ্রন্থে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ প্ররোচিত জুন্টার পরিকল্পনাগুলি ফাঁস করেছেন। তাঁরা লিখেছেন, দ্বীপের অংশবিশেষকে জুড়ে দিতে জুন্টা তুরস্কের সঙ্গে একমত হত অথবা সাইপ্রাসকে স্বয়ংশাসিত ক্যান্টনগুলিতে ভাঙা ও দ্বীপের সুনির্দিষ্ট কয়েকটি অঞ্চলে তুর্কী জনগণকে কেন্দ্রীভূত করার বিকল্প প্রস্তাব গ্রহণ করত। এভাবে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের সক্রিয় সমর্থনে জুন্টা তার নিজের স্বার্থ সিদ্ধি করতে এবং তুর্কী উগ্র জাতীয়তাবাদীদের সন্তুষ্ট করার জন্য সাইপ্রাসে বিশেষ করে বিশ্বাসঘাতকের ভূমিকা পালন করল।

১৯৭১ সালে এথেন্স-জুন্টা 'দ্বিভাগ করে সংযুক্ত' করার ও সাইপ্রাসকে ন্যাটোর কক্ষে টেনে আনার পরিকল্পনা চরিতার্থ করতে অগ্রসর হল। EOKA-Bর পথ প্রশস্ত করার জন্য 'জাতীয় ফ্রন্ট' ভেঙে দেওয়া হল। জেনারেল গ্রিভাস(১) গোপনে সাইপ্রাস এলেন। সাইপ্রাসের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকে কার্যে পরিণত করার সময় স্থির হল।

১৯৭৪ সালে জুলাইয়ের ঘটনাগুলো দ্রুত ঘটে গেল। জুরিখ ও লণ্ডন চুক্তি অনুসারে গ্রীক সামরিক বাহিনীর ইউনিটগুলো সাইপ্রাসে মোতায়েন রইল এবং এথেন্সের জুন্টা প্রভাবিত সাইপ্রিয়ট জাতীয় রক্ষীদল মাকারিওস সরকারের বিরুদ্ধে অবতীর্ণ হল। তারা রাষ্ট্রপতির প্রাসাদ, বেতারকেন্দ্র এবং টেলিগ্রাফ অফিস দখল করল এবং রাজধানী ও অন্যত্র মূল মূল অবস্থানগুলিতে দখল নিল। যাইহোক তারা একটি বড় রকমের ধাক্কা খেল কারণ বৈধভাবে নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট নিষ্ক্রান্ত হয়েছিলেন। আর যেহেতু তিনি জীবিত তাঁর সরকারই একমাত্র বৈধ সরকার। তা সত্ত্বেও, চক্রান্তকারীরা দ্বীপের বৃহত্তর অংশের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করল।

বহু জনই এখন প্রশ্ন করে অভ্যুত্থান কি এড়ানো যেত না বা দমন করা যেত না। প্রত্যেক সাইপ্রিয়টের সঠিক উত্তর জানতে চাওয়া উচিত। যে যা-ই বলুক না কেন, ঘটনার পরিণতিই নির্দেশ করে যে সরকার অভ্যুত্থানের বিপদ খাটো করে দেখেছিলেন এবং এ প্রতিহত বা ধ্বংস করার যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণে ব্যর্থ হয়েছিলেন। আমাদের পার্টি কিন্তু আসন্ন বিপদ সম্পর্কে বারংবার সাবধানবাণী উচ্চারণ করেছিল। ঘটনাবলীর দিকে তাকানো যাক।

১৯৬৭ সালে গ্রীসে ফ্যাসিস্ট সামরিক অভ্যুত্থানের অব্যবহিত পর AKEL সাইপ্রাসের স্বাধীনতা ও নিরাপত্তার পক্ষে ক্রমবর্ধমান বিপদের আশঙ্কা সম্পর্কে নির্দেশ করে। প্রত্যেক পার্টি দলিলে এবং পার্টি নেতাদের প্রতিটি বিবৃতিতে এ বিপদের কথা উল্লেখ করা হয় এবং খুব জোর দিয়ে বলা হয় যে এ বিপদ এড়াতেই হবে। আমাদের পার্টি বরাবর দাবি জানিয়ে এসেছিল রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা বাহিনীগুলিকে ঝাড়াই বাছাই ও শক্তিশালী করতে হবে এবং একটি গণবাহিনী গঠন করতে হবে। তারা সরকারকে প্রস্তাব দেয় যে তারা তাদের সমস্ত কর্মীকে পাঠাতে প্রস্তুত আছে এবং অন্যান্য প্রগতিশীল সংস্থাকে অনুরূপ পদক্ষেপ গ্রহণে আহ্বান জানায়।

ঠিকই, সরকার একটি পুলিস রিজার্ভ কোর গড়েছিল। কিন্তু পাঁচশো জনের এক বাহিনী কতটুকু সার্থক হতে পারে।

একথা ভুলে গেলে চলবে না যে নিয়মিত পুলিস বাহিনীর একটা বড় অংশ চক্রান্তকারীদের দ্বারা কলুষিত হয়েছিল। অধিকন্তু, জাতীয় রক্ষীদল এবং অভ্যুত্থানের বিরুদ্ধে সরকারের প্রতি অনুরক্ত স্বদেশপ্রেমিক সিভিলিয়ানদের ব্যবহার সম্পর্কে কোনো সাধারণ সৈন্য-পরিকল্পনা ছিল কিনা তা নিয়ে সন্দেহের অবকাশ রয়েছে। আর যদিও বা এমন কোনো পরিকল্পনা থেকে থাকে তা স্পষ্টতই সঠিকভাবে ব্যবহার করা হয় নি। ১৯৭৪-এ গুপ্ত চক্রান্তকারীদের বিরুদ্ধে বীরত্বপূর্ণ প্রতিরোধ হয়েছিল, কিন্তু তা ছিল পরিকল্পনাবিহীন ও অসংগঠিত।

অভ্যুত্থানের মাত্র সাত দিন আগে, ৮ জুলাই AKEL-এর রাজনৈতিক ব্যুরো একটি সতর্কবাণী উচ্চারণ করল। তাঁরা ঘোষণা করল, "সাম্রাজ্যবাদী ষড়যন্ত্রীরা প্ররোচনায় ভর করে টাকা নিয়ে ও এথেন্সের সামরিক একনায়কতন্ত্রী শাসকদের নির্দেশে সাইপ্রাসের বিরুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছে। পরিকল্পনা হাসিল করার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে EOKA-র ওপর। তারা তাদের সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপগুলিকে চরমতম উত্তেজনার মুখে নিয়ে গিয়েছে এবং সাইপ্রাসের গণতান্ত্রিক শক্তিগুলির সঙ্গে চরম বোঝাপড়ায় নামার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে।"

বিবৃতিতে বলা হয় ষড়যন্ত্রীরা তাদের শক্তিগুলিকে পুনর্বিন্যস্ত করতে, আরো অস্ত্র সংগ্রহ ও অপরাধমূলক পরিকল্পনাগুলিকে পর্যালোচনা করার জন্য গ্রিভাসের মৃত্যু (২৭ জানুয়ারি ১৯৭৪)-র পরবর্তী থমথমে অবস্থাকে কাজে লাগিয়েছে। বিশৃঙ্খলা ও নৈরাজ্য সৃষ্টির অভিপ্রায়ে এবং প্রজাতন্ত্রের সরকার আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় 'অপারগ' এই মিথ্যা অজুহাতে 'রক্ষক' শক্তিগুলিকে হস্তক্ষেপ করতে সমর্থ করার জন্য নতুন করে সন্ত্রাসের বন্যা বইয়ে দেওয়া হল। AKEL খুব জোর দিয়েই বলল সাম্রাজ্যবাদীদের পরিকল্পনাসমূহ হচ্ছে মাকারিওসকে পদচ্যুত ও দৈহিকভাবে উৎসাদিত করে দক্ষিণ, ফ্যাসিস্ট শক্তিগুলির হাতে ক্ষমতা সঁপে দেওয়া, দ্বীপকে ভেঙে ফেলে একে 'ন্যাটো'র সামরিক ঘাঁটি বানানো।

আরো একটি প্রশ্নের উত্তর দেওয়া খুব জরুরী: AKEL এতকাল আগে ষড়যন্ত্রের আশঙ্কা অনুধাবন করা সত্ত্বেও কেন নিজের মতো সশস্ত্র ইউনিটসমূহ গঠন করে লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত থাকে নি?

আমাদের পার্টি নেতৃত্ব বারংবার সুস্পষ্টভাবে বলেছেন যে তাঁরা এমন সমস্ত ইউনিট খুব একটা উপযোগী বলে মনে করেন না। উপরন্তু তাঁরা বিশ্বাস করেন, ঐ ইউনিটগুলো থাকলে সেগুলো উত্তেজনা বা অত্যাচারের উৎস

---

১ সাইপ্রাস-গ্রীস সংযুক্তিকরণের এক গোঁড়া প্রবক্তা।

হিসেবে দেখা দিতে পারত। এ ছাড়া ক্ষমতা দখলের জন্য কমিউনিস্টরা অস্ত্র-সজ্জিত হচ্ছে। এমন ধুয়ো তুলে প্রতিক্রিয়াশীলরা সেগুলিকে অভিযান চালাবার ওজর হিসেবে ব্যবহার করত। তাই বিদ্রোহকে কোনোমতেই দূরে ঠেলে দেওয়া যেত না এবং দোষ পড়ত AKEL-র ওপর।

AKEL ভেবেছিল সরকারের হাতে তার সমস্ত শক্তি সঁপে দেওয়া হবে সঠিক কাজ, ১৯৭৪-এর জুলাইয়ে সে তাই করেছিল। অভ্যুত্থানের প্রথম দিনেই তাদের দুই সহস্রাধিক সদস্য অস্ত্র চাইবার জন্য থানাগুলোর কাছে গেল। কিন্তু তাদের প্রত্যাখ্যান করা হল এবং বস্তুত তাদের অনেককে গ্রেপ্তার করা হল।

AKEL দেশ ও জনগণের প্রতি অত্যন্ত আস্থা সহকারে তার দায়িত্ব পালন করেছিল। শাসন কর্তৃপক্ষের আমাদের পার্টির মতো সঠিক চিন্তা ছিল না—তাদের হিসেব গুরুতর ভুল ছিল এবং গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারগুলো তাদের দৃষ্টি এড়িয়ে গিয়েছিল। আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে সরকার পার্টির হুঁশিয়ারিতে যদি কর্ণপাত করত এবং তাদের প্রস্তাবিত ব্যবস্থাদি অবলম্বন করত তবে ঘটনার গতি অন্য খাতে বইত। আমরা কাউকে সমালোচনা করার জন্য একথা বলছি না, শুধু ঐতিহাসিক সত্য প্রতিষ্ঠিত করার জন্যই বলছি।

সামরিক অভ্যুত্থান শুরু হলে AKEL কেন্দ্রীয় কমিটি আত্মগোপন করতে বাধ্য হয়ে জনগণের উদ্দেশে একটি আবেদন প্রচার করল।(১) তাঁরা ঘোষণা করলেন, "এথেন্সের ফ্যাসিস্ট একনায়কত্ব প্রেসিডেন্ট মাকারিওসের বৈধ গণতান্ত্রিক সরকারকে উচ্ছেদ করে একটি পুতুল সরকার প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে খোলাখুলি অস্ত্রের জোরে সাইপ্রাসের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করেছে।...AKEL অত্যন্ত জোর দিয়ে সাইপ্রাসে বহিঃশক্তি প্ররোচিত ফ্যাসিস্ট অভ্যুত্থানের কঠোর নিন্দা করছে এবং প্রজাতন্ত্রের নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট আর্চবিশপ মাকারিওসের পেছনে জড়ো হতে ও প্রতিরোধ গড়ে তুলতে জনগণকে আহ্বান জানাচ্ছে।"

আমরা মনে করি ষড়যন্ত্রের মন্ত্রণাদাতা ও হোতারা অত্যন্ত তাড়াহুড়ো করে ফেলেছে। অবশ্য শুরু করার পরই তাদের অপরাধ পরিকল্পনার পরবর্তী স্তরে যেতে হল—"প্রেসিডেন্ট মাকারিওসের বৈধ সরকারকে রক্ষা করার" এবং তুর্কী সাইপ্রিয়টদের জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তা বিধান করার বাজে ওজর দেখিয়ে তুর্কী আক্রমণ সংঘটিত হল। তুর্কী সৈন্যরা দ্বীপের শতকরা ৬৫ ভাগ কর্ষিত খামার এবং শতকরা আশি ভাগ শিল্প ক্ষমতাবিশিষ্ট ৪০ শতাংশ জমি দখল করে নিল। গ্রীক ও তুর্কী—জনতার উভয় অংশের বিরুদ্ধে তারা বর্বর অপরাধ করল।

AKEL নতুন অথচ আরো জটিল পরিস্থিতিতে জনগণের সামনে উপযুক্ত পথনির্দেশ উপস্থাপিত করল। তার কেন্দ্রীয় কমিটি বলল, "গ্রীক জুন্টার সশস্ত্র হস্তক্ষেপ ও দেশের বৈধ গণতান্ত্রিক সরকারকে উৎখাত করার পর আমরা এখন তুরস্কের সশস্ত্র হস্তক্ষেপের সম্মুখীন হয়েছি। ফলে গ্রীক হস্তক্ষেপের সপক্ষে এবং জুরিখ চুক্তি বলে তার আমাদের দেশের স্বাধীনতাকে পদদলিত ও ভৌম অখণ্ডতা বিপন্ন করার অধিকারের পক্ষে ওজর সৃষ্টি হয়েছে।" কেন্দ্রীয় কমিটি বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তার পক্ষে বিপজ্জনক এ পরিস্থিতির জন্য আগ্রাসক ন্যাটো মহলগুলিকে দায়ী করে। "AKEL অত্যন্ত জোর দিয়ে আমাদের জনগণ ও তাদের স্বাধীনতা ও গণতান্ত্রিক অধিকারসমূহের বিরুদ্ধে এই নতুন ষড়যন্ত্রের কঠোর নিন্দা করে। আমাদের জনগণ কোনোদিনই আগ্রাসন মেনে নেবে না বা তাদের স্বাধীনতা পরিত্যাগ করবে না। সংগ্রাম-অর্জিত ফল আঁকড়ে ধরে রাখবার জন্য আমরা জনগণকে প্রতিরোধে আহ্বান জানাই।" কেন্দ্রীয় কমিটি প্রেসিডেন্ট মাকারিওসকে অনতিবিলম্বে ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা করার জন্য সমস্ত জনগণ, দেশপ্রেমিককে আহ্বান জানায়। পার্টি নেতৃত্ব এই মর্মে ষড়যন্ত্রীদের কাছে আহ্বান জানায় যে নির্বাচিত রাষ্ট্রপ্রধানকে ফিরিয়ে এনে এবং বৈধ সরকারকে ক্ষমতা হস্তান্তর করেই তারা দেশের প্রকৃত সেবা করতে পারে।

অপরাধমূলক ষড়যন্ত্রের পেছনে যারা ছিল, তারা এবং তাদের অনুচররা হিসেব ভুল করছিল কারণ ঘটনার বিকাশ তাদের চিত্রনাট্য অনুসারে হয় নি। গ্রীক জুন্টা যারা গ্রীস ও সাইপ্রাস উভয়ের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল এবং তুর্কী অনুপ্রবেশকে সম্ভব করেছিল তাদের পতন হল এবং তাদের জায়গায় এল এক বেসামরিক সরকার। গ্রীসে গণতান্ত্রিক সাংবিধানিক কানুন ফিরে আসতে লাগল। আগ্রাসী জোট ন্যাটোর তুরস্কঘেঁষা মনোভাবের প্রতিবাদে ঐ সরকার ঐ জোট থেকে বেরিয়ে এসে সঠিক দিকে চূড়ান্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করল। আমাদের জনগণের কঠোর সংগ্রামে এ পদক্ষেপ এক গুরুত্বপূর্ণ অবদান। কারামানলিস সরকার অভ্যুত্থানে জড়িত অধিকাংশ গ্রীক অফিসারকে বদল করল।

বিশ্ব জনমতের ক্রুদ্ধ প্রতিবাদে এবং সমাজতান্ত্রিক পরিবার, সর্বাগ্রে সোভিয়েত ইউনিয়নের মনোভাবে সাইপ্রাসে সাম্রাজ্যবাদী পরিকল্পনাগুলি পুরোপুরি কার্যকর হতে পারল না।

১৬ জুলাই তাসের এক বিবৃতির মাধ্যমে এবং ১৮ ও ২৯ জুলাই সোভিয়েত সরকারের বিবৃতিগুলিতে সুস্পষ্টভাবে বহির্দেশ-প্ররোচিত সশস্ত্র অভ্যুত্থানের নিন্দা করা হয়। সাইপ্রাসের ঘটনাবলীকে অভ্যন্তরীণ বিরোধের ফলশ্রুতি বলে চালিয়ে গ্রীক জুন্টা অপরাধমূলক কাজে তাদের যোগাযোগকে চাপা দেবার যে ঘৃণ্য চেষ্টা করছিল তারা তা উদ্ঘাটিত করল এবং সাইপ্রাস ট্রাজেডিতে ন্যাটোর প্রকৃত ভূমিকা তুলে ধরল। তারা জোর দিয়েই বলল যে একমাত্র প্রেসিডেন্ট মাকারিওসের সরকারের পেছনেই জনগণের ইচ্ছাশক্তি রয়েছে। জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদ তাদের ৩৫৩নং প্রস্তাবে (২০ জুলাই) ঐ দ্বীপ থেকে বিদেশী হস্তক্ষেপ বন্ধের এবং ঐ সমস্ত বিদেশী সৈন্য অপসারণের আহ্বান জানায় এবং সংকট সমাধানের পথ ও পদ্ধতির নির্দেশ দেয়। ঐ প্রস্তাব গ্রহণে সক্রিয় ভূমিকা পালন করার সঙ্গে সঙ্গে সোভিয়েত সরকার বিদেশী হস্তক্ষেপ এবং সাইপ্রাসে তুর্কী আক্রমণের নিন্দা করে। আগস্টে তারা প্রস্তাব দিল জাতিসংঘের চৌহদ্দির মধ্যে সাইপ্রাস সমস্যা নিয়ে একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলন ডাকা হোক যাতে সাইপ্রাস প্রজাতন্ত্রের প্রতিনিধিরা অংশগ্রহণ করবে।

এ সমস্ত ঘটনা দেখিয়ে দেয় সাইপ্রাসকে একটি স্বাধীন, সার্বভৌম এবং আঞ্চলিক অখণ্ড রাষ্ট্ররূপে বজায় রাখার সবচেয়ে বড় প্রবক্তা সোভিয়েত ইউনিয়ন।

সাইপ্রাস সমস্যা সম্পর্কে সোভিয়েত ভূমিকা আমাদের জনগণ ও সরকারকে এক ভয়ংকর পরিস্থিতির মধ্য থেকে

---

১ সাইপ্রাসের জনসংযোগ মাধ্যমগুলি সামরিক অভ্যুত্থানকারীদের হাতে থাকায় ঐ আবেদনটি বিদেশী বেতার কেন্দ্রগুলি থেকে প্রচার করা হয়।

সর্বোৎকৃষ্ট পথ খুঁজে নিতে সাহায্য করে। আমরা উপলব্ধি করি জাতিসংঘের চৌহদ্দিতে একটি সম্মেলন করা ও আন্তর্জাতিক গ্যারান্টির ব্যবস্থা করার যে প্রস্তাব সোভিয়েত ইউনিয়ন দিয়েছে কেবলমাত্র তা যদি কার্যকরী হয় তাহলে সাইপ্রাস থেকে সমস্ত বিদেশী সৈন্য প্রত্যাহার করানো, সমস্ত উদ্বাস্তুকে স্বদেশে ফিরিয়ে আনা এবং সাইপ্রাসের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব এবং আঞ্চলিক অখণ্ডতা সুদৃঢ় করা সম্ভব।

সাইপ্রাসের ১৯৭৪-এর ঘটনাবলী থেকে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্তগুলি টানা যায়ঃ

—তুরস্কের ক্ষমতাসীন মহলগুলো সংবিধানিক ব্যবস্থা ফিরিয়ে আনা (সাইপ্রাস আক্রমণকে যে কোনো মতে যুক্তিগ্রাহ্য করার জন্য ভণ্ডামি করে এটাই তাদের লক্ষ্য বলে জাহির করেছিল)-র ব্যাপারে উৎসাহী হওয়া দূরে থাক সাইপ্রাসের স্বাধীন, সার্বভৌম ও আঞ্চলিক দিক থেকে অখণ্ড সত্তা বাতিল করতে উঠেপড়ে লেগেছে;

—আগ্রাসক ন্যাটো মহলগুলো এবং পেন্টাগন একটি সাইপ্রাস-বিরোধী নীতি অনুসরণ করছে এবং তুরস্কের দাবি-দাওয়াগুলো সমর্থন করে ;

—অন্যতম 'রক্ষক' বৃটেন তার অঙ্গীকারসমূহ পালন করে নি; অধিকন্তু তার জঙ্গীঘেঁষা ও তুরস্কঘেঁষা নীতি প্রথমে অভ্যুত্থানকে এবং তারপর তুর্কী আক্রমণকে উস্কে দেয় ;

—সোভিয়েত ইউনিয়ন আবার নিজেকে সাইপ্রিয়ট জনগণের এবং তাদের বৈধ সরকারের সর্বাপেক্ষা অবিচল, বিশ্বস্ত এবং নিঃস্বার্থ বন্ধু বলে পরিচয় দিল।

সাইপ্রাসের জুলাই ঘটনাবলী জুরিখ ও লণ্ডন চুক্তি-সমূহের 'গ্যারান্টি'র অস্থায়িত্ব ও অনির্ভরশীলতা পুনরায় প্রতিপাদন করে। বস্তুত পুরোপুরি বস্তুনিষ্ঠ হয়ে আমাদের খোলাখুলি বলা দরকার যে ঐ 'গ্যারান্টিগুলি' আমাদের দেশকে জাতীয় বিপর্যয়ের মুখে এনে দাঁড় করাল। অর্থাৎ ওগুলির বদলে জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্য-দের বা সোভিয়েত ইউনিয়ন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দ্বারা নতুন গ্যারান্টিসমূহের ব্যবস্থা করতে হবে। ততদিন পর্যন্ত সাইপ্রাসের জনগণ শান্তিপূর্ণ উদ্দেশ্যসমূহে নিজেদের আত্ম-নিয়োগের জন্য ষড়যন্ত্র ও আগ্রাসন থেকে খুব একটা নিরাপত্তা বোধ করবে না। এ ধরনের আন্তর্জাতিক গ্যারান্টি-সমূহ অন্য সমস্ত সমস্যা সমাধানে সাহায্য করবে। সাইপ্রাস সরকারের একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব হচ্ছে এমন সমস্ত গ্যারান্টি আদায় করা।

আমাদের দেশের প্রগতিশীলদের প্রয়াসকে এবং বিদেশে আমাদের বন্ধুদের সমর্থনের জন্য সাইপ্রাসের পরিস্থিতির উন্নতি ঘটছে। প্রেসিডেণ্ট মাকারিওসের প্রত্যাবর্তনের মধ্য দিয়ে আমাদের জনগণ একটি বিরাট লাভ অর্জন করেছে। সাংবিধানিক ব্যবস্থা ও গণতান্ত্রিক মানসমূহ পুনঃপ্রতিষ্ঠার পথে এ একটা গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।

অবশ্য এখনো অবৈধ সশস্ত্র দলগুলি এবং গোপন চক্রান্তকারী সংস্থাসমূহ রয়েছে। এরা জনগণকে ভয় দেখায় এবং খোলাখুলি নতুন করে আর একবার রক্তপাতের হুমকি দেয়। তাদের নিরস্ত্র করতে এবং ভেঙে দিতেই হবে কারণ অভিজ্ঞতা দেখিয়ে দিয়েছে সন্ত্রাস ও হিংসাত্মক আচরণ সাইপ্রাসের শত্রুদের শ্রেষ্ঠ মিত্র। সন্ত্রাসের মন্ত্রণাদাতা ও স্রষ্টারা আমাদের জনগণ ও দেশকে এত বিপর্যস্ত অবস্থায় নিয়ে এসেছে।

খুব স্বাভাবিক, দেশপ্রেমিক জঙ্গীয়ানা বা সাইপ্রাসের স্বার্থে আত্মনিয়োগের সঙ্গে হিংসাত্মক আচরণ ও উগ্রপন্থার কোনো সম্পর্ক নেই। আজ আমাদের দেশে যে ব্যক্তি সন্ত্রাসের আশ্রয় নেয় বা অবৈধভাবে অস্ত্রশস্ত্র বহন করে সে বিপ্লবী স্বদেশপ্রেমিক নয়। বরং জনগণের ঐক্যের স্বার্থে যে নিরন্তর সংগ্রাম করে এবং প্রজাতন্ত্রের সশস্ত্র বাহিনীতে যোগ দিয়ে স্বদেশপ্রেম প্রমাণ করে সেই বিপ্লবী দেশপ্রেমিক। বিপ্লবী বুলি আওড়ে বা লুকিয়ে চুরিয়ে গুলি ছুড়ে বিপ্লব করা যায় না। আমরা কমিউনিস্টরা মনে করি যে কোনো সমস্যা সমাধানের এক চূড়ান্ত পদ্ধতি হচ্ছে অস্ত্র-শস্ত্র এবং যে সেগুলি ব্যবহার করে সে প্রতিটি বিশেষ ক্ষেত্রে বিষয় ও বিষয়মুখী অবস্থাগুলি মূল্যায়ন করে।

শ্রমিকশ্রেণীর পার্টি AKEL মনে করে সুন্দর ভিত্তিতে সাইপ্রাস সমস্যা সমাধানের একটি পূর্বশর্ত হচ্ছে জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করা এবং সমস্ত দেশপ্রেমিক সংস্থার প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি জাতীয় ঐক্যের সরকার গঠন করা। আমাদের পার্টি সাইপ্রাসের সমস্ত বিশ্বস্ত বন্ধুদের সাহায্য ও সহ-যোগিতার আলোচনার মাধ্যমে একটি শান্তিপূর্ণ সমাধানের পক্ষে মত প্রকাশ করে। জাতিসংঘের অবস্থানকে পুরোপুরি ও যথাযথভাবে ব্যবহারের পক্ষেও এটা অপরিহার্য কারণ সাধারণ পরিষদ ও নিরাপত্তা পরিষদের প্রস্তাবগুলি আমাদের জাতীয় আকাঙ্ক্ষাসমূহ পূরণের এক দৃঢ় ভিত্তি রচনা করেছে।

বিদেশী সৈন্য প্রত্যাহার, দ্বীপের বেসামরিকীকরণ ও নিরপেক্ষতা সূচিত করা এবং বিভাজন-বিরোধী সাংবিধানিক ব্যবস্থা প্রবর্তন সম্ভব করে তোলার এবং গ্রীক ও তুর্কী সাইপ্রিয়টদের মধ্যে চুক্তি অর্জনের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব সাই-প্রাসের জনগণের রয়েছে। আমাদের সংগ্রাম কঠিন সংগ্রাম এবং আমাদের সমাধান করার প্রচণ্ড সমস্যাবলী রয়েছে। কিন্তু যতবড় কঠিন সমস্যা হোক না কেন আমাদের প্রতিহত করতে পারবে না। উদ্যম ও সংকল্প নিয়ে আমরা আমাদের সমস্যাবলীর মোকাবিলা করব। নৈরাশ্য কোনোদিনই সহায়ক হয় না।

সাইপ্রাস প্রশ্নের সুমীমাংসা সম্ভাবিত করার প্রয়াস জাতিসমূহের আন্তর্জাতিক সমঝওতা ও সহযোগিতার সংগ্রামের অংশবিশেষ। আমাদের জনগণ জয়লাভ করবে এবং সাইপ্রাস একটি খাঁটি স্বাধীন সার্বভৌম, আঞ্চলিক দিক থেকে অখণ্ড এবং সমৃদ্ধ রাষ্ট্রে পরিণত হবে।

সমাজতন্ত্রে দরনীতি

মাইকেল সাবলচিক
চেকোশ্লোভাকিয়ার যুক্তরাষ্ট্রীয় দাম পরিষদের মন্ত্রী-সভাপতি

টেলিভিশনের মাধ্যমে প্রচারিত তার নববর্ষের বার্তায় চেকোস্লোভাক কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক, গুস্তাভ হুসাক বলেছিলেন যে, "১৯৭৫ সালেও আমরা খুচরো দামের একটি সাধারণ স্থিতিশীল স্তর রক্ষা করবো এবং দেখবো যেন বাজারে দ্রব্যের পর্যাপ্ত যোগান থাকে"। বর্তমান পৃথিবীতে কেবলমাত্র সমাজতান্ত্রিক দেশের একজন নেতার পক্ষেই এই ধরনের কোনো প্রতিশ্রুতি দেওয়া সম্ভব।

ভোগ্যপণ্যের দামের মতো এত তীব্র, সর্বব্যাপী এবং পীড়াদায়ক সমস্যা ধনতান্ত্রিক পৃথিবীতে আর নেই। অর্থনৈতিক দুরবস্থা, বিশেষত মুদ্রাস্ফীতি ধর্মঘট আন্দোলনকে অত্যন্ত শক্তিশালী করেছে, সরকারের পতন ঘটাচ্ছে এবং ধনতান্ত্রিক দেশগুলির সাধারণ পরিস্থিতিকে প্রভাবিত করছে। এটা নিশ্চিত যে, দামের স্থিতিশীলতা কখনই ধনতন্ত্রের গুণ ছিল না। ১৯৬৮ থেকে ১৯৭২ সালের মধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন, জার্মান যুক্তরাষ্ট্রীয় প্রজাতন্ত্র, অস্ট্রিয়া এবং আরও কয়েকটি উন্নত ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রে খুচরো দামের সূচক বাৎসরিক ৪ থেকে ৬ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পেয়েছে, ১৯৭৩ সালে বেড়েছে ৭ থেকে ৯ শতাংশ এবং ১৯৭৪ সালে ১০ থেকে ৪০ শতাংশ। ফরাসী দেশের রাষ্ট্রপতি বলেছেন যে, এই বছর তিনি আরও ১০ শতাংশ বৃদ্ধি অনুমান করছেন। এবং আশাবাদী পূর্বানুমান বলে যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে দাম ৯ শতাংশ বৃদ্ধি পাবে (১৯৭৪ সালে ১২ শতাংশ বৃদ্ধি পাবার পর)। বেকারি ১৩ বছরের সর্বোচ্চ সংখ্যাকে ছাড়িয়ে গেছে এবং এখনও তা বেড়ে চলেছে। ১৩ বছরের বেকারির সর্বোচ্চ সংখ্যা ছিল শ্রমশক্তির ৭·১ শতাংশ, এটা ১৯৭৪ সালের ডিসেম্বর মাসে মোট ৬৫ লক্ষে গিয়ে দাঁড়ায়।

এই পটভূমিকায় চেকোস্লোভাকিয়ার মতো একটি সমাজতান্ত্রিক দেশের কয়েকটি ঘটনা বিশ্লেষণ করা যাক।

১৯৪৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাস থেকে আরম্ভ করে এই পুরো সময়টাতে আমাদের নীতির প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল খুচরো দামকে স্থিতিশীল রাখার জন্য বিরামহীন প্রচেষ্টা। এবং উৎপাদনের উপকরণের সরকারী মালিকানা এবং অর্থনৈতিক পরিকল্পনার সুবিধাগুলিকে যখন দক্ষতার সঙ্গে ব্যবহার করা হয়েছে এই প্রচেষ্টা তখন নিশ্চিত সাফল্য অর্জন করেছে। গত ২০ বছরের মধ্যে মাত্র দু-বছর, ১৯৬৮ এবং ১৯৬৯ সালে খুচরো দামের সাধারণ স্তরে খানিকটা অস্থিতিশীলতা লক্ষ্য করা গেছে।

এই দুই বৎসরের দাম বৃদ্ধির কারণ হল, বাজার ভিত্তিক অর্থনীতির একটি তত্ত্বকে কার্যকর করা এবং কেন্দ্রভিত্তিক পরিকল্পনাকে শিথিল করার জন্য দক্ষিণপন্থী সংশোধনবাদী প্রচেষ্টা, যার ফলে উৎপাদন এবং যোগান হ্রাস পায়। কারখানাগুলিকে যদিও তা অধিকতর স্বাধীনতা দিয়েছিল, এবং তার প্রয়োজনও ছিল, কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক ভারসাম্যের উপর নিয়ন্ত্রণকেও তা বিপর্যস্ত করে দিয়েছিল। উৎপাদন এবং ভোগের পারস্পরিক সম্পর্ক বিকল হয়ে যায়। কিন্তু এটাই সব নয়। অর্থনৈতিক কার্যকলাপ ছাড়াও, জনপ্রিয়তা অর্জনের জন্য দক্ষিণপন্থীদের রাজনৈতিক প্রয়াস বেতনের পরিমাণে অসঙ্গত স্ফীতি ঘটিয়েছিল। আয়কে তা বহু কোটি ক্রাউন পরিমাণে ছাড়িয়ে গিয়েছিল। জাতির স্বাচ্ছন্দ্যকে তা দ্রুত বিপন্ন করে তোলে, কারণ বাজারের ভারসাম্য রক্ষিত হয়েছিল দাম বৃদ্ধির সাহায্যে।

সুতরাং ১৯৬৯ সালের মে মাসে নতুন পার্টি নেতৃত্বের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য ছিল জনগণের আস্থাকে পুনরুদ্ধার করা এবং খুচরো দামের স্থিতিশীলতাকে নিশ্চিত করা। দাম সম্পর্কে রাষ্ট্র তার দায়িত্ব পুনর্গ্রহণ করে। খুচরো দাম এবং আয়ের ভারসাম্য পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়। বাজারকে স্থিতিশীল করতে তা সাহায্য করে। পণ্যের অপ্রাচুর্যকে তা দূর করে এবং দ্রব্য সামগ্রীর বৈচিত্র্যকেও তা প্রসারিত করে।

অধিকতর অগ্রগতি প্রমাণ করেছে যে, সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র দামের ক্ষেত্রে নির্ধারিত লক্ষ্য অর্জনে যথেষ্টই সক্ষম।

রাষ্ট্রীয় এবং সমবায় কারবারের খুচরো দামের সূচক
জানুয়ারি ১৯৬৪=১০০

		নিম্নলিখিত মূল্যসূচক যার অন্তর্ভুক্ত			
পণ্যদ্রব্যের সাধারণ সূচক		খাদ্যদ্রব্য	যন্ত্রজাত দ্রব্য	সরকারী সরবরাহ	সেবামূলক কাজ
১৯৬৮	১০৫·৪	১১০·১	১০৫·৩	১১০·০	১১৫·৫
১৯৬৯	১০৯·৬	১০১·২	১১২·০	১১৪·৯	১২২·০
১৯৭০	১১১·৫	১০১·৪	১১৪·৬	১১৬·০	১২৭·৪
১৯৭১	১১১·২	১০১·০	১১৩·৬	১১৭·২	১২৭·৭
১৯৭২	১১০·৯	১০০·৮	১১৩·৩	১১৭·০	১২৭·৩
১৯৭৩	১১১·২	১০০·৯	১১৩·৫	১১৭·৬	১২৭·৮
১৯৭৪					
(প্রথম নয় মাস)	১১১·৮	১০১·১	১১৪·৪	১১৮·৩	১২৮·৩

বর্তমান পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার (১৯৭১—১৯৭৫) ফলে, জাতীয় আয়ের ৩১ শতাংশ বৃদ্ধির পাশাপাশি, প্রকৃত আয় প্রতি বছর গড়ে ৫ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পাবে, খুচরো দাম থাকবে স্থিতিশীল। ১৯৭০ সালের তুলনায় ব্যক্তিগত ভোগ প্রায় ২৮ থেকে ৩০ শতাংশ বাড়বে এবং সরকারি ব্যয়ে ভোগ বাড়বে ৪৫ শতাংশ।

এটা কিভাবে অর্জিত হচ্ছে তা নিম্নলিখিত উদাহরণের সাহায্যে ব্যাখ্যা করা যায়। ১৯৭০ থেকে ১৯৭৪ সালের মধ্যে খুচরো দামের যে পরিবর্তন ঘটে তার মধ্যে ছিল কতগুলি দ্রব্যের মূল্য হ্রাস, যার মোট পরিমাণ আনুমানিক ৩·৯ বিলিয়ন ক্রাউন এবং অন্যান্য কয়েকটি দ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধি যার পরিমাণ প্রায় ১·২ বিলিয়ন ক্রাউন। ফলে, সাধারণ স্তর প্রায় ২·৭ বিলিয়ন ক্রাউন হ্রাস করা হয়। কৃত্রিম সুতাজাত দ্রব্যসামগ্রী এবং স্থায়ী ভোগ্য দ্রব্যের দাম (মোটরগাড়ি সহ) কমানো হয়, আর সোনার জিনিসপত্র, গ্যাসোলিন এবং আরও কয়েকটি কম গুরুত্বপূর্ণ দ্রব্যের দাম বাড়ানো হয়।

দামের সাধারণ স্থিতিশীলতার প্রধান কারণ হোলো মূল পণ্যদ্রব্যগুলির দাম নির্ধারণের নীতি। উদাহরণস্বরূপ, গত দশ বৎসরে প্রধান খাদ্যদ্রব্যগুলির দামের উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটে নি। নিচের তালিকা থেকে তা দেখা যাবে।

চেকোশ্লোভাক ক্রাউনে কিলো প্রতি খুচরো দাম

	১৯৬৪	১৯৭৪
রুটি	২.৬০	২.৬০
ময়দা	৩.২০	৩.২০
আলু	০.৭০	০.৭০
চাল	৫.০০	৫.০০
শুকর মাংস	২৮.০০	৩০.০০
চর্বি	২৮.০০	১৫.০০
মাখন	৩৮.০০	৪০.০০
চিনি	৯.০০	৮.০০
দুধ (প্রতি লিটার)	২.৭০	৩.০০
ডিম (প্রতিটি)		
গ্রীষ্মে	০.৯০	১.০০
শীতে	১.৫০	১.৩০

অত্যন্ত সামান্য পরিবর্তনসহ এটা জামাকাপড় এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রীর ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। বাড়ি ভাড়ার ক্ষেত্রেও একথা সত্য। এই বাড়িভাড়া বিশ্বের সর্বনিম্ন বাড়ি ভাড়ার অন্যতম। রাষ্ট্র কর্তৃক দীর্ঘমেয়াদী ভিত্তিতে ভাড়া দেওয়া, আধুনিক সুযোগ সুবিধাযুক্ত একটি দুই কামরার বাসগৃহের মাসিক ভাড়ার পরিমাণ একজন শ্রমিকের গড় মজুরির ৬·৬ শতাংশের মতো। স্থিতিশীল দাম এবং ক্রমবর্ধমান মজুরি একটি উচ্চতর জীবন যাত্রার মানকে নিশ্চিত করে। নিচের তথ্য থেকে বিগত প্রায় ২০ বৎসরের অগ্রগতি বোঝা যাবে (১৯৫৫ সালকে ১০০ ধরে) ঃ

	১৯৬০	১৯৬৫	১৯৭০	১৯৭৩
সমাজতান্ত্রিক ক্ষেত্রে আর্থিক মজুরির সূচক	১১৩.৭	১২৪.৪	১৬১.৪	১৮০·১
পরিবারের জীবনযাত্রার ব্যয়ের সূচক	৯১.২	৯৩.৮	১০১.৮	১০১.২
প্রকৃত মজুরির সূচক	১২৪.৭	১৩২.৬	১৫৮.৫	১৭৮.০

১৯৪৮ সাল থেকে ১৯৭৩ সালের মধ্যবর্তী কালে সমাজতান্ত্রিক ক্ষেত্রে গড় মাসিক আয় ৮২৩ ক্রাউন থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২,১৬১ ক্রাউনে দাঁড়ায় এবং গড় মাসিক অবসরকালীন ভাতা বৃদ্ধি পায় ৩২৫ ক্রাউন থেকে ৯২৮ ক্রাউনে। ব্যক্তিগত ভোগ ২৩০ শতাংশেরও বেশি বৃদ্ধি পায়, এবং তার বাৎসরিক পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় প্রায় ১৮০ বিলিয়ন ক্রাউন। সরকারি ভোগ বৃদ্ধি পায় ১৫০ শতাংশ।

১৯৭১—৭৪ সালে সামাজিক উৎপাদনে উন্নততর নৈপুণ্যের ফলে এবং জাতীয় অর্থনীতির অধিকতর সম্পদের দরুন গড় আর্থিক আয় ২৪ শতাংশেরও বেশি বৃদ্ধি পায়। খুচরো দামের স্তর স্থিতিশীল থাকায় এটা গড়ে বাৎসরিক ৬ শতাংশ হারে প্রকৃত আয়ের বৃদ্ধি নির্দেশ করে। ১৯৭৪ সালের প্রথম নয় মাসে গড় মাসিক মজুরি ছিল ২,২৪৯ ক্রাউন এবং ১৯৭৪ সালে মোট ব্যক্তিগত ভোগ ছিল প্রায় ২০৩ বিলিয়ন ক্রাউন বা মোট জনসংখ্যার ব্যক্তিপিছু ১৪,০০০ ক্রাউনেরও বেশি।

জাতীয় খাদ্য তালিকাও স্পষ্টতই উন্নততর হয়েছে এবং ক্যালরির হিসাবে বা গঠন নির্দেশে তা সর্বোচ্চ শ্রেণীর পর্যায়ভুক্ত। উদাহরণস্বরূপ, মাথাপিছু বার্ষিক মাংস ভোগের পরিমাণ প্রায় ৮০ কিলোগ্রাম। ধনতান্ত্রিক চেকোশ্লোভাকিয়ার শ্রেষ্ঠ বৎসরগুলির তুলনাতেও এটা দ্বিগুণ। মাথাপিছু বাৎসরিক ডিম ভোগের পরিমাণ ২৯০টিরও বেশি।

যন্ত্রজাত দ্রব্যের ব্যবহারও অত্যন্ত উচ্চ। বস্ত্রের ক্ষেত্রে ১৯৪৮ সালের তুলনায় তা শতকরা ৮০ শতাংশেরও বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে এবং জুতো ব্যবহারের ক্ষেত্রে, বছরে মাথাপিছু জুতোর ব্যবহার প্রায় ৫ জোড়া এবং ১৯৩৭ সালের হিসাবে তা দ্বিগুণ। তার ফলে এই ব্যাপারে চেকোশ্লোভাকিয়ার স্থান বিশ্বের সর্বোচ্চ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। স্থায়ী দ্রব্যাদির যোগানও যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছে।

ব্যক্তিগত মালিকানায় মোটর গাড়ির সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রতি চারটি পরিবারের মধ্যে একটির গাড়ি আছে। তা সত্ত্বেও চেকোশ্লোভাকিয়ার অধিকাংশ লোকের পক্ষে এটা অত্যাবশ্যক দ্রব্য নয়। তারা গাড়ি চায় পর্যটনের জন্য, গ্রামাঞ্চলে বেড়াবার উদ্দেশ্যে, কাজের জন্য প্রাত্যহিক যাতায়াতের প্রয়োজনে নয়। তার জন্য রয়েছে সস্তা এবং ব্যাপক সরকারি পরিবহণের ব্যবস্থা। উদাহরণ হিসাবে, প্রাগে ভূগর্ভপথে, বাসে বা ট্রামে সরকারি পরিবহণের ভাড়া ১ ক্রাউন। কম দামের মাসিক, ত্রৈমাসিক এবং বাৎসরিক টিকিট এই গড়কে আরও কমিয়ে দেয়।

তাছাড়া, একটি সমাজতান্ত্রিক দেশে ক্রীত দ্রব্যসামগ্রীর ভোগের প্রসার উন্নয়নশীল জীবনযাত্রার মানের একমাত্র নির্দেশক নয়। কতকগুলি প্রয়োজনীয় দ্রব্যের ব্যয়ের একটা বড় অংশ বহন করে রাষ্ট্র। শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং গৃহ নির্মাণ ব্যয়ের বেশির ভাগের ক্ষেত্রেই এটা প্রযোজ্য (রাষ্ট্র কর্তৃক বিলি করা বাড়ির ভাড়া কোনোক্রমে তার সংরক্ষণ ব্যয়কে মেটায়)। জনগণের অবকাশ যাপনের ব্যয়ের বেশির ভাগটাও

দ্রব্যের একক পিছু পরিবারের অনুপাত

	১৯৩৭	১৯৬১	১৯৬৫	১৯৭০	১৯৭৩
কাপড় কাচার যন্ত্র :	৩২	২	২	১	১
রেফ্রিজারেটর :	১৭৫	৭	৩	২	২
রেডিও :	৪	১	১	০.৭	০.৬
টি, ভি :	—	৪	২	১	১

বহন করে রাষ্ট্র এবং শ্রমিক সংঘ। এটা সবেতন ছুটির অতিরিক্ত। সন্তানের জন্য সুবিধা দানের ব্যবস্থা অত্যন্ত ব্যাপক। পারিবারিক ব্যয়ের একটা বড় অংশ এতে মিটে যায়। তাছাড়া, ছাত্রদের জন্য মাসিক জীবিকা ভাতা আছে। এবং রয়েছে অবসরকালীন ভাতার ব্যবস্থা। এইভাবে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র জনসাধারণের অত্যাবশ্যক প্রয়োজনকে মেটায়, জনগণের আস্থাকে দৃঢ় করে এবং সেই সঙ্গে জীবন-প্রণালী এবং বাস্তব পরিস্থিতিতে প্রাগ্রসর এবং সাম্যবাদ-মুখিন পরিবর্তন সাধন করে।

অন্য কোনো সামাজিক ব্যবস্থায় এই ফলাফল চিন্তা করা যেত না। সমাজতান্ত্রিক গঠনকর্ম যখন শুরু হল এবং কাজের পরিমাণ এবং প্রকৃতি অনুসারে বণ্টনের নীতি কার্য-করী করা হল তখন আমাদের সমাজ, সামাজিক নিরা-পত্তার ব্যবস্থা, জনস্বাস্থ্যের ব্যবস্থা এবং নতুন প্রজন্মের শিক্ষা ও প্রতিপালনের উন্নতি ঘটাতে সক্ষম হয়েছিল।

সরকারী ভোগের জন্য রাষ্ট্রীয় বরাদ্দ
দশ লক্ষ ক্রাউনের হিসাবে

	১৯৬১	১৯৬৫	১৯৭০	১৯৭৩
মোট সরকারী ভোগ	৪৮,২১৬	৫৫,৭৬৪	৯৯,৪০৯	১২১,৭৮৭
তার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত জনসমষ্টির সরকারী ভোগ	৩৫,৬২৭	৪২,৭৩৭	৬৯,০৬৭	৮৫,৫৭৫
তার মধ্যে বিনামূল্যের দ্রব্য	২,০৫৬	২,২৮৯	২,৭১১	৩,৩৪৬
বিনামূল্যের সেবামূলক কাজ	১৩,৫১৫	১৬,১২৯	২৫,৮৮৪	৩৪,০১০
কাজ অনুযায়ী বণ্টনের সূত্রে প্রাপ্ত আয়ের অতিরিক্ত অর্থ সরবরাহ	২০,০৫৬	২৪,৩১৯	৪০,৪৭২	৪৮,২১৯

১৯৭৩ সালে সরকারি তহবিল থেকে প্রতিটি ব্যক্তিপিছু অর্থ বরাদ্দের পরিমাণ ছিল ৮,৪৯০ ক্রাউন।

চেকোস্লোভাকিয়ায় অসুস্থতাকালীন বেতনের পরিমাণ গড় আয়ের প্রায় ৯০ শতাংশ। তাছাড়া, ঔষধসহ চিকিৎসার জন্য সমস্ত ব্যয় নির্বাহ করে রাষ্ট্র। জনস্বাস্থ্যের কাজ প্রতিনিয়ত উন্নততর করা হচ্ছে। তার প্রধান জোরটা হল প্রতিষেধক ব্যবস্থার উপর (স্বাস্থ্যকর স্থানে বিনা-মূল্যে চিকিৎসা, পর্যায়ক্রমিক স্বাস্থ্য পরীক্ষা ইত্যাদি)। বিনামূল্যে চিকিৎসার সুযোগ সুবিধার অর্থ এই নয় যে, ব্যবস্থাটা পর্যাপ্ত নয়। চিকিৎসার সুযোগ সুবিধা উন্নততর এবং সম্প্রসারিত হচ্ছে। এটুকু বললেই যথেষ্ট যে, চেকো-স্লোভাকিয়ায় প্রতি ৩৭০ জন অধিবাসীর জন্য একজন ডাক্তার আছেন। সেই তুলনায় সুইডেনে (১৯৬৯) আছে ৭৬৮ জনের জন্য একজন ডাক্তার, বেলজিয়মে ৬৪৪ জনের জন্য এবং ফ্রান্সে (১৯৭০) ৭৪৭ জনের জন্য একজন ডাক্তার। হাসপাতালের শয্যা সংখ্যা যুদ্ধপূর্ব বছরগুলির তুলনায় দ্বিগুণ।

অল্পদিন আগে, ক্যালিফর্নিয়ার একটি পরিবারে ৬টি সন্তানের একসাথে জন্মের খবর মার্কিন সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছিল। দু-একদিনের মধ্যেই ৫টি সন্তান মারা যায় এবং জীবিত শিশুটিকে অন্ততপক্ষে পাঁচমাস হাসপাতালে থাকতে হবে। খুব কম করে হলেও এতে খরচা হবে ৬০,০০০ ডলার। স্বাস্থ্যবিভাগের কর্তৃপক্ষ এবং বীমা কোম্পানি সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, কিন্তু তা হলেও আশাবাদী হিসাব অনুযায়ী পরিবারটিকে ৮,৫০০ ডলার ব্যয় করতে হবে। আমেরিকার হিসাবে পরিবারটি সচ্ছল, বাবা বছরে ১২,৫০০ ডলার আয় করেন ; কিন্তু তার পক্ষেও অর্থের পরিমাণ অত্যন্তই বেশি।

এখন দেখা যাক কঠিন রোগে আক্রান্ত, ধরা যাক হৃদ-রোগে, চেকোস্লোভাকিয়ার একজন নাগরিকের কী হয়। সে একমাস বা দুমাস—প্রয়োজন হলে আরও বেশি, একটা হাসপাতালে কাটাবে। এবং একমাস হাসপাতালে থাকার জন্য রাষ্ট্রের ব্যয় হবে (রোগীর নয়) ৫,৫০০ ক্রাউন। তাছাড়া, যখন সে হাসাপাতালে থাকবে তখন সে বস্তুতপক্ষে তার গড়-পড়তা আয় পাবে। হাসপাতালের পর তাকে পাঠানো হবে স্বাস্থ্যনিবাসে, এবং সেখানেও কোনো অর্থ ব্যয় করতে হবে না, যদিও হাসপাতালের তুলনায় সেখানকার চিকিৎসা অনেক বেশি ব্যয়বহুল।

শিক্ষার ক্ষেত্রেও উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি ঘটেছে। মেয়েরা বেশি সংখ্যায় কাজ করার ফলে শিশু শিক্ষায়তনের আসন-সংখ্যা এবং বিদ্যালয়োত্তর সুযোগসুবিধা আমরা বাড়িয়ে চলেছি। ১৯৩৭ সালের তুলনায় স্থান বেড়েছে তিনগুণ। সমগ্র ব্যবস্থাটির পরিচালনা এবং ব্যয় নির্বাহ করে রাষ্ট্র। ১৯৬০ সাল থেকে প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্ররা তাদের বই এবং বিদ্যালয়ের অন্যান্য উপকরণ বিনা-মূল্যে পেয়ে থাকে। পড়ার জন্য কোনো মাইনে নেই এবং ছাত্রবৃত্তির সংখ্যা বহুল। সামাজিক বাধাগুলিকে অপসারিত করার ফলে উচ্চতর শিক্ষাগত মান সৃষ্টি হয়েছে। গত পঁচিশ বৎসরে উচ্চ শিক্ষাসম্পন্ন ব্যক্তির সংখ্যা তিনগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং মাধ্যমিক শিক্ষাসম্পন্ন ব্যক্তির সংখ্যা বেড়েছে চার গুণেরও বেশি।

রাজনৈতিক, বৃত্তিগত এবং সাংস্কৃতিক মানের উন্নয়নে একটি খুব গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হল কাজের সময় হ্রাস, যেমন পাঁচদিনের সপ্তাহ এবং স্বাস্থ্যের পক্ষে প্রতিকূল শিল্পে স্বল্পতর কাজের সময়।

যুদ্ধের পূর্বমুহূর্তে যে স্লোভাকিয়া ছিল ইয়োরোপের সবচেয়ে অনগ্রসর এলাকাগুলির অন্যতম, তার অগ্রগতি চেকোশ্লোভাকিয়ায় সমাজতন্ত্রের সঞ্জীবনী শক্তির একটি বাঙ্ময় নিদর্শন। স্লোভাকিয়ার মাথাপিছু আয় এখন চেক এলাকার প্রায় সমান। উৎপাদন, ভোগ এবং শিক্ষার হিসাবে আজকের স্লোভাকিয়া ইয়োরোপের সর্বাধিক অর্থনৈতিক অগ্রগতি সম্পন্ন দেশগুলির অন্যতম। এটা আমাদের সমাজতান্ত্রিক নীতির ফল, গত ২৫ বৎসরে স্লোভাকিয়ায় সামাজিক এবং অর্থনৈতিক অগ্রগতিকে ত্বরান্বিত করার জন্য যে বিশেষ প্রচেষ্টা করা হয়েছে তারই পরিণতি।

বস্তুগত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধির সঙ্গে সমাজতন্ত্রের "ব্যবহারী" ধারণার কোনো সঙ্গতি নেই। ভবিষ্যৎ সম্পর্কে শ্রমিকদের আস্থাকে আমরা কতকগুলি রাজনৈতিক বিষয়কে দৃষ্টির অন্তরালে নিয়ে যাবার জন্য ব্যবহার করছি,—আমাদের শত্রুদের এই অভিযোগ বাস্তবতা বর্জিত। কমিউনিস্ট পার্টি এবং সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের কর্মনীতির প্রধান লক্ষ্য হল একটি উচ্চ জীবনযাত্রার মান। এবং সেই উচ্চ মান আমরা অর্জন করেছি। তার জন্য ধন্যবাদ জানাতে হয় সমাজতান্ত্রিক উৎপাদন সম্পর্কের উৎকর্ষকে, উৎপাদিকা শক্তির পরিকল্পিত বিকাশের অফুরন্ত সম্ভাবনা এবং জনগণের রাজনৈতিক সচেতনতা ও সৃজনশীল কর্মকাণ্ডকে। আমাদের নীতির সাফল্যের আরও একটি কারণ হল, জনগণের এই উপলব্ধি যে, একটি সমাজতান্ত্রিক দেশে কোনো ব্যক্তি কাজ করে শোষকের জন্য নয়, সে কাজ করে সমাজের জন্য অর্থাৎ তার নিজেরই জন্য।

একটি স্থূল ধারণা আছে যে, ক্ষমতা দখল করে শ্রমিকশ্রেণী সমৃদ্ধির সমস্ত সমস্যাকে তাড়াতাড়ি এবং সহজেই সমাধান করতে পারে মজুরি বৃদ্ধি করে এবং দামকে কমিয়ে। মার্কসবাদী-লেনিনবাদী তত্ত্ব এবং সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতা প্রমাণ করেছে যে, এটা তত সোজা নয়।

একথা সত্যি যে, একটি সমাজতান্ত্রিক দেশে শ্রমিকরা সমস্ত উৎপাদিকা শক্তির মালিক। ক্ষমতাসীন সংখ্যালঘু অংশ কর্তৃক সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশকে শোষণ করা সমাজতন্ত্র বাতিল করে দিয়েছে এবং ব্যক্তিত্বের সর্বাঙ্গীণ বিকাশকে তার প্রধান লক্ষ্য, তার কর্মনীতির সারবস্তুতে পরিণত করেছে। যা কিছুই উৎপাদন করা হয় তা উৎপাদকদের বস্তুগত এবং সাংস্কৃতিক প্রয়োজন পরিতৃপ্তিতে সাহায্য করে। খামখেয়ালী সিদ্ধান্তের সাহায্যে নয়, বাস্তব অর্থনৈতিক নিয়মের সুদক্ষ প্রয়োগের মাধ্যমেই তা অর্জিত হয়ে থাকে।

সংক্ষেপে বলা যেতে পারে, যতটা উৎপন্ন হয়েছে তার চাইতে বেশি বণ্টন করা যায় না, শুধু পুনর্বণ্টন করা চলে। ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় পুনর্বণ্টনের জন্য সংগ্রাম শ্রেণী সংগ্রামেরই একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। শ্রমিকরা চায় ধনতান্ত্রিক মুনাফা এবং পরজীবী ভোগকে হ্রাস করতে এবং মজুরি বাড়াতে। সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় কোনো পরজীবী শোষকশ্রেণী নেই। বিভিন্ন গোষ্ঠীর আয়কে নিয়ন্ত্রিত করতে হয় উৎপাদনে তাদের প্রদত্ত অংশের সঙ্গে তাকে সামঞ্জস্যপূর্ণ করার জন্য। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রেরই এটা দায়িত্ব। প্রযুক্ত অস্ত্রগুলির অন্যতম হল দাম নিয়ন্ত্রণ। যাই হোক না কেন, এই ধরনের পুনর্বণ্টন সমগ্র সমাজের পক্ষে অধিকতর সমৃদ্ধির উৎস নয়, কারণ সমাজকে তা সমৃদ্ধতর করে না। সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় জীবনযাত্রার মানকে উন্নত করার একমাত্র উপায় হল উন্নততর উৎপাদনশীলতা।

সমস্যাটা প্রচণ্ড এবং তার সমাধানের পদ্ধতিও অনেক ও নানা ধরনের। এই প্রবন্ধে সেগুলি আলোচনার কোনো সুযোগ নেই। অবশ্য এটা বলা দরকার যে, উৎপাদন এবং ভোগকে সংগঠিত করার মূল উপাদান যদি অর্থনৈতিক পরিকল্পনা হয়, তাহলে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় দামের একটি দায়িত্ব হল পরিকল্পনার হাতিয়ার হিসাবে কাজ করা। এই কারণেই দাম নির্ধারণকে ত্রুটিমুক্ত করা, মূল্যস্তর এবং তার অনুপাত সম্পর্কে পরিকল্পনার ব্যাপারে এত বেশি গুরুত্ব আরোপ করা হয়। উদ্দেশ্যটা হল নির্ভরযোগ্য বিশ্লেষণ এবং বিজ্ঞানসম্মত পূর্বানুমানের ভিত্তিতে একটি যুক্তিপূর্ণ মূল্য কাঠামো নির্ধারিত করা। সমাজতান্ত্রিক সমাজের এমন একটা দাম প্রয়োজন যা দ্রব্যের অন্তর্গত সামাজিক শ্রমকে সর্বাধিক মাত্রায় প্রকাশ করতে পারে, আবার দক্ষতর কর্ম সম্পাদন, কারিগরি অগ্রগতি, উপকরণসমূহের অর্থনৈতিক প্রয়োগ এবং উৎপাদনের সুযোগ সুবিধার সর্বাধিক ব্যবহারকেও যা উদ্দীপিত করে।

কমিউনিস্ট পার্টির চতুর্দশতম কংগ্রেসের সিদ্ধান্তগুলির ভিত্তিতে আমাদের দামনীতি রচিত। পাইকারী দামের আরও যুক্তিসঙ্গত একটি কাঠামো তৈরির জন্য খুব চেষ্টা করা হচ্ছে। উদ্দেশ্য হল, সমগ্র পুনরুৎপাদন পদ্ধতিকে প্রভাবিত করার জন্য তাকে ব্যবহার করা।

দুইদিক দিয়ে আমরা কাজ করছি। প্রথমত, পাইকারী দামের সর্বাঙ্গীণ পুনর্গঠন, এবং দ্বিতীয়ত, পরিবর্তনশীল অবস্থার মোকাবিলার জন্য মাঝারি মেয়াদের ও বার্ষিক অর্থনৈতিক পরিকল্পনার কাঠামোর মধ্যে দামের বিশদ পরিকল্পনা।

আগামী পাঁচ বৎসরের (১৯৭৬—৮০) পাইকারী দামের পরিকল্পনা করতে গিয়ে যে সমস্যাটার মোকাবিলা আমাদের করতে হবে তা হল, বিশ্বের জ্বালানি এবং কাঁচামালের দাম বৃদ্ধিজনিত নতুন পরিস্থিতি। যে সব শিল্পোন্নত দেশ তাদের জ্বালানি এবং কাঁচামালের বেশিরভাগের জন্য আমদানীর উপর নির্ভরশীল, চেকোশ্লোভাকিয়া তাদের অন্যতম। সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র এবং সি এম ই এ-ভুক্ত অন্যান্য দেশের সঙ্গে স্থিতিশীল দামের ভিত্তিতে দীর্ঘমেয়াদী চুক্তির মাধ্যমে তার প্রয়োজনের একটা বড় অংশ মেটে। সি এম ই এ-র বাজার অবশ্য আন্তর্জাতিক বাজার থেকে বিচ্ছিন্ন নয় এবং দীর্ঘমেয়াদী কৌশলগত দাম পরিবর্তন সেখানে উপস্থিত। তাছাড়া, আমাদের জ্বালানির এবং কাঁচামালের একাংশ আসে ধনতান্ত্রিক এবং উন্নয়নশীল দেশগুলি থেকে। এই সব বিষয় আমাদের প্রণোদিত করেছে সামগ্রিক দাম ব্যবস্থাকে পর্যালোচনা করতে, কাঁচামাল থেকে আরম্ভ করে উৎপন্ন দ্রব্য পর্যন্ত, যাতে প্রতি স্তরেই উৎপাদন ব্যয়কে সর্বনিম্ন করা যায় এবং যন্ত্রজাত দ্রব্যের দাম কম রাখা যায়। আরও বেশি মিতব্যয়ী এবং সুদক্ষ কাজকর্মকে নিশ্চিত করার জন্য, বিশেষত বস্তুগত উৎপাদনের ক্ষেত্রে সুপ্ত সঞ্চয়কে কাজে লাগিয়ে অর্থনৈতিক কার্যকারিতাকে আরও বাড়ানোর প্রয়োজনীয়তা পুনর্ঘোষিত হয় ১৯৭৪ সালের নভেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত কেন্দ্রীয় কমিটির পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনে। জ্বালানি এবং কাঁচামালের ক্রমবর্ধমান দামের প্রতিকূল প্রতিক্রিয়াকে কাটিয়ে উঠতে এটা আমাদের সাহায্য করবে।

এটা ভাবা ভুল হবে যে, সমাজতান্ত্রিক এবং ধনতান্ত্রিক

দামনীতির পার্থক্য হল যে, সমাজতন্ত্র দামকে নিয়ন্ত্রণ করে আর ধনতন্ত্র করে না। সমৃদ্ধির পর্বে পুঁজিপতিরা তথাকথিত অবাধ নির্ধারণকে সাগ্রহে বরণ করে, কারণ এই "স্বাধীনতা" একচেটিয়াদেরই সাহায্য করে, ক্রেতাদের নয়। মন্দার পর্বে যখন একচেটিয়ারা বেসামাল হয়ে যায় তখন দাম নিয়ন্ত্রণের জন্য অবতীর্ণ হয় ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্র। কখনও কখনও সোজাসুজি নির্দেশের মাধ্যমেই তা নিয়ন্ত্রিত হয়। কিন্তু ধনতান্ত্রিক দাম নিয়ন্ত্রণের মূল চাতুরীটা তার অনুসৃত সামাজিক লক্ষ্যের মধ্যে নিহিত। এবং সেটা হল শ্রমজীবী মানুষের স্বার্থের বিনিময়ে অর্থনৈতিক অসুবিধাকে অতিক্রম করার উপায় সৃষ্টি করা। সমাজতান্ত্রিক সমাজে কেউ স্বতঃস্ফূর্ত দাম নির্ধারণ থেকে লাভবান হবে না। কোনো না কোনো ধরনের রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ সব সময়েই দরকার এবং সর্বদা তা জনগণের স্বার্থেই সম্পাদিত হয়।

দামনীতি অর্থনৈতিক কর্মসূচীরই অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ এবং অর্থনৈতিক অন্যান্য সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতেই তাকে সঠিকভাবে অনুধাবন করা যায়। কমিউনিস্ট পার্টির সমস্ত অর্থনৈতিক কাজকর্মের মতোই দামনীতিকেও ক্রমাগতই বিকশিত এবং উন্নত করা হচ্ছে। আমাদের ভ্রাতৃপ্রতিম দেশগুলির সঞ্চিত অভিজ্ঞতাকে এই ব্যাপারে পরিপূর্ণভাবে নিয়োগ করা হচ্ছে। সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির ২৪তম কংগ্রেসে এল আই ব্রেজনেভ বলেছিলেন : "বর্তমান সমাজতান্ত্রিক দুনিয়া, তার সাফল্য এবং সম্ভাবনা, তার সমস্ত সমস্যাসহ এখনও একটি তরুণ এবং প্রসারণশীল সমাজ সংগঠন। এখনও সেখানে সবকিছু স্থিতিলাভ করে নি এবং প্রাচীন ঐতিহাসিক যুগের চিহ্ন এখনও অনেক কিছুতেই বর্তমান। সমাজতান্ত্রিক দুনিয়া এগিয়ে চলেছে এবং ক্রমাগতই উন্নত হচ্ছে। স্বভাবতই, তার অগ্রগতি নবীন এবং প্রাচীনের সংঘাতের মধ্য দিয়ে, অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব নিরসনের পথে। যে সব অভিজ্ঞতা সঞ্চিত হয়েছে তা ভ্রাতৃপ্রতিম দলগুলিকে দ্বন্দ্বের সঠিক এবং সময়োপযোগী মীমাংসা খুঁজে বার করতে সাহায্য করে এবং সর্বহারাদের মহান পথপ্রদর্শক, মার্কস, এঙ্গেলস এবং লেনিনের নির্দেশিত পথে দৃঢ় প্রত্যয়ের সঙ্গে অগ্রসর হতে সাহায্য করবে।" সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার অর্থনৈতিক কার্যক্রম সম্পর্কেও একথা পরিপূর্ণভাবে প্রযোজ্য।

নতুন সমাজের অগ্রগতির সাথে সাথে অর্থনৈতিক কার্যক্রম বিভিন্ন স্তরের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়। পরিণত সমাজতন্ত্র নির্মাণ একটি বিশেষ স্তর এবং তার স্বকীয় বৈশিষ্ট্য আছে। এই বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে প্রধান হল সমৃদ্ধির স্তরকে উন্নীত করার উপর গুরুত্ব আরোপ। ১৯৭১ সালে চতুর্দশ পার্টি কংগ্রেসের বিবরণীতে গুস্তাভ হুসাক বলেছিলেন : "সমাজ এমন একটা স্তরে এসে পৌঁছেছে যখন জীবনযাত্রার মানের অবিচল, সুষম এবং সর্বাঙ্গীণ উন্নতি শুধু সমাজতন্ত্রের সুযোগসুবিধার একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রকাশ মাত্র নয়, সেটা আমাদের নিরন্তর সমাজতান্ত্রিক অগ্রগতির জন্য একটা আবশ্যকীয় শর্তও বটে।"

জীবনযাত্রার মানের অবিচল অগ্রগতি এবং ভবিষ্যৎ সম্পর্কে জনগণের আস্থা সমাজতান্ত্রিক সমাজের বিশিষ্ট সাফল্য। চেকোস্লোভাকিয়ায় এবং অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশে অর্থনৈতিক অগ্রগতি, নতুন নতুন সম্পদকে কাজে লাগানো এবং জীবনকে সমৃদ্ধতর করার পর্যাপ্ত সুযোগ রয়েছে।

স্কটল্যাণ্ড ও বৃটেনে জাতিসমস্যা

অ্যালেক্স মারে
স্কটিশ কমিউনিস্ট নেতা

বৃটেনে জাতি সমস্যার কয়েকটি দিকের বিশদ আলোচনা করতে গেলে, বৃটেন যে সমস্ত জাতির সমবায়ে গঠিত তাদেরই একটি, যেমন স্কটল্যাণ্ডের দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে কিছু সুবিধা হতে পারে। এই পদ্ধতিতে বিচার জাতীয়তাবাদের পরিচায়ক নয়, যদিও লেখক স্বেচ্ছাকৃত-ভাবে স্বীকার করেছেন যে, তিনি একজন স্কট ও খাঁটি দেশ-প্রেমিক। বাস্তবিকপক্ষে, এই ধরনের পদ্ধতির কিছু সুবিধা আছে। যদিও স্কটল্যাণ্ড ও ওয়েলসের ঐতিহাসিক বিকাশ-প্রক্রিয়ায় কিছু কিছু পার্থক্য আছে, তবুও উভয়ের ক্ষেত্রেই জাতিগত অধিকার প্রতিষ্ঠার মৌল রাজনৈতিক যুক্তিগুলি সমভাবে প্রযোজ্য। সুতরাং প্রতিটি প্রক্রিয়ার স্বতন্ত্র বিচার অপ্রয়োজন। স্কটল্যাণ্ড ও ওয়েলসের মধ্যে সামাজিক, অর্থ-নৈতিক বা সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে কোনো সুনির্দিষ্ট পার্থক্য থাকলেও তাদের স্বতন্ত্র বিচারের প্রয়োজন হবে না এই জন্যে যে, তারা কোনো মতেই প্রধান কারণগুলি বাতিল করতে পারে না। এতে যে বিষয়ের সঙ্গে লেখক সবচেয়ে বেশি পরিচিত, নিজের দেশের অবস্থা, তার নিরিখেই সমস্যাটি বিশেষ কোনো আশংকায় ভীত না হয়ে বিচার করতে পারবেন, যা অন্যথায় সম্ভব হত না।

* * *

আজকের বৃটেনে জাতি সমস্যা সম্পর্কে সচেতনতা অনেক বেশি, অনুমান করা যায় হয়তো বা আগ্রহের মাত্রাও যথেষ্ট বেশি, যা সাম্প্রতিক অতীতে কখনো এতটা লক্ষ্য করা যায়নি। যদিও স্কটিশ ও ওয়েলসীয় জনগণের কাছে জাতি পরিচয় ও জাতিসত্তার সমস্যাটি বেশ কিছুকাল ধরেই রয়েছে, কিন্তু সাম্প্রতিক কিছু ঘটনাবলীর ফলেই তা সমগ্র বৃটেনে রাজনৈতিক সমস্যা হিসেবে উত্থাপিত হয়েছে।

যে প্রশ্নটি অন্যত্র বর্তমানে আগ্রহের নানা ধরনের তারতম্যসহ আলোচিত হচ্ছে, এবং স্কটল্যাণ্ড ও ওয়েলসে যা সুনিশ্চিত তীব্র আগ্রহের সঙ্গে বিবেচিত, তাকে সংক্ষেপে এইভাবে উপস্থিত করা যেতে পারে : যে স্কটল্যাণ্ড ও ওয়েলস ইংল্যাণ্ডের সঙ্গে একত্রে বৃটেনের মূল ভূখণ্ড গঠন করেছে এবং যারা সকলে লণ্ডনে অবস্থিত একটিমাত্র পার্লামেন্টের দ্বারা শাসিত হচ্ছে, তাদের প্রত্যেকেরই কি নিজস্ব পার্লামেণ্ট থাকা উচিত? যদি তা-ই হয়, তাহলে বৃটিশ পার্লামেন্ট ও তাদের মধ্যে সম্পর্ক কোন ধরনের হওয়া উচিত, এবং সেই ধরনের সম্পর্কের উপরে নির্ভর করে, স্কটিশ ও ওয়েলসীয় পার্লামেন্টের আইনগত, প্রশাসনিক ও অর্থসংগ্রহ সংক্রান্ত ক্ষমতা কতদূর থাকা উচিত?

বৃটেনের রাজনৈতিক কাঠামো সম্পর্কে যাঁরা ততো ওয়াকেবহাল নন, তাঁদের সুবিধার জন্যে সুরুতেই একটা কথা পরিষ্কার করে বলা দরকার, যে তিনটি স্বতন্ত্র জাতির সমবায়ে বৃটেন গঠিত তারা হল ইংল্যাণ্ড, স্কটল্যাণ্ড ও ওয়েলস।

ষষ্ঠ শতক থেকেই স্কটিশ জনগণের অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়। একাদশ শতকের সুরুতেই বিভিন্ন ভূখণ্ড, অঞ্চল ও জনপদগুলি একত্রিত করে অখণ্ড স্কটল্যাণ্ডের আবির্ভাব ঘটে।

কয়েক শ' বছর ধরে স্কটল্যাণ্ড ছিল সম্পূর্ণ স্বাধীন একটি দেশ। এই সময়ের মধ্যেই তার পার্লামেণ্ট ও আইনের নিজস্ব সাংবিধানিক কাঠামো গড়ে ওঠে (সত্যি বলতে কি, আজ পর্যন্ত ইংল্যাণ্ড ও ওয়েলসের সাধারণ আইনের তুলনায় স্কটল্যাণ্ডের প্রচলিত সাধারণ আইনগুলি নানা বিষয়ে পৃথক), গড়ে ওঠে তার নিজস্ব সংস্কৃতি ও শিক্ষা-ব্যবস্থা, যৌথ অর্থনৈতিক স্বার্থের নানা উপাদান এবং এক ধরনের পুঁজিবাদী বিকাশ কিন্তু তা সত্ত্বেও নানা দুর্বলতার জন্যে বেশিদিন তারা এই স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখতে পারে নি।

স্কটল্যাণ্ডের নিজস্ব অভ্যন্তরীণ বাজার ছিল খুবই ছোট, এবং দুর্বলতার জন্যে অন্য বাজার দখল করাও ছিল তার সাধ্যাতীত। তার শাসকরা আশা করেছিল সবচেয়ে সুবিধাজনক শর্তে ইংল্যাণ্ডের শক্তিশালী পুঁজিবাদের সঙ্গে অর্থনীতিকে যুক্ত করে লাভবান হতে।

১৭০৭ সালে যুক্তরাষ্ট্র গঠনের চুক্তির (ইংল্যাণ্ডের সঙ্গে) অন্তর্গত সেই শর্তাবলীতে বলা হয়েছে যে, "অনাগত কালে আর স্কটল্যাণ্ড বা ইংল্যাণ্ড থাকবে না, থাকবে শুধু গ্রেট বৃটেন।" এটিকে স্কটিশ জনগণ সেদিনও মনে করেছিল এবং এখনো মনে করে, শাসকশ্রেণীর জাতির প্রতি বিশ্বাসঘাতক একটি কাজ বলে, সম্ভবত যাকে অতিক্রম করার মতো আরেকটি ঘটনা ঘটেছে সাম্প্রতিক কালে, যখন বৃটিশ শাসকশ্রেণী, জনগণের সম্মতি না নিয়ে গ্রেট বৃটেনের জাতীয় সার্বভৌমত্ব বিক্রি করে দিয়েছে ইয়োরোপীয় অর্থ-নৈতিক গোষ্ঠীর কাছে। তার সঙ্গে যে জাতীয় সার্বভৌমত্ব স্কটল্যাণ্ড একবার হারিয়েছিল, তা-ও চলে গেছে। কিন্তু ইতিহাস বলে যে কাগজে কলমের খোঁচায় বা আইন জারী করে, জাতি, জাতি-সত্তা, জাতীয় চেতনাকে মুছে দেওয়া অসম্ভব।

১৭০৭ সালের পর দু-শ' সাতষট্টি বছর কেটে গেছে, তবু এই কথা অনস্বীকার্য যে, আজো রয়ে গেছে একটা স্কটিশ জাতি, একটা স্কটিশ পরিচয়, জাতীয় চেতনায় সমৃদ্ধ স্কটিশ জনগণ, যাদের বৈশিষ্ট্যগুলি আগের চেয়েও হয়েছে অনেক জোরালো।

উন্নত পুঁজিবাদী দেশে জাতি সমস্যা সংক্রান্ত প্রবন্ধ-মালার অন্তর্গত আলোচনা। পূর্ববর্তী আলোচনার জন্যে সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর ১৯৭৪ সংখ্যা **ডব্লিউ এম আর** দ্রষ্টব্য।

স্কটল্যাণ্ডে জাতীয় চেতনার এই বিকাশ এবং একটা স্কটিশ পার্লামেণ্টের জন্যে সোচ্চার দাবি, যা অপেক্ষাকৃত-ভাবে অদূর ভবিষ্যতে প্রায় সুনিশ্চিতভাবেই পাওয়া যাবে, যদিও সুরুতে থাকবে তার অনেক সীমাবদ্ধতা, তবু ঘটনা হিসেবে বৃটেনের সমকালীন ও ভবিষ্যতের রাজনৈতিক সংগ্রামে সেটা হবে অসাধারণ গুরুত্বপূর্ণ।

বর্তমান পরিস্থিতিতে, জাতি সমস্যাকে তীব্রভাবে তুলে ধরার পিছনে অনেকগুলি কারণ আছে। তাদের মধ্যে প্রথমেই বলতে হয়, পুঁজিবাদের সাধারণ সংকটের অংশ হিসেবে, বৃটিশ পুঁজিবাদের নিরবচ্ছিন্ন সংকটের কথা।

যুদ্ধোত্তর কালে পুঁজিবাদের আপেক্ষিক বাড়বাড়ন্তের যুগেও, পুঁজিবাদী বিশ্বজনীন শক্তি হিসেবে দেশের অবস্থান রাখতে গিয়ে বৃটিশ পুঁজিবাদকে বিশেষ অসুবিধার মধ্যে পড়তে হয়। টোরী ও শ্রমিক দল নির্বিশেষে, বৃটেনের সরকারগুলি বৃটিশ পুঁজিবাদের অবস্থান বজায় রাখার জন্যে পরের পর যে ব্যর্থ নীতি গ্রহণ করেছিলেন, অর্থনীতির উপরে তাদের মারাত্মক প্রভাব পড়েছে। অভ্যন্তরীণ ভোগের পরিমাণ কমানোর জন্যে নীতি গ্রহণ করা হয়েছিল। বিদেশে পুঁজি রপ্তানীর হার বৃদ্ধি এবং এই সমস্ত পুঁজি লগ্নির ক্ষেত্রগুলি বজায় রাখার জন্যে সামরিক দায়দায়িত্বের ব্যয়ভার উদ্ভূত পৌনঃপুনিক লেনদেন উদ্বৃত্ত সমস্যার সমাধানের জন্যে অর্থনীতির গতি মন্থর অথবা উৎপাদন হ্রাস করা চলতে থাকে।

বৃটিশ অর্থনীতির উপরে এর প্রভাব হয়ে পড়ে নেতিবাচক এবং প্রায়শই মারাত্মক। স্কটল্যাণ্ডে ভারী ও খনি-শিল্পের (কয়লা, ইস্পাত, জাহাজ নির্মাণ, নৌ-ইঞ্জিনিয়ারিং-সহ ভারী ধরনের ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প) উপরে চূড়ান্ত নির্ভরতাজনিত ভারসাম্যের অভাবের জন্যে, অর্থনীতির উপরে প্রতিক্রিয়া ঘটে দ্বিগুণ মারাত্মক। "দ্বিগুণ" শব্দটির প্রয়োগ এখানে মোটেই অযথার্থ নয়। সমগ্র যুদ্ধোত্তরকালে, স্কটল্যাণ্ডে বেকারসংখ্যা, সমগ্র বৃটেনের গড় সংখ্যার দ্বিগুণ ছিল। লগ্নির অভাবের জন্যে প্রধানত এই সমস্ত ভারী শিল্পগুলিই উপেক্ষিত হতে থাকে এমন একটা সময়ে যখন তাদের আধুনিকীকরণ ও যন্ত্রপাতির পুনঃস্থাপনের বদলে অধিকতর মুনাফার আশায় বিদেশে পুঁজি রপ্তানী করা হয়।

দ্বিতীয়ত, বৃটিশ অর্থনীতির এই ঘনীভূত সংকট, যা ষাটের দশকের শেষের দিক থেকে তীব্র হতে হতে এখন মারাত্মক হয়ে উঠেছে, তার থেকে পরিত্রাণের আশায় পুঁজিবাদী কায়দায় "র‍্যাশনালাইজেশনের" নীতি এই সমস্ত ভারী শিল্পগুলিকেই বেছে নিয়ে তৎপর হয়ে উঠেছে। ফলে আবার স্কটল্যাণ্ডের উপরে বিশেষভাবে তীব্র আঘাত নেমে এসেছে।

তৃতীয়ত, বহুজাতিক পর্বে বিশেষভাবে লক্ষিত এক-চেটিয়া পুঁজিবাদের বিকাশের মধ্যে যে অগণতান্ত্রিক ঝোঁক অন্তর্নিহিত থাকে তা সর্বস্তরে অনুপ্রবেশ করে গণতান্ত্রিক অধিকারগুলির অবক্ষয় ঘটাচ্ছে। দৈত্যাকার বহুজাতিক প্রতিষ্ঠানগুলির ভূমিকা ও ক্ষমতার জন্যে, অর্থনীতির গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে পার্লামেণ্টের সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা কম কার্যকর হয়ে পড়েছে। ফলত বিশেষভাবে সরকারের সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা, জনগণের কাছ থেকে আরো দূরে সরে যাওয়ায়, জনগণের ইচ্ছা আগের চেয়ে অনেক বেশি উপেক্ষিত হচ্ছে।

গণতন্ত্র ও বৃটেনের জাতীয় সার্বভৌমত্ব, কমন মার্কেট বা সাধারণ বাজারে যোগ দেওয়ার জন্যে আরো অবক্ষয়িত হয়ে গেছে। সুতরাং স্কটল্যাণ্ডের ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতাকেন্দ্র সরে গেছে দ্বিগুণ দূরত্বে, একেবারে ইয়োরোপীয় অর্থনৈতিক গোষ্ঠীর সদর দপ্তর ব্রাসেলসে।

১৯৬৯ সালের নভেম্বর মাসে গ্রেট বৃটেনের কমিউনিস্ট পার্টির ৩১তম কংগ্রেসে, কার্যনির্বাহী সমিতির পক্ষে "স্কটল্যাণ্ড ও ওয়েলসের জাতীয় ভবিষ্যৎ" শীর্ষক এক প্রস্তাব উত্থাপন প্রসঙ্গে হিউ ওয়াইপার এই সমস্ত ঝোঁক ও তাদের প্রতিক্রিয়ার কথা সংক্ষেপে বিবৃত করেন। তিনি বলেন : "বৃটিশ পুঁজিবাদের কব্জা তীব্রতর হয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে প্রান্তবর্তী এলাকাগুলির, বিশেষত স্কটল্যাণ্ড ও ওয়েলসের প্রতিকূলে অর্থনীতির বিকৃতি ঘটেছে। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিসরে শিল্পসংস্থাগুলির সংযুক্তিকরণ ঘটে যাচ্ছে, এবং তারই পাশাপাশি গড়ে উঠছে রাজনৈতিক ক্ষমতার কেন্দ্রীভবন, যা ক্রমেই বেশি মাত্রায় জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকারসমূহকে সীমিত করছে, আঘাত করতে উদ্যত হয়েছে।

"এই দেশগুলির চিরাচরিত শিল্প কয়লা, রেল, ইস্পাত এবং স্কটল্যাণ্ডে বিশেষভাবে জাহাজ নির্মাণ ও নৌ-ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পগুলির উপরে মন্দা অবস্থার অস্বাভাবিক রকমের কঠোর প্রতিক্রিয়া বেকারের সংখ্যা বিপুলভাবে বৃদ্ধি করেছে এবং শিল্প ত্যাগের সংখ্যায় দ্রুত বৃদ্ধি ঘটিয়েছে। অবশ্য আমরা জানি যে ইংল্যাণ্ডের অন্যান্য কিছু অঞ্চলেও এই রকমই ঘটছে। কিন্তু যখন তা কোনো জাতির জীবনে ঘটে তখন তা সম্পূর্ণভাবে নতুন এক চেহারা নেয়। তখন তা দেশের সমাজের সমগ্র গড়নকে প্রভাবিত করে।"

১৯৫৯ থেকে ১৯৬৭ সালের মধ্যে স্কটল্যাণ্ডের জাহাজ নির্মাণ, নৌ-ইঞ্জিনিয়ারিং, কয়লা খনি ও রেল শিল্পে মোট কর্মহ্রাসের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে প্রায় এক লক্ষ। সমগ্র ষাটের দশকে স্কটল্যাণ্ডে বেকারের সংখ্যা ছিল গড়ে ৮০ হাজার। দেশত্যাগের ব্যাপারটি না ঘটতে থাকলে স্কটল্যাণ্ডে বেকারের সংখ্যা আরো মারাত্মক হত। ১৯৬৪ থেকে ১৯৬৭ সালের মধ্যে স্কটল্যাণ্ড দেশত্যাগীর সংখ্যা ছিল গড়ে ৪৫ হাজার, যাদের বেশির ভাগই যুবক। ফলে দেশত্যাগের জন্যে ১৯৬০ থেকে ১৯৬৮ সালের মধ্যে জনসংখ্যা নীট কমে যায় ৩ লক্ষ ৭ হাজার।

মাত্র ৫০ লক্ষ লোকের একটি জাতির ওপরে বৃটিশ শাসকশ্রেণীর নীতি কি প্রতিক্রিয়া ঘটাতে পারে, এই সংখ্যাগুলি হল তারই জ্বলন্ত প্রমাণ।

শ্রমিকশ্রেণী এই সময়েরই শেষের দিকে এই সব প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে বিরাট বিরাট সংগ্রাম করেছে। তাৎপর্যপূর্ণ এক নতুন ব্যাপ্তি নিয়ে বৃটিশ শ্রমিকশ্রেণীর এক গণ-আন্দোলন গড়ে উঠেছে।

এরই মধ্যে এবং এই আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে, আপার ক্লাইড্ অঞ্চলের জাহাজ ঘাটায় এবং খনি শ্রমিকদের দুটি অবিস্মরণীয় মহা সংগ্রামের বিশেষ তাৎপর্য আছে। খনি শ্রমিকদের ধর্মঘট, বর্ধিত মজুরির জন্যে হলেও, তাদের পিছনে জোরালোভাবে কাজ করেছিল এই সমস্ত শিল্পের ক্রমাবনতির বিরুদ্ধে শ্রমিকদের পুঞ্জীভূত বিক্ষোভ (যার থেকে স্কটল্যাণ্ড ও ওয়েলস যে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, সবচেয়ে বেশি, তা আগেই বলা হয়েছে)। উভয় ধর্মঘটই বিপুল সাফল্য অর্জন করে।

স্কটল্যাণ্ডের ক্ষেত্রে এই কথাটির প্রযোজ্যতা, আপার ক্লাইড্ জাহাজঘাটা শ্রমিকদের ধর্মঘটে সরাসরি বোঝা যায়।

জাহাজঘাটা ও তাদের কাজকে "র‍্যাশনালাইজ" করার জন্যে টোরী সরকারের সিদ্ধান্ত, যার অর্থ ছিল ৩০ হাজার শ্রমিকের ছাঁটাই, স্কটিশ শ্রমিকরা তা কোনোমতেই মানতে রাজী হয় নি। শ্রমিকরা তখন নিজে জাহাজঘাটার নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা নিয়ে উৎপাদন চালু রাখে। ফলে শুরু হয় স্কটিশ শ্রমিক-শ্রেণীর অন্যতম মহান এবং ইতিহাসগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ এক সংগ্রাম। আপার ক্লাইড্ শ্রমিকদের পাশে এসে দাঁড়ায় সমগ্র বৃটিশ শ্রমিকশ্রেণী এবং আন্তর্জাতিক শ্রমিকশ্রেণীর বহু অংশ। সর্বোপরি, তারা সমর্থন পায় সমগ্র স্কটিশ জনগণের। ফলে চূড়ান্ত সাফল্যের মধ্যেই তাদের সংগ্রাম শেষ হয়। জাহাজঘাটাগুলি বেঁচে যায় এবং আজও তারা উৎপাদন করে চলেছে।

স্কটিশ শ্রমিকশ্রেণীর ভূমিকা সমৃদ্ধ এইসব মহান সংগ্রামগুলি গভীরভাবে ফলপ্রসূ হয়েছে। স্কটল্যাণ্ডের দুটি মূল শিল্পের ক্রমাবনতি তারা রুখে দিতে পেরেছে। ক্রমাবনতির ধারাকে যে রুখে দেওয়া সম্ভব, আপার ক্লাইড্ জাহাজঘাটার সংগ্রাম তা বিশেষভাবে প্রমাণ করায়, শ্রমিক-শ্রেণীর এক নতুন আত্মবিশ্বাস এসেছে। সুনির্দিষ্ট স্কটিশ চরিত্রের জন্য, এটা কেবল জাতীয় আত্মবিশ্বাস নয়, জাতীয় সচেতনতাও বৃদ্ধি করেছে।

ষাটের সত্তরের দশকে এই সমস্ত ও অন্যান্য নানা বিষয়গুলি একত্রে "জাতি সমস্যাকে" বটেনে তীক্ষ্ণভাবে তুলে ধরেছে। পার্লামেণ্টারী নির্বাচনে স্কটিশ জাতীয় দলের তাৎপর্যপূর্ণ আবির্ভাব এবং শ্রমিক দলে ও শ্রমিক আন্দোলনের একাংশের স্কটিশ জনগণের জাতীয় অধিকারের জন্যে সংগ্রামে নেতৃত্ব দেওয়া ও তাকে তুলে ধরার ব্যর্থতার মধ্যে, সেটা দেখতে পাওয়া যায়।

ষাটের দশকের সুরুতে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনমূলক প্রতিষ্ঠানের নির্বাচনে স্কটিশ জাতীয় দল সাফল্য লাভ করতে থাকে এবং কোনো কোনো পার্লামেণ্টারী নির্বাচনী কেন্দ্রে এই দল যথেষ্ট ভোট পায়। পার্লামেণ্টারী উপ-নির্বাচনে তা বিশেষভাবে প্রমাণিত এবং শ্রমিক দলের চিরকালের শক্ত ঘাঁটি বলে পরিচিত হ্যামিলটন নির্বাচনী কেন্দ্রে এক উপ-নির্বাচনে শ্রমিক দল প্রার্থীকে হারিয়ে স্কটিশ জাতীয় দলের প্রার্থীর জয়লাভ করা ও বৃটেনের কমন্স সভায় দলের প্রথম পার্লামেণ্ট সদস্য পাঠানোর ঘটনাটি, তার সাফল্যের এক উজ্জ্বল নিদর্শন। যে বৃটিশ পার্লামেণ্টে স্কটল্যাণ্ডের ৭১ জন সদস্য আছেন, যে অঞ্চল শ্রমিক দলের শক্ত ঘাঁটি বলে পরিচিত, যেখান থেকে নিয়মিতভাবেই ৪৫ থেকে ৫০ জন শ্রমিক দল সদস্য নির্বাচিত হয়ে থাকেন, সেখানে এই ঘটনা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

নির্বাচনে স্কটিশ জনগণের সমর্থন লাভ করতে শুধু পূর্বোক্ত অর্থনৈতিক ও সামাজিক উপাদানগুলি সাহায্য করে নি, জাতি সমস্যার প্রতি দৃষ্টিভঙ্গিও কাজ করেছে যেহেতু বৃটিশ বৃহৎ পুঁজি ও তার রাজনৈতিক প্রতিনিধিরা (তারা টোরী বা দক্ষিণপন্থী শ্রমিক প্রতিনিধি যা-ই হোক না) মনে করে যে জাতি সমস্যার সমাধান অনেক আগেই হয়ে গেছে।

শাসকশ্রেণীর প্রাধান্যভোগী অংশ, এবং প্রাধান্যভোগী জাতি গোষ্ঠী মনে করে যে দেশের "অধস্তন" বা "অধীন" জাতিগুলি কালক্রমে মূল ধারার মধ্যে মিশে যাবে এবং এই স্বাতন্ত্র্য হারানো প্রক্রিয়াকে সক্রিয়ভাবে উৎসাহ দেওয়া শুধু সঠিক নয় বৈধও বটে। সমাজের কাঠামোর মধ্যে প্রধান জাতি গোষ্ঠী, নিজেকে এবং নিজের প্রাধান্যকে এমনই স্বাভাবিক বলে মনে করে যে (যেমন অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, আইন ও ভাষার ক্ষেত্রে) তার জাতীয় পরিচিতিকে সারা দেশের ওপরে চাপিয়ে দিয়েছে (যেমন দেখা যায় বৃটেন বোঝানোর জন্যে "ইংল্যাণ্ড" শব্দের ব্যবহার); ফলে তার জনগণের অধিকাংশই ভাবতে পারে না যে "অধীন" জাতির লোক হওয়ার জ্বালা কোথায় এবং তারা দেশে যে একটা "জাতি" সমস্যা তা কদাচিৎ স্বীকার করে। এই দৃষ্টি-ভঙ্গিটাই শ্রমিক দল সহ বহু লোকের দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে এবং স্কটিশ জাতীয় দলের হাতে তাদের সবচেয়ে শক্তিশালী এবং বিপজ্জনক হাতিয়ার তুলে দিয়েছে।

ফলে স্কটিশ পার্লামেণ্টের জন্যে স্কটিশ জনগণের দাবির "প্রবক্তা" হিসেবে জাতীয় দল নিজেকে খাড়া করতে পেরেছে এবং নির্বাচনী শক্তি বৃদ্ধি করতে করতে, অক্টোবর ১৯৭৪ সালের সাধারণ নির্বাচনে শতকরা ৩০·৪টি ভোট লাভের ভিত্তিতে স্কটল্যাণ্ডের ১১টি নির্বাচনী কেন্দ্রে বিজয়ী হয়েছে। স্কটিশ জাতীয় দলের নেতৃত্বে বুর্জোয়াশ্রেণী থাকলেও নানা রাজনৈতিক মতের লোক এর মধ্যে রয়েছে। শ্রমিক দল ও শ্রমিক আন্দোলনের গুরুত্বপূর্ণ অংশের, জাতি সমস্যা প্রসঙ্গে সঠিক নীতি ও নেতৃত্ব না থাকার দরুন, স্কটিশ জাতীয় দলের পক্ষে "শ্রেণী-বিচ্যুত" নীতি অনুসরণ করা ও মারাত্মক রকমের সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদী জিগির তুলে যথেষ্ট অগ্রগতি ঘটাবার সুযোগ এসেছে। স্কটিশ জনগণ যে সমস্ত সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যার মুখোমুখি হয়েছে, সেগুলি যে "লণ্ডন-কেন্দ্রিক" সরকারের বহু বছরের উপেক্ষার ফলশ্রুতি মাত্র, স্কটিশ জাতীয় দল এই প্রচার চালিয়ে দাবি করেছে যে, সমস্যার সমাধানের পথ হল স্কটল্যাণ্ডে একটি পার্লামেণ্ট গঠন, অর্থাৎ ভাবখানা হল এই যে কোথায় পার্লামেণ্টের অবস্থান সেটাই বড় কথা, তার রাজনৈতিক চরিত্র ও মৌল বস্তু কিছুই নয়।

একথা অবশ্যই সত্যি যে, স্কটল্যাণ্ডের অর্থনৈতিক দুর্দশার কারণ হল বৃটিশ অর্থনীতির সংকট। কিন্তু জাতীয় দল একথা আদপেই বলছে না যে, সংকট হল **আসলে পুঁজিবাদেরই সংকট**, তাই তাদের কাছ থেকে রাজনৈতিক অথবা অর্থনৈতিক ব্যবস্থা পরিবর্তনের কোনো প্রস্তাবই আসছে না। অন্যভাবে বলা যায় যে, তারাও হল আসলে স্থিতাবস্থার পক্ষে অর্থাৎ পুঁজিবাদের সমর্থক। এই "শ্রেণী-বিচ্যুত" নীতি ও বিশ্লেষণ বিমুখতা থেকে, স্কটিশ জাতীয় দলের পক্ষে বিভ্রান্তকর, বিভেদকামী, শ্রেণী-বিচ্যুত নির্বাচনী জিগির তোলা ছিল খুবই সহজ ব্যাপার। গত সাধারণ নির্বাচনে (অক্টোবর ১৯৭৪) তাদের দেওয়া জিগির থেকে দুটি উদাহরণ দিলেই ব্যাপারটা বোঝানো যাবে।

নির্বাচনে জাতীয় দলের একটা জিগির ছিল—"স্কটিশ তেল!" স্কটল্যাণ্ডের উত্তর-পূর্ব উপকূলে উত্তর সাগরে সম্প্রতি যে তেল আবিস্কার করা হয়েছে, এই জিগিরের ভিত্তি হল সেটাই। তার জন্যে এটা হয়েছে "স্কটল্যাণ্ডর তেল" (অর্থাৎ আবার সেই স্থানিকতার তত্ত্ব)। এই তেলের উত্তোলন ও অনুসন্ধানের অধিকার যে সম্পূর্ণভাবে "বেসরকারী সংস্থাগুলির" কাছে নিলামে বিক্রি করে দেওয়া হয়েছে, যাদের অধিকাংশই হল মার্কিন মালিকানাধীন বহু-জাতিক দৈত্যাকার তৈল প্রতিষ্ঠান, এইগুলি স্কটল্যাণ্ডের দূরে থাক কোনোমতেই আর যে বৃটিশ তেলও নয়, এবং সামাজিক মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণের অধীনে না থাকলে যে সেই মালিকানা বদলাবে না, যার তারা বিরোধী স্কটিশ জাতীয় দল সেই তথ্য সম্পূর্ণ উপেক্ষা করেছে কিম্বা আরও সঠিক-ভাবে বলা যায় বেমালুম চেপে যাচ্ছে।

এখান থেকেই জাতীয় দল যাচ্ছে তাদের পরবর্তী বক্তব্যে যেখানে তাদের এই বিশেষ ধরনের "যুক্তি" নিয়ে যেতে পারে। তাদের কথা হল তেল কোম্পানিগুলির কাছে স্কটিশ পার্লামেণ্ট "তাদের মুনাফার একটা ন্যায্য অংশ" দাবি করবে এবং এই টাকায় স্কটল্যাণ্ডের সমস্ত অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। তারা ইংল্যাণ্ড ও ওয়েলসের স্বার্থ, বৃটেনের সমগ্র শ্রমিকশ্রেণীর স্বার্থ উপেক্ষা করেছে। সুতরাং "স্কটিশ তেলের" এই আষাঢ়ে তত্ত্ব থেকেই তাদের "যুক্তি সঙ্গত" পরবর্তী পদক্ষেপ হল সেই বিচ্ছিন্নতাবাদী জিগির—"গরিব বৃটিশ থেকে ধনী স্কট হওয়া ভালো"—যে জিগির সম্পূর্ণভাবে শ্রেণী স্বার্থ বর্জিত এবং বৃটিশ শ্রমিকশ্রেণীর ঐক্যে বিভেদ সৃষ্টিকামী, যে ঐক্য স্কটিশ ওয়েলসীয় ও ইংরেজ জনগণের সাধারণ শ্রেণী শত্রু টোরীদের প্রচণ্ডভাবে পরাজিত করে আপার ক্লাইড্ জাহাজঘাটা ও খনিশিল্প শ্রমিকদের বিজয় সাফল্য এনে দিয়েছে।

স্কটিশ জাতীয় আন্দোলনের আদর্শ ও প্রকৃত মূল্যবোধের এবং স্কটিশ জনগণের প্রকৃত আশা-আকাঙ্ক্ষার এইভাবেই অবমাননা করেছে স্কটিশ জাতীয় দল। একথা অবশ্যই বিধিসম্মতভাবে জিজ্ঞাসা করা যায় যে, কেন তাহলে স্কটিশ জনগণ, ঐক্যবদ্ধভাবে শ্রমিকশ্রেণী এবং সম্ভবত বৃটিশ শ্রমিকশ্রেণীর সবচেয়ে রাজনীতিগতভাবে অগ্রণী অংশ, এই ধরনের জিগির, নীতি ও প্রার্থীদের পক্ষে ভোট দিয়েছে? শ্রমিক ও ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের মৌল সংস্থাগুলির মধ্যে জাতিসত্তার জন্যে লড়াইয়ের সম্পূর্ণ অর্থ ও তাৎপর্য সম্পর্কে যে স্বচ্ছ ধারণার অভাব আছে এবং বৃটিশ জনগণের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক অগ্রগতির সামগ্রিক সংগ্রামের অংশ হিসেবে স্কটিশ ও ওয়েলসীয় জনগণের বৈধ জাতীয় অধিকারের জন্যে সংগ্রামের প্রতি যথাযথ দৃষ্টিভঙ্গি ও নীতি গ্রহণের মধ্যে যে নিহিত আছে, উত্তরটা পাওয়া যাবে সেখানে।

স্কটিশ জাতীয় দলের ষাটের দশকে ক্রমবর্ধমান নির্বাচনী সমর্থন দেখে, শ্রমিক দল রাজনৈতিক বিচার ও বিশ্লেষণে কতগুলি মারাত্মক ভুল করে বসে। তারা এটাকে একটা ক্ষণস্থায়ী ব্যাপার বলে ভেবেছিল যা অচিরে কেটে যাবে এবং তা করতে গিয়ে ইতিহাসের শিক্ষা গ্রহণ করেনি, বিকাশমান অর্থনৈতিক ঝোঁক এবং স্কটিশ জনগণের সুউচ্চ মানের জাতীয় সচেতনতার সপক্ষে নজীরগুলিকে ভুল বুঝেছে। এই ভুল থেকেই তাদের আরো বিভ্রান্তি ঘটেছে "জাতীয়তাবাদকে" স্কটিশ জাতীয় দলের সঙ্গে সমার্থক করে দেখায় যখন তারা আর জাতীয়তাবাদের গণতান্ত্রিক অন্তর্বস্তু ও বুর্জোয়া চরিত্র ও দৃষ্টিভঙ্গি সম্পন্ন একটা রাজনৈতিক সংগঠনের মধ্যে কোনো পার্থক্য করতে পারে নি।

এই ভ্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গি থেকেও শ্রমিকদল ও ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন সঠিকভাবেই স্কটিশ জাতীয় দলের শ্রেণীবিচ্যুত জিগির ও মারাত্মক রকমের স্বাদেশিকতার বিরুদ্ধে ক্ষোভ করেছে এবং তা করতে গিয়ে কিন্তু ভুল ভাবেই জাতীয়তার ধারণার বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে উঠেছে। ফলতঃ স্কটল্যাণ্ড ও ওয়েলসে পার্লামেণ্ট গঠনের প্রশ্নে শ্রমিকদল হয় বিরোধিতা করেই চলেছে নয়তো দ্ব্যর্থক মতামত প্রকাশ করেছে।

বৃটেনে কিছুটা শ্লেষাত্মক একটা চালু রাজনৈতিক রসিকতা হলো, সরকার যখন কোনো ব্যাপারে কিছু না করার সিদ্ধান্ত করে তখন একটা রয়েল কমিশন বসায়। ১৯৬৯ সালে শ্রমিকদলের সরকার বিশেষভাবে এই বিষয়টা জানার জন্যে একটা রয়েল কমিশন বসালেন সংবিধানের উপরে যার কাজ হবে "যুক্তরাজ্যের অন্তর্গত বিভিন্ন দেশ, জাতি ও অঞ্চলের ক্ষেত্রে সরকার ও কেন্দ্রীয় আইনসভার বর্তমান কাজের ধারায়" কোনো পরিবর্তন আনার দরকার আছে কিনা দেখা। কমিশনের ঘাড়ে সমস্যাটি সরিয়ে দিয়ে, পরবর্তী বছরগুলিতে শ্রমিকদলের নেতৃত্ব জাতিসমস্যা প্রসঙ্গে নিজেদের চিন্তাভাবনা ও নীতির কোনো অগ্রগতি ঘটালেন না। কিন্তু রয়েল কমিশনের রিপোর্টের জন্যে অপেক্ষা করা চলতে থাকলেও, বাস্তবে কিছুই থেমে থাকলো না।

স্কটিশ জনগণের জাতীয় সচেতনতা তখন বৃদ্ধি পাচ্ছিল। জাতীয়দলের নির্বাচনী সমর্থন তখন বাড়তির দিকে, যা ১৯৭৪ সালের অক্টোবরে চরমে আত্মপ্রকাশ করলো। স্কটিশ জাতীয় দলকে যারা ভোট দিয়েছেন তাদের মধ্যে হাজার হাজার ছিলেন শ্রমিকদলের ভোটার, কিন্তু জাতি সমস্যায় শ্রমিকদলের সঠিক নীতি গ্রহণের ব্যর্থতার জন্যে নির্বাচনে তাঁদের পছন্দ ভ্রান্ত মেরুকরণের দিকে চলে গেল, তা ভাগ হয়ে গেল তাঁদের চিরায়ত শ্রেণী আনুগত্য ও গভীর জাতীয় আশা-আকাঙ্ক্ষার মধ্যে। তাঁরা জাতীয় দলের পক্ষে ভোট দিলেন, তার কারণ এটা নয় যে তাঁরা শ্রেণীগত অবস্থান হঠাৎ ছেড়ে দিয়েছেন, বরং সম্পূর্ণ বিপরীত অর্থে, তাঁরা মনে করেছিলেন যে, স্কটিশ পার্লামেণ্টের দাবি জয়যুক্ত হলে তাঁদের শ্রেণীগত ও সমাজতান্ত্রিক আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণের দিকে একটা পদক্ষেপ ঘটবে।

কমিউনিস্ট পার্টি বরাবর এই হুঁশিয়ারি জানিয়ে এসেছে যে স্কটিশ জনগণের এই সুগভীর জাতীয় আশা-আকাঙ্ক্ষাকে উপেক্ষা করে চলার অর্থ হবে শ্রমিকদলের আন্দোলনে অপূরণীয় ক্ষতি করা। শ্রমিকদল সেই হুঁশিয়ারিতে কান দেয় নি।

বৃটেনের কমিউনিস্ট পার্টির ৩১তম কংগ্রেসে "স্কটল্যাণ্ড ও ওয়েলসের জাতীয় ভবিষ্যৎ" সম্পর্কে প্রস্তাব উত্থাপন প্রসঙ্গে, হিউ ওয়াইপারের গোড়ার কথা ছিল: "নিজেদের ভাগ্য অধিকার নিয়ন্ত্রণের জন্যে জনগণের মধ্যে যে দাবি ক্রমেই সোচ্চার হয়ে উঠছে—নিজেদের জীবন ও গোষ্ঠীসত্তাকে ব্যাপকতর গণতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণের মধ্যে আনার জন্যে যে ইচ্ছার প্রকাশ ঘটছে, কমিউনিস্টরা তাকে স্বাগত জানায়।" তিনি আরো বলেন যে জাতীয় আন্দোলনের মধ্যে এই ইচ্ছার কোনো না কোনোভাবে প্রকাশ ঘটে, সেটা "দুটি প্রধান দিকে যেতে পারে। সেটা একচেটিয়া পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে সার্বিক গণতান্ত্রিক ভাবধারার অংশ হতে পারে, অথবা এটা প্রগতিশীল আন্দোলন থেকে দূরে সরে গিয়ে সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে প্রতিক্রিয়াকে শক্তিশালী করতে পারে।"

"জনগণের শ্রেণীগত ও জাতীয় দাবি দাওয়াগুলি ঐক্যবদ্ধ ব্যাপক প্রগতিশীল আন্দোলনে শামিল করাই হলো আমাদের কাজ। সেজন্যেই এই সংগ্রামের নেতৃত্ব দিতে হবে শ্রমিক আন্দোলন ও আমাদের পার্টিকে।"

এই বক্তৃতার মধ্যে যে দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ পেয়েছে সেটা এবং ৩১তম কংগ্রেসে গৃহীত প্রস্তাবের ভিত্তিতেই, সংবিধানের উপরে গঠিত রয়েল কমিশনের সামনে ১৯৭০ সালে বৃটেনের কমিউনিস্ট পার্টির কার্যনির্বাহী কমিটি ও পার্টির স্কটিশ ও ওয়েলস শাখা কমিটিগুলি সাক্ষ্যদান করেন।

স্কটিশ কমিটি কমিশনে যে বিবৃতি সাক্ষ্য হিসেবে দেন তার অংশ বিশেষে বলা হয়েছে: "আমাদের মতে সরকারের বনিয়াদ হওয়া উচিত গণতান্ত্রিক আগ্রহ সহ কর্মদক্ষতা। যদিও স্কটল্যাণ্ডের অর্থনীতি দু-শো বছরেরও বেশি কাল

ধরে বৃটিশ অর্থনীতির অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে, তবু এটাও লক্ষণীয় যে বর্তমান ভূখণ্ডেই স্কটিশ জনগণ তাঁদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, স্বতন্ত্র আইন ব্যবস্থা, শিক্ষা ও গৃহ নির্মাণের ক্ষেত্রে স্বাতন্ত্র্য বোধক বৈশিষ্ট্য নিয়ে, একটা মৌল জাতিসত্তা ও জাতীয় সচেতনতা বজায় রেখে আরো দীর্ঘকাল ধরে বাস করে আসছে। বৃটেনে গণতন্ত্রের প্রকৃত সম্প্রসারণে একটা অত্যন্ত জরুরী পদক্ষেপ হলো স্কটল্যাণ্ডের জনগণের এই জাতীয় দাবিগুলি মেনে নেওয়া। নিজেদের ভাগ্য নির্ণয়ের অধিকার স্কটিশ জাতির আছে।"

আমরা আরো বলেছিলাম : "স্বায়ত্ত শাসনই যে স্কটিশ জনগণের সমস্যাবলী সমাধান করে দেবে, আমরা তা বিশ্বাস করি না। এই সমস্যাবলী সৃষ্টি করেছে সেই সমস্ত বৃটিশ ও আন্তর্জাতিক একচেটিয়া সংস্থাগুলি যারা স্কটল্যাণ্ডসহ সমগ্র বৃটেনের শিল্প, অর্থ, সংবাদপত্র ও জমি জায়গার উপরে প্রভুত্ব করছে।"

"স্কটল্যাণ্ড বা ওয়েলসের স্বার্থ মোটেই রক্ষিত হবে না যদি এই সমস্যাবলী তারা একান্তভাবে নিজস্ব বলে মনে করে এবং প্রত্যেকেই স্বতন্ত্রভাবে তাদের সমাধানের চেষ্টা করে। একটা প্রগতিশীল নীতির ভিত্তিতে বৃটিশ জনগণের রাজনৈতিক ঐক্যই হলো সার্বিক অগ্রগতির জন্যে সকলেরই পূর্বশর্ত। একটা স্কটিশ পার্লামেণ্ট কোনোদিন প্রতিষ্ঠিত হলেও দেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক সম্পদ ব্যবহার করার মতো শক্তি তখনই সুনিশ্চিতভাবে অর্জন করতে পারবে যদি একচেটিয়ার ক্ষমতা খর্ব করার মতো গুরুত্বপূর্ণ কাজে সফল হওয়া যায়। বৃটিশ ও আন্তর্জাতিক একচেটিয়ার নিবিড়ভাবে সংগঠিত শক্তিগুলির মোকাবিলা করার প্রয়োজনীয় পূর্বশর্ত হলো, শিল্পগত ও রাজনৈতিক সংগ্রামের জন্যে বৃটিশ শ্রমিকশ্রেণীর শক্তিশালী সংগঠন গড়ে তোলার সঙ্গে সঙ্গে স্কটল্যাণ্ডের বিষয়গুলি বিচার বিবেচনা করার জন্যে স্কটিশ পার্লামেণ্ট গঠনের দাবি করা। এই দুয়ের মধ্যে কোনো বিরোধ আমরা দেখি না।"

কমিউনিস্টরা ১৯৭০ সালেই কেবল একথা বলে নি। সেই বছরেই কমিউনিস্ট পার্টির স্কটিশ কংগ্রেসে বর্তমান লেখক বলেছিলেন : "আমাদের পার্টির এটা কোনো নতুন দাবি নয়। স্কটিশ পার্লামেণ্টের জন্যে আমরা বহুদিন ধরেই দাবি করে আসছি এবং আমাদের বক্তব্য বারেবারে বলেছি। ১৯৪৮ সালে প্রকাশিত জন গোলানের লেখা "স্কটিশ প্রসপেক্ট" থেকে সুরু করে, ১৯৫৩ সালে দেওয়া "ওরা মুক্ত হবেই" শীর্ষক প্রতিবেদনে, ১৯৬৬ সালে স্কটিশ কংগ্রেসে প্রদত্ত জিমি রীডের বক্তব্যে, এবং এর আগে পরে ও মধ্যে প্রকাশিত নানা পুস্তক পুস্তিকায় এই কথা বলা হয়েছে। এই সময়ের মধ্যে আমরা বোঝাতে চেয়েছি যে এই অগ্রগতি সম্ভব করে তোলার চাবিকাঠি হলো সংগঠিত শ্রমিকশ্রেণী, যারা আমাদের জাতির সমস্ত প্রগতিশীল অংশকে কাছে টানবে এবং তাদের নেতৃত্ব দেবে।

"একারণেই সংগঠিত শ্রমিক আন্দোলনে জাতিসত্তার জন্যে সংগ্রামের গুরুত্ব ও তাৎপর্য সম্পর্কে আমাদের স্বচ্ছ ধারণা অর্জন করতে হবে, শ্রমিক আন্দোলনে আমাদের দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন হতে হবে, এবং যারা জাতীয় আন্দোলনকে তার শ্রেণীগত ও সমাজতান্ত্রিক মর্মবস্তু থেকে বিযুক্ত করতে চায়, তাদের হাতে নেতৃত্ব ছেড়ে দিলে চলবে না।"

কমিউনিস্টরা বরাবরই এই শ্রেণী দৃষ্টিভঙ্গি ও অবস্থানকে তুলে ধরেছে। সমগ্রভাবে জাতি সমস্যায় শ্রমিক আন্দোলনের দৃষ্টিভঙ্গিকে, সংবিধান সংক্রান্ত রয়েল কমিশনের রিপোর্টের ফলাফলকে, আমাদের পার্টি এই অবস্থান থেকেই প্রভাবিত করার চেষ্টা করেছে। ১৯৭৩ সালে প্রকাশিত এই কমিশনের রিপোর্টের নাম হলো কিল ব্র্যাণ্ডন রিপোর্ট।

৩১ অক্টোবর ১৯৭৩-এ কিলব্র্যাণ্ডন রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। এই বিষয়ের উপরে প্রকাশিত এই রিপোর্টটিকে কমিউনিস্ট পার্টি খুবই ব্যাপক তথ্যসমৃদ্ধ, খুব গুরুত্বপূর্ণ ও নানাদিকের বিচারে খুবই অভিনন্দনযোগ্য বলে মনে করে। রিপোর্টের অন্তর্গত প্রধান প্রস্তাবগুলির সংক্ষিপ্তসার দেওয়াটা খুবই দরকার কারণ বাস্তবিকই তা অনেক কিছু প্রকাশ করে. এতে স্কটিশ জাতীয় দলের "বিচ্ছিন্নতাবাদী" যুক্তিগুলি এবং উদারনৈতিক দলের "যুক্তরাষ্ট্র" গঠনের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যাত হয়েছে। শ্রমিক ও টোরী দলের বক্তব্য প্রত্যাখ্যান করার কোনো দরকার হয় নি, কারণ তাদের কার্যত কোনো প্রস্তাবই ছিল না। কিন্তু কমিউনিস্টদের যুক্তি ও সাক্ষ্য প্রমাণের কি হলো ?

কিলব্র্যাণ্ডন রিপোর্টের প্রধান সুপারিশগুলি হলো সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্বের নিয়মে প্রত্যক্ষ নির্বাচনের ভিত্তিতে স্কটিশ ও ওয়েলসীয় অইনসভা গঠনের পক্ষে, যাদের ক্ষমতা থাকবে স্থানীয় শাসন, নগর ও গ্রাম পরিকল্পনা, বাসস্থান, গৃহনির্মাণ নিয়ন্ত্রণ, জলপথ, স্থলপথে যাত্রী পরিবহণ ব্যবস্থা, বন্দর, আবহাওয়া সংক্রান্ত কাজ, শিক্ষা (বিশ্ববিদ্যালয় সহ), যুব ও গোষ্ঠী সেবামূলক কাজ, খেলাধূলো ও আমোদ-প্রমোদ, শিল্প ও সংস্কৃতি, সমাজসেবা, স্বাস্থ্য, কৃষি, মৎস্য চাষ ও খাদ্য, বন, পর্যটন (শুধু স্কটল্যাণ্ডের মধ্যে), পুলিস, দমকল, অপরাধ নীতি ও প্রশাসন, জেলখানা, বিচার ব্যবস্থা, আইন সংস্কারসহ আইন সংক্রান্ত বিষয়, উচ্চভূমি ও দ্বীপের উন্নয়ন, সমুদ্র পরিবহণ ব্যবস্থা ইত্যাদি বিষয়ে আইন প্রণয়নের। আইনসভার সদস্যদের মধ্য থেকে নিয়ে গঠিত একটি মন্ত্রিসভা প্রশাসনিক কর্তৃত্ব ভোগ করবে এবং তাদের থাকবে একটা স্বাধীন অর্থবোর্ড। স্কটল্যাণ্ড ও ওয়েলস থেকে নির্বাচিত পার্লামেণ্ট সদস্যরা আগের মতোই বৃটিশ পার্লামেণ্টে প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত হবেন, কিন্তু ইংল্যাণ্ডে জনসংখ্যার যে অনুপাতে নির্বাচন হয় সেই অনুপাত এখানে কার্যকর হবে (ফলে ওয়েস্টমিনিস্টারে স্কটিশ এম পি-দের সংখ্যা কমবে ৭১ থেকে ৫৭ এবং ওয়েলসে হবে তা ৩৬ থেকে ৩১)।

স্থানাভাবের জন্যে রয়েল কমিশনে প্রদত্ত সাক্ষ্যে কমিউনিস্ট পার্টির স্কটিশ কমিটির সমস্ত প্রস্তাবগুলি এখানে দেওয়া গেল না। কিন্তু এইসব প্রস্তাবগুলি সতর্কভাবে বিচার করলে দেখা যাবে যে অন্য যে কোনো রাজনৈতিক দলের চেয়ে, কমিউনিস্ট পার্টির প্রদত্ত প্রস্তাবগুলির সঙ্গে কিলব্র্যাণ্ডন রিপোর্টের মিল সবচেয়ে বেশি। সঙ্গে সঙ্গে বোঝা যাবে কিলব্র্যাণ্ডন রিপোর্টের সীমাবদ্ধতা কোথায় এবং এর কোন কোন বিষয়ে কমিউনিস্ট পার্টি দ্বিমত পোষণ করে এবং তাদের প্রত্যাখ্যান করে।

স্কটিশ পার্লামেণ্টের জন্যে কিলব্র্যাণ্ডনের প্রস্তাবিত ক্ষমতাবলী হল তাদের অন্যতম প্রধান বিষয়। কমিউনিস্ট পার্টির সাক্ষ্যে যে সর্বনিম্ন ক্ষমতার কথা বলা হয়েছে, এইগুলিকে অনিবার্যভাবেই সেই পর্যন্ত এবং তারও পরে বাড়াতে হবে। তা ছাড়া বৃটিশ পার্লামেণ্টে সরাসরি নির্বাচিত স্কটিশ ও ওয়েলসীয় এম পি-দের সংখ্যাহ্রাসের যে সুপারিশ কিলব্র্যাণ্ডন প্রস্তাবে করা হয়েছে তা অন্যায্য এবং কোনোমতেই গ্রহণযোগ্য নয়।

জাতি সমস্যার তাৎপর্য সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা সৃষ্টি এবং স্কটিশ জনগণের জাতীয় অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে শ্রমিক আন্দোলনের নেতৃত্বের ভূমিকার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে পরিষ্কার দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলায় কমিউনিস্ট সহ বামপন্থী-দের অবদান অনস্বীকার্য হলেও এটাও সঙ্গে সঙ্গে সত্যি যে ১৯৭৪ সালের অক্টোবরে বৃটিশ পার্লামেণ্টে ১১ জন স্কটিশ জাতীয় দলের প্রতিনিধি নির্বাচন ঘটনার গতিকে ত্বরান্বিত করেছে।

সাম্প্রতিক কালের অগ্রগতি ঘটেছে আরো দ্রুত, যদিও অনেক কিছুই এখনো যথেষ্ট স্পষ্ট হয় নি। ১৯৭৪ সালের এপ্রিলে, দৃষ্টিভঙ্গিতে শ্রমিকদলের চেয়ে অনেক বেশি পরিষ্কার ও প্রগতিশীল, শক্তিশালী স্কটিশ ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস, স্কটিশ পার্লামেণ্ট গঠন করার জন্যে কিলব্র্যাণ্ডন রিপোর্টের মূল সুপারিশগুলি বিপুল ভোটে সমর্থন জানায়। ১৯৭৪ সালের জুন মাসে বৃটেনে শ্রমিক দলের কার্যনির্বাহী কমিটি একটি স্কটিশ আইনসভা গঠনের অনুকূলে মত প্রকাশ করে এবং কিলব্র্যাণ্ডন রিপোর্টের ভিত্তিতে প্রস্তাব পেশ করার জন্যে উইলসন সরকার প্রতিশ্রুতি দেন। ১৯৭৪ সালের আগস্ট মাসে, শ্রমিকদলের একটি বিশেষভাবে আহূত স্কটিশ সম্মেলন, স্কটিশ আইনসভা গঠনের পক্ষে বিপুল ভোটে সমর্থন জানায়, যা মার্চ মাসে করা যায়নি।

গ্রেট বৃটেনের কমিউনিস্ট পার্টি ও তার স্কটিশ সংগঠন বরাবর এর জন্যে লড়েছে এবং শ্রমিক আন্দোলনে ঐক্য গড়ার জন্যে সে লড়াই চালিয়ে যাবে।

পরিস্থিতির যে নতুন স্তরে আমরা প্রবেশ করেছি তাতে উত্তেজনাকর নতুন সম্ভাবনার পথ খুলে গেছে। বৃটেনের শ্রমিক আন্দোলনে যদি এমন কেউ থেকে থাকেন যাঁদের আশংকা আছে যে স্কটিশ পার্লামেণ্ট গঠিত হলে স্কটিশ জাতীয় দলের শক্তি বৃদ্ধি হবে এবং একটা সংকীর্ণ জাতীয়তা-বাদ বিকাশলাভ করবে, তাহলে দরুদ দরুদ বুকে তাঁরা অপেক্ষা করুন। স্কটিশ শ্রমিকশ্রেণীর নিজস্ব সংগ্রামের এবং বৃটিশ ও আন্তর্জাতিক শ্রমিকশ্রেণীর সঙ্গে সংহতিমূলক সংগ্রামের ঐতিহ্য এই ধরনের ভয়ে কাঁপা সম্ভাবনার কোনো পথই খোলা রাখে নি।

বৃটেনে রাজনৈতিক অগ্রগতির জন্যে সংগ্রামে স্কটিশ পার্লামেণ্ট হবে একটা নতুন শক্তি। এটা হবে একটা শ্রমিক-শ্রেণীর পার্লামেণ্ট, একটা জাতীয় পার্লামেণ্ট।

এগিয়ে চল, কমরেড, এগিয়ে চল!

পর্তুগালের কমরেডরা তাদের জীবন, দেশ ও বিপ্লব সম্পর্কে বক্তব্য রেখেছেন

বিস্ত্রা আদ্রামোভা
বুলগেরিয়ার কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির
বিকল্প সদস্য

ভ্যাসিলিস ভেনেটসানোপোলস
গ্রীস কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য

ভ্লাদিমির কদুলিন
ডব্লিউ এম আর-এর কর্মী

"হ্যাঁ, আমি পর্তুগালের কমিউনিস্ট পার্টির নেতা। হ্যাঁ, ট্রাইবুন্যাল আমাকে শাস্তির রায় দিতে চলেছে আমি জানি। যা তার অভিরুচি ট্রাইবুন্যাল করুক। আর আমার কথা যদি বলি তবে তাহল এই যে, সবকিছু সত্ত্বেও পৃথিবী যে ঘুরছে এই প্রত্যয় আমার অবিচল"—একথা বলেছিলেন ১৯৩৬ সালে স্পেশাল ট্রাইবুন্যালের সামনে দাঁড়িয়ে বেণ্টো গণসালভস—যিনি একজন কৃষকের সন্তান, নিজে ধাতু কারখানার শ্রমিক, এবং পর্তুগালের কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদকও বটে। এর তিন বছর আগে লাইপজিগে ডিমিট্রভ যেভাবে বলেছিলেন, ঠিক তেমন করেই গ্যালিলিওর প্রখ্যাত সেই বাক্যকে মার্কসবাদী-লেনিনবাদী প্রত্যয়ে সঞ্জীবিত করে তিনি ঘোষণা করেছিলেন যে, ইতিহাসের বিধান অপ্রতিরোধ্য, এবং প্রতিক্রিয়াশীল সমাজব্যবস্থার ও রাজনৈতিক ব্যবস্থার মরণ অবধারিত। এবং ডিমিট্রভের মতোই অভিযুক্ত গণসালভস প্রকৃতপক্ষে ফরিয়াদী ও বিচারক হয়ে উঠেছিলেন। তিনি পর্তুগালের মুক্তির ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন; কাল প্রমাণ করেছে যে কমিউনিস্টদের আশা-বাদ শক্ত মৃত্তিকার উপর স্থাপিত। মাত্র গতকাল যে ছিল ইয়োরোপের ফ্যাসিস্ট বন্ধ-জলা এবং মারমুখী ও ভণ্ড ঔপনিবেশিকতাবাদের কারণে ঘৃণ্য, সেই পর্তুগালই ১৯৭৪ সালের ২৫ এপ্রিলের ঘটনাপ্রবাহে ইয়োরোপের রাজনৈতিক আসরের কেন্দ্রবিন্দুতে নিক্ষিপ্ত হয়েছে।

কোথা থেকে এই রূপান্তর? কারা এই নাটকের প্রণেতা ও নায়ক; এত দ্রুত এবং আপাতদৃষ্টিতে এত সহজে, বিশ্বের সবচেয়ে পুরানো ফ্যাসিস্ট রাজত্বটাকে কারা গুঁড়ো করে দিলেন? বিপ্লবের সাফল্যগুলি কতখানি নিরাপদ? কোন্ পথে তার বিকাশের সম্ভাবনা?

পর্তুগীজরা এসব ব্যাপারে কি ভাবছেন? আমাদের 'শান্তি স্বাধীনতা সমাজতন্ত্র'র প্রতিনিধিরা বহুবিধ সাক্ষাৎ-কারের মাধ্যমে তার জবাব নিয়ে এসেছেন—কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটিকে তার জন্য অবশ্যই ধন্যবাদ জানাতে হবে। বিপ্লবে যাঁরা সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছেন—শিল্প-শ্রমিক, মৎস্য-জীবী ও বন্দরের মজদুর, উত্তরের কৃষক ও দক্ষিণাঞ্চলের খামার শ্রমিক, দপ্তর কর্মী, ছাত্র, বিজ্ঞানী, সাংবাদিক—সকলের

সঙ্গে আমরা কথা বলেছি। প্রজাতন্ত্রের প্রেসিডেন্ট ফ্রান্সিসকো দা কোস্টা গোমেস আমাদের সঙ্গে আলোচনা করেছেন, এবং সামরিক বাহিনীর আন্দোলনের সমন্বয় কমিটির সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎকার হয়েছে।(১) আমরা সোশ্যালিস্ট পার্টির এবং গণতান্ত্রিক আন্দোলনের যে দলটি আমাদের অবস্থানকালেই জন্ম নিল—এই দুয়ের নেতাদের সঙ্গেও দেখা করেছি। ট্রেড ইউনিয়নের প্রধান কেন্দ্র, ইন্টারসিন্ডিকাল, আমরা পরিদর্শন করেছি। আর, বিপ্লবের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সাধারণ কমিউনিস্ট কর্মীদের সঙ্গে, পার্টির কর্মকর্তাদের সঙ্গে ও রাজনৈতিক কমিশন ও সম্পাদকমণ্ডলীর সঙ্গেও যে আলোচনা করেছি সেকথা বলা বাহুল্য।

স্বাধীনতার সংগ্রাম বিপ্লবের মধ্যে জনগণের সর্বশ্রেষ্ঠ সন্তানদের আকর্ষণ করেছে। পর্তুগীজ কমিউনিস্টদের সঙ্গে কথাবার্তা বলার সময় আমাদের এই ধারণা বারবার বদ্ধমূল হয়েছে।

এমনই এক বৈঠক হয়েছিল পার্টির সাধারণ সম্পাদক আলভারো কুনহালের সঙ্গে, আজীবন আমাদের কাছে যে ঘটনা অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবে। এই ব্যক্তির বর্ণনা দেওয়া, তাঁর সুদীর্ঘ ও সুকঠোর বিপ্লবী জীবনধারার বিবরণী দান, অসম্ভব; নাজিম হিকমত যাঁর সম্পর্কে বলেছিলেন যে, পৃথিবীকে যাঁরা বদলাচ্ছেন সেই কমিউনিস্টদের সম্পর্কে একটা উপন্যাস রচনা করতে গেলে যে চরিত্রটি একটা চমকপ্রদ উপাদান, তাঁর সম্পর্কে কিছু বলার ভাষা সংগ্রহ করা বড় কঠিন।

আমাদের পত্রিকার চলতি সংখ্যার মধ্যেই কমরেড কুনহালের সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎকারের বিবরণ দেওয়া হয়েছে। তবু এখানে আমরা উল্লেখ করতে চাই কিভাবে তিনি কথাগুলি বলেছিলেন মাত্র তারই গুরুত্বটুকু। তাঁর কথা, তাঁর কণ্ঠস্বরের মধ্যে, ভবিষ্যতের দিকে বলিষ্ঠ অভিক্ষেপ, রাজনৈতিক মূল্যায়নে মানবিক উষ্ণতার সঙ্গে সুস্পষ্ট বাস্তবতাবোধের মিশ্রণ এবং ভবিষ্যৎ অগ্নিপরীক্ষার মুখোমুখি হবার প্রশান্ত সম্মতি তৎক্ষণাৎ উপলব্ধি করা যায়। প্রধান আলোচ্যবিষয় থেকে অন্যমনস্ক কথা, অর্থাৎ তাঁর প্রসঙ্গ-ব্যতিক্রম মন্তব্যগুলি, পর্তুগীজ বিপ্লব সম্পর্কে, পর্তুগালের কমিউনিস্টদের সম্পর্কে, তাঁদের মূল্যবোধ, ভাবধারা ও কর্মের শৈলী সম্পর্কে আমাদের অভিজ্ঞতা অর্জনে অনেক বেশি সাহায্য করেছে।

কুনহাল বললেন : "ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কমিউনিস্টদের প্রত্যয়, জয় সম্পর্কে আমাদের দৃঢ় আস্থাই বোধ হয় চূড়ান্ত শক্তি। রণক্ষেত্রের এখানে কিংবা ওখানে যখন পরাজয় ঘটছিল তখন আমাদের কমরেডদের ঐ প্রত্যয়ই সাহস যুগিয়েছিল। ফসল বোনা ও কাটার ব্যবধানের বছরকে যখন দশকের অঙ্কে গুনতে হচ্ছিল, তখন ধৈর্য ও জনগণের মধ্যে বিপ্লবী কর্ম পরিচালনার কষ্টসাধ্য দায়িত্ব পালনের শক্তি সেখান থেকেই আমরা সংগ্রহ করতে পেরেছিলাম।"

আভান্তে পত্রিকায় ১৯৭৪ সালের অক্টোবর মাসে আমাদের পার্টির সপ্তম (বিশেষ) কংগ্রেসে নির্বাচিত নতুন কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যদের নামের তালিকা প্রকাশ করা হয়েছিল। কোনো কিছুকেই যাচাই করার অন্যতম মানদণ্ড হল সময়; পর্তুগীজ কমিউনিস্টদের সাহস এবং পর্তুগীজ জনগণের মুক্তির সংগ্রামে তাঁদের অবদান সময়ের মাপযন্ত্রে যাচাই করেও রায় দেওয়া যায়। **আভান্তের** তালিকায় কেন্দ্রীয় কমিটির ঐসব সদস্যের পার্টি-জীবনের দৈর্ঘ্য, তাঁদের গোপন কর্মের বছর, কতদিন ফ্যাসিস্টদের কারাগার ও বন্দীনিবাসে যাপন করেছেন তার হিসেব দেওয়া হয়েছিল। সমগ্র পার্টির কর্মের মূল্যায়নের জন্য ঐ অঙ্ককে গুণ দিতে হবে—যার অন্য গুণক হবে পার্টির সদস্য ও ফ্যাসি-বিরোধী সংগ্রামে যাঁরা অংশ গ্রহণ করেছেন স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে এমন সকলের আত্মনিবেদিত শ্রম এবং বীরত্ব।

বিপ্লবের এই বিবরণীতে পর্তুগীজ কমিউনিস্টদের গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকার উল্লেখ থাকবে সেটা স্বতঃসিদ্ধ। তবে পাঠকদের কাছে আমরা পর্তুগীজ বিপ্লবের পূর্ণ ও জীবন্ত আর সে কারণেই বিভিন্ন ধরনের এমন কি পরস্পরবিরুদ্ধ বক্তব্যগুলি তুলে ধরাকেও গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচনা করেছি। এজন্য এক অর্থে, এই রিপোর্টের যৌথ প্রণেতা হলেন আমরা সাক্ষাৎ করেছি এমন একগুচ্ছ ব্যক্তি।

বিপ্লবের পথ

পূর্বশর্ত। ফার্নান্ডো সাম্পাইও কাস্ট্রো একজন পার্টি সদস্য। ১৯১০ সালে পর্তুগীজ প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে অংশ গ্রহণ করেছিলেন, এমন একজন প্রসিদ্ধ রিপাব্লিকানের পুত্র হলেন তিনি।

ফার্নান্ডো বললেন : "ছাত্রাবস্থায় আমি শ্রমিকদের সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতালাম এবং জানলাম যে শ্রেণী সম্পর্কে ও শ্রেণী সংগ্রাম সম্পর্কে আমার চেয়ে অনেক বেশি তারা জানে, এবং স্বাধীনতার ধারণাও তাদের আমার চেয়ে স্পষ্টতর। এ সময়ই আমি লেনিনের 'রাষ্ট্র ও বিপ্লব' প্রথম পড়ি। আমি দ্বন্দ্ববাদ ও ঐতিহাসিক বস্তুবাদ সম্পর্কে অধ্যয়ন শুরু করলাম।"

আমাদের এই সাক্ষাৎকার ঘটেছিল আচমকা। কিন্তু দীর্ঘদিন আগে এই পর্তুগীজ বুদ্ধিজীবী যে শ্রমিকশ্রেণীর পার্টিতে যোগ দিয়েছিলেন তাঁর সেই আবর্তনের মধ্যে আদৌ কোনো আকস্মিকতা নেই। তিনি যে লেনিনের দিকে আকৃষ্ট হলেন, এবং সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির জীবন সম্পর্কে আজও যে তিনি নিবিড় অধ্যয়নের ছাত্র হয়ে আছেন তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই। পর্তুগালে প্রায়ই আমরা একটা কথা শুনতে পেয়েছি : "১৯৭৪ সালের ২৫ এপ্রিলের আগে রয়েছে ১৯১৭ সালের ২৫ অক্টোবর।" এবং লেনিনের আরও অনেক উত্তরাধিকারের মতো তাঁর 'রাষ্ট্র ও বিপ্লব', যা অক্টোবরের প্রাক্কালে লেখা হয়েছিল সেই বইয়ের প্রত্যক্ষ প্রভাব পর্তুগীজ কমিউনিস্টদের আজ আঁকড়ে ধরতে হচ্ছে এমন বহুবিধ সমস্যার মধ্যে বিধৃত।

বস্তুত, ১৯১০ সালের পর্তুগীজ বিপ্লবের একটা উল্লেখ ঐ বইয়ের মধ্যে রয়েছে। লেনিন মন্তব্য করেছিলেন যে, একে বুর্জোয়া কিন্তু কোনোক্রমেই জনগণের বিপ্লব নয় বলে বিবেচনা করতে হবে—কারণ জনগণের বিশাল অংশ, তাদের অধিকাংশ, সক্রিয়ভাবে এবং তাদের নিজেদের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দাবি নিয়ে স্বাধীনভাবে তাৎপর্যপূর্ণ মাত্রায় ঐ বিপ্লবে এগিয়ে আসে নি।

প্রথম প্রজাতন্ত্র কর্তৃক অর্ধ-পথ অতিক্রান্ত স্বাধীনতার ঘোষণাকে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিসমূহ শীঘ্রই প্রায়শ্চিত্ত করে পরিবর্তিত করে নিয়েছিল—১৯২৬ সালে সামরিক একটা ক্যু দেশকে ফ্যাসিস্ট একনায়কত্বের কবলে টেনে নিল—প্রায়

১, শা-স্বা-স'র জানুয়ারি সংখ্যায় ঐ দুটো সাক্ষাৎকারের রিপোর্ট পাওয়া যাবে।

অর্ধ শতাব্দী ধরে যে-শাসন একচেটে পুঁজি ও বৃহৎ ভূস্বামী স্বার্থকে বিশ্বস্তভাবে সেবা করেছে।

পার্টির পলিটিক্যাল কমিশনের সদস্য ও আভান্তে পত্রিকার সম্পাদক এন্টোনিও ডায়াস লরেন্সো বললেন : "যে সামান্য স্বাধীনতা ছিল ফ্যাসিস্ট শাসন তা ধ্বংস করল এবং জনগণের অবস্থা উন্নত করার সকল প্রয়াসকে পশু-শক্তিতে দমন করল। কট্টর প্রতিক্রিয়াশীল ক্যাথলিক ব্যক্তিরা মানুষকে পদানত করে রাখতে সাহায্য করেছে। অনুরূপ-ভাবেই এই রাজত্বকে সন্ত্রাস, প্রত্যক্ষ নির্যাতন ও বিদেশী ও দেশীয় বৃহৎ বণিক স্বার্থের উপর নির্ভর করে বাঁচতে হয়েছে। এই যে জোট তারাই ফ্যাসিজমকে আটচল্লিশ বছর টিকিয়ে রেখেছে। দুঃস্থতা, মধ্যবর্গীদের সর্বসান্তকরণ—এরই সঙ্গে শ্রমিকশ্রেণীর ক্রমবর্ধমান শক্তি—ফ্যাসিজমকে কোনোদিন কোনো সামাজিক ভিত্তি স্থাপন করতে দেয় নি। ফ্যাসিজম কমিউনিস্ট পার্টিকে ধ্বংস করতে পারল না—বর্বর নির্যাতনকে রুখে কমিউনিস্ট পার্টি বাঁচল, সদস্য সংখ্যা বাড়াল, দেশ জুড়ে শাখা ছড়াল, জনগণের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপন করল এবং দেশবাসীর কর্মপ্রবাহকে শক্তিশালীভাবে প্রভাবিত করল।"

মৃদু কণ্ঠে ও স্থির লয়ে এই কথাগুলি বলেছিলেন এমন একজন মানুষ যাঁর কীর্তিসমূহ কিংবদন্তির মতো বিস্তৃত, এবং যাঁর প্রতি পার্টির ভালোবাসা ও শ্রদ্ধার কোনো অবধি নেই। পার্টির বৃদ্ধিতে এবং জনগণের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপনে লরেন্সোর অবদান অপরীসীম।

পর্তুগালের শ্রমিকশ্রেণী যে বিপ্লবী বাহিনী সমূহকে সৃষ্টি করেছে তাদের গোষ্ঠীরই একজন, ইস্পাত-শ্রমিক লোরেন্সো, যৌবনকালে পার্টিতে যোগ দেন এবং কিছুদিনের মধ্যেই পার্টির একজন নেতৃস্থানীয় সাংবাদিক হন। গভীর অধ্যয়ন তাঁর জ্ঞান বৃদ্ধি করে ও দৃষ্টিকে প্রসারিত করে। চল্লিশ দশকের শেষদিকে ঘনিষ্ঠতর ফ্যাসি-বিরোধী ঐক্য সৃষ্টির জন্য যে চৌদ্দজন মানুষ একত্র হয়েছিলেন, তিনিই তাঁদের মধ্যে আজ একমাত্র জীবিত ব্যক্তি। তিনি ১৭ বছর ফ্যাসিস্ট কারাগারে বন্দী ছিলেন, রাজনৈতিক পুলিস পাইডি কর্তৃক নিগৃহীত হয়েছেন। আমাদের সঙ্গে কথা হয়েছে এমন বহু ব্যক্তি তাঁর অসামান্য বীরত্ব সম্পর্কে, ১৯৫৪ সালের শেষদিকে পেনিচি দুর্গ থেকে তাঁর পলায়নের কাহিনী সম্পর্কে বলেছেন। এই পেনিচি দুর্গ থেকেই এর পাঁচ বছর পর পার্টির একদল নেতা সহ আলভারো কুনহাল পলায়ন করেছিলেন।

সেজন্যই ফ্যাসিজম কিভাবে উৎখাত হল সে সম্পর্কে লরেন্সোর উপসংহারী মন্তব্যগুচ্ছ খুব সরল ভাষায় উচ্চারিত হলেও তার জোর রয়েছে ঐ ব্যক্তির সমগ্রতার মধ্যে। তিনি বললেন : "একনায়কত্বের পরাজয়ের ব্যাখ্যা যখন আমরা দিই তখন আমরা জনগণের মধ্যে গভীরভাবে প্রবিষ্ট ফ্যাসি-বিরোধী মনোভাবের কথা উল্লেখ করি। নানা উপায়ে সেই মনোভাব ব্যক্ত হয়েছে, তবে সাম্প্রতিক বছরগুলিতে সেই মনোভাব ফ্যাসিজমের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ সংগ্রামের রূপ নিয়েছিল।"

১৯৬৪ সালে পার্টি আলভারো কুনহালের "জয়ের পথ" পুস্তক বেআইনীভাবে প্রকাশ করে। ১৯৬৩ সালের এপ্রিল মাসে কুনহাল কেন্দ্রীয় কমিটির কাছে যে রিপোর্ট দেন সেটাই এই বই। পর্তুগালের রাজনৈতিক অবস্থার পর্যালোচনা করে ফ্যাসিস্ট একনায়কত্ব উচ্ছেদের পথ ও উপায়; গণতান্ত্রিক ও জাতীয় বিপ্লবের লক্ষ্যসমূহ ও কার্য-সূচী এই বইয়ে রয়েছে। এর একবছর পর পার্টির ষষ্ঠ কংগ্রেসে তা দলিল করে অনুমোদিত ও গৃহীত হয়েছিল।

ফ্যাসি-বিরোধী প্রায় চার দশকের সংগ্রামের অভিজ্ঞতার সঞ্চয়ন ঐ পুস্তকে আছে। জনগণের সংগ্রামের ইচ্ছা ও তাদের জয়ের শক্তির উৎস কোথায় তা দেখিয়ে এই বই গোপন সংগ্রামের অবিশ্বাস্য বিপদের মধ্যে সকল গণতান্ত্রিক ও দেশপ্রেমিক শক্তিসমূহের ঐক্য স্থাপনের কর্মপদ্ধতি কমিউনিস্টদের শিখিয়েছিল।

দশ বছর পর এই পুস্তক পুনঃপ্রকাশিত হয়েছে ; এবার আইনসঙ্গতভাবে এবং অতীত সংগ্রামসমূহের স্মারক হিসেবে কিংবা প্রণেতার ভবিষ্যৎ-দৃষ্টির সাক্ষ্যরূপে মাত্র নয়। কমিউনিস্ট পার্টির কার্যসূচীর প্রতি প্রত্যয়সৃষ্টির দলিল হল এই বই, জোরের সঙ্গে এই ধারণাগুলিরও প্রবক্তা হল এই বই যে সংগ্রাম এখনো সমাপ্ত হয় নি, বিপ্লব কেবলমাত্র তার প্রথম, যদিও ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ পদ-ক্ষেপ নিয়েছে।

ফ্যাসিস্ট সরকার উৎপাটিত হয়েছে। জনগণ ও সামরিক শক্তিসমূহের মৈত্রী ফ্যাসিস্টদের ক্ষমতার যন্ত্রগুলি ভেঙে দিয়েছে এবং জনগণকে সর্বপ্রকার মৌলিক রাজ-নৈতিক অধিকার অর্পণ করেছে। লেনিন যার কথা বলে-ছিলেন, এবং পর্তুগীজ কমিউনিস্টরা যার উপর সর্বদা জোর দিয়ে এসেছেন, জনগণের সেই প্রকৃত বিপ্লবের পূর্ব-শর্ত এভাবেই সৃষ্টি হয়েছে।

বিচ্ছুরিত স্বাধীনতা। "ঐ দিনগুলো অবিস্মরণীয়" যাঁদের সঙ্গে কথা বলেছি প্রায় প্রত্যেকের মুখে শুনেছি ঐ একটি কথা।

"২৫ এপ্রিল আমি ছিলাম জেলে" বললেন জর্জ পিসকো, একজন যুব পার্টি কর্মী। "ভয়ংকর এক শব্দে ঘুম ভেঙে গেল। একজন গার্ড মন্তব্য করল যে ছাত্ররা আবার ক্ষেপেছে। কয়েক মিনিট পরই আওয়াজ শুনলাম 'পাইডি খুনেরা নিপাত যাক'। শব্দ আরও উচ্চগ্রামে চড়তে থাকল। বন্দীরা পদভরে মেদিনী কাঁপিয়ে চলাচল করল এবং সেলের দরজাগুলির উপর দড়াম দড়াম পদাঘাত করতে থাকল···

"একজন পাইডি এজেন্ট ও আরও অনেক লোকজন সঙ্গে নিয়ে জেল ইনসপেক্টর আমাদের ওয়ার্ডে প্রবেশ করলেন—তাঁর সঙ্গীদের মধ্যে একজন সামরিক বাহিনীর জুনিয়র লেফটন্যান্ট। 'তোমার কোনো ভয় নেই'—ইনস-পেক্টর আমাকে আশ্বাস দিলেন—'তোমার কেসের পর্যা-লোচনা হচ্ছে, সবকিছু নিয়মমতোই চলছে।' এই সময় জুনিয়র লেফটন্যান্ট (এখন জানি তিনি একজন পার্টি সদস্য) বাধা দিয়ে বললেন, 'ইনসপেক্টর, এটা আর এখন আপনার এক্তিয়ার নয়।' কিছুক্ষণ পরেই লেফটন্যান্টের পাশে এসে দাঁড়াল কয়েকজন সৈনিক। আমরা আলিঙ্গন করতে থাকলাম···জেল থেকে যখন বেরিয়ে এলাম তখন রাস্তায় মানুষের ভিড়ের আকার দেখে আমরা বিস্ময়াভিভূত।"

১৯৭৪ সালের মে-দিবসের মিছিলে জনপ্রিয় আন্দো-লনের শক্তির এবং তার সম্ভাবনার একটা প্রত্যয়ী প্রদর্শনী ঘটেছিল। বেরোয়াইরো যে-শিল্পনগরী তার দীর্ঘদিনের বিপ্লবী ঐতিহ্যের জন্য পর্তুগালের মস্কো বলে অভিহিত—তার নাগরিকরা দীর্ঘদিন ঐ দিনকে স্মরণে রাখবেন।

বেরোয়াইরোকে ফ্যাসিস্টরা চিরকালই ভয় করেছে, এবং পুলিসের সাহায্যকারী হিসেবে সেখানে ন্যাশনাল রিপাব্লিকান গার্ডের একটা বাহিনী বরাবর বসিয়ে রেখেছিল।

নাৎসীদের পরাজয়ের পর বিশ্বের সঙ্গে একত্রে বেরোয়াইরো বিজয়োৎসবে মেতেছিল। সোভিয়েত পতাকা নিয়ে পুলিস শোভাযাত্রীদের চলতে যখন বাধা দিল তখন পতাকাহীন একটা দণ্ড সম্মুখে নিয়ে মিছিল অগ্রসর হয়েছিল। প্রত্যেকের কাছে এর অর্থ ছিল পরিষ্কার। ফ্যাসি-বিরোধী বেরোয়াইরো ১৯৪৫ সালে ওভাবেই নাৎসীবাদ উচ্ছেদের বিজয়োৎসব করেছিল; এবং সমাজতন্ত্রের মহান দেশের প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য প্রদর্শনের জন্য তাদের সেই উপায়টাও হয়েছিল অভিনব।

রক্ত পতাকা উড়িয়ে ও রক্তিম পোশাক গায়ে চড়িয়ে চলতে বাধা দেবে, ১৯৭৪ সালে এমন কোনো শক্তি আর নেই। টাউন হল ও যাজক পর্ষদ থেকে ফ্যাসিস্টদের তাড়াতে এবং বেরোয়াইরের শ্রমজীবী জনগণ দীর্ঘদিন ধরে ভুগেছে এমন সব সমস্যার মীমাংসার জন্য গণতান্ত্রিক কমিশনসমূহ প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে এই শিল্প-নগরীর নাগরিকরা আদৌ কোনো সময় নষ্ট করে নি।

পার্টির কেন্দ্রীয় দপ্তর থেকে আমরা রেলের কারখানায় গেলাম—যেখানে ৯০০ মানুষ কাজ করেন। কারখানাকে ঘিরে যে পাথরের দেয়াল তার গায়ে বিপ্লবী শ্লোগান ও প্রতিক্রিয়াশীল সেনাপতিদের কৌতুকের নক্সা অঙ্কিত রয়েছে রং-বেরং-এর চক দিয়ে বেরোয়াইরোর কিশোররা পর্তুগালে যা ঘটছে সেসব বিষয়ে তদের মতামত ব্যক্ত করেছে। আর কারখানার ভেতরে কিশোরদের যাঁরা পিতা তাঁরা তাঁদের মতামত পর্তুগীজদের স্বভাবসিদ্ধ আবেগ-সহকারে ব্যক্ত করেছেন আমাদের কাছে।

আর্মান্ডো বারেটো জানালেন: "আমি এখানে কাজ করছি ১৯৪৭ সাল থেকে। বয়লার তৈরি করা আমার কাজ। ক্লান্তির দরুন এবং কোনো কোনো সময় স্রেফ ক্ষুধার জ্বালায় কয়েকবার আমকে কাজ বন্ধ করতে হয়েছে। দুজন সন্তানসমেত আমার পরিবারটির উপযুক্ত ভরণপোষণের ব্যবস্থা করার মতো রোজগার আমার কোনোকালে হয় নি। এখন দিন বদলে গেছে। দারিদ্র্য ও হতাশার দীর্ঘ ফ্যাসিস্ট বছরগুলিকে অতিক্রম করে এখন স্বাধীনতার দুয়ার উন্মুক্ত হয়ে গেছে।"

এন্টোনিও আন্দ্রাদে বললেন: "আমার বয়স বত্রিশ বছর। আমাকে সরে পড়তে হয়েছিল ফ্রান্সে—যেহেতু স্বদেশে আমাকে জেলে পোরা হয়েছিল। এখন আমি ট্রেড ইউনিয়নের একজন কর্মকর্তা। আমরা এখন একটা নতুন যৌথ চুক্তির খসড়া রচনা করছি। বর্তমানের চুক্তিটা একেবারে অপদার্থ: একটা ধারায় শ্রমিকদের কিছু অধিকার যদি স্বীকার করা হয় ঠিক তার পরবর্তী ধারায় নিশ্চিতভাবে তার সংকোচন—প্রকৃতপক্ষে স্বীকৃত অধিকার পরক্ষণেই নাকচ করা।"

"আমি এখানে কাজে ঢুকেছিলাম প্রায় কুড়ি বছর আগে"—বললেন আমেরিকো বরাদাস—"তবু একটা ঘটনাও আমি স্মরণ করতে পারি না যে কারখানার কর্তৃপক্ষ শ্রমিকদের জন্য কিছু করেছেন। তবে কারখানায় ঝগড়া বাধাবার জন্য তারা অনেক কিছুই করতেন। ২৫ এপ্রিল আমাদের মুক্তি এনেছে, এবং এই আশা ও আস্থা আমাদের রয়েছে যে সরকার শ্রমিকদের জন্য উন্নততর জীবনের ব্যবস্থা করবেন।"

"আমার কপাল ভালো যে আমি গ্রেপ্তার হই নি। আমি পার্টিকে গোপনে সাহায্য করতাম। এখন পার্টির সদস্য হয়েছি"—বললেন জোসিন্টো ব্রাভো। "আমি এখন আর তরুণ নই, এবং ৪৮ বছরের ফ্যাসিস্ট নরক শেষে আজ যখন স্বাধীনতা এল তখন বিগত বছরগুলির স্নায়বিক উত্তেজনার ফল মালুম হচ্ছে। কেন জানি না, আমি চিৎকার করে কাঁদি—হতে পারে এটা আনন্দের জন্য, এমনও হতে পারে আমি বুড়ো হয়েছি তার জন্য, অথবা অতীত এখনো আমার উপর ভার হয়ে রয়েছে···।"

ব্রাভোর একজন বন্ধু কার্লস সিলভা। তিনি ব্রাভোর কথা কেড়ে নিয়েই বললেন: "প্রায় চার বছর আগে আমি পার্টির সদস্য হয়েছি। অবস্থা তখন খুবই কঠোর ছিল। আমার আগের বস্তা জোসিন্টো ছিল ফোরম্যান এবং আমাকে এক কাজ থেকে অন্য কাজে সরাত সে-ই। সেজন্য আমি বিপদ এড়িয়ে চলতে পেরেছি···কমিউনিস্টরা পর্তুগালকে স্বাধীন হতে এবং সমাজতান্ত্রিক পর্তুগাল, যেখানে সকলে সুখী হবে ও প্রত্যেকের জীবনমান বাড়বে এমন এক সমাজ গঠনে সাহায্য করবে এই ভরসা আমি রাখি। কিন্তু অতীতের অবশেষগুলি ঘাড়ে চেপে রয়েছে বলে এখনো অনেক পথ বাকী।"

লোকারণ্য একটা অফিস ঘরের মধ্যে এসব আলোচনা হচ্ছিল। কারখানার ভারপ্রাপ্ত ইঞ্জিনিয়ার সেখানে উপস্থিত ছিলেন, কিন্তু আলোচনায় অংশগ্রহণে তিনি খুবই অনিচ্ছুক। আমাদের চাপে পড়ে তিনি বললেন যে, "অবস্থার একটা সংক্ষিপ্ত সামান্যীকরণ" দেবার মতো প্রস্তুত অবস্থায় তিনি নেই। ফ্যাসিজমের প্রতি স্বীয় অভিমত প্রকাশের জন্য কি বিশেষ কোনো প্রস্তুতির প্রয়োজন হয়—এভাবে আমরা যখন প্রশ্ন করলাম তখন তিনি মাইকে এলেন এবং তাঁর সংক্ষিপ্ত "সামান্যীকরণ"-এ বললেন যে, এখানকার শ্রমিকরা অন্য পাঁচ কারখানার শ্রমিকদেরই মতো, এবং ম্যানেজারদের মধ্যে যেমন ভালো তেমনই মন্দ লোক সর্বত্রই পাওয়া যায়। চতুর্দিক থেকে প্রশ্ন-বর্ষণ আরম্ভ হল: ট্রেড ইউনিয়ন সম্পর্কে তিনি কি ভাবেন, নতুন যৌথ চুক্তি সম্পর্কে তাঁর মতামত কি, এবং আরও নানা জিজ্ঞাসা। তিনি পরিপাটি ভদ্রতার ভাষায় জবাব দিলেন। ফ্যাসিস্ট শাসনের দনে তিনি কি এত ভদ্র ছিলেন? আর, সাধারণভাবে সকলে মিলে এমন ধরনের আলোচনা কি আগে কারখানায় কখনো হয়েছে, কিংবা হতে পারত?

শ্রমিকদের কারোর কারোর বক্তব্যের নির্যাসমাত্র আমরা এখানে উদ্ধৃতি আকারে দিলাম। ফ্যাসিজমের সঙ্গে মোকাবেলায় তাদের প্রত্যেকের নিজ নিজ বক্তব্য রয়েছে; অতীতকে এরা সকলেই শেষ বলে রায় দিত, এবং বেরোয়াইরোর রেল শ্রমিকরা পর্তুগালের সকল শ্রমিকের সঙ্গে এক-যোগেই যে-বিপ্লবকে নিজেদের আপন বলে বিবেচনা করে তাকে অগ্রসর করে নিতে বদ্ধপরিকর।

নতুন গণতান্ত্রিক পর্তুগালের বাস্তবতাগুলি প্রত্যেক ক্ষেত্রে স্বতঃপ্রতীয়মান হয়ে উঠছে। যেমন একটা দৃষ্টান্ত—লিসবনের সামরিক হাসপাতালের অঙ্গনে রোদ পোহানো একদল যুবকের সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎকার—যে যুবকদের অনেকের দেহেই নকল অঙ্গপ্রত্যঙ্গ লাগানো। পাহারারত সৈনিক আমাদের বলল: "এরা শীঘ্রই হাসপাতাল থেকে ছাড়া পাবে ও স্থানটি শূন্য হয়ে যাবে। আর কোনো আহত আর আসছে না।" দীর্ঘ ঔপনিবেশিক যুদ্ধ এবং দেশের উপর যে সর্বনাশা বোঝা চাপাচ্ছিল তাকে ছাপিয়ে

ঔপনিবেশিকতা মোচন প্রক্রিয়া বহু বিঘ্নকে অতিক্রম করে যে এগিয়ে চলেছে, এসবই হল নতুন বাস্তবতার অংশ।(১)

ঔপনিবেশিকতা-মোচন প্রক্রিয়া নিয়ে আমরা এখানে আর আলোচনা করব না। তার সমস্যা ও পরিপ্রেক্ষিত প্রজাতন্ত্রের প্রেসিডেন্ট, সামরিক বাহিনীর আন্দোলনের সমন্বয় কমিটি এবং কমরেড আলভারো কুনহাল তাঁদের সাক্ষাৎকারে বিশ্লেষণ করেছেন। তবে, একটা কথা জোরের সঙ্গেই আমাদের বলে দেওয়া প্রয়োজন যে, যখন যাঁদের সঙ্গে আমাদের আলোচনা হয়েছে তাঁরা সকলেই জনগণের এই পরিণত ধারণাকে ব্যক্ত করেছেন যে, ঔপনিবেশিকতা-মোচন প্রক্রিয়া ও স্বদেশের গণতান্ত্রিক অগ্রগতি এই দুটো বিষয় ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। এই প্রসঙ্গেও কমিউনিস্ট পার্টির অবদান সকলে একবাক্যে মানেন।

আঙ্গোলা থেকে সদ্য-প্রত্যাগত পার্টির একজন সদস্য আলবার্টো সোয়ারেশ-এর সঙ্গে আমাদের সংক্ষিপ্ত আলোচনার বিবরণী হল নিম্নরূপ। ছাত্রাবস্থায় তাকে সৈন্যদলে যেতে বাধ্য করা হয়েছিল। অন্য অনেক ছাত্র যেমন করেছে সেমতো সে সৈন্যদল থেকে সরে পড়ে নি। কমিউনিস্ট বন্ধুদের পরামর্শক্রমে সে কঠোর পথ বেছে নিয়েছিল, সৈন্য-দলে থাকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল, এবং ঔপনিবেশিক যুদ্ধের অপরাধী চরিত্র ও অকার্যকারিতা সম্পর্কে সৈন্যদের মধ্যে প্রচার চালিয়ে গিয়েছিল।

তারপর, এন্টোনিও ডায়াস লরেন্সোর গিনি-বিসাউ সফরের আবেগপূর্ণ কাহিনী। ঔপনিবেশিক অতীতকে নিশ্চিহ্ন করার জন্য জনগণের দৃঢ়তার কথা, পর্তুগাল থেকে তারা যে মেডিকেল ও অন্যান্য সাহায্য পাচ্ছে তার কথা, পর্তুগালের জনসাধারণের প্রতি তাদের ভ্রাতৃত্বমূলক অনুভূতি এবং পর্তুগালের রূপ বদলে তাদের উদ্বিগ্নতার কথা লরেন্সো জানালেন। এসব নিয়ে প্রশ্নের তো কোনো শেষ নেই। তবে ১৯৭৪ সালের শরৎকালে লরেন্সো যখন তাঁর কমরেডদের সঙ্গে একত্রে ফ্যাসিস্ট চক্রান্তকারীদের পথরোধকারী ব্যারিকেডের সামনে দাঁড়িয়ে সার্থকভাবে লড়েছেন, তার মধ্যেই রয়েছে ঐ সকল প্রশ্নের সর্বোৎকৃষ্ট জবাব।

প্রতিক্রিয়াশীল ও রক্ষণশীল শক্তিসমূহ কর্তৃক মরিয়া প্রতিরোধ আজকের পর্তুগালের অন্য আর একটা বাস্তব। আমরা শুনলাম, জেনারেল স্পিনোলা নাকি একখানা পুস্তক রচনা করছেন যার নাম—'পর্তুগাল ও গণতন্ত্র'। গণতন্ত্র যখন প্রসারিত হতে থাকল, তখন ভীতসন্ত্রস্ত পর্তুগীজ প্রতিক্রিয়াশীলরা ঐ "গণতন্ত্রী" স্পিনোলার উপরই সকল ভরসা উজাড় করে দিয়েছিল। কিন্তু শান্তিপূর্ণ উপায়েই যখন তাদের ক্যু-কে ব্যর্থ করে দেওয়া হল, তখন তাদের একটা বৃহৎ বিপর্যয় হয়েছে। সেপ্টেম্বরের ঘটনাসমূহ জনগণ ও সামরিক বাহিনীর আন্দোলনের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত মৈত্রীর একটা মহৎ সাফল্য, যে-সফলতা গণতান্ত্রিক স্বাধীনতাকে সংহত করতে সাহায্য করেছে। শরতের কঠিন যে দিনগুলি পার হয়ে আসা হয়েছে, সকল গণতন্ত্রী ও ফ্যাসি-বিরোধীর কাছে তার শিক্ষা অপরিসীম।

ফ্যাসিজমের সকল শিকড় এখনো উৎপাটিত হয় নি, এবং রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠান থেকে ফ্যাসিস্টদের অপসারণের কাজ শেষ হয়ে গেছে এমনও নয়। দেশের অনেক অংশে ২৫ এপ্রিলের হাওয়া এখনো পেঁছিয় নি—ঐসব স্থানে ফ্যাসিস্টরা ও প্রতিক্রিয়াশীলরা এখনো আঞ্চলিক সরকার দখল করে রয়েছে। এবং, প্রতিক্রিয়াশীলদের উদ্দেশ্য সম্পর্কে কোনো প্রকার মোহ রাখে, এমন ব্যক্তি পর্তুগালে আজ খুবই বিরল।

মানুষের মন ও আত্মা জয়ের জন্য সংগ্রাম। নতুন পর্তুগালের আর একটা উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল রাজনৈতিক সাহিত্য রচনা ও তার চাহিদার বন্যা সৃষ্টি। **আভান্তে** পত্রিকার বন্ধুরা এবং 'শান্তি স্বাধীনতা সমাজতন্ত্র' পত্রিকার পর্তুগীজ সংস্করণে কর্মরত আমাদের সহকর্মীরা উৎসাহের সঙ্গে তার বর্ণনা দিলেন। 'শান্তি স্বাধীনতা সমাজতন্ত্র' পত্রিকার অক্টোবর সংখ্যা পর্তুগীজ ভাষায় ১০ হাজার মুদ্রণের তিন দিনের মধ্যে সাফ হয়ে গেল—পুনঃমুদ্রিত বাড়তি দশ হাজারও অতিদ্রুত বিক্রি হয়ে গিয়েছিল। শুধু কমিউনিস্টরা এই পত্রিকা পড়েন না; পর্তুগালের সর্ববৃহৎ বুক এজেন্সী বার্টর‍্যাণ্ড এই পত্রিকার পরিবেষক।

অধিকাংশ পত্র-পত্রিকা গণতান্ত্রিক চেতনা সম্প্রসারণে প্রতিশ্রুত। ন্যাশনাল ইউনিয়ন অফ জার্নালিস্ট-এর সভাপতি আলফোন্সো প্রাকা এবং তাঁরই বোর্ডের অন্য একজন সদস্য আলফ্রেডো ফিলিপ বললেন : "একনায়কত্ব উচ্ছেদের পূর্বেই ইউনিয়নের নেতৃত্বে প্রগতিশীল সাংবাদিক ও ফ্যাসি-বিরোধীরা নির্বাচিত হচ্ছিলেন—ফ্যাসিস্ট রাজত্বের বিরুদ্ধে জনপ্রিয় আন্দোলনের শক্তি তা থেকেই বুঝতে পারেন। আজ বিভিন্ন রাজনৈতিক মতাবলম্বী প্রায় ৬৫০ জন পেশাদার সাংবাদিক দেশে আছেন—কিন্তু মূলে তাঁরা সকলেই গণতন্ত্রী।"

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, বর্তমান পর্তুগালের আপাত-দৃষ্টিতে অসম্ভব একটা বিষয়ের ব্যাখ্যা এতেই পাওয়া যায়। তা হল এই যে, দেশের পত্রপত্রিকার মালিকানা বৃহৎ পুঁজি ও একচেটের দখলে, কিন্তু ঐসব পত্রপত্রিকার অধিকাংশ পৃষ্ঠা বিপ্লবীদের দখলে। কোয়ালিশনের তিনটি পার্টির ও সামরিক বাহিনীর আন্দোলনের প্রতিনিধিদের নিয়ে টেলিভিশন সমন্বয় কমিটি গঠন করা হয়েছে।

তবে দূর দূর গ্রামাঞ্চলে অধিকাংশ মানুষ পত্রিকা পড়েন না এবং সেখানে টেলিভিশনও পেঁছায় নি। সাক্ষরতার ও রাজনৈতিক বোধের নিম্নমান হেতু, দ্রুত এই পরিবর্তনের যুগে, গুজব মহারাজ জনমনে যে প্রভাব ছড়ায় সেকথা সহজেই অনুমেয়। প্রতিক্রিয়াশীলরা ঐ অবস্থাকে সুকৌশলে ব্যবহার করে। তাছাড়াও, ফ্যাসিস্ট মতাদর্শের এত বছরের প্রভাবের দরুন ঐসব স্থান একেবারে আদিম ধরনের কমিউনিস্ট-বিরোধী ভাব গ্রহণের অনুকূল ক্ষেত্রও বটে।

আমরা স্বচক্ষে দেখলাম এমন একটা বাস্তব কাহিনীর নাম রখা যেতে পারে "এন্টোনিও ও একজন পুলিস"। ক্ষুদ্র কাসা সিলভা কাফেতে আমরা মধ্যাহ্নভোজন করে-

---

১ এই প্রবন্ধ যখন লেখা হচ্ছে তখন কেপ ভার্দে, সাও থোম এবং প্রিন্সেপি দ্বীপপুঞ্জে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। মোজাম্বিক ২৫ জুন সম্পূর্ণ স্বাধীন হবে, কেপ ভার্দে দ্বীপপুঞ্জ স্বাধীন হবে ৫ জুলাই, আর সাও থোম ও প্রিন্সেপির স্বাধীনতা ১২ জুলাই। আঙ্গোলার তিনটি জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের সঙ্গে পর্তুগীজ সরকারের আলাপ-আলোচনার সম্পূর্ণ সফল সমাপ্তি ঘটেছে। আঙ্গোলায় অন্তর্বর্তীকালীন সরকার প্রতিষ্ঠা হয়েছে, এবং তার স্বাধীনতা ঘোষিত হবে ১১ নভেম্বর। বিশ্বের সর্বত্র পর্তুগালের বন্ধুদের দ্বারা এই ঘটনা উষ্ণতার সঙ্গে অভিনন্দিত হয়েছে।

ছিলাম ; এণ্টোনিও সেই কাফের একজন পরিচারক। আমাদের আহার্য পরিশেনের পর ঘরের এককোণে দাঁড়িয়ে আমাদের মতো অস্বাভাবিক আগন্তুকদের দিকে সে একদৃষ্টে তাকিয়েছিল। তার মনে অবশ্যই কিছু একটা খেলা করছিল। শেষ পর্যন্ত কাছে এসে সে প্রশ্ন করল : একথা কি সত্য যে সোভিয়েত ইউনিয়নে কোনো মুদ্রার প্রচলন নেই এবং আছে শুধু রেশন কার্ড, ওখানকার সব মানুষ গরিব এবং সকলে এক প্রকারের পোশাক পরে? ওসব কথাই তো তাকে একদল মানুষ বলেছে! মনোযোগ সহকারে আমাদের জবাব শোনার পর সে পাশের কামরায় গেল, এবং যে ব্যক্তি তাকে মিথ্যে কথাগুলি বলেছিল তাকে সব জবাবগুলি শুনিয়ে দিল। পুনরায় আমাদের ঘরে যখন সে এল তখন তার চোখেমুখে আর কোনো উদ্বেগের ছাপ নেই। আর বাইরে এক তাগড়াই ব্যক্তি তার পেশাগত চেহারা নিয়ে আমাদের দৃষ্টিগোচর হল ; ঐ লোকটা পোর্টের একজন পুলিস, কাফে পর্যন্ত আমাদের পিছনে পিছনে এসেছে।

গত সেপ্টেম্বর মাসে প্রতিক্রিয়াশীলরা রাজনৈতিকভাবে সবচেয়ে পশ্চাৎপদ ব্যক্তিদের ওপর ভর করেছিল। বস্তুত, পর্তুগীজ প্রতিক্রিয়া ও সাম্রাজ্যবাদী প্রচার এখনো গণতন্ত্র-বিরোধী ও কমিউনিস্ট-বিরোধী কুসংস্কারগুলিকে কাজে লাগাবার জন্য এবং জনসাধারণের অশিক্ষিত অংশের অ-রাজনৈতিক মনোবৃত্তিগুলিকে ব্যবহারের জন্য প্রভূত প্রয়াস করছে। ফ্যাসিজমের বিরুদ্ধে ও পুঁজিবাদী শোষণের বিরুদ্ধে মানুষের ঘৃণাকে পুঁজি করে পাতিবুর্জোয়া বিপ্লববাদীরা, এবং স্বকীয় মার্কার "সমাজতন্ত্র" নিয়ে বুর্জোয়া উদারনৈতিকরাও স্ব স্ব ভূমিকায় অবতীর্ণ।

অবস্থা যখন এইরূপ, কমিউনিস্ট পার্টি তখন গণ-প্রচার ও গণ-শিক্ষার ওপর খুবই গুরুত্ব দিচ্ছে। সকল বামপন্থী ও গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলি রাজনৈতিক শিক্ষার দিকে, নিরক্ষরতার বিরুদ্ধে এবং শিক্ষাসংস্কার ও সাধারণ-ভাবে সংস্কৃতির জন্য বস্তুতই অকৃপণ সময় ও মনোযোগ নিবদ্ধ করেছে।

শিক্ষাব্যবস্থার কাঠামো পুনর্নির্মাণে কমিউনিস্ট ছাত্র ইউনিয়ন সাহায্য করছে। প্রত্যেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পর্ষদে শিক্ষক ও অন্যান্য ব্যক্তির সঙ্গে ছাত্ররা সমান প্রতিনিধিত্ব পাচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ফ্যাসিস্তদের বিতাড়নে এবং পুরানো শাসন কর্তৃক বিতাড়িত গণতান্ত্রিক মনোভাবাপন্ন শিক্ষাদাতা ও অধ্যাপকদের বিশ্ববিদ্যালয়ে ফিরিয়ে আনার কাজে ছাত্র ইউনিয়ন সক্রিয়। অপরটো বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান রূপে খ্যাতনামা অঙ্কশাস্ত্রবিদ ও বহুজন-খ্যাত ফ্যাসি-বিরোধী অধ্যাপক রুই লুই গোমেসের নিয়োগ ঐরূপ একটা দৃষ্টান্ত। অধ্যাপক গোমেস দীর্ঘদিন দেশান্তরী থাকতে বাধ্য হয়েছিলেন।

লিসবনে ছাত্র ইউনিয়নের একজন কমিউনিস্ট, সীতা ভালে, জোর দিয়েই বললেন যে, শুধু কাঠামোগত পুনর্গঠন নয়, উচ্চতর বিদ্যালয়সমূহের পাঠক্রমের গণতন্ত্রীকরণও একটা আশু কর্তব্য। এবং সেকাজে হাত দেওয়া হয়েছে—পাঠক্রমের মধ্যে থেকে ঔপনিবেশিক আইন বাতিল করে দেওয়া হয়েছে ; পক্ষান্তরে মার্কসবাদ-লেনিনবাদ সমেত সমাজ বিজ্ঞানের পাঠক্রম চালু করা হয়েছে। আর একটা লক্ষণীয় ব্যাপার হল : শিক্ষার্থীদের প্রকৃত বিপ্লবী কর্মকাণ্ডের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগে টেনে আনা হচ্ছে। গত গ্রীষ্মের ছুটিতে ২ হাজার ছাত্রছাত্রী পল্লীর নিরক্ষরদের লেখাপড়া শেখাবার জন্য দেশময় ছড়িয়ে পড়েছিল।

অপরটো বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক অসকার লোপেজ অন্য আর একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষাসংস্কার বিষয়ক জিনিস তুলে ধরলেন। সাহিত্য সমালোচক হিসেবে এবং "পর্তুগীজ সাহিত্যের ইতিহাস" নামের সংজ্ঞামূলক পুস্তকের প্রণেতা হিসেবে তিনি সবিশেষ খ্যাত। ফ্যাসিস্টরা তাঁর ঐ পুস্তককে বাজেয়াপ্ত করার চেষ্টা করেছিল। তিনি কোনোদিন ক্লাসে পড়বার অধিকার পান নি।

অধ্যাপক লোপেজ বললেন : "সুদীর্ঘ বছর ধরে পর্তুগীজ বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে ছাত্রদের মনে ঔপনিবেশিক ও ফ্যাসিস্ত ভাবধারা অনুপ্রবেশ করানো হয়েছে। সকলেই স্বীকার করেন যে শিক্ষাসংস্কার বহু পূর্বেই হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু এখনকার সবচেয়ে বড় প্রয়োজন হল বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বাভাবিকতা ফিরিয়ে আনা। কয়েক মাস ধরে ছাত্রদের অবিরাম সভা-সমাবেশ চলছে, যেখানে অত্যন্ত অবাস্তব দাবিসমূহ উপস্থাপিত হচ্ছে। শৃঙ্খলাবোধ হ্রাস পেয়েছে ; কিছু শিক্ষার্থী ক্লাসে যোগদান স্রেফ বন্ধ করে দিয়েছে। কিছু ছাত্র মনে করছে যে, শিক্ষাসংস্কারের অর্থ হল পড়াশুনা না করার স্বাধীনতা।

"কতগুলি হঠকারী গ্রুপের অবস্থান বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরীণ বিভ্রান্তিকে আরও বৃদ্ধি করেছে। অধিকাংশ ছাত্র মধ্যবর্গীয় পরিবারগুলি থেকে আসে, যারা মতাদর্শগত দোদুল্যমানতার স্বাভাবিক শিকার। বর্তমানের প্রধান কাজ হল শ্রমিক ও কৃষক পরিবারের ছেলেমেয়েরা প্রবেশের সুযোগ পায় তার জন্য বিশ্বদ্যিালয়ের দরজা খুলে দেওয়া।"

শিক্ষাসংস্কার এবং গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি বিকাশের বৃহত্তর পরিপ্রেক্ষিত—এর সম্পর্ক নিয়ে পর্তুগীজ বুদ্ধিজীবীদের অনেক প্রতিনিধিস্থানীয় ব্যক্তির সঙ্গে আমরা আলোচনা করেছি। ২৫ এপ্রিলের ঘটনাসমূহ সংস্কৃতি ক্ষেত্রে যে বিপ্লবের সূত্রপাত করেছে তার বহু সাক্ষী আছে। পুরানো শাসন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বেআইনী ঘোষিত বহু নাটক এখন নতুন উদ্যমে প্রদর্শিত হচ্ছে। পেশাদার সংস্থাগুলিকে সংগঠিত হবার অধিকার ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে। ফ্যাসিজমের রাজত্বে যা ছিল কল্পনার অতীত, তদ্রূপ পদ্ধতিতে জনগণের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার সূত্রপাত হয়েছে। ঐসব আলাপ-আলোচনার উদ্দেশ্য হল এই যে জনগণ কেবলমাত্র কৃষ্টি-সংস্কৃতির "ভোক্তা" হয়ে থাকবে না, নতুন গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি সৃষ্টির কাজে তারা অংশীদার হবে।

"আমার কমরেডগণ, সর্বদা সামনে তাকাও, সর্বদা সূর্যের দিকে দৃষ্টি ঘোরাও!" পর্তুগালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ লেখক একুইলিনো রিবারিও'র প্রণীত ঐ কথাগুলোর আজ এক বিশেষ মূল্য আছে। ফ্যাসিজমের দীর্ঘ অমানিশার মধ্যে জাতির সাংস্কৃতিক জীবন যখন সম্পূর্ণ শৃঙ্খলিত ছিল, তার বদলে এখন মুক্ত বিস্তৃত আলো, স্বাধীনতা ও জ্ঞানের দিগন্ত ফুটে উঠেছে। মতাদর্শগত বিভ্রান্তির বিরুদ্ধে এবং নতুন গণতান্ত্রিক মনোভাব বিকাশের এক রণাঙ্গন তৈরি হয়েছে—এই রণক্ষেত্রের কোনো সীমানা নেই বলে পর্তুগীজ গণতন্ত্রীরা জোর দিয়েই বলেন। এবং তাঁদের স্থির সিদ্ধান্ত এটাও যে, সংস্কৃতি ফ্রন্টের যুদ্ধ জয়ের ওপর অন্যান্য ক্ষেত্রের বিপ্লবের পরিধি বিস্তার করা বহুলাংশে নির্ভরশীল।

সেনাবাহিনী। চিলি সম্পর্কে পর্তুগীজরা কি ভাবেন, আমরা প্রায়ই এই প্রশ্ন করেছি। সকল ফ্যাসি-বিরোধীর কাছে চিলির শিক্ষা হল—সদাসতর্ক থাকো। পর্তুগালের সামরিক বাহিনীর আন্দোলন সমেত পর্তুগালের সকল গণতন্ত্রী চিলি থেকে শিক্ষা গ্রহণ করেছেন। দক্ষিণপন্থীরাও তাদের নিজেদের কায়দায় চিলির সাম্প্রতিক ইতিহাস থেকে শিক্ষা নিয়েছে, তবে চিলির অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক প্রতিক্রিয়ার শক্তিগুলি ১৯৭৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে চিলিতে বিপ্লবকে ধ্বংস করার যে-পদ্ধতি গ্রহণ করেছিল, সেই একই পদ্ধতি ১৯৭৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসে পর্তুগালে বিফল হয়েছে। শক্তির ভারসাম্য দু-দেশে এক রকমের ছিল না। কিন্তু যেমন চিলির দুর্ভাগ্য তেমনই পর্তুগীজদের নিজেদের অভিজ্ঞতা ও বিপ্লবকে রক্ষা করা, তার সামাজিক ভিত্তিকে প্রসারিত করা এবং প্রতিশ্রুতিবদ্ধ অংশীদারদের ঐক্য রক্ষা করার ব্যাপারে নিয়ত চিন্তা করার দায়িত্ব পর্তুগালের কমিউনিস্টদের ওপর বর্তিয়েছে।

গণবিপ্লবের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে সেনাবাহিনীকে জনতার পক্ষে রাখা। চিলিতে এ প্রশ্নটি যেভাবে ছিল পর্তুগালে এ প্রশ্নটি তা থেকে ভিন্নরূপ।

দেশপ্রেমিক সৈনিকেরা রাষ্ট্রপতিভবনের পূর্ণ দায়িত্বে রয়েছে। আগতদের অভ্যর্থনা জানানোর কামরায় নৌ-বাহিনীর জনৈক অফিসার আমাদের বন্ধুভাবে স্বাগত জানালেন। নৌ অফিসারটি বললেন; "এমন কি রবিবারেও আমরা কাজ করি ও শিক্ষাগ্রহণ করি কারণ এ বিষয়টি আমাদের কাছে নতুন। জাতির ভবিষ্যৎ রচনার ক্ষেত্রে সেনাবাহিনীর আন্দোলন যে ভূমিকা গ্রহণ করে এসেছে সে সম্পর্কে তার উপলব্ধির মধ্যে ছিল গর্ব। একজন সৈনিকের ঐতিহ্যগত সংজ্ঞা "ক্যামারাডা" শব্দটি এক নতুন, অত্যাধুনিক গণতান্ত্রিক মেজাজ বহন করে। এটা সামরিক বাহিনীকে অন্যান্য দেশপ্রেমিকদের ও পর্তুগালের জনগণের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত করে দেয়।

প্রেসিডেন্ট কোস্টা গোমেজ বলেন, "বিপ্লব সম্পর্কে আমাদের ধারণা অনুসারে সশস্ত্র বাহিনী হচ্ছে উর্দি পরিহিত জনতার এক অংশ, তার অস্ত্র শক্তি এবং তারা গণতান্ত্রিক নিয়ম শৃংখলার প্রতি অনুগত জনগণের বলিষ্ঠ বাহু।"

পর্তুগালের প্রতিক্রিয়াশীলেরা এবং তাদের বিদেশী পৃষ্ঠপোষকের দল ভিন্ন ধারণা পোষণ করে। এই সেদিনও সাম্রাজ্যবাদী সংবাদপত্র ফ্যাসিস্ট পর্তুগালে গণ-নির্যাতন সম্পর্কে সামান্যই উদ্বেগ প্রকাশ করেছে অথচ আজকে প্রাক্তন সেনাদলের কাউকে অথবা অর্থনৈতিক অন্তর্ঘাতমূলক কার্যকলাপের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট একজন পুঁজিপতিকে গ্রেপ্তার করা হলে এই সংবাদপত্র "গণতন্ত্রের বলাৎকার" বলে চিৎকার শুরু করে দেয়। অপরপক্ষে, যে প্রতিক্রিয়াশীলেরা ঘড়ির কাঁটা পিছিয়ে দেয়ার এবং পুরা অরাজক অবস্থা ফিরিয়ে আনার অপচেষ্টা থেকে বিরত হয় নি তাদেরকে রাজনৈতিক বহুত্ববাদের প্রতি মধ্যপন্থী, প্রয়োগবাদী সমর্থক হিসাবে এবং বামপন্থী ভাবধারায় প্রভাবিত সামরিক নেতাদের "প্রভুত্ববাদ" থেকে জাতির প্রচ্ছন্ন পরিত্রাতারূপে চিত্রিত করা হয়।

কিন্তু, আমাদের জানানো হল, সেনাবাহিনী ও সরকারি সংস্থা থেকে ফ্যাসিস্ট শক্তিগুলিকে বিতাড়িত করে সশস্ত্র বাহিনীর আন্দোলন ২৫ এপ্রিলের পর অর্জিত স্বাধীনতা ও জনগণের স্বার্থ রক্ষা করছে। অনেক পর্তুগীজবাসী এখনও প্রতিক্রিয়াকে ভয় করে সুতরাং সামরিক বাহিনীর সমর্থন তাদের মধ্যে আস্থা ফিরিয়ে আনে।

দক্ষিণপন্থীরা যে রাজপথে হাঙ্গামার উস্কানি দেয় তার ফলাফল আমরা লিসবনে প্রত্যক্ষ করেছি—এই হাঙ্গামা একই নির্দিষ্ট ধারায় সংগঠিত হয়ে থাকে। বিপুলভাবে অর্থপুষ্ট এই হাঙ্গামাকারীরা সৈনিকদের উপর পাথর ছোড়ে—সুতরাং প্রতিক্রিয়াশীলেরা সেনাবাহিনীকে বলতে পারে, "দেখ, জনতা তোমাদের বিপক্ষে," এবং জনগণের উদ্দেশে বলে, "দেখ, তোমরা যখন 'ফ্যাসিবাদের ধ্বংস'-এর জন্য দাবি জানাও তখন সৈন্যবাহিনী তোমাদের আক্রমণ করে।" কিরূপ সততার সঙ্গে ও অবিচলভাবে কমিউনিস্টরা সশস্ত্রবাহিনীর আন্দোলনকে সমর্থন করে তা আমাদের দেখার অনেক সুযোগ হয়েছিল। তারা বিপ্লবের ভবিষ্যৎ-এর জন্য সেনাবাহিনীর সঙ্গে জনগণের মৈত্রীর মৌলিক গুরুত্বের কথা জানে।

এবং গণতান্ত্রিক শক্তিগুলির প্রতি সমর্থনদানের ক্ষেত্রে বিপ্লবী সেনাবাহিনী অবিচল। সশস্ত্রবাহিনীর আন্দোলনের মতে গণপরিষদের নির্বাচনের অর্থ হচ্ছে গণতন্ত্রকে বেছে নেয়া এবং ২৫ এপ্রিলকে সুসংহত করা। আন্দোলন এই অভিমত পোষণ করে যে নয়া-সংবিধানকে অবশ্য এ এফ এম কর্মসূচীতে ঘোষিত অধিকার ও স্বাধীনতাকে আইনমতো সিদ্ধ করতে হবে যাতে করে আগামী গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সার্বভৌমক্ষমতা বিশেষ সুবিধাভোগী সংখ্যালঘুদের হাতে না যেয়ে জনগণের হাতে ন্যস্ত থাকে।

মিত্র এবং অংশীদার। বিদেশে পর্তুগীজ গণতন্ত্রের স্বপ্রধান প্রবক্তারা সরকারি মোর্চার সদস্যদের মধ্যে বিশেষ করে কমিউনিস্ট পার্টি ও সোশ্যালিস্ট পার্টির মধ্যে সামান্যতম মতানৈক্যের নিদর্শনও সানন্দে উপভোগ করে। পর্তুগাল কমিউনিস্ট পার্টির ক্রমবর্ধমান প্রভাব সম্পর্কে সাধারণ মানুষকে 'সতর্ক' করে দেয়া হয়। ক্ষমতা দখলের জন্য কমিউনিস্টদের উদ্দেশ্য সম্পর্কে ঝুড়ি থেকে সর্বপ্রকার "প্রমাণ" টেনে বের করা হয়। আসন্ন নির্বাচনে পর্তুগীজ কমিউনিস্ট পার্টির চেয়ে সোশ্যালিস্ট পার্টির উজ্জ্বলতর সম্ভাবনা রয়েছে এই মর্মে অনবরত ভবিষ্যদ্বাণী করে যাওয়ার পেছনে যে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নিহিত রয়েছে তা আরও স্পষ্ট।

গণতন্ত্রের ভবিষ্যতের জন্য উদ্বেগের মনোভাব নিয়ে কমিউনিস্টগণ সোশ্যালিস্ট পার্টির সঙ্গে কাজের ঐক্যকে সংহত করার যে প্রচেষ্টা চালিয়েছে তা আমরা লক্ষ্য করেছি। কিন্তু মোর্চায় তাদের শরিক এবং মিত্র সোশ্যালিস্টদের কী ভূমিকা? এ সম্পর্কে সরাসরি মতামত সংগ্রহের বিশেষ মূল্য রয়েছে। সুতরাং আমরা সোশ্যালিস্ট পার্টির নেতৃত্বের সঙ্গে সাক্ষাতের কথা বলি। এখানে জাতীয় সম্পাদকমণ্ডলীর জনৈক সদস্য রুডলফো ক্রেসপো আমাদের যা বলেছেন তা হচ্ছে ঃ

"সামাজিক ও অর্থনৈতিক কাঠামোর পরিবর্তন ছাড়া পর্তুগালে গণতান্ত্রিক নীতির কথা অকল্পনীয়। এবং এটাই হচ্ছে বামপন্থী শক্তিগুলির লক্ষ্য।

"কৃষি সংস্কার ছাড়াও আমরা এমন সংস্কার চাই যা অর্থনীতির ক্ষেত্রে সরকারি সংস্থাকে সম্প্রসারিত করবে,

ব্যাঙ্ক ও ঋণের ক্ষেত্রে এবং অর্থনীতির প্রধান প্রধান শাখাগুলির উপর রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রণ কায়েম করবে।

"নতুন পর্তুগাল গড়ে তোলার পথে আমাদের অবশ্যই সমস্ত প্রগতিশীল শক্তিগুলির ঐক্যের পথ অনুসরণ করতে হবে। বিভিন্ন সমস্যার উপর সবসময় সোশ্যালিস্ট ও কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে মতের মিল হয় না। এটা বোধগম্য। ঠিক এ কারণেই ঐক্য অত্যাবশ্যক কারণ এটাই হচ্ছে অধিকাংশ সমস্যার মূল চাবিকাঠি। কমিউনিস্ট ও সোশ্যালিস্টদের যে পার্থক্য দেখা দেয় তা কার্যকরভাবে কাটিয়ে ওঠা যায়।

"ব্যাপকতর ভিত্তিতে ঐক্য প্রসঙ্গে বলা যায় যে এখন সরকারি কোয়ালিশনে তিনটি দল যুক্ত আছে। চিলির ঘটনার পুনরাবৃত্তি পরিহার করার উদ্দেশ্যে বর্তমানে এবং নির্বাচনের পর ঐক্য ব্যাপকতর করার প্রশ্নটি পরীক্ষা করে দেখা আমরা বাঞ্ছনীয় বলে মনে করি। শ্রমজীবী শ্রেণী, ছোট ও মাঝারি বুর্জোয়াদের সমস্বার্থই এরূপ ঐক্যের অনুকূল ভিত্তি।

"ট্রেড ইউনিয়নেও ঐক্য প্রতিষ্ঠিত থাকা উচিত। আমাদের একটি ট্রেড ইউনিয়ন কনফেডারেশন থাকতে পারে কিন্তু তাকে হতে হবে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনে সমস্ত রাজনৈতিক স্রোতোধারা থেকে আগত সমানুপাতিক প্রতিনিধিসহ বহুভিত্তিক সংস্থা।

"পর্তুগাল একটি অনগ্রসর ও রাজনৈতিকভাবে অনগ্রসর দেশ। তথাপি তার কৃষ্টি হচ্ছে ইয়োরোপীয়। সুতরাং এর সমাজতন্ত্রের পথকে সম্ভবত আলজেরিয়ার মতো কতিপয় উন্নয়নশীল রাষ্ট্রের অভিজ্ঞতার সঙ্গে বিবেচনা করে দেখা উচিত এবং সেই সঙ্গে ইয়োরোপীয় সাংস্কৃতিক সম্পদ ও ঐতিহ্যকেও বিবেচনা করতে হবে।

"ফ্যাসিস্ট শাসনকালে সোশ্যালিস্ট ও কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যপদের জন্য বিরাট শৌর্যের প্রয়োজন ছিল। সোশ্যালিস্ট পার্টির সংগঠন ছিল সীমিত এবং ক্ষুদ্র এবং তাদের কর্মকর্তারা ছিল নিতান্ত স্বল্পসংখ্যক। সুতরাং যে অন্যতম একটি সমস্যা আমরা এখন সমাধান করতে চেষ্টা করেছি তা হচ্ছে রাজনৈতিক কাজের মধ্যে হাজার হাজার নতুন সদস্যদের যুক্ত করা। পার্টির গঠন বিভিন্নরূপে এবং তা জেলার উপর নির্ভরশীল। কিন্তু তাদের অধিকাংশই শ্রমজীবী জনতা, শ্রমিক এবং মজুর।

"পার্টিতে বহু ধারা বিদ্যমান। মার্কসবাদী ধারা হচ্ছে প্রবল। পুরানো রিপাব্লিকান ধাতের জনগণের প্রতিনিধিত্বমূলক আরও অনেক বেশি মধ্যপন্থী সংখ্যালঘু প্রবণতা রয়েছে। অপরপক্ষে, পার্টিতে প্রগতিশীল ক্যাথলিকরা মৌলিক পরিবর্তনকামী, এমন কি তারা মার্কসবাদীদের চেয়েও চরমপন্থী। অপরাপর দেশের(১) ক্যাথলিক প্রবণতাসুলভ চরিত্রের বিবেচনায় এটা অত্যন্ত আকর্ষণীয়।

"বৈদেশিক বিষয় সংক্রান্ত ব্যাপারে সোশ্যালিস্ট পার্টি স্থায়ী এবং অবিচল জোট-নিরপেক্ষতার পক্ষ সমর্থন করে।

"বর্তমান পরিস্থিতিতে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে আন্তর্জাতিক শক্তিসমূহের কাজে ভারসাম্য বজায় রেখে মৈত্রীবন্ধনের নীতি দ্বারা পর্তুগালের স্বাধীনতার নিশ্চয়তা বিধান করা যায়। পর্তুগালের অবশ্যই তৃতীয় দুনিয়ার দেশগুলি বিশেষ করে আরব রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকতে হবে। এটা কিছু পরিমাণে আমাদের তেল সম্পদের গ্যারান্টি দিতে পারে এবং তা পর্তুগালকে সম্ভাব্য আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক ব্ল্যাকমেল প্রতিরোধ করতে সাহায্য করবে। মার্কিন প্রভাব-এর সঙ্গে ভারসাম্য রক্ষার জন্য ইয়োরোপীয় সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক আন্দোলনের সঙ্গে আমাদের ঘনিষ্ঠ সংযোগ রাখা দরকার। ইয়োরোপের সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক শক্তিসমূহের এবং সেই সঙ্গে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে আর্থিক ও মূলধন বিষয়ক সহযোগিতা কেবলমাত্র মার্কিন সাহায্য গ্রহণের চেয়েও পর্তুগালের কাজের পক্ষে আরও বৃহত্তর ক্ষেত্র পাওয়া যাবে। যা হোক, ওয়াশিংটন এটাকে আমাদের লক্ষ্য বলে গ্রহণ করে না।

"আমি আরও উল্লেখ করতে পারি যে, কোয়ালিশনে যুক্ত পার্টিগুলির মতামত এ সম্পর্কে এক নয়। সুতরাং, এটা বোঝা যায় যে সশস্ত্র বাহিনীর আন্দোলনের কর্মসূচীর ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত নীতি বর্তমান পরিস্থিতিতে সর্বাপেক্ষা বেশি উপযোগী।"

বিস্তৃত পরিধি নিয়ে সাক্ষাৎকার চলে কিন্তু সীমিত স্থানের জন্য আরও দীর্ঘায়িত আলোচনা আমাদের বন্ধ রাখতে হল। যাহোক, আমাদের অবশ্য স্বীকার করতে হবে যে কয়েকটি প্রসঙ্গে আমরা বক্তার কাছে প্রশ্ন করতে প্রলুব্ধ হয়েছিলাম কিন্তু এ সম্পর্কে পর্তুগীজ কমিউনিস্টদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করা আরও বেশি যুক্তিযুক্ত বলে আমরা মনে করেছিলাম। সোশ্যালিস্টদের দোদুল্যমানতার বিরুদ্ধে কমিউনিস্টদের সমালোচনা আমরা শুনেছি কিন্তু আমরা এ-ও দেখেছি যে পর্তুগাল কমিউনিস্ট পার্টি বিতর্কমূলক আলোচনা পরিহার করেছে, এবং সরকারের ভিতরে ও বাইরে সোশ্যালিস্ট পার্টির সঙ্গে কাজের ঐক্য সংহত করার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিল।

পিপল্‌স ডেমোক্রাটিক পার্টি (পি ডি পি) সরকারি কোয়ালিশনের মধ্যে তৃতীয় সদস্য। তার অনুগামীরা সাধারণত নিজেদেরকে সোশ্যাল-ডেমোক্রাট বলে অভিহিত করেন। ফ্যাসিস্ট রাজত্বের সময় এর কতিপয় নেতা

---

১ সোশ্যালিস্ট পার্টির সাংগঠনিক ঐক্যের সম্ভাবনা সম্পর্কে মূল্যায়ন ছিল ১৯৭৪ সালের শেষে অনুষ্ঠিত এই পার্টির তদানীন্তন আসন্ন কংগ্রেস অধিবেশনের ফলে অতি আশাবাদী। প্রেস রিপোর্টে বলা হয়েছে যে কংগ্রেসে বিভিন্ন ধারার মধ্যে তীব্র বিরোধ দেখা দেয়। ১৯৭৫ সালের প্রথমে পার্টির বামপন্থী নেতা ম্যানুয়েল সেররা পিপল্‌স সোশ্যালিস্ট ফ্রন্ট নামে এক নতুন পার্টি গঠনের ঘোষণা করেন—এতে সোশ্যালিস্ট পার্টির সদস্যদের প্রায় শতকরা ৪০ ভাগ দাবি করা হয়েছিল। ম্যানুয়েল সেররা বলেন : "শ্রমিকশ্রেণীর এক্টিভিস্টরা এবং পার্টি শাখাগুলিতে সক্রিয় জনগণ সোশ্যালিস্ট পার্টি থেকে বেরিয়ে আসার দাবি করেন কারণ এই পার্টি শ্রমজীবী জনতার স্বার্থের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা শুরু করে এবং সশস্ত্র বাহিনীর আন্দোলনের কর্মসূচী বিপন্ন করে একটি হঠকারী দক্ষিণপন্থী নীতি অনুসরণ করে।" বস্তুত, অন্যান্য প্রগতিশীল রাজনৈতিক সংগঠনের কর্মীদের মধ্যে পর্তুগালের সমাজতান্ত্রিক ভবিষ্যতের জন্য সংগ্রাম চালিয়ে যেতে সোশ্যালিস্টদের কিছু অংশ এমনকি পার্টি বিভক্ত হওয়ারও আগে তারা পার্টি থেকে চলে যেতে শুরু করেন।

ন্যাশনাল এসেমব্লির ডেপুটি ছিলেন। সে সময় ফ্যাসিস্ট সরকারের উদারপন্থী সমালোচক হিসাবে তাদের ভূমিকা ছিল সদর্থক। এখন পি ডি পি-তে বাম ও দক্ষিণপন্থী অংশ আছে এবং সেই সঙ্গে মধ্যপন্থীও বর্তমান রয়েছে। দুর্ভাগ্যবশত, আমাদের বিপুল অনুষ্ঠানপর্ব থাকায় আমরা এর নেতৃত্বের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে অসমর্থ হই। সুতরাং আমরা একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের মধ্যে নিজেদের সীমাবদ্ধ রাখব এবং তা হচ্ছে এই যে কমিউনিস্টগণ এদের সঙ্গে সরকারের মধ্যে সহযোগিতা করেন এবং এদের স্থানীয় সংগঠনগুলির সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ কাজ সংগঠিত করারও চেষ্টা করেন—যদিও এ কাজ সহজ নয় কারণ পি ডি পি-র স্থানীয় শাখাগুলির নেতাদের কয়েকজন অতিমাত্রায় দক্ষিণপন্থী, অপরপক্ষে নেতাদের কতিপয় অংশ ফ্যাসিস্ট শাসনের সঙ্গে যোগসাজশের কলঙ্কে কলঙ্কিত।

একটি নতুন পার্টির জন্ম। পর্তুগালের গণতান্ত্রিক আন্দোলন হল ব্যাপক—রাজনৈতিক ও সামাজিকভাবে বিভিন্নধর্মী উপাদানে ভরা এবং এর সমৃদ্ধ ইতিহাস রয়েছে। এটা অনেক বার এর নাম পরিবর্তন করেছে এবং প্রায়ই তার কাজের পদ্ধতিও বদল করেছে। একনায়কতন্ত্রের সন্ত্রাস এবং সামাজিক বাগাড়ম্বর সত্ত্বেও কেন এবং কীভাবে ফ্যাসিস্ট-বিরোধী সংগ্রাম এত শক্তিশালী হয়েছিল এই আন্দোলনের ইতিহাসে তার একটি জবাব পাওয়া যাবে। এটা বাদ দিয়ে কেউ কখনও ২৫ এপ্রিলের ঘটনাবলী এবং দ্রুত সংঘটিত একটির পর একটি পরবর্তী ঘটনাসমূহ প্রকৃতপক্ষে উপলব্ধি করতে পারবে না।

কমিউনিস্ট পার্টি এটা কখনও গোপন করে নি যে তারা গণতান্ত্রিক আন্দোলনে সক্রিয় এবং এর অগ্রগতি ও সংহতির জন্য পার্টির ব্যাপক অবদানের ফলে এই আন্দোলনের মধ্যে পার্টি প্রভূত প্রভাব বিস্তার করেছে। যারা এটা পছন্দ করে না তাঁরা বলে থাকেন যে এই আন্দোলন একক-ভাবে কমিউনিস্ট পার্টির স্বার্থে কাজ করে যাচ্ছে। কিন্তু সেপ্টেম্বরের সংকট দেখিয়ে দিয়েছে যে সমগ্র জাতির স্বার্থেই পার্টির কাজ পরিচালিত হয়েছে। লিসবনের চতুঃপার্শ্বে যে পিকেটিং প্রতিক্রিয়ার পথকে অবরোধ করেছিল তা কমিউনিস্ট ও অন্যান্য ফ্যাসিস্ট-বিরোধীসহ পর্তুগালের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সক্রিয় কর্মীদের দ্বারা সংগঠিত হয়েছিল। তাদের সংকল্পের দৃঢ়তা জনগণের মধ্যে এবং সশস্ত্র বাহিনীর আন্দোলনে তাদের আরও বৃহত্তর সম্মানের অধিকারী করেছে। গণতন্ত্রের ভবিষ্যতের জন্য এটা অপরিসীম গুরুত্বপূর্ণ এবং আমাদের বলা হল যে এই উভয় আন্দোলনকে সহযোগিতার মধ্যে চলতে হবে।

নতুন নির্বাচন সম্বন্ধীয় আইন অনুসারে রাজনৈতিক দলগুলির প্রার্থী ছাড়া আর কেউ নির্বাচনে থাকতে পারে না। এর ফলে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ভবিষ্যৎ এবং দেশের রাজনীতিতে তার অংশগ্রহণ সম্পর্কে প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে। এই পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য প্রতিনিধিদের একটি জাতীয় সভা একে রাজনৈতিক দলে পরিবর্তন করার পক্ষে ভোট দেন। এর নতুন নাম ঃ পর্তুগীজ গণতান্ত্রিক আন্দোলন।

নতুন দলের নেতৃত্বের সদস্য **ভিক্টর ডায়াস** এবং **লিনো ডি কারভালহো** বলেন, "গণতান্ত্রিক আন্দোলন তার ব্যাপক বৈধ কার্যকলাপের মাধ্যমে বিশেষ করে ভুয়া ফ্যাসিস্ট নির্বাচনী অভিযানে ঔপনিবেশিক যুদ্ধ ও ফ্যাসিবাদের মুখোস খুলে দিয়ে সেনাবাহিনীর মধ্যেও প্রভাব অর্জন করে। বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হল এর প্রকাশনায় সেনাবাহিনীর মধ্যে প্রচারিত প্রথম দলিলের অন্তর্ভুক্তি এবং এই প্রকাশনায় দেশপ্রেমিক সৈনিকদের মধ্যে ক্রমবর্ধমান অসন্তোষের কথা সমর্থিত হয়।

"২৫ এপ্রিল সশস্ত্রবাহিনী আন্দোলনের জয়লাভকে গণতান্ত্রিক আন্দোলন সমর্থন করে। সারা দেশজুড়ে হাজার হাজার জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। স্থানীয় গণতান্ত্রিক কমিশন গঠিত হয়, এই কমিশন ফ্যাসিস্টদের অপসারণ করতে, জনগণের কাছে ঘটনা ব্যাখ্যা করতে এবং প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে গণতন্ত্রের জন্য সংগ্রামে জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করতে বিন্দুমাত্রও সময় নষ্ট করে নি।

"ফ্যাসিস্ট-বিরোধী সংগ্রামের মাধ্যমে সম্মান অর্জনের অধিকার লাভ করে আমরা এখন গণতান্ত্রিকীকরণকে উৎসাহিত করার জন্য অত্যন্ত দূর দূর অঞ্চলে পেঁছানোর চেষ্টা করছি যেখানে এখনও প্রতিক্রিয়াশীল যাজক এবং জমির মালিকেরা প্রভূত প্রভাব অক্ষুণ্ণ রেখেছে···।"

পর্তুগীজ কমিউনিস্টগণ এই নতুন পার্টি গঠনকে স্বাগত জানায় যদিও তারা অস্বাভাবিকভাবে সমস্যা সমাধানের এই পদ্ধতিটি উপলব্ধি করেন যা বহুবিধ গুরুতর সমস্যার সৃষ্টি করছে। এই আন্দোলনে যে কমিউনিস্টগণ সক্রিয় ছিলেন তাদের অন্তর্ভুক্তির প্রশ্ন সম্পর্কে অবশ্য এখন সিদ্ধান্ত নিতে হবে। সোশ্যালিস্ট পার্টি নেতৃত্ব পর্তুগীজ গণতান্ত্রিক আন্দোলন থেকে তার সদস্যদের ফিরিয়ে নিয়ে এসেছে এবং তার প্রতি সমস্ত সমর্থন অস্বীকার করছে। নতুন দল সংগঠনের ব্যাপক, ঐক্যবদ্ধ চরিত্র অক্ষুণ্ণ রাখার সমস্যার মোকাবিলা করছে যাতে গণতন্ত্রকামী হাজার হাজার পর্তুগীজদের গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় সমাধানের জন্য সংগ্রামে সাহায্য করা যায়। পি সি পি নেতারা আমাদের বলেছেন যে এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ ও বিরাট দায়িত্বশীল লক্ষ্য, কারণ দীর্ঘ সংগ্রামের মধ্যে গড়ে ওঠা গণতান্ত্রিক ঐক্যের ক্ষতিসাধন করে পর্তুগীজ বিপ্লব জনগণকে দক্ষিণপন্থীদের ও গীর্জার খপ্পরে ঠেলে দিতে পারে না।

ক্যাথলিকদের সঙ্গে কথোপকথন। পর্তুগালের মতো একটি ক্যাথলিক দেশে বিপ্লব থেকে অর্জিত লাভ রক্ষা করার জন্য এবং গণতান্ত্রিকীকরণকে প্রসারিত করতে গির্জা ও তার উপাসনা সমাবেশের মতামতের গুরুত্ব কম নয়।

কমিউনিস্ট পার্টি ধর্মের স্বাধীনতা সমর্থন করেন। কমিউনিস্টগণ ধর্মবিশ্বাসীদের মনোভাবের প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ করেন। কিন্তু তাঁরা চান নতুন, গণতান্ত্রিক পর্তুগাল নির্মাণে এদের সক্রিয় অংশগ্রহণ।

একজন গুরুরোমমুখো সংযমী এবং খৃস্টীয় সংঘ বিশেষের ধর্মোন্মত শিষ্য সালাজার ফ্যাসিস্ট রাষ্ট্রে ক্যাথলিক গির্জার সংহতির দিকে দৃষ্টি দিয়েছিল। কিন্তু ফ্যাসিস্ট-বিরোধী সংগ্রামের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে প্রগতিশীল ক্যাথলিকদের মধ্যে একটি গণতান্ত্রিক আন্দোলন প্রসারলাভ করে। গির্জার উচ্চপদস্থ যাজকদের মধ্যে ফ্যাসিস্ট ঔপনিবেশিক নীতির প্রতি বিরোধিতা তীব্র হয়ে ওঠে। গির্জার পথ থেকে গণতান্ত্রিক পুনর্গঠনের প্রতি সমর্থনের কথা ঘোষণা করা হয়। কিন্তু গির্জার যাজকেরা যা বলত তা সব সময় কাজে প্রমাণিত হত না।

পি সি পি-র পলিটিক্যাল কমিশনের সদস্য **কারলস কোস্টা** বলেন, "দেশের উত্তরাংশে ক্ষুদ্রায়ত খামার অঞ্চলে ক্যাথলিকদের ধর্মমত ও আচার পদ্ধতির প্রভাব এখনও

অত্যন্ত প্রবল। সুতরাং ধর্মবিশ্বাসীদের সঙ্গে আমাদের সম্পর্কের ধরন একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা। প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে বিশেষ করে গির্জার অভ্যন্তরে সংগ্রামে আমাদিগকে অবশ্যই প্যারিস অঞ্চলভুক্ত যাজকদের আমাদের পক্ষে নিয়ে আসতে হবে। এখন বিশপের শাসনাধীন জেলা ওপরটোর প্রধান হচ্ছে বিশপ এস্টানিও ক্যারেরা গোমস। তিনি ১০ বছর নির্বাসনের পর ফিরে এসেছেন। তিনি ফ্যাসিস্ট-বিরোধী এবং সালজারের প্রতি বিখ্যাত ১৯৫৮ সালের প্রতিবাদ-পত্র লেখেন। এটা স্থানীয় যাজকদের মধ্যে আমাদের কাজ অনেক সহজতর করেছে।

"প্রায় প্রতিটি ছোট শহরে রবিবারের ধর্মবিষয়ক উপদেশ প্রতিক্রিয়ার একটি বাহন। ধর্মবিশ্বাসীদের কাছে কমিউনিস্টদের সম্পর্কে পুরাতন মিথ্যা কাহিনী প্রচার করা হয়—তাদের বলা হয় যে কমিউনিস্টরা কৃষকদের জমি ও তাদের বাড়ি দখল করতে চায়—কমিউনিস্টদের যৌথ ব্যবহারযোগ্য স্ত্রী রয়েছে ইত্যাদি।

"ধর্মযাজকেরা কৃষি কর আইন এবং নিরক্ষরতার বিরুদ্ধে অভিযানের অপবাদ দেয়। প্রতিক্রিয়াশীলেরা কৃষকদের এই মর্মে প্রভাবিত করতে চেষ্টা করে যে এই অভিযানে অংশগ্রহণকারী ছাত্ররা কিউবা থেকে এসেছে এবং ধর্মবিশ্বাসীদের নির্মূল করার জন্য তাদের বিশেষভাবে পাঠানো হয়েছে···।"

স্বভাবতই, এই আত্মিক এবং রাজনীতিক অজ্ঞেয়বাদই কিন্তু প্রতিক্রিয়াশীল ধর্মযাজকদের বিরুদ্ধে কমিউনিস্টদের সংগ্রামকে ক্যাথলিকদের সাথে সুষ্ঠু আলোচনার জন্য সংগ্রাম হিসাবে মনে করা হয়। এটা আর যাই হোক আপাত-বিরোধী ঘটনা, কারণ প্রগতিশীল, কখনো কখনো আমূল পরিবর্তনকামী মনোভাব বহুদিন ধরে ধর্মযাজকগণ সহ ধর্মবিশ্বাসী জনগণের মনকে অধিকার করে আছে এবং এই মনোভাব ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে।

ভিলা ফ্রুস্কা দ্য জিরার মার্কেসরা নিজেদের সম্পর্কে একথাই বলেন : "আমরা প্রগতিশীল ক্যাথলিক দম্পতি এবং সমান অধিকারবিশিষ্ট নতুন বিশ্বের দিকেই আমাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ।"

অফিস কর্মচারী **কারলস মার্কেস** আমাদের বলেন, "আমাদের একজন উত্তম ধর্মযাজক বন্ধু আছেন।", "২৫ এপ্রিলের পূর্বে অন্যান্যের ন্যায় যারাই ফ্যাসিবাদী মতবাদ মেনে নিতে অস্বীকার করত তাকেও কমিউনিস্ট বলে মনে করা হত। তিনি আমাদের একটি ছোট্ট ফ্যাসি-বিরোধী ক্যাথলিক সংস্থা গড়ে তুলতে সাহায্য করেছেন। যতদিন পর্যন্ত যে কোনো মতবাদ এই রাজত্বের বিরুদ্ধে পরিচালিত হয়েছে ততদিন পর্যন্ত এর প্রবক্তাদের সঙ্গেই আমরা সহযোগিতা করার চেষ্টা করেছি। রাজনীতিক বন্দীদের সহায়ক কমিশনে আমি ছিলাম। আমরা কমিউনিস্টদের আশ্রয়দান করেছি এবং ফ্যাসি-বিরোধী ঘোষণাসমূহ মুদ্রিত করেছি···"।

তাঁর স্ত্রী শিক্ষয়িত্রী **মেরিয়া মার্কেস** সবিস্তারে বললেন, "গণতন্ত্র এবং মৌল মানবিক স্বাধীনতা লাভের উদ্দেশ্যে পরিচালিত আন্দোলনে ক্যাথলিকরা যে যোগদান করবেই সে বিষয়ে আমি নিশ্চিত। প্রার্থনা এবং তীর্থযাত্রা সত্ত্বেও, সকলেরই যাতে সাংস্কৃতিক মান উন্নত হয়, সকলেই যাতে ভালো বাসস্থান ও সুচিকিৎসা পায় সেজন্য ক্যাথলিকরা সাহায্য করবেই। ক্যাথলিক হিসাবে আমার দেশের সামাজিকীকরণে অংশগ্রহণ আমার কর্তব্য বলে আমি মনে করি।"

এ সমস্ত চিন্তাধারা ও মনোভাবই হচ্ছে বিপ্লবী নাস্তিক এবং ক্যাথলিকদের মধ্যে ফলপ্রসূ আলোচনা ও সহযোগিতার চমৎকার ভিত্তি। নিশ্চয়ই অনেক বাধা বিপত্তি রয়েছে। পশ্চাদ্বর্তী, মধ্যযুগীয় মতাদর্শের চিন্তাধারার মধ্যে লালিতপালিত জনগণের মনোভাব পরিবর্তন একটা সহজ ব্যাপার নয়। এমন কি যে সব ধর্মে বিশ্বাসীরা তাদের ধর্মীয় মতামতের জন্য দেশের গণতন্ত্রীকরণের কাজে অংশগ্রহণ থেকে বিরত হয় না, তারা সব সময় সঠিক রাজনীতিক নির্দেশক-নীতি গ্রহণ করতে সক্ষম হয় না। নতুন পর্তুগাল প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে প্রতি ঘন্টায় তারা যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করছে তার দ্বারা পরিচালিত না হয়ে তারা অনেক সময়ই পুরানো সংস্কার দ্বারাই পরিচালিত হচ্ছে। আমাদের সাথে আলোচনাকালে তাঁদের অনেকে জোর দিয়ে বলেন যে এই অবস্থায় কমিউনিস্টরা যে আলোচনা চালাতে চেয়েছিল তা বিপ্লবের ভবিষ্যতের পক্ষে খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

পর্তুগীজ শ্রমিকদের ঐক্য। ইন্টারসিনডিক্যাল হল পর্তুগীজ শ্রমিকদের ন্যায়সঙ্গত গৌরবের বস্তু। পাঁচ বৎসরও হয় নি উক্ত সংস্থা গঠিত হয়েছে। ফ্যাসিবাদী ট্রেড ইউনিয়নগুলির অভ্যন্তরে কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে বৎসরের পর বৎসর অধ্যবসায়ের সঙ্গে সংগ্রাম চালিয়ে এর প্রতিষ্ঠার প্রস্তুতিসাধন করা হয়েছিল। সংগ্রাম সহজ ছিল না। শ্রমমন্ত্রক ইউনিয়নগুলির ওপর পূর্ণ ক্ষমতা প্রয়োগ করত, খেয়ালখুশিমতো ঐগুলি ভেঙে দিত, ইউনিয়নগুলির গঠনতন্ত্র পরিবর্তন করত; বিদ্রোহী নেতৃবৃন্দকে সরিয়ে দিত এবং তাদের স্থলে প্রশাসনিক কমিশন বা কিউরেটার যারা সরকারি কর্মচারী ছাড়া আর কিছুই ছিল না তাদের বসানো হত। বাস্তবিকপক্ষে ইউনিয়নগুলিকে কারিগরি সংস্থাসমূহের একটি গোলক ধাঁধায় পরিণত করা হয়েছিল। তা সত্ত্বেও এই ফ্যাসিবাদী কাঠামোর মধ্যেই একটি স্বাধীন ও স্বতন্ত্র ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন গড়ে উঠেছিল। কয়েক ডজন ইউনিয়নের ফ্যাসিবাদী নেতৃত্বের স্থলে অগ্রগামী শ্রমিক ও শ্রমিকশ্রেণীর প্রতিনিধিদের নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

যে কয়েক ডজন ইউনিয়ন সরকারি নিয়ন্ত্রণ ছিন্ন করেছিল, তাদের মিলনের মধ্য দিয়েই ইন্টারসিণ্ডিকেল প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়েছিল। শ্রমজীবী জনগণের পক্ষে এটা হচ্ছে একটি অপরিহার্য বিজয়। একনায়কত্বের পতনের পরদিনই ব্যাপক, ঐক্যবদ্ধ ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের উদ্ভব, এই আরেকটি পর্তুগীজ রহস্যের ব্যাখ্যা উক্ত বিজয়ের মধ্যেই মিলছে। একথা সত্য যে, দেশে এখনও এমন সমস্ত শক্তি রয়েছে যারা বিভিন্ন মতাদর্শগতমুখী পাল্টা ইউনিয়ন গঠনের কথা বলে। বহুত্ববাদের এ সমস্ত সমর্থকরা মনে করে, প্রত্যেক রাজনীতিক পার্টিরই নিজস্ব ট্রেড ইউনিয়ন থাকা উচিত। অন্যথায়, তাদের যুক্তি হল স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র একটি উপহাসের বস্তু ছাড়া আর কিছুই নয়। কমিউনিস্টরা মনে করে, এই মতবাদ জয়ী হলে শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে বিভেদ দেখা দেবে। এজন্যই তারা আরও ঘনিষ্ঠ ট্রেড ইউনিয়ন ঐক্যের জন্য অধ্যবসায়ের সঙ্গে কাজ করে যাচ্ছে। ইন্টারসিণ্ডিকেলে, অফিসে, এর সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য এ্যাভেলিনো কনকাভস আমাদের সংবর্ধনা জানান। এ্যাভেলিনো কনকাভস প্রথম অস্থায়ী সরকারের শ্রমমন্ত্রী ছিলেন।

তিনি আমাদের বললেন, "ইন্টারসিণ্ডিকেল এখন ২৩০টি ট্রেড ইউনিয়ন নিয়ে গঠিত এবং এর সদস্যসংখ্যা

২০ লক্ষেরও অধিক।" "এর কাঠামোর এখনও চূড়ান্ত রূপ দেওয়া হয় নি। প্রত্যেকটি শিল্পোদ্যোগের বিভিন্ন বৃত্তির প্রতিনিধিদের নিয়ে আমরা ট্রেড ইউনিয়ন কমিশন গঠনের কাজ শুরু করেছি। ফ্যাসিবাদের সময়ে যে সমস্ত শ্রমজীবী জনগণের কোনো সংগঠন ছিল না, শিল্পনীতির ভিত্তিতে তাদের ইউনিয়নগুলিকেও গঠন করা হচ্ছে। জেলে, খামার মজুর এবং বে-সামরিক কর্মচারীদের কোনো কোনো শ্রেণীর পক্ষে একথা খাটে। একটি স্বাধীন এবং ঐক্যবদ্ধ ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন গড়ে তোলা এবং তাকে সংহত করাই আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য। আনন্দের সংগে উল্লেখ করা যায় যে, আমাদের ট্রেড ইউনিয়ন ঐক্যের মঞ্চ অভূতপূর্ব ব্যাপক এবং অধিকতর শক্তিশালী সমর্থন পাচ্ছে। আমরা আইনসংগত উপায়ে(১) একটি মাত্র ট্রেড ইউনিয়ন কনফেডারেশন প্রতিষ্ঠিত করতে চাচ্ছি।

"ইন্টারসিণ্ডিকেল শ্রমজীবী জনগণকে প্রয়োজনীয় সাহায্যদানের চেষ্টা করছে। ইন্টারসিণ্ডিকেল সর্বদাই তাদের সংগে রয়েছে। আমাদের অবস্থান পরিষ্কার : গণতান্ত্রিক সরকারের সংগে সহযোগিতা করা এবং শ্রমজীবীগণের স্বার্থ রক্ষা করা। আমরা জানি, বর্তমান আর্থনীতিক পরিস্থিতি কিছু বাধা-নিষেধ আরোপ করছে। শ্রমিকরা আর ধর্মঘট করে না। পরিবর্তে তারা সরকারের নিকট তাদের বক্তব্য জানায় এবং সরকারের সাহায্য আশা করে। এতে ফলাফল ভালোই হয়েছে।

"গণতান্ত্রিকীকরণের প্রক্রিয়া যতই ব্যাপ্তিলাভ করছে শ্রেণীসংগ্রাম ততই তীব্র হচ্ছে। অবশ্য, শ্রমজীবীগণের বিরুদ্ধে পুলিসের দমনপীড়নের কোনো প্রশ্ন ওঠে না। পুঁজিপতিরা আর্থনীতিক ধরনের সংগ্রাম চালাচ্ছে। ইন্টারসিণ্ডিকেল, অন্তর্ঘাতমূলক কাজের অনুসন্ধান এবং আর্থনীতিক প্রতিবন্ধকগুলির কারণসমূহ চিহ্নিত করতে সরকারকে সাহায্য করছে। পুঁজিপতি উদ্যোগসমূহের পরিচালনায় শ্রমিকদের অংশগ্রহণই হচ্ছে গোলমাল নিরোধের একমাত্র কার্যকর পন্থা।"

দুনিয়া আবিস্কার। **জোয়াকুইম ক্যাম্পিনোর** পার্টির রেকর্ড হচ্ছে ৩৫ বৎসর আর তাঁর বন্দীজীবনের রেকর্ড হচ্ছে ১০ বৎসর। তিনি বহু বৎসর আত্মগোপন করে কাজ করেছেন, ৪০ দশকে পার্টির পুনর্গঠন কাজে অংশগ্রহণ করেছেন এবং বহু বড় বড় ধর্মঘট পরিচালনা করেছেন। গত কয়েক বৎসর ক্যাম্পিনো পর্তুগীজ মোটর ট্যুরিজম ফেডারেশনের সভাপতি ছিলেন। একনায়কত্বের সময়, উক্ত সংস্থা বৈধ গণ-সংগঠনসমূহ জয় করার পক্ষে পার্টির সংগ্রামের অন্যতম ক্ষেত্র ছিল। পর্তুগাল সফরে যাবার কিছু সময় পূর্বে চেকোশ্লোভাকিয়ায় ক্যাম্পিনোর সংগে আমাদের প্রথম দেখা হয়েছিল। আন্তর্জাতিক মোটর সমাবেশে যোগদানকারী একটি বিরাট পর্যটন দলের (তিন শতাধিক ব্যক্তি) নেতা হিসাবে তিনি এসেছিলেন। আন্তর্জাতিক যোগাযোগ সম্প্রসারণ এবং ফ্যাসিবাদ জনগণকে যে বিচ্ছিন্নতার মধ্যে রেখেছিল তা অতিক্রম করার উদ্দেশ্যে পরিচালিত ফেডারেশনের সামগ্রিক নীতির অংগ হিসাবে কিছুকাল ধরে এই পর্যটনের প্রস্তুতি চলেছিল। ২৫ এপ্রিলের ঘটনাবলী ঐ বিচ্ছিন্নতার অবসান ঘটিয়েছিল। অস্থায়ী সরকার কর্তৃক অনুমোদিত এই সফর, বর্তমান সমাজতন্ত্র যা থেকে তাদের এত বৎসর ধরে একটি নীরবতা ও চরম নির্লজ্জ মিথ্যার প্রাচীর বিচ্ছিন্ন করে রেখেছিল, সেই সমাজতন্ত্রে পর্তুগীজদের অত্যুগ্র আকাঙ্ক্ষাই প্রতিফলিত করেছিল।

ক্যাম্পিনো আমাদের তখন বলেছিলেন, "আমরা এক নতুন দুনিয়া দেখেছি। যে দুনিয়ায় শোষণের অবসান হয়েছে, যে দুনিয়ায় শিল্পপতি ও ধনকুবেরদের অর্ধডজন পরিবারের স্থলে ক্ষমতার অধিকারী হয়েছে জনগণ। আমাদের কমিউনিস্টদের কাছে এটা আরও একটি স্বীকৃতি যে আমরা সঠিক রাস্তা অনুসরণ করছি এবং আমাদের ত্যাগ বৃথা যায় নি।"

যে দলটি কতিপয় সমাজতান্ত্রিক দেশ সফর করেছে, সেই দলে কমিউনিস্ট, সোশ্যালিস্ট এবং কোনো দলের ছাপ নেই এমন গণতন্ত্রীরা ছিল; এছাড়া ছিল ক্যাথলিক, প্রোটেস্টান্ট, শ্রমিক ও কেরানী, ইঞ্জিনিয়ার, ডাক্তার, শিক্ষক ও ছাত্র। প্রধান প্রধান ভৌগোলিক আবিষ্কারের যুগে তাদের পূর্বসূরিরা নতুন আবিষ্কৃত তীরসমূহের প্রতি যে উৎকণ্ঠিত কৌতূহল ও বিস্ময়ের সংগে দেখতেন তারাও তেমন অবাক বিস্ময়ে চারদিক দেখছিল। আজকের দিনের অধিকাংশ পর্যটকরাও এমন সমস্ত জিনিস আবিস্কার করল যা পূর্বে তারা আর কোনোদিন দেখে নি। কোনো কোনো জিনিস তাদের কাছে অদ্ভুত মনে হয়েছে, কোনো কোনো বিষয় তাদের বোধগম্য হয় নি, এটা ঠিক। তবে যে সমাজতন্ত্রের অধীনে জনগণ বাস করছে তার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে যে আস্থার পরিবেশ তা সকলেই উপলব্ধি করেছে, তারা দেখেছে সুখী, সুস্থ যৌবন বা মানুষের জীবনযাত্রার উচ্চ মান। একটি কৃষি কো-অপারেটিভের কিণ্ডারগার্টেন দেখে এসে একজন নারী শ্রমিক মন্তব্য করল, "সমাজতান্ত্রিক দেশে মা হওয়া কি সৌভাগ্যের কথা"। একজন ক্যাথলিক মন্তব্য করল, গীর্জার নিয়মকানুন কঠোরভাবে পালন করেই ধর্মীয় ক্রিয়াকল্যাপ অনুষ্ঠিত হয়। একজন প্রোটেস্টান্ট তার ধারণা সম্পর্কে সংক্ষেপে বলল, "সমাজতন্ত্রের অধীনে সমগ্র মৌল মানবাধিকার সুনিশ্চিত।" সুদূর গ্রামাঞ্চল যেখানে

---

১ গত বৎসরের শেষের দিকে এবং নতুন বৎসরের প্রারম্ভে একাধিক ট্রেড ইউনিয়ন সংক্রান্ত বিতর্ক তীব্র রাজনীতিক যুদ্ধে পরিণত হয়েছিল। সরকারের প্রতি সমর্থন প্রত্যাহারের হুমকি দিয়ে, সোশ্যালিস্ট এবং পিপল্‌স ডেমোক্রাটিক পার্টি মাওবাদী সংগঠনের সহযোগে "একটি ইউনিয়ন" এই নীতির বিরুদ্ধে জোট বেঁধেছিল। ক্যাথলিক ধর্মযাজকরা এবং পর্তুগীজ প্রতিক্রিয়া তাদের সমর্থন করেছিল। এতে আশ্চর্যান্বিত হবার কিছু নেই। কারণ কমিউনিস্ট পার্টি পুনঃ পুনঃ এ বিষয়ে অংগুলি নির্দেশ করেছে যে, প্রতিদ্বন্দ্বী ইউনিয়নগুলি আইনানুগ হলে শ্রেণী-সংগ্রামে অরাজকতা দেখা দেবে, গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া ব্যাহত হবে এবং প্রতিবিপ্লবী কলাকৌশল ও ষড়যন্ত্র পরিচালনার সুযোগ সৃষ্টি হবে। ব্যাপক প্রকাশ্য আলোচনার মধ্য দিয়ে শ্রমজীবীগণ দৃঢ়তার সংগে বহু ট্রেড ইউনিয়নের নীতির বিরোধিতা করেছে। কমিউনিস্ট পার্টি এবং ইন্টারসিণ্ডিকেল-এর নেতৃত্বে তাদের ঐক্যের সংগ্রামের প্রতি সশস্ত্র বাহিনীর আন্দোলন, পর্তুগীজ গণতান্ত্রিক আন্দোলন, বাম সোশ্যালিস্ট আন্দোলন, পপুলার সোশ্যালিস্ট ফ্রন্ট এবং অন্যান্য গণতান্ত্রিক সংগঠনসমূহ সমর্থন জ্ঞাপন করেছিল। জানুয়ারি মাসে মন্ত্রিপরিষদ ট্রেড ইউনিয়ন কার্যকলাপ-সংক্রান্ত বিলে গণতান্ত্রিক শক্তিসমূহ কর্তৃক সমর্থিত এক ইউনিয়ন নীতির অন্তর্ভুক্তি অনুমোদন করেছিল।

ভূস্বামীরা কৃষকদের মানুষ বলে মনেই করে না সেখানকার একজন ব্যক্তি বিস্ময়াভিভূত হয়ে বলল, "এখানে যে কোনো রেস্তোরাঁতে আপনি সাধারণ কৃষকদের দেখতে পাবেন।" একটি কারখানা দেখে এসে একজন বৃদ্ধ ইঞ্জিনিয়ার বলল, "শ্রমিকরাই তাদের জীবনের ভাগ্যনিয়ন্তা।" ৪৮ বৎসর বয়স্ক পর্রফিরিও লিল এক কথায় সংক্ষেপে তার ধারণা বর্ণনা করল, "একটি অলৌকিক ঘটনা।" পর্রফিরিওর নিজের কথায়, সে সমাজতন্ত্র সম্পর্কে কোনোদিন কিছুই পড়ে নি বা কোনো কমিউনিস্টের সঙ্গে কথাও বলে নি। কিন্তু সে কমিউনিস্ট চিন্তাধারার প্রতি সহানুভূতিশীল কারণ সে দৃঢ়তার সঙ্গে বিশ্বাস করে ফ্যাসিবাদীরা যা কিছুর বিরুদ্ধে তাই শ্রমজীবী জনসাধারণের পক্ষে কল্যাণকর। এবং পর্রফিরিও জানে শ্রম বস্তুটি কি? তার পিতামাতা গরিব ছিল এবং শৈশব থেকেই সে জমির চাষাবাদের কাজে তাদের সাহায্য করত। দারিদ্র্যের তাড়নায় শহরে এসে সে সূত্রধর হল। ২২ বৎসর বয়সে সে লিখতে পড়তে শিখল এবং অতি কষ্টে সে স্কুলের পাঠ শেষ করল। এখন সে জাতীয় উন্নয়ন ব্যাংকে কাজ করছে। সেখানে সে পুরানো শাসন আমলের অবশেষ তার উপরস্থ কর্মকর্তাদের দুর্নীতি ও অসাধুতার বিরুদ্ধে অবিরাম সংগ্রাম করছে।

সে বলল, "আমার কথা লক্ষ্য করুন, আমি যখন দেশে ফিরব আমি ঐ সমস্ত ফ্যাসিবাদীদের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হব। সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে আমি কি দেখেছি এবং জনগণের জন্য কমিউনিস্টরা কি করতে পারে আমি তাদের তা বলব। সমাজতন্ত্র যে জীবন দিতে পারে, পর্তুগালে সেরূপ জীবন প্রতিষ্ঠার জন্য আমাদের সংগ্রাম করা উচিত একথা আমি সকলকে বলব।" দুর্ভাগ্যবশত, সমাজতন্ত্র চাক্ষুষ দেখে যে উৎসাহ উদ্দীপনা নিয়ে সে দেশে ফিরছিল তার কতটা সে কার্যে পরিণত করতে পেরেছে এবং তার কথা অনুযায়ী সে কমিউনিস্টদের সান্নিধ্যে এসেছে কিনা তা জানবার জন্য পর্তুগালে পর্রফিরিও লিল-এর সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎ সম্ভব হয় নি।

পর্তুগাল কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির একটি ঘরে পর্তুগালের স্মরণযোগ্য শিল্পের একটি ঐতিহ্যবাহী দ্রব্য সামুদ্রিক শেলের তৈরি একটি জাহাজ আমরা দেখতে পেলাম। এটার গাঢ় রক্তবর্ণ পাল একথাই স্মরণ করিয়ে দেয় যে, এক সময় ভৌগোলিক আবিষ্কারের জন্য প্রখ্যাত দেশটি এ সময় ভবিষ্যতের পথে একটি বিশেষ দায়িত্বপূর্ণ যাত্রা শুরু করেছে।

ফ্যাসিবাদী শাসন এবং ফ্যাসিবাদী রাষ্ট্রের অনমনীয় শত্রু পর্তুগীজ কমিউনিস্টরা ভবিষ্যতের নামে সরকারের মধ্যে এবং সরকারের বাইরে নিরবচ্ছিন্নভাবে গণতান্ত্রিক স্বাধীনতা এবং আইন ও শৃঙ্খলার প্রতি সমর্থন জানাচ্ছে। "বুর্জোয়াতে পরিণত হওয়া" এবং "প্রোলেতারীয় আদর্শের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতার" বামপন্থীদের কঠোর অভিযোগ প্রত্যাখ্যান করে কমিউনিস্টরা নতুন রাষ্ট্রের(১) সংহতির জন্য কাজ করতে জনগণের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছে। তারা জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত গণতান্ত্রিক শাসন আমলের জন্য কাজ করছে যার অধীনে সুদূরপ্রসারী সামাজিক সংস্কার-সাধন সম্ভব হবে। রাজনীতিক কমিশন এবং পর্তুগাল কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সেক্রেটারি **সারাগিও ভিলারিগস** যিনি বর্তমান পর্তুগালের অস্থির রাজনীতিক দৃশ্যপটে আমাদের পরীক্ষামূলক সফরে নিয়ে গিয়েছিলেন, তিনি বললেন "ফ্যাসিবাদী আমলে যেমন ছিল তেমন এখনও পর্তুগীজ কমিউনিস্ট পার্টি সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী এবং সর্বাপেক্ষা প্রভাবশালী রাজনীতিক শক্তি।" "কমিউনিস্ট পার্টি জনগণকে সমবেত করার তার ক্ষমতা থেকেই শুধু শক্তি আহরণ করে না পরন্তু জাতির মূল সমস্যাসমূহ সমাধানের কার্যসূচীর স্বচ্ছতা থেকেও শক্তি আহরণ করে।"

ফ্যাসিবাদ উচ্ছেদের জন্য, গণতন্ত্রের বিজয়ের জন্য, শ্রমজীবী জনগণের স্বার্থ ও জাতির স্বার্থ রক্ষার জন্য কমিউনিস্ট পার্টি যা করেছে এমন আর কোনো পার্টিই করে নি। খুব কম লোকই একথা অস্বীকার করতে সাহস পাবে। ২৫ এপ্রিলের পর কমিউনিস্ট পার্টি মহান জাতীয় পার্টি হিসাবে সামনে এগিয়ে এসেছে যা ব্যতীত গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা রক্ষা বা সংহত করা সম্ভব নয়।

"আমরা সমগ্র গণতান্ত্রিক শক্তির ঘনিষ্ঠ ঐক্য, জনগণ এবং সশস্ত্র বাহিনীর আন্দোলনের মৈত্রী, শ্রমিকশ্রেণী এবং মেহনতী জনতার ঐক্যকে গণতান্ত্রিকীকরণের প্রক্রিয়ার সাফল্যের পক্ষে একান্ত অপরিহার্য বলে মনে করি। এখন এবং নির্বাচনের পর এই ঐক্যে ফাটল ধরলে পর্তুগীজ গণতন্ত্রের পক্ষে খুবই বিপজ্জনক পরিস্থিতি দেখা দেবে।"

ক্ষমতার দুই মেরু

২৫ এপ্রিল সেতু। তাগু নদীর মুখে যেখানে নদী সমুদ্রে মিলবার জন্য চওড়া হয়েছে লিসবন সেখানেই অবস্থিত। ১৯৬৬-তে মোহনা পারাপারের জন্য একটি সেতু তৈরি হয়েছিল। সালাজারের সম্মানে এর নাম রাখা হয়েছিল, মরচে রাঙ্গা এর কড়িকাঠগুলি দেখে জনগণ কৌতুক করে বলত যে তারা তাদের নামের জন্য লজ্জায় লাল হয়ে গিয়েছে। একনায়কতন্ত্রের উচ্ছেদের পর সেতুর ওপর লেখা ফলক থেকে এর নতুন নাম হয়। ৫ অক্টোবর পর্তুগাল তার প্রথম সাধারণতন্ত্রের ৬৪তম বার্ষিকী পালনকালে সরকারিভাবে এর নতুন নাম দেওয়া হয় ২৫ এপ্রিল সেতু। অবশ্যই নামের পরিবর্তনে মালিকানার পরিবর্তন বোঝায় না। নতুন পর্তুগালের নাগরিকরা এখনও এটি পারাপারের জন্য মার্কিনী পুঁজিপতিদের কর দেয়, ছোট

---

১ পর্তুগালে থাকার সময়, আমরা দেখেছি কমিউনিস্ট পার্টিই উগ্র বামপন্থীদের আক্রমণের প্রধান লক্ষ্যবস্তু হয়ে দাঁড়িয়েছে। বামপন্থীদের বলতে শোনা যায়, দক্ষিণপন্থী সুবিধাবাদীরা নয়, প্রতিক্রিয়া নয়, পুঁজিপতিরা বা ভূস্বামীরা নয়, পরন্তু কমিউনিস্টরাই বিপ্লবের পথে "বাধার" সৃষ্টি করছে। সোশ্যালিস্টই হোক বা পিপল্‌স ডেমোক্রাটিক পার্টিই হোক বা দক্ষিণপন্থীই হোক এদের মধ্য থেকে মিত্র বেছে নিতে উগ্র বামপন্থীদের কোনো দ্বিধা বা সংকোচ নেই। কমিউনিস্টরা আমাদের বললেন, তবে তাদের তত্ত্বগত ভবিষ্যদ্বাণী ভুল প্রমাণিত হচ্ছে। বৈপ্লবিক প্রক্রিয়ার বিকাশের মধ্যেই এর প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে। ২৫ এপ্রিলের পর থেকে উগ্রপন্থী গ্রুপগুলি স্থিরভাবে তাদের প্রভাব হারাচ্ছে। তবুও তাদের প্ররোচনামূলক কার্যকলাপ প্রতিক্রিয়াশীলদের স্বার্থই চরিতার্থ করছে এবং দেশের গণতান্ত্রিকীকরণের কাজের প্রভূত ক্ষতিসাধন করছে।

গাড়ির জন্য কম কর, বাস বা লরীর জন্য বেশি কর। শ্বেত-প্রস্তরের ক্রুশের উপর থেকে খৃস্টের বিশাল প্রতিকৃতি সবই দেখছেন কিন্তু অর্থের এই অন্তহীন প্রবাহকে থামাতে পারছেন না। নতুন ও পুরাতন পৃথিবীর আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের নিয়ন আলোকোজ্জ্বল বিজ্ঞাপনের নারকীয় প্রদর্শন থামাবার ক্ষেত্রে তিনি যেমন শক্তিহীন তাতে ঈশ্বর বা মানুষ উভয়ের বিচারের হাত থেকে তাদের রক্ষা পাওয়ার শক্তির দৃঢ়তা প্রকাশ পায়।

পর্তুগালে এখন রাজনৈতিক ক্ষমতা বামগণতান্ত্রিক শক্তিসমূহের ব্যাপক মোর্চার দখলে, কিন্তু জাতীয় জীবনের ভিত্তিস্তর অর্থনীতি পুঁজিবাদীই রয়ে গেছে। এই পরিস্থিতি গত শরতে একটি 'ক্যু' ঘটানোর প্রয়াস গড়েছিল, এবং এই পুঁজিবাদী ব্যবস্থা দর ও খাজনা বাড়িয়ে ফাটকা ও অর্থনৈতিক অন্তর্ঘাত চালিয়ে জনগণের কাছে নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখছে।

কিন্তু আমাদের বলা হয়েছে, অর্থনৈতিক পরিস্থিতি জটিল হলেও বিশৃঙ্খল নয়, এবং রাজনৈতিক পরিস্থিতি অর্থনৈতিক ও আর্থিক স্থিতাবস্থার আশ্বাস দিচ্ছে। কিভাবে তা সম্ভব করা যেতে পারে? স্বাভাবিকভাবেই এই প্রশ্ন আসে, যেহেতু এর উত্তর পর্তুগালের বিপ্লবের ক্ষেত্রে খুবই প্রয়োজনীয়।

আমরা **ওয়ার্ল্ড মার্কসিস্ট রিভিউ** পরিচালিত 'গোল টেবিলের বৈঠকে'র মতো একটি বৈঠক ডেকে তাতে অনেক পর্তুগীজ অর্থনীতিবিদকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলাম। এই বৈঠকে অংশগ্রহণ করেছিলেন শ্রমদপ্তরের স্বরাষ্ট্র সেক্রেটারি কার্লস কার্ভালাস, রাজ্য মূল্য বিষয়ক অধিকর্তা মিরান্দা ফেরেরা এবং ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ইন্সটিটিউটের গবেষক ভালদেমার কারেসামা ও জোস মেণ্ডেস কোরিয়া। তাঁরা যা বলেছেন তা হল:

কার্লস কার্ভালাস। একটি অত্যন্ত নমনীয় অর্থনৈতিক নীতির প্রয়োজন। যে কোনো ভ্রান্ত প্রচেষ্টা জনগণের একটি বড় অংশকে প্রতিবিপ্লবের সামাজিক ভিত্তি হিসাবে ব্যবহার করতে পারে। আমি যেভাবে দেখি তা হল, প্রধান অর্থনৈতিক স্তম্ভকে অধিকতর রাজনৈতিক সংহতিমূলক রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণে এনে তার সঙ্গে সংকটের মূল উৎস দূরীকরণের প্রচেষ্টাকে যুক্ত করতে হবে।

অর্থনৈতিক পরিমণ্ডলকে নিয়ন্ত্রণ করে, ব্যক্তি মালিকানাধীন সংস্থার পরিপূরক হিসাবে অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য সংহত বিনিয়োগ পরিকল্পনা রচনা করে, মূলধন বিনিয়োগের প্রয়োজনে একচেটিয়া নয় এমন ব্যবসাকে সাহায্য করে, এবং বিলাসদ্রব্য প্রস্তুতকারী সামাজিক শ্রম পণ্ডকারী কারখানাগুলি বন্ধ করে এই সাফল্য লাভ করা যায়। কৃষিক্ষেত্রে প্রধান কাজ হল ভূমি সংস্কার, প্রত্যেক অঞ্চলের বিশেষ লক্ষণ ও জনগণের রাজনৈতিক মনোভাব সম্যকভাবে বিবেচনা করে একাজ করতে হবে। পতিত ও অনাবাদী জমিতে সমবায় ভিত্তিক চাষকে অগ্রাধিকার দিতে হবে; এবং রাষ্ট্রের কাছ থেকে উদ্যোগ আসতে হবে। কৃষকদের ঋণদান প্রথায় জরুরী সাহায্য দিতে হবে এবং ছোট উৎপাদককে উৎসাহ দিতে পারে এমন মূল্য কাঠামো গড়তে হবে। পরিশেষে, ক্ষুদ্র সম্পত্তির অধিকারীদের উপর থেকে করের বোঝা লাঘব করতে হবে এবং অধিক আয়সম্পন্নদের উপর প্রত্যক্ষ কর বাড়াতে হবে।

ভালদেমার কারেসমা। বহুলভাবেই অর্থনৈতিক পরিস্থিতিটি অতীতের উত্তরাধিকারবাহী। ফ্যাসিবাদী রাষ্ট্রের তাদের প্রভুদের সম্পর্কে 'ঐতিহাসিক' কার্যক্রম সবই হল মূলধনের উচ্চহার সঞ্চয়ের জন্য। উপনিবেশবাদী যুদ্ধ অন্তর্দ্বন্দ্ব ও অসুবিধাকে গভীরতর করেছে, যা পর্তুগালকে একচেটিয়া পুঁজিবাদী রাষ্ট্রে পরিণত করেছে। এর পরিণতি হল যথেচ্ছ মুদ্রাস্ফীতি যা সম্ভবত পশ্চিম ইয়োরোপে সর্বাধিক, এবং নিম্ন বেতন।

একচেটিয়া পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য রাষ্ট্র ও একচেটিয়া পুঁজির মধ্যেকার ঘনিষ্ঠ বন্ধনকে ছিন্ন করার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম ২৫ এপ্রিলের পর থেকেই শুরু হয়েছে। ২৮ সেপ্টেম্বরে বামপন্থীদের জয় রাষ্ট্র ও একচেটিয়া পুঁজির মধ্যেকার বিভেদকে প্রশস্ততর করায় সাহায্য করেছে।

উন্নততর বেতনক্রম ও পেনসন, সবেতন ছুটির দিন ও সম্মিলিতভাবে চুক্তি সম্পাদন, যা এখন আইনবদ্ধ, তা-ই শ্রমজীবী জনগণের সপক্ষে জাতীয় আয় পুনর্বণ্টনের সূচনা করেছে। জনগণের গরিষ্ঠ অংশকে বিপ্লবের পক্ষে পাওয়ার ক্ষেত্রে এ এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। এটি একটি সুস্থ জাতীয় অর্থনীতি গড়ার দিকেও এক প্রচেষ্টা।

জোস মেন্দেস কোরিয়া। নূন্যতম বেতন চালু করার ফলে অর্থনৈতিকভাবে সক্রিয় জনসমষ্টির প্রায় অর্ধাংশ লাভবান হয়েছে, এই বেতনক্রম গড়পড়তা ২৪ শতাংশ বেতন বৃদ্ধি ঘটিয়েছে। ১৯৭৪-এর এপ্রিল মাস থেকে মুদ্রাস্ফীতির হার কিছুটা কমতে শুরু করেছে, এই বছরের প্রথম চার মাসে (জানুয়ারি—এপ্রিল) ভোগ্যপণ্যের দাম বেড়েছে ১৩ শতাংশ, আর মে থেকে সেপ্টেম্বর (অর্থাৎ পাঁচ মাসে) ঐ বৃদ্ধি ১১ শতাংশে নেমেছে, এটা খুব কম হ্রাস, তবুও হ্রাস। যাই হোক, দেশ এখনও গুরুতর সমস্যার সম্মুখীন। উল্লেখযোগ্য যে, বৃহৎ পুঁজিবাদী দেশগুলির কাছ থেকে গম, মাংস, মাছ ও তেল কিনে আমরা মুদ্রাস্ফীতি আমদানি করে চলেছি।

মিরান্দা ফেরেরা। আমাদের খাদ্য আমদানীই আমাদের কৃষিক্ষেত্রের কারিগরি ও অর্থনৈতিক পশ্চাৎপদতা নির্দেশ করে, এবং নানাভাবে দেশের অর্থনৈতিক গতিতে সামগ্রিক প্রভাব ফেলে। বিদেশী পুঁজির সঙ্গে যুক্ত একচেটিয়া গোষ্ঠী কৃষিক্ষেত্রে ভারসাম্যহীনতার জন্য দায়ী। জমির মালিকানার বর্তমান কাঠামো পশ্চাৎপদতার অন্য এক কারণ।

বাণিজ্য ক্ষেত্রে এক কঠিন পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। বড় বড় পাইকাররা যারা বাজারকে নিয়ন্ত্রণ করে তারা বহুল পরিমাণে দ্রব্যসামগ্রী মজুত করছে পরবর্তীকালে তা অত্যধিক মূল্যে বিক্রয় করার জন্য, এবং এই দর আবার বহু সংখ্যক ফড়ের হাতে পড়ে আরও বেড়ে যাচ্ছে।

পর্তুগালে চাপিয়ে দেওয়া ভোগ্য কাঠামো জনগণের অধিকাংশের জীবন বহির্ভূত। দ্রব্যের প্রকৃত ক্রয়ক্ষমতা বজায় রাখার জন্য আমরা দ্রব্যসামগ্রী আমদানী করি। যেসব দ্রব্যের কাঁচামালের অভাব আছে সেইসব দ্রব্য তৈরি করে আমরা কৃত্রিম বিকৃত চাহিদা সৃষ্টি করি, আর এইভাবেই মূল্যবৃদ্ধি ঘটে থাকে। এজন্য শিল্পগুলিকে এমন সব দ্রব্য উৎপাদনের দিকে পরিচালিত করতে হবে যা জনগণের প্রয়োজনে লাগে এবং উচিত মূল্যে কিনতে পারে।

জোস মেন্দেস কোরিয়া। জনগণের ক্রয়ক্ষমতা বাড়ানোর জন্য প্রচেষ্টা গ্রহণের ফলে ইতিমধ্যে কাপড়, জুতা ও কিয়দংশে পোশাক শিল্পকে পুনরুজ্জীবনের চেষ্টা চলছে। ছাঁটাইয়ের ঝোঁক সম্পূর্ণ বিপরীত হয়েছে। পর্তুগালের অর্থনীতিকে উন্নত করার অন্য এক পথ হল এর বৈদেশিক বাণিজ্যকে পুনঃ পরিবর্তন করা এবং সমাজতান্ত্রিক ও উন্নয়নশীল দেশের সঙ্গে বাণিজ্য সম্পর্ক স্থাপন করা।

মিরান্দা ফেরেরা। ২৮ সেপ্টেম্বরের পর বহুজাতিক সংস্থাগুলি উৎপাদন কমিয়ে দিচ্ছে ও মূল্যবৃদ্ধি করা শুরু করেছে। এ ধরনের প্রয়াস শুরু করেছে এমন দৃষ্টান্ত-স্বরূপ কৃত্রিম মাখন প্রস্তুতকারীদের অন্যতম প্রধান সংস্থা এ্যালিভার রয়েছে। যদি সরকার দর বৃদ্ধি করতে না দেয় তবে নেসলস তার কারখানা বন্ধ করে দেবে বলে শাসিয়েছে। একচেটিয়া পুঁজি বহির্ভূত ব্যবসায়ীকে ঋণদান প্রত্যাখ্যান করে ব্যাঙ্কগুলি অর্থনৈতিক অসুবিধা সৃষ্টির চেষ্টা করছে।

অর্থনীতির মূল ক্ষেত্রসমূহে রাষ্ট্রের স্থানকে সংহত করার লক্ষ্য প্রতিষ্ঠা করা এবং একচেটিয়া পুঁজির অন্তর্ঘাতকে শেষ করার জন্য রাষ্ট্রের প্রত্যেকটি নতুন কার্যক্রমকেই পর্তুগালের গণতান্ত্রিক শক্তিসমূহ স্বাগত জানায়। উদাহরণ-স্বরূপ, তারা সরকারের ক্ষুদ্র ও মাঝারি ব্যবসায়কে সাহায্য করার পদক্ষেপকে অভিনন্দন জানিয়েছে। আমাদের বলা হয়েছে এর একটা দারুণ রাজনৈতিক গুরুত্ব রয়েছে, কারণ এ ধরনের সংস্থাগুলি শ্রমশক্তির একটি বড় অংশকেই নিয়োগ করে যা একচেটিয়া পুঁজি-বিরোধী শক্তি সমন্বয়ের ক্ষেত্রে এক উল্লেখযোগ্য সংরক্ষিত অংশ।

গণতান্ত্রিক শক্তির হাতে রয়েছে রাজনৈতিক ক্ষমতা, আর অর্থনৈতিক ক্ষমতা এখন বৃহৎ পুঁজিপতিদের হাতে থাকায় বিষয় ও উদ্দেশ্যের মধ্যে মেরুপ্রমাণ পার্থক্য রয়েছে। অবশ্যই, এরা দীর্ঘদিন সহাবস্থান করতে পারবে না। যে গণতান্ত্রিক পর্তুগালে অর্থ উপার্জন করতে হবে সেখানে একচেটিয়া পুঁজিপতিরা ও বৃহৎ ভূস্বামীরা বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে, স্বাধীন ট্রেড ইউনিয়নকে ও বাম পার্টি ও সংস্থাকে 'সহ্য করতে' হচ্ছে। তাদের একদা অনিয়ন্ত্রিত ক্ষমতার খর্ব করাকে বা ভূমি সংস্কারের ভবিষ্যৎকে তারা কিছুতেই মানিয়ে নিতে পারছে না। শ্রমজীবী জনগণ অর্থনীতির সকল পশ্চাৎপদতা বা পুঁজিপতি ও ভূস্বামীদের অন্তর্ঘাতের বোঝাকে নিজেদের কাঁধে বইতে চাইছে না।

"আমাদের ওপরওয়ালার প্রয়োজন নেই!" দেশের উত্তর ভাগে মাৎসিনহোস বন্দরের পার্টি শাখা। আমাদের মিলন মুহূর্তের স্মারণিক হিসাবে মৎস্যজীবী ও বন্দরকর্মীরা তাদের প্রশস্ত, প্রস্তর-কঠিন কর্কশ হাতে অদ্ভুত সুন্দর সব ঝিনুক শঙ্খ উপহার দিল। সমুদ্র-তরঙ্গমালার দীর্ঘশ্বাস ধ্বনি প্রত্যেক সমুদ্রের শঙ্খবলয়ের মধ্যে সমানভাবেই বাজে। তাদের অদ্ভুত সৌন্দর্যও বিশ্বের সর্বত্রই শ্রমিকদের পরিশ্রমী হাতেই সমভাবে ফুটে ওঠে। আমরা সপ্রশংস দৃষ্টিতে মানুষ-গুলির ঝড়েজলে মার-খাওয়া রোদে-পোড়া মুখের প্রতি দৃষ্টি ফেললাম। এই কমিউনিস্ট কর্মীদের শক্তির ধীর নিঃসরণ সম্পর্কে তারা একে অপরকে উত্তেজিত বাধা দিয়ে নিজেদের কঠোর জীবনসংগ্রাম ও স্বাধীনতার যুদ্ধ সম্পর্কে সহজ ভাষায় আমাদের যা বলছিল আমাদের পাঠকদের কাছে তা কিভাবে পেঁাছে দেব আমরা।

"আমার কোনো শৈশব নেই, আট বছর বয়স থেকেই কঠোর শ্রম করছি" মৎস্য চিকিৎসক **আমেদ্য ভিয়েইরা** বলল, "নিপীড়নের হাত থেকে রক্ষা পাওয়া ও কাজের খোঁজে আমাকে সমুদ্র তটরেখা বরাবর ঘুরে বেড়াতে হয়েছে, এই কাজের বেতনে আমাদের ক্ষুধা মিটত না। আমার সারা জীবন কেটেছে ওপরওয়ালাদের দয়ায়। তারা এখানকার সবকিছুর মালিক: জাহাজ, ঝুড়ি ও প্যাকিং বাক্স প্রকল্প সবকিছু। তাদের অর্থ আছে, আছে প্রতিপত্তি। একবার আমি সেই ফ্যাসিবাদী দানব **হেনরিক টেনরেইরো** (১)-র সঙ্গে বিবাদ করেছিলাম। আমি তখন লিসবনে এক প্রমোদ তরণীতে কাজ করি এবং একটি যুবককে ছাঁটাই করার জন্য তার পক্ষ সমর্থন করি। আমি তাকে পুনর্বহাল করার জন্য টেনরেইরোকে বলি। তারা আমার পিছনে লাগতে লাগল এবং তারপর আমাকে তাড়িয়ে দিল..."।

আমেদ্য ভিয়েইরা ৪০ বছর আগেই ওপরওয়ালাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে যোগ দেয়, তখন তিনি তাঁর জীবনের প্রথম বড় ধর্মঘট ও শোভাযাত্রায় যোগ দেন, এই আন্দোলনকে পুলিস নির্মমভাবে ভেঙে দিয়েছিল। চল্লিশ বছর আগে তিনি কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেন। দুবার তিনি কারা-বরণ করেন। পেনিচে দুর্গে তাঁর ওপর অত্যাচার চালানো হয় এবং আজ পর্যন্ত তাঁর পিঠে অত্যাচারের দাগ রয়ে গেছে। মৎস্যজীবী ভিয়েইরার জীবন পর্তুগীজের পুরুষানুক্রমিক জীবন। পুরানো এ কমিউনিস্টের পথ তার হাজার হাজার শ্রেণী ভাইদের পথ।

আমার কমরেডরা অতীত সম্পর্কে যা বলেছে আমি কেবল তার পুনরুক্তি করতে পারি, বললেন **আলফ্রেডো ফেরেইরা** "২৫ এপ্রিল আমরা একটি লড়াই জিতেছি, কিন্তু সামনে আরো অনেক লড়াই রয়েছে। ওপরওয়ালারা এখনও আমাদের শোষণ করছে। ঐক্যবদ্ধভাবে আমরা আরও অনেক বেশি লাভ করতে পারব, কিন্তু মৎস্যজীবীদের মধ্যে অনেকে এখনও অজ্ঞ এবং দূরে দূরে থাকতেই পছন্দ করে..."

এমিদিও কোলহা বললেন, "২৫ এপ্রিলের পরে ওপর-ওয়ালারা আমাদের দ্বিগুণ বেতন দিতে বাধ্য হয়েছে আর স্বভাবতই তারা এটা পছন্দ করছে না..."

এমিদিও একটি মাছ ধরার জাহাজে কাজ করতেন, এর মালিক কর্মচারীদের কয়েকমাসের জন্য লে-অফ করার সিদ্ধান্ত নেয়। কিন্তু মৎস্যজীবীরা কাজ চালিয়ে যেতে থাকেন এবং বেতন দাবি করেন। মালিক ক্রুদ্ধভাবে গজরাতে লাগল, "এ যদি পুরানো যুগের দিনে ঘটত তো আমি লাঠি দিয়ে তোমাদের বেতন দিতাম।" আজকাল আর পুঁজিপতিরা তাদের মুনাফা রক্ষার জন্য সালাজারের পুলিসকে ডাকতে পারে না। তবুও তারা শ্রমিকদের কিছুই দিতে চায় না, এবং এই জাহাজ-মালিক জানিয়ে দিল যে শ্রমিকদের পাওনা আদালতের মাধ্যমেই দেওয়া হবে।

"ওপরওয়ালারা আমাদের কমিউনিস্টদের ঘৃণা করে" বললেন **মিগুয়েল ব্যারস**, "তারা আমাকে আমার কারখানার কাজ থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে, এই কিছুদিন আগে আমি জাহাজে খালাসীর কাজে যোগ দিই। তারা এখনও আমার ওপর নির্যাতন চালায়, বলে "আমরা জানি তুমি কমিউনিস্ট, আমাদের পর্তুগালে কমিউনিজমের কোনো দরকার নেই।"

অবশ্য সেসব দিন চলে গেছে যখন পর্তুগালের কি দরকার বা দরকার নয় এ সম্পর্কে বিবেচনা করার অধিকার একমাত্র শোষকশ্রেণীরই ছিল। এখন শ্রমিকরা এ বিষয়ের ওপর কথা বলতে পারেন।

"আমি একজন শ্রমিক এবং মনে করি আমাদের

---

১ ফ্যাসিস্ত পার্টি ও পর্তুগীজ সেনাবাহিনীর এক নেতৃস্থানীয় সদস্য, সালাজারকে যাঁরা প্রথম সমর্থন জানিয়েছিল তিনি তাদের অন্যতম এবং একনায়কের সুনজরে ছিলেন। একজন বড় মৎস ব্যবসায়ী ও মৎস্য শিকারীদের চাঁই, তিনি ২৭-২৮ সেপ্টেম্বরের ঘটনায় যুক্ত ছিলেন,, যার পর তিনি গ্রেপ্তার হন।

সকলকেই আরো বেশি ও আরো ভালো কাজ করতে হবে, বিশেষ করে এখন, যখন আমাদের দেশ আমাদের কাজ সবচেয়ে বেশি চায়।" বললেন **ফ্র্যান্সিসকো ফ্র্যাংকো**। আমাদের আলোচনা শেষ করে বললেন, "মালিকদের সঙ্গে লড়াই করাই আমাদের পক্ষে ভালো, কারণ তারা শ্রমিকদের লুঠ করে এবং প্রকৃতই তারা জনগণের জল্লাদ। ওপরওয়ালারা আরও ভালোভাবে বাঁচুক এটা আমরা চাই না। মৎস্যজীবীদের দরকার, গিয়ার, জাহাজ, সংগঠন এবং রাষ্ট্রের সাহায্য। তারা পুঁজিপতিদের বাদ দিয়েই নিজেরা কাজ করতে পারে।"

এবং কৃষকদের কি প্রয়োজন ?

"আমাদের যদি একটি সমবায় থাকত···" তাগুস নদী পর্তুগালকে প্রধান দুটি অঞ্চলে বিভক্ত করেছে, উত্তর প্রধানত ক্ষুদ্র আয়তন জমির মালিকানাধীন এবং দক্ষিণ বৃহৎ স্বত্বাধিকারীর অধীন। এই দুই অঞ্চলেই গ্রামীণ অধিবাসীদের গণতন্ত্রীকরণ পদ্ধতিতে সমর্থন জানানো ও বিপ্লবে তাদের অংশগ্রহণ করার মাত্রার মধ্যে পার্থক্য আছে, কিন্তু কৃষি সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা ও রাষ্ট্রের কাছ থেকে সাহায্যের প্রয়োজন একই রকম আছে।

দেশের উত্তরাংশে কৃষকদের মধ্যে কাজ করার দায়িত্বে আছেন পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির বিকল্প সদস্য **মার্গারিডা টেনগারিনা** তাকে 'গাইড' হিসাবে নিয়ে আমরা তাঁর সঙ্গে ছোট্ট গ্রাম আগুকাডুরায় পেঁছিলাম।

আমেদ্যু লিয়ানদ্রোর খামারটি অদ্ভুত : জীর্ণ ছেঁড়া কাপড়চোপড় সারি দিয়ে শুকোতে দেয়া হয়েছে, একটি পায়রার খাঁচা, খরগোশের খুপরি, একধারে ছোট আনাজের বাগান, গাদা করা জনারের ফসল আর তার ওপর রয়েছে কাঠের শস্য ছাড়ানোর দণ্ড। শ্রীমতী লিয়ানদ্রো আমাদের অভ্যর্থনা জানালেন, তাঁর গোলগাল চেহারার মুখে রয়েছে শ্রমকাতরতার ছাপ, কোলে তাঁর শিশু। ঐ শীতের দিনেও নগ্নপদ কতগুলি শিশু চঞ্চল চোখ নিয়ে তাঁর স্কার্ট ধরে ঝুলে দেখছে। সেই মুহূর্তে তাঁর বলিষ্ঠ চেহারার স্বামী গ্রাম থেকে বাচ্চাদেরই কোনো একজনের জন্য ওষুধ নিয়ে এলেন, তাঁর পরনে ছিল কালো রঙের সোয়েটার আর মাথার টুপিটা ছিল চোখ পর্যন্ত নামানো। আমাদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়ে মার্গারিডা বললেন, 'আমেদ্যু খুব ভালো কর্মী, চমৎকার মানুষ এবং একজন ফ্যাসি-বিরোধী।' আমরা ক্ষেত দেখতে বাইরে গেলাম। ক্ষেত ? একটি চতুর্ভুজাকার গর্তে সারি দিয়ে তরিতরকারি বোনার ধাপ রয়েছে সঙ্গে আছে জল দেবার নালা আর তার খাড়া অংশে আঙুর লতারা আঁকড়ে ধরে উঠছে।

আমেদ্যু বললেন, "আমাদের এদিকে বড় ভূস্বামী নেই। আসলে এক হেক্টরের বেশি জমি কারোই নেই। যাঁরা নিজেরা জমি চাষ করতে পারে না যেমন বৃদ্ধ বা অক্ষমরা তাঁরা অন্যকে জমি লীজ দেয়। আমি এই জমি ভাড়া নিয়েছি কিন্তু আমার বাড়ির চারপাশে আমার নিজস্ব জমিও আছে। আপনারা তা দেখেছেন। আমরা আমাদের দুমুঠো খাবার যোগাড় করতে পারি, কারণ এ জমির মাটি খবই ভালো, তবে সুবৎসর বা দুর্বৎসর দুইই তো রয়েছে।

"আমাদের রয়েছে বড় বড় বালিয়াড়ি অঞ্চলগুলি যেগুলির জলের প্রয়োজন আছে। কিন্তু সেচের খাল কাটার রয়েছে সমস্যা, কারণ প্রত্যেক খামারিরই আশঙ্কা তার প্রতিবেশী কোনো খাল কাটলে তার নিজের জমির ক্ষতি হতে পারে। যদি যৌথভাবে ব্যবহার করা, মিলিতভাবে খালকাটা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য আমরা সমবায় সংস্থা গড়তে পারতাম তাহলে এসব বালিয়াড়িগুলিকে উর্বর ক্ষেতে রূপান্তরিত করা যেত। কৃষকরা বলে, যদি সরকার আমাদের ঋণ দিয়ে সাহায্য করে তাহলে এই জমিকে স্বর্গরাজ্যে পরিণত করতে পারি। আমরা কেবল উত্তরাঞ্চলকেই নয়, গোটা দেশকে, এমনকি বিদেশে রপ্তানির জন্যও তরিতরকারি সরবরাহ করতে পারতাম। আর যদি আমাদের একটি সংরক্ষণের কারখানাও থাকত··· ।"

কথাবার্তার উপসংহারে মার্গারিডা বলেন, "উত্তরাঞ্চলে চাষবাস হয় সেকেলে ধরনে। ক্ষেতগুলি ছোট ছোট এবং যন্ত্রপাতিও যৎসামান্য। কোনো কোনো জোতের মধ্যে মাত্র দুটি বা তিনটি পৃথক জমি রয়েছে। উত্তরাঞ্চলের কৃষকরা ক্ষুদে চাষী এবং প্রজাও বটে যারা সচরাচর নিজেরাই নিজেদের জমিতে চাষবাস করে আর কদাচিৎ মজুর খাটায়।"

কমিউনিস্টদের অভিমত হচ্ছে উত্তরাঞ্চলে জমির স্বত্বের প্রণালী বদল করে, ক্ষুদে ও মাঝারি কৃষকদের অধিকারাদি উন্নততর করে এবং তাদের মধ্যে সমবায় গড়তে সাহায্য করে অথবা সেগুলির পুনর্গঠন করেই শুধু সে অঞ্চলের কৃষিকে দারিদ্র্য ও পশ্চাৎপদতার অবস্থা থেকে উন্নীত করা যায়। এটাই হচ্ছে গোটা পর্তুগালের কৃষি কার্যক্রমের বনিয়াদ, যদিও অন্যান্য অঞ্চলের নিজ নিজ সমস্যাও আছে যেগুলির অনেকগুলিই সমান দুরূহই বটে।

"আমরা কাজ করতে চাই !" দক্ষিণ পর্তুগালের আলেন্তেজো প্রদেশ। কমলালেবু ও জলপাইয়ের বাগান এবং কর্ক গাছের বাগিচাগুলি উজ্জ্বল রোদে ঝলমল করে। কৃষকরা সবাই পরে কালো রংয়ের পোশাক। ছোট ছোট টিলার উপর শোভা পায় স্থানীয় জমিদারদের সাদা রংয়ের বাড়িগুলি যেগুলি মধ্যযুগীয় সামন্ততান্ত্রিক দুর্গগুলির কথা যেন মনে করিয়ে দেয়। পথের দুধারে মাইলের পর মাইল জুড়ে রয়েছে কাঁটা তারের বেড়া যা জমিদারদের জমি রক্ষা করে আর যেগুলির মধ্যে প্রচুর পরিত্যক্ত জলপাই বাগিচা এবং পতিত জমিও রয়েছে, যেগুলি হাজার হাজার পর্তুগীজের গ্রাসাচ্ছাদন ও কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে পারে।

সর্বত্র সাদা আর কালো রংয়ের মধ্যে যেন চলছে প্রতিদ্বন্দ্বিতা। ঠিক যেরকম কৃষক ও জমিদারদের স্বার্থ ও মেরুকৃত এবং বিরুদ্ধ প্রকৃতির। আলেন্তেজোর কৃষি-শ্রমিকশ্রেণী, একনায়কতন্ত্রের আমলে যা জঙ্গী শ্রেণীসংগ্রামের জন্য ছিল পরিচিত, তা অতীতের মতোই বিপ্লবী পরাক্রমশীল আছে। জমিদারগোষ্ঠী বৃথাই সময়ের অগ্রগতি স্তব্ধ করতে চেষ্টা করছে। খামার শ্রমিকরা তাদের ট্রেড ইউনিয়ন গঠন করেছে, ক্ষুদে ও মাঝারি জমির মালিকরাও নিজেদের সমিতি গড়ছে,—আর জমিদারগোষ্ঠীকে সেই পথই অনুসরণ করতে হচ্ছে। বিংশ শতাব্দীর শেষ কোয়ার্টারে একটা বিলীয়মান অর্থনৈতিক যুগের এই আজব অবশেষগুলি কোন অভীষ্ট লাভের আশা করছে ?

পিয়াস গ্রামে আমরা একদল কমিউনিস্ট খামার শ্রমিকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করি।

আমরা জিজ্ঞেস করলাম : "আপনাদের পিয়াসেও কি হাজার হাজার হেক্টর জমির মালিকরা আছে, যদিও বহু কৃষকের আদৌ কোনো জমি নেই ? আপনাদেরও কি এমন

হাল যে মুষ্টিমেয় জমিদার যত জমি চাষ করে তা সমস্ত কৃষকের মোট চাষের জমির চেয়েও বেশি ?"

চল্লিশ বছরের পুরানো কমিউনিস্ট **ভিসেন্তে আঞ্জেলিকা** বললেন : "হ্যাঁ। অবশ্য জেলায় ক্ষুদে ও মাঝারি খামার মালিকও আছে তবে অধিকাংশ জমিই মাদেইরা ব্রাদার্সের মতো বড় বড় জমিদারের সম্পত্তি। আরও কয়েকটি পরিবার আছে যাদের প্রত্যেকটি ৪ হাজার হেক্টর বা তার চেয়েও বেশি জমির মালিক। ঠিক ঐ সময়েই আমাদের তিনশো পরিবার আছে যাদের কোনো জমিই নেই।"

"আর তবু জমিদাররা আপনাদের কাজ দিচ্ছে না ?"

ফ্রানসিসকো পিকা বললেন : যদিও পঞ্চাশ বছর ধরে কাজ করার পক্ষে যথেষ্ট জমি রয়েছে তবু তারা তা দেয় না। ২৫ এপ্রিলের কয়েকদিন পরেই আমি কাজের জন্য ফ্রান্সে চলে গিয়েছিলাম। সেখানে ৪৫ দিন কাজ করে ফিরে এসেছি। তারপর আর মাত্র ১০ দিন কাজ পেয়েছি।"

"অর্থাৎ এখানে কিছুই বদলায় নি। জমিদাররা গণ-তান্ত্রিক প্রক্রিয়ার বিরোধী এবং নতুন প্রশাসনকে সাবোতাজ করছে ?"

ভিসেন্তে আঞ্জেলিকা বললেন : "পরের যাত্রাভঙ্গের জন্য ওরা নিজেদের নাকও কেটে দিতে পারে। একবার তারা ফসল জ্বালিয়ে দেবার জন্য একটা বোকা ছেলেকে উস্কে দিয়েছিল। তারপর থেকে আমরা ফসল না-তোলা পর্যন্ত রাতদিন ক্ষেতে পাহারা দিই। এখন আমাদের একটি ট্রেড ইউনিয়ন আছে। এটা এখন মাত্র দাঁড়িয়ে উঠছে, কিন্তু তবু ইতিমধ্যেই জমিদারদের শ্রমিকদের দাবি মানতে বাধ্য করছে ; আমরা নিশ্চয়তাপূর্ণ মজুরির এক নতুন যৌথ চুক্তি অর্জন করেছি।"

মানুয়েল মোইতা বলেন : "আমি মনে করি এখানে পিয়াসে যেসব কর্তব্য পার্টি আমাদের সামনে উপস্থিত করেছে আমরা তা পালন করতে সক্ষম হয়েছি। কয়েক-দিনের মধ্যেই আমাদের শ্রম-সংস্থার কমিটি জমিদারদের খামারগুলিতে কাজের জন্য শ্রমিক স্থির করতে আরম্ভ করবে। কমিটিতে দুজন জমিদার, দুজন কৃষি শ্রমিক এবং একজন প্রযুক্তিবিদ রয়েছে। যেহেতু অধিকাংশ প্রযুক্তিবিদ এবং ইঞ্জিনিয়ারই বড় জমিদারদেরই ছেলে, কাজেই একজন প্রযুক্তিবিদ পেতে আমাদের কিছু অসুবিধা হয়েছিল। তা কমিটি স্থাপনে বিলম্ব ঘটিয়েছিল এবং লোকজন ধৈর্য হারাচ্ছিল, কারণ বহুলোক যে অনশনে কাটাচ্ছিল।"

জোসে বোর্গেস আমাকে বললেন : "এক সপ্তাহ আগে পার্টি ব্রাঞ্চ এই বাড়িতে উঠে এসেছে। আমরা এখানেই আমাদের সভা করি। আমাদের সদস্যসংখ্যা প্রতিদিনই বাড়ছে। অপেক্ষাকৃত অগ্রসর শ্রমিকরা ইতিমধ্যেই বুঝেছে এখন প্রধান বিষয় হল কৃষি সংস্কার। কাজের চুক্তিগুলি গুরুত্বপূর্ণ, তবে সেগুলিই যথেষ্ট নয়। কেবল কৃষি সংস্কারই আমাদের মানুষের মতো বাঁচতে পারা সম্ভব করবে।"

পিয়াসের খামার শ্রমিকদের মহান নভেম্বর বিপ্লবের মহিমাপূর্ণ একটি গানের মাধ্যমে আমাদের সফর শেষ হয়। তারা কুড়ি বছর আগে এই আলেন্তেজু প্রদেশে যে **কাতারিনা ইউফোমিয়াকে** হত্যা করা হয়েছিল তার সম্পর্কে, দক্ষিণাঞ্চলের খামারশ্রমিকদের দুর্দশা সম্পর্কে এবং রুটি ও আজাদীর লড়াই সম্পর্কেও গান গেয়ে শোনায়।

পর্তুগালের শহর ও গ্রামগুলিতে এ সংগ্রাম প্রতিনিয়ত চলছে। পি সি পি-এর (বিশেষ) সপ্তম কংগ্রেস তার আবেদনে গুরুত্ব সহকারে বলেছে, রাজনৈতিক জয়ের সঙ্গে সঙ্গে গণতন্ত্রের জন্য সংগ্রামের অবসান হয় না ; অর্থ-নৈতিক পরিমণ্ডলেও জয়লাভ করা দরকার। মনোপলি-সমূহ এবং বড় জমিদারবর্গের অর্থনৈতিক ক্ষমতা সঙ্কুচিত করা এবং শেষাবধি বিলুপ্ত করাই যে জনগণ ও দেশের স্বার্থ-সঙ্গত একমাত্র সমাধান ঘটাতে পারে একথা সর্বদা দেখিয়ে দিতে পার্টি কখনও ক্লান্তি বোধ করে না।

আমাদের ঠাসা সফরতালিকা প্রতিটি দিনই প্রায় মাঝ রাত অবধি চলত, কিন্তু তবু পর্তুগাল ছেড়ে আসার সময় আমরা এই অপরাধীর মনোভাব অতিক্রম করতে পারি নি যে, পর্তুগালের বিপ্লবের আরও অসংখ্য যোদ্ধার সঙ্গে মিলিত হবার যে আগ্রহ আমাদের ছিল তা পূর্ণ হল না। আর এই সংবাদ নিবন্ধের উপসংহার টানতে গিয়েও দুঃখের সঙ্গে একথা আমাদের উল্লেখ করতেই হবে যে, পাঠকের আগ্রহ মেটাতে পারত এমন বহু ঘটনা যা আমাদের মনে রেখাপাত করেছে সেগুলিকেও বাদ দিতে হল।

আমরা আমাদের প্রধান মন্তব্য ও সিদ্ধান্তগুলি প্রকাশ করতে চেষ্টা করেছি। আমরা আবার গুরুত্ব দিয়ে বলছি যে সেগুলির একটি হল এই দৃঢ় প্রত্যয় যে, দেশের গণতন্ত্র সম্প্রসারণের জন্য পর্তুগালের কমিউনিস্টদের চেয়ে বেশি নিঃস্বার্থভাবে অন্য কেউই কাজ করতে পারে নি।

কমিউনিস্ট পার্টির সদর দপ্তরে পর্তুগালের একটি মানচিত্র রয়েছে যাতে দেশের সর্বত্র যেখানে যেখানে পার্টি শাখা আছে সেগুলি গোলাকার চক্রের দ্বারা চিহ্নিত। সেগুলির সংখ্যা দুশোর বেশি। পার্টির সদস্যসংখ্যা বাড়ছে। বড় বড় ফ্যাক্টরির কোনো কোনোটায় পার্টি সংগঠনের সদস্য-সংখ্যা কয়েকশোর মতো। পার্টির ডাকে সংগঠিত সভা মাত্রই বিনা ব্যতিক্রমে আরম্ভ হয় "আভান্তে, কামারাদা, আভান্তে" ("এগোও, কমরেড, এগোও !") গানটি গেয়ে। এগোও, কারণ, যা কিছু ঘটেছে তাতে অগ্রসর হওয়া সম্ভব হচ্ছে। এগোও, কারণ, সংগ্রাম সমাপ্ত হতে অনেক বাকী, কারণ, বিপ্লব একটা সন্ধি-পর্যায়ে উপনীত।

কেন্দ্রীয় কমিটি দপ্তরে আমাদের দীর্ঘ আলোচনার উপ-সংহার টানতে গিয়ে **সের্গিও ভিলারিগুয়েস** মন্তব্য করেন : "আমাদের ত্রুটিগুলি সম্পর্কে আমরা অত্যন্ত ভালোরকমে অবহিত আছি, আর কোনোক্রমেই নিজেদের বিপথগামী হতে দিই না। তবে আমরা এটাও জানি যে, পার্টির শক্তিতে, তার রাজনৈতিক, মতাদর্শগত এবং সাংগঠনিক ঐক্যে, তার মার্কসবাদ-লেনিনবাদে নিহিত আছে, আর তা হাজার সূত্রে জনগণের সঙ্গে সংযুক্ত। আমরা এটাও উপলব্ধি করি যে আমাদের পার্টির দায়িত্ব জাতীয় ও আন্তর্জাতিক উভয়-ক্ষেত্রে অপরিমেয়ভাবে বেড়ে গিয়েছে, আর আমরাও সেই দায়িত্বের উপযোগী হবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করছি। আমরা সমস্ত বিপ্লবী শক্তির ভ্রাতৃত্বমূলক সমর্থন, আমাদের সংগ্রামের প্রতি বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলনের সমর্থন সম্পর্কে প্রত্যয়শীল। এ সংগ্রামে আমাদের পথে যত বাধাই আসুক না কেন, অতীতের সব সময়ের মতোই আমরা অপ্রতিহতভাবে এগিয়ে যাবই।"

বর্তমানের সঙ্কট ও যুদ্ধের সমস্যা

বহু বছর ধরে পুঁজিবাদী বিশ্বে প্রধান মতবাদ এই বিভ্রান্তির প্রশ্রয় দিয়ে এসেছে যে, পুঁজিবাদ সংকট-মুক্ত উন্নয়নের চাবিকাঠির সন্ধান পেয়েছে। মন্দা, কর্মসংস্থানের ক্ষেত্র সংকোচন এবং পণ্য ও অর্থের বিপুল বিভ্রাট রয়েছে, কিন্তু বুর্জোয়া রাজনৈতিক অর্থনীতি এগুলোকে সামান্য অঘটন হিসাবে উড়িয়ে দেওয়া হয় এবং এই অর্থনীতিতে এগুলোকে পুঁজিবাদের সাধারণ অর্থনৈতিক স্থিতিহীনতা বলে গণ্য করা হয় না। বর্তমানে অবশ্য এই আশার সামান্য লক্ষণ আছে বা নেই। এমন কি বৃহৎ একচেটিয়া সংবাদপত্রগুলো এসব সরাসরি উল্লেখ করতে শুরু করেছে। আর কখনো এই অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের কথা হঠাৎ উল্লেখ করা হয় না এবং যে মৌল সমস্যা ইতিপূর্বেই সমাধান হয়ে গেছে বলে মনে করা হত, সে সমস্যা হচ্ছে পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থার গভীর ও সর্বাত্মক সংকট—সেইগুলো তারা এখন মোকাবিলা করছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বেকারির গতি যুদ্ধ-পূর্ব পর্যায়ের দিকে ধাবিত হবার সঙ্গে সঙ্গে বিপুল মন্দার সম্ভাব্য পুনরাবৃত্তির অশুভ ইঙ্গিত দেখা যাচ্ছে। অনেক ভবিষ্যৎ বক্তা আরও কঠিন উৎপাদন সংকট, ব্যাপক লক-আউট এবং ক্রমপর্যায়ে দেউলিয়া অবস্থার প্রতিক্রিয়ার পূর্বাভাষ দেন। অর্থনৈতিক সংকটের সম্ভাব্য বিস্তার সম্পর্কে চিন্তার সঙ্গে সঙ্গে তারা আরও বেশি করে অশুভ প্রশ্ন উত্থাপন করছেন ঃ এই কঠিন অর্থনৈতিক বিশৃঙ্খলা একটি আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক এবং সামরিক বিপর্যয়ের দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। ফরাসী মাসিক পত্রিকা **লা মনডে ডিপ্লোমেটিক** বলেন, "রাইখ-এর পরাজয়ের ত্রিশ বছর পর এই প্রথম ফাটল দেখা যাচ্ছে, এবং এটা শুধু অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নয়—সম্ভবত বিশ্ব-শান্তির(১) ক্ষেত্রেও।"

এটা এক অশুভ অনুমান, কিন্তু এই অনুমান অগ্রাহ্য করা উচিত নয়।

প্রধানত ইতিহাসের অভিজ্ঞতাকে আমরা বাতিল করে দিতে পারি না। ১৯১৩ সালে চক্রাকারে অতি-উৎপাদনের যে সংকট শুরু হয় তার পরিপ্রেক্ষিতে প্রথম মহাযুদ্ধ সংগঠিত হয় এবং তা প্রায় সমস্ত পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলিকে প্রভাবিত করে। ১৯২৯-৩৩ সালের এক অস্বাভাবিক গুরুতর সংকটের পর ১৯৩৭-১৯৩৮ সালে সাম্রাজ্যবাদী অর্থনীতির নতুন মন্দা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূচনা করে।

সংকট ও যুদ্ধের মধ্যে এক নির্দিষ্ট যোগসূত্র আছে। মার্কসবাদী-লেনিনবাদী রাজনৈতিক অর্থশাস্ত্র প্রমাণ করেছে যে, ব্যবসা চালু রাখার জন্য অর্থনীতির সামরিকীকরণ ও অস্ত্র মজুত সাম্রাজ্যবাদী বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে সম্পূর্ণ সঙ্গতিপূর্ণ। সামাজিক পুনরুৎপাদনের নতুন চক্রে উত্তরণ করতে হলে পুঁজিবাদকে অবশ্যই তার স্থায়ী মূলধনকে পুনরায় চালু করতে হবে। যুদ্ধ এ ধরনের পুনরাবৃত্তির অন্যতম পথ হতে পারে, কারণ এটা অর্থনীতির কাঠামোকে বিধ্বস্ত না করলেও তাকে অনিবার্যভাবে বদলে দেয়। বিশ্বপুঁজিবাদ ১৯৩০ সালের সংকটের অবসানের জন্য যুদ্ধকেই বেছে নেয়।

আজকেও প্রমাণ রয়েছে যে, ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক সংকটের পরিস্থিতির সঙ্গে প্রতিক্রিয়াশীল প্রবণতাগুলি পুঁজিবাদী অভ্যন্তরীণ নীতির ক্ষেত্রে যুক্ত হয় এবং আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদের রণনীতির অত্যন্ত বিপজ্জনক দিকগুলি মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে।

মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী চক্র আমেরিকাকে সমস্ত পুঁজিবাদী দেশগুলির অবিসংবাদী নেতারূপে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য অর্থনৈতিক বিশৃঙ্খলার সুযোগ গ্রহণের প্রচেষ্টা চালিয়েছে। এই লক্ষ্যের সত্যতা প্রমাণের জন্য ওয়াশিংটন বর্তমান পরিস্থিতি ও ১৯৪৫-৪৯ সালের অবস্থার মধ্যে একটা সাদৃশ্য টানছে। আমরা স্মরণ করতে পারি, ঐ সময় আমেরিকার অধিনায়কসুলভ আকাঙ্ক্ষা ঠাণ্ডা লড়াই-এর সূত্রপাত করে, অস্ত্র প্রতিযোগিতার অবস্থা সৃষ্টি করে, স্থানীয় যুদ্ধে হাজার হাজার মানুষের প্রাণহানি ঘটায় এবং গোটা কালপর্বকে উত্তেজনা ও ভীতির পরিবেশে বিলুপ্ত করে দেয়।

আন্তর্জাতিক উত্তেজনা প্রশমনের প্রক্রিয়াকে বন্ধ করার জন্য প্রতিক্রিয়াশীলরা নিকৃষ্ট কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। ১৯৭২ সালের সোভিয়েত-আমেরিকা বাণিজ্য চুক্তিকে বানচাল করার জন্য শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের শত্রুরা কুতিত্ব নিচ্ছে। সোভিয়েত ইউনিয়ন ও অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক গোষ্ঠীর দেশগুলিকে মোকাবিলায় তারা "শক্তির অবস্থান থেকে" উদ্ভূত দেউলিয়া নীতির পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য তারা তাদের কোনো উদ্দেশ্যই আর গোপন রাখছে না।

মার্কিন ভাষ্যকার অ্যান্টনি লুইস আমেরিকায়(২) "ভিয়েতনাম বিজয়" বলে যে ব্যাখ্যা করেছেন, তাতে বিশ্বজনমত উদ্বিগ্ন। পেন্টাগন পুনরায় ভিয়েতনামে আমেরিকার সশস্ত্র হস্তক্ষেপের সম্ভাবনার কথা ঘোষণা করেছে। পর্যবেক্ষকগণ উল্লেখ করেন,—ইন্দোচীনের বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে ওয়াশিংটনের সরকারী মহলের মূল্যায়ন ১৯৬০ সালে মার্কিন আগ্রাসনের আগে যে কথা বলা হয়েছিল, সে কথাই লক্ষণীয়ভাবে স্মরণ করিয়ে দেয়। অনেকে এটাকে মুমূর্ষু সায়গন শাসনের সমর্থনে শুধু একটা রাজনৈতিক প্রচার এবং নতুন অস্ত্র সরবরাহের উপযোগী মনস্তাত্ত্বিক আচরণ বলে গণ্য করেন। অনেকে মনে করেন যে, ভিয়েতনামে পুনরায় ফিরে যাওয়ার সম্ভাবনা সম্পর্কে মার্কিনী

---

১ লা মনডে ডিপ্লোমেটিক, নভেম্বর, ১৯৭৪, পৃঃ ১১।

২ **ইন্টারন্যাশনাল হেরাল্ড ট্রিবিউন,** জানুয়ারি ১৭, ১৯৭৫।

ইঙ্গিতের অর্থ হচ্ছে, আমেরিকার অভ্যন্তরে যে অর্থনৈতিক দুরবস্থা চলছে, তা থেকে মানুষের দৃষ্টি অন্যদিকে সরিয়ে দেওয়া। সে যাই হোক, সাম্রাজ্যবাদীরা আগুন নিয়ে খেলছে; ইন্দোচীনের ওপর তাদের রাজনৈতিক-সামরিক কার্যকলাপ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া এবং সারা বিশ্বে উভয় ক্ষেত্রেই বিপজ্জনক।

এটা হচ্ছে মুনাফার জন্য একচেটিয়াদের অভিযান এবং পুঁজিবাদী সমাজে ক্রমবর্ধমান সামাজিক উত্তেজনার পিছনে পুঁজিবাদের যে অর্থনৈতিক অক্ষমতা রয়েছে সেই দোষারোপ থেকে নিজেদের মুক্ত রাখার ইচ্ছা এবং এটা আন্তর্জাতিক স্থিতাবস্থাকে বিঘ্নিত করার বৈদেশিক রাজনৈতিক প্রয়াস। এই অর্থে শ্রমজীবী জনতার ওপর একচেটিয়া পুঁজিবাদের আক্রমণ এবং মধ্য প্রাচ্যে তেল উৎপাদনকারীদের প্রতি সাম্রাজ্যবাদী হুমকী একই পর্যায়ভুক্ত।

প্রায় সমস্ত প্রধান প্রধান পুঁজিবাদী দেশগুলিতে বিপর্যয়কারী মুদ্রাস্ফীতির জন্য শ্রমিকশ্রেণীকে প্রথম অপরাধী বলে চিত্রিত করা হচ্ছে এবং তাদের অর্থনৈতিক দাবি-দাওয়ার সংগ্রামকে প্রধান কারণ হিসেবে প্রচার চালানো হচ্ছে। শহরের মনোভাব সম্পর্কে লণ্ডনের **ইকনমিস্ট** সংখ্যার পর সংখ্যায় প্রকাশ করছে যে ইউনিয়নকে দমন করা ও শ্রমিকদের আয় সংকোচ(১) করার সরকারী আদেশের মধ্যেই ব্রিটেনের মুক্তি নিহিত রয়েছে। একচেটিয়া অধিকার সুস্পষ্টভাবে সিদ্ধান্ত নিয়েছে, পুঁজিবাদীদের অর্থনৈতিক বিশৃংখলা ও আইনত মজুরি ছাঁটাই-এর অনেকদিনের আকাঙ্ক্ষা পূরণের সম্ভাবনার সৃষ্টি হয়েছে।

অনুরূপভাবে তেল-উৎপাদনকারী দেশগুলিকে সংকটের বহির্দেশীয় অপরাধী বলে চিহ্নিত করা হচ্ছে। বিগত ১৮ মাস সময় ধরে পুঁজিবাদী প্রচারকরা এই মর্মে উৎকট জাতি-দম্ভের বিকারকে উস্কানি দিয়ে চলেছে যে, পুঁজিবাদের বর্তমান অর্থনৈতিক দুর্গতির মূলে রয়েছে মধ্য প্রাচ্য দেশ-গুলির তেল-নীতি। মাসের পর মাস যে আরব-বিরোধী মনোভাব গড়ে তোলা হয়েছে, তা রাজনৈতিক আবহাওয়াকে বিষাক্ত করে তুলেছে এবং তার ফলে কতিপয় মার্কিন রাজ-নীতিবিদ মনে করে, আমেরিকা মধ্য-প্রাচ্যের তেল-উৎপাদন-কারী দেশগুলির বিরুদ্ধে সশস্ত্রবাহিনী নিয়োজিত করতে পারে। তাদের এই হুমকির আড়ালে যে শর্তই আরোপ করা হোক না কেন, এ ধরনের হুমকি ভবিষ্যৎ অন্তর্জাতিক নিরাপত্তার পক্ষে উদ্বেগের এক গুরুতর কারণ।

সুতরাং সংক্ষেপে বলতে হয়, বর্তমান পুঁজিবাদী সংকট থেকে উদ্ভূত পরিস্থিতি দুনিয়াকে পুনরায় ঠাণ্ডা লড়াই-এর দিকে ঠেলে দিতে চাইছে এবং শ্রমজীবী জনতার বিপক্ষে ও সাম্রাজ্যবাদী প্রভুত্ব থেকে যারা নিজেদের মুক্ত করেছে, তাদের সার্বভৌম অধিকারের বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রতিক্রিয়ার সর্বশেষ প্রয়াসকে সজীব করে তুলেছে।

যাই হোক, ইতিহাস, তত্ত্ব বা বর্তমান বিশ্ব-পরিস্থিতি এমন কোনো নিশ্চিত সিদ্ধান্ত করতে পারে না যে, পুঁজি-বাদের অর্থনৈতিক আলোড়ন, সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন ও যুদ্ধের মধ্যে একটা লৌহবর্ম-বিশিষ্ট কার্যকারণ সম্পর্ক রয়েছে। সামাজিক ঘটনাবলী, বিশেষ করে তাদের ঘাত-প্রতিঘাতের আন্তঃপ্রক্রিয়া সর্বদাই অত্যন্ত জটিল। পুঁজি-বাদী অর্থনীতির দারুণ সংকট অনিবার্যভাবে যুদ্ধের পথে ঠেলে দেয়, এরূপ সুনিশ্চিত সিদ্ধান্ত এসব থেকে টানা যায় না।

অন্যান্য কারণগুলির মধ্যে নিম্নলিখিত দুটি কারণে এই সিদ্ধান্ত স্পষ্টতই ভুল। প্রথমত, যুদ্ধ সরাসরি অর্থ-নীতি থেকে উদ্ভূত নয়; চিরায়ত সংজ্ঞা অনুযায়ী যুদ্ধ হচ্ছে অন্যভাবে রাজনীতিরই ধারাবাহিক পরিণতি। দ্বিতীয়ত, যদিও অর্থনৈতিক সংকট পুঁজিবাদের অংশ, কিন্তু এর প্রত্যেকেরই ঐতিহাসিকভাবে বিশেষ বৈশিষ্ট্য রয়েছে। সুতরাং, সংকটের সম্ভাব্য বিশ্বব্যাপী তাৎপর্যের মূল্যায়ন করতে গিয়ে আমাদের অবশ্যই বিশ্ব-বিকাশের বর্তমান স্তরের বিশেষ দিকগুলিকে পূর্ণভাবে বিবেচনা করতে হবে।

নিঃসন্দেহে, এদের একটি হচ্ছে শিল্প মন্দা এবং বিপুল মুদ্রাস্ফীতির সামঞ্জস্যহীন সংযুক্তি। অনুরূপভাবে, পুঁজি-বাদের মুদ্রা, রাজস্ব, তেল ও খাদ্য সরবরাহ কাঠামোর ভগ্ন-দশার মধ্যে অর্থনৈতিক অগ্রগতির ধারার চরম অবনতি এক তুলনাহীন ঘটনা। প্রখ্যাত মার্কিন অর্থনীতিবিদ পল সামুয়েলসন সঠিকভাবেই বলেছেন—"আমি সামনের অসু-বিধাগুলোই দেখছি, তবে সেগুলো ১৯৩০-৩৩ সালের অনুরূপ(১) নয়।" বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদরা মনে করেন যে, বর্তমান সংকট কেবল মাত্র তার অর্থনৈতিক বৈশিষ্ট্য-গুলি আগেকার সংকট থেকে ভিন্ন। কিন্তু অর্থনৈতিক প্রক্রিয়ার চাইতেও এ ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উপাদান রয়েছে।

এর বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে বর্তমান সংকট সম্পূর্ণ এক নতুন ধরনের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক রাজ-নৈতিক অবস্থানের মধ্যে বেড়ে চলেছে।

প্রথমত, আন্তর্জাতিক সম্পর্কের মধ্যে এবং শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান গ্রহণের ক্ষেত্রে পদ্ধতির পরিবর্তন রয়েছে। এটা ধারণা করা ভুল হবে যে উত্তেজনা প্রশমন হচ্ছে প্রভাবশালী রাষ্ট্রগুলির মধ্যে রাজনৈতিক চুক্তির যোগফল ছাড়া আর কিছুই নয়। এর একটা শক্তিশালী বাস্তব ভিত্তি রয়েছে, এর মধ্যে বিশ্ব শক্তিসমূহের নতুন ভারসাম্য এবং বিশ্ব পরি-স্থিতির ওপর সমাজতন্ত্রের ক্রমবর্ধমান প্রভাবের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত। ১৯৩০-এর দিনগুলিতে যুদ্ধ বন্ধের প্রচেষ্টার ক্ষেত্রে সোভিয়েত ইউনিয়ন ছিল একা। বর্তমানে সমাজতান্ত্রিক গোষ্ঠীর বিপুল প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ও অর্থ-নৈতিক সামর্থ্যের ওপর আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা নির্ভর করছে। এটা হল আমাদের এ যুগের জোরালো বাস্তবতা এবং সাম্রাজ্যবাদী শাসক চক্র রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত এটার স্বীকৃতি না দিয়ে পারে না। এই বাস্তবতা হল যে যুদ্ধের মাধ্যমে সংকট সমাধানের প্রচেষ্টা বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে।

আমাদের যুগের আর একটি বিশেষত্ব হচ্ছে বুর্জোয়া সমাজের মধ্যেই শ্রেণীগত এবং রাজনৈতিক শক্তিবিন্যাস, এবং বর্তমান পুঁজিবাদী সংকটের সম্ভাব্য পরিণতিগুলির মূল্যায়নের ক্ষেত্রে এই বৈশিষ্ট্যকে অস্বীকার করা যায় না। যুদ্ধের পথ উন্মুক্ত করার জন্য ত্রিশ শতকের সংকট প্রথমেই হিটলারকে ক্ষমতাসীন করে। অবশ্য আজকে আমাদের দক্ষিণপন্থী শক্তিসমূহের বিপজ্জনক তৎপরতা উপেক্ষা করা উচিত নয়। কিন্তু পুঁজিবাদী দেশগুলিতে শ্রমিকশ্রেণী ও গণতান্ত্রিক শক্তিসমূহ চরম প্রতিক্রিয়ার পথকে প্রতিহত করতে যথেষ্ট শক্তিশালী। সেখানে প্রলেতারিয়েতদের শ্রেণী-চেতনা,

---

৩ অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে ১৯৭৪ সালের ২৮ ডিসেম্বরের **দি ইকনমিস্ট**-এর ৫৬ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

১ নিউজ উইক, ২৮ অক্টোবর, ১৯৭৪।

জনগণের রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা ও বামপন্থী শক্তিগুলির সংগঠনের বৃদ্ধি হয়েছে এবং একচেটিয়াদের স্বার্থরক্ষায় গণতন্ত্রের কণ্ঠরোধ করা ও একনায়ক শাসন প্রতিষ্ঠা করার প্রচেষ্টা প্রতিহত হচ্ছে।

কমিউনিস্ট ও ওয়ার্কার্স পার্টিগুলি দৃঢ়তার সঙ্গে বলে যে, দক্ষিণপন্থী বিপদ দূর করার ও সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রগতির জন্য নতুন অবস্থান অর্জন করার নিশ্চিত পথ হল একচেটিয়া-বিরোধী সংগ্রামে শ্রমজীবী জনগণ, সমস্ত গণতন্ত্রীদের মধ্যে ঘনিষ্ঠ ঐক্য।

মন্দার ফলে ক্রমবর্ধমান বেকারি থেকে পুঁজিবাদীরা একটি রাজনৈতিক সুযোগ লাভ করে—তা হল ধর্মঘট আন্দোলনের মন্থরতা। কিন্তু ব্যাপক লে-অফ সত্ত্বেও বর্তমান সংকটে তা ঘটে না। বরঞ্চ যুদ্ধোত্তর কালের সংকটের প্রথম বছরেই ধর্মঘটের সংখ্যা, স্থিতিকাল ও ধর্মঘটীদের সংখ্যার ক্ষেত্রে একটা রেকর্ড স্থাপিত হয়েছে। এর অর্থ হচ্ছে, যে অর্থনৈতিক অসুবিধা শ্রমিকদের রাজনৈতিক কার্যকলাপকে নিস্তেজ করে দেবে, এই অনুমানের ওপর নির্ভর করে একচেটিয়ারা ইচ্ছামত কাজের কথা বিবেচনা করতে পারে না।

সাম্রাজ্যবাদীরা আগের মতো উপনিবেশগুলি থেকেও সম্পদ আহরণ করতে পারে না। সদ্য-স্বাধীন দেশগুলি সাফল্যের সঙ্গে তাদের সার্বভৌম অধিকার তুলে ধরছে। তারা তাদের আন্তর্জাতিক মর্যাদা এতটা শক্তিশালী করেছে যে, তারা এখন নিজেদের ক্ষতি স্বীকার করেও সংকট হ্রাস করার জন্য সাম্রাজ্যবাদী অপচেষ্টাকে প্রতিহত করতে পারে।

বিশ্ব শক্তিসমূহের নতুন বিন্যাসের ফলে মার্কসবাদী-লেনিনবাদীরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে বিশ্বযুদ্ধ আর অনিবার্য নিয়তি নয়। এটা বৈপ্লবিক সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রামে কমিউনিস্ট রণনীতির একটি মৌল পথ-নির্দেশক নীতি হিসাবে বিবেচিত হয়েছে। এটা কালের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ; বিগত কয়েক দশকের অভিজ্ঞতা থেকে এবং যে পথে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের আদর্শ বিশ্বের ঘটনাবলীতে স্বীকৃতি লাভ করেছে তা থেকে এর বৈধতা প্রমাণিত হয়েছে।

যখন সাম্রাজ্যবাদী প্রতিক্রিয়া নিজের স্বার্থে সংকটকে ব্যবহার করার উদ্দেশ্যে বিশ্ব পরিস্থিতিকে আরও জটিলতর করার প্রয়াস চালিয়েছে, তখন এই পথ-নির্দেশক নীতি তার বৈধতা অক্ষুণ্ণ রেখেছে। শান্তির পক্ষে এটা একটা মারাত্মক পরিণতি হতে পারে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে : এই জটিলতা কি অপরিহার্য? এটা কি পরিহার করা যায় না? কতিপয় রাজনৈতিক নেতা (তার মধ্যে বেশ কয়েকজন ক্ষমতাসীন) অতি সরলীকরণ চিন্তা থেকে অথবা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রসারিত করার জন্য এই অভিমত পোষণ করে যে, আজকের দুনিয়ায় এই বিরোধ "আজ হোক বা কাল হোক, বিশ্বযুদ্ধের দিকে ঠেলে নিয়ে যাবে এবং তার জন্য জনগণকে প্রস্তুত থাকতে হবে।" মার্কসবাদী-লেনিনবাদীরা এই তত্ত্ব বাতিল করে দেয়। ফরাসী কমিউনিস্ট পার্টির দৈনিকে সঠিকভাবেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, এই তত্ত্ব "বিশ্বযুদ্ধকে অনিবার্যরূপে উপস্থিত করে কেবলমাত্র অদৃষ্টবাদকেই উদ্দীপিত করে তুলতে পারে, কারণ এটা মিথ্যা ও বিপজ্জনক এবং এর উদ্দেশ্য হচ্ছে শান্তির জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ জনমতকে ছত্রভঙ্গ করা।"(১)

এই সব অদৃষ্টবাদী প্রবক্তারা এই ধারণা সকলের মনের মধ্যে ধীরে ধীরে প্রবেশ করানোর জন্য ব্যস্ত হয়ে থাকে যে সেই মনোভাবের প্রতি বশীভূত হয়ে থাকার অর্থ হচ্ছে, শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের অত্যন্ত উৎকট শত্রুদের হাতের পুতুল হওয়া। সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির প্রতি 'কঠিন' নীতি গ্রহণের ক্ষেত্রে একগুঁয়ে ঠাণ্ডা যুদ্ধবাজদের চূড়ান্ত যুক্তি হচ্ছে : আন্তর্জাতিক উত্তেজনা প্রশমনের সব প্রচেষ্টা নিষ্ফল।

বুর্জোয়া প্রচারে বলা হয়েছে যে, এটা হচ্ছে বিশ্ব-সংকট। কিন্তু একথাটা সঠিক নয়। পুঁজিবাদী বিশ্বে অর্থনৈতিক বিশৃঙ্খলার তুলনায় সমাজতান্ত্রিক বিশ্বে চলছে স্থায়ী অর্থনৈতিক অগ্রগতি। ১৯৩০ সালেও এটা সত্য ছিল; কিন্তু তখন সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি ছিল প্রাথমিক পর্যায়ে এবং সেটা একটা দেশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। বর্তমানে সমাজতান্ত্রিক গোষ্ঠীর পরিণত অর্থনীতির নিরবচ্ছিন্ন অগ্রগতি। সেইসঙ্গে পুঁজিবাদের চরম সংকটের পরিণতি এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বন্ধনের মধ্যে সুনির্দিষ্ট কাঠামোগত পরিবর্তন ঘটাতে বাধ্য হচ্ছে। প্রশ্ন হচ্ছে, কী ভাবে এই পরিবর্তন সাধন করতে হবে? এটা সম্পূর্ণ পরিষ্কার হওয়া উচিত, উত্তেজনা প্রশমন যে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের গুরুত্বপূর্ণ পুনর্গঠনের সূচনা করে সেটা একটি শান্তিপূর্ণ সমাধানের সত্যিকারের সুযোগ দিচ্ছে।

সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং সমাজতান্ত্রিক গোষ্ঠীর অপরাপর সদস্যরা উত্তেজনা প্রশমনকে অপরিবর্তনীয় করার জন্য কাজ করে যাচ্ছে। পুঁজিবাদী দেশগুলির কমিউনিস্ট ও ওয়ার্কার্স পার্টিগুলি স্থায়ী বিশ্বশান্তির উদ্দেশ্যে ব্যাপকতর প্রচেষ্টার জন্য জনগণকে সমবেত করছে। অবশ্য আগ্রাসী শক্তিগুলির বিপদ সম্পর্কে এবং তার জন্য যে উচ্চ পর্যায়ে তৎপরতার প্রয়োজন সেদিকে তারা সজাগ দৃষ্টি রাখছে।

১৯৬৯ সালের কমিউনিস্ট ও ওয়ার্কার্স পার্টিগুলির সভা "আরও বেশি বলিষ্ঠতার সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদের অপরাধমূলক নীতির মুখোস খুলে দেওয়ার এবং সাম্রাজ্যবাদের আগ্রাসী মতলব ও পরিকল্পনার প্রতি জনমতকে আরও সজাগ করে তোলার জন্য" দ্বিগুণ প্রচেষ্টা নেবার আহ্বান জানায়। আজকের দিনেও এটা আরও বেশি প্রয়োজন, কারণ পুঁজিবাদের অধিকতর সংকট শান্তির পক্ষে বিপজ্জনক ঝোঁকগুলির জন্ম দেয়।

কিন্তু সাম্রাজ্যবাদের ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক অসুবিধা এবং বিরোধগুলি তার আন্তর্জাতিক অবস্থানকে দুর্বল করেছে। আমরা এমন এক সময়ে বাস করছি, যখন সমাজতন্ত্র ও বিশ্ব বৈপ্লবিক আন্দোলন শান্তির আওয়াজকে শুধু উপস্থিতিই করে না, তাকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে।

জান প্রাজস্কি

---

১ লুমানীতে, ২১ জানুয়ারি, ১৯৭৫।

মার্কসের তত্ত্বগত ভবিষ্যদ্বাণী এবং আমাদের কাল

গোথা কর্মসূচীর সমালোচনার শতবার্ষিকী

কুর্ট হেগার
রাজনৈতিক ব্যুরোর সদস্য এবং সম্পাদক, কেন্দ্রীয় কমিটি,
সোশ্যালিস্ট ইউনিটি পার্টি অব্ জার্মানি

একশো বছর আগে, ১৮৭৫ সালের এপ্রিল মাসে আর মে মাসের গোড়ার দিকে মার্কস "জার্মান ওয়ার্কার্স পার্টির কর্মসূচীর ওপরে প্রান্তিক টীকা" লেখেন, এই টীকার সাথে ব্রাক্‌কে লেখা একটি চিঠি তিনি আইসেনাক্ পার্টির নেতৃবৃন্দের কাছে পাঠিয়ে দেন। এই দলিলগুলি বৈজ্ঞানিক সাম্যবাদের রত্নভাণ্ডারের অংশবিশেষ এবং এগুলি "গোথা কর্মসূচীর সমালোচনা"(১) হিসেবে সাধারণ নামে পরিচিত হয়ে উঠেছে।

"কমিউনিস্ট ইস্তাহার" ও "ক্যাপিট্যাল"-এর পরেই এই "সমালোচনা"টি মার্কসের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ তাত্ত্বিক রচনা। যে সমস্ত নীতি পুঁজিবাদী উৎপাদন পদ্ধতি নিয়ন্ত্রণ করে, বহু বছর ধরে সেগুলির বিচার-বিবেচনা এবং পারি কমিউনের শিক্ষা থেকে তিনি যে সমস্ত সিদ্ধান্তে পেঁাছান তা-ই তিনি এতে সূত্রাকারে গ্রথিত করেছেন।

মার্কস ও এঙ্গেলস অকাট্যভাবে প্রমাণ করেছেন, সমগ্র শ্রমিকশ্রেণীর মৌলিক স্বার্থ কেবলমাত্র বৈজ্ঞানিক তত্ত্বে সমৃদ্ধ একটি ঐক্যবদ্ধ, বিপ্লবী পার্টিই ব্যক্ত করতে পারে। শুধুমাত্র একটি বৈজ্ঞানিক বিশ্ব দৃষ্টিভঙ্গির প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করেই শ্রমিকশ্রেণী তার ঐতিহাসিক উদ্দেশ্য সাধন, তার বিপ্লবী পার্টি নিজস্ব লক্ষ্য এবং সে লক্ষ্য অর্জনের পথ নির্ণয় ও সমস্ত পরিস্থিতিতে তার রণ-নীতি ও রণ-কৌশল কার্যকর করতে পারে। খসড়া গোথা কর্মসূচী প্রকাশিত হওয়ার বেশ কয়েক মাস আগেই, এঙ্গেলস গুরুত্বসহকারে বলেছিলেন, "নেতৃবৃন্দের বিশেষ কর্তব্য হবে সমস্ত তত্ত্বগত প্রশ্নে অধিকতর নিবিড় অন্তর্দৃষ্টি অর্জন, পুরানো বিশ্ব-দৃষ্টিভঙ্গি-জাত চিরাচরিত বুলির প্রভাব থেকে অধিকতর পরিমাণে মুক্ত হওয়া এবং সর্বদা মনে রাখা যে সমাজতন্ত্র যেহেতু একটি বিজ্ঞান হয়ে উঠেছে, তাই প্রয়োজন হল সমাজতন্ত্রকে বিজ্ঞান হিসেবেই গণ্য করা, অর্থাৎ তাকে অনুশীলন করা।(১)

সমালোচনাটির একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এর মধ্যে রয়েছে আমাদের বিশ্ব-দৃষ্টিভঙ্গির এক জঙ্গী, সৃজনশীল চরিত্রের অভিব্যক্তি। মার্কস বুর্জোয়া মতাদর্শ এবং লাসালীয় ও বিকারগ্রস্ত গণতান্ত্রিক ধারণাসমূহকে কঠোর ভাষায় সমালোচনা করে, প্রলেতারীয় একনায়ক তন্ত্রের প্রথম আদর্শ-রূপ পারি কমিউনে যে নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়েছে, সেই অধ্যায়ে আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের কেন্দ্রীয় প্রশ্নাবলীর উত্তর সূত্রাকারে প্রকাশ করেছেন। আর তাঁর সেই উত্তরগুলি বৈজ্ঞানিকভাবে এতই নির্ভুল যে বর্তমানে, একশো বছর বাদে, সেগুলি কমিউনিস্ট ও ওয়ার্কার্স পার্টিসমূহের পথ আলোকিত করছে। সমালোচনামূলক নিবন্ধটির কেন্দ্রবিন্দু হচ্ছে ক্ষমতার প্রশ্ন, প্রলেতারীয় বিপ্লব ও প্রলেতারীয় একনায়কত্বের প্রশ্ন, যে প্রশ্নগুলি তখনকার দিনেও বিপ্লবী এবং সুবিধাবাদীদের মধ্যে প্রচণ্ড মতপার্থক্যের বিষয় ছিল। এই সমস্ত জটিল সমস্যার বিশ্লেষণে মার্কস সর্বহারাশ্রেণীর রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সংগ্রাম, ঐক্যবদ্ধ কার্যক্রম এবং মৈত্রী সম্পর্কিত শ্রমিকশ্রেণীর নীতি সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তে পেঁাছান।

সমালোচনামূলক নিবন্ধটি এঙ্গেলস কর্তৃক ১৮৯১ সালে সর্বপ্রথম প্রকাশিত হয়। জার্মান সোশ্যাল ডেমোক্রাটিক পার্টির এরফুর্ট কংগ্রেসে (১৮৯১) কর্মসূচী গ্রহণে এর চূড়ান্ত প্রভাব পড়ে, যা জার্মান শ্রমিক আন্দোলনে মার্কসবাদের জয় সূচিত করে। আর এঙ্গেলস সানন্দে লক্ষ্য করেন, "মার্কসের সমালোচনা পরিপূর্ণভাবে ফলপ্রসূ হয়েছে।" সুবিধাবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে সমগ্র শতাব্দী-

---

১— ১৮৭৫ সালের মে মাসে অনুষ্ঠিত, গোথা ঐক্য কংগ্রেসে, সোশ্যাল ডেমোক্রাটিক ওয়ার্কার্স পার্টি (অগাস্ট বেবেল এবং উইলহেলম লাইবনেখট পরিচালিত আইসেনকার-রা) এবং লাসালীয় জেনারেল জার্মান ওয়ার্কার্স পার্টি সম্মিলিত হয়ে জার্মানির সোশ্যালিস্ট ওয়ার্কার্স পার্টি গঠন করে। খসড়া কর্মসূচীর ওপরে মার্কসের এই সমালোচনামূলক নিবন্ধটি ১৮৯১ সালে মাত্র প্রকাশিত হয়, তা-ও তখনও পূর্ণাঙ্গ আকারে নয়। ১৮৭৫ সালের ১৮।২৮ মার্চ অগাস্ট বেবেলকে লেখা : এই খসড়ার ওপরে বিশদ সমালোচনা সম্বলিত এঙ্গেলসের একটি চিঠি ১৯১১ সালে মাত্র জনসাধারণের মধ্যে প্রচারিত হয়। সেইজন্য, এই দুটি দলিল, গোথা কংগ্রেসের কার্যবিবরণী ও সিদ্ধান্তকে প্রত্যক্ষভাবে প্রভাবিত না করলেও মার্কসবাদী-লেনিনবাদী তত্ত্ব ও বিপ্লবী আন্দোলনের পক্ষে চিরস্থায়ী সম্পদ।

১— এফ্ এঙ্গেলস—"জার্মানিতে কৃষক সংগ্রাম"-এর মুখবন্ধ।

কাল ধরে এই সমালোচনা বিপ্লবী শক্তিগুলিকে সাহায্য করে এসেছে।

সমালোচনামূলক নিবন্ধটির মধ্যে উল্লেখিত ধারণাগুলিকে জনপ্রিয় করতে বাধা দেওয়া এর তাৎপর্যকে খাটো করে দেখানো এবং এর বিষয়বস্তুর বিকৃতিসাধনের চেষ্টা করাটাই সুবিধাবাদী ও বুর্জোয়া মতাদর্শবিদদের পক্ষে স্বাভাবিক কাজ। বিপরীতক্রমে, বিপ্লবী আন্তর্জাতিক শ্রমিক আন্দোলনের সর্বোত্তম প্রতিনিধিবৃন্দ, শ্রেণীসংগ্রামের জটিল সমস্যাবলী সমাধানে সদাসর্বদা মার্কস-ঘোষিত নীতিসমূহের দ্বারাই পরিচালিত হয়েছেন।

লেনিনের কর্মকাণ্ড তারই এক উল্লেখযোগ্য নিদর্শন। সাম্রাজ্যবাদ ও সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের যুগে শ্রমিক আন্দোলনের সমস্যাবলী বিশ্লেষণে, রাষ্ট্র ও বিপ্লবের মার্কসবাদী তত্ত্বের বিকাশে লেনিন সমালোচনামূলক নিবন্ধটি থেকে উপকরণ সংগ্রহ করেছেন। তিনি মার্কসবাদকে সমৃদ্ধ করেছেন এবং অবিচলিতভাবে সমস্ত সুবিধাবাদী আক্রমণকে প্রতিহত করেছেন। "রাষ্ট্র ও বিপ্লব"-এ অত্যন্ত সুস্পষ্ট ও যৌক্তিকতার সঙ্গে মার্কসবাদ ও লেনিনবাদের ঐক্যের বিষয়টি মূর্ত হয়ে উঠেছে, এতে লেনিন নতুন পরিস্থিতির উপযোগী করে "গোথা কর্মসূচীর সমালোচনা"-টিকে বিচার করেন।

আজকের দিনে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে পুঁজিবাদ থেকে সমাজতন্ত্রে বিপ্লবী উত্তরণ সম্পর্কে মার্কসের ধ্যানধারণা। বর্তমানে এটা বিশেষভাবে স্পষ্ট যে সমালোচনামূলক নিবন্ধটিতে যে সমস্ত ইতিবাচক ধ্যানধারণা বিধৃত হয়েছে তা সকল সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে পরীক্ষিত হয়েছে এবং তা উন্নত সমাজতান্ত্রিক সমাজ গঠনে এবং সাম্যবাদের পথে ক্রমউত্তরণে নতুনভাবে তার যাথার্থ্য প্রতিপন্ন হচ্ছে। মহান অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব, সোভিয়েত ইউনিয়নের বিকাশ, সমাজতান্ত্রিক বিশ্বব্যবস্থার উদ্ভব ও বিকাশ, সামাজিক প্রয়োগ, লাখো লাখো শ্রমজীবী মানুষের সৃজনশীল প্রয়াস এবং কমিউনিস্ট ও ওয়ার্কার্স পার্টিগুলির ক্রিয়াকলাপের মধ্যে মার্কসের ভবিষ্যদ্বাণী যৌক্তিক পরিণতি লাভ করেছে।

ইতিহাস এবং বর্তমানকালের ঘটনাবলী, আন্তর্জাতিক শ্রমিকশ্রেণী পরিচালিত বহু সংগ্রাম, সমাজতন্ত্র ও সাম্যবাদের পথে প্রতিটি নতুন পদক্ষেপ, "গোথা কর্মসূচী বিষয়ক সমালোচনামূলক নিবন্ধ"টির লেখকের প্রতিভার আরো স্বাক্ষর রাখে।

মার্কসবাদের এই মহান দলিল, প্রথম প্রকাশিত হওয়ার একশো বছর বাদেও যার সর্বপ্রকার যাথার্থ্য বজায় রয়েছে, তা আমাদের কমিউনিস্টদের কাছে পুঁজিবাদী শোষণ ও নির্যাতন-বিরোধী সংগ্রামকে, বুর্জোয়া মতাদর্শের বিরুদ্ধে এবং সাম্যবাদ গঠনের সাথে সংশ্লিষ্ট সমস্যাবলী বিশ্লেষণ ও সমাধানের ক্ষেত্রে এক অপরিবর্তনীয় পথনির্দেশ।

একশো বছর আগেও যেমনটি ছিল আজকের দিনেও তেমনি রাষ্ট্র সম্পর্কে শ্রমিকশ্রেণীর দৃষ্টিভঙ্গি বিষয়ে মার্কসের চিন্তাধারা, শ্রমিকশ্রেণীর ঐতিহাসিক লক্ষ্য সাধনের সংগ্রামে বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে গ্রথিত রণনীতি ও রণকৌশল বিশদীকরণের নির্দেশিকা।

বুর্জোয়া রাষ্ট্রকে আদর্শ স্থানীয় করার সুবিধাবাদী ধারণা এর শ্রেণীগত মর্মবস্তুকে গোপন করার প্রয়াস এবং একে শ্রেণীনিরপেক্ষ একটি সংস্থা হিসেবে প্রতিপন্ন করার বিরুদ্ধে মার্কস এবং এঙ্গেলস যুক্তিসঙ্গতভাবে দেখান যে, এই রাষ্ট্রের রূপ যা-ই হোক না কেন, এই রাষ্ট্র মূলত সর্বদাই বুর্জোয়াশ্রেণীর একটি একনায়কত্ব। আর বর্তমানে যখন সামাজিক সংস্কারবাদীরা একচেটিয়া পুঁজির রাষ্ট্রকে সকলের স্বার্থ রক্ষাকারী এক "সামাজিক রাষ্ট্র" হিসেবে বর্ণনা করেন এবং বলেন যে তার একটু সামান্য উৎকর্ষ যেমন "আর একটু বেশি গণতন্ত্র" প্রয়োজন, তখন তাঁরা শুধুমাত্র পুঁজিবাদী ক্ষমতার কাঠামোটিকে গোপন রেখে তাকে চিরস্থায়ী করার প্রয়াস পান। পুঁজিবাদী বাস্তব হচ্ছে বেকারি, মুদ্রাস্ফীতি, নির্দিষ্ট কিছু পদে প্রগতিশীলদের নিয়োগ নিষিদ্ধ করা ইত্যাদি। আর আজকে এই বাস্তব আগের চেয়ে অনেক বেশি পরিমাণে এই সমস্ত তত্ত্বের অযৌক্তিকতা উদ্ঘাটন করছে এবং মার্কস ও এঙ্গেলসের পুঁজিবাদী ব্যবস্থা ধ্বংস করার সিদ্ধান্তের নির্ভুলতাই প্রতিপন্ন করছে।

রাষ্ট্রের শ্রেণীগত মর্মবস্তু সম্পর্কে মার্কসের আবিষ্কার প্রলেতারীয় একনায়কত্বকে সমাজতন্ত্র গঠনের অমোঘ পূর্বশর্ত এ সম্পর্কে প্রত্যক্ষ বৈজ্ঞানিক উপলব্ধিতে পেঁাছে দেয়। মার্কস লিখেছেন : "পুঁজিবাদী ও সাম্যবাদী সমাজের মধ্যে একটির অপরটিতে বৈপ্লবিক রূপান্তরের কালপর্বটি নিহিত আছে। এরই সঙ্গে যুক্ত একটি রাজনৈতিক উত্তরণ পর্বও রয়েছে, যে পর্বে রাষ্ট্র **সর্বহারাশ্রেণীর বৈপ্লবিক একনায়কত্ব** ব্যতীত আর কিছুই হতে পারে না।"(১) লেনিন লিখেছেন, মার্কসের এই সিদ্ধান্ত, "তাঁর সমগ্র বৈপ্লবিক শিক্ষার সারসংক্ষেপ।"(২) আর লেনিন বারংবার গুরুত্ব সহকারে বলেছেন একমাত্র তিনিই মার্কসবাদী যিনি শ্রেণীসংগ্রামের স্বীকৃতিকে প্রলেতারীয় একনায়কত্বের স্বীকৃতি পর্যন্ত প্রসারিত করেন।

শ্রমিকশ্রেণীর ক্ষমতা অন্যান্য শ্রমজীবী জনতার সাথে মৈত্রীর ওপরে প্রতিষ্ঠিত, যেহেতু তাদের মধ্যে কোনো বৈরিতামূলক দ্বন্দ্ব নেই। তাই সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র সমাজের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের স্বার্থরক্ষা করে এবং পূর্ববর্তী যে সমস্ত রাষ্ট্র, শোষকশ্রেণী ও সংখ্যালঘু শাসকদের হাতিয়ারবিশেষ ছিল, তার থেকে এই রাষ্ট্র মূলগতভাবে পৃথক।

শ্রেণীচরিত্রের গুণে, সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র সমগ্র ইতিহাসে যা অভূতপূর্ব, সেই কর্তব্য সমাধা করে। সমাজতন্ত্র গঠনে সমাজতন্ত্রের সমস্ত সুযোগসুবিধার স্ফুরণ এবং সেগুলোর সদব্যবহারে এইটেই প্রধান হাতিয়ার। ১৯৭১ সালে জার্মানির সোশ্যালিস্ট ইউনিটি পার্টির অষ্টম কংগ্রেসে ভাষণদানকালে এরিখ হোনেকার বলেন : "পৃথিবীব্যাপী সর্বত্র আমাদের বন্ধুরা সর্বহারাশ্রেণীর একনায়কত্বকে সর্বদাই আগ্রহসহকারে স্বাগত জানিয়েছেন আর আমাদের প্রতিপক্ষদের মধ্যে তা সর্বদাই ঘৃণার সঞ্চার করেছে। তাই, শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব এবং মুখ্য ভূমিকাকে আমরা চোখের মণির মতো রক্ষা করব, এবং উন্নয়নশীল সমাজে তার গুরুত্বকে নিরবচ্ছিন্নভাবে বাড়িয়ে যাব।"

সমাজতান্ত্রিক সমাজের উত্তরণকালীন একটি কাজ

---

১ কার্ল মার্কস—**গোথা কর্মসূচীর সমালোচনা**। মার্কস এবং এঙ্গেলসের সংগৃহীত রচনাবলীর মধ্যে, প্রোগ্রেস পাবলিশার্স। ৩য় খণ্ড, পৃঃ ২৬, (পরবর্তী সময়ে সমালোচনা হিসেবে উল্লেখিত)।

২ ভি আই লেনিন—সংগৃহীত রচনাবলী, ২৮ খণ্ড, ২৩৩ পৃঃ।

হচ্ছে ক্ষমতাচ্যুত শোষকশ্রেণীকে দমন করা, কারণ নতুন উৎপাদন সম্পর্কের জয়লাভের মধ্যেই সমাজতন্ত্রের অনুকূলে "কোন পক্ষ জিতবে", এ প্রশ্নের সমাধান রয়েছে। কিন্তু সমাজতান্ত্রিক সমাজের অন্যান্য কর্তব্য, যথা, অর্থনৈতিক, সামাজিক-রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক রূপান্তর, উন্নত সমাজতান্ত্রিক সমাজে অধিকতর গুরুত্ব অর্জন করে। কারণ সমাজতান্ত্রিক গঠনকার্য যখন অগ্রসর হতে থাকে, মার্কসবাদী-লেনিনবাদী পার্টির নেতৃত্বে শ্রমিকশ্রেণী ক্রমবর্ধমান হারে পরিকল্পনার কাজ ও পরিচালনব্যবস্থা হাতে নেয় এবং এইভাবে সমস্ত সামাজিক প্রক্রিয়া আয়ত্তে আনে। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের ভূমিকা অবিচলভাবে বাড়তে থাকে এবং ধারাবাহিক প্রগতির পক্ষে রাষ্ট্রকে শক্তিশালী করার কাজ মৌলিক পূর্বশর্ত হয়ে দাঁড়ায়।

সমাজতন্ত্রের অন্যতম বড় সুবিধা হচ্ছে অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিকল্পনা ব্যবস্থা এবং বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিবিদ্যা বিষয়ক বিপ্লবের সাথে সাথে এই ধরনের পরিকল্পনা প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা বেড়েছে। পুঁজিবাদ থেকে সমাজতন্ত্রে উত্তরণপর্বের মতোই উন্নত সমাজতান্ত্রিক সমাজেও, রাষ্ট্রই একমাত্র সংগঠন যা অর্থনৈতিক পরিকল্পনা ও পরিচালনব্যবস্থা সংক্রান্ত বহুমুখী ও জটিল কার্যাবলী সমাধা করতে সক্ষম।

সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের একটি অত্যাবশ্যকীয় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্র। আর, সমাজের প্রশাসনে সাধারণভাবে শ্রমিক ও শ্রমজীবী জনতাকে টেনে এনে এই গণতন্ত্রকে ত্রুটিহীন করা হচ্ছে। তাদের অধিকতর সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করতে দেওয়া হচ্ছে এবং তারা সমাজ ও সমাজের প্রতিটি সদস্যের কল্যাণে প্রকৃত ক্ষমতা প্রয়োগ করছে।

গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতাকে শক্তিশালী করা এবং সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের সম্প্রসারণ—এভাবেই মার্কসবাদ-লেনিনবাদের চিরায়ত সাহিত্যে সমাজতান্ত্রিক শাসনকে উপলব্ধি করা হয়েছে আর এভাবেই ইউ এস এস আর ও সমাজতান্ত্রিক গোষ্ঠীর অন্যান্য দেশে এই শাসন প্রয়োগ করা হচ্ছে। সমালোচনামূলক নিবন্ধটিতে, মার্কস, শ্রমিকশ্রেণীর প্রত্যক্ষ ও আশু কর্তব্যের আলোচনার সাথে সাথে প্রলেতারীয় মুক্তি সংগ্রামের চূড়ান্ত লক্ষ্যকেও যুক্ত করেছেন। পুঁজির শাসন উচ্ছেদ করার বৈপ্লবিক সংগ্রামে এবং সমাজতন্ত্র গঠনকালে প্রত্যেকটি বৈজ্ঞানিক পূর্বাভাস, রণনীতি সংক্রান্ত প্রতিটি প্রতিপাদ্যকে সামাজিক সম্পর্ক এবং বিষয়গত নিয়মবিধির সতর্ক বিশ্লেষণের ওপরে দাঁড় করাতেই হবে। সমাজের ভবিষ্যৎ বর্ণনার ক্ষেত্রে মার্কস এবং এঙ্গেলস সর্বপ্রকার উদ্ভট কল্পনা ও কাল্পনিক চিন্তাধারাকে বাতিল করে দিয়েছেন। ভবিষ্যতে সাম্যবাদী সমাজ, তার বিকাশ এবং বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে, তাঁরা, অবাস্তব কল্পবিলাসের সম্পূর্ণ বিরোধী বৈজ্ঞানিকভাবে সুনির্দিষ্ট প্রতিপাদ্য সূত্রায়িত করেছেন। তাঁদের চিন্তাধারা সমাজতন্ত্র ও সাম্যবাদ গঠনে লেনিন-কৃত অখণ্ড তত্ত্বের মৌলিক উপাদান এবং তা ইউ এস এস আর এবং অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশের প্রয়োগক্ষেত্রে প্রতিপন্ন হয়েছে।

ভবিষ্যৎ সমাজ সম্পর্কে পাতি-বুর্জোয়া সমাজতান্ত্রিক ভাবধারা যা অধিকতর "ন্যায়সম্মত" বণ্টনব্যবস্থাকে প্রধান নির্ণায়ক হিসেবে বিশেষ জোর দিয়েছে, সেই ভাবধারা পরিপূর্ণ উপলব্ধি করে মার্কস, সাম্যবাদী সমাজ গঠনের গুণগতভাবে নতুন বৈশিষ্ট্য এবং পুঁজিবাদের ওপরে তার চূড়ান্ত উৎকর্ষতা নির্ভুলভাবে বর্ণনা করেন। তা করতে গিয়ে তিনি, "উৎপাদন পদ্ধতি", সর্বাগ্রে সম্পত্তি সম্পর্ক, যা "ভোগের উপকরণ"-এর বিলিবণ্টন ব্যবস্থাকেও নিয়ন্ত্রণ করে, তাকে অগ্রাধিকার দেওয়ার বিষয়ে গুরুত্ব দেন। মার্কস জোর দিয়ে বলেছেন, যে পর্যন্ত না উৎপাদনের মাধ্যমগুলি সরকারি মালিকানায় আসবে, ততদিন পর্যন্ত শ্রমিক এবং সমস্ত শ্রমজীবী জনতা নিজেদের উৎপাদিত সামগ্রীর মালিক এবং নিজেদের ভাগ্য নিয়ন্ত্রক হয়ে উঠতে পারবে না।

সমাজতান্ত্রিক সম্পত্তির পরিকল্পিত ও ফলপ্রসূ ব্যবহার এবং তার দ্রুততম সম্ভাব্য বৃদ্ধির প্রতি শ্রমজীবী জনতার প্রয়াস পরিচালিত করে সমাজতান্ত্রিক গোষ্ঠীর কমিউনিস্ট পার্টিগুলি মার্কসের শিক্ষাকেই শুধু অনুসরণ করে চলেছে। ইতিহাস দেখিয়ে দিয়েছে, সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং অন্যান্য ভ্রাতৃপ্রতিম সমাজতান্ত্রিক দেশের সাফল্য ও বর্তমান শক্তির উৎস হচ্ছে সমাজতান্ত্রিক উৎপাদন পদ্ধতি। এক্ষেত্রে শেষ কথা হল, তাদের অভূতপূর্ব অগ্রগতি বর্তমান দুনিয়াতে বিদ্যমান সমাজতন্ত্রের আকর্ষণী শক্তি সৃষ্টি করে।

সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে "উৎপাদনের বৈষয়িক পরিবেশ" হচ্ছে "শ্রমিকদের নিজেদের সমবায় সম্পত্তি",(১) এই পরিস্থিতি সমাজে শ্রমজীবী জনতাকে সম্পূর্ণ এক নতুন অবস্থান এনে দিয়েছে। এটা আগের চেয়েও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে, যারা উৎপাদন করে, সমাজতান্ত্রিক সম্পত্তি সম্পর্কের প্রত্যক্ষ ফল তারাই ভোগ করে। তাদের বৈষয়িক ও সাংস্কৃতিক মান স্পষ্টতই উন্নত হয়ে উঠছে।

ব্যক্তিগত ভোগের নিরন্তর বৃদ্ধি এবং অধিকতর দ্রুতভাবে "চাহিদার সাধারণ পরিতৃপ্তির" সাধন সুনিশ্চিত করে(২) আমরা মার্কসের শিক্ষা অনুসরণ করছি। শতাব্দীকাল আগে মার্কস ভবিষ্যদ্বাণী করে বলেছেন, চাহিদা তৃপ্তির মিলিত রূপগুলির অনুপাত "বর্তমান সমাজের তুলনায় গোড়া থেকেই অনেকটা বেড়ে যায়, আর নতুন সমাজ যেমন যেমনভাবে বিকাশলাভ করে তার অনুপাতও সেইভাবে বাড়ে।"(৩) আমাদের দেশের কথাই ধরা যাক, ১৯৭৫ সালের অর্থনৈতিক পরিকল্পনায় সেবামূলক ও কল্যাণমূলক কাজে সরকারি তহবিল থেকে ১৯৭৪ সালের তুলনায় ২·৫ বিলিয়ন মার্ক অথবা ৭ শতাংশ বেশি অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে। সর্বমোট বরাদ্দের পরিমাণ ৩৭·১ বিলিয়ন মার্ক। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সামাজিক নিরাপত্তা, সাংস্কৃতিক উন্নয়ন, খাদ্যসামগ্রী (যথা দুধ, মাখন, রুটি, মাংস, মাছ ইত্যাদি) এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় ভোগ্যপণ্যের দর নিম্নমুখী রাখা এবং এমনিধারা সব কিছুর জন্যই সরকারি তহবিলে বরাদ্দ থাকে। তাছাড়া, রাষ্ট্রীয় সংস্থা এবং সমাজতান্ত্রিক উৎপাদন সমবায়গুলি, কর্মীদের সাংস্কৃতিক ও সামাজিক প্রয়োজনের জন্য প্রভূত পরিমাণে অর্থ আলাদা করে রাখে।

মার্কস প্রকৃতপক্ষে যে সমস্ত বিষয় বিবেচনা করে গেছেন, সবসময়ই কিছু "সমালোচক" থাকেন, যাঁরা সেই সমস্ত বিষয়ে কমিউনিস্টদের শেখানোটা তাঁদের কর্তব্য বলে মনে করেন এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন ও অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশের সমাজতন্ত্রের চেয়ে তারা তথাকথিত উন্নততর সমাজতন্ত্রের "নতুন ধাঁচ" ফেরি করার কাজে লেগে যান। এই "প্রস্তাবগুলি" তলিয়ে দেখলে সম্ভবত

---

১ সমালোচনা, ২০ পৃঃ।
২ সমালোচনা, ১৭ পৃঃ।
৩ উদ্ধৃতি

সেই সব ধারণার সন্ধান মিলবে, যা মার্কস নিজেই তাঁর সমালোচনামূলক নিবন্ধটিতে খণ্ডন করে গেছেন। এই সমস্ত "সমালোচকের" উপদেশ অগ্রাহ্য করে এবং মার্কসের নির্দেশ অনুসরণ করে আমরা সঠিক কাজই করেছি।

মার্কস প্রমাণ করে দিয়ে গেছেন, মনোজাত আদর্শরূপে বর্ণিত ধাঁচে ইতিহাসের গতিকে চালিত করা অবৈজ্ঞানিক এবং রাজনৈতিকভাবে ক্ষতিকর। উদাহরণস্বরূপ, সাধারণভাবে এটা জানা যে, পুঁজিবাদের আওতায় শ্রমিকশ্রেণীর অবস্থা থেকে কাজ অনুযায়ী বেতন প্রদানের সমাজতান্ত্রিক নীতি এক বিস্ময়কর ঐতিহাসিক অগ্রগতি, আর তা সাম্যবাদের পথে অবিচল অগ্রগতির অন্যতম অপরিহার্য উপাদান। আর মার্কসের সময় থেকে এটাও জানা আছে যে, মার্কসের ভাষ্য অনুযায়ী আজ পর্যন্ত ঐতিহাসিকভাবে এই হচ্ছে সাম্যের সর্বোন্নত রূপ, যার আওতায় "নিরিখ নির্ধারিত হয় **সম-মান** বিশিষ্ট শ্রমের(১) ভিত্তিতে", যাতে এখনো পর্যন্ত অসাম্যের উপাদান রয়ে গেছে। কাজ অনুযায়ী বেতন-প্রদানের সমাজতান্ত্রিক নীতি সম্পর্কে বুর্জোয়া ও নৈরাজ্যবাদীদের আক্রমণ, মাওবাদী সমানাধিকারবাদ, এবং বুর্জোয়া আভিজাত্যবাদের, মতাদর্শবিদদের আবিষ্কার অথবা পাতি-বুর্জোয়া অধৈর্য এই সবকিছুর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে মার্কস সুস্পষ্ট প্রতিপন্ন করছে যে আলোচ্য নীতিটির মধ্যে অন্তর্নিহিত বৈষম্য "সাম্যবাদী সমাজের প্রথম পর্যায়ে অবশ্যম্ভাবী···। অধিকার কখনো সমাজের অর্থনৈতিক কাঠামো এবং তারই দ্বারা নির্ধারিত সমাজের সাংস্কৃতিক বিকাশকে ছাপিয়ে যেতে পারে না।"(২)

যখন পুঁজিবাদী দুনিয়া সংকট এবং ক্রমবর্ধমান মুদ্রাস্ফীতিতে জর্জরিত সাম্রাজ্যবাদী মতাদর্শবিদেরা "শূন্য বৃদ্ধি"র কথা বলছেন এবং উপভোগের ক্ষেত্রে বিধিনিষেধ আরোপ করার উপর জোর দিচ্ছেন এবং পুঁজিবাদী দেশগুলির জনসাধারণ যখন সামাজিক অনিশ্চয়তার দ্বারা আক্রান্ত, তখন সমাজতন্ত্রের উৎকর্ষতা আরো বেশি জোরালোভাবে প্রতিভাত হচ্ছে। সমাজতন্ত্রই হচ্ছে একমাত্র ব্যবস্থা, যা জনগণের কল্যাণে গতিশীল অর্থনৈতিক উন্নয়নকে সুস্পষ্ট করে তোলে।

সমাজতান্ত্রিক উৎপাদনের প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে জীবনধারণের মানের ধারাবাহিক উন্নতি ; আর এটাই আমাদের পার্টির ৮ম কংগ্রেস ও সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির কংগ্রেস-সমূহে নির্ধারিত মূল লক্ষ্য। যদিও তা এখনো পর্যন্ত অধিকতর উন্নত পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের উৎপাদন মান ছাপিয়ে যায় নি, তবুও সমাজতন্ত্র কিছু সংখ্যক গুরুত্বপূর্ণ মৌল প্রয়োজন, যথা, পূর্ণ কর্মসংস্থান, শ্রমিক সংরক্ষণ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, অবসর, মাতা ও শিশুর সংরক্ষণের বিষয়গুলি ইতোমধ্যেই অধিকতর পূর্ণ মাত্রায় মেটাতে সক্ষম হয়ে উঠেছে। সমাজতন্ত্র মহিলাদের সমানাধিকার, যুবকদের অধিকার এবং বৃদ্ধ বয়সে সামাজিক নিরাপত্তার গ্যারান্টি দেয়। সমাজতন্ত্র সমস্ত মানুষের নিকট জাতীয় ও বিশ্ব-সংস্কৃতির দ্বার অবারিত করে দেয়। সমাজতান্ত্রিক সমাজে কোনো সুবিধাভোগী শ্রেণী অথবা গোষ্ঠীর অস্তিত্ব নেই। এখনো পর্যন্ত প্রচলিত শ্রেণী পার্থক্য ক্রমে ক্রমে দূরীভূত হচ্ছে। জাতিসমূহ ও জনগণের মধ্যে নাগরিক ও রাষ্ট্রের মধ্যে এক নতুন ধরনের সম্পর্কের উদ্ভব হচ্ছে। সমাজ ও ব্যক্তির মধ্যে বিচ্ছিন্নতার সামাজিক কারণগুলি বিলুপ্ত হচ্ছে। সমাজতান্ত্রিক সমাজ যথার্থ স্বাধীনতা দেয় কারণ এই সমাজ সৃজনশীল ক্ষমতা ও উন্নত নৈতিক মানের বিকাশের পরিস্থিতি সৃষ্টি করে। "গোথা কর্মসূচী সমালোচনা" নিবন্ধে নির্দেশিত সমাজতন্ত্রের প্রকৃত উদ্দেশ্য, সমাজতান্ত্রিক গোষ্ঠীর দেশগুলিতে আগের চেয়ে আরো অনেক বেশি পূর্ণতার সাথে কার্যকর করা হচ্ছে।

এক লাফে পুঁজিবাদ থেকে সাম্যবাদে যাওয়া যায় না, এবং এক সমাজ থেকে অন্য সমাজের বিপ্লবী পুনর্গঠন সমাধা করার জন্য যে দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন, এবং সাম্যবাদ গঠনের মধ্যে যে দুটি পরিণত স্তর সমাজতন্ত্র ও সাম্যবাদ রয়েছে, মার্কসের এই প্রতিপাদ্য থেকে তাঁর ভবিষ্যদ্বাণীর বৈজ্ঞানিক অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় মেলে। এ দুটি পর্যায়ের পার্থক্য এই ঘটনা থেকে উদ্ভূত যে, সমাজতন্ত্র হচ্ছে "একটি সাম্যবাদী সমাজ, যা নিজস্ব ভিত্তির ওপরে **বিকশিত** হয় নি, বিপরীতক্রমে এ হচ্ছে সেই সমাজ যার **উদ্ভব** ঘটেছে পুঁজিবাদী সমাজ থেকে। ফলে যা অর্থনৈতিক, নৈতিক এবং বৌদ্ধিক সবদিক থেকেই যে-পুরানো সমাজের জঠর থেকে তার উদ্ভব, তারই জন্মচিহ্ন তখনো সে বহন করে।"(৩)

যাহোক, এই দুই পর্যায়ের মধ্যে একটা মোটা দাগের সীমারেখা টানা ভুল হবে। সোভিয়েত অভিজ্ঞতায় প্রমাণিত হয়েছে সমাজতন্ত্র এবং সাম্যবাদ হচ্ছে একটি **একক** সামাজিক-অর্থনৈতিক গঠন। এ দুটি সাম্যবাদী সমাজের বিকাশের দুটি পর্যায়, আমাদের পার্টির ৮ম কংগ্রেসে মার্কসবাদী-লেনিনবাদী এই প্রতিপাদ্যকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। একটি থেকে আরেকটিতে যাওয়ার পথ সহজ।

উন্নত সমাজতান্ত্রিক সমাজ সমাজতন্ত্রের একটি স্তর যা সাম্যবাদ গঠনের উন্নততর পর্যায়ের উত্তরণপর্বের প্রস্তুতি করে এবং যাতে তার বৈষয়িক ও সাংস্কৃতিক প্রাকশর্তগুলি পরিণতি লাভ করে। ঐতিহাসিকভাবে, যতক্ষণ পর্যন্ত না সমাজতন্ত্রের সর্ববিধ উৎকর্ষতা এবং চালিকাশক্তি পরিপূর্ণভাবে বিকশিত এবং প্রযুক্ত হয় ততক্ষণ পর্যন্ত কোনোপ্রকার উত্তরণই সম্ভব নয়। আর নির্দিষ্টভাবে বলা চলে, নতুন সমাজকে যেহেতু বিভিন্ন স্তরের মধ্য দিয়ে যেতে হয়, সেহেতু পরবর্তী কর্তব্য নির্ধারণ ও সমাজতান্ত্রিক নির্মাণকার্যের প্রয়োজনীয় বাস্তবসম্মত নীতি স্থিরীকরণের জন্য এর সামাজিক-অর্থনৈতিক পরিপক্কতা বিষয়টি প্রতিটি স্তরে নিখুঁতভাবে ও নিরপেক্ষভাবে বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। লেনিন উল্লেখ করেছেন, এই ধরনের নীতি নির্ধারণে যে অসুবিধা রয়েছে এবং যে নৈপুণ্যের প্রয়োজন, তা প্রতিটি পর্বে সুনির্দিষ্ট কাজের সঠিক মূল্যায়ন এবং পার্টি যে নির্দিষ্ট অবস্থার মধ্যে কাজ করে তারই মধ্যে নিহিত।

বর্তমান স্তরে কর্তব্যগুলি হচ্ছে ঃ সমাজতান্ত্রিক সমাজের উৎপাদিকা শক্তির দ্রুতবৃদ্ধি ঘটানো, সামাজিক পুনরুৎপাদনের কাজ তীব্রতর করার জন্য সমাজের সর্ববিধ সুযোগসুবিধাগুলি প্রয়োগ করা, সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক সংযোজন প্রক্রিয়াকে গভীরতর করে তোলা এবং বৈজ্ঞানিক-কারিগরি প্রগতিকে ত্বরান্বিত করা, "গোথা কর্মসূচীর সমালোচনা"-র ভাষ্যের সাথে সম্পূর্ণ সঙ্গতি রেখে, আমরা কখনো এ কথাটি ভুলে যাই না যে মানুষই হচ্ছে প্রধান উৎপাদিকা শক্তি এবং মানুষ, মানসিক ও কায়িক শ্রমের মধ্যে

১ সমালোচনা, ১৮ পৃঃ।
২ সমালোচনা, ১৯ পৃঃ।
৩ সমালোচনা, ১৭ পৃঃ।

বৈষম্য অতিক্রম করার এবং সমস্ত শ্রমজীবী জনতার সামর্থ্য, প্রতিভা, শিক্ষা এবং সংস্কৃতির স্ফুরণের জন্য কঠোর পরিশ্রম করে চলেছে। ফলে, সাম্যবাদী সমাজের সর্বোচ্চ স্তর, যেখানে সৃজনশীল শ্রম হচ্ছে জীবনের সর্বপ্রধান প্রয়োজন, তারই মর্ম ইতোমধ্যেই সমাজতান্ত্রিক সমাজে পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে।

সাম্যবাদের দ্বিতীয় পর্যায়, লক্ষ্য হিসেবে যা আমাদের দৃষ্টিপথ এড়িয়ে যায় না, মার্কস তাকে এইভাবে বর্ণনা করেছেন : "সাম্যবাদী সমাজের উন্নততর পর্যায়ে, শ্রম-বিভাজনে ব্যক্তির দাসসুলভ বশ্যতা এবং তার থেকে উদ্ভূত মানসিক ও কায়িক শ্রমের বৈষম্য অন্তর্হিত হয়ে ব্যক্তির সর্বাঙ্গীণ বিকাশের সাথে সাথে উৎপাদিকাশক্তিরও বৃদ্ধি এবং সর্বপ্রকার সমবায় সম্পদের উৎসধারার অধিকতর প্রাচুর্যপূর্ণ প্রবাহ ঘটলেই শুধুমাত্র বুর্জোয়া অধিকারের সংকীর্ণ দিগন্তরেখা সমগ্রভাবে পার হওয়া যাবে এবং সমাজের পতাকায় এ কথাগুলি লেখা চলবে : "প্রত্যেকের নিজ নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী থেকে প্রত্যেকের নিজ নিজ কোণ থেকে চিন্তা করেছেন।"(২)

সমাজতন্ত্রের মর্মবস্তু যে আন্তর্জাতিক, এটা মার্কসের দৃষ্টিপথ থেকে হারিয়ে যায় নি। আন্তর্জাতিক শ্রমিক-শ্রেণীর আন্দোলনে সমন্বয়ী কার্যকলাপ, প্রলেতারীয় আন্ত-র্জাতিকতাবাদকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য মার্কস এবং এঙ্গেলসের নিরলস প্রয়াসের সাক্ষ্য হচ্ছে "গোথা কর্ম-সূচীর সমালোচনাটি"। মার্কস গোথা কর্মসূচীর খসড়াটির সমালোচনা করেছেন—কারণ এটি প্রলেতারীয় আন্তর্জাতি-কতাবাদের প্রতি আনুগত্য ঘোষণা করতে ব্যর্থ হয়েছে এবং এখানে লাসালের সেই চিন্তাধারা প্রতিফলিত হয়েছে, যার মধ্যে তিনি "শ্রমিক আন্দোলনকে সংকীর্ণতম জাতীয় দৃষ্টি-কোণ থেকে চিন্তা করেছেন।"(১)

জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক, সমাজতান্ত্রিক দেশপ্রেম ও প্রলেতারীয় আন্তর্জাতিকতাবাদের ঐক্য এবং আন্তঃ-সংযোগের ওপরে মার্কসবাদ-লেনিনবাদ গুরুত্ব আরোপ করে থাকে। মার্কস দেখিয়েছেন, সংকীর্ণ জাতীয় মনোভাব জাতীয় সীমান্তের বাইরের অভিন্ন শত্রুবেষ্টিত শ্রমিকশ্রেণীর বিষয়গত শ্রেণীস্বার্থের পরিপন্থী। "শাসকশ্রেণী ও তাদের সরকারগুলির বিরুদ্ধে যৌথ সংগ্রামে শ্রমিকশ্রেণীর আন্ত-র্জাতিক সৌভ্রাতৃত্ব"(৩) সম্পর্কিত সুস্পষ্ট শ্রেণীগত লক্ষমুখিন দাবির জন্য "জনগণের আন্তর্জাতিক সৌভ্রাতৃত্বে"র অস্পষ্ট উল্লেখ করে, গোথা কর্মসূচীর খসড়াতে বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদকে যে কনসেশন দেওয়া হয়েছে, মার্কস তার বিরোধিতা করেন। আন্তর্জাতিক ঐক্য সর্বকালের মতো বর্তমানেও শ্রমিকশ্রেণীর সংগ্রামে সাফল্যে প্রধান শর্ত।

আমাদের কাল, প্রলেতারীয় আন্তর্জাতিকতাবাদের অজেয় জীবনীশক্তিতে ভাস্বর, তাছাড়া, ধারাবাহিকভাবে শ্রমিক-শ্রেণীর ভূমিকা বৃদ্ধির অনুপাতে বিশ্ব বিপ্লবী প্রক্রিয়ায় এর তাৎপর্য বাড়ে।

আমাদের সময়ের নির্ধারক বিপ্লবী শক্তি হল সমাজ-তান্ত্রিক গোষ্ঠীর বিকাশ। সোভিয়েত ইউনিয়নের সদস্য দেশসমূহের সোভিয়েত ইউনিয়নকে ঘিরে ঘনিষ্ঠ ঐক্য, সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক সংযোজন ও বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলনের বিস্তার, এবং অভিন্ন ঐতিহাসিক লক্ষ্যের ভিত্তিতে কমিউনিস্ট আন্দোলনের বাহিনীগুলির ঘনিষ্ঠ আন্তঃ ক্রিয়াপ্রক্রিয়া অভিন্ন মার্কসবাদী-লেনিনবাদী মতাদর্শ এবং অভিন্ন শত্রুর বিরুদ্ধে সংগ্রামে অভিন্ন স্বার্থের মধ্য দিয়ে দূর ভবিষ্যৎমুখী গুণগতভাবে উন্নততর মানের প্রলেতারীয় আন্তর্জাতিকতাবাদ প্রতিভাত হচ্ছে।

শান্তি এবং নিরাপত্তার সংগ্রামে সি পি এস ইউ-র ২৪তম কংগ্রেসের শান্তি কর্মসূচীর লক্ষণীয় ফলাফলগুলির সংহতি ও সম্প্রসারণের জন্য, সমাজতন্ত্রের অনুকূলে বিশ্বের শক্তি-ভারসাম্যকে অধিকতর পরিবর্তনের অপরিহার্য পূর্বশর্ত হচ্ছে সমাজতান্ত্রিক গোষ্ঠীর শক্তি ও আকর্ষণী ক্ষমতার দ্রুত বিকাশ, ভ্রাতৃপ্রতিম পার্টিগুলির সহযোগিতা ও স্বীকৃত কার্যক্রম। বিপ্লবী শক্তিগুলির সংযোগ ও সমন্বয় যত বাড়বে, ততই তাদের কার্যক্রমের ঐক্য বাড়বে, সাফল্যও আসবে সেই পরিমাণে।

সর্বাগ্রে, বর্তমানে সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং সমাজ-তান্ত্রিক গোষ্ঠীর অন্যান্য দেশের অধিকতর শক্তিশালী ভ্রাতৃ-প্রতিম মৈত্রী, কমিউনিস্ট ও ওয়ার্কার্স পার্টিগুলির মধ্যে আরো ঘনিষ্ঠতর ঐক্য এবং সংযোগ, পুঁজিবাদী দেশগুলির শ্রমিকশ্রেণীর সাথে জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম সহ সমস্ত সাম্রাজ্য-বাদ-বিরোধী এবং শান্তি, গণতন্ত্র ও জাতীয় স্বাধীনতার সংগ্রামীদের ঐক্য, সাম্যবাদ-বিরোধিতা এবং সোভিয়েত-বিরোধিতা, বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদ এবং সমাজতান্ত্রিক গোষ্ঠী ও সাম্যবাদী আন্দোলনে সর্বপ্রকার বিভেদ প্রয়াসের বিরুদ্ধে অবিচলিত সংগ্রামের মধ্য দিয়ে প্রলেতারীয় আন্ত-র্জাতিকতাবাদ প্রতিভাত হচ্ছে।

এই নির্ভরযোগ্য কর্মনীতি অনুসরণ করার অর্থ হচ্ছে, মার্কস এবং এঙ্গেলস গোথা কর্মসূচীর খসড়া-র ওপরে লিখিত সমালোচনামূলক নিবন্ধটিতে যে ভাবধারা প্রকাশ করেছেন, অবিচলিতভাবে তা প্রয়োগ করা, নিরলস-ভাবে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের ভাবধারার বিকাশ ঘটানো ও তাকে বাস্তবায়িত করে তোলা।

---

১ সমালোচনা, ১৯ পৃঃ।
২ সমালোচনা, ২১ পৃঃ।
৩ সমালোচনা, ২২ পৃঃ।

সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের বর্তমান সমস্যা ও তার পরিপ্রেক্ষিত

পূর্ববর্তী সংখ্যাগুলিতে জানানো হয়েছে যে উপরোক্ত বিষয়টি এই পত্রিকা ও বুলগেরিয়ার কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রিয় কমিটির যৌথ পৃষ্ঠপোষকতায় সোফিয়াতে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক তাত্ত্বিক সম্মেলনে আলোচিত হয়েছে। বুলগেরিয়া, কিউবা, চেকোশ্লোভাকিয়া, জার্মান গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র, হাঙ্গেরি, মঙ্গোলিয়া, পোল্যান্ড, রুমানিয়া ও সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে পার্টির নেতা ও পণ্ডিত ব্যক্তিরা এবং **ডব্লিউ এম আর**-এর সম্পাদকীয়মণ্ডলীর সদস্যরা এই সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন।

ডব্লিউ এম আর-এর ফেব্রুয়ারি সংখ্যায় প্রধান প্রধান প্রবন্ধগুলির সংক্ষিপ্তসার পরিবেশিত হয়েছে। এই সংখ্যায় আমরা আলোচনা ও পত্রিকার প্রধান সম্পাদকের সমাপ্তি ভাষণের সারাংশ তুলে দিলাম।

সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের রক্ষক, শ্রমিকশ্রেণীর পার্টি

অনেক বক্তাই বলেছেন যে সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্র সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের অভিন্ন সম্পদ ; বিশেষ করে যে শ্রমিকশ্রেণী আর সংখ্যালঘু শোষকদের দ্বারা শাসিত হচ্ছে না। এটাই বুর্জোয়া গণতন্ত্র থেকে এই গণতন্ত্রের মৌলিক পার্থক্য ও চূড়ান্ত উৎকর্ষ নির্ধারণ করে। এর থেকেই প্রমাণিত হয় যে, সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের প্রধান রক্ষক হল শ্রমিকশ্রেণীর পার্টি।

সি পি এস ইউ-এর কেন্দ্রীয় কমিটির এই বিভাগের উপপ্রধান জর্জি সাখনাজারোভ (আইনের ডক্টরেট) গণতন্ত্র রক্ষা ও তার বিকাশের ক্ষেত্রে শ্রমিকশ্রেণীর ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করেন। তিনি বলেন, যে, একটা মুখরোচক কমিউনিস্ট-বিরোধী অভিযোগ আছে যে সমাজতন্ত্রের রাজনৈতিক ব্যবস্থার বিবর্তন এমনভাবে হয়েছে যে, এই ব্যবস্থায় ভিন্ন মতবাদ ও স্বার্থের কোনো স্থান নেই। এর ফলে বুর্জোয়া ধরনের বহুত্ববাদের উৎকর্ষ সম্পর্কে অনেক রকমের কথা বলা সুবিধে হয়।

আসলে বিপরীতটাই সত্য। প্রথমেই বলা যায় যে, এমন কি আনুষ্ঠানিক দিক থেকেও বুর্জোয়া ব্যবস্থা সমস্ত সামাজিক স্তরের আকাঙ্ক্ষাকে প্রকাশ করে না। এটা সত্য যে বিরোধীরা সরকারকে সমালোচনা করতে পারে, কিন্তু বিরোধী দলের মত মেনে নিতে বা বিরোধীরা যে সব সামাজিক গোষ্ঠী ও পার্টির পক্ষে কথা বলে তাদের স্বার্থ গণ্য করতে সরকার বাধ্য নয়। এটাই হল আনুষ্ঠানিক দিক। আমরা অবশ্য জানি যে, চূড়ান্ত অর্থে বুর্জোয়া শাসক ও বিরোধী পার্টিগুলি উভয়ই পুঁজিবাদের স্বার্থকে তুলে ধরে।

সমাজতান্ত্রিক সমাজের সবচেয়ে বৈশিষ্ট্যমূলক দিক হল সমস্ত শ্রেণী ও স্তরের মৌলিক স্বার্থের অভিন্নতা। এটাই কমিউনিস্ট পার্টিকে সমাজের নেতৃত্ব দিতে অপরিহার্য ও সম্ভব করে তোলে। সর্বোপরি, যে নীতি শ্রমজীবী জনগণের অভিন্ন স্বার্থের সাথে সংগতিপূর্ণ ও একই সঙ্গে যে নীতি জনগণের সমস্ত গোষ্ঠীর স্বার্থ ও প্রয়োজনকে বিচার করে সে নীতিকে সমাজতন্ত্রের রাজনৈতিক ব্যবস্থা নিশ্চয়তা দেয়।

কারণ যদিও সমগ্র সোভিয়েত জনগণের কাছে মৌলিক স্বার্থগুলি অভিন্ন, তথাপি এই ধরনের গোষ্ঠীগুলি, যেমন নারী, বা ছাত্র বা পেনসনভোগীদের নিজস্ব বিশেষ প্রয়োজন আছে। এটা কৃষক, যানবাহন-শ্রমিক, সার্ভিস শিল্প, দেশের দক্ষিণাঞ্চল, মধ্যাঞ্চল বা সুদূর উত্তরাঞ্চলের জনগণ বা যে সব বিভিন্ন জাতি নিয়ে সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র গঠিত তাদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। তাদের বিভিন্ন প্রয়োজনের সঠিক ও সময়োচিত মূল্যায়ন করা, সেইসব প্রয়োজনের অগ্রাধিকার দেওয়ার নিয়ম, সমাজের সামগ্রিক স্বার্থের সাথে তাদের সমন্বয়সাধন করা অত্যন্ত জরুরী ও জটিল কাজ।

একাজ একমাত্র কমিউনিস্ট পার্টিই করতে পারে, কারণ কমিউনিস্ট পার্টি সোভিয়েত সমাজের সমস্ত শ্রেণী ও গোষ্ঠীর প্রগতিশীল অংশের প্রতিনিধিত্ব করে। এ ছাড়াও সি পি এস ইউ সমস্ত সরকারি ও বেসরকারি সংগঠনের কাজের সমন্বয়সাধন করে। এই সংগঠনগুলোর মধ্য দিয়ে এই বিরাট দেশের বিভিন্ন অংশ, জাতীয় অঞ্চলগুলি ভিন্ন ভিন্ন শিল্প, বিভিন্ন বয়সের লোক প্রভৃতিদের স্বার্থ ও প্রয়োজনীয়তা প্রতিফলিত হয়।

কমিউনিস্ট পার্টি বিভিন্ন সামাজিক গোষ্ঠীগুলির সামাজিক স্বার্থ ও প্রয়োজনীয়তার সুসমঞ্জস সমন্বয়সাধন সুনিশ্চিত করতে পারে, কারণ সমগ্র সোভিয়েত জনগণ কমিউনিস্ট পার্টিকে সমাজের পরীক্ষিত রাজনৈতিক অগ্রগামী বাহিনী হিসাবে মনে করে।

বক্তা বলেন যে, এটা খুবই সংগত যে সাধারণ ও নির্দিষ্ট স্বার্থসমূহের ফলপ্রসূ সমন্বয়সাধনের জন্য পার্টি ও জনগণের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সংযোগের প্রয়োজন হয়। পার্টির নেতৃভূমিকার অর্থ হল সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের নীতিসমূহের প্রতি পার্টি কঠোরভাবে আনুগত্য বজায় রাখে। এইসব নীতি থেকে যে কোনো বিচ্যুতি, যে কোনো ধরনের স্বেচ্ছাচারিতা দেশের সামাজিক স্বার্থকে ও সমাজতন্ত্রকে দারুণ ক্ষতিগ্রস্ত করে। মাওবাদী 'সাংস্কৃতিক বিপ্লব' এর সুস্পষ্ট দৃষ্টান্ত।

অনেক বক্তা সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের মধ্যে পার্টির স্থান ও ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করেন। তাঁদের অন্যতম

হলেন ওয়ারশ ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিট্যুট অব কনস্টিটিউশন্যাল ল-এর ডিরেক্টর অধ্যাপক **মাইলেস্টার জাভাওজকি**। তিনি এই বুর্জোয়া তত্ত্বের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন যে, বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত বিপ্লবের ফলে কেবলমাত্র বিশেষজ্ঞরা সমস্ত অর্থনৈতিক সমস্যা নিয়ে আলোচনা করবেন। এই তত্ত্ব সম্পূর্ণভাবে গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলির ভূমিকা নাকচ করে দেয় এবং রাজনৈতিক পার্টিগুলির ভূমিকাকে খাটো করে দেখায়। এই ধরনের যুক্তিগুলো স্পষ্টতই সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে পরিচালিত।

প্রযুক্তিগত বিপ্লব পার্টির নেতৃভূমিকাকে কমায় না, বরং তা বৃদ্ধি করে। এর কারণই হল এই যে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার মূল্য বিচারের ও মেহনতী জনগণের স্বার্থের দিকে তাকিয়ে অর্থনীতি সম্বন্ধীয় প্রতিটি সিদ্ধান্তের সামাজিক ও রাজনৈতিক গুরুত্বকে বিচার-বিবেচনা করতে হবে। অবশ্য শুধুমাত্র অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকেও এর মূল্যায়ন করা উচিত। আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল সমীক্ষা ও বিচারের জন্য এইসব সিদ্ধান্ত জনগণের নিকট পেশ করা হয়। এর সন্তোষজনক সমাধানের জন্য শ্রমিক-শ্রেণীর পার্টি সমস্যাগুলির সমস্ত দিক খতিয়ে বিচার করে।

পার্টির নেতৃত্বের ভূমিকা শুধুমাত্র এর মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না। মনে রাখতে হবে যে উন্নত সমাজতান্ত্রিক সমাজে প্রগতিশীল ও রক্ষণশীলদের মধ্যে সংগ্রাম চলে, এমন কি তা তীব্র হয়ে ওঠে, কারণ এই সমাজে জীবন অত্যন্ত গতিশীল এবং পরিবর্তনের প্রতি প্রতিক্রিয়াও এ খাতে ত্বরিত গতিতে ঘটে। যে পার্টি সমস্ত প্রগতিশীল শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ করে, তার অগ্রগামী ভূমিকা এই অবস্থায় বিরাট ঃ পার্টি সমাজ-বিকাশের পথ স্থির করে ও তাকে পরিচালিত করে।

সমাজকে পরিচালনা করার জন্য পার্টির কাজের যে পরিবর্তন হয়েছে এই সম্মেলন তাকে শুধুমাত্র পরীক্ষা করে নি, ঐ কাজের উন্নতি বিধানের জন্য পথ ও পদ্ধতিগুলোও পরীক্ষা করেছে। এইচ এস ডব্লিউ পি কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ও বিভাগীয় প্রধান পল রোমানীকে প্রশ্ন করা হয়েছিল 'আপনি বলেছেন যে, সমাজতন্ত্র যত পরিণত হয়, তত পার্টি নেতৃত্বের কাজের পদ্ধতি পরিবর্তন করার ঝোঁক দেখা যায়। এখন কমিউনিস্ট পার্টির মৌলিক কাজ হল শুধুমাত্র শিক্ষা দেওয়া ও আলোচনা করা, এই ধারণার প্রতি আপনার দৃষ্টিভঙ্গি কী?'

পল রোমানী উত্তর দেন ঃ "আমরা সমস্ত ধরনের পার্টি নেতৃত্বকে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করি। সমাজতান্ত্রিক বিকাশের সমগ্র কাল ধরে পার্টির নেতৃত্বের ভূমিকাকে আমরা কখনোই ছোট করে দেখি না। সমাজতান্ত্রিক সমাজ যত বৈচিত্র্যপূর্ণ ও জটিল হবে, পার্টির সুস্পষ্ট নীতি ও রাজনৈতিক নেতৃত্বের গুরুত্ব তত বাড়বে।

"এর সঙ্গে আরো বলা যায় যে পার্টি নেতৃত্বের অর্থ হল প্রত্যক্ষ সিদ্ধান্ত করাই নয়, পার্টি সদস্যদের পার্টিনীতিকে কার্যকরী করাও বটে। উদাহরণস্বরূপ, নির্বাচনের সময় কমিউনিস্টরা মনোনয়ন সভায় পার্টিনীতিকে তুলে ধরে। এছাড়া অন্য কোনো পথ নেই, কারণ পার্টি শ্রমিকশ্রেণী তথা সমগ্র জনতার স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করে।"

আয়ন সেটারচি তাঁর প্রবন্ধে পার্টি ও সরকারি সংস্থাগুলির কাজকর্ম সমন্বয়সাধন সম্পর্কে রুমানিয়ার পার্টির অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেন। এই প্রসঙ্গে রুমানিয়ার প্রতিনিধিদলকে প্রশ্ন করা হয় যে এমন কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছিল যাতে গণতান্ত্রিক মানগুলি পালন করার ক্ষেত্রে পার্টির নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা দুর্বল না হয় এবং আমলাতন্ত্রের সাথে লড়াই করা যায়?

রুমানিয়ার কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ও **এরা সোশ্যালিস্টা** নামক পত্রিকার সম্পাদক **স্তেফান ভয়সু** এই প্রশ্নের উত্তর দেন। ভয়সু বলেন যে জেলা পার্টি কমিটির প্রথম সম্পাদক হলেন জেলার গণপরিষদের চেয়ারম্যান, যাতে করে পার্টি ও সরকারি কাজকর্মের ঐক্যবদ্ধ নেতৃত্ব ও নিয়ন্ত্রণ সুনিশ্চিত হয়। এই দুই কাজের সমন্বয়সাধন মানে এই নয় যে যৌথ কাজকর্ম বর্জন করা হয়। সমস্ত সরকারি সংস্থাগুলি সার্বজনীন এবং সমান ভোটাধিকার ও গোপন ব্যালটের ভিত্তিতে নির্বাচিত হয়। মার্চ মাসে আগামী নির্বাচনগুলিতে ভোটাররা প্রতিটি আসনের জন্য কয়েকজন প্রার্থী মনোনয়ন করতে পারবে এবং আমরা মনে করি যে এইভাবে গণতন্ত্র সম্প্রসারিত হয়। তাছাড়া, গণ-নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাও রয়েছে ঃ সরকারে, বিভিন্ন মন্ত্রিত্বে ও কারখানাগুলির পরিচালন ব্যবস্থায় ট্রেড ইউনিয়ন ও অন্যান্য গণসংগঠনের প্রতিনিধিত্ব রয়েছে। এছাড়া, প্রতিনিধিদের ও উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মচারীদের জনগণের কাছে তাদের কাজের বিবরণ দিতে হয়। সরকারি যন্ত্রের শাসন বিভাগে নিয়োগ প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়ে হয় এবং প্রতিযোগীদের যৌথ কাজকর্মের বিচার করে তাদের মনোনীত করা হয়।

ভয়সু সম্মেলনে বলেন যে আমি এই ধারণা সৃষ্টি করতে চাই না যে আমরা আনুষ্ঠানিকতা ও আমলাতন্ত্রের পরিসমাপ্তি ঘটিয়েছি। এখনো অনেক কিছু করার আছে এবং পার্টি আমলাতন্ত্র নির্মূল করার জন্য ও সংগঠন উন্নত করার জন্য সুদৃঢ়ভাবে কাজ করে চলেছে।

মঙ্গোলিয়ার গণ-বিপ্লবী পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির বিকল্প সদস্য **সোগভিন নামসারী** (দর্শনের ডক্টরেট) আলোচনা করেন যে কিভাবে মঙ্গোলিয়াতে শিল্প শ্রমিকরা দুই ও তিন পুরুষ ধরে সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের বিকাশকে প্রভাবান্বিত করছে। শিল্প শ্রমিকদের সংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে গুণগত পরিবর্তনও ঘটেছে ঃ কৃষকদের অনুপাত কমে যাচ্ছে, কিন্তু শ্রমিকশ্রেণীর পরিবার থেকে আগত ব্যক্তিদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে, সাত বছর বা পূর্ণ দশ বছর মাধ্যমিক শিক্ষাপ্রাপ্ত শ্রমিকদেরও সংখ্যা বেড়েছে এবং অনেকের প্রযুক্তিগত শিক্ষাও আছে।

পার্টির দ্বারা পরিচালিত হয়ে শ্রমিকশ্রেণী গণতন্ত্রের রাজনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে তুলছে। এই রাজনৈতিক ব্যবস্থা সমাজতন্ত্রের একটা অংশ। এর মৌলিক বৈশিষ্ট্য হল রাজনৈতিক ও সামাজিক-অর্থনৈতিক গণতন্ত্রের ঐক্য। সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্র সমগ্র সমাজের স্বার্থকে রক্ষা করে, শুধুমাত্র একটা শ্রেণীর স্বার্থকে নয়। রাষ্ট্রের প্রশাসন ব্যবস্থায় মঙ্গোলিয়ার শ্রমিকশ্রেণীর প্রাধান্যের ফলেই এটা সুনিশ্চিত হয়েছে ঃ ১৯৭৩ সালে নির্বাচিত গ্রান্ড পিপল্‌স খুরালের এক-চতুর্থাংশ হল শ্রমিক। সমাজতান্ত্রিক ব্যক্তিত্বের বিকাশের ক্ষেত্রে আমাদের শ্রমিকদের সামাজিক ও রাজনৈতিক কার্যকলাপ ক্রমশ গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হয়ে উঠছে; কারণ প্রতিটি গণ-উদ্যোগে শ্রমিকশ্রেণীর সক্রিয় ভূমিকা আছে এবং শ্রমিকশ্রেণীই হল প্রতিটি প্রগতিশীল আন্দোলনের উদ্যোক্তা, এই শ্রেণীর নেতৃভূমিকার অন্যতম প্রকাশ হল পার্টি, রাষ্ট্র, ট্রেড ইউনিয়ন, যুব ও অন্যান্য সংগঠনগুলির কাজকর্মে তার সক্রিয় অংশগ্রহণ। ১৯৪০ সালে পার্টি সভ্যপদে শ্রমিকদের

সংখ্যা ছিল যেখানে কেবলমাত্র ৬·৪ শতাংশ, সেখানে ১৯৭১ সালে এর সংখ্যা দাঁড়ায় ৩১ শতাংশ।

অনেক বক্তাই জোর দিয়ে বলেন যে সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের বিকাশ স্বতঃস্ফূর্ত নয়; বরং এই বিকাশ একটা প্রক্রিয়া যা সমাজতন্ত্রের বিষয়গত নিয়মবিধি অনুযায়ী সচেতনভাবে পরিচালিত হয়। এবং এই প্রক্রিয়ার প্রধান পরিচালক শক্তি হল জনগণের অগ্রগামী বাহিনী কমিউনিস্ট পার্টি। এর কাজ হল সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের নিরবচ্ছিন্ন প্রসারের চূড়ান্ত গ্যারান্টি।

গণতন্ত্র, স্বাধীনতা, দায়িত্ব

জাদস্কি বলেন যে সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের বিকাশের যে সব উপাদান রয়েছে তাদের মধ্যে প্রধান হল অর্থনৈতিক বিকাশ। পোলিশ ইউনাইটেড ওয়ার্কার্স পার্টির অভ্যন্তরীণ নীতির লক্ষ্য হল উৎপাদনের হার বৃদ্ধি করা এবং জীবনধারণের ও সংস্কৃতির মান উন্নত করা। শ্রমিকদের উদ্যোগের নিরবচ্ছিন্ন বিকাশ ঘটানো ছাড়া এই লক্ষ্য অর্জন করা সম্ভব নয়। এক্ষেত্রে তাদের উদ্যোগ-বিকাশের অন্যতম উপাদান হল সমাজের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তাদের দায়িত্ববোধ, কারণ শ্রমিকরাই হল সমস্ত কল-কারখানা ও অন্যান্য সব সম্পদের একমাত্র মালিক।

সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র ঠিকমতো কাজ করতে পারে, যদি প্রশাসনে জনগণের অংশগ্রহণ ব্যাপক হয়। এটা এইসব ক্ষেত্রেও সমান প্রযোজ্য, যেমন প্রতিরক্ষা, জনশৃঙ্খলা, বিচার এবং সাংস্কৃতিক ও সামাজিক নীতি। এই ধরনের অংশগ্রহণ চিরাচরিত সংসদীয় চৌহদ্দি পেরিয়ে যায়। এর জন্য প্রতিটি সরকারি স্তরে বাস্তব গণতন্ত্রের প্রয়োজন হয়।

সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের পূর্ণতার মান বিচারের প্রশ্নে জাদেস্কি নিম্নলিখিত মাপকাঠি তুলে ধরেন: রাষ্ট্র পরিচালন ব্যবস্থায় শ্রমিকদের অংশগ্রহণের মান, সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে শ্রমিকদের কার্যকর প্রভাব, সংবিধানে সুরক্ষিত নাগরিক অধিকার ও স্বাধীনতা বাস্তবায়নের মাত্রা; আইনে ও রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবনে বাস্তব সাম্য কতদূর অর্জিত হয়েছে; এবং কতদূর পর্যন্ত সমাজতান্ত্রিক আইনগত নীতিগুলি প্রয়োগ করা হয়। এর যে কোনো একটি দিয়ে বিচার করলে আমরা গণতন্ত্র-বিকাশের একটা ধারণা পাই। কিন্তু এইসব মাপকাঠি প্রয়োগ করলে আমরা একটা সর্বাঙ্গীণ চিত্র পাই।

সাম্য হল সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের অন্যতম প্রধান উপাদান, এটাই ছিল সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির উচ্চপদস্থ কর্মী ইউরি ক্রাসিনের (দর্শনের ডক্টরেট) আলোচনার বিষয়। তিনি বলেন যে সমাজতান্ত্রিক গোষ্ঠীর ইতিহাস হল পূর্ণ সামাজিক সাম্যের দিকে দৃঢ় অগ্রগতির ইতিহাস। শ্রেণী বৈরিতা দূর করার মধ্য দিয়ে মানসিক ও দৈহিক শ্রমের, শহর ও গ্রামের মৌলিক পার্থক্য ঘোচাবার মধ্য দিয়ে এবং সমাজের সামাজিক ও রাজনৈতিক ঐক্য ও শ্রেণীগত পার্থক্যের ক্রম অবলুপ্তির মধ্যে এই প্রক্রিয়া রূপ লাভ করছে। এই ক্ষেত্রে সমাজতন্ত্রের সাফল্য বুর্জোয়া গণতন্ত্রের চেয়ে সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের উৎকর্ষের জোরালো প্রমাণ। এই জন্যই বুর্জোয়ারা সামাজিক সাম্যের ধারণাটিকে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করছে এবং বুর্জোয়া সামাজিক চিন্তার চিরায়ত সাহিত্যের উত্তরাধিকার বর্জন করছে।

সমাজতান্ত্রিক গোষ্ঠীর অভিজ্ঞতা প্রমাণ করে যে সামাজিক সাম্য কল্পস্বর্গও নয়, বা কোনো অলীক বস্তু নয়। পূর্ণ সামাজিক সাম্যের অর্থ হল শ্রমের বিভিন্ন ধরন ও বিভিন্ন ক্ষেত্রকে সমান সামাজিক মর্যাদা দেওয়া। এইভাবে আমরা ক্রমশ উচ্চ প্রশাসনিক ব্যবস্থার অভিজাততন্ত্রবাদের বিলুপ্তি ঘটাব। তাদের ঝোঁক ও সামর্থ্যের সাথে সংগতিপূর্ণ কর্মে রত নরনারীর ব্যাপারে সমাজ ও তার সমস্ত সদস্যরা আগ্রহী হবে। শোষণমূলক ব্যবস্থায় যে সব কাজ নিম্নস্তরের সে সব কাজের সামাজিক গুরুত্ব বৃদ্ধি করার জন্য বৈষয়িক ও সাংস্কৃতিক পরিস্থিতি সৃষ্টি হচ্ছে।

বুর্জোয়া মতাদর্শবিদদের এই যুক্তির কোনো ভিত্তিই নেই যে স্বাধীনতা এবং সাম্য, এর মধ্যে যে কোনো একটি সমাজকে বেছে নিতে হবে। তাঁরা বলেন, স্বাধীনতা মানে বিভিন্নতা, কিন্তু সাম্যের ফল হল সমরূপতা। কিন্তু ঘটনা হল যে সাম্য স্বাধীনতা বা গণতন্ত্রের বিপরীত নয়। সামাজিক সাম্য সমরূপতার দিকেও নিয়ে যায় না। ঠিক এর উল্টোটাই সত্যি। যে সব বাধা মানুষকে পরস্পরের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে সেইসব কৃত্রিম বাধা অপসারণ করে সাম্য ব্যক্তির সর্বাঙ্গীণ বিকাশের জন্য ও মানুষের সমস্ত ক্ষমতাকে বাধামুক্ত করার সর্বাধিক অনুকূল পরিস্থিতি সৃষ্টি করে।

গ্রেট বৃটেনের কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিনিধি হিসাবে **ডব্লিউ এম আর** সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য **ইদ্রিস কক্স** সামাজিক সাম্যের সম্পর্কিত এই আলোচনায় সোভিয়েত প্রতিনিধিদের কাছে প্রশ্ন তুললেন: 'সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের পরিস্থিতিতে অর্জিত প্রগতি সম্পর্কে সব বক্তাই এক সুন্দর চিত্র দিয়েছেন। সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে নরনারীর সাম্য হল একটি নির্ধারক নীতি এবং এই নীতি যথেষ্ট পরিমাণে বাস্তবায়িত হয়েছে। যাইহোক, এই সব দেশে উচ্চ সরকারি পদে ও মার্কসবাদী-লেনিনবাদী শাসক পার্টিগুলির কেন্দ্রীয় কমিটিতে নারীদের সংখ্যা অত্যন্ত কম এবং জনসংখ্যায় তাদের যা অনুপাত তার সাথে সংগতিপূর্ণ নয়। এর জন্যে কি কোনো আত্মসমালোচনা হবে না এবং অতীতের এই রীতিকে বিলুপ্ত করার জন্যে কোনো সক্রিয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে না?'

সাখনাজারোভ বলেন যে নারীদের প্রতি অবিচার বিলুপ্ত হবে এবং তাঁরা শিক্ষার সুযোগ পাবেন, উৎপাদনে অংশ গ্রহণ করবেন ও পুরুষের সাথে সমান অধিকার ভোগ করবেন, মূল মার্কসবাদী-লেনিনবাদী চিরায়ত গ্রন্থের এই ভবিষ্যদ্বাণী সমাজতান্ত্রিক সমাজে অনেকাংশে সত্য হয়েছে। সোভিয়েত রাষ্ট্রের বিকাশের প্রতিটি স্তরে অর্থনীতি, সংস্কৃতি, শিক্ষা, বিজ্ঞান ও কারুশিল্পে উচ্চ পদগুলিতে বেশি বেশি করে নারীদের পদোন্নতি ঘটছে। অনেক নারী প্রজাতন্ত্র আঞ্চলিক ও জেলা পার্টি কমিটিগুলির সম্পাদক পদে আছেন। আঞ্চলিক সোভিয়েতগুলিতে নারীরা হল ৪৭·৪ শতাংশ এবং ইউ এস এস আর-এর সুপ্রীম সোভিয়েতে ৩১·৩ শতাংশ।

কিন্তু আমাদের স্বীকার করতেই হবে এখনো অনেক কিছু করার আছে। সরকারে যে পদ মেয়েদের পাওয়া উচিত কেন তাঁরা সে পদ পাচ্ছেন না, এর বাস্তব কারণ আছে। সমাজতান্ত্রিক দেশেও সংসারের কাজে ও ছেলেমেয়েদের প্রতিপালন করার কাজে মেয়েদের অনেক সময় দিতে হয়। পার্টি ও সরকারি কাজে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে উৎসর্গ করতে হয়, ফলে অবসর খুব কম থাকে। সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টি এই সব সমস্যা সম্পর্কে সচেতন এবং মেয়েদের সামা-

জিক ও রাজনৈতিক সাম্য বিধান করা হল পার্টির সমস্ত নীতির প্রধান লক্ষ্য। কিন্তু তার জন্য নির্দিষ্ট সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পূর্বশর্ত সৃষ্টি করতে হবে এবং উন্নত সমাজতান্ত্রিক সমাজকে নিখুঁত করার প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে এই সব পূর্বশর্ত সৃষ্টি হচ্ছে(১)।

ইদ্রিস কক্স বলেন যে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে যদিও নারীদের প্রতি অবিচারের কোনো চিহ্ন নেই তবুও আমার মনে হয় নেতৃত্বের পদে নারীদের নির্বাচিত করার ব্যাপারে কিছু পরিমাণে অবহেলা আছে। বুর্জোয়া গণতন্ত্রের পরিবেশে শাসকশ্রেণী সর্বদা একাজে অনিচ্ছুক। কিন্তু গণআন্দোলন তাদের পিছু হঠতে বাধ্য করেছে। উদাহরণস্বরূপ, বৃটিশ সরকারে নারীদের শতকরা হার এখন বেশি। নারীদের অগ্রগতির জন্য বৈষয়িক অবস্থা নিয়ে প্রশ্ন নয়, কারণ পুঁজিবাদী দেশের তুলনায় সমাজতান্ত্রিক সমাজে তাদের অবস্থা অনেক উন্নত।

আমার প্রশ্নটা পুরুষদের দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে। শুধুমাত্র মা কেন ছেলেমেয়েদের প্রতিপালন করবে? সংসারে কেন সে একমাত্র এই দায়িত্ব পালন করবে? আমি মনে করি মতাদর্শের স্তরে এই সমস্যাটা আলোচিত হওয়া উচিত। প্রায় একশ বছর আগে মার্কস বলেছিলেন যে অতীতের ঐতিহ্য মানুষের মনে দৃঢ়ভাবে গেঁথে আছে এবং এই ঐতিহ্যের ফলে পুরুষরাই কার্যত বড় বড় পদ অধিকার করে। সমাজতন্ত্রে আমাদের এটা পরিবর্তন করা উচিত এবং আমরা এটা পরিবর্তন করব। পুরুষদের পাশাপাশি নারীরাও উচ্চ পদ অধিকার করে থাকবে।

বুলগেরিয়ার কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ও **Noro Vrene** পত্রিকার সম্পাদক অধ্যাপক **ইরিয়াদঝার্কভ** বিভিন্ন সামাজিক-অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় ব্যক্তি ও গণতন্ত্রের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করেন। তিনি বলেন ব্যক্তি ও গণতন্ত্র পরিপূরক এবং পরস্পরকে নির্ধারিত করে। ইতিহাসে এই দুই ধারণা একই সময়ে সৃষ্টি হয়েছে। প্রাচীনকালে প্রাচ্যে স্মরণীয় সভ্যতা ও শক্তিশালী সাম্রাজ্য সৃষ্টি হয়েছে কিন্তু ব্যক্তিকে কখনো স্বীকৃতি দেওয়া হয় নি। ব্যক্তিমানুষ হয় দেবতুল্য শাসকে পরিণত হয়েছে, নাহয় নিরাবয়ব জনারণ্যে হারিয়ে গেছে। প্রাচীন মিশরে বিচারের দিন যখন কোনো মানুষ দেবতাদের সামনে উপস্থিত হত, তখন তাকে প্রমাণ করতে হত যে সারা জীবনে অন্যদের মধ্যে সে নিজেকে পৃথক করে দেখে নি অর্থাৎ অন্য কথায় সে কোনোদিনই ব্যক্তি ছিল না।

প্রাচীন গ্রীসে গণতন্ত্রের উদ্ভবের সময় ব্যক্তিমানুষের ধারণা এল। কিন্তু কেবলমাত্র 'মুক্ত মানুষেরাই' ব্যক্তি হিসাবে স্বীকৃত হতেন। দাসেরা ছিল 'পশুবিশেষ' বা 'কথা বলার যন্ত্র', অর্থাৎ তাদের মালিকদের ব্যক্তিত্বের বাড়তি অংশ। বুর্জোয়া গণতন্ত্র হল তুলনামূলকভাবে উন্নত ধরনের গণতন্ত্র। কিন্তু এই গণতন্ত্র শ্রেণীগত মর্ম দ্বারা সীমিত: ব্যক্তিগত সম্পত্তি হল ব্যক্তির মাপকাঠি, অর্থাৎ এই মানদণ্ড মানুষের সম্পর্ক ও পুঁজিবাদী সমাজে তার স্থান ও মর্যাদা নিয়ন্ত্রণ করে।

সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্র হল এক নতুন ও উন্নততর গণতন্ত্র, বিশেষ করে এই কারণে যে সামাজিক-রাজনৈতিক জীবনে সক্রিয় ব্যক্তি হিসাবে, ইতিহাসের রচয়িতা ও তাদের ভাগ্যের নিয়ন্তা হিসাবে সমাজের সমস্ত সদস্যদের বিকাশ প্রয়োজন।

বি সি পি-র কেন্দ্রীয় কমিটি ও বুলগেরিয়া গণপ্রজাতন্ত্রের রাজ্য পরিষদ সদস্য অধ্যাপক **জে রাদেভ** জায়াদস্কির সাথে একমত যে অধিকার ও স্বাধীনতা প্রসারের মাত্রা হল গণতন্ত্রের এক গুরুত্বপূর্ণ মাপকাঠি। বুলগেরিয়ার সমাজের বর্তমান স্তরে তার নাগরিকদের আইনগত মর্যাদায় ক্রম-পরিবর্তন ঘটছে। সমাজতান্ত্রিক সংবিধানে স্বীকৃত অধিকার ও স্বাধীনতাকে সম্পূর্ণভাবে কার্যকরী করা হয়। সমাজের অর্থনৈতিক ও সামাজিক কাঠামোর গুণগত পরিবর্তনের সাথে সংগতি রেখে নতুন নতুন অধিকার সৃষ্টি হচ্ছে। উদাহরণস্বরূপ, আইন-প্রণয়নে নাগরিকদের অধিকতর ফলপ্রসূ অংশগ্রহণের মধ্যে দিয়ে বর্তমান যুগের ব্যাপকতর রাজনৈতিক অধিকার বাস্তবায়িত হচ্ছে। নির্বাচনী অধিকার আরো সম্প্রসারিত হয়েছে; বিশেষ করে নির্বাচকমণ্ডলী প্রত্যক্ষভাবে প্রার্থী মনোনয়ন করতে পারে এবং গোপন ভোটের মাধ্যমে প্রতিনিধিদের ফিরিয়ে আনতে পারে।

শ্রমের অধিকারও আরো ব্যাপক হয়েছে। বর্তমানে আলোচনাধীন শ্রম সম্পর্কে নিয়মাবলীর খসড়ায় শ্রম সম্পর্কের এ নতুন ও উন্নত ব্যবস্থার কথা বলা হয়েছে।

ব্যক্তির অধিকার হল সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। ব্যক্তিজীবনের নিরাপত্তাবিধায়ক নতুন মানদণ্ডের সৃষ্টি হয়েছে। বুলগেরিয়ার সংবিধানে ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবনে বেআইনীভাবে হস্তক্ষেপ, নিন্দা ও কুৎসা নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

সমস্ত অধিকার ও স্বাধীনতার বাস্তব, সক্রিয় ও পূর্ণ ব্যবহারকে সুনিশ্চিত করার বৈষয়িক ও অন্যান্য গ্যারান্টি সম্প্রসারিত হয়েছে। এটাই হল সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য; এইখানেই আনুষ্ঠানিক বুর্জোয়া গণতন্ত্র থেকে সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের পার্থক্য।

পোলিশ ইউনাইটেড ওয়ার্কার্স পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির ঊর্ধ্বতন কর্মচারী **ওয়াইজল ডবজোস্কি** (সমাজবিজ্ঞানের ক্যানডিডেট) জোর দিয়ে বলেন যে আগ্রাসী সাম্রাজ্যবাদী শক্তিরা সমাজতান্ত্রিক গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে মতাদর্শগত আক্রমণের জন্য আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে উত্তেজনা প্রশমনকে কাজে লাগাবার চেষ্টা করছে। এটা বিশেষ করে কতকগুলি রাজনৈতিক অধিকার ও স্বাধীনতার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য—মতামত ও তথ্য বিনিময়, সাংস্কৃতিক সহযোগিতা, ভ্রমণ ইত্যাদি। এসব সম্পর্কে পুঁজিবাদী মতাদর্শবিদরা যা বলেন তা মানবিক বলে মনে হয়; কিন্তু 'স্বাধীন মত বিনিময়' বলতে তাঁরা যা মনে করেন তা হল যে সামাজিক ব্যবস্থা নির্বিশেষে সমস্ত ইয়োরোপীয় জাতিগুলির চিন্তার সমতাবিধান। পাশ্চাত্য থেকে প্রাচ্যে **"তথ্যের মুক্তধারাকে"** তারা একমুখী প্রবাহ বলে মনে করেন। 'স্বাধীন মত বিনিময়ের' ধারণা সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির 'বিবর্তনের' দিকে লক্ষ্য রেখে তৈরি হয়েছে। তাঁদের কাছে এটা হল জনগণের মন জয় করার সংগ্রাম। এই প্রসঙ্গে 'স্বাধীন ও মত বিনিময়ের' ধারণা থেকে সাম্রাজ্যবাদীদের দ্বারা উদ্ভাবিত সাম্প্রতিক মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধের ধরণার সামান্য পার্থক্য আছে।

আমরা প্রকৃত সাংস্কৃতিক বিনিময়, জনগণের মধ্যে ব্যাপকতর সংযোগ, অধিকতর ভ্রমণ ইত্যাদির সপক্ষে। আমাদের কাছে এইসব হল উত্তেজনা প্রশমনের প্রক্রিয়াকে প্রাণবন্ত করার উপায়, অন্য দেশের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করার

---

১ সমাজতান্ত্রিক সমাজে নারীদের ভূমিকা সম্পর্কে এই সংখ্যায় এল সাইয়োবানুর প্রবন্ধ দেখুন।

পথ নয়। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির বৈদেশিক নীতি এটা প্রমাণ করেছে।

জার্মানির সোশ্যালিস্ট ইউনিটি পার্টির প্রতিনিধিদের প্রশ্ন করা হয়েছিল পুঁজিবাদী প্রচার কেন্দ্রের নিকটে থাকায় গণতান্ত্রিক জার্মানিতে সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের বিকাশ কি রকম ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

জি ডি আর এ্যাকাডেমি অব সায়েন্স-এর সদস্য অধ্যাপক **উলফগ্যাঙ উইশেল্ট** বলেন যে, অনেক উপাদান আছে যা আমাদের দেশে বুর্জোয়া মতাদর্শের প্রচারের সুবিধা করে দেয়। এফ আর জি আমাদের সারা সীমান্ত জুড়ে অ্যামপ্লিফাইয়ার ও অন্যান্য অত্যাধুনিক যন্ত্র বসিয়েছে। তথাপি পশ্চিম জার্মানির বেশির ভাগ রেডিও ও টি ভি কর্মসূচীর সঙ্গে স্বাধীন সংবাদ সরবরাহের কোনো সামঞ্জস্য নেই। সাম্রাজ্যবাদীরা সংবাদের স্বাধীনতা বলতে যা বোঝান তা হল কমিউনিজম-বিরোধী প্রচারের স্বাধীনতা। আমরা সংবাদের স্বাধীনতা চাই, কিন্তু অসত্য সংবাদের স্বাধীনতা চাই না। এই জন্যই মতাদর্শগতভাবে বিরোধী যেসব সাহিত্য, সাময়িক পত্রিকা ও সংবাদপত্র মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধ চালায় তাদের প্রচার আমরা নিষিদ্ধ করেছি।

পুঁজিবাদী প্রচারের প্রভাবের বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য এস ইউ পি জি সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের শ্রেণীগত উপাদান ও উৎকর্ষ তুলে ধরে। উদাহরণস্বরূপ, বুর্জোয়া গণতন্ত্র কারখানার দরজাতে গিয়ে থেমে যায়, কিন্তু সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্র কারখানার উৎপাদনের আঙিনায় শুরু হয়। জি ডি আর-এর নাগরিকরা জানেন যে, কেবলমাত্র শ্রমিক-কৃষকের দেশে শ্রমজীবী জনতার স্বার্থই হল রাষ্ট্রনীতির লক্ষ্য। যে সব লোক আমাদের দেশ ভ্রমণ করেন (এফ আর জি ও পশ্চিম বার্লিন থেকে কয়েক লক্ষ লোক সম্প্রতি কয়েক বছর ধরে জি ডি আর-এ আছেন) তাঁরা সাধারণত বুর্জোয়া ধ্যান-ধারণা নিয়ে আসেন, তাঁরা আমাদের গণ-তান্ত্রিক সমাজতন্ত্রের বাস্তবতা ও স্থায়িত্ব দেখে গভীরভাবে মুগ্ধ। আমাদের অনেকে কোনো পার্টির সাথে যুক্ত নয় এবং নিজেদের অরাজনৈতিক ও তত্ত্ব সম্পর্কে অজ্ঞ বলে বর্ণনা করেন। তাঁরাও গর্ব ও বিশ্বাস নিয়ে সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্র ও তাঁদের রাষ্ট্রের সপক্ষে দাঁড়ান। সাম্রাজ্যবাদের নিকট অবস্থিতির জন্যে পুঁজিবাদী প্রচার কৌশলের প্রতি ঘনিষ্ঠ দৃষ্টি রাখতে হয় এবং এর দ্রুত নীতিভিত্তিক জবাবও দিতে হয়। এইখানেই গভীর তত্ত্বগত গবেষণা ও সমাজ-তান্ত্রিক গণতন্ত্রের নিরবচ্ছিন্ন বাস্তব বিকাশের গুরুত্ব রয়েছে।

অভিজ্ঞতার বৈচিত্র্য ও সমৃদ্ধি

আলোচনায় অংশগ্রহণকারীরা তাঁদের নিজেদের দেশে গণতন্ত্রের বাস্তব রূপায়ণের রূপরেখা তুলে ধরেন এবং ভ্রাতৃপ্রতিম পার্টিগুলির অভিজ্ঞতা বিশ্লেষণ করেন।

জি সাখনাজারোভ গণতন্ত্র ও সক্রিয় সরকারের মধ্যে যোগসূত্রের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি বলেন যে মার্কস, এঙ্গেলস ও লেনিন সমাজ, তার অর্থনীতি ও সংস্কৃতির সর্বাঙ্গীণ রূপান্তরের উদ্দেশ্য থেকে, তার সমৃদ্ধি থেকে এবং চূড়ান্তভাবে সমাজতন্ত্র ও সাম্যবাদ গঠনের উদ্দেশ্য থেকে নতুন ধরনের ক্ষমতা সংহত করার লক্ষ্যকে বিচ্ছিন্ন করেন নি। লেনিন রাষ্ট্রের প্রশাসন ব্যবস্থায় সমস্ত শ্রমজীবী জনগণের অংশগ্রহণকে সুনিশ্চিত করতে চেয়েছিলেন। এই অংশগ্রহণকে তিনি শুধুমাত্র ঐতিহাসিক বিচারের বিষয় বলে মনে করতেন না, সোভিয়েত রাষ্ট্রযন্ত্রকে একেবারে দশগুণ বৃদ্ধি করার পথ হিসাবে মনে করতেন (লেনিন সংগৃহীত রচনাবলী, খণ্ড ২৬, পৃঃ ১১১ দেখুন)।

আমাদের এই যুক্তি দেওয়ার অবশ্য প্রয়োজন আছে যে, গণতন্ত্রের প্রতি এই দৃষ্টিভঙ্গির অত্যন্ত বাস্তবসম্মত তাৎপর্য রয়েছে। এটা পরিচালন প্রক্রিয়ার সমস্ত স্তরে প্রত্যেক নাগরিকের অংশগ্রহণকে সুনিশ্চিত করার ব্যাপার নয়। উদাহরণস্বরূপ, যদি উন্নত প্রযুক্তিগত সমাধান সম্পর্কিত প্রশ্নগুলি সাধারণ আলোচনার স্তরে রাখা হয়, তাহলে উৎপাদন ও জনগণের মৌলিক স্বার্থ ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

পরিচালন ব্যবস্থার বৃত্তের এই সব স্তর যেমন তথ্য সংগ্রহ, সমস্যাগুলির নির্ধারণ, পরিকল্পনাগুলির খসড়া তৈরি, কর্মীর মানসিক প্রবণতা ও প্রতিদিনকার তত্ত্বাবধান হল পরিচালক ও বিশেষজ্ঞদের কাজের অঙ্গ। এদের উপরেই এইসব দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। কিন্তু সিদ্ধান্ত গ্রহণ, নিয়ন্ত্রণ, ফলাফলের মূল্যায়ন ও যোগফল এইসব পর্যায়ে গণসংগঠনগুলি ও উদ্যোগগুলির কর্মচারীরা তাদের মতামত ব্যক্ত করার সুযোগ পেতে পারে এবং পাওয়া উচিত।

ডেপুটি ডিরেক্টর অব দি ইনস্টিটিউট অব কনস্টিটিউ-শন্যাল ল, ইউ এস এস আর এ্যাকাডেমী অব সায়েন্স, **ইউরি তিখোমিরোভ** (আইনের ডক্টরেট), সমাজতান্ত্রিক সমাজের প্রশাসন-ব্যবস্থায় গণতন্ত্র ও পেশার বৈশিষ্ট্যের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক পর্যালোচনা করেন। তিনি বলেন যে, সামাজিক প্রগতির বর্তমান প্রবণতার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিবিদ্যাগত বিপ্লবের সাফল্যগুলিকে ব্যবহার করা হয়। গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলি অত্যাধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তিগত সুবিধা ভোগ করে। উদাহরণস্বরূপ, আধুনিক সংবাদ আদানপ্রদানের মাধ্যম জনমতের প্রভাব বৃদ্ধি করে এবং সংবাদের মূল্যায়ন ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে জনগণের অংশগ্রহণকে সম্প্রসারিত করে।

সি পি এস ইউ-এর মতে গণতন্ত্রের বিকাশ প্রশাসনিক উন্নতির সঙ্গে যুক্ত। চূড়ান্ত বিশ্লেষণে প্রশাসন ও পরি-চালনার উন্নতি দৃঢ় গণতন্ত্রীকরণ ও জনগণের কাজকর্মের উপর নির্ভর করে। গণসংগঠনগুলি শিল্পগুলিতে সক্রিয় এবং বহু জায়গায় বিশেষ করে উৎপাদনের ক্ষেত্রে শ্রমিকদের উদ্যোগের অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে।

সামাজিক সম্পর্কের ক্রমবর্ধমান জটিল সমস্যা সমাধানে সমর্থ কর্মীর ভূমিকা বৃদ্ধি করার জন্য অনেক চেষ্টা করা হয়। এইভাবে প্রশাসনে ও পরিচালনায় পেশাগত অভিজ্ঞতা সমগ্র সমাজের স্বার্থে এবং আধেয়র দিক থেকে গণতান্ত্রিক।

নিকোলাই ইরিষাদজাকোভ সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের কাঠামো ও কাজকর্মের গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার গুরুত্বের উপর জোর দেন। তিনি কেন্দ্রীকরণ ও গণতন্ত্রের মধ্যে সম্পর্ককে পরীক্ষা করেন। তিনি বলেন যে, এটা স্মরণে রাখতে হবে যে, কেন্দ্রিকতা গণতন্ত্র-বিরোধী নয়, কিন্তু সামগ্রিক বিকেন্দ্রীকরণের বিরোধী। বিকেন্দ্রীকরণকে গণ-তন্ত্রের সাথে এক করা উচিত নয়। সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে ব্যাপক স্বাধীনতা ভোগ করে এমন আঞ্চলিক সরকার থাকার ফলে কোনো কর্যকর ও কর্তৃত্বপূর্ণ কেন্দ্রীয় শক্তি সমাজে না-ও থাকতে পারে। তথাপি এটা প্রকৃত গণতন্ত্র হবে না।

বিপরীত দিকে, একটা শক্তিশালী ও কর্তৃত্বপূর্ণ কেন্দ্রীয় শক্তি পুরোপুরি গণতান্ত্রিক হতে পারে। রাষ্ট্র কেন্দ্রীভূত কিনা তার উপর এর গণতান্ত্রিক চরিত্র নির্ভর করে না, বরং রাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় ও আঞ্চলিক অঙ্গগুলি জনগণ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় কিনা, তারা জনগণের ইচ্ছাকে কার্যকর করে কিনা, জনগণের স্বার্থ বৃদ্ধি করে কিনা এবং জনগণ রাষ্ট্রের কাজকর্মে প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করে কিনা, এ সবের উপর রাষ্ট্রের গণতান্ত্রিক চরিত্র নির্ভর করে।

গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতা ও আমলাতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতা, দুই-ই আছে। আমলাতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতাই গণতন্ত্রকে নাকচ করে দেয়। এটা রাষ্ট্রকে জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন করে এবং নিজেকে প্রধান শক্তিতে পরিণত করে। সমাজতান্ত্রিক সমাজের প্রশাসনে কেন্দ্রিকতার সম্প্রসারণ ও উন্নতিসাধন বলতে আমরা বিশেষ করে এর গণতান্ত্রিক চরিত্র ও আমলাতান্ত্রিক কুফলগুলিকে সম্পূর্ণভাবে দূর করা বুঝি।

রাষ্ট্র ও সমাজের প্রশাসনে শ্রমজীবী জনগণ কীভাবে অংশগ্রহণ করে? কোন কোন সংস্থা ও মাধ্যমের মধ্য দিয়ে তারা অংশ নেয়? প্রথমেই, অংশগ্রহণকারীরা জোর দিয়ে বলেন যে, প্রতিনিধিত্বমূলক সংস্থাগুলির মাধ্যমে এটা করা হয়। জনগণ দ্বারা নির্বাচিত ও তাদের বিশ্বাসভাজন প্রতিনিধি দ্বারা গঠিত এই সব সংস্থা হল সমস্ত রাজনৈতিক শক্তির ভিত্তি। **উইশেল্ট** বলেন যে, এই জন্যেই জি ডি আর-এ জনগণের প্রতিনিধিত্বমূলক সংস্থা তৈরি করতে, তাদের কাজকর্মকে আরো ফলপ্রসূ করতে, প্রতিনিধিদের ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে সুদূরপ্রসারী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। জনগণের প্রয়োজন, স্বার্থ ও প্রস্তাবগুলি রাষ্ট্রের পদ্ধতি ও সিদ্ধান্তগুলিতে কার্যকরভাবে প্রতিফলিত হয়।

বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তিবিদ্যাগত বিপ্লব গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণকে অপ্রাসঙ্গিক করে দিয়েছে এবং এই সিদ্ধান্ত গ্রহণের কাজ শীঘ্রই কম্পিউটার দিয়ে সম্পন্ন হবে, এইসব বুর্জোয়া যুক্তির উইশেল্ট বিরোধিতা করেন।

অর্থনৈতিক ও অন্যান্য সামাজিক ঘটনা সম্পর্কে সংবাদের সঠিক প্রচারে বর্তমান প্রযুক্তিবিদ্যা সাহায্য করে এবং এই সঠিক প্রচার সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে জনগণের অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ।

বুলগেরিয়ার প্রতিনিধিদের জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে কি ভাবে আঞ্চলিক কর্তৃত্বের চেয়ে কেন্দ্রীয় কর্তৃত্বের অধীন শিল্পগুলির কাজকর্মকে কোন প্রশাসন বিভাগের জনগণ নিয়ন্ত্রণ করে?

দি ইনস্টিটিউট অব এ্যাডমিনিস্ট্রেশন (বুলগেরিয়া)-এর ডিরেক্টর অধ্যাপক **ইভান নিকোলভ** বলেন যে, আঞ্চলিক গণপরিষদের মাধ্যমে এই নিয়ন্ত্রণ প্রযুক্ত হয়। এই গণপরিষদ এইসব শিল্প সম্পর্কিত তাদের অভিমত এই বিষয়ে ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রিসভার কাছে পাঠায়। অধিকন্তু, মানুষের কাজের হার ও পরিবেশ সংরক্ষণ সম্পর্কিত সমস্ত বিষয়গুলি গণপরিষদ প্রত্যক্ষভাবে দেখাশুনা করে। এই ক্ষেত্রে গণপরিষদ ট্রেড ইউনিয়নগুলির সাথে সহযোগিতা করে।

নির্বাচনী পদ্ধতির উপর ও প্রতিনিধিদের গঠন-বিন্যাসকে নাগরিকরা কতদূর প্রভাবিত করতে পারে ও তাদের সাথে কতদূর সংযোগ রক্ষা করতে পারে তার উপর প্রতিনিধিত্বমূলক ব্যবস্থার গণতন্ত্র নির্ভর করে। গণপ্রজাতন্ত্রী মঙ্গোলিয়ার এ্যাকাডেমী অব সায়েন্স-এর ইনস্টিটিউট অব হিস্ট্রীর বিভাগীয় প্রধান **এম সাঁঝদরোঝ** তাঁর প্রবন্ধে বিষয়টি আলোচনা করেন। মঙ্গোলিয়াসহ সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির নির্বাচনী ব্যবস্থা নিরবচ্ছিন্নভাবে উন্নত করা হচ্ছে। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভোটাধিকার প্রদান করে ভোটারের বয়ঃসীমা কমানো হয়েছে। নির্বাচনী পদ্ধতিও উন্নত করা হয়েছে। প্রার্থী মনোনয়ন আরো গণতান্ত্রিকভাবে হচ্ছে। এর প্রধান প্রবণতা হল ভোটারদের উদ্যোগ বৃদ্ধি করা।

সমাজতান্ত্রিক রাজনৈতিক ব্যবস্থায় গণসংগঠনগুলির স্থান ও ভূমিকা এবং রাষ্ট্র ও কমিউনিস্ট পার্টির সাথে তাদের সম্পর্কও গভীরভাবে আলোচিত হয়। চেকোশ্লোভাকিয়ার কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির ঊর্ধ্বতন কর্মী **জে ম্যাটেইসেন** জাতীয় ফ্রন্টের বিরাট ভূমিকার উপর জোর দেন। এই ফ্রন্টে শ্রমিকশ্রেণী, কৃষক, বুদ্ধিজীবী চেক ও শ্লোভাক জনগণ এবং জাতিগত সংখ্যালঘুর মৈত্রী আত্মপ্রকাশ করেছে। দেশে সমাজতান্ত্রিক সম্পর্কের সংহতি ও বিকাশের উদ্দেশ্যে গঠিত সমস্ত সমাজতান্ত্রিক সংগঠন এই ফ্রন্টের সদস্য এবং এই ফ্রন্টে কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃভূমিকা স্বীকৃত। রাষ্ট্র পরিচালনায় নাগরিকদের টেনে আনার ক্ষেত্রে, সমাজতান্ত্রিক জীবনধারা সৃষ্টি করা ও তরুণ বংশধরদের শিক্ষিত করার ক্ষেত্রে ফ্রন্টের সমস্ত সদস্যদের দায়িত্বের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়।

বিপ্লব রক্ষার্থে কমিটি (সি ডি আর) হিসাবে পরিচিত সামাজিক রাজনৈতিক সংগঠনগুলির ভূমিকা ও গুরুত্ব সম্পর্কে কিউবার প্রতিনিধিদের প্রশ্ন করা হয়েছিল। মাতানফস প্রদেশে আঞ্চলিক সরকারি প্রশাসনের সদস্য **এল রডারিগুয়েজ** বলেন যে, অন্যান্য রাজনৈতিক ও গণসংগঠনগুলির সাথে একত্রে বিপ্লব রক্ষার্থে কমিটিগুলি হল প্রলেতারীয় একনায়কত্ব ব্যবস্থার অঙ্গ। তারা সাংগঠনিকভাবে স্বাধীন এবং কিউবার কমিউনিস্ট পার্টির কর্মসূচীর আওতায় থেকে কাজ করে। এসব সংগঠন যেহেতু গণসংগঠন, সেহেতু এরা আঞ্চলিক ভিত্তির নীতিতে গঠিত এবং শ্রেণী ও সামাজিক পটভূমিকা নির্বিশেষে এরা শহরের ও গ্রামের জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করে। শহুরে এলাকায়, সম্প্রদায় ও গ্রামগুলিতে কমিটিগুলি গঠিত হয়। পৌর বা জেলা কমিটিগুলি হল উপরের স্তরে এবং আঞ্চলিক কমিটিগুলির অধীন। তারপর হল প্রাদেশিক কমিটি। এই কমিটিগুলি সি ডি আর-এর জাতীয় নেতৃত্বের অধীন। ১৪ বছরের ঊর্ধ্বে সমস্ত নাগরিকেরা ইচ্ছা করলে সংগঠনে যোগ দিতে পারে; যদি তারা কিউবার বিপ্লবের লক্ষ্যগুলিকে সমর্থন করে। সমস্ত পদগুলিই নির্বাচিত।

কমিটিগুলি মতাদর্শগত ক্ষেত্রে কাজ করে এবং জনস্বাস্থ্যমূলক কাজে ও পরিচ্ছন্নতা রক্ষার কাজে সাহায্য করে। তারা সমাজ-বিরোধী ও বিপ্লব-বিরোধী কাজকর্মের বিরুদ্ধে সংগ্রামও করে এবং যখন প্রয়োজন হয় তখন উৎপাদনে স্বেচ্ছামূলক কাজের জন্য জনগণকে সমবেত করে।

অনুমান করা যেতে পারে যে দেশে জনগণের ক্ষমতার সংস্থা ব্যবস্থা সৃষ্টির পরেও এইসব কমিটির প্রয়োজনীয়তা থাকবে। কারণ এরা সামাজিক প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করে এবং প্রতিনিধিত্বমূলক সংস্থাগুলির কাজে সাহায্য করে।

ট্রেড ইউনিয়নগুলির ক্রমবর্ধমান ভূমিকা এবং গুরুত্ব, সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সাথে তাদের ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা হল সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের বিকাশের এক গুরুত্বপূর্ণ প্রবণতা। জি ডি আর এ্যাকাডেমী অব কনস্টিটিউশন্যাল ল-এর সদস্য অধ্যাপক **গের্ড এগনার** বলেন যে ইউনিয়নগুলি ও রাষ্ট্র তাদের বিভিন্ন কাজের মধ্য দিয়ে শ্রমিকশ্রেণীর ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করে। আমাদের ট্রেড ইউনিয়নগুলি হল

সমাজতন্ত্র, অর্থনীতি ও পরিচালনব্যবস্থা শিক্ষার বিদ্যালয়। এর মধ্য দিয়ে শ্রমিকশ্রেণী সামাজিক ও রাজনৈতিক বিকাশে তার ভূমিকা বৃদ্ধি করে এবং শ্রমিক-কৃষক শক্তিকে সংহত করে। এর অর্থ হল রাষ্ট্র ও ইউনিয়নগুলির মধ্যে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা এবং আমাদের শ্রেণীশত্রুরা যা বলে তা নয় যে ইউনিয়নগুলি তাদের নির্দিষ্ট কাজকর্ম পরিত্যাগ করেছে, এবং এগুলোর 'জাতীয়করণ' হয়েছে।

জি ডি আর-এর আইনে ট্রেড ইউনিয়নগুলির সাথে কেন্দ্রীয় ও আঞ্চলিক ক্ষমতার সংস্থাগুলির সহযোগিতা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। উদাহরণ হিসাবে বলা যায় যে মন্ত্রিপরিষদ ফ্রী জার্মান ট্রেড ইউনিয়নগুলির কনফেডারেশনের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের সাথে যৌথভাবে শ্রমের অবস্থা, স্বাস্থ্য, সংস্কৃতি ও খেলাধুলার পদ্ধতিগুলির খসড়া তৈরি করে।

মাতাঙ্গাম প্রদেশে যে দল নিয়ে ক্ষমতার আঞ্চলিক সংস্থাগুলি গঠিত হয়, তার সদস্য **জোস এ্যাকোস্টা** কিউবার ট্রেড ইউনিয়নগুলির বর্তমান কর্তব্য নিয়ে আলোচনা করেন। তিনি বলেন যে ১৯৭৩ সালে অনুষ্ঠিত ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্রের ত্রয়োদশ কংগ্রেস সমাজতন্ত্র গঠনের অগ্রগতির ক্ষেত্রে এক বিরাট প্রভাব ফেলেছে। "প্রত্যেকে তার যোগ্যতা অনুযায়ী কাজ করবে এবং তার কাজ অনুযায়ী পাবে", তিনি এই সমাজতান্ত্রিক বন্টন-নীতির উপর গুরুত্ব আরোপ করে সমতাবিধানের নীতির বিরুদ্ধে সংগ্রামের পদ্ধতি বর্ণনা করেন। তথাকথিত সাম্যবাদের ধারণাকে পার্টি কঠোরভাবে সমালোচনা করে। ইউনিয়নগুলি অন্যান্য সমস্যারও সম্মুখীন হয়, যেমন উৎপাদন-পরিচালনায় জনগণকে নিয়ে আসা ও শিল্প পরিকল্পনাগুলির খসড়া তৈরি করা। সাধারণত, কিউবাতে ইউনিয়নের কাজকর্ম অধিকাংশ ক্ষেত্রে লেনিনের এই নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত যে ট্রেড ইউনিয়নগুলি হল কমিউনিজম শিক্ষার বিদ্যালয়।

সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ বিকাশের ক্ষেত্রে এবং সাম্যবাদী গণ-স্ব-প্রশাসনে সমাজতান্ত্রিক রাজনৈতিক ব্যবস্থার উত্তরণের ক্ষেত্রে গণসংগঠনগুলির অবস্থান ও ভূমিকা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের বিজয়ের সাথে সাথে এই প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে এবং এই প্রক্রিয়া ক্রমশ সুস্পষ্ট রূপ ধারণ করছে। বুলগেরিয়ার কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির বিকল্প সদস্য অধ্যাপক **লিনো ইয়াহিয়েল** বলেন যে রাষ্ট্র-পরিচালনায় জনগণের অংশগ্রহণের নীতির ব্যাপকতর প্রবর্তন হল এর উদাহরণ। বুলগেরিয়াতে জনগণ ও রাষ্ট্রের নতুন ধরনের এক মিশ্র সংস্থা সৃষ্টি হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, শিল্প ও সংস্কৃতি পরিচালনার চূড়ান্ত ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে বুলগেরিয়ার সাংস্কৃতিক কর্মীদের কংগ্রেসকে। এই কংগ্রেসের সদস্যরা শিল্প ও অন্যান্য সাংস্কৃতিক ইউনিয়নগুলির দ্বারা এবং সামাজিক-রাজনৈতিক সংগঠনগুলির দ্বারা নির্বাচিত হয় অথবা তৎসংক্রান্ত সরকারি সংস্থাগুলির দ্বারা মনোনীত হয়। কংগ্রেস একটি শিল্প ও সংস্কৃতি কমিটি ও তার চেয়ারম্যান নির্বাচিত করে। তারপরে গণ-সংসদ সেই চেয়ারম্যানকে মন্ত্রিপরিষদে নির্বাচিত করে। কমিটির প্লেনাম থেকে কার্যনির্বাহী ব্যুরো নির্বাচিত হয়। এই কমিটি হল নির্বাচিত এক জনগণ ও রাষ্ট্রের মিলিত সংগঠন। আমরা আরো বলছি যে শিল্প ও সাংস্কৃতিক কর্মীদের ইউনিয়নগুলির বিকল্প বা অনুরূপ কিছু সৃষ্টি করা এই সংগঠনের উদ্দেশ্য নয়। তাদের স্বাধীনতা কোনোভাবেই সীমিত বা ক্ষতিগ্রস্ত হয় না। বিপরীতক্রমে, এদের সদস্যরা এখন সাংস্কৃতিক নীতি নির্ধারণে প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করতে পারে।

সোভিয়েত প্রতিনিধিদের প্রশ্ন করা হয়েছিল যে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সাম্যবাদী গণ-স্ব-প্রশাসনে উত্তরণের পরিস্থিতি উন্নত সমাজতান্ত্রিক সমাজে কতটা পরিণতি লাভ হতে পারে?

ইউরি ক্রাসিন তাঁর জবাবে বলেন যে গণ-স্ব-প্রশাসনের সাথে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের বৈপরীত্য দেখানো ভুল। ভবিষ্যতের সাম্যবাদী গণ-স্ব-প্রশাসন প্রধানত সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের ভিত্তিতে গড়ে ওঠে, রাষ্ট্র থেকে বিচ্ছিন্নভাবে নয়। বিভিন্ন গণসংগঠনগুলি নিশ্চয়ই এই প্রক্রিয়ায় এক ভূমিকা নেবে কিন্তু রাষ্ট্রের একটা পাল্টা শক্তি হিসাবে নয়। তারা রাষ্ট্রের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সহযোগিতা করবে। এই জন্যই সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের চূড়ান্ত বিলুপ্তি (যা সাম্যবাদী গণ-স্ব-প্রশাসনে উত্তরণে অনুরূপ) ও তার অধিকতর বিকাশ ও সংহতির মধ্যে বৈপরীত্য দেখাতে যাওয়া ভুল। মর্মবস্তুর দিক থেকে এটা হল একক প্রক্রিয়া।

আমরা মনে করি সাম্যবাদী গণ-স্ব-প্রশাসনে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের রূপান্তরের অর্থ এই নয় যে আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন ও স্ব-শাসিত গোষ্ঠীগুলির সমষ্টি কেন্দ্রীভূত সরকারের বিকল্প হয়ে উঠবে। এর অর্থ হল রাষ্ট্রের সাথে সমাজ ও জনগণের পূর্ণ মিলন বা সমস্ত স্তরে সমাজের মৌলিক সমস্যাগুলির সমাধানে জনগণের স্বেচ্ছাকৃত সার্বজনীন অংশগ্রহণ।

স্পষ্টতই এটা হল দীর্ঘ প্রক্রিয়া। কেউ বলতে পারে না যে সাম্যবাদী সমাজে পরিণত হওয়ার আগে উন্নত সমাজতান্ত্রিক সমাজ কোন কোন স্তর অতিক্রম করবে।

সামাজিক জীবনের গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র, অর্থাৎ উৎপাদনে সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের উন্নতিবিধান ও এই গণতন্ত্রকে সুসংগতভাবে পালন করার তাৎপর্যের উপর বক্তাদের অনেকে গুরুত্ব আরোপ করেন। হাঙ্গেরির সোশ্যালিস্ট ওয়ার্কার্স পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ও সোশ্যাল সায়েন্স ইনস্টিটিউট-এর ডেপুটি ডিরেক্টর **টাইবর হ্যান্যে** বলেন যে প্রতিষ্ঠান পরিচালনায় শ্রমিকদের অংশগ্রহণ শুধুমাত্র একটা বিশেষ অধিকারই নয়; এই অংশগ্রহণ হল একটা কর্তব্য, যা প্রত্যক্ষ (উৎপাদনসংক্রান্ত সভা, ট্রেড ইউনিয়ন সভা) ও প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রের মাধ্যমে পালন করা হয়। প্রতিষ্ঠানের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত বিভিন্ন সংস্থাগুলির গুরুত্বের তারতম্য থাকতে পারে, কিন্তু প্রতিটি সংস্থাই উৎপাদন পরিচালনায় শ্রমিকদের অংশগ্রহণ করার অধিকারকে সুনিশ্চিত করে।

তিনি বলেন যে, আমরা এটা প্রতিষ্ঠিত করেছি যে কারখানা স্তরে উন্নততর গণতন্ত্রের জন্য পার্টি সংগঠনগুলির উন্নততর কাজ ও ট্রেড ইউনিয়নগুলির সাথে দৃঢ়তর সম্পর্কের প্রয়োজন। ব্যবস্থাপনাও হবে উন্নত মানের এবং এক ব্যক্তির দ্বারা পরিচালনার নীতির সাথে যৌথ আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের সমন্বয়সাধনে আমরা সমর্থ হব।

এটা সত্য যে উৎপাদনে গণতান্ত্রিক সংস্থাগুলি যে ব্যাপক সুযোগ দেয় তা সব সময় পরিপূর্ণভাবে ব্যবহার করা যায় না।

পোলিশ ইউনাইটেড ওয়ার্কার্স পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির বিভাগীয় উপপ্রধান **হেনরী কানিস্কি** পোলিশ

কারখানাগুলিতে শ্রমিকদের গণতন্ত্র-ব্যবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করেন।

কারখানায় যে গণতন্ত্র আছে তা হল সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের মৌলিক রূপ। এই গণতন্ত্র শ্রমিকদের স্বপরিচালন-ব্যবস্থার সম্মেলনের মধ্য দিয়ে কার্যকরী হয়। পি ইউ ডব্লিউ পি-র ফ্যাক্টরী কমিটিগুলির, ফ্যাক্টরী ট্রেড ইউনিয়ন কাউন্সিল, ওয়ার্কার্স কাউন্সিলগুলির সমস্ত সদস্য এবং কারখানার যুব, অর্থনৈতিক ও প্রযুক্তিগত সংগঠনগুলির প্রতিনিধিদের নিয়ে এই সব সম্মেলন গঠিত হয়। ফ্যাক্টরীর পার্টি কমিটির নির্দেশে বছরে কয়েকবার এই সম্মেলন আহূত হয়। উৎপাদন ও শ্রমিকদের কাজ ও জীবন সংক্রান্ত সমস্ত বিষয়ের সম্পর্কে এ সম্মেলন তার অভিমত ব্যক্ত করে। কারখানার সমস্ত কর্মচারীদের কাছে কৈফিয়ত দিতে হয় এবং সময় সময় তাদের কাছে রিপোর্ট করতে হয়। যে সব কারখানায় কোনো সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় না, সেখানে সম্মেলনের দায়িত্ব উৎপাদন সংক্রান্ত সভাগুলির উপর পড়ে। বুলগেরিয়াতে কৃষি-শিল্প সমাহারগুলিতে যেখানে সমবায় প্রায়ই রাষ্ট্রীয় উদ্যোগগুলির সাথে যৌথভাবে কাজ করে সেখানে গণতন্ত্রের বিকাশ সম্পর্কে বুলগেরিয়ার প্রতিনিধিদের প্রশ্ন করা হয়েছিল।

ইভান নিকোলভ বলেন যে এই সব সমাহার তৈরি করার সময় আমরা সমবায়ের গণতন্ত্র বজায় রাখতে ও প্রসারিত করতে চেষ্টা করেছি। অর্থনৈতিক অর্থে এই সব সমাহার রাষ্ট্র থেকে সম্পূর্ণ স্বাধীন। এদের পরিচালকমণ্ডলী নির্বাচিত হয় এবং প্রতিনিধিদের সভায় তাদের জবাবদিহি করতে হয়, এবং প্রতি পাঁচজন শ্রমিক অন্তর একজন করে প্রতিনিধি, এই নীতির ভিত্তিতে প্রতিনিধিরা নির্বাচিত হন। প্রতিনিধি সভা কার্যনির্বাহী কমিটি নির্বাচিত করে এবং তাদের কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রিত করে। সমাহারের কর্মবৃন্দ সরকারি তহবিল বণ্টনে ও প্রশাসনের উপর নিয়ন্ত্রণে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে। নিকোলভ বলেন যে নির্দিষ্ট প্রশ্নের সমাধানে শ্রমিক প্রতিনিধিদের বিশেষ সভা আহূত হয়।

দুই বিশ্ব, দুই গণতন্ত্র

বহু কারণেই বুর্জোয়া গণতন্ত্রের সাথে তুলনামূলক আলোচনা না করলে সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের কোনো বিশ্লেষণই সম্পূর্ণ হয় না। মানবজাতির রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে যা কিছু উৎকৃষ্ট তা সবই সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্র গ্রহণ করে এবং যে যুগে ঐতিহাসিক প্রগতি বুর্জোয়া বিপ্লবের সাথে যুক্ত ছিল সেই যুগে বুর্জোয়া গণতন্ত্রের সর্বোৎকৃষ্ট কৃতিত্বগুলি এর মধ্যে অন্তর্নিহিত রয়েছে। একদা বিপ্লবী বুর্জোয়ারা যে স্বাধীনতার কথা ঘোষণা করেছিল সেই স্বাধীনতাকে বাস্তবে রূপায়িত করেছে সমাজতন্ত্র। সমসাময়িক রাজনৈতিক জীবনের অন্যতম ঘটনা হল দুই গণতন্ত্রের সহ-অবস্থান ও প্রতিযোগিতা, এবং এই অবস্থান ও প্রতিযোগিতা হল দুই সমাজব্যবস্থার শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান ও প্রতিযোগিতার একটি উপাদান।

বি সি পি-র কেন্দ্রীয় কমিটির বিকল্প সদস্য ও কেন্দ্রীয় কমিটির বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক **স্টোইয়ান মিখাইলভ** বলেছেন যে সমাজতন্ত্র-বিরোধী প্রচারের মাধ্যমে বুর্জোয়া ধ্যানধারণা ও গণতন্ত্রের বুর্জোয়া মাপকাঠি চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে। তিনি বলেন যে, মার্কসবাদী-লেনিনবাদীরা এই প্রচারকে তিনভাবে প্রতিহত করতে পারে। প্রথমত সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের সাফল্য ও বিকাশধারা সম্পর্কে আরো বেশি প্রচার করে। সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্র সমগ্র সমাজতান্ত্রিক জীবনধারাকে গড়ে তোলে এবং তাই এটা একান্ত প্রয়োজনীয় যে প্রতিদিনকার জীবন থেকে প্রাণবন্ত দৃষ্টান্ত তুলে এর নীতিগুলি প্রচার করতে হবে। দ্বিতীয়ত, দুটি বিরোধী সামাজিক ব্যবস্থায় গণতন্ত্রের মাত্রাকে বিচার ও তুলনা করার জন্য একটা বিশদ বৈজ্ঞানিক মানদণ্ড তৈরি করতে হবে। এক ধরনের রাজনৈতিক সংগঠন ও এমন একটা সম্পর্ক ব্যবস্থা হিসাবে সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রকে সংজ্ঞায়িত করা উচিত যেখানে শ্রম ও সামাজিক কাজকর্মের নিরবচ্ছিন্ন প্রসার ও ব্যক্তির সর্বাঙ্গীণ বিকাশ সুনিশ্চিত হয়। তৃতীয়ত, আমরা বুর্জোয়া গণতন্ত্র সম্পর্কিত সমস্ত তত্ত্বের শুধুমাত্র স্বরূপ উদ্ঘাটন করব না; আমরা এটাও প্রমাণ করব যে এই গণতন্ত্র একান্তভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠের স্বার্থের বিরুদ্ধে পরিচালিত। বুর্জোয়া গণতন্ত্রের 'উন্নত মান' সম্পর্কে বুর্জোয়া প্রচারের দাবির বিপরীতটা হল যে বুর্জোয়া গণতন্ত্র বুর্জোয়া সমাজে এই ধরনের গণবিচ্ছিন্নতার প্রক্রিয়াগুলিকে দূর করতে পারে না, যেমন সংঘটিত অপরাধ, মাদকাসক্তি, বেকারি ও বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত সাফল্যের অমানবিক ব্যবহার।

ডব্লিউ এম আর-এর সম্পাদকমণ্ডলীতে ইতালির কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিনিধি মিচেল রোসি সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্র বনাম বুর্জোয়া গণতন্ত্র সম্বন্ধে আলোচনার ক্ষেত্রে হালকা বিচারের বিরুদ্ধে সতর্ক করে দেন এবং অঙ্গুলী নির্দেশ করেন যে কালো এবং সাদার মধ্যে অনেক পার্থক্য আছে। তিনি বলেন যে অর্ধ-শতাব্দী আগে যে-অর্থে বুর্জোয়া গণতন্ত্রের কথা বলা হত, সেই অর্থে উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলিতে বুর্জোয়া গণতন্ত্রের কথা বলা ভুল।

কোনো নির্দিষ্ট দেশে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ঐতিহাসিক অবস্থা, সামাজিক ও অর্থনৈতিক কাঠামো, জনগণের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক চেতনার মান, শ্রেণীশক্তি বিন্যাস, বৈপ্লবিক পার্টির কাজকর্ম এবং সংগঠিত ও ঐক্যবদ্ধ শ্রমিক আন্দোলন, সমাজের নেতৃত্বের শক্তি হিসাবে শ্রমিকশ্রেণীর কাজ করার ক্ষমতা গণতন্ত্রের কার্যকলাপকে নিয়ন্ত্রিত করে।

উদাহরণস্বরূপ, ইতালিতে গণতান্ত্রিক স্বাধীনতা বৃহৎ বুর্জোয়াদের কাছ থেকে দান হিসাবে আসে নি। তিক্ত সংগ্রামের মধ্য দিয়ে শ্রমিকশ্রেণী ও জনগণ এইসব স্বাধীনতা অর্জন করেছে। এই তিক্ত সংগ্রামে বহুজন শিকার হয়েছেন। এই সংগ্রাম শ্রমজীবী জনতার অধিকারকে সম্প্রসারিত করেছে এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে পুঁজিবাদী ক্ষমতাকে সংকুচিত করেছে। আঞ্চলিক সরকারি সংস্থাগুলিতে ও পার্লামেন্টে শ্রমজীবী জনগণের প্রতিনিধিত্ব আছে (এইসব অনেক সংস্থার নেতৃত্ব দেয় কমিউনিস্টরা ও অন্যান্য বামপন্থী শক্তি) এবং এই পার্লামেন্টকে আমরা আর ঠিক 'প্রচারের মঞ্চ' বলে মনে করি না।

পুঁজিবাদীরা তাদের কারখানাগুলিতে আর যা খুশি তা করতে পারে না। ট্রেড ইউনিয়নগুলি জাতীয় অর্থনৈতিক নীতিগুলিকে প্রভাবিত করে এবং সরকারের সাথে আলোচনার ক্ষেত্রে বৈধ সংস্থায় পরিণত হয়েছে। গণসংগ্রামের লক্ষ্য হল বুর্জোয়া গণতন্ত্রের যে সব নীতি বুর্জোয়ারা নিজেরাই পরিত্যাগ করেছে, সেইসব নীতিকে কার্যকর করা ও সম্প্রসারিত করা। অন্যান্য জিনিসের মধ্যে, সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির অস্তিত্বের ফলে এবং জীবনের সমস্ত ক্ষেত্রে তাদের

সাফল্য এবং আন্তর্জাতিক পরিসরে সাম্রাজ্যবাদের ভিত্তি সংকুচিত হওয়ার ফলে এটা সম্ভব হচ্ছে।

সমাজতান্ত্রিক, গণতান্ত্রিক ও বহুত্ববাদী সমাজের জন্য সংগ্রাম করতে আমাদের পার্টি শ্রমিকশ্রেণী ও অন্যান্য শ্রমজীবী জনগণকে আহ্বান জানিয়েছে। এর অর্থ হল সমাজতন্ত্র ও পূর্ণ গণতন্ত্র কায়েম করা—যার জন্য প্রয়োজন হল ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্র, সুনিশ্চিত ব্যক্তিগত স্বাধীনতা, বহুপার্টি ব্যবস্থা, ট্রেড ইউনিয়নের স্বাতন্ত্র্য, এবং ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক, সৃজনশীল ও বৈজ্ঞানিক কার্যকলাপের স্বাধীনতা। একই সঙ্গে অর্থনৈতিক সমস্যাগুলিকে সমাজতান্ত্রিক পথে সমাধান করতে হবে। সেইজন্যই আমি মনে করি যে বর্তমানে আমরা বিমূর্তভাবে 'বুর্জোয়া গণতন্ত্র' বা 'সংসদীয় পন্থার' কথা বলতে পারি না বা এগুলিকে সরলীকরণ করতে পারি না।

রোসি উপসংহারে বলেন যে পুঁজিবাদী দেশগুলিতে এখনো মানুষের ওপর মানুষের শোষণ রয়েছে। নতুনত্ব হল যে পুঁজিবাদের ওপর বিজয়লাভের শর্ত হিসাবে তাদের অধিকার ও গণতান্ত্রিক স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম সম্পর্কে আরো বেশি উপলব্ধি শ্রমিকদের হয়েছে। আমাদের সামনে রয়েছে কঠিন সংগ্রাম। একচেটিয়া পুঁজিপতিরা প্রতিক্রিয়াশীল ও ফ্যাসিস্ট চক্রান্ত সহ সমস্ত পদ্ধতি ব্যবহার করবে ও প্রত্যাঘাত করবে। সেইজন্যই আমাদের কাছে প্রধান বিষয় হল শ্রেণীসংগ্রাম, গণ-আন্দোলন, সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় বিষয়ের ওপর আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং সমাজতান্ত্রিক ধারণার ক্রমবর্ধমান প্রভাব।

সাখানারোভ বলেন যে বুর্জোয়া গণতন্ত্রের পূর্ববর্তী সামন্ততান্ত্রিক শাসন বা ফ্যাসিবাদের মতো বুর্জোয়া সন্ত্রাসবাদী শাসনের তুলনায় বুর্জোয়া গণতন্ত্রের ইতিবাচক দিকগুলির ওপর মার্কসবাদীরা গুরুত্ব আরোপ করেন। অধিকন্তু লেনিন দেখিয়েছেন যে গণতান্ত্রিক সংস্থা ও প্রক্রিয়া সহ স্বাধীনতার জন্য শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে সংগ্রামের মাধ্যমে জনগণের অর্জিত শ্রেষ্ঠ উপাদানগুলির সবই সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্র উত্তরাধিকার সূত্রে গ্রহণ করেছে (সংগৃহীত রচনাবলী, খণ্ড ২৭, পৃঃ ২৫৯ দেখুন)। এর কারণ এই নয় যে এসব হল বুর্জোয়াদের, এর কারণ হল এই যে যতই সীমাবদ্ধতা থাকুক না কেন, এসব হল রূপের দিক থেকে গণতান্ত্রিক। অবশ্য এটা সত্য যে কালো ও সাদার মধ্যে অনেক পার্থক্য আছে, কিন্তু এটাও সমানভাবে সত্য যে সাদা সাদাই আর কালো কালোই। আমার প্রবন্ধে আমি জোর দিয়েছি যে এমনকি আনুষ্ঠানিক দৃষ্টিকোণ থেকে, বুর্জোয়া রাজনৈতিক ব্যবস্থা সংখ্যালঘুদের বা দলের মতামতকে গণ্য করে না এবং এটা বলার অপেক্ষা রাখে না যে বুর্জোয়া সংখ্যাগরিষ্ঠ শাসকরা কার্যত সমাজের সংখ্যাগুরু শ্রমজীবী জনগণের মত ও স্বার্থকে অবহেলা করে। অন্যদিকে, যদি কমিউনিস্ট পার্টি শান্তিপূর্ণ উপায়ে, সংসদীয় পথের মাধ্যমে ক্ষমতায় আসে তাহলে সে একচেটিয়াপতিদের স্বার্থ অবহেলা করবে।

আমরা ফ্যাসিবাদের সাথে তুলনায় বুর্জোয়া গণতন্ত্রের প্রগতিশীল মর্মবস্তু লক্ষ্য করি, কিন্তু সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের অতুলনীয় উৎকর্ষও আমরা স্পষ্টভাবে দেখি। তার মানে আমরা পুঁজিবাদী দেশগুলিতে প্রগতিশীল শক্তিগুলির সাফল্য কমাতে চাই না। এটা আমরা সর্বদা মনে রাখি যে শ্রমজীবী জনগণের সংগ্রামে গণতান্ত্রিক সংস্থাগুলি ব্যবহার করে এইসব সাফল্য অর্জিত হয়েছে, কিন্তু বুর্জোয়া গণতন্ত্রের কার্যকলাপের ফলে নয়। যদি সম্ভব হয় তাহলে বুর্জোয়ারা কমিউনিস্ট বা অন্যান্য প্রগতিশীল শক্তিগুলিকে কিছুতেই ক্ষমতায় আসতে দেবে না। লেনিন বারবার জোর দিয়ে বলেছেন যে সরকারের একটা রূপ হিসাবে বুর্জোয়া গণতন্ত্র অনেককাল ধরে টিকে আছে এবং তার অগ্রগতি ঘটছে পুঁজিবাদী রাজনৈতিক ব্যবস্থার জন্যে নয়, শ্রেণীসংগ্রামে শক্তিসমূহের নতুন বিন্যাসের জন্যই এটা ঘটছে।

বহুত্ববাদের তত্ত্ব সম্পর্কে বলতে গিয়ে **জারোস্লাভ ম্যাটেজিওয়েক** বলেন যে, পুঁজিবাদী অবস্থায় বহুত্ববাদ, রাজনৈতিক শক্তিসমূহের কাজের স্বাধীনতা হল মিথ্যাকথা যা বুর্জোয়ারা তার শ্রেণী একনায়কত্ব, ক্ষমতার উপর কার্যত তার একচেটিয়া অধিকার ঢেকে রাখার জন্য ব্যবহার করে। সমাজতন্ত্রে শ্রমিকশ্রেণী ও তার পার্টির নেতৃত্বে জনগণের মৌলিক স্বার্থ বাস্তবে রূপায়িত হয়। চেকোশ্লোভাকিয়াতে জাতীয় ফ্রন্ট হল শ্রমিকশ্রেণী, কৃষক ও বুদ্ধিজীবীদের শ্রেণী মৈত্রী। এর মধ্যে কমিউনিস্ট ছাড়াও অন্যান্য পার্টি তাদের নিজেদের নেতৃবৃন্দ, সংবাদপত্র ও অন্যান্য প্রকাশনা সমূহ রয়েছে। সমাজতান্ত্রিক বহুপার্টি ব্যবস্থায় বৈরিতার কোনো স্থান নেই 'শাসক ও বিরোধী পার্টি' ব্যবস্থার বা 'রাজনৈতিক শক্তিসমূহের যথেচ্ছাচার করার' কোনো ভিত্তি নেই। জাতীয় ফ্রন্টের সমস্ত পার্টিই হল সমাজতন্ত্রের পক্ষে, তারা শ্রমজীবী জনগণের স্বার্থকে প্রতিফলিত করে ও তাদের স্বার্থের অনুকূলে কাজ করে এবং কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃ-ভূমিকাকে স্বীকার করে। সুতরাং, যেভাবে বুর্জোয়া মতাদর্শবিদরা বোঝেন সেইভাবে সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের সঙ্গে বহুত্ববাদের কোনো মিল নেই। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র হল শ্রমিকশ্রেণী ও সমস্ত শ্রমজীবী জনগণের ক্ষমতার হাতিয়ার। সমাজতন্ত্রের পরিস্থিতিতে রাজনৈতিক বহুত্ববাদ, এবং ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণের জন্য দাবির লক্ষ্য হল আসলে শ্রমিকশ্রেণীর ক্ষমতা ভেঙ্গে দেওয়া। চেকোশ্লোভাকিয়াতে ১৯৬৮-১৯৬৯ সালের ঘটনাবলীই এর উদাহরণ।

রাদেভ বুর্জোয়া গণতন্ত্রের বিপরীত হিসাবে সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ নিয়ে আলোচনা করেন। তিনি বলেন যে অধিকারগুলি ঘোষণা করা যথেষ্ট নয়। তাদের বাস্তবে রূপায়িত করার জন্য আরো ভাল অবস্থা সৃষ্টি করাটা অনেক বেশি জরুরী। এটাই সমাজতন্ত্র করছে। বুর্জোয়ারা অনেক অধিকার ঘোষণা করেছে কিন্তু তারা কি দৃঢ়ভাবে এমনকি একটা গণতান্ত্রিক নীতিও কার্যকরী করেছে? প্রত্যেকেই বুঝতে পারে যে পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় শ্রেণীগত সুবিধা রয়েছে এবং এই সব অধিকারের ফলে সব চেয়ে উন্নত বুর্জোয়া গণতন্ত্রও শ্রেণীগত শাসনের মঞ্চ ভিন্ন আর কিছুই নয়।

যেসব প্রধান গতিপথ ধরে সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্র বিকাশ লাভ করবে বলে আশা করা যায় তার মধ্যে **রাদেভ** দুই পথকে পৃথক করেছেন : সরকার ও প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের উপর অধিকতর গণনিয়ন্ত্রণ যা যে কোনো খাঁটি গণতন্ত্রের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ ; এবং সমাজের প্রশাসনের বেসরকারি রূপের বিকাশ ; অর্থাৎ প্রশাসনিক কাজকর্ম ক্রমশ রাষ্ট্রের কাজ থেকে গণসংস্থাগুলির উপর বর্তায় এবং এটাই উন্নত সমাজতন্ত্র গঠিত হবার সময়ে ঘটে।

ডব্লিউ এম আর-এর সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য ও আমেরিকার কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির রাজনৈতিক কমিটির সদস্য **জন পিটম্যান** বলেন যে উত্তেজনা প্রশমনের

পরিস্থিতিতে মার্কিন একচেটিয়া পুঁজি বুর্জোয়া গণতন্ত্র সম্পর্কে জনগণের মধ্যে মোহ সৃষ্টি করার জন্য তাদের হাতে যত পদ্ধতি আছে তার প্রত্যেকটিকে কাজে লাগাচ্ছে এবং এই সব পদ্ধতি যথেষ্ট পরিমাণে আছে। এর অন্যতম প্রধান পদ্ধতি হল সমাজতন্ত্রের কুৎসা করা। বুর্জোয়া গণতন্ত্রের উৎকর্ষ সম্বন্ধে মোহ সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে মার্কিন জনগণের মধ্যে বর্তমান সমাজতন্ত্র সম্পর্কে বিকৃত সংবাদের বন্যা প্রতিদিন বইয়ে দেওয়া হচ্ছে। এই জন্যই সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের সমৃদ্ধ ও বৈচিত্র্যপূর্ণ অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে সম্মেলনে যা বলা হয়েছে তৎসহ সমাজতন্ত্রের সাফল্য সম্বন্ধে এক সর্বাঙ্গীণ চিত্র তুলে ধরা প্রয়োজন।

সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের বৈজ্ঞানিক ভিত্তি ও নতুন প্রবণতা

ওয়ার্ল্ড মার্কসিস্ট রিভিউ-এর সম্পাদক প্রধান **কনস্তান্তিন জারোদভ** (ইতিহাসের ডক্টরেট) এই আলোচনার সারমর্ম তুলে ধরে এর কয়েকটি মূল দিকের উপর আলোচনা করেন।

তিনি বলেন যে প্রথম দিক হল গণতন্ত্র সম্বন্ধে মার্কসবাদী-লেনিনবাদী দৃষ্টিভঙ্গি, সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের মাপকাঠি। গুরুত্বপূর্ণ দিক থেকে বুর্জোয়া সমাজের আনুষ্ঠানিক গণতন্ত্রের কৃত্রিম মাপকাঠির সাথে এই মাপকাঠির মিল নেই, বা চরম পার্থক্য রয়েছে। এই দৃষ্টিভঙ্গির সাথে কেউ একমত না হয়ে পারে না যে পুঁজিবাদে ও সমাজতন্ত্রে সমাজের গণতান্ত্রিক সংগঠনের তথাকথিত প্রতিবিম্ববৎ তুলনার কোনো প্রয়োজন নেই। এর কারণ শুধু দুই বিপরীত দিকের পরিচিত প্রভাব নয়। গণতন্ত্র হল একটা শ্রেণীগত ধারণা এবং দুটি বিরোধী সামাজিক-অর্থনৈতিক ব্যবস্থার চৌহদ্দির মধ্যে এর অর্থ ভিন্ন হয়। সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্র ও বুর্জোয়া গণতন্ত্রকে যান্ত্রিকভাবে পাশাপাশি স্থাপন করে, পরিমাণগত তুলনা করে, একই স্বাধীনতা দাবি করার মতো, বিষয়গুলি শুধুমাত্র উল্লেখ করে, বুর্জোয়া গণতন্ত্রের চেয়ে সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের উৎকর্ষ প্রমাণ করা যায় না। এই উৎকর্ষ হল **গুণগত উৎকর্ষ** যা বিশেষ করে সমাজের মৌলিক ক্ষেত্র : অর্থনৈতিক ও সম্পত্তি-সম্পর্কের ক্ষেত্রে ব্যাপকতা ও গভীরতায় গণতান্ত্রিক নীতিগুলির প্রসারের ফলে অর্জিত হয়েছে।

বুর্জোয়ারা, দক্ষিণপন্থী সংস্কারবাদীরা ও সংশোধনবাদীরা গণতন্ত্রের সামাজিক-অর্থনৈতিক দিকগুলিকে অবহেলা করে বা খাটো করে দেখে। সম্প্রতি প্রকাশিত **'গণতান্ত্রিক সমাজবাদের রূপ'** নামক বইতে মিউনিখ ব্রুনো কিয়েস্কি আন্তর্জাতিক সোশ্যাল ডেমোক্রাসির অন্যান্য দক্ষিণপন্থী নেতাদের সাথে কণ্ঠ মিলিয়ে দাবি করছেন যে উৎপাদনের হাতিয়ারের মালিকানার বিভিন্ন রূপের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গির ক্ষেত্রে কমিউনিস্টদের সাথে তাদের কোনো মৌলিক পার্থক্য নেই। সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে সরকারি মালিকানার বিরুদ্ধে তাদের 'কোনো আপত্তি' নেই এবং তারা একথা স্বীকার করে যে শ্রমজীবী জনগণ চায় না ও অনুমোদন করে না যে ব্যক্তিগত মালিকানা এর স্থান গ্রহণ করুক। তাঁরা বলেন যে গণতন্ত্র ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতার প্রশ্নে কমিউনিস্টদের সাথে তাঁদের মৌলিক পার্থক্য আছে, কারণ কমিউনিস্টরা এসব অস্বীকার করে।

সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির কমিউনিস্টদের প্রতি উপদেশের কোনো অন্ত নেই। গণতন্ত্র বলতে এই মনে করা হয় যে 'রাজনৈতিক শক্তিগুলির অবাধ কার্যকলাপ', বা 'তুমি যা চাও তা করার স্বাধীনতা' বা 'বিরুদ্ধবাদীদের সহাবস্থান' এবং এই বিরুদ্ধবাদিতার আড়ালে শ্রমজীবী জনগণের মৌলিক স্বার্থের বিরুদ্ধে ও তাদের দ্বারা বিধিবদ্ধ রাষ্ট্রের নিয়মগুলির বিরুদ্ধে এদের কার্যকলাপ পরিচালিত হয়। এই ধারণাও ছড়ানো হয় যে গণতন্ত্র হল শুধুমাত্র ইয়োরোপীয় জনগণেরই ঐতিহ্য, একটা জাতীয় বৈশিষ্ট্য এবং পশ্চিমী রাজনৈতিক ব্যবস্থা হল 'গণতান্ত্রিক' ও প্রাচ্যের রাজনৈতিক ব্যবস্থা হল 'অগণতান্ত্রিক'।

অথবা রোজার গারোদির মতো সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের 'সমালোচকদের' অদ্ভুত বিবর্তনের কথাই ধরা যাক। তিনি দক্ষিণপন্থী শোধনবাদী তত্ত্ব দিয়ে শুরু করেন যে সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্র বুর্জোয়া গণতন্ত্রকে অস্বীকার করে না, বরং 'তার সীমানাকে সম্প্রসারিত' করে এবং শেষ পর্যন্ত বুর্জোয়া সংবাদপত্র 'লে মণ্ডে'-এর মাধ্যমে ফরাসী কমিউনিস্ট পার্টির ২১তম (বিশেষ) কংগ্রেসে অযাচিত উপদেশ দিয়ে শেষ করেন। তিনি বলেন যে আধা-শ্রেণীচ্যুত ব্যক্তিরা যারা 'সদর দপ্তরে আঘাত হানো' এই কুখ্যাত শ্লোগান নিয়ে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের নির্বাচিত সংস্থাগুলিকে আক্রমণ করেছিল তারাই সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের দৃষ্টান্ত স্থাপন করে।

মার্কসবাদী-লেনিনবাদীরা এই সব প্রচারকে সুগভীর বৈজ্ঞানিক ও নীতিভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে প্রতিহত করে। সমাজতন্ত্রই প্রথম শ্রমজীবী জনগণের জন্য রাজনৈতিক অধিকার ও স্বাধীনতার কথা ঘোষণা করেছে, সামাজিক জীবনে এই সব অধিকার প্রবর্তিত করেছে, এবং কাজের অধিকার, শিক্ষার স্বাধীনতা বৈজ্ঞানিক ও সাংস্কৃতিক কার্যকলাপের স্বাধীনতা, মানবজাতির সৃষ্ট আত্মিক সম্পদ ভোগ করার স্বাধীনতা সুনিশ্চিত করেছে। একমাত্র সমাজতন্ত্রেই ব্যবসা বা পেশা বেছে নেওয়ার স্বাধীনতা, সমস্ত মানবিক প্রতিভা ও প্রবণতার স্বাধীন বিকাশের স্বাধীনতা, এ সব স্বপ্ন ক্রমশ সত্য হয়ে উঠছে। অন্য কথায়, আমরা মার্কসবাদী-লেনিনবাদীরা অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও মতাদর্শগত সম্পর্কের একটা অখণ্ড ব্যবস্থা হিসাবে গণতন্ত্রকে গণ্য করি। অর্থনৈতিক গণতন্ত্র, সর্বাগ্রে পুঁজির জোয়াল থেকে শ্রমজীবী মানুষের মুক্তি হল এই ব্যবস্থার ভিত্তি।

এর উপর আমাদের গুরুত্ব আরোপের মধ্যে আমাদের শ্রেণীগত দৃষ্টিভঙ্গি অভিব্যক্ত হচ্ছে; এই শ্রেণী দৃষ্টিভঙ্গিকে আমরা লুকিয়ে রাখতে চাই না। বুর্জোয়ারা যখন এর থেকে জনগণের দৃষ্টি সরিয়ে নিতে চেষ্টা করে, তখন তাদের শ্রেণীগত দৃষ্টিভঙ্গি বেরিয়ে পড়ে। যদিও তারা বুর্জোয়া গণতন্ত্রের ভিত্তি হিসাবে অর্থনৈতিক প্রাধান্যের গুরুত্ব সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন, তবুও তারা তাদের শ্রেণীগত দৃষ্টিভঙ্গিকে আড়াল করতে সচেষ্ট।

বুর্জোয়া গণতন্ত্রের জাঁকজমকপূর্ণ, **আনুষ্ঠানিক চরিত্রের** পটভূমিকায় জনগণের প্রকৃত শাসন হিসাবে সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের **বাস্তব চরিত্র** জাজ্বল্যমানভাবে প্রকট। এর কারণ শুধুমাত্র এই নয় যে লেনিনের কথায়, সমাজতান্ত্রিক সরকার বৈজ্ঞানিকভাবে উপলব্ধ শ্রমজীবী জনগণের প্রয়োজনগুলিকে বিষয়গতভাবে প্রকাশ করে এবং এই সরকার হল শুধুমাত্র শ্রমজীবী জনগণের জন্য সরকার ; এই সরকার শ্রমজীবী জনগণ দ্বারা সৃষ্ট সরকারও বটে (লেনিন, সংগৃহীত রচনাবলী, খণ্ড-২৯, পৃঃ ১৮৩ দেখুন)। সমাজতন্ত্র দক্ষ, বৈজ্ঞানিকভাবে পরিকল্পিত কাজ বা কমিউনিস্ট

পার্টি দ্বারা পরিচালিত সরকারি সংস্থাগুলির সাথে সরকার ও প্রশাসনে ক্রমবর্ধমানভাবে অংশগ্রহণরত জনগণের ব্যাপক অংশের সৃজনশীল উদ্যোগের সংমেশ্রণ ঘটানোকে সুনিশ্চিত করে।

সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির কমিউনিস্টরা সম্পূর্ণ-সচেতন যে বহু বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক দেশের শ্রমজীবী জনগণ কঠিন শ্রেণীসংগ্রামের মধ্যে বহু স্বাধীনতা অর্জন করেছে যা কোনো না কোনো মাত্রায় তাদের স্বার্থকে রক্ষা করতে ও বৈপ্লবিক সংগ্রামকে প্রসারিত করতে ব্যবহার করা যায়। যখন বলা হয় যে সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্র হল বুর্জোয়া গণতন্ত্রের বিলুপ্তি তখন নিশ্চয়ই তা শ্রমজীবী জনগণের অর্জিত অধিকারের বিলুপ্তি বোঝায় না। এটা হল শ্রেণী দৃষ্টি-ভঙ্গি সহ দ্বান্দ্বিক বিলুপ্তি। প্রথমত, যার অর্থ হল যে বুর্জোয়া গণতন্ত্রের চৌহদ্দির মধ্যে অর্জিত কোনো আংশিক অধিকার শোষিতশ্রেণী হিসাবে প্রলেতারিয়েতের অবস্থানের আমূল পরিবর্তন করে না বা পুঁজিবাদের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থৈসায় শ্রমজীবী জনগণের অবস্থান বদলায় না। দ্বিতীয়ত, এর অর্থ হল যে বুর্জোয়া গণতন্ত্রের সীমানা পেরিয়ে কোনো বৈপ্লবিক অগ্রগতি না ঘটলে এই সব অধিকার ক্ষণস্থায়ী হয়, কারণ বুর্জোয়া গণতন্ত্র হল বুর্জোয়া এক-নায়কত্বের একটা রূপ।

এটাও সুস্পষ্ট যে, যে নতুন ব্যবস্থা পুঁজিবাদের সম্পূর্ণ বিপরীত তার প্রকৃতি থেকে উদ্ভূত নিয়মবিধি সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রকে রূপ দেয়। যে সব দেশ ইতিমধ্যে সমাজতন্ত্র ও সাম্যবাদের পথ ধরেছে এবং যে সব দেশ এটা প্রতিষ্ঠা করার জন্য এখনো সংগ্রাম করে চলেছে সে সব দেশের কাছে এই সব নিয়মবিধি মৌলিকভাবে এক। এই সব নিয়মবিধি এ সবের মাপকাঠি ও রূপরেখা তুলে ধরেছে যা দিয়ে কপট বা আনুষ্ঠানিক গণতন্ত্র থেকে প্রকৃত গণতন্ত্রকে পৃথক করা সম্ভব হয়।

দ্বিতীয় বিষয় তুলে জারোদভ বলেন যে সম্মেলনে অংশগ্রহণকারীরা প্রথমত তাদের নিজেদের পার্টির অভিজ্ঞতা থেকে অগ্রসর হয়ে **সমাজতান্ত্রিক গোষ্ঠীর বিভিন্ন দেশগুলির শ্রেষ্ঠ সাফল্যের উপর প্রতিষ্ঠিত সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের সামান্যীকৃত চিত্র, বৈজ্ঞানিক মডেলের কিছুটা উপস্থাপিত করতে পেরেছেন।** লেনিন জোর দিয়ে বলেছেন যে **'সমস্ত** দেশের প্রলেতারীয়দের একমাত্র বৈপ্লবিক সহযোগিতাই' সম্পূর্ণ সমাজতন্ত্র সৃষ্টি করবে, কারণ বিভিন্ন দেশে একক প্রচেষ্টা অসমান বা অসংলগ্ন হতে পারে (খণ্ড ২৭, পৃঃ ৩৪৬ দেখুন)। আবার মার্কসবাদ-লেনিনবাদ দ্বারা পরি-চালিত প্রতিটি দেশ সমাজতন্ত্র গঠনের বিভিন্ন দিকের ক্ষেত্রে নিজস্ব মূল্যবান অবদান রাখবে।

এমন অনেকে আছেন যাঁরা সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রকে সমস্ত দেশের উপর চাপিয়ে দেওয়া সরকারের একক ও অপরিবর্তনীয় রূপ হিসাবে উপস্থাপিত করেন—এতে বিস্মিত না হয়ে পারা যায় না।

এ সব থেকে এটা ধরে নেওয়া উচিত যে কতকগুলি পূর্ব সিদ্ধান্তকৃত বিমূর্ত পরিকল্পনা অনুযায়ী নির্দিষ্ট সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের জন্য গণতান্ত্রিক সরকারি ব্যবস্থা সৃষ্টি করা যায় এবং এই পরিকল্পনা থেকে ইচ্ছামতো যে কোনো অংশ গ্রহণ করা যায়। এই ক্ষেত্রে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার সাফল্যগুলির মূল্যায়ন ও বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের ভিত্তিতে সামান্যীকৃত সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের চিত্র প্রথমত কাজে লাগে। দ্বিতীয়ত, বিভিন্ন সমাজতান্ত্রিক দেশের উৎকৃষ্ট সাফল্যগুলির উপর কেন্দ্রীভূত করে এই চিত্র গণতন্ত্র ভ্রাতৃপ্রতিম দেশগুলির বাস্তব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে বাধা ও সমস্যাগুলির সমাধান করে এবং ভবিষ্যৎ সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের বিকাশ ও বিভিন্ন রূপরেখা সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করে। সবশেষে, সমাজতান্ত্রিক বিশ্ব ব্যবস্থার সংযোজন প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের এইরকম যৌথ চিত্র মূল্যবান। নিঃসন্দেহে, এই সংযোজন প্রক্রিয়া ক্রমশ অর্থনৈতিক ক্ষেত্র থেকে জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে প্রসারিত হবে। নতুন সমাজ নির্মাণের সাধারণ নিয়মবিধি ও সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য দ্বারা পরচালিত হয়ে প্রত্যেক পার্টি অন্যান্য দেশের অভিজ্ঞতা থেকে যা প্রয়োজনীয় তা গ্রহণ করে এবং নিজের পরিস্থিতিতে সেই প্রয়োজনীয় অভিজ্ঞতাকে সৃজনশীল-ভাবে প্রয়োগ করে।

যে তৃতীয় বিষয়টি সম্মেলনে অংশগ্রহণকারীরা যথেষ্ট বিশদভাবে আলোচনা করেছিলেন তা হল **সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের নতুন সমস্যাবলী ও তার বিকাশ।** যে-সব সমস্যা জারোদভ তালিকাভুক্ত করেছেন তাদের মধ্যে প্রথম হল তাত্ত্বিক ও বাস্তব রাজনৈতিক সমস্যা যা আন্তর্জাতিক রাজ-নীতি ও সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রক্রিয়া থেকে উদ্ভূত। উদাহরণস্বরূপ, সঠিকভাবে জিজ্ঞাসা করা যায় যে কীভাবে আন্তর্জাতিক উত্তেজনা প্রশমনের দিকে মোড় পরিবর্তন সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের বিকাশ ও কার্য-কলাপকে প্রভাবান্বিত করে। একদিকে উত্তেজনা প্রশমন নিশ্চিতভাবে এই গণতন্ত্রের বিকাশের জন্য অধিকতর সুযোগ সৃষ্টি করে, যদিও এর প্রধান উৎস অভ্যন্তরীণ সম্পর্কগুলির মধ্যে নিহিত। অন্যদিকে এটা স্মরণ রাখা উচিত যে যদিও বুর্জোয়ারা শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান মেনে নিয়েছে, তবুও তারা তাদের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তীব্র চেষ্টা করবে। উত্তেজনা প্রশমনের পরিস্থিতিতে সমাজ-তান্ত্রিক ও পুঁজিবাদী দেশগুলির জনগণের মধ্যে সংবাদ ও সংযোগের প্রসারের জন্য কী করা উচিত যাতে সমাজতন্ত্রের উৎকর্ষ প্রদর্শন করা যায় ও যাতে আমাদের শত্রুরা সমাজ-তন্ত্র ধ্বংস করার পথ হিসাবে এই উত্তেজনা প্রশমনকে ব্যবহার করতে না পারে? এই গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ও তাত্ত্বিক সমস্যার সমাধান করতে হবে।

সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের নীতিগুলি অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রেই শুধু নয়, সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির সম্পর্কের ক্ষেত্রেও তাদের উপযোগিতা প্রমাণ করেছে। এই ক্ষেত্রে পারস্পরিক অর্থনৈতিক সহায়তা পরিষদ যথেষ্ট অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছে। কিন্তু আন্তর্জাতিক সমাজতান্ত্রিক সংযোজনের বিকাশ ও গভীরতার ফলে অনেক নতুন সমস্যা উপস্থিত হচ্ছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ কিভাবে সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নে যৌথ অর্থনৈতিক প্রচেষ্টার সাথে পারস্পরিক অর্থনৈতিক সহায়তা পরিষদের মতৈক্যের নীতিকে সামঞ্জস্যপূর্ণ করা যায়? বর্তমান সমস্যার সমাধান ও প্রতিশ্রুতি পালনে অঙ্গীকারবদ্ধ পার্টিগুলির দায়িত্ব এক্ষেত্রে একান্ত প্রয়োজন।

সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের বিকাশের আরো সমস্যা রয়েছে। এইসব প্রশ্ন যদিও অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে আলোচিত হয়, তবুও সমাজতান্ত্রিক গোষ্ঠীর সমস্ত সদস্য এইসব প্রশ্নের সম্মুখীন। এদের মধ্যে প্রধান প্রশ্ন হল উন্নত সমাজতন্ত্র নির্মাণ ও বিকাশের সময় গণতন্ত্র প্রয়োগের ক্ষেত্রে শ্রমিক-শ্রেণীর পার্টি ও তার চূড়ান্ত ভূমিকার প্রশ্ন। সমাজ-

তান্ত্রিক সমাজের রাজনৈতিক সংগঠনে শাসকশ্রেণীর রাজনৈতিক অগ্রবাহিনী হিসাবে তার বিষয়গত স্থান থাকার ফলেই পার্টিকে এই ভূমিকা পালন করতে হয়। শ্রমিক-শ্রেণী ও সমগ্র জনগণের সবচেয়ে উন্নত ও রাজনৈতিকভাবে সচেতন অংশ হিসাবে মার্কসবাদী-লেনিনবাদী পার্টি তার সমস্ত কাজে ও অভ্যন্তরীণ জীবনে সমাজতান্ত্রিক গণ-তন্ত্রের দৃষ্টান্ত তুলে ধরে। এই অর্থে পার্টি সমগ্র সমাজের কাছে ভবিষ্যৎ সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের আদর্শ উপস্থিত করে।

সমাজতন্ত্র ও কমিউনিজম গঠনের বর্তমান নতুন স্তরে যে সমস্যাগুলি হাজির হচ্ছে তা সম্মেলনে অংশগ্রহণ-কারীরা উপস্থিত করেছেন। উদাহরণস্বরূপ, কিভাবে উৎপাদনের নিরবচ্ছিন্ন একীকরণ ও পরিচালনার কেন্দ্রী-ভবনের প্রবণতার সাথে সমাজতন্ত্রে অন্তর্নিহিত ব্যাপকতর গণতন্ত্রের প্রবণতার সামঞ্জস্য বিধান করা যায়? সমস্যাটি সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার সুবিধাগুলির সাথে বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত বিপ্লবের সমন্বয় সাধন করার কর্তব্য থেকে উদ্ভূত। সি-পি-এস-ইউ-এর ২৪তম কংগ্রেসে এই কর্তব্য নির্ধারিত হয়েছে। উন্নত সমাজতন্ত্রের স্তরে ভিত্তি ও রাজনৈতিক উপরিকাঠামোর মধ্যে অভ্যন্তরীণ সম্পর্ক, সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের সক্রিয় ভূমিকা, এর দ্রুত বিকাশ ও একে আরো কার্যকর করার প্রয়াস, অধিকতর গণতন্ত্র ও সমাজতান্ত্রিক বৈধতার পূর্বশর্ত হিসাবে পার্টি ও সরকারি জীবন সম্পর্কে লেনিনবাদী আদর্শ পালনের প্রয়োজনীয়তা, এসব সম্পর্কে আরো সাধারণ প্রশ্ন রয়েছে।

যে সব দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়াগুলির সমন্বয় সাধন করতে হবে সে সব প্রক্রিয়া সম্পর্কেও প্রশ্ন আছে: সরকারি সংস্থাগুলিকে দৃঢ় করা ও প্রশাসনে গণ-অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করা; বহুজাতিক রাষ্ট্রগুলির সীমানার মধ্যে জাতিসমূহের ক্রমবর্ধমান সংহতি সাধন ও জাতীয় পরিচয় ও সংস্কৃতির উন্নতিবিধান; পরিচালনা ও প্রশাসনের অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিক পদ্ধতিগুলির বিকাশ সাধন ও নিখুঁত করা; নৈতিক উৎসাহ প্রদানের সাথে বৈষয়িক উৎসাহপ্রদান; উন্নততর শৃঙ্খলা ও দায়িত্ব এবং জনগণের সৃজনশীল উদ্যোগকে উৎসাহিত করা।

মার্কস্বাদ-লেনিনবাদের মূল তাত্ত্বিক নীতি ও জন-গণের সমৃদ্ধ বাস্তব অভিজ্ঞতার সামান্যীকরণ ও অধ্যয়নের ভিত্তিতেই এই সব ও অন্যান্য সমস্যার সাফল্যজনক সমাধান করা যায়। এই সব বিশ্ব সমাজতন্ত্র, শ্রমিক ও কমিউনিস্ট আন্দোলনের অমূল্য ঐতিহ্যে অংশ এবং এ সম্পর্কে আমাদের গর্ব করার ও এর দ্বারা পরিচালিত হবার যথেষ্ট কারণ আছে।

পুঁজিতন্ত্র: অপচয়ের অর্থনীতি

ফেরেনস কোজমা, ডঃ অর্থনীতি (হাঙ্গেরী)

কিছুদিন পূর্ব পর্যন্ত, পুঁজিতন্ত্রের সাধারণ সংকটের তীব্রতা উৎপাদিকা শক্তিগুলির আপেক্ষিকভাবে দ্রুত বৃদ্ধির এবং বৈজ্ঞানিক-প্রযুক্তিগত বিপ্লবের নিবিড় বিকাশের সঙ্গে সমকালীনভাবেই ঘটত। ঐ ঘটনাকে ভাসাভাসা বা একপেশে-ভাবে দেখতে অভ্যস্ত ব্যক্তিরা গভীর এবং দ্রুত যে বিরোধ-গুলি বাড়ছে তা দেখতে ভুল করেন অথবা বড় জোর এগুলিকে কেবল 'ক্রমবর্ধমান যন্ত্রণা'রূপে গণ্য করেন। তবুও আমাদের নিজেদের কাছে এই প্রশ্ন করতে হবে যে বৈজ্ঞানিক-প্রযুক্তিগত বিপ্লব প্রকৃতই পুঁজিতান্ত্রিক পরিবেশে মানবজাতির প্রগতিকে সম্মুখের দিকে এগিয়ে যাওয়ার প্রেরণা দেয় কি না।

প্রথম কথা হল, উৎপাদিকা শক্তিগুলি বিশ্বের কেবল ক্ষুদ্র অংশে কম-বেশি দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। বৈজ্ঞানিক-প্রযুক্তিগত বিপ্লব বিশ্বের জনসংখ্যার একটা উল্লেখযোগ্য অংশ অধ্যুষিত উন্নয়নশীল দেশগুলিকে এখনও পর্যন্ত প্রধানত পাশ কাটিয়ে চলেছে। তাদের অর্থনৈতিক পশ্চাৎ-পদতার পরিণতিকে (ক্ষুধা, অনুন্নত বহিরঙ্গ, অর্থনৈতিক পরাধীনতা, প্রভৃতি) দূর করার ক্ষেত্রে সাহায্য করার পরিবর্তে এটা তাদের অসুবিধেকে বাড়িয়েছে। উন্নত এবং অনুন্নত দেশগুলির ব্যবধান নিরবচ্ছিন্নভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। তবুও একচেটিয়া পুঁজিতন্ত্র উন্নয়নশীল দেশগুলিকে এমন সব ব্যাধিতে আচ্ছন্ন করেছে যেমন সামাজিকভাবে "উচ্চকোটি"র মধ্যে বিলাসিতার আকাঙ্ক্ষা, পদমর্যাদার বাহাদুরি, স্ফীতকায় অমলাতন্ত্র, সমরবাদ ইত্যাদি। পুঁজি-তান্ত্রিক দুনিয়ার শিল্প কেন্দ্রগুলিতে উৎপাদিকা শক্তি-গুলির দ্রুত বিকাশ এভাবেই পুঁজিতান্ত্রিক বিশ্ব অর্থ-নীতিতে মেরুকরণকে আরও বেশি স্পষ্ট করেছে। উন্নয়নশীল দেশগুলির ক্ষেত্রে এর পরিণতি ঘটেছে তীব্র অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক সংকটে।

কিন্তু পুঁজিতান্ত্রিক দুনিয়ার যে সামান্যতর অংশ বৈজ্ঞানিক-প্রযুক্তিগত বিপ্লবে জড়িত সেই অংশও ক্রমান্বয়ী গভীরতর সংকটে ডুবে যাচ্ছে। সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি গবেষণা এবং তার ফলাফলগুলিকে একচেটিয়া আধিপত্যে রাখতে চায় এবং আশা করে যে এর দ্বারা তারা অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং সামরিক ক্ষমতাকে শক্তিশালী করতে পারবে। গবেষণা এখন প্রভূত্ব প্রতিষ্ঠার এবং ভোক্তাদের টাকার থলির জন্য একচেটিয়া পুঁজিপতিদের "রক্ষিতা" হয়েছে। আর অন্যদিকে প্রকৃত মূল্যবান এবং একেবারে সম্পূর্ণ মূল্যহীন আবিষ্কারের, প্রকৃত এবং কাল্পনিক সাফল্যের জগাখিচুড়ি হচ্ছে। একচেটিয়াপতি বুর্জোয়ারা বাজার নিয়ে অভূতপূর্ব পর্যায়ে ফাটকা খেলে। প্ল্যান্ট, মেশিনারি এবং ভোক্তাদের টেকসই যন্ত্রপাতি সম্পূর্ণ অব্যবহার্য হয়ে যাওয়ার বহু পূর্বেই পুরানো হয়ে পড়ে। ভোক্তাদের পছন্দর পরিবর্তন প্রকৃত মানবিক প্রয়ো-

জনে যতটা না হয় তার চেয়ে সীমাহীনভাবে বেশি হয় ফ্যাশনের প্রবর্তক প্রভুদের দৌলতে "মর্যাদার প্রতীক" হিসেবে।

পর্বতপ্রমাণ অপচয়ের ওপর নির্মিত, পুঁজিতান্ত্রিক উৎপাদন যন্ত্র বিপুল পরিমাণ প্রাকৃতিক সম্পদ, শ্রমশক্তি এবং পুঁজি গ্রাস করে এবং সমাজ কর্তৃক সেগুলির যুক্তি-সঙ্গত ব্যবহার এবং ভবিষ্যতে তাদের সম্প্রসারিত পুনরুৎপাদন সম্পর্কে কোনো তোয়াক্কাই করে না। মুনাফার এই চালিকাশক্তি সব থেকে সহজলভ্য শক্তি এবং কাঁচা মালের উৎসের বিকাশকেই উদ্দীপিত করে এবং কম সহজে লভ্য প্রাকৃতিক সম্পদের বিকাশকে উৎসাহিত করে না। এর ফলে তার শক্তির এবং কাঁচা মালের সঙ্কটের নাটকীয় পারম্পর্য সৃষ্টি হয়। পুঁজিবাদী ভবিষ্যৎ দ্রষ্টাগণ অন্যান্য জিনিসের মধ্যে প্রাকৃতিক সম্পদের শেষ পর্যন্ত ক্ষয়প্রাপ্তির দোহাই দিয়ে "সভ্যতার ধ্বংসের" রহস্য উদঘাটনমূলক ভবিষ্যদ্বাণী করেন।

পরিমণ্ডলীয় দূষিত অবস্থা হল একই টাকার উল্টো দিক। অবিবেচকের ন্যায় প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবহার এবং উৎপাদনের অপচয় একটি গুরুতর বিপদ, বিশেষ করে বৈজ্ঞানিক-কারিগরি বিপ্লবের কাঠামোয়। মানবসমাজ এক দৈত্যাকৃতি উৎপাদনযন্ত্র সৃষ্টি করেছে, এবং পরিমণ্ডলীয় উদ্বেগ সেকারণেই অর্থনৈতিক কার্যকলাপের একটা কেন্দ্রীয় ক্ষেত্র হবে। তবুও পুঁজিতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে একপেশেভাবে মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্য ব্যতীত অন্য কোনো পথ অনুসরণ করা অসম্ভব। শিল্প, জমি, বাতাস এবং জলকে দূষিত করে; কৃষিকাজ মাটিকে সংক্রমিত করে এবং বনভূমিকে ধর্ষিত করে। অবিরাম খাদ্য উৎপাদনের জন্য মানব সমাজের সম্পদ লুণ্ঠিত হয় এবং তার থেকেও মারাত্মক এই যে আবহমণ্ডলে অক্সিজেন পুনরুৎপাদন ব্যাহত হয়। একচেটিয়া পুঁজিপতিদের কারিগরি প্রগতিকে অতি-মুনাফার উৎসরূপে ব্যবহারের আগ্রহ কোনো একদিন এই উপগ্রহে আমাদের জীবননির্বাহ অসম্ভব করে তোলার বিপদ সৃষ্টি করবে। সংগঠিত শ্রমিক আন্দোলন এই বিপদের মোকাবিলার চেষ্টা করে, এবং এর চাপ পুঁজিতান্ত্রিক সরকারকে বাস্তববিদ্যার বিপর্যয়ের বিরুদ্ধে কিছু পদক্ষেপ গ্রহণে বাধ্য করে। কিন্তু পুঁজিতান্ত্রিক কাঠামোর মধ্যে এই সামান্য ব্যবস্থাগুলি প্রাকৃতিক সম্পদের অমিতব্যয়ী অপচয়ের সাধারণ ঝোঁক পরিবর্তন করতে পারে না।

শেষ পর্যন্ত চক্রটা সম্পূর্ণ হয়ে যায়; ক্রমেই শ্রম সময়ের বেশির ভাগ সময়টাই অপচয়মূলক উৎপাদনে অপব্যয়িত হয় এবং বেশির ভাগ সম্পদকেই অধিকতর দক্ষতার সঙ্গে এই অপচয়মূলক উৎপাদনে লাগানোর জন্য বাধ্য করা হয়। ইতোমধ্যে খনিজাত দ্রব্য, মৃত্তিকা, বাতাস এবং জলের বেপরোয়া লুণ্ঠনমূলক ব্যবহার চলতে থাকে। এই কাঠামোতে বৈজ্ঞানিক এবং কারিগরি প্রচেষ্টা ইতোমধ্যে সম্পাদিত বিপুল অমিতব্যয়িতার ক্ষেত্রে অনুঘটকরূপে কাজ করে। পুঁজিতান্ত্রিক রাষ্ট্র এবং আন্তর্জাতিক সংযোজন সমন্বয়ী সাংগঠনিক কাঠামোর ব্যবস্থা করে, কিন্তু পুঁজিতান্ত্রিক বাণিজ্য এবং পুঁজি অপচয়ের জীবাণু ছড়াতে থাকে।

এক কথায়, উৎপাদনের সামাজিকীকরণের অগ্রগতি এবং বৈজ্ঞানিক-কারিগরি প্রগতির ফলে বে-সরকারি পুঁজিতান্ত্রিক এবং রাষ্ট্রীয় একচেটিয়া পুঁজির পথে অর্থনৈতিক প্রক্রিয়াগুলির সংগঠন সমগ্র দুনিয়ার পক্ষে ক্রমেই বেশি বেশি বিপজ্জনক হয়ে পড়ে।

ডি এল মিএডো এবং অন্যান্যদের রচনা "দি লিমিটস টু গ্রোথ"(১)-এ যে সমাধানের কথা বলা হয়েছে তা গুরুতর সমালোচনার যোগ্য। প্রথমত, "শূন্য বিকাশ" একরকম অসম্ভব অথবা কাম্য নয়। এই দুনিয়া এখনও প্রাকৃতিক অর্থনৈতিক বৃদ্ধিকে বাতিল করতে অক্ষম। এই পৃথিবীর মাথাপিছু গড় বার্ষিক জাতীয় আয় ১০০০ ডলারের নিচে, অঙ্কটা যথেষ্ট নয়। উন্নয়নশীল দেশগুলির পক্ষে দারিদ্র্যের পঙ্ককুণ্ড থেকে বেরিয়ে আসতে হলে, শিল্পগতভাবে উন্নত দুনিয়াকে অবশ্যই উল্লেখযোগ্য বৈষয়িক সাহায্য দিতে হবে। কিন্তু এটা (এমনকি সামাজিক এবং রাজনৈতিক দিকটা যদি ছেড়েও দেওয়া যায়) উৎপাদনের দ্রুত বিকাশ ছাড়া অচিন্তনীয়। আরও, মিএডো এবং তার সহকর্মীদের প্রস্তাবিত আধা-আন্তরিক অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক পদক্ষেপগুলি জন্মমৃত্যুগত পরিসংখ্যানের, অর্থনৈতিক এবং বাস্তববিদ্যার মধ্যে ভারসাম্যহীনতার অভাবের প্রবণতা খর্ব করতে পারবে না। সংক্ষেপে, এমনকি যদিও আমরা মার্কিন গবেষকদের ২ হাজার অথবা ২১০০ বর্ষের ভবিষ্যদ্বাণী গ্রহণ করি/ তাহলেও "শূন্য বিকাশ" নামে সমাধানের যে কথা বলা হয়েছে তাকে বড়জোর উদ্ভট বলা যায়।

"লিমিটস টু গ্রোথ" বা বিকাশকে সীমিত করার ধারণাটির মধ্যে সারগত ত্রুটি কি? মিএডো এবং তাঁর সহকর্মীরা বলেন, অতি উচ্চ পর্যায়ের সংগঠন কাঠামো সত্ত্বেও "শিল্পগত সমাজ" এত বেশি জটিল হয়ে গেছে যাকে সহজে কায়দা করা যায় না। কিন্তু ঘটনা এই যে বেসরকারি এবং গোষ্ঠী স্বার্থ অর্থনৈতিক প্রক্রিয়াগুলির ওপর প্রভুত্ব করছে এবং অনিবার্যভাবে উৎপাদনশীল উপাদানগুলি অপচয়ের দিকে চালিত করছে।

বিশেষজ্ঞতা যত ব্যাপক হয়, উৎপাদনশীল ব্যবস্থা-যত বেশি বিরাট এবং প্রযুক্তিভিত্তিক হয়, ততই ঐ অর্থ-নৈতিক ব্যবস্থাপনায় গতিশীল কার্যকলাপকে নিশ্চিত করার জন্য মানবসমষ্টির অংশগ্রহণও যত্নসহকারে সামঞ্জস্যপূর্ণ সহযোগিতামূলক হতে হবে। তদনুযায়ী, পৃথক অর্থনৈতিক সমাধানও অর্থনৈতিক এবং বাস্তববিদ্যার ভারসাম্যের পরিস্থিতির ক্ষেত্রে উৎপাদন বিকাশের হারের ওপর বৃহত্তর প্রভাব বিস্তার করে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর অপেক্ষাকৃত পুরানো প্রযুক্তিবিদ্যার ফলে প্রত্যেক ক্ষেত্রে পুঁজির ঝুঁকিটা খুব গুরুতর হয় না,

---

১ তথাকথিত ক্লাব অফ রোমের প্রদেয় দায়িত্ব অনুযায়ী ডি এল মিএডোর নেতৃত্বে একদল মার্কিন পণ্ডিতের সমীক্ষা (মিএডো এবং অন্যান্য, **দি লিমিটস টু গ্রোথ**, এন ওয়াই ১৯৭২)-এ বলা হয়েছে যে জনসংখ্যার বর্তমান বিকাশ এবং প্রাকৃতিক সম্পদগুলির বর্তমান হার অনুযায়ী ব্যবহারের দরুন এই পৃথিবী আর একশ বছরের মধ্যে ধ্বংসের কিনারায় পৌঁছুবে। এর প্রতিরোধের জন্য মিএডো এবং তার সহকর্মীরা "বিশ্ব ভারসাম্য" সৃষ্টির জন্য শিল্প এবং খাদ্য উৎপাদন এবং সেই সঙ্গে বিশ্ব জনসংখ্যা সম্পর্কে দুনিয়াব্যাপী একগুচ্ছ অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক ব্যবস্থাবলীর সমাধান দিয়েছেন। মিএডোর মতে আরও অর্থনীতি এবং জনসংখ্যার ক্ষেত্রে "শূন্যবৃদ্ধি"র মাধ্যমে নিশ্চিত হতে পারে।

এবং একটি ভুল সিদ্ধান্তের পরিণতি তখনও পর্যন্ত পুঁজির স্বত্বাধিকারীর ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ থাকে। তখন শ্রমশক্তি ছিল অপচয়ের কেন্দ্রবিন্দু। এক বেকার বাহিনীর আবির্ভাব ঘটে, যা সামাজিক মূলনীতির দৃষ্টিভঙ্গি থেকে প্রধান এবং অতীব মূল্যবান উৎপাদনশীল শক্তিগুলির নিদারুণ অপচয়। অবশ্য, উৎপাদনে উপরোক্ত মূল্যবান যে শ্রম তার মূল্যে পুঁজি তার নিজস্ব সংগঠনের অভাব ও অপূর্ণতাজনিত ক্ষতিকে পূরণ করে নিত। এই হল পুনরুৎপাদনের চক্রবৎ বিকাশের পটভূমি।

পরিণত পুঁজিতান্ত্রিক সমাজে, যা ইতোমধ্যেই কাঠামোর দিক থেকে একচেটিয়ার আকৃতি লাভ করেছে, সেখানে পুনরুৎপাদনের চক্রের পুরাতন প্রাবল্যে পরিবর্তন ঘটছে। প্রকৃতিগতভাবে ব্যাপক বৃদ্ধিতে অভ্যস্ত, পুঁজিতন্ত্র এই যে ব্যবস্থা যা তার পক্ষে খুব ভালো, অস্তিত্ব বজায় রাখার জন্য যথাসাধ্য করে। প্রযুক্তিগত অগ্রগতি আধুনিক যন্ত্র ব্যবস্থার ক্রমবিকাশের, বিদ্যুৎ এবং অন্যান্য শিল্পের, প্রাথমিক জিনিসপত্রের, পরিবহণ প্রভৃতির প্রগতিমূলক পরিবর্তনের পথ প্রস্তুত করে। নেতৃস্থানীয় পুঁজিতান্ত্রিক দেশগুলিতে এত উচ্চমাত্রায় শিল্প উৎপাদনের সামাজিকীকরণ হয়েছে যে, জনস্বার্থের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষার জন্য সামাজিক নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন ঘটে। কিন্তু পুঁজিবাদী কাঠামো নিয়ন্ত্রণযোগ্য নয়; কারণ উৎপাদনের সামাজিকীকরণ ও সামাজিক শ্রমের ফলকে ব্যক্তিগতভাবে আত্মসাৎ করার মধ্যে এই ব্যবস্থার যে মৌল বিরোধ রয়েছে তার দ্বারা, বর্তমান উৎপাদন সম্পর্ক-দ্বারা এবং মুনাফাভিত্তিক ও স্বতঃস্ফূর্তভাবে বিবর্তিত উৎপাদন কাঠামোর মধ্যে প্রবল অসামঞ্জস্যের দ্বারা এই নিয়ন্ত্রণ বাধাপ্রাপ্ত হয়। যাই হোক ব্যক্তি পুঁজি আত্ম-সমর্পণে অস্বীকার করে; যেহেতু বিশ্ব ক্ষেত্রে জাতীয় সীমা-রেখা দীর্ঘদিন হল আর কোনো বাধাই নয় সেজন্য এ তার সম্প্রসারণের কাজ চালিয়ে যায়। এবং যদি মুক্ত অঞ্চল পাওয়া না যায়, তাহলে অন্যান্য পুঁজিপতিদের ঘাড় দিয়ে এ তার মুনাফা করার ক্ষমতা বাড়িয়ে তোলে এবং এটাও প্রধানত ব্যাপক পন্থায়। যুদ্ধ এবং গভীর অর্থনৈতিক সংকট দ্রুত পাল্লা দিয়ে বাড়ে এবং ক্রমেই আরও বেশি বিপর্যয়কর হয়ে পড়ে।

পচন রোধ করার জন্য, পুঁজিতন্ত্র তার প্রকৃতির বিপরীত পদ্ধতি গ্রহণে বাধ্য হয়, যথা বাজারের রাষ্ট্রীয় একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণ। এই দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে পুঁজি-তান্ত্রিক রাষ্ট্রের সম্প্রসারিত অর্থনৈতিক কার্যকলাপ হল ব্যক্তিগত বে-সরকারী পুঁজির ক্ষেত্রে তার "সার্বভৌমত্বের" অংশবিশেষ আত্মসমর্পণ করার শামিল। যাই হোক, জাতীয় ভিত্তিতে বিশাল অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বে-সরকারি প্রতিষ্ঠান-গুলির কেন্দ্রগুলির সমন্বয়সাধন শেষপর্যন্ত বে-সরকারি পুঁজিতান্ত্রিক কাঠামোর বিরোধী শক্তি। জাতীয় ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক নীতি হয় ফিনান্স পুঁজির একের ধ্বংসের বিনিময়ে অন্যের স্বার্থ রক্ষার, অথবা সম্পূর্ণভাবে একচেটিয়া পুঁজির প্রতিষ্ঠানের সেবাদাস। অবশ্য বে-সরকারি মালি-কানাধীন পুঁজির প্রকৃতি হল তার সার্বভৌমত্বের আংশিক নিয়ন্ত্রণেরও বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা এবং এটা পুঁজিপতিদের উৎপাদনের সমাজতান্ত্রিক উৎপাদনের সঙ্গে আপসে বাধ্য করে যা সাময়িক এবং আপেক্ষিক ব্যতীত অন্য কিছু নয়। যাই হোক, অনেক বে-সরকারি অর্থনৈতিক সমাধানগুলির সমন্বয়সাধন করে, রাষ্ট্রীয় একচেটিয়া পুঁজিতন্ত্র সম্প্রসারণের প্রতি প্রবণতার সঙ্গে তাকে নিবিড়তর করার প্রবণতার পরি-স্থিতি সৃষ্টি করে উৎপাদিকা শক্তিগুলির বিকাশ অব্যাহত রাখতে সক্ষম হয়েছে।

উৎপাদিকা শক্তিগুলিকে নিবিড়তর করার প্রাথমিক শর্ত হল, পুনরুৎপাদনের প্রক্রিয়ার আবর্তনকে নিরুৎসাহিত করা, বেকারবাহিনীর স্তরকে নিম্ন পর্যায়ে অবনত করা, রাষ্ট্রীয় বাজেটের মাধ্যমে জাতীয় আয়ের একটা বিরাট অংশকে বণ্টন এবং পুনর্বণ্টনের ব্যবস্থা করা এবং প্রতি-যোগিতার কাঠামোতে প্রশাসনিক এবং আধা-প্রশাসনিক পদ্ধতির দ্বারা প্রভাবিত করা।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় থেকে পুঁজিতান্ত্রিক চক্র সারগতভাবে পরিবর্তিত হয়েছে; অর্থনীতিতে স্থায়ী এবং ক্রমবর্ধমান শাখা বিভক্ত রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ কিছু সময়ের জন্য ১৯২৯—৩৩-এর ন্যায় বিপুল বেকারত্বের বিপর্যয়-সৃষ্টিকারী কালপর্যায়কে বিলুপ্ত করেছে। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে এটা সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়েছে। পুঁজিতান্ত্রিক জাতীয় অর্থনীতির, এবং সেই সঙ্গে পুঁজিতান্ত্রিক বিশ্ব অর্থনীতিতে যে স্বতঃস্ফূর্ত শক্তিগুলি চক্রাবর্তিত বিকাশ ঘটায় (যথা, উৎপাদনে ঊর্ধ্বগামী এবং নিম্নগামী পরিবর্তন) সেগুলি এখনও বহাল আছে। বর্তমান পরিস্থিতি তার যথেষ্ট প্রমাণ।

একথা ঠিকই যে গবেষণা, বিকাশ এবং উৎপাদনের জন্য রাষ্ট্রীয় পুঁজির সহায়তায় এটা প্রথমে সামরিক শিল্পে প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে ঘটেছে। এক্ষেত্রে বে-সরকারি পুঁজির ব্যয় প্রধানত বে-সামরিক চাহিদার ক্ষেত্রে কেবল আধুনিক প্রযুক্তির প্রয়োগে সীমাবদ্ধ ছিল। দৈত্যাকৃতি সামরিক প্রশাসনযন্ত্রের রক্ষণাবেক্ষণ, সাম্রাজ্যবাদের উস্কানি-মূলক স্থানীয় যুদ্ধ, অস্ত্র প্রতিযোগিতা এবং সাম্রাজ্যবাদ সৃষ্ট পারমাণবিক যুদ্ধের বিপদের পরিণতি ঘটেছে উৎপা-দিকা শক্তিগুলির প্রচণ্ড রকম অপচয়ের মধ্যে।

যখন পুনরুৎপাদনের প্রক্রিয়ার চক্রাবর্তন সহ্যের মাত্রা অতিক্রম করে, তখন একে সাময়িক নরম করার চেষ্টা হয় তবে তা-ও করা হয় পুঁজিতান্ত্রিক কাঠামোর মধ্যে এবং পুঁজিতান্ত্রিক পথে। প্রথমত, বে-সরকারি পুঁজিতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের সমন্বয় সব সময় স্বল্পমেয়াদী আপসের মধ্যে সীমাবদ্ধ। পুঁজিতান্ত্রিক অর্থনৈতিক নীতির একটা ফলপ্রসূ অর্থনৈতিক রণনীতি প্রদানের ক্ষমতা নেই। দ্বিতীয়ত, বে-সরকারি পুঁজির সাময়িক এবং আপেক্ষিক সমন্বয়ের অর্থ এই নয় যে পুঁজিতান্ত্রিক অর্থনৈতিক নীতির প্রকৃতি পরিবর্তিত হয়েছে। বিকাশের যে কোনোও রূপই এ গ্রহণ করুক, অনিবার্যভাবেই শ্রমজীবী জনগণের শোষণের ভিত্তিনির্ভর উৎপাদন যন্ত্রের প্রতিই "আগ্রহ" প্রকাশিত হয়। অতএব পুঁজির চলাচলে এবং পুঁজিতান্ত্রিক পুন-রুৎপাদনে সমন্বয়সাধনে এ যত সফল হয়, ততই শক্তিশালী-ভাবে সমাজের পুঁজিতান্ত্রিক কাঠামোর সমাজ-বিরোধী চরিত্র প্রকাশ পায়। অতএব পুঁজিতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির এবং আঞ্চলিক গোষ্ঠীগুলির বর্তমান নীতি স্বভাবতই ইতিপূর্বে উল্লিখিত সমগ্র পুঁজিতান্ত্রিক বিশ্বে চূড়ান্ত মেরুকরণের পথে এবং সব রকমের উৎপাদন শক্তিগুলির অস্বাভাবিক অপচয়ের পথে চালিত করে। এর ফলে সামরিক, অর্থ-নৈতিক, রাজনৈতিক এবং অন্যান্য অভ্যুত্থান ঘটতে পারে যার বিধ্বংসী ফলাফল সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করা কঠিন।

পুঁজিতন্ত্রের অর্থনৈতিক বিকাশের বর্তমান স্তর যার সম্পর্কে এর স্তাবকেরা এক নব "রেনেসাঁর" ফল রূপে

বর্ণনা করতে ব্যস্ত তা "গরম" এবং "ঠাণ্ডা" যুদ্ধের উৎপাদিকা শক্তিগুলির নয়-ছয়ের মাধ্যমে অর্জিত হয়েছিল ; এর ধাত্রীর কাজ করেছিল রাষ্ট্রের বিপুল অর্থনৈতিক নীতির "অভিযানমূলক হস্তক্ষেপ"।

যদি আমরা মনে করি যে, "বিকাশের সীমা" সম্পর্কে মহাপ্লাবনের ভবিষ্যদ্বাণী সমস্ত দেশের সংগঠিত প্রয়াসের মাধ্যমে এড়িয়ে যাওয়া যাবে, তাহলে একমাত্র বাস্তববাদী দৃষ্টিভঙ্গি হল মানব সমাজের সামাজিক এবং অর্থনৈতিক কাঠামোর প্রগতিমূলক পরিবর্তন ঘটানো। মেরুকরণ এবং অপচয়ের শেষ হবে না যদি না উৎপাদনের উপাদানগুলি এবং বৈজ্ঞানিক-কারিগরি সাফল্যগুলিকে সমগ্র সমাজের স্বার্থে ব্যবহার করা যায়। মানব সমাজের সম্মুখে যে বিপদ উপস্থিত তাকে এড়িয়ে যাওয়ার জন্য আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধর কিংবা অর্থনৈতিক বিকাশকে নয় পুঁজিতন্ত্রকে "বলিদান" দিতে হবে।

একটি সমাজের সমাজতান্ত্রিক পুনর্গঠনই কেন ক্ষতিকর, এবং শেষ পর্যন্ত সম্ভবত মর্মন্তুদ অপচয় এবং মেরুকরণের প্রবলতার বিরুদ্ধে রক্ষাকবচ? সমাজতান্ত্রিক সমাজ ইতিহাসের এক স্বল্পতম কালের মধ্যে ঐ প্রবণতাগুলির বিরুদ্ধে সংগ্রামে উল্লেখযোগ্য অগ্রগমন করেছে। কর্মহীন বেকার বাহিনীর সম্পূর্ণ বিলুপ্তিকরণের মাধ্যমে, শ্রমক্ষমতার দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা শ্রমবাহিনীর শিক্ষা এবং উন্নতির সঙ্গে সমাজতান্ত্রিক উৎপাদন কাঠামোর নতুন রূপদানের বিন্যাসে সক্ষম করেছে। প্রাকৃতিক সম্পদের বিকাশও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার ভিত্তিতে রচিত হয়। পরিমণ্ডলের প্রতিষেধক ব্যবস্থাবলী আবহাওয়া দূষিত করা খর্ব এবং নিবৃত্ত করে। পরিকল্পিত অর্থনীতি সমাজতান্ত্রিক পরিবারের দেশগুলির পূর্বতন পশ্চাৎপদ অঞ্চলগুলিকে দ্রুত উন্নত করে তোলে। এবং এ সবই ঘটে অতিমাত্রায় অসুবিধাজনক বৈদেশিক অর্থনীতি এবং বৈদেশিক রাজনৈতিক পারিপার্শ্বিকতার মধ্যে।

অর্থনৈতিক পরিকল্পনার সঙ্গে উৎপাদনের উপকরণের সরকারি মালিকানা সচেতনভাবে সংগঠিত সমাজতান্ত্রিক সমাজকে ভবিষ্যতের ক্ষতিকারক প্রবণতাগুলি অতিক্রমে সক্ষম করে। কিন্তু একথা মনে করা মূর্খামি যে ব্যক্তিগত পুঁজিতান্ত্রিক সম্পত্তির বিলোপসাধন করে এবং সমাজতান্ত্রিক সমাজ কাঠামোর ভিত্তি নির্মাণ করে আমরা আপনা-আপনি বিশ্বের বৃহৎ সমস্যাগুলি নিশ্চিহ্ন করতে পারি। অবশ্য, এটা অতি সত্য যে সামগ্রিকভাবে কি দেশ অথবা মানবসমাজ এই প্রারম্ভিক বৈপ্লবিক পদক্ষেপগুলি গ্রহণ না করে মহাপ্লাবনের হাত থেকে মুক্তি পাবে না।

মানুষের শ্রম এবং প্রাকৃতিক সম্পদের যুক্তিসঙ্গত ব্যবহারে, আগাগোড়া বিবেচনামূলক লগ্নিতে এবং উৎপাদিকা শক্তিগুলির ফলপ্রসূ সংগঠনের ক্ষেত্রে ইতিপূর্বের অন্য যে কোনো সমাজ ব্যবস্থার তুলনায় সমাজতন্ত্রের অনেক বৃহত্তর ক্ষমতা আছে। যদি উপযুক্তভাবে ব্যবহার হয়, যদি বৈজ্ঞানিক এবং প্রযুক্তিগত গবেষণা, জনশিক্ষা, উৎপাদন এবং লগ্নি যথাযথ ভবিষ্যৎ দৃষ্টি নিয়ে পরিকল্পনা করা হয় তাহলে দেশে দেশে উৎপাদন ক্ষমতা এবং সংস্কৃতির মধ্যে যে বৈষম্য আছে তা ধীরে ধীরে বিলুপ্ত হবে। বর্ধিত জনসংখ্যা তার প্রয়োজনীয় সব উৎপাদনই পাবে, শিল্প তার প্রয়োজনীয় কাঁচা মাল পাবে, জীবন হবে চিত্তকর্ষকভাবে সংগঠিত, সংস্কৃতির বিকাশ ঘটবে। সব কিছু নির্ভর করে আমরা কোন অর্থনৈতিক নীতির জন্য কাজ করব যার ওপর নির্ভর করবে আমাদের জীবনযাত্রা, আমাদের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের ধরন।

কোন দীর্ঘ-মেয়াদী প্রযুক্তিগত অর্থনৈতিক বিকাশের প্রতীক স্বতঃস্ফূর্তভাবে অথবা জীবন নির্বাহের সচেতন প্রণালীর ভিত্তিতে নির্মিত হয় এ তর্ক অপ্রয়োজনীয়। জীবনযাত্রার ধরনই হল উৎপাদিকা শক্তিগুলির এবং সমাজব্যবস্থার প্রতিবিম্ব। সমাজের প্রয়োজন কোন মাত্রায় পূরণ হচ্ছে তা নির্ভর করে উৎপাদিকা শক্তিগুলির বিকাশের মাত্রার ওপর।

জীবন যাত্রার ধরনের উৎপাদনযন্ত্রের সঙ্গে পরস্পর বিজড়িত একটা সম্পর্ক আছে। যদি এটা সমগ্র সমাজের স্বার্থ থেকে বিচ্ছিন্নভাবে বিশেষ একটি শ্রেণীর স্বার্থের সঙ্গে গাঁথা হয়ে যায় তাহলে প্রথমোক্ত বিষয়টি উৎপাদনযন্ত্রের তীব্র বিকৃতি ঘটাবে। পুঁজিতান্ত্রিক দুনিয়ায় ঠিক এই ঘটনাই আমরা প্রত্যক্ষ করছি।

সহাবস্থানের বর্তমান পরিবেশে পুঁজিতন্ত্র (অর্থাৎ পাঁচটি অথবা ছটি উন্নত পুঁজিতান্ত্রিক দেশ) কতিপয় প্রযুক্তিগত অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে এবং ভোগ্যমানে এখনও এগিয়ে আছে, যদিও এটা তীব্র প্রতিযোগিতার মধ্যের স্তরগুলির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে এর যে প্রতিক্রিয়া ঘটে তা অবশ্যই আমরা অস্বীকার করব না। এর ফলে এই ধারণা জন্মায় যে পুঁজিতান্ত্রিক সমাজের কোনো কোনো অংশের জীবনযাত্রা এবং প্রযুক্তিগতভাবে অধিকতর উন্নত উৎপাদিকা শক্তিগুলি অনুকরণের যোগ্য। "নকল" করা এই কথা বলার সময় আমরা প্রযুক্তি এবং জীবনধারণের মানের উপাদানগুলির সমালোচনাহীন অনুকরণের কথাই মনে করি এবং আমাদের প্রয়োজনের জন্য পুঁজিতান্ত্রিক দুনিয়ার প্রযুক্তিগত সাফল্যের প্রয়োজনের কথা বলি না। হুবহু অনুকরণ উৎপাদন এবং ভোগের এমন কাঠামোয় পরিণতি লাভ করতে পারে যা সমাজের সমগ্র ক্ষেত্রে উৎপাদনের উপাদানের অপচয় ঘটাবে। পুঁজিতান্ত্রিক কারিগরি কাঠামো সারগত এবং প্রকৃতিগতভাবে সম্পদের লুণ্ঠনের ব্যবস্থাই করে এবং শেষ পর্যন্ত তা প্রাকৃতিক সম্পদ এবং মানুষের জীবনযাত্রার অবস্থার অবনতি ঘটায়। এই ধরনের "অনুকরণের" বিশেষ বিপদ এই যে সমাজ দীর্ঘ সময় পর্যন্ত এর অশুভ প্রতিক্রিয়া এবং সমাজ-বিরোধী ফলাফল অনুধাবন করতে পারে না, কারণ সমাজতন্ত্রের আমলে শ্রেণীগুলি, সামাজিক স্তর এবং গোষ্ঠীর জীবনযাত্রার মানে অথবা উৎপাদন এবং ভোগের পর্যায়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণে সামাজিক অবিচারের ক্ষেত্রে চাঞ্চল্যকর পার্থক্য সৃষ্টি করে না।

এই পথ সমাজতান্ত্রিক সমাজের ক্ষেত্রে আদৌ গ্রহণযোগ্য নয়। শোষণের অবসানই যথেষ্ট নয়, উৎপাদনে নৈরাজ্যের অবসান, পরিকল্পনার প্রবর্তন এবং পুঁজিতান্ত্রিক ব্যবস্থার তুলনায় দ্রুত এবং স্থায়ী অর্থনৈতিক বিকাশ নিশ্চিত করা প্রয়োজন। পুঁজিতান্ত্রিক জীবনযাত্রার তুলনায় গুণগত পার্থক্য এখনও সম্পূর্ণ আত্মপ্রকাশ করে নি। এখনও এর অনুসন্ধান চলছে। পরীক্ষা হচ্ছে। তবে আমরা ইতোমধ্যে এর প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি জেনেছি।

সমাজতান্ত্রিক জীবনযাত্রার কেন্দ্রবিন্দুই হল সমাজের কল্যাণের জন্য এমন পদ্ধতিতে উপযোগী কাজকর্ম করা যাতে ঐ উপকারিতা ব্যক্তি এবং গোষ্ঠী উভয়েই সমভাবে উপলব্ধি করে। এটা উৎপাদনের ক্ষেত্রে যেমন, তেমনি সমভাবে ভোগের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। ব্যক্তি এবং গোষ্ঠীর

কল্যাণ সমগ্র সমাজের কল্যাণেরই অঙ্গ। ফলে ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে প্রকৃত আয়ের মধ্যের বৈষম্য হল পৃথক ধরনের এবং পূর্বতন শ্রেণী সমাজগুলির তুলনায় অনেক কম প্রকট, যদিও ব্যয়িত শ্রমের বৈসাদৃশ্য পরিমাণ এবং গুণের জন্য ঐ পার্থক্য বেশ উল্লেখযোগ্য। এটা বোধগম্য কারণ, গোষ্ঠী অথবা ব্যক্তির ক্ষমতা এবং কাজের পরিমাণের মধ্যের পার্থক্য কখনই শোষণের মাধ্যমে অর্জিত ব্যক্তিগত সম্পদের ন্যায় বিপুল হতে পারে না।

সমাজতান্ত্রিক সমাজের একজন শ্রমিক তার আয় পছন্দমত খরচ করতে পারে, যদিও সমাজ কোনোও ভোক্তাকেই তার অভ্যাসের দ্বারা অন্যান্য ব্যক্তির স্বাস্থ্যের, স্বাচ্ছন্দ্যের, অবসরের এবং সাংস্কৃতিক চর্চার ক্ষতি করতে, পরিমণ্ডল প্রভৃতিকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে দেয় না। সমাজতান্ত্রিক সমাজে ব্যক্তির ভালো-মন্দ পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতির যুক্তিসঙ্গত স্বীকৃতিকেও বোঝায়। এবং একথা বলার প্রয়োজন নেই যে জনগণের এবং ব্যক্তির সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, সংস্কৃতি, সুবিধা, স্বাস্থ্য প্রভৃতি এই বিবেচনা থেকেই হয় যে অন্যের ক্ষতি করে এমন দ্রব্যের ব্যবহার নিষিদ্ধ।

এর অর্থ এই যে ভোগের কাঠামো এবং বাজারজাত পণ্যের ধরন সমগ্র সমাজের সঙ্গেই সঙ্গতিপূর্ণ হবে এবং ভোক্তাকে তদনুযায়ী শিক্ষিত করতে হবে। জনগণের প্রয়োজন মেটানোর জন্য, ব্যক্তির কাজ, বাসস্থান অথবা বয়স নির্বিশেষে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের সাধারণ উন্নতিকেই আকর্ষণীয় এবং দক্ষ শ্রম, গৃহব্যবস্থা, খাদ্য, কাপড়চোপড় এবং অনুরূপ জিনিসপত্রের অগ্রাধিকার দিতে হয়। জনশিক্ষা এবং গণসচেতনতা এবং তৎসহ স্বাস্থ্যের প্রতি যত্নও সর্বোচ্চ অগ্রাধিকারভুক্ত। ক্রমপুঞ্জিতভাবে এটা ব্যক্তির মধ্যে সম্পর্কের ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ প্রভাব বিস্তার করে অতি আকর্ষণীয় সমাজতান্ত্রিক জীবনধারা এবং চূড়ান্ত পর্যায়ে উৎপাদিকা শক্তিগুলির বিকাশ হারকে নিশ্চিত করতে পারে।

সমাজতান্ত্রিক জীবনধারা জনগণের তহবিল থেকেই অনেক উচ্চতর পর্যায়ে সমষ্টিগত কায়দায় জনগণের অনেক প্রয়োজন মেটাতে পারে এবং জনগণের এবং ব্যক্তিগত বরাদ্দের উভয় ক্ষেত্রেই—ক্ষুদ্র সংখ্যালঘু অংশের জন্য ব্যক্তিগত পদ্ধতির তুলনায় উল্লেখযোগ্যভাবে কম খরচে।

এজন্য একটি জাতীয় অর্থনৈতিক কাঠামোর প্রয়োজন যা শিল্পে এবং কৃষিতে বাজারযোগ্য উৎপাদন এবং সার্ভিস শিল্পগুলির ধরন এবং আয়তনের ক্ষেত্রে যা পুঁজিতান্ত্রিক ব্যবস্থার তুলনায় উল্লেখযোগ্যভাবে পৃথক।

সমাজতান্ত্রিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের বিকাশ, অর্থাৎ যে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য যা প্রদেয় শ্রমের পরিমাণ এবং গুণের জন্য বিশিষ্ট তা নতুন এবং ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটানোর জন্য ব্যাপক উৎপাদন এবং দ্রুত বণ্টনের উপযোগী শিল্পের দ্বারা নিশ্চিত করা হয়। উৎপাদনের মৌলিক উপাদানগুলি এবং সমাজতান্ত্রিক জীবনধারার ছাঁচে ঢালাইয়ের জন্য অত্যাবশ্যকীয় সার্ভিস ক্ষেত্র ইতোমধ্যেই কাজ করছে। এখন বিষয় হল সম্পূর্ণ কারিগরি অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্যবিধান করে, তার দীর্ঘমেয়াদী বিকাশের ভিত্তিতে অভ্যুদিত সমাজতান্ত্রিক জীবনধারার জন্য একে একটা সর্বাত্মক এবং যুক্তিগ্রাহ্য ব্যবস্থারূপে ব্যবহার করা।

সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে সমাজতন্ত্রীকরণ উৎপাদনে নৈরাজ্য সৃষ্টিতে বাধা দেয়। তবুও কখনও কখনও ব্যবস্থাপনা কাজ করে যাতে শ্রম ক্ষমতার প্রতিষ্ঠান এবং শিল্পের স্তরে লগ্নি এবং প্রাকৃতিক সম্পদের ফলপ্রসূ ব্যবহারকে কমিয়ে দেওয়ার প্রবণতা দেখা দেয়। এখানে প্রসঙ্গটা হল শিল্প প্রতিষ্ঠানের মধ্যে মাঝে মাঝে শ্রম-উদ্বৃত্তের ঘটনা, কিংবা সব সময়ে দক্ষ শ্রমিকের সঠিক কর্ম-নিয়োগের, নতুন শিল্প প্রকল্পের অতিরিক্ত ব্যয় এবং শ্লথ-গতিতে তার কাজ শুরু করা এবং কখনও কখনও কাঁচা এবং অন্যান্য মাল অথবা জ্বালানি শক্তির জন্য অত্যধিক ব্যয়ের ঘটনা। এর ফল দাঁড়ায় গতির ক্ষিপ্রতা হ্রাস অথবা আরও নগ্নভাবে বলতে হলে এটা হল সুস্পষ্ট অপচয়, যার কারণ অবশ্য মূলগতভাবেই পুঁজিতান্ত্রিক ব্যবস্থার তুলনায় পৃথক।

এই বিপুল অপচয়ের পরিমাণ যে কত তা অঙ্কে প্রকাশ করা কষ্টসাধ্য। অবশ্য এ কথা স্মরণ করা গুরুত্বপূর্ণ যে এ ধরনের ব্যবস্থাপনা সমাজতান্ত্রিক উৎপাদন সম্পর্কের সহজাত নয়। কোনো কোনো সমাজতান্ত্রিক দেশের অর্থনৈতিক কাঠামো এখনও সম্পূর্ণতার থেকে অনেক দূরে। সেখানে অনেক বেশি বাইরের রাজনৈতিক, এমন কি সামরিক চাপ এবং অতি মাত্রায় জটিল এবং তরল অভ্যন্তরীণ এবং আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি বিদ্যমান। এর ফলে ঐসব জায়গায় প্রায়ই "জরুরী" অর্থাৎ দ্রুত এবং সাময়িক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয় যার মারফতে অর্থনৈতিক বিকাশের গতি দ্রুত হয়, চক্রাবর্তন মুক্ত হয় এবং উৎপাদিকা শক্তিগুলির পূর্বতন পশ্চাৎপদতার বিলুপ্তি ঘটে। তবুও উৎপাদিকা শক্তিগুলির দ্রুত আধুনিকীকরণের পরিবেশে উৎপাদন ইউনিটের উপাদানগুলির জন্য আপেক্ষিকভাবে উদ্বেগের প্রকাশ কম হবে।

এ সবই এই অনুভূতি সৃষ্টি করে যে জাতীয় অর্থনৈতিক স্তরে পুঁজিতান্ত্রিক মুনাফা অর্জনের সিদ্ধান্তের বিলোপসাধন প্রতিষ্ঠান পর্যায়ে কিছু পরিমাণে অযৌক্তিকতার জন্ম দেয়। যাই হোক, হাঙ্গেরি সমেত দেশগুলির লব্ধ অভিজ্ঞতা, প্রমাণ করে যে প্রতিষ্ঠান পর্যায়ে অর্থনৈতিক এবং নমনীয় ব্যবস্থাপনা একটি পরিকল্পিত সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিতে সম্পূর্ণ সম্ভব।

আরও একটি বিষয় হল দুই সামাজিক ব্যবস্থার প্রতিযোগিতা এবং সহাবস্থান। বিশ্ব অর্থনীতির সমাজতান্ত্রিক অংশকে আরও বেশ কিছু সময়ের জন্য দেশরক্ষার উদ্দেশ্যের জন্য অংশত উৎপাদনের উপকরণের জন্য পরিকল্পিতভাবে এবং বাধ্য হয়েই করতে হবে। অবশ্য, এর নিজের কারিগরি বিকাশ ঘটিয়ে পুঁজিতান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থার কাছে এর প্রাকৃতিক সম্পদের একটা অংশ ক্ষতিপূরণরূপে ছাড়তে হয়। আরও এই যে একে পুঁজিতান্ত্রিক দুনিয়ার দূষিত পরিমণ্ডলকে অবশ্যই সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির অর্থনীতি এবং জনসংখ্যাকে ক্ষতিগ্রস্ত করার হাত থেকে নিবৃত্ত করতে হবে। এটা সমাজতান্ত্রিক সমাজের উৎপাদিকা শক্তিগুলির একাংশকে অর্থনীতি সম্প্রসারণের এবং জনগণের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য—"আনুষঙ্গিক ব্যয়" এর থেকে সরিয়ে রাখতে হবে এবং যে পরিমাণে একটা রাজনৈতিক সামরিক সংঘর্ষ থেকে অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতা এবং সহযোগিতায় সহাবস্থানের পরিবর্তন ঘটবে, এবং যেমন সমাজতান্ত্রিক সমাজ শক্তিশালী হবে এবং নতুন বিজয় অর্জন করবে ততই এটা কমতে থাকবে।

এর থেকে বলা যায় যে বাস্তবে সমস্ত সমাজের এবং তার সমস্ত অংশের স্তরে অপচয়ের সমাজ থেকে যুক্তিগ্রাহ্য বণ্টনে পরিবর্তিত করা যায় এবং এইভাবে মানব সভ্যতাকে বিপন্ন করছে যে দুর্বিপাক তাকে এড়িয়ে যাওয়া যায়।

ঠিকই যে কিছুদূর পর্যন্ত বিকাশের হারের ওপর অভ্যন্তরীণ এবং বাহ্যিক প্রতি-প্রবণতাগুলি বাধাদানের চেষ্টা করবে এবং সেজন্য অসুবিধাও দেখা দেবে।

মার্কসবাদ-লেনিনবাদ সব সময়ে সামাজিক অগ্রগতি আপনা থেকে ঘটবে একথা অস্বীকার করে এসেছে। যদি সামাজিক অবস্থাগুলির পরিবর্তন না হয়, সমাজ তাহলে, পুঁজিতান্ত্রিক পদ্ধতির অর্থনৈতিক অপচয়ের ঢেউয়ের দোলায় দুলতে দুলতে গুরুতর বিপর্যয়ের দিকে এগিয়ে যাবে।

অবশ্য, মানব সভ্যতা ইতিহাস যে সুযোগ হাজির করেছে তার ব্যবহার করতে ও বৃদ্ধি ঘটাতে পারে। সমাজতন্ত্রবাদ প্রাকৃতিক সম্পদ, মানবিক জ্ঞান এবং শ্রমক্ষমতার অপচয়ের রণনীতির বিলোপসাধনকে বেছে নিয়েছে। এইটা, "ক্লাব অফ রোমের" প্রস্তাব নয়, এটা হল সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি। সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে যে শক্তিগুলি ভবিষ্যতের স্বার্থে মানব সভ্যতার বিজয় আনবে সে সব শক্তি বিকাশলাভ করছে।

সংসদে এবং সংসদের বাইরে

সংসদে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির ৩৬টি আসন আছে। রাজ্য বিধানমণ্ডলীগুলিতেও রয়েছে না হোক ১৬২টি আসন।

দিল্লীতে অনুষ্ঠিত একটি গোলটেবিল আলোচনা চক্রের বিষয়বস্তু ছিল কীভাবে কমিউনিস্টরা সংসদীয় এবং সংসদ-বহির্ভূত কর্মকাণ্ডের সমন্বয় ঘটায়। আলোচনা চক্রে যোগ দিয়েছিলেন ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহক কমিটির সদস্য এবং বিহার রাজ্য পরিষদ সম্পাদক জগন্নাথ সরকার ; কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহক কমিটির সদস্য এবং পাঞ্জাব রাজ্য পরিষদ সম্পাদক অবতার সিং মালহোত্রা ; জাতীয় পরিষদ সদস্য এবং অন্ধ্র প্রদেশ রাজ্য পরিষদ সম্পাদক সত্যনারায়ণ তাম্মা রেড্ডি। তিনটি বিষয়কে কেন্দ্র করে এই আলোচনা চক্র অনুষ্ঠিত হয়।

ভারতে বর্তমান পরিস্থিতিতে কমিউনিস্টদের সংসদীয় কর্মকাণ্ডের অর্থ ও তাৎপর্য কী? তার নীতি, রীতি এবং পদ্ধতিগুলি কি? বুর্জোয়া সংসদগুলিতে সংখ্যাগরিষ্ঠতা না থাকা সত্ত্বেও কি কমিউনিস্ট পার্টি শ্রমজীবী জনগণের স্বার্থে আইন প্রণয়নে প্রভাব বিস্তার করতে পারে?

সরকার। জাতীয় মঞ্চ থেকে বক্তব্য রাখা, রাজ্য আইন সভাগুলিতে রাজনৈতিক সংগ্রাম, শাসকশ্রেণীগুলির মুখপাত্রদের সঙ্গে বিতর্ক প্রভৃতি সংসদীয় কার্যকলাপ কমিউনিস্টদের ক্ষেত্রে জনগণকে সংগঠিত এবং শ্রেণী-সচেতন করে তোলার একটি হাতিয়ার। আমরা নিরাসক্তভাবে কেতাবী বিতর্কে যোগ দিতে সংসদে যাই না। আমাদের পার্টির দাবি এবং প্রস্তাবসমূহ ঘোষণা, পার্টির রাজনৈতিক অবস্থানের সপক্ষে যুক্তি পেশ, শত্রুপক্ষের চরিত্র উদ্ঘাটন, জনগণের স্বার্থানুগ ক্রিয়াকলাপের প্রস্তাব উত্থাপন এবং কমিউনিস্টদের লক্ষ্য ও কর্মসূচী ব্যাখ্যা করতেই আমরা সেখানে যাই।

বর্তমান সামাজিক পরিবেশে আমাদের প্রচারমাধ্যমসমূহ কেবল জনসাধারণের অত্যন্ত ক্ষুদ্র অংশের নিকট পৌঁছায়। অপরপক্ষে বুর্জোয়া সংবাদপত্র, রেডিও এবং টেলিভিশনের পরিধি অনেক বেশি বিস্তৃত। সুতরাং আইনসভার কমিউনিস্ট সদস্যদের বক্তব্য এবং ক্রিয়াকলাপ বিশেষভাবে অর্থবহ। এই অর্থে সংসদে আমাদের আসন সংখ্যা কত সেটাই বড় কথা নয়, বড় কথা হল সংসদের মঞ্চ থেকে আমাদের বক্তব্য রাখার সুযোগ পাওয়া। কিন্তু একজন আইনসভা সদস্যের কার্যকলাপ জনগণের সুনির্দিষ্ট দাবিগুলির বাস্তবায়নের সহায়ক হতে পারে যদি কিনা আমরা তাকে সুস্পষ্টভাবে এবং জোরের সঙ্গে উত্থাপন এবং তার যৌক্তিকতা প্রমাণ করতে পারি। এবং এই দ্বিতীয় অর্থে আসন সংখ্যার বিষয়টি অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ।

বিহার আইন সভায় আমরা অনবরত শাসক জাতীয় কংগ্রেস দলকে তার নির্বাচনী প্রতিশ্রুতিগুলির কথা স্মরণ করিয়ে দিই এবং ঐগুলির বাস্তবায়ন দাবি করি। এই কাজের মধ্য দিয়ে কর্মসূচী কার্যকর না করার সপক্ষে সরকারী অজুহাত আমরা খণ্ডন করার চেষ্টা করি। এতে জনমানসে সরকারের স্বরূপ প্রকাশ পায়। আমাদের রাজ্য বিধানমণ্ডলীতে প্রতিশ্রুতি কমিটি নামে একটি কমিটি আছে। সংসদ কক্ষে মন্ত্রিবর্গ প্রায়শই বিবিধ আশ্বাস দিয়ে থাকেন। এই কমিটির কাজ হল এই আশ্বাসগুলি কতটা কার্যকরী করা হল তা দেখা। এই কমিটির চেয়ারম্যান হলেন একজন কমিউনিস্ট, আর এর যথাযথ কার্যকলাপ বিধানমণ্ডলীতে আমাদের প্রভাব নিশ্চিত বৃদ্ধি করেছে।

আমাদের সংসদীয় কর্মকাণ্ডের কয়েকটি উদাহরণ দিচ্ছি। শাসক দল একটি ভূমি সংস্কার কর্মসূচী রূপায়ণে প্রতিশ্রুত। এই কর্মসূচী অনুযায়ী একটি পরিবার কেবলমাত্র একটি নির্দিষ্ট সীমার জোতের অধিকারী হতে পারে। আমাদের রাজ্যে জমির উর্ধ্বসীমা যথেষ্ট পরিমাণে বেশি। তৎসত্ত্বেও সরকার বহু ছাড় দেওয়ার ব্যবস্থা করে যার ফলে ভূস্বামীরা নির্দিষ্ট সীমার অতিরিক্ত জমি রাখতে সক্ষম হয়। জনতার চাপে রাজ্য আইন সভার মধ্যে এই বিষয়কে কেন্দ্র করে এক সংঘর্ষ ঘটল। যদিও আমাদের রাজ্যে শাসকদলের মধ্যে একটি শক্তিশালী জমিদার গোষ্ঠী রয়েছে, তারা জনসমক্ষে এবং আইন সভায় তাদের স্বার্থরক্ষায় সচেষ্ট হতে সাহস করল না। সুতরাং আমরা ভূমি আইনের দোষত্রুটিগুলি সংশোধনের উদ্দেশ্যে সংশোধনী উত্থাপন করি এবং সেগুলি গৃহীত হয় শাসক দলের সমর্থন নিয়েই।

জনগণের অর্থনৈতিক স্বার্থরক্ষার জন্য সংগ্রাম করার মধ্য দিয়ে কমিউনিস্ট পার্টি শাসক শ্রেণীসমূহের চরিত্র উদ্ঘাটনেও সংসদীয় মঞ্চকে ব্যবহার করার চেষ্টা করে। দুর্নীতি এবং অরাজকতার স্বরূপ উদ্ঘাটন করে আমরা জনতাকে মৌলিক সামাজিক পরিবর্তনের রাজনৈতিক তাৎপর্য এবং প্রয়োজনীয়তা হৃদয়ঙ্গম করাই। নিয়ম অনুসারেই, সাফল্য নির্ভর করে আমরা কতটা পরিমাণে আমাদের সংসদীয় সংগ্রামের পিছনে জনসমর্থন অর্জনে সফল হই তার উপরে।

প্রশ্ন ঃ আপনারা কি কখনও শ্রমিক পরিচালন কর্তৃপক্ষের বিরোধে আইনসভাকে শ্রমিকপক্ষের সমর্থনে ব্যবহার করতে সমর্থ হয়েছেন?

উত্তর ঃ কয়েকমাস পূর্বে ডালমিয়ানগর নামে একটি জায়গায় একটা বড় শ্রমিক ধর্মঘট হয়। এটি একটি সিমেন্ট, কাগজ, চিনি এবং রাসায়নিক দ্রব্যাদি উৎপাদনের বৃহৎ শিল্পকেন্দ্র। সরকার স্বীকার করে শ্রমিকদের বেতন বৃদ্ধির দাবি ন্যায়সংগত। কিন্তু ভারতীয় সংবিধান অনুসারে সরকার ব্যক্তিগত পুঁজির মালিককে বেতন বৃদ্ধির নির্দেশ দিয়ে আদেশ জারি করতে পারে না। সরকার বড় জোর বিষয়টি একটি শ্রম আদালতে মীমাংসার জন্য পাঠাতে পারে। কিন্তু এই পদ্ধতিতে কখনও কখনও বছরের পর বছর কেটে যায়। সুতরাং সরকার কিছু করতে অক্ষমতা প্রকাশ করে, যদিও সরকারের সমর্থন শ্রমিকদের দিকেই ছিল বলে জানা যায়। আমাদের যুক্তি ছিল যদি সাধারণ আইনগুলি সরকারকে ব্যবস্থা গ্রহণের অধিকার না দিয়ে থাকে, সে ক্ষেত্রে এই বিশেষ পরিস্থিতিতে সরকারের উচিত হবে ভারত রক্ষা আইন প্রয়োগ করা। অভিনন্দনযোগ্য এই শ্রমিক সংগ্রাম বিধানমণ্ডলীর উপর প্রচণ্ড প্রভাব ফেলে, যার ফলে আমরা, সম্ভবত এই প্রথম, ব্যক্তি মালিকানার একচেটিয়া পুঁজির বিরুদ্ধে শ্রমিকশ্রেণীর সপক্ষে ভারত রক্ষা বিধি প্রয়োগে সফল হয়েছিলাম।

আমাদের অভিজ্ঞতায় দেখতে পাচ্ছি, এমন কি বর্তমান অবস্থাতেও, অর্থাৎ আমাদের সংসদে শ্রমিকশ্রেণীর সংখ্যাগরিষ্ঠতা না থাকা সত্ত্বেও প্রশাসনিক ক্ষমতার অপব্যবহার বন্ধ করতে জমিদার এবং পুঁজিপতিদের সংযত করতে এবং আমাদের জনতার কতগুলি দাবি আদায় করতে আইন সভার সিদ্ধান্তসমূহকে শ্রমজীবী জনগণের সপক্ষে কিয়ৎপরিমাণে হলেও প্রভাবিত করা সম্ভব। অতীতের তুলনায় এ বিষয়ে বর্তমান বিধানমণ্ডলীগুলিতে অধিকতর সুযোগসুবিধা রয়েছে। আমাদের পার্টির নীতিগুলির জন্য সংগ্রাম চালিয়ে, সমালোচনা করে, কমিউনিস্ট জনপ্রতিনিধিরা এমন যুক্তি পেশ করেন যা জনতার ব্যাপক অংশের মনে বিশ্বাস সৃষ্টি করতে পারে। কেবলমাত্র সাধারণ বিবৃতির পুনরুক্তি না হয়ে প্রস্তাবসমূহ অবশ্যই নির্দিষ্ট এবং রূপায়ণযোগ্য হওয়া প্রয়োজন। সরকারের বিরুদ্ধে প্রস্তুতিবিহীন এবং তথ্যনির্ভর নয় এমন ভাসা ভাসা সমালোচনা সময় বিশেষে আমাদের নিজেদের বিরুদ্ধেই বুমেরাং হতে পারে।

তাম্মারেড্ডি ঃ আমাদের অভিজ্ঞতাতে বুঝেছি কমিউনিস্ট জনপ্রতিনিধিদের অবশ্যই বর্তমান প্রচলিত আইনকানুন এবং ঐগুলির ত্রুটি-বিচ্যুতিকে বিরোধীরা কাজে লাগায়, সে সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবহিত হতে হবে। এছাড়াও আমাদের উচিত শাসক দলের কর্মসূচী এবং তার সমস্ত নির্বাচনী প্রতিশ্রুতিগুলি সযত্নে পরীক্ষা করে দেখা, বিশেষত কংগ্রেস দল যখন কতকগুলি গণতান্ত্রিক সংস্কার প্রবর্তনের অংগীকার করেছে।

আমরা বিতর্ক খসড়া আইনের প্রস্তাব করা, প্রশ্ন উত্থাপন প্রভৃতি সংসদীয় রীতির সমস্ত সুযোগ-সুবিধার ব্যবহার করার চেষ্টা করছি। এতে আমরা সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করে জনগণের স্বার্থ রক্ষা এবং তাদের দাবিদাওয়াগুলি তুলে ধরার জন্য আইনসভাকে ব্যবহার করতে সক্ষম হই। এটা জনসাধারণের রাজনৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধি এবং তাদের সংগ্রামে শামিল করানোর পক্ষে সহায়ক হয়।

আমাদের অন্ধ্রপ্রদেশ রাজ্যে কমিউনিস্ট পার্টি আইনসভায় দ্বিতীয় বৃহত্তম দল। বিধান সভায় উগ্র-বামপন্থী এবং দক্ষিণপন্থী দলসমূহের প্রতিনিধি সংখ্যা সামান্য। 'পাবলিক অ্যাকাউন্টস্' কমিটির চেয়ারম্যান হলেন একজন কমিউনিস্ট। এই কমিটি যথেষ্ট ক্ষমতাসম্পন্ন। এই কমিটির মধ্যে দিয়ে আমরা কোনো সরকারি দপ্তর জনসাধারণের অর্থের অপচয় কিংবা আত্মসাৎ করেছে কিনা তা খুঁজে বের করতে পারি এবং প্রশাসনের স্বরূপ প্রকাশ করি। সংসদীয় তদন্তের মাধ্যমে একই উদ্দেশ্য সাধিত হয়। বেআইনী কার্যকলাপ এবং দুর্নীতি ফাঁস করে দিলে জনমত সচেতন হয় এবং জনসাধারণকে বুর্জোয়া জীবন-প্রণালী সম্পর্কে সমালোচনাত্মক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণে অনুপ্রাণিত করে।

বৃহৎ মালিক গোষ্ঠীর স্বার্থ সংকুচিত করে এমন আইন প্রণয়ন করলেই আইনের বাস্তবায়ন নিশ্চিত হয় না। কারণ কায়েমী স্বার্থ আমলাতন্ত্রের সাহায্যে ঐগুলির প্রতিবন্ধকতা করতে পারে। আমার রাজ্য থেকে আমি একটা উদাহরণ দেব। জমির ঊর্ধ্বসীমা নির্দিষ্ট করে এবং ঊর্ধ্বসীমা বহির্ভূত বিপুল পরিমাণ উদ্বৃত্ত জমি কৃষকদের মধ্যে বিতরণের জন্য বিধান সভা একটি আইন প্রণয়ন করেছিল। বৃহৎ ভূস্বামীগণ বিশেষ করে শাসক দলের একাংশ সহ অন্যান্য প্রতিক্রিয়াশীলদের সংগে আঁতাত করে এই আইনের বিরুদ্ধতা করার উদ্দেশ্যে বিধানসভা বাতিল এবং অন্ধ্র রাজ্য বিভাজনের জন্য এক হিংসাশ্রয়ী আন্দোলন শুরু করে। দক্ষিণপন্থী দলগুলি অনুসৃত হিংসাত্মক কার্যকলাপের ফলে দীর্ঘ এগার মাসের জন্য প্রশাসন এবং আইনসভা অচল হয়ে পড়ে। কার্যত শেষ পর্যন্ত এই সংঘর্ষের ফলাফল নির্ধারিত হয় রাস্তায়। পার্টি দপ্তর, পার্টি সংবাদপত্র, আমাদের মিছিল-সমাবেশ এবং সভা-সমিতিগুলিকে প্রতিক্রিয়াশীলদের সশস্ত্র আক্রমণের হাত থেকে রক্ষা করবার জন্য আমাদের একটি স্বেচ্ছাসেবকবাহিনী গঠন করতে হয়। এমন কি কংগ্রেস দলের সদস্যরাও যখন দেখলেন তাঁদের গৃহে অগ্নিসংযোগ করা হচ্ছে, তাঁদের পরিজনদের হত্যা করা হচ্ছে এবং তাঁদের বিষয়সম্পদ লুণ্ঠিত হচ্ছে তখন তাঁরা আমাদের অবলম্বিত ব্যবস্থার যৌক্তিকতা অনুধাবন করলেন। প্রতিক্রিয়াশীলদের প্রত্যাঘাতের জন্যে আমাদের অনুসৃত পদ্ধতিকে তাঁরা সমর্থন করলেন। আক্রমণ পরাস্ত করে আমরা রাজ্য আইনসভার কাজকর্ম পুনরায় আরম্ভ করতে সমর্থ হলাম। আইনসভা আবার বসলে ভূমি আইনটি পুনরায় উত্থাপিত হল এবং এবারে বাগিচা জমির ঊর্ধ্বসীমা সংকুচিত করে নতুন গুরুত্বপূর্ণ সংশোধনী অন্তর্ভুক্ত করা হল।

সরকার ঃ হিংসাত্মক পন্থা অবলম্বনে প্রতিক্রিয়াশীলদের যথার্থই কোনো সংকোচ থাকে না। গত দুই বছরে সক্রিয় কমিউনিস্ট কর্মীসহ কয়েক ডজন ব্যক্তি ভাড়াটে খুনেদের

হাতে প্রাণ হারিয়েছে। সংসদ বহির্ভূত গণসংগ্রামের দ্বারা আমরা আমাদের শত্রুদের এই আক্রমণের মোকাবিলা করি।

কমিউনিস্ট পার্টি এবং কংগ্রেসের মধ্যে সংসদীয় সম্পর্ক নির্ধারণের নীতিগুলি কী? জনপ্রিয় দাবিগুলির জন্য সংগ্রামে কমিউনিস্টরা কি কংগ্রেসীদের উপর নির্ভর করে? আইনসভায় শাসক দলের নিরংকুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকা সত্ত্বেও কোনোও কোনোও রাজ্যে সরকারের স্থায়িত্ব অনিশ্চিত হয় কেন?

মালহোত্রা ঃ আমাদের প্রচেষ্টা অধিকতর ফলপ্রসূ হয়, যখন আমরা শাসক দলের প্রগতিশীল অংশের সমর্থন পাই। পাঞ্জাবে বহু ক্ষেত্রে এইভাবে জনগণের দাবি আদায় হয়েছে।

আমি একটি উদাহরণ দেব। (সমাজের সর্বাধিক নির্যাতিত সম্প্রদায়) হরিজনদের মধ্যে হাজার হাজার একর জমি বিতরণের এক সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিল। কিন্তু সরকার ঐসব জমির নিলাম করতে থাকল। যেহেতু এই পদ্ধতিতে ভূমিহীন কৃষকের পরিবর্তে ঐ জমিগুলি প্রকৃতপক্ষে অর্থবানদের হস্তগত হতে লাগল, আমরা এর সক্রিয় বিরোধিতা করলাম। কমিউনিস্ট পার্টি, ক্ষেতমজুর ও কৃষক সংগঠনগুলি ব্যাপক জনমত গঠন করে সরকারি ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ আন্দোলন গড়ে তুলল। আইনসভায় আমাদের প্রতিনিধিগোষ্ঠীও এর প্রতিবাদ জানাল। শাসক দলের ভিতরের কয়েকটি গোষ্ঠীও আমাদের আন্দোলনের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিল। এর ফলে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী নিলাম বন্ধ করে ঐ জমি বিতরণের নীতি নির্ধারণের জন্যে আমাদের সঙ্গে আলোচনা করতে বাধ্য হন।

আইনসভায় কংগ্রেস দলের কিছু সংখ্যক সদস্য কেন আমাদের সঙ্গে সমমনোভাবাপন্ন দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেছিলেন? কারণ কংগ্রেস সমস্বার্থবিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের একটি সুশৃঙ্খল দল নয়। এর মধ্যে রয়েছে পরস্পর-বিরোধী স্বার্থযুক্ত বিবদমান ভিন্ন ভিন্ন গোষ্ঠী। স্বভাবতই এই বিষয়টি আমরা গ্রাহ্যে রাখি।

সহজ সরল কথায় আমাদের সম্পর্ক ব্যাখ্যা করা কঠিন হবে। নির্বাচনের সময় বহু রাজ্যেই আমরা কমিউনিস্টরা কংগ্রেস দলের সঙ্গে মিত্রতা করি। কিন্তু ঐ দলের প্রগতিশীল ব্যবস্থাগুলির সমর্থন করতে গিয়ে আমরা কখনই নিজেদেরকে দায়াবদ্ধ রাখি না। প্রয়োজন দেখা দিলেই আমরা কংগ্রেস দলের তীব্র সমালোচনা করি। এই দলকে বামমুখী করবার জন্য সচেষ্ট থাকি এবং দলকে গণতান্ত্রিক অবস্থান গ্রহণে সাহায্য করি।

তাম্মা রেড্ডি ঃ বিগত দিনে আমাদের রাজ্য বিধানসভায় শাসক দলে ছিল জমিদারশ্রেণীর প্রাধান্য। কিন্তু ১৯৬৯-এর পর দলের নীতির সুস্পষ্ট পরিবর্তন হয়। রাজ্যের কংগ্রেস সদস্যরা জাতীয় কেন্দ্র প্রস্তাবিত গণতান্ত্রিক সংস্কার কর্মসূচী অনুসরণ করে। সুতরাং আমাদের সংসদীয় সংগ্রামের খানিকটা নির্ভর করে শাসক দলের পরিবর্তনের উপর। কংগ্রেসের ভিতরের সংস্কার কর্মসূচী বাস্তবায়নে আগ্রহী অংশ জনপ্রিয় দাবি আদায়ের লড়াইয়ে আমাদের সাহায্য দিয়ে থাকে।

সরকার ঃ কিছু কংগ্রেস সদস্য প্রকৃতই সংস্কারে আগ্রহী, আবার অন্যান্যরা প্রবলভাবে এর বিরুদ্ধতা করে। প্রথমোক্ত অংশ তীব্রভাবে সরকারের ব্যর্থতার সমলোচনা করে। স্বভাবতই এদের সঙ্গে আমরা ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ স্থাপনের চেষ্টা করি এবং এরা যখন জনপ্রিয় দাবি উত্থাপন করে তখন আমরা সমর্থন জানাই। সময় বিশেষে আইনসভায় কোনোও একটি বিষয় এদের দ্বারা উত্থাপিত হলে অনেক বেশি কার্যকর হয়।

এটা বিশেষ উল্লেখযোগ্য যে জনতার স্বার্থরক্ষায় আমাদের ক্রিয়াকলাপের ফলাফল নির্ভর করে সংসদে এবং রাজ্য বিধানসভাগুলিতে সংগ্রামের উপর এবং তাছাড়াও, ক্ষমতাসীন সরকারের চরিত্রের উপর, কেননা সরকারই হল চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের অধিকারী। স্বভাবতই, জনগণকে সুযোগসুবিধা দিতে অধিকতর আগ্রহী এমন স্থায়ী সরকারই আমাদের স্বার্থের অনুকূল।

মালহোত্রা ঃ বিধানসভায় বর্তমান পাঞ্জাব সরকারের সুদৃঢ় সংখ্যাগরিষ্ঠতা রয়েছে। তা সত্ত্বেও এর স্থায়িত্ব এখন অনেকাংশে কম যেহেতু এই সরকার তার নির্বাচনী প্রতিশ্রুতির অনেকগুলিই কার্যকর করে নি। এই সরকার জনগণের সমস্যাগুলির সমাধানে ব্যর্থ হয়েছে, তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিভূ হতে পারে নি এবং এর অগণতান্ত্রিক নীতিগুলির জন্য জনসমর্থন হ্রাস পেয়েছে। ক্রমবর্ধমান অসন্তোষ বিধানসভার অভ্যন্তরে গোষ্ঠী দ্বন্দ্বকে তীব্রতর করেছে।

এর বিপরীত দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে কেরালার কমিউনিস্ট পরিচালিত সরকার, যার স্থায়িত্ব প্রমাণিত হয়েছে এবং যে দীর্ঘ অস্তিত্বের রেকর্ড সৃষ্টি করেছে। রাজ্যের রাজনৈতিক ইতিহাসে এ এক নজিরবিহীন ঘটনা। রাজ্যের আইনসভায় কোনো একক দলের সংখ্যাগরিষ্ঠতা নেই এবং শাসক 'কোয়ালিশনের' অনুকূল দিক হল এর সঠিক নীতি, জনগণের দ্বারা পৃষ্ঠপোষিত সাধারণ কর্মসূচীর প্রতি বিশ্বস্ততা এবং সরকারি দলগুলির মধ্যে সমানাধিকার ভিত্তিক সহযোগিতা। কেরালা সরকার একটি ভূমি সংস্কার কর্মসূচী কার্যকর করেছে, আয় বৃদ্ধি ঘটিয়েছে, ক্ষেতমজুরদের জন্য একটি সর্বনিম্ন মজুরি নির্ধারণ করেছে এবং গ্রামাঞ্চলের শত সহস্র গৃহহীনের জন্য গৃহ নির্মাণ করেছে। আমি কেবলমাত্র এই সরকারের গুরুত্বপূর্ণ সাফল্যগুলিই উল্লেখ করলাম।

আমরা কমিউনিস্টরা সরকারগুলির অনিশ্চিত অস্তিত্বের পরিবর্তে অনিশ্চয়তার কারণসমূহ সম্পর্কেই আগ্রহী, কেননা এটা শুধুমাত্র সরকারি নীতি সম্পর্কে গণ-অসন্তোষের ফলশ্রুতি নয়। রাজনৈতিক দৃশ্যপটে উদ্ভূত এক নতুন পরিস্থিতি গণতন্ত্রের স্তম্ভগুলিকে আলোড়িত করছে, যার ফলে এক সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের অনিশ্চয়তার উদ্ভব ঘটেছে। ঘটনা হল দক্ষিণপন্থী শক্তিগুলি গণ-অসন্তোষকে ব্যবহার করছে সংসদীয় ব্যবস্থাকে আক্রমণের কাজে। তারা প্রকাশ্যেই সংসদের বিলুপ্তি এবং রাজনৈতিক দলগুলি ভেঙে দেওয়ার ধ্বনি তুলেছে। এ হল এক ভয়ানক বিপজ্জনক প্রবণতা যে সম্পর্কে গভীর দৃষ্টি নিবদ্ধ করা প্রয়োজন।

কমিউনিস্টরা কেন ভারতের সমকালীন বুর্জোয়া সংসদীয় গণতন্ত্র সমর্থন করে?

সরকার ঃ ভারতের অর্থনীতি এক অভূতপূর্ব-সংকটের মধ্য দিয়ে চলেছে, সেই সঙ্গে শ্রেণীসংগ্রামের তীব্রতাও প্রচণ্ডভাবে বৃদ্ধি হচ্ছে। আমাদের পার্টি মনে করে যে অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে দেশ এক আকস্মিক পরিবর্তনের দ্বার প্রান্তে উপনীত হয়েছে। বর্তমান ঘটনাবলীর একটি প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য হল কংগ্রেসের অর্থনৈতিক এবং সামাজিক নীতিসমূহের ব্যর্থতাজনিত জনসাধারণের ক্রমবর্ধমান

অসন্তোষকে ভাঙিয়ে দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়াশীলদের বাম-পন্থী এবং গণতন্ত্রীদের বিরুদ্ধে প্রতি-আক্রমণ শুরু করা। ক্রমবর্ধমান বিভেদের প্রভাবে শাসক দল নিজেই একটি সংঘর্ষক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে। একচেটিয়া পুঁজি এবং সাম্রাজ্যবাদী সমর্থক গোষ্ঠীগুলি কংগ্রেসের ভিতরের দক্ষিণ-পন্থীদের সঙ্গে যোগ-সাজশে সমাজের রাজনৈতিক অক্ষ দক্ষিণদিকে ঠেলে দিতে চেষ্টা করছে। দক্ষিণ প্রতিক্রিয়ার শক্তি "বাম"-পন্থী সুবিধাবাদীদের সঙ্গে একযোগে একাধিক রাজ্যে এখন সংসদীয় গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে আঘাত হানতে অগ্রসর হয়েছে। কেননা এই ব্যবস্থা এখন আর কোনো-মতেই বুর্জোয়াদের প্রতিক্রিয়াশীল অংশ এবং ভূস্বামীদের স্বার্থরক্ষা করছে না এবং বাস্তবিক, এদের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিবন্ধক হয়ে উঠেছে।

ধনতন্ত্রী এবং ভূস্বামীবর্গ ততদিন পর্যন্ত সংসদীয় ব্যবস্থার প্রতি ধ্বংসাত্মক আক্রমণের প্রয়োজন বোধ করে নি যতদিন বুর্জোয়া গণতন্ত্র তাদের মুনাফা লুণ্ঠনে বাধা হয়ে ওঠে নি। অপরপক্ষে বর্তমান পরিস্থিতি হল বহুলাংশে ভিন্ন। যখন কিনা গণ-আন্দোলনের দ্বারা বলীয়ান প্রগতি-শীল শক্তিগুলি সংসদীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে তাদের প্রভাব বৃদ্ধি করছে, তখন বুর্জোয়াদের প্রতিক্রিয়াশীল অংশ বুর্জোয়া সংসদীয় ব্যবস্থাটিরই মূলে কুঠার হানতে উদ্যোগী হয়েছে।

দক্ষিণপন্থীরা খোলাখুলিভাবে দেশে "শক্ত হাতের শাসনের" পক্ষে ওকালতি করছে এবং "সীমিত গণতন্ত্রের" আহ্বান জানাচ্ছে। এই প্রেক্ষাপটে, কমিউনিস্টরা সংসদীয় গণতন্ত্র রক্ষা এবং অধিকতর শক্তিশালী করাকে সর্বাধিক গুরুত্বসম্পন্ন কর্তব্য বলে মনে করে। দক্ষিণপন্থীদের আক্রমণের বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণ করেছে এমন যারা শাসক দলের মধ্যে রয়েছে তাদের সহ সমস্ত বাম এবং গণ-তান্ত্রিক শক্তিগুলির ঐক্য কতটা পরিমাণে গড়তে পারলাম তার উপরেই নির্ভর করবে আমাদের আশু এই জীবন-মরণ সংগ্রামের সাফল্য। সংসদীয় গণতন্ত্র রক্ষার সপক্ষে জন-সাধারণের ব্যাপক অংশকে শামিল করার সঙ্গে সঙ্গে বর্তমান সংসদীয় ব্যবস্থার সংস্কারের জন্য প্রচারকার্য চালানো অবশ্য কর্তব্য। আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব প্রবর্তন, নির্বাচিত প্রতি-নিধিকে ফিরিয়ে আনার অধিকার এবং অন্যান্য গণতান্ত্রিক পরিবর্তন এই সকল প্রতিষ্ঠানকে জনগণের আকাঙ্ক্ষা প্রতি-ফলিত করতে সক্ষম করে তুলবে। ভবিষ্যতে এই ধরনের এক সংসদকে জাতীয় গণতন্ত্রের হাতিয়ারে রূপান্তরিত করা সম্ভব।

প্রতিক্রিয়াশীল চক্র বিহারকে তার ধ্বংসাত্মক কার্য-কলাপের কেন্দ্রবিন্দু করেছে, যেখানে অর্থনৈতিক অবস্থা অতীব সংকটপূর্ণ। দক্ষিণপন্থীরা এখানে আইনসভা ও সরকারি সংস্থাগুলির বিনাশ এবং বামপন্থী ও গণতান্ত্রিক শক্তিগুলির সর্বপ্রথমে কমিউনিস্টদের কার্যকলাপ দমন করার চেষ্টা করছে। তারা আর এক ধাপ এগিয়ে এমন কি ইন্দিরা গান্ধীর সরকারের অপসারণের দাবি তুলেছে। দাঙ্গাকারীদের পেছনে সক্রিয় রয়েছে মুনাফাকারী, একচেটিয়া পুঁজি এবং জনসংঘের মতো প্রতিক্রিয়াশীল ও সাম্রাজ্যবাদের সমর্থক দলগুলি।

সংসদীয় গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে আক্রমণ সংগঠনে দক্ষিণ-পন্থীরা "বামপন্থীদের" সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হয়। উগ্র বিপ্লবীরা ভারতের বর্তমান বিকাশের স্তরকে অগ্রাহ্য করে। এরা বলে যত শীঘ্র সংসদীয় ব্যবস্থার পতন হয় বিপ্লবী আন্দোলনের পরিপক্কতার পক্ষে ততই মঙ্গল। এদের মতে সংসদীয় ক্রিয়াকলাপ অপ্রয়োজনীয় কারণ শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনই যথেষ্ট পরিমাণে চাপ সৃষ্টি করে। সংসদে এদের কার্যকলাপের উদ্দেশ্য হল সংসদীয় প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ প্রতিপন্ন করা। নানাভাবে এরা বিতর্কে বাধা সৃষ্টি করে, দলিল-দস্তাবেজ ছিঁড়ে ফেলে অধ্যক্ষকে অমান্য করে এবং অধিবেশন চলকালেই মারামারি শুরু করে দেয়। এই সকল কার্যকলাপ যতই বিপ্লবীয়ানা বলে মনে হোক না কেন, এগুলির একটা প্রতিক্রিয়াশীল উদ্দেশ্য আছে এবং আমরা এর প্রতিরোধ করে থাকি। ভারতে এই মুহূর্তে সংসদীয় ব্যবস্থার বিকল্প হল একটি প্রতিক্রিয়াশীল একনায়কতন্ত্রী শাসন কায়েম হওয়া।

"খাঁটি মার্কসবাদীরা" যেমন বলে থাকে, ভারতের বর্তমান বাস্তব অবস্থায় বুর্জোয়া রাষ্ট্র সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস না করে শ্রমজীবী জনগণের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতির চেষ্টা নিরর্থক ; এমন সিদ্ধান্ত করার অর্থ হবে আমাদের অনুসৃত পথে গুরুতর বাধার সৃষ্টি করা এবং পার্টিকে জনতার থেকে বিচ্ছিন্ন করা। আমাদের সামান্য যেটুকু অভিজ্ঞতা আছে তা থেকেই দেখা যায় যে গণতান্ত্রিক-সামাজিক এবং রাজনৈতিক অর্থনৈতিক সংস্কারসমূহ, সামগ্রিকভাবে রাষ্ট্রীয় কাঠামোর পুনর্গঠনের পূর্বেই যেগুলি কার্যকরী করা সম্ভব, শ্রমজীবী জনগণের অবস্থার উন্নতিবিধান করবে এবং তাদের আরও কার্যকরীভাবে লড়াইয়ে শামিল হতে শক্তি যোগাবে। এবং আরও দেখা যায় যে এই উদ্দীপ্ত লক্ষ্যে পেঁছানোর জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করার মধ্য দিয়েই পার্টির মর্যাদা বৃদ্ধি হয়, পার্টিকে জনতার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতর সংযোগ স্থাপন, এবং জনতার সমাজচেতনা এবং শ্রেণীচেতনা বৃদ্ধি করার কাজে সাহায্য হয়। যাই হোক, আমি কিন্তু এমন কথা বোঝাতে চাই না যে রাষ্ট্রীয় কাঠামোর পুনর্গঠন ব্যতিরেকেই আমূল সংস্কার প্রবর্তন সম্ভব।

এর থেকে আমার কেরালার একটি উৎসাহব্যঞ্জক পরীক্ষার কথা মনে পড়ছে। ভূমি সংস্কারের বাস্তবায়নের জন্য রাজ্য সরকার এখানে জনপ্রিয় কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত করেছে। এর অর্থ হল সরকারি যন্ত্র ছাড়াও আছে জমিদারদের সম্পত্তি পরীক্ষা, জনসাধারণকে অবহিত করানো এবং কিভাবে অতিরিক্ত জমি বণ্টন করা হবে সে সম্পর্কে সিদ্ধান্তের অধিকারসহ জনপ্রিয় কমিটিসমূহ। প্রকৃতপক্ষে এতে জমিদার এবং আমলাতন্ত্রের মধ্যে যোগসাজশে প্রতি-বন্ধকতা সৃষ্টি হয়।

কেরালা ধাঁচের পরীক্ষার ব্যাপক বিস্তৃতি ঘটলে প্রশংসনীয় প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হতে পারে, এবং সেটা সরকারের চরিত্রের ইতিবাচক পরিবর্তনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে। আমার মনে হয় আমলাবর্গের দৃষ্টিভঙ্গি ব্যাখ্যাতেই এর গুরুত্ব নিহিত। পুরানো ধ্যান-ধারণা ছিল আমলা-তন্ত্রকে রাজনীতির ঊর্ধ্বে থাকতে হবে, অর্থাৎ প্রগতিশীল এবং প্রতিক্রিয়াশীল এই উভয়বিধ রাজনীতি এবং তদর্থেই রাজনৈতিক দলগুলির ঊর্ধ্বে থাকতে হবে। এটা ভাবা হত যে নিরপেক্ষ থাকার জন্য তারা কোনো রাজনৈতিক মত পোষণ করবে না।

কিন্তু যেটা তাৎপর্যপূর্ণ তা হল এমন কি প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীও এখন মনে করেন যে তাঁর নীতির ক্ষেত্রে প্রাচীন চিন্তাধারা হল একটি প্রতিবন্ধক। তাঁর বহু বিবৃতির মধ্যে এই ইঙ্গিত রয়েছে যে তিনি অনুভব করেন

রাজনীতির ঊর্ধ্বে যে আমলাতন্ত্র তা একচেটিয়া পুঁজি কিংবা বৃহৎ ভূস্বামীবর্গের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ করে এমন কোনো সংস্কার কার্যকর করতে পারে না।

অভিজ্ঞতা প্রমাণ করেছে আমলাতন্ত্র অ-রাজনৈতিক নয়। সকল মুখ্য বিষয়ে প্রগতিশীল আইন প্রণয়ন ব্যাহত করার মতলবে আমলারা একচেটিয়া পুঁজি এবং জমিদারশ্রেণীর সঙ্গে হাত মেলায়। এই কারণেই রাষ্ট্র যন্ত্রকে প্রতিক্রিয়াশীলদের থেকে মুক্ত করতেই হবে এই মত এমন কি শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিতদের মধ্যেও দানা বেঁধে উঠছে। এখনকার ব্যবস্থায় কেরালার কমিটিগুলির মতো যেগুলি সরকারি সংস্থার পাশাপাশি সমান্তরাল অবস্থান বজায় রেখে কাজ করে—বিভিন্ন জনপ্রতিনিধিত্বমূলক সংস্থা গঠন করলে আমরা অনেক বেশি সাফল্য অর্জন করতে পারি। এরূপ কর্মধারা ভিত্তিক সরকারে জনগণের অংশগ্রহণের চিন্তা ব্যাপক সমর্থনলাভ করবে বলেই মনে হয়।

মালহোত্রা : সংসদীয় গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে বড় জমির মালিক, প্রাক্তন রাজন্যবর্গ এবং সাম্রাজ্যবাদের অনুচরেরা যুক্ত রয়েছে। তাদের ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপের সঙ্গে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের নয়া-উপনিবেশবাদী আক্রমণ সম্পর্কযুক্ত। সংসদীয় গণতন্ত্র রক্ষার জন্য শ্রমিকশ্রেণীর পার্টি এবং গণতন্ত্রীদের অবশ্যই যুক্ত কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। প্রতিক্রিয়াশীল চক্রান্তের ভয়ানক বিপদ সম্পর্কে জনসাধারণ এখন পর্যন্ত অজ্ঞ। এদের সচেতন করে দেওয়া এবং লড়াইয়ে শামিল হওয়ার জন্য ঐক্যবদ্ধ করা আমাদের অবশ্য কর্তব্য।

সরকারের কাঠামো পরিবর্তনের লড়াই সম্পর্কে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি হল, বর্তমান স্তরে এটা গণতন্ত্র রক্ষার সংগ্রামেরই অবিচ্ছেদ্য অংশবিশেষ। গণ-বিরোধী কয়েকজন কুখ্যাত রাজকর্মচারীর অপসারণ সম্ভব হয়েছিল এই ধরনের লড়াইয়ের ফলে। অপসারিতদের মধ্যে রাজ্য সরকারগুলির কয়েকজন মন্ত্রীও ছিলেন। সরকারি সিদ্ধান্তসমূহকে কার্যকর এবং ফলপ্রসূ করতে সাহায্য করার জন্য গণকমিটি গঠনের দাবির আংশিক স্বীকৃতি একটি গুরুত্বপূর্ণ সাফল্য। দৃষ্টান্তস্বরূপ, পাঞ্জাবে রাজ্য, জেলা অথবা জেলার অভ্যন্তরেও কমিটি গঠন করা হয়েছিল।

তাম্মা রেড্ডি : দক্ষিণপন্থী এবং উগ্র বামপন্থীদের ইন্দিরা গান্ধীর সরকারের অপসারণ এবং লোকসভা বাতিলের দাবির পিছনের কারণ হল কমিউনিস্ট এবং কংগ্রেস দলের মিলিত প্রচেষ্টায় একের পর এক নির্বাচনী সংগ্রামে দক্ষিণপন্থীদের পরাজয়। ১৯৭১ সাল থেকে প্রতিক্রিয়াশীল দলগুলি সংসদীয় এবং রাজ্য নির্বাচনের একটিতেও জয়লাভ করতে পারে নি। আর এখন মনে হচ্ছে এরা এবার মরিয়া পদক্ষেপ গ্রহণের দিকে এগিয়ে চলেছে। এই পরিস্থিতিতে সরকারের ভ্রান্ত নীতিগুলির বিরুদ্ধতা করার পাশাপাশি আমরা খুবই সতর্কতার সঙ্গে দক্ষিণপন্থী প্রচার থেকে নিজেদেরকে বিযুক্ত রাখি। আমরা ভুলে যাই না যে দক্ষিণপন্থীরাও সামাজিক বাগাড়ম্বর করে জনগণের মৌলিক সমস্যাগুলির সমাধানের দাবি তুলে আন্দোলন সংগঠিত করে। জনগণের কোনো অংশ অনেক সময় আমাদের আন্দোলন এবং দক্ষিণপন্থীদের দ্বারা সংগঠিত আন্দোলনের মধ্যে পার্থক্য বুঝে উঠতে পারে না। আমরা জনগণের কাছে ব্যাখ্যা করে বলি বর্তমান অর্থনৈতিক দুরবস্থা যারা দক্ষিণপন্থী দলগুলির প্রতিনিধিত্ব করে তাদেরই সৃষ্ট।

পেটি-বুর্জোয়াদের একটি বড় অংশ দক্ষিণপন্থী বাগাড়ম্বরের শিকার হওয়ার ফলে গুজরাট রাজ্য বিধানসভা ভেঙে দিতে হয়েছে। শ্রমিকশ্রেণী কিংবা গ্রামীণ প্রলেতারীয়রা এই পরিণতির জন্য মুখ্য ভূমিকা নেয় নি ; মুখ্য ভূমিকা নিয়েছে শহুরে পেটি-বুর্জোয়া সম্প্রদায় এবং ছাত্ররা। দক্ষিণপন্থী চ্যালেঞ্জ প্রতিহত করার গুরুত্ব অনুধাবন করে, আমরা ওদের পথরোধ করবার জন্য আমাদের শক্তি সমাবেশ করছি এবং আমরা তীব্র সংঘাতে লিপ্ত হতেও দ্বিধা করি না। আমরা আমাদের গণআন্দোলন শান্তিপূর্ণ পন্থার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে আগ্রহশীল। কিন্তু সব সময়ে তা সম্ভব হয় না, বিশেষ করে যখন প্রতিক্রিয়াশীলরা সরকারি সম্পত্তিতে অগ্নিসংযোগ এবং যারা তাদের বিরুদ্ধাচরণ করে তাদের দৈহিক নির্যাতন, এমন কি হত্যা করা আরম্ভ করে। দক্ষিণপন্থী আক্রমণের মোকাবিলা এবং সংসদীয় ব্যবস্থাকে রক্ষার জন্য সংসদ বহির্ভূত কর্মপন্থা গ্রহণ ব্যতিরেকে আমাদের গত্যন্তর নেই।

কাজেই আমাদের সংগ্রাম দুই মুখ্য ধারায় প্রবাহিত : প্রথমত, সরকারের অর্থনৈতিক নীতিকে বামমুখী করা এবং দ্বিতীয়ত, প্রতিক্রিয়াশীল আক্রমণের প্রতিরোধ করা। জনতার ব্যাপক অসন্তোষকে পুঁজি করেই যে উদ্দেশ্য-প্রণোদিত দক্ষিণপন্থা আন্দোলন তার থেকে নিজেদের বিযুক্ত করতে গিয়ে আমাদের কেবল মাত্র সমস্যার প্রকৃতি ব্যাখ্যা করলেই হয় না, সমস্যার মূল এবং সম্ভাব্য সমাধানও তুলে ধরতে হয়। ধরা যাক আমরা নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রীর মূল্য হ্রাস দাবি করলাম, এ ক্ষেত্রে আমরা জনসাধারণের নিকট ব্যাখ্যা করি কি করে মূল্যবৃদ্ধি ঘটে এবং কীভাবে দোকান মালিক, মজুতদার, কালো-বাজারি এবং একচেটিয়া পুঁজি ও বড় জমির মালিকদের সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিরা বেপরোয়া মুনাফা করে চলেছে। মূল্য স্থিতিশীল রাখার উদ্দেশ্যে আমাদের প্রস্তাবে খাদ্যশস্য এবং অন্যান্য দ্রব্যসামগ্রীর অধিগ্রহণের জন্য রাষ্ট্রের প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছে। সমগ্র বণ্টন ব্যবস্থাটি অবশ্যই ব্যক্তি মালিকানার ব্যবসা দ্বারা পরিচালিত হওয়ার পরিবর্তে সরকারি পরিচালনাধীন হতে হবে।

জনগণের অর্থনৈতিক সংগ্রাম দিনের পর দিন আরও ঘনিষ্ঠভাবে কমিউনিস্টদের রাজনৈতিক এবং আদর্শগত কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে। আমাদের অগ্রগতি সম্ভব হতে পারে যদি আমরা শ্রমজীবী জনগণকে অর্থনৈতিক দাবি আদায়ের সংগ্রামে ঐক্যবদ্ধ করার মধ্যে দিয়ে দেশের পরিস্থিতি সম্পর্কে তাদের মনে স্বচ্ছ রাজনৈতিক বোধ সঞ্চার করতে পারি এবং মুখ্য সামাজিক প্রশ্নগুলি সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে জনগণের বক্তব্যকে গুরুত্ব দিই।

বর্তমান ভারতে সংসদীয় কার্যকলাপের ক্রমবর্ধমান সুযোগ সুবিধার কথা বলতে গিয়ে আলোচনাচক্রের অংশগ্রহণকারীরা তিনটি প্রয়োজনীয় শর্তের উপর জোর দেন : এক, কমিউনিস্ট সদস্যদের দিক থেকে একটি সুনির্দিষ্ট কর্মসূচী ভিত্তিক রাজনৈতিক অবস্থান গ্রহণ, দুই গণআন্দোলনের শক্তির উপর নির্ভর করা, এবং তিন, অর্থনৈতিক ও অন্যান্য দৈনন্দিন দাবি-দাওয়ার আন্দোলনের সঙ্গে সুদূরপ্রসারী বিপ্লবী লক্ষ্যকে যুক্ত করার সমকালীন কর্তব্য সম্পাদনের উপযোগী ভূমিকা গ্রহণ।

গোল-টেবিল আলোচনাচক্রের এই আলোচনা আমাদের পত্রিকার প্রতিনিধি দ্বারা সংগৃহীত।

সংক্ষিপ্ত সংবাদ

মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের মোড়লির অধিকার দাবির বিরুদ্ধে

অস্ট্রিয়া, বেলজিয়াম, সাইপ্রাস, ডেনমার্ক, ফিনল্যাণ্ড, ফ্রান্স, এফ আর জি, গ্রেট ব্রিটেন, গ্রীস, আয়ার্ল্যাণ্ড, ইতালি, লুক্সেমবার্গ, নরওয়ে, পর্তুগাল, সানমেরিনো, স্পেন, সুইডেন, সুইজারল্যাণ্ড, তুরস্ক এবং পশ্চিম বার্লিনের কমিউনিস্ট পার্টির যুক্ত বিবৃতির এই হল শিরোনাম, বিবৃতিতে বলা হয়েছে ঃ

"ইউ এস প্রেসিডেণ্ট ঘোষণা করেছেন যে, মধ্যপ্রাচ্যে তিনি যুদ্ধ চালাতে প্রস্তুত আছেন। এই অঞ্চলের পক্ষে আমাদের প্রতিটি দেশ, ও বিশ্বশান্তির পক্ষে এর পরিণতি হবে মারাত্মক। তিনি ভিয়েতনামের বিরুদ্ধে হুমকি ছাড়ছেন। সমগ্র বিশ্বকে পরিচালনা করার জন্য তিনি মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের অধিকার দাবি করছেন।

"এই নিয়ন্ত্রণের ভূমিকার নামে, ওয়াশিংটনের নেতারা পশ্চিম ইয়োরোপে নতুন অর্থনৈতিক এবং আর্থিক দাবি তুলছেন। প্রতিক্রিয়া এবং রক্ষণশীলতার স্বার্থে তারা যে কোনো মূল্যে বিশ্বের এই অংশে রাজনৈতিক স্থিতাবস্থা বজায় রাখার উদ্দেশ্য ঘোষণা করেছে।

"ক্ষমতাসীন সাম্রাজ্যবাদী এবং পুঁজিপতিগোষ্ঠীরা আমাদের জনগণ এবং জাতির স্বার্থের উপরে তাদের স্বার্থকে স্থাপিত করছে।"

এই পরিস্থিতিতে, আমরা ঘোষণা করছি ঃ

"মধ্যপ্রাচ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক অভিযানের পরিকল্পনাকে অবশ্যই বন্ধ করতে হবে।

"পশ্চিম ইয়োরোপকে কিছুতেই মার্কিন সাম্রাজ্যের অঞ্চল হতে দেওয়া হবে না।

"রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থা নির্ধারিত করার অলঙ্ঘনীয় অধিকার এবং সমাজতন্ত্র ও গণতন্ত্রের পথ উন্মুক্ত করার অধিকার আমাদের জনগণের আছে।

"আমাদের স্বাধীনতা, মুক্তি, নিরাপত্তা এবং শান্তির জন্য আমরা শ্রমিক এবং জনগণকে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ চিত্তে অগ্রসর হওয়ার আহ্বান জানাচ্ছি।

"যে সমস্ত গণতান্ত্রিক শক্তি শান্তিপূর্ণ, গণতান্ত্রিক এবং স্বাধীন ইয়োরোপ গঠনের ক্ষেত্রে অবদান রাখতে চায় এবং সার্বভৌমত্ব সমস্ত মানুষের সমান অধিকারের প্রতি সম্মান প্রদর্শনপূর্বক বিশ্বব্যাপী সহযোগিতার নীতি প্রতিষ্ঠিত করতে চায় সেই সমস্ত শক্তিকে আমরা এই সংগ্রামে ঐক্যবদ্ধ হতে আহ্বান জানাচ্ছি।"

কৃষকদের অবস্থা সম্পর্কে আসন্ন সম্মেলন

ধনবাদী ইয়োরোপের কমিউনিস্ট এবং ওয়ার্কার্স পার্টিগুলি কৃষি সমস্যা সম্পর্কে একটি সম্মেলন আহ্বান করেছে। ১৯৭৫-এর মে মাসে প্যারিসে অনুষ্ঠিতব্য এই সম্মেলনে ইয়োরোপের ধনবাদী রাষ্ট্রের সংকট ও কৃষকের অবস্থা ; কৃষক সংগ্রামের লক্ষ্য ; গণতন্ত্র শান্তি এবং সমাজতন্ত্রের জন্য সংগ্রামে শ্রমিক-কৃষক মৈত্রী ; এই সংগ্রামে কমিউনিস্ট পার্টির ভূমিকা, এবং সহযোগিতা বৃদ্ধির উপায় ও পথ সম্পর্কে আলোচনা হবে।

প্রথম রুশ বিপ্লব বার্ষিকী

১৯০৫-১৯০৭ সালে রাশিয়ার বিপ্লবের ৭০তম বার্ষিকী সম্পর্কে সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি একটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। এই সিদ্ধান্তে ১৯০৫-১৯০৭ সালের বিপ্লবকে সাম্রাজ্যবাদী যুগে প্রথম জনপ্রিয় বিপ্লব রূপে অভিহিত করা হয়েছে। এই বিপ্লব প্রমাণ করেছে যে বিশ্ব ইতিহাস একটি নতুন যুগে প্রবেশ করেছে। এই যুগটি হল রাজনৈতিক আন্দোলন ও বিপ্লবী সংগ্রামের যুগ।

এই বিপ্লবই মার্কসবাদের মহান তাত্ত্বিক এবং শ্রমজীবী জনগণের নেতা হিসাবে লেনিনের ভূমিকাকে সমুজ্জ্বল করেছে। তিনি দেখিয়েছেন যে, শ্রমিকশ্রেণী জনতার বিপ্লবের নেতৃত্ব দিতে পারে, এবং জনগণের বৈপ্লবিক আন্দোলন যত গভীর ও ব্যাপক হবে, শ্রমিকশ্রেণীর পার্টির ও তার মতাদর্শগত, রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক কাজকর্মের গুরুত্ব ও ভূমিকা তত বাড়বে। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের উত্তরণ সম্পর্কে লেনিনের তত্ত্ব হল মার্কসবাদে এক অমূল্য অবদান।

প্রথম রুশ বিপ্লবের আন্তর্জাতিক তাৎপর্যের কথা উল্লেখ করে কেন্দ্রীয় কমিটির সিদ্ধান্তে বলা হয়েছে যে, এর ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা বিশেষ করে আজকের দিনেও প্রাসঙ্গিক, যখন আন্তর্জাতিক শ্রমিকশ্রেণী সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে এক ব্যাপক ও শক্তিশালী সাধারণ গণআন্দোলনে নেতৃত্ব দিচ্ছে।

এই বিপ্লব বার্ষিকী পালন করার সময় ২৪তম পার্টি কংগ্রেসে এবং ১৯৭৪ সালের ডিসেম্বরে সি পি এস ইউ-র কেন্দ্রীয় কমিটির সভায় যে কর্তব্য নির্ধারিত হয়েছে তা পালন করার এবং নবম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সমাপ্তি বছর ১৯৭৫-এর নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বেই অর্পিত দায়িত্ব পূরণ করার প্রয়োজনীয়তার উপর মনোযোগ দেবার জন্য এই সিদ্ধান্তে আহ্বান জানানো হয়েছে।

মার্কস এবং এঙ্গেলস্-এর পূর্ণাঙ্গ রচনা সম্ভার

এই প্রথম ইংরাজী ভাষায় কার্লমার্কস এবং ফ্রেডেরিক এঙ্গেলসের পূর্ণাঙ্গ রচনা সম্ভার প্রকাশিত হতে যাচ্ছে। ৫০ খণ্ডের এই রচনা সম্ভারের অর্ধাংশ ইতিপূর্বে কখনই

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত হয় নি। প্রতি বছর ৪ বা ৫ খণ্ড গ্রন্থ প্রকাশিত হবে বলে আশা করা যায়। লরেন্স এ্যান্ড উইসহার্ট (লণ্ডন), ইণ্টারন্যাশনাল পাবলিশার্স (নিউইয়র্ক) এবং প্রোগ্রেস পাবলিশার্স (মস্কো)-এদের যুক্ত উদ্যোগে এই রচনা সম্ভার প্রকাশিত করছে। সি পি এস ইউ-র কেন্দ্রীয় কমিটির ইনস্টিটিউট অব মার্কসইজম-লেনিনইজম-এর ওপর এই সংস্করণ প্রকাশের কাজকর্মের বৈজ্ঞানিক তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

* * *

বুলগেরিয়া ১৯৭৬-এর গোড়ার দিকে একাদশ পার্টি কংগ্রেস আহ্বান করা হবে বলে বি সি পি-র কেন্দ্রীয় কমিটি স্থির করেছে। এই পার্টি কংগ্রেসের সম্মানার্থে দেশ জুড়ে ১৯৭৫-এ সমাজতান্ত্রিক প্রতিযোগিতার আন্দোলন চালাবার জন্য কেন্দ্রীয় কমিটি শ্রমজীবী জনগণের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন।

ইকুয়েডর

ইকুয়েডরের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনে দেশের বর্তমান রাজনৈতিক অবস্থা বিশ্লেষণ করে উল্লেখ করা হয়েছে যে, জনগণের সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী চেতনা ক্রমশ বাড়ছে। দেশের স্বাধীনতা এবং প্রাকৃতিক সম্পদ রক্ষার জন্য জনগণ তৎপর। মার্কিন নতুন বাণিজ্য আইনকে সরকার নিন্দা করছে ; এর ফলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে বাণিজ্য ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে ; এবং এই নিন্দাবাদের পিছনে জনগণের সমর্থন রয়েছে।

গ্রীস

গ্রীসের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির দ্বিতীয় প্লেনামে ১৯৭৪-এর রাজনৈতিক পরিবর্তন এবং কমিউনিস্টদের কর্তব্য সম্পর্কে আলোচনা হয়। ২৭ বছর ধরে বে-আইনী থাকার পর এই প্রথম আবার আইনসঙ্গত পরিস্থিতিতে প্লেনাম অনুষ্ঠিত হল।

মেক্সিকো

মেক্সিকোর কমিউনিস্ট পার্টির জাতীয় সম্মেলন পার্টির শক্তিবৃদ্ধি এবং প্রভাব বিস্তারের উপায় সম্পর্কে আলোচনা করে। দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কেও আলোচনা হয়। জাতীয় সম্মেলনের প্রস্তাবে পার্টি সদস্যদের আরও কাজ করার কথা উল্লেখ করা হয়। ১৯৭৩-এ ষোড়শ পার্টি কংগ্রেসের পর সদস্য সংখ্যা বেড়েছে শতকরা ৩৫ ভাগ, পার্টির সংবাদপত্র "অপজিশন" নিয়মিত হয়েছে এবং আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট ও শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনের সঙ্গে সংযোগ বিস্তৃত হয়েছে। আগামী রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে পার্টির অংশগ্রহণের জন্য সম্মেলন সদস্যদের কাজ করে যেতে আহ্বান জানিয়েছে। সপ্তদশ পার্টি কংগ্রেসের প্রস্তুতির অঙ্গ হিসাবে নির্বাচনপূর্ব কৌশল নিয়ে পার্টি সংগঠনের মধ্যে অবিলম্বে আলোচনা শুরু করার আহ্বান জানানো হয়েছে।

পোল্যাণ্ড

পার্টির মতাদর্শগত, রাজনৈতিক এবং সাংগঠনিক শক্তি বৃদ্ধির বিষয় সম্পর্কিত তিনটি দলিল নিয়ে পি ইউ ডব্লু পি-র কেন্দ্রীয় কমিটির ষষ্ঠদশ প্লেনামে আলোচনা হয়। প্রথম সম্পাদক এডওয়ার্ড গিয়েরিক বক্তব্য রাখেন। সমাজতান্ত্রিক নির্মাণ কাজে পার্টির মুখ্য ভূমিকা বৃদ্ধির জন্য এবং জনতার সঙ্গে সংযোগ দৃঢ় করার জন্য ঐ দলিল এবং গিয়েরিকের ভাষণ পথ-নির্দেশিকা রূপে গৃহীত হয়।

এই সভায় ১৯৭৫-এর শেষ তিন মাসের মধ্যে পার্টির ৭ম কংগ্রেস আহ্বান করার জন্য সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় এবং এর প্রস্তুতি শুরু করার জন্য পলিটিক্যাল ব্যুরোকে নির্দেশ দেওয়া হয়।

জনজীবনে নারীর স্থান

লিনা সিওবানু
রুমানিয়ার কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির রাজনৈতিক কার্য-নির্বাহী সমিতির সদস্যা এবং রুমানিয়ার জাতীয় মহিলা পর্ষদের সভানেত্রী

ফ্যাসিবাদ থেকে মুক্তিলাভের মতো এক মহতী ঘটনার ত্রিংশতিতম বর্ষপূর্তি উদ্যাপনের লগ্নে এবং সমাজতান্ত্রিক অগ্রগতি সম্পর্কিত ফলাফলগুলোর হিসেবনিকেশ করবার সময় রুমানিয়ার জনগণ তাঁদের নারীসমাজের নতুন সামাজিক ভূমিকাকে রাষ্ট্রের আধুনিক ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হিসাবে গণ্য করে থাকেন। সমাজে মেয়েদের ভূমিকার বিষয়টিকে পার্টি কমিউনিস্ট মতাদর্শ, সর্বাঙ্গীণভাবে উন্নত একটি সমাজতান্ত্রিক সমাজ গঠনে পার্টির বৈপ্লবিক কর্মসূচী এবং সবচেয়ে ন্যায়সঙ্গত সমাজ-ব্যবস্থা হিসেবে সাম্যবাদের দিকে রুমানিয়ার অগ্রগতি নিশ্চিতকরণের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিচার করে।

মেয়েদের সামাজিক অবস্থানের স্তরটিকে মার্কসবাদীরা সভ্যতা ও প্রগতির একটি গুরুত্বপূর্ণ নির্ণায়ক হিসাবে গণ্য করেন। নিঃসন্দেহে এই দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিটি দেশের পক্ষেই প্রযোজ্য। একটি নির্দিষ্ট সমাজের অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং রাজনৈতিক সম্পর্কগুলির পরিপ্রেক্ষিতে নারী সমাজের অবস্থার একটি সতর্ক মূল্যায়ন এই দৃষ্টি-কোণের মধ্যে নিহিত রয়েছে। সমস্ত রকম শোষণের অবলুপ্তির ফলে, নারীজাতির পূর্ণাঙ্গ মুক্তিলাভ সম্ভব। সবচেয়ে উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলিতেও এখন পর্যন্ত মেয়েরা পরিপূর্ণভাবে পুরুষদের সমকক্ষতা অর্জন করতে পারে নি। নারী ও পুরুষদের জন্য একই বেতনক্রমের যে-নীতিটি কমিউনিস্ট পার্টিগুলোর কাছে একটি গুরুত্ব-পূর্ণ দাবি তা অধিকাংশ পুঁজিবাদী দেশে এখনও অপ্রযুক্ত। নারীপুরুষের মধ্যে পরিপূর্ণ অর্থনৈতিক ও সামাজিক সাম্য কেবলমাত্র সমাজতন্ত্রেই বাস্তবায়িত হয়। একমাত্র সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতেই নারী ও পুরুষের মধ্যে ভেদ-বিচারের কোনো স্থান নেই; এখানে কাজের পরিমাণ ও গুণের কঠোর নিরিখেই সমস্ত কাজের মজুরি দেওয়া হয়ে থাকে।

রুমানীয় সমাজে মেয়েদের স্থান সম্পর্কে কোনো পরিষ্কার ধারণা পেতে হলে তাঁদের বর্তমান অবস্থার সঙ্গে রুমানিয়ার মুক্তিলাভের পূর্ববর্তী সময়কালীন অবস্থার তুলনা সহায়ক হতে পারে। বৃহৎ একচেটিয়াদের ওপর নির্ভর-শীল কৃষি-নির্ভর অর্থনীতির সুস্পষ্ট লক্ষণাক্রান্ত পশ্চাৎপদ দেশ রুমানিয়ার অর্থনৈতিক কাঠামোটির প্রকৃত প্রতিফলন ঘটেছিল তৎকালীন জনসংখ্যায় মহিলাদের সামাজিক বিন্যাসের মধ্যে। (মহিলাদের শতকরা ৮০ ভাগ ছিলেন কৃষিতে নিযুক্ত, ৬ ভাগ ছিলেন শ্রমিক, ২ ভাগ বুদ্ধিজীবী এবং বাকীরা ছিলেন গৃহবধূ)। নারীসমাজের ব্যাপকতম সংখ্যা-গরিষ্ঠ অংশের কাছে রাজনীতি ছিল নিষিদ্ধ। বিগত শতকের মধ্যভাগেই সর্বপ্রথম নারীমুক্তির ধারণাটিকে নিজেদের লেখার মধ্য দিয়ে তুলে ধরলেন সোফিয়া নাদেজদা, পানাইত্ মুসোইউ ও জনস্বার্থের অন্যান্য প্রবক্তারা এবং একে সমর্থন জানানো হল শ্রমিকশ্রেণী ও সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের প্রতিটি নীতি-নির্ধারক দলিলে। উন্নত মনন-শীল ব্যক্তিরা ও সংস্কৃতি ক্ষেত্রের প্রগতিশীল মানুষেরা নারী মুক্তির ধারণাটিকে সমর্থন জানিয়ে ভোটাধিকার থেকে মেয়েদের বঞ্চিত করে রাখবার আইনের বিরুদ্ধে ধিক্কার জানাতে লাগলেন। জনমতের চাপে শাসকশ্রেণী এই ব্যাপারে কিছু সুযোগ-সুবিধা দিতে বাধ্য হল। ১৯২৩ সালের সংবিধান—যাকে পূর্ববর্তী সংবিধানগুলোর তুলনায় অপেক্ষাকৃত উদার বলে মনে করা হয়—সেখানে মেয়েদের ভোটাধিকার দেওয়া হল, যদিও সেই ভোটাধিকার লাভ করলেন এমন একটি দেশের সেই সব মাধ্যমিক শিক্ষা প্রাপ্ত মহিলারা যেখানে প্রাথমিক শিক্ষাই ছিল নারীসমাজের প্রায় সকলের নাগালের বাইরে! এর ফলে শতকরা ৯৮ ভাগ মহিলারাই রাজনৈতিক অধিকার থেকে বঞ্চিতা হয়ে রইলেন এবং বাকী রইলেন যে শতকরা ২ ভাগ, তাঁরাও কেবলমাত্র স্থানীয় সরকারে নির্বাচন প্রার্থী হওয়ার অধিকার লাভ করলেন।

রুমানীয় কমিউনিস্ট পার্টির কাছে নারী-মুক্তির বিষয়টি ছিল শোষণ ও নির্যাতনের অবসান ঘটানো সম্প-র্কিত পার্টির সার্বিক কর্মসূচী তথা শ্রেণী-সংগ্রামেরই একটা অংশ। পার্টি কংগ্রেস থেকে মহিলা শ্রমিক, কৃষক ও বুদ্ধি-জীবীদের অবস্থার উন্নতিবিধান এবং মহিলাদের সংগঠিত করার জন্য সংগ্রামের আহ্বান জানানো হল। মহিলা কমিউনিস্ট গোষ্ঠীগুলি এবং মাদার এ্যান্ড চাইল্ড প্রোটেক্-শন্ সোসাইটি (১৯৩৪-১৯৩৫) ও উওম্যান্স ফ্রন্ট (১৯৩৬-৩৭) প্রভৃতি মহিলাদের তৎকালীন বৈধ গণসংগঠন-গুলো স্থাপিত হয়েছিল পার্টিরই উদ্যোগে। ঐ গণ-সংগঠনগুলির বৈপ্লবিক কার্যকলাপের জন্য বুর্জোয়া-ভূস্বামীদের রাষ্ট্র সেগুলোকে অবৈধ ঘোষণা করে। কমিউ-নিস্ট পার্টির নেতৃত্বে আমাদের শ্রমিকশ্রেণীর প্রতিটি বড় লড়াইয়ে মেয়েরা যোগ দিয়েছেন কারণ, সামাজিক এবং জাতীয় মুক্তি, গণতান্ত্রিক অধিকার ও স্বাধীনতা এবং উন্নত-তর জীবনযাত্রার জন্য লড়াই তাঁদের কাছে নিজেদের আদর্শ বলেই বিবেচিত হয়েছিল। আদা মারিনেস্কু, লিলি পানেত্, এলিজাবেতা নাঘি, সুজানা পিরভালেস্কু, এলিনা সিরবু পাভেল, ওল্গা বান্চিক্ এবং অন্যান্য যে সমস্ত

বীরাঙ্গনারা ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে নিজেদের জীবন দিয়েছেন আমরা কখনো তাঁদের ভুলব না।

১৯৪৪ সালের ২৩ আগস্ট ফ্যাসিবাদী সামরিক এক-নায়কতন্ত্রের উৎখাতের ফলে সাম্রাজ্যবাদী শাসনের হাত থেকে পূর্ণমুক্তি ও জনগণের আশা আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়িত করার পথটি তৈরি হয়। এইভাবে শুরু হয় একটি সুদূর-প্রসারী বৈপ্লবিক, গণতান্ত্রিক পরিবর্তনের। এবং সেই পরিবর্তনেরই একটি অংশ ছিল জনজীবনে মহিলাদের সক্রিয় অংশগ্রহণ, জনগণের জন্য একটি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা ও গড়ে তোলার ক্ষেত্রে মহিলাদের অবদান। জন-গণের রাষ্ট্র নিজের কর্তব্য হিসাবে নারী সমাজকে পূর্ণ অধিকার প্রদান করেন এবং তাঁদের সামাজিক ও রাজনৈতিক মুক্তিকে সহজ লভ্য করে তোলার জন্য সমস্তরকমের ব্যবস্থা অবলম্বন করেন। ১৯৪৮ সালের সংবিধানে নারী ও পুরুষের সমানাধিকারের বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত। মহিলারা সংসদে নির্বাচিত হলেন : জনসংখ্যার অর্ধাংশেরও বেশির ভাগের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও দাবি-দাওয়া এই সর্বপ্রথম মূর্ত হয়ে উঠল।

সমাজতান্ত্রিক গঠনকর্মে নারী সমাজকে টেনে আনার জন্য প্রয়োজন ছিল এক ব্যাখ্যা ও শিক্ষামূলক প্রচণ্ড প্রয়াসের। সি সি, আর সি পি ১৯৭৩ সালের জুন মাসে গৃহীত এক প্রস্তাবে ঘোষণা করে, "নিরক্ষরতা দূরীকরণে, জনগণকে সচেতন করে তুলতে তাঁদের সাংস্কৃতিক মানের উন্নয়নে এবং রুমানীয় কমিউনিস্ট পার্টির নীতিসমূহের রূপায়ণ তথা সমাজতন্ত্র নির্মাণে সমগ্র জনসমষ্টিকে সংগ্রাম ও কর্মযজ্ঞে জড়িত করতে মহিলা আন্দোলন বাস্তবিকভাবেই সহায়তা করেছে।"

বিগত তিন দশকে ঘটনাবলীর চূড়ান্ত বিকাশে নারী-সমাজ যে বিশাল অবদান যুগিয়েছেন তা তাঁদের পরিণত রাজনৈতিক মান এবং নিজেদের সামাজিক অবস্থা ও সেই সামাজিক অবস্থার নির্ণায়ক অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক এবং সামাজিক সম্পর্কসমূহের মধ্যে অবস্থিত যোগসূত্র সম্পর্কে তাঁদের সচেতনতার নিদর্শন।

রুমানিয়ায় সমাজতন্ত্রের পূর্ণ বিজয় সমাজ ও পরি-বারে মেয়েদের নতুন মর্যাদার সামাজিক ও রাজনৈতিক ভিত্তিও বটে—যে ভিত্তির ওপরে নতুন ধ্যান-ধারণা, বিশ্বাস এবং মানবিক সম্পর্কসমূহ এবং ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যে নতুন সম্পর্কগুলি বিকশিত হচ্ছে।

জননেতৃত্বে মেয়েদের অংশীদারিত্বের প্রকৃত বিষয়গত ভিত্তি হল দেশের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক কার্যকলাপে তাঁদের অংশগ্রহণ।

একটি গতিশীল অর্থনীতি ও শিল্পের দেশ সমাজ-তান্ত্রিক রুমানিয়া স্থির লক্ষ্যে উন্নতির পথে এগিয়ে চলেছে (মুক্তিলাভের পর থেকে এ পর্যন্ত শিল্প উৎপাদন বেড়েছে ৩০ গুণ)—একটি দ্রুত আধুনিকীকৃত হয়ে ওঠা কৃষি এবং সাংস্কৃতিক মানের অগ্রগতি নারী সমাজকে তাঁদের সামর্থ্য ও সৃষ্টিশীল শক্তিকে কাজে লাগাতে সক্ষম করেছে। সংবিধান এবং একের পর এক প্রণীত আইনসমূহ জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে মেয়েদের সুযোগের নিশ্চয়তা এনে দিয়েছে। কর্মক্ষম শক্তির শতকরা ৪৫ ভাগ হলেন মেয়েরা এবং এই হারটি মোটামুটিভাবে জনসংখ্যার মধ্যে তাঁদের প্রতিনিধিত্বেরও সূচক। ১৯৭৪ সালে পুরুষদের সঙ্গে মেয়েদের সমানুপাতিক শতকরা হারটি বেড়ে দাঁড়ায়—শিল্পক্ষেত্রে ৩৪.২ ভাগ, কৃষিতে ৫৯ ভাগ, ব্যবসা বাণিজ্যে ৫০.৫ ভাগ, বিজ্ঞান, কৃষি এবং কলায় ৬১·৭ ভাগ এবং ৭১·৯ ভাগ স্বাস্থ্যবিভাগীয় চাকুরির ক্ষেত্রে। বয়ন শিল্প, পোশাক পরিচ্ছদ এবং খাদ্যদ্রব্য সম্পর্কিত শিল্পগুলিতে ঐতিহ্যগত-ভাবে যে এক বিরাট সংখ্যক মহিলা কর্মরতা রয়েছেন তা ছাড়াও ক্রমশ বেশি বেশি সংখ্যায় মেয়েরা কর্মরতা হচ্ছেন এমন সমস্ত শিল্পে যা দেশের প্রযুক্তিগত উন্নয়নের নির্ণায়ক : যথা—ইলেক্‌ট্রনিক্‌স, ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং, সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতি, চশমার কাঁচ, রসায়ন শিল্প। বস্তুত ইলেক-ট্রনিকস এবং অটোমেশন শিল্পে কেন্দ্রীয়ভাবে যন্ত্রপাতি বা যন্ত্রাংশের জোড়া লাগানোর কাজে নিযুক্ত কর্মীদের মধ্যে মেয়েদের সংখ্যা কর্মে নিযুক্তদের অর্ধেকের সমান। উৎ-পাদনের ক্ষেত্রে যেখানেই মেয়েরা বড় সব ভূমিকা পালন করে থাকেন সেখানেই পরিচালন সংক্রান্ত কাজে যাতে তাঁরা বৃহত্তর অংশ পালন করতে পারেন তার জন্য সমস্ত রকমের প্রয়াস চালানো হয়।

উৎপাদন প্রক্রিয়ার মধ্যে মহিলাদের অংশগ্রহণ তাঁদের সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি করে, বৃত্তিমূলক ও সাংগঠনিক সামর্থ্যের ক্ষেত্রে তাঁদের অধিকতর আত্মবিশ্বাস যোগাতে, তাঁদের বুদ্ধিবৃত্তির স্তরটি সাধারণভাবে উন্নত করতে, সমাজে এবং পরিবারে মেয়েদের মর্যাদা বৃদ্ধি ঘটাতে, জ্ঞান ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধতর করে তুলতে এবং রাজনীতিতে নিজেদের যোগ্যতা সপ্রমাণিত করার বিষয়ে তাঁদের উৎসাহিত করে। সরকারি কাজকর্ম পরিচালন সংক্রান্ত বিষয়ে মেয়েদের যোগ্য অংশ-গ্রহণ নিশ্চিত করবার প্রধান পূর্বশর্ত হল তাঁদের দক্ষতাকে বাড়িয়ে তোলা এবং সর্বস্তরের শিক্ষা ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণে তাঁদের যোগদানের পর্যাপ্ত সুযোগ সৃষ্টি করা। আমাদের দেশ—যেখানে ত্রিশ বছর আগে পর্যন্ত ৪০ লক্ষ লোক ছিলেন নিরক্ষর (এঁদের দুই-তৃতীয়াংশ ছিলেন মহিলা)—বর্তমানে সেইসব দেশের পর্যায়ভুক্ত যেখানে দশ বছরের সার্বজনীন শিক্ষা বাধ্যতামূলক। এই তথ্য যে ঘটনাটির উপলব্ধিতে সহায়তা করে তা হল : বিদ্যালয়ের শিক্ষাক্রম সমাপ্তকারীদের মধ্যে শতকরা ৫০.৩ ভাগ এবং বিশ্ব-বিদ্যালয় ও কলেজ থেকে স্নাতকদের শতকরা ৪০ ভাগই মহিলা। রুমানিয়ায় শিক্ষার অগ্রগতির ফলে শিক্ষা ক্ষেত্রে নিযুক্ত কর্মিবাহিনীর মধ্যে মাধ্যমিক শিক্ষায় বিশেষজ্ঞদের শতকরা ৪৮ ভাগ এবং উচ্চতর শিক্ষার অধিকারীদের শতকরা ৩৩ ভাগই মহিলা। গবেষক এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকদের মধ্যেও বহুসংখ্যক মহিলা রয়েছেন এবং রুমানীয় সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের আকাদেমিতে নির্বাচিতা হয়েছেন বেশ কয়েকজন।

সাম্প্রতিকতম কাল পর্যন্ত যে অগ্রগতি সাধিত হয়েছে তার হিসেব-নিকেশ করে সি সি আর সি পি ১৯৭৩ সালের জুন মাসে এই মর্মে আহ্বান জানিয়েছিল যে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং সামাজিক কার্যকলাপের ক্ষেত্রে মহিলাদের আরো বেশি বেশি অংশগ্রহণের জন্য নিরন্তর প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। কর্মজীবনে উন্নতির সঙ্গে নারী যাতে তার মাতৃত্বের ভূমিকার সুসমঞ্জস সঙ্গতিবিধান করতে সক্ষম হয় সমাজকে তা দেখতে হবে। আমাদের পার্টির চিন্তাধারা অনুযায়ী যে ধারণাটি কেন্দ্রীয় কমিটির জুন, ১৯৭৩ সালের প্লেনামে এবং যে-প্লেনামে পার্টির সাধারণ সম্পাদক নিকোলাই সিয়েস্কু প্রদত্ত ভাষণের প্রাসঙ্গিক অংশে স্পষ্ট ও নির্দিষ্টরূপে বর্ণিত হয় এবং পার্টির একাদশ কংগ্রেসে গৃহীত নতুন কর্মসূচীতে যে ধারণাটির ওপর আর একবার গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে তাহল নারীরা পরিপূর্ণ

নাগরিকত্বের অধিকারিণী, তাঁরা তাঁদের সামর্থ্য এবং প্রশিক্ষণ অনুসারে উৎপাদন এবং জন-নেতৃত্বে পুরুষদের সমান স্থান লাভের যোগ্য।

আমাদের দেশের এক সমীক্ষায় দেখা গেছে যে, কতকগুলো ক্ষেত্রে, বিশেষত ভারী শিল্পে পুরুষ শ্রমিকরা জীববিদ্যাগত বৈশিষ্ট্যের জন্যে মহিলা শ্রমিকদের চেয়ে অধিকতর উপযুক্ত। এতৎসত্ত্বেও প্রযুক্তিগত অগ্রগতি দ্রুত এমন একটি পরিস্থিতির সৃষ্টি করছে যে পরিস্থিতিতে চিরাচরিতভাবে পুরুষদের উপযুক্ত বলে বিবেচিত পেশাতে মহিলারাও যোগ্যতার অধিকারিণী হয়ে উঠতে পারবেন। অটোমেশন ও যান্ত্রিকীকরণের ফলে মেয়েদের আরো বেশি সংখ্যায় উৎপাদন ক্ষেত্রের আওতায় নিয়ে আসা সম্ভব হচ্ছে। শ্রমমন্ত্রকের এক সমীক্ষায় প্রকাশ যে আগামী বছরগুলিতে আমাদের অর্থনৈতিক এবং সামাজিক উন্নয়ন প্রকল্প রূপায়ণে তথা দেশের দ্রুত এবং বিরামহীন অগ্রগতি নিশ্চিতকরণে নারী সমাজ আরো বৃহত্তর ভূমিকা পালন করবে।

মেয়েদের দৈহিক ও মনস্তাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যের কথা বিবেচনায় রেখে উৎপাদনের বিভিন্ন শাখাতে নির্দিষ্ট সংখ্যক মহিলা কর্মীর নিয়োগ-সংক্রান্ত প্রকল্পগুলি গত বছর চালু করা হয়েছে। ৬৪০টি বৃত্তি, দক্ষতা ও কাজের জন্য মেয়েদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে, এবং তালিকাটি এখানেই শেষ নয়। বহু সংখ্যক সমীক্ষায় দেখা গেছে যে প্রযুক্তিবিদ্যাগত পরিবর্তন চাকরির ক্ষেত্রে স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে সমতা বিধানের সহায়ক, কিন্তু এই সমতার দ্বারা অভিন্নতা বোঝায় না, কারণ সমতার মধ্যে নারী-পুরুষের পার্থক্যগুলি বিবেচনা করা হয়। যাই হোক প্রযুক্তি এবং শ্রম-সংগঠনগুলির উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে পেশাগত বাছাইয়ের ক্ষেত্রে যে বিষয়টি সামনে এসে পড়ে তা হল ব্যক্তিগত উৎকর্ষ এবং যোগ্যতার বিষয়টি। কিন্তু পুরুষরা যে সমস্ত সুযোগ পায় মেয়েদেরকেও সমানভাবে সেই সমস্ত সুযোগ দিতে হলে তাদেরকে ছেলেদের মতো ব্যাপক বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ গ্রহণে সক্ষম করে তুলতে হবে অতি অবশ্যই। সাধারণ শিক্ষার ব্যাপারে নারী ও পুরুষের মধ্যে কোনো তফাতের আর অবকাশ নেই, কিন্তু বৃত্তিমূলক শিক্ষার ব্যাপারে উভয়ের মধ্যে যে ফারাক রয়েছে তা কমিয়ে আনতে আমাদের এখনও অনেক কিছু করতে হবে। বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত অগ্রগতির ফলে বিদ্যালয়ের আঙিনায় আহৃত জ্ঞান খুবই তাড়াতাড়ি পুরনো ও সেকেলে হয়ে পড়েছে এবং তার ফলে ঘন ঘন বৃত্তিমূলক পুনঃপ্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিচ্ছে। হাজারো রকমের সাংসারিক দায়-দায়িত্বের ভার কাঁধের ওপর থাকার ফলে মেয়েদের পক্ষে পড়াশুনায় বেশি সময় দেওয়া সম্ভবপর হয়ে ওঠে না এবং নতুন পরিস্থিতি সম্পর্কেও তাঁরা নিজেদেকে ওয়াকিবহাল রাখতে সক্ষম হন না। এই কারণেই নারী ও পুরুষের মধ্যে লিঙ্গগত তারতম্যের পূর্ণ অবলুপ্তির বিষয়টি একটি প্রক্রিয়াসাধ্য ব্যাপার—যে প্রক্রিয়ার মধ্যে সুনির্দিষ্ট বৈষয়িক সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি করার প্রয়োজন রয়েছে এবং এ সম্পর্কে আমরা সম্ভাব্য সমস্ত কিছুই করেছি একথা বলতে পারছি না।

পার্টির অভিমত এই যে মেয়েদের দিয়ে ঘরে এবং বাইরে তাঁদের ভূমিকা আরো কার্যকরভাবে পালন করাতে হলে যা প্রয়োজন তা হল : গৃহস্থালীর কাজকর্মকে সহজতর করে তুলতে হবে, সেবামূলক শিল্পের প্রসারণ ঘটাতে হবে, আরো বেশি করে ভোগপণ্য উৎপাদন করতে হবে এবং আরো বেশি বেশি করে নার্সারী, কিণ্ডার গার্টেন ও আংশিক সময়ের আবাসিক বিদ্যালয় গড়ে তুলতে হবে। আজকের রুমানিয়াতে প্রায় ৭ লক্ষ ৫ হাজার শিশুর জন্য কিণ্ডারগার্টেনের সংখ্যা ১২,৪৩৮টি। ১৯৭৬-১৯৮০ সালের পরিকল্পনায় আরো ১ লক্ষ শিশুকে নার্সারী এবং ১ লক্ষ ২০ হাজারের বেশি শিশুকে কিণ্ডারগার্টেনের আওতায় আনার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। এর ফলে পরিপূর্ণভাবে চাহিদা মিটবে, কিন্তু তাতে পরিবারের দায়িত্ব কিছু একটা কমবে না। উপরন্তু সমাজ এইভাবে সহায়তার যে হাত বাড়িয়ে দেবে তার দ্বারা পরিবারের পক্ষে—বিশেষভাবে মাকে, শিশুদের লালন-পালন এবং পরিবারের মধ্যে স্নেহ ও আস্থার সেই পরিবেশটি সৃষ্টি করে তুলতে হবে, যে পরিবেশ সমাজতান্ত্রিক সমাজের সদস্যদের নৈতিকবোধ ও চরিত্র গঠনের পক্ষে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সামাজিক ক্রিয়াকলাপে মহিলাদের ভূমিকা বাড়িয়ে তোলার পরিকল্পনাগুলো যাতে পরিপূর্ণভাবে রূপায়িত হয় সেদিকে আমাদের পার্টি সবসময়ে নজরে রেখে চলেছে। দি কাউন্সিল অব ওয়ার্কার্স কণ্ট্রোল, ন্যাশনাল উয়োম্যানস কাউন্সিল (এন ডব্লিউ সি) এবং ট্রেড ইউনিয়নগুলো সি সি আর সি পি-র সম্পাদকমণ্ডলীর ডিসেম্বর মাসের সভায় অনুমোদিত ফ্যাক্টরি এবং অফিসে মেয়েদের ভূমিকা বৃদ্ধিকরণ সম্পর্কিত কর্মসূচীটির রূপায়ণকে যুগ্মভাবে নিয়ন্ত্রণ করে।

রাজনীতি এবং সমাজ পরিচালন সংক্রান্ত বিষয়ে মেয়েদের অংশগ্রহণের পরিমাণটি জনজীবনের সমস্যাদিতে তাঁদের ক্রমবর্ধমান আগ্রহ এবং তাঁদের বিশ্ব দৃষ্টিভঙ্গির প্রসারণের ক্ষেত্রে পরিলক্ষিত হয়। ১৯৭৩ সালে আমাদের পার্টির ৬ লক্ষ সদস্য বা মোট সদস্য সংখ্যার প্রায় শতকরা ২৫ ভাগ সদস্য ছিলেন মহিলা এবং সেই সময়ে যুব কমিউনিস্ট লীগে মহিলাদের সংখ্যা ছিল ১০ লক্ষের বেশি। গণপরিষদগুলিতে স্থানীয় সরকারী সংস্থাগুলিতে উর্ধ্বপক্ষে ৫০ হাজার মহিলা নির্বাচিত হয়েছিলেন এবং গ্র্যান্ড ন্যাশনাল এ্যাসেমব্লিতে নির্বাচিতা হয়েছিলেন ৬৬ জন। শ্রমজীবী জনতার বিভিন্ন কমিটি এবং কাউন্সিলে, শ্রমিকদের নিয়ন্ত্রণ পরিষদ এবং ফ্যাক্টরি কমিটিতে কৃষি উৎপাদন সমবায়ের বোর্ডগুলিতে, পৌর কমিটি ও মহিলাদের বিভিন্ন কমিশন এবং কমিটিতে এবং বহু গণসংগঠনেও মেয়েরা ছিলেন সক্রিয়। এতৎসত্ত্বেও পার্টি নেতৃত্ব বার বার একথা উল্লেখ করেছেন যে আজকের দিনে মুখ্য সংস্থাগুলিতে মেয়েদের যে অবস্থান তার সঙ্গে উৎপাদনপ্রক্রিয়ায় তাঁদের যে অংশীদারিত্ব তা অসঙ্গতিপূর্ণ। নিকোলাই সিসেস্কু বলেছেন : "আমরা স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে পূর্ণ সমতা বিধানের জন্য উপযুক্ত সুযোগ প্রদানের যে কথা বলি তার অর্থ হল এই যে জনগণকে শুধুমাত্র স্ত্রীলোক বা পুরুষ হিসাবে গণ্য করা আমাদের পক্ষে উচিত হবে না,—জনগণকে দেখতে হবে পার্টি সদস্য এবং নাগরিক হিসাবে, যাদের আমরা বিচার করব কেবলমাত্র তাদের কাজের নিরিখেই।"

১৯৭৩ সালের জুন মাসে সি সি আর সি পি আবেদন জানিয়েছিল : "সমানাধিকার সম্পন্ন একজন সামাজিক সদস্য হিসাবে, কমিউনিস্ট হিসাবে, এবং একজন নাগরিক হিসাবে রাজনৈতিক তথা অন্যান্য সরকারি কাজকর্মের পরিচালনায় মেয়েদের টেনে আনার প্রচেষ্টাকে চারগুণ বাড়িয়ে তুলে উপযুক্ত রাজনৈতিক ও পেশাগত প্রশিক্ষণ সম্পন্না মেয়েদের মুখ্য পদগুলিতে বসাতে হবে যাতে তাঁরা সাংগঠনিক এবং অর্থনৈতিক কার্যকলাপের সামর্থ্য ও শক্তিমত্তা দেখাতে পারেন এবং শ্রমজীবী জনতার মধ্যে মর্যাদার অধিকারিণী হন।"

পার্টি, ট্রেড ইউনিয়ন, জনগণের বিভিন্ন কাউন্সিল এবং গণপরিষদগুলিতে মেয়েদের বিভিন্ন পদে উন্নীত করা সম্পর্কে অনেক কিছু করা হয়েছে। একাদশ কংগ্রেসের আগে পর্যন্ত পার্টি কমিটিগুলিতে নির্বাচিতদের কমপক্ষে এক-পঞ্চমাংশ ছিলেন মহিলা।

আমাদের সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের রাজনৈতিক ব্যবস্থাটিতে মহিলাদের আন্দোলনের একটি সুনির্দিষ্ট ভূমিকা রয়েছে। পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির প্রত্যক্ষ নেতৃত্বে কাজ করে এন ডব্লিউ সি পার্টি ও রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক নীতির রূপায়ণ প্রয়াসের সঙ্গে লক্ষ লক্ষ মহিলাকে যুক্ত করছে।

গ্রামাঞ্চল এবং শহরের জেলা, নগর এবং গ্রামগুলিতে, মহিলাদের বহু কমিটি রয়েছে যেগুলো কাজ করছে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, অফিস, কৃষি সমবায় এবং উৎপাদকদের সমবায়ে মহিলাদের কমিশন আছে, আছে শহরের জেলাগুলি এবং গ্রামগুলিতেও যেখানে কোনো সমবায় নেই। ঐ সমস্ত কমিটি ও কমিশনগুলোর সদস্যরা আবার বিভিন্ন সরকারি এবং বে-সরকারি সংস্থাগুলিরও অন্তর্ভুক্ত এবং এঁরা মেয়েদের কাজকর্ম ও জীবনযাপনের পরিস্থিতি তথা তাঁদের জনজীবন সম্পর্কিত কার্যকলাপের বিভিন্ন সমস্যাবলীর সমাধানে ঐ সমস্ত সংস্থাগুলিকে সাহায্য করেন। মেয়েদের জীবন ও কাজের বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে আরও বেশি তথ্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যে জনমত যাচাই সহ বিভিন্ন সমীক্ষা চালানো হয়।

একটি প্রতিনিধিত্বমূলক রাজনৈতিক সংস্থা হল সোশ্যালিস্ট ইউনিটি ফ্রন্ট যার মধ্যে কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে পরিচালিত জনসাধারণের সমস্ত সংগঠনগুলি ঐক্যবদ্ধ এবং যা আর সি পি-কে ঘিরে জাতিসত্তা নির্বিশেষে সমস্ত সামাজিক গোষ্ঠী তথা সকল শ্রমজীবী জনতার ঐক্যবদ্ধ রূপটির মূর্ত প্রতীক। এন ডব্লিউ সি এই সোশ্যালিস্ট ইউনিটি ফ্রন্টেরই অনুমোদিত সংস্থা।

সোশ্যালিস্ট ইউনিটি ফ্রন্টের অন্তর্ভুক্ত অন্যান্য সংগঠনগুলির সঙ্গে আমাদের সহযোগিতা জনসাধারণের সঙ্গে আমাদের ঘনিষ্ঠ সংযোগকে নিশ্চিত করে এবং সমাজতান্ত্রিক এবং কমিউনিস্ট সমাজ গঠনে একটি প্রধান উপাদান হিসাবে সাধারণ্যে মেয়েদের ভূমিকা বৃদ্ধি করতে সাহায্য করে।

দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ, ঐতিহাসিক বস্তুবাদ এবং সমাজ বিকাশের বিষয়গত নিয়মবিধির ওপর প্রতিষ্ঠিত আর সি পি-র প্রধান মতাদর্শগত, তত্ত্বগত এবং রাজনৈতিক সনদগুলি তথা পার্টির কর্মসূচী আমাদের দেখিয়ে দেয় যে সমস্ত দিক থেকে প্রাগ্রসর একটি সমাজতান্ত্রিক সমাজ নির্মাণ করতে হলে, কমিউনিজমের দিকে রুমানিয়ার অগ্রগতি নিশ্চিত করতে হলে আমাদের কিভাবে অগ্রসর হতে হবে। প্রযুক্তি ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে আমাদের সঙ্গে অধিকতর প্রাগ্রসর দেশগুলোর যে পার্থক্য বিদ্যমান তাকে মুছে ফেলতে পারলে রুমানীয় সমাজটির ভবিষ্যৎ কোন রূপ পরিগ্রহ করবে তার একটি চিত্রও ঐ সনদগুলিতে বিধৃত হয়েছে, বর্ণিত হয়েছে আমাদের জনগণের সামাজিক, নৈতিক এবং সাংস্কৃতিক চরিত্রের কথা এবং সংজ্ঞা নির্দেশিত হয়েছে সেই সভ্যতার যার জন্য আমরা সাগ্রহ সচেষ্টতায় নিমগ্ন, যা পরিপূর্ণভাবে মনুষ্যত্বপূর্ণ এবং গণতান্ত্রিক একটি সভ্যতা যার ভিত্তিমূলে রয়েছে এমন এক জনগোষ্ঠী যাঁরা উপলব্ধি করেন যে নিজ নিজ স্বাধীনতা ও মঙ্গলের জন্য সমষ্টির স্বাধীনতা এবং মঙ্গল একটি প্রয়োজনীয় শর্ত।

সমাজের ক্রমবর্ধমান প্রয়োজন মেটানো এবং শ্রমজীবী জনতার বস্তুগত ও সাংস্কৃতিক মানটিকে উন্নত করার জন্য উৎপাদিকা শক্তিগুলোর দ্রুত উন্নতিসাধন এবং শিল্প ও কৃষির অগ্রগতি ও আধুনিকীকরণের জন্য প্রয়োজন হল মনুষ্যশক্তি সহ দেশের সম্পদসমূহের সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত সদ্ব্যবহার। আমাদের জনসংখ্যা এবং শ্রমশক্তি সংক্রান্ত নীতি পার্টির কর্মসূচীগত কাঠামোর সঙ্গে সঙ্গতি রেখে রচিত হয়েছে। কারণ পার্টি মানুষকে একটি গতিশীল উৎপাদনক্ষম সমাজের মৌলিক উপাদান বলে গণ্য করে। ২০ থেকে ২৫ বছরের জন্যে গৃহীত ঐ কর্মসূচীতে আমাদের নীতি হবে জনসংখ্যার স্বাভাবিক বৃদ্ধিকে সুনিশ্চিত করা। সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের সার্বিক প্রকাশ এমনভাবে রচিত হয়েছে যাতে জনসংখ্যা ও অর্থনৈতিক বিকাশ এবং ব্যক্তি ও সমাজের পারস্পরিক স্বার্থের মধ্যে সঠিক ভারসাম্য বজায় রাখা যায়। ১৯৯০ সাল নাগাদ আমাদের জনসংখ্যা ২ কোটি ৫০ লক্ষের কাছাকাছি পেঁছবে এবং সেই সময়ে আমাদের সক্রিয় শ্রমশক্তি প্রায় ১ কোটি পনেরো লক্ষে দাঁড়াবে বলে আশা করা হচ্ছে। কৃষি-ক্ষেত্র থেকে শিল্প এবং অন্যান্য অ-কৃষি ক্ষেত্রগুলিতে শ্রমিকদের সরে আসার প্রবাহটি চলতে চলতে ১৯৯০ সাল নাগাদ ৯৫ লক্ষের মতো শ্রমিক অথবা লাভজনকভাবে কর্মে নিযুক্ত জনসংখ্যার শতকরা ৮৫-৮৮ ভাগ শিল্প ও অ-কৃষিক্ষেত্রগুলিতে কর্মে নিযুক্ত থাকবেন। শ্রমমন্ত্রকের হিসাব অনুযায়ী ১৯৮০ সাল নাগাদ দশ লক্ষেরও বেশি মহিলা উৎপাদনের ক্ষেত্রগুলিতে কাজ করবেন এবং এই হিসাবটি কর্মনিযুক্তির সামগ্রিক বৃদ্ধির শতকরা প্রায় ৬০ ভাগের মতো জায়গা দখল করবে। কৃষিতে নিযুক্ত সমষ্টিকে শিল্প এবং অন্যান্য অ-কৃষি ক্ষেত্রগুলিতে টেনে আনার নীতি তথা উৎপাদিকা শক্তিগুলোকে যুক্তিসঙ্গতভাবে বণ্টনের ফলে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির ঝোঁক দেখা দেবে এবং তারই ফলশ্রুতিতে উন্নত হয়ে উঠবে জীবনধারণের মান। সামাজিক সচেতনতাকে একটি অত্যুচ্চ স্তরে উন্নীত করবার জন্য এবং একটি প্রাগ্রসর নৈতিকবোধ প্রতিষ্ঠিত করার জন্য বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের সঙ্গে সাংস্কৃতিক মানটিকে বিকশিত করার ব্যবস্থাবলী তথা বৈজ্ঞানিক প্রশিক্ষণকে যুক্ত করবার বিধান রাখা হয়েছে পার্টি কর্মসূচীতে। এর ফলে সমষ্টির উন্নতি বিধানে, ব্যক্তির অবদান তথা অপ্রতিহতভাবে ব্যক্তির নিজস্ব মতামত বা অধিকারকে তুলে ধরার ক্ষমতা বৃদ্ধি পাওয়া উচিত। কর্মসূচীতে বলা হয়েছে, "সমস্ত রকমের অর্থনৈতিক ও অন্যান্য সরকারী ব্যাপারাদির পরিচালনে মহিলাদের সক্রিয় এবং কার্যকর অংশগ্রহণের পক্ষে সর্বাপেক্ষা সুবিধাজনক পরিস্থিতি সৃষ্টি করবার জন্য পার্টি অধিকতর অধ্যবসায়ের সঙ্গে সাগ্রহ প্রচেষ্টা চালাবে।"

আমাদের পার্টির ধারণানুসারে আইনত গ্রাহ্য সমতাকে দৈনন্দিন জীবনের মধ্যে অভিব্যক্ত হতে হবে। কমিউনিস্ট সুলভ নৈতিকবোধ এবং ন্যায়পরায়ণতাকে আয়ত্ত করার জন্য প্রয়াস, নারী ও পুরুষ উভয়ের মধ্যে বিদ্যমান প্রতিকূল ধারণাগুলির অবসান ঘটানো, সমতা, পারস্পরিক শ্রদ্ধা, পারস্পরিক সহায়তা এবং সন্তানের পরিচালনে স্বামী ও স্ত্রীর সম-দায়িত্বের ভিত্তিতে একটি নতুন ধরনের পরিবার স্থাপনা এবং মেয়েদের সম্পর্কে একটি নতুন ভাবমূর্তি প্রতিষ্ঠার অভিপ্রায় পার্টির ঐ ধারণার মধ্যে দিয়ে পরোক্ষভাবে প্রকাশ পাচ্ছে। গৃহস্থালীর পক্ষে উপযুক্ত পরিবর্ত তথা নতুন ধরনের জীবন যাপনে সহায়ক সেবামূলক ব্যবস্থাদির অধিক পরিমাণ যোগানের দ্বারা মেয়েদেরকে ঘরকন্নার দুশ্চিন্তা থেকে ক্রমশ মুক্তি দেবার মাধ্যমেই প্রকৃত

সমতার প্রতিষ্ঠা সম্ভব। পার্টির কর্মসূচীতে এই ধারণাগুলিও সূত্রবদ্ধ হয়েছে।

সমাজতন্ত্রের অর্থই হল আরো বেশি পরিমাণে গণতন্ত্র এবং সরকারি ব্যাপারাদির পরিচালনে আরো বেশি পরিমাণে জনসাধারণের অংশগ্রহণ। আমদের দেশে প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রের পাশাপাশি বিকশিত হয়ে উঠছে প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র যার অর্থ হল সরকারে, সিদ্ধান্ত গ্রহণে এবং নিয়ন্ত্রণে জনসাধারণের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ। সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রকে প্রসারিত করার প্রয়াসও কর্মসূচীর বিধানগুলির মধ্যে অভিব্যক্ত—যে বিধান বলে নীতি-নির্ধারণ এবং সরকারি বিষয়ের পরিচালনে ভিন্ন ভিন্ন সামাজিক গোষ্ঠীগুলির সর্বাধিক সংখ্যকের একটি কার্যকর অবদান রাখতে উৎসাহিত করার জন্য সোশ্যালিস্ট ইউনিটি ফ্রন্ট এবং গণ-সংগঠনগুলিকে আবশ্যিকভাবে অধিকতর প্রয়াসী হতে হবে। এন ডব্লিউ সি তথা মহিলাদের বিভিন্ন কমিটি ও কমিশনগুলোর সরকারি ভূমিকাও যে এর ফলে বৃদ্ধি পাবে তা বলাই বাহুল্য।

রুমানিয়ার কমিউনিস্ট পার্টি বিশ্বাস করে যে, রুমানিয়াতে একটি সার্বিক, সমুন্নত সমাজতান্ত্রিক সমাজ এবং সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠিত হবে এমন একটা যুগে যখন সারা বিশ্ব পরিসরে বড় বড় বৈপ্লবিক, সামাজিক এবং জাতীয় পরিবর্তনসমূহ ঘটতে থাকবে এবং আরও বেশি বেশি জাতি সমাজতন্ত্রের পথে অগ্রসর হবে। আমাদের সমগ্র জাতি এ বিষয়ে স্থিরনিশ্চিত যে, জাতিসমূহের যৌথ সংগ্রাম শান্তি এবং আন্তর্জাতিক সহযোগিতার এক নতুন যুগের সূচনা করতে সক্ষম হবে। এক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক মহিলা আন্দোলনেরও ভূমিকা রয়েছে। এন ডব্লিউ সি শান্তি, ন্যায়বিচার এবং প্রগতির সংগ্রামে অন্যান্য দেশের মহিলাদের সঙ্গে সংহতি এবং বন্ধুত্বের এক নিবিড় সম্পর্ক রেখে চলে। আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে পার্টি যে নীতিসমূহকে প্রয়োগ করে তারই ওপর এন ডব্লিউ সি-র কার্যকলাপের ভিত্তি এবং আমরা বিশ্বশান্তি ও ঘনিষ্ঠতর সহযোগিতার সম্পর্ক স্থাপনের স্বার্থে সমস্ত সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির মহিলা সংগঠনগুলোর সঙ্গে একত্রে কাজ করি, কাজ করি সদ্য-স্বাধীন দেশগুলির মহিলাদের সঙ্গে, তাবৎ গণতান্ত্রিক এবং প্রগতিশীল মহিলা সংগঠনগুলির সঙ্গে একত্রে বন্ধুত্ব এবং সংহতির লক্ষ্য নিয়ে। উওমেনস ইণ্টারন্যাশনাল ডেমক্রাটিক ফেডারেশনের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য হিসাবে আমরা সর্বান্তঃকরণে কামনা করি যে এই সংগঠনটি শান্তি, স্বাধীনতা ও প্রগতির উপলব্ধিতে একটি সহায়ক শক্তি হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করুক। রাষ্ট্রসংঘের আন্তর্জাতিক নারীবর্ষের সমর্থনে রুমানিয়াতে একটি কর্মসূচী প্রতিপালিত হচ্ছে।

রুমানিয়ার নারীসমাজের সামনে ভবিষ্যতের যে স্বচ্ছ দৃশ্যপটটি রয়েছে তার দ্বারা তাঁরা নিজেদের দৈনন্দিন জীবনধারা ও সৃষ্টিশীল প্রচেষ্টায় উজ্জীবিতা হন। আর সি পি-র একাদশ কংগ্রেসের মতো ঐতিহাসিক ঘটনার প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলোর মধ্যে অন্যতম হল মহিলাদের কার্যকলাপের পরিসরে অর্জিত নতুন নতুন সাফল্য। রুমানীয় কমিউনিস্টদের এই সংস্থাটি সমাজতান্ত্রিক সম্পর্কসমূহকে এক উচ্চতর স্তরে উন্নীত করেছে এবং আমাদের অর্থনৈতিক সাফল্যগুলিকে সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছে দেবার পথ ও উপায়গুলিরও নির্দেশ দিয়েছে এবং এর ফলে জীবনযাত্রার মান অবিচলভাবে উন্নত হচ্ছে—যে-উন্নতি সাধন আমাদের পার্টি-নীতির মৌল নির্যাস, সমাজতন্ত্রের চূড়ান্ত লক্ষ্য। বিশ্ব-পরিসরে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠায় এবং সমাজতন্ত্র ও সাম্যবাদের বিজয়ে সমাজতান্ত্রিক রুমানিয়ার নারী সমাজ যে নিজেদের অবদান রাখবেন সে বিষয়ে কোনোই সন্দেহ নেই।

মেহনতী মানুষ—পোল্যাণ্ডের সাংবাদিকতার মুখ্য-চরিত্র

সমাজতান্ত্রিক দেশের ভ্রাতৃপ্রতিম পার্টিগুলির কেন্দ্রীয় সংবাদপত্রগুলির ওপর আলোচনার পূর্বানুবৃত্তি।(১) এখানে ট্রাইবিউনা লুডু পত্রিকার প্রধান সম্পাদক ও পোল্যাণ্ডের ইউনাইটেড ওয়ার্কার্স পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির বিকল্প সদস্য জোজেফ বারেস্কি সংবাদপত্রে কেমন করে মেহনতী মানুষ চিত্রিত হয় এবং পার্টির সম্পাদকরা যে সকল প্রাসঙ্গিক সমস্যাবলীর সম্মুখীন—সে বিষয়ে বলছেন। সাক্ষাৎকারটি লিপিবদ্ধ করেছেন ইয়েগর ইয়াকভলেভ।

প্রশ্ন ঃ উৎসর্গীকৃত শ্রমের আদর্শকে সমাজতান্ত্রিক পত্র-পত্রিকা সবসময়ই জনপ্রিয় করেছে। এ বিষয়ে আপনিও লিখেছেন। কিন্তু যদি আপনার এবং আমার কুড়ি বছর আগে দেখা হত, তাহলে নিশ্চয়ই এ সমস্যার ভিন্নভাবে মোকাবিলা করতাম। উদাহরণস্বরূপ, পত্র-পত্রিকার বিশ্লেষকরা লক্ষ্য করেছেন যে, যখন সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা নিজের পায়ে দাঁড়াচ্ছিল এবং পরিমাণগত মাত্রাকে চূড়ান্ত অগ্রাধিকার দেওয়া হত তখন জনসাধারণ ও সাংবাদিকদের মনোযোগ নিবদ্ধ ছিল—কেমন করে খনি শ্রমিক, ইস্পাত বা সুতাকল শ্রমিকরা তাদের ধার্য কাজের থেকে অতিরিক্ত কাজ সম্পন্ন করে সেই দিকে।

সমাজতান্ত্রিক গোষ্ঠীর অর্থনৈতিক উন্নয়নের বর্তমান পর্যায় শিল্পোৎপাদন বাড়ানো ও সঙ্গে সঙ্গে উপাদানের গতি তীব্র করার বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল। পত্র-পত্রিকা এর ফলাফলের মূল্যায়ন করে এবং যে প্রয়াস ও মূল্যে এগুলো অর্জিত হয়েছে তা-ও দেখায়। কেবল শ্রম দিয়ে মানুষ জীবন যাপন করে না, পত্রিকার কলামগুলো এখন আরও পর্যাপ্ত পরিমাণে শ্রমিকদের নৈতিক ভাবমূর্তি, তার দৈনন্দিন চাহিদা ও সাংস্কৃতিক প্রয়োজনের দিকে একান্ত নজর দেয়।

এই প্রবণতা ট্রাইবিউনা লুডুর স্তম্ভে কি ভাবে প্রতিফলিত হয়?

উত্তর ঃ সমাজতান্ত্রিক গোষ্ঠীভুক্ত দেশগুলোর প্রধান সামাজিক-অর্থনৈতিক প্রক্রিয়াগুলোর সাদৃশ্য আমাদের পার্টির পত্র-পত্রিকাগুলোর তুলনামূলক বিচারে সাহায্য করে। পোল্যাণ্ড ও অপরাপর ভ্রাতৃপ্রতিম দেশগুলোর আর্থব্যবস্থায় ব্যাপকতার থেকে নিবিড়তার উপাদানগুলিই বরং বেশি বেশি করে প্রধান হয়ে উঠছে। পোল্যাণ্ডের ইউনাইটেড ওয়ার্কার্স পার্টির ষষ্ঠ কংগ্রেসে ১৯৭১ সালে গৃহীত উন্নয়নের কর্মনীতি সমাজতন্ত্র গঠনের বর্তমান পর্যায়ের বিশেষ উদাহরণ ঃ উৎপাদনী শক্তিসমূহ ও উচ্চতর উৎপাদনশীলতার গতি আরও ত্বরান্বিত করে জীবনযাত্রার মান সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থার উন্নতিসাধন। সমাজতান্ত্রিক নির্মাণ কার্যের গতি বৃদ্ধি করা ও সামাজিক-আর্থনীতিক লক্ষ্যগুলোর পরস্পর নির্ভরশীলতার ওপর নির্ভরশীল এই কর্মনীতি দেশের প্রতিটি নাগরিক হৃদয়ঙ্গম করে ও গ্রহণ করে। এই কর্মনীতি গণ-উদ্যোগ গড়ে তোলার সম্ভাবনা সৃষ্টি করে। স্বাভাবিকভাবেই এর দ্বারা পত্রিকার দৃষ্টিভঙ্গিও নির্ধারিত হয়। কিন্তু পার্টির পত্র-পত্রিকা বিচারের ক্ষেত্রে ছকবাঁধা পরিকল্পনা এড়াতে হলে পার্টির যে লক্ষ্য আমরা বাস্তবায়িত করতে চাই তার আকার ও পদ্ধতি নির্ধারণ করেঃ এমন নির্দিষ্ট অতীত ও বর্তমানের উপাদানগুলোও সম্ভবত আমাদের বিবেচনা করা উচিত।

"জনগণের জন্য, জনগণের দ্বারা"—এই পার্টি শ্লোগানের মধ্যে পোল্যাণ্ডের পত্র-পত্রিকার উদ্দেশ্য ব্যক্ত হয়েছে। জনগণের জন্য কাজ করতে চাওয়াই যথেষ্ট নয়; শুধুমাত্র জনস্বার্থেই নয়, গণ-উদ্যোগ বাড়াতে হলে তোমাকে জনগণের সঙ্গে কাজ করতে হবে। এটাই হচ্ছে পার্টি পরিচালনার পরীক্ষিত নীতি, এ থেকে কোনোপ্রকার বিচ্যুতি সমাজতান্ত্রিক গঠনকার্যের পক্ষে ক্ষতিকর। "জনগণের জন্যে ও জনগণের দ্বারা" বলতে আমরা মূলত "শ্রমিকশ্রেণীর জন্য ও শ্রমিকশ্রেণীর দ্বারা" বোঝাই। শ্রমিকদের সঙ্গে সুদৃঢ় বন্ধনের ওপর আমাদের নীতি কেন্দ্রীভূত। পার্টি শ্রমিকশ্রেণীর ওপর নির্ভর করে এবং সমস্যার ব্যাপক ও উন্নত সমাধানের জন্য শ্রমিকশ্রেণীর সমৃদ্ধ অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান কাজে লাগায়। বড় বড় শিল্পকেন্দ্রের শ্রমিকসংস্থা-সমূহই পার্টির সৌধ।

শ্রমিকশ্রেণীর সম্পর্কে ট্রাইবিউনা লুডু যে বহু বিবরণ প্রকাশ করে তাতে ঘটনার অংশবিশেষ মাত্র প্রকাশিত হয়। স্তম্ভের সংখ্যা এমনকি রিপোর্টের উৎকর্ষের দিক, শ্রমিকদের জীবনের নানাদিক বা শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বমূলক ভূমিকা সম্পর্কে তাত্ত্বিক লেখাগুলোই আসল বিষয় নয়। আমাদের প্রকাশিত সকল ঘটনার মর্মবস্তু, তা সে অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক অথবা শিক্ষাগত যাই হোক না কেন,—সব কিছুর মধ্যে আমরা শ্রমের মর্মকে অনুসন্ধান করি।

উদাহরণস্বরূপ, আন্তর্জাতিকতাবাদ সম্পর্কে লিখতে গিয়ে সমাজতান্ত্রিক গোষ্ঠীকে সংহত ও সমাজতান্ত্রিক সংযোজনকে বাস্তবায়িত করার জন্যে সোভিয়েত ইউনিয়ন

---

১ প্রাভদার প্রধান সম্পাদক এম্ জিমিয়ানিন ও রাবোৎনিচেস্কো ডেলোর প্রধান সম্পাদক জি বোকভের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের জন্য **শান্তি, স্বাধীনতা ও সমাজতন্ত্রের** আগস্ট ও নভেম্বর ১৯৭৪ সংখ্যা দেখুন।

ও অপরাপর সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোর সঙ্গে আমাদের সম্পর্কের ক্ষেত্রে শ্রমিকশ্রেণীর মুখ্য ভূমিকা আমরা তুলে ধরি। আন্তর্জাতিক শ্রমিকশ্রেণীর সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী লড়াই অথবা তার বিপ্লবী পুনর্গঠনের সংগ্রামের কথা লিখতে গিয়ে বিশ্ব শ্রমিকশ্রেণীর সঙ্গে পোল্যাণ্ডের শ্রমিকশ্রেণীর সংহতির অনুভূতিকে আমরা জোরালো করে তুলি।

শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বমূলক ভূমিকার ওপর জোর দিলেও, আমরা কখনও কৃষকশ্রেণী ও নানাবিধ সামাজিক গোষ্ঠীকে আমাদের দৃষ্টির বাইরে যেতে দিই নি। গ্রামেও বড় বড় পরিবর্তন হয়েছে। কৃষকেরা কৃষিকার্যে ও সামাজিক প্রগতিতে আরও এগিয়ে যেতে চায়।

উৎপাদন ক্ষেত্রে, রাজনৈতিক ও জনজীবনে শ্রমিকশ্রেণী ও বুদ্ধিজীবীদের সম্পর্কে আমরা লিখে থাকি। আমরা দেখাই কেমন করে শ্রমিক, কারিগর, ইঞ্জিনিয়ার, গবেষক ও বিজ্ঞানীদের মধ্যে ঐক্য গড়ে ওঠে এবং এটা যে এক পক্ষের ব্যাপার নয় তা-ও আমরা জোর দিয়ে বলি। এর ফলে শ্রমিকশ্রেণী ও বুদ্ধিজীবীদের শ্রেষ্ঠ মূল্যবোধ ও ঐতিহ্যকে আয়ত্ত ও সমন্বয় সাধন করে একটি জনগোষ্ঠীর সৃষ্টি হয়।

যাদের শ্রমে জাতি উপকৃত হয় সেই সব মানুষ সম্পর্কে আমরা লিখি। বিজ্ঞান, সংস্কৃতি, পরিচালন সংক্রান্ত ব্যবস্থাবলী, ও সেবামূলক কাজের ক্রমবর্ধমান গুরুত্বসহ বর্তমানকালের সঙ্গে এটা সংগতিপূর্ণ। এর প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে বিবেকবুদ্ধিপূর্ণ কাজ ও উন্নত নাগরিক দৃষ্টিভঙ্গির বহু দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়।

ষষ্ঠ পি ইউ ডব্লিউ পি কংগ্রেসের প্রস্তাবে বলা হয়েছে যে, "উৎপাদনের দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে শ্রম ও বিবেকী যোগ্যতাকে সামাজিক আদর্শের স্তরে উন্নীত করতে হবে—সকল ধরনের সাংবাদিকতার এটাই হল কাজ।" জনগণের উপকারে লাগার বোধের ওপর গুরুত্ব সহকারে শ্রমকে শ্রমিকের সৃজনশীল কাজের আনন্দে পরিণত করার স্তর এখনও সম্পূর্ণ হয় নি। ভালো কাজের প্রচার ও প্রত্যেক পেশার সত্যিকারের সাধারণ স্বীকৃতির মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। তরুণ শ্রমিক ও কৃষকের সামাজিক মর্যাদা উন্নত করতেই হবে, এবং দোকানের সহকারীর কাজ, সেবামূলক শিল্প ও অফিসের কাজকে আরও জনপ্রিয় করতে হবে।

কাজের শর্তাবলীর বিচার-বিবেচনা ও ফলাফল মূল্যায়নের দৃষ্টিভঙ্গি পালটে গেছে। পরিবর্তনশীল সময়ের জন্যেও এটা ঘটেছে। যেহেতু গভীরতাই হচ্ছে আজকের দিনের নিয়ম, তাই শুধু পরিমাণগত ফলের মধ্যেই আমরা আমাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখতে পারি না, অর্থনৈতিক সূচকগুলোর সবটাই বিবেচনার মধ্যে নিতে হবে। তথাপি কুশলী, ও উচ্চ-উৎপাদনশীল শ্রমের কথা বলা অর্থহীন হবে যদি আমরা কাজের শর্তাবলী অথবা তার বৈষয়িক ও সামাজিক দিকগুলো উপেক্ষা করি। মজুরি, শ্রমের নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য, সামাজিক প্রগতি, জনস্বাস্থ্য, বিশ্রাম, পর্যটন ও আমোদ-প্রমোদ—এসব যা কিছু মেহনতী মানুষ ও তার পরিবারের জীবনযাত্রা ও কাজের জন্য প্রয়োজন—আমরা সাম্প্রতিককালে এই সব প্রশ্ন আলোচনার জন্যে পত্রিকায় অনেকখানি স্থান দিচ্ছি ও এদিক আমাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ করছি।

উপরন্তু, অর্থনৈতিক প্রক্রিয়াগুলির কার্যধারা ব্যাখ্যা করা, এবং জাতির অর্থনৈতিক বিকাশের সঙ্গে ব্যক্তি-শ্রমের যোগসূত্র স্থাপন করা পত্রিকার কাজ। বহু প্রচারাভিযানের এটা একটা বিষয় ছিল। উৎপাদন বৃদ্ধি ও কারিগরী ও পরিচালনা সংক্রান্ত অগ্রগতির গতিবেগ বাড়ানোর সম্ভাবনা দেখিয়ে "সময়ের মূল্য" প্রচারাভিযানের কথাই ধরা যাক। আমরা দেখাতে চাই যে সাম্প্রতিককালের ভালো ফলগুলো সমাজতান্ত্রিক নির্মাণকার্যের সম্ভাব্যতার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। প্রত্যেকটি কাজের ক্ষেত্রে সময়ের যুক্তিযুক্ত ব্যবহার বিচার করে, সমাজতান্ত্রিক বিকাশের পরিবেশে সময়ের উপাদানটি উপলব্ধি করতে পাঠককে আমাদের লেখকরা সাহায্য করেন।

সমাজতান্ত্রিক আর্থব্যবস্থার উন্নতিবিধানের জন্য সৈনিক হতে হলে অর্থনৈতিক জ্ঞান হচ্ছে প্রত্যেক শ্রমজীবীর পক্ষে প্রাথমিক শর্ত। জনমানসের পরিবর্তন প্রয়োজন। ব্যাপকতা থেকে নিবিড়তার দিকে পরিবর্তনের মতোই এ পরিবর্তনও সুদূরপ্রসারী। এই ব্যাপক ও দীর্ঘমেয়াদী শিক্ষামূলক প্রকল্পগুলির দ্বারা আমরা যে ফললাভ করতে চাই তা হচ্ছে কাজ ও পারিপার্শ্বিক বাস্তবতার প্রতি আরও সচেতন, গঠনমূলক ও সৃজনশীল দৃষ্টিভঙ্গি।

সমাজতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলার জন্য সংবাদ-পত্র মনকে অবশ্যই উদ্দীপিত করবে। আমরা একটা পরিবেশ সৃষ্টি করেছি যেখানে ঔদাসীন্য অতিক্রম করার প্রয়াস জীবনের রীতি হয়ে দাঁড়িয়েছে। সেজন্য উন্নত দায়িত্ববোধের সঙ্গে যারা শ্রম, দক্ষতা ও উদ্যোগের মিলন ঘটায় পত্রিকা তাদের কথা লেখে। এই সঙ্গেই আমরা ঔদাসীন্য অবসানের বিরুদ্ধে প্রচারাভিযান সুরু করেছি।

আচরণের মান হিসাবে, উদাসীনতা হচ্ছে সমাজকে কম দিয়ে বেশি নেওয়ার উদ্দেশ্যপূর্ণ প্রয়াস। শেষ বিচারে, এটা এক ধরনের সামাজিক সুবিধাবাদ—যা জনগণকে তাদের সৃষ্ট জাতীয় সম্পদ থেকে বিচ্ছিন্ন করে। আমরা দেখাতে চাই যে ঔদাসীন্য একজনের ব্যক্তিগত জীবনের সীমানা ছাড়িয়ে সামাজিকভাবে ক্ষতিকর হয়ে ওঠে। আমাদের সাংবাদিকতা, পরিবার ও বিদ্যালয়ের শিক্ষা ও যুবজনের সমস্যাবলীর ওপর প্রবন্ধাবলীর অন্যতম লক্ষ্য হচ্ছে উদাসীনতার কলঙ্কিত মূর্তিকে প্রকাশ করা। আমরা পত্রিকায় পুঁজিবাদী জীবনধারার আত্মিক দারিদ্র্য তুলে ধরি এবং সমাজতান্ত্রিক আদর্শগুলির সঙ্গে এর তুলনা করি।

সংক্ষেপে, আমরা জিজ্ঞাসা করতে পারি : ট্রাইবিউনা লুডুর বিশেষ বিভাগটা কী? এটা হল শ্রমিকশ্রেণীর পটভূমি—যা পত্রিকাটির বিষয়বস্তু ও দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে প্রকাশ পায়। এটা হচ্ছে মেহনতী মানুষ, তার মতামত ও চাহিদার প্রতি আমাদের বিচার-বিবেচনার দিক। আমাদের পাঠকদের সঙ্গে যেখানে আমরা সম্মেলন করেছিলাম সেই ওয়ারশ কারখানার একজন শ্রমিকের সানন্দ মূল্যায়ন আমাকে উদ্ধৃত করতে দিন। তিনি বলেন : "কাগজটি যে তার বেশিরভাগ জায়গা শিক্ষা, সংস্কৃতি ও অবসরের মতো বিষয় সহ শ্রমিকশ্রেণীর জন্য ব্যবহার করে এটা আমার ভালো লাগে। আমরা দেখি মানুষ ও পাঠক হিসাবে কাগজটি যে আমাদের মর্যাদা দেয়।" "শক্তির অবস্থান থেকে এর যুক্তিগুলো উপস্থাপিত হয় না। লেখকগণ ও সম্পাদকরা আমাদের বোঝাতে চান এবং পাঠক লেখকের দ্বারা সম্মানিত হলে পাঠকও লেখককে সম্মান করে। এটাই আমাদের আস্থার উৎস।"

প্রশ্ন : জনগণতান্ত্রিক ক্ষমতা প্রতিষ্ঠার গোড়ার দিকের খ্যাতনামা শ্রমবীরদের কাহিনী সম্প্রতি আপনাদের পত্রিকায় লেখা হয়েছে। এসব কাহিনীর উদ্দেশ্য কী?

আপনারা কি বর্তমানের মানদণ্ডে গোড়ার দিকের

সম্মুখসারির শ্রমবীরদের মূল্যায়ন করতে চান? সমাজতান্ত্রিক সমাজের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি সম্পর্কে বর্তমান ধারণার সঙ্গে তাদের ভাবমূর্তি কি খাপ খায়?

উত্তর ঃ এই কাহিনীগুলো তথ্যমূলক বিবরণের অত্যন্ত কাছাকাছি। অতীতে এ ধরনের বর্ণনামূলক কাহিনীগুলো ছিল প্রায় আদিম প্রকৃতির। ভালো শ্রমিকদের পার্শ্বচিত্রগুলো ছিল সাধারণত ভাসাভাসা তারই প্রতিবিধান আমরা করতে চাই।

যুদ্ধোত্তরকালের গোড়ার দিকের শ্রমবীরদের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন ছাড়াও, আমাদের বিশেষ আলোচনামূলক কাহিনীগুলো আনুগত্য ও আত্মত্যাগের মতো সমাজতান্ত্রিক চরিত্রের প্রয়োজনীয় গুণাবলীর ওপর জোর দেয়। ব্যক্তি-মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি আমাদের সময়ের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা। উদাসীনতা বা উৎসর্গীকৃত শ্রম, ভালো বা মন্দ কাজ, শৃঙ্খলা বা ঔদাসীন্য—এই বিষয়গুলো আমাদের যে পাঠকদের আলোচনায় আহ্বান করি তাদের সঙ্গে আলোচনার ব্যাপক সুযোগ করে দেয়।

মাঝে মাঝে কমিউনিস্ট-বিরোধীরা সমাজতন্ত্রের পরস্পর-বিরোধী কিন্তু তর্কাতীতভাবে সুসঙ্গত ও ঊর্ধ্বমুখী বিকাশকে অক্টোবর বিপ্লবের সময় থেকে পরস্পর-বিরোধী কালপর্বে ভাগ করতে চায়। নতুন সমাজ গঠনে অপরিহার্য বাধাগুলোকে চূড়ান্ত করে তোলার জন্য তারা সময়ের ধারাবাহিকতাকে নষ্ট করে। সাম্যবাদ নির্মাতাদের পরম্পরাগত—প্রজন্মের বিপ্লবী ধারাবাহিকতা থেকে অস্বীকার করাই তাদের চূড়ান্ত লক্ষ্য।

ইতিহাস-বিরোধী এই ধারণাকে প্রতিহত করার জন্য আমরা অতীতের দিকে মুখ ফেরাই এবং আমাদের বিপ্লবের প্রথম দিনগুলোর সঙ্গে বর্তমানের যোগসূত্র স্থাপন করি। ঘটনাবলী ও অভিজ্ঞতার বস্তুনিষ্ঠ বিশ্লেষণ করি, তার ফলে আমরা পাঠকদের আন্তরিক সমর্থন পাই। কিছুদিন আগে, ঐতিহ্যপূর্ণ **ট্রাইবিউনা লুডুস** উৎসবে, প্রথম দিকের যেসকল শ্রমবীরদের সম্পর্কে পত্রিকা একদা লিখেছিল তাঁদের অভিনন্দন জ্ঞাপন করে সম্পাদকরা আলোচনা সভা উদ্বোধন করেন। শ্রোতৃমণ্ডলী উল্লাসের সঙ্গে সাড়া দেন।

প্রথম শ্রমবীরেরা ভিন্ন পরিস্থিতিতে কাজ করেছেন। তাদের উৎপাদনের সমস্যা ছিল আমাদের থেকে ভিন্ন। কিন্তু তাদের যে গুণটি আমাদের যুববদের মধ্যে লালন করতে চাই তাহল—কাজের প্রতি সমাজতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি। এ সকল মানুষের কাহিনী আমাদের তরুণ-তরুণীদের বহু প্রশ্নের উত্তর যোগায় ঃ জীবনের অর্থ, সমাজে ব্যক্তির স্থান, কাজের উদ্দেশ্য এবং দেশের ইতিহাসে ব্যক্তিবিশেষের প্রভাব।

আমরা নিজেদের শুধু ইতিহাসেই আবদ্ধ করি না। আমাদের সম্পাদকের সেই সকল কর্মপ্রয়াসের ওপরই আলোচনা শুরু করি—আমাদের বর্তমানকালের শ্রমবীরদের যার মতো হওয়া উচিত। লেনিন খনিতে এ ধরনের একটি আলোচনায় স্থানীয় পি ইউ ডবলিউ পি কমিটির প্রথম সম্পাদক, জান কানিয়া বলেন, "আমাদের বীর কোনো স্মৃতিস্তম্ভ নয়, বরং উদ্বেগ ও সমস্যাযুক্ত একজন জীবন্ত মানুষ। যে নিজেকে নিয়ে কখনই সম্পূর্ণ তৃপ্ত নয় এমন একজন অনুসন্ধানী এবং পারিপার্শ্বিক দুনিয়া সম্পর্কে যার রয়েছে সমালোচনার দৃষ্টি।" এ ধরনের বিবৃতি, বিশেষ আলোচনামূলক কাহিনী, প্রতিবেদন ও বিশ্লেষণমূলক প্রবন্ধাবলী ও সম্পাদকের প্রতি চিঠি আমাদের সমকালীন বাস্তবতার এক নানা বর্ণের চিত্র সৃষ্টি করে। আমাদের পাঠকদের মধ্যে সাড়া জাগায় এবং ইতিবাচক প্রভাব ফেলে।

উদীয়মান প্রজন্মের পক্ষে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে অগ্রগামী শ্রমিক ও তাদের সক্রিয় দৃষ্টিভঙ্গির দৃষ্টান্ত। তরুণ সমাজে তার স্বীকৃতি ও প্রতিষ্ঠা চায়। তাদের উন্নীত করা সম্পর্কে আমরা ধারাবাহিকভাবে প্রবন্ধ লিখে চলেছি। আমাদের দেশের, সমাজতন্ত্রের সঙ্গে ব্যক্তিজীবনের যোগসূত্র স্থাপন করে, আমরা দেখাই যে আমাদের সমাজে অগ্রগতি ও কর্মজীবনে উন্নতির ভালো সুযোগ বর্তমান। সমাজ-তান্ত্রিক নির্মাণকার্যে সহায়ক দক্ষতা, বিবেকীকাজ ও উচ্চ ব্যক্তিগত গুণাবলী নির্ভর কর্ম জীবনের উন্নতিবিধানের সকল সম্ভাব্য সুযোগ পার্টি ও সরকার সৃষ্টি করে। শুধুমাত্র কি তারা হতে চায় তাই নয়, কেমন করে তা হতে পারে সেই উত্তরও যাতে আমাদের পাঠকরা পায় তা-ও আমরা চাই।

প্রশ্ন ঃ লোকে বলে পোল্যাণ্ডের শ্রমিকশ্রেণী তিনদিক থেকে তরুণ; জনসংখ্যার দিক থেকে প্রতি দুইজনে একজন শ্রমিক ৩০ বছরের নিচে; সামাজিকভাবে বেশিরভাগ শ্রমিকই কৃষক পরিবার থেকে এসেছে; এবং শেষত, কারিগরীবিদ্যার দিক থেকে, জনগণতান্ত্রিক শাসনকালে স্থাপিত বা পুনর্গঠিত শিল্পে বেশি বেশি করে মানুষ নিযুক্ত হয়েছে। **ট্রাইবিউনা লুডুতে** কেমন করে এগুলো প্রতিফলিত হয়?

উত্তর ঃ প্রথমত, আজকের পোল্যাণ্ডের শ্রমিকশ্রেণীর গঠন সম্পর্কে পাঠকদের স্পষ্ট ধরণা দেওয়া প্রয়োজন। শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বমূলক ভূমিকা ছোট করে দেখার ক্ষতিকর ফলাফল আমরা সকলেই জানি, আবার এর অভ্যন্তরীণ প্রক্রিয়াকে অতি সরলীকরণ বা অবাস্তবভাবে বড় করে তোলাও ঠিক নয়। আমরা জোর দিয়ে বলি যে সামগ্রিকভাবে শ্রমিকশ্রেণীই হচ্ছে সমাজতান্ত্রিক জীবনধারার অগ্রদূত এবং এই শ্রেণীর জীবনে যে গুণগত পরিবর্তন ঘটছে সেগুলো লক্ষ্য করি। জনগণতান্ত্রিক পোল্যাণ্ডের জন্ম ও শিক্ষিত তরুণদের শ্রমিকশ্রেণীতে প্রবেশ কয়েক বছর ধরে দেখা গেছে। তারা আধুনিক কারিগরী বিদ্যায় সুশিক্ষিত জানাশোনা তরুণ-তরুণী। কিন্তু অনেকেরই শ্রমিকশ্রেণীসুলভ মানসিকতার অভাব আছে এবং তাদের যৌথ কাজের অভ্যাস অর্জন করতে হবে। দশ লক্ষ শিল্পশ্রমিক হচ্ছে কৃষি খামারের মালিক—তারা গ্রাম থেকে কাজ করতে আসে। শিল্প শ্রমিকের চরিত্রের ওপর এবং কৃষির অবস্থানের ওপর এর প্রভাব আছে। তথাপি শ্রমিকশ্রেণীর মূল অংশ ও তার নতুন সভ্যদের মধ্যে বড় ও ছোট কারখানার শ্রমিকদের মধ্যে, পুরানো ও নতুন শ্রমিকশ্রেণীর অধ্যুষিত কেন্দ্রের মধ্যে তফাত আছে। সমস্যাবলীর অতি সরলীকরণ ছাড়াই পত্রিকা খোলাখুলিভাবে আলোচনা করে এবং পাঠকবর্গকে আলোচনায় অংশগ্রহণে আমন্ত্রণ জানায়।

তরুণদের মতামত গঠন সম্পর্কে আমি এই কথাটা বলতে চাই। পার্টি দেশের দীর্ঘমেয়াদী বিকাশের ধারণা তুলে ধরেছে। এটি সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রগতির জন্য প্রয়োজন এবং সমাজতান্ত্রিক চেতনা সৃষ্টির জন্যে একান্ত জরুরী। একবিংশ শতাব্দীর ভিত্তিভূমি আজ স্থাপিত হচ্ছে। তরুণ প্রজন্মের কাছে নতুন দিগন্ত খুলে দিতে পারে এবং কেমন করে এ বহুমুখী প্রয়োজন মেটাতে পারে এমনভাবে সমাজতান্ত্রিক পোল্যাণ্ডের ভবিষ্যতের চিত্র উপস্থাপিত করা খুব গুরুত্বপূর্ণ। ভবিষ্যতের জন্য কি

দেয় এদিক থেকেই আমাদের দৈনন্দিন সাফল্যগুলির বিচার করা উচিত। আমরা আমাদের অসুবিধাগুলোকে এড়িয়ে যেতে চাই না এবং দেখাতে চাই কেমন করে সেগুলো অতিক্রম করা যাবে।

যে তরুণরা ক্রমবর্ধমানভাবে পোল্যাণ্ডকে গড়ে তুলছে তাদের শুধুমাত্র ভবিষ্যতের প্রতি দৃষ্টি থাকবে তা নয়, তারা জনগণের বিপ্লবী অতীতকে জানবে ও সে সম্পর্কে গৌরববোধ করবে। ১৯০৫ সালের বিপ্লবের ৭০তম বার্ষিকী উদযাপন করতে গিয়ে পোল্যাণ্ডের শ্রমিকশ্রেণী ও তার পার্টি সারা বিশ্বে পরিচিত পোল্যাণ্ডের বিপ্লবীদের, বীরদের কীর্তিকে তুলে ধরে।

প্রশ্ন ঃ সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোর ভ্রাতৃপ্রতিম পার্টিগুলোর জাতীয় দৈনিকের সম্পাদকদের সঙ্গে অপর সাক্ষাৎকারে, লক্ষ লক্ষ মানুষের যৌথ সংগঠন ও আলোচনা মঞ্চ, অর্থাৎ জনগণের মত নির্ধারণের মাধ্যম হিসাবে লেনিনের সংজ্ঞার কথা আমরা উল্লেখ করি। লেনিনের সংজ্ঞায় আপনার পত্রিকা কিভাবে সমাজতন্ত্র গঠনে লক্ষ লক্ষ মেহনতী মানুষের যৌথ অভিজ্ঞতার থেকে সিদ্ধান্ত টানে?

উত্তর ঃ পার্টি পত্রিকা তখনই যৌথ সংগঠক হতে পারে যদি এ সঠিকভাবে যাকে বলে তলা ও ওপরের তথ্যধারার মধ্যে ভারসাম্য স্থাপন করতে পারে। "অধস্তন কমিটির প্রতি নির্দেশাবলী দেওয়ার উদ্দেশ্যে একমুখী নির্দেশ কখনই পার্টির পক্ষে প্রকৃত সহায়ক হতে পারে না। কেন্দ্রীয় কমিটির পত্রিকা হিসাবে **ট্রাইবিউনা লুডু** মূল কর্তব্য বিশ্লেষণ করে ও চলতি সমস্যাবলী বিশ্লেষণ করে পার্টির প্রদত্ত নির্দেশাবলী প্রকাশ করে। কিন্তু সেটাই সব নয়।

রাজনৈতিক ব্যুরো **ট্রাইবিউনা লুডুকে** পার্টি নেতৃত্ব ও মেহনতী মানুষের মধ্যে স্থায়ী যোগসূত্র হিসাবে বর্ণনা করেছেন। এ থেকে এটা প্রমাণ হয় যে আমরা আরও প্রামাণ্যভাবে ও ব্যাপকতার সঙ্গে মেহনতী মানুষের মতামত ও মনোভাব অবশ্যই উপস্থাপিত করব। কেন্দ্রীয় কমিটির কাছে এটা আমাদের দায়িত্ব।

বহুবিধ সমস্যার ওপর মন্তব্য করার জন্য আমরা অবিরত শ্রমিকদের বিশেষত বড় বড় কারখানা থেকে শ্রমিকদের আমন্ত্রণ করি। মূল সামাজিক ও অর্থনৈতিক সিদ্ধান্তগ্রহণে শ্রমিকদের অংশগ্রহণ করানোর পার্টি নির্দেশ কার্যকর করার উদ্দেশ্যে আমরা বহু আলোচনার উদ্যোগ নিই ও উন্নয়ন পরিকল্পনায় পাঠকদের মতামত আহ্বান করি। আমাদের শ্রমিকদের অর্জিত মূল্যবান অভিজ্ঞতা এই আলোচনার মধ্যে প্রকাশ পায়।

এইভাবে, পার্টি পত্রিকার পারস্পরিক যোগসূত্র সংক্রান্ত লেনিনের তত্ত্ব বাস্তবে রূপ নেয়। গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তগ্রহণে জনগণের মতামত ও তাদের মনোভঙ্গি পত্রিকা উপস্থাপিত করে। এবং এটাও সিদ্ধান্ত কার্যকর করার জাতীয় প্রয়াস সংগঠনের কাজের অংশ। পি ইউ ডব্লিউ পি-র কেন্দ্রীয় কমিটির প্রধান সম্পাদক এডওয়ার্ড গিয়েরেক বলেন, "পোল্যাণ্ডের উন্নয়ন পরিকল্পনায় প্রত্যেক পার্টি সদস্য, প্রত্যেক নাগরিক, প্রত্যেক শ্রমিক, কৃষক অথবা বুদ্ধিজীবীর অংশ দেওয়ার উদ্দেশ্যে আমাদের প্রয়োগের ধারার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলির কাজের উন্নতিবিধান ও রাজনৈতিক কার্যকলাপ চালিয়ে যেতে হবে। আমাদের পরিকল্পনার কর্মসূচীতে জনগণের যৌথ জ্ঞানকে বাস্তবায়িত করার এইটি একমাত্র উপায়। প্রত্যেক নাগরিকের কাজ করার আকাঙ্ক্ষাকে জাগ্রত করার ক্ষেত্রে এটা আমাদের অপরিহার্য কর্মসূচী।

প্রশ্ন ঃ শুধুমাত্র ইতিবাচক দৃষ্টান্তই শ্রমের প্রতি সমাজতান্ত্রিক মনোভাবকে উৎসাহিত করে না। নেতিবাচক ঘটনাবলীকে প্রকাশ করে আমাদের পত্রিকা সেগুলো দূর করার দিকে সামাজিক প্রচেষ্টাকে পরিচালিত করে ব্যক্তিবিশেষের কাজের জন্য ও দেশের অগ্রগতির জন্য সুতীব্র দায়িত্ববোধ হচ্ছে সমাজতান্ত্রিক চরিত্রের প্রয়োজনীয় বৈশিষ্ট্য। যাই হোক, বিষয়গুলো শুধুমাত্র শ্রমিকের ওপর নির্ভর করে না। তার নিজের কোনো ত্রুটি না থাকলেও মাঝে মাঝে শ্রমিক তার ওপর প্রদত্ত কর্মভার সম্পন্ন করতে পারে না। অপরদিকে নিজের ঔদাসীন্য ও উদ্যোগহীনতা ঢাকতে প্রায়ই তথাকথিত বাস্তব পরিস্থিতিকে ব্যবহার করা হয়। বর্তমান অবস্থা বিচার করে কেমনভাবে দায়িত্ববোধের চূড়ান্ত মাপকাঠি স্থির করা হবে?

উত্তর ঃ সমালোচনা আমাদের পত্রিকার একটা স্থায়ী বৈশিষ্ট্য, তবু এটা যে যথেষ্ট করা হয় তা বলতে পারব না। আমাদের পাঠকবর্গের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতর সংযোগ স্থাপনে এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এবং এটা কেন্দ্রীয় কমিটি ও পার্টি সংগঠনগুলোর দ্বারা সমর্থিত হয়।

পোল্যাণ্ডের পত্র-পত্রিকার সমালোচনার প্রকৃতি আমাদের সমাজ বিকাশের একটা দিক প্রতিবিম্বিত করে যাকে সমাজের দায়িত্বের গণতন্ত্রীকরণ বলে বর্ণনা করা যেতে পারে। একথা বলা ঠিক যে কতকগুলো বিষয় শ্রমিকের ওপর নির্ভর করে না। অতীতে শ্রম-শৃঙ্খলা সম্পর্কে লেখার সময় আমাদের মনে প্রায়ই কারখানাস্তরের শ্রমিক থাকত। ভুলে যেতাম যে তার নিজের শৃঙ্খলাই সব নয়। দলনেতা, পরিচালক ও উচ্চস্তরে কার্য নির্বাহকদের শৃঙ্খলাও একই প্রকারের গুরুত্বপূর্ণ। আজ সব জায়গায় শৃঙ্খলা, যৌথ দায়িত্বের প্রয়োজনীয়তার কথা বলি। যখন একক ব্যক্তির শৃঙ্খলাহীনতা প্রায়ই বড় বড় কারখানায় সম্পর্কের সমস্যায় পরিণত হয়, তখন শিল্পসমূহের মধ্যে সহযোগিতা সংক্রান্ত জটিল বিষয়েও দায়িত্বের সীমা নির্ধারণ করতে হবে।

খারাপ কাজের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করে ধারাবাহিক লেখাগুলো খুব জনপ্রিয়। কোনো কিছু ভুল হলে যারা একাজের জন্য দায়ী আমাদের সঙ্গে আলোচনার জন্য তাদের আহ্বান জানাই এবং আলোচনার ফলাফল কাগজে প্রকাশ করি। এই পদ্ধতি একজনের কর্তব্যে অবহেলার পরিণতি অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে দেখায় এবং কেমন করে ত্রুটিবিচ্যুতি দূর করা যায় তা নির্দেশ করে।

দায়িত্বের চূড়ান্ত মাপকাঠি সম্পর্কে আপনি জিজ্ঞাসা করছেন। বাস্তব জীবনই এতে আমাদের সাহায্য করেছে। বেশির ভাগ পোল্যাণ্ডের শ্রমিকরাই অনুভব করে যে অপরের কাজে কোনো দাবি করবার আগে তুমি একবার নিজের ও তোমার প্রতিবেশীর দিকে দৃষ্টিপাত কর। এটা আমোদের পক্ষে পথনির্দেশ, কারণ দায়িত্ব প্রকৃত ও নির্দিষ্ট হওয়া উচিত এবং কারও ছাড় পাওয়া উচিত নয়।

প্রশ্ন ঃ আপনাদের নিয়মিত লেখকদের রাজনৈতিক ও পেশাগত মানের ওপর আপনার সম্পাদকের কাজের স্পষ্ট প্রভাব আছে। যা বলেছেন তাতে সাংবাদিকের কর্তব্য হল শ্রমিকশ্রেণীর বিশ্ব দৃষ্টিভঙ্গি গভীরভাবে আয়ত্ত করা। যাতে সে এটাকে বাস্তবতা সম্পর্কে নিজের ধারণা গড়তে পারে এবং সেটা নিজের লেখায় প্রতিফলিত করতে পারে।

শ্রমিকশ্রেণীর জীবন অনুশীলন করা ও জনগণের সঙ্গে

স্থায়ী যোগসূত্র গঠন করার ক্ষেত্রে আপনার পত্রিকা তার লেখকদের কীভাবে সহায়তা করে?

উত্তর : আপনি একথা বলে সাক্ষাৎকার শুরু করেছেন যে এটা যদি দু যুগ আগে ঘটত, তাহলে আমরা ভিন্ন ধরনের সমস্যাবলী আলোচনা করতাম। অবস্থা পরিবর্তিত হয়েছে, পোল্যাণ্ডের সাংবাদিকতা শ্রমিকশ্রেণীর জীবনে গভীর অনুসন্ধানের কাজে এগিয়ে গেছে। বিকাশের এই নতুন পর্যায়ে আমরা সতর্কতার সঙ্গে সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক-শ্রেণীর সামাজিক চেতনা বিশ্লেষণ করব এবং মানদণ্ড প্রস্তুত করব। এটা অত্যন্ত জটিল প্রক্রিয়া, কিন্তু শূন্যে ঘটে না, কারণ আমাদের পার্টির নীতির দ্বারা নির্ধারিত দেশের সমগ্র জনজীবনের সঙ্গে এটা জড়িত। কেবলমাত্র সাংবাদিকরা শ্রমিকশ্রেণীর সমস্যার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নয়, ছাত্র, লেখক, পার্টি প্রচারক, সংস্কৃতি, শিক্ষা বা জনস্বাস্থ্য বিভাগে কর্মরত জনগণের কাছেও তারা মনোযোগ দাবি করে। সমাজবিদ্যাগত আবিষ্কারগুলোও এক্ষেত্রে খুব সহায়ক। ছাত্র ও গবেষণা-কর্মীদের সঙ্গে সম্পাদকেরা যোগাযোগ রাখে। শ্রমিকশ্রেণীর গঠনবিন্যাস, শ্রমিক, উৎপাদক, যৌথ মালিক, ভোক্তার সমস্যা, শ্রমিক ও বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে সম্পর্ক এবং অপরাপর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাবলীর বিশ্লেষণের অঙ্গ হিসাবে কিছু সমাজতত্ত্ববিদ, অর্থনীতিবিদ ও ঐতিহাসিকদের অনুসন্ধানের বিষয় খুব বেশিদিন আগে আমাদের কাগজের সঙ্গে যুক্ত হয় নি।

তার কাজের মধ্য দিয়েই সাংবাদিক নানা ধরনের মানুষের সঙ্গে সংযোগের মাধ্যমে তার জ্ঞান ও উপলব্ধি গড়ে তোলে। আমরা এটার উপর জোর দিই যে, আমাদের সাংবাদিকরা তথ্যাদি সংগ্রহের সময় শ্রমিকদের মতামত ও পরামর্শের জন্য এবং শ্রমিকদের সিদ্ধান্তের সঙ্গে নিজেদের সিদ্ধান্ত মিলিয়ে দেখার জন্য অবশ্যই শ্রমিকদের সঙ্গে দেখা করবে। যাহোক, অবশ্যই স্বীকার করব যে ঐ অভ্যাস যে আমাদের থেকেও বেশি শক্তিশালী তা মাঝে মাঝে প্রমাণিত হয়। পাঠকবর্গের সভায় কেবল প্রশংসা শুনি না, সমালোচনাও একইভাবে শুনি। কারখানায় যেসব সাংবাদিকরা যান তাঁরা পরিচালকের সঙ্গে সাক্ষাৎকারে নিজেদের আবদ্ধ রাখেন একথা আমাদের বলা হয়েছে। গুরুতর সমালোচনা এটা, কারণ এর অর্থ আমাদের সাংবাদিকরা মাঝে মাঝে একজনের মত সংগ্রহের সহজ উপায় গ্রহণ করেন যা শ্রমিকদের ধারণা বা মনোভাব পুরোপুরি প্রকাশ করে না।

তথাকথিত পরিসংখ্যানগত গড়ের ওপর নির্ভরশীল প্রতিবেদন আমরা এড়িয়ে চলি। তারা পরিস্থিতির বৈশিষ্ট্য প্রকাশে ব্যর্থ হয় এবং বাস্তবতা সম্পর্কে প্রায় কিছুই বলে না। এক বা বহু কারখানায় এক বা বহু মানুষের কাছে যা শোনা গেছে সংবাদদাতাকে তার সামান্যীকরণে সমর্থ হতে হবে। জনগণের মনোভাব বিচার করতে পারা পার্টির রাজনীতিবিদদের গুণাবলী আমরা সাংবাদিকদের উপর আরোপ করতে চাই।

জেলা, কারখানা ও শ্রমজীবী মানুষের সঙ্গে আমরা সদা যোগাযোগ রাখি। আরও ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপনের ট্রাইবিউনা লুডু প্রতিনিয়ত, দেশের প্রত্যেক অংশে অনুসন্ধান চালিয়ে যাচ্ছে। আমাদের সাংবাদিকরা শ্রমিক, শিক্ষক ও তরুণ জনগণের সঙ্গে দেখা করে কথা বলে। এসব দেখাশোনার ফল খুবই সন্তোষজনক, কারণ এসব দেখাশোনা আমাদের নতুন নতুন মানুষের সংস্রবে নিয়ে আসে, নতুন নতুন বিষয় যোগান দেয়, অনেক কিছু শিখতে এবং অনেক জিনিস নতুন আলোকে দেখতে শেখায়।

দেশের অনুভূতি আমরা পাই, তার জীবনের ধারাকে অনুভব করতে পারি। সৃজনশীল অনুসন্ধান ও সমালোচনামূলক দৃষ্টিকোণ থেকে পরিবেশের মূল্যায়ন সর্বদা চালিয়ে যাওয়ার জন্য পার্টি আহ্বান জানায়। ষষ্ঠ পার্টি কংগ্রেসের সিদ্ধান্তে বলা হয়েছে, "পার্টি ও সমাজ আমাদের সাংবাদিকদের উপর আস্থাশীল, এবং তাদের কাছে মতাদর্শগত সক্রিয়তা, উচ্চ নৈতিক গুণাবলী প্রদর্শন, রাজনৈতিক পরিপক্কতা, কল্পনাশক্তি, উদ্যোগ ও দায়িত্ববোধ এবং পেশাগত নৈপুণ্যবৃদ্ধির দৃঢ় প্রচেষ্টা আশা করে। সম্পাদকীয় পদের জন্য সাংবাদিক নির্বাচনের সময় এগুলোই প্রধান পূর্বশর্ত হওয়া উচিত।"

জীবন সম্পর্কে জ্ঞান, শিক্ষা ও সূক্ষ্ম রাজনৈতিক বিচারশক্তির ওপরই সর্বদা সাংবাদিকদের কাজ নির্ভর করে। শেষ বিচারে, জনগণের প্রতি অকপট মনোভাব ও তাদের জীবন সম্পর্কে প্রকৃত আগ্রহের ওপর তার প্রয়াসের সাফল্য নির্ভরশীল।

উৎপাদনীশক্তির প্রধান উপাদান হচ্ছে মেহনতী মানুষ। মাঝে মাঝে এটা ভুল হয়ে যায় ও মানুষের সমস্যা এড়িয়ে যাওয়া হয়। এর ফলে আমরা অনিবার্যভাবে আরও বেশি অসুবিধার সম্মুখীন হই। সমাজতন্ত্রে মানুষের যোগ্যতা, উদ্যোগ ও কার্যকলাপই সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রগতির ধারা নির্ধারণ করে। বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিবিদ্যাগত বিপ্লবের যুগে একথা বিশেষভাবে সত্য।

পুস্তক সমালোচনা

লেনিনবাদী সত্যের জয়

মাত্র কয়েক বছরের মধ্যেই **দি ট্রুথ হ্যাজ রিমেন্ড ট্রুথ** বইটি তিনবার ছাপা হয়েছে এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন, বুলগেরিয়া ও জার্মান গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রে প্রকাশিত হয়েছে।(১) এটা হল চেকোশ্লোভাকিয়ার কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সম্পাদক ও প্রেসিডিয়ামের সদস্য ভ্যাসিল বিলাকের ১৯৬৭ সালের অক্টোবর থেকে ১৯৭০ সালের ডিসেম্বর মধ্যে লিখিত প্রবন্ধ ও বক্তৃতার সংকলন। এই বইটি হল পার্টি ও চেকোশ্লোভাক সমাজের প্রকাশমান সংকটজনক পরিস্থিতির একত্র চিত্রণ। যাকে সমাজতন্ত্র-বিরোধী শক্তিগুলি দক্ষিণপন্থী সংশোধনবাদীদের সঙ্গে মিলে একটি প্রতিবিপ্লবী ক্যুপের জন্য কাজে লাগাতে চেষ্টা করেছিল। মার্কসবাদী-লেনিনবাদী নেতৃত্ব নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার পরে, সংকট কাটিয়ে উঠবার জন্য সংগ্রাম এবং সংহত করার পরবর্তী প্রক্রিয়াও এতে বিশেষভাবে বর্ণিত হয়েছে।

ক্রমবর্ধমান প্রতিবিপ্লবী বিপদের বিরুদ্ধে মার্কসবাদী-লেনিনবাদী শক্তিগুলির সংগ্রামে বিলাক সরাসরি যুক্ত ছিলেন। ১৯৬৮ সালের পার্টি ও সামাজিক পরিস্থিতি সম্পর্কে তাঁর বিশ্লেষণের মধ্যে দিয়ে তিনি সমাজতন্ত্রবিরোধী ও দক্ষিণপন্থী সংশোধনবাদী শক্তিগুলি যে মোর্চা গড়তে চেয়েছিল এবং তারা যে পদ্ধতি ও কৌশলের আশ্রয় নিয়েছিল তার মুখোস খুলে দিয়েছেন। বক্তৃতাগুলির একটিতে বিলাক বলেন—"কমিউনিস্ট বিরোধী শক্তিগুলির রণনীতি ও কৌশলের উদ্দেশ্য ছিল—সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে বন্ধুত্ব দুর্বল করা, কমিউনিস্টদের মধ্যে অনিশ্চয়তার বীজ বপন করা, রাষ্ট্রযন্ত্র ও পার্টিকে হেয় প্রতিপন্ন করা ও পার্টি সংগঠনগুলিতে অনৈক্য সৃষ্টি করা।....গুলি ও ফাঁসির মধ্যে দিয়ে প্রতিবিপ্লব শুরু হয় নি। এটি হল এর পরিণতি। প্রতিবিপ্লব ধৈর্যের সঙ্গে ধীরে ধীরে শক্তি সঞ্চয় করে, জাতি ও জনগণের ঐক্য বিনষ্ট করে, এবং আমাদের মতো একটি সমাজতান্ত্রিক সমাজে প্রধানত পার্টি ও জনগণের ঐক্যের বিরুদ্ধেই আক্রমণ পরিচালনা করে।"

পার্টি-নেতৃত্বে দক্ষিণপন্থী সংশোধনবাদীদের অধিষ্ঠিত হওয়া, সি পি সি-র মধ্যে বিশৃঙ্খলা এবং উচ্চ সরকারি পদগুলিতে সমাজতন্ত্র-বিরোধী লোকদের বদলি, মার্কসবাদী-লেনিনবাদী শক্তিগুলিকে প্রতি-বিপ্লবের লেলিহান আগুনের মধ্যে ঠেলে দেয়। তখনকার পার্টি-নেতৃত্ব, ক্রমবর্ধমান প্রতিবিপ্লবী বিশৃঙ্খলা, যা, দেশের সমাজতান্ত্রিক সাফল্য ও ঐক্য এবং সমাজতান্ত্রিক বিশ্বব্যবস্থার শক্তি, ইয়োরোপের শক্তিকে একেবারে ধ্বংস করে দিচ্ছিল, তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবার জন্য শ্রমজীবী মানুষের আবেদনকে আমলই দিল না।

বিলাক যে বক্তব্যগুলিতে সমাজতন্ত্রের সাধারণ অন্তর্নিহিত নিয়মগুলি মেনে চলার প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দিয়েছেন সে সব বক্তব্য অত্যন্ত আগ্রহ উদ্দীপক। এইসব নিয়ম হল: শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃভূমিকা ও পার্টির নেতৃভূমিকাকে শক্তিশালী করা, সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সংগঠনগুলিকে এবং সমাজতান্ত্রিক দেশপ্রেম ও প্রলেতারীয় আন্তর্জাতিকতার মধ্যে দ্বান্দ্বিক আন্তঃসংযোগকে শক্তিশালী করা। একটি বক্তৃতায় বিলাক বলেন—"ঐতিহাসিকভাবে গড়ে ওঠা জাতীয় ঐতিহ্য ও বৈশিষ্ট্যগুলিকে ছোট করে দেখার বিপদ সুপরিচিত। কিন্তু মার্কসবাদীরা যদি সুস্পষ্ট জাতীয় বৈশিষ্ট্যগুলির পিছনে সাধারণ আন্তর্জাতিক স্বার্থ দেখতে ব্যর্থ হন··· তাহলে এর অর্থ হল সমাজতন্ত্রের মর্মবস্তুর উপর আঘাত হানা।"

চেকোশ্লোভাকিয়ার জনগণের সমাজতান্ত্রিক স্বার্থে সোভিয়েত ইউনিয়নের নেতৃত্বে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির সময়োচিত হস্তক্ষেপের মাধ্যমে ১৯৬৮ সালের আগস্ট মাসে প্রতিবিপ্লবী অভ্যুত্থানের বিপদ নির্মূল হয়েছিল। এটা ছিল চেকোশ্লোভাকিয়ায় মার্কসবাদী-লেনিনবাদী শক্তিগুলির সঙ্গে শ্রেণী সংহতি ও প্রলেতারীয় আন্তর্জাতিকতার মূর্ত অভিব্যক্তি। অরেকবার সমাজতন্ত্র ও শান্তির শত্রুরা যে কোনো পরিস্থিতিতে বিপ্লবী সাফল্যগুলিকে রক্ষায় সমর্থ সমাজতান্ত্রিক গোষ্ঠীর প্রকৃত শক্তিকে প্রত্যক্ষ করল।

বইটিতে চেকোশ্লোভাকিয়ার কমিউনিস্ট পার্টির মতাদর্শগত, রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক ঐক্যকে, সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টি ও অন্যান্য মার্কসবাদী-লেনিনবাদী পার্টিগুলির সঙ্গে ভ্রাতৃত্বমূলক ও অবিচ্ছেদ্য মৈত্রীকে দৃঢ়ভাবে সমর্থন করা হয়েছে। লেখক জোর দিয়ে বলেন শান্তি, নিরাপত্তা ও সামাজিক প্রগতির জন্য বিশ্বের প্রগতিশীল শক্তিগুলির সংগ্রামে সাফল্য নির্ভর করে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে ক্রমবর্ধমান সুদৃঢ় ঐক্য ও ক্রমবর্ধমান সহযোগিতার উপর।

সভায় বক্তৃতা এবং প্রবন্ধ লেখবার সময় লেখক এটা ভাবেন নি যে, ঐ সবকিছু সংগৃহীত হয়ে প্রকাশিত হবে। তথাপি, একটি বই-এ তা সব সংকলিত হল। তথাপি, একটি বইতে একত্রে প্রকাশিত এই সব প্রবন্ধে চেকোশ্লোভাকিয়ার কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাসে সর্বাপেক্ষা কঠিন শিক্ষার সত্য বিবরণ পাওয়া যায় ও লেনিনীয় সত্যের জয় প্রমাণিত হয়। লেখক যে সব ঘটনা নিয়ে আলোচনা

---

১ ভি. বিলাক। প্রাভদা জোস্টালা প্রাভোদা, ব্রাতিশ্লাভা, ১৯৭১, ১৯৭৪ ; ভি. বিলাক। প্রাভদা জোস্টালা প্রাভদো, প্রাগ, ১৯৭১ ; ভি. বিলাক,, প্রাভদা অস্টালাজ প্রাভদোই, মস্কো, ১৯৭২ ; ভি. বিলাক। ইস্তিনাট অষ্টাভা, ইষ্টিনক, সোফিয়া, ১৯৭২ ; ভি. বিলাক। ওয়াহ্‌রেইট রেইট ওয়াহ্‌রেইট, বার্লিন, ১৯৭৩।

করেছেন সে সব ঘটনা যদিও অপেক্ষাকৃত কম সময়ে ঘটেছে, তাহলেও তাঁর বিশ্লেষণ ও মার্কসবাদ ও লেনিনবাদের পবিত্রতা ও প্রলেতারীয় আন্তর্জাতিকতাবাদের প্রতি তাঁর নীতিগত আনুগত্য ও দক্ষিণপন্থী শোধনবাদ ও সোভিয়েত বিরোধিতার বিরুদ্ধে তাঁর নীতিগত অবস্থান বিশ্ব কমিউনিস্ট অন্দোলনের কাছে প্রশ্নাতীতভাবে আকর্ষণপূর্ণ। মাঝে অনেকগুলি বছর পার হয়ে গেলেও, বইটির এখনও প্রাসঙ্গিকতা রয়েছে।

জান ক্ভাস্নিকা

ইনকা পরিকল্পনা ঃ বিপ্লবের জন্য একটি কর্মসূচী

ছ-বছরেরও বেশি সময় ধরে বাইরের ও ভিতরের বাধা-বিপত্তির বিরুদ্ধে পেরুর বিপ্লবী প্রক্রিয়া এগিয়ে চলেছে। পেরুর বিপ্লবের অভিজ্ঞতাকে গভীরভাবে ও সামগ্রিকভাবে অনুশীলন করা প্রয়োজন। এই সম্পর্কিত বই এখনও খুবই সামান্য। এখানেই "প্ল্যান ইনকা অবজেক্টিভ ঃ পেরুভিয়ান রিভলিউশন" বইটির গুরুত্ব। বইটি লিখেছেন একজন প্রত্যক্ষদর্শী ও বিপ্লবে সক্রিয় অংশগ্রহণকারী, অগস্টো জিমারম্যান জাভালা।(১) তাঁর অনুশীলনের মধ্যে রয়েছে, ১৯৬৮ সালের অক্টোবরের বিপ্লবী অভ্যুত্থানের পূর্ববর্তী প্রস্তুতিকাল, এবং জুয়ান ভেলাস্কো আলভাডারো সরকারের প্রাথমিক কাজগুলির বর্ণনা। এই সরকার সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রামে এবং গভীর সামাজিক, আর্থনীতিক ও রাজনীতিক পুনর্গঠনের কাজে অংশগ্রহণ করেছিল। লেখক আর্মি কম্যান্ডার জেনারেল ভেলাস্কো নেতৃত্বাধীন প্রগতিশীল ও দেশপ্রেমিক অফিসারদের একটি ছোট গোষ্ঠী। যাঁরা বিদ্বেষপূর্ণ বেলন্ডে টেরি সরকারের বিরুদ্ধে জেগে উঠলেন, তাঁদের মধ্যে তাঁর কাহিনী সীমাবদ্ধ রাখলেন।

তা সত্ত্বেও তাঁর বিবরণে রয়েছে—দেশের অবস্থা, দেশের জনগণের আশা ও আকাঙ্ক্ষা, যারা প্রতিক্রিয়াশীল রাজত্বের নীতির সঙ্গে সংগ্রাম করেছিল। জিমারম্যান লিখছেন যে জেনারেল ভেলাস্কো "যিনি জনগণের মধ্য থেকে এসেছেন, যিনি তাঁর শৈশবে অবিচার প্রত্যক্ষ করেছেন তিনি প্রকৃত বিপ্লবের তাগিদে, আরেকটি সামরিক অভ্যুত্থানের তাগিদে নয়, প্রচলিত ব্যবস্থা পরিবর্তনের জন্য...সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন" (পৃঃ ৪৩)। কঠোর গোপনীয়তার মধ্যে কাজের প্রাথমিক পরিকল্পনা তৈরী হয়েছে, এর মধ্যে শুধু ক্ষমতা দখলের বিস্তারিত কর্মসূচীই ছিল না, ছিল বিপ্লবের সকল সংহতি সাধনকে নিশ্চিত করার পরবর্তী ব্যবস্থার রূপরেখা। এটা ছিল ইনকা পরিকল্পনা হিসাবে পরিচিত আমূল পুনর্গঠনের জন্য বৈপ্লবিক কর্মসূচীর প্রথম পদক্ষেপ। সময়ের ব্যবধানে এর সঙ্গে নতুন অধ্যায় সংযুক্ত হল, যার মধ্যে থাকল দেশের প্রধান প্রধান সমস্যার মৌলিক সমাধান ঃ ভূস্বামী ব্যবস্থার বিলুপ্তি ও কৃষককে জমি হস্তান্তর ; শিল্পের পুনর্গঠন ও শিল্প নায়কদের শক্তি বিপর্যস্ত করা ; ব্যাঙ্কের উপর সরকারী নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা ; খনির উপর পর্যায়ক্রমিক সরকারী নিয়ন্ত্রণ ; অর্থনীতিতে সরকারী মালিকানা প্রতিষ্ঠা ; বিপ্লবী প্রক্রিয়ায় জনতার অংশগ্রহণ ; সমস্ত দেশের সঙ্গে সমসম্পর্কের নীতি অনুসরণকারী একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম পররাষ্ট্র নীতি। (পৃঃ-১২১)। ইনকা পরিকল্পনায় "নতুন সমাজের প্রতিনিধিত্বমূলক সংগঠনের" হাতে প্রচারের সব গণমাধ্যমের হস্তান্তরের বিষয়ও বিবেচনা করা হয়েছিল। (পৃঃ ১২২)

বেলন্ডো টেরি সরকারের উৎখাতের পরে নতুন প্রেসিডেন্ট—ইন্টারন্যাশনাল পেট্রোলিয়াম কোম্পানিকে দখল করার কথা ঘোষণা করলেন। নেতারা সামনের বাধা-বিপত্তি সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। ইন্টারন্যাশনাল পেট্রোলিয়ামের উপর বিজয়ের সময় যখন এমনকি দক্ষিণপন্থী দলগুলির সরকারের প্রতি তাদের সমর্থন ঘোষণা করছিল তখন ভ্যালেসকো লেবাননে যা বলেছিলেন, লেখক তা লিখেছেন ঃ "কেউ কেউ আমাদের সঙ্গে থাকবে। আমাদের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে কেউ কেউ আমাদের শত্রু হয়ে যাবে। এটা এড়ানো যাবে না..." (পৃঃ-২৪২)।

জিমারম্যানের বই পেরুভিয়ান বিপ্লবের জটিলতা দেখাতে সফল হয়েছে। সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ও বিপ্লবী প্রক্রিয়ায় অবদান রাখার ও তার নেতাদের যাঁদের প্রধান উদ্দেশ্য কেন্দ্রীভূত হয়েছিল, জনগণ ও দেশের সমৃদ্ধির প্রতি, তাঁদের আত্মত্যাগ চিত্রিত করার ঐকান্তিক ইচ্ছার দ্বারা লেখক অনুপ্রাণিত হন। পাঠকগণ, এই প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ থেকে, নিজেরাই অনেক সিদ্ধান্ত টানতে পারবেন। এই বই পাঠককে পেরুর বিপ্লবের সুস্পষ্ট বৈশিষ্ট্য ও গুরুত্ব বুঝতে সাহায্য করবে। এই বিপ্লব, বিপ্লবী প্রক্রিয়ার সাধারণ নিয়মাবলীকেই প্রতিপন্ন করে।

সি মার্টিনেস্

ঘটনাবলী অভিযোগ করে

পশ্চিম জার্মানির প্রগতিশীল লেখিকা—এরিকা রুন্জে সাউথ আফ্রিকান রিপাবলিক পরিদর্শনের সময় গোয়েন্দা পুলিসের হস্তক্ষেপ এড়িয়ে বর্ণ-বৈষম্য-বিরোধী সংগ্রামী, বে-আইনী বিরোধী পার্টি ও কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে সক্ষম হন। এস এ আর সংবাদপত্র থেকে ঘটনা সমৃদ্ধ বিবরণ ও তাঁর ধারণা তাঁরই সাম্প্রতিক বই—"সাউথ আফ্রিকা—রেসিয়াল ডিক্টেটরশিপ এমিড্স্ট মিসারী এণ্ড রেজিস্ট্যান্স"এ প্রকাশিত হয়েছে।(১)

আফ্রিকানদের পরিস্থিতি

এস এ আর-এর প্রায় ২ কোটি তিরিশ লক্ষ অধিবাসীর মধ্যে এক কোটি ষাট লক্ষের বেশি আফ্রিকাবাসী। আফ্রিকানদের সংরক্ষিত অঞ্চলে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। সেই অঞ্চলের আয়তন সারা দেশের সমগ্র অঞ্চলের শতকরা তের ভাগেরও কম।

---

১ অগাস্টো জিমারম্যান জাভালা। এল প্লান ইনকা। অবজেক্টিভো ঃ রিভল্যুশন পেরুনা। লিমা, ১৯৭৪।

১ এরিকা রুণজে, **Sudafrika-Rassendiktatur Zwischen Elend Und Widerstand.** Hamburg, Rowohlt Verlag, 1974, পৃঃ ২৪৯।

আফ্রিকার শ্রমিকদের সঙ্গে আলোচনা থেকে

প্রথম শ্রমিক : ম্যানেজার আমরা কত মজুরি পাই তা আমাদের সহকর্মীদের বলতে আমাদের নিষেধ করেছেন। আমরা যা পাই তা নিয়েই আমাদের সন্তুষ্ট থাকতে হবে। আমাদের তত্ত্বাবধায়কগণ হল শ্বেতাঙ্গ।

দ্বিতীয় শ্রমিক : আমরা অসুখ হলে ছুটি পাই না। আমাদের একজনকে হাসপাতালে যেতে হয়েছিল, তাঁকে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে।

তৃতীয় শ্রমিক : আমাদের আয় নিতান্তই তুচ্ছ। একই কাজের জন্য মহিলাদেরকে পুরুষদের চেয়ে অর্ধেক দেওয়া হয়। আমাদের কারুর পাস হারিয়ে গেলে পুলিস তাঁকে জেলে পোরে এবং যত দিন ইচ্ছা আটক রাখে।

সরকারি কুশাসন

একটি সংবাদপত্রের রিপোর্ট থেকে। ওয়েস্টার্ন ডিপ লেভেল সোনার খনিতে (জোহানেসবার্গ-এর ৬৫ কিঃ মিঃ দক্ষিণ-পশ্চিমে), পুলিস খনিশ্রমিক বিক্ষোভ মিছিলের উপর গুলি চালায়। বারোজন খনি শ্রমিক মারা যায় এবং বহু সংখ্যক আহত হয়। প্রশাসন মজুরির জন্য শ্রমিকদের দাবি প্রত্যাখ্যান করলে অসন্তোষ দেখা দেয়।

দক্ষিণ আফ্রিকার একজন প্রগতিশীল-এর কাছ থেকে। আমি শপথ করে বলছি এবং ঘোষণা করছি···। আমাকে বনের মধ্যে নিয়ে যাওয়া হল, সেখানে আমি কয়েকজন সাদা পুলিস দেখলাম, আমার চোখ বাঁধা হল এবং হাতকড়া পরানো হল। আমার পা-এর গোড়ালিতেও হাতকড়া পরানো হল। আমি অনুভব করলম আমার কানের সঙ্গে তার জোড়া হয়েছে। আমাকে উবু করে শোয়ানো হল এবং আমার বাহু ছড়ানো হল। আমি এক গোঙানির শব্দ শুনলাম। আমার চোখের সামনে যেন তারাগুলির বিস্ফোরণ হল। আমি চূড়ান্তভাবে সংজ্ঞা না হারানো পর্যন্ত আমর উপর অত্যাচার চলল।

বিচার মন্ত্রণালয়ের পরিসংখ্যান থেকে। দক্ষিণ আফ্রিকায় প্রতিদিন ১২০ জনের মতো ব্যক্তি শারীরিক শাস্তি পেয়ে থাকে। ১৯৭২ সালের ১ জুলাই ও ১৯৭৩ সালের ৩০ জুন মধ্যে কর্তৃপক্ষ ৪৫ হাজার ২৩৩ জনকে দৈহিক শাস্তি দিয়েছে।

প্রতিরোধ অব্যাহত

একজন ট্রেড ইউনিয়ন নেতার কাছ থেকে। আমার দিনের কাজ শুরু হয় খুব সকালে, কোনো কোনো সময় ভোর তিনটায়। ইস্তাহার পৌঁছে দিতে এবং সকালের শিফ্‌টের আগে কারখানায় যেতে অবশ্যই সময় ঠিক রাখতে হবে। ইস্তাহারে শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের উপকারিতা সম্পর্কে বলা হয়ে থাকে। কয়েকটি ধর্মঘটের পরে আমরা বেশ কয়েকটি ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্র গঠন করতে সক্ষম হয়েছি। শ্রমিকরা যোগ দিতে ইচ্ছুক কিন্তু এখনও তাঁদের ভীষণ ভয়। মালিক ও কর্তৃপক্ষ ইউনিয়নকে স্বীকার করবে না এবং আফ্রিকানদের গ্রহণ করার জন্য তাঁদের উপর অত্যাচার করবে। কিন্তু আমরা লড়াই চালিয়ে যাচ্ছি···।

দক্ষিণ আফ্রিকার কমিউনিস্ট পার্টির একজন সদস্যের কাছ থেকে। আমাদের পার্টি খুবই অভিজ্ঞতাসম্পন্ন। আমরা যেমন করেই হোক ইস্তাহার বিলি করি, এবং বিদেশে ছাপা ত্রৈমাসিক পত্রিকা—**আফ্রিকান কমিউনিস্ট** ছাড়াও আমাদের দক্ষিণ আফ্রিকাতেই একটি গোপন সংবাদপত্র আছে। আমরা কমিউনিস্ট ও অ-কমিউনিস্টদের ঐক্য এবং আফ্রিকার জাতীয় কংগ্রেসের শক্তিগুলির সংহতির পক্ষে···। নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও মার্কসবাদী-লেনিনবাদী চিন্তাধারা জনগণের কাছে পৌঁছচ্ছে।

অন্যান্য অগ্রসর শক্তিগুলির সঙ্গে মোর্চাবদ্ধ কমিউনিস্টদের সংগ্রাম হল স্বাধীনতা ও জাতীয় মুক্তির সংগ্রাম। এই সংগ্রামে দক্ষিণ আফ্রিকার দেশপ্রেমিকদের সারা পৃথিবীর সৎ পুরুষ ও নারী এবং সমস্ত প্রগতিশীলদের সমর্থন রয়েছে।

জেড জি

প্রকাশকের সঙ্গে সাক্ষাৎকার

পাঠকদের সঙ্গে ও পাঠকদের জন্য

এ্যান্ডর বেরেই
কেসুথ প্রকাশনার ডিরেক্টর

হাঙ্গেরির মুক্তি সংগ্রামের চূড়ান্ত অবস্থা চলাকালেই, ১৯৪৪ সালের ৭ নভেম্বর—কেসুথ প্রকাশনা ভবন স্থাপনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। গত ৩০ বছরে আমরা ৬,৬৮২টি লেখা প্রকাশ করেছি, এর মুদ্রণ সংখ্যা প্রায় পনের কোটি। আর এর মধ্যে চার লক্ষ ৬০ হাজার প্রচার সংখ্যা সম্বলিত ৮টি সাময়িকী এবং হাঙ্গেরিয়ান ভাষায় প্রকাশিত **ওয়ার্ল্ড মার্কসিস্ট রিভিউ** ধরা হয় নি।

আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য হল পার্টির নীতি ও সিদ্ধান্ত প্রচার ও উন্নয়ন। দশম পার্টি কংগ্রেসের সিদ্ধান্তের গণসংস্করণ (৬৪৬০০০) প্রকাশিত হয়েছে, এইচ এস ডবলু পি কেন্দ্রীয় কমিটির সর্বশেষ প্লেনামের কার্যবিবরণী প্রকাশের অপেক্ষায় (১ লক্ষ ২০ হাজার থেকে ১ লক্ষ ৫০ হাজার সংখ্যা) এবং মার্চে অনুষ্ঠিতব্য ১১শ পার্টি কংগ্রেসের সিদ্ধান্তও দেরি না করেই প্রকাশ করা হবে।

আমাদের কাজের মধ্যে রয়েছে মার্কস, এঙ্গেলস ও লেনিনের ২৫৪টি রচনাবলী। এগুলির মুদ্রণ সংখ্যা মোটামুটি ৬০ লক্ষ কপি। মার্কস ও এঙ্গেলসের সংগৃহীত রচনাবলীর ৩৩টি খণ্ড এবং লেনিনের সংগৃহীত রচনাবলীর ৪১টি খণ্ডের দ্বিতীয় সংস্করণ বই-এর দোকানে পৌঁছে গেছে। মার্কসবাদী-লেনিনবাদী চিরায়ত রচনাবলীর প্রতি জনগণের আগ্রহ ক্রমেই বাড়ছে এবং প্রায়ই চাহিদা পূরণের জন্য দ্রুত অতিরিক্ত মুদ্রণের ব্যবস্থা করতে হচ্ছে।

আমরা দর্শন, রাষ্ট্র-অর্থনীতি ও বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র সম্পর্কে বই লিখবার জন্য পণ্ডিত ব্যক্তিদের নিযুক্ত করি। উপস্থাপনার গঠন ও বিষয়বস্তুতে বিভিন্নতা থাকে। সামাজিক-রাজনীতিক গঠন, সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র কাঠামো ও সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্র এবং অন্যান্য বিষয়ে হাঙ্গেরীয় রচনাবলীর প্রতি জনগণের মনোযোগ আকৃষ্ট হয়েছে, নীতিবিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে বিশেষ ধারাবাহিক রচনা প্রকাশিত হচ্ছে, এবং "নন্দনতত্ত্বের গ্রন্থাগারে" বাইশটি

বই প্রকাশিত হয়েছে। গত পাঁচ বছরে দর্শনের উপর রচনাবলীর বিক্রয় দ্বিগুণ হয়েছে।

আমাদের অর্থনীতি সংক্রান্ত বইগুলির প্রধান উদ্দেশ্য হল—আর্থিক নীতির সাময়িক দিকগুলিকে ব্যাখ্যা করা ও তত্ত্বগতভাবে প্রতিপন্ন করা। যেমন সি এম ই এ-এর সদস্য রাষ্ট্রগুলির আর্থিক সহযোগিতা, ব্যবস্থাপনা ও আর্থিক সংগঠনের সমস্যাসমূহ।

দৃশ্যতই ইতিহাস বই-এর বিক্রি বেড়ে গেছে। ধরা যাক—"দি হিস্ট্রি অব দি হাঙ্গেরিয়ান রিভলিউশনারী লেবার মুভমেণ্ট"-এর তিনটি মুদ্রণে মোট ৪৫ হাজার সংখ্যা ছাপা হয়েছে। দুই খণ্ডের "হিস্ট্রি অব ইণ্টারন্যাশনাল ওয়ার্কিং ক্লাশ মুভমেণ্ট" এখন প্রস্তুতির পর্যায়ে। ফ্যাসিবাদের উপর বিজয় এবং হাঙ্গেরির মুক্তির ৩০তম বার্ষিকীতে ২০টি বই প্রকাশিত হবে। এর মধ্যে থাকবে—দেশের উন্নয়নের পর্যালোচনায় সোভিয়েত সমর নায়কদের স্মৃতি কথা, এবং হাঙ্গেরীয় প্রতিরোধ বাহিনী সদস্যদের স্মৃতিচারণ।

আমাদের সংস্থা পেটি-বুর্জোয়া ভাঙ্গ ও বুর্জোয়া মতাদর্শের সমালোচনা-মূলক উল্লেখযোগ্য সংখ্যক বই প্রকাশ করে। পরিশেষে, অস্তিত্ব সর্বস্ব ও কাঠামো সর্বস্ব মতবাদ, "মানবধর্মী" নৃবিজ্ঞান, বিভিন্ন সংশোধনবাদী প্রবাহ মাওবাদ সম্পর্কে বিতর্কমূলক বই প্রকাশিত হয়েছে।

আমাদের ধারাবাহিক "লিটল্ এন্সাইক্লোপিডিয়া" জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। গত পাঁচ বছরে ঐ ধরনের ৩০ খণ্ড বাজারে দিয়েছি, যার মুদ্রণ সংখ্যা ৫ লক্ষ ৫৫ হাজার।

আমাদের প্রকাশনার এক পঞ্চমাংশ হল বিশ্ব-কমিউনিস্ট ও শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনের সমস্যা এবং সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির সাফল্যের উপর। "তোমাদের কি জানতে হবে" শীর্ষক ধারাবাহিক বই প্রকাশনা এক নির্দিষ্ট সাফল্য অর্জন করেছে। উদাহরণ হিসাবে বলা যায়—"সোভিয়েত ইউনিয়ন সম্পর্কে তোমাদের কি জানতে হবে" পুস্তিকার তৃতীয় মুদ্রণ এবছরই প্রকাশিত হবে।

পার্টি সংগঠন ও আমাদের পাঠকদের সঙ্গে নিবিড় সংযোগ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বিশ হাজার স্বেচ্ছাসেবী প্রচারক নজর রাখছে যাতে রাজনীতিক সাহিত্য দ্রুত সাধারণের কাছে পেঁাছায়। অধিকন্তু পাঠকদের মতামত সংগ্রহে তাঁরা আমাদের সাহায্য করেন। প্রকাশনা সংক্রান্ত আমাদের বার্ষিক পরিকল্পনা পার্টি কমিটি ও পাঠক সম্মেলনে আলোচিত হয়। এর থেকে আমরা নতুন বই-এর জন্য বিষয় বেছে নিতে অধিকতর ভালো ধারণা পেয়ে থাকি।

পার্টি সংবাদপত্র

"ল্যাণ্ড ওগ ফোক্"-এর প্রচার বাড়ছে

ড্যানিস কমিউনিস্ট পার্টির পত্রিকা—**ল্যাণ্ড ওগ ফোক্**-এর স্বেচ্ছাসেবী বিক্রেতাদের রবিবারসহ সপ্তাহের প্রতিদিনই রাস্তায় দেখতে পাওয়া যাবে। এখন পত্রিকার প্রচার সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে। এটা হচ্ছে এমন একটা সময়ে যখন পুঁজিবাদী প্রকাশক—**বার্লিংস্কে টিডেণ্ডে** এবং **পলিটিকেন,** যারা বাজারে প্রাধান্য বিস্তার করেছিল, তাদের বিক্রয় ও বিজ্ঞাপন কমে যাওয়ার অভিযোগ করেছে। সোশ্যাল-ডেমক্রাটিক পত্রিকা তার প্রাদেশিক সংবাদপত্র বন্ধ করে দিয়েছে এবং কোপেনহেগেনের সবচেয়ে বড় পত্রিকা—"আকটুএলট্" চালু রাখার জন্য ভর্তুকী দেবার প্রয়োজন হচ্ছে।

ল্যাণ্ড ওগ ফোক কোনো ভর্তুকী পায় না ও কোনো নগদ বিজ্ঞাপন নেই, এর পাঠকদের নিশ্চিত তহবিলের সহায়তায় চলে। সম্প্রতি এর পরিমাণ হল মাসে ষাট হাজার ক্রাউনের মতো। এ ছাড়াও, প্রতি বছর—সাধারণভাবে বসন্তকালে একটি তহবিল সংগ্রহ করা হয়। ১৯৭৪ সালের বসন্তে এর লক্ষ্য ছিল আট লক্ষ ক্রাউন। কমিউনিস্ট শাখাগুলি নাটকাভিনয়, প্রদর্শনী ও রাফেল অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। এর থেকে যে আয় হয় তা **ল্যাণ্ড ওগ ফোক্** তহবিলে জমা হয়। এ ছাড়া কারখানা ও শিল্প প্রতিষ্ঠানের কাছে সাহায্যের জন্য আবেদন করা হলে শ্রমিক, ছাত্র ও অফিস কর্মীদের কাছ থেকে বিপুল সাড়া পাওয়া যায়। পনের লক্ষ ক্রাউন অথবা মূল লক্ষ্যের প্রায় দ্বিগুণ ক্রাউন সংগৃহীত হয়। এই পরিমাণ পত্রিকার ইতিহাসে এটা রেকর্ড।

প্রতিদিনকার প্রত্যুত্তর

পশ্চিম জার্মান কমিউনিস্ট পার্টির পত্রিকা **আনসেরে জেইৎ**-এর পাঠকগণ নিয়মিত বিষয় **জাম ট্যাগের** উপর প্রথমেই চোখ বুলিয়ে নেন। এটা হল—সাময়িক বিষয়ে দ্রুত প্রতিক্রিয়া, যাতে সব সময়েই একটি বিশেষ লক্ষ্য, একটি সংক্ষিপ্ত, পরিপাটি এবং বিদ্রূপাত্মক রাজনীতিক সংবাদ থাকে।

একটি উদাহরণ—একটি সি এস ইউ শাখার প্রধান, কোনো এক হের স্টাক্লেন, **হামবুর্গ স্মিয়েগেল**-এ তাঁর দক্ষিণ আফ্রিকান প্রজাতন্ত্র পরিদর্শনের ধারণা দিলেন, "ধারণা" শব্দটি এখানে প্রযুক্ত হয়েছে উপদেশাত্মকভাবে, কারণ লেখক ঐ দেশের স্থানীয় অধিবাসীদের সঙ্গে সংযোগ-এর বিষয় সযত্নে এড়িয়ে গেছেন। পর্যটক লিখলেন—"দুর্গন্ধযুক্ত কালো-আফ্রিকানদের কাছে আসা হল একটা ঘৃণ্য ব্যাপার, এবং তাদের কাছ থেকে সজীবতার কোনো আভাষ পাওয়া যায় না। আমাদের কি আর কিছু বলার প্রয়োজন আছে? **আনসেরে জেইৎ** মন্তব্য করল, গন্ধ সম্বন্ধে বলতে গেলে, **স্মিয়েগেল** থেকেই বর্ণ বিদ্বেষের পচা দুর্গন্ধ বের হচ্ছে।

আরও একটি উদাহরণ, ফ্রান্সের চ্যাটিলন শহরের পৌর সভায় কমিউনিস্টরা সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করলে ওয়ান-জেন-এর পৌরপিতা ঐ শহরের সঙ্গে পরিকল্পনা মাফিক বন্ধন ছিন্ন করে দিল। **আনসেরে জেইৎ** প্রশ্ন করল : তাদের ঘর গরম হচ্ছে "কমিউনিস্ট দেশের" গ্যাস দিয়ে এবং তাদের গাড়িগুলি চলছে "কমিউনিস্ট" গ্যাসোলিন দিয়ে অথবা তাদের আসবাবপত্রের কাঠ এসেছে উরাল থেকে এটা আবিষ্কার করলে তাঁরা তখন কি করবেন? যদি তাঁরা অটল থাকেন তাহলে তাদের উচিত গাড়ি ছেড়ে দিয়ে হাঁটা, ঘর গরম করা বন্ধ করা এবং মেঝেতে ঘুমানো। যদি অন্ধ কমিউনিস্ট-বিরোধিতা মাথায় চাপে তাহলে ওয়ানজেন হবে একটি পাগলা গারদ।

"জাম ট্যাগ"-এর সর্বশেষ মন্তব্যগুলির একটি হল কর্মীদের অসুস্থতার জন্য কাজের ঘণ্টা নষ্ট হওয়া কমে যাওয়ায় শিল্পপতিদের উল্লাস সম্পর্কে। **আনসেরে জেইৎ**

লিখছে : ছাঁটাই-এর ভয়ে অসুস্থ কর্মীকেও কাজ করতে হচ্ছে। ১৯৭৫ সালের নববর্ষে প্রতি দশজন এফ আর জি নাগরিকদের ৯ জন এই কামনাই প্রকাশ করেছে যে "আমি সুস্থ থাকতে চাই এবং আমার চাকুরি বজায় রাখতে চাই।" অসুস্থ সমাজে অসুস্থ হওয়াও বিপজ্জনক।

আঞ্চলিক পত্রিকা

রিচমণ্ড-এর নিউ ইয়র্ক অঞ্চলের কমিউনিস্টরা **স্ট্যাটেন আয়ল্যাণ্ড লাইন-আপ** নামে একটি সচিত্র পত্রিকা প্রকাশ করতে শুরু করেছে। প্রথম সংখ্যা যুবকদের উদ্দেশ করা হয়েছে। তাদের গুরুত্বপূর্ণ অধিকারের উপর একচেটিয়া আক্রমণে আমেরিকান যুবকরা যে বাধার সম্মুখীন হয়েছে তা বর্ণনা করে **লাইন-আপ** তাদের, কর্ম সংস্থান সংকোচক ও বেতন বৈষম্য নীতি প্রতিরোধ করতে এবং শ্রমিকশ্রেণীর সঙ্গে একই সারিতে দাঁড়াতে আহ্বান জানিয়েছে। **লাইন-আপ** লিখল—"বেকারির জবাব হল—চাকুরির জন্য একটি ব্যাপক যুক্ত আন্দোলন,"-এর প্রথম সংখ্যা বেশি সংখ্যায় ছাপা হয়েছিল এবং রিচমণ্ডে তা দ্রুত বিক্রি হয়ে গেছে।

গ্রীক রাজনৈতিক পোস্টার

গ্রীসে ফ্যাসিস্ট একনায়কতন্ত্রের পতন এবং রাজনৈতিক দলগুলির ও একনায়কতন্ত্র-বিরোধী সংগঠনসমূহের আইনীকরণের পর রাজনৈতিক পোস্টারগুলি আবার দেখা যাচ্ছে। এটা নিশ্চিত, জুন্টা শাসনের সাতটি কালো বছরের মধ্যে রাজনৈতিক পোস্টারগুলি মূক ছিল না। গোপনে ও ক্ষুদে আকারে (তাসের মতো, রেলের টিকিটের মতো বা ডাক টিকিটের মতো) এগুলি ছাপা হত যাতে সহজেই এগুলি হাত বদল করা এবং যত্রতত্র প্রদর্শন করানো সহজ হয়। ফ্যাসিস্ট নিপীড়নের বিরুদ্ধে সংগ্রামে জনগণকে সংগঠিত করার কাজে গোপন পত্র-পত্রিকাদির সঙ্গে এই পোস্টারগুলিও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল।

প্রকৃত গণতান্ত্রিক গ্রীস, স্বাধীনতা, নাটো থেকে বিযুক্ত হওয়া, মার্কিন ঘাঁটির অবসান ঘটানো, গ্রীসের সমুদ্র থেকে মার্কিন ৬ষ্ঠ নৌবহরকে হটানো, সাইপ্রাসের স্বাধীনতা এবং আঞ্চলিক অখণ্ডতা রক্ষা, উন্নত জীবনধারণের পরিবেশ, সামাজিক প্রগতি এবং শান্তির জন্য গণসংগ্রামের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে পেশাদার এবং অপেশাদার শিল্পিগণ এই পোস্টারগুলি তৈরি করতেন। অন্যান্য দেশের সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রামের প্রতি আন্তর্জাতিক সংহতি জ্ঞাপক বহু পোস্টারও প্রদর্শিত হয়।

সাধারণত বেশিরভাগ পোস্টারেই জঙ্গী শ্লোগান বা রিটোসোস, এলিটিস, সিকেলিয়ানোস এবং অন্যান্য প্রখ্যাত কবিদের বিপ্লবী কবিতার অংশ লেখা হত। এই কবিতাগুলির মধ্যে অনেকগুলিই আবার টিওদারকিসের মতো জনপ্রিয় সুরকারের সুরে গণ-জমায়েতগুলিতে গাওয়া হত।

দিনপঞ্জী

পেরেগুয়ান কমিউনিস্ট পার্টি **প্রব্লেমস অব পীস এ্যাণ্ড সোশ্যালিজম**-এর গোপন সংস্করণ প্রকাশ শুরু করেছে। ১৯৭৫ সালের জানুয়ারিতে এর প্রথম সংস্করণটি প্রকাশিত হয়।

* * * *

জার্মান কমিউনিস্ট পার্টির বোর্ডের আমন্ত্রণে মঙ্গোলিয়ান পিপল্‌স রিভলিউশনারি পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির বিকল্প সদস্য ও **ভল্কস এম আর**-এর সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য তসোজতিন নামসরাই এবং **ভল্কস এম আর** বিভাগীয় প্রধান আলেকজান্দার ভোলকোভ এফ আর জি সফর করেন। সেখানে তাঁরা ভি আই লেনিন, কার্ল লিবনেখট এবং রোজা লুক্সেমবার্গ-এর স্মৃতি উৎসবে এবং জার্মান কমিউনিস্ট পার্টির সপ্তাহ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। জি সি পি চেয়ারম্যান হারবার্ট মাইস এবং অন্যান্য পার্টি নেতাগণ প্রতিনিধিদের স্বাগত জানান।

* * * *

চেকোশ্লোভাকিয়ার মুক্তির ৩০তম বার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত একটি আন্তর্জাতিক তাত্ত্বিক সম্মেলনে **ভল্কস এম আর** সম্পাদকীয় পরিষদে চিলির প্রতিনিধি হুগো ফাসিও অংশগ্রহণ করেন। সোভিয়েত বাহিনী অনুমোদিত প্রচারদপ্তর, সি পি সি-র কেন্দ্রীয় কমিটির মার্কসিজম-লেনিনিজম ইনস্টিটিউট ও উচ্চতর রাজনৈতিক স্কুল, শ্লোভাকিয়ার কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির মার্কসিজম-লেনিনিজম ইনস্টিটিউট এবং চেকোশ্লোভাক ও শ্লোভাক একাডেমি অব সায়েন্স ঐ সম্মেলনের আয়োজন করে।

আগামী সংখ্যায়

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শিক্ষার প্রাসঙ্গিকতা ও ফ্যাসিবাদ, সমরবাদ ও প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে বর্তমান সংগ্রাম সম্পর্কে ভ্রাতৃপ্রতিম পার্টি নেতাদের প্রবন্ধ।

পুঁজিবাদী দেশগুলিতে কমিউনিস্ট পার্টির সংগ্রামের কর্মসূচী পুঁজিবাদের সাধারণ সংকটের নতুন স্তর সম্পর্কে মার্কসবাদী-লেনিনবাদী বিশ্লেষণের ভিত্তিতে রচিত। জার্মান কমিউনিস্ট পার্টির চেয়ারম্যান হার্বার্ট মাইস এফ আর জি-তে এই সংকটের বিকাশ সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন।

প্রাগে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক আলোচনা সভার বিষয় ছিল 'জনগণের সংগ্রামে কমিউনিস্ট সংবাদপত্র'। এই সভায় অংশগ্রহণ করেন উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলির ১৪টি ভ্রাতৃপ্রতিম পার্টিগুলির প্রতিনিধিবৃন্দ।

গণপ্রজাতন্ত্রী ইয়েমেনের জাতীয় ফ্রন্টের সাধারণ সম্পাদক আবদেল ফত্তে ইসমাইল জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবের সাম্প্রতিক সমস্যাবলী নিয়ে আলোচনা করেছেন।

১৯৫৬ সালের সংবাদপত্র রেজিস্ট্রেশন (কেন্দ্রীয়) আইনের
৮নং ধারা অনুযায়ী বিজ্ঞপ্তি

পত্রিকার নাম : শান্তি স্বাধীনতা সমাজতন্ত্র

প্রকাশের স্থান : ২০৮, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলকাতা-১২

প্রকাশের কাল : মাসিক

প্রকাশক : অজয় দাশগুপ্ত
ঠিকানা : ২০৮, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলকাতা-১২
জাতি : ভারতীয়

সম্পাদক : জ্যোতি দাশগুপ্ত
ঠিকানা : ৪/৩এ, ওরিয়েন্ট রো, কলকাতা-১৭
জাতি : ভারতীয়

মুদ্রক : অনিল ভঞ্জ
ঠিকানা : ৩০/৬, ঝাউতলা রোড, কলকাতা-১৭

স্বত্বাধিকারী : ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পরিষদ
ঠিকানা : ২০৮, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলকাতা-১২

আমি অজয় দাশগুপ্ত ঘোষণা করছি যে, উপরি-উক্ত তথ্য আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে সত্য।

স্বাঃ অজয় দাশগুপ্ত
২০. ৩. ৭৫

শান্তি স্বাধীনতা সমাজতন্ত্র

কমিউনিস্ট ও ওয়ার্কার্স পার্টির মাসিক পত্রিকাটি ২৬টি ভাষায় প্রকাশিত এবং ১৪৫টি দেশে প্রচারিত হয়। গ্রাহক হবার চাঁদা জাতীয় সংস্করণের ক্ষেত্রে নিচের ঠিকানায় পাঠাতে হবে।

ইংরেজী

সেনট্রাল বুকস্ লিমিটেড
৩৭, গ্রেস ইন রোড।
লণ্ডন, ডবলিউ সি আই একস্ এণ্ড পি, এস
ইংল্যাণ্ড।

প্রোগ্রেস বুকস্,
৪৮৭, এডেলাইডে স্ট্রীট, ওয়েস্ট,
টরন্টো, অন্টারিও,
এম ৫ ভি আই টি ৪, ক্যানাডা

প্রবেল্মস্ অব পীস এণ্ড সোশ্যালিজম্,
৫, রানী ঝান্সী রোড,
নতুন দিল্লী—৫৫, ভারত

আরবী

আল-ওয়াকট্ পি, ও, বি, ৬২৪৭
বেইরুট, লেবানন
দার হিলাল
১৬, মোহাম্মদ ইজ্ সাল-আরব স্ট্রীট
কাইরো, আরব রিপাবলিক অব ইজিপট্
এথ জাগাফা এল-জাদিণ্গা
(লো পৌভেললে কালচার)

রেভুই

মেনসুললে ডে কালচাররে জেনারেলে
আল-তারিরে, স্কোর, বাগদাদ, ইরাক

বাঙলা

মনীষা গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড,
৪/৩বি, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট,
কলিকাতা-১২, ভারত

হিন্দী

সি পি আই, বিহার রাজ্য পরিষদ
অজয়-ভবন
পাটনা—৪, ভারত

বুলগারিয়ান

"রুস্স্কি" ৬
"হেমাস" সোফিয়া, বুলগেরিয়া

চেক

আরটিয়া,
প্রাহা ২, নোভে মেসটো,
ভে স্মেককাচ ৩০, সি, এস, এস, আর

ডানিশ

ফোর লা গেট টিডেন,
ডাঃ টিভাইয়ারগাডে ৩
১৩০২ কোবেন হাভান্ কে,
ডেনমার্ক

ফিনিস

আই কাকাউসলেহটি কমিউনিস্টি,
কটকানকাটু ১১,
০০৫১০ হেলসিনকি ৫১, ফিনল্যাণ্ড

ফ্রেন্চ

সোসাইটি, ডি' এডিসন্ এট ডি' ইনএরমেসন্
৯, বৌলেভারড্ ডেস্ ইটালিয়েনস্
প্যারিস্ (২)
লাইব্রেইরিই নৌভেল এস ফ্রণ্টিয়ারস্।
৯৬, আউয়েস্ট, রুয়ে শেরব্রুকে,
মন্ট্রাল, কুইবেক, ক্যানাডা।
লাইব্রেইরিই রুশো ৩৬
রুএ জে-জে রুশো
জেনেভে, সুইস্সে
লাইব্রেইরিই ডু মনডে,
এনটি ইয়ার ১৬২
রুয়ে ডু মিডি ব্রুকসেলেস্, বেলজিক্

জারমান

ডিইটস্চার বুচ-এক্সপোরট আন্ড-ইমপোরট্
জি, এম বি, এইচ,
৭০১ লাইপজিগ্, লেনিনস্টেসে-১৬, জি ডি আর
"গ্লোবাস"
ভাট্রিয়েব ওসল্যাণ্ডসচার জিইটস্ ক্রীট টেন,
১২০০ উয়েন, হোচস্টাডাপলাটজ্ ৩, অস্ট্রিয়া
জেনোসেন চাফট্ লিটেরেচার ট্রিয়েভ জুরিখ
জুরিখ ৪ ফেলডট স্ট্রীসে ৪৬, সুইজারল্যাণ্ড।
ব্রুকেন—ভার ল্যাজ জি, এম, বি, এইচ
লিটারেচার—ভারটিয়েব, এক্সপোর্ট-ইমপোর্ট,
৪০০০ ডাসেল ডরফ্
আকার স্ট্রাসে ৩, এফ আর জি

গ্রীক

থাকুরোভা ৩,১৬৬১৬
প্রাগ ৬, চেকোস্লোভাকিয়া

হাঙ্গারিয়ান

কুলটুরা,
কোনিভ-এস হিরল্যাপ কুলকারে সকেডেলমি
ভ্যালালাট
বুদাপেস্ট ১, এফ, ও ইউ, ৩২, হাঙ্গেরি

ইতালিয়ান

লাইব্রেরিয়া রিনাসসিটা,
ভায়া ডেলে চোটেখে,
ওসকিউরে ৪, রোমা, ইতালি

জাপানী

নাউকা লিমিটেড ২
কানাডা—জিনবোচো ২—বোমে
বিওডা—কু
টোকয়ো, জাপান

মঙ্গোলিয়ান

উলান-বাটর, সুখেবাটারিন টলবয় ২
মঙ্গল আরডাইন খুসগলুট ন্যামম্যান টভ
ন্যামম্যান খরো
"এনখ টাজভান, সোসিয়ালিজমিন্ এ্যাসুডাল"
সেটগুলিয়্যান মঙ্গল খেভলেলিজন্ গাজার

নরওয়েজিয়ান

বকস্ ৩৭১৫
ওসল ১, নরওয়ে

পারসিয়ান

পি বি ৪৯০৩৪
১০০২৮ স্টকহলম্ ৪৯, সুইডেন

পোলিশ

আর এস ডব্লিউ
"প্রাসা-কিস-আজকা—রুচ" বি, কে, ডব্লিউ, জেড,
ওয়ারশজায়া উল, ওরোনিয়া ২৩, পোল্যাণ্ড

রুমানিয়া

আই, সি, ই, "লিবরি",
ক্যালিএ ভিক্টোরিএই—১২৬
বুকোরেস্টি, রুমানিয়া

রাশিয়ান

মেজডুনারোডনাআ নিনা
মস্কো জি-২০০, ইউ এস এস আর

স্প্যানিস

এ্যাডিসিওনেস প্যাজি সোসিয়ালিসমো, এ পি টি
ন্যাসিওনাল ১২৫৩, বগতা, কলমবিয়া,
এ্যাডিসিওনেস ডে কালটুরা পপুলার
সান জুয়ান ডে লেট্রান, ৩৭-৪ পিসো
মেক্সিকো-১, ডি, এফ ঃ

ইডিওলজিয়া ওয়াই পলিটিকা, ডে আর মক্যুইগুয়
৭১৮—২০৩, লিমা, পেরু

ইডিফিসিও ক্যানটাকলারো
এসক্যুইনা সান পেডরো,
প্যারোকুইয়া সান জুয়ান, ক্যারাকাস,
ভেনেজুয়েলা

লাইব্রেরিয়া ইণ্টারন্যাশনাল, এ্যাপডো ৭৫৮
স্যান জোস, কোসটারিকা

এ্যাডিটোরিয়াল "এ্যানটিও"
ব্যুএনস্ এয়ারেস, আরজেনটিনা
রেভিসটা ইণ্টারন্যাসিওনাল
কললে ৪৬ এসটে, নং ১৬
পানামা, রেপ ডে পানামা
এজেনসিয়া ডে ডিস্ট্রিবিউসন্ ডে প্রেনসা,
১৬৬১৬ প্রাহা ৬, থাকুরোভা ৩, সি এস এস আর

সুইডিস

ফরল্যাগস্যকটিয়ে বোলাগেট
ইণ্টারন্যাশনাল রেভি,
ফ্যাক, ১২২০৬ এ্যানক্যাডে ৬, স্টকহলম্
সুইডেন

ভিয়েটনামিস্

এস "ও" জুয়াট ন্যাপ থাউ স্যাচ বাও ৩২
হাউ বা ট্রুনগ্, হ্যা-নয়, ভিয়েত-নাম

পত্রিকাটির বিষয়ে সমস্ত অনুসন্ধান পাঠাতে হবে শান্তি স্বাধীনতা সমাজতন্ত্রের প্রকাশকের কাছে, ১৬৬১৬, থাকুরোভা ৩, প্রাগ ৬, চেকোস্লোভাকিয়া।

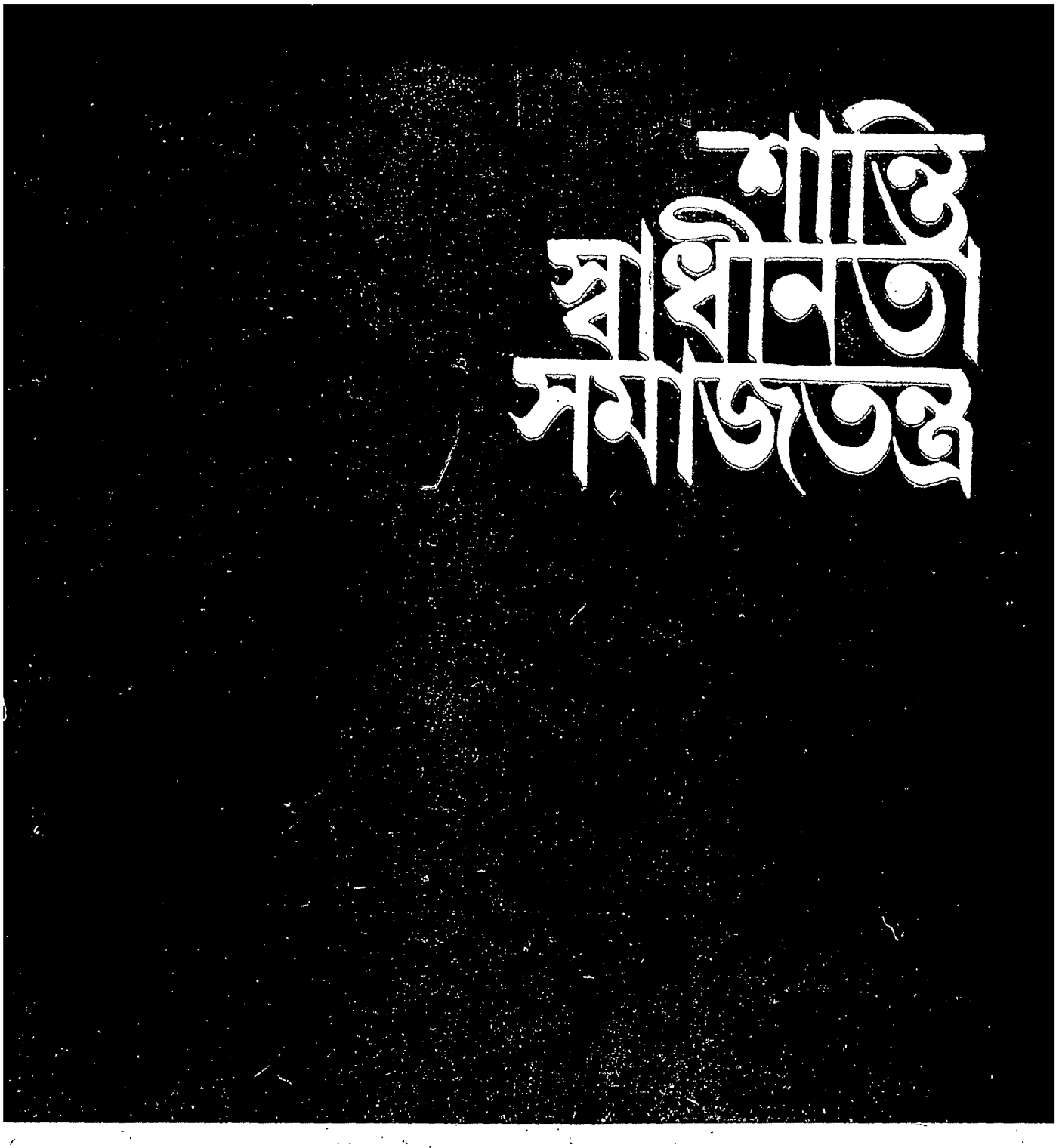

মে
১৯৭৫

শান্তি স্বাধীনতা সমাজতন্ত্র | দুনিয়ার মজদুর, এক হও

বর্ষ ৩ | মে, ১৯৭৫ | সংখ্যা ৫

সূচীপত্র

জার্মান ফ্যাসিবাদের পরাজয়ের ত্রিংশত্তম বার্ষিকী

গুস্তাক হুসাক	:	বিশ্ব ইতিহাসের বিরাট দিক চিহ্ন	৩
ডমিনিক উরবানি	:	যুদ্ধের পরিণতি : ত্রিশ বছর আগে ও এখন	৯
রডনি আরিসমেণ্ড	:	বিজয় কিভাবে অর্জিত হয়েছিল	১৩
ইরাদজ এস্কান্দারি	:	স্বাধীনতা সংগ্রামে	১৭
জারমাঁ উইলার্ড	:	প্রতিরোধের ঐতিহ্যগুলি অমর	২১
খালিদ মুহি আল-দিন	:	মুক্তি সংগ্রামের অগ্রগতি	২৫
ভি দাসিচেভ ও এ শলুচ্	:	বাস্তবতা বনাম পূর্ব ধারণা	২৭
	:	সংখ্যাতথ্যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ	৩২

পার্টি

সি রাজেশ্বর রাও	:	ঐতিহাসিক দায়িত্ব সম্পর্কে অবহিত	৩৯
	:	আমাদের কালের মার্কসবাদী-লেনিনবাদী পার্টি	৪৫
	:	সংক্ষেপে	৫০
জেরজি কসাক	:	গণতন্ত্র, মতাদর্শ, সৃজনশীলতা	৫১
	:	কমিউনিস্ট ও ওয়ার্কার্স পার্টিগুলি সম্পর্কে	
	:	সংক্ষিপ্ত সংবাদ	৫৫

তত্ত্ব

নাচো পাপাজভ্	:	সমাজতন্ত্র এবং বিজ্ঞান	
হ্যানস এ্যাডামো	:	কমিউনিজম-বিরোধিতার পুরানো ও নতুন	
রুবেনস ইসকারো	:	বৈপ্লবিক আন্দোলনের কয়েকটি সমস্যা	
এম নগুইআবি	:	আফ্রিকাতে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র	

রাজনৈতিক দৃশ্যপট

এ্যান্টনিও ডায়াস লরেঙ্কো	:	প্রতিক্রিয়াশীলদের আর এক ক্ষতি	৭৭
ডেভ কুক	:	বৃটেনের ছাত্র আন্দোলনে রাজনৈতিক পরিবর্তন	৭৯
কার্লোস ব্রাগা	:	বেয়নেটের দ্বারা "বিস্ময়কর ঘটনা"	৮৫
হুগো ফাজিও	:	অন্ধকার রাত্রির অবসান ঘটবে	৮৭
কে পি সিল্ভা	:	সংকটের মোকাবিলা : জরুরী কাজ	৯০

পত্র-পত্রিকা

ঃ	সি এম ই এ ও কাঁচামালের দাম	৯৩
ঃ	পুস্তক সমীক্ষা	৯৫
ঃ	দিনপঞ্জী	৯৮

সম্পাদক ঃ জ্যোতি দাশগুপ্ত

প্রাপ্তিস্থান ঃ
মনীষা গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড
৪/৩বি, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট,

দাম ঃ এক টাকা পঞ্চাশ পয়সা

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির রাজ্য পরিষদের পক্ষে ২০৮, বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলকাতা-১২ (৭০০০১২)
অজয় দাশগুপ্ত কর্তৃক প্রকাশিত ও কালান্তর প্রেস, ৩০/৬ ঝাউতলা রোড, কলকাতা-১৭ (৭০০০১৭) থেকে
অনিল ভঞ্জ কর্তৃক মুদ্রিত।

জার্মান ফ্যাসিবাদের পরাজয়ের ত্রিংশত্তম বার্ষিকী

জার্মান ফ্যাসিবাদ ও জাপানী সমরবাদের পরাজয় বহু ইয়োরোপীয় ও এশীয় দেশগুলিতে প্রতিক্রিয়াশীল শাসনের পতন ঘটায় এবং শ্রমজীবী জনগণের সমাজতন্ত্রের লড়াইয়ের পক্ষে এক অনুকূল পরিস্থিতির সৃষ্টি করে। একাধিক ইয়োরোপীয় ও এশীয় দেশে সফল বিপ্লবের ফলে সমাজতান্ত্রিক বিশ্ব ব্যবস্থা আবির্ভূত হয়, পুঁজিতন্ত্রের সাধারণ সংকট গভীরতর হয় এবং বিশ্ব বিপ্লবী প্রক্রিয়া আরো গতিবেগ লাভ করে। সমাজতান্ত্রিক পরিবারভুক্ত জাতিসমূহ তাদের কমিউনিস্ট ও ওয়ার্কার্স পার্টিগুলির পরিচালনায় প্রতিটি অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে প্রভূত সাফল্য অর্জন করে এবং তাদের দেশগুলিকে উন্নত রাষ্ট্রগোষ্ঠীর স্তরে উন্নীত করে, এভাবেই নতুন সমাজ-ব্যবস্থার অক্ষয় শক্তি প্রদর্শিত হয়।

ফ্যাসিবাদ-বিজয় পুঁজিতান্ত্রিক দেশগুলিতে শ্রমিক-শ্রেণীর আন্দোলনের অগ্রগতির পথে এবং শ্রমিকশ্রেণী ও অন্যান্য শ্রমজীবী জনগণের স্বার্থের সর্বাপেক্ষা সক্রিয় সংগ্রামী—কমিউনিস্ট ও ওয়ার্কার্স পার্টিগুলির বিকাশ ও শক্তিবৃদ্ধির ক্ষেত্রে অনুকূল শর্তাদি সৃষ্টি করে।

নাৎসি জার্মান এবং সমরবাদী জাপানের পরাজয় জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের প্রচণ্ড জোয়ার সৃষ্টি করে এবং সাম্রাজ্যবাদী ঔপনিবেশিক ব্যবস্থার বিপর্যয় সূচিত করে। যুদ্ধের পর এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার বহু দেশ উপনিবেশ-ব্যবস্থার দাসত্ব শৃংখল থেকে নিজেদের মুক্ত করে আত্মবিশ্বাসের সংগে স্বাধীন বিকাশের পথ গ্রহণ করে।

বিশ্ব শক্তিসমূহের ভারসাম্য মূলগতভাবে সমাজতন্ত্রের অনুকূলে পরিবর্তিত হওয়ায় সাম্রাজ্যবাদ আর খেয়ালখুশি মতো জনগণের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না, সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির শক্তি, তাদের সক্রিয় পররাষ্ট্র নীতি এবং শান্তি ও প্রগতির শক্তিগুলির আন্তর্জাতিক সংহতিকে তারা আজ আর খর্ব করতে পারে না।

(১৯৪১-৪৫-এর মহান দেশপ্রেমিক যুদ্ধে সোভিয়েত জনগণের ৩০তম বার্ষিকী উপলক্ষে সি পি এস ইউ-র কেন্দ্রীয় কমিটির সিদ্ধান্ত থেকে)

বিশ্ব ইতিহাসের বিরাট দিকচিহ্ন

গুস্তাভ হুসাক
সাধারণ সম্পাদক, কেন্দ্রীয় কমিটি, চেকোশ্লোভাকিয়ার কমিউনিস্ট পার্টি

বিশ্বের সমস্ত জাতির সংগে একসাথে চেকোশ্লোভাক সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র বিজয় দিবস উদ্‌যাপন করছে। আমাদের রাজধানী প্রাগেই সোভিয়েত সৈন্যদল ইয়োরোপে তার মহান মুক্তিযজ্ঞ সমাপ্ত করেছিল।

নাৎসি জার্মানির পরাজয়ে চেকোশ্লোভাক জনগণের ছ-বছরের জাতীয় মুক্তির সংগ্রাম বিজয়মণ্ডিত হয়েছিল। ফ্যাসিবাদী প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে মহান আন্তর্জাতিক সংগ্রামে এবং তাদের জাতীয় মুক্তি ও স্বাধীনতা পুনঃপ্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে আমাদের জনগণ তাদের নিজস্ব সুস্পষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করেছিল।

নাৎসিবাদের বিরুদ্ধে বিজয় হল যুদ্ধের মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠা এবং শ্রমিকশ্রেণী ও কমিউনিস্ট পার্টিগুলির দ্বারা পরিচালিত জাতীয় মুক্তি, গণতান্ত্রিক ও প্রগতিশীল শক্তি-গুলির আন্তর্জাতিক মৈত্রী জোটের বিজয়। নাৎসি জার্মানি ও সমরবাদী জাপানের নেতৃত্বাধীন ফ্যাসিস্ট ব্লকের বিরুদ্ধে চালিত হয়েছিল হিটলার-বিরোধী কোয়ালিশন। এক অভিন্ন শত্রুর বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামে বিভিন্ন সমাজব্যবস্থা যুক্ত দেশ-গুলির মধ্যে সফল সহযোগিতার একটি যুক্তিসংগত দৃষ্টান্তরূপে এ কোয়ালিশন ইতিহাসে চিহ্নিত হয়ে আছে। এ ধরনের সহযোগিতার প্রয়োজন ছিল এবং তা সম্ভব হয়ে উঠেছিল, কারণ বহু ইয়োরোপীয় দেশের কাছে নাৎসি আক্রমণের ক্রমবিস্তারের অর্থ ছিল জাতীয় বিপর্যয় এবং তাদের অস্তিত্ব সম্পর্কেই প্রশ্ন দেখা দিয়েছিল। বিশ্ব সভ্যতা বিপন্ন হয়েছিল। অনাক্রমণ চুক্তি ভেঙ্গে যাওয়ার পর, মিউনিখের পর, চেকোশ্লোভাকিয়া ভাগ ও দখল, পোল্যাণ্ড আক্রমণ, ফ্রান্সের পরাজয়, বল্কান অঞ্চলে নাৎসি আক্রমণ, উত্তর আফ্রিকায় বিপর্যয়—এ সবের পর পশ্চিমী ক্ষমতাসীন মহলও অবশেষে উপলব্ধি করল, নাৎসি আগ্রাসন এমন এক ধরনের শক্তি সৃষ্টি করেছে যা তাদের পক্ষেও বিপর্যয় ডেকে আনবে। সেই সংগে তারা উপলব্ধি করল যে একে প্রতিহত করার একমাত্র উপায় হচ্ছে তাদের সামরিক প্রয়াসকে নাৎসি সম্প্রসারণবাদের প্রধান লক্ষ্য সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউ-নিয়নের সংগে যুক্ত করা।

বিশ্বের প্রথম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে আন্ত-র্জাতিক সাম্রাজ্যবাদের সবচেয়ে প্রতিক্রিয়াশীল ঝটিকাশক্তি নাৎসিদের সশস্ত্র আগ্রাসন বিশ্বযুদ্ধের প্রকৃতি ও তাৎপর্য

নিরূপণ করল। আর এই ঐতিহাসিক শ্রেণীসংঘর্ষে সোভিয়েত ইউনিয়ন বিশ্বকে শুধুমাত্র তার বল ও সামরিক শক্তি প্রদর্শন করল তা-ই নয়, সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার অজেয় ক্ষমতা, জীবনী শক্তি ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করল।

স্মরণ করা যায়, ১৯৩০-এর দশকে বুর্জোয়া প্রচারে বলা হয়েছিল, সোভিয়েত সমাজ যুদ্ধ উৎরোতে পারবে না। এমনকি যখন মহান দেশপ্রেমিক যুদ্ধ শুরু হল বাঘা বাঘা বুর্জোয়া রাজনীতিবিদ বলেছিলেন লাল ফৌজ বড় জোর দু-মাস টিকে থাকবে। এ সমস্ত দুর্ভাগা গণৎকারদের উপযুক্ত জবাব দিয়েছিল সোভিয়েত সমাজ। সমাজতান্ত্রিক সমাজ কমিউনিস্ট পার্টির পাশে সংঘবদ্ধ সোভিয়েত জনগণকে সমস্ত শক্তি সমাবিষ্ট করতে ও শত্রুকে গুঁড়িয়ে দিতে সমর্থ করেছিল। অথচ যখন শত্রু সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রমণ করেছিল তখন প্রায় সমগ্র ইয়োরোপ মহাদেশের সমস্ত সামরিক ও অর্থনৈতিক শক্তি তার করায়ত্ত ছিল।

বীর সোভিয়েত জনগণ ও তাদের সেনাবাহিনী দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ক্ষত বহন করেছিল। তারা অসংখ্য আত্মত্যাগ বরণ করেছিল এবং নাৎসিবাদকে পরাজিত করতে ও চেকোশ্লোভাকিয়া সহ বহু দেশকে মুক্ত করতে নিয়ামক ভূমিকা পালন করেছিল। নাৎসি জার্মানি সোভিয়েত ফ্রন্টে তার সশস্ত্রবাহিনীর বৃহত্তম, সর্বোত্তম শিক্ষণপ্রাপ্ত এবং সর্বাধিক সজ্জিত অংশকে নিয়োজিত করা সত্ত্বেও এ হয়েছিল। দু-কোটি সোভিয়েত নাগরিক এই বলশালী ও ধূর্ত আগ্রাসকের বিরুদ্ধে জীবন বিসর্জন দিলেন। সোভিয়েত সৈন্যদল শুধুমাত্র মহান স্বদেশপ্রেমিক যুদ্ধের গতি পরিবর্তন করল তাই নয়, সাধারণভাবে গৌরবমণ্ডিত অবস্থায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ধারাও পরিবর্তন করল—প্রথমে মস্কোর যুদ্ধে ও তারপর স্তালিনগ্রাদে জয় এবং তারপর বেশ কয়েকটি বিজয়সূচক সামরিক অভিযান যার চূড়ান্ত পরিণতি হল বার্লিনের যুদ্ধে ও নাৎসি জার্মানির নিঃশর্ত আত্মসমর্পণের মধ্য দিয়ে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ যখন নাৎসিবাদের বিরুদ্ধে জাতিসমূহের মুক্তির যুদ্ধে পরিণত হল তখন তা মূলগতভাবে হল বিপ্লব ও প্রতিবিপ্লবের মধ্যে, সমাজপ্রগতি ও প্রতিক্রিয়ার মধ্যে, গণতন্ত্র ও সন্ত্রাসমূলক একনায়কতন্ত্রের মধ্যে শান্তির শক্তিসমূহ ও আগ্রাসন শক্তিগুলির মধ্যে সংগ্রাম। নাৎসিবাদ ও জাপানী সমরবাদের পরাজয়ের মধ্য দিয়েই এর পরিসমাপ্তি হল না; পুঁজিতন্ত্র ও তার ঔপনিবেশিক ব্যবস্থার সাধারণ সংকটের ক্ষেত্রে একটি নতুন স্তর ও সমগ্র বুর্জোয়া সমাজে গভীর সংকট সূচিত করার মধ্য দিয়ে তা গোটা পুঁজিতান্ত্রিক দুনিয়াকে দুর্বল করে দিল।

অন্যদিকে এ বিজয় সোভিয়েত ইউনিয়নের আন্তর্জাতিক মর্যাদা এবং সমাজতান্ত্রিক আদর্শগুলির প্রভাব বিস্তৃত করল। এর পর জাতীয় মুক্তি, গণতান্ত্রিক ও সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী আন্দোলনের এক অতুলনীয় তরঙ্গস্রোতের সৃষ্টি হল। সমগ্র ইতিহাসের সবচেয়ে বিধ্বংসী যুদ্ধ সাম্রাজ্যবাদের সবচেয়ে প্রতিক্রিয়াশীল অংশের লুণ্ঠন-সর্বস্ব নীতিসমূহের ফলশ্রুতি—এই উপলব্ধি জনগণকে সক্রিয় করে তোলে, শ্রেণী শক্তিসমূহের নতুন বিন্যাস রচনা করে এবং বহু দেশে ব্যাপক ফ্যাসি-বিরোধী, সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী গণফ্রন্ট গড়ে তোলার পথে চালনা করে।

এখনও স্পষ্ট মনে আছে, যুদ্ধের প্রাক্কালে ইয়োরোপের বহু বুর্জোয়া সরকার তাদের জনগণকে ফ্যাসিস্ট দাসত্বের কবলে পতিত হওয়া থেকে ঠেকাতে ব্যর্থ হয়ে নিজেদের হতমান করেছিল। ক্ষমতাসীন বুর্জোয়াদের একটা বড় অংশ এমন কি যুদ্ধ চলাকালে নাৎসি আক্রমণকারীদের সঙ্গে গোপনে গাঁটছড়া বেঁধে ঐ দেশদ্রোহী, জাতীয়তা-বিরোধী প্রতিক্রিয়াশীল নীতি চালিয়ে গিয়েছিল। চেকোশ্লোভাক বুর্জোয়াদের ক্ষেত্রে তো একথা পুরোই খাটে—তারা তাদের বিশ বছরের শাসনকালে আমাদের জনগণের মৌল সমস্যাবলী সমাধান করে নি বা তাদের মুক্তি ও স্বাধীনতাকে সুরক্ষিত করার ব্যবস্থা গ্রহণ করে নি।

চেকোশ্লোভাক শ্রমজীবী মানুষ এবং সর্বাগ্রে শ্রমিক-শ্রেণী এই মর্মান্তিক ঘটনাস্রোত থেকে গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা লাভ করে। নাৎসিবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়নের নিয়ামক ভূমিকা সমাজতন্ত্রের আকর্ষণক্ষমতাকে প্রবৃদ্ধি করে এবং মৌল সামাজিক পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা অনুধাবন করতে জনগণকে সাহায্য করে। বিপ্লবী নীতি, যার প্রধান প্রবক্তা ছিল কমিউনিস্ট পার্টি, পুরনো ব্যবস্থাকে ফিরতে না দেওয়ার ও ভবিষ্যতে জাতীয় বিপর্যয়ের বিরুদ্ধে গ্যারান্টি সৃষ্টি করার যে-দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ করেছিল তা জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের বিপ্লবী নীতি (যার প্রধান প্রবক্তা ছিল কমিউনিস্ট পার্টি)-র সঙ্গে বেশ সুসঙ্গত ছিল। ফ্যাসি-বিরোধী সংগ্রামের মধ্য দিয়ে জাতীয় ও সামাজিক মুক্তির লক্ষ্যবিশিষ্ট এই বিপ্লবী নীতির সঙ্গে ফ্যাসিবাদ প্রতিরোধের বুর্জোয়া ধ্যান-ধারণার এক আপসহীন দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হল। ভবিষ্যৎ সামাজিক সম্পর্ক রূপায়ণে জনগণের যে কোনো ভূমিকাকে বুর্জোয়ারা অস্বীকার করতে চাইল এবং প্রাক-যুদ্ধকালীন শ্রেণী-বিন্যাসকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার পরিকল্পনা করল।

কিন্তু বুর্জোয়া সরকারের কৃতকর্মের ফল, মিউনিখ-বিশ্বাসঘাতকতা ও আত্মসমর্পণ; প্রজাতন্ত্র ভাগ ও নাৎসি জবরদখল জাতীয় মুক্তি ও স্বাধীনতার জন্য ঘরে ও বাইরে নির্ভীকভাবে সংগ্রামরত জনগণকে দারুণ প্রখর দৃষ্টিসম্পন্ন করে তুলল। খণ্ডিত প্রজাতন্ত্রের উভয় অংশে, চেকভূমিতে ও শ্লোভাকিয়ায় প্রতিরোধের সবচেয়ে দৃঢ়চিত্ত, সক্রিয় ও অটল শক্তি ছিল বে-আইনী কমিউনিস্ট পার্টি। তখনকার সুনির্দিষ্ট অবস্থায় ক্লেমেন্ট গটওয়াল্ডের নেতৃত্বাধীন বিদেশে অবস্থানকারী নেতৃবৃন্দের রাজনৈতিক কর্মপন্থা তারা পালন করেছিল।

যে জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে আমাদের পার্টির বিপ্লবী নীতি প্রবল ছিল তা ফ্যাসি-বিরোধী জাতীয় ও গণতান্ত্রিক বিপ্লবে রূপান্তরিত হল। শ্লোভাক জাতীয় অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে তা সূচিত হল। তার ফলে চেকোশ্লোভাক প্রজাতন্ত্র একেবারে নতুন সূত্রের ভিত্তিতে পুনর্গঠিত হল এবং সমাজের এক বৈপ্লবিক পুনর্গঠনের সূত্রপাত হল। সোভিয়েত সৈন্যবাহিনীর দ্বারা ক্রমান্বয়ে মুক্ত অঞ্চলে এবং চেক জনগণের প্রাগ অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লব অব্যাহত রইল। তার প্রথম পর্যায়ের পরিণতি ঘটল জনগণতান্ত্রিক শাসন প্রতিষ্ঠা ও গোটা চেকোশ্লোভাকিয়ায় তা সংহত করার মধ্য দিয়ে। আমাদের জাতিসমূহ, আমাদের জনগণ ও রাষ্ট্রের ইতিহাসে জনগণতন্ত্রের অভ্যুত্থান একটি গুরুত্বপূর্ণ দিকচিহ্ন।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষ পর্যায়ে ইয়োরোপ জুড়ে বিপ্লবী ও গণতান্ত্রিক শক্তিসমূহের আন্দোলনের তরঙ্গ ছড়িয়ে পড়ল। চেকোশ্লোভাকিয়া ছাড়া মুক্ত মধ্য ও দক্ষিণ-পূর্ব ইয়োরোপে এবং ফ্রান্স, ইতালি, বেলজিয়াম

প্রভৃতি বেশ কয়েকটি দেশে কমিউনিস্টদের নিয়ে সরকার গঠিত হল।

অবশ্য পশ্চিম ইয়োরোপে প্রতিক্রিয়াশীল সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি বৈপ্লবিক আন্দোলন রোধ করতে সমর্থ হল। মধ্য ও দক্ষিণপূর্ব ইয়োরোপে, যেখানে জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম সোভিয়েত সৈন্যবাহিনীর মুক্তি অভিযানের সঙ্গে এক হয়ে গিয়েছিল (আর সমরবাদী জাপানের পরাজয়ের পর এশিয়ার কয়েকটি দেশে একই ঘটনা ঘটে), বৈপ্লবিক তরঙ্গ স্ফীত হতে লাগল। সুদূরপ্রসারী সামাজিক পরিবর্তনসমূহ জাতীয় গণতান্ত্রিক থেকে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে রূপান্তর ঘটাল।

যা ধারণা করা হয়েছিল তা-ই হল—শ্রমিকশ্রেণীর নীতি যা জনগণের স্বার্থের সঙ্গে পূর্ণ সংগতিপন্ন ছিল এবং মার্কসবাদী-লেনিনবাদী দলগুলির দ্বারা রূপায়িত হয়েছিল তা আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদের সমর্থনপুষ্ট প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলির উদ্ধত বাধার সম্মুখীন হল। তারা চেকোশ্লোভাকিয়ায় এবং অন্যান্য ইয়োরোপীয় জনগণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে প্রতিবিপ্লবী অভ্যুত্থানের চেষ্টা করল। কিন্তু সব কটি ক্ষেত্রে, যেমন ১৯৪৮-এ চেকোশ্লোভাকিয়ায়, এ শ্রেণী সংঘাতগুলির মধ্য দিয়ে শ্রমিকশ্রেণী রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করল। এর ফলে সমাজতন্ত্রের পথ উন্মুক্ত হল।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে সোভিয়েত ইউনিয়নের বিজয়, জনগণতন্ত্রের অভ্যুদয়, পুঁজিতান্ত্রিক দেশগুলিতে শ্রমিকশ্রেণীর রাজনৈতিক মনোভাবের সুদূরপ্রসারী পরিবর্তন এবং ঔপনিবেশিক ব্যবস্থার বিপর্যের ফলে বিশ্ব শক্তিসমূহের ভারসাম্য সমাজতন্ত্রের অনুকূলে দ্রুত পরিবর্তিত হচ্ছিল। বিশ্ব পুঁজিতন্ত্র এমন একটা প্রতিশোধমূলক নীতি গ্রহণ করল যা হিটলার-বিরোধী কোয়ালিশন ধ্বংস করল এবং দুই ব্যবস্থার মধ্যে সম্পর্ক গুরুতর করে তুলল।

জনগণতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহের অভ্যন্তরে রাজনৈতিক সংগ্রাম আন্তর্জাতিক শ্রেণীসংগ্রামের একটি আনুষঙ্গিক অংশ ছিল। বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদের সোভিয়েত-বিরোধী ও কমিউনিস্ট পার্টি-বিরোধী নীতিতে প্রতিক্রিয়াশীলরা সমর্থন পেল। নবীন জনগণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির কাছে সোভিয়েত ইউনিয়নের অস্তিত্বই কত প্রচণ্ড গুরুত্বপূর্ণ ছিল, যুদ্ধের অব্যবহিত পরের কয়েকটি কঠিন বছর তা দেখিয়ে দিয়েছে। গোড়া থেকেই প্রতিক্রিয়াশীল সাম্রাজ্যবাদী শক্তিসমূহের সমস্ত মতলব ও চক্রান্তের বিরুদ্ধে সোভিয়েত ইউনিয়ন ছিল এক নির্ভরযোগ্য দুর্গ। তার নিজের যুদ্ধ বিধ্বস্ত অর্থনীতি পুনর্গঠনের জরুরী সমস্যাদি থাকা সত্ত্বেও সে নিঃস্বার্থভাবে আমাদের দেশগুলিকে ধারাবাহিক অর্থনৈতিক সহযোগিতা দান করেছে। এর মধ্য দিয়ে সোভিয়েত ইউনিয়নের অবিচল আন্তর্জাতিকতাবোধের পরিচয় মেলে। একটা উদাহরণ দিই : চেকোশ্লোভাকিয়াকে হাজার হাজার টন খাদ্যশস্য সরবরাহ যা আমাদের ১৯৪৭ সালের ভয়ংকর খরা পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে সাহায্য করেছিল এবং প্রতিক্রিয়াশীলদের পরিস্থিতির সুযোগ গ্রহণ করা থেকে বিরত করেছিল।

মধ্য ও দক্ষিণপূর্ব ইয়োরোপে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের বিজয় সমাজতান্ত্রিক বিশ্ব ব্যবস্থা গঠন সম্পূর্ণ করেছিল। এর ফলে সমাজতন্ত্রের অনুকূলে শ্রেণী শক্তিগুলির বিশ্ববিন্যাসে নতুন ও গুণগত পরিবর্তন সূচিত হল। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রপুঞ্জের সমাজ একটি দৃঢ় আন্তর্জাতিক শক্তিতে পরিণত হল, বিশ্ব ইতিহাসের একটি শক্তিশালী চালক হল।

ফ্যাসিজমের বিরুদ্ধে জয়লাভ চেকোশ্লোভাকিয়ায় গভীর গণতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক রূপান্তরের অনুকূল অবস্থা সৃষ্টি করল। সমাজতন্ত্র বিশ্বকে বর্বরতার হাত থেকে এবং চেকোশ্লোভাক জাতিসমূহকে বিনাশের হাত থেকে রক্ষা করেছে—এখন এ প্রজ্ঞায় উদ্বুদ্ধ শ্রমিকশ্রেণীর প্রচণ্ড সৃজনশীল উদ্যম উন্মুক্ত করল ঐ বিজয়।

কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে শ্রমিকশ্রেণী, জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের এবং ছ-বছরের জবরদখলে নিঃশেষিত এবং প্রধানত বিধ্বংস দেশের পুনর্গঠন প্রয়াসের পুরোভাগে ছিল। শ্রমজীবী কৃষক ও প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে দৃঢ় মৈত্রী রচনা করে এবং শ্রেণী-শত্রুদের প্রতিরোধ ব্যর্থ করে শ্রমিকশ্রেণী নতুন চেকোশ্লোভাকিয়া গড়ার কর্মসূচী গ্রহণ করল। ১৯৪৮ সালের ফেব্রুয়ারিতে বৈপ্লবিক সাফল্যগুলিকে তারা দৃঢ়তা সহকারে রক্ষা করে আমাদের সমাজতান্ত্রিক অগ্রগমনের পথ তৈরি করল এবং কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ কর্মপন্থা যা সৃজনশীলভাবে লেনিনের সমাজতান্ত্রিক নির্মাণকাণ্ডের পরিকল্পনা প্রয়োগ করে থাকে সেই অনুসারে নতুন সমাজ গড়ার সংগঠিত প্রয়াসে তারা শ্রমজীবী মানুষকে একসূত্রে গ্রথিত করল।

সোভিয়েত সৈন্যদল কর্তৃক মুক্ত হবার পর চেকোশ্লোভাকিয়া সমাজতান্ত্রিক পথ গ্রহণ করতে পারত। দৃঢ় শ্রমিকশ্রেণী, একটি বৃহৎ বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় ও সমৃদ্ধ গণতান্ত্রিক ও সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার বিশিষ্ট একটি আপেক্ষিক শিল্পোন্নত দেশ ছিল চেকোশ্লোভাকিয়া। আমাদের অভিজ্ঞতা প্রমাণ করেছে যে এ অবস্থাগুলিতেও পুঁজিতন্ত্রের তুলনায় সমাজতন্ত্র তার অনস্বীকার্য শ্রেষ্ঠত্ব সুনিশ্চিতভাবে প্রতিপাদন করেছে। আমরা সাফল্য সহকারে প্রধান প্রধান জাতীয়, রাজনৈতিক ও সামাজিক অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান করেছি, যা পুঁজিতন্ত্র করতে পারত না।

সমাজতন্ত্র আমাদের জাতীয় জীবনের মৌলিক শ্রেণী-নীতি পরিবর্তন করেছে। সমাজতন্ত্র শ্রমিকশ্রেণী ও শ্রমজীবী মানুষকে দেশের কর্তৃত্বে উন্নীত করেছে। এ পুঁজিতন্ত্রের অর্থনৈতিক নৈরাজ্যের অবসান করে এবং নতুন জীবন গড়ার উদ্দেশ্যমুখী ও পরিকল্পিত কাজে লাখো লাখো মানুষকে যুক্ত করল। উৎপাদনের উপকরণ ও অর্থনৈতিক পরিকল্পনায় সরকারি মালিকানা উৎপাদনমুখী শক্তিগুলির অতুলনীয় বিকাশ সাধিত করল।

চেকোশ্লোভাকিয়ার এখন অনেক বৃহত্তর শিল্পভিত্তি আছে, তার শিল্প উৎপাদন প্রাকযুদ্ধকালীন স্তর থেকে ন-গুণ বেশি এবং তার প্রগতিহার সর্বোন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলির তুলনায় উন্নততর।

কৃষির সমাজতান্ত্রিক পুনর্বিন্যাস নতুন প্রযুক্তিবিদ্যা ও আরো দক্ষ কৃষি পদ্ধতিসমূহের ব্যবহারের মাধ্যমে আমাদের সমবায় ও রাষ্ট্রীয় খামারসমূহের ব্যাপক পরিমাণ উৎপাদন সংগঠিত করতে সমর্থ করল। কৃষিতে শ্রমের উৎপাদনক্ষমতা বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্রের তুলনায় চার গুণ বেশি। মূল খাদ্যসমূহে আমরা সাফল্যের সঙ্গে স্বনির্ভরতার লক্ষ্যপথে এগিয়ে চলেছি।

নিঃসন্দেহে সমাজতন্ত্রের একটি অভূতপূর্ব সাফল্য হচ্ছে জাতীয় প্রশ্নের সমাধান—এটা চেক ও শ্লোভাকদের সম্পর্ককে প্রভাবিত করেছে। যুক্তরাষ্ট্রীয় রাষ্ট্র কাঠামোয়

লেনিনীয় তত্ত্ব প্রয়োগ দুটি ভ্রাতৃপ্রতিম জাতির ও একই রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে সমস্ত জাতি-গোষ্ঠীর সৃজনশীল উদ্যম ও সামর্থ্য বিকাশের সুবিধাজনক শর্তাদি সৃষ্টি করল। ভ্রাতৃপ্রতিম চেক শ্রমিকশ্রেণীর সাহায্যে শ্লোভাক জনগণ শিল্প-কৃষি অর্থনীতি গড়ে তুলল। শ্লোভাকিয়া এখন ১৯৩৭ সালের তুলনায় ৩৩ গুণ বেশি উৎপাদন করে এবং চেকোশ্লোভাকিয়ার শিল্পোৎপাদনে তার অংশ ৮ শতাংশের থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২৫ শতাংশ ছাড়িয়ে গেছে।

অর্থনৈতিক পরিকল্পনা, সমাজতান্ত্রিক শিল্পোন্নয়ন, আমাদের গ্রাম ও শহর পুনর্গঠন, সাংস্কৃতিক বিকাশ একই প্রজন্মের জীবনকালের মধ্যেই যুগ-প্রাচীন আঞ্চলিক পার্থক্যগুলি দূর করতে সমন্বিত হয়েছে। দারিদ্র্য, বুভুক্ষা ও বেকারত্বকে চিরবিদায় দেওয়া হয়েছে।

সমাজতান্ত্রিক চেকোশ্লোভাকিয়ার প্রগতির আর একটি সূচক হচ্ছে এ দেশের জনগণের জীবনযাত্রার মান। সামাজিক ব্যয়ের বেশ উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি (যা জনগণের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ চাহিদা মেটায় ও যা যেকোনো পুঁজিতান্ত্রিক দেশের তুলনায় বেশি) সহ মাথাপিছু ব্যয় তিনগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। বিনা ব্যয়ে চিকিৎসার সুযোগ, অবৈতনিক শিক্ষা, অসুস্থকালীন সুযোগ-সুবিধা, বৃদ্ধ বয়সের পেন্সন প্রভৃতির ক্ষেত্রে এ প্রযোজ্য। এ সমস্ত খাতে ও অন্যান্য সামাজিক সেবামূলক ব্যাপারে ব্যয় ১৯৩৭-এর তুলনায় প্রায় ১০ গুণ বেড়েছে। জনসংখ্যার প্রতি হাজারে চিকিৎসক-সংখ্যা তিন গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

সংস্কৃতি ও শিক্ষার অতুলনীয় বিকাশ জীবনধারণের মানোন্নয়নের একটি স্পষ্ট নির্দেশক। শ্রমিকশ্রেণী, শ্রমজীবী মানুষ পূর্ববর্তী আমলে সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারের যা-কিছু মূল্যবান তা সাদরে বেছে নিয়েছে ও রক্ষা করেছে। আর সমস্ত সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ করায়ত্ত করার অধিকার প্রত্যেক নাগরিকের আছে। সমাজতান্ত্রিক শিক্ষা ও সংস্কৃতি ব্যবস্থা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার সাফল্যগুলির ওপর প্রতিষ্ঠিত। এ ব্যবস্থা যখন সমাজতন্ত্রের সুবিধাদির সঙ্গে যুক্ত হয়ে শ্রমজীবী জনতার স্বার্থগুলি সিদ্ধ করে তখন তাদের সাংস্কৃতিক স্তর প্রসারিত করে এবং মানসিক ও শারীরিক শ্রমের পার্থক্য অতিক্রম করতে সাহায্য করে। প্রাক্-যুদ্ধ আমলের চেয়ে মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলির ছাত্রসংখ্যা তিন গুণ, বিশ্ববিদ্যালয় স্তরের প্রতিষ্ঠানগুলির ছাত্রসংখ্যা পাঁচ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। আমাদের ব্যাপক আধুনিক বিজ্ঞান গবেষণার সুযোগ-সুবিধা রয়েছে। সমাজতান্ত্রিক ধ্যানধারণা ও আমাদের সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতা আমাদের জনগণের চেতনার মূলে গেঁথে গেছে। শ্রমিকশ্রেণীর দৃষ্টিভঙ্গি, মার্কসবাদী-লেনিনবাদী মতাদর্শ চেকোশ্লোভাক শ্রমজীবী মানুষের চিন্তা ও আচরণের গভীরে শেকড় গেড়েছে।

বিশ্বের পুঁজিতান্ত্রিক অংশের অগ্রগতির সঙ্গে সমাজতান্ত্রিক নির্মাণকার্যের ফলাফল তুলনা করে কারোর অবশ্য শুধুমাত্র অধিকতর অর্থনৈতিক প্রগতির হার এবং বৈষয়িক ও সাংস্কৃতিক মানোন্নয়নের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকা উচিত নয়। আমাদের দেশে সমাজতন্ত্রকৃত পরিবর্তনসমূহের নিজস্ব সুনির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য আছে, ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে এগুলি উন্নততর ও অনেক নিখুঁত। বৈশিষ্ট্যগুলি হল : জনগণের মধ্যে নতুন সম্পর্ক দানা বাঁধা, এক নতুন, সমাজতান্ত্রিক জীবনযাত্রা প্রতিষ্ঠা এবং সমাজতান্ত্রিক ব্যক্তিত্বের অনুশীলন।

কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে যে-বৈপ্লবিক রূপান্তর সাধিত হয়েছে, তার ফলে এক নতুন সমাজের সৃষ্টি হয়েছে। এই সমাজ শ্রমিকশ্রেণীকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে এবং এই সমাজ শ্রেণীবৈরিতা-মুক্ত। শ্রমিকশ্রেণী সংখ্যাগত দিক থেকে বৃদ্ধি পেয়েছে, তার সৃজনশীল ক্ষমতাকে মুক্ত করেছে এবং তার সাংস্কৃতিক ও ব্যবহারিক মানকে অস্বাভাবিক পরিমাণে বিকশিত করেছে। শ্রমিকশ্রেণীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত এক নতুন শ্রেণী—সমবায়িক চাষী আত্মপ্রকাশ করেছে। প্রগতিশীল ঐতিহ্যসমূহ ও সমাজতান্ত্রিক ধ্যানধারণার প্রতি অনুরক্ত বেশ ভালোসংখ্যক বুদ্ধিজীবী নিজেদের শ্রমিকশ্রেণীর পাশে জড়ো করেছে এবং শ্রমজীবী জনতার মধ্য থেকে এক বিরাট সংখ্যক নতুন গণ-বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় বিকশিত করতে সাহায্য করেছে।

শ্রমিকশ্রেণী ও ব্যাপকতর জনগণের গণতান্ত্রিকতা প্রসারিত হচ্ছে। সমাজতান্ত্রিক উৎপাদন সম্পর্কের বিকাশ আমাদের সমাজের নৈতিক ও রাজনৈতিক ঐক্য দৃঢ় করেছে, শ্রেণীসমূহ ও সামাজিক গোষ্ঠীগুলির ক্রমবিলোপের সুবিধা করে এবং সামাজিক প্রক্রিয়াগুলি পরিচালনায় জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণ সুনিশ্চিত করে, যা পুঁজিতন্ত্রের আমলে অভাবনীয় ছিল।

নবীন চেকোশ্লোভাকিয়ার ৩০টি বছর—যার ফলশ্রুতিগুলি আমরা এখন গর্বের সঙ্গে একত্রিত করেছি—খুব সহজে কাটে নি। আমাদের ইতিহাসের বৃহত্তম সামাজিক পরিবর্তন ঘিরে স্বাভাবিক কারণেই আগ্রহ ছিল, অসুবিধা ছিল, সাময়িক বিপর্যয় ছিল, বিষয়ীমুখী ভুলভ্রান্তি যেগুলিকে শ্রেণীশত্রুরা ব্যবহার করেছে, তা-ও ছিল এবং ছিল মূল্যবান শিক্ষা। কিন্তু প্রতিটি বিপর্যয় ও ভুলভ্রান্তির পর ভুল থেকে শিক্ষা লাভ করে শ্রমিকশ্রেণী ও তার মার্কসবাদী-লেনিনবাদী দল তাদের বৈপ্লবিক লক্ষ্যগুলি অর্জনের সংগ্রাম আরো উৎসাহ সহকারে চালিয়ে গিয়েছে।

আমরা সমাজতন্ত্রের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করেছি এবং চতুর্দশ পার্টি কংগ্রেসের উন্নত সমাজতান্ত্রিক সমাজ গড়ার কর্মসূচী সাফল্যের সঙ্গে রূপায়িত করছি। এ ব্যাপারে আমাদের জনগণের সমর্থন রয়েছে। আমরা নির্বিঘ্নে বলতে পারি যে এক প্রজন্মের জীবনকালে সমাজতন্ত্র যে-সমস্ত মূল্যবোধ আমাদের বাস্তব জীবনে সৃষ্টি করেছে সেগুলি বহু শতাব্দী ধরে পুঁজিতন্ত্রের আমলে অর্জিত সবকিছুর চেয়ে অনেক বেশি উৎকৃষ্ট। সমাজতন্ত্র প্রত্যেক নাগরিকের স্বাধীন ও সর্বাত্মক কার্যকলাপের, সমাজতান্ত্রিক ব্যক্তিত্ব বিবর্তনের, সৃজনশীল গুণাবলী, নৈতিক শক্তি এবং প্রত্যেক পুরুষ, নারী ও শিশুর সংস্কৃতি বিকশিত করে তোলার শর্তাদি সৃষ্টি করেছে।

পুঁজিতান্ত্রিক দেশগুলির অর্থনৈতিক টালমাটাল অবস্থা ও রাজনৈতিক ও নৈতিক অস্থিরতা এবং বর্তমান গুরুতর সামাজিক সমস্যাবলী সমাধানে স্বাভাবিক অক্ষমতার পরিপ্রেক্ষিতে চেকোশ্লোভাকিয়া ও অন্যান্য ভ্রাতৃপ্রতিম দেশগুলির সমাজতান্ত্রিক জীবনধারার উৎকর্ষ বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ। অন্যদিকে সমাজতন্ত্রের চমৎকার অগ্রগতি ঘটছে। আর প্রত্যেকটি অগ্রগতি প্রমাণ করছে এটাই ভবিষ্যৎ সমাজ।

আমাদের সমাজতান্ত্রিক অগ্রগতি পুনরায় এই সত্য অভিব্যক্ত করেছে যে, জটিল ও দূর-প্রসারী বৈপ্লবিক লক্ষ্যসমূহ সাফল্যের সঙ্গে নিষ্পন্ন করার প্রধান শর্ত হচ্ছে কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃ-ভূমিকা। আমরা অভিজ্ঞতায়

বুঝেছি যে মার্কসবাদ-লেনিনবাদ ও সর্বহারার আন্তর্জাতিকতাবাদের প্রতি অনুরক্ত একটি ঐক্যবদ্ধ, সুবিন্যস্ত দল যার নিজস্ব কর্মবৃন্দ ও কার্যধারা লেনিনবাদী রীতি-নীতির দ্বারা পরিচালিত এবং যে-দল জনগণের সঙ্গে ও বিশ্ব কমিউনিস্ট ও শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত, সে-ই কেবলমাত্র সমাজের বৈপ্লবিক পুনর্গঠনের সাফল্য সুনিশ্চিত করতে পারে।

তার মার্কসবাদী-লেনিনবাদী অগ্রবাহিনীর নেতৃত্বে সমাজের দৃঢ়প্রতিজ্ঞ শক্তি শ্রমিকশ্রেণী চেকোশ্লোভাকিয়ার জীবনে এক সর্বব্যাপী মৌলিক পরিবর্তনসমূহ সাধিত করছে এবং এভাবে সমাজতন্ত্র গড়ার ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালন করছে। এ ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ায় শত্রুর বিরুদ্ধে সংগ্রামে এবং তার সৃজনশীল ও গঠনমূলক শ্রমের ক্ষেত্রে ঐ শ্রেণী নিখুঁত বৈপ্লবিক গুণাবলীর পরিচয় দিয়েছে। সে শুধুমাত্র সমস্ত বৈষয়িক মূল্যবোধের স্রষ্টা নয়, দেশের শাসক ও সর্বময়কর্তা এবং সমাজতান্ত্রিক ক্ষমতা ও বৈপ্লবিক সাফল্যের মুখ্য রক্ষাকর্তাও বটে।

শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লববাদ, সংগঠন এবং রাজনৈতিক চেতনা এবং সমাজতান্ত্রিক উৎপাদন ও সামাজিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে তার স্থান বিষয়গত দিক থেকে সমাজে তার অগ্রণী ভূমিকার ক্রমবৃদ্ধিকে শর্তাবদ্ধ করেছে। চতুর্দশ পার্টি কংগ্রেসের কর্মপন্থাগুলি অনুসরণ করে চেকোশ্লোভাকিয়ার কমিউনিস্ট পার্টি শ্রমিকশ্রেণীর অগ্রণী ভূমিকার আরো বিস্তার, তার ক্রমবর্ধমান শিক্ষাগত যোগ্যতা, রাজনৈতিক ও শ্রেণী সচেতনতা এবং দেশের সর্বাত্মক উন্নয়ন, সমাজতান্ত্রিক জীবনধারা অর্জনের সংগ্রামে প্রধান চালিকাশক্তিরূপে তার গুরুত্ব সুনিশ্চিত করে।

বৈপ্লবিক প্রক্রিয়ার একেবারে গোড়া থেকেই শ্রমজীবী জনতার বিপুল অংশ শ্রমিকশ্রেণীর পাশে দৃঢ়ভাবে সমাবিষ্ট হয়েছে। শ্রমিকশ্রেণী, সমবায়িক কৃষক ও বুদ্ধিজীবীশ্রেণীর মৈত্রী আমাদের সমাজের শ্রেণীভিত্তি, জাতীয় ফ্রন্টের ভিত্তি, শহর ও গ্রামের শ্রমজীবী জনতার রাজনৈতিক সংগঠন। অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশের মতো চেকোশ্লোভাকিয়াও লেনিনের এই ধারণা উপলব্ধি করেছে যে সমাজতন্ত্র ব্যাপকতর জনগণের স্বার্থেই চালিত। ঘটনাবলী প্রমাণ করেছে শ্রমজীবী মানুষ যত বেশি মাত্রায় সমাজতন্ত্রকে তাদের নিজের গুরুত্বপূর্ণ স্বার্থ বলে তাদের যৌথ শ্রম প্রয়াস ও যৌথ বুদ্ধিবৃত্তির ফলশ্রুতি বলে স্বীকার করে তত বেশি করে তারা পার্টি নীতি রূপায়ণে তাদের উদ্যম ও ক্ষমতা নিয়োগ করে থাকে।

চেকোশ্লোভাকিয়ায় সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার গণতন্ত্র বিশিষ্টতা লাভ করেছে শ্রমিক ও অন্যান্য শ্রমজীবী জনতা, মহিলা ও যুবকদের ক্রমবর্ধমান রাজনৈতিক কার্যকলাপ, রাষ্ট্র ও অর্থনীতি পরিচালনায় তাদের নানাভাবে অংশগ্রহণে, নবীকরণ আন্দোলনের প্রসারে ও আমাদের জনগণের উদ্যোগে, জাতীয় কমিটিগুলির নির্বাচন কর্মসূচীগুলি রূপায়ণে ও গণসংগঠনগুলির কাজে আমাদের নাগরিকদের ব্যাপক অংশগ্রহণে এবং সমাজতান্ত্রিক জীবনযাত্রার সমস্যাগুলি আলোচনায় সমাধানে গোষ্ঠীগুলি ও ব্যক্তিসমূহের উদ্যোগের মধ্য দিয়ে।

সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ মৈত্রী সম্পর্ক রেখে চেকোশ্লোভাকিয়ার বৈদেশিক নীতি রূপায়ণের মধ্যে আমাদের জনগণের বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্রের বিপর্যয়লব্ধ ঐতিহাসিক শিক্ষা বিধৃত। আমাদের জনগণের কাছে ঐ মৈত্রীর প্রবল গুরুত্ব উদ্ঘাটিত হল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালে, সমাজতন্ত্রের ভিত্তি রচনার বছরগুলিতে যখন সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি ঠাণ্ডাযুদ্ধ চাপিয়ে দিল ও বৈষম্য, অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা, রাজনৈতিক চাপ ও ব্ল্যাকমেল প্রয়োগ করল এবং সমাজতান্ত্রিক নির্মাণকাণ্ডের পরবর্তী বছরগুলিতেও। চেকোশ্লোভাকিয়ায় সমাজতন্ত্রের সংহতি, বিকাশ ও রক্ষার পক্ষে এই মৈত্রীর বর্তমান তাৎপর্যও খুব স্পষ্ট।

সি পি সি-র চতুর্দশ কংগ্রেসে পুনরায় অভিব্যক্ত হয়েছে যে, সোভিয়েত ইউনিয়ন ও অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশের ভ্রাতৃত্বমূলক সহযোগিতা, বন্ধুত্বের সম্পর্ক ও ঘনিষ্ঠ মৈত্রী আমাদের পার্টি ও রাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতির নির্ভরযোগ্য ভিত্তি। পারস্পরিক অর্থনৈতিক সহযোগিতা পরিষদ ও ওয়ারশ চুক্তি সংস্থায় ঐ সৌভ্রাত্র সহযোগিতার আরো সর্বব্যাপী বিকাশের, সমগ্র সমাজতান্ত্রিক পরিবারের ঐক্য সুদৃঢ় করার ও ক্ষমতা বৃদ্ধি করার এবং আমাদের মুক্তিদাতা ও সর্বাপেক্ষা বিশ্বস্ত বন্ধু সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে চিরস্থায়ী বন্ধুত্ব ও মৈত্রী গভীরতর করার প্রয়াস আমরা ছাড়ি না।

দুনিয়া জুড়ে, ইয়োরোপে, বিভিন্ন দেশে ও আমাদের নিজেদের চেকোশ্লোভাকিয়ায় অভূতপূর্ব, দূর-প্রসারী ও গভীর পরিবর্তনগুলির দ্বারা চিহ্নিত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও তৎপরবর্তী ৩০ বছরের ফলাফল সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র, সমাজপ্রগতি ও শান্তির শক্তিগুলির একটা বিরাট জয়। এছাড়া এগুলি সব দেশের সব জাতি ও জনগণের কাছে, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে শিক্ষণীয় ঐতিহাসিক শিক্ষা।

এ ৩০ বছরে বিশ্বের রাজনৈতিক মানচিত্রের পুরো বদল হয়েছে। বর্তমান পরিস্থিতি সমাজতন্ত্রের অগ্রগতি, শক্তিশালী আন্তর্জাতিক বৈপ্লবিক শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনের তরঙ্গ, জাতীয় মুক্তি বিপ্লবের দুর্বার গতি, সামাজিক প্রগতি, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতা, শান্তির সার্থক সংগ্রামের পথে বহু জাতির অভ্যুত্থানের দ্বারা চিহ্নিত।

যুদ্ধোত্তর বিরাট সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবর্তনগুলির মধ্যে মূর্ত হয়েছে বর্তমান যুগের নিরূপক বিষয়মুখী সূত্রগুলি, পুঁজিতন্ত্র থেকে সমাজতন্ত্রের বৈপ্লবিক রূপান্তর যার প্রধান আধেয়। ইয়োরোপ, এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার শ্রেণীযুদ্ধগুলি এই অনিবার্য প্রক্রিয়ার বিভিন্ন পর্যায় মাত্র।

সমাজতান্ত্রিক বিশ্ব ব্যবস্থা—বিশ্ব কমিউনিস্ট ও শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনের সর্বোত্তম ফলশ্রুতি ও দুর্গ—হচ্ছে একটি শক্তিশালী নৈতিক, আদর্শগত, রাজনৈতিক ও বৈষয়িক শক্তি যা বৈপ্লবিক অগ্রগতিকে ত্বরিত করছে এবং ঐ ব্যবস্থা শান্তি ও সামাজিক প্রগতির সংগ্রামের ক্ষেত্রে নিয়ামক উপাদান।

সমাজতান্ত্রিক বিশ্বব্যবস্থা দুনিয়াজোড়া অসীম মর্যাদা ও কর্তৃত্বের অধিকারী এক সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রচণ্ড রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও প্রতিরক্ষা ক্ষমতার ওপর ভর করে আছে।

ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে জয়ের মধ্য দিয়ে শান্তি স্থাপনের ৩০তম বার্ষিকী ইয়োরোপে যে উদ্যাপিত হচ্ছে এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে আরো ইতিবাচক পরিবর্তনসমূহের বাস্তবমুখী পূর্বশর্তগুলি যে বজায় রয়েছে তার বৃহত্তম কৃতিত্ব নিঃসন্দেহে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশের। ২৪তম সি পি এস ইউ কংগ্রেসের শান্তি

কর্মসূচী, যা সোভিয়েত ইউনিয়ন সমাজতান্ত্রিক পরিবারের অন্যান্য দেশের সম্পূর্ণ ও সক্রিয় সমর্থন নিয়ে তার গতিশীল নীতির মধ্য দিয়ে কার্যকর করছে, তা বিশেষভাবে ইয়োরোপে নিরাপত্তা ও শান্তি সুরক্ষিত করার অভূতপূর্ব সুযোগ সৃষ্টি করেছে।

কিন্তু মানবজাতির এই অনুকূল পরিস্থিতি সত্ত্বেও প্রতিক্রিয়াশীল বুর্জোয়াদের ইতিহাসের ঘটনাবলী, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের লক্ষ্যসমূহ ও গতিধারা বিকৃত করার এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের মুক্তিসূচক ভূমিকা ও কমিউনিস্ট পার্টিগুলি পরিচালিত ফ্যাসি-বিরোধী প্রতিরোধ খর্ব করার বহু প্রচেষ্টাকে আমাদের লঘু করে দেখা উচিত নয়।

যা ভাবা গিয়েছিল তাই, ফ্যাসিবাদের পরাজয়ের ৩০তম বার্ষিকীর প্রাক্কালে বুর্জোয়া প্রচার আরো কদর্য হয়েছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, মিউনিখের আগে ও যুদ্ধের পরে জার্মানদের উৎপীড়ন করা হয়েছিল—এমনও অভিযোগ তুলে জনমতকে বিভ্রান্ত করা হচ্ছে। অবশ্য সংক্ষেপে বলতে গেলে এর অর্থ হচ্ছে নাৎসি নৃশংসতা থেকে মনোযোগ অন্যমুখী করা, নয়া-ফ্যাসিবাদ সম্পর্কে সজাগ দৃষ্টি ভোঁতা করে দেওয়া, নাৎসিদের অপরাধগুলোকে আড়াল করা, ঐ অপরাধগুলির পূর্ণ দায়িত্ব হিটলার ও বেশ কয়েকজন নিন্দিত যুদ্ধ অপরাধীর ওপর থেকে সরিয়ে নেওয়া। এর অভিপ্রায় হচ্ছে সমাজতন্ত্রের শান্তি কর্মসূচী সম্পর্কে সংশয় জাগানো এবং সমাজতান্ত্রিক পরিবারকে, বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলন এবং তাদের উন্নত ও অতিশয় মানবিক মতাদর্শকে হতমান করা। এ কারণেই আন্তর্জাতিক সমঝওতার বিরুদ্ধতাগুলোকে মতাদর্শগত ও রাজনৈতিক দিক থেকে বিচ্ছিন্ন করা ও জাতিসমূহের সহযোগিতা বৃদ্ধি করার জন্য দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ঐতিহাসিক সত্য, তার ফলাফল ও শিক্ষাকে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে দেওয়ার গুরুত্ব এত সমধিক।

শান্তি সুদৃঢ় করা ও ক্রমবর্ধমান উত্তেজনা প্রশমন নিয়ামক ব্যবস্থা হিসাবে সমাজতান্ত্রিক পরিবারের শক্তি ও ঐক্যের ওপর, বিশ্বময় প্রগতিশীল ও শান্তিকামী শক্তিগুলির সক্রিয়তার ওপর নির্ভরশীল। সমাজতান্ত্রিক চেকোশ্লোভাকিয়ার জনগণ তাদের দেশে সমাজতন্ত্রের সফল বিকাশ সুনিশ্চিত করার মাধ্যমেই প্রধানত এক্ষেত্রে স্বীয় ভূমিকা পালন করছে। আমাদের কাছে এটাই প্রধান দায়িত্ব এবং আন্তর্জাতিক কর্তব্য। আমাদের সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির বিকাশ এবং আমাদের দেশের সাধারণ সমৃদ্ধি সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির শান্তি কর্মসূচীতে আমাদের অধিক মাত্রায় অংশগ্রহণ করতে সমর্থ করে।

বিশ্ব সমাজতন্ত্রের ঐক্যের ভিত্তি মানবসমাজকে উৎসাহিত করছে ও শান্তিপূর্ণ জীবনের আশাব্যঞ্জক পরিপ্রেক্ষিত উন্মুক্ত করছে। ঐ ভিত্তি ভ্রাতৃপ্রতিম সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি ও তাদের কমিউনিস্ট পার্টিগুলির ঐক্যবদ্ধ কর্মপ্রয়াসের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এর পূর্বশর্তগুলির শেকড় প্রসারিত রয়েছে তাদের সাধারণ মার্কসবাদী-লেনিনবাদী মতাদর্শে, শ্রেণী স্বার্থগুলির অভিন্নতা ও সমাজতন্ত্র ও কমিউনিজম গড়ার একই লক্ষ্যগুলির মধ্যে, সম্পর্কের লেনিনবাদী রীতিগুলির মাঝে এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের অভিজ্ঞতা ও বিগত ৩০ বছরে অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশের অভিজ্ঞতার মাধ্যমেও পরীক্ষিত কমিউনিস্ট নির্মাণকাণ্ডের সাধারণ সূত্রগুলির মধ্যে। সমাজতন্ত্রের যৌথ প্রতিরক্ষাও গুরুত্বপূর্ণ কাজ। কারণ অধিকতর প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলি, তাদের অবস্থান হারাবার সঙ্গে নিজেদের খাপ খাইয়ে নিতে পারে নি এবং তারা যে কোনো মূল্যে পরিস্থিতি ঘোরাতে উদগ্রীব। শেষ কথা হলেও তুচ্ছ নয়, সব ধরনের শোধনবাদী ও সুবিধাবাদী, যারা বিষয়গত দিক থেকে সমাজতন্ত্র-বিরোধী ও প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলোর হাতে খেলছে, আমরা তাদের বিরুদ্ধেও সাধারণ সংগ্রামে ঐক্যবদ্ধ।

চেকোশ্লোভাকিয়ার ১৯৬৮ ও ১৯৬৯ সালের অভিজ্ঞতা "সি পি সি-র ত্রয়োদশ কংগ্রেসের পর পার্টিতে ও রাষ্ট্রে সংকট প্রসারের শিক্ষাবলী" শীর্ষক এক দলিলে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। সংশয়াতীতভাবে ঐ দলিল দেখিয়েছে যে সমাজতান্ত্রিক নির্মাণকার্যের বিশ্বজনীন বিষয়মুখী সূত্রগুলি অগ্রাহ্য করা, সুবিধাবাদকে প্রশ্রয় দেওয়া এবং মার্কসবাদ-লেনিনবাদ ও প্রলেতারীয় আন্তর্জাতিকতাবাদ থেকে বিচ্যুতি সমাজতন্ত্রের আশু বিপদ ডেকে আনে। একটি দেশে সমাজতন্ত্রের ভাগ্য যে অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক মিত্রের ঔদাসীন্যের বিষয় নয় এবং সমাজতন্ত্র রক্ষা যে আন্তর্জাতিকতাবাদী সহযোগিতার প্রকাশ, চেকোশ্লোভাকিয়ায় প্রতিবিপ্লবের বিপদ যখন দেখা দিল এবং সমাজতন্ত্র বিপন্ন হল তখন ঐ সত্য পুনরায় অভিব্যক্ত হল। এটা নিঃসন্দেহে বিশ্ব সমাজতন্ত্রের অবস্থানকে সুদৃঢ় করল।

চেকোশ্লোভাক সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র ও আমাদের পার্টি চমৎকার আন্তর্জাতিকতাবাদী ঐতিহ্যসমূহের প্রতি মনোযোগী হয়ে সমাজতান্ত্রিক পরিবারের অন্যান্য দেশ ও তাদের পার্টিগুলির সঙ্গে তাদের কার্যধারার সমন্বয় করে। পারস্পরিক পরামর্শ, সভা ও সম্মেলনগুলি আমাদের আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক প্রয়াসগুলিকে সাহায্য করে এবং সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির ও ভ্রাতৃপ্রতিম পার্টিগুলির সর্বাত্মক সহযোগিতাকে গভীরতর করে।

আমরা মনে করি, আমাদের গোষ্ঠীর আরো সফল অগ্রগতি সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক সংযুক্তির সর্বাঙ্গীণ কর্মসূচী যা কিনা পারস্পরিক অর্থনৈতিক সম্পর্কের সর্বোচ্চ স্তর, তার রূপায়ণের ওপর নির্ভর করে আছে। এই সহযোগিতা আমাদের দেশগুলিকে অর্থনৈতিক ক্ষমতার সর্বোত্তম ব্যবহারে সক্ষম করে তোলে, আমাদের শক্তি বৃদ্ধি করে এবং সমস্ত অংশগ্রহণকারীর স্বার্থ সিদ্ধ করে।

সমাজতন্ত্র আরো পরিণত, আরো অভিজ্ঞতাসমৃদ্ধ, আরো শক্তিশালী হচ্ছে। এ বিশ্বের সমস্ত মানুষকে বিশ্বাস ও আশাবাদে উৎসাহিত করছে। সি পি এস ইউ-এর ২৪তম কংগ্রেসে সি পি এস ইউ কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক এল আই ব্রেঝনেভ এই প্রক্রিয়াকে অত্যন্ত সুন্দরভাবে বর্ণনা করেছেন : "সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ার সব কিছুই গতিময় এবং সে নিরন্তর নিজেকে পূর্ণতায় বিকশিত করে তুলছে।"

আমরা গর্বিত যে চেকোশ্লোভাকিয়া সমাজতান্ত্রিক বিশ্বব্যবস্থার এক অবিভাজ্য অংশ। আমাদের দেশ যার জাতিগুলি শতাব্দীর পর শতাব্দী জাতীয় উদবর্তন ও রাষ্ট্রীয় মর্যাদালাভের জন্য সংগ্রাম করেছে, এমন এক দেশ যার সীমান্তগুলি এবং ভাগ্য নির্ভর করছিল বৃহৎ পুঁজিতান্ত্রিক শক্তিগুলির খেয়ালখুশির ওপর, এখন এ দেশ তার নিরাপত্তা, শান্তিপূর্ণ সৃজনশীল শ্রম, স্বাধীন জাতীয় অগ্রগতি ও অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির গ্যারান্টি বজায় রেখেছে এবং সে ভ্রাতৃপ্রতিম সমাজতান্ত্রিক জাতিসমূহের পরিবারের সমমর্যাদাসম্পন্ন সদস্যের যথাযোগ্য স্থান অধিকার করেছে। শান্তি শক্তিগুলোর পুরোভাগে ও সমাজ প্রগতির পুরোধা

হিসেবে চেকোশ্লোভাকিয়া তাদের সকলের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে এগিয়ে চলেছে।

৩০ বছর আগে ফ্যাসিজমের বিরুদ্ধে ঐতিহাসিক বিজয়ের কথা সযত্নে লালন করে আমরা চেকোশ্লোভাকিয়ায় আমাদের সাধ্য ও ক্ষমতা অনুসারে বিশ্ব সমাজতন্ত্রকে সুদৃঢ় ও সমৃদ্ধ করার কাজ করে যাব।

একটি উন্নততর সমাজতান্ত্রিক সমাজ গড়ায় সোভিয়েত ইউনিয়ন ও অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশের সঙ্গে চিরস্থায়ী বন্ধুত্ব ও মৈত্রীর অবস্থান আমাদের রাষ্ট্রের ক্ষমতা বৃদ্ধি করে, আমাদের জনগণের অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক মান উন্নীত করে এবং চেকোশ্লোভাকিয়ার একটি দৃঢ় আন্তর্জাতিক অবস্থান সুনিশ্চিত করে। আমাদের দেশের সফল সমাজতান্ত্রিক কর্মকাণ্ড, তার শান্তি নীতি, অন্যান্য বহু দেশের সঙ্গে তার ভালো রাজনৈতিক ও বাণিজ্যিক যোগাযোগের ফলে সমস্ত শান্তিকামী ও প্রগতিশীল শক্তির চোখে চেকোশ্লোভাক সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের মর্যাদা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

চতুর্দশ পার্টি কংগ্রেস নির্ধারিত আমাদের নীতি সমাজতান্ত্রিক চেকোশ্লোভাকিয়ার আরো অগ্রগতির স্বার্থে, সমাজতন্ত্র ও বিশ্ব শান্তির স্বার্থে ফ্যাসিজমের বিরুদ্ধে বিজয়ের ফলশ্রুতিগুলি দৃঢ়তর ও সম্প্রসারিত করার মধ্য দিয়ে বিজয়মণ্ডিত ফ্যাসি-বিরোধী জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের উত্তরাধিকারগুলিকে কার্যে রূপায়িত করছে।

যুদ্ধের পরিণতি ঃ ত্রিশ বছর আগে ও এখন

ডমিনিক উরবানি
চেয়ারম্যান, লুক্সেমবুর্গ কমিউনিস্ট পার্টি

ইতিহাসে যে ঘটনাগুলি পরবর্তী বংশধরদের ওপর তাদের প্রভাব রেখে যায় দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ এবং ফ্যাসিবাদের শোচনীয় পরাজয় তাদেরই একটি। বর্তমান বিশ্ব পরিস্থিতির অনেক বৈশিষ্ট্যেরই ঐতিহাসিক মূল অতীত যুদ্ধের ফলাফলের মধ্যেই ছিল। ঐ যুদ্ধের প্রতি মনোভাব, তার ব্যাখ্যা, এখনও শ্রেণী সংগ্রামের মধ্যে মতাদর্শ এবং রাজনীতিগত অন্যতম বিভাজক রেখা।

আমরা মার্কসবাদী-লেনিনবাদীরা ন্যায়সঙ্গতভাবেই বলতে পারি যে যুদ্ধোত্তর তিরিশ বছরের ঘটনাবলীর বিকাশের মধ্যে দিয়ে যুদ্ধ, তার ইতিহাস এবং তার শিক্ষা সম্পর্কে আমাদের ধারণার অনুকূলেই রায় মিলেছে। এবং কমিউনিস্টরা ফ্যাসিজমের পরাজয়ের পরিণতি স্বরূপ সামরিক, রাজনৈতিক এবং শ্রেণী সম্পর্কে বিষয়গত বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের ভিত্তিতে বৈপ্লবিক শ্রমজীবী-শ্রেণীর যে রণনীতি রচনা করেছিল তারও যথার্থতা স্বীকৃত হয়েছে।

আমাদের এই শতকের দুটি বৃহত্তম যুদ্ধ ইতিহাসে বিশ্বযুদ্ধরূপে গণ্য হয়েছে। এই নামকরণ এজন্যই করা হয় যে ঐ যুদ্ধ দুটি সমস্ত মানুষের জীবনকে প্রভাবান্বিত করেছে এবং ঐ সময়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্কের বিশ্বব্যবস্থাকে চূর্ণ করেছে।

১৯৩০-এর দ্বন্দ্বগুলি ছিল নানান প্রকৃতির এবং তীব্রতায় বিভিন্ন। কিন্তু ১৯১৭-র অক্টোবর বিপ্লব, বিশ্বকে দুই সমাজ ব্যবস্থায় বিভক্ত করে এই যুগে পৃথিবীতে যে বিশ্ব-জোড়া মধ্য দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করল, তার ফলে ঐ সময়ের সব কটি দ্বন্দ্বই প্রভাবান্বিত হল।

পুঁজিবাদী দুনিয়ায় একচেটিয়া বুর্জোয়ার জাতীয় গোষ্ঠীর মধ্যে স্বার্থের সংঘাত ছিল। ঔপনিবেশিক শক্তিগুলির সঙ্গে উপনিবেশহীন শক্তিগুলির সংঘাত তীব্রতর হল। অনুরূপভাবেই জাতীয় মুক্তির এবং সাম্রাজ্যবাদের শক্তিগুলির মধ্যে সংঘর্ষ বৃদ্ধি পেল। ক্ষমতার আসনে হিটলারের আবির্ভাব এবং বার্লিন-রোম অক্ষশক্তি বুর্জোয়া গণতন্ত্র ফ্যাসিবাদের মধ্যে রাজনৈতিক মতাদর্শগত সংঘর্ষে পেঁছাল। পুঁজিবাদী অর্থনীতির চরম সংকটপূর্ণ অবস্থা, পুঁজিবাদের সামাজিক বিরোধগুলির তীব্রতা বৃদ্ধি সবকটি বড় সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রে প্রতিক্রিয়াশীল সমরবাদী প্রবণতাগুলিকে বলীয়ান করে তুলল। এগুলি পুঁজিবাদী দুনিয়াকে একটা বারুদাগারে পরিণত করল। কিন্তু সামরিক বিস্ফোরণ যা ঘটল তা কোনো স্বতঃস্ফূর্ত প্রজ্বলনের ফল নয়।

যুদ্ধ যেখান থেকে শুরু হয় সেই ব্যবস্থার মধ্যে কোনো স্বতঃস্ফূর্ততা থাকতে পারে না এবং কখনও নেই। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধও এর কোনো ব্যতিক্রম নয়। সাম্রাজ্যবাদী রণনীতির নির্দিষ্ট পরিকল্পনা এবং রাজনৈতিক লক্ষ্য অনুযায়ী এটা পরিচালিত হয়েছিল।

এটা কেবল হিটলারের সামরিক কর্মকর্তাদের দ্বারাই পরিকল্পিত হয় নি। যদিও এরা জার্মানিকে শক্তিশালী ও বিপজ্জনক প্রতিপক্ষ বলে গণ্য করত তবুও প্যারিস, লণ্ডন এবং ওয়াশিংটন, জার্মান-জাপান-ইতালি চুক্তি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় যার নামকরণ হয়েছিল কমিণ্টার্ন-বিরোধী চুক্তি বলে, তার তাৎপর্যে সন্তুষ্টই হয়েছিল। এটা পশ্চিমের ঐ শাসকদের কাছে, বিপ্লবী প্রলেতারিয়েত, কমিউনিস্ট সোশ্যালিস্টদের প্রতি ফ্যাসিবাদের পাশব ঘৃণাটা হিটলারকে সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামানোর প্রশ্নে মতৈক্যের একটা উৎসাহব্যঞ্জক ভিত্তিরূপে প্রতিভাত হয়েছিল। ফ্যাসিস্ত অক্ষশক্তির এবং ইঙ্গ-ফ্রান্স মৈত্রীর নীতির মধ্যে পার্থক্যটা ছিল আক্রমণ আর আক্রমণে সাহায্য করার মধ্যে যতটুকু পার্থক্য ততটুকু। উভয় ক্ষেত্রেই নীতিটা ছিল যুদ্ধের।

সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলির রাজনৈতিক রণনীতি তাদের পারস্পরিক দাবি এবং পার্থক্যগুলির তুলনায় সমাজতান্ত্রিক দেশের বিরুদ্ধে অভিন্ন শত্রুতার মনোভাব দ্বারা বেশি প্রভাবিত হয়েছিল। তাদের শ্রেণীগত অন্ধতার জন্যে

পশ্চিমী শক্তিবর্গ একটি ইয়োরোপীয় সমষ্টিগত নিরাপত্তা ব্যবস্থা এবং ফ্যাসিস্ত হামলার বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক প্রাচীর রচনার জন্য বারংবার দেওয়া সোভিয়েত প্রস্তাবে সাড়া দেওয়া থেকে বিরত থাকল।

কেউ একথা মনে করতে পারেন যে ইঙ্গ-ফরাসী কোয়ালিশন জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার পর, সাম্রাজ্যবাদী নীতি রচনার যে-উপাদানগুলি কাজ করেছিল পুঁজিবাদী দুই গোষ্ঠীর মধ্যে সশস্ত্র সংঘর্ষের ফলে সেগুলি সবই ঢাকা পড়ে গেল। কিন্তু ঘটনা তা ঘটে নি। নতুন পরিস্থিতিতেও এই যুগের প্রধান শ্রেণীদ্বন্দ্বটির উপস্থিতি অনুভূত হয়েছিল। দুই আগ্রাসী গোষ্ঠী সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে এক ধর্মযুদ্ধের পরিকল্পনা লালন করতে থাকল। একটা "নকল যুদ্ধ"—আট মাসের নীরবতা দিয়ে যে-ঘটনার সূত্রপাত হয়েছিল তা এমনি এমনি হয় নি। ঐ সময়ে লণ্ডন এবং প্যারিস তখনও ফ্যাসিবাদের আক্রমণকে প্রাচ্যাভিমুখে চালিয়ে দেওয়ার আশা করছিল। ১৯৩৯-৪০-এর শীতকালে হিটলার যখন প্ল্যান বারবারোসার মতলব ভাঁজছে, বৃটেন এবং ফ্রান্সের শাসকবর্গ তখন যৌথভাবে ফিনল্যাণ্ডকে সঙ্গে নিয়ে সোভিয়েত ইউনিয়নকে আক্রমণ করা যায় কি না সাগ্রহে তারই সম্ভাবনা যাচাই করে দেখছে। সোভিয়েত ইউনিয়নের ওপর নাৎসি আক্রমণের পর থেকে সোভিয়েত-জার্মান সীমান্ত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রধান রণাঙ্গনে পরিণত হল। জার্মান ও তার তাঁবেদারদের প্রতি দশটি ডিভিশনের মধ্যে, ছ-টি অথবা সাতটিকে অবিরাম পূর্ব রণাঙ্গনেই নিযুক্ত রাখা হত। হিটলারের যুদ্ধযন্ত্রের বিরুদ্ধে লালফৌজের লড়াইগুলি যুদ্ধের রণনীতিগত ফলাফল নির্ধারণ করে দেয়। সোভিয়েত ইউনিয়ন হল সেই দেশ ফ্যাসিবাদের পরাজয়ে যে চূড়ান্ত দান রেখে গেছে। হিটলার-বিরোধী মোর্চার বিজয়ের প্রথম কথাই হল সোভিয়েত অস্ত্রের বিজয়।

এটা কেবল সামরিক বিজয় নয়, কিংবা শুধু ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধেই বিজয় নয়।

যুদ্ধের প্রধান বোঝা বহন করে সোভিয়েত ইউনিয়ন মিত্রশক্তির মোর্চার পুরোধায় পরিণত হয়েছিল। এর আন্তর্জাতিক মর্যাদা লালফৌজের বিজয়ের সঙ্গে সঙ্গে গরিমামণ্ডিত হয়ে ওঠে। ফ্যাসিবাদের চূড়ান্ত বিজয়ের ফলে বিশ্ব রাজনীতিতে সোভিয়েত ইউনিয়নের মর্যাদা এবং প্রভাব অতুলনীয়ভাবে বেড়ে যায়। এটাই ছিল যুদ্ধের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ফল।

তাছাড়া, সোভিয়েত ইউনিয়নের সামরিক বিজয় ছিল সমাজতন্ত্রবাদের পক্ষে শ্রেণীগত বিজয়। এ সাম্রাজ্যবাদের আন্তর্জাতিক অবস্থানকে নিষ্প্রভ করে বিশ্ব পরিস্থিতিকে বিপ্লবী করে তুলল। এর শ্রেণীগত দিকটি বিপ্লবী প্রলেতারীয় এবং জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের জোয়ারের মধ্যে দিয়ে সুস্পষ্টভাবে ফুটে ওঠে। শেষ পর্যন্ত সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থার উদ্ভবে এবং ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যের ভাঙনে তার পরিণতি ঘটে।

বর্তমানের জন্য যুদ্ধের ফলাফলগুলির বিরাট তাৎপর্য সাম্রাজ্যবাদের এবং যুদ্ধের বিপদের বিরুদ্ধে বিশ্ব-ব্যাপী সংগ্রামকে আরও প্রসারিত করার মধ্যে, শ্রমজীবী জনগণের শ্রেণীসংগ্রাম এবং জনগণের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের জন্য নতুন অনুকূল পরিস্থিতির মধ্যে অন্তর্নিহিত আছে।

স্বভাবতই সাম্রাজ্যবাদ যে-জন্য দর কষাকষি করেছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের রাজনৈতিক ও শ্রেণীগত ফলাফল সেদিকে যায় নি। একচেটিয়া বুর্জোয়ারা যুদ্ধোত্তর কালকে প্রতিহিংসার কালে রূপান্তরিত করার জন্য যা করা সম্ভব তা সবই করেছিল।

সাম্রাজ্যবাদী নীতির গতিটা ছিল যুদ্ধের প্রধান ফলগুলি সংশোধন করা। **সামরিক পরিপ্রেক্ষিতে** এই সংশোধনের উদ্দেশ্য ছিল সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির আত্মরক্ষামূলক শক্তির তুলনায় অস্ত্রের ক্ষেত্রে চূড়ান্ত সাম্রাজ্যবাদী শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠা। সাম্রাজ্যবাদীদের রণনীতিটা নিয়ন্ত্রিত হত সামরিক দিক থেকে "সংযত রাখা" এবং "পেছন দিক থেকে ঠেলে দেওয়ার" মতবাদের দ্বারা। **রাজনৈতিক পরিপ্রেক্ষিতে** সাম্রাজ্যবাদীদের উদ্দেশ্য ছিল আন্তর্জাতিক সীমানার সংশোধন করা এবং তাছাড়া, পুঁজিবাদী দেশগুলিতে গণতান্ত্রিক আন্দোলন দমন করা। সর্বশেষে **শ্রেণী শক্তিগুলির বিশ্ব সম্পর্কের** সংশোধনের জন্য সাম্রাজ্যবাদ, সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির বৈপ্লবিক সাফল্যগুলির অন্তর্ঘাতের এবং যেখানে সম্ভব নাকচ করার করল এবং পুঁজিবাদী দুনিয়ায় শ্রমিকশ্রেণীর সংগ্রামকে এবং শ্রমজীবী জনগণের সংগ্রামকে হীনবল করার পরিকল্পনা করল।

ত্রিশ বছর ধরে শান্তি, গণতন্ত্র এবং সমাজতন্ত্রবাদের শক্তিগুলি সাফল্যের সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদের এই পরিকল্পনাগুলি ব্যর্থ করার জন্য সংগ্রাম করেছে। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদীদের পরিকল্পনা মূলগতভাবে একই থেকে গেছে এবং সেগুলি সমান বিপজ্জনক। যদিও এই উদ্দেশ্য পূরণের জন্য অনুসৃত অনেক পদ্ধতি এবং ধরন দৃশ্যত পরিবর্তিত হয়েছে, তবু সাম্রাজ্যবাদী প্রতিহিংসার প্রধান রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডগুলি এখনও ব্যবহৃত হচ্ছে। এরই একটি হল সোভিয়েত-বিরোধিতা।

যুদ্ধ যখন শেষ হল একচেটিয়া বুর্জোয়ারা সোভিয়েত ইউনিয়নকে যুদ্ধ-বিপদের উৎস এবং গণতন্ত্রের বিপদ বলে চিহ্নিত করার জন্য যা কিছু মতাদর্শগত হাতিয়ার পাওয়া গেছে তাই সমবেত করেছে। এ কথা বুঝতে অসুবিধা হয় না যে ইউ এস এস আর এবং সমাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে কুৎসার জন্য কেন এগুলি এবং আর কয়েকটি অভিযোগ বাছাই করা হয়ে থাকে। জনগণের নিরাপত্তা এবং মুক্তির জন্য সোভিয়েত-ইউনিয়নের কার্যকরভাবে সুরক্ষার ব্যবস্থা, নির্দিষ্টভাবে এটাই এর নীতিকে শক্তি এবং মর্যাদা দান করেছে এবং সাম্রাজ্যবাদী সম্প্রসারণে বাধা সৃষ্টি করেছে। যুদ্ধের অভিজ্ঞতাও প্রমাণ করেছে যে সাম্রাজ্যবাদই হল যুদ্ধ-বিপদের প্রকৃত উৎস এবং বর্তমান কালের যে-বুর্জোয়ারা প্রধান হিসেবে কাজ করছে, তারা আন্তর্জাতিক শান্তি অথবা জাতীয় নিরাপত্তা কোনোটি সম্পর্কে নিশ্চয়তা দানে অক্ষম।

যুদ্ধ তার নিজস্ব কায়দায় জনগণকে সোভিয়েত ইউনিয়নের বৈদেশিক নীতি সম্পর্কে অনেক উন্নত ধারণা দিল ও শান্তি সুরক্ষিত করার জন্য যুদ্ধ-পূর্ববর্তীকালে সোভিয়েতের সংগ্রাম সম্পর্কেও স্পষ্ট ধারণা দিল। অনেক বুর্জোয়া রাজনীতিবিদের ওপরও এর ভালো প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। দেরিতে হলেও, আগ্রাসনের বিরুদ্ধে একটা নির্ভরযোগ্য আন্তর্জাতিক প্রাচীর এবং অটুট শান্তির জন্য সোভিয়েতের প্রস্তাব উপলব্ধিতে যুদ্ধ সাহায্য করে। নতুন অন্তর্দৃষ্টির এই উপাদানটি হিটলার-বিরোধী মোর্চার উদ্ভবের ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট সাহায্য করে।

যুদ্ধকালে গঠিত এই কোয়ালিশন যুদ্ধোত্তর শান্তির

স্তব্ধে পরিণত হতে পারত। ইতিহাসের বাস্তব ঘটনার মধ্যে দিয়ে প্রমাণিত হয়েছে যে সোভিয়েত ইউনিয়ন এটিকে বিভিন্ন সামাজিক ব্যবস্থাসম্পন্ন রাষ্ট্রগুলির মধ্যে ফলপ্রসূ সহযোগিতার সম্ভাবনাপূর্ণ কাঠামো হিসেবে দেখেছিল। সাম্রাজ্যবাদ একটা ভিন্ন পথ ধরল। তিরিশের দশকে শান্তির জন্য কোনো রাজনৈতিক মানসিকতা প্রদর্শনে ব্যর্থ হয়ে একচেটিয়া বুর্জোয়ারা যুদ্ধের পর আবার জনগণের নিরাপত্তাকে তার আন্তর্জাতিক খেলায় দাবার ঘুঁটি হিসেবে ব্যবহার করল। ১৯৪৫-এ কামানের গর্জন স্তব্ধ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বুর্জোয়ারা আর একটা ঠাণ্ডা যুদ্ধ উস্কিয়ে দেওয়ার কাজে হাত লাগাল এবং ইয়োরোপ ও পৃথিবীর অবশিষ্টাংশকে একটা পারমাণবিক বিপর্যয়ের কিনারে ঠেলে দিতে লাগল।

যুদ্ধোত্তর ত্রিশ বছর ধরে ইয়োরোপীয় মহাদেশে ভীতির আবহাওয়ার দায়িত্ব পরিপূর্ণভাবে একচেটিয়া বুর্জোয়া এবং তার সরকারগুলির নীতির ওপরই বর্তায়। অপরপক্ষে, অবশ্য, ঐ বছরগুলিকে আবার শান্তির কালও বলা যায়। ঠাণ্ডা যুদ্ধ যে উত্তপ্ত যুদ্ধে পরিণত হতে পারে নি এই ঘটনার জন্য জনগণ সবার আগে এবং সবথেকে বেশি সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতি, সমাজতান্ত্রিক গোষ্ঠীর ক্ষমতা, মর্যাদা এবং নীতির প্রতি কৃতজ্ঞ।

সাম্প্রতিক বছরগুলিতে আন্তর্জাতিক আবহাওয়ার উন্নতি ঘটেছে। ইয়োরোপে সমষ্টিগত নিরাপত্তা ব্যবস্থার সম্ভাবনা বাস্তব হয়ে উঠেছে। এই পরিবর্তন হল ১৯৭১-এর এপ্রিলে সি পি এস ইউ-এর ২৪তম কংগ্রেসে সমগ্র বিশ্বে শান্তি এবং সমাজতন্ত্রবাদের শক্তিগুলির অগ্রাভিযান সম্পর্কে যে ব্যাপক কর্মসূচী গ্রহণ করা হয় তারই ভিত্তিতে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির নতুন উদ্যমশীল শান্তি অভিযানের প্রত্যক্ষ পরিণতি। ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে সোভিয়েত বিজয়ের পর থেকে বিশ্ব-শান্তি সংগঠিত করার ক্ষেত্রে চমৎকার অগ্রগতি ঘটেছে।

যুদ্ধের এবং যুদ্ধোত্তর ত্রিশ বছরের অভিজ্ঞতা এ-ও প্রমাণ দিয়েছে যে সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং সমাজতন্ত্রবাদ এক মহান শক্তি এবং জনগণ তাদের স্বাধীনতা এবং গণতন্ত্রের সংগ্রামে তারই ওপর নির্ভর করে। এটা শুধু যে সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রকে শক্তিশালী এবং বিকশিত করার ক্ষেত্রেই ঘটে তা-ই নয়, পরন্তু বুর্জোয়া সমাজে গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলির ক্ষেত্রে এবং ফ্যাসিস্ত বিপদের বিরুদ্ধে তাদের রক্ষার ক্ষেত্রেও ঘটে।

বুর্জোয়া গণতন্ত্রের সংকীর্ণতা এবং তার গভীর সংকটই ত্রিশ দশকে জার্মানিতে এবং তারও আগে ইতালিতে ফ্যাসিবাদের পথ করে দিয়েছিল। এবং অধিকাংশ ইয়োরোপীয় দেশগুলিতে বুর্জোয়ারা ফ্যাসিস্ত সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে তাদের শ্রেণীগত গণতন্ত্র রক্ষায় অক্ষম প্রমাণিত হয়েছিল। বুর্জোয়ারা তাদের জনতার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে এবং গণতন্ত্রের প্রধান অবদান যে-জাতীয় স্বাধীনতা তা-ও রক্ষায় ব্যর্থ হয়।

ফ্যাসিবাদের চূড়ান্ত পরাজয় ছাড়া অন্য কিছু ইয়োরোপকে তার গণতান্ত্রিক মানদণ্ডে প্রতিষ্ঠিত করতে পারত না। সোভিয়েত ইউনিয়ন হল সেই দেশ যে এটা সম্পন্ন করেছে। ছোট ও বড় নির্বিশেষে ইয়োরোপীয় দেশগুলির জাতীয় স্বাধীনতার পুনঃপ্রতিষ্ঠা, আমাদের মহাদেশের পূর্বাঞ্চলে সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের অগ্রগতি এবং পশ্চিমাঞ্চলে গণতান্ত্রিক সংস্থাগুলির পুনরুজ্জীবন, প্রথমত সোভিয়েত জনগণের বীরত্ব এবং সাহসের দ্বারা এবং তাদের রক্ত ও ঘর্মের মধ্যে দিয়েই অর্জন করা সম্ভব হয়েছিল।

সোভিয়েত ইউনিয়নের মুক্তি-ব্রত প্রত্যক্ষ এবং আশু ফলের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। এর একটা বিলম্বিত ক্রিয়াও ছিল। কারণ প্রতিক্রিয়া যদি শ্রমজীবী জনগণ ও ব্যাপক জনগণের বিরুদ্ধে একনায়কতন্ত্র এবং স্বৈরাচারী পদ্ধতির প্রয়োগ করে, ফ্যাসিবাদের পরাজয় তার বিরুদ্ধে সমুচিত শান্তির হুঁশিয়ারি দেয়। ইদানীংকালে, যখনই বুর্জোয়ারা তাদের শ্রেণী স্বার্থে চরম দক্ষিণপন্থী শক্তিগুলিকে ফ্যাসিস্ত পদ্ধতি প্রয়োগের জন্য লাগায় তখনই তাদের উচিত রাইখের নাৎসিদের ভাগ্যের কথা স্মরণ করা।

এর অর্থ এই নয় যে দক্ষিণপন্থী বিপদের অস্তিত্ব আর নেই। একচেটিয়া প্রাধান্যের উপর নির্ভরশীল সামাজিক ব্যবস্থা অনবরতই একে পুনরুজ্জীবিত করতে থাকে। ইতালিতে নয়া-ফ্যাসিবাদী কার্যকলাপ হল এর সর্বশেষ প্রমাণ। চরম প্রতিক্রিয়াশীলদের প্রতি সমর্থন ও উৎসাহদান এখনও বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদ এবং তার আন্তর্জাতিক কাঠামোর সুচিন্তিত নীতি। উদাহরণ স্বরূপ, এটা সবাই জানে যে ইয়োরোপের কয়েকটি দেশে ফ্যাসিস্ত স্বৈরতন্ত্র যে যুদ্ধপরবর্তী এতগুলো বছর ধরে বেঁচে আছে, তার একমাত্র কারণ হল নাটোর পক্ষপুটে ওদের আশ্রয় লাভ।

এটা খুবই স্বাভাবিক এবং যুক্তিসঙ্গত যে, ইয়োরোপে উত্তেজনা প্রশমনের অগ্রগতি গণতান্ত্রিক শক্তিগুলির সংগ্রামের অগ্রগতির সঙ্গেই ঘটবে। পর্তুগালের বৈপ্লবিক পরিবর্তন এবং গ্রীসে ফ্যাসিস্ত জুন্টার পতন স্থায়ী শান্তির পথে ইয়োরোপের অগ্রগতির সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য। এটা স্পষ্টভাবে বুঝতে হবে যে এই দ্বৈত প্রক্রিয়ার চালিকা শক্তিগুলিকে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার দ্বারা সমর্থিত সোভিয়েত নীতির ক্রমবর্ধমান প্রভাব ছাড়া গতিশীল করা যায় না। প্রলেতারিয়েত এবং জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের অধিকতর দৃঢ় অবস্থানের সঙ্গে যুক্ত যে নীতির উদ্ভব যুদ্ধের প্রধান ফলাফলগুলির অন্যতম।

সাধারণ গণতান্ত্রিক আন্দোলনে, একচেটিয়া পুঁজিপতিদের অত্যাচার-বিরোধী সংগ্রামে প্রলেতারিয়েতদের নেতৃত্বের ভূমিকা, সমস্ত পুঁজিবাদী দেশে অনেক বেশি স্পষ্টভাবে অনুভূত হচ্ছে। ঐ ভূমিকা ইতিহাসের নিয়মবিধি দ্বারা পূর্ব-নির্ধারিত। কিন্তু শ্রমিকশ্রেণী কেবল তখনই এটা করতে পারে, যখন এর শ্রেণীগত দৃঢ়তা একটি সঠিক রণনীতি, কৌশল এবং নীতির অন্তর্ভুক্ত থাকে। বিগত ত্রিশ বছরের ইতিহাস প্রমাণ করে যে বিজ্ঞানসম্মতভাবে প্রতিষ্ঠিত মার্কসবাদী-লেনিনবাদী পার্টিগুলির রণনীতি এবং কৌশল এবং জটিল আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে এবং জাতীয় প্রশ্নগুলিতে তাদের নীতিনিষ্ঠ ভূমিকা শ্রমিকশ্রেণীর সাফল্যের জন্য প্রধানত কৃতিত্বের দাবি রাখে এবং এটি বুর্জোয়া সমাজের অন্যান্য স্তরের ওপর প্রভাব বৃদ্ধি করেছে। বিশেষভাবে, এই ইতিহাস এটাও জোরের সঙ্গে ঘোষণা করে যে ঘনিষ্ঠ আন্তর্জাতিক শ্রেণী-সংযোগ, বর্তমান কালে সমস্ত বৈপ্লবিক শক্তিগুলির সঙ্গে কাজ করার ক্ষমতা তার নিজের দেশে প্রলেতারিয়েতের রাজনৈতিক প্রভাব বৃদ্ধির ক্ষেত্রে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উপাদানে পরিণত হয়েছে।

নাৎসি অধিকৃত দেশগুলিতে প্রতিরোধ আন্দোলন কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধে বিশেষ করে অবিস্মরণীয় স্তালিনগ্রাদের যুদ্ধে লাল ফৌজের বিজয়ের পরই ব্যাপকতা এবং সাংগঠনিক কাঠামোর দিক থেকে ফলপ্রসূ রূপ গ্রহণ করে। এটা কোনো আকস্মিক ঘটনা নয়। এ ত স্বাভাবিক যে সোভিয়েত সশস্ত্র বাহিনী যুদ্ধের গতির যে পরিবর্তন ঘটাল তাই ইয়োরোপ এবং পৃথিবীতে নৈতিক এবং রাজনৈতিক পরিবর্তন আনল। সোভিয়েত জনগণের দৃষ্টান্ত আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত দেশপ্রেমিক এবং গণতন্ত্রীদের সারি অপরিমেয়ভাবে বৃদ্ধি করল এবং ফ্যাসিবাদকে চূর্ণ করা যায় এই আস্থা সৃষ্টি করল।

এই প্রতিরোধ সমস্ত দেশের সুস্থ শক্তিগুলিকে একত্রিত করল এবং এই জঙ্গী জাতীয় ঐক্যের নেতৃত্বের দায়িত্ব তৎক্ষণাৎ শ্রমিকশ্রেণীর কাঁধে পড়ল। কমিউনিস্টরা ছিল এই প্রতিরোধ সংগ্রামের অগ্রবর্তী বাহিনী। ফ্যাসিবাদকে পিছু হঠিয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যে, যা বুর্জোয়াদের ক্ষমতার বাইরে ছিল, তা প্রলেতারিয়েতের নেতৃত্বে চালিত জনগণের শক্তিগুলির ব্যাপক ফ্রন্ট সম্মানের সঙ্গে পালন করল।

যুদ্ধোত্তর ইয়োরোপে রাজনৈতিক জোট-বন্ধনের ক্ষেত্রে এটা ছিল বিরাট গুরুত্বপূর্ণ। কমিউনিস্ট এবং ওয়ার্কার্স পার্টিগুলির মর্যাদা, তাদের জনতার ওপর প্রভাব, অতীতের যে কোনো সময়ের তুলনায় অনেক বাড়ল। যে-সব জাতীয় সরকারের মধ্যে শ্রমিকশ্রেণী, কমিউনিস্ট প্রতিনিধিদের অন্তর্ভুক্ত করা হল অতলান্তিক এবং ইউ এস এস আর-এর পশ্চিম সীমান্তের মধ্যে এরকম সরকারের সংখ্যা দাঁড়াল ১৭টি। এইভাবে গণতন্ত্র এবং সামাজিক প্রগতির পক্ষে অনুকূল পরিবেশের সৃষ্টি হল। সমাজের বৈপ্লবিক পুনর্গঠনের জন্য নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হল।

সাম্রাজ্যবাদ মধ্য এবং দক্ষিণপূর্ব ইয়োরোপে তার বলগাহীন বুর্জোয়া রাজনৈতিক কর্তৃত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে পারল না। সোভিয়েত ইউনিয়নের সমর্থনে শ্রমজীবী জনগণ তাদের সাফল্যগুলি সুরক্ষায় সক্ষম হল। তবে সাম্রাজ্যবাদের পাল্টা আক্রমণ প্রধানত পশ্চিমে সফল হল যেখানে, উপরে যেমন উল্লেখ করা হয়েছে, তারা সোভিয়েত-বিরোধিতাকে তাদের প্রধান হাতিয়ার করল। তাদের উদ্দেশ্য কী ছিল? প্রথমত, সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে বিচ্ছিন্ন করা। দ্বিতীয়ত, প্রলেতারিয়েত এবং কমিউনিস্ট পার্টিগুলির আন্তর্জাতিক শ্রেণী অবস্থানকে জাতীয়তা-বিরোধীরূপে চিহ্নিত করে একটা ভাঙন সৃষ্টি করা। সোভিয়েত-বিরোধী উন্মাদনাকে খুঁচিয়ে তুলে সাম্রাজ্যবাদ এমন একটা আবহাওয়ার সৃষ্টি করল যেখানে ইউ এস এস আরের প্রতি বন্ধুত্বের প্রতিটি প্রকাশ রাজনৈতিকভাবে দণ্ডিত হবে এবং সমাজতন্ত্রবাদের নেতৃস্থানীয় দেশটির প্রতিটি সমালোচনা পুরস্কৃত হবে।

ঐ দিনগুলি গণতন্ত্রের জাতীয় স্বাধীনতার এবং সামাজিক প্রগতির সমস্ত প্রবক্তার কাছে কঠিন পরীক্ষার দিন ছিল। অনেকেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারে নি। সোভিয়েত-বিরোধিতার কাছে আত্মসমর্পণ এবং ঐ বিষয়ে কোনোও সুবিধা না দেওয়ার প্রশ্নে সেদিন সাহস এবং রাজনৈতিক দৃঢ়তার প্রয়োজন ছিল।

এই পরিপ্রেক্ষিতে আমার জনগণ এবং আমার পার্টির জীবনের দুটি কাহিনীর কথা মনে পড়ে। এবং যদিও একটি যুদ্ধের সঙ্গে বিজড়িত এবং অন্যটি খুব বেশি দূর অতীতের কথা না হলেও, তারা ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত এবং একটি নির্দিষ্ট অর্থে দুটোই নৈতিকভাবে মূল্যবান।

লুক্সেমবুর্গ দখলের পর হিটলার আমাদের দেশটিকে জার্মানির অন্তর্ভুক্ত করে আমাদের জাতীয় স্বাধীনতা সম্পূর্ণ বিলুপ্ত করতে চেয়েছিল। এই অন্তর্ভুক্তি একটা ভুয়া গণভোটের মাধ্যমে কার্যকর করার কথা। প্রত্যেককে জাতীয়তা এবং ভাষার উল্লেখ করে একটা ফর্ম পূরণ করার কথা। নাৎসিরা নিশ্চিত ছিল যে সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশই জবাবে "জার্মান" লিখবে, এবং বিষয়টা সম্পর্কে আরও নিশ্চিত হওয়ার জন্য ওরা ভয় দেখানো ও সন্ত্রাসেরও আশ্রয় নিল। কিন্তু ওরা এমন একটা মনস্তাত্ত্বিক পরিবেশ সৃষ্টির ওপর বিশেষভাবে নির্ভর করল, যা অদূর ভবিষ্যতে জার্মানির বিজয় সম্পর্কে কোনোরূপ সন্দেহই বিদূরিত করবে। আর তখন জার্মানি হবে বিশ্বের কেন্দ্র, এবং তার নিজস্ব প্রয়োজন এবং স্বার্থের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে বিশ্বকে পুনর্গঠিত করবে।

গণভোটের দিন ছিল ১৯৪১-এর ১০ অক্টোবর। তারিখ নির্ধারণটাও আকস্মিক ছিল না। তখন লালফৌজ পিছু হঠছিল, এবং নাৎসি সংবাদপত্র ও বেতার থেকে প্রচার হচ্ছিল আর কয়েকদিনের মধ্যেই হিটলার মস্কোতে পৌঁছে যাচ্ছেন। এই প্রচার যদি লুক্সেমবুর্গের অধিবাসীদের বেশির ভাগকে সংশয়ে দোলায়িত করে তবে তারা "বিজয়ী হেরেন ভোকের" দলে ভিড়ে পড়তে পারে। কিন্তু লুক্সেমবুর্গের জনগণ কার্যত সর্বসম্মতিক্রমেই ঘোষণা করল: আমরা লুক্সেমবুর্গীয়। এ হল জাতীয় গর্ব এবং সাহসের বিরাট বিজয়, এবং সেই সঙ্গে এটা ছিল সোভিয়েত ইউনিয়নের সাফল্য এবং নাৎসিবাদের পরাজয় সম্পর্কে আমাদের জনগণের গভীর আস্থার প্রমাণ।

অন্য কাহিনীটি হল ১৯৬৮-এর গ্রীষ্মকালের পরিস্থিতি সম্পর্কিত। ঐ সময়ে সাম্রাজ্যবাদী প্রচারযন্ত্র ঘৃণ্য সোভিয়েত-বিরোধী প্রচারের নতুন জোয়ার সৃষ্টি করল। আমাদের পার্টি সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং সমাজতান্ত্রিক গোষ্ঠীর সঙ্গে মিলে সুদৃঢ় ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। লুক্সেমবুর্গের প্রতিক্রিয়াশীলরা এটাকে কমিউনিস্ট পার্টিকে ধ্বংস করার একটা অপূর্ব সুযোগ বলে গ্রহণ করল। তারা আগেভাগেই পৌর প্রতিষ্ঠান এবং সংসদীয় নির্বাচনগুলির অনুষ্ঠানের কর্মসূচী স্থির করল—এবং হিসেবে ভুল করল। নভেম্বর এবং ডিসেম্বর ১৯৬৮-তে নির্বাচনের ক্ষেত্রে আমাদের পার্টির জয়লাভ পার্টির সমগ্র জীবনের ইতিহাসে একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সাফল্য। এটা পুনরায় স্বীকৃত হল যে কমিউনিস্টদের ক্ষেত্রে তাদের আদর্শ এবং আন্তর্জাতিক বৈপ্লবিক প্রলেতারিয়েত বাহিনীর প্রত্যেকের সঙ্গে অবিনাশী শ্রেণী সংহতির এবং সমাজতন্ত্রবাদের প্রতি আনুগত্যের মাধ্যম ছাড়া জনগণের আস্থা অর্জনের আর কোনো ভাল পথ নেই।

বার বার ঘটনাবলী প্রমাণ করেছে যে বৈপ্লবিক সংহতি এবং ঘনিষ্ঠতর ঐক্য আন্তর্জাতিক শ্রমিকশ্রেণী এবং কমিউনিস্ট আন্দোলনের সাফল্যের পক্ষে অপরিহার্য। এই উপাদান দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের রাজনৈতিক এবং শ্রেণীগত ফলাফলগুলিকে সংহত করতে একটা নির্দিষ্ট ভূমিকা পালন করেছে। বিগত ত্রিশ বছরে আমাদের কমিউনিস্টদের কাছে এটাই ছিল অগ্রাধিকার সম্পন্ন কর্তব্য এবং এটি পূরণ করা গেছে। কারণ এটা স্পষ্ট যে কমিউনিস্ট পার্টিগুলির

যৌথ উদ্যোগ এবং সমাজতান্ত্রিক পরিবারের সুসংবদ্ধ প্রয়াসের দৌলতে ইয়োরোপের নাৎসিবাদের ওপর বিজয়ের প্রধান ফলগুলিকে আন্তর্জাতিক চুক্তির ব্যবস্থার মধ্যে আনুষ্ঠানিকভাবে রূপায়িত করা গেছে। কিন্তু এই সাফল্যগুলি নতুন কর্তব্য হাজির করেছে যে জন্য অনুরূপ সমবেত প্রয়াসের প্রয়োজন। এটাই হল কালের নির্দেশ, এবং ইয়োরোপীয় কমিউনিস্ট ফোরাম প্রস্তুতির জন্য কার্যক্ষেত্রে কাজ করার ভিত্তি। আমাদের পার্টি আস্থাশীল, যে-যুদ্ধ বিশেষ করে সোভিয়েত ইউনিয়ন সমেত সমস্ত দেশে অসংখ্য প্রাণহানির কারণ সেই যুদ্ধের শিক্ষা সমেত বিগত দশকগুলির শিক্ষাকে হিসাবের মধ্যে যত পরিপূর্ণভাবে গ্রহণ করা হবে দীর্ঘ-মেয়াদী রণনীতি ততই সাফল্যমণ্ডিত হয়ে উঠবে।

বিজয় কিভাবে অর্জিত হয়েছিল

রডনি আরিসমেণ্ড
উরুগুয়ের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সম্পাদক,

অসমসাহসিক বীরত্বগাথা

বার্লিন পরাভূত! সংবাদটি সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ল দাবাগ্নির মতো, আনন্দ আর উচ্ছ্বাসের বিস্ফোরণ ঘটাল। রাইখস্ট্যাগের উপর পতপত করে উড্ডীয়মান লাল পতাকা বিশ্ব ইতিহাসের এক বিরাট ঘটনার প্রতীক হয়ে উঠল—নিয়ে এল অনেক মৌল শিক্ষা।

যদিও প্রত্যক্ষভাবে এবং পরোক্ষভাবে উভয়তই মহাযুদ্ধ শেষ হতে তখনও বেশ কিছুদিন দেরি, জনগণ কিন্তু ইতিমধ্যেই বিজয়োৎসবে মত্ত হল। ১৯৪৫ সালের ২ মে উরুগুয়ের মানুষ রাস্তায় বেরিয়ে পড়েছিল। মণ্টেভিডিওর পথে পথে উপচে পড়া অসংখ্য মিছিলের সারিতে শ্রমিকরাও যোগ দিয়েছিল নিজ নিজ কারখানার কাজ ছেড়ে এসে। সমগ্র জনতা প্রবল উৎসাহের সঙ্গে নাৎসিবাদের বিরুদ্ধে বিজয়ীদের অভিনন্দিত করল, প্রথমত এবং বিশেষত সোভিয়েত ইউনিয়ন ও তার সেনাদের—লেনিনের পার্টি পরিচালিত সোভিয়েত সেনাবাহিনীর আন্তর্জাতিক মুক্তি বাহিনীকে। আমাদের জনগণ রাজনৈতিকভাবে সচেতন, শ্রমিকশ্রেণী সংগঠিত, বহু ধরনের আন্দোলনের মধ্য দিয়ে গণ-সংগ্রাম সমৃদ্ধ, কিন্তু এতৎসত্ত্বেও এত বড় মিছিল আগে আর কখনও হয় নি। এই ধরনের অনুভূতির এত নিবিড় আত্মীয়তা কখন আসে? এমন ব্যাপক রাজনৈতিক ও আবেগপ্রবণ চঞ্চলতা কোথা থেকে এল?

যুদ্ধকালে উরুগুয়ের জনগণ ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামরতদের পক্ষভুক্ত বিশ্বের অন্যান্য মানুষদের মতোই অনুভব করেছিল যে, আগামী শতবর্ষকালের জন্য মানবসমাজের ভবিষ্যৎ সম্ভবত স্থির হতে চলেছে। জনগণ দেখেছে যে, লক্ষ-কোটি সৈন্য আর বিপুলাকার সমরাস্ত্র সমন্বয়ে বহু দেশ ও জনগণের এই বিশাল লড়াইতে চূড়ান্ত ভূমিকা গ্রহণের কৃতিত্ব বিশ্বের প্রথম ও একমাত্র সমাজতন্ত্রী দেশেরই প্রাপ্য—১৯১৭ সালের সর্বহারা বিপ্লবের বিজয়ের মধ্য দিয়ে যার প্রতিষ্ঠা এবং যা ইতিহাসে এক নবযুগের উন্মেষ ঘটিয়েছে। প্রায় সমগ্র ইয়োরোপ জয় করার এবং তার সম্পদ ও শিল্পের উপর নিয়ন্ত্রণ স্থাপনের পর হিটলারের সৈন্যদলকে সোভিয়েত ইউনিয়নের কঠিন মাটিতে অভূতপূর্ব প্রচণ্ড এক লড়াইতে ছিন্নভিন্ন হতে হল। সোভিয়েত ইউনিয়ন সম্পর্কে শত্রুপক্ষের কুৎসাপূর্ণ প্রচার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হিসেবেই আবর্জনাস্তূপে স্থান পেল, কারণ পুঁজিবাদী বিশ্বে বুর্জোয়াদের গড়ে তোলা মিথ্যার কালো প্রাচীর এবং সমাজতন্ত্র ও শ্রমিকশ্রেণী ও জনগণের সচেতনতার মাঝামাঝি সোশ্যাল-ডেমোক্রাটদের প্রচার ভূমিসাৎ হল।

জয়-পরাজয় বীরত্বের এক করুণ ঐকতানে মিশে গেল। বীর-নগরীগুলির অসমসাহসিক কার্যকলাপসমূহ; শত্রুর মুখোমুখি সৈন্য ও গেরিলাদের সাহসিকতা; যুদ্ধক্ষেত্র ও কারখানার নিঃস্বার্থ একাগ্রতা; আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার কাজে নেমে পড়া; অত্যন্ত স্পর্শকাতর ও সহ্যশক্তি সত্ত্বেও মানবহৃদয় লেনিনের প্রতিমূর্তি অঙ্কিত একটি ছোট্ট লাল রং-এর পার্টিকার্ডকে সহায় করে কতদিন দৃঢ় থাকতে পারে, কত বাধা অতিক্রম করতে পারে?

এটি ইলিয়াড মহাকাব্য না হলেও কেউ তা রচনা করতে পারেন, তবে শুধু নিঃসঙ্গ বীরদের নিয়ে নয়, জনগণের অসমসাহসকে অবলম্বন করে।

গত মহাযুদ্ধ এক বিশ্ব-ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিক মাপকাঠির উপর দণ্ডায়মান, যা তাকে পূর্ববর্তী সমস্ত যুদ্ধগুলি থেকে সম্পূর্ণ পৃথক করেছে। এতে প্রধান শক্তি ছিল সর্বহারার—প্রথম সমাজতন্ত্রী রাষ্ট্রের ক্ষমতা যাদের দখলে। এর ফলে নাৎসিবাদ ও ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে সার্বিক গণতান্ত্রিক চরিত্র পরিবর্তিত ও উন্নত হয়ে এক মুক্তিদায়ক ও বিপ্লবী মর্মবস্তুতে সমৃদ্ধ হয়, সমস্ত সংকীর্ণতা ছুঁড়ে ফেলে সর্বহারাশ্রেণী গণতান্ত্রিক ও সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী বিপ্লবে যোগ দিয়ে তার উপর নিজের চরিত্রগত ছাপ ফেলতে সক্ষম হল।

স্বদেশ ও অক্টোবর বিপ্লবের মাধ্যমে অর্জিত সম্পদ রক্ষা করতে গিয়ে সোভিয়েত ইউনিয়নের জনগণ মানবসমাজকে ফ্যাসিবাদী প্রভুত্বের আশংকা থেকে মুক্ত করেছে। সপ্তম কমিন্টার্ন কংগ্রেসে ফ্যাসিবাদের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলা হয় যে, সব থেকে প্রতিক্রিয়াশীল, অতি উগ্র জাতীয়তাবাদী এবং ফিনান্স পুঁজির সর্বাধিক সাম্রাজ্যবাদী শক্তির খোলাখুলি সন্ত্রাসবাদী একনায়কত্বই হচ্ছে ফ্যাসিবাদ। এই বিপদ জার্মানি এবং অন্য কয়েকটি দেশ থেকে উদ্ভূত। ইতালি,

বুলগেরিয়া, হাঙ্গেরি, ফিনল্যান্ড ও জার্মানির বিপ্লবী আন্দোলনের বিরুদ্ধে নেকড়ের মতো লেলিয়ে দেওয়ার পর ফ্যাসিবাদের চালক সাম্রাজ্যবাদ তাকে নবীন সমাজতন্ত্রী দেশের বিরুদ্ধে কাজে লাগানোর স্বপ্ন দেখেছিল। স্পেনের বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামকালে, এর দখলকারী বিজয়সমূহের থেকে এবং বিশ্ববিপর্যয় শুরুর মুখে আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদের আঘাতকারী শক্তি হিসেবে ফ্যাসিবাদের ভূমিকা প্রতীয়মান হয়ে ওঠে।

জার্মান সাম্রাজ্যবাদ ও তার মিত্ররা ফ্রান্স ও গ্রেট বৃটেনকে পরাস্ত করার লক্ষ্য সাধনে; সমগ্র ইয়োরোপকে দাসে পরিণত করার কাজে এবং তারপর সমগ্র গ্রহ জুড়ে অবিচ্ছিন্ন শাসন স্থাপনের লক্ষ্যে অগ্রসর হয়েছিল। জানা গেছে, তারা সমগ্র দক্ষিণ আমেরিকা দখল করার এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে তারপর চূড়ান্ত শক্তি পরীক্ষার পরিকল্পনা এঁকেছিল।

এই উন্মাদসুলভ কল্পনাবিলাস ও "হাজার বছরের নাৎসি শাসন"-এর ভয়াবহতার বিরুদ্ধে মহান সোভিয়েত ইউনিয়ন রুখে দাঁড়িয়েছিল। অধিকৃত ইয়োরোপের শ্রমিক-শ্রেণী, কমিউনিস্ট ও অন্যান্য দেশপ্রেমিকদের সঙ্গে সঙ্গে নিজেদের জয় সম্পর্কে স্থিরনিশ্চিত সমগ্র বিশ্ব জনগণের ফ্যাসি-বিরোধী প্রতিরোধের পক্ষে এই ঘটনা ছিল প্রাণশক্তি সঞ্চারী।

প্রাচ্যে যুদ্ধের আগুন জ্বলে ওঠার ফলে বিশ্বের সমস্ত নাৎসি-বিরোধী সংগ্রামে রত শক্তিসমূহের ঐক্য স্থাপনের সম্ভাবনা উজ্জ্বল করে তোলে। শ্রমিকশ্রেণী ও কমিউনিস্ট পার্টিগুলি, জাতীয় স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের জন্য সংগ্রামরত মানুষেরা, শান্তি ও মানবাধিকার স্থাপনের আন্দোলনকারীরা নিজ নিজ দেশের সরকারগুলিকে সঙ্গে অথবা পার্শ্বে পেলো—কারণ সরকারগুলি ফ্যাসিস্ত রাষ্ট্র-চক্রের কাছ থেকে আগ্রাসনের অথবা যুদ্ধের হুমকিতে আশঙ্কিত ছিল। পরিস্থিতির গভীরতা সাম্রাজ্যবাদী সরকারগুলিকে পর্যন্ত একথা বুঝতে সাহায্য করেছিল যে টিকে থাকার জন্য তাদের উদ্যোগ সোভিয়েত ইউনিয়ন আন্তর্জাতিক সর্বহারা, গণতন্ত্রী, সাম্রাজ্যবাদের শত্রু এবং সমগ্র পৃথিবীর ফ্যাসি-বিরোধীদের স্বার্থের সঙ্গে মিলে গেছে। এভাবেই বিশাল রাজনৈতিক ও সামরিক শক্তি-সমাবেশের মধ্য দিয়ে হিটলার-বিরোধী বিপুল ঐক্য স্থাপিত হয়।

ইতিহাসের এক কঠিন বিদ্রূপ হল বিজয়ী সমাজ-তন্ত্রের বিরুদ্ধে যারা হিটলারকে অস্ত্রসজ্জিত করেছিল গ্রেট বৃটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও অন্যান্য রাষ্ট্রের সেই পুঁজিবাদীরা এই বাস্তবতার সম্মুখীন হল যে, তাঁদের জাতীয় স্বাধীনতা ও অস্তিত্ব নির্ভর করছে প্রতিভাধর লেনিন স্থাপিত সমাজতন্ত্রী দেশটির বীরত্ব ও লড়াই করার ইচ্ছা এবং সাফল্যের উপর—সমাজতন্ত্র সৃষ্ট বস্তুগত ও নৈতিক মূল্যবোধের উপর। এভাবেই সেই রাজনৈতিক, সামরিক, আর্থনীতিক, বিজ্ঞানভিত্তিক, প্রযুক্তিবিদ্যা-ভিত্তিক ও আদর্শগত সার্বিক যুদ্ধ ইতিহাসকে প্রাক-১৯১৭ সালের অবস্থায় ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার শয়তানী সাম্রাজ্য-বাদী আশা নির্মূল হল।

বিশ্ব ইতিহাসের এক বিপুল অগ্রগতি ঘটল। সংগ্রামের সমস্ত আকস্মিক পরিবর্তনসমূহ সত্ত্বেও সমগ্র পৃথিবী আজ এক বিপুল বিপ্লবী তরঙ্গের মধ্য দিয়ে চলেছে, যার অভ্যুত্থান হয় ঐ সময়ে।

অক্টোবরের সাফল্যসমূহ সাম্রাজ্যবাদী ও ফ্যাসিস্তদের আশা মতো নিশ্চিহ্ন তো হলোই না বরং সমাজতন্ত্র আর মাত্র একটি দেশে সীমাবদ্ধ রইল না এবং তা বিশ্ব ব্যবস্থায় পরিণত হল। মধ্য ও পূর্ব ইয়োরোপে জনগণতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহ প্রতিষ্ঠিত হল, যেগুলি পরবর্তীকালে সমাজ-তন্ত্রের পথ ধরল। মাঞ্চুরিয়াতে জাপানি সামরিকতন্ত্রের পরাজয় চীন-বিপ্লবের সাফল্যে এবং কোরিয়া ও ভিয়েত-নামের জয়কে সাহায্য করল। পশ্চিম ইয়োরোপে গণ-তন্ত্রের তরঙ্গ উত্তাল হল, ফ্রান্স ও জাপানে লক্ষণীয়ভাবে তা ঘটল। এই দেশ দুটিতে কমিউনিস্ট পার্টি দ্রুত শক্তি অর্জন করল, লক্ষ লক্ষ মানুষকে তাদের আদর্শে সমাবেশ করল। এশিয়া আফ্রিকায় নতুন স্বাধীন রাষ্ট্রগুলির প্রকাশ ঘটল। এদের অনেকেই প্রগতিশীল, গণতন্ত্র, অ-ধনতান্ত্রিক উন্নয়নের পথ গ্রহণ করল এবং সমাজ-তান্ত্রিক লক্ষ্যসাধনের পথে যাত্রা শুরু করল। লাতিন আমেরিকা তার ইতিহাসের এক নতুন স্তরে অর্থাৎ তার "দ্বিতীয় স্বাধীনতার" লড়াইর স্তরে প্রবেশ করল এবং কিউবার বিপ্লবের জয়ে সমাজতন্ত্র আমাদের মহাদেশে স্থান করে নিল। ১৯১৭-র অক্টোবর বিপ্লবের পর পুঁজিতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় যে সংকট শুরু হয়েছিল তা গভীরতর হল এবং নতুন পর্যায়ে প্রবেশ করল। ঠিক সেই সময়ে সমাজতন্ত্রের ক্রমোন্নতি ঘটতে লাগল, আন্তর্জাতিক শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনসমূহ অধিকতর পরিণত হল, উপনিবেশ ও নির্ভরশীল দেশগুলিতে সংগ্রাম তীব্রতর হয়ে উঠতে লাগল, এবং আভ্যন্তরিক দ্বন্দ্ব ক্ষয়িষ্ণু বুর্জোয়া সমাজকে ভেঙে দিতে শুরু করল। এবং আজ, নাৎসিবাদের বিরুদ্ধে বিজয়ের তিরিশ বছর পর ক্রমাগত জমেওঠা গুণগত পরিবর্তনগুলি পুঁজিবাদকে নতুন সংকটের আবর্তে ঠেলে দিচ্ছে।

এই তিরিশ বছরে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি তাদের অর্থনীতির পুনরুজ্জীবন ঘটিয়েছে, উন্নত সমাজতন্ত্র ও সাম্যবাদ গড়েছে এবং তাদের লক্ষ্য সাধনের পথে বিপুল অগ্রগতিকালে যেসব নৈতিবাচক বাধা দেখা দিয়েছিল তা আত্মসমালোচনার মধ্যে দিয়ে উদঘাটন করেছে এবং কাটিয়ে উঠেছে। বৈদেশিক নীতির ক্ষেত্রে সোভিয়েত ইউনিয়ন সহ অন্য সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র-গুলি ঠাণ্ডা যুদ্ধকে পরাভূত করেছে এবং সাম্রাজ্যবাদী উস্কানি, আগ্রাসন ও সমাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে পরমাণু যুদ্ধের হুমকিকে বানচাল করে দিয়েছে। কোরিয়ার যুদ্ধ, ভিয়েত-নামী ও ইন্দোচীনের অন্য রাষ্ট্রগুলির জনগণের অভ্যন্তরীণ সংঘাত, কিউবার বিরুদ্ধে আগ্রাসন, গণতান্ত্রিক জার্মানির বিরুদ্ধে উস্কানি—এ সমস্ত থেকে বোঝা যায় যে ইতিহাসের গতি স্তব্ধ করে দেওয়ার অপচেষ্টা থেকে সাম্রাজ্যবাদ বিরত হয় নি।

যদি সুযোগ মিলে যায় তবে সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে একটি যুদ্ধ বাধিয়ে দেওয়ার আশায় মতাদর্শগত, রাজনীতিগত ও অর্থনীতিগত ফ্রন্টে অবিরাম সোভিয়েত-বিরোধী ও কমিউনিস্ট-বিরোধী অপপ্রচারের উদ্দেশ্যেও এই শেষোক্ত কাজগুলি। কারণ সোভিয়েত হচ্ছে সমাজতন্ত্রের ঐতিহাসিক কেন্দ্র ও মূল শক্তি, আন্তর্জাতিক শ্রমিকশ্রেণী এবং জনগণের জাতীয় মুক্তি ও সমাজ পরিবর্তনের সংগ্রামের প্রধান ভরসা।

যা হোক, রাজনৈতিক মানচিত্রের উপর একবার নজর

দিলে দেখা যাবে যে, তীব্র সংগ্রাম সত্ত্বেও স্বপ্নের জগৎ থেকে দূরে ইতিহাস নিজ গতিপথে এগোচ্ছে।

সমাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে পরমাণু যুদ্ধ চাপিয়ে দিতে সাম্রাজ্যবাদীরা এখনও সক্ষম হয় নি। বরং সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ২৪তম কংগ্রেস যে শান্তি কর্মসূচী স্থির করে দিয়েছে সাম্রাজ্যবাদীরা তার ভিত্তিতে আলোচনায় বসতে বাধ্য হয়েছে। সমাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ইচ্ছা সাম্রাজ্যবাদ পরিত্যাগ করেছে একথা ভাবা যদিও অত্যন্ত সাদামাটা ব্যাপার হবে, তবুও বিশ্ব শক্তি-সাম্যের অত্যন্ত মৌলিক ও চূড়ান্ত পরিবর্তন ঘটেছে। পৃথক পৃথক ক্ষেত্রে পরাজয় সত্ত্বেও—যাদের মধ্যে চিলির মতো বিয়োগান্ত ও বেদনাময় কিছু ঘটনাও রয়েছে—এই শতাব্দীর বাকি বছরগুলিতে বিশ্বব্যাপী জনগণ আমাদের সময়ের ঐতিহাসিক কর্তব্যসমূহ কার্যকর করার প্রতি মনোনিবেশ করবে। সে কর্তব্যগুলি হল : উন্নত সমাজতন্ত্র ও সাম্যবাদের প্রতিষ্ঠা, যত বেশি সম্ভব বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিবিদ্যা বিপ্লবের জয়সমূহ এবং অন্যান্য দেশের সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের জয়ের জন্য সংগ্রামকে কাজে লাগানো; সাম্রাজ্যবাদী উপনিবেশবাদী সমাজব্যবস্থাকে চূড়ান্ত খতম করা; পুঁজিবাদী দেশগুলির যতগুলিতে সম্ভব উন্নত গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা কায়েম করা ; বিশ্বশান্তি রক্ষায় এবং সাম্রাজ্যবাদের উপর শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের নীতি চাপিয়ে দেওয়া, তাদের বিভিন্ন আঞ্চলিক যুদ্ধ চালানোর ও প্রতিবিপ্লব রপ্তানির নীতিকে অবশ্যই বানচাল করা। সমসাময়িক ইতিহাসের প্রধান ঝোঁকগুলির মূল হল এই লক্ষ্যগুলি এবং এদের নিকটতর আন্তঃসম্পর্ক ক্রমশ স্পষ্ট।

সাম্রাজ্যবাদ তার হারানো ঐতিহাসিক ক্ষমতা ফিরে পেতে অক্ষম : ১৯৬৯ সালে মস্কোতে অনুষ্ঠিত কমিউনিস্ট ও ওয়ার্কার্স পার্টিগুলির সম্মেলনের দলিলে একথা ঘোষিত হয়েছে। এই মস্কোই হচ্ছে সমাজতন্ত্রের সেই রাজধানী যাকে হিটলার দখল করতে পারে নি।

উৎসসমূহ

গোয়েবলস ও রোজেনবার্গের দেখা "হাজার বছরের জার্মান শাসন" স্থাপনের স্বপ্ন দুনিয়াকে এক চরমতম বিপর্যয়ের মুখে এনে ফেলেছিল। দুনিয়াকে সে ভয় থেকে মুক্ত করা গেছে। কোনো যাদু দিয়ে নয়। এটা প্রবল শীতের জন্য সম্ভব হয়েছে—বুর্জোয়া ঐতিহাসিকদের গলা বাড়িয়ে এই দাবির যৌক্তিকতা সামান্যই। তাছাড়া এটা অলৌকিক কিছুও নয়। সোভিয়েত ইউনিয়নের জনগণের, বিশেষত রুশ জনগণের জাতীয় বীরত্ব প্রদর্শনের প্রতি বিশ্ব জনগণের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা অবশ্য প্রয়োজনীয় যাঁরা অতীতেও নানা ঐতিহাসিক সন্ধিক্ষণে তাঁদের কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছেন। বীরত্ব পর্বত টলাতে পারে, শুধু তাই নয়, এর সাহায্য ছাড়া যন্ত্র নিষ্প্রাণ। কিন্তু বীরত্ব অবশ্যই এককভাবে যুদ্ধজয়ের পক্ষে যথেষ্ট নয়। বিশ্বকে কিভাবে রক্ষা করা গেল এই প্রশ্নের উত্তর সামাজিক রাজনৈতিকভাবে এবং মতাদর্শগত বিশ্লেষণের মাধ্যমে দেওয়া সম্ভব।

অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পূর্বে রাশিয়া ছিল কাদার পা-ওয়ালা এক বিশাল দৈত্য। ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে সোভিয়েত ইউনিয়ন যুদ্ধ জিতেছিল পুঁজিবাদের চেয়ে সমাজতন্ত্রের শ্রেষ্ঠত্বের জন্যে। উল্লেখযোগ্য সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যে অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং লক্ষ কোটি মানুষের রাজনৈতিক, নৈতিক ও মতাদর্শগত ঐক্য স্থাপনের দৈবত দায়িত্ব পালনে সমাজতন্ত্র সাফল্য দেখিয়েছে। সোভিয়েত ইউনিয়ন জাতিসমূহের সমস্যা সমাধান করেছে, জার সাম্রাজ্যবাদী শাসনে নিগৃহীত সমস্ত প্রদেশগুলির জনগণকে সমাজতান্ত্রিক গঠনকর্মে যুক্ত করেছে এবং তাঁদের জাতীয় স্বাতন্ত্র্য রক্ষার কাজে সফল হয়েছে। মহান সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব আন্তর্জাতিক শ্রমিকশ্রেণীর সব থেকে সচেতন ও সক্রিয় বাহিনী, সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামরত জনগণ, বুদ্ধিজীবীদের অগ্রবর্তী প্রতিনিধিদের মধ্যে বিপ্লবী উৎসাহ ও সংহতি স্থাপন করার ফলেও জয় সম্ভব হয়েছে।

প্রগতিশীল জনগণ স্থির নিশ্চিত ছিল যে সোভিয়েত ইউনিয়ন জিতবেই।

সমাজতন্ত্র ও গণতন্ত্রের হাতে ফ্যাসিবাদের পরাজয়ের ঐতিহাসিক শিকড় গাঁথা ছিল অক্টোবর বিপ্লবের জয়ের মধ্যেই; এই বিপ্লব বিশ্বব্যাপী সর্বহারাদের এক সমাজতান্ত্রিক পিতৃভূমি দিয়েছে, উপনিবেশের ও পরাধীন দেশের জনগণের নিকট দৃষ্টান্ত তুলে ধরেছে ও সমর্থন জানিয়েছে এবং সমস্ত প্রগতিশীল শক্তিগুলির সংগ্রামে মূল পথনির্দেশ করেছে।

লেনিনের প্রতিষ্ঠিত ও লালিত-পালিত এবং ১৯২৪ সাল পর্যন্ত তাঁর প্রত্যক্ষ নেতৃত্বে পরিচালিত কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বেই সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব ও সমাজতান্ত্রিক গঠনকর্ম চালিয়ে যাওয়া সম্ভব ছিল। যে বিষয়টি নিয়ে তীব্র মতবিরোধ ছিল সেই আন্তর্জাতিক শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনের অগ্রগতির পথ সম্পর্কে বাস্তব সমাধান এনে দিল অক্টোবর বিপ্লবের বিজয় এবং সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধকে গৃহযুদ্ধে পরিবর্তন। অন্যতম গতি হিসেবে মার্কসবাদী-লেনিনবাদী, বলশেভিকরা ক্ষমতা দখলের দিকে এগোল, সাম্রাজ্যবাদী শিবিরের দুর্বল বাঁধন ভাঙল, এবং নতুন ঐতিহাসিক যুগের উন্মেষ ঘটালো। অন্য অংশ—দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের প্রধান শক্তি ছিল নানা মতবাদের সোশ্যাল ডেমোক্রেসি, যারা সংশোধনবাদ ও সংস্কারবাদে সর্বনাশা পথ ধরে চূড়ান্ত বিশ্বাসঘাতকতার পথে গেল। রোজা লুক্সেমবুর্গের ভাষায়, এরা সেই অংশ যারা প্রথম মহাযুদ্ধকালে দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের রাজনৈতিক মৃত্যু ঘটায়।

সমস্ত বিপ্লবী মতধারার সম্মিলন হিসেবে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পর্কে লেনিনীয় মতবাদের অনুসরণেই বলশেভিক রাজনীতি চলেছে। সুবিধাবাদী পথ পুঁজিবাদের বিপদ মুক্তিতে সাহায্য করে, উপনিবেশের ও পরাধীন দেশের জনগণের জাগরণকে খাটো করে দেখে এবং শেষ পর্যন্ত ফ্যাসিবাদের পথ পরিষ্কার করে দেয়। এ পথের সমর্থকরা সোভিয়েত বিরোধিতার তত্ত্ব যুগিয়ে দিয়ে থাকে।

ইয়োরোপের অন্যান্য দেশে বিপ্লবের পরাজয়ের ফলে বলশেভিক পার্টির উপর একদেশে সমাজতন্ত্র গঠনের ইতিহাস-অর্পিত দায়িত্ব পড়ল; অবশ্য লেনিন আগেই এই ভবিষ্যদ্বাণী করে রেখেছিলেন। সে দেশে সমাজতন্ত্র গঠনের সম্ভাবনার অভাব এই দাবির উত্তরে তাঁর প্রবন্ধ "আমাদের বিপ্লব (এন সুখানভের বক্তব্যের জবাবে)"-এ তিনি যে কত সঠিক ছিলেন তা বিপ্লবী প্রয়োগ প্রমাণ করেছে।

সোভিয়েত শাসনক্ষমতা স্থাপনের গোড়ায় পরস্পরের সঙ্গে দ্বান্দ্বিকভাবে যুক্ত এক জটিল কর্মসূচী স্থিরীকৃত হয় এবং সেগুলির সমাধানই ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ভবিষ্যৎ বিজয় নিশ্চিত করেছে। এই কর্তব্যসমূহের সর্বাগ্রে স্থান পায় প্রথম সমাজতান্ত্রিক দেশের প্রতিরক্ষা ও নিবিড়

আর্থনীতিক উন্নয়ন যা সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনের নিরবচ্ছিন্ন হুমকির মুখেও কার্যকর হয়। সমাজতন্ত্র গঠন সত্য-সত্যই কালের গতির সঙ্গে নাটকীয় প্রতিদ্বন্দ্বিতা।

সমাজতন্ত্রের দেশের দ্রুতহারে শক্তিবৃদ্ধি সে দেশকে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের নীতির ভিত্তিতে বিশ্বশান্তি স্থাপনে সক্ষম করেছে এবং উপনিবেশ ও পরাধীন দেশের জনগণকে তাঁদের সংগ্রামে পূর্ণ সমর্থন দেওয়ার সুযোগ সৃষ্টি করেছে—যার জন্য কমিণ্টার্নের দ্বিতীয় কংগ্রেসে লেনিন আহ্বান জানিয়েছিলেন। জীবনই পুরনো সোশ্যাল ডেমোক্রাটিক মতান্ধতা বর্জন এবং যে দ্বান্দ্বিক যোগসূত্র ঔপনিবেশিক জনগণ ও সাম্রাজ্যবাদের মধ্যেকার দ্বন্দ্বের সঙ্গে বুর্জোয়া ও প্রলেতারিয়েতের দ্বন্দ্বকে অর্থাৎ এ যুগের যা মৌল দ্বন্দ্ব সেই ধনতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের দ্বন্দ্বের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করে তার উপলব্ধির প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরল। আজ এই বিরোধসমূহ শুধুমাত্র রাজনৈতিক মানচিত্রকেই দ্বিখণ্ডিত করে নি, প্রত্যেক পুঁজিবাদী দেশের সমাজব্যবস্থাকেও সরাসরি ভাগ করে দিয়েছে।

এই সময়ে আন্তর্জাতিক শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনের প্রধান লক্ষ্য ছিল মার্কসবাদকে (বর্তমানে মার্কসবাদ-লেনিনবাদ) রক্ষা ও উন্নত করা, এক নতুন কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠা এবং সর্বহারার মতাদর্শগত নেতৃত্ব-দানে সক্ষম নির্দিষ্ট রাষ্ট্রগুলিতে একটি সাচ্চা রাজনৈতিক শক্তি হিসাবে গড়ে ওঠা এক নতুন ধরনের পার্টি প্রতিষ্ঠা করা, এমন এক পার্টি যা সব পরিস্থিতিতে বিপ্লবী, সামাজিক ও রাজনৈতিক সংগ্রাম চালাতে সক্ষম। নতুন ধরনের পার্টির ভিত্তি হিসেবে ক্যাডার তৈরি করা অবশ্য প্রয়োজন। যাঁরা সমস্ত পরীক্ষা ও অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার যোগ্যতা রাখেন, শত্রুর আক্রমণে প্রত্যাঘাত হানতে সক্ষম এবং সঙ্গে সঙ্গে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব ত্বরান্বিত করার পথ সন্ধানে, "সর্বহারার বিপ্লবের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গির রূপ স্থিরীকরণে সৃজনশীল প্রতিভার অধিকারী; যেমন 'বামপন্থী কমিউনিজম' শিশুসুলভ বাচালতা" পুস্তকে লেনিন বার বার চেয়েছেন এবং তৃতীয় কমিণ্টার্ন কংগ্রেসে যা তিনি ঘোষণা করেছিলেন।

সপ্তম কমিণ্টার্ন কংগ্রেসে লেনিনের চিন্তা জোরের সঙ্গে পুনরনুমোদন করা হয়, যেখানে বিপ্লবী রণনীতি ও রণকৌশল নির্ভুলভাবে গ্রহণ করার প্রশ্নটি আলোচিত হয়। প্রধান বক্তা ছিলেন লিপজিগ মামলার বীর বলশেভিক ভাব-মূর্তি অর্জনকারী নেতাদের অন্যতম জর্জি ডিমিট্রভ।

আমরা ভাল করেই জানি, জার্মানি ও অন্যান্য রাষ্ট্রে নাৎসিবাদ ও ফ্যাসিবাদ ক্ষমতা দখল করে প্রধানত শ্রমিক-শ্রেণীতে বিভেদের ফলেই। সপ্তম কমিণ্টার্ন কংগ্রেসের পর প্রলেতারীয় ও গণতান্ত্রিক শক্তির ঐক্যস্থাপনের অর্থ ফ্যাসি-বাদের পথে এক শক্তিশালী বাধার প্রাচীর নির্মিত হওয়া।

শতাব্দীর পরিপ্রেক্ষিত থেকে সেই অতিনাটকীয় ও ঘটনাবহুল ইতিহাসের দিকে পিছন ফিরে দেখলে এটা বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যাবে যে, সোভিয়েত পঞ্চবর্ষ পরি-কল্পনা, কমিউনিস্ট পার্টিগুলির বৃদ্ধি, সোভিয়েত ইউ-নিয়নের উল্লেখযোগ্য সমর্থনের সাহায্যে মার্কসবাদ-লেনিন-বাদের আদর্শ এবং এশিয়া, স্পেন ও অন্যান্য এলাকায় সংগ্রামের ব্যাপ্তিই ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে বিজয় সম্ভব করেছে। নমনীয় ফ্যাসিবিরোধী ঐক্যের প্রাণশক্তি অর্থাৎ গ্রাম শহরের গেরিলা ইউনিটগুলিতে প্রতিরোধের চালিকা-শক্তি ছিল কমিউনিস্ট পার্টিগুলি। অত্যাচার আর বন্দীশিবিরের মুখোমুখি বীরের মতো রুখে দাঁড়িয়েছিল কমিউনিস্টরা, তাঁরা দৃঢ়তার সঙ্গে মৃত্যুর মোকাবিলা করেছে। একমাত্র অপূর্ব আদর্শ ও মহান কার্যকলাপই তাদের প্রভূত সম্মান ও নৈতিক সংহতি অর্জনে সাহায্য করতে পারে।

সংক্ষেপে পুনরুল্লেখ করা যাক। ফ্যাসিবাদের অশুভ অভিযান গোড়াতেই চূর্ণ করা গেছে। বিপুল সংখ্যক জনতা এর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছেন; যাঁরা উন্নত ভবিষ্যতের জন্য লড়াই করছেন এবং যাঁরা অতীতের ভালোটুকু হারাতে চান না সবাই; জাতীয়তাবাদী দেশ-প্রেমিক এবং কমিউনিস্ট-আদর্শবাদে বিশ্বাসী আর দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদী; এমন কি যখন নিজেদের স্বার্থ বিপদগ্রস্ত তখন বুর্জোয়া সরকার পর্যন্ত ফ্যাসি-বিরোধী ফ্রন্টে শামিল।

এই ব্যাপক আন্তর্জাতিক ঐক্যের প্রধান ভিত্তি বিজয়ী সমাজতন্ত্রের মাতৃভূমি, আন্তর্জাতিক শ্রমিকশ্রেণীর প্রধান সাফল্য সোভিয়েত ইউনিয়নের বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম। বেশির-ভাগ দেশে ফ্যাসি-বিরোধী শক্তিগুলি কমিউনিস্ট পার্টির মূল্যবান নেতৃত্ব পায়। যুদ্ধে অংশগ্রহণ করার মধ্য দিয়ে এই পার্টিগুলি অনেক দেশে চূড়ান্ত রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করে এবং কিছু দেশে অন্যান্য প্রগতি-শীল সংস্থার সঙ্গে মোর্চা গড়ে ক্ষমতায় এসেছে।

এভাবেই এই সুদূরপ্রসারী মৌলিক পরিবর্তনগুলি সম্পন্ন হয়, আজ এই মহান বার্ষিকীতে সেগুলির অপরিবর্তনীয়তা পুনর্ঘোষিত হচ্ছে।

সেই যুদ্ধপূর্ব বছরগুলিতে যার লেখা যুবমানসে উৎসাহ জাগিয়ে তুলেছিল সেই লেখক নিকোলাই অস্ত্রোভস্কির ভাষায় বলি, এভাবেই ইস্পাতে পান দেওয়া হয়েছিল।

স্বাধীনতা সংগ্রামে

ইরাদজ এস্কান্দারি
প্রথম সম্পাদক, ইরানের পিপল্‌স পার্টি

নাৎসিবাদ এবং জাপানি জঙ্গীবাদের বিরুদ্ধে যে-বিজয় অভিযানে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও তার সেনা-বাহিনীর চূড়ান্ত অবদান রয়েছে, সেই জয়যাত্রা জাতীয় মুক্তি ও সত্যিকারের স্বাধীনতার জন্য আফ্রো-এশীয় জনগণের আন্দোলনে এক বলিষ্ঠ প্রেরণা এনেছিল। এই জয়লাভের ফলে জাতীয় স্বাধীনতার জন্য তাদের যুগব্যাপী আকাঙ্ক্ষা ঐতিহাসিকভাবে এক অত্যন্ত স্বল্প সময়ের মধ্যে বাস্তবে পরিণত হয়। এশিয়া এবং আফ্রিকায় নাৎসিবাদের এবং জাপানি জঙ্গীবাদের পরাজয় দুই মহাদেশের ইতিহাসে এবং ঔপনিবেশিক-বিরোধী বিপ্লবের অগ্রগতির ক্ষেত্রে বিশেষ দিকচিহ্ন হিসাবে বিবেচিত হয়েছে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ সম্পূর্ণরূপে বিশ্ব পরিস্থিতির রূপান্তর ঘটিয়েছে এবং এখন থেকে নব-রূপায়ণের এক প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। বিশ্বে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের এক পরাক্রমশালী গোষ্ঠী আবির্ভূত হয়েছে; ঔপনিবেশিক দেশগুলি সার্বভৌমত্ব অর্জন করেছে; প্রগতি, গণতন্ত্র এবং সমাজতন্ত্রের শক্তিসমূহ ইতিহাসের নিয়ামক উপাদানে পরিণত হয়েছে। কিন্তু নির্যাতন এবং বহু ত্যাগের বিনিময়ে ভবিষ্যতের এই নতুন আনন্দোজ্জ্বল পৃথিবীর জন্মলাভ ঘটেছে। প্রথম দিকে, যুদ্ধের গতিবিধির মধ্যে গণতন্ত্র ও প্রগতিকামী শক্তির জয় সূচিত হয় নি। নাৎসি হানাদাররা পশ্চিম ও পূর্ব ইয়োরোপের উপর পূর্ব নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত করে এবং তারা তাদের ফরাসি ও ব্রিটিশ প্রতিপক্ষদের ঔপনিবেশিক রাজ্যগুলির দিকে থাবা প্রসারিত করে। জাপানি সাম্রাজ্যবাদীরা পশ্চিমী শক্তিগুলির তোষণ নীতিতে উৎসাহিত হয়ে এবং একপ্রকার বিনা বাধায় এশিয়ায় তাদের সামরিক, অর্থনৈতিক এবং মতাদর্শগত সম্প্রসারণের অভিযান শুরু করে দেয়। উপনিবেশগুলিতে গণতান্ত্রিক ও ফ্যাসি-বিরোধী শিবিরও দুর্বল হয়ে পড়েছিল, কারণ জাতীয়তাবাদী শক্তিগুলি এই যুদ্ধকে বৈদেশিক ঘটনা বলে গণ্য করে—তারা মনে করে বিশ্বের পুনরায় ভাগ-বাটোয়ারা নিয়ে সাম্রাজ্যবাদী লুণ্ঠনকারীদের মধ্যে এটা আরও একটি সংঘর্ষ। ব্রিটিশ যখন ভারতকে এই যুদ্ধে জড়িয়ে ফেলে তখন তারা সর্বাত্মক ঘৃণা এবং বহু শহরে প্রতিবাদ মিছিলের সম্মুখীন হয়। নাৎসিবাদ এবং জাপানি সাম্রাজ্যবাদের কঠিন বিপদের কথা শুধু উপনিবেশগুলির অত্যন্ত প্রগতিশীল জাতীয় শক্তিসমূহ সম্পূর্ণভাবে উপলব্ধি করে। কমিন্টার্নের সপ্তম কংগ্রেসের ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তে উদ্বুদ্ধ হয়ে কমিউনিস্টরা পীত উৎপাত এবং স্থানীয় ফ্যাসিস্টপন্থী সংস্থাগুলির বিরুদ্ধে সংগ্রাম পরিচালনা করে।

কোনো কোনো দেশে "নিউ অর্ডার"-এর মাধ্যমে স্বাধীনতা অর্জনের জন্য ইংগ-ফরাসি-আমেরিকান ব্লক এবং অক্ষ শক্তির মধ্যে বিরোধের সুযোগ গ্রহণে উৎসুক জাতীয়তাবাদীদের দোদুল্যমান অবস্থা হানাদারদের সাহায্য করে। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অনেক দেশে বুর্জোয়া চক্রগুলি নিজেদের জনগণের উপর নির্ভর না করে এবং তাদের নিষ্ক্রিয় রেখে বৈদেশিক শক্তির দান হিসাবে স্বাধীনতা অর্জন শ্রেয় বিবেচনা করে প্রকাশ্যে জাপানের সমর্থনে এগিয়ে আসে। যে কেউ বুর্জোয়া শ্রেণীচরিত্রে এমন বৈশিষ্ট্যের সন্ধান পাবে যা পরবর্তী সময়ে তার সমগ্র নগ্নতা যেমন জাতীয় অহংবাদ, নিরেট প্রয়োগসর্বস্ববাদ, সংকীর্ণ মনোভাব ও সুবিধাবাদ নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে। সেদিনের কলাকৌশল ও ভারসাম্য বজায় রাখার নীতি, যা এখন কয়েকটি অনগ্রসর দেশের শাসকশ্রেণী অনুসরণ করে চলেছে, তা সেদিন প্রথম পরীক্ষিত হয়।

দুটি সাম্রাজ্যবাদী গোষ্ঠীর মধ্যে মুখোমুখি লড়াইয়ের সুযোগ গ্রহণের জন্য ঔপনিবেশিক পাতি-বুর্জোয়ারাও প্রচেষ্টা চালিয়েছিল। অনেকে বিশ্বাস করত যে অক্ষ শক্তির সহযোগিতা অবশেষে উপনিবেশবাদীদের বিতাড়িত করতে সাহায্য করবে। এটা যে একটা বিপজ্জনক বিভ্রান্তি তা তাদের তিক্ত অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে হয়েছে। বার্মার জাতীয় নায়ক আউং সান যুদ্ধের শুরুতে জাপানের সঙ্গে সহযোগিতার প্রস্তাব করেন—পরে তিনি স্বীকার করেন : ফ্যাসিস্টপন্থী হিসেবে নয়; আমাদের চূড়ান্ত ভুল বিচার এবং পাতি-বুর্জোয়া দুর্বলতার জন্যই আমরা জাপানকে বার্মায় আমন্ত্রণ জানিয়েছিলাম।

কিন্তু যুদ্ধের প্রথম বছরগুলিতে এরকম ধারণা ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল এবং ফ্যাসিবাদী প্রচারে তা বিপুলভাবে ব্যবহৃত হত। এতে জার্মানি, ইতালি এবং জাপানকে নির্যাতিত জাতিগুলির "বন্ধু" হিসাবে চিহ্নিত করা হত। বস্তুত, লিবিয়া, মিশর এবং সোমালিয়ার প্রধানত সামন্তপ্রভু ও অভিজাতশ্রেণীর সমর্থনের আশায় মুসোলিনীও নিজেকে "ইসলামের রক্ষক" হিসাবে ঘোষণা করে। জাপানি সাম্রাজ্যবাদীরাও নিজেদেরকে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মুক্তিদাতা হিসাবে প্রতিপন্ন করতে একেবারে ব্যর্থ হয় নি। এর ফলে জাতীয় মুক্তি আন্দোলনে অনিবার্যভাবে ভীতি ও বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয় এবং আগ্রাসনের মুখে এই আন্দোলনকে দুর্বল করে ফেলে।

অপর একটি জটিল বিষয় ছিল এই যে তুরস্ক ও ইরানের মতো অ-দখলীকৃত দেশগুলির শাসকশ্রেণী জার্মানির উপর নির্ভর করত। এর ফলে ফ্যাসিবাদী ও দক্ষিণপন্থী এবং প্রতিক্রিয়ার দুরন্ত শক্তি জোরদার হয়ে উঠে।

নির্মম ঔপনিবেশিক শাসন এবং জাতীয়তাবাদী শিবিরে বিভ্রান্তির ফলে দেশপ্রেমিক শক্তিগুলির দ্বারা পরিচালিত গণতান্ত্রিক ও ফ্যাসি-বিরোধী মুক্তির সংগ্রামের পূর্ণ

বিকাশের পথ বাধাপ্রাপ্ত হয়। যে-পর্যন্ত না সামাজিক প্রগতির সংগ্রামকে বিশ্বব্যাপী ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের সঙ্গে যুক্ত করে পরিচালনক্ষম একটি শক্তি হিটলারের বিরুদ্ধে সংগ্রামে শামিল না হয়, ততদিন জাতীয়তাবাদী দের প্রচেষ্টা ছিল এক্ষেত্রেও বিচ্ছিন্ন।

নাৎসি আগ্রাসনের বিরুদ্ধে সোভিয়েত ইউনিয়নের যুদ্ধে যোগদান করার সঙ্গে সঙ্গে দুটি শিবিরের মধ্যে একটি সুনির্দিষ্ট ভাগ হয়ে যায় এবং তা এশিয়া ও আফ্রিকার জনগণের মধ্যে অনেক সুস্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয়। অক্ষশক্তি তখন এক শক্তিশালী ফ্যাসি-বিরোধী মোর্চার বিরোধিতার সম্মুখীন হয় এবং এই মোর্চায় যুক্ত হয় গণতন্ত্রের সমস্ত সমর্থকগণ এবং স্বৈরতন্ত্রী একনায়কত্ব এবং প্রতিক্রিয়ার সকল বিরোধীরা। ক্রমে এই মোর্চায় যোগ দেয় ফ্যাসিস্ট-বিরোধী প্রতিরোধ সংগ্রামে অংশগ্রহণকারী ঔপনিবেশিক জনগণ। নেহরু লিখেছেন, সোভিয়েত ইউনিয়নে যুদ্ধের বিস্তৃতির ফলে প্রগতিশীল শক্তির পক্ষে ভারতের সমর্থন বৃদ্ধি পায়।

হিটলার-বিরোধী কোয়ালিশনে সোভিয়েত ইউনিয়নের অংশগ্রহণের ফলে "নিউ অর্ডার"-এর প্রতি জাতীয়তাবাদী-মোহমুক্তি বিপুলভাবে ত্বরান্বিত হল। এই যুদ্ধ তখন আর তাদের কিছু বৈদেশিক ব্যাপার বলে গণ্য হয় নি। ফ্যাসিস্ট সন্ত্রাস ক্রমে বিশ্বব্যাপী সন্ত্রাস হিসাবে দেখা দেয়, এবং সুদূর রাশিয়ার যুদ্ধ এশিয়া ও আফ্রিকার লক্ষ লক্ষ জনগণের কাছে যেন নিজেদের যুদ্ধ বলে প্রতিভাত হয়। সেনেগালের রাজনৈতিক নেতা গ্যাডিয়াল ডি' আর বৃশিয়ার এটা সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন, কীভাবে সোভিয়েত সেনাবাহিনীর বিজয়লাভের সংবাদ বেতারযোগে রণাঙ্গন থেকে হাজার হাজার কিলোমিটার দূর দূরান্তের গ্রামাঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। এবং এই বিজয়লাভকে সকলেই স্বতঃপ্রবৃত্তভাবে নিজেদের বিজয় বলে গ্রহণ করে।

ফ্যাসিস্ট-বিরোধী মোর্চায় সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে আমেরিকা ও ব্রিটেনের অংশগ্রহণের ফলে তাদের নীতি, বিশেষ করে তাদের ঔপনিবেশিক নীতি সুস্পষ্টভাবে প্রভাবিত হয়। ১৯৪১ সালের ১৪ আগস্ট তারা যে আটলান্টিক সনদ গ্রহণ করে তাতেই এটা ব্যক্ত হয়। এই সনদে জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণের নীতি পুনরায় অনুমোদিত হয়। এটা ঠিক যে, চার্চিল দ্রুততার সঙ্গে ঘোষণা করেন যে এই আত্মনিয়ন্ত্রণের নীতি ব্রিটিশ উপনিবেশগুলিতে প্রযোজ্য হবে না। কিন্তু অধিকতর দূর-দৃষ্টিসম্পন্ন রাজনীতিবিদরা উপলব্ধি করেছিলেন যে নাৎসিবাদের পরাজয়ের পর ঔপনিবেশিক বিশ্ব আগের মতন থাকবে না।

সোভিয়েত রণাঙ্গনে যুদ্ধ শুরুর প্রথম দিন থেকেই সোভিয়েতের জনগণ ফ্যাসিস্ট-শাসিত দুনিয়ায় দুঃস্বপ্ন থেকে মানবজাতিকে রক্ষা করার জন্য তাদের পবিত্র দায়িত্বের কথা বিবেচনা করে অবিচলভাবে আন্তর্জাতিক ভূমিকা গ্রহণ করে। তাদের দেশ রক্ষার কাজের সঙ্গে সঙ্গে সোভিয়েত জনগণ আন্তর্জাতিক প্রলেতারিয়েত-এর অবস্থানকে এবং বৈপ্লবিক ও উপনিবেশ-বিরোধী সংগ্রামের দুর্গ প্রথম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রকে রক্ষার সংগ্রাম চালিয়ে যায়। কারণ সোভিয়েত রণাঙ্গনে যুদ্ধের গতিধারার উপর ইয়োরোপ, আফ্রিকা ও এশিয়ায় ফ্যাসিস্ট-বিরোধী যুদ্ধের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছিল। এই ফ্রন্টে প্রতিটি যুদ্ধ জয়লাভ বিশ্বব্যাপী এক অনুরণন সৃষ্টি করত। এটা বিশেষ করে প্রতিভাত হয়েছিল স্তালিনগ্রাদের যুগান্তকারী যুদ্ধে এবং ইউ এস এস আর, মধ্য এবং দক্ষিণ-পূর্ব ইয়োরোপে ককেসাস, কুর্ক বালজ অভিযানে এবং অন্যান্য রণাঙ্গনে। এর একটি দৃষ্টান্ত হল, সোভিয়েত ককেসাসে সোভিয়েত সেনাবাহিনী কর্তৃক নাৎসি বাহিনীর চূড়ান্ত পরাজয় মধ্য ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া এবং মধ্য প্রাচ্যের পথে নাৎসি বাহিনীর অভিযানকে স্তব্ধ করে দেয় এবং এটা এ অঞ্চলের জনগণের জাতীয় মুক্তির সংগ্রামকে সাহায্য করে।

সর্বত্র সোভিয়েত সেনাবাহিনী ছিল মুক্তি বাহিনী, প্রগতিশীল আন্তর্জাতিক ভাবধারার প্রবক্তা। নাৎসি পরিকল্পনা ব্যর্থ করার জন্য এবং মিত্রশক্তির যোগাযোগ ব্যবস্থার মূল সংযোগকেন্দ্রটি যাতে নাৎসি দখলে না যেতে পারে সে উদ্দেশ্যে ১৯৪১ সালের আগস্টে সোভিয়েত সেনাবাহিনীর ইরানের প্রবেশের ফলে আমাদের দেশের পরিস্থিতি বদলে যায়। ফ্যাসিস্টপন্থী শাহ সিংহাসন ত্যাগ করতে বাধ্য হয় এবং প্রতিক্রিয়াশীল হিটলারপন্থী সরকারের পরিবর্তন ঘটে। ফ্যাসিস্টপন্থী একনায়কতন্ত্রের পতন, ক্ষুদ্রাকারে হলেও, একটা গণতান্ত্রিক অভ্যুত্থানের সূচনা করে। অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে, রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি দেওয়া হয়। আমাদের শ্রমিকশ্রেণীর পার্টি, ইরানের পিপল্‌স পার্টি (তুদে) ১৯৪১ সালের অক্টোবরে গঠিত হয় এবং এই পার্টি ফ্যাসিবাদ, সামন্ততান্ত্রিক নিপীড়নের বিরুদ্ধে অভিযানে, এবং শ্রমিকশ্রেণীর স্বার্থের জন্য ও জাতীয় সংখ্যালঘুদের সমতা রক্ষার সংগ্রামে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধন করে।

যুদ্ধের শেষ পর্যায়ে যখন বিজয়ী সোভিয়েত সেনাবাহিনী জাপানি হানাদারদের হাত থেকে মুক্ত করার জন্য চীন ও কোরিয়ায় প্রবেশ করল তখন সে দেশের জনগণ নিজেদের অভিজ্ঞতা থেকেই এই মুক্তি ফৌজের সত্যিকারের আন্তর্জাতিকতাবাদ সম্পর্কে নিঃসংশয় হল। দখলদারির ফলে যে-অবস্থা সৃষ্টি হয়েছিল তা বন্ধ করার জন্য এবং স্বাভাবিক জীবন ফিরিয়ে আনার উদ্দেশ্যে এই মুক্তি বাহিনী তাদের সাহায্য করে। উত্তর কোরিয়ায় সোভিয়েত সেনাবাহিনীর উপস্থিতি ছিল কোরিয়ায় শ্রমিকশ্রেণী এবং তার পার্টির নেতৃত্বে পরিচালিত বৈপ্লবিক প্রক্রিয়ার অপরিবর্তনের প্রধান গ্যারান্টি।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মধ্যে প্রধানত বীর সোভিয়েত বাহিনীর প্রচেষ্টার ফলেই, শক্তির ভারসাম্য হিটলার-বিরোধী কোয়ালিশনের অনুকূলে পরিবর্তিত হয়। এটা "পুরাতন" অথবা "নতুন" শাসকের অধীন উপনিবেশগুলির উপর বিপুল প্রভাব বিস্তার করে। সর্বত্রই ফ্যাসি-বিরোধী ও স্বাধীনতাকামী মনোভাব উল্লেখযোগ্যভাবে আত্মপ্রকাশ করে এবং সেই সঙ্গে সমস্ত আফ্রো-এশীয় দেশগুলিতে সোচ্চার সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী শক্তিগুলির সঙ্গে গণসংগ্রাম ও গণঅভ্যুত্থানের পরিপক্কতা লাভ করে। অপর পক্ষে, যোগসাজশকারী, সামন্তবাদী, মুৎসুদ্দিদের প্রভাব খর্ব হতে থাকে।

বিশ্বশক্তির ভারসাম্যের এই মোড় পরিবর্তন যুদ্ধের শেষ অধ্যায়ে ঔপনিবেশিক দেশগুলির পক্ষে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। অনেক দেশে নাৎসিবাদ এবং জাপানি জঙ্গীবাদের আসন্ন বিপর্যয় এক বিস্ফোরক পরিস্থিতির সৃষ্টি করে। জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে সোভিয়েত ইউনিয়নের অংশগ্রহণের ফলে জাপানি যুদ্ধ যন্ত্রের চূড়ান্ত পরাজয় পূর্ব থেকে নির্ধারিত হয়ে যায় এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় জাপান যে-ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য স্থাপন করে, তারও বিপর্যয়

দ্রুতগতিতে ত্বরান্বিত হয়। এই পরিস্থিতিতে ভিয়েতনাম, ইন্দোনেশিয়া, ফিলিপাইন এবং মালয়ের জনগণ তাদের স্বাধীনতার সংগ্রামকে এগিয়ে নিয়ে যায়। ১৯৪৫ সালের আগস্টে ভিয়েতনাম ও ইন্দোনেশিয়ায় মুক্তি বিপ্লব সংগঠিত হয়। ঔপনিবেশিক শৃঙ্খলের প্রথম গ্রন্থি চুরমার হওয়া যুদ্ধোত্তর পৃথিবীর প্রধান ঝোঁক হিসাবে দেখা দেয়, অর্থাৎ ঔপনিবেশিক ব্যবস্থার চরম বিপর্যয় এবং ধ্বংসের সূত্রপাত হয়।

নাৎসিবাদ এবং জাপানি জঙ্গীবাদের পরাজয় এশীয় ও আফ্রিকান দেশগুলির পরিস্থিতির মধ্যে এবং সাধারণভাবে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে নতুন দীর্ঘ-মেয়াদী উপাদানের সূচনা হয়। এগুলোর একটি হল যুদ্ধ-বিরোধী আন্দোলনের অভূতপূর্ব ব্যাপকতা, যা সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র, পুঁজিবাদী দেশগুলির শান্তির শক্তি এবং উন্নয়নশীল দেশসমূহের জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করে। শান্তি, নিরাপত্তা, নিরস্ত্রীকরণ এবং উত্তেজনা প্রশমনের আন্দোলনে আফ্রো-এশীয় দেশগুলির অংশগ্রহণ গণতান্ত্রিক ঐতিহ্যসমূহের একটি ঐতিহাসিক বিচ্ছেদক শক্তি—বিশ্বযুদ্ধের সময় পূর্বেকার উপনিবেশগুলিতে এর রূপ পরিগ্রহ করে এবং আগ্রাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রামের মধ্য থেকে উদ্ভূত হয়। বর্তমানে, এ সকল দেশের জনগণ ন্যায় ও গণতান্ত্রিক শক্তিকে প্রগতির একটি প্রধান শর্ত বলে বিবেচনা করেন।

আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির অপর একটি বিষয় হচ্ছে উপনিবেশ-বিরোধী এবং সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী আন্দোলনে আফ্রো-এশীয় জনগণের সক্রিয় ভূমিকা। এখানেও, যুদ্ধকালীন অভিজ্ঞতার সঙ্গে একটা সুস্পষ্ট সংযোগ রয়েছে। যুদ্ধের পূর্বে, মুক্তি সংগ্রাম প্রধানত নির্দিষ্ট ঔপনিবেশিক শক্তি (ব্রিটিশ, ফ্রান্স, ডাচ অথবা অন্যান্য) এবং নির্দিষ্ট ঔপনিবেশিকতাবাদের বিরুদ্ধে পরিচালিত হত। অপরপক্ষে বিশ্বব্যাপী সংঘর্ষের দিনে সাম্রাজ্যবাদ থেকে উদ্ভূত একটি **ব্যবস্থা** হিসাবে উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম বাস্তবভাবে সরাসরি পরিচালিত হয়েছে। যে-ফ্যাসিস্ট দাসত্ব সমগ্র জনগণকে আতঙ্কিত করে তুলেছিল তা সেই ব্যবস্থারই একটি নতুন রূপে পরিণত হতে পারত। এই বিপদ সম্পর্কে সতর্কতাবোধ উন্নয়নশীল দেশগুলির দেশপ্রেমিকদের প্রগতিশীল জনগণ কর্তৃক এবং প্রথম ও প্রধানত সোভিয়েত ইউনিয়নের নেতৃত্বে পরিচালিত যুদ্ধের আন্তর্জাতিক চরিত্র উপলব্ধি করতে সাহায্য করেছে। একই সঙ্গে উপনিবেশ-বিরোধী সংহতির জন্য যে নির্ভরযোগ্য ভিত্তি স্থাপিত হয়েছিল, তার ঐতিহ্য আমাদের এ যুগে এক বিরাট অগ্রগতির সূচনা করেছে।

যে তৃতীয় এবং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক উপাদান প্রথম দুটিকে স্থিতিশীল করেছে তা হল সমাজতান্ত্রিক বিশ্বব্যবস্থার উৎপত্তি—এই সমাজতান্ত্রিক বিশ্বব্যবস্থা হচ্ছে বিশ্বের সমগ্র অংশে মুক্তি সংগ্রামের প্রধান অবলম্বন এবং জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের শক্তিশালী ও নির্ভরযোগ্য মিত্র। নাৎসিবাদ এবং জাপানি হানাদারদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম এশিয়া, আফ্রিকা এবং লাতিন আমেরিকার জনগণ এবং তাদের ভ্রাতৃপ্রতিম সোভিয়েত জনগণকে এক ঘনিষ্ঠতম বন্ধনে আবদ্ধ করে। যুদ্ধ প্রমাণ করেছে যে একমাত্র সমাজতন্ত্রের সঙ্গে মৈত্রীর মাধ্যমেই জাতীয় ও সামাজিক মুক্তি সম্ভব। যুদ্ধে প্রমাণিত হয়েছে যে এই মৈত্রী জাতীয় মুক্তির রণনীতিকে ব্যাপকভাবে সাফল্যজনক করে তোলার পক্ষে অপরিহার্য।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ছিল ঔপনিবেশিকতা-বিরোধী বিপ্লবের শক্তিসমূহের পক্ষে একটা গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষা, তাদের পরিপক্কতা ও অন্তর্দৃষ্টির একটি পরীক্ষা। তখন পুরানো মনোভাবের এক বেদনাদায়ক পুনর্মূল্যায়ন করা হয়েছিল। উপনিবেশবাদ-বিরোধী বিপ্লবের রণনীতি এমন বৈশিষ্ট্য অর্জন করে যা পরবর্তীকালে ঔপনিবেশিক জনগণকে শুধু "পুরানো" উপনিবেশবাদীদের পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার প্রচেষ্টাকেই প্রতিহত করতে সাহায্য করে নি, তাদের পরাজিত করতে, স্বাধীনতা অর্জন করতে এবং তার সাফল্য সুসংহত করতে এবং পরিশেষে এক নতুন এবং আরও পরিণত স্তরে উপনীত হতে সাহায্য করেছে।

এই বৈশিষ্ট্যগুলির অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দিক হল জাতীয় দেশাত্মবোধক আদর্শ তুলে ধরার এক **অবিচল** দৃঢ়তা। যুদ্ধের, উপনিবেশবাদ ও নয়া-উপনিবেশবাদের অভিজ্ঞতা জনগণকে শিক্ষা দিয়েছে কিভাবে সমস্ত প্রকার বৈদেশিক নির্যাতনের বিরুদ্ধে আপসহীনভাবে সংগ্রাম করা যায় এবং কীভাবে কিছু সাম্রাজ্যবাদীদের দেওয়া সুযোগ-সুবিধার বিনিময়ে তাদের সহযোগিতা "ক্রয়" করার সমস্ত প্রচেষ্টাকে প্রতিহত করতে হয়। যদিও যুদ্ধোত্তরকালে সাম্রাজ্যবাদীরা প্রায়ই স্থানীয় বুর্জোয়া এবং বুর্জোয়া-পন্থী ব্যক্তিদের তাদের দিকে নিয়ে আসতে সমর্থ হয়েছে এবং তাদের সংস্কারবাদ ও সুবিধাবাদকে মূলধন করেছে, তবুও সুসংগত মৌলিক নীতি আরও বেশি বলিষ্ঠভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে। এই নীতির বাহকরা ছিলেন প্রলেতারিয়েত এবং তার পার্টি, বিপ্লবী গণতন্ত্রী এবং মেহনতী জনগণের বিপুল অংশ। এরা এই শ্রেণী ও সামাজিকবর্গ যারা আজকের দিনেও উপনিবেশবাদ এবং নয়া-উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের নেতৃত্ব দেয় এবং যে-স্থানীয় শোষকেরা আন্তর্জাতিক একচেটিয়াদের সঙ্গে "সম" সহযোগিতা গ্রহণের প্রয়াস চালায়, তারা অবিচলভাবে তাদের স্বরূপ তুলে ধরে। যে-কোনো ধরনের যৌগসাজশের মতোই এই সহযোগিতা হবে সাম্রাজ্যবাদের কাছে আত্মসমর্পণ।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় মুক্তি আন্দোলনের **গণতান্ত্রিক** মর্মবস্তু আরও গভীরতর হয়ে ওঠে। এশিয়া ও আফ্রিকার জনগণের কাছে এই যুদ্ধ ছিল ফ্যাসিবাদ, আন্তর্জাতিক ও দেশীয় প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে গণতন্ত্রের জন্য সংগ্রামের একটি স্কুল। সেই থেকে তারা প্রতিক্রিয়াশীল শাসনের বিরুদ্ধে বাকস্বাধীনতা, সংবাদপত্র ও সভাসমিতির অধিকারের দাবিতে এবং সামাজিক অর্থনৈতিক পরিবর্তনের জন্য ব্যাপক সংগ্রাম সংগঠিত করে। নাৎসিবাদ ও জাপানি জঙ্গীবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের অভিজ্ঞতা জাতীয় দেশপ্রেমিক শক্তিকে তাদের শত্রু চিনতে ও তাদের মুখোস খুলে দিতে সাহায্য করছে—এই শত্রুরা প্রতিক্রিয়াশীল জাতীয়তাবাদ ও উগ্র দেশপ্রেমের পতাকাতলে কর্মতৎপর। এমন কি শোষকবর্গ ফ্যাসি-বিরোধী ঐতিহ্যকে অস্বীকার করতে পারে না। এমন কি আজকের দিনে বুর্জোয়াদের এবং সামন্তবাদীদের নিতান্ত রক্ষণশীল অংশও বর্ণবিদ্বেষবাদী এবং মানব বিদ্বেষের অবস্থান থেকে কাজ করতে সাহস পায় না। সুতরাং, এটা কোনো আকস্মিক ঘটনা নয় যে যুদ্ধোত্তর যুগে ফ্যাসিবাদী মতাদর্শ এশিয়া ও আফ্রিকার দেশগুলিতে কোনো লক্ষণীয় শিকড় গজিয়ে তুলতে পারে নি।

অবশ্য পদ্ধতি এবং রাজনৈতিক কার্যকলাপের দিক দিয়ে ফ্যাসিস্টদের অনুরূপ প্রতিক্রিয়াশীল শাসন এখনও বর্তমান, কিন্তু তার বিরুদ্ধে দেশপ্রেমিক শক্তি শৌর্য ও ধৈর্যের সঙ্গে সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছেন। যে-ফ্যাসিস্ট-বিরোধী গণতান্ত্রিক ঐতিহ্য ৩০ বছর আগে গড়ে উঠেছিল, তার প্রতি সুদৃঢ় আনুগত্য এই শাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রামে সাফল্যের গ্যারান্টি।

আজকের দিনের জাতীয় মুক্তি বিপ্লবের প্রগতিশীল সামাজিক মর্মবস্তুর ধারাবাহিক অগ্রগতি অপর একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। কিন্তু এটা মনে রাখা উচিত যে ১৯৩৯—৪৫ সালের বিশ্ব-বিরোধ জাতীয় স্বাধীনতার সমস্যাটিকে মূলগতভাবে এক নতুন স্তরে উন্নীত করেছে। অতীতে, জাতীয় মুক্তির শক্তিসমূহ প্রধানত বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার স্বাধীনতার উপর জোর দিত এবং স্বাধীনতার সামাজিক মর্মবস্তুকে ভবিষ্যতের বিষয় বলে গণ্য করত। ফ্যাসিবাদের পরাজয় এবং তার ফলাফল নির্যাতিত জনগণের আত্মসচেতনতাকে বিপুলভাবে প্রসারিত করে। তারা নিজেদের চোখে দেখেছে কীভাবে যুদ্ধকালীন এবং যুদ্ধোত্তর বছরগুলিতে গণতান্ত্রিক অভ্যুত্থান কতকগুলো এশীয় এবং মধ্য ও দক্ষিণ-পূর্ব ইয়োরোপীয় দেশগুলির জাতীয় স্বাধীনতা ও সামাজিক মুক্তির ভাবধারাকে একত্রিত করে, এমন কি অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত করে। ফলে, কমিউনিস্টদের পরিচালিত জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব জয়যুক্ত হয়। অন্যান্য এশীয় দেশগুলিতেও জাতীয় মুক্তি, সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী এবং সামন্ত-বিরোধী বিপ্লব ক্রমে ব্যাপক সামাজিক আলোড়নের রূপ গ্রহণ করে।

যদিও যুদ্ধের পরে কিছুদিনের জন্য উপনিবেশবাদীরা অধিকাংশ ঔপনিবেশিক দেশগুলিতে নিজেদের ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ রাখতে পেরেছিল, তা সত্ত্বেও সমগ্রভাবে জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের প্রগতিশীল সামাজিক প্রবণতা অবিচলভাবে অব্যাহত থাকে। সম্পূর্ণ বিপরীত অবস্থা হচ্ছে : বস্তুত, যুদ্ধোত্তর কালের প্রথম বছরগুলিতে অনেকগুলি সদ্যমুক্ত এশীয় রাষ্ট্রে বিপ্লবী গণতন্ত্রীরা ক্ষমতাসীন হয়, যেখানে কমিউনিস্ট ও অন্যান্য প্রগতিশীল শক্তির প্রভাব লক্ষণীয়ভাবে বৃদ্ধি পায়। এরপর অন্যান্য অনেক এশীয় ও আফ্রিকার রাষ্ট্রগুলিতে আরও বেশি গভীর অনুরূপ পরিবর্তনগুলি ঘটতে থাকে। সিরিয়া, ইরাক, আলজেরিয়া, দক্ষিণ ইয়েমেন, সোমালিয়া, গিনি প্রজাতন্ত্র, কঙ্গোর জনগণতন্ত্র এবং অন্যান্য দেশগুলির কথা ধরা যাক—সেখানে বিপ্লবী গণতন্ত্রীরা ক্ষমতাসীন আছে এবং বহুক্ষেত্রে তারা কমিউনিস্টদের সঙ্গে সহযোগিতা করে।

অভ্যন্তরীণ এবং আন্তর্জাতিক প্রতিক্রিয়ার চক্রান্ত এবং বিপ্লবী শক্তিসমূহের সামরিক পশ্চাদপসরণ এবং ভুল সত্ত্বেও এশীয় ও আফ্রিকার দেশগুলির মুক্তি আন্দোলনের চরিত্র গত ৩০ বছরে বিশেষভাবে পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমানে জাতীয় মুক্তি বিপ্লবের সঙ্গে সামাজিক বিপ্লবের সংযুক্তি অপরিবর্তনীয়রূপে দেখা দিচ্ছে। ক্রমশই আরও বেশি দেশগুলিতে এর প্রতিক্রিয়া ঘটছে, এই দেশগুলি অধনতান্ত্রিক পথ বেছে নিচ্ছে এবং এরা এই পথকে সমাজতন্ত্রে উত্তরণের এক চূড়ান্ত স্তর বলে গণ্য করে।

অতীতের দিকে তাকিয়ে এশিয়া ও আফ্রিকার নিষ্ঠাবান বিপ্লবীরা এবং সমস্ত শুভবুদ্ধিসম্পন্ন জনগণ মুক্তি আন্দোলনের সাফল্যগুলিকে সমাজতান্ত্রিক বিশ্ব ব্যবস্থার এবং আন্তর্জাতিক শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনের সাফল্যের সঙ্গে যুক্ত করে। এ সম্পর্কে যা হওয়া উচিত তা হল, এই দেশগুলির প্রগতিশীলশ্রেণী এবং সামাজিকবর্গ বিশ্বব্যাপী সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী এবং ফ্যাসিবাদ-বিরোধী সংগ্রামের অভিজ্ঞতার সম্পদ আহরণ করছে। যা তাদেরকে আন্তর্জাতিক কার্যক্রম শিখিয়েছে, তাদের মধ্যে মানবজাতির প্রগতিশীল অংশের সঙ্গে যুক্ত থাকার মনোভাব সৃষ্টি করেছে এবং বৈদেশিক দাসত্ব থেকে মুক্তির পথ উন্মুক্ত করে দিয়েছে। তাই, উন্নয়নশীল দেশগুলির জনগণ নাৎসিবাদ এবং জাপানি জঙ্গীবাদের বিরুদ্ধে বিজয়লাভের ৩০তম বার্ষিকী তাদের নিজেদের মহান অবকাশের দিন হিসাবে উদ্‌যাপন করছে।

প্রতিরোধের ঐতিহ্যগুলি অমর

জারমাঁ উইলার্ড
ফরাসী ঐতিহাসিক

ফ্যাসিস্ত অধিকৃত ফরাসী দেশের প্রতিরোধ আন্দোলনে ঠিক অন্যান্য নাৎসি অধিকৃত দেশগুলির মতো বিভিন্ন আদর্শগত ও রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির ব্যক্তিরা ছিলেন। এর মধ্যে একমাত্র সংগঠিত শক্তি ছিল ফরাসী কমিউনিস্ট পার্টি। ১৯৪০ সালের বিপর্যয়ের পর অন্য সমস্ত পার্টিগুলিই ভেঙ্গে গিয়েছিল। এই পার্টিগুলির সভ্য ও নির্বাচকমণ্ডলী তাঁদের স্বভাব অনুযায়ী পেঁতার সহযোগিতার নীতি, নিষ্ক্রিয়তাবাদ বা প্রতিরোধ, এর যে কোনো একটা বেছে নিয়েছিল। সংক্ষেপে ফরাসি কমিউনিস্ট পার্টি মুক্তি সংগ্রামে চূড়ান্ত ভূমিকা পালন করেছিল। এটাই ছিল স্বাভাবিক। কারণ, প্রতিরোধ আন্দোলন ছিল ফরাসি কমিউনিস্ট পার্টির কাছে, ব্যতিক্রম না হয়ে বরং এর মৌলিক নীতিরই পরিণতি।

ত্রিশের দশকের প্রথম থেকে ফরাসি কমিউনিস্ট পার্টির নীতির গতিমুখ দেশে এবং দেশের বাইরে ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে চালিত হয়েছিল। কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের ৭ম কংগ্রেসের বিশ্লেষণগুলি স্মরণে রেখে ফরাসি কমিউনিস্টরা এর মর্মবস্তুর দ্বৈতরূপ দেখতে পেয়েছিল। সর্বপ্রথম, এর অর্থ ছিল গণতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক বিজয়সমূহ রক্ষা করার জন্য ফরাসি ও আন্তর্জাতিক শ্রমিকশ্রেণীর সংগ্রাম; নিকৃষ্ট ধরনের প্রতিক্রিয়া যার আক্রমণাত্মক বাহিনী ছিল নাৎসি জার্মানি তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম। তা ছাড়া এটা ছিল জাতীয় সংগ্রাম, কারণ ফ্যাসিস্ত রাষ্ট্রগুলি ছিল বিজয় অভিযানে ও ফ্রান্সসহ সমস্ত জাতিগুলিকে পদানত করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। এ জন্যই শ্রমিকশ্রেণী তার শ্রেণী সংগ্রামে জাতীয় স্বার্থ রক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করেছিল।

ব্যাপক গণতান্ত্রিক পপুলার ফ্রন্টের দ্বারা ব্যতিব্যস্ত হয়ে ফরাসি শাসকশ্রেণী প্রধানত নিজ অবস্থান নিয়ে উদ্বেগ বোধ করছিল এবং ফরাসি ও আন্তর্জাতিক শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনকে দুর্বল করতে আগ্রহী ছিল। এর প্রতিক্রিয়াশীল স্বরাষ্ট্র নীতি ও ফ্যাসিস্ত রাষ্ট্রগুলিকে তোষণ করার নীতি নাৎসি আক্রমণের মুখে দেশকে নিরস্ত্র করেছিল। যে মিউনিক নীতি সে ১৯৩৯ সালের যুদ্ধ ঘোষণার পরও অনুসরণ করে যাচ্ছিল তা দেশকে ১৯৪০ সালের জুন মাসের শোচনীয় পরাজয়ের দিকে নিয়ে গেল।

জাতির ভবিষ্যতের প্রতীক, শ্রমিকশ্রেণীর পার্টি, ফরাসি কমিউনিস্ট পার্টি নিজেকে জাতীয় স্বার্থের বিশ্বস্ত রক্ষকরূপে প্রতিষ্ঠিত করল। আর ১৯৪০ সালের জুন মাসের পর থেকে সে সামাজিক ও জাতীয় এই দ্বিমুখী সংগ্রাম চালিয়ে যেতে থাকল।

ফরাসি কমিউনিস্ট পার্টির নীতির এই নিরবচ্ছিন্নতা এটা বুঝতে সাহায্য করে যে যদিও ১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বরের পর থেকে পার্টি আত্মগোপন করে কাজ করছিল, তথাপি ১৯৪০ সালের গ্রীষ্মকালে জাতীয় ভূখণ্ডে প্রতিরোধ গড়ে তোলার এটাই ছিল একমাত্র রাজনৈতিক শক্তি। এটা আরও বুঝতে সাহায্য করে যে কেন ১৯৪০ সালের ১০ জুলাই মরিস থোরে ও জ্যাক দুক্লো স্বাক্ষরিত ফরাসি জনগণের প্রতি আবেদনে, পার্টি মুক্তি আন্দোলনের আধেয়, লক্ষ্য ও একান্ত প্রয়োজনীয় উপায়গুলি স্থির করতে পেরেছিল।

আবেদনটি ছিল তৎকালীন পরিস্থিতি ও তার কারণসমূহের উপর একটি আলোচনা। এই পরাজয়ের নিগূঢ় কারণসমূহ....শাসকশ্রেণীর বিশ্বাসঘাতকতা এবং পরবর্তীকালে বিজয়ীর মতো ভিচির মধ্যে নিরাপদে প্রতিষ্ঠিত হওয়াকে ... ব্যাখ্যা করেছিল এবং পরিস্থিতির দুটি প্রধান দিকের উপর জোর দিয়েছিল—"জার্মান সৈন্যবাহিনী কর্তৃক ফ্রান্সের অর্ধেক দখল ও ফ্রান্স কর্তৃক দখলদারী খাজনা দেওয়া এবং জাতির ইচ্ছার বিরুদ্ধে ক্ষমতায় থাকার জন্য বাইরের সাহায্যের উপর নির্ভরশীল বিশ্বাসঘাতক ও জল্লাদদের একটি সরকারের প্রতিষ্ঠা"। আবেদনটি সামরিক পরাজয়, দেশ দখল হওয়া, আর পেঁতা সরকারের মধ্যে যোগসূত্রকে এবং জাতীয় স্বাধীনতা লোপ ও নতুন রাজত্বের সামাজিক ও রাজনৈতিক নির্যাতনের মধ্যে যোগসূত্রের উপর জোর দিয়েছিল। এটি "জাতীয় ও সামাজিক মুক্তি" এবং "মুক্তি স্বাধীনতা ও ফরাসি দেশের পুনরুজ্জীবন" এই সংগ্রামের লক্ষ্য বলে পরিষ্কার করে তুলে ধরেছিল এবং যে যে শক্তি একে কার্যকর করতে পারে তা উল্লেখ করেছিল। প্রথমত শ্রমিকশ্রেণী। এই শ্রেণী পূর্ববর্তী বছরগুলির সামাজিক ও জাতীয় সংগ্রামের ধারা অব্যাহত রাখবে। অন্যান্য শ্রমজীবী জনগণ, ফ্রান্সের সমগ্র জনগণ যারা দৈত অত্যাচার—অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক—দ্বারা জর্জরিত ছিল, তারাও এই সংগ্রামের শক্তি। যেটির প্রয়োজন ছিল সেটি হল ফরাসি জাতির ঐক্য।

পার্টির বিশ্লেষণ জাতীয় আন্দোলনকে প্রয়োজনীয় রূপ দান করল। বৈদেশিক আক্রমণকারী এবং তাদের নিযুক্ত মুষ্টিমেয় ফরাসি শোষকদের বিরুদ্ধে এটি একটি সমগ্র জাতির সামাজিক ও দেশপ্রেমিক সংগ্রামে পরিণত হল। শেষ পর্যন্ত ১৯৪৪ সালের মার্চ মাসে প্রতিরোধের এই ধারণা জাতীয় প্রতিরোধ কাউন্সিল (এন আর সি) অন্তর্ভুক্ত সংগঠনগুলির সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত কর্মসূচীতে অনুমোদিত হল। কর্মসূচীটি ফরাসি জনগণের গণসংগ্রাম অর্থাৎ জাতীয় অভ্যুত্থানের মাধ্যমে জাতির মুক্তির কথা বিবেচনা করেছিল এবং জাতির মুক্তির পরবর্তীকালে গণতান্ত্রিক ও সামাজিক নবরূপদানের জন্য কতকগুলি পদক্ষেপ গ্রহণের কথা ঘোষণা করেছিল।

ফরাসি কমিউনিস্ট পার্টি অবিলম্বে যুদ্ধ শুরু করার সিদ্ধান্ত করেছিল। পার্টি এটা করতে সক্ষম ছিল, কারণ পার্টির ছিল প্রচুর পরিমাণে গণসংগ্রামের অভিজ্ঞতা, এবং

গুপ্ত অবস্থায় থাকা সত্ত্বেও সে নিরবচ্ছিন্নভাবে জনতার সঙ্গে তার বন্ধন শক্তিশালী করেছিল। ১৯৪০ সালের গ্রীষ্মকালে গণ-প্রতিরোধের প্রারম্ভিক ভিত্তি হিসেবে জনপ্রিয় কমিটিগুলি গঠিত হতে লাগল।

প্রতিরোধ সমস্ত ক্ষেত্রে ছড়িয়ে দিতে হয়েছিল অর্থাৎ একে যত রকমের সম্ভব কায়দা নিতে হয়েছিল। প্রতিরোধ করা বলতে বোঝাতো মিথ্যাকে প্রকাশ করে দেওয়া এবং নাৎসি ও ভিচি প্রচারের মোহ ধ্বংস করা। তাই দেশ অধিকৃত থাকার সময় গোপনে প্রকাশিত একমাত্র কাগজ **লুম্যানিতে**-র উপর এত গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছিল। প্রতিরোধ বলতে বোঝাতো দখলদারী সেনাদলকে দেশের অর্থনৈতিক শক্তি ব্যবহারে বাধা দেওয়া আর জনতার অতিরিক্ত শোষণের (যা নাৎসি ও তাদের ফরাসি সহযোগীদের অতিরিক্ত মুনাফাকে সুনিশ্চিত করত) বিরুদ্ধে লড়াই করা। একটা বিভিন্ন ধরনের ধর্মঘট সংগ্রামের মধ্য দিয়ে এ একটা সর্বোচ্চ সীমায় পেঁাছেছিল যা ১৯৪০ সালের গ্রীষ্মকালে শুরু হয়ে ১৯৪১ সালে প্রতিরোধের প্রথম বড় গণসংগ্রাম নর্ড এবং প্যাস-ডি-ক্যালের খনি শ্রমিকদের ধর্মঘটে গিয়ে শেষ হয়েছিল। প্রতিরোধ বলতে জার্মান যুদ্ধ যন্ত্রকে আঘাত করাও বোঝাতো। কাজেই স্পেশাল অর্গানাইজেশন (এস ও) যা ১৯৪০ সালের হেমন্তকালে সশস্ত্র সংগ্রাম শুরু করেছিল তার দরকার হয়েছিল। সশস্ত্র গণ-সংগ্রামের বৃহৎ সংগঠন ফ্রাণ্টিওর এবং পার্টিজান বাহিনী ছিল এস ও-র পরবর্তী উত্তরাধিকারী।

সকলক্ষেত্রেই প্রতিরোধ আন্দোলনের উদ্যোগ নেওয়ার ভার পড়েছে কমিউনিস্ট পার্টির উপর। জনগণের সঙ্গে নিবিড় বন্ধন ও শক্তিবিন্যাসে পরিবর্তন বোঝার ক্ষমতার ফলে পার্টি সর্বদাই ঠিক মুহূর্তে শক্তি সমাবেশ ঘটাতে পারত এবং সংগ্রামের সবচেয়ে যোগ্য রূপ নির্ণয় করতে পারত। তুলনাহীন সামরিক পরাজয় এবং প্রজাতন্ত্রের পতনের পর ফরাসি জনমত একটা আঘাত খেয়েছিল। ঔদাসীন্যে ডুবে যাওয়া থেকে এবং ভিচি সরকারের সামাজিক ও জাতীয় বাক্‌সর্বস্বতাকে মেনে নেওয়া থেকে জনগণকে বিরত করাই ছিল তখনকার প্রধান কর্তব্য। কাজেই ফরাসি কমিউনিস্টরা "সত্যের মুহূর্ত" অভিযান শুরু করে এবং ভিচি নীতি যা দখলদারী কর্তৃপক্ষের একটা আবরণ ও চাপরাস এবং যার সঙ্গে পেঁতার "জাতীয় বিপ্লবের" প্রতিশ্রুতির কোনো সাদৃশ্য নেই তার মর্ম ব্যাখ্যা করতে থাকে। এ ছিল পুঁজিপতি মোড়লতন্ত্রের জাতীয়তা-বিরোধী প্রতিক্রিয়া যা বিদেশী অস্ত্রের সাহায্যে তার শ্রেণী উদ্দেশ্য সফল করতে চেয়েছিল। ফরাসি কমিউনিস্ট পার্টি শ্রমিকশ্রেণীকে অর্থনৈতিক সংগ্রামে জড়ো করতে আরম্ভ করল কারণ তৎকালীন অবস্থায় সুনির্দিষ্টভাবে এ ধরনের সংগ্রামই ছিল সবচেয়ে মানানসই।

যখনই কোনো অনুকূল পরিবর্তন ঘটত তখনই পার্টি জঙ্গী উদ্যোগ গ্রহণ করত। উদাহরণস্বরূপ ১৯৪১ সালের ২২ জুনের গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক পরিবর্তনকে বিশ্লেষণ করার জন্য **লুম্যানিতে**-র একটি বিশেষ সংখ্যা বের করা হয়েছিল। সোভিয়েত ইউনিয়নের যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ার ফলে নাৎসি জার্মানির পরাজয়ের বাস্তব সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছিল; ফ্যাসিস্ত রাষ্ট্রগুলির যুদ্ধের লক্ষ্যগুলি আরও সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছিল এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকে একটি মুক্তিদায়ী ও সঠিক চরিত্র দান করেছিল। সর্বশেষ হলেও এ কম গুরুত্বপূর্ণ নয় যে এটা দখলীকৃত ফরাসি দেশের পরিস্থিতিকে সহজ করে দিয়েছিল। রাজনৈতিক ও সামরিক অবস্থা পরবর্তিত হয়েছিল এবং তা প্রতিরোধ আন্দোলনকে সংগঠিত করতে উৎসাহ যুগিয়েছিল। ফরাসি কমিউনিস্ট পার্টি এ ব্যাপারে সাড়া দিয়েছিল বিশাল আকারের সশস্ত্র সংগ্রামকে তীব্রতর কোরে।

১৯৪২-৪৩ সালের শীতকালে স্তালিনগ্রাডের চূড়ান্ত যুদ্ধে মহাযুদ্ধের গুরুত্বপূর্ণ ভাগ্য পরিবর্তন, ফ্রান্সের পরিস্থিতির ওপর আশু প্রভাব বিস্তার করেছিল। হিটলার-বিরোধী সমস্ত মিলিত শক্তি গতিশীল হল। ফরাসি প্রতিরোধের আক্রমণাত্মক ভূমিকা গ্রহণের সময় এল। ফরাসি কমিউনিস্ট পার্টি জাতীয় অভ্যুত্থানের জন্য অবিলম্বে প্রস্তুতি নেওয়ার আহ্বান দিল। এর লক্ষ্য : ঐক্যবদ্ধ হও, অস্ত্র ধর, যুদ্ধ কর। বহু আগে ১৯৪৫ সালের মে মাসে "ভীরু ও বিশ্বাসঘাতকদের বাদ দিয়ে সমস্ত ফরাসি দেশের অধিবাসীদের নিয়ে" পার্টি সংগ্রামী মোর্চা তৈরির আহ্বান দিয়েছিল। এই ন্যাশনাল ফ্রণ্টই পরবর্তীকালে প্রতিরোধ সংগঠনগুলির মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী এবং ব্যাপকতর সংগঠনে পরিণত হয়েছিল।

তা হলেও ফরাসি সমাজের মতো জটিল সমাজ যেখানে নানা ধরনের মতাদর্শগত ও রাজনৈতিক স্রোতগুলি ঘনিষ্ঠভাবে পরস্পরের সাথে জড়িয়ে পড়েছিল সেখানে কিছু লোক ও কতক সামাজিক স্তর দেশপ্রেমিক সংগ্রামের অন্যপথ খুঁজছিল। দেশের বাইরে জেনারেল দ্য-গল ফ্রি ফ্রান্স কমিটি গঠন করেছিলেন যার সৈন্যবাহিনী ১৯৪১ সালে ফ্যাসিস্তদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত ছিল। দেশের মধ্যে বিশেষ করে ১৯৪১-৪২-এর শীতকালে তাদের নিজস্ব সংগ্রামের কায়দা সহ বিভিন্ন ধরনের প্রতিরোধ সংগঠন তৈরি হয়েছিল।

প্রতিরোধ আন্দোলনকে প্রয়োজনীয় রূপ দেওয়ার জন্য এই সমস্ত দেশপ্রেমিক শক্তিগুলির মধ্যে সংযোগ-সাধন প্রয়োজন ছিল। এ কাজ সহজ ছিল না। গোপনীয়তাই প্রধান বাধা ছিল না। সংগ্রামের ধারণা এবং মুক্তির পর জাতির পুনরুজ্জীবনের শর্তগুলি নিয়ে গুরুতর মতভেদ ছিল। এই মতবিরোধ শ্রেণীদ্বন্দ্বেরই প্রতিফলন। অপেক্ষাকৃতভাবে রক্ষণশীল ব্যক্তিরা বিশেষ করে দ্য-গলের অনুগামীর কোনো কোনো আন্দোলনে গণ-প্রতিরোধের ব্যাপকতাকে খোলাখুলিভাবে ভয়ের সঙ্গে লক্ষ্য করছিল কারণ এর চূড়ান্ত ভূমিকা ছিল ফরাসি কমিউনিস্ট পার্টির হাতে। তারা এই ভয়ে ভীত ছিল যে, মুক্তির পর জনপ্রিয় গণতান্ত্রিক শক্তিসমূহ সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব অর্জন করবে। তাই তারা প্রতিরোধকে সৈন্যদলের বাছাই করা একটি অভিজ্ঞ গোষ্ঠীর আন্দোলনে পর্যবসিত করে রাখতে চেষ্টা করত এবং "সবুর কর ও দেখ" নীতি গ্রহণের জন্য পীড়াপীড়ি করত, এই অজুহাতে যে চূড়ান্ত মুহূর্ত অর্থাৎ ফরাসি দেশে মিত্র বাহিনীর অবতরণের সময় পর্যন্ত শক্তি সঞ্চয় করে রাখতে হবে।

১৯৪৩ সালের মে মাসে জাতীয় প্রতিরোধ কাউন্সিল গঠনের মধ্য দিয়ে শক্তিসমূহের সংযোগ সাধন যে শেষ পর্যন্ত হতে পেরেছিল তার প্রধান কারণ ছিল এই যে ফরাসি কমিউনিস্ট পার্টি, প্রতিরোধ সংগঠনগুলিতে জেনারেল দ্য-গলের সঙ্গে মিত্রতার সমস্যাটি সমাধানে ঠিকভাবে অগ্রসর হতে পেরেছিল; কারণ প্রতিরোধ সংগঠনগুলিতে তাঁর প্রভাব ছিল অত্যন্ত বেশি। জেনারেল দ্য-গল ছিলেন

দক্ষিণপন্থীদের লোক। প্রথমদিকে তাঁর এই ধারণা ছিল যে প্রতিরোধ আন্দোলন হবে বিশেষজ্ঞদের এক সামরিক কাজ যার কর্মক্ষেত্র হবে দেশের বাইরে। কিন্তু এর দ্বারা জাতীয় স্বাধীনতার জন্য সংগ্রামে তাঁর ফ্রি ফ্রান্স সংগঠনের ইতিবাচক ভূমিকাকে খাটো করে দেখানো হচ্ছে না। হিটলার-বিরোধী শক্তি সমাবেশে প্রবেশ করে এই সংগঠন দেশের নির্যাতনকারীদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে এর অবদান রেখেছে।

উত্তর আফ্রিকায় ১৯৪২ সালের শেষদিকে ইঙ্গ-মার্কিন অবতরণের সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় স্বাধীনতার নতুন বিপদের আঘাতের মধ্যে প্রতিরোধের প্রধান শক্তিগুলির পুনর্মিলন ঘটেছিল। ব্রিটেন ও যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃবৃন্দ ফরাসি দেশের হীনবল হওয়ার সুযোগে তার উপনিবেশগুলি ও মূল ফরাসি ভূখণ্ডে তাদের সাম্রাজ্যবাদী অবস্থানকে প্রসারিত করে ফায়দা তুলতে চেয়েছিল। ১৯৪৩ সালে তারা মুক্ত ফ্রান্সে সামরিক দখলদারী রাজ (এ্যামগট)(১) কায়েমের মতলব করছিল যাতে দেশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। এই মতলবগুলিকে বানচাল করতে ফরাসি জনগণকে শুধু অবতরণকারী সৈন্যদলের সহায়ক বাহিনী ছাড়া আরও অনেক কিছু হওয়ার দরকার ছিল। জাতীয় অভ্যুত্থান একে দেশের মুক্তির জন্য চূড়ান্ত ভূমিকা পালন করার সুযোগ করে দিত। ১৯৪৩ সালের শুরুতে জেনারেল দ্য-গল এবং ফরাসি কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিনিধিত্বকারী ফারনান্ড গ্রেনিয়ারের চুক্তির এটাই ছিল একান্ত প্রয়োজনীয় ভিত্তি। জাতীয় স্বাধীনতার স্বার্থের উপর ভিত্তি করে এই মৈত্রী ঐন আর সি-র এবং পরবর্তীকালে দুইজন কমিউনিস্ট মন্ত্রীসহ ফরাসি জাতীয় মুক্তি কমিটির পথ করে দিয়েছিল।

কাজেই সংগ্রাম এবং শুধু সংগ্রাম-ই মৈত্রীকে বাস্তব করে তুলতে পারত। আবার এ ব্যাপারেও চূড়ান্ত ভূমিকা ছিল কমিউনিস্ট পার্টির ওপর কারণ এ দেশপ্রেমিকদের জড়ো করার মতো সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যের সন্ধান দিতে পেরেছিল। নাৎসি হুকুমে তৈরি এফ এল এস (বাধ্যতামূলক শ্রম), যা ফরাসি যুবকদের জার্মানিতে নির্বাসনের বিপদে ফেলেছিল, তার বিরুদ্ধে সংগ্রামের কথাই ধরা যাক। সমস্ত স্তরের মানুষের ঘাড়েই এই বিপদ পড়েছিল। ফরাসি কমিউনিস্ট পার্টি এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে অভিযান গড়ে তোলার জন্য দেশব্যাপী এক ব্যাপক গণ-আন্দোলন শুরু করল। এই ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে ফরাসি কমিউনিস্ট পার্টি এবং অন্যান্য প্রতিরোধ সংগঠনগুলির প্রথম মিলিত সংগ্রাম পরিচালিত হল। জার্মানিতে নির্বাসন এড়াবার জন্য লোকেরা গ্রামে লুকিয়ে থাকত ; তাই এফ এল এস-এর বিরুদ্ধে নাশকতামূলক কাজ শ্রমিক-কৃষক মৈত্রীকে শক্তিশালী করল। জার্মানিতে বাধ্যতামূলক শ্রমের বিরুদ্ধে সংগ্রাম যারা নির্বাসন এড়িয়েছিল তাদের নিয়ে গঠিত বাহিনীকে দিয়ে সশস্ত্র সংগ্রামকে ছড়িয়ে দিতে এবং তাদের সক্রিয় করে তুলতে সাহায্য করেছিল।

কমিউনিস্টরা তাদের সুনির্দিষ্ট কাজের মধ্য দিয়ে অবিলম্বে সশস্ত্র সংগ্রামের প্রয়োজনীয়তাকে বোঝাতে সক্ষম হয়েছিল। পার্টি কর্মীদের উদ্যোগ, সাহসিকতা ও তাদের অর্জিত সাফল্যসমূহ, বহু দেশপ্রেমিক যাঁরা আগে "সবুর কর এবং দেখ" নীতি অবলম্বন করেছিল তাঁদের চারপাশে জড়ো করেছিল। এটা ব্যাপক প্রতিরোধ আন্দোলনে ক্রমশ জনতার নতুন এবং বৃহত্তর অংশকে টেনে এনে তার সাফল্য রূপে জাতীয় অভ্যুত্থানের পথ প্রস্তুত করেছিল।

জাতীয় অভ্যুত্থান ইঙ্গ-মার্কিন পরিকল্পনাগুলিকে বানচাল করে দিল। ব্রিটিশ ও মার্কিন নেতৃবৃন্দ যে "ফ্রাঁ" ছাপিয়েছিল এবং বিশেষ এ্যামগট পাঠক্রম অনুযায়ী "মেয়র" ও "প্রিফেক্ট"দের শিক্ষণ দিয়েছিল সেসব ব্যবহার করা থেকে তাদের বঞ্চিত করা হল। ফরাসি জনগণ স্বাধীন ও গণতান্ত্রিক ফ্রান্স গড়তে এবং জাতির পুনর্জাগরণ সুনিশ্চিত করতে নিজেরাই যে তাদের নিজেদের মুক্তির স্রষ্টা হতে পেরেছিল এ জন্য তারা প্রধানত ফরাসি কমিউনিস্ট পার্টির কাছে ঋণী।

প্রতিরোধ আন্দোলনের দ্বারা গঠিত এবং পরবর্তীকালে ইঙ্গ-মার্কিন মিত্রদের দ্বারা স্বীকৃতি প্রাপ্ত সরকার যখন ১৯৪৪ সালের আগস্ট মাসে প্যারিতে স্থাপিত হল তখন পুনর্জন্মের দৃষ্টিভঙ্গি অনেকটা আশাপ্রদ মনে হতে লাগল। আমাদের দেশে ভিচি শাসনের পতন এবং জার্মানির সামরিক পরাজয় চরম প্রতিক্রিয়াশীলদের পায়ের তলা থেকে মাটি সরিয়ে দিল। বৃহৎ ধনিকশ্রেণী তার জাতীয় স্বার্থ-বিরোধী নীতির জন্য নিজেকে অবিশ্বাসী প্রমাণিত করেছিল। প্রতিরোধ আন্দোলন ও জাতীয় অভ্যুত্থানের পাশাপাশি কমিউনিস্ট পার্টি প্রভাবিত ব্যাপক গণতান্ত্রিক শক্তিসমূহ গড়ে উঠেছিল। ন্যাশনাল রেসিস্টান্স কাউন্সিলের কর্মসূচী অনুযায়ী নতুন ফ্রান্স জন্ম নেওয়ার আবহাওয়া ছিল অনুকূল। এই কর্মসূচীটি ছিল জাতীয় জীবনের সকল ক্ষেত্রে ধনকুবেরদের সংযত করার প্রগতিশীল আধেয় সহ সামাজিক কর্মসূচী ও দেশ পরিচালনায় জনগণের যথার্থ অংশগ্রহণের জন্য রচিত সুসমঞ্জস নতুন ধরনের গণতন্ত্রের একটি নক্সা।

কিন্তু গণতান্ত্রিক শক্তিগুলির পক্ষে কম অনুকূল দিকগুলিও ছিল। প্রথমত, অর্থনৈতিক অবস্থা। নাৎসিরা দেশ লুণ্ঠন করেছিল এবং ১৯৪৪ সালের যুদ্ধেও ফ্রান্সের অর্থনৈতিক শক্তির অনেকটা ব্যয় হয়েছিল। শক্তি ও পরিবহন ব্যবস্থার ক্ষেত্রে এটা বিশেষ করে প্রযুক্ত হয়েছিল। সরবরাহের সমস্যাটা ছিল অত্যন্ত সংকটজনক আর জনতার জীবনধারণের মান নেমে যাচ্ছিল। তাছাড়া সাময়িকভাবে অন্তরালে যেতে বাধ্য হলেও প্রতিক্রিয়াশীলরা তখনও জীবিত ছিল। প্রতিরোধ আন্দোলনের ভেতরের শ্রেণী-বিরোধগুলি জোর মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছিল। মুক্তির আগে গলিস্ট সার্ভিসেস একটি রাষ্ট্রযন্ত্র তৈরি করেছিল যাতে কমিউনিস্টদের অংশগ্রহণ সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ ছিল। দ্য-গলের খ্যাতির প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধা জানিয়ে শাসকশ্রেণী ক্রমশ ঐক্যবদ্ধ হতে লাগল এবং অন্যান্য কাজের মধ্যে আক্রমণাত্মক ভূমিকা গ্রহণের উদ্দেশ্যে পপুলার রিপাবলিকান মুভমেণ্ট পার্টি গঠন করল। শেষ কিন্তু কম গুরুত্বপূর্ণ নয়, যদিও ফ্রান্স সামরিক দখলদারী রাজ এড়াতে সক্ষম হয়েছিল তথাপি বিরাট ইঙ্গ-মার্কিন ফৌজ যুদ্ধের শেষ পর্যন্ত দেশে ছিল। এটা মনে করিয়ে দেয় যে ব্রিটিশ ও যুক্তরাষ্ট্রের নেতারা গ্রীস এবং অন্যত্র প্রমাণ করেছেন যে তারা জনপ্রিয় আন্দোলনকে ধ্বংস করার জন্য পশু শক্তি ব্যবহার করতে দ্বিধা করেন না।

অধিকন্তু আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি ছিল বিরোধমূলক। একদিকে ফ্যাসিস্ত রাষ্ট্রগুলির শোচনীয় পরাজয় প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলিকে বহুল পরিমাণে দুর্বল করল।

---

১ এ্যালায়েড মিলিটারি গভর্নমেণ্ট অফ অকুপায়েড টেরিটরিজ (দখলীকৃত ভূখণ্ডগুলির যুক্ত সামরিক সরকার)।

যুদ্ধে চূড়ান্ত ভূমিকা পালনের জন্য সোভিয়েত ইউনিয়ন প্রশংসা ও সহানুভূতি অর্জন করল। সমাজতন্ত্রের মর্যাদা অনেকটা বৃদ্ধি পেল। আর ইয়োরোপের বহু দেশে ও পৃথিবীর অন্যান্য দেশের জনতার প্রতিরোধ জনগণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির জন্ম দিল, যেগুলি পরবর্তীকালে সমাজতন্ত্র নির্মাণ শুরু করল।

অপরদিকে, অর্থনৈতিক শক্তি সহ মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ, যা যুদ্ধের মধ্যে বড় হয়ে উঠেছিল, আন্তর্জাতিক শ্রমিক-শ্রেণী ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনের বিরুদ্ধে পাল্টা অভিযানের জন্য ঘাঁটি তৈরি করতে কালক্ষেপ করে নি। যুদ্ধের পরে এক বছরেরও কম সময়ের মধ্যে, ১৯৪৬ সালের মার্চ মাসে উইনস্টন চার্চিল তাঁর ফেল্টন বক্তৃতায় যে-নীতি ঘোষণা করলেন পরবর্তীকালে ট্রুম্যান তারই নামকরণ করেছিলেন কমিউনিজম "দমন" এবং "হঠানো"। এর আক্রমণাত্মক চরিত্র খুব তাড়াতাড়িই স্পষ্ট হয়ে উঠল।

এই নীতির একটি দিক ছিল পশ্চিম ইয়োরোপের প্রধানত ফরাসিদেশের জনতাকে দমন করা। ফরাসি অর্থনীতিকে পুনর্বাসন দেওয়ার নাম করে "সাহায্যে"র আড়ালে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ তার অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতা চাপিয়ে দিতে লাগল। ফরাসি কমিউনিস্ট পার্টি ১৯৪৬ সালের মে মাসের ব্লুম-বির্নে চুক্তির আসল তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে এই চক্রান্তকে ফাঁস করে দিল। কমিউনিস্টরা দেখাল মার্কিন "উদারতার" প্রকৃত অর্থ একটি নির্ভরশীল ফরাসি অর্থনীতি তৈরি করে তাকে সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ার বিরুদ্ধে নিযুক্ত সাম্রাজ্যবাদী ব্লকের সঙ্গে যুক্ত করা। জাতীয় স্বাধীনতা ও গণতান্ত্রিক বিকাশের সুযোগ আবার বিপদাপন্ন হল। বৃহৎ বুর্জোয়াশ্রেণী, অবশ্য, মার্কিন নীতিকে সমর্থন করার জন্য যথাসাধ্য করেছিল। শ্রমিকদের ও গণতান্ত্রিক শক্তিগুলির বিরুদ্ধে একটি শ্রেণী সংগ্রাম চালাবার জন্য তারা একটি মার্কিন পাহারাওয়ালার প্রয়োজন একান্তভাবে বোধ করছিল। আর শ্রেণী সুযোগগুলি রক্ষার নামে তারা অসংখ্যবার জাতীয় স্বার্থবিরোধী নীতি গ্রহণ করতে কুণ্ঠিত হয় নি।

এ সব ভাবগতিক দেখে কমিউনিস্ট পার্টি তার নিজস্ব নীতি নির্ধারণ করল। মরিস থোরে ১৯৪৪ সালের ৩০ নভেম্বর এক বক্তৃতায় বললেন, "প্রতিরোধ ও মুক্তি সংগ্রামের শক্তিগুলির ঐক্যবদ্ধ ব্যাপক আন্দোলন যা আমাদের দেশের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং নৈতিক পুনরুজ্জীবনের উপাদানে পরিণত হয়েছে", তার উপর নির্ভর না করে স্বাধীন ও গণতান্ত্রিক ফ্রান্স সৃষ্টি করা দেশের অর্থনীতি পুনরুজ্জীবিত করা অসম্ভব। শুধুমাত্র এই নীতিই ফ্রান্সকে ফ্যাসিস্ত রাষ্ট্রগুলির বিরুদ্ধে চূড়ান্ত সংগ্রামে লিপ্ত করতে সক্ষম হয়েছিল। এটাই হিটলার জার্মানির বিরুদ্ধে সংগ্রামে জাতীয় ঐক্যের ভিত্তি এন আর সি-র প্রগতিশীল কর্মসূচী কার্যকর করা নিশ্চিত করেছিল। একমাত্র এটি সমাজতন্ত্রের পথে অগ্রসর হবার একটি স্তর হিসাবে গণতন্ত্রের পথকে আবার নতুন করে এবং প্রসারিত করে তৈরি করবে। ১৯৪৬ সালের ১৮ নভেম্বর লণ্ডন টাইমসের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের সময় মরিস থোরে এ কথাই বলেছিলেন।

এ জন্যই ফরাসি কমিউনিস্ট পার্টি প্রতিরোধ আন্দোলনের মধ্য থেকে গড়ে ওঠা ব্যাপক মৈত্রীকে রক্ষা করে শ্রমিকদের যুক্তফ্রন্টকে বাড়ানো, মূল লক্ষ্য বলে ঘোষণা করেছিল। এইগুলিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য এটাই স্থির করা হয়েছিল যে দেশের স্বার্থে, কমিউনিস্টদের পক্ষে "ব্যাপক জাতীয় ও গণতান্ত্রিক ঐক্যের সরকারে" অংশগ্রহণ করাই হবে সবচেয়ে ভালো কাজ। "এই সরকার জনগণের ইচ্ছানুযায়ী জাতীয় এবং সামাজিক পুনরুজ্জীবনের কর্মসূচীকে পরিচালনার জন্য জনগণের উপর নির্ভর করবে।"(১) শক্তিসমূহের সমাবেশের বিশদ বিশ্লেষণের পর এটাই ছিল সময়োপযোগী সর্বোচ্চ সম্ভাবনা সম্পর্কে ফরাসি কমিউনিস্ট পার্টির মত। পার্টি প্রতিরোধ আন্দোলনের কতকগুলি সংগঠনের (লিবারেশন কমিটি, প্যাট্রিয়টিক মিলিশিয়া) হঠকারিতা এবং প্ররোচনা যা বিপ্লবী ক্ষমতা দখলের জন্য চিৎকার করছিল কিন্তু বাস্তবে ফরাসি কমিউনিস্ট পার্টিকে বিচ্ছিন্ন করার দিকে নিয়ে যাচ্ছিল তাকে বর্জন করেছিল। কমিউনিস্টরা বিপ্লববিলাসী বুলি যেমন, যতখুশি জাতীয়করণকে "সমাজতান্ত্রিক" কাজ হিসেবে দেখানোকে নিন্দা করেছে। এন আর সি কর্মসূচীর মনোভাব অনুযায়ী ও তার ফলস্বরূপ জাতীয় ও গণতান্ত্রিক শক্তিসমূহের স্বার্থে জাতীয়করণকে ফরাসি কমিউনিস্ট পার্টি সত্যিকারের বাস্তব কাজ বলে মনে করেছে যার ফলে দেশপ্রেমিক ও প্রজাতন্ত্রীরা একটি শক্ত জনপ্রিয় আন্দোলনে ঐক্যবদ্ধ হতে পারবে।

মৈত্রীকে রক্ষা করা ও সংহত করার জন্য কিন্তু সংগ্রামের প্রয়োজন ছিল। কাজেই ফরাসি কমিউনিস্ট পার্টি এন আর সি-র কর্মসূচীকে এগিয়ে নেবার জন্য ও জাতীয় স্বাধীনতা রক্ষা করার জন্য জনগণের বিশেষ করে শ্রমিক-শ্রেণীর সমাবেশ ঘটাতে বেশ কিছুটা চেষ্টা করেছিল। এটি জাতীয়করণ, ফ্যাক্টরি কমিটি, কর্মচারীদের মর্যাদা, সামাজিক বীমা, মজুরি বৃদ্ধি এবং অনুরূপ আরও অনেকগুলি উল্লেখযোগ্য ফল প্রসব করেছিল। আপস সত্ত্বেও ১৯৪৬ সালের গৃহীত সংবিধানে এন আর সি কর্মসূচীর মর্ম অনুযায়ী কতগুলি নীতি অন্তর্ভুক্ত ছিল।

ফরাসি কমিউনিস্ট পার্টির নীতি বিশেষ কার্যকর হয়েছিল "শিল্পক্ষেত্রে সংগ্রামে"। প্রতিরোধের সময়ে যে-সংগ্রাম শুরু হয়েছিল তার অভিক্ষেপরূপে সর্বহারা শ্রেণীর এটাই ছিল একটি প্রধান শ্রেণী সংগ্রাম। দেশব্যাপী এই সংগ্রামই ছিল মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী মতলবের বিরুদ্ধে ফরাসি দেশের স্বাধীনতা নিশ্চিত করার প্রধান শর্ত। এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক এবং সামাজিক সংগ্রামও ছিল। এতে জয়লাভ করার জন্য বিশ্বাসঘাতকদের বিতাড়ন ছিল একান্ত জরুরী, কারণ কারখানা পরিচালনার ব্যাপারে সহযোগী কারখানার মালিকানার অংশীদাররা অর্থনৈতিক উন্নয়নের বিরুদ্ধে নাশকতামূলক কাজ করছিল। যুদ্ধে জয়লাভের জন্য পরিকল্পিত জাতীয়করণ কার্যকর করা একান্ত দরকার ছিল, কারণ বৃহৎ বুর্জোয়ারা তখনও অর্থনৈতিক উন্নয়নের গুরুত্বপূর্ণ স্থানে অধিষ্ঠিত থেকে অর্থনৈতিক পুনর্গঠনে নাশকতামূলক কাজ করছিল। মজুরি কমিয়ে, জিনিসপত্রের দাম বাড়িয়ে, যোগানের ব্যাপারে নাশকতামূলক কাজ প্রভৃতি করে, শ্রমিকশ্রেণীর উৎপাদন বৃদ্ধির প্রচেষ্টাকে হেয় করে যে-সামাজিক অধোগতি শাসকশ্রেণী চাপিয়ে দিতে চেয়েছিল তার বিরুদ্ধে সংগ্রামের প্রয়োজন ছিল। ফরাসি কমিউনিস্ট পার্টি "মজুরি ও দামের শয়তানী চক্র"কে দূর করা একান্ত

---

১ মরিস থোরে—ফরাসি কমিউনিস্ট পার্টির দশম কংগ্রেসের রিপোর্ট, জুন ১৯৪৫।

অসম্ভব, যদি না শ্রমিকদের অর্থনৈতিক দাবিদাওয়াকে নস্যাৎ করা হয়, এই তত্ত্বের মুখোশ খুলে দিল। পার্টি দেখাল শ্রমিকদের ন্যায্য দাবি পূরণ সম্ভব এবং প্রয়োজন আর এজন্য তারা সংগ্রামও করেছিল। কারখানাগুলির সংগ্রাম একটি প্রধান সামাজিক, রাজনৈতিক এবং জাতীয় সংগ্রামে পরিণত হল যা কমিউনিস্ট পার্টি সরকারের মধ্যে কমিউনিস্ট মন্ত্রীদের দ্বারা সমর্থন করিয়ে নিল।

১৯৪৭ সালে সাম্রাজ্যবাদ, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে যে প্রতিআক্রমণ শুরু করল তা ফরাসি দেশের গণতান্ত্রিক ও জাতীয় আন্দোলনকে রুখে দিল। এই আক্রমণের ইঙ্গিত পাওয়া গেল যখন মার্কিন চাপে কমিউনিস্ট মন্ত্রীরা সরকার থেকে অপসারিত হল। কিন্তু প্রতিরোধ আন্দোলন ও পরবর্তীকালে সামাজিক প্রগতির জন্য সংগ্রামসমূহের সাফল্যগুলি এবং একে ধরে রাখার মতো সমস্ত শক্তিগুলির মৈত্রী সবটাই নষ্ট হয়ে যায় নি। ঐ বছরগুলির ঐতিহ্য জনগণের মধ্যে গভীরভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং বর্তমানে একটি ব্যাপক একচেটিয়া-বিরোধী সমস্ত শ্রমিকশ্রেণী ও গণতান্ত্রিক শক্তিসমূহের ঐক্য গড়ার জন্য ফরাসি কমিউনিস্ট পার্টি তা বর্তমানে কাজে লাগাচ্ছে।

মুক্তি সংগ্রামের অগ্রগতি

খালিদ মুহি আল-দিন
মিশরীয় জননেতা

বিগত ১৯৩০ সাল থেকে মধ্যপ্রাচ্যে যখন প্রগতিশীল শক্তিসমূহ সক্রিয়ভাবে ফ্যাসিবাদের তত্ত্ব ও নীতির বিরোধিতা করে তখন থেকেই ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে আরব জনগণের প্রতিরোধ শুরু হয়েছে। এমন এক সময় ছিল যখন অক্ষশক্তি তাদের সম্প্রসারণের জন্যে এশিয়ায় প্রবেশপথ হিসেবে একটা ঘাঁটি করার জন্যে সচেষ্ট ছিল—এ ক্ষেত্রে তারা ভারতকে বিশেষ গুরুত্ব দিত। একই সঙ্গে প্রচার ও চক্রান্তের সমন্বয় করে ফ্যাসিবাদীরা তাদের উদ্দেশ্য পূরণের জন্য আরব দেশগুলিতে কয়েকটি সামাজিক শক্তিকে কাজে লাগাবার আশা করেছিল।

প্রথমত তারা কতকগুলি জাতীয় চক্রের উপর নির্ভর করত, যাদের একটা ভ্রান্ত ধারণা ছিল যে, ফ্যাসিবাদ বৃটিশ শাসনের প্রধান শত্রু এবং তাই তারা ফ্যাসিবাদের দিকেই ঝুঁকেছিল। ফ্যাসিস্ত প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি জাতীয় আন্দোলনকে বিপথে পরিচালনার জন্য এবং এই আন্দোলনকে তাদের ভিন্নপথে নিয়ে যাবার জন্য এ ধরনের মোহগুলির সুযোগ গ্রহণ করবার চেষ্টা করত। যদিও জনগণ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন পাতিবুর্জোয়াদের দোদুল্যমান অংশ ফ্যাসিস্ত বাগাড়ম্বরের প্রতি প্রভাবিত ছিল, কিন্তু সে সময় জনগণ বামপন্থী শক্তিগুলির উত্থাপিত এই আওয়াজকে সমর্থন করে : "বৃটিশ দখলদারীও নয়, ফ্যাসিবাদও নয়।"

ফ্যাসিবাদও প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির উপর নির্ভর করত। দৃষ্টান্তস্বরূপ, মিশরে অক্ষশক্তির সাময়িক সাফল্যের সময় রাজপ্রাসাদ এবং রক্ষণশীল সামন্তবাদীচক্র ফ্যাসিস্তদের উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে এবং তেহরানে মিশরীয় দূতাবাসের মাধ্যমে তাদের সঙ্গে গোপন সংযোগ স্থাপন করে। যুদ্ধের শেষে যে সমস্ত তথ্য পাওয়া যায়, তাতে প্রমাণিত হয়েছে যে, অত্যন্ত প্রতিক্রিয়াশীল ব্যক্তিদের মধ্যে এক বিরাট সংখ্যক অংশ নাৎসি জার্মানির কাছ থেকে অর্থ গ্রহণ করত। যুদ্ধের প্রথম অধ্যায়ে জনস্বার্থের পরিপন্থী মিশরীয় সমাজের সর্বাপেক্ষা প্রতিক্রিয়াশীল সংস্থা রাজপ্রাসাদ ছিল আরব দেশগুলির বিরুদ্ধে অক্ষশক্তির চক্রান্তের কেন্দ্র। পরিশেষে ফ্যাসিবাদ জনগণের অপেক্ষাকৃত পশ্চাৎপদ অংশের উগ্র জাতীয়তাবাদী ভাবপ্রবণতার সুযোগ গ্রহণের চেষ্টা করে। ইহুদীদের প্রতি বিরোধ উস্কিয়ে দিয়ে নাৎসিবাদ-নিজেকে আরব জনগণের "স্বাভাবিক মিত্র" হিসাবে প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করে। এই সময় আরবরা বালফুর ঘোষণা(১) কার্যকর করার পরিকল্পনার সঙ্গে যুক্ত উগ্র ইহুদীবাদী চক্রান্তের সম্মুখীন হয়। এটাও স্মরণ করা যেতে পারে যে, এই সময় এক অস্ত্রসজ্জিত ফ্যাসিস্ত সংস্থাসমেত বিরাট সংখ্যক ইতালীয় সম্প্রদায় মিশরে ছিল।

সচেতন শ্রেণী ও রাজনৈতিক শক্তিগুলি ফ্যাসিবাদী পরিকল্পনার মুখোস খুলে দিতে এবং তাকে ব্যর্থ করতে সমর্থ হয়েছিল। তখন থেকেই আরব জনগণ ফ্যাসিবাদের ভাবধারা প্রত্যাখ্যান করে। মিশরে ফ্যাসিবাদী ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রামের ইতিহাস অত্যন্ত শিক্ষাপ্রদ। ইতিপূর্বে ত্রিশ দশকের প্রথমে বহুসংখ্যক ফ্যাসিবাদ-বিরোধী সংস্থা গঠিত হয়, পত্র-পত্রিকায় নাৎসি-বিরোধী অভিযান শুরু হয় এবং ফ্যাসি-বিরোধী পুস্তক ও প্রবন্ধমালা প্রকাশিত হয়। ১৯৩৩ সালে অ্যান্টি সেমিটিজম-এর বিরুদ্ধে একটি সংস্থা এবং পরে একটি সাংস্কৃতিক রূপান্তর সংস্থা গঠিত হয়—যারা অ্যান্টি সেমিটিজম বিরোধীদের আক্রমণ করে এবং গণতন্ত্রের পক্ষ সমর্থন করে ফ্যাসি-বিরোধী অভিযান পরিচালনা করে। ১৯৩৬ সালে শিল্প ও স্বাধীনতা সংঘ বিরাট সংখ্যক বিখ্যাত শিল্পীদের নিয়ে ফ্যাসি-বিরোধী কার্যকলাপে আত্মনিয়োগ করে। যখন জার্মানিতে নাৎসিরা প্রগতিশীল শিল্পীদের গ্রন্থাবলীতে অগ্নিসংযোগ করে সেগুলিকে "অধঃপতিত" শিল্প বলে ঘোষণা করে, তখন শিল্প ও স্বাধীনতা গোষ্ঠী "অধঃপতিত" শিল্প দীর্ঘজীবী হোক বলে একটি বিবৃতি প্রচার করে। এই বিবৃতিতে বহু মিশরীয় সাংস্কৃতিক কর্মীরা স্বাক্ষর দান করেন। এই ত্রিশ দশকের শেষেই অন্যান্য ফ্যাসি-

১ ১৯১৭ সালে বৃটেন কর্তৃক ঘোষিত হয়। এই ঘোষণায় প্যালেস্টাইনে ইহুদীদের "জাতীয় আবাসভূমি" স্থাপনের ব্যবস্থার কথা উল্লেখ করা হয়েছিল।

বিরোধী প্রতিষ্ঠান সমেত শান্তি সংঘ ও গণতান্ত্রিক সংঘ প্রতিষ্ঠিত হয়।

স্পেনের গৃহযুদ্ধের সময় মিশরীয় বামপন্থী দলগুলি রিপাব্লিকান শক্তিগুলির সমর্থনে অভিযান সংগঠিত করে তাদের জন্য অর্থ সংগ্রহ করে এবং স্বেচ্ছাবাহিনীদের যুদ্ধে যোগদানের আহ্বান জানায়। সংক্ষেপে, মিশরে বামপন্থী আন্দোলন ত্রিশ দশকের শেষের দিকে ও চল্লিশ দশকের প্রথমদিকে প্রধানত ফ্যাসি-বিরোধী তরঙ্গের শীর্ষদেশে অবস্থিত ছিল। যদিও এই সংগ্রাম ছিল খুব কঠিন, তথাপি আমাদের দেশ ও জনগণ গণতন্ত্রের শক্তিসমূহের প্রতি অনুগত ছিল এবং এইভাবে তারা ফ্যাসিবাদের পরাজয়কে ত্বরান্বিত করতে সাহায্য করে।

নাৎসি জার্মানির সংগ্রামের প্রধান ধাক্কা সোভিয়েত ইউনিয়নকে সামলাতে হয়েছিল। এই সংগ্রাম হিটলারের যুদ্ধ-যন্ত্রকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেয়। সোভিয়েত জনগণ সাহসিকতা ও দেশপ্রেমের একটি স্মরণীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করে এবং সোভিয়েত সমাজের শত্রু বিতাড়নে সোভিয়েত সমাজের দক্ষতা প্রমাণ করে। এমন কি, যুদ্ধের সময় সাম্রাজ্যবাদী প্রচারকরাও হিটলার-বিরোধী কোয়ালিশন মিত্রদের ও সোভিয়েত জনগণের বীরত্ব সম্পর্কে কিছু কিছু প্রশংসাবাদ করতে বাধ্য হয়েছিল। আজ পর্যন্ত স্তালিনগ্রাদ, লেনিনগ্রাদ, সেভাস্তোপোল, ওডেসা ও অন্যান্য সোভিয়েত শহর সোভিয়েত জনগণের শৌর্য এবং দৃঢ় সংকল্পের পবিত্র স্মৃতি বহন করে চলেছে। আগ্রাসনকে প্রতিহত করার জন্য জনগণকে সমাবেশ করার দক্ষতাসহ সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার শ্রেষ্ঠত্বের অত্যন্ত জাজ্বল্যমান প্রকাশের মধ্যে রয়েছে এই শহরের বীরোচিত কার্যাবলী।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ এবং ফ্যাসিবাদের পরাজয়ের ফলে বিশ্বশক্তির ভারসাম্য চূড়ান্তভাবে জনগণের অনুকূলে পরিবর্তিত হয়েছে এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের নেতৃত্বে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থা আমেরিকার নেতৃত্বে বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদের বিরোধী এক নতুন শক্তি হিসাবে আবির্ভূত হয়েছে। এটা বিশ্বের অগ্রগতির এক নির্ধারক উপাদানে পরিণত হয়েছে এবং আজকে একে ছাড়া মানবজাতির ভবিষ্যৎ গড়ে তোলা যাবে না। উপনিবেশবাদী এবং সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে জনগণের সংগ্রাম, তাদের নিজেদের ভবিষ্যৎ নিজেদের রচনা করার অধিকার এবং তাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের অধিকারের প্রতি সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলি তাদের পূর্ণ সমর্থনের কথা ঘোষণা করেছে। মুক্তি আন্দোলনের সামনে এটা এক নতুন সুযোগের সূচনা করেছে এবং ইতিপূর্বেই যুদ্ধের পর প্রথম দশ বছরে এশিয়া ও আফ্রিকার বহু জনগণ স্বাধীনতা লাভ করেছে।

যুদ্ধোত্তর যুগে আরব মুক্তি আন্দোলন বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ফ্রন্টে অন্যতম প্রধান শক্তিতে পরিণত হয়। বিশ্ব জনগণের, সর্বোপরি সোভিয়েত জনগণের সমর্থনে এই মুক্তি আন্দোলন গুরুত্বপূর্ণ সাফল্য অর্জন করে। যেমন, সুয়েজ খাল জাতীয়করণ, মিশরের বিরুদ্ধে ত্রিপক্ষীয় আগ্রাসনের পরাজয় প্রভৃতি। সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি আরব রাষ্ট্রসমূহকে তাদের সেনাবাহিনী সুসজ্জিত করতে এবং তাদের প্রতিরক্ষা ক্ষমতা গড়ে তুলতে সাহায্য করেছে। নতুন নীতির ভিত্তিতে সমাজতান্ত্রিক বিশ্বের সঙ্গে অর্থনৈতিক সম্পর্ক ব্যবহার করে আরব রাষ্ট্রগুলি স্বাধীনভাবে তাদের অর্থনীতির উন্নয়ন সাধন করতে এবং বিশ্ব পুঁজিবাদী বাজারের উপর তাদের অর্থনৈতিক নির্ভরতা বিপুলভাবে হ্রাস করতে এবং সাম্রাজ্যবাদী চাপ প্রতিরোধ করতে সমর্থ হচ্ছে।

সোভিয়েত ইউনিয়নের নেতৃত্বে সমাজতান্ত্রিক বিশ্ব ব্যবস্থা ছাড়া আরব দেশগুলির সাফল্য অর্জন অসম্ভব ছিল। এর মধ্যে রয়েছে প্যালেস্টাইন প্রতিরোধ সংগ্রামের সাফল্য, ১৯৬৮ সালে ইরাকের পরিবর্তন, ১৯৬৯ সালে সুদান এবং লিবিয়ায় প্রতিক্রিয়াশীল শাসনের উৎখাত এবং ১৯৬৯ সালে দক্ষিণ ইয়েমেন-এ গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন। ইরাক, সিরিয়া এবং গণতান্ত্রিক ইয়েমেনে প্রগতিশীল জাতীয় ফ্রন্ট গঠিত হয়েছে এবং ইস্রায়েলী আগ্রাসনের মুখে মিশরের দেশপ্রেমিক ঐক্য শক্তিশালী হয়ে উঠেছে।

বর্তমানে আরব প্রাচ্যে জাতীয় বিপ্লব এক নতুন স্তরে —এক সুদূরপ্রসারী সামাজিক পরিবর্তনের স্তরে প্রবেশ করেছে।

এ সকল জয়লাভ সহজে অর্জিত হয় নি। ১৯৬৭ সালে মধ্যপ্রাচ্যে সাম্রাজ্যবাদের প্রধান ঘাঁটি ইস্রায়েল আমেরিকার সমর্থন লাভ করে মিশর ও সিরিয়ায় বিরাট অঞ্চল দখল করে। এর লক্ষ্য ছিল প্রগতিশীল সরকারের বিরুদ্ধে আঘাত হানা এবং এইভাবে আরব মুক্তি আন্দোলনকে পিছিয়ে দেওয়া আর তার স্বাধীন গতিধারা থেকে বিচ্যুত হতে বাধ্য করা। অর্থাৎ, ইতিহাসের চাকা পিছনে ঘুরিয়ে দেওয়া। কিন্তু আগ্রাসীদের পরিকল্পনা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।

১৯৬৭ সালের পরাজয়ের পর মিশর, সিরিয়া এবং প্যালেস্টাইনের প্রতিরোধ আন্দোলন পুনরায় সোভিয়েত ইউনিয়ন ও সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির পূর্ণ রাজনৈতিক, সামরিক ও অর্থনৈতিক সমর্থন লাভ করে। তারা ভাবী আক্রমণের বিরুদ্ধে সুসংহত হতে ও দৃঢ় থাকতে তাদের সমগ্র বাহিনীকে পুনর্গঠিত করে। তাদের প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা উন্নত করতে সক্ষম হয়। ১৯৭৩ সালের অক্টোবর যুদ্ধে মিশরীয়, সিরিয়া, ইরাক, আলজেরিয়া এবং প্যালেস্টাইন সেনারাই ছিল প্রধান শক্তি। সোভিয়েত অস্ত্র ব্যবহার করে তারা মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ কর্তৃক সুসজ্জিত ইস্রায়েলী বাহিনীর বিরুদ্ধে সাফল্যের সঙ্গে লড়াই করেছে।

সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ায় অবস্থান 'তেলকে' অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করার নীতির কার্যকারিতা প্রতিপন্ন করেছে। প্রাকৃতিক সম্পদের উপর সার্বভৌমত্বের জন্য সংগ্রাম এবং ১৯৭২ সালে ইরাকে তেলের জাতীয়করণ প্রভৃতি সম্পাদন করতে সাহায্য করেছে।

ফ্যাসিবাদের পরাজয়ের দিন থেকে বিশ্বের পরিবর্তনগুলি, প্রধানত মিশর, সিরিয়া এবং প্যালেস্টাইনের আরব জনগণের পক্ষে মধ্যপ্রাচ্যে সম্মানজনক ও স্থায়ী শান্তির জন্য সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রবর্তন এবং তা অর্জনের কয়েকটি শর্ত উপস্থিত করতে নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রাম পরিচালনা সম্ভব করে তুলেছিল।

সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি যে ভূমিকা গ্রহণ করেছিল তার ফলে তারা যখন এশিয়া, আফ্রিকা এবং লাতিন আমেরিকার স্বাধীন দেশগুলির সঙ্গে একত্রে এগিয়ে এসেছিল, তখন ১৯৭৪ সালের নভেম্বরে জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশন প্যালেস্টাইন মুক্তিসংস্থাকে সমর্থন করে এবং প্যালেস্টাইনের আরব জনগণের অধিকারের স্বীকৃতি দিয়ে এক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

সুতরাং এটা কোনো আকস্মিক ঘটনা নয় যে, মার্কিন

সাম্রাজ্যবাদ এবং তার ইস্রায়েলী বন্ধু সর্বোপরি, আরব মুক্তি আন্দোলন এবং তার প্রধান বন্ধু এবং মিত্র বিশ্ব-সমাজতান্ত্রিক মৈত্রীবন্ধন দুর্বল করার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। আরব দেশগুলিতে সাম্রাজ্যবাদী এবং প্রতিক্রিয়াশীল চক্রের ষড়যন্ত্রের লক্ষ্য হচ্ছে, আরব দেশগুলিকে বিশ্ব পুঁজিবাদী বাজারের একক কর্তৃত্বের মধ্যে নিয়ে আসা এবং মধ্য প্রাচ্যে মার্কিন প্রভাব শক্তিশালী করা।

কিন্তু আমাদের জনগণ জানে, সোভিয়েত ইউনিয়নের নেতৃত্বে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার সঙ্গে মৈত্রীই হচ্ছে সম্মানজনক শান্তি অর্জন করার এবং আরব দেশগুলির অর্থনৈতিক সামরিক শক্তি বৃদ্ধির প্রধান গ্যারান্টি। সেই সঙ্গে আরব জনগণ এটাও উপলব্ধি করে যে, সামরিক ক্ষেত্রে উত্তেজনা প্রশমনের উদ্দেশ্যে এখন যে-ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে, তা বিকল্প সামগ্রিক সমাধান হতে পারে না। সামগ্রিক সমাধানের জন্যে প্রয়োজন হচ্ছে সমস্ত দখলিকৃত আরব ভূখণ্ড থেকে ইস্রায়েলী সৈন্যবাহিনী সম্পূর্ণ প্রত্যাহার করা এবং জাতিসংঘের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্যালেস্টাইন জনগণের জাতীয় অধিকারের স্বীকৃতিদান। যেখানে একটি সত্যিকারের শান্তি অর্জনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যেতে পারে তা হচ্ছে জেনেভা সম্মেলন। সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির সক্রিয় অংশগ্রহণ ছাড়া মধ্যপ্রাচ্যে শান্তি এবং ন্যায়পরায়ণতার গ্যারান্টি অসম্ভব। অন্যথায় সাম্রাজ্যবাদী এবং প্রতিক্রিয়াশীল চক্রান্তের বিপদ চলতে থাকবে।

আর জনগণ সুনিশ্চিত যে, বিশ্ব-সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ফ্রন্টের সঙ্গে যুক্তভাবে তারা সাম্রাজ্যবাদ, উগ্র ইহুদীবাদ এবং প্রতিক্রিয়াকে পরাজিত করতে পারে। আজ যখন বিশ্বের জনগণ একযোগে ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে বিজয়ের ৩০তম বার্ষিকী উদ্‌যাপন করছে, তখন আমাদের এই প্রত্যাশা আরও উদ্দীপিত হয়ে ওঠে।

তথ্য, সংখ্যা, নতুন বই

বাস্তবতা বনাম পূর্বধারণা

ভ্যাচেস্লাভ দাসিচেভ এবং সের্গেই শ্লুচ
ঐতিহাসিকদ্বয় (সোভিয়েত ইউনিয়ন)

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বিভিন্ন দিক নিয়ে হাজার হাজার বই-পত্তর বেরিয়েছে। যুদ্ধ হচ্ছে উত্তপ্ত বিতর্ক, সংঘাতমুখর বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি এবং বিভিন্ন শ্রেণী ও সামাজিক-চক্রের গোষ্ঠী ও অভিমতবাহী মতাদর্শগত প্রবাহগুলির উৎস। বুর্জোয়া ও মার্কসবাদী ঐতিহাসিকদের মতপার্থক্য যুদ্ধের উৎপত্তি, ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে বিজয়ে সোভিয়েতের অবদান এবং নাৎসি জার্মানির পরাজয়ের কারণগুলিকে কেন্দ্র করে আবর্তিত।

যে-সব সমস্যা বুর্জোয়া ঐতিহাসিকদের দৃষ্টিকে আকর্ষণ করে যুদ্ধের উৎপত্তি সেগুলির অন্যতম। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের মতো দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধও সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থার একটি ফল। এর জন্ম হয়েছিল দুনিয়াকে নতুন করে ভাগবাটোয়ারা করে নেয়ার লড়াই এবং আর্থনীতিক ও রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তারের মানসে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিসমূহের সংঘাতের মাধ্যমে। এই সংগ্রাম প্রধান রাজনৈতিক শক্তিগুলির নীতিসমূহ নির্ধারণ করেছিল এবং এর চূড়ান্ত পরিণতি ঘটেছিল সশস্ত্র সংঘর্ষে। এই তথ্যকে চাপা দিতে গিয়ে বুর্জোয়া ঐতিহাসিকেরা নিহিত সামাজিক এবং আর্থনীতিক কারণগুলির বিশ্লেষণ করাকে এড়িয়ে যান।

যুদ্ধপূর্ব বছরগুলিতে যে-অসংখ্য স্মৃতিচিত্র ও অন্যান্য রচনা প্রকাশিত হয়েছিল তাতে হ্যাল্ডের, মানস্টেইন, কাইজারলিং, গুদেরিয়ান, টিপ্পেলস্কিরক এবং অন্যান্য ভেরমাখট সেনাপতিরা জার্মান সামরিকবাদকে নির্দোষ প্রতিপন্ন করার জন্য যুদ্ধ ও পরাজয়ের সমস্ত অপরাধ এক বা কয়েকজন "অপদার্থ" নেতার ওপর চাপিয়েছেন। চার্চিলের বাগবিভূতিকে অনুসরণ করে বলতে হয়, জার্মান সেনানায়কেরা রণপ্রান্তরে পরাজয়ের প্রতিশোধ নিয়েছিল নিজের নিজের ডেস্কে বসে। এইচ গ্রেইনার, জি রিটার পি শ্লাম এবং পশ্চিম জার্মানির অন্যান্য প্রতিক্রিয়াশীল ঐতিহাসিকেরা মিথ্যাচারের প্রাবল্যে তাঁদের স্মৃতিকথাগুলোকে প্লাবিত করে দিয়েছেন।

ঠাণ্ডা যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর অন্যান্য দেশের বুর্জোয়া ঐতিহাসিকবৃন্দ যেমন বি লিডেলহার্ট, জে ফুলার, এইচ বলডউইন, টি বেইলি প্রমুখ এই মিথ্যাচারকে অনুসরণ করতে থাকেন। আত্মগত বিষয়গুলি, বিশেষত হিটলারের ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যসমূহকে বড় করে দেখানো হতে থাকে। পি শ্লাম যুদ্ধকে হিটলারের নিজের হাতের কাজ হিসেবে বর্ণনা করেন।(১) তিনি লিখেছেন "আডলফ হিটলার যদি জার্মান রাষ্ট্রকে নেতৃত্ব না দিতেন তাহলে এ ভাবার যথেষ্ট কারণ ছিল যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ঘটতে পারত না। ১৯৩৯-এর যুদ্ধের জন্ম হয়েছিল হিটলারের তৃপ্তিহীন ক্ষুধার ভেতর থেকে।"(২) "ফুয়েরার"-কে সেই সব সামাজিক শক্তিসমূহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখানো হয়েছে যারা তাঁকে ক্ষমতায় এনেছিল এবং যাঁদের স্বার্থ ও পরিকল্পনার তিনি ছিলেন প্রবক্তা।

বুর্জোয়া ঐতিহাসিকেরা এমন সব ভাবনাচিন্তার প্রকাশ করেছেন যার অধিকাংশের অবস্থানই সত্যের থেকে অনেক দূরে। "মধ্যপন্থী" চিন্তাধারা যুদ্ধের কারণ হিসেবে আপসকামী নীতিকে দেখানোর চেষ্টা করে। এই মতের পরিপোষক হচ্ছেন এল লাকোর ডি ফ্লেমিং, ডব্লু শিরার, আর সনটাগ এবং অন্যান্য মার্কিনী ঐতি-

১ পি শ্লাম রচিত 'হিটলার আলস মিলিটারিশের ফুয়েরার' (ফ্রাঙ্কফুর্ট, ১৯৬২) দেখুন।

২ এম বমন্ট-এর 'লা ওরিজিনে দ্য লা দিউয়েস যুয়েরে মনদিয়েলে' (পারী ১৯৬৯, ১২-১৩ পৃঃ) দেখুন।

হাসিক। কোনো কোনো ইংরেজ ঐতিহাসিক "আপস"-বিরোধী" তত্ত্বকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছেন। ডি টমসন বিশ্বাস করেন(১) যে নাৎসি জার্মানির সঙ্গে বৃটেন মানিয়ে চলার নীতি পরিত্যাগ করার ফলই হল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ।

চূড়ান্ত দক্ষিণে অবস্থিত বহু ঐতিহাসিক অভিযোগ করেন যে সোভিয়েত-জার্মান অনাক্রমণ চুক্তি ১৯৩৯-এর আগ্রাসনের পথ পরিষ্কার করে দেয়। শুলজবার্জার, ফ্যাবরি, টিপ্পেলস্কিরক, টেলর, এ্যারন, রসসি এবং ব্রনথলের মতো বিভিন্ন দেশের প্রতিক্রিয়াশীলেরা এই অভিযোগ বার-বার উচ্চারণ করেছেন। অথচ প্রকাশিত নথিপত্রে অসংশয়িতভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, বহু পূর্ব থেকে নাৎসি জার্মানি যুদ্ধের ব্যাপক প্রস্তুতি গ্রহণ শুরু করেছিল। এমন কি ১৯৩৬-এর আগস্টেই ১৯৩৯-এর যুদ্ধপ্রস্তুতির জন্য নাৎসি নেতৃত্ব কাজকর্ম শুরু করে দিয়েছিল। ১৯৩৯-এর ৬ এপ্রিল বা পোল্যাণ্ড আক্রমণের পাঁচমাস পূর্বে হাইকম্যাণ্ডের একটি নির্দেশনামায় বলা হয়, "ওয়েইস অভিযানের (পোল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে—লেখকের টিকা) ব্যাপারে ফুয়েরার নিম্নোক্ত নির্দেশ জারি করেছেন ঃ খুব দেরি হলে ১৯৩৯-এর ১ সেপ্টেম্বরের মধ্যে অপারেশন শুরু করার জন্য প্রস্তুতির বিষয়টিকে নিশ্চিত করার দিকে তাকিয়ে উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।"(২)

সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং কমিউনিস্ট পার্টিসমূহ বিশ্ব জনমতের সামনে হুঁশিয়ারি রেখেছিল যে ফ্যাসিবাদের অর্থ যুদ্ধ। সোভিয়েত ইউনিয়নের অভিমত ছিল যে ইয়োরোপে যদি কার্যকরভাবে একটি যৌথ নিরাপত্তা-ব্যবস্থা গড়ে তোলা যায় কেবল তাহলেই ফ্যাসিস্ত আগ্রা-সনকে ঠেকানো যেতে পারে। ১৯৩৩-এ সোভিয়েত কমিউ-নিস্ট পার্টি এই ধরনের একটি ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য কাজ করার সিদ্ধান্ত নেয় এবং এই বিষয়টি সোভিয়েত বৈদেশিক নীতির একটি মূল লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায়। অবশ্য পশ্চিমী শক্তিগুলি ইয়োরোপের জন্য সোভিয়েতের সমস্ত শান্তি প্রস্তাবকে হয় উপেক্ষা না হয় বানচাল করে। যৌথ নিরাপত্তা তো দূরের কথা, তারা আগ্রাসকদের তোষামোদ করার নীতি গ্রহণ করে এবং সোভিয়েত-বিরোধিতার ভিত্তিতে হিটলার ও মুসোলিনির সঙ্গে সমঝোতায় আসার চেষ্টা করে। এর সবচেয়ে জ্বলন্ত উদাহরণ হল কুখ্যাত মিউনিখ চুক্তি যা বস্তুত যুদ্ধের দরজা খুলে দেয়। পশ্চিমী শক্তিগুলির এই নীতির প্রকাশ দেখা যায় ১৯৩৯-এর বসন্ত ও গ্রীষ্মকালীন এ্যাংলো-ফরাসি-সোভিয়েত আলাপ-আলোচনার ক্ষেত্রেও। এহেন পরিস্থিতিতে সোভিয়েত সরকার সোভিয়েত ইউ-নিয়নকে নিঃসঙ্গ করে ফেলার সাম্রাজ্যবাদী পরিকল্পনার মূলোচ্ছেদ করার জন্য জার্মানির সঙ্গে অনাক্রমণ-চুক্তিতে স্বাক্ষর করে, কারণ ঐ পরিকল্পনা ছিল সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রটির অস্তিত্বের পক্ষে এক ভয়ঙ্কর বিপদস্বরূপ। ইয়োরোপে শান্তি অক্ষুণ্ণ রাখা গেল না, কারণ, একটি যৌথ নিরাপত্তা ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য সোভিয়েত ইউনিয়নকে সাহায্য করা থেকে পশ্চিমী শক্তিগুলি বিরত রয়ে গেল।

১ ডি টমসন, 'ইংল্যাণ্ড ইন দা টোয়েন্টিয়েথ সেঞ্চুরি' (১৯১৪—৬৩), পেঙ্গুইন বুকস।

২ ভি আই দাসিচেভ-এর "বাস্ক্রোৎসংভো স্ত্রাতেজি জার্মানস্কোলো ফ্যাশিজমা" (১ম খণ্ড, মস্কো, ১৯৭৩, পৃঃ ৩২৩ ও পৃঃ ৩৫৯) দেখুন।

বুর্জোয়া ঐতিহাসিকেরা এই সমস্ত অস্বস্তিকর তথ্যকে এড়িয়ে চলতে চান এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ঘটনাবলীর ভেতর থেকে "লাল জুজু", "কমিউনিস্ট ভীতি" ইত্যাদি ব্যাপারে তাঁদের দাবির সমর্থন খোঁজেন।

অপরদিকে লক্ষণীয় যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের উৎপত্তি সম্পর্কে কোনো কোনো বুর্জোয়া পণ্ডিতের ভুল ধারণার ভেতরে অস্পষ্টতা সত্ত্বেও অতীতের অভিজ্ঞতাকে সমালোচকের চোখে দেখা এবং তার ব্যাখ্যাতে সত্যির কাছাকাছি নিয়ে আসার প্রয়াস চোখে পড়ে।

কিছু পশ্চিমী ঐতিহাসিক নাৎসি একনায়কত্ব এবং নাৎসি জার্মানির আগ্রাসী বৈদেশিক নীতিকে যুদ্ধের কারণ হিসেবে বর্ণনা করেছেন। যুদ্ধের অব্যবহিত পরে কে জ্যাসপারস, এফ মাইনেক, ডব্লু হোফার প্রমুখ জার্মান ঐতিহাসিক ও দার্শনিক এই ব্যাখ্যা উপস্থাপিত করেছিলেন। এমন কি এইচ এ জ্যাকবসনের মতো একজন মুখ্য পশ্চিম জার্মান বিশ্লেষকও প্রধানত এই বক্তব্যকে গ্রহণ করেছিলেন। তিনি লিখেছেন যে নাৎসি প্রশাসন তার হিংসাত্মক নীতির দ্বারা(১) "১৯৩৯ এবং তার পরবর্তী ফলাফলের ইতিহাসের দায়িত্বের প্রধান দায়ভাগ" বহন করেছিল। এই মতকে অনুসরণ করেছিলেন এ বুলোকে, ই রবার্টসন এবং অন্যান্য ইংরেজ পণ্ডিতেরা। ইংরেজ বিশ্লেষকবৃন্দ বিশেষভাবে বিশ্বাস করেন, একনায়কত্ব ও সামরিক পুনর্বিন্যাসের দরুন কাঠামোগতভাবে অর্থনীতির ক্ষেত্রে যে-চাঞ্চল্য ও সঙ্কট দেখা দিয়েছিল তার মোকাবিলা করার জন্য একনায়কত্বকে শক্তিশালী করা ও অস্ত্রপ্রতিযোগিতাকে উচ্চতারে বাঁধা ছাড়া নাৎসি প্রশাসনের সামনে আর কোনো পথ উন্মুক্ত ছিল না। নাৎসিদের নিয়ন্ত্রণাধীন জার্মানির আর্থনীতিক বিকাশের নীতির দ্বারা কাঁচামাল ও জনশক্তির সম্পদকে আয়ত্তে আনার জন্য লড়াই-এর পক্ষ নির্দিষ্ট হয়েছিল।(২) ইংরেজ ঐতিহাসিক পি ক্যালভোকোরেসি এবং জি উইল্ট এই সিদ্ধান্তে আসেন যে, "১৯৩৯—৪৫-এর সংঘাত একটি বিশ্বযুদ্ধ। এটি একটি মানুষের যুদ্ধ নয়। এর ভেতরে মূলত অনেকগুলি দূরাশ্বয়ী যুদ্ধধারা মিশে গিয়েছিল। বাইরে থেকে বলা যায়, এর অনেকগুলিই হিটলারের দ্বারা শুরু হয়েছিল, কিন্তু ইয়োরোপে ছয় বছর ধরে যুদ্ধ চালু থাকার কারণসমূহকে নিছক হিটলার বা নাৎসিকুল, এমন কি ইয়োরোপের বিষয় প্রসঙ্গ থেকেও ব্যাপকতরভাবে বিশ্লেষণ করতে হবে। স্বভাবতই একটি বিশ্বযুদ্ধের উদ্ভবের মধ্যে জটিল কারণসমূহ নিহিত থাকে।"(৩)

অবশ্য দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কারণসমূহ নির্ণয়ের বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে এ জাতীয় অর্ধ-মনস্ক প্রয়াসের নজির খুবই কম।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের উৎপত্তির ব্যাপারে বিশদভাবে কিছু না বলেও বুর্জোয়া ঐতিহাসিকেরা হিটলারের "বিজয়

১ এইচ এ জ্যাকবসন, "জুর কনজেপশন এইনার গেশিচথট দ্য জিউইটেন ওয়েল্টফ্রিনস ১৯৩৯—১৯৪৫" (ফ্রাঙ্কফুর্ট, ১৯৬৪, পৃঃ ২৫)।

২ ই রবার্টসন সম্পাদিত "দি অরিজিনস অব দি সেকেণ্ড ওয়ার" (লণ্ডন, ১৯৭১)।

৩ পি ক্যালভোকোরেসি ও জি উইল্ট—"টোট্যাল ওয়ার, কজেস এ্যাণ্ড কোর্সেস অব দি সেকেণ্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ার" (লণ্ডন, ১৯৭২, পৃঃ ৪)।

কর্মসূচী"-র সঠিক মূল্যায়নের ক্ষেত্রেও সঠিক পর্যালোচনা করতে ব্যর্থ হয়েছে। এই কর্মসূচীর অস্তিত্বের যথার্থতা সম্পর্কে প্রশ্ন তুলে তাঁরা তৃতীয় রাইখের বৈদেশিক ও সামরিক নীতিকে কতকগুলি বিচ্ছিন্ন ঘটনা হিসেবে মনে করেন। তাঁরা এই মত দৃঢ়ভাবে পোষণ করেন, ১৯৩৯-এ যখন যুদ্ধ শুরু হল তখন একটি সামরিক লক্ষ্যে পেঁছানোর যথোপযুক্ত রাজনৈতিক বিবেচনাবোধ ও সামর্থ্যমণ্ডিত সামগ্রিক রণনীতিগত কোনো ধারণা জার্মানির ছিল না। এ টেইলর তাঁর একটি পুস্তিকায় এই ধারণা প্রকাশ করেছেন। তিনি বিশ্বাস করেন যে হিটলার "যুদ্ধের মতলব আঁটছিলেন না এবং সম্ভবত যুদ্ধ সম্পর্কে তাঁর কোনো ভাবনাই ছিল না।"(১)

নাৎসি নেতৃত্বের বিজয় অভিযানের কোনো নির্দিষ্ট কর্মসূচী ছিল না এই দাবি তুলে এবং "অপ্রস্তুতির" তত্ত্ব প্রচার করতে গিয়ে বুর্জোয়া ঐতিহাসিকেরা স্বেচ্ছাচারীভাবে ঐ সব দেশের অবস্থানকে চিহ্নিত করে, যে-দেশগুলি জার্মান ফ্যাসিস্তদের আগ্রাসন পরিকল্পনার লক্ষ্য হিসেবে নির্ণীত হয়েছিল। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে তৃতীয় রাইখের বৈদেশিক পরিকল্পনার সূচীমুখ বারবারোজা অভিযান(২) এবং ইয়োরোপের প্রাধান্য অর্জনের জন্য জার্মানির সিদ্ধান্ত-বাচক অভিযানকে পরিকল্পিতভাবে ছোট করে দেখানোর প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়।

কিছু কিছু মার্কিন ঐতিহাসিক বিশ্বাস করেন যে দুনিয়ার কর্তৃত্ব অর্জন করার জন্য সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে আগ্রাসন চালানো থেকে মধ্যপ্রাচ্যে ইংরেজের অবস্থানকে কেড়ে নেয়া রাইখের পক্ষে অনেক বেশি প্রয়োজনীয় ছিল। এই কারণেই জার্মানি কর্তৃক সোভিয়েত ইউনিয়নের ওপর আক্রমণকে তথাকথিত মূল লক্ষ্য অর্থাৎ বৃটেনের সম্ভাব্য পরাজয়ের চেয়ে ছোট করে দেখানো হয়ে থাকে এবং বৃটিশ সামরিক বাহিনীর অভিযানগুলিকে যুদ্ধের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে উল্লেখ করা হয়। এখানে যা উপস্থাপিত হচ্ছে তা নিছক ভুল বা ভুল বোঝাবুঝি নয়, তা হল সোভিয়েত-জার্মান রণাঙ্গনের ভূমিকা ও স্থানকে উদ্দেশ্যমূলকভাবে ভ্রান্ত করে দেখানো। প্রতিক্রিয়াশীল ঐতিহাসিকেরা একপায়ে দাঁড়িয়ে সোভিয়েত ইউনিয়নের ওপর জার্মানির 'বাধ্য হয়ে' আক্রমণের কথা বলেন, সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে জার্মানির "নিরোধক" সংগ্রামের পুরানো মিথ্যে বারবার উচ্চারণ করেন।

প্রকাশিত অসংখ্য নথিপত্র বুর্জোয়া ঐতিহাসিকদের স্বীকার করতে বাধ্য করেছে যে এইসব ধ্যানধারণা গ্রহণযোগ্য নয়। যাঁর কথা ইতিপূর্বেই উল্লেখ করেছি, সেই এইচ এ জ্যাকবসন ষাটের গোড়ার দিকে লিখেছিলেন : "১৯৪১ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নের ওপর জার্মান আক্রমণ··· কোনো নিরোধক যুদ্ধ নয়। হিটলার আক্রমণ করার যে-সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন ··· চূড়ান্ত বিচারে বলা যায়, তা ছিল তাঁর আগ্রাসী নীতিরই প্রকাশ।"(৩) এ হিলগ্রুবার লিখেছেন, "১৯২০-এর একেবারে মাঝামাঝি সময়, যখন থেকে হিটলার জার্মানকে 'বিশ্বশক্তি' হিসেবে জয়ী করার ভিত্তিতে এক জার্মান বৈদেশিক সাম্রাজ্য গড়ে তোলার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন, তখন থেকেই ইয়োরোপীয় রাশিয়া বিজয়ের বিষয়টি পরিকল্পিত হয়েছিল।" হিলগ্রুবার বারবারোজা অভিযানকে গ্রহণ করেছেন "তাঁর সমস্ত পূর্বতন সিদ্ধান্তের চূড়ান্ত লক্ষ্য"(১) হিসেবে। বৃটেনের অধ্যাপক এ বুলোক এই অভিমতের সমর্থক। তিনি মন্তব্য করেছেন যে, হিটলারের রুশদেশ আক্রমণের মধ্যে কোনো চিন্তাবিহীনতা ছিল না। তাঁর সমস্ত সিদ্ধান্তের মধ্যে এইটিই ছিল সবচেয়ে পূর্বনির্দিষ্ট এবং একান্ত যত্নের সঙ্গে পরিকল্পিত।(২)

বাস্তব সত্যকে কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিশ্লেষক আজ আর যে অস্বীকার করতে পারেন না, উপরোক্ত অভিমতগুলি তারই প্রমাণ।

সোভিয়েত-জার্মান রণাঙ্গনের এবং নাৎসি জার্মানির বিরুদ্ধে বিজয়ের ক্ষেত্রে সোভিয়েতের অবদান নিয়ে নিরবচ্ছিন্নভাবে বিতর্ক চলে আসছে।

এ খুব স্পষ্টভাবেই দেখা গেছে যে, সোভিয়েত-জার্মান রণাঙ্গনই ছিল যুদ্ধের সিদ্ধান্তসূচক রণাঙ্গন।(৩) তবুও বহু বুর্জোয়া ঐতিহাসিক প্রকৃত তথ্যগুলিকে এড়িয়ে গিয়ে প্রচারণার সঠিক ক্ষেত্রকে ভুলভাবে ব্যাখ্যা করেন।

মার্কিন সামরিক ভাষ্যকার ও সাংবাদিক হ্যানসন বলডউইন(৪) দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের এগারোটি "ফলাফল-নির্ণায়কারী" যুদ্ধের তালিকা করেছেন। তাঁর মতে এই যুদ্ধগুলি হল : তারাওয়া এ্যাটলের জন্য যুদ্ধ, সিসিলিতে এ্যাংলো-আমেরিকান শক্তির প্রবেশ, নর্মাণ্ডি অভিযান, লেইটি প্রণালীতে নৌ-কার্যক্রম, আর্দেনে ও ওকিনাওয়া দ্বীপপুঞ্জের লড়াই এবং আরও কয়েকটি। সোভিয়েত-জার্মান রণাঙ্গনের যে একটিমাত্র যুদ্ধ এই তালিকাভুক্ত হয়েছে সেটি হল স্তালিনগ্রাদের যুদ্ধ।

ই ডুপুই নামে একজন মার্কিনী ঐতিহাসিক তাঁর তেত্রিশটি অধ্যায়-সমন্বিত গ্রন্থের মাত্র তিনটি অধ্যায়কে সোভিয়েত-জার্মান রণাঙ্গনের সঙ্গে সম্পৃক্ত রেখেছেন।(৫) তিনি প্রবাল সমুদ্র, মিডওয়ে এবং গুয়াদাল খালের লড়াই-সমূহ, নর্মাণ্ডি অভিযান ও দক্ষিণ ফ্রান্সের মাটিতে পদার্পণ ইত্যাদি ঘটনাকে যদিও যুদ্ধের প্রধান ঘটনাগুলির অন্যতম হিসেবে উল্লেখ করেছেন, তবুও সোভিয়েত বাহিনীর প্রধান যুদ্ধ-জয়গুলির একটির কথাও উচ্চারণ করেন নি।

১ এ হিলগ্রুবার, "হিটলারস স্ট্যাটেজি, পলিটিক য়ুণ্ড ক্রিগ্‌স্‌কুয়েরাঙ (১৯৪০-৪১)।" (ফ্র্যাঙ্কফুর্ট, ১৯৬৫, ৫৬৪-৫৬৫ পৃঃ)।

২ ই রবার্টসন সম্পাদিত 'দি অরিজিনস অব দি সেকেণ্ড ওয়ার' দেখুন।

৩ এই সংখ্যার "দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ : কিছু তথ্য" দেখুন।

৪ হ্যানসন বলডউইন, "ব্যাটলস লস্ট এ্যণ্ড ওয়ান : গ্রেট ক্যামপেইনস অব ওয়ার্লড ওয়ার টু", (নিউ ইয়র্ক, ১৯৬৬)।

৫ ই ডুপুই "ওয়ার্লড ওয়ার টু—এ কমপ্যাক্ট হিস্টরি" (নিউইয়র্ক ১৯৬৯)।

১ এ টেইলার, "দি অরিজিনস অব দি সেকেণ্ড ওয়ার" (লণ্ডন, ১৯৬১, ২১৮ পৃঃ)।

২ সোভিয়েত ইউনিয়নে আগ্রাসী যুদ্ধ শুরু করার নাৎসি পরিকল্পনা।

৩ এইচ এ জ্যাকবসন, "উয়েটেশ ক্রিগ্‌স্‌ফুয়েরাঙ ১৯৩৯-১৯৪৫" হ্যানোভার, ১৯৬১, পৃঃ ২৭।

অধিকাংশ বুর্জোয়া ঐতিহাসিক সোভিয়েত-জার্মান রণাঙ্গনের ঘটনাসমূহকে ভুলভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। সাধারণভাবে তাঁরা জার্মান বাহিনীর বিপর্যয়ের কারণ হিসেবে আবহাওয়া, কঠিনভাবে বাঁধানো রাস্তার অপ্রতুলতা, রাশিয়ার বিস্তৃত ভূখণ্ড ইত্যাদির কথা উল্লেখ করেছেন। **দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সচিত্র বিশ্বকোষ-এ** বলা হয়েছে, মস্কো পৌঁছনোর আগে জার্মান বাহিনীর থেমে যাওয়ার কারণ হল, "প্রচণ্ড শীত সামরিক বাহিনীকে এমনভাবে তছনছ করে দিয়েছিল যে ফ্যুয়েরারের নির্দেশ মান্য করার উপায় ছিল না।"(১) বহু পশ্চিমী লেখক সোভিয়েত বাহিনীর বিজয়কে মিত্রশক্তির সামরিক ও আর্থনীতিক সহায়তা, একটি নির্দিষ্ট রণাঙ্গনে সোভিয়েত ইউনিয়নের লড়াই করার সুযোগ ইত্যাদির সঙ্গে যুক্ত করেন।

এখানে ১৯৪১/১৯৪২-এর শীতে মস্কোর দ্বারপ্রান্তে নাৎসিবাহিনীর উৎসাদন সম্পর্কে একটি টিপিক্যাল মন্তব্য উদ্ধার করা হচ্ছে ঃ

"মস্কোর দ্বারপ্রান্তে ভেঙে পড়ার চূড়ান্ত মুহূর্তে আফ্রিকায় বৃটেনের সঙ্গে সংগ্রামরত জার্মান সেনাবাহিনীকে যদি সেখানে সংহত করা যেত, পশ্চিম ইয়োরোপ ও ভূমধ্য-সাগরীয় অঞ্চলে বাধ্যতামূলক প্রহরার ক্লান্ত সৈন্যদল এবং ক্রেটের রক্তাক্ত যুদ্ধে ক্ষয়প্রাপ্ত ধুরন্ধর বিমান-বাহিনীকে যদি জড়ো করা যেত, বৃটেনের যুদ্ধে যে-সব সামরিক বিমান ও তাদের চালকদের গুলি করে নামানো হয়েছে তাদের যদি যোগাড় করা যেত, তাহলে মস্কোর পতন ছিল নিশ্চিত। সর্বোপরি উত্তর আফ্রিকায় ওয়ারভেলের বিজয় এবং বলকানে জার্মানির লিপ্ত হয়ে পড়ার জন্য বারবারোজা অভিযান যদি কয়েক সপ্তাহ পিছিয়ে না যেত তাহলে শীতের শুরু হওয়ার আগেই হয়তো রাশিয়ায় সার্বিক বিজয় অর্জন করা সম্ভব হত।"(২)

কিন্তু যা হতে পারত অথচ যা হয় নি তাকে ভিত্তি করে যুক্তি প্রয়োগ করা কোনো যুক্তিই নয়। সর্বোপরি এ কল্পনা করাও অবাস্তব যে কয়েকটি বিমান-ব্যাটেলিয়ান এমন কি ডিভিশনও—ঠিক সে সময় উত্তর আফ্রিকায় যার গোটাতিনেক ছিল—তা মস্কোর দ্বারপ্রান্তে জার্মান সেনা-বাহিনীর উৎসাদনকে প্রতিরুদ্ধ করতে পারত।

একজন মার্কিনী বিশ্লেষক আর বেইটজেল উত্তর আফ্রিকা অভিযানকালে মিত্রপক্ষের তিউনিসীয়-বিজয়কে কেবল স্তালিনগ্রাদের সঙ্গে সমভাবে তুলনা করেন নি, কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রথমটিকে মুখ্য স্থান দিয়েছেন।

কিন্তু যেখানে উত্তর আফ্রিকায় ফ্যাসিস্তদের পরাজয় কোনোভাবেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের স্রোতের পরিবর্তন ঘটায় নি সেখানে স্তালিনগ্রাদ আক্ষরিক অর্থে ফ্যাসিস্ত জার্মানির সামরিক যন্ত্রকে নড়বড়ে করে দিয়েছিল। ফিল্ড মার্শাল পাউলাস নামে একজন অভিজ্ঞ কৌশলী যিনি বারবারোজা অভিযানে এক মুখ্য ভূমিকা পালন করেছেন তাঁর জবানীতেই প্রমাণিত হয়েছে, "রুশদের নভেম্বর আক্রমণ শুরু করা এবং ২ লক্ষ ২০ হাজার থেকে ২ লক্ষ ৪০ হাজার সৈন্য সংখ্যা সমন্বিত ষষ্ঠ সেনাবাহিনী এবং চতুর্থ প্যানজার বাহিনীর ইউনিটগুলিকে ঘেরাও করে ফেলার ভেতর দিয়ে ক্রমশই স্পষ্টতর হয়ে উঠতে লাগল··· 'রাশিয়ার বিরুদ্ধে বিজয়ীভাবে যুদ্ধ সম্পাদন' করা তো দূরের কথা, প্রশ্নটা দাঁড়াল গিয়ে কি ভাবে পূর্বাঞ্চলে সম্পূর্ণ পরাভব এবং তারই ফলে পুরো যুদ্ধটায় হেরে যাওয়ার ব্যাপারকে এড়ানো যায়।"(১)

যে-সব পশ্চিমী ঐতিহাসিক সত্যের সন্ধানী, তাঁরা মার্কসবাদী ইতিহাসকে তাঁদের লেখা এবং প্রকাশিত অগণিত ঐতিহাসিক তথ্য থেকে প্রেরণা গ্রহণ করেন। ১৯৪১-এর শেষপর্ব এবং ১৯৪২-এর গোড়ার দিককার সময়ে মস্কোর কাছে যে-সব ঘটনা ঘটেছিল, তার মূল্যায়ন করতে গিয়ে একজন তরুণ পশ্চিম জার্মান গবেষক কে রাইনহার্ড এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে পূর্বাঞ্চলে ফ্যাসিস্ত বাহিনীর গতি শীতের দ্বারা রুদ্ধ হয় নি, কারণ প্রথম তুষারপাতের আগেই জার্মান ইউনিটগুলির বিপর্যস্ত অবস্থা, সরবরাহের অপ্রতুলতা এবং রুশ বাহিনীর দৃঢ় প্রতিরোধের ফলেই তাদের গতি বাধা পেয়েছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ইতিহাস সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক কমিটির সাধারণ সম্পাদক এইচ মিচেল নিম্নোক্তভাবে স্তালিনগ্রাদের লড়াইয়ের মূল্যায়ন করেছেন ঃ "যে বিরাট যুদ্ধ হিটলারের বিজয়-অভিযানের নিয়তি নির্দিষ্ট করে দিল···তা উন্মোচিত হয়েছিল ভোলগার তীরে, স্তালিনগ্রাদের প্রাচীরের নিচে। এই লড়াই যুদ্ধের মুখকে পরিণতির দিকে ঘুরিয়ে দিল। এবং এই পরিবর্তন পৃথিবীর সামরিক ইতিহাসে সম্ভবত সবচেয়ে চমকপ্রদ ঘটনা।"(২) মিচেল সোভিয়েত ইউ-নিয়নের ক্ষমতা এবং তার রাজনৈতিক ব্যবস্থার দৃঢ়তা সম্পর্কেও উচ্চ প্রশংসা করেছেন। "একটি অতিকায় সংগ্রাম যার ভার দীর্ঘকাল ধরে সোভিয়েত ইউনিয়নকে বহন করতে হয়েছে, তার ভেতর দিয়ে ঐ রাষ্ট্রটির সামরিক বাহিনী, শিল্প, জনগণ এবং বহুলোক যাকে সন্দেহের চোখে দেখেন, তার সেই রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রশাসনের দৃঢ়তার নিশ্চিত প্রমাণ পাওয়া গেছে।"(৩)

এখন পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে যে-সব বুর্জোয়া ঐতিহাসিক দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ইতিহাস বস্তুগতভাবে অনুধাবন করার চেষ্টা করেছেন, মিথ্যাচারীদের ঐকতান তাদের কণ্ঠ-স্বর ডুবিয়ে দিয়েছে। তবুও প্রতিবছর যে-সব নতুন বই প্রকাশিত হচ্ছে সেগুলি পশ্চিমী পাঠকদের সামনে ঐ বিরাট ঘটনা এবং ফ্যাসিবাদের পরাজয়ে সোভিয়েতের ভূমিকা সম্পর্কে ক্রমশ স্বচ্ছ ধারণা উপস্থিত করছে।

বিভিন্ন দেশের ও বিভিন্ন ধারার বুর্জোয়া পণ্ডিতরা যুদ্ধের বছরগুলিতে পশ্চিমের দেশগুলির সঙ্গে সোভি-

---

১ দি মার্শাল ক্যাভেনডিশ ইলাসট্রেড এনসাইক্লোপিডিয়া অব ওয়ার্লড ওয়ার টু (৫ম খণ্ড, নিউ ইয়র্ক, ১৯৭৩, ৫৮৪ পৃঃ)।

২ এইচ মউল, "দি গ্রেট ব্যাটল অব ওয়ার্ল্ড ওয়ার টু" (লণ্ডন, ১৯৭২, পৃঃ ১৬৮)।

১ ভি আই দাসিচেভ-এর "বাস্ক্রোৎসংভো স্রাতেনি জার্মান স্কেগো ফ্যাসিজমা" (২য় খণ্ড, মস্কো, ১৯৭৩, পৃঃ ৩৯১) দেখুন।

২ "ভ্সেমিনো ইস্তোরিচেস্কায়া পোবেদা সোভেৎস্কোগো নারোদা ১৯৪১-১৯৪৫" মাতেরিয়ালি দাউচনই কনফেরেন্তসি পোশইয়াস্তোনিয়ে ২৫—নোতিউ নাদ ফ্যাসিস্তস্কোই জার্মানিয়েই (মস্কো ১৯৭১, পৃঃ ১৯৪)।

৩ এইচ মিচেল, "লা সেকণ্ড গুয়েরে মনদিয়ালে" (প্যারী, ১৯৭২, পৃঃ ১২২)।

য়েতের সহযোগিতার তথ্যাদির ওপর ঘনিষ্ঠ নজর রাখছেন। হিটলার-বিরোধী মোর্চার স্ববিরোধিতা ও মতপার্থক্যের ঘটনাগুলির মধ্যে প্রধানত তাঁরা নিজেদের সীমাবদ্ধ রেখেছেন। বুর্জোয়া গবেষকগণ কয়েকটি পন্থা অনুসরণ করেন : সোভিয়েত ইউনিয়ন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটেনের মধ্যেকার জোটের চরিত্রের বিকৃতিসাধন ; যুদ্ধের চূড়ান্ত পর্বে হিটলার-বিরোধী মোর্চাকে খাটো করে দেখার জন্য সোভিয়েত ইউনিয়নের ওপর অভিযোগ বর্ষণ ; সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতি দাক্ষিণ্যদানের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতি রুজভেল্টের তথাকথিত অতিআগ্রহের বিরুদ্ধে আক্রমণ এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতি এ্যাংলো-মার্কিন সহায়তাদানের ভূমিকাকে ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে দেখানো। তাদের চূড়ান্ত লক্ষ্য হল, যুদ্ধে তিনটি শক্তির সহযোগিতার চরিত্র যে 'অস্বাভাবিক' ছিল তা প্রমাণ করা।

বেশ কিছু গবেষকের অভিযোগ যে যুদ্ধ চলাকালে সোভিয়েত ইউনিয়নকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মিত্র হিসেবে গ্রহণ করে রুজভেল্ট প্রশাসন "ভুল" করেছিলেন। "যে-বিচিত্র জোট নাৎসি জার্মানির পতন ঘটিয়েছিল," রুজভেল্টের বৈদেশিক নীতির সমালোচনা করে টেক্সাস বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক আর ডিভাইন লিখছেন, "তার উদ্ভব হয়েছিল প্রধানত রুজভেল্টের ব্যক্তিগত কূটনীতির ভেতর থেকে···রুজভেল্ট তাঁর সেইসব কূটনৈতিক উপদেষ্টাদের পরামর্শও অগ্রাহ্য করেছিলেন, যাঁরা বিশ্বাস করতেন যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যেকার নীতি ও লক্ষ্যের পার্থক্য দুরবগাহ।"(১)

এমনকি মিত্রশক্তির সামরিক-আর্থনীতিক সহযোগিতার চরিত্রকেও ভুলভাবে দেখানোর জন্য উদাহরণস্বরূপ বলা হয় যে এ্যাংলো-মার্কিন সাহায্য ছাড়া সোভিয়েত ইউনিয়নের পক্ষে জার্মানির হাতে পরাজয় ঠেকানো সম্ভব ছিল না। অথচ এটা একটা ঘটনা যে সোভিয়েত ইউনিয়নের নিজের সামরিক শিল্প-সম্ভার সোভিয়েত সেনাবাহিনীর পক্ষে প্রয়োজনীয় প্রায় সমস্ত উপাদানই যুগিয়েছিল। এবং পক্ষপাতহীন বুর্জোয়া ঐতিহাসিকেরা এ তথ্যের স্বীকৃতি দিয়েছেন। সেণ্ট এমব্রোজ লিখেছেন সোভিয়েত ইউনিয়নকে যে সব সহায়তা ও লীজ দেয়া হয়েছিল তা তার প্রতিরোধের ক্ষেত্রে খুব কমই কাজে লেগেছে। এ ক্লার্ক নামে ইংরেজ ঐতিহাসিক আরও নির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। তিনি লিখেছেন, "পশ্চিমী সাহায্য ব্যতিরেকে রুশরা নিজেরাই যুদ্ধে জয়ী হতে পারত, অন্তত জার্মানদের অচল করে রাখতে পারত। আমাদের অংশগ্রহণের দরুন তারা যেটুকু সুবিধে পেয়েছিল, যেমন শত্রু-বাহিনীর কয়েকটি ইউনিটের অপসারণ, জিনিসপত্রের বিপুল পরিমাণ যোগান—তার চরিত্র প্রান্তিক, যথেষ্ট নয়।"(১) এই সিদ্ধান্তগুলি যথার্থ, কারণ সোভিয়েত ইউনিয়ন দ্রব্যসামগ্রীর যেটুকু সহায়তা ও ভাড়ার অংশ পেয়েছিল, তা তার দেশের নিজস্ব উৎপাদনের চার শতাংশেরও কম।(২)

হিটলার-বিরোধী মোর্চার মধ্যেকার স্ববিরোধিতা, যার কয়েকটি ছিল গুরুতর—সেগুলির অস্তিত্বকে অস্বীকার করা ভুল হবে। কিন্তু সে সব ঘটনা নাৎসি অত্যাচারকে ধ্বংস করার সাধারণ লক্ষ্যকে কার্যকর ও সফল করে তোলার জন্য মিত্রশক্তির সহযোগিতাকে বিনষ্ট করতে পারে নি।

পুঁজিবাদী শক্তিসমূহের বহু উল্লেখযোগ্য রাজনীতিবিদ ও সামরিক নেতা এই সত্যটিকে উল্লেখ করে তাঁদের বিচক্ষণতা প্রমাণ করেছেন যে নাৎসিবাদের বিরুদ্ধে লড়াই থেকে উদ্ভূত এই সহযোগিতাকে একটি ন্যায়ের পৃথিবী গড়ে তোলার জন্য রক্ষা করতে হবে। ১৯৪৪-এ এ্যাডমিরাল লিয়াহি রুজভেল্টকে লিখেছিলেন যে পরিদৃশ্যমান ভবিষ্যতে যে-কোনো আন্তর্জাতিক সংঘর্ষ ঘটলে "ব্রিটেন ও রুশদেশ দুই বিপরীত শিবিরে বিরাজ করবে। ঐ পরিস্থিতি ঘটলে, তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ব্রিটেনের পক্ষাবলম্বন করবে কিন্তু রুশদেশকে হারাতে পারবে না, রুশদেশও আমেরিকাকে পরাভূত করতে পারবে না। তাই তার মতে সবচেয়ে ভালো উপায় হল, তিনটি প্রধান মিত্রশক্তির মধ্যে বন্ধুত্ব অক্ষুণ্ণ রাখা।"(৩)

যুদ্ধের অল্পকাল পর থেকেই পশ্চিমী নেতৃবৃন্দ একটি স্বতন্ত্র পথ বেছে নিলেন, সে পথ হল সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে সংঘর্ষ সৃষ্টির পথ। এর ফলে শান্তি ও প্রগতির স্বার্থ বহুল পরিমাণে ক্ষুণ্ণ হয়েছে। তবে, ঠাণ্ডা যুদ্ধের বছরগুলিতেও এটা ক্রমশ উপলব্ধি করা গেছে যে মানুষের মূল অস্তিত্বের পক্ষে বিপজ্জনক এক নতুন আন্তর্জাতিক সংঘর্ষের একমাত্র বিকল্প হচ্ছে স্থায়ী শান্তি অর্জনের জন্য সমস্ত দেশের মধ্যে সহযোগিতা। যুদ্ধ প্রমাণ করেছে যে এই সহযোগিতা-গঠন সম্ভব ও ফলপ্রসূ। এবং এখন এটি অবশ্য-করণীয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের নিরপেক্ষ মূল্যায়ন এই অনুকূল পরিস্থিতিকেই এগিয়ে নিয়ে যাবে। পুরানো ঘটনাগুলির যে কোনো বিবেকবান গবেষকের কাছে এটাই লক্ষ্য হওয়া উচিত।

---

১ আর ডিভাইন, "রুজভেল্ট এ্যান্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ার টু" (বালিটমোর, ১৯৭২, পৃঃ ৮৪)।

১ এ ক্লার্ক, "বারবারোজা, দি জার্মান-রাশিয়ান কনফ্লিক্ট ১৯৪১-১৯৪৫" (লণ্ডন, ১৯৬৫, পৃঃ ১৯)।

২ এন ভজনেসেনস্কি, "ভোয়েন্নায়া ইকোনোমিকা এস এস এস আর ভি পিরিয়ড ওতেচেনাৎভেন্নই ভইনি" (মস্কো, ১৯৪৮, পৃঃ ৭৩-৭৪)।

৩ এল ফিশার-এর "দি রোড টু ইয়ালটা : সোভিয়েত ফরেন রিলেশনস, ১৯৪১-১৯৪৫" (নিউ ইয়র্ক, ১৯৭২, পৃঃ ২১৩)—থেকে উদ্ধৃত।

সংখ্যাতত্ত্বে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ

অসংখ্য সশস্ত্র সংঘর্ষের সাক্ষ্য-বহনকারী মানুষের ইতিহাস ছ-বছর স্থায়ী দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের চেয়েও দীর্ঘতর বহু যুদ্ধের সাক্ষী। কিন্তু রক্তপাত অথবা বিধ্বংসী চরিত্রের দিক থেকে আর কোনো যুদ্ধই এর সমকক্ষতা অর্জন করতে পারে নি। দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের পূর্ববর্তী সাড়ে তিনশ বছরের তাবৎ যুদ্ধগুলিতে নিহতের যে সংখ্যা তার দ্বিগুণ সংখ্যক লোককে এই যুদ্ধের বলি হতে হয়েছে একমাত্র ইয়োরোপ থেকেই। যুদ্ধ চলেছিল ৪০টি দেশের মধ্যে এবং ১৭০০ মিলিয়ন লোকসংখ্যা অধ্যুষিত ৬১টি দেশকে অথবা ভাষান্তরে পৃথিবীর জনসংখ্যার শতকরা আশি ভাগকে এই যুদ্ধে জড়িয়ে পড়তে হয়েছিল। অস্ত্র ধারণ করতে হয়েছিল ১১০ মিলিয়নের মতো লোককে। কেবলমাত্র ছয়টি রাষ্ট্র আনুষ্ঠানিক নিরপেক্ষতা ঘোষণা করেছিল।

ফ্যাসিবাদের অর্থ যুদ্ধ

জার্মান ফ্যাসিবাদ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু করেছিল। এই যুদ্ধ সংঘটিত হওয়ার দায়িত্ব একটি সামাজিক ব্যবস্থা হিসাবে সাম্রাজ্যবাদের উপরই বর্তায়।

জার্মান একচেটিয়াপতিরা হিটলারকে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করেছিল। হিটলার তাদের সেবা করেছেন, তাদের সমর্থন পেয়েছেন। "হিটলারের জন্য জার্মান শিল্পের তহবিল" গড়ে তোলার ব্যাপারে বৃহৎ ব্যবসায়ীরা উদ্যোগ নিয়েছিল। ১৯৩৩ সালে এই তহবিলে দান বাবদ প্রাপ্ত অর্থ ত্রিশ মিলিয়ন মার্কে পেঁাছে যায়। যুদ্ধের পূর্ববর্তী ছ-বছরে জার্মানির সামরিক ব্যয় ৯২,০০০ মিলিয়ন মার্ক ছাড়িয়ে যায় এবং সামরিক খাতে উৎপাদন বাড়ে ১২·৫ গুণ। নাৎসি অভ্যুত্থানের বছরটিতে অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের জন্যে যুদ্ধোপকরণ প্রস্তুতকারক সংস্থা ক্রুপ-এর নীট লাভের ঘরটি ছিল শূন্য, অথচ ১৯৩৪-৩৯ সালের মধ্যে ঐ সংস্থাটিরই লাভের পরিমাণ ছিল প্রায় ৩৮০ মিলিয়ন মার্ক। ১৯৩৩-৩৭ সালে স্টীল ট্রাস্ট-এর মুনাফা বেড়েছিল দু-গুণের বেশি এবং মানেস্‌মান শিল্প সংস্থা পাঁচ গুণেরও বেশি মুনাফা করেছিল ১৯৩৩-৪০ সালে।

জার্মানিকে সমরসজ্জায় সজ্জিত করে তোলার বিষয়টি ইউ এস এবং বৃটিশ একচেটিয়াপতিদের পক্ষে লাভজনক ছিল। জার্মান শিল্পে মার্কিনী বিনিয়োগের পরিমাণ ১,০০০ মিলিয়ন ডলারে দাঁড়ায় এবং ২৭৮টি জার্মান প্রতিষ্ঠান নিয়ন্ত্রিত হত মার্কিন কোম্পানির দ্বারা। জার্মানি ফ্যাসিস্ত রাষ্ট্রে পরিণত হওয়ার পর যুক্তরাষ্ট্রের একচেটিয়াপতিরা জার্মানিকে কৃত্রিম জ্বালানি এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ সমরোপকরণের উৎপাদনে সহায়তা করেছিল, বিমান পরিবহনের ক্ষেত্রে নতুন আবিষ্কারের পেটেন্ট সরবরাহ করেছিল এবং সমরাস্ত্র বিক্রি করেছিল যথেষ্ট পরিমাণে।

হিটলারের জার্মানিকে তামা, এ্যালুমিনিয়াম, নিকেল এবং অন্যান্য সামরিক দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ কাঁচামাল যুগিয়েছিল প্রধান প্রধান বৃটিশ সংস্থাগুলো এবং এই ব্যাপারের পেছনে ছিল ব্যাঙ্ক অব ইংল্যান্ড-এর প্রতিশ্রুতি। আরো পরে ১৯৩৪ সালে এই ব্যাঙ্কটিই জার্মান রাইখস ব্যাঙ্ক-কে ৭৫০,০০০ পাউন্ড ঋণ মঞ্জুর করে। বৃটেন থেকে প্রচুর পরিমাণ সমরাস্ত্রও রপ্তানী হয়েছিল জার্মানিতে।

জার্মান আগ্রাসনকে পূব দিকে ঘুরিয়ে দেওয়ার জন্য অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলোর অভিসন্ধির দ্বারা প্ররোচিত হয়ে হিটলার ১৯৩৯ সালের অনেক আগেই তাঁর সম্প্রসারণমূলক পরিকল্পনাগুলোকে রূপায়িত করতে শুরু করে।

তোষামোদের নীতিটি তুঙ্গে পেঁাছোল মিউনিখ-এ। হিটলারের কাছে চেকোশ্লোভাকিয়া উৎসর্গীকৃত হল ১৯৩৮ সালে। ১৯৩৯ সালের ১ সেপ্টেম্বর জার্মান ফ্যাসিস্তরা পোল্যান্ড আক্রমণ করল—শুরু হল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ।

পশ্চিম ইয়োরোপে হিটলার

মিউনিখ নীতি অনুসরণ করে চলে বৃটেন এবং ফ্রান্স জার্মানির দ্বারা পোল্যান্ড আক্রান্ত হওয়ার আট মাস পরে হিটলারের সৈন্যবাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামল—যে যুদ্ধ একটি "নকল যুদ্ধ" হিসেবেই সর্বজনবিদিত।

ফ্রান্সের ছিল ১১০ ডিভিশন সৈন্য আর উপমহাদেশে বৃটেন পাঠিয়েছিল ৫ ডিভিশন, কিন্তু মিত্রবাহিনীগুলো সক্রিয়ভাবে সামরিক অভিযানে নামল না। ১৯৩৯ সালের ডিসেম্বর মাসের শেষদিকে ফরাসি সৈন্যবাহিনীর ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ দাঁড়াল নিহত, আহত আর নিখোঁজের সংখ্যায় ১,৪৩৩ জন। বৃটিশরা হারাল তাদের ৩ জনকে আর জার্মান বাহিনীর ক্ষয়ক্ষতির তালিকায় ছিল ৬৯৬ জন। ওয়ারমাখট কমাণ্ড তাদের সামরিক শক্তির প্রধান অংশকে পোল্যান্ডের বিরুদ্ধে নিয়োজিত করবার প্রয়োজনে মাত্র ২৩ ডিভিশন সৈন্যকে পশ্চিম সীমান্তে নিয়োগ করেছিল। এ্যাংলো-ফ্রেঞ্চ কমাণ্ডের নিষ্ক্রিয়তার সুযোগ গ্রহণ করে জার্মান সমরযন্ত্র ডেনমার্ক দখল করল, নরওয়ে অবরোধ করল এবং বেলজিয়াম, হল্যান্ড এবং লুকসেমবুর্গকে কুক্ষিগত করে আক্রমণ হানল ফ্রান্সের ওপর। ডেনমার্ক দখল হয়েছিল ১ দিনে, হল্যান্ড-এর জন্য লেগেছিল ৫ দিন, ১৯ দিন লেগেছিল বেলজিয়ামের জন্য আর ফ্রান্সকে

সোভিয়েত প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের ইন্‌স্‌টিটিউট অব মিলিটারী হিস্টরি প্রচারিত তথ্য এবং সংবাদ প্রকাশনার ওপর নির্ভর করে রচিত।

করায়ত্ত করতে প্রয়োজন হয়েছিল ৪৪ দিন। নরওয়েতে যুদ্ধ চলেছিল ৬৩ দিন ধরে।

১৯৪১ সালের এপ্রিল-জুনে হিটলারের জার্মানি গ্রীস ও যুগোশ্লাভিয়াকে দখল করে নেয় এবং ক্রীট অবরোধ করে।

নিহত, আহত যুদ্ধবন্দী ও নিখোঁজের খতিয়ানে ওয়ারমাখট-এর ক্ষয়ক্ষতির হিসাব : পোল্যাণ্ডে ৪৪,৩০৩, ১৫৬,৫০১ জন ফ্রান্সে, বলকান এবং ক্রীটে ১২,২০৭ এবং উত্তর আফ্রিকা, ডেনমার্ক, নরওয়ে এবং অতলান্তিক ও সমুদ্রপারের বৃটিশ শহরগুলোতে প্রায় ৮০ হাজারের মতো। ১৯৪১ সালের ২২ জুন নাগাদ নাৎসিদের হতাহতের সংখ্যা ৩ লক্ষ।

১৯৪০ সালের আগস্টে জার্মানি বৃটেনের বিরুদ্ধে বিমান যুদ্ধ শুরু করে। ১২০০-র বেশি বোমারু বিমানসহ ২২০০-রও বেশি বিমান বৃটিশ শহর ও সামরিক লক্ষ্য-বস্তুগুলোর ওপর আকাশপথে আক্রমণ চালায়। কিন্তু এতৎসত্ত্বেও নাৎসিরা বৃটেনে অবতরণ করল না একমাত্র এই কারণে যে সক্রিয়ভাবে বৃটেন আক্রমণে জড়িয়ে পড়ার অর্থ হত নাৎসিদের প্রধান লক্ষ্য—সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রমণের লক্ষ্যটিকে অনুসরণ করার পথে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি।

সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে আক্রমণকারীর শক্তি সমাবেশ

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রাথমিক পর্বে নাৎসি জার্মানি তার সামরিক শক্তিকে বাড়িয়ে তোলায় সচেষ্ট ছিল।

সোভিয়েত ইউনিয়নকে আক্রমণ করবার প্রস্তুতিতে জার্মানি ১৯৪০ সালের সেপ্টেম্বরে নিজেকে ইতালি এবং জাপানের সঙ্গে এক ত্রি-পাক্ষিক আক্রমণাত্মক চুক্তির মৈত্রী-বন্ধনে আবদ্ধ করল তথা পৃথিবীটাকে কতকগুলো প্রভাবাধীন এলাকায় ভাগ করে ফেলল। ঐ মৈত্রীবন্ধনে এসে যুক্ত হল ফিনল্যাণ্ড, রুমানিয়া, হাঙ্গেরি, টিসো শ্লোভাকিয়া, ফ্রাঙ্কো স্পেন এবং বুলগেরিয়া। এমনকি মাঞ্চুকুয়োর পুতুল সরকারও ঐ চুক্তির শরিক হল।

সেই সময়ের মধ্যে নাৎসি জার্মানি তার দখলীকৃত ও তার ওপর নির্ভরশীল ইয়োরোপীয় দেশগুলোর সমস্ত সম্পদ দখল করার সুবাদে নিজস্ব সামরিক এবং অর্থনৈতিক শক্তির প্রভূত উন্নতি সাধিত করে ফেলেছে।

	মূল জার্মান ভূখণ্ড (১৯৩৭ সালের সীমানা অনুযায়ী)	অধিকৃত এবং অনুচর দেশগুলির সম্পদসহ
জনসংখ্যা (মিলিয়ন)	৭০·২	২৯০·০
শিল্প শ্রমিক (মিলিয়ন)	১০·০	২৮·০
উৎপাদন (মিলিয়ন টন)		
কয়লা	২৫৭·৪	৪০০·০
তেল	০·৯	৭·৫
ইস্পাত	২০·৮	৩১·৮

নাৎসিরা ব্যাপকভাবে বিদেশীদের বাধ্যতামূলক শ্রমকে কাজে লাগিয়েছে। ১৯৬০ সালের ডিসেম্বর মাস নাগাদ জার্মানিতে বলপূর্বক চালান করা বিদেশী শ্রমিকের সংখ্যা দাঁড়ায় ১·৩ মিলিয়নে।

১৯৪০ সালে জার্মানির যুদ্ধোৎপাদন বেড়েছিল ১৯৩৯ সালের উৎপাদনের শতকরা ৭৬ ভাগ এবং ১৯৩৩ সালের চেয়ে ২২ গুণ বেশি। এছাড়াও ৩০ ডিভিশন চেকোশ্লোভাক, ৯২ ডিভিশন ফরাসি ১২ ডিভিশন বৃটিশ ২২ ডিভিশন বেলজিয়ান, ১৮ ডিভিশন ডাচ এবং ৬ ডিভিশন নরওয়ে সৈন্যের সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র, গোলাবারুদ এবং সাজ-সরঞ্জাম নাৎসি বাহিনী বাজেয়াপ্ত করে।

১৯৪১ সালের ১ জুনের মধ্যে জার্মানির সশস্ত্র-বাহিনী দ্বিগুণেরও বেশি বৃদ্ধি পায়।

	১ সেপ্টেম্বর, ১৯৩৯ সালের হিসাব অনুযায়ী	১ মে, ১৯৪০ সালের হিসাব অনুযায়ী	১ জুন, ১৯৪১ সালের হিসাব অনুযায়ী
ডিভিশন	১০৩	১৫৬	২১৪
আর্মার্ড	৬	১০	২১
মোটরাইজড্	৮	৮	১৪
ট্যাঙ্ক (রণক্ষেত্রে নিযুক্ত)	৩,২০০	৩,৩৮৭	৫,৬৪০
বিমান (যুদ্ধে ব্যবহৃত)	৪,৪০৫	৫,৯০০	১০,০০০

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের চূড়ান্ত রণক্ষেত্র

সোভিয়েত ইউনিয়নের ওপর নাৎসি আক্রমণের মুহূর্ত থেকে জার্মানির পরাজয় পর্যন্ত সময়সীমায় সোভিয়েত-জার্মান ফ্রন্টই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের চূড়ান্ত রণক্ষেত্র।

সোভিয়েত-জার্মান ফ্রন্টে লড়াই চলাকালে বিপুল ক্ষয়-ক্ষতি হিটলার কমাণ্ডকে পশ্চিম ইয়োরোপীয় ফ্রন্ট থেকে বেশি বেশি করে সৈন্য ডিভিশন সরিয়ে এনে এই ফ্রন্টে নিযুক্ত করতে বাধ্য করে। হিটলার কমাণ্ড ১৯৪১, ১৯৪২, ১৯৪৩, ১৯৪৪ এবং ১৯৪৫ সালে যথাক্রমে ১৭, ৬৯, ৪৬, ৮০ এবং ৫৬ ডিভিশন সৈন্যকে সরিয়ে নিয়ে এসে এই ফ্রন্টে নিয়োগ করেছিল অর্থাৎ সর্বমোট ২৬৮ ডিভিশন সৈন্যকে সরিয়ে আনতে হয়েছিল এই ফ্রন্টে—যার মধ্যে পরিবর্ত হিসাবে আনা হয়েছিল ৮০ ডিভিশন।

সোভিয়েত সেনানী ৩৮০০ থেকে ৫২০০ কিলোমিটার দীর্ঘ এবং ২ হাজার থেকে ৩ হাজার কিলোমিটার পর্যন্ত প্রশস্ত এক ফ্রন্টে ১,৪১৮ দিন ধরে শত্রুর সঙ্গে লড়াই করে। উত্তর আফ্রিকা এবং ইতালির ফ্রন্টের দৈর্ঘ্য ছিল খুব বেশি হলে ৩৫০ কিলোমিটার এবং পূর্ব ইয়োরোপীয় ফ্রন্ট ছিল লম্বায় ৮০০ কিলোমিটার। সোভিয়েত-জার্মান ফ্রন্টে সশস্ত্র সক্রিয় লড়াইয়ের স্থায়িত্বকাল যখন ১,৩২০ দিন (সশস্ত্র সংঘর্ষের সর্বমোট স্থায়িত্বকালের শতকরা ৯৩ ভাগ) তখন তারই পাশাপাশি উত্তর আফ্রিকায় এই সংঘর্ষ স্থায়ী হয়েছিল ৩০৯ দিন (ঐ ফ্রন্টে যুদ্ধের সর্বমোট স্থায়িত্বকালের শতকরা ২৯ ভাগ), ইতালিতে ৪৯২ দিন (শতকরা ৭৪ ভাগ) এবং পশ্চিম ইয়োরোপে ২৯৩ দিন (শতকরা ৮৭ ভাগ)।

নাৎসী জার্মানি এবং তার অনুচর পদাতিক বাহিনী ১৯৪১—১৯৪৫*

তারিখ	সোভিয়েত-জার্মান ফ্রন্ট								
	ডিভিশন								
	জার্মানি	অনুচর রাষ্ট্র	যোগফল	লোকসংখ্যা (মিলিয়ন)	কামান ও মর্টার (হাজার)	ট্যাঙ্ক ও আক্রমণকারী কামান (হাজার)	বিমান (হাজার)	অন্যান্য ফ্রন্ট (ডিভিশন)	অধিকৃত অঞ্চল এবং জার্মানিতে (ডিভিশন)
১৯৪১ সালের	১৫৩		১৯০	৪৬	৪৪·০	৩·৭	৪·০	·২	৬৩
২২ জুনের	——	৩৭	——	——	——	——	——	——	——
হিসেব মতো।	৭০·৩		৭২·৬	৭৭·০	৫২·০	৬৬·০	৬০·০	০·৯	২৮·৮
১৯৪২ সালের	১৯৪		২৬৬	৫·০	৫৬·০	৬·৪	২·৬	·৪	৭১
১ নভেম্বরের	——	৭২	——	——	——	——	——	——	——
হিসাব মতো।	৭২·০		৭৮·৩	৭২·০	৮১·০	৬৭·০	৬০·০	১·৫	২৬·৫
১৯৪৩ সালের	১৯৬		২৩২	৪·৮	৫১·০	৫·৬	২·৭	·৮	৯৩
১ জুলাই-এর	——	৩৬	——	——	——	——	——	——	——
হিসাব মতো।	৬৬·০		৭০·০	৭৩·০	৭০·০	৫৮·০	৬০·০	২·৭	৩১·৩
১৯৪৪ সালের	২০১		২৪৫	৪·২	৪৬·৭	৫·৩	২·৮	২১	৯৫
১ জানুয়ারির	——	৪৪	——	——	——	——	——	——	——
হিসাব মতো।	৬৩·৪		৬৭·৯	৬৩·০	৭১·৪	৫৩·৩	৫৬·০	৬·৬	৩০·০
১৯৪৪ সালের	১৮২		২৪০	৩·২	৩৮·৭	৪·৯	২·৪	২৬	১২
১ জুনের	——	৫৮	——	——	——	——	——	——	——
হিসাব মতো।	৫৫·৫		৬২·১	৪৮·০	৭১·৫	৫৭·০	৫১·৩	৭·৯	৩৬·৬
১৯৪৫ সালের	১৭৯		১৯৬	২·৮	২৭·৩	৩·৮	১·৭	১১৮	১৭
১ জানুয়ারির	——	১৭	——	——	——	——	——	——	——
হিসাব মতো।	৫৭·১		৫৯·২	৫২·৪	৬৭·৭	৬৩·৩	৪৭·৬	৩৭·৬	৫·৩

* পূর্ণ সংখ্যায়। হরটি নিশ্চিত সংখ্যার সূচক আর হরের দ্বারা শতকরা হিসাবটিকে সূচিত করা হয়েছে। সামরিক লোকজন ও উপকরণ সংক্রান্ত তথ্য কেবল মাত্র জার্মানি সম্পর্কিত।

জার্মান সেনাবাহিনীর প্রধান শক্তি পরাস্ত হয়েছিল এই সোভিয়েত-জার্মান ফ্রন্টে। সোভিয়েত সেনাবাহিনীর ৫০৬·৫ ডিভিশন জার্মান সৈন্যকে বিধ্বস্ত, বিতাড়িত অথবা বন্দী করেছিল এবং এই সংখ্যা হিটলার যে-সৈন্য-বাহিনী নিয়ে ১৯৪১ সালের জুনে সোভিয়েত ইউনিয়নকে আক্রমণ করেছিল তার তিন গুণেরও বেশি। একইসঙ্গে জার্মানির অনুচর রাষ্ট্রগুলোর ১০০ ডিভিশন সৈন্যও সোভিয়েত বাহিনীর কাছে পরাস্ত হয় (এ্যাংলো-আমেরিকান যে-সমস্ত ফ্রন্টে লড়াই চালিয়েছে সেই সমস্ত ফ্রন্টে তাদের হাতে পরাভূত অথবা বন্দী সৈন্যের সংখ্যা ১৭৬ ডিভিশন)। জার্মানির সশস্ত্র বাহিনী পূর্ব রণাঙ্গনে সর্বমোট ১০ মিলিয়ন সৈন্যকে বিসর্জন দেয় (এই সংখ্যা সমগ্র দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে তাদের ক্ষয়ক্ষতির শতকরা ৭৭ ভাগ), তাদের ৬২ হাজার বিমান (শতকরা ৬২ ভাগ), ৫৬ হাজার ট্যাঙ্ক ও আক্রমণকারী কামান (শতকরা ৭৫ ভাগের মতো) এবং মোটামুটিভাবে ১৮০,০০০ কামান ও মর্টার (শতকরা ৭৪ ভাগের মতো) খোয়া গিয়েছে এই রণাঙ্গনে। নাৎসি নৌবহরের ২,৫০০টি যুদ্ধ জাহাজ এবং পরিবহন পোতকে সোভিয়েত সেনানীরা ধ্বংস করে দেয়।

যুদ্ধকালীন সময়ে সোভিয়েত গেরিলাবাহিনী

মহান স্বাদেশিকতার ঐ যুদ্ধ চালানো হয়েছিল একই-সঙ্গে সম্মুখ রণাঙ্গনে এবং আক্রমণকারী নাৎসিদের দ্বারা অধিকৃত সোভিয়েত ভূখণ্ডের অভ্যন্তরে জার্মান বাহিনীর পশ্চাদভাগে।

১৩ লক্ষ-এর বেশি গেরিলাদের সশস্ত্র কার্যকলাপ এক অসাধারণ বিস্ময়কর রূপ পরিগ্রহ করেছিল। ঐ সমস্ত

সোভিয়েত গেরিলারা ২০,০০০-এর বেশি ট্রেনকে লাইনচ্যুত করে, ৫৮টি সাঁজোয়া ট্রেনকে উড়িয়ে দেয়, ১০,০০০ ইঞ্জিন এবং ১১০,০০০ রেলগাড়িকে অকেজো বা বিনষ্ট করে, তাদের হাতে রেলপথ বা সড়কপথের ওপর অবস্থিত ১২,০০০ সেতু ধ্বংস হয়, মাইনের সাহায্যে উড়িয়ে দেওয়া হয় ৬৫ হাজারেরও বেশি সংখ্যক মোটর গাড়ি। ২,৩০০ ট্যাঙ্ক ও সাঁজোয়া গাড়িকে এরাই অকেজো করে দিয়েছে এবং এরা গুলি করে মাটিতে নামিয়ে এনেছে বা ধ্বংস করেছে এমন বিমানের সংখ্যা ১,১০০-এর বেশি। যুদ্ধকালীন সময়ে ঐ সমস্ত গেরিলারা এবং অন্যান্য প্রতিরোধবাহিনী শত্রু সৈন্য এবং তাদের সহায়ক বিশ্বাসঘাতকদের ১·৫ মিলিয়ন অফিসার, সাধারণ সৈন্য ও লোকজনকে নিহত, আহত অথবা বন্দী করে।

অধিকৃত অঞ্চলগুলির অভ্যন্তরের ঐ লড়াই পরিচালিত হয়েছে পার্টি সংগঠনের নেতৃত্বে। ইউক্রেনে পার্টির ২৩টি আঞ্চলিক, ৬৮৫টি শহর এবং জেলা কমিটির গোপন সংগঠন এবং ৪,৩০০টির বেশি শাখা ঐ সমস্ত কাজকর্ম চালিয়েছে এবং এই একই কাজে বাইলোরুশিয়াতে ১০টি আঞ্চলিক, ১৮৫টি আন্তঃ জেলা, শহর এবং জেলা কমিটি এবং ১,৩১৬টি শাখা নিযুক্ত ছিল।

সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির জয়

যুদ্ধের সময়ে সৈন্যবাহিনী এবং দেশের প্রয়োজনের মোকাবিলা করে সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি তার দক্ষতা প্রমাণিত করেছে।

জার্মান আক্রমণের একেবারে প্রথম দিকের মাসগুলিতে সোভিয়েত ইউনিয়নের শিল্প ও কৃষির দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলগুলো বে-দখল হয়ে গিয়েছিল। ১৯৪১ সালের জুন থেকে নভেম্বরের মধ্যে শিল্পোৎপাদন কমে যায় অর্ধেকের বেশি।

অত্যন্ত প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে সোভিয়েত অর্থনীতিকে যুদ্ধকালীন জরুরী অবস্থার পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হয়েছিল। ১৯৪১-৪২ সালে লক্ষ লক্ষ লোক এবং ২,৫০০-র বেশি শিল্প-সংস্থাকে নিরাপদ এলাকায় সরিয়ে নিতে হয়েছিল। গোলাবারুদের প্রধান উৎপাদক হয়ে উঠল দেশের পূর্বাঞ্চল। ১৯৪২ সালের দ্বিতীয়ার্ধে সোভিয়েত শিল্প জার্মান শিল্পের চেয়েও বেশি পরিমাণে প্রধান প্রধান সমরাস্ত্র ও অন্যান্য সাজসরঞ্জাম উৎপাদন করছিল। এই উৎপাদনের শতকরা ৪০ ভাগের মতো সরবরাহ আসছিল উরাল অঞ্চল থেকে। যুদ্ধের সময়ে সোভিয়েত শিল্প ১৩৭ হাজার বিমান, ১০৪ হাজার ট্যাঙ্ক ও স্বয়ংক্রিয় কামান এবং ৪৮৮ হাজার কামান উৎপাদন করে। আর সামরিক সরঞ্জাম তৈরি হয়েছিল জার্মানির চেয়ে বেশি পরিমাণে।

যুক্তরাষ্ট্র এবং গ্রেট বৃটেন সোভিয়েত ইউনিয়নকে কিছু অস্ত্রশস্ত্র ও সাজসরঞ্জাম সরবরাহ করেছিল। সরবরাহকৃত দ্রব্যসম্ভারের মধ্যে ছিল : ৯,৬০০ বন্দুক (সোভিয়েত উৎপাদনের শতকরা ২ ভাগের কম), ১৮,৭০০ বিমান (শতকরা ১২ ভাগের মতো), ১০,৮০০ ট্যাঙ্ক (শতকরা ১০ ভাগ,) মোটরযান সরবরাহের পরিমাণ ছিল অপেক্ষাকৃত বেশি—৪০১,৪০০টি। সোভিয়েত ইউনিয়নকে সরবরাহকৃত এ্যাংলো-আমেরিকান সরবরাহের সর্বমোট পরিমাণ ছিল সোভিয়েত ইউনিয়নের নিজস্ব উৎপাদনের শতকরা ৪ ভাগের মতো।

ইয়োরোপীয় জনগণকে আন্তর্জাতিকতাবাদী সহায়তা

ফ্যাসিস্ত শাসনের হাত থেকে মুক্ত হবার জন্য ইয়োরোপীয় জনগণের সংগ্রামে সোভিয়েত ইউনিয়ন ঐ জনগণকে রাজনৈতিক, বৈষয়িক এবং সামরিক দিক থেকে এক সার্বিক সহায়তা প্রদান করেছে।

অন্যান্য দেশের গেরিলাদের কাছে সোভিয়েত অস্ত্রশস্ত্র, ওষুধপত্র, গোলাবারুদ এবং বেতারপ্রেরক যন্ত্র পৌঁছে দেওয়া হয়েছিল। একমাত্র ১৯৪৪ সালেই সোভিয়েতের দূর পাল্লার বিমানগুলো ৩,০০০ টনের সামরিক সাজসরঞ্জাম নিয়ে ১,৪৬০ বার উড়ে গিয়েছিল যুগোশ্লাভিয়াতে। ঐ একই বছরে চেকোশ্লোভাকিয়ার ফ্যাসিস্ত-বিরোধীরা পেয়েছিল ১০ হাজারের বেশি রাইফেল, সাব-মেশিনগান, কার্বাইন, হ্যান্ডগান এবং প্রায় হাজারখানেক মেশিনগান, ৭ মিলিয়ন রাউন্ড গোলাবারুদ এবং বেশ কয়েক'শ এ্যান্টি-ট্যাঙ্ক রাইফেল। পোলিশ পার্টিজানদের প্রধান কেন্দ্রে সরবরাহ করা হয়েছিল ৫৩টি ট্রাক, ৫টি বিমান, ১৮টি বেতার প্রেরক যন্ত্র, ৪,২৭০টি সাব-মেশিনগান, ৮,৬০০ রাইফেল, ২৩৪টি মেশিনগান, ৫২টি মর্টার, ১৩৭টি এ্যান্টি-ট্যাঙ্ক রাইফেল এবং ১২০ টন বিস্ফোরক, গোলাবারুদ এবং খাদ্যদ্রব্য। প্রচুর পরিমাণ সামরিক সরঞ্জাম বুলগেরিয়া, গ্রীস, আলবেনিয়া এবং অন্যান্য দেশে পৌঁছে দিয়েছিল সোভিয়েত বিমানগুলি।

যুদ্ধের সময়ে কমিউনিস্ট আন্দোলনের বহু প্রথম সারির নেতা সোভিয়েত ইউনিয়নে ছিলেন এবং সেখান থেকে বেশ কয়েকটি কমিউনিস্ট ও ওয়ার্কার্স পার্টির ব্যুরো কাজ চালিয়েছে। চেকোশ্লোভাকিয়া, হাঙ্গেরি এবং রুমানিয়ার কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিনিধিরা সংযোগ রক্ষার জন্য ইউক্রেনের গেরিলা আন্দোলনের সদর দপ্তরে ছিলেন। ১৯৪৪ সালের এপ্রিলে বহু সংখ্যক অভিজ্ঞ সোভিয়েত প্রতিরোধ সংগঠকের সহায়তাপুষ্ট একটি পোলিশ গেরিলা আন্দোলনের সদর দপ্তর স্থাপনে ঐ দপ্তর সহায়তা করেছিল। ভ্রাতৃপ্রতিম পার্টিগুলোর নেতৃবৃন্দ এবং ফ্যাসিবিরোধী জাতীয় সংগঠনগুলোর অনুরোধ ক্রমে সোভিয়েত গেরিলা সদর দপ্তর শত্রুপক্ষের পশ্চাতে কাজকর্ম চালাবার জন্য কমান্ডোদের প্রশিক্ষণ দিয়েছিল।

সোভিয়েত ভূখণ্ডের ভেতরে বিদেশীদের নিয়ে সশস্ত্র লড়াইয়ের ইউনিট গড়ে তোলা হয়েছিল এবং ঐসব ইউনিটগুলো সোভিয়েত সৈন্যবাহিনীর কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়াই করেছে। সোভিয়েত ইউনিয়ন দুটো স্বয়ংসম্পূর্ণ সেনাবাহিনী, তিনটে আর্মি কোর, একটি ট্যাঙ্ক ও একটি বিমানবাহিনী, ৩০টি পদাতিক, গোলন্দাজ, বিমান-বিধ্বংসী এবং বিমান ডিভিসন, ৩১টি ব্রিগেড এবং ১৮২টি বিভিন্ন ধরনের রেজিমেন্ট, বহুসংখ্যক পৃথক পৃথক ব্যাটেলিয়ন, বিমানের স্কোয়াড্রন এবং অন্যান্য পোলিশ, চেকোশ্লোভাক, যুগোশ্লাভ, রুমানীয়, হাঙ্গেরীয় এবং ফরাসি ইউনিট গঠনের ব্যাপারে সহায়তা যুগিয়েছিল। যুদ্ধের শেষের দিকে ঐ সমস্ত ইউনিটগুলোর সংখ্যা দাঁড়িয়েছিল ৫ লক্ষ ৫০ হাজার এবং তারা ছিল ৯৬০ হাজারটি রাইফেল, কার্বাইন এবং সাব-মেশিনগান, ৪০,৬২৭টি মেশিনগান, ১৬,৫০২টি বন্দুক ও মর্টার ১,১২৪টি স্বয়ংক্রিয় কামান বিশিষ্ট ট্যাঙ্ক, ২,৩৪৬টি বিমান এবং অন্যান্য সমরোপকরণের অধিকারী। ১৯৪৪-৪৫ সালে বুলগেরীয় গণফৌজ, যুগোশ্লাভ জাতীয় মুক্তি বাহিনী এবং আলবেনীয়

জাতীয় মুক্তিবাহিনীর পুনর্গঠনেও সোভিয়েত ইউনিয়ন সাহায্য করেছিল।

১৯৪৪ সালের মার্চ মাসের শেষদিকে সোভিয়েত সৈন্যদল রুমানীয় সীমান্তে পেঁাছে যায়, জুলাই মাসের মাঝামাঝি নাগাদ তারা পোলিশ সীমান্তের দিকে এগিয়ে আসে এবং তারপর এক এক করে ইয়োরোপীয় দেশগুলোকে মুক্ত করতে থাকে। এক বছরেরও বেশি সময় ধরে সোভিয়েত সৈন্যরা রুমানিয়া, যুগোশ্লাভিয়া, পোল্যান্ড, চেকোশ্লোভাকিয়া, হাঙ্গেরি, অস্ট্রিয়া, ফিনল্যান্ড, নরওয়ে, জার্মানি এবং ডেনমার্কে নাৎসিদের সঙ্গে প্রচণ্ড সংগ্রামে লিপ্ত থেকেছে। বুলগেরিয়াকে মুক্ত করবার নির্দিষ্ট লক্ষ্য নিয়ে সোভিয়েত সৈন্য বুলগেরিয়াতে প্রবেশ করেছে।

অন্যান্য দেশের জনগণকে ফ্যাসিবাদের কবল থেকে মুক্ত করবার জন্য সোভিয়েত সেনাবাহিনীকে অত্যন্ত উচ্চ মূল্য দিতে হয়েছে—সোভিয়েত ভূখণ্ডের বাইরে সে হারিয়েছে ৩ মিলিয়নের বেশি সৈন্য যার মধ্যে ১ মিলিয়নেরও বেশি প্রাণ দিয়েছেন যুদ্ধরত অবস্থায় : পোল্যাণ্ডে ৬ লক্ষ, চেকোশ্লোভাকিয়াতে ১ লক্ষ ৪০ হাজেরর বেশি, হাঙ্গেরিতে ১ লক্ষ ৪০ হাজার, ৬৯ হাজার রুমানিয়ায়, ২৬ হাজার অস্ট্রিয়ায়, যুগোশ্লাভিয়ায় ৮ হাজার এবং জার্মান ভূখণ্ডে ও বার্লিনেব যুদ্ধে ১ লক্ষ ২ হাজারের বেশি।

যুদ্ধের বিপর্যস্ত অবস্থার জন্যে নিজে এক কঠিন অর্থনৈতিক অবস্থার মুখোমুখি হওয়া সত্ত্বেও সোভিয়েত ইউনিয়ন মুক্ত জনগণকে যথেষ্ট পরিমাণে খাদ্য ও ওষুধপত্র সরবরাহ করেছে, অন্যান্য সহায়তা দিয়েছে। ষাট হাজার টন শস্য এবং প্রচুর পরিমাণ ভোজ্য তেল, চিনি, শাকসব্জি ও শুকনো ফল ওয়ারশ-তে নাৎসি বিধ্বস্ত উপবাসী জনগণের কাছে অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে পাঠানো হয়। ভিয়েনার অধিবাসীরা পেয়েছিলেন ৯২ হাজার টন দানা শস্য, ৬ হাজার টন চিনি, ৮ হাজার টন মাংস এবং ২,৫০০ টন ভোজ্য তেল। প্রাগে পেঁাছেছিল ৯ হাজার টনের মতো শস্য, ৪,৪০০ টন শস্য এবং ৩৭৫ টন চিনি সরবরাহ করা হয়েছিল ব্রুনো-তে এবং ৩,৬০০ টন শস্য ও ৩২৫ টন চিনি পাঠনো হয়েছিল মোবাভ্স্কা অস্ত্রাভাতে। জাহাজযোগে যুগোশ্লাভিয়াতে পাঠানো হয়েছিল ৫৩,০৪০ টন শস্য ও অন্যান্য জিনিস। রুমানিয়া, হাঙ্গেরি, ফিনল্যাণ্ড এবং জার্মানির বহু শহরকেও বৈষয়িক সহায়তা দেওয়া হয়েছে। যুদ্ধ শেষ হবার ঠিক পরেই ১০৫ হাজার টন শস্য, ১৮ হাজার টন মাংসজাত দ্রব্য, ৪,৫০০ টন ভোজ্য তেল, ৬ হাজার টন চিনি এবং বিপুল পরিমাণ আলু, নুন, কফি ও অন্যান্য জিনিস বার্লিনে পাঠানো হয়।

অধিকৃত ইয়োরোপে প্রতিরোধ সংগ্রাম

অধিকৃত ইয়োরোপের জনগণের ফ্যাসি-বিরোধী সংগ্রাম—প্রতিরোধ সংগ্রাম দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ।

কমিউনিস্ট পার্টিগুলো ছিল এই প্রতিরোধ সংগ্রামের সংগঠক এবং নেতা। ফ্যাসিস্ত নির্যাতনকারীদের বিরুদ্ধে সমস্ত দেশপ্রেমী শক্তিকে শামিল করতে তারা মুক্তি অর্জনের জন্য জাতীয় কর্মসূচী এবং ফ্যাসি-বিরোধী সংগ্রামকে বিশদ করে তোলেন। দক্ষিণপন্থী বুর্জোয়াদের বিরোধিতা সত্ত্বেও তারা রাজনৈতিক এবং ধর্মীয় মতামত নির্বিশেষে জনগণের বিভিন্ন অংশের প্রতিনিধিদের নিয়ে জাতীয় এবং দেশপ্রেমীদের ফ্রন্টগুলি গঠন করতে এবং সেগুলোকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সক্ষম হয়। ঐ প্রতিরোধ ছিল একটি ব্যাপক গণতান্ত্রিক আন্দোলন।

কতকগুলো দেশে (যুগোশ্লাভিয়া, পোল্যাণ্ড, শ্লোভাকিয়া, ফ্রান্স, বেলজিয়াম, ইতালি, গ্রীস এবং আলবেনিয়ায়) ঐ প্রতিরোধ আন্দোলন জাতীয় মুক্তির যুদ্ধে পর্যবসিত হয়। হল্যাণ্ড, ডেনমার্ক এবং নরওয়েতে প্রতিরোধের প্রধান রূপগুলি ধর্মঘট এবং ফ্যাসি-বিরোধী গণ-বিক্ষোভ ও জার্মানিতে ফ্যাসি-বিরোধী গোষ্ঠীগুলোর বিভিন্ন বে-আইনী কার্যকলাপের মধ্যে অভিব্যক্তি লাভ করে।

লক্ষ লক্ষ গেরিলা এবং অন্যান্য প্রতিরোধ সংগ্রামীরা ফ্যাসিস্ত আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন। ফ্রান্সে তাদের সংখ্যা ৫ লক্ষ, ইতালিতে ৪৬২ হাজার, ৩৫০ হাজার পোল্যাণ্ডে, বুলগেরিয়াতে ২৫০ হাজার আর গ্রীসে ছিল ১৪০ হাজার। যুদ্ধের শেষদিকে যুগোশ্লাভ জনগণের মুক্তি বাহিনীর সংখ্যা দাঁড়ায় ৮ লক্ষে।

ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে সবচেয়ে বেশি আত্মত্যাগ করতে হয়েছে কমিউনিস্টদের : ফ্রান্সে ৭৫ হাজার, বুলগেরিয়াতে ৫০ হাজারের বেশি, ২৫ হাজার চেকোশ্লোভাকিয়াতে এবং ২৬ হাজার কমিউনিস্ট জার্মানিতে প্রাণ উৎসর্গ করেছেন। ইতালি, গ্রীস, বুলগেরিয়া, রুমানিয়া, অস্ট্রিয়া, বেলজিয়াম এবং অন্যান্য দেশে হাজার হাজার কমিউনিস্ট বীরের মতো মৃত্যু বরণ করেছেন।

সোভিয়েত সেনানীর চূড়ান্ত বিজয়গুলো এবং ফ্রান্সে মার্কিন এবং বৃটিশ সৈন্যের অবতরণ প্রতিরোধ আন্দোলনকে শক্তিশালী প্রেরণা যুগিয়েছিল। প্রতিরোধ আন্দোলনের চূড়ান্ত পর্যায়গুলো আলবেনিয়া, বেলজিয়াম, বুলগেরিয়া, গ্রীস, ইতালি, পোল্যাণ্ড, রুমানিয়া, ফ্রান্স, চেকোশ্লোভাকিয়া এবং যুগোশ্লাভিয়াতে জনগণের সশস্ত্র অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে বিশিষ্টতা অর্জন করে। যুদ্ধের শেষ পর্যায়ে বুলগেরিয়া ও রুমানিয়ার সশস্ত্র বাহিনীগুলো নাৎসিদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে অবতীর্ণ হয়। মধ্য এবং দক্ষিণ-পূর্ব ইয়োরোপে ফ্যাসি-বিরোধী জাতীয় মুক্তি আন্দোলনগুলো বিজয়ী গণবিপ্লব সংগঠিত করে, পশ্চিম ইয়োরোপে এর দ্বারা একটি শক্তিশালী শ্রমিক অভ্যুত্থান এবং গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়।

যুদ্ধের সময়ে জনগণের মধ্যে কমিউনিস্টদের প্রভাব প্রচণ্ড মাত্রায় বৃদ্ধি পায়, বহু লোক এসে কমিউনিস্টদের সঙ্গে সারিবদ্ধ হতে থাকেন। ১৯৩৯ সালে বিশ্বে সর্বমোট ৪ মিলিয়ন সদস্য সংখ্যাবিশিষ্ট কমিউনিস্ট পার্টির সংখ্যা ছিল ৬১টি ; আর ১৯৪৫ সালের সেপ্টেম্বর নাগাদ কমিউনিস্ট ও ওয়ার্কার্স পার্টির সংখ্যা দাঁড়ায় ৭৬-এ এবং তাদের সর্বমোট সদস্য সংখ্যা পেঁাছে যায় ২০ মিলিয়নে।

হিটলার-বিরোধী মোর্চা

ইতিহাসে এই সর্বপ্রথম ফ্যাসিস্ত শক্তি-জোটের বিরুদ্ধে ভিন্ন ভিন্ন সামাজিক-আর্থনীতিক ব্যবস্থার রাষ্ট্রগুলোর একটি মোর্চা বাস্তবায়িত হল।

জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধে যুক্ত কার্যক্রম গ্রহণ সম্পর্কিত চুক্তিটি স্বাক্ষরিত হল ১৯৪১ সালের ১২ জুলাই। সোভিয়েত ইউনিয়ন ও পোল্যাণ্ড এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং চেকোশ্লোভাকিয়ার মধ্যেও চুক্তি স্বাক্ষরিত হল। মস্কোতে

১৯৪১ সালের শেষ দিকে সোভিয়েত ইউনিয়ন, যুক্তরাষ্ট্র, গ্রেট বৃটেনের প্রতিনিধিদের এক সম্মেলনে সমরোপকরণ, অস্ত্রশস্ত্র, কাঁচামাল এবং খাদ্য সরবরাহ সম্পর্কে মতৈক্য প্রতিষ্ঠিত হল। ১৯৪২ সালের ২৬ মে হিটলারের জার্মানি এবং তার সহযোগীদের বিরুদ্ধে লড়াই এবং যুদ্ধের পর পারস্পরিক সহায়তা ও যৌথ উদ্যোগ সম্পর্কিত একটি মৈত্রী চুক্তি স্বাক্ষরিত হল লণ্ডনে। আগ্রাসী আক্রমণের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে পারস্পরিক সহায়তার নীতি সম্পর্কিত এক স্মারকলিপিতে ইউ এস এস আর এবং ইউ এস এ স্বাক্ষর করল ১৯৪২ সালের ১১ জুনে।

হিটলার-বিরোধী মোর্চা গঠিত হওয়ার ফলে সাধারণ শত্রুর বিরুদ্ধে বিজয়ের গুরুত্বপূর্ণ পূর্বশর্তগুলি সৃষ্টি হয়।

ঐ মোর্চায় নেতৃস্থানীয় শক্তি ছিল সোভিয়েত ইউনিয়ন। আন্তর্জাতিক বিষয়গুলির গণতান্ত্রিক সমাধান সম্পর্কিত তার কর্মসূচী ছিল তিনটি বৃহৎ শক্তির তেহরান, ক্রিমিয়া এবং পটস্‌ডাম সম্মেলনের সিদ্ধান্তগুলির ভিত্তি।

যুক্তরাষ্ট্র এবং গ্রেট বৃটেনের সামরিক এবং রাজনৈতিক রণনীতি অবশ্য ঐ রাষ্ট্রগুলোর সাম্রাজ্যবাদী আকাঙ্ক্ষার দ্বারাই প্রভাবান্বিত হয়েছিল। যে দ্বিতীয় রণাঙ্গন খোলার মাধ্যমে সবচেয়ে কার্যকরভাবে এবং দ্রুততার সঙ্গে হিটলারের জার্মানির পরাজয়কে সম্ভবপর করে তোলা যেত সেই দ্বিতীয় রণাঙ্গন খোলার সমস্যা সম্পর্কে তাদের দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে ঐ সত্যটিই বিশেষভাবে স্বতঃপ্রকাশিত।

১৯৪১ সালের ১৮ জুলাই সোভিয়েত ইউনিয়ন সর্বপ্রথম ইয়োরোপে একটি দ্বিতীয় রণাঙ্গন খোলার বিষয়টিকে তুলে ধরে। আর ১১ মাস পরে তার মিত্ররা ঐ উত্থাপিত বিষয়টির উত্তরে প্রতিশ্রুতি দিলেন যে ১৯৪২ সাল শেষ হবার আগেই দ্বিতীয় রণাঙ্গন খোলা হবে। একথা সুবিদিত যে প্রকৃতপক্ষে ফ্রান্সে মিত্রশক্তির অবতরণ শুরু হয়েছিল ১৯৪৪ সালের জুনে। তিন বছর ধরে সোভিয়েত ইউনিয়নকে একলাই শত্রুর মোকাবিলা করতে হয়েছে আর ঐ সময়ে তার মিত্রশক্তিরা নিজেদের কার্যকলাপকে সীমাবদ্ধ রেখেছে যুদ্ধের গৌণ ক্ষেত্রে। নাৎসি হাই কমাণ্ড যে ১৯৪৪ সালের গ্রীষ্মকাল পর্যন্ত মাত্র দুই থেকে একুশ ডিভিশন অর্থাৎ নিজেদের স্থলসৈন্যের শতকরা ০·৯ থেকে ৬·৬ ভাগ সৈন্যকে যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটিশ সৈন্যবাহিনীর মোকাবিলার জন্য মোতায়েন রেখেছিল তাতে আশ্চর্যান্বিত হওয়ার কিছুই নেই।

যখন এটা আপাতত পরিষ্কার হয়ে উঠতে লাগল যে সোভিয়েত ইউনিয়ন প্রতিরোধ আন্দোলনের সহায়তায় এককভাবেই জার্মানিকে পরাস্ত করতে এবং সমগ্র ইয়োরোপকে মুক্ত করতে সক্ষম, একমাত্র তখনই দ্বিতীয় রণাঙ্গন খোলা হল। ১১ মাসের লড়াইয়ে মিত্র বাহিনীগুলো ফ্রান্স, বেলজিয়াম, হল্যাণ্ড, লুকসেমবুর্গ, ডেনমার্ক এবং জার্মানির পশ্চিমাংশ অধিকার করে। পশ্চিমী মিত্র এবং ইউ এস এস আর এবং সৈন্যবাহিনীর যৌথ প্রচেষ্টা যুদ্ধের পরিসমাপ্তিকে ত্বরান্বিত করে তুলে প্রমাণ করল ফ্যাসিবিরোধী জোটের শক্তি ও বাস্তব অস্তিত্বের কথা।

সাম্রাজ্যবাদের সবচেয়ে জঘন্য অপরাধ

অভূতপূর্ব মাত্রায় মৃত্যু ও ধ্বংসকে বয়ে নিয়ে আসে **দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। এই যুদ্ধ মানবতার বিরুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদের জঘন্যতম অপরাধ।**

যুদ্ধের লেলিহান শিখায় ৫০ মিলিয়নের বেশি লোক বিনষ্ট হয়েছে। একমাত্র ইয়োরোপেই ক্ষতির পরিমাণ ২৬০ বিলিয়ন ডলার (সমসাময়িক মূল্যমান অনুযায়ী)।

সবচেয়ে বেশি ক্ষতির শিকার হতে হয়েছে সোভিয়েত ইউনিয়নকে। ২০ মিলিয়নের বেশি সোভিয়েত জনগণ প্রাণ দিয়েছেন রণাঙ্গনে, নাৎসি বিমানের বোমাবর্ষণে, আক্রমণকারীর গুলিতে অথবা বন্দী শিবিরগুলিতে। কমবেশি তিন মিলিয়ন সোভিয়েত কমিউনিস্ট প্রাণ হারিয়েছেন যুদ্ধরত অবস্থায়।

আক্রমণকারীরা সোভিয়েতের ১,৭১০টি শহর ও নগরকে এবং ৭০ হাজারের বেশি গ্রামকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করেছে। ৩২ হাজার শিল্প সংস্থাকে তারা হয় উড়িয়ে দিয়েছে নয়তো ভস্মীভূত করেছে, ধ্বংস করেছে ৬৫ হাজার কিলোমিটার রেলপথ, লুটপাট করেছে ৯৮ হাজার যৌথ খামার, ১,৮৭৬টি রাষ্ট্রীয় খামার এবং ২,৮৯০টি যন্ত্রপাতি ও ট্রাক্টর স্টেশন। দেশ হারিয়েছে তার জাতীয় সম্পদের শতকরা ত্রিশ ভাগ; সোভিয়েত ইউনিয়নকে যে বৈষয়িক ক্ষতি স্বীকার করতে হয় আর্থিক মূল্যে তার পরিমাণ ১২৮ বিলিয়ন ডলার। এর সঙ্গে যুদ্ধের ব্যয় ধরলে সোভিয়েত ইউনিয়নের আর্থিক ক্ষতির পরিমাণ ৪৮৫ বিলিয়ন ডলারে পেঁৗছে যাবে যা যুক্তরাষ্ট্র, গ্রেট বৃটেন এবং ফ্রান্সের মিলিত ব্যয়ের চেয়েও যথেষ্ট পরিমাণে বেশি।

৬,০২৮,০০০ পোলিশ নাগরিকের মৃত্যু ঘটানোর অপরাধে অপরাধী। ঐ সংখ্যার মধ্যে মাত্র ৬৪৪,০০০ জনের মৃত্যু ঘটেছে সামরিক সংঘর্ষের পরিণতিতে আর বাকিদের হত্যা করা হয়েছে।

যুগোশ্লাভিয়া হারিয়েছে তার জনসংখ্যার ১·৭ মিলিয়ন বা শতকরা ১০·৮ ভাগ। এর মধ্যে গণ মুক্তিবাহিনীর লোক ৩০৬,০০০ জন এবং বাকিদের মৃত্যু হয়েছে ফ্যাসিস্ত নির্যাতনের ফলে।

গ্রেট বৃটেন, ফ্রান্স এবং অন্যান্য ইয়োরোপীয় দেশগুলির জনগণও গুরুতর ক্ষয়ক্ষতির স্বীকার হয়েছেন।

জার্মান জনগণের জাতীয় বিপর্যয়ের জন্যও হিটলার ফ্যাসিবাদই দায়ী। জার্মানি হারিয়েছে তার জনসংখ্যার প্রায় ছয় মিলিয়নের মতো যার মধ্যে পাঁচ মিলিয়নের মৃত্যু ঘটেছে যুদ্ধক্ষেত্রে, ৪ লক্ষ ১০ হাজার জন বিমান আক্রমণে এবং ২ লক্ষ লোক নাৎসি নির্যাতন ও বিভীষিকার শিকার হয়েছেন।

ইয়োরোপে যুদ্ধ শেষ হবার পর থেকে ত্রিশ বছরের অভিজ্ঞতা এটাই দেখিয়ে দিচ্ছে যে যুদ্ধের নির্মম শিক্ষাগুলো বিফলে যায় নি, মানবজাতি তার থেকে যে শিক্ষা গ্রহণ করেছে তার প্রমাণ পাওয়া যায় শান্তির জন্য জনগণের অতুলনীয় সংগ্রামের মধ্যে—যে সংগ্রামের পুরোভাগে রয়েছে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলো। সমগ্র বিশ্ব জুড়ে আজ কোটি কোটি মানুষের উদাত্ত আহ্বান "আর কখনো নয়।" এবং এই আহ্বানের মধ্য দিয়ে তাঁরা দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধে যাঁরা নিহত হয়েছেন তাঁদের প্রতি ও আজকে উত্তেজনা প্রশমন, নিরস্ত্রীকরণের জন্যে এবং নতুন যুদ্ধের আশঙ্কা দূর করার জন্য যাঁরা সংগ্রাম করছেন তাঁদের দূরদৃষ্টি ও সাহসের উদ্দেশে শ্রদ্ধা নিবেদন করছেন।

নতুন বই

30 godini sotsialisticheska Bylgaria (সমাজতান্ত্রিক বুলগেরিয়ার ৩০ বছর), Sofia, AONSU pri Tsk na BKP, 1974.

বুলগেরিয়ায় সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের ত্রিংশত্তম বর্ষপূর্তির ওপরে একটি রচনা সংকলন। নিবন্ধগুলিতে একটি উন্নত সমাজতান্ত্রিক সমাজ নির্মাণের বিষয়গত নিয়মবিধি এবং ভবিষ্যৎ উন্নতির বিষয় বিশেষভাবে আলোচিত হয়েছে।

পিণ্টার আই. ম্যাগায়ার এ্যান্টিফ্যাসিজমাস্ এস্ এল্লেনাল্লাস (হাঙ্গেরিতে ফ্যাসি-বিরোধী প্রতিরোধ)। বুদাপেস্ত, কোসাথ্ কনিভকিয়াডো, ১৯৭৫।

১৯৪১-১৯৪৫ সালে হাঙ্গেরিতে ফ্যাসি-বিরোধী প্রতিরোধ এবং ফ্যাসি-বিরোধী জাতীয় ঐক্যের জন্য হাঙ্গেরির কমিউনিস্টদের সংগ্রামের বিবরণ এতে লিপিবন্ধ হয়েছে। বইখানার একটা বড় অংশ জুড়ে যুদ্ধের শেষ বছরে ফ্যাসিস্ত শাসনের বিরুদ্ধে একটি গণ-অভ্যুত্থানের জন্য কমিউনিস্ট পার্টির প্রস্তুতি ও তা বিফল হওয়ার কারণগুলো লিপিবদ্ধ হয়েছে। হাঙ্গেরির ফ্যাসি-বিরোধী আন্দোলন সোভিয়েত ইউনিয়নের মুক্তি সংগ্রামের সঙ্গে সম্পর্কসূত্রে গ্রথিত ছিল যার পরিসমাপ্তিতে পরাস্ত হয়েছে জার্মান ও হাঙ্গেরীয় উভয় ফ্যাসিবাদই।

Mit der Sowjetunion fur immer fest Verbundeu (সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে চিরদিনের জন্য দৃঢ় মৈত্রী বন্ধনে আবদ্ধ)। Eine Bilddokumentation. Berlin, Dietz Verlag,1974.

এই সংকলনটি মার্কস, এঙ্গেল্‌স্ এবং লেনিনের সময় থেকে আরম্ভ করে জার্মান ও রুশ শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবী আন্দোলনগুলির সৌভ্রাতৃত্বের প্রতি উৎসর্গীকৃত। যুদ্ধ পরবর্তী কালের সময়সীমা, ফ্যাসি-বিরোধী, গণতান্ত্রিক শক্তিগুলোর প্রতি সোভিয়েত ইউনিয়নের সমর্থন এবং জি ডি আর-এ সমাজতন্ত্র নির্মাণের জন্য সোভিয়েতের সার্বিক সহায়তার বিষয়ে গুরুত্ব আরোপিত হয়েছে। বইখানাতে সাত-শোর বেশি চিত্র সন্নিবেশিত হয়েছে যার মধ্যে অনেকগুলো এই প্রথম প্রকাশিত হল।

বি দোলত্য, Wyzwolenie Polski 1944-45. Dziaania Wyzwolencze Armii Rodzieckiej i Ludowego Wojska Polskiego (পোল্যাণ্ডের মুক্তি, ১৯৪৪-১৯৪৫ ঃ সোভিয়েত বাহিনী এবং পোলিশ গণ-ফৌজের মুক্তি যুদ্ধ)। ওয়ারশ, এম ও এন, ১৯৭৪।

১৯৪৪-১৯৪৫ সালে সোভিয়েত সৈন্য এবং পোলিশ গণ-ফৌজের যৌথ কার্যক্রমের ওপর বিশেষ নিবন্ধ। অসংখ্য তথ্য ও দলিলের ওপর ভিত্তি করে রচিত এবং বইটির মধ্যে ফ্যাসিস্ত আক্রমণকারীদের হাত থেকে দেশের মুক্তিলাভের ঘটনাপ্রবাহের একটা সময়সূচী নির্ভর সমীক্ষা পাওয়া যাবে। পোল্যাণ্ডকে মুক্ত করবার জন্য সোভিয়েত সৈন্যবাহিনীর নির্ণায়ক ভূমিকাকে লেখক স্পষ্ট করে তুলে ধরেছেন।

ভি লিভিয়ানু, এম রুসেনেস্কু, টি উদ্রিয়া, ই সিম্পোনেরিউ, Iz khroniki istoricheskikh dnei. 1 maya, 1944—6 marta 1945 gg. (ইতিহাস প্রসিদ্ধ দিনগুলোর একটি পঞ্জী ঃ ১ মে, ১৯৪৪—৬মার্চ১৯৪৫)। বুখারেস্ট, Izdatel's Akademii Sotsialisticheskoi Respubliki Rumynii, 1974 (রুশ ভাষায়)।

১৯৪৪ সালের আগস্টে জাতীয় ফ্যাসি-বিরোধী সশস্ত্র অভ্যুত্থান এবং ১৯৪৫ সালের ৬ মার্চে রুমানিয়ায় জনতার শাসন প্রতিষ্ঠার একটি দিনপঞ্জী। কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বের ভূমিকা এবং শ্রমিকশ্রেণীর ঐক্য ও সমস্ত স্বদেশপ্রেমী, ফ্যাসি-বিরোধী শক্তিগুলোর সংহতি স্থাপনে ঐ পার্টির সংগ্রামের বিষয়টির ওপর লেখকরা বিশেষ জোর দিয়েছেন। তাঁরা মুখবন্ধে একথা বলেছেন "ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে সবচেয়ে বেশি ক্ষতচিহ্ন বহনকারী সোভিয়েত ইউনিয়ন ফ্যাসিবাদকে সামরিকভাবে পরাস্ত করবার লক্ষ্যে সবচেয়ে বেশি অবদান রেখেছে এবং এটি এমন একটি ঘটনা যা আন্তর্জাতিক শক্তিবিন্যাসের বিবর্তনে শক্তিশালী প্রভাব বিস্তার করেছে।

জি এ ডেবোরিন, বি এস তেলপুখভ্স্কি, Itogi i Uroki Velikoi Otechestvennoi Voiny (মহান দেশপ্রেমিক যুদ্ধের ফলাফল এবং শিক্ষা)। মস্কো, মিস্‌ল্, ১৯৭৫।

লেখকরা বইখানার ভেতর দিয়ে দেখিয়েছেন যে সোভিয়েত ইউনিয়নের হাতে ফ্যাসিবাদের পরাজয় ইয়োরোপে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে যুদ্ধপরবর্তীকালের ঘটনাবলীর বিকাশকে কি ভাবে প্রভাবিত করেছে।

এ পেকারেক, জে দোলনিক, এ ভাজদা, Rozhodujci uloha SSSR na porazce fasismu a V povalecnem Zapase Za mir a bezpecnost narodu (ফ্যাসিবাদের পরাজয়ে এবং শান্তি ও আন্তর্জাতিক নিরাপত্তার জন্য যুদ্ধপরবর্তী সংগ্রামে সোভিয়েত ইউনিয়নের নির্ণায়ক ভূমিকা)। প্রাগ, স্বেবোদা, ১৯৭৪।

সি এস এস আর-এর সমাজতান্ত্রিক বিকাশ সম্পর্কিত সাম্প্রতিক সমস্যাবলী বইখানার উপজীব্য এবং এর মধ্যে দিয়ে ফ্যাসিবাদের হাত থেকে চেকোশ্লোভাকিয়ার জনগণকে মুক্ত করার ব্যাপারে সোভিয়েত ইউনিয়নের নির্ণায়ক ভূমিকাকে উপস্থাপিত করা হয়েছে।

ঐতিহাসিক দায়িত্ব সম্পর্কে অবহিত

সি রাজেশ্বর রাও
সাধারণ সম্পাদক, ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি

২৭ জানুয়ারি থেকে ২ ফেব্রুয়ারি বেজেওয়াদায় ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির (সি পি আই) যে-দশম কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হল বাস্তবিকই তা একটা ঐতিহাসিক কংগ্রেস হয়েছে। এই কংগ্রেসের সাফল্য অসাধারণ। শত্রু এবং মিত্র উভয়পক্ষ কর্তৃক তা স্বীকৃত। গত পাঁচ বছরে দেশে যে-চাঞ্চল্যের পরিস্থিতি চলেছে ও বিরাট পরিবর্তন ঘটেছে তার মধ্যে আমাদের পার্টির সর্ববিধ ঐক্য এবং বৃদ্ধির কথা এই কংগ্রেস অত্যুজ্জ্বল স্পষ্টতায় ঊর্ধ্বে তুলে ধরেছে।

প্রসঙ্গত স্মরণীয়, এক দশক পূর্বে চীনের কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বের প্রেরণায় ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলনে ভাঙন(১) ধরেছিল, এবং খুবই প্রতিকূল ও কঠিন অবস্থার মধ্যে সি পি আই-কে কাজ করতে হয়েছিল। তবু যে সি পি আই-র তাৎপর্যপূর্ণ অগ্রগতি ঘটেছে, তা মার্কসবাদ-লেনিনবাদ ও আন্তর্জাতিকতাবাদের ভিত্তির উপর মতাদর্শগত, কর্মসূচীগত, রাজনৈতিক ও বাস্তব কর্ম পরিচালনার ক্ষেত্রে আমাদের নীতিনিষ্ঠ অবস্থান, এবং দেশের স্বার্থে ও জনগণের স্বার্থে আমরা যে-কাজ করেছি তার ফলে। ভারতের জাতীয় রাজনৈতিক দৃশ্যপটে সি পি আই যে-একটা গুরুত্বপূর্ণ শক্তিরূপে বিকাশ লাভ করেছে তা আমাদের পরম গর্বের বিষয়। সেকারণেই ভারতের প্রতিক্রিয়াশীলরা ও মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ আমাদের পার্টিকে তাদের আক্রমণের প্রধান লক্ষ্য করেছে; পক্ষান্তরে, পার্টি থেকে বেরিয়ে যাওয়া সি পি এম-কে সত্যিকারের জাতীয় পার্টি বলে প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়েছে।

ভারতের কমিউনিস্টদের দশম কংগ্রেস আরও একটা কারণে গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের পার্টি প্রতিষ্ঠার এটা ৫০-তম বার্ষিকী। এই ঐতিহাসিক ঘটনাকে যথাযোগ্য-ভাবে উদ্‌যাপনের জন্য দশম কংগ্রেসে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। মৃত্যুঞ্জয় লেনিনের নেতৃত্বে মহান অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের বজ্র-নির্ঘোষের মধ্যে সি পি আই ভূমিষ্ঠ হয়েছিল। আমাদের পার্টির অর্ধ-শতাব্দীর বীরোচিত অস্তিত্বকালে অনেক পরীক্ষা ও দুর্দশার চিহ্ন অঙ্গে ধারণ করে কখনো জোয়ার কখনো ভাঁটায়, আমরা যে মহৎ সাফল্যগুলি অর্জন করেছি তজ্জন্য আমরা গর্বিত। ভারতের স্বাধীনতা, গণতন্ত্র, ঐক্য ও প্রগতির সংগ্রামে আমাদের অবদান আমাদের ভ্রান্তির তুলনায় অনেক বেশি। শ্রমজীবী জনগণের স্বার্থ রক্ষায় আমাদের পার্টি অনেক সংগ্রাম করেছে ও অনেক মূল্য দিয়েছে। আমাদের পার্টিই মার্কসবাদ-লেনিনবাদের মহান ভাবাদর্শ ভারতীয় জনগণের কাছে বহন করে নেবার প্রথম দল। সকল আদর্শের মধ্যে সমাজতন্ত্রের মতাদর্শই যে-সবচেয়ে মানবিক, তা ভারতের মাটিতে ছড়াবার প্রথম দল আমরা। আমরা এজন্যও গর্বিত যে সমাজতন্ত্র আজ আমাদের জনগণের স্বীকৃত লক্ষ্য হয়েছে।

সি পি আই-র প্রত্যেক ব্যক্তির কাছে এটা অবশ্যই আনন্দের কথা, আমরা খুবই সফল একটা পার্টি কংগ্রেস করেছি, যেখানে আমাদের সম্মুখে এগোবার সুস্পষ্ট মানচিত্র তৈরি করা হয়েছে। পার্টি ইউনিটগুলির কাছে পার্টি কংগ্রেস এই আহ্বান পৌঁছে দিয়েছে যে গণতন্ত্র ও জন-সাধারণের অধিকার রক্ষার অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সংগ্রামে, এবং অভ্যন্তরীণ প্রতিক্রিয়া ও সাম্রাজ্যবাদের সাঁড়াশি আক্রমণকে পরাস্ত করার লড়াইয়ে জনগণকে একত্র করতে হবে।

লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য

পার্টি কংগ্রেসের খুব লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হল নিম্নোক্ত বিষয়গুলি:

ছ-দিন ধরে ১৬০০ প্রতিনিধির গভীর নিবিষ্ট আলোচনা, রাজনৈতিক প্রস্তাব ও অন্যান্য দলিলগুলি সর্বসম্মতভাবে গ্রহণ করা এবং পার্টির নেতৃত্বের সংস্থা-গুলিরও সর্বসম্মত নির্বাচন প্রভৃতি। মতাদর্শগত, রাজ-নৈতিক ও সাংগঠনিক কতখানি ঐক্য আমাদের পার্টি অর্জন করেছে তার প্রত্যয়সিদ্ধ প্রমাণ হল এগুলি।

ঝড়ঝঞ্ঝার ভয়ঙ্কর এই দিনগুলিতে দেশজ প্রতিক্রিয়া ও মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের চক্রান্তকে ব্যর্থ করে আমাদের মাতৃভূমির গণতন্ত্র, ঐক্য ও স্বাধীনতা রক্ষার নিমিত্ত পার্টি জীবনপণ যে-গণসংগ্রাম করেছে তার অভিজ্ঞতার মধ্যেই পার্টির ঐক্যের উপাদান নিহিত। মেহনতী জন-গণের স্বার্থ রক্ষার্থে এবং সরকারের জন-বিরোধী নীতি-সমূহের বিরুদ্ধে পার্টি যে বিরাট সংগ্রাম করেছে এই ঐক্যের জন্ম সেখানে।

কংগ্রেসের আর একটা লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হল প্রলে-তারীয় আন্তর্জাতিকতার নির্ভেজাল মনোভাব। ২৮টি দেশের প্রতিনিধির উপস্থিতি এবং ২৩টি দেশের পার্টির নিকট থেকে অভিনন্দন বাণী পাওয়া সি পি আই-এর ইতিহাসে অভিনব। মহান লেনিনের পার্টিসমেত সমাজ-তান্ত্রিক দেশগুলির পার্টি এবং এশিয়া, আফ্রিকা, আমেরিকা, লাতিন আমেরিকা ও ইয়োরোপে এইসব মহা-

১ এ-সম্পর্কে আরও তথ্যের জন্য কমরেড রাও-র প্রবন্ধ "দক্ষিণপন্থী বিপদের বিরুদ্ধে বাম ও গণতান্ত্রিক ঐক্য" আমাদের পত্রিকার ১৯৭৩ সালের আগস্ট সংখ্যা দেখুন।

দেশের পার্টিগুলির প্রতিনিধি এসেছেন কিংবা তাঁরা অভিনন্দন বাণী পাঠিয়েছেন। বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলনের জঙ্গী ও বিশ্বস্ত একটি বাহিনীরূপে সি পি আই-এর অবদান এবং রাজনৈতিক-কৌশলগত কর্মধারায় সি পি আই-এর সঠিকতা এসবের স্বীকৃতি স্বরূপেই এই আন্তর্জাতিক মর্যাদা অর্জিত হয়েছে। ভ্রাতৃপ্রতিম পার্টিগুলির নেতাদের ভাষণে এবং প্রাপ্ত অভিনন্দন বাণীগুলিতে বারবার সেকথা ব্যক্ত হয়েছে এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক উভয় ক্ষেত্রে সি পি আই-এর ভূমিকার উচ্চ প্রশংসা তাতে করা হয়েছে।

সি পি এস ইউ-এর প্রতিনিধিদলের নেতা এস আর রসিদভ তাঁর অভিনন্দন বাণীর মধ্যে নিম্নোক্ত ভাষায় সেই ভার প্রকাশ করেছেন :

"বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলনের একটি জঙ্গী বাহিনীরূপে সাম্রাজ্যবাদ ও প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে কমিউনিস্টদের যৌথ সংগ্রামে সি পি আই স্বীয় মূল্যবান অবদান রাখছে।" তিনি আরও বলেন যে সি পি আই "...স্বদেশের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতা বৃদ্ধির জন্য এবং তার সামাজিক ও আর্থিক প্রগতি প্রসারণকল্পে দেশপ্রেমিক সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রামের সম্মুখভাগে রয়েছে। দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়া ও সাম্রাজ্যবাদের অনুরক্ত চক্রগুলির আক্রমণের বিরুদ্ধে জনগণের গণতান্ত্রিক সাফল্যগুলি রক্ষার জন্য ভারতের কমিউনিস্টরা সক্রিয় ভূমিকা পালন করছে।"

শেষদিন ২ লক্ষ মানুষের জঙ্গী শোভাযাত্রা এবং ৫ লক্ষ নরনারীর সমাবেশের মধ্য দিয়ে এই ঐতিহাসিক কংগ্রেসের সাফল্যজনক পরিসমাপ্তি ঘটে। আমাদের রাজনৈতিক নীতির জন্য আমরা জনসাধারণের নিকট থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছি বলে দিনরাত যে কুৎসা প্রচার করা হয় তার মুখের মতো জবাব ছিল এই সমাবেশ। এই অভূতপূর্ব সমাবেশ ও শোভাযাত্রা প্রত্যয়সিদ্ধ স্পষ্টতায় প্রমাণ করেছে যে, সঠিক মতাদর্শগত, কার্যসূচীগত ও রাজনৈতিক নীতির দৌলতে এবং আমাদের দেশ ও জনগণের জ্বলন্ত সমস্যাগুলির সামনে যে নীতিনিষ্ঠ অবস্থান পার্টি গ্রহণ করেছে তার ফলে সি পি আই-এর প্রভাব প্রভূত বৃদ্ধি পেয়েছে এবং শ্রমজীবী জনগণের মধ্যে পার্টি গভীর শিকড় গেড়েছে।

জনগণের সংগ্রামের অগ্রভাগে

দেশের ঘটনাবলীর মূল্যায়ন করে কংগ্রেসে যে রাজনৈতিক রিপোর্ট উপস্থাপিত হয় তাতে বলা হয়েছে যে, শাসক কংগ্রেস দল দেশের বিকাশে পুঁজিতান্ত্রিক পথ গ্রহণ করায়, এবং বিশ্ব পুঁজিবাদী ব্যবস্থার ঘনীভূত সংকটেরও দরুন ১৯৭১ সালে আমাদের পূর্বতন কংগ্রেসের সময়ের তুলনাতেও এই তিন বছরে, দেশের অর্থনৈতিক পরিস্থিতির দ্রুত অবনতি ঘটেছে। তার ফলে শোচনীয় দারিদ্র্য ক্রমবর্ধমান বেকারি ও অবিরাম দরবৃদ্ধি জনগণকে অবর্ণনীয় দুর্গতির মধ্যে নিক্ষেপ করেছে। সরকারি তথ্যাদিতেই প্রকাশ যে, আমাদের জনসংখ্যার ৪০ শতাংশ দারিদ্র্য-সীমার নিচে বাস করে এবং দেশে পূর্ণ বেকারের সংখ্যা তিন কোটি—যার মধ্যে ৩০ লক্ষ শিক্ষিত বেকার। পাইকারী পণ্য-মূল্যসূচী ১৯৭১ সালের মার্চ মাসের ১৮০·৬ থেকে ১৯৭৫ সালের জানুয়ারি মাসে ৩১৫·৫-এ উঠেছে। খাদ্য-দ্রব্যের দরবৃদ্ধি আরও বেশি—ঐ একই সময়কালে ২০০ থেকে ৩৭৫।

জনগণের চূড়ান্ত বিক্ষোভের মূলে রয়েছে ঐ ঘটনা ; এবং একচেটে পুঁজি, জমিদার, পাইকারী ব্যবসাদার, সাম্রাজ্যবাদী শোষক প্রভৃতির বিরুদ্ধে এবং জনগণের রক্ত-শোষকদের সঙ্গে কংগ্রেস সরকারের আপস করার নীতিসমূহের বিরুদ্ধে তারা বারবার গণ-রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ছে।

বস্তুত, গত কংগ্রেসের পর থেকে এই তিনটি বছর জনগণের অসংখ্য রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সংগ্রামের অন্যতম কাল। এত অল্প সময়কালের মধ্যে এত বেশি সংগ্রাম আমাদের পার্টিকে এর আগে আর কখনো করতে হয় নি। তাছাড়া নিজেদের আন্তর্জাতিক দায়িত্ব পালনের জন্য কতগুলি আন্তর্জাতিক বিষয়ের উপরও পার্টিকে অনেকগুলি আন্দোলন করতে হয়েছে।

এ-সময় আমরা দেশজোড়া যে আন্দোলন করেছি, তার কয়েকটির মাত্র উল্লেখ এখানে করা হচ্ছে। তথাকথিত যৌথ সেক্টরের ছদ্মবেশ পরে একচেটে পুঁজি যখন আমাদের জাতীয় অর্থনীতি করায়ত্ত করার জন্য সচেষ্ট হয়েছিল, তখন আমাদের পার্টিই তার মুখোস খুলে দেয় ও তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালায়। ১৯৭২ সালের আগস্ট মাসে পার্টির আহ্বানে সর্বভারতীয় সংগ্রামে ৩ লক্ষ ৫০ হাজার ব্যক্তি গ্রেপ্তার হন। এঁদের মধ্যে ছিলেন পার্টির নেতারা, সাধারণ সদস্যরা এবং পার্টির জঙ্গী সমর্থকরা। শেষ পর্যন্ত কেন্দ্রীয় সরকারকে প্রকাশ্যে এই ঘোষণা প্রচার করতে হয়েছিল যে, তারা একচেটে পুঁজির ঐ মতলবের বিরুদ্ধে।

১৯৭৩ সালের মার্চ মাসে সি পি আই ও তার গণ-সংগঠনগুলি জনগণের জীবন্ত কতগুলি সমস্যার প্রতিবিধানের দাবি-সম্বলিত গণ-আবেদন পার্লামেন্টের কাছে পেশ করার জন্য রাজধানী দিল্লিতে একটা মহা-অভিযান পরিচালনা করে। দেশের চারদিক থেকে সকল রকম পেশার পাঁচ লক্ষের বেশি মেহনতী মানুষ এই অভিযানে অংশ নেয়। গণ-আবেদনপত্রে দেড় কোটি মানুষ স্বাক্ষর দিয়েছিল। এই অভিযান মানুষের মনে বিদ্যুতের ছোঁয়াচ লাগিয়েছিল এবং পরবর্তী বৃহত্তর সংগ্রামের ভিত্তি স্থাপন করেছিল।

এরপর খাদ্যসামগ্রীসমূহের ও অন্যান্য অত্যাবশ্যকীয় পণ্যের কৃত্রিম অভাব সৃষ্টি করে খাড়াভাবে দর চড়িয়ে একচেটে পুঁজি ও পাইকারী ব্যবসায়ীরা যখন জনগণকে প্রকাশ্যে লুঠ করতে প্রবৃত্ত হল, তখন ১৯৭৩ ও ১৯৭৪ সালে সি পি আই কালোবাজার ও মজুতদারীর ঘৃণ্য কারবারের বিরুদ্ধে ভারতব্যাপী সংগ্রাম চালু করে। মজুতদারীর বিরুদ্ধে দেশজোড়া প্রচার আন্দোলন চালানো হয়, এবং কতগুলি স্থানে উদ্ধারকৃত মজুত নিয়ন্ত্রিত দরে জনগণের মধ্যে বিলি করে দেওয়া হয়। কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারগুলিও মুনাফাখোরদের জন-বিরোধী ক্রিয়াকলাপের বিরুদ্ধে দোমনাভাব সত্ত্বেও কতগুলি ব্যবস্থাবলম্বনে বাধ্য হয়।

এ সময়ে অযুত অযুত চটকল, সুতাকল, রেল শ্রমিক এবং ক্ষেতমজুর ও কৃষক যুক্তভাবে যে-সব ধর্মঘট কিংবা সংগ্রাম করেছে, তার মধ্যেও সি পি আই অগ্রণীর ভূমিকা নিয়েছে। ঐসব সংগ্রামের কতকগুলি জনগণের দাবি আদায়ে সমর্থ হয়েছে।

প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলি আমাদের দেশকে যখন ভাষাগত ও জাত্যভিমানী আন্দোলনে ডোবাতে চেয়েছে তখন আমাদের পার্টি সর্বশক্তি নিয়ে তার বিরোধিতা করেছে।

পার্টির অন্ধ্র প্রদেশ সংগঠন ঐ রাজ্যের প্রতিক্রিয়াশীলদের জাত্যভিমানী রাজ্য-ভাগ আন্দোলনের বিরুদ্ধে কঠোর সংগ্রাম করেছিল, এবং কংগ্রেসের বাম ও গণতান্ত্রিক অংশের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হয়ে প্রতিক্রিয়ার ঐ চক্রান্ত বিফল করায় নেতৃত্বের ভূমিকা নিয়েছিল।

অনুরূপভাবে, জয়প্রকাশ নারায়ণের(১) পরিচালনায় প্রতি-বিপ্লবী শক্তিরা যখন আমাদের দেশের ধর্মনিরপেক্ষ গণ-তান্ত্রিক রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে পাল্টিয়ে একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করে, তখন পুনরায় আমাদের পার্টিই তাকে পরাস্ত করার জন্য মরণপণ নিয়ে দাঁড়িয়েছিল। বিহার রাজ্যে এ নিয়ে কঠোর সংগ্রাম হয়েছে। আমাদের বিহার রাজ্যের পার্টি সংগঠন কংগ্রেসের সকল বামপন্থী ও গণতন্ত্রী অংশকে সঙ্গে নিয়ে প্রতি-বিপ্লবী শক্তিকে পরাজিত করে। জয়প্রকাশ নারায়ণের স্বরাজ্যে প্রতিক্রিয়ার এই বিফলতার পর প্রতি-বিপ্লবী শক্তিগুলি অন্যান্য রাজ্যে তা ছড়াবার জন্য আদাজল খেয়ে চেষ্টা করছে। প্রতিক্রিয়াশীলদের আক্রমণকে মোকাবেলা করার জন্য বামপন্থী ও গণতন্ত্রী শক্তিসমূহকে ঐক্যবদ্ধ করার উদ্দেশ্যে আমাদের পার্টি সাধ্যায়ত্ত চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

আমাদের পার্টি বিশ্ব শান্তির জন্য ও জাতীয় মুক্তির জন্য সংগ্রামসমূহের পক্ষে এবং সাম্রাজ্যবাদের বিবিধ কৌশলের বিরুদ্ধে সক্রিয়ভাবে আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে। সারা ভারত শান্তি ও মৈত্রী সংগঠনগুলির সঙ্গে ও অন্যান্য গণসংগঠনের সঙ্গে একত্রে আমরা ভিয়েতনামের জনগণের বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামের সমর্থনে, ইসরায়েলে ইহুদী জাত্য-ভিমানী শাসনের ও মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে আরব জনগণের সংগ্রামে, স্বাধীনতার জন্য আফ্রিকার জনগণের লড়াইয়ে ও চিলির বীর জনগণ ফ্যাসিস্ত সামরিক জুন্টাকে প্রতিরোধের জন্য যে সংগ্রাম করছে তার পক্ষে অনেক গণ-আন্দোলন সংগঠিত করেছি। জার্মান গণতান্ত্রিক প্রজা-তন্ত্রের সঙ্গে ও সমাজতান্ত্রিক কিউবার সঙ্গে পূর্ণ কূট-নৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের দাবি নিয়ে এবং দক্ষিণ ভিয়েত-নামের অস্থায়ী বিপ্লবী সরকারকে যাতে স্বীকার করা হয় তার জন্য পার্টি আন্দোলন করেছে।

মাত্র সেই আন্দোলনগুলির উল্লেখই এখানে করা হচ্ছে যেগুলি হয় আমাদের পার্টি কর্তৃক পরিচালিত হয়েছে অথবা আমাদের পার্টি নেতৃত্বের ভূমিকা নিয়েছে, এবং যে আন্দোলনগুলি সর্বভারতীয় আকার ধারণ করেছিল। বিভিন্ন রাজ্যের পার্টি-সংগঠন যেসব আন্দোলন ও সংগ্রাম করেছে তার উল্লেখ এখানে থাকছে না।

এসব আন্দোলন ও সংগ্রামে আমাদের পার্টি যে ভূমিকা নিয়েছে তার জন্যই পার্টির প্রভাব তাৎপর্যপূর্ণভাবে বেড়েছে এবং নতুন নতুন এলাকায় পার্টি প্রসারিত হয়েছে। নবম কংগ্রেসের পর থেকে আজ পর্যন্ত পার্টির সদস্যসংখ্যা ২ লক্ষ ২৫ হাজার থেকে ৩ লক্ষ ৫৫ হাজারে উঠেছে।

আমাদের পার্টির মধ্যে ভয়ংকর মতপার্থক্যের যে প্রচার প্রতিক্রিয়াশীলদের পত্র-পত্রিকায় করা হচ্ছিল সেই মিথ্যার মুখের মতো জবাব ওভাবেই দেওয়া হয়েছে। আমাদের পার্টিকে যারা শত্রু বলে বিবেচনা করে সেই প্রতিক্রিয়াশীলরা আশা পোষণ করছিল যে, কংগ্রেস থেকে আমরা বিভক্ত ও অক্ষম হয়ে বেরোব। কিন্তু তাদের হিসেব ছিল ভুল।

প্রতিক্রিয়াশীলরা আক্রমণাত্মক অভিযান শুরু করেছে

স্বাভাবিকভাবেই পার্টি কংগ্রেসের সর্বাত্মক সাফল্য প্রতিক্রিয়াকে ও প্রতিক্রিয়াশীল কায়েমী স্বার্থকে ক্ষিপ্ত করেছে। বৃহৎ পুঁজির পত্র-পত্রিকাগুলি সি পি আই-র বিরুদ্ধে কুৎসার অভিযানকে বাড়িয়ে তুলেছে, যার উদ্দেশ্য হল কংগ্রেসের প্রগতিশীল অংশের সঙ্গে আমাদের বিচ্ছেদ ঘটানো। প্রতিক্রিয়ার চক্রান্তগুলিকে এযাবৎ পর্যুদস্ত করার মুখ্য ভূমিকা যে সি পি আই-ই নিয়েছে তা তারা সবিশেষ জ্ঞাত আছে। সেজন্যই তারা সি পি আই-কে সংশোধনের অযোগ্য শত্রু বলে বিবেচনা করে এবং যেকোনো উপায়ে ধ্বংস করতে চায়।

দশম কংগ্রেস বর্তমান অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির মূল্যায়ন করেছে এবং আগামী দিনে পার্টির কর্তব্যগুলি সূত্রায়িত করেছে। তাতে বলা হয়েছে যে, কংগ্রেস পার্টির নেতৃত্ব কর্তৃক অনুসৃত বিকাশের পুঁজি-বাদী পথ বিস্ফোরণের স্তরে পেঁৗছেছে, যার ফলে জন-গণের এত বিক্ষোভ আর কোনোকালে দেখা যায় নি।

আমাদের দেশ আজ এক ঝোড়ো সংঘাতের মুখোমুখি, যার একদিকে বাম ও গণতান্ত্রিক শক্তিসমূহ, অপর-দিকে প্রতি-বিপ্লবের যাবতীয় শক্তি। আমাদের দেশের পরি-স্থিতি আজ এমন যে, বিপ্লবী অগ্রগতির সম্ভাবনায় পূর্ণ যদিও তা প্রতি-বিপ্লবী পশ্চাদগতির বিপদেরও সম্মুখীন।

অভ্যন্তরীণ প্রতিক্রিয়া ও মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ আমাদের ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে পাল্টে প্রতি-বিপ্লবী এক-নায়কত্ব প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে সাঁড়াশি আক্রমণে প্রবৃত্ত হয়েছে। এর পরে আমাদের স্বাধীন অর্থনৈতিক বিকাশ ও স্বয়ম্ভরতা, সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধিতা, ঔপনিবেশিক-বিরোধিতা, বর্ণবৈষম্য অস্বীকৃতি, সোভিয়েত ইউনিয়ন ও সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির সঙ্গে আমাদের মৈত্রী, সদ্য-স্বাধীন প্রগতিশীল দেশগুলির সঙ্গে আমাদের সম্প্রীতির সম্পর্ক প্রভৃতি প্রগতিশীল নীতি-সমূহ একে একে পাল্টে দেওয়া হবে, এবং মার্কিন সাম্রাজ্য-বাদের নয়া-ঔপনিবেশিকতার খপ্পরে আমাদের টেনে নেওয়া হবে।

এই দুরভিসন্ধিমূলক উদ্দেশ্যে অভ্যন্তরীণ প্রতিক্রিয়া কোনো কুকার্যেই পিছপা নয়—এমন কি সামরিক বাহিনীর আনুগত্যকে টলাবার এবং অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলা ঘটাবার চেষ্টা চলছে। যুগপৎ আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্রে ও ভারত মহাসাগরে সামরিক ঘাঁটি স্থাপন করে এবং পাকিস্তানকে পুনরস্ত্রসজ্জিত করে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ আমাদের দেশকে ভয়ে চুপ করিয়ে দেবার চেষ্টা করছে। সি আই এ চক্রী-দল আমাদের দেশে গোলমাল বাধাবার নিয়ত প্রয়াসে লিপ্ত। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ প্রণীত কুখ্যাত "অস্থিতি"র তত্ত্বকে এভাবে আমাদের উপমহাদেশে ইতোমধ্যেই চালু করা হয়েছে।

প্রসঙ্গত এটাও লক্ষণীয়, প্রতিক্রিয়াশীলরা এখন তাদের আওয়াজ ও কৌশলগুলি বদল করে নিয়েছে। ১৯৬৯—১৯৭১ সালগুলিতে যেমনভাবে করত আজ আর প্রতিক্রিয়াশীল আওয়াজগুলি তেমন খোলাখুলিভাবে রাখা হয় না। এখন ওরা দেশের সামাজিক-রাজনৈতিক কাঠামোতে

---

১ অতীতে জে পি কংগ্রেসের একজন বামপন্থী ছিলেন। ১৯৫০ দশকের শেষদিকে রাজনীতি থেকে বিদায় নেন, কিন্তু '৭৪ সালে প্রতিক্রিয়াশীল আন্দোলনের প্রধান-রূপে পুনরাবির্ভূত হন।

"সার্বিক বিপ্লব" ও "মৌলিক রূপান্তর" প্রভৃতি বাক্যগুলি ব্যবহার করে। প্রতিক্রিয়া এখন নতুন মুখোস ধারণ করছে এবং দুর্নীতি-বিরোধিতা, দরবৃদ্ধি প্রতিরোধ প্রভৃতি জনপ্রিয় আওয়াজ উচ্চারণ করছে। জয়প্রকাশ নারায়ণের মধ্যে প্রতিক্রিয়াশীলরা বামপন্থী অতীত রয়েছে এমন এক ব্যক্তিকে আবিষ্কার করেছে। প্রতিক্রিয়াশীলরা মাওকে ও তাঁর বিভেদনীতিকে প্রশংসা করছে, এবং মাওবাদী গ্রুপ এবং সোশ্যালিস্ট পার্টি, সি পি এম প্রভৃতি সুবিধাবাদী দলগুলিকে আকর্ষণ করছে। রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে ওরা একটি বামপন্থী দলের নেতাকে প্রার্থী করেছিল। মানুষকে বোকা বানাবার জন্যই ওসব করা হচ্ছে।

তবে এর কিছুই অভিনব নয়। ইতিহাস আমাদের একথাই শেখায় যে, ক্ষমতা দখলের চেষ্টায় ফ্যাসিজম বামপন্থী আওয়াজ তোলে ও বাগাড়ম্বরের আশ্রয় নেয়। হিটলারও সমাজতন্ত্রের কথা বলত এবং বেকারি দূর করবার প্রতিশ্রুতি দিত। হিটলার নিজের দলের নাম দিয়েছিল জাতীয় সমাজতন্ত্রী জার্মান শ্রমিক পার্টি। কিন্তু ক্ষমতায় আসীন হয়ে হিটলার কমিউনিস্ট, সোশ্যালিস্ট, গণতন্ত্রী, এমন কি মানবতাবাদী ধর্ম প্রচারকদেরও ব্যাপক হত্যায় প্রবৃত্ত হয়েছিল। আজও চিলির প্রতিক্রিয়াশীলরা হুবহু ঐ নীতই অনুসরণ করছে।

স্বভাবতই প্রশ্ন উঠবে, জয়প্রকাশ নারায়ণের নেতৃত্বে সংগঠিত প্রতি-বিপ্লবের এই আক্রমণকে পরাস্ত করা কি সম্ভব? আমরা বলি, হ্যাঁ—তা সম্ভব। প্রতি-বিপ্লবের প্রয়াসের বিরুদ্ধে লড়াই করবে আমাদের দেশে এমন গণতন্ত্রী শক্তির অভাব নেই, তবে তাদের ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। আমাদের দেশের শাসকদল কংগ্রেস—তার মধ্যের বামপন্থী ও মধ্যপন্থীরা প্রতি-বিপ্লবী শক্তিসমূহের বিপদ সম্পর্কে অবহিত হচ্ছেন। প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী দ্ব্যর্থহীন ভাষায় এই বিপদের উল্লেখ করেছেন এবং একে প্রতিহত করার জন্য সংগ্রামের ডাক দিয়েছেন। কংগ্রেসের সভাপতি পুনঃপুনঃ ঘোষণা করছেন যে, দেশের গণতন্ত্রকে ধ্বংসের উদ্দেশ্যে জয়প্রকাশ নারায়ণ ও প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিরা যে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছে তার উপযুক্ত জবাব দেওয়া হবে।

তবে কংগ্রেস পার্টিকে একথা বুঝতে হবে যে, জে-পি পরিচালিত প্রতি-বিপ্লবের শক্তিকে শুধুমাত্র কথা দ্বারা পরাস্ত করা যাবে না। মনে রাখতে হবে যে, জনগণের অবর্ণনীয় দুর্দশার দরুন সৃষ্ট অসন্তোষকে জে-পি ব্যবহার করছে এবং বাগাড়ম্বর প্রচারের দ্বারা জনগণকে বিপথে পরিচালিত করছে।

জনসাধারণের সাহায্যার্থে কংগ্রেস সরকারের প্রতিশ্রুতিগুলিকে দ্রুত কার্যকর করতে হবে। স্বরচিত কার্যসূচী সরকার যাতে রূপায়িত করে তদুদ্দেশ্যে পরিচালিত অন্যান্য বাম ও গণতান্ত্রিক দলের আন্দোলনের সঙ্গে কংগ্রেসসেবীদেরও যুক্ত হতে হবে। প্রতি-বিপ্লবী আন্দোলনকে পরাস্ত করার এটাই হল একমাত্র উপায়। নির্দিষ্ট ঠিক ঐ উদ্দেশ্যেই সি পি আই সঙ্গতিপূর্ণ সংগ্রাম করে যাচ্ছে।

এ সময়ের একটা গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হল এই যে আমাদের দেশের জনগণ বাঁ দিকে ঘুরেছে। কংগ্রেস শাসন কতৃক দুঃখের বোঝা চাপিয়ে দেওয়া সত্ত্বেও আমাদের জনগণের মেহনতী অংশগুলি প্রতিক্রিয়ার বিপদ সম্পর্কে অবহিত হচ্ছে; কারণ তারা দেখছে যে, তাদের যাবতীয় শত্রু—একচেটে পুঁজি, ভূস্বামী ও কালোবাজারীরা—জে-পি'র নেতৃত্বে জড়ো হচ্ছে। একথা ঠিক যে, মধ্যবর্গীয়দের বিরাট অংশ ও সচ্ছল কৃষকদেরও একাংশ, কংগ্রেসী কুশাসনের বিরুদ্ধে ক্রোধবশত, জে-পি'র বাগাড়ম্বরে সাময়িকভাবে বিভ্রান্ত হচ্ছে। কিন্তু নিজেদের দাবি নিয়ে জনগণের ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের দ্বারা এবং প্রতিক্রিয়ার বাগাড়ম্বরের মুখোস খোলার দ্বারা তাদেরও পুনরায় জয় করে আনা যায়।

আর একটা উপাদান হল, আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি আমাদের খুবই অনুকূলে। বিশ্ব পুঁজিবাদী ব্যবস্থা আজ প্রতিকারহীন সংকটে জড়িয়ে পড়েছে, যখন শক্তিশালী সোভিয়েত ইউনিয়নের নেতৃত্বে বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা ক্রমান্বয়ে বেশি শক্তি অর্জন করছে। এখানে সেখানে কিছু পশ্চাদ্‌গতি সত্ত্বেও শান্তি, গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের বিশ্বব্যাপী শক্তিসমূহ সার্থকভাবে অগ্রসর হচ্ছে—পক্ষান্তরে, সাম্রাজ্যবাদ ও বিশ্ব প্রতিক্রিয়ার শক্তিগুলি পিছু হঠতে বাধ্য হচ্ছে।

একটি নেতিবাচক উপাদান

অত্যন্ত জটিল ও নিষ্পত্তিমূলক এরূপ পরিস্থিতির মধ্যে একটা ভয়ংকর নেতিবাচক উপাদান হল শাসক কংগ্রেস দলের প্রতি অন্ধ ঘৃণার বশবর্তী হয়ে সোশ্যালিস্ট পার্টি, সি পি এম প্রভৃতি কয়েকটি বামপন্থী দলের প্রতিক্রিয়ার সঙ্গে জোটবন্ধনের সুবিধাবাদী ভূমিকা গ্রহণ।

প্রতিক্রিয়ার সঙ্গে জোটবন্ধনের খোলাখুলি সুবিধাবাদী নীতি গ্রহণ করায় সোশ্যালিস্ট পার্টির মধ্যে ইতোমধ্যেই একটা ভাঙন সৃষ্টি হয়েছে। একাংশ ভারতীয় লোকদলে যোগ দিয়েছে—যে দলটি প্রতিক্রিয়াশীলদের অন্যতম পার্টি। অপর অংশ সোশ্যালিস্ট পার্টির নামে চললেও প্রতিক্রিয়ার শিবিরে রয়েছে। ভবিষ্যতে সেই অংশকেও দক্ষিণপন্থী শক্তিগুলি সম্পূর্ণ গ্রাস করে নিলে তাতে বিস্ময়ের কিছু থাকবে না।

যদিও সি পি এম নেতৃত্ব স্বাতন্ত্র্যের একটা আবডাল এখনো রাখছে, তবু বাস্তবসমস্ত ক্রিয়াকলাপে তারা জে-পি'র প্রতি-বিপ্লবী আন্দোলনের অংশ হয়েছে। ওখানে প্রতিক্রিয়ার দলগুলিও রয়েছে এই অজুহাতে সি পি এম নেতৃত্ব জে-পি'র আন্দোলনে যোগ দেয় নি বটে, কিন্তু ওদের প্রতিক্রিয়াশীল উদ্দেশ্যের প্রতি সমর্থন ঘোষণা করে সমলক্ষ্যসম্পন্ন আন্দোলন সৃষ্টি করছে। পার্লামেন্টের ভেতরে সি পি এম নেতৃত্ব জনসংঘ ও অন্যান্য প্রতিক্রিয়াশীল দলের সঙ্গে যুক্তভাবে কাজ করছে।

নিজেদের বিশ্বাসঘাতকতার যুক্তি হিসেবে কোনো কোনো সি পি এম নেতা সবেগে এই তত্ত্ব ঝাড়ছেন যে আমাদের দেশে ফ্যাসিবাদের বিপদ ইন্দিরা গান্ধীর নিকট থেকেই আসছে। কংগ্রেসের প্রতি তাদের অন্ধ বিদ্বেষই জে-পি পরিচালিত প্রতি-বিপ্লবী আন্দোলনের শিবিরে তাদের টেনে নিচ্ছে। "সার্বিক বিপ্লব", "পার্টিহীন গণতন্ত্র", "দুর্নীতির নির্মূলকরণ", "দারিদ্র্য ও বেকারি দূর করো" প্রভৃতি যে বাগাড়ম্বরী আওয়াজগুলি জে-পি উচ্চারণ করছেন তা ফ্যাসিজমের ভারতীয় সংস্করণ ব্যতীত আর কিছুই নয়।

আমাদের দেশে বর্তমানে যে রাজনৈতিক কাঠামো রয়েছে, তা তার যাবতীয় অন্তর্নিহিত দ্বন্দ্ব ও সীমাবদ্ধতা সমেত বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক চরিত্রসম্পন্ন। কিন্তু জয়প্রকাশ

নারায়ণের পিছনে যে কালো শক্তিগুলি জমেছে তারা, গণতন্ত্রের প্রতি আনুগত্যের শপথ ঘোষণা করলেও আসলে বুর্জোয়া ও ভূস্বামীদের চরম প্রতিক্রিয়াশীল অংশের একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য প্রতি-বিপ্লব ঘটাবার চেষ্টা করছে।

বুর্জোয়া গণতন্ত্র ও প্রতি-বিপ্লবী একনায়কত্ব এই দুয়ের পার্থক্য যারা বুঝতে অক্ষম তাদের মুখে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের কথা মানায় না। আমাদের দেশে প্রতি-বিপ্লবী একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠার পথ সুগম করার ভূমিকা যারা নিচ্ছে, ইতিহাস কখনোই তাদের ক্ষমা করবে না।

সি পি এম নেতৃত্ব যে-রকমটি চাইছেন ঐরূপ তৃতীয় একটা বিকল্প কোনো বামপন্থী দলের কাছেই খোলা নেই। ঐ আওয়াজ নিছক আত্মপ্রবঞ্চনা। বিকল্প হল—কংগ্রেসের প্রগতিশীল অংশ সমেত সকল বাম ও গণতান্ত্রিক শক্তির ঐক্য যা আমাদের পার্টি বলছে, অপরদিকে জয়প্রকাশ নারায়ণের পরিচালনাধীন প্রতিক্রিয়াশীল ও জাত্যভিমানী শক্তিগুলির সঙ্গে মেশা।

ঘটনা যত বিকাশ লাভ করবে এবং প্রতি-বিপ্লবের কুৎসিত চেহারা যত স্পষ্ট হবে ততই সি পি এম ও সোশ্যালিস্ট পার্টির সুস্থ অংশগুলিকে বামপন্থী সুবিধাবাদের পথ ছেড়ে আসতে হবে।

সি পি এম সদস্য ও তাদের প্রভাবিত জনগণের উপর আমাদের দশম পার্টি কংগ্রেসের প্রভাব বেশ ভালোভাবেই পড়েছে। সেজন্যই ঐ পার্টির নেতারা মরিয়া হয়ে উঠেছেন এবং সি পি আই-র বিরুদ্ধে উন্মাদ কুৎসা ছড়াবার পুস্তক ও ইস্তাহার নিয়ে ঐ প্রভাবকে প্রতিহত করার চেষ্টা করছেন। কিন্তু সি পি এম ও সোশ্যালিস্ট পার্টির কর্মীরা ও তাদের প্রভাবিত জনগণ নিশ্চয়ই তাদের নেতৃত্বকে বাধ্য করবে যাতে তাঁরা ঐ বিপজ্জনক পথ থেকে সরে আসেন এবং প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে সংগ্রামে যোগ দেন।

পার্টি কংগ্রেসের উদাত্ত আহ্বান

অত্যন্ত জটিল ও নিষ্পত্তিমূলক এইরূপ পরিস্থিতির মধ্যে আমাদের পার্টির দশম কংগ্রেস এই উদাত্ত আহ্বান দিয়েছে যে, জনগণের চরম দুর্দশার বিরুদ্ধে সংগ্রামকে গণতন্ত্র, ঐক্য ও জাতীয় সংহতির অভিমুখে এবং জনগণের আশু দাবিসমূহ মেটাবার খাতে পরিচালিত করে প্রতিক্রিয়া ও সাম্রাজ্যবাদের চক্রান্তকে পরাস্ত করতে হবে।

পার্টির সদস্যদের কাছে পার্টি কংগ্রেসের আহ্বান হল, কংগ্রেসের প্রগতিশীল অংশ সমেত সকল বাম ও গণতান্ত্রিক শক্তির ঐক্যের জন্য নিরবচ্ছিন্ন কাজে কোনো বিপত্তিকে গ্রাহ্য করা নয়, যাতে প্রতিক্রিয়া ও সাম্রাজ্যবাদকে পরাস্ত করে পূর্ণ বিকশিত গণতন্ত্রের পথে—যা সমাজতন্ত্রের পথে ও দেশকে পরিচালিত করে সেদিকে অগ্রসর হওয়া যায়।

পার্টি কংগ্রেস বলেছে, প্রতিক্রিয়ার শক্তির এবং বাম ও গণতান্ত্রিক শক্তির সংঘাত ভারতের বিকাশ কোন পথে এই প্রধান প্রশ্নকে অবলম্বন করেই সংঘটিত হবে। পার্টি কংগ্রেসে জোর দিয়েই বলা হয়েছে যে, আমাদের জাতীয় জীবনের সর্বক্ষেত্রে যে-সংকট পরিব্যাপ্ত হয়েছে তা উপস্থিত মতো একটা ব্যবস্থার দ্বারা কিংবা তাপ্পিমারা সংস্কারের দ্বারা দূর করা যাবে না। মৌলিক সামাজিক-অর্থনৈতিক পরিবর্তনের দ্বারাই তার মীমাংসা সম্ভব। সেগুলো হল : ৭৫টা একচেটে পুঁজির পরিবারের জাতীয়করণ, সাম্রাজ্যবাদী পুঁজির অধিগ্রহণ, বিশ্ব পুঁজিবাদী শ্রমবিভাগ থেকে আমাদের দেশকে সরিয়ে আনা, সোভিয়েত ইউনিয়ন ও অন্যান্য মিত্র সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির সঙ্গে আরও ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপন, জমিদারী বিলোপ, প্রকৃত চাষীর হাতে জমি অর্পণ এবং রাষ্ট্রের কাঠামোতে মৌলিক গণতান্ত্রিক পরিবর্তন সাধন।

পার্টি কংগ্রেস থেকে শান্তি, গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের বিশ্ব শক্তিসমূহকে বলিষ্ঠ করার জন্য, উত্তেজনা প্রশমনের প্রক্রিয়াকে অপরিবর্তনীয় রাখার জন্য, ভারত মহাসাগর থেকে মার্কিন যুদ্ধঘাঁটি অপসারণের ও এই অঞ্চলকে শান্তির এলাকা করার জন্য এবং ক্রমে ক্রমে এশিয়ার যৌথ নিরাপত্তা চুক্তি সম্পাদনের জন্য নিনাদ ঘোষণা করা হয়েছে। সোভিয়েত ইউনিয়ন ও অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশের সঙ্গে আমাদের দেশের যেসব চুক্তি হয়েছে সেগুলিকে কার্যে পরিণত করার জন্য এবং তাদের সঙ্গে আমাদের মৈত্রীর বন্ধন দৃঢ় করার জন্য ভারতের কমিউনিস্টরা জনগণকে সমবেত করবে। আমাদের দেশ যে-ভয়ঙ্কর সমস্যাগুলির সম্মুখীন তার সমাধানের এবং দেশকে অগ্রসর করে নেবার জন্য ঐসব চুক্তি আমাদের অনেকখানি পথ তৈরি করে দেবে।

জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবের ঐসব রণধ্বনিগুলি জনগণের মধ্যে প্রচারের জন্য পার্টি শাখাগুলিকে ডাক দেবার সঙ্গে সঙ্গে দশম পার্টি কংগ্রেস জনগণকে এখনই আন্দোলনে ও সংগ্রামে এবং গণতান্ত্রিক অগ্রগতির দ্বারোন্মোচনে সমবেত করার জন্য একটা আশু প্রয়োজনীয় নিম্নতম কার্যসূচী রচনা করেছে।

বাম ও গণতান্ত্রিক সরকারের পরিপ্রেক্ষিত

বিভিন্ন রাজ্যে এবং কেন্দ্রে গণতান্ত্রিক সরকারের রূপ কি হবে সে বিষয়ে দশম পার্টি কংগ্রেস জনগণের সামনে একটা পরিপ্রেক্ষিত তুলে ধরেছে—যা আমাদের পার্টির একজন প্রধান নেতা সি অচ্যুত মেননের নেতৃত্বে চালিত কেরালা যুক্তফ্রন্ট সরকারের সমৃদ্ধ ও প্রেরণাদায়ক অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে তৈরি করা হয়েছে।

ভারতবর্ষ ৬০ কোটি মানুষ অধ্যুষিত, অনেকগুলি উন্নত জাতিগোষ্ঠীর, বৃহদাকার উপজাতির, বহু জনসংখ্যা-বিশিষ্ট পৃথিবীর সকল প্রকার ধর্মাবলম্বীদের এক বিরাট দেশ। বৈচিত্র্যের মধ্যে একতাই আমাদের জাতীয় বৈশিষ্ট্য।

অনেকগুলি রাজ্য সরকার ও কেন্দ্রীয় সরকারকে নিয়ে আমাদের রাষ্ট্রশক্তির কাঠামো সবিশেষ জটিল। সেজন্যই বাম ও গণতান্ত্রিক শক্তিসমূহের অগ্রগতি এবং বিভিন্ন রাজ্যে ও কেন্দ্রে বাম ও গণতান্ত্রিক শক্তির ঐক্যের সরকার প্রতিষ্ঠা একটা জটিল প্রক্রিয়া।

পার্টি কংগ্রেসের প্রস্তাবে বলা হয়েছে : "একথা স্বতঃসিদ্ধ যে, যতদিন না কংগ্রেস অনুগামী ব্যাপক জনতা ও বাম ও গণতান্ত্রিক কংগ্রেসসেবীরা নিজেদের অভিজ্ঞতা দ্বারা ঐরূপ একটা সরকারের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে ধারণায় পৌঁছান, ততদিন কেন্দ্রে বাম ও গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না।" প্রস্তাবে আরও বলা হয়েছে : "ঐরূপ একটা পরিস্থিতি আনয়নের জন্য রাজনৈতিক ও গণসংগ্রামগুলিকে ওভাবে ঘুরাবার দায়িত্ব এবং শক্তি সমাবেশের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন আনার দায়িত্ব পার্টিকে পালন করতে হবে। রাস্তা সংক্ষেপ করে কিংবা পার্লামেন্টারী কৌশলের দ্বারা ঐ কর্তব্য সম্পন্ন করা সম্ভব নয়।

কংগ্রেস-বিরোধিতার মাধ্যমেও তা সম্ভব নয়, কারণ তা শুধু গণতান্ত্রিক জনগণকে বিভক্ত করবে।

"উপরোক্ত পরিপ্রেক্ষিত রূপায়ণের আর একটা কর্তব্য হল বর্তমান সরকারের গণতন্ত্র-বিরোধী ও জন-বিরোধী নীতিগুলির বিরুদ্ধে পার্টি দৃঢ় সংগ্রাম চালাবে, আবার দক্ষিণপন্থী শক্তিসমূহের সমাবেশ তা যে কোনো আকৃতি ধরে আসুক তারা এই সরকারকে বদলে গদিনসীন হতে চাইলে পার্টি তাদের প্রয়াসের বিরুদ্ধে লড়বে। বর্তমান সরকারকে ডান দিকে ঘোরাতে চাইলে পার্টি তার বিরুদ্ধেও সংগ্রাম করবে। জনগণের অর্জিত গণতান্ত্রিক অধিকার-সমূহ রক্ষার জন্য এবং সরকারের নীতি বাঁ দিকে ঘুরাবার জন্যও পার্টি লড়াই চালিয়ে যাবে....।"

বিভিন্ন রাজ্যে বাম ও গণতান্ত্রিক সরকার সম্পর্কে রাজনৈতিক প্রস্তাবে বলা হয়েছে : "... কোনো রাজ্যে যখন ঐরূপ পরিস্থিতি পরিপক্ব হয়ে উঠবে এবং প্রকৃত সম্ভাবনা সৃষ্টি হবে তখন পার্টি এমন একটা সরকার গঠনের জন্য চাপ সৃষ্টি করবে যার মধ্যে বামপন্থী ও প্রগতিশীল কংগ্রেসসেবী, সি পি আই এবং যৌথভাবে স্বীকৃত কার্য-সূচী রূপায়ণে প্রস্তুত অন্যান্য বামপন্থী ও গণতন্ত্রী দল থাকবে। অচ্যুত মেনন পরিচালিত বর্তমানের কেরালা সরকার, যা ইতোমধ্যেই অনেক বড় বড় সাফল্য অর্জন করেছে, সেটাই হল বিভিন্ন রাজ্যে ঐরূপ সরকারের সর্বপ্রথম ও তাৎপর্যপূর্ণ দৃষ্টান্ত। এটা তখনই সম্ভব যখন বামপন্থী ও গণতন্ত্রী অংশ সেই রাজ্যের কংগ্রেসে প্রধান শক্তি হয়ে উঠবে, অথবা ঐ অংশ গুরুত্বপূর্ণ শক্তি হয়ে উঠবে এবং কংগ্রেসের ভেতরের ও বাইরের দক্ষিণপন্থীদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের মধ্য দিয়ে তারা আমাদের সঙ্গে ও বামপন্থী ও গণতন্ত্রীদের সঙ্গে যৌথভাবে স্বীকৃত একটা কার্যসূচী রূপায়ণের জন্য সরকার গঠনে প্রস্তুত হবে। তবে এই সমগ্র বিষয়টাকে কেবলমাত্র নির্বাচনের এবং নির্বাচনী বোঝাপড়ার দৃষ্টিতে দেখা চলবে না। রাজ্যগুলিতে ঐরূপ বিকাশের সংগ্রামকে গণ-আন্দোলনের আঙিনাতেই জয় করে আনতে হবে।"

জঙ্গী পার্টি সংগঠন গড়ার কাজ

আসন্ন জটিল ও ঝড়ঝঞ্ঝার দিনগুলিতে যেকোনো ধরনের পরিস্থিতি মোকাবেলা করতে সক্ষম এমন এক জঙ্গী পার্টি গড়ে তোলার কাজ চালিয়ে যাবার জন্য দশম কংগ্রেস পার্টির শাখাগুলিকে নির্দেশ দিয়েছে। দশম কংগ্রেস এই নির্দেশও দিয়েছে যে, শ্রমজীবী জনগণের মধ্যে শিকড়যুক্ত একটা গণ পার্টি গঠন করতে হবে, যার সুদৃঢ় ভিত্তি হতে হবে মার্কসবাদ-লেনিনবাদ ও প্রলেতারীয় আন্তর্জাতিকতা-বাদের সুমহান আদর্শ।

কংগ্রেস কর্তৃক গৃহীত পার্টি সংগঠন সংক্রান্ত রিপোর্টে পার্টি গঠনের ও গণসংগঠন বিস্তারের নির্দিষ্ট উপায়গুলি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। সেগুলি হল : রাজ্যগুলিতে যৌথ নেতৃত্বের টিম গঠন, সদস্যদের মতাদর্শ ও রাজনৈতিক মান উন্নয়নের জন্য পার্টি শিক্ষাব্যবস্থাকে বিস্তৃত করা, বিভিন্ন রাজ্যে স্থায়ী স্কুল সংগঠিত করে ক্যাডার প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা, এবং শক্তি-শালী গণসংগঠন গড়া। আমাদের পার্টি প্রতিষ্ঠার ৫০তম বার্ষিকী উপলক্ষে এবছরই, পূরণীয় কতগুলি সাংগঠনিক লক্ষ্য পার্টি কংগ্রেসে নির্দিষ্ট করা হয়েছে। পার্টির সদস্য-সংখ্যা ৫ লক্ষে তুলতে হবে ; ৫০ লক্ষ টাকার বিশেষ পার্টি তহবিল গড়ার জন্য অর্থ সংগ্রহ করতে হবে ; পার্টির সকল পত্র-পত্রিকার প্রচার ৫০ শতাংশ বাড়াতে হবে ; এবং সি পি আই পরিচালিত গণসংগঠনগুলির সদস্যসংখ্যার তাৎপর্য-পূর্ণ বৃদ্ধি করতে হবে।

দশম পার্টি কংগ্রেসে গৃহীত রাজনৈতিক প্রস্তাবে নির্দিষ্টকৃত আশু কার্যসূচীর ভিত্তিতে জনগণকে সমবেত করার জন্য আগামী দিনগুলিতে পার্টি কঠোর পরিশ্রম করবে। সরকারের জন-বিরোধী নীতিসমূহের বিরুদ্ধে জনগণের ধুমায়িত অসন্তোষকে নেতৃত্ব দেবার জন্য পার্টি যথাযোগ্য দায়িত্ব পালন করতে থাকবে। জমির সর্বোচ্চ সীমা সংক্রান্ত আইনগুলিকে কার্যকর করার জন্য, নিয়ন্ত্রিত দরে অত্যাবশ্যকীয় পণ্য সরবরাহ করার উপযুক্ত সরকারি দোকান প্রতিষ্ঠার জন্য, আমাদের স্বাধীনতা বিপন্নকারী মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের আগ্রাসী ক্রিয়াকলাপের বিরুদ্ধে ও ভারত মহাসাগরকে শান্তির অঞ্চল করার জন্য, এবং আমাদের দেশের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে ধ্বংসের উদ্দেশ্যে ও প্রগতি-শীল নীতিসমূহকে পাল্টাবার উদ্দেশ্যে জয়প্রকাশ নারায়ণ পরিচালিত প্রতি-বিপ্লবের আন্দোলনের বিরুদ্ধে আমরা দেশ-ব্যাপী আন্দোলন ও সংগ্রাম সংগঠিত করব।

প্রতিক্রিয়াশীলদের ও সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের সফল বিকাশের মাধ্যমে এবং ওদের চক্রান্তকে ব্যর্থ করেই আমাদের দেশকে বিপ্লবী গণতান্ত্রিক অগ্রগতির দিকে পরিচালনা করা যায়—যা শেষপর্যন্ত সমাজতন্ত্রের লক্ষ্যে পৌঁছাবে।

প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে সংগ্রাম কিছুতেই স্থিতাবস্থা বজায় রাখার জন্য নয়। এ শুধু রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ থাকবে না। এই ব্যাপক জনগণের আন্দোলন প্রতিক্রিয়া-শীলদের সামাজিক-অর্থনৈতিক ভিত্তির উপর অবশ্যই আঘাত হানবে, এবং যেমন শাসকদল কংগ্রেসের মধ্যে তেমনই সারা দেশে শক্তিবিন্যাসের নতুন অবস্থার সৃষ্টি করবে। এই প্রক্রিয়ায় সুবিধাবাদী বামপন্থী দলগুলিও অক্ষত থাকতে পারে না। ঐসব দলের সুস্থ অংশগুলি ও তাদের পরি-চালিত জনগণ বামপন্থী গণতান্ত্রিক শক্তির ঐক্যের স্রোতে যোগদানে বাধ্য হবে। ঐসব প্রক্রিয়াই আমাদের দেশের সামাজিক-অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে বদল করার এবং বিভিন্ন রাজ্যে ও কেন্দ্রে বাম ও গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠার পথ সুগম করতে থাকবে।

আমাদের দেশ ও সারা বিশ্বেই মোড় ঘোরার এক পরম মুহূর্তে ইতিহাস আমাদের পার্টির স্কন্ধে এক গুরু দায়িত্ব অর্পণ করেছে। বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলনের একটা বাহিনীরূপে সি পি আই সেই দায়িত্ব পালনের উপযুক্ত করে নিজেকে গড়বে।

আমাদের পার্টি প্রতিষ্ঠার ৫০তম বার্ষিকী উপলক্ষে, তার যাবতীয় বিপ্লবী ঐতিহ্য এবং হাজার হাজার শহীদের স্মৃতিতে অনুপ্রাণিত হয়ে আমরা এই শপথ নিচ্ছি যে, দশম কংগ্রেস কর্তৃক নির্দেশিত কর্তব্য সমাপনে আমরা কোনোরূপ স্বার্থত্যাগেই পিছপা হব না।

আমাদের কালের মার্কসবাদী-লেনিনবাদী পার্টি

আন্তর্জাতিক মতবিনিময়ের সমাপ্তি

পার্টি কার্যকলাপ সম্পর্কিত **ডব্লিউ এম আর** কমিশন আশা করেছে ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন পরিস্থিতিতে পার্টির বিকাশ সম্পর্কে কমিউনিস্টরা যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছে, আমাদের কালের মার্কসবাদী-লেনিনবাদী পার্টি সম্পর্কে মতামত বিনিময় সংগঠিত করে, তার সাধারণীকরণে সাহায্য হবে, যে-সমস্ত বৈশিষ্ট্য শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবী ক্রিয়াকলাপ পরিচালনা করতে এবং সমাজে তাদের ভূমিকা বাড়িয়ে তুলতে কমিউনিস্ট পার্টিগুলিকে সক্ষম করে তোলে সেগুলিকে পৃথক করে নেওয়া সহজ হবে। আলোচনা চলাকালে যে ১২টি নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে তাতে তত্ত্বগত বিশ্লেষণের সাথে পার্টিগুলির নির্দিষ্ট অভিজ্ঞতার সাযুজ্য ঘটানো হয়েছে আর দেখানো হয়েছে কিভাবে পার্টি বিকাশ সংক্রান্ত মার্কসবাদী-লেনিনবাদী মতাদর্শ বাস্তবে প্রযুক্ত হয়, তার সম্প্রসারণ ঘটে এবং তা সমৃদ্ধিশালী হয়ে ওঠে।

"বৈপ্লবিক ক্রিয়ার সংগঠক" (এ সোকোলেভ, ইউ এস এস আর), "সমাজ সুদৃঢ়করণ ও রূপান্তরকরণের শক্তি" (এ দোবিয়েসজিউসকি, পোল্যান্ড), এবং "বৈপ্লবিক নীতিসমূহের প্রতি বিশ্বস্ততা" (ও সান্‌চেজ, গুয়াতেমালা) শীর্ষক নিবন্ধগুলি, বৈপ্লবিক কাজকর্ম পরিচালনা করার পার্টির অন্তর্নিহিত বৈশিষ্ট্যগুলি বিশ্লেষণ করেছে এবং পার্টি বিকাশের ক্ষেত্রে শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনে অনিবার্যভাবে যে শোধনবাদী প্রবণতাগুলি প্রতিফলিত হয় তার সমালোচনা করেছে। "শ্রমিকশ্রেণীর অগ্রবাহিনী, জনতার সংগঠক" (আর ইস্‌কারো আর্জেন্টিনা), "শ্রমিকশ্রেণীর অগ্রবাহিনী এবং সমাজবিকাশের গতিবিজ্ঞান" (এইচ উল্‌ফ্‌, জি ডি আর), এবং "পরিস্থিতি ও কমিউনিস্ট প্রত্যয়ের শক্তি" (এল্‌ সান্‌চেজ, নিকারাগুয়া), শীর্ষক নিবন্ধগুলি পার্টি-শ্রেণী-জনতা সংক্রান্ত সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের গাস্‌ হল্‌-এর লেখা "সৃজনশীলতায় মার্কসবাদ-লেনিনবাদ" ডেনমার্কের ইব্‌ নোরল্যান্ড-এর লেখা "নতুন পথের সন্ধানে বিশ্বস্ততা", বৃটেনের বি ম্যাথুজ-এর লেখা "সংগ্রামের পথ সম্পর্কে যে তত্ত্ব আলোকসম্পাত করে", শীর্ষক রচনাগুলিতে পার্টিসমূহের মতাদর্শগত সহায়সম্পদ, তত্ত্বগত ক্রিয়াকলাপ, এবং জনতার মধ্যে সমাজতান্ত্রিক চেতনার উন্নতিসাধনের বিষয় আলোচনা করা হয়েছে। "অগ্রদূত" (টি ভারেলা, কলোম্বিয়া) এবং "পার্টির নিউক্লিয়স প্রাথমিক ইউনিটই হল পার্টির কাজের ভিত্তি" (এম্‌ পারেদজ্‌, হণ্ডুরাস)-এ পার্টির বুনিয়াদী সাংগঠনিক নীতি এবং বৈপ্লবিক সংগ্রামের বাস্তব পরিস্থিতিতে তার সৃজনশীল প্রয়োগের বিশ্লেষণ করা হয়েছে। কে এইচ স্ক্রোডার-এর নিবন্ধ, "আন্তর্জাতিকতাবাদীদের সংগঠন" (এফ আর জি)-এ, একটি পার্টির ক্রিয়াকলাপে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দ্বান্দ্বিকতা এবং আন্তর্জাতিকতাবাদের বর্তমান নিরিখের বিষয় আলোচিত হয়েছে। অন্যান্য বহু নিবন্ধেও এই বিষয়টি প্রাধান্য পেয়েছে।

আমাদের পাঠকমহলে এই আলোচনা সাড়া জাগিয়েছে। আমাদের কালের মার্কসবাদী-লেনিনবাদী পার্টির নির্ধারক বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণে অবদান রাখার বিষয়ে অভিপ্রায়ের অভিব্যক্তি হচ্ছে সম্পাদকের কাছে লেখা চিঠিপত্রগুলি। ইউ এস এস আর-এর সাভেৎস্কা পার্টিগুলির মৌলিক বৈশিষ্ট্য হিসাবে তাদের গণ-চরিত্র, বর্তমান পার্টি ক্যাডারদের দক্ষতা, এবং জাতীয় বিকাশের মৌলিক লক্ষ্যগুলি পূরণ করার দায়িত্ব পালনের জন্য কমিউনিস্টদের ক্ষমতা সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। তিয়ারগার্তেন-সুদ পার্টি গ্রুপের তরফ থেকে পশ্চিম বার্লিনের ডব্লিউ নেৎজ্‌জার স্বাক্ষরিত চিঠিতে স্বেচ্ছামূলক পার্টি সদস্যপদ নীতি এবং শৃঙ্খলার প্রতি আনুগত্য সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। বুলগেরিয়ার আই বান্‌দোভ, মার্কসবাদী-লেনিনবাদী পার্টির অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য হিসেবে প্রগতিশীল সাম্যবাদী শ্রমিকশ্রেণীর নৈতিকতার বাহক পার্টি সদস্যদের উন্নত নৈতিক গুণাবলীর তালিকা করেছেন। সংগ্রামের কোনো একটা রূপ নিয়ে বাড়াবাড়ি না করে সংগ্রামের বিভিন্ন রূপ প্রয়োগ দক্ষতার জন্য, গ্রীসের এন্‌ শিমাকিওতিস্‌, কমিউনিস্ট পার্টিগুলির তারিফ করেছেন।

ওয়ার্ল্ড মার্কসিস্ট রিভিউ-এর সাথে সম্পর্কিত কমিউনিস্ট ও ওয়ার্কার্স পার্টিসমূহের বহু প্রতিনিধির কাছে নিম্নলিখিত প্রশ্নটির জবাব দেবার জন্য কমিশন অনুরোধ জানিয়েছে : আমাদের কালের মার্কসবাদী-লেনিনবাদী পার্টি-সংক্রান্ত মতামত বিনিময় বিষয়ে আপনি কি আরো কিছু যোগ করতে ইচ্ছে করেন।

প্যাভেল অএর্‌স্‌পার্জ-চেকোশ্লোভাকিয়ার কমিউনিস্ট পার্টি

একথা মনে করা ভুল হবে না যে আমাদের কালের মার্কসবাদী-লেনিনবাদী পার্টির প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি, পূর্ববর্তী সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক কাঠামোর তুলনায় মূলগতভাবে নতুন নীতির ভিত্তিতে গঠিত লেনিনের বলশেভিক পার্টির বিকাশকালে রূপ পেয়েছে। চেকোশ্লোভাকিয়ার কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস পরিষ্কারভাবে দেখিয়ে দেয়, সাফল্য অথবা ব্যর্থতা, জয়লাভ অথবা পরাজয় নির্ভর করে কতটা অবিচলভাবে পার্টি বিকাশের লেনিনবাদী নীতি এবং পার্টি জীবনের আদর্শকে কার্যকর করা হয়, তার ওপরে।

লেনিনবাদী লাইন ধরে বিশের দশক থেকে আমাদের

ডব্লিউ এম আর—১৯৭৪ সালের ২, ৪, ৬, ৭, ৯, ১০, ১১, ১২ এবং ১৯৭৫ সালের ২ এবং ৪ সংখ্যায় দ্রষ্টব্য।

পার্টির বিকাশ শুরু হয়েছে। চেকোশ্লোভাকিয়ার কমিউনিস্ট পার্টির চতুর্দশ কংগ্রেসে গুস্তাভ হুসাক বলেছেন, "বিপ্লবী শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলন এটা বুঝেছে যে বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে এবং শোষণের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে জয়লাভ করতে গেলে শ্রমিকশ্রেণীকে নিশ্চিতভাবে রাজনৈতিকভাবে, মতাদর্শগতভাবে, সাংগঠনিকভাবে সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক সংস্কারবাদ প্রত্যাখ্যান করতে হবে এবং রুশ বলশেভিকদের মতো এক নতুন-ধাঁচের বিপ্লবী পার্টি তৈরি করতে হবে।" ক্লিমেণ্ট গটওয়াল্ড যখন নেতৃত্ব গ্রহণ করেন, তখন ১৯২৯ সালে এই প্রক্রিয়ার চূড়ান্ত রূপ আমাদের পার্টির ইতিহাসে গুণগতভাবে এক নতুন স্তর সূচিত করে। ১৯২৯-৩৩-এর অর্থনৈতিক সংকট এবং নাৎসি বিপদের মুখে, ও লজ্জাকর মিউনিখ চুক্তির প্রতিবাদ করার মধ্য দিয়ে চেকোশ্লোভাকিয়ার কমিউনিস্ট পার্টি শ্রমজীবী জনসাধারণের প্রকৃত অগ্রবাহিনীতে পরিণত হয়। জার্মান ফ্যাসিবাদ-বিরোধী জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে (চেকোশ্লোভাকিয়ার কমিউনিস্ট পার্টির প্রায় প্রতিটি দ্বিতীয় সদস্য এই সংগ্রামে প্রাণ বিসর্জন দেন)। ১৯৪৫—৪৮-এর রাজনৈতিক ও শ্রেণীসংগ্রামে এবং সমাজতান্ত্রিক সমাজ গঠনের কালেও পার্টি তার উদ্দেশ্য প্রশংসনীয়ভাবে সমাধা করেছে।

আমাদের অভিজ্ঞতা এটাও প্রমাণ করেছে যে লেনিনবাদী কাঠামোগত নীতি এবং ক্রিয়াকলাপ সংক্রান্ত নীতি থেকে প্রতিটি বিচ্যুতি জনগণের মধ্যে পার্টির প্রভাব কমিয়ে আনে। ১৯৬৮ সালের পূর্ববর্তী পর্যায়ে পার্টিজীবনের লেনিনীয় আদর্শ, গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতা ও আন্তঃপার্টি গণতন্ত্রের বিষয়গত বিচ্যুতি ঘটেছে। ১৯৬৮ এবং ১৯৬৯ সালের সংকটময় বছরগুলিতে দক্ষিণপন্থী ও সংস্কারবাদীরা এরই সুযোগ নিয়েছিল, এবং পার্টির মধ্যে সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক পার্টির কাঠামোগত নীতির স্পষ্ট অনুরূপ প্রবণতা চালু হয়েছিল। সোশ্যালিস্ট ইণ্টারন্যাশনালের দলিলগুলি থেকে "গণতান্ত্রিক সমাজবাদ"-এর সংস্কারবাদী মডেলটি আগাগোড়া নেওয়া হয়েছিল। ১৯৬৯ সালের এপ্রিল মাসের পরে, গুস্তাভ হুসাক যখন চেকোশ্লোভাকিয়ার কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির প্রথম সম্পাদক নির্বাচিত হন এবং পার্টি নেতৃত্বে আমূল পরিবর্তন ঘটে, তার পরের মাসে অনুষ্ঠিত কেন্দ্রীয় কমিটির সভা মার্কসবাদী-লেনিনবাদী নীতি এবং পার্টি-বিকাশ ও পার্টি জীবনের লেনিনীয় নীতির ভিত্তিতে পার্টির ঐক্য ফিরিয়ে আনার প্রধান কর্তব্য নির্ধারণ করে। এ কাজ সমাধা করা হয়েছে।

আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, আমাদের মনে রাখা প্রয়োজন যে, আমাদের কালের মার্কসবাদী-লেনিনবাদী পার্টির বিশেষ লক্ষণগুলি পরস্পরযুক্ত। পার্টির পক্ষে সংগঠন বা আন্তর্জাতিকতাবাদের মতো মৌলিক বৈশিষ্ট্যগুলি অস্বীকার করা অথবা তত্ত্বগত বিকাশ ছাড়া শ্রমিকশ্রেণীর যথার্থ দক্ষ অগ্রবাহিনীর ধারণা অচিন্তনীয়। আমি এটা উল্লেখ করছি কারণ সমস্ত রকমের সুবিধাবাদীরা আমাদের কখনো একপায়ে বা কখনো অন্য পায়ে খুঁড়িয়ে চলার "পরামর্শ" দিয়ে চলেছেন। তা সত্ত্বেও কোনো বৈশিষ্ট্যকেই মূর্ত বাস্তব থেকে, প্রত্যেকটি নতুন স্তরে শ্রমিকশ্রেণীর সংগ্রামের পরিস্থিতি ও বৈষয়িক অবস্থা থেকে বিচ্ছিন্নভাবে পরখ করা চলে না। পার্টি হচ্ছে একটা সজীব ও বিকাশমান গঠনবিশেষ। পার্টি সংগঠনের মৌলিক ধারণাটি বজায় থাকলেও, পার্টি অবিরত নতুন নতুন বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলী অর্জন করে। এসব গুণ ও বৈশিষ্ট্য আমাদের কালের গতিশীল অবস্থায়, শ্রমিকশ্রেণী, শ্রমজীবী জনতার বৈপ্লবিক ও রূপান্তরশীল ক্রিয়াকলাপে পার্টিকে সক্ষম করে তোলে।

প্রত্যেকটি আন্তর্জাতিক এবং অন্তর্দেশীয় ক্ষেত্রে প্রতিটি ঘটনার মূর্ত ও বিশদ বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের মধ্যেই পার্টির ক্রিয়াকলাপের ভিত্তি নিহিত। বর্তমান পরিস্থিতিতে, মতাদর্শগত ঐক্য, সমাজ বিকাশের প্রতি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং মূর্ত সমাধান নিরূপণ ও তার সামঞ্জস্যপূর্ণ প্রয়োগের ওপরে আমরা বিশেষ তাৎপর্য আরোপ করে থাকি। ১৯৭৪ সালের নভেম্বরে, চেকোশ্লোভাকিয়ার কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সভা গুরুত্বসহকারে বলেছে যে উন্নত সমাজতান্ত্রিক সমাজের গঠনপর্বে, পার্টি কার্যকলাপের ক্ষেত্রে সামাজিক প্রক্রিয়াগুলির নিরবচ্ছিন্ন বিশ্লেষণ, নির্দিষ্ট কর্তব্য নির্ধারণ আর তার সামঞ্জস্যপূর্ণ পরিপূর্তি পূর্বাপেক্ষা অধিকতর লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হয়ে উঠবে।

শেষত, কিছু কিছু আলোচনামূলক নিবন্ধ প্রতিফলিত একটি চিন্তাধারার প্রাসঙ্গিকতার ওপরে জোর দিতে চাই: তা হচ্ছে, কমিউনিস্ট ও ওয়ার্কার্স পার্টিগুলির অগ্রবাহিনীর ভূমিকা বাড়িয়ে তোলার গুরুত্ব এবং ব্যাপক গণতান্ত্রিক ফ্রণ্ট ও মৈত্রীতে অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে তাদের শ্রেণী অবস্থানের হীনাবস্থা রোধ করা। আমাদের পার্টির অভিজ্ঞতা, বিশেষভাবে ১৯৪৫—৪৮ সালের অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায়, প্রগতিশীল ও গণতান্ত্রিক শক্তির ঐক্য ও কার্যকারিতা, নতুন নতুন সাফল্য এবং বিপ্লবী সমাজতান্ত্রিক পুনর্গঠনের জন্য এটা কতখানি গুরুত্বপূর্ণ।

ইদ্রিস কক্স, গ্রেট ব্রিটেনের কমিউনিস্ট পার্টি

প্রথম নিবন্ধটির পাঁচটি প্রধান প্রসঙ্গের মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ ও অত্যাবশ্যক দিক হচ্ছে প্রলেতারীয় আন্তর্জাতিকতাবাদ। বহু কমিউনিস্ট নেতাই, পত্রিকাটিতে এই প্রসঙ্গটি নিয়ে আলোচনা করেছেন। কিন্তু আমি আন্তর্জাতিক সংহতির গুরুত্বের ওপরে আরো বেশি জোর দিতে চাই।

১৯২০ সালে "রাশিয়া থেকে হাত উঠাও" শীর্ষক বিরাট অভিযানের মধ্য দিয়ে ব্রিটেনে কমিউনিস্ট পার্টির জন্ম হয়। এই অভিযানে সামগ্রিকভাবে শ্রমিক ও প্রগতিশীল আন্দোলনের পার্টি গভীরভাবে জড়িত হয়। নতুন রাশিয়ার বিরুদ্ধে প্রতিবিপ্লবের প্রয়াসকে আরো বেশি জোরদার করার জন্য ব্রিটেনের প্রতিক্রিয়াশীল সাম্রাজ্যবাদী সরকারের পরিকল্পনার বিরুদ্ধে এই অভিযান পরিচালিত হয়। জনসাধারণের এই চাপ এই পরিকল্পনা প্রত্যাহারে বাধ্য করে। যদিও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ (১৯৪১—৪৫ সালে দৃষ্টিভঙ্গির সাময়িক পরিবর্তন ব্যতীত) প্রথম শ্রমিক-কৃষক রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে এখনো পর্যন্ত মৌলিক বিরোধিতা বজায় রেখেছে।

৫৫ বছর আগে ব্রিটেনে কমিউনিস্ট পার্টি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার দিন থেকেই সোভিয়েত ইউনিয়নের সাথে সংহতি, উভয় দেশের জনগণের মধ্যে নিকটতর বন্ধুত্ব এবং শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের জন্য, পার্টি সদা-সর্বদাই প্রয়াস চালিয়ে এসেছে।

১৯৪৭ সাল পর্যন্ত এক-চতুর্থাংশ বিশ্বজুড়ে এক বিশাল সাম্রাজ্যের কেন্দ্র ছিল ব্রিটেন, এবং মিশর, ভারতবর্ষ, ইরাক, দক্ষিণ আফ্রিকা এবং ক্যারিবীয় উপসাগরের দেশ-

গুলির মুক্তি আন্দোলনের সাথে সংহতি গড়ে তোলার জন্য বৃটিশ কমিউনিস্টরা সক্রিয় ছিল। বৃটিশ কমিউনিস্টরা এটা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করত যে, এই সমস্ত দেশে, এবং ব্রিটেনেও, এই সংগ্রাম ছিল এক সাধারণ শত্রু—বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সাধারণ সংগ্রাম।

একই সাথে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কৃষ্ণাঙ্গ ও নিপীড়িত মানুষের দাবির সমর্থনে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রামে, গণতান্ত্রিক গ্রীসের জন্য স্বাধীন ও ঐক্যবদ্ধ সাইপ্রাসের জন্য এবং স্পেন ও পর্তুগালে ফ্যাসিবাদ অবসানের সংগ্রামে তারা সক্রিয় ছিল। এ সবই ব্রিটেনে শক্তিশালী সংহতিমূলক ক্রিয়াকলাপের সঞ্চার করেছে।

যা'হোক, প্রলেতারীয় আন্তর্জাতিকতা শুধুমাত্র অন্যান্য দেশের জনগণের সংগ্রামে কর্মক্ষেত্রে সংহতির বিষয়ই নয়, স্বদেশের ভূমিতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের বিষয়ও বটে। লেনিনের চিন্তাধারা স্মরণ করে, ১৯৬৯ সালে কমিউনিস্ট ও ওয়ার্কার্স পার্টিগুলির মস্কো অধিবেশনে বলা হয়েছে : "পুঁজিবাদী পরিস্থিতিতে সংগ্রামরত একটি কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষে সমাজতন্ত্র ও প্রলেতারীয় আন্তর্জাতিকতার স্বার্থে সর্বশ্রেষ্ঠ অবদান হচ্ছে শ্রমিকশ্রেণী ও তার মিত্রদের দ্বারা ক্ষমতাদখল।"(১)

এ ব্যাপারে ব্রিটেনে শুধুমাত্র অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেই নয়, রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও ক্রমবর্ধমান গণসংগ্রাম শ্রমিকশ্রেণী ও তার মিত্রদের আন্তর্জাতিক সংগ্রামে এক চূড়ান্ত উপাদান। টোরি অথবা লেবার যে কোনো সরকারই হোক না কেন, অধিকাংশ অর্থনৈতিক সংগ্রামই সেই সরকারের বিরোধিতায় রাজনৈতিক সংগ্রামের রূপ পরিগ্রহ করে। কমিউনিস্টরা এই ক্রমবর্ধমান গণসংগ্রামের পুরোভাগে, জাতীয় স্তরে এই সংগ্রাম অন্যান্য দেশের সংগ্রামের সাথে জড়িত হয়ে গেছে, আর এইভাবেই তা শ্রমিকশ্রেণী ও কমিউনিস্ট আন্দোলনের আন্তর্জাতিক ঐক্য বিকাশে সহায়তা করে থাকে।

লুইস্ পাদিল্লা, বলিভিয়ার কমিউনিস্ট পার্টি

রাষ্ট্রপতি ব্যানজার-এর ফ্যাসিবাদী শাসনব্যবস্থা কর্তৃক জেনারেল তোরেস-এর প্রগতিশীল সরকার উৎখাতের আগের এবং পরের ঘটনাবলী (আগস্ট ২১, ১৯৭১) আমাদের নীতি এবং শ্রমিকশ্রেণীর পার্টির মার্কসবাদী-লেনিনবাদী নীতিসমূহকেই অনুমোদন করে। এই নীতিগুলির মধ্যে রয়েছে যথার্থ পরিস্থিতির সাথে সংগতিপূর্ণ বিপ্লবী রণনীতির সাথে নমনীয় কৌশলের সমন্বয় এবং রাজনৈতিক ঘটনাবলীতে প্রায়শ খুবই অপ্রত্যাশিত এবং অভাবনীয় পরিবর্তনজনিত সমস্যার প্রতি বিশেষ দৃষ্টিপাত ও সমাধানে অনুমোদন।

ক্যু-দে-তা-র পরে বলিভিয়ার কমিউনিস্টদের ওপরে পাশবিক নির্যাতনের বোঝা চাপানো হয়। দীর্ঘমেয়াদী লক্ষ্যের প্রতি দৃষ্টি রেখে শক্তি সম্পর্কবিন্যাস বিবেচনা করে, পার্টি গণ কার্যকলাপ কমিয়ে দিয়ে আত্মরক্ষণ-পদ্ধতি অবলম্বন করে। সংগঠন বাঁচিয়ে রাখার জন্য এবং পরিণামে আক্রমণাত্মক পদ্ধতি অবলম্বনের জন্য এটা করা হয়েছিল। বর্তমানে বলিভিয়ার বিপ্লবী আন্দোলন এবং কমিউনিস্ট পার্টির সামনে দুটো জরুরী লক্ষ্য রয়েছে : প্রথমত, দেশ এবং জনগণের অত্যাবশ্যক স্বার্থ প্রতিফলন করে এমন কার্যসূচীর ভিত্তিতে একনায়কত্ব-বিরোধী সমস্ত সামাজিক স্তর ও রাজনৈতিক স্রোতের ঐক্যবদ্ধ কার্যকলাপের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করা, এবং দ্বিতীয়ত, সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী কাজে এবং এক বিপ্লবী, দেশপ্রেমিক ও গণতান্ত্রিক মানসিকতার সৃষ্টি করে মৌলিক দাবির জন্য জনগণের সংগ্রামে উৎসাহ সৃষ্টি করা। আমাদের সাম্প্রতিক অতীতের শিক্ষাগুলি মৈত্রীজোটে ও ব্যাপক গণতান্ত্রিক আন্দোলনে পার্টির অংশগ্রহণ সম্পর্কিত সাধারণ মার্কসবাদী-লেনিনবাদী সিদ্ধান্তগুলিকে অভ্রান্ত প্রমাণ করেছে এবং আমাদের নতুন অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধশালী করেছে।

তোরেস সরকারের পতনের কয়েক মাস আগে যখন ব্যাপক জনপ্রিয় সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ফ্রন্ট গঠিত হয়েছিল, তখন মনে হয়েছিল শেষ পর্যন্ত বলিভিয়ার বহু বামপন্থী পার্টি ঐক্যবদ্ধ ফ্যাসি-বিরোধী কর্মপন্থা গ্রহণ করেছে। কিন্তু কিছু কিছু অতি-বাম গ্রুপ পপুলার ফ্রন্টকে নিজেদের বিষয়ীমুখিন, হঠকারী, সাম্যবাদ-বিরোধী এবং সোভিয়েত-বিরোধী অভিসন্ধি কার্যকর করার হাতিয়ারে পরিণত করতে চেয়েছিল। কমিউনিস্ট পার্টি ও অন্যান্য বামপন্থী সংগঠন তাদের এ পরিকল্পনা প্রত্যাখ্যান করে। অতি-বাম পরিকল্পনার সবচেয়ে সুস্পষ্ট সাক্ষ্য হচ্ছে যে অতি-বামদের প্রয়াস ছিল যৌথ রাজনৈতিক নেতৃত্বের বদলে একটা "সামরিক প্রশাসন"-এর জোয়ালে বামপন্থী শক্তিগুলিকে বেঁধে দেওয়া, যার ফলে ফ্রন্ট ভেঙে যায়। এই বাস্তব শিক্ষা দেখিয়ে দিয়েছে যে, একটা **সাধারণ কর্মসূচী** বিষয়ক কমবেশি ব্যাপক পারস্পরিক বোঝাপড়ায় পৌঁছনোর জন্য ঐক্য স্থাপনের প্রয়াস চালানোই গণতান্ত্রিক আন্দোলনের পক্ষে যথেষ্ট নয়। বিপ্লবের **পন্থা** সংক্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গি প্রয়োগের সাথে একীভূত হতে হবে। চূড়ান্ত নিশানা, রণনীতিগত লক্ষ্য অর্জনে **ফর্ম** ও **পদ্ধতি**-তে মিল থাকতে হবে। ঘটনাবলী দেখিয়েছে, সংগ্রামের এই সমস্ত পন্থা রূপ ও পদ্ধতি হচ্ছে, সর্বাগ্রে, **বলিভিয় শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবী অভিজ্ঞতার** ফল (শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বকারী ভূমিকা ফ্রন্টের অন্যান্য সদস্য কর্তৃক স্বীকৃত ও ঘোষিত)। অপরপক্ষে, ঘটনাবলী এটাও দেখিয়েছে, বর্তমানে লাতিন আমেরিকায়, বিশেষত বলিভিয়ায়, কোনো বিপ্লবী আন্দোলনই জয়যুক্ত হতে পারে না। যদি তা বিশ্বের শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলন থেকে বিচ্ছিন্ন থাকে, যদি তা বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রামে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির বিশেষত সোভিয়েত ইউনিয়নের ভূমিকা বিষয়ে বৈরী দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করে।

বলিভিয়ায় বিপ্লবী গণতান্ত্রিক ও প্রগতিশীল শক্তিসমূহের প্রতি যৌথ কার্যক্রমের আহ্বান জানিয়ে এবং একটা ব্যাপক ফ্যাসি-বিরোধী ফ্রন্ট গঠনের জন্য জনগণের মানসিকতাকে তৈরি করার মধ্য দিয়ে কমিউনিস্ট পার্টি এই অভিজ্ঞতা এবং শ্রমিকশ্রেণী ও অন্যান্য দেশের কমিউনিস্টদের বিপ্লবী সংগ্রামের অভিজ্ঞতার হিসেবনিকেশ করেছে।

আদেল হাবা, ইরাকী কমিউনিস্ট পার্টি

বলশেভিক পার্টি স্থাপন এবং এই পার্টির কার্যকলাপ সংক্রান্ত তত্ত্বগত নীতিসমূহ বিশদীকরণের সর্বাধিক কৃতিত্ব,

---

১ কমিউনিস্ট ও ওয়ার্কার্স পার্টিসমূহের আন্তর্জাতিক অধিবেশন, মস্কো, ১৯৬৯। প্রাগ—শান্তি ও সমাজতন্ত্র প্রকাশনসংস্থা, ১৯৬৯, পৃঃ ৩৭।

সর্বহারাশ্রেণীর শিক্ষক ও নেতা ভি আই লেনিনের প্রাপ্য। লেনিন সৃষ্ট নতুন ধাঁচের এই পার্টির অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে আন্তর্জাতিকতাবাদ : "আমরা জাতিগত বৈরিতা ও বিদ্বেষ এবং জাতীয় সংকীর্ণতার বিরোধী" (ভি আই লেনিন, **সংগৃহীত রচনাবলী**, ৩০শ খণ্ড, পৃঃ ২৯৩)। জাতি সমস্যা সমাধানে, নিজেদের বহুজাতিক দেশে শ্রমজীবী জনতার সৌভ্রাতৃত্বের নিশ্চিতি প্রদানে এটাই হচ্ছে বলশেভিকদের সাফল্যের উৎস।

আমাদের পার্টি এবং তার প্রতিষ্ঠাতা, কমরেড ফাহ্‌দ, বরাবরই এই নীতি অনুসরণ করে এসেছেন। আমরা বরাবরই উগ্র স্বাদেশিকতা ও সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদী ঝোঁকের বিরোধিতা করে এসেছি। ইরাকী কুর্দিস্তানে ইরাকের কমিউনিস্ট পার্টির সাথে সম্পর্কবিহীন পরিপূর্ণভাবে স্বতন্ত্র একটি কুর্দিশ সংগঠন গড়ে তোলার একটি সুবিধাবাদী ও জাতীয়তাবাদী প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ইরাকের কমিউনিস্ট পার্টি ৫০-এর দশকের শেষভাগে এক সুদৃঢ় লেনিনীয় অবস্থান গ্রহণ করে। এ ঘটনা রুশদেশের বুদ্ধিস্তদের অবস্থানের কথা মনে করিয়ে দেয় এবং এটা আন্তর্জাতিক প্রলেতারীয় সৌভ্রাতৃত্বের স্লোগান-বিরোধী। আমাদের পার্টি বরাবরই প্রলেতারীয় আন্তর্জাতিকতাবাদের নীতি থেকে বিচ্যুতির নিন্দা করে এসেছে। এই বিচ্যুতি হচ্ছে পার্টির ভবিষ্যৎ এবং বিশ্ব বিপ্লবী আন্দোলনের পক্ষে বিপদস্বরূপ।

আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে শ্রেণী-মৈত্রী এবং মার্কসবাদী-লেনিনবাদী পার্টি। ইরাকের কমিউনিস্ট পার্টি এবং তার শ্রদ্ধেয় নেতা ফাহ্‌দ এই স্লোগানটি তুলে ধরেছেন : "তোমার পার্টি সংগঠন মজবুত কর। জাতীয় আন্দোলনের সংগঠন মজবুত কর।" ইতিহাস দেখিয়েছে, মার্কসবাদী-লেনিনবাদী পার্টির সক্রিয় অংশগ্রহণ ব্যতিরেকে কোনো জাতীয় আন্দোলন সাফল্যের সাথে অগ্রসর হতে পারে না। যে স্রোতোধারা এবং চিন্তাভাবনা এই ধরনের পার্টির গুরুত্বকে খাটো করে দেখায় ইরাকের কমিউনিস্ট পার্টি বরাবরই তার নিন্দা করে এসেছে। আমাদের পার্টি জানে, অন্যান্য বিপ্লবী শক্তির সাথে মৈত্রীর ক্ষেত্রে পার্টিকে মতাদর্শগত, রাজনীতিগত ও সংগঠনগত স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখতেই হবে। সামগ্রিকভাবে বিপ্লবী প্রক্রিয়ার ওপর এর একটা ইতিবাচক ফল আছে এবং এতে মৈত্রী আরো বেশি কার্যকর হয়। আমরা যে সঠিক, তার সাক্ষ্য হচ্ছে, আরব সোশ্যালিস্ট রিভাইভ্যাল পার্টি (বাথ) এবং ইরাকী কমিউনিস্ট পার্টির মোর্চা, ইরাকের প্রগতিশীল জাতীয় দেশপ্রেমিক ফ্রন্ট।

বহু অর্থনৈতিক সমস্যার নির্ভুল সমাধান খুঁজে দেশের বিকাশের পথে অসুবিধাগুলিকে দূর করতে সাহায্য করে এবং এইভাবে উপনিবেশবাদ ও নয়া-উপনিবেশবাদের পরিণতিগুলির বিরুদ্ধে সংগ্রাম সহজসাধ্য করে আমাদের পার্টি প্রগতিশীল জাতীয় দেশপ্রেমিক ফ্রন্টের স্বার্থে অবদান রাখছে। অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে আমরা শিল্পে রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রের প্রস্তাব রেখেছি। এর মধ্যে জাতীয় অর্থনীতির পরিকল্পনা, পুঁজিবাদী বাজার ও পুঁজিবাদী আন্তর্জাতিক শ্রম বিভাজনের ওপরে ইরাকের নির্ভরশীলতা অবসানের বিষয় বিবেচিত হয়েছে। পুঁজিবাদী দুনিয়া যে সঙ্কটের যাতনায় ভুগছে তার ফলাফল থেকে রেহাই পেতে যা আমাদের সক্ষম করে তুলতে পারে, সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির সাথে সেই অর্থনৈতিক যোগসূত্রের সুযোগ-সুবিধার বিষয়টি আমাদের পার্টি তুলে ধরেছে।

আমি মনে করি, আমাদের কালের মার্কসবাদী-লেনিনবাদী পার্টি সম্পর্কে মত বিনিময় এবং যে ভ্রাতৃত্বমূলক অভিজ্ঞতা এই মত বিনিময়ের মধ্যে প্রকাশিত হয়েছে তা, ইরাকী কমিউনিস্ট পার্টিসমেত সংশ্লিষ্ট প্রত্যেকের পক্ষেই কল্যাণকর হয়েছে।

ভ্যাসিলিস্ ভেনেৎসানোপুলেস, গ্রীসের কমিউনিস্ট পার্টি

গ্রীসের কমিউনিস্ট পার্টির অভিজ্ঞতা হচ্ছে সুস্পষ্ট সাক্ষ্য যে নতুন ধাঁচের পার্টি সম্পর্কে লেনিনের শিক্ষা আজও পর্যন্ত বৈধ। এটা একেবারেই আশ্চর্যের বিষয় নয়। কারণ এই শিক্ষা মার্কসবাদের উদ্গাতাদের বৈজ্ঞানিক গবেষণার ওপরে প্রতিষ্ঠিত এবং তা আমাদের যুগের পুঁজিবাদ থেকে সমাজতন্ত্রের উত্তরণের ঐতিহাসিক পরিস্থিতিকে প্রতিফলিত করে। গ্রীসের অভিজ্ঞতা লেনিনের দুটি ভাষ্যের গুরুত্বের ওপরে জোর দিতে আমাদের অনুপ্রাণিত করে :

সমাজ বিকাশের জন্য বাস্তব প্রয়োজন হল শ্রমিকশ্রেণীর এক স্বাধীন পার্টি প্রতিষ্ঠা করা। এই প্রয়োজন সর্বহারাশ্রেণীর ঐতিহাসিক উদ্দেশ্য থেকে উদ্ভূত।

—পার্টির পক্ষে আর একটি বাস্তব চাহিদা হচ্ছে অবিচলিতভাবে সুবিধাবাদী ও সংস্কারবাদী স্রোতোধারা এবং প্রলেতারীয় আন্তর্জাতিকতাবাদের নীতি থেকে তৎসংশ্লিষ্ট বিচ্যুতির বিরুদ্ধে লড়াই করা।

এটা সম্পূর্ণরূপে পরিষ্কার যে যদি গ্রীসে শ্রমিকশ্রেণীর স্বতন্ত্র রাজনৈতিক সংগঠন না থাকত শ্রমজীবী জনতার স্বার্থে পার্টির ৫৭ বছরব্যাপী জীবনে লড়া মহান সংগ্রামগুলি, জার্মান ফ্যাসিবাদী জোয়াল থেকে মুক্তি, সামরিক ফ্যাসিবাদী একনায়কতন্ত্রের উচ্ছেদসাধন, এ সব কিছু প্রায় কার্যকরই হত না। গত বছরে ঘৃণ্য কর্নেলদের উচ্ছেদ করে, আমাদের জাতি, সাম্রাজ্যবাদ ও নাটো শৃঙ্খলমুক্ত এক স্বাধীন গ্রীসের জন্য, সত্যিকার স্বাধীন গ্রীসের জন্য, যথার্থ গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের জন্য লড়াই করে চলেছে। শ্রমিকশ্রেণীর একটি স্বাধীন রাজনৈতিক সংগঠন, গ্রীসের কমিউনিস্ট পার্টির অস্তিত্ব ব্যতিরেকে এই লক্ষ্যগুলিও ধারণার অতীত ছিল।

এটা আশ্চর্যের ব্যাপার নয় যে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলি গ্রীসের কমিউনিস্ট পার্টিকে খতম করার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে। তাদের কাছে কমিউনিস্ট পার্টি একটা বাধাস্বরূপ। কিন্তু অতীতের নিপীড়নের মতো, বর্তমান শাসক বুর্জোয়া পার্টিগুলির ষড়যন্ত্র দেশের রাজনৈতিক দৃশ্যপট থেকে কমিউনিস্টদের হটাতে পারবে না। আমাদের পার্টি, এক নতুন ধরনের পার্টি। তার একটা সাংগঠনিক কাঠামো, কতকগুলি নীতি এবং কর্মপদ্ধতি রয়েছে, যা তাকে বৈধ এবং অবৈধ অবস্থায় সর্বপ্রকার সম্ভাব্য অসুবিধা জয় করে সক্রিয় থাকতে সক্ষম করে তোলে।

পার্টির দৃঢ়তা এবং সংগ্রামী ক্ষমতা, নিছক পার্টির অস্তিত্বই অচিন্তনীয় হয়ে উঠত যদি না তা অবিরত ধৈর্যসহকারে সংস্কারবাদী এবং বিলুপ্তিকারী, যারা ভেতর থেকে পার্টিকে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করতে চায়, পার্টির চরিত্র বদলে দিতে চায় এবং তার গণতান্ত্রিক কেন্দ্রীকতা এবং প্রলেতারীয় আন্তর্জাতিকতার মতো মূল নীতিগুলিকে সংশোধন করতে চায়। তাদের বিরুদ্ধে লড়াই চালাত, সুবিধাবাদীরা, সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং আপসহীন শ্রেণীসংগ্রামের পার্টিটিকে একটি সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটিক ধাঁচের পার্টিতে, শ্রেণী সমঝোতার পার্টিতে পরিণত করতে প্রয়াস পায়। সাম্প্রতিক

অভিজ্ঞতা দেখায়, এটা জানা কতটা গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের কেন্দ্রীয় কমিটির অষ্টম পূর্ণাঙ্গ অধিবেশন (১৯৫৮) একটি ভ্রান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। সিদ্ধান্তটি পরবর্তীকালে পার্টির অষ্টম কংগ্রেসে (১৯৬১) অনুমোদিত হয়। সিদ্ধান্তটি হচ্ছে, কমিউনিস্টরা বাম ও গণতান্ত্রিক শক্তির মোর্চা—ইডিএ (গ্রীসের ঐক্যবদ্ধ গণতান্ত্রিক বাম-পন্থী দল)-তে যোগদানের ফলে গ্রীসের কমিউনিস্ট পার্টির সংগঠনগুলিকে তুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত। এই প্রস্তাব ছিল গ্রীসের কমিউনিস্ট পার্টির স্বাধীন সত্তা ও কার্যকলাপের ওপর প্রচণ্ড আঘাত, যদিও কেন্দ্রীয় কমিটি এবং আরও কিছু পার্টি সংগঠন অক্ষত ছিল। গ্রীসের কমিউনিস্ট পার্টির নবম কংগ্রেস (১৯৭৪) সুচিন্তিত মূল্যায়নে উল্লেখ করে যে পার্টি সংগঠনগুলির বিলুপ্তিসাধন এবং কলকারখানা, সরকারি ও অন্যান্য দপ্তরে গ্রীসের কমিউনিস্ট পার্টির অনুপস্থিতি রাজনৈতিক মঞ্চে ক্ষমতাশালী শক্তি হিসেবে আমাদের কাজ করার সুযোগ থেকে বঞ্চিত করেছে। কারণ কেন্দ্রীয় কমিটি, ব্যক্তিগতভাবে কিছু কমিউনিস্ট এবং কিছু পার্টি সংগঠনের অসংগঠিত প্রয়াস, উদ্ভূত শূন্যতাকে আদৌ পূরণ করতে পারে নি।

১৯৫৮—৬৮ সালে পার্টির অবস্থা সুবিধাবাদী ও সংস্কারবাদী ব্যক্তিদের প্রভাবের ফলেই ঘটেছিল, যা পরবর্তীকালে সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক নীতির ধাঁচে এবং উদারনৈতিক বুর্জোয়াদের মঞ্চের মতো নিজেদের বিশেষ রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক মঞ্চ সৃষ্টি করে। ১৯৬৮ সালে গ্রীসের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির দ্বাদশ পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনে সংস্কারবাদের ওপর চূড়ান্ত আঘাত হানা হয়। সংগ্রাম জারী রেখে, পার্টি প্রথাসিদ্ধভাবে সংস্কারবাদের মতাদর্শগত পরাজয় সমাপ্ত করেছে। পার্টি প্রলেতারীয় আন্তর্জাতিকতাবাদের নীতি রক্ষা করে চলেছে আর যারা নিজেদের "স্বদেশী" কমিউনিস্ট হিসেবে আখ্যা দিয়ে আন্তর্জাতিকতাবাদকে আদি ও অকৃত্রিম পাপ বলে মনে করেন, তাঁদের আক্রমণ প্রতিহত করছে। এই সুবিধাবাদী গোষ্ঠী যারা নিজেদের গ্রীসের কমিউনিস্ট পার্টি (স্বদেশী) আখ্যায় ভূষিত করেছে, তারা এই বাগাড়ম্বরপূর্ণ নামের দ্বারা যা লাভ করেছে, তা হচ্ছে দেশী-বিদেশী কমিউনিস্ট-বিরোধীদের পৃষ্ঠপোষকতা। সুবিধাবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম আমাদের পার্টিকে শক্তিশালী করে তোলে। শ্রমিকশ্রেণী এবং সমস্ত শ্রমজীবী জনতার কাজের ক্ষমতা বাড়ায়।

হামিদ সফারি, ইরানের পিপল্‌স্ পার্টি

আমাদের কালের মার্কসবাদী-লেনিনবাদী পার্টির মৌলিক নীতিগুলিকে **ওয়ার্ল্ড মার্কসিস্ট রিভিউ**-এ পরপর কয়েকটি নিবন্ধে বৈজ্ঞানিক অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে পরখ করা হয়েছে। ইরানের পিপল্‌স্ পার্টি (তুদে), শ্রমিকশ্রেণীর অগ্রযোদ্ধাসুলভ সমস্ত বৈশিষ্ট্য সমন্বিত এক নতুন ধাঁচের পার্টি, আমাদের দেশের সুনির্দিষ্ট বিকাশধারা এবং যে গোপনীয়তার মধ্যে আমাদের সংগঠনকে কাজ করতে হয়, তারই মাঝে পার্টির বিশেষ বৈশিষ্ট্যগুলির স্বাক্ষর মেলে।

পার্টির বৈধতার সময়কাল ছিল খুবই সংক্ষিপ্ত। কিছু সময় পার্টিকে আধা-বৈধ অবস্থার মধ্যে কাজ করতে হয়েছে। কিন্তু বর্তমানে পার্টি অত্যন্ত গোপনে কাজ করতে বাধ্য হচ্ছে। সুতরাং পার্টির কাঠামো, বিকাশ, ধরন-ধারণ এবং পদ্ধতি অত্যন্ত বিশেষ ধরনের।

এই সব পরিস্থিতিতে পার্টির মূর্ত সাংগঠনিক রূপ ও জনগণের মধ্যে তার কাজকর্ম বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। যেহেতু আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে বিপ্লবী আন্দোলনের একটি গণভিত্তি তৈরি করা, সেহেতু আমরা লেনিনের নীতি মেনে চলি : এই নীতি হল বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের সাথে উন্নত জীবনের জন্য জনগণের আকাঙ্ক্ষার সমন্বয় সাধন করা কিন্তু যেহেতু এমনকি প্রাথমিক গণতান্ত্রিক অধিকারেরও অভাব রয়েছে, সেহেতু দ্রুত পরিবর্তনশীল পরিস্থিতিতে সাড়া দেওয়া এবং সংগ্রাম ও সংগঠনের যে ধাঁচ সবচেয়ে ভালোভাবে শ্রমজীবী জনগণের কার্যক্রম ও উদ্যোগ বাড়িয়ে তোলে এবং তাদের বিপ্লবী লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত করে, সংগ্রামের সবপ্রকার পন্থা ও বিপ্লবী শক্তিগুলিকে সংগঠিত করার পদ্ধতির গোটা পরিসরকে প্রয়োগ করার জন্য এই লাইন অনুসরণ করতে কল্পনা ও উদ্ভাবনীশক্তির প্রয়োজন।

আমরা এ ঘটনা সম্পর্কে সচেতন যে শ্রেণীসংগ্রামের মধ্যেই গণচেতনা পরিপক্ব হয়। পার্টি, শ্রমজীবী জনতাকে শক্তি যাচাই করতে উৎসাহ দেয় এবং সংগ্রামের বাস্তব অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে। একটা দেশের শাসনব্যবস্থা যখন শুধুমাত্র বৈপ্লবিক আন্দোলনই নয় গণতান্ত্রিক আন্দোলনও পরিচালনা করে তখন তুলনামূলকভাবে নবীন ও বিকাশমান শ্রমিকশ্রেণীর পক্ষে এই ধরনের অভিজ্ঞতা অর্জন একটি দীর্ঘ প্রক্রিয়া। পার্টিকে তাই ধীরস্থির, সহনশীল, এবং যৌথ বীরত্বের জন্য তৈরি হতে হবে। সেজন্যই পার্টির ন্যায়োচিত স্বার্থের প্রতি বিশ্বস্ততার মানসিকতায় বিপ্লবীদের সর্বোত্তম ঐতিহ্যে কমিউনিস্টদের শিক্ষিত করে তোলার গুরুত্ব রয়েছে। নীতির প্রতি বিশ্বস্ততা, শৃঙ্খলা, সততা, স্বার্থহীনতা, ঐকান্তিকতা, শত্রুর সামনে দৃঢ়তা এবং জাতির ভবিষ্যৎ সম্পর্কে দায়িত্বের চেতনা—এগুলিই হচ্ছে কমিউনিস্টদের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ গুণ। এই গুণগুলি ব্যতিরেকে পার্টির অস্তিত্ব বজায় থাকত না।

সংগ্রামের সেই সুদীর্ঘ বছরগুলিতে বহু কমিউনিস্ট নিগৃহীত হয়েছে কিংবা প্রাণদণ্ডে-দণ্ডিত হয়েছে। এমনকি সামরিক ট্রাইব্যুনালের সম্মুখীন হয়ে এবং কারাকক্ষে আবদ্ধ হয়ে প্রায়শই শুধুমাত্র অতিরিক্ত নির্যাতনই নয়, মৃত্যুর বিনিময়েও তারা আমাদের ভাবধারা প্রচার করে গেছেন এবং প্রতিক্রিয়া ও সাম্রাজ্যবাদের মুখোস খুলে ধরেছেন। মৃত্যুর মুখে তাদের দৃঢ় বিশ্বাসের নির্ভীকতা শুধুমাত্র যথার্থ ও দৃঢ় বিপ্লবীরই পরিচায়ক নয়, তাঁরা সমাজবিকাশের নিয়মাবলী সম্পর্কে অবহিত ছিলেন, তাঁদের ভাবধারা ছিল মমত্বপূর্ণ। মার্কসবাদ-লেনিনবাদের বিজয়ে তাঁদের আস্থা ছিল অনড়। আর এটাই ছিল তাঁদের শক্তির উৎস।

আমাদের অভিজ্ঞতা দেখিয়েছে, এই সব অনমনীয় সংগ্রামীদের নিদর্শন, জনগণের ওপরে প্রচণ্ড প্রভাব ফেলে। চূড়ান্ত বিশ্লেষণে, এই নিদর্শন, সমাজের মৌলিক রূপান্তরের জন্য সংগ্রামের ব্যাপক ফ্রন্টের পথ খুলে দেয়।

* * *

মতবিনিময় সমাপ্ত হলেও, কমিশন মনে করে না যে বিষয়টির আলোচনা শেষ হল। বর্তমান পরিস্থিতিতে মার্কসবাদী-লেনিনবাদী পার্টিগুলির বিকাশ সংক্রান্ত বিশ্লেষণ, পার্টি বিকাশের অভিজ্ঞতার সাধারণীকরণ ও বহুমুখিন পার্টি কার্যকলাপের আলাপ-আলোচনা, এই সাময়িকপত্রের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য।

সংক্ষেপে

আন্তর্জাতিক সংহতির আহ্বান

১৯৭৫ সালের ফেব্রুয়ারির শেষে এবং মার্চের প্রথমে ডাসেলডরফে অনুষ্ঠিত অস্ট্রিয়া, বেলজিয়াম, ডেনমার্ক, ফ্রান্স, এফ আর জি, গ্রেট ব্রিটেন, ইতালি, স্পেন, সুইডেন ও তুরস্কের কমিউনিস্ট পার্টিগুলির সম্মেলনে ধনতান্ত্রিক ইয়োরোপে মটরগাড়ি শিল্পের সংকট শ্রমিকশ্রেণীর সংগ্রাম এবং কমিউনিস্ট পার্টিগুলির দৃষ্টিভঙ্গি আলোচ্য বিষয় ছিল।

জাতীয় ও বহুজাতিক মটরগাড়ি কোম্পানিগুলির বিরুদ্ধে ব্যাপক সহযোগিতা ও সংহতি এবং গভীর গণতান্ত্রিক পরিবর্তনের জন্য সংগ্রামে শ্রমিক ও সমস্ত গণতান্ত্রিক শক্তিকে যৌথ কর্মের জন্য সম্মেলন মটরগাড়ি শিল্পের শ্রমিকদের আহ্বান জানিয়েছে।

ব্রিটেন

গ্রেট ব্রিটেনের কমিউনিস্ট পার্টি জাতীয় বেতার ও টেলিভিশনের কাজের পুনর্গঠনের জন্য একটি কর্মসূচী গ্রহণ করেছে। যে কোনো পার্টি যাতে তাদের রাজনৈতিক বিবৃতি প্রকাশ করার জন্য এই সব প্রচার মাধ্যমগুলি ব্যবহার করতে পারে তার উপর এই কর্মসূচীতে জোর দেওয়া হয়েছে। আরো বলা হয়েছে যে উভয় প্রচার মাধ্যমের উপদেষ্টামণ্ডলীতে গণতান্ত্রিক এবং শ্রমিকশ্রেণীর সংগঠনগুলির প্রতিনিধিদের নেওয়া উচিত।

কলম্বিয়া

কলম্বিয়ার কমিউনিস্ট পার্টি **কুয়াডারনস পলিটিকস্** নামে বর্তমান জাতীয় সমস্যাগুলি সম্পর্কিত দলিলের ধারাবাহিক প্রকাশন আরম্ভ করেছে। আজ পর্যন্ত যত রেকর্ড প্রকাশিত হয়েছে তার মধ্যে রয়েছে সরকারের অর্থনৈতিক নীতি সম্পর্কিত রিপোর্ট। এই রিপোর্ট প্রতিনিধিদের সভায় পেশ করেছিলেন পার্টির সাধারণ সম্পাদক গিলবার্টো ভিয়েরা। এর মধ্যে রয়েছে এই বিষয় সম্পর্কে একটি ঘোষণাপত্র যার খসড়া তৈরি করেছেন কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য অ্যালভারো ভ্যাসকুয়েজ এবং কার্যনির্বাহী সমিতি এই ঘোষণা-পত্রটি অনুমোদন করেছেন। এই দলিলে রয়েছে গীর্জা ও রাষ্ট্রের মধ্যে সম্পর্কের উপর একটি বক্তৃতা। এই বক্তৃতাটি দেন জাতীয়-বিরোধী ঐক্যের পক্ষ থেকে একজন কার্যনির্বাহী সমিতির সদস্য জোসে, কার্ডোনা হয়োস।

ডি আর ভি

ভিয়েতনামের ওয়ার্কিং পিপল্‌স্ পার্টির হাইফং কমিটি ৭০টি ক্লাস সংগঠিত করেছে। এই ক্লাসে ৪০০০ জন পার্টি সভ্য মতাদর্শগত সমস্যা সম্পর্কে পড়াশুনা করেন। শহরে ও শহরের আশে পাশে গ্রামাঞ্চলের জেলাগুলিতে এই সব ক্লাস অনুষ্ঠিত হয়।

ফ্রান্স

সামরিক নাগরিকদের গণতান্ত্রিক মর্যাদার জন্য ফ্রান্সের যুব কমিউনিস্ট আন্দোলন এক খসড়া তৈরি করেছিল এবং ব্যাপক আলোচনার জন্য পেশ করেছিল। ফলে এ ব্যাপারে জনগণের মধ্যে এক বিরাট সাড়া পাওয়া যায়। কমিউনিস্টদের একটি গোষ্ঠী জাতীয় বিধান পরিষদে বিল হিসেবে এটি তুলেছিল।

খসড়ায় বলা হয়েছে যে বামপন্থীদের অতি সরল সমরবাদ-বিরোধী নীতি কমিউনিস্টদের বিরোধী। সামরিক কাজ বন্ধ করার অর্থ হল ফ্রান্সের সামরিক বাহিনীকে কমিয়ে এনে ভাড়াটে বাহিনীতে পরিণত করা। যারা বেশি মাইনে দেবে তাদের স্বার্থরক্ষার জন্য এই ভাড়াটে বাহিনী প্রস্তুত থাকবে। অপর দিকে সামরিক বাহিনী বর্তমান কাঠামোর মধ্যে বামমনস্ক হতে পারে না। এটাকে আরও গণতান্ত্রিক করতে হবে এবং যুবকদের সাথে ও আমাদের যুগের ধ্যান-ধারণার সাথে সংগতিপূর্ণ করতে হবে। খসড়ায় প্রস্তাব করা হয়েছে যে সক্রিয় সামরিক কাজে নিযুক্ত ব্যক্তিদের ভূমিকা, স্থান ও অধিকার সুনিশ্চিত করার জন্য সামরিক বাহিনীর নাগরিকদের গণতান্ত্রিক পদমর্যাদা সংজ্ঞায়িত হওয়া উচিত।

ফরাসি সরকারকে খসড়ার কিছু দাবি মেনে নিতে হয়েছে। যাই হোক, ফ্রান্সের কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক জর্জ মার্সেই সামরিক বাহিনীতে গণতান্ত্রিক সংস্কার সাধনের প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করেন।

সুইজারল্যাণ্ড

১৮৯০ সালে প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবীদের দ্বারা শ্রমিকদের মধ্যে শিক্ষা উন্নত করতে জেনেভা শ্রমিক বিশ্ব বিদ্যালয় গঠিত হয়েছিল। এর বর্তমানে তিনটি বিভাগ : সাধারণ বিভাগ, ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠকদের বিভাগ, এবং বিদেশী শ্রমিকদের বিভাগ। সমস্ত শিক্ষকই স্বেচ্ছামূলক ভিত্তিতে কাজ করেন।

সাধারণ বিভাগে যোগদান করে তারা যারা বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার, বর্তমান সামাজিক সমস্যা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল থাকতে চান এবং অর্থনীতি, সমাজবিদ্যা ও রাজনীতিতে আগ্রহান্বিত। দ্বিতীয় বিভাগে যে-সব বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হয় তা হল : অর্থনীতি, আইন, সামাজিক রক্ষণাবেক্ষণ ব্যবস্থা ও যৌথ দরাদরি। তৃতীয় বিভাগে রয়েছে অক্ষর জ্ঞানের ক্লাস এবং ফ্রান্স ও স্প্যানিসের কোর্স (শেষোক্ত

বিষয়ের গ্র্যাজুয়েটদের শিক্ষকদের ডিপ্লোমা দেওয়া হয়) এদের একটি স্প্যানিশ থিয়েটারও আছে।

VOIX OUVRIERE মন্তব্য করেছে যে সুইশ কমিউনিস্টরা শ্রমিকদের বৈপ্লবিক চেতনাকে গঠন করার ক্ষেত্রে বিশ্ব বিদ্যালয়ের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার উপর গুরুত্ব দেয়।

যুগোশ্লাভিয়া

যুগোশ্লাভিয়ার কমিউনিস্টদের লীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সভায় যুগোশ্লাভিয়ার কমিউনিস্ট লীগের অষ্টম কংগ্রেসের পর থেকে যে-সব কাজ হয়েছে তার উপর সভাপতি মণ্ডলীর রিপোর্ট আলোচিত হয়। বক্তারা লীগকে শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে অনেক কিছু করা হয়েছে বলে উল্লেখ করেন কিন্তু সংগঠনকে গড়ে তোলার প্রক্রিয়া শেষ হয় নি। এই সব কর্তব্য সম্পাদনের জন্য সেই অনুসারে সমাজের প্রধান শক্তি হিসেবে লীগকে সক্ষম করার জন্য অধিকতর প্রচেষ্টার আহ্বান জানানো হয় এই সভায়। যুগোশ্লাভিয়ার কমিউনিস্ট লীগের চেয়ারম্যান, জোসেপ ব্রোজ টিটো জোর দিয়ে বলেন যে কমিউনিস্টদের জনগণের প্রতিটি কাজের মূল উদ্যোক্তা হওয়া উচিত।

গণতন্ত্র, মতাদর্শ, সৃজনশীলতা

জেরজি কসাক
পরিচালক, সংস্কৃতি বিষয়ক প্রতিষ্ঠান, শিল্প ও সংস্কৃতি
মন্ত্রক পোলিশ গণপ্রজাতন্ত্র

পোল্যাণ্ডের সাংস্কৃতিক নীতির উৎস হল বৈজ্ঞানিক সাম্যবাদের আদর্শগত এবং তত্ত্বগত চিন্তাধারা, আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলন ও পোল্যাণ্ডের কমিউনিস্ট আন্দোলনের রাজনৈতিক কর্মধারা এবং সমাজতান্ত্রিক গোষ্ঠীর অন্যান্য সদস্য রাষ্ট্রের অভিজ্ঞতা। এই নীতির ভিত্তি হল ধনতান্ত্রিক সমাজের দুই সংস্কৃতির বিষয়ে লেনিনবাদী চিন্তা যে, প্রতিটি জাতির সংস্কৃতির মধ্যেই রয়েছে সর্বহারা ও বুর্জোয়া সংস্কৃতি। এবং প্রতিটি জাতির সাফল্যে সমৃদ্ধ একটি আন্তর্জাতিক সমাজতান্ত্রিক সংস্কৃতির প্রয়োজনীয়তাও এই নীতির ভিত্তি। এই চিন্তা গড়ে উঠেছে জাতীয়তাবাদের সঙ্গে সংগ্রামের মধ্য দিয়ে, বিশেষ করে শ্রমিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে। নতুন সমাজতান্ত্রিক সংস্কৃতি শ্রমিকশ্রেণীর বিষয়গত স্বার্থের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ, চিন্তায় এই ঘটনারই প্রকাশ ঘটেছে।

সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য এবং অতীতের উত্তরাধিকার শ্রমিকশ্রেণীকে আত্মস্থ করতে হবে এবং সমাজের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পুনর্গঠনের কাজকে তারা পরিচালনা করবেন একটি অভিন্ন প্রক্রিয়া হিসাবে, লেনিনের এই চিন্তা আমাদের কাছে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ।

শ্রমজীবী জনগণই সংস্কৃতির স্রষ্টা এবং নিয়ন্তা লেনিনের এই দৃষ্টিভঙ্গিটিও সমান প্রাসঙ্গিক। চারুশিল্পীদের অগ্রবাহিনীর একাংশ এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর "কুলটরটেগার" আন্দোলনের সমর্থকদের সঙ্গে বিতর্কের মধ্যে এই চিন্তা রূপ পরিগ্রহ করে। এরা মনে করতেন যে সংস্কৃতির যারা ধারক ও বাহক, জনগণ তাদের শিক্ষাগত ও নান্দনিক কলাকৌশলের লক্ষ্যবস্তু মাত্র।

সর্বশেষে, জনগণের সাংস্কৃতিক মান এবং দেশ পরিচালনায় ও দেশের কারিগরি অগ্রগতির গতিবেগ নির্ধারণে তাদের অংশগ্রহণের সুযোগ সুবিধা, এই দুইয়ের মধ্যে একটি নির্দিষ্ট সম্পর্ক আছে, লেনিনের এই চিন্তার প্রাসঙ্গিকতাও সংশয়ের অতীত।

এই সমস্ত সাধারণ নীতিগুলিকে ভিত্তি হিসাবে গ্রহণ করে পোল্যাণ্ডের সাংস্কৃতিক নীতি শ্রমজীবী জনগণের সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক আশা আকাঙ্ক্ষাকেই প্রকাশ করে। সরকার, পার্টি এবং সামাজিক সংগঠনগুলি এই নীতিকে কার্যকর করে। এরা শিল্পগত সৃষ্টিকে উৎসাহিত এবং সাহায্য করে, সাংস্কৃতিক মূল্যবোধকে জনপ্রিয় করে এবং সাংস্কৃতিক উন্নয়নে জনগণকে সংশ্লিষ্ট করে।

এই ক্ষেত্রে কয়েকটি প্রধান করণীয় কাজ হল : জাতীয় সংস্কৃতির উন্নয়ন এবং প্রসার এবং বিশ্ব সংস্কৃতির মানবিক দিকগুলিকে জনপ্রিয় করা, নিজ দেশের জনগণের ভবিষ্যৎ নির্ধারণে এবং সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করতে শিল্পীর মতাদর্শগত অংশগ্রহণকে প্রণোদিত করা, সংস্কৃতির বস্তুগত এবং কারিগরি ভিত্তিকে সম্প্রসারিত এবং উন্নীত করা, সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানগুলির উন্নতিবিধান এবং সামাজিক অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গতি রাখার জন্য তাদের পুনর্গঠন।

রাজনীতি, অর্থনীতি এবং সংস্কৃতি অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত—এই পূর্বানুমান আমাদের নীতির ভিত্তি। সামাজিক জীবনের এই তিনটি ক্ষেত্রেই অগ্রগতিকে পরিচালিত করে শ্রমিকশ্রেণীর পার্টি। উন্নত সমাজতান্ত্রিক সমাজ এবং পরবর্তীকালে সাম্যবাদী সমাজ সাফল্যের সঙ্গে গড়ে তোলার নিশ্চয়তা সৃষ্টির এটাই একমাত্র পথ।

সাংস্কৃতিক বিপ্লবে একটি চূড়ান্ত ভূমিকা পালন করে সর্বজনীন শিক্ষা—প্রকৃত গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির যা অঙ্গ। কারণ, একটা সুসংগঠিত শিক্ষা ব্যবস্থা এবং যথাযথভাবে কার্যকরী বিদ্যালয় আমাদের নাগরিকদের শুধু পেশাগত জীবনধারার জন্যই তৈরি করে না, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক জীবনে সক্রিয় অংশগ্রহণের জন্যও তাদের প্রস্তুত করে। শিল্প এবং সংস্কৃতির প্রসার বৃত্তিগত সংকীর্ণ গোষ্ঠীর বিশেষ স্বার্থকে অতিক্রম করে যায়, কারণ সংস্কৃতি তার সমস্ত রকমের তাৎপর্যে জীবনেরই অঙ্গ।

সমাজের যারা নেতা সেই শ্রমিকশ্রেণী সমাজতন্ত্র নির্মাণ করতে গিয়ে নতুন সমাজতান্ত্রিক সংস্কৃতিও রচনা করছেন যার মধ্যে তার আদর্শ এবং সামাজিক লক্ষ্যও বিধৃত। সমাজতান্ত্রিক গঠনকর্মের একটা মৌলিক কাজ হল নতুন সংস্কৃতির বিকাশ। শ্রমিকশ্রেণী এবং জনগণের চেতনার

মস্তিষ্কেই তা প্রকাশ করে, প্রকাশ করে তাদের সামাজিক, বুদ্ধিগত এবং সৃজনশীল বিকাশকেও।

নতুন সংস্কৃতি রচনা করতে গিয়ে শ্রমিকশ্রেণী এবং তাদের অগ্রবাহিনী নিজেদের এবং অন্যান্য দেশের জনগণের পূর্ব প্রজন্মের সৃজনশীল উত্তরাধিকারকে অস্বীকার করে না, কিন্তু তাকে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করে এবং শ্রেণীগতভাবে তার বিশ্লেষণ করে। নতুন শিল্পের যে-সব প্রবক্তাদের চিন্তা সাম্যবাদী মতাদর্শের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ নয় তাদের সম্পর্কেও এরা মুখ ফিরিয়ে থাকেন না, বরং এই শিল্পের যাবতীয় মানবিক অর্জনগুলিকে তারা আত্মস্থ করতে চেষ্টা করে ; বর্জন করে বিপ্লব এবং সামাজিক ন্যায়ের মতাদর্শের যা কিছু বিরোধী তাকে।

আবার, প্রচারের উদ্দেশ্যে শিল্প কর্ম নির্বাচন করে "সংস্কৃতি বিতরণের" মধ্যেই সরকার বা সরকারি সংস্থাগুলির কাজকর্ম সীমাবদ্ধ নয়। বরং তাদের উচিত সাংস্কৃতিক কাজে অংশগ্রহণকে উৎসাহিত করার চেষ্টা করা। এর বিশিষ্ট তাৎপর্য হল, শিল্পের রূপান্তরমূলক এবং শিক্ষাগত কাজের বিকাশ।

আন্তর্জাতিক সাংস্কৃতিক বিনিময় পোল্যাণ্ডের বৈদেশিক নীতির অঙ্গ। প্রধান লক্ষ্য হল, সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির মধ্যে সংযোজনের প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করা, সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রামে সমর্থনকে প্রসারিত করা এবং ধনতান্ত্রিক দেশগুলিতে সমাজতন্ত্রের সাফল্যগুলিকে জনপ্রিয় করা। আন্তর্জাতিক সংযোগের একটি কার্যকরী পথ হল সংস্কৃতি। কিন্তু তা মতাদর্শগত সংগ্রামেরও ক্ষেত্র। সুতরাং ধনতান্ত্রিক দুনিয়াতে যা কিছু মূল্যবান এবং প্রগতিশীল তাতে আমরা উৎসাহী হওয়া সত্ত্বেও সেই উৎসাহের পাশাপাশি মতাদর্শগত এবং রাজনৈতিক সংগ্রাম চলবে, এবং সমাজতান্ত্রিক সংস্কৃতির যারা প্রতিনিধি, আন্তর্জাতিক সংযোগের ক্ষেত্রে তারা সর্বদাই দেশপ্রেমী অবস্থান গ্রহণ করবেন। মহান সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগোষ্ঠীর জনগণের মধ্যে আদর্শগত যোগাযোগের উন্নতিবিধানই এই ব্যাপারে আমাদের প্রধান লক্ষ্য।

আমদের একটা প্রধান কর্তব্য হল জনগণকে সাংস্কৃতিক কাজকর্মের অংশীদারে পরিণত করা। এর ফল শুধু শিল্প এবং সংস্কৃতিতে জনগণের উৎসাহ এবং উপলব্ধির প্রসারই নয়, সংস্কৃতিতে আমাদের জনগণের সামাজিক কাজকর্মের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গে পরিণত করতে হবে যাতে সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের মাধ্যমে পরিচালিত জনগণের শাসন সম্পর্কে লেনিনের চিন্তাকে সংস্কৃতি এবং শিল্পগত সৃজনশীলতার ক্ষেত্রেও প্রসারিত করা যায়। এবং এই ব্যাপারে কাজের কেন্দ্রবিন্দু হল শ্রমজীবী মানুষের নতুন নৈতিকতার বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি। সমাজের প্রধান গঠনগত এবং শ্রেণী পরিবর্তনের সঙ্গে, বিশেষ করে শ্রমিকশ্রেণীর প্রসার এবং তাদের সামাজিক সচেতনতা, শহরে এবং গ্রামাঞ্চলে পরিবর্তনশীল সামাজিক চিন্তা-চেতনা, সমাজতান্ত্রিক ভাবধারা গ্রহণের মাধ্যমে জনগণের সাংস্কৃতিক সংযোজন এবং সর্বশেষে, সংস্কৃতি সম্পর্কে পরিবর্তনশীল মনোভাবের সঙ্গে এটা প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত।

সমাজতান্ত্রিক সংস্কৃতি সৃষ্টি করা হল সচেতনভাবে নিয়ন্ত্রিত একটা প্রক্রিয়া, যার লক্ষ্য হল সমাজতান্ত্রিক সংস্কৃতির নিষ্ক্রিয় থেকে সক্রিয় আত্মস্থীকরণে উত্তরণকে এবং তার বিকাশে সক্রিয় অংশগ্রহণকে সাহায্য করা। সংস্কৃতির সঙ্গে ব্যক্তিগত সংযোগ (ধরা যাক আমোদ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে) থেকে আমরা উত্তীর্ণ হতে চেষ্টা করি সাংস্কৃতিক ঘটনাবলীর ধরণ, চরিত্র, গুণ, অঙ্গপ্রকরণ এবং আধেয় সম্পর্কে সচেতন দায়িত্বে, সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান এবং সংগঠনগুলির সঙ্গে সহযোগিতায়, সামাজিক সাংস্কৃতিক আন্দোলনের নানা ধরনের রূপে এবং প্রথাগত ও আধুনিক উভয় শৈলীতেই অপেশাদারী শিল্পে অংশগ্রহণে। 'সংস্কৃতির গণতন্ত্রীকরণ একটা নতুন ধরনের ব্যক্তিত্ব রচনা করবে, জ্ঞান এবং সংস্কৃতি যারা সৃষ্টি করবেন এবং ভোগ করবেন।

জনতান্ত্রিক পোল্যাণ্ডের তিরিশ বছরের পর্যালোচনা করে আমরা একথা বলতে পারি যে, উন্নত সমাজতান্ত্রিক সমাজের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ সংস্কৃতির একটা দৃঢ় ভিত্তি আমরা প্রতিষ্ঠিত করেছি—শ্রমিকশ্রেণী এবং সৃজনশীল বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে মৈত্রীর পক্ষেও যেটা দৃঢ় ভিত্তি।

উন্নত সমাজতান্ত্রিক সমাজ নির্মাণ, এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিপ্লব নতুন যে পরিপ্রেক্ষিত উন্মোচিত করেছে তাতে আধুনিক শিল্প সভ্যতায় মানবিক মূল্যবোধ এবং সমাজতান্ত্রিক চিন্তাকে প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব। পোলিশ ইউনাইটেড ওয়ার্কার্স পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির প্রধান সম্পাদক, এডওয়ার্ড গীরেক বলেছেন, "আমরা সমাজতন্ত্র নির্মাণ করছি দুটি ক্ষেত্রে—সামাজিক-অর্থনৈতিক এবং মতাদর্শগত। আমাদের মার্কসবাদী-লেনিনবাদী মতাদর্শগত কাজের ভিত্তি হল গতিশীলভাবে রূপায়িত একটি সামাজিক-অর্থনৈতিক কর্মসূচী। সমাজতান্ত্রিক মতাদর্শকে শক্তিশালী করা এবং জনগণের মধ্যে তার প্রচার আমাদের সামাজিক-অর্থনৈতিক অগ্রগতিকে প্রত্যক্ষভাবে প্রভাবিত করে।" এর ফলে জন্মলাভ করে প্রযুক্তি ও মানবিকতার একটা নতুন সমাজতান্ত্রিক সংযোজন এবং সৃজনশীল বুদ্ধিজীবী ও জনগণের মধ্যে যোগাযোগের একটা নতুন ধরন।

কারিগরী এবং অর্থনৈতিক দ্রুত অগ্রগতির পটভূমিকায় সমাজতান্ত্রিক সংস্কৃতির মাধ্যমে ব্যক্তিত্বের সর্বাঙ্গীণ বিকাশকে নিশ্চিত করতে হবে। তাকে সাহায্য করতে হবে নতুন ধরনের জীবনে এবং কাজে সমাজকে খাপ খাইয়ে নিতে, উন্নততর প্রয়োজনে ব্যক্তিগত এবং সমষ্টিগত সৃষ্টির কাজকে তা ত্বরান্বিত করবে। সংস্কৃতির বিকাশ সমাজের গঠনমূলক ক্ষমতাকে সজীব এবং সমৃদ্ধ করে এবং এই উদ্যোগকে উৎসাহিত করে সমাজ জীবনের সমস্ত ক্ষেত্রে।

পোলিশ জনপ্রজাতন্ত্রের এই ত্রিংশতিতম বার্ষিকীতে সেই সব পদ্ধতিসমূহের কথা আমরা গর্বের সঙ্গে স্মরণ করতে পারি যা জনগণের মানসিকতাকে এবং আমাদের সমাজের ভাবমূর্তিকে পাল্টে দিয়েছে। শুধু যে একটা গণতান্ত্রিক জাতীয় সংস্কৃতির কথা আমরা বলতে পারি তা-ই নয় ; পোল্যাণ্ডের কমিউনিস্টদের সামাজিক তত্ত্ব এবং কর্মসূচীর অঙ্গ যে মূল্যবোধ এবং চিন্তা, সেই সম্পর্কে আদর্শগত নতুন গতিমুখিনতার কথাও আমরা বলতে পারি। এর ফলে, পোল্যাণ্ডের এবং বিশ্ব সংস্কৃতির অতীত অর্জনগুলির ব্যাপক জনপ্রিয়তা সৃষ্টি সম্ভব হয়েছে এবং শ্রমিকশ্রেণীর অগ্রবাহিনীর বিশ্ব দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে সংগতি রেখে তার নবমূল্যায়ন ঘটেছে।

যে সব মহৎ সৃষ্টি একদা উপরতলার মুষ্টিমেয় মানুষের পক্ষেই কেবলমাত্র লভ্য ছিল এখন তা জনগণের আয়ত্তের মধ্যে এসেছে,—এই কারণেই শিল্প প্রসারের ক্ষেত্রে আমাদের সাফল্যগুলিকে এই একটিমাত্র অবিসংবাদী ঘটনায় পর্যবসিত করা উচিত নয়। আমাদের সাফল্যের পরিমাণ অনেক বেশি : সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারের স্তরে শ্রমিক-

শ্রেণীর মতাদর্শের অনুপ্রবেশ আরম্ভ হয়েছে। জনগণের জীবনের সঙ্গে, সামাজিক প্রগতির জন্য তাদের সংগ্রামের সঙ্গে সম্পৃক্ত জাতীয় শিল্পের যে ধারাকে অতীতে ঘৃণা করা হত তাকে নতুন করে আবিষ্কার এবং পুনর্জীবিত করা হয়েছে। সমাজে মানবিক শিল্পের ঐতিহ্য দৃঢ় এবং নিশ্চিত স্থান অধিকার করে আছে।

সংস্কৃতির গণতন্ত্রীকরণ আমাদের জনগণের চিন্তায় প্রগতিশীল পরিবর্তন ঘটিয়েছে। সংস্কৃতির পুনর্মূল্যায়ন অতীত সম্পর্কে নতুন চিন্তা সৃষ্টি করেছে। এক্ষেত্রে ভ্রান্ত আদর্শ এবং পবিত্রতার অনৈসর্গিক সুষমা থেকে অতীত বিচ্যুত হয়েছে। আধুনিকতা সম্পর্কে তা একটি ঘনিষ্ঠ অন্তর্দৃষ্টি দান করেছে এবং সাহায্য করেছে ভবিষ্যতের জন্য লক্ষ্য স্থির করতে।

শিল্প যে রাজনৈতিক জীবনে একটি শক্তিশালী প্রভাব বিস্তার করে এই জ্ঞান অতীতের যুদ্ধ এবং অবরোধের বছরগুলিতে দৃঢ়মূল হয়েছিল। পরবর্তীকালে বিপুল পরিবর্তন ঘটে। ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে জয়লাভের নিশ্চয়তা সৃষ্টি করেছিল সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং শান্তিপূর্ণ অগ্রগতির নিশ্চয়তাও সোভিয়েত ইউনিয়নই সৃষ্টি করছে, এই ঘটনা সামাজিক মনস্তত্ত্বের নবরূপায়ণে, রাজনৈতিক গতিমুখিনতাকে নতুন করে নির্ধারণের ক্ষেত্রে এবং পরবর্তীকালে, মতাদর্শ ও সামাজিক লক্ষ্যের অভিন্নতার ভিত্তিতে সাংস্কৃতিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ এবং মৌল উপাদানে পরিণত হয়। প্রথাগত মানসিক ছক, বদ্ধমূল ধারণা এবং পৌরাণিক অবাস্তবতা তার ফলে ভেঙে পড়তে আরম্ভ করে।

সামাজিক-অর্থনৈতিক যে পুনর্গঠন শ্রমজীবী জনগণের সামাজিক অগ্রগতিকে নিশ্চিত করেছে এবং শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে পোল্যাণ্ডের সামাজিক বিপ্লবের যা ভিত্তি রচনা করেছে, তা জনগণকে গুণগতভাবে নতুন এক সমাজতান্ত্রিক সংস্কৃতি সৃষ্টিতে অংশগ্রহণের সুযোগ এনে দিয়েছে। তার ফলে, সাংস্কৃতিক উচ্চমার্গিতা এবং শিল্পসংক্রান্ত বুদ্ধিজীবীদের স্বাতন্ত্র্য সামাজিক ধুলোতে ধসে পড়ে।

শিল্পসংক্রান্ত বুদ্ধিজীবী এবং সামাজিক সম্পদের স্রষ্টা, শ্রমজীবী জনগণের মধ্যে সম্পর্ক শিথিল হবার জন্যই বুর্জোয়া পোল্যাণ্ডে সাংস্কৃতিক উচ্চমার্গী মানসিকতার সৃষ্টি হয়েছিল। সংযোগের এই অভাবই শিল্পকে বাধ্য করেছিল উচ্চশ্রেণীর বিত্তবানদের উন্নাসিক রুচি, চাহিদা, আদর্শ এবং নৈতিকতার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে। সামাজিক অচল অবস্থা, দুঃখ দুর্দশা এবং শিক্ষা সংক্রান্ত সুযোগসুবিধার অভাবের জন্য সংস্কৃতি সম্পর্কে জনগণের মধ্যে যে আগ্রহহীনতার সৃষ্টি হয়েছিল তাও শিল্পজগৎ এবং বস্তুগত উৎপাদনের জগতের মধ্যে ভাবগত লেন-দেনকে ব্যাহত করেছিল।

সৃজনশীল শক্তিকে এখন উচ্চমার্গী, বুদ্ধিজীবী বেড়াজাল থেকে মুক্ত করা হয়েছে। ইতিহাসে সর্বপ্রথম জাগ্রত জনতা তাদের নিজেদের শিল্পগত এবং ভাবগত মানদণ্ডগুলি নির্ধারণ করতে আরম্ভ করেছে। দেশের সামাজিক মানচিত্রকে পরিবর্তিত করে এবং প্রকৃত বিপ্লবী বুদ্ধিদীপ্ত চেতনাকে নিশ্চিত করে সামাজিক-অর্থনৈতিক পুনর্গঠন জনগণের শিল্পসংক্রান্ত পরিণত বোধ এবং নান্দনিক জাগরণের অনুকূল পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছে। এই ধরনের পুনর্গঠন জনগণের সংস্কৃতি পরিবর্তনের শুধু সম্ভাবনাময় নয়, একটা বাস্তব উৎস।

এই ধরনের পরিস্থিতি শিল্পগত বুদ্ধিজীবীরা কখনও অনুভব করেন নি। জনতান্ত্রিক পোল্যাণ্ডের প্রায় প্রথম দিন থেকেই সৃজনশীল বুদ্ধিজীবীরা ব্যক্তিগত ব্যবসায়ীদের উপর তাদের নির্ভরশীলতা বাতিল করতে সক্ষম হয়েছেন। তাদের কাছে শিল্প সামগ্রী ছিল আরও পাঁচটা পণ্যের মতো। প্রতিভা এবং সৃজনশীল শক্তির ব্যক্তিগত বিকাশ, শিল্পসামগ্রী এখন তার প্রকৃত সামাজিক বোধ অর্জন করতে সক্ষম।

পোল্যাণ্ডের ইতিহাসে এই প্রথম যে, তা সত্যি সত্যি সমগ্র জনগণের অধিকারে এসেছে। শিল্পী সচেতন হয়েছে যে সে ব্যবসায়ী আচরণের আইন কানুন মুক্ত স্বাধীন মানুষের মতো কাজ করতে পারে। সে জানতে পেরেছে যে সে কাজ করছে লক্ষ লক্ষ মানুষের মধ্যে, সে কাজ করছে তাদেরই জন্য। তারা তাকে বুঝেছে, তার কাজকে তারা শ্রদ্ধা করেছে এবং তার ফলাফলের তারা মূল্যায়ন করেছে নাগরিক গরিমার সঙ্গে।

বৈপ্লবিক সমাজ পরিবর্তনের ফলে জনগণের সঙ্গে সৃজনশীল কর্মীদের এই নতুন সংশ্লেষ শিল্পগত প্রেরণার একটা গুরুত্বপূর্ণ উৎস। জনগণ ও শিল্পীর মধ্যে নতুন সম্পর্ক সৃষ্টি হতে থাকে—যে আদর্শ উন্নত সমাজতন্ত্রের পর্বের উপযুক্ত। এর থেকে সৃষ্টি হয় সমাজতান্ত্রিক শিল্পের বিকাশের জন্য নতুন প্রেরণা। আমাদের কালের কঠিন সমস্যাগুলির সমাধানে সক্রিয় সংযোগ সহ তীক্ষ্ণ পৌর অনুভূতির সঙ্গে নতুন প্রকাশ মাধ্যমের সম্পদের তা সামঞ্জস্য বিধান করে।

পোল্যাণ্ডের যে সংস্কৃতি নাৎসি অবরোধের বিরুদ্ধে দেশব্যাপী সংগ্রামের সময় প্রচণ্ড ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এখন তার পুনরুজ্জীবন ঘটেছে নতুন উৎকর্ষে। ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে মুক্তিযুদ্ধ, জনগণের সামাজিক মুক্তি অর্জনকারী বিপ্লব এবং ওডার ও নাইসের তীরভূমি সংলগ্ন অঞ্চলের পুনরুদ্ধার, নতুন শিল্প এবং সমাজের সাংস্কৃতিক কাজে কর্মে শক্তিশালী ভাবগত অনুপ্রেরণার সৃষ্টি করেছিল। সামাজিক পুনর্গঠনের ভিত্তিভূমির উপর রচিত পোল্যাণ্ডের নতুন সমাজতান্ত্রিক সংস্কৃতি প্রগতিশীল জাতীয় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য এবং আধুনিক শিল্পগত, বৈজ্ঞানিক এবং কারিগরী অগ্রগতির সমন্বয়ের মাধ্যমে নতুন সম্পদ লাভ করেছে। সমাজতান্ত্রিক মানবিকতার আদর্শ, মানুষের মর্যাদা, সামাজিক ন্যায় এবং গঠনমূলক শান্তিপূর্ণ শ্রম এখন অনেক বেশি প্রভাব বিস্তার করে। নতুন সমাজতান্ত্রিক দেশাত্মবোধের রঙে নতুন সংস্কৃতি রঞ্জিত। সমস্ত জাতীয়তাবাদ, অত্যাচার এবং সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ, মানুষের অস্তিত্বকে যা বিপন্ন করে, তার সঙ্গে তার বৈরিতা। অপরিশীলিত আত্মনির্ভরিতা, নৈরাজ্যবাদ এবং প্রগতির জন্য মানুষের সংগ্রামে আস্থাহীনতার তা বিরোধী। সমষ্টিবাদের ভিত্তিতে রচিত নৈতিকতার নতুন আদর্শ, সামাজিক সম্পত্তি সম্পর্কে শ্রদ্ধা এবং শ্রমিকশ্রেণীর সাফল্যকে সুরক্ষিত করার আগ্রহকে তা শক্তিশালী করে।

এই নতুন গতিমুখিনতা শিল্পগত উন্নাসিকতার বিশ্বব্যাপী অপরিশীলিত ধারণার অনুপ্রবেশের বহু পথকে একে একে রুদ্ধ করেছে। সমাজতান্ত্রিক আশা-আকাঙ্ক্ষার ঐক্য থেকে জাত শিল্প কর্মের পক্ষে সংস্কৃতি ক্রমবর্ধমান মাত্রায় উন্মুক্ত হচ্ছে। সংস্কৃতির জগতে পোল্যাণ্ড, সোভিয়েত

যুক্তরাষ্ট্র এবং অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির মধ্যে ভ্রাতৃত্বপূর্ণ সহযোগিতার তা দীর্ঘস্থায়ী ভিত্তি।

বর্তমান এবং অদূর ভবিষ্যতের প্রয়োজন হল সমাজতান্ত্রিক গোষ্ঠীর দেশগুলির মধ্যে সাংস্কৃতিক সহযোগিতাকে দ্রুতগতিতে তীব্রতর করা, এবং তার জন্য সুযোগও সৃষ্টি হয়েছে। সাংস্কৃতিক সহযোগিতার সম্ভাবনা উৎসারিত হচ্ছে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির লক্ষ্য এবং মতাদর্শের অভিন্নতা, তাদের শ্রেণীগত ঐক্য এবং রাজনৈতিক ব্যবস্থার অভেদ থেকে। কমিউনিস্ট পার্টিগুলির পরিচালনায় সমাজতান্ত্রিক গঠনকর্মের অভিন্ন প্রক্রিয়া অনুরূপ মৌল প্রক্রিয়া ও বিশিষ্টতার ভিত্তি হিসাবে কাজ করে—যে প্রক্রিয়া বা বিশিষ্টতা সমাজতান্ত্রিক সংস্কৃতি বিকাশের সাধারণ সূত্রগুলিকে প্রকাশ করে। বিভিন্ন জাতীয় সংস্কৃতির অমূল্য শিল্পগত সাফল্য প্রসারের পথকে তা অবারিত করে। আমরা প্রথমে তা প্রত্যক্ষ করেছি বহুজাতি সমন্বিত সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রে, এবং এখন সমাজতান্ত্রিক গোষ্ঠীর দেশগুলিতেও আমরা তা দেখতে পাচ্ছি।

সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে বৈজ্ঞানিক এবং প্রযুক্তি বিপ্লবের পটভূমিকায়, অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক পরিবর্তন থেকে উৎসারিত সমাজের লোকদের দ্রুত পরিবর্তনশীল রাজনৈতিক সচেতনতার সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষার জন্য রাষ্ট্র এবং সরকারি সংস্থাসমূহের কাজকর্মের বিকাশও একই ধারায় প্রবাহিত। অগ্রগতির অভিন্ন পথ এবং অভিন্ন প্রয়োজন সাংস্কৃতিক কাজ কর্মের রূপ এবং পদ্ধতিকে পরস্পরের কাছাকাছি নিয়ে আসে। আমাদের জনগণের সংস্কৃতিকে সংহত করার একটা ভালো ভিত্তি। সুতরাং রাজনৈতিক ঐক্যের নিরবচ্ছিন্ন সংহতি এবং সি এম ই এ-র কাঠামোর মধ্যে কারিগরী-অর্থনৈতিক সংযোজনের সাথে সাথে সাংস্কৃতিক সংহতি ঘটা উচিত।

এই সংহতিকে ত্বরান্বিত করার প্রয়োজনও সৃষ্টি হচ্ছে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি থেকেই। দীর্ঘকালব্যাপী শান্তি এবং সমাজতান্ত্রিক ও ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার মধ্যে শান্তিপূর্ণ প্রতিযোগিতা সংস্কৃতিকে এই দুই শ্রেণীগত মতাদর্শের একটা গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত করেছে, এবং আমাদের সম্মিলিত লক্ষ্য হল ধনতান্ত্রিক জগতের সঙ্গে সাংস্কৃতিক বিনিময়ের কাঠামোটিকে এই পরিস্থিতির সঙ্গে লগ্ন করা।

দীর্ঘকালব্যাপী শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের সম্ভাবনা এবং বিশেষ করে ইয়োরোপ সম্পর্কিত বিতর্কিত সমস্ত প্রশ্নের শান্তিপূর্ণ মীমাংসার সম্ভাবনা, সাংস্কৃতিক বিনিময়, শিল্পী-গোষ্ঠীর মধ্যে যোগাযোগ, সংস্কৃতিগত চিন্তার আদান-প্রদান এবং শিল্প কর্মের ব্যাপকতর বিনিময়ের পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছে। আমরা যা চাই তা হল, বিশ্ব শান্তি ও প্রগতির পক্ষে অনুকূল সাংস্কৃতিক বিনিময়। কিন্তু এই বিষয়টাও আমাদের হিসাব করতে হবে যে, সাম্রাজ্যবাদী স্নায়ু যুদ্ধের কেন্দ্রগুলি তাদের নিজেদের অসৎ উদ্দেশ্যের জন্য, তথাকথিত শিল্পকর্ম এবং তাত্ত্বিক ধারণার মাধ্যমে সমগ্র জনগণ এবং তাদের সৃজনশীল অংশের মধ্যে মতাদর্শগত বিভ্রান্তি সৃষ্টির কাজের জন্য এগুলিকে ব্যবহার করতে চেষ্টা করবে। সন্দেহ নেই যে, সমকেন্দ্রিকতার কুখ্যাত তত্ত্ব সংক্রান্ত ধারণাগুলিকে গোপনে আমদানি করার একটা প্রবণতাও আছে।

সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির অভিমুখে "চিন্তা ও তথ্যের অবাধ প্রবাহে"র অনস্তিত্ব সম্পর্কে চলতি বুর্জোয়া প্রচার অভিযান সম্পূর্ণই মিথ্যা। আমরা একথা জানি যে, ধনতান্ত্রিক দেশগুলিতেই বুর্জোয়া মতাদর্শের সঙ্গে সম্পর্কহীন কাজের প্রসার প্রতিকূল বুর্জোয়া "সাংস্কৃতিক" বাজার কর্তৃক ব্যাহত হয়ে থাকে। সুতরাং সরাসরি সরকারি হস্তক্ষেপের অভাবের (যদিও তা যথেষ্ট ঘনঘনই ঘটে) অর্থ এই নয় যে, সেখানে চিন্তার অবাধ প্রবাহ রয়েছে। কারণ, একটা ব্যাপার হল, ধনতান্ত্রিক পৃথিবী থেকে আমাদের সাংস্কৃতিক আমদানির তুলনায় সমাজতান্ত্রিক দেশ থেকে বুর্জোয়া রাষ্ট্রগুলিতে সাংস্কৃতিক কাজের বিস্তার অনেক কম ব্যাপক। এই জন্যই "অবাধ বিনিময়ে"র কথা-বার্তাকে আমরা আদর্শগত সংগ্রামে একতরফা সুবিধা লাভের চেষ্টা বলে মনে করি। সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি এই বিষয়ে সম্পূর্ণ একমত।

এই কারণেই সাংস্কৃতিক বিনিময়ের জন্য প্রয়োজন হল ধনতান্ত্রিক দুনিয়া থেকে আগত শিল্প সামগ্রীর ব্যাপক নির্বাচন। এই নির্বাচনের পদ্ধতি, সমাজতান্ত্রিক এবং ধনতান্ত্রিক দেশের সৃজনশীল অংশসমূহের মধ্যে যোগাযোগ এবং সাংস্কৃতিক নীতির অন্তঃসার, সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানসমূহের আলোচ্য বিষয় হওয়া উচিত। সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ বিস্তারের অধিকতর প্রযুক্তিগত সম্ভাবনাও (উপগ্রহ মারফত টেলিভিশন, টেলিভিশন ক্যাসেট প্রভৃতি) এই প্রয়োজনের সৃষ্টি করেছে।

কিন্তু সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির সাংস্কৃতিক সংহতির মূল হল, প্রধানত নিজেদের সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ তৈরি করা এবং তাকে জনপ্রিয় করার ব্যাপারে সহযোগিতা, সংস্কৃতির দ্বিপক্ষীয় এবং বহুপক্ষীয় কেন্দ্র, টেলিভিশনের সম্মিলিত কর্মসূচী, শিল্প ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে সম্মিলিত পরিকল্পনা। একদিকে আমরা আমাদের সাহিত্যিক, শিল্পী এবং অন্যান্য সৃজনশীল সঙ্ঘের মধ্যে অধিকতর কার্যকর মতাদর্শগত ও শিল্পগত সংযোগ রচনা করব এবং অন্যদিকে একটা নতুন বহুজাতিক সমাজতান্ত্রিক সংস্কৃতির দর্শক-পাঠকদের দ্রুত প্রসারের জন্য পরিস্থিতি সৃষ্টিকে নিশ্চিত করব। নানাধরনের জাতীয় সংস্কৃতির অমূল্য সম্পদকে জনপ্রিয় করার অতুলনীয় সুযোগ এই দর্শক-পাঠকমণ্ডলী সৃষ্টি করে। সমাজতান্ত্রিক গোষ্ঠীর অভ্যন্তরে শিল্পগত প্রচেষ্টাকে তারা অতিরিক্ত প্রেরণা দান করে। আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, সম্পদকে যথাযথভাবে কাজে লাগালে টেলিভিশন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজ করতে পারে।

আমাদের জনগণের জীবনে সংস্কৃতির বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ ভূমিকা এবং আদর্শগত সংগ্রাম, সংস্কৃতি বিকাশের প্রক্রিয়ায় গাঢ়তর গবেষণার দাবি করে। সমাজতান্ত্রিক-গোষ্ঠীর সমস্ত দেশেই এই কাজ চলছে এবং তার ফলাফল সম্পর্কে সময়োপযোগী সংবাদ আদানপ্রদান অত্যন্ত কার্যকর হবে।

১৯১৩ সালে লিখিত "শ্রমিকশ্রেণী এবং জাতীয় প্রশ্ন"-এ লেনিন বলেছিলেন : "সমস্ত জাতির শ্রমিকরা একত্রে, ঐক্যবদ্ধভাবে সর্বসাধারণের সমগ্র সংস্থায় পূর্ণ স্বাধীনতা এবং অধিকারের পূর্ণাঙ্গ সমতাকে ঊর্ধ্বে তুলে ধরে—এবং প্রকৃত সংস্কৃতির এটাই নিশ্চিতি।

"সমগ্র বিশ্বের শ্রমিকরা তাদের নিজস্ব আন্তর্জাতিক সংস্কৃতি নির্মাণ করছে, দীর্ঘদিন ধরে যার জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন স্বাধীনতার একনিষ্ঠ সমর্থক এবং অত্যাচারের যারা শত্রু, তারা। জাতিগত অত্যাচার, জাতিগত বিসংবাদ এবং জাতিগত বিচ্ছিন্নতার যে পুরোনো পৃথিবী, তার বিপরীতে শ্রমিকরা প্রতিষ্ঠা করছে নূতন এক জগৎ—সমস্ত জাতির

শ্রমজীবী জনগণের ঐক্যের এক জগৎ, যে জগতে ব্যক্তিগত বিশেষ সুবিধা অথবা মানুষ কর্তৃক মানুষকে সামান্যতম অত্যাচারের কোনো স্থান নেই।"

(রচনা সংগ্রহ, খণ্ড ১৯, পৃঃ ৯২)

একদা যা ছিল সংগ্রামী সর্বহারাদের মতাদর্শের অঙ্গ তা এখন সংস্কৃতি সম্পর্কিত নীতি এবং সমাজতান্ত্রিক গোষ্ঠীভুক্ত দেশসমূহের শ্রমিক-কৃষক সংস্কৃতির সহযোগিতার অপরিহার্য উপাদানে পরিণত হয়েছে। জাতীয় সংস্কৃতির স্বাধীন বিকাশ এবং সাংস্কৃতিক বিনিময়ের পদ্ধতি, ভ্রাতৃত্বমূলক সংস্কৃতির সাফল্যগুলির অঙ্গীকরণ এবং তার পারস্পরিক সমৃদ্ধি সাধন সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগোষ্ঠীর অধিকতর সংহতিকে সাহায্য করে।

স্বতন্ত্র ঐতিহ্য এবং ইতিহাস, অনন্য শিল্পকর্ম, লোকগাথার বিশিষ্ট লক্ষণ এবং আধুনিক শিল্পের বিনির্দিষ্ট বিকাশ, মতাদর্শ এবং সামাজিক লক্ষ্যের অভিন্নতার দ্বারা একত্রিত হয়, কারণ, জাতীয় সংস্কৃতিগুলির সম্পর্ক একই সমাজতান্ত্রিক রূপান্তর থেকে, সামাজিক ন্যায়ের একই আদর্শ থেকে এবং সাম্যবাদী সমাজগঠনের অভিন্ন লক্ষ্য থেকে উৎসারিত।

কমিউনিস্ট ও ওয়ার্কার্স পার্টিগুলি সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত সংবাদ

ভিয়েতনামের ওয়ার্কিং পিপল্‌স পার্টি

হো চি মিন-এর নেতৃত্বে পরিচালিত কমিউনিস্টরা ১৯৩০-এর ফেব্রুয়ারিতে যে কমিউনিস্ট পার্টি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এবং যে কমিউনিস্ট পার্টি কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকে যোগ দেবার কথা ঘোষণা করেছিল, সেই ভিয়েতনামের কমিউনিস্ট পার্টির উত্তরাধিকারই হল ওয়ার্কিং পিপল্‌স পার্টি অব ভিয়েতনাম (ডবলু পি পি ভি)। ঐ বছরই এর আবার নামকরণ হয় ইন্দোচীনের কমিউনিস্ট পার্টি (সি পি আই সি) এবং ১৯৩১-এর এপ্রিলে কমিন্টার্ন এর স্বশাসিত অংশ হিসাবে স্বীকৃতি পায়। জাপানি ফ্যাসিবাদী পররাজ্য আক্রমণকারী ও ফরাসি উপনিবেশবাদীদের কাছ থেকে জাতীয় মুক্তির জন্য সংগ্রামে সি পি আই সি নেতৃত্ব দিয়েছিল।

১৯৪৫-এর আগস্টে সি পি আই সি একটি গৌরবজনক বিপ্লব সমাধা করে সাম্রাজ্যবাদী ঔপনিবেশিক ব্যবস্থার একটি দুর্বলতম অংশের উপর পরাজয় চাপিয়ে দেয় এবং ঐ ব্যবস্থাকে ধ্বংস করতে অনেকখানি সাহায্য করে। ঐ বছরের ২ সেপ্টেম্বর ভিয়েতনামের গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের ঘোষণা হয়।

সি পি আই সি ফরাসি উপনিবেশবাদী, মার্কিন আগ্রাসক এবং অনুপ্রবেশকারীদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ যুদ্ধ পরিচালনা করে (১৯৪৬—৫৪)। এর দ্বিতীয় কংগ্রেসে (১৯৫১) পুনরায় নামকরণ হয় ওয়ার্কিং পিপল্‌স পার্টি অব ভিয়েতনাম।

প্রতিরোধ যুদ্ধের পরে, যে যুদ্ধ শেষ হয়েছিল দিয়েন বিয়েন ফু-এর বিখ্যাত বিজয়ে, পার্টি কৃষি বিপ্লব সম্পূর্ণ করায় উদ্যোগ নেয় এবং সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের দিকে এগিয়ে চলে। উত্তর ভিয়েতনামে পার্টির নেতৃত্বে সুদূরপ্রসারী পরিবর্তন আসার ফলে নতুন সমাজতান্ত্রিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে। সমাজতান্ত্রিক শিল্পায়নে উল্লেখযোগ্য উন্নতি হল। কৃষিতেও গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটল।

ওয়ার্কিং পিপল্‌স পার্টির তৃতীয় কংগ্রেস (সেপ্টেম্বর ১৯৬০) পার্টির সাধারণ লাইন নির্দিষ্ট করল এবং নতুন-বিধি গ্রহণ করল, যার প্রধান লক্ষ্যগুলি হল সমগ্র জনগণের মৈত্রীকে শক্তিশালী করা, স্থায়ী শান্তির জন্য সংগ্রাম, উত্তর ভিয়েতনামে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবকে এগিয়ে নেওয়া, দক্ষিণ ভিয়েতনামে জাতীয় জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের অগ্রগতি সাধন, স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের ভিত্তিতে দেশকে ঐক্যবদ্ধ করা, একটি শান্তিপূর্ণ, ঐক্যবদ্ধ, স্বাধীন ও সমৃদ্ধশালী ভিয়েতনাম গঠন এবং সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার সংহতিতে সহযোগিতা এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ও সারা বিশ্বে শান্তি রক্ষা করা। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনের সময়ে পার্টি তাঁদের সমাজতান্ত্রিক সাফল্য সুরক্ষা এবং আগ্রাসীদের প্রতিরোধ করে জাতীয় মুক্তির জন্য যুদ্ধে জনগণকে সমবেত করেছিল।

১৯৭০-এ পার্টির এগার লক্ষ পূর্ণ ও প্রার্থী সভ্য ছিল।

পার্টির সর্বোচ্চ কর্তৃত্ব হল পার্টি কংগ্রেস। পার্টির দৈনন্দিন কাজ পরিচালনা করে কেন্দ্রীয় কমিটি, এই কমিটি একটি পলিটিক্যাল ব্যুরো ও একটি সম্পাদকমণ্ডলী নির্বাচিত করে।

ডবলু পি পি ভি একটি জাতীয় দৈনিক নাম দান (জনতা) ও একটি মাসিক হক ট্যাপ (পর্যালোচনা) প্রকাশ করে থাকে। এছাড়া প্রতিটি শহর ও প্রদেশে আঞ্চলিক পার্টি সংগঠনগুলি সংবাদপত্র এবং সাময়িকী প্রকাশ করে থাকে।

সুইস পার্টি অব লেবার

১৯৩৭—৪০-এ নিষিদ্ধ কমিউনিস্ট পার্টি ও সোশ্যালিস্ট ফেডারেশন-এর সংযুক্তিতে ১৯৪৪-এর ১৪-১৫ অক্টোবর, এস পি এল প্রতিষ্ঠিত হয়, যা কোনো কোনো ক্যান্টনে ওয়ার্কার্স এন্ড পিপল্‌স পার্টি বলে পরিচিত। এস পি এল হল ১৯২১-এ স্থাপিত কমিউনিস্ট পার্টি অব সুইজারল্যান্ডের ধারাবাহিক সংগঠন। এর সদস্যপদ দেওয়া হয় মার্কসবাদে বিশ্বাসী শ্রমিক, অফিসকর্মী, কৃষক ও বুদ্ধিজীবীদের। পার্টি সাম্প্রতিক বছরগুলিতে ট্রেড ইউনিয়নের মধ্যে প্রভাব বাড়িয়েছে। বেশ কিছু সংখ্যক ক্যান্টনে এর যুব সংগঠন রয়েছে, এরা ১৯৭৪-এর ৭-৮ ডিসেম্বর তাদের কংগ্রেসে একটি জাতীয় সংগঠন গঠন করেছে।

১৯৭১-এর সম্মেলন থেকে গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতা-ভিত্তিক নিয়মাবলী এবং কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে, যা সম্ভব হলে গণ-আন্দোলন প্রথমত শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনের ফল হিসাবে শান্তিপূর্ণ পদ্ধতিকে সমাজতান্ত্রিক সমাজ নির্মাণকে চূড়ান্ত লক্ষ্য বলে ঘোষণা করেছে। কর্মসূচীতে জোর দিয়ে বলা হয়েছে যে, বুর্জোয়াদের মুখ্য হাতিয়ার হল—সোভিয়েত-বিরোধিতা ও কমিউনিস্ট-বিরোধিতা এবং তারা যাই ধারণা করুক না কেন, একে প্রতিহত করতেই হবে।

এস পি এল শ্রমজীবী মানুষের মূল দাবি উচ্চতর মজুরি ও পেনশন, মূল্যবৃদ্ধির বিরুদ্ধে, কার্যকর সামাজিক আইন ও বিদেশী শ্রমিকদের জন্য নাগরিক অধিকারের জন্য সংগ্রাম করে। মূল্য নিয়ন্ত্রণ, বিনিয়োগ ও মুনাফা এবং কিছু-সংখ্যক প্রধান শিল্পের জাতীয়করণের জন্য পার্টি আহ্বান জানায়। জেনেভা ও ভদ ক্যান্টনে পার্টি সোশ্যাল-ডেমোক্রেটিক পার্টির সঙ্গে সংযোগ প্রতিষ্ঠা করেছে।

আন্তর্জাতিক বিষয়ে এস পি এল শান্তির জন্য সমরাভিযানের বিরুদ্ধে, প্রকৃত সুইস নিরপেক্ষতা, ইয়োরোপীয় নিরাপত্তা এবং পুঁজিতান্ত্রিক গোষ্ঠীতে সুইস অংশগ্রহণের বিরুদ্ধে আহ্বান জানায়। পার্টি সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন ও উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে জনতার সংগ্রামের প্রতি সমর্থন সংগঠিত করে। সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির সঙ্গে ব্যাপকতর বন্ধনের জন্য এবং আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট ও শ্রমিক আন্দোলনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতর ঐক্যের জন্য কাজ করে।

১৯৭১-এর নির্বাচনে ২৪টি ক্যান্টনের মধ্যে ৬টিতে প্রার্থী দেয়, ভোটের শতকরা ২·৭ ভাগ পায় এবং জাতীয় পরিষদে পাঁচটি আসন দখল করে। কয়েকটি ক্যান্টনে পার্টি একটি প্রভাব সৃষ্টিকারী শক্তি, ১৯৭১-এর নির্বাচনে বাসেল-এ ভোটের শতকরা ৬·৫ ভাগ, ভদ-এ শতকরা ১১·৫ ভাগ, নিউ চাথেল-এ শতকরা ১৩ ভাগ, জেনেভায় শতকরা ২১ ভাগ ভোট পায়।

ক্যান্টন অংশে পার্টির আঞ্চলিক ও শিল্প উভয়ক্ষেত্রে সংযুক্ত কেন্দ্র রয়েছে। জেনেভা, ভদ, নিউচাতেল, জ্যুরিখ, বাসেল ও টিচিনো ক্যান্টনগুলিতে বৃহত্তম পার্টি সংগঠন রয়েছে। প্রতি চার বছরে অনুষ্ঠিত কংগ্রেসই পার্টির সর্বোচ্চ সংস্থা। কংগ্রেস থেকে কেন্দ্রীয় কমিটি ও কেন্দ্রীয় কন্ট্রোল কমিশন নির্বাচিত করে। কেন্দ্রীয় কমিটি একটি পলিটিক্যাল ব্যুরো ও দৈনন্দিন কাজ পরিচালনার জন্য পলিট ব্যুরো সদস্যদের মধ্য থেকে একটি সম্পাদকমণ্ডলী নির্বাচন করে।

পার্টি ফ্রান্সে প্রকাশিত দৈনিক **ভয়েক্স অভ্রিয়ার্স** এবং জার্মানিতে **ভরওয়ার্টস** এবং ইতালিতে **লেভরেটরে** এই সাপ্তাহিক দুটি প্রকাশ করে থাকে।

হণ্ডুরাসের কমিউনিস্ট পার্টি

সি পি এইচ প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৫৪-এর ১০ এপ্রিল প্রথম জাতীয় সম্মেলনে, দেশের ইতিহাসে বৃহত্তম এবং হণ্ডুরাসের শ্রমিক আন্দোলনে একটি গুরুত্বপূর্ণ দিকচিহ্ন—কলাবাগানের মে ধর্মঘটের অল্প আগে।

কোনো কর্মস্থল বা বাসস্থানে যেখানে অন্তত তিনজন কমিউনিস্ট আছে পার্টির প্রাথমিক সংগঠন বা সেল গঠিত হয়।

দুই কংগ্রেসের মধ্যবর্তী সময়ে পার্টির সমগ্র কাজ পরিচালনা করে কেন্দ্রীয় কমিটি। এই কেন্দ্রীয় কমিটিই একটি রাজনীতিক কমিশন, সম্পাদকমণ্ডলী ও অন্যান্য কার্যনির্বাহী সংস্থা নির্বাচিত করে। পার্টির আঞ্চলিক ও পৌরাঞ্চল কমিটিও আছে।

এ পর্যন্ত পার্টির ২টি কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়েছে। ১৯৫৮-এর এপ্রিলে প্রথম কংগ্রেস আন্তর্জাতিক ও অভ্যন্তরীণ রাজনীতিক পরিস্থিতি আলোচনা করে পার্টির কর্মসূচী ও সংবিধান গ্রহণ করে এবং নেতৃস্থানীয় কমিটি নির্বাচিত করে। ১৯৭২-এর এপ্রিলে দ্বিতীয় কংগ্রেস পার্টির রাজনীতিক তত্ত্ব অনুমোদন করে, মার্কসবাদ-লেনিনবাদ ও প্রলেতারীয় আন্তর্জাতিকতার প্রতি পার্টির আনুগত্যের উপর জোর দেয় এবং নতুন কর্মসূচী ও সংবিধান গ্রহণ করে। কংগ্রেস ভূস্বামী, প্রতিক্রিয়াশীল বুর্জোয়া ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাম্রাজ্যবাদী প্রাধান্যের বিরুদ্ধে এবং সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী, কৃষি সম্পর্কীয়, জনপ্রিয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবের জন্য সংগ্রামের কর্তব্য বিশ্লেষণ করে।

পার্টি প্রতিষ্ঠিত হবার পর থেকে কেন্দ্রীয় কমিটির ১৫টি প্লেনারী অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

১৯৬০ ও পরে ১৯৬৫—১৯৬৭-তে মতাদর্শগত মতপার্থক্যে পার্টি তিক্ত উপদলীয় সংগ্রামে ব্যাপৃত ছিল, যা মার্কসবাদ-লেনিনবাদী পথের বিজয়ের মধ্যে সমাপ্ত হল।

১৯৬৯-এ হণ্ডুরাস ও এল সালভাডোর-এর মধ্যে সশস্ত্র সংঘর্ষের পরে পার্টির আধা-বৈধ মর্যাদা হল।

১৯৭২-এর ৪ ডিসেম্বর একটি বুর্জোয়া সংস্কারপন্থী সরকার ক্ষমতায় আসার পরে নতুন রাজনীতিক অবস্থায় পার্টি ফ্যাক্টরি ও ট্রেড ইউনিয়নে প্রভাব শক্তিশালী করে এবং শ্রমিকদের মধ্য থেকে নতুন সভ্য গ্রহণ করে। পার্টির ২০তম বার্ষিকী চিহ্নিত করার পরিপ্রেক্ষিতে পার্টির সদস্য-সংখ্যা দ্বিগুণ করা হয়েছে।

মিউনিসিপ্যাল কমিটিগুলি পরিচালিত পার্টি স্কুলগুলি কমিউনিস্টদের জন্য তাত্ত্বিক ও রাজনীতিক শিক্ষার ব্যবস্থা করে থাকে। এখন কেন্দ্রীয় কমিটি কেন্দ্রীয় পার্টি স্কুল সংগঠিত করছে।

পার্টির কেন্দ্রীয় মুখপত্র **ভ্যানগার্ডিয়া রিভল্যুশনারিয়া** বৈধভাবে প্রকাশিত হচ্ছে। কেন্দ্রীয় কমিটি তাত্ত্বিক দ্বি-মাসিক **ট্রাবাজোও** প্রকাশ করে থাকে।

সমাজতন্ত্র এবং বিজ্ঞান

নাচো পাপাজভ্
বুলগেরিয়া গণপ্রজাতন্ত্রের বিজ্ঞান, প্রযুক্তিগত অগ্রগতি ও
উচ্চশিক্ষা সংক্রান্ত কমিটির সভাপতি

পৃথিবী সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান এবং তার বিকাশের নিয়ম সম্পর্কে আমাদের ধারণায় একটা প্রচণ্ড বিপ্লব ঘটে যাচ্ছে দেখতে পাচ্ছি। মানুষ তার বসবাসের পৃথিবীটাকে সাইবারনেটিকস, তথ্য তত্ত্ব, পারমাণবিক শক্তি, লেসার প্রক্রিয়া, আণব জীববিজ্ঞান প্রভৃতির মতো শক্তিশালী হাতিয়ার ব্যবহার করে নতুন করে সাজাতে লেগেছে। বিজ্ঞানে এই বিপ্লব প্রযুক্তিগত বিষয়ে বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সঙ্গে জৈবিক অর্থে যুক্ত। তাই উৎপাদনের ক্ষেত্রে সুদূরপ্রসারী পরিবর্তন যে বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত বিপ্লবের জন্যেই ঘটেছে সেকথা আমরা বলতে পারি।

বিজ্ঞানের একটা নিজস্ব বিকাশধারা আছে। কিন্তু বিজ্ঞান ও সমাজের মধ্যে যে একটা জৈবিক সম্পর্ক আছে, বিজ্ঞানের বিকাশ যে উৎপাদনের চরিত্র ও বিকাশ এবং সামাজিক পরিবেশের উপর নির্ভরশীল, এবং বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি যে সামাজিক প্রগতিরই অংশ, মার্কসবাদী-লেনিনবাদীদের সেটা জানা আছে।

বিজ্ঞান ও সমাজের মধ্যেকার দ্বান্দ্বিক পরস্পর সংযুক্ততার প্রশ্নটি এখন বিশেষ গুরুত্ব ও প্রাসঙ্গিকতা অর্জন করেছে। কারণ বিজ্ঞান এখন সমস্ত বস্তুগত উৎপাদন ও সাংস্কৃতিক উদ্যোগের মধ্যে অনুপ্রবেশ করায়, সরাসরি উৎপাদিকা শক্তিতে রূপান্তরিত হয়েছে। পুঁজিবাদ যে বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত বিপ্লবের পর্যাপ্ত সুযোগ দিতে পারে না, জনগণের স্বার্থে ও সামাজিক প্রগতির জন্যে তার অবদানগুলি ব্যবহার করতে পারে না, ঘটনাবলীই তা প্রমাণ করে। মার্কসের কথায় বলা যায় পুঁজিবাদ "বিজ্ঞানকে শ্রম থেকে স্বতন্ত্র এক উৎপাদিকা শক্তিতে পরিণত করে, পুঁজির সেবায় তাকে নিয়োগ করে।" যদিও অবশ্য পুঁজিবাদ বৈজ্ঞানিক বিকাশে বাধা দেয় না, তবু এটা তাকে একপেশে করতে পারে এবং করে। বিশেষত প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিসমূহের স্বার্থে বিজ্ঞানের সামরিকীকরণ ঘটলে মৌলিক, ফলিত এবং পরীক্ষামূলক গবেষণা কাজের মধ্যে অনুপাতবৈষম্য ঘটে। চূড়ান্ত বিচারে তাই বলা যায় যে, একচেটিয়ার স্বার্থে নিয়ন্ত্রিত বিজ্ঞানের অবদান দেখা যায় সামাজিক অভ্যুত্থান, মুদ্রাস্ফীতি ও বেকারত্ব বৃদ্ধিতে। বিজ্ঞানের সুষম বিকাশ অর্জন এবং তার অবদানের কল্যাণকর ব্যবহারে অসামর্থ্য দেখিয়ে, সমাজব্যবস্থা হিসেবে নিজের স্বরূপ প্রকাশ করে সাম্রাজ্যবাদ নিজের ভাগ্যের রায় নিজেই দিয়েছে। তোদর ঝিভকভ বলেছেন যে, সাম্রাজ্যবাদ বিজ্ঞান ও তার অবদানগুলিকে "ডেমোক্লিসের তরোয়ালের মতো সারা পৃথিবীর উপরে ঝুলিয়ে রেখেছে"।

বুর্জোয়া মতাদর্শবাদী ও সংশোধনবাদীদের সমস্ত যুক্তি ও বিশদ আলোচনা সত্ত্বেও বলা যায় যে, রাষ্ট্রীয় একচেটিয়া পুঁজিবাদ ও বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তিগত বিপ্লবের মধ্যেকার সম্পর্ক হল বৈরিতামূলক। কারণ সাম্রাজ্যবাদের অধীনে "বৈজ্ঞানিক ও প্রকৌশলগত বিপ্লবের ফলে উদ্ভূত অসীম সম্ভাবনা এবং সমাজের সামগ্রিক কল্যাণে তাদের ব্যবহারের সুযোগের মধ্যে বিরোধিতা" দেখা দেয়।(১)

এমন একটা সময় ছিল যখন বুর্জোয়া মতাদর্শবাদীরা পুঁজিবাদের তীব্র সামাজিক ও স্ববিরোধিতাগুলি উল্লেখ করা থেকেও বিরত থাকতেন। ১৯৫৭-তে প্রথম সোভিয়েত স্পুটনিক আকাশে ওড়ার পর থেকে অবস্থা বদলাতে শুরু করে। তখন থেকেই যে সমস্ত সমস্যা এতকাল সযত্নে এড়িয়ে যাওয়া হত তাদের আলোচনা শুরু করা হয় এবং পুঁজিবাদের সমস্যাগুলির বৈজ্ঞানিক নিরাময়ের জন্যে বহু জমকালো পরিকল্পনা গৃহীত হতে থাকে। পুঁজিবাদী তাত্ত্বিকরা বলতে থাকেন পুঁজিবাদেরই ভবিষ্যৎ আছে এবং সমাজতন্ত্রের দিকে যাওয়ার দরকার নেই। তাঁদের যুক্তি হল যে নিজস্ব বিবর্তনের এবং বৈজ্ঞানিক ও প্রকৌশলগত বিপ্লবের ফলে পুঁজিবাদ এমন একটা নতুন সমাজ ব্যবস্থায় বিকশিত হয়ে উঠবে যেখানে আজ যে সমস্ত সমস্যা মানুষের মনকে আলোড়িত করছে তাদের সমাধান করা যাবে। কিন্তু আজ সত্তরের দশকে বুর্জোয়া লেখকরা স্বীকার করতে বাধ্য হচ্ছেন যে, সামাজিক সমস্যাগুলির প্রকোপ বৃদ্ধি বন্ধ করতে বিজ্ঞান ব্যর্থ হয়েছে, ফলে পুঁজিবাদী ব্যবস্থা ও প্রকৃতির মধ্যে স্ববিরোধিতা নিয়ে অনেক কথা শোনা যাচ্ছে। বলা বাহুল্য এটা কোনো আকস্মিক ঘটনা নয়। বিজ্ঞানের মধ্যে পুঁজিবাদ কোনো দিনই নিজের অসুস্থতা নিরাময়ের জন্য যাদুর কোনো সন্ধান পাবে না।

বিজ্ঞানও যে সমাজতন্ত্রের অনুকূলে ইতিহাস সে কথা বিশ্বাসজনকভাবেই প্রমাণ করেছে। লেনিন লিখেছেন চরিত্রগত কারণেই বিজ্ঞান সমাজতন্ত্র থেকে অবিচ্ছেদ্য, কারণ "বুর্জোয়া শিকল থেকে, পুঁজির দাসত্ব থেকে, ঘৃণ্য পুঁজিবাদী লোভের দাসত্ব করা থেকে, সমাজতন্ত্রই বিজ্ঞানকে মুক্ত করতে পারে", (রচনা সংগ্রহ, ২৭শ খণ্ড, পৃঃ ৪১১)। উৎপাদন, সামাজিক সম্পর্ক, শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে সমাজতান্ত্রিক সমাজ মৌলভাবে উত্থিত যে সমস্ত নতুন কাজগুলির সমাধান করে থাকে তাতে বিজ্ঞান ও তার দার্শনিক ও পদ্ধতিগত বনিয়াদ মার্কসবাদ-লেনিনবাদের ভূমিকা বড় হয়ে ওঠে। যে সমস্ত সামাজিক শক্তি ও স্ব-বিরোধিতাগুলি বিজ্ঞানের অগ্রগতিকে রোধ করে,

১ কমিউনিস্ট ও ওয়ার্কার্স পার্টিগুলির আন্তর্জাতিক সম্মেলন। মস্কো ১৯৬৯, প্রাগ, শান্তি ও সমাজতন্ত্র প্রকাশনী, ১৯৬৯, পৃঃ ১৯।

সমাজতন্ত্র তাদের দূর করে দিয়ে সমাজের স্বার্থে বৈজ্ঞানিক সক্রিয়তার বিকাশের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করে।

সমাজতান্ত্রিক সমাজ যত বিকশিত, উন্নত হয়ে ওঠে ততই বিজ্ঞানের ভূমিকা বড় হয়। যখন সমাজ সাম্যবাদের কাছাকাছি পেঁছিয়, ততই সামাজিক, অর্থনৈতিক ও প্রকৌশলগত প্রগতির ক্ষেত্রে বিজ্ঞান হয়ে ওঠে নিয়ামক উপাদান। সমাজতন্ত্রে বিজ্ঞান এমন একটা শক্তিতে রূপান্তরিত হয় যা সমাজ বিকাশের ধারাকে বৈপ্লবিক করে তোলে, অর্থাৎ উৎপাদন, সামাজিক সম্পর্ক এবং স্বয়ং মানুষের বিকাশ ঘটে থাকে, এটাই হল ইতিহাসের দ্বান্দ্বিকতা।

সমাজতন্ত্র সমাজজীবনে বিজ্ঞানকে একটি সম্পূর্ণ নতুন ভূমিকা দেয় যেহেতু তার কাজ হল উৎপাদিকা শক্তিসমূহের বৃহত্তম সম্প্রসারণশীল ব্যবহারের আনুকূল্য করা। এটা ছাড়া পরিপূর্ণ মানব মুক্তি এবং তার ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটাবার ঐতিহাসিক ব্রত নতুন সমাজব্যবস্থা পালন করতে পারবে না। তাই সমাজের বস্তু ও প্রকৌশলগত বনিয়াদ গঠন করতে, সেকাজে বিজ্ঞান ও প্রকৌশলের সর্বাধুনিক অবদানগুলি ব্যবহার করার উপরে সমাজতান্ত্রিক সমাজ অগ্রাধিকার দিয়ে থাকে। তার কারণ সহজেই বোঝা যায়, কারণ লেনিন বলেছেন যে, নতুন সমাজব্যবস্থার চূড়ান্ত সাফল্যের প্রধান শর্ত ও নিয়ামক উপাদান হল উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি।

উৎপাদন উপকরণের উপরে জনগণের মালিকানা কায়েম করে সমাজতন্ত্র সমগ্র সমাজের জন্যেই বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও উৎপাদনের পরিকল্পনা করতে পারে এবং তা সংগঠিত করে, যা নীতিগতভাবে পুঁজিবাদের অধীনে সম্ভব নয়। বিজ্ঞান ও প্রকৌশল বিদ্যার প্রতিটি অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে এই পরিকল্পনা উন্নত হতে থাকে। কম্পিউটার-ভিত্তিক তথ্য সরবরাহ ও পরিচালনা ব্যবস্থা, ব্যাপকভাবে অটোমেশনের প্রচলন করার ফলে সমাজতন্ত্র ও সাম্যবাদে মানুষের শ্রমের ধরনটাই বদলে যায় গুণগতভাবে এবং উৎপাদিকা শক্তির প্রধান একটি অংশ হিসেবে মানুষের ভূমিকার গুরুত্ব বেড়ে যায় বলে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি এই ব্যাপারে যে গুরুত্ব দেয় তাতে বিস্ময়ের কিছুই নেই।

বিজ্ঞানের উপরে সমাজতান্ত্রিক দেশে কেন এত গুরুত্ব দেওয়া হয় এর থেকে সেটা বুঝতে সোজা হয়। বস্তুগত উৎপাদনের সমগ্র ব্যবস্থার পুনর্বিন্যাসের মাধ্যমে তাদের প্রযুক্তিগত স্তর ও মানোন্নয়নের মধ্যে যে জটিল সমস্যা আছে, তার সমাধানের জন্যেই প্রয়োজন হল গবেষণার যথাযথ বিকাশ। এবং এ ব্যাপারে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি, বিশেষত সোভিয়েত ইউনিয়ন গুণগতভাবে প্রচণ্ড অগ্রগতি ঘটিয়েছে। বিজ্ঞানের মৌলক ও ফলিত শাখাগুলিতে সম্পূর্ণ নতুনভাবে গবেষণা চালাবার জন্যে সংগঠন আমাদের আছে যা গবেষণার নতুন নতুন ক্ষেত্রের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে শিল্পে প্রকৌশল বিদ্যার নবতর অবদানগুলি প্রয়োগ করতে সাহায্য করে।

সমাজতন্ত্র ও বিজ্ঞান অবিচ্ছেদ্য হয়ে উঠেছে এ কারণের জন্যেও বটে যে, ইতিহাসে এই প্রথম সমাজ বিকাশের ধারা বৈজ্ঞানিকভাবে অনুধাবনযোগ্য প্রক্রিয়া হয়ে উঠেছে, যার গতিপ্রকৃতি বাস্তব নিয়মের অধীন। উৎপাদন ও সামাজিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে গুণগতভাবে নতুন কাজ করার জন্যে বর্তমানে সমাজতান্ত্রিক সমাজের প্রশাসনে বিজ্ঞানের ভূমিকা বেড়ে গেছে।

সমাজবিজ্ঞানের গুরুত্বও বেড়েছে এরই ফলে। সমাজবিজ্ঞানের "পুনর্মূল্যায়নের" বিষয়ে পুঁজিবাদী দেশগুলিতে সাম্প্রতিককালে যত কথা শোনা যায় তার থেকেও এটা বোঝা যায়। কিন্তু জ্ঞানের যে শাখা সমাজ বিকাশের অন্তর্নিহিত নিয়মগুলিকে প্রকাশ করে, পুঁজিবাদ স্পষ্টতই তার অগ্রগতি ঘটাতে পারে না।

সমাজতন্ত্রে বিজ্ঞান শুধু উৎপাদনকেই বুদ্ধিগত করে না মানুষের বুদ্ধিবৃত্তিরও বিকাশ ঘটায়, যার ফলে তার সুষম বিকাশ ও সাম্যবাদী শিক্ষার সুযোগ বাড়ে। কমিউনিস্টদের একটা জনপ্রিয় স্লোগান হল "সব কিছুই মানুষের জন্যে, মানুষের কল্যাণ্যের জন্যে"। এই নতুন সমাজের নতুন মানুষ গঠন, তার সুসংহত ও সামগ্রিক বিকাশের সহায়ক উপাদানগুলির বিচারের ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের ভূমিকা তাৎপর্যপূর্ণ। এই ধরনের বিচারের ক্ষেত্রে প্রয়োজন হল পদ্ধতিগত বনিয়াদ হিসেবে মার্কসবাদী-লেনিনবাদী দর্শনের ব্যবহারের ভিত্তিতে সমাজ ও প্রকৃতি বিজ্ঞানের অংশগ্রহণ।

সমাজতন্ত্রের অন্যতম সুবিধা হল এই যে তা বিজ্ঞানকে বাধামুক্ত করে তাকে ইতিহাসের নিয়ামক শক্তিতে পরিণত করে। বিজ্ঞানের ভবিষ্যৎ সমাজতন্ত্র ও সাম্যবাদের সঙ্গে যুক্ত। মার্কসের কথায় বলা যায় ঃ "শ্রমের সাধারণতন্ত্রেই বিজ্ঞান তার প্রকৃত ব্রত উদ্‌যাপন করতে পারে।"

সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ার অর্থনৈতিক, বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত অগ্রগতির উচ্চ মানের কথা সুপরিচিত। ষাটের দশকের শুরুতে কোনো কোনো বুর্জোয়া লেখক ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও সমগ্রভাবে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার "ক্রমেই অর্থনৈতিক উন্নয়নে অবনতি ঘটবে"। তাঁরা ভ্রান্ত প্রমাণিত হয়েছেন এবং সমাজতন্ত্র আবার প্রমাণ করেছে যে বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত অগ্রগতি ও অর্থনীতির প্রযুক্তিভিত্তিক পুনর্গঠনে পুঁজিবাদের উপরে তার শ্রেষ্ঠত্ব।

সমাজতান্ত্রিক ও পুঁজিবাদী দুনিয়ায় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত অবদানগুলির প্রয়োগের তুলনামূলক বিচার করলেই ব্যাপারটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। উৎপাদিকা শক্তিসমূহের স্তরগত বিভিন্নতার বিষয়গুলি আমরা হিসেবে ধরছি না শুধু বিচারটি বাস্তবসম্মত করার জন্যে। মাথাপিছু মোট জাতীয় উৎপাদনের সঙ্গে বৈজ্ঞানিক ও প্রকৌশলগত অগ্রগতির চিরাচরিত সম্পর্ক নির্ণয়ের ভিত্তিতেই এই বিচার করা হয়েছে। এই পদ্ধতিতে সেই সমস্ত সূচক পাওয়া যায় যা প্রধানত সমাজব্যবস্থার দ্বারা নির্ধারিত। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ১৯৬৪ সালের পরিসংখ্যানকে ১০০ ধরে, পুঁজিবাদী ও সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির নিম্নলিখিত তথ্য(১) পাওয়া গেছে (এখানে + চিহ্ন শতকরা অগ্রগতি ও — চিহ্ন ঘাটতি বোঝাচ্ছে)।

তালিকায় দেখা যায় যে ইয়োরোপের পুঁজিবাদী দেশগুলি সব সময়েই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তুলনায় পিছিয়ে আছে এবং সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি আছে এগিয়ে।

---

১ এই পরিসংখ্যান সংকলন করেছেন চেকোশ্লোভাকিয়ার বিজ্ঞান পরিষদের দর্শন ও সমাজবিজ্ঞান ইনস্টিটিউট এবং সোভিয়েত-চেকোশ্লোভাক যুক্ত প্রকাশনা "ম্যান সায়েন্স—টেকনোলজী" গ্রন্থে উল্লিখিত, পৃঃ ১২৩-২৪।

	পুঁজিবাদী দেশ					সমাজতান্ত্রিক দেশ				
	বৃটেন	ফ্রান্স	পশ্চিম জার্মানী	ইটালী	বেলজিয়াম	সোভিয়েত ইউনিয়ন	পোল্যান্ড	চেকোশ্লোভাকিয়া	হাঙ্গেরী	বুলগেরিয়া
বিজ্ঞান ও গবেষণার ক্ষেত্রে মোট জাতীয় উৎপাদনের মাথা পিছু বরাদ্দীকৃত অংশ—	+২০	−৭	−৩১	−৪৭	−৪২	+১০৪	+৪৩	+৬১	+২৮	+৫৭
মাথা পিছু মোট জাতীয় উৎপাদনের প্রেক্ষিতে, জনসংখ্যার অংশ হিসেবে বৈজ্ঞানিক ও গবেষণাকর্মে নিযুক্ত ব্যক্তি—	+৪৫	−১১	−১৭	−৬৫	−১০	+১১৩	+৪৬	+৬৭	+২	+৭৫
মাথা পিছু মোট জাতীয় উৎপাদনের প্রেক্ষিতে, জনসংখ্যার অংশ হিসেবে ইঞ্জিনীয়ার—	+১১	+১৮	+৫	+২০	−১১	+৬১	+৩৫	+৪৩	+৪৫	−
মাথা পিছু মোট জাতীয় উৎপাদনের প্রেক্ষিতে, নিবিড় অর্থনৈতিক বিকাশের উপাদানসমূহ—	−৭	+৩৯	+৩২	+২০	+২৫	+৩৩	−	+৩৫	−	−
মাথা পিছু মোট জাতীয় উৎপাদনের প্রেক্ষিতে, জনসংখ্যার অংশ হিসেবে ছাত্র-ছাত্রী—	−৪১	−৩২	−৫২	−৩৬	−৩৯	+৭৮	+২১	+৬	−২০	+৮৬
মাথা পিছু মোট জাতীয় উৎপাদনের প্রেক্ষিতে, জনসংখ্যার অংশ হিসেবে শিক্ষক—	−১৪	−৫	−১১	+৭	−২	+১০	+১৩	+৫	+২	+৩৮
শিক্ষাক্ষেত্রে মোট জাতীয় উৎপাদনের মাথা পিছু বরাদ্দীকৃত অংশ—	+২০	−৭	−১২	+৩৬	+৬	+৭১	+৫০	+২৮	+১৫	+৩৭

তিরিশের দশক থেকেই বিজ্ঞান ও গবেষণার মোট জাতীয় উৎপাদনের বরাদ্দকৃত অংশের বিচারে সোভিয়েত ইউনিয়নের স্থান প্রথম। ১৯৬৭ সালে সারা দুনিয়ার মোট ২২ লক্ষ ৩০ হাজার বিজ্ঞানীদের মধ্যে, সোভিয়েতের সংখ্যা ছিল ৭ লক্ষ ৭০ হাজার (৩৩·৫ শতাংশ), পারস্পরিক অর্থনৈতিক সহায়তা পরিষদভুক্ত অন্যান্য দেশগুলির সংখ্যা ১ লক্ষ ১৬ হাজার (৭·২ শতাংশ), মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ৫ লক্ষ ৩৭ হাজার (২৩·৪ শতাংশ), পশ্চিম ইয়োরোপের আড়াই লক্ষ (১০·৯ শতাংশ)। সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উৎপাদিকা শক্তিসমূহের স্তরে পেঁছলে, বিশ্ব বিজ্ঞানীদের মধ্যে তাদের সংখ্যা আরো বাড়বে।(১)

সোভিয়েতের অভিজ্ঞতায় দেখা যায় যে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যায় তার যে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি ঘটেছে তার ফলে এই ক্ষেত্রে সারা দুনিয়ায় সে অগ্রণী দেশে পরিণত হয়েছে। সমাজতন্ত্রের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করায় তার আর তুলনা নেই। দুনিয়ার প্রথম সমাজতান্ত্রিক দেশ বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তিগত বিপ্লবের প্রথম সারিতে রয়েছে, যার প্রধান কারণ হল তার সমাজব্যবস্থার উন্নত অবস্থা, এবং জনগণের কল্যাণে তার বিপুল অর্থনৈতিক সম্পদের বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তিগত সাফল্যের ভিত্তিতে দ্রুত ও অব্যাহত ব্যবহারের সুযোগ। অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশও এক্ষেত্রে সোভিয়েতের অনুসারী।

বৈজ্ঞানিক ও প্রকৌশলগত বিপ্লবের গতি ও লক্ষ্য বিচার করার সময়, দুই পরস্পর-বিরোধী সমাজব্যবস্থার অস্তিত্ব আমরা ভুলে যেতে পারি না। এই সত্যকে এড়িয়ে যাওয়ার কোনো চেষ্টা করার অর্থ হবে মার্কসবাদ থেকে বিচ্যুতি ঘটিয়ে, বাস্তব বিচারের ক্ষেত্রে হয় "একক শিল্পগত" কিম্বা "শিল্পোত্তর" সমাজের মেকী বৈজ্ঞানিক তত্ত্বকে বিকল্প হিসেবে গ্রহণের নামান্তর মাত্র।

একমাত্র সমাজতন্ত্রই বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত অগ্রগতিতে কোনো বাধা সৃষ্টি করে না। সমাজতন্ত্রই কেবল প্রকৃত বৈজ্ঞানিক সৃজনশীলতার পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারে, বিজ্ঞানের অন্তর্নিহিত যুক্তি ও নতুন সমাজের নিয়ামক বিধির নিরিখে মৌলভাবে নতুন গবেষণার সুযোগ-দান করতে পারে। বুলগেরীয় গণপ্রজাতন্ত্রের অভিজ্ঞতাও সেটা প্রমাণ করে।

১৯৪৪ সালের সেপ্টেম্বরে ফ্যাসি-বিরোধী অভ্যুত্থানের জয়লাভের পরেই আমাদের দেশে বিজ্ঞানে পুনর্গঠনের পালা শুরু হয়েছে। বুলগেরীয় বিজ্ঞান পরিষদের কাঠামোর মধ্যে মাত্র কয়েক বছরের মধ্যে ৩০টি গবেষণা সংস্থা গড়ে ওঠে। মার্কসবাদ-লেনিনবাদ এবং দ্বন্দ্বমূলক ও ঐতিহাসিক বস্তুবাদের নিরিখে পদ্ধতিগত পুনর্বিন্যাস ঘটানো

১ পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ১২৫

হয়। পুরানো বুদ্ধিজীবীদের বড় একটা অংশ যে মার্কসবাদ-লেনিনবাদ ও তার পদ্ধতিবিদ্যা গ্রহণ করে সমাজতন্ত্রের পক্ষে চলে আসেন তার সব কৃতিত্ব পার্টিরই প্রাপ্য। ক্রমেই সমাজতান্ত্রিক বুদ্ধিজীবীর সংখ্যা ব্যাপকভাবে বাড়তে থাকে। অল্পকালের মধ্যেই বুলগেরীয় বিজ্ঞান পরিষদ, নতুন কাঠামো ও মর্মবস্তু নিয়ে, একটা নতুন ভূমিকা নিয়ে, জর্জি দিমিত্রভের ভাষায় "আমাদের দেশের সমস্ত প্রতিষ্ঠানের শীর্ষে" স্থান করে নেয়। আজ তার অধীনে আছে ৬৫টি গবেষণা সংস্থা, পরীক্ষাগার ও অন্যান্য বিজ্ঞান-কেন্দ্র। বিজ্ঞান সমাজতন্ত্রের শক্তিমান মিত্রের ভূমিকা নিয়েছে। সোভিয়েতের দৃষ্টান্তে এবং সাহায্য ও সমর্থনে আমরা বিস্ময়কর কাজ করে চলেছি।

বুলগেরিয়ায় উন্নত সমাজতান্ত্রিক সমাজ গঠনের কাজ চলেছে বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত বিপ্লবের নবতর অবদানের সঙ্গে সমতালে। সমাজতন্ত্রের সুযোগ-সুবিধা ও বিপ্লবের সাফল্যের মধ্যে সামঞ্জস্যবিধান করে চলেছে আমাদের পার্টি। একটা মহান আদর্শ আমাদের উদ্বুদ্ধ করছে, যাকে কমরেড ঝিভকভ বলেছেন, "আমাদের জাতি, একটা প্রযুক্তিবিদ্যায় উন্নত জাতি, একটা সাম্যবাদী জাতিতে পরিণত হচ্ছে"।

বিজ্ঞান ও বৈজ্ঞানিক প্রকৌশলগত বিকাশ আমরা ঘটাচ্ছি মানুষের নামে, যাতে দুনিয়ার সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠ ও সবচেয়ে প্রগতিশীল অবদানগুলি জনগণের সেবায় নিয়োজিত করা যায়, লেনিনের এই বক্তব্যই হল আমাদের পথ নির্দেশক। দশম পার্টি কংগ্রেসের (১৯৭১) সিদ্ধান্ত অনুসারে, ১৯৭২ সালের ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিত আমাদের কেন্দ্রীয় কমিটির সভায় বিজ্ঞানের মুখ্য ভূমিকার ভিত্তিতে আমাদের জনগণের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের কর্মসূচী গৃহীত হয়েছে।

আমাদের বিজ্ঞানের ঐতিহ্য আমরা কেবল অনুসরণই করছি না, তাকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছি। আমাদের সুনির্দিষ্ট জাতীয় প্রয়োজন ও স্থানীয় বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী গবেষণায় আমরা নতুন শাখা ও ভাবধারা চালু করেছি। ফিজিকে-কেমিক্যাল মেকানিকস, জৈব রসায়ন, জৈব পদার্থবিদ্যা, বায়োমেকানিকস, টেকনিক্যাল সাইবারনেটিকস, বায়োনিকস, এর্গোনমিকস প্রভৃতি সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে গবেষণা সম্প্রসারিত হয়েছে। উৎপাদন, অর্থনীতি ও প্রশাসনের গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রেও গবেষণা সম্প্রসারিত হয়েছে।

বুলগেরীয় কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির ১৯৫৬ সালের এপ্রিলে অনুষ্ঠিত ঐতিহাসিক প্লেনাম সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সমাজবিজ্ঞানের কয়েকটি শাখার স্বাধীন (প্রতিষ্ঠানগত স্বাতন্ত্র্যের সঙ্গে) বিকাশের উদ্যোগ নেওয়ার পরে, সমাজবিজ্ঞান চর্চার অগ্রগতি ঘটেছে দ্রুততালে। জরুরী সমস্যাগুলির সমাধানের জন্যে কেন্দ্রীয় কমিটি ও কমরেড ঝিভকভ প্রচুর তাত্ত্বিক কাজ করেছেন। বিজ্ঞান-ভিত্তিক সামাজিক প্রশাসনের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত ভাবধারার উপরে জোর দিয়ে, সমাজবিজ্ঞান, সামাজিক ভবিষ্যৎ নির্ধারণ, নিয়ন্ত্রণ ও অন্যান্য বিষয়ে সুনির্দিষ্ট সমাজবিজ্ঞান, অর্থনীতি ও নানা গবেষণামূলক কাজ শুরু করা হয়েছে। বিজ্ঞানের গবেষণা ও প্রয়োগের ক্ষেত্রে দার্শনিক ও পদ্ধতিগত বনিয়াদ হিসেবে দ্বন্দ্বমূলক ও ঐতিহাসিক বস্তুবাদের বিকাশের জন্যেও বিশেষ নজর দেওয়া হয়েছে।

উৎপাদনের ক্ষেত্রে প্রযুক্ত না হলে বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত অবদানগুলির বিশেষ মূল্য থাকে না। সাফল্য বিচার-গোষ্ঠী, বিকাশ ও সাফল্য বিচার কেন্দ্র, গবেষণা উৎপাদন যৌথ সংস্থা, গবেষণাকেন্দ্র ইত্যাদি, ২৩০টিরও বেশি বিশেষ সংস্থা এক্ষেত্রে সক্রিয় রয়েছে। ব্যাপক প্রযুক্তিগত নক্সা নির্মাণ ও প্রয়োগের জন্যে উভয় ধরনের কুশলী লোক নিয়ে তাদের প্রধান কাঠামোগুলি গঠন করা হয়েছে। নতুন প্রকৌশল রচনা ও বিকাশ, পুনর্গঠন প্রকল্প রচনা, যান্ত্রিকীকরণ ও অটোমেশন পরিকল্পনা রচনা প্রভৃতি কাজের মাধ্যমে তারা আরো বড় ও ব্যাপক প্রকল্প গড়ে তোলার কেন্দ্র হিসেবে কাজ করছে।

বর্তমান সময়ে উন্নত সমাজতান্ত্রিক সমাজ গঠন করার মতো জটিল কাজগুলি সুসম্পন্ন করতে পারে তেমন বিজ্ঞান-কর্মী যে আমাদের আছে এটাই হল সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের অনেক বেশি তাৎপর্যপূর্ণ সাফল্য, যা দুনিয়ায় বিজ্ঞানের জগৎ ও প্রকৌশলগত অগ্রগতির ক্ষেত্রে আমাদের দেশের আসন করে দিয়েছে। দেশে প্রতি দশ হাজার মানুষের মধ্যে বিজ্ঞান ও গবেষণার কাজে নিযুক্ত আছে ৭৯ জন। অর্থাৎ কর্মী মানুষদের ১·৩ শতাংশ রয়েছেন বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে। ১৯৪৫ সালে মাত্র দু-হাজার ছিলেন এর সঙ্গে যুক্ত, যাঁদের ৫৭৫ জন ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকসহ বিজ্ঞান কর্মী। ১৯৭৪-এ এঁদের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৬৬ হাজার যাদের মধ্যে বিজ্ঞান কর্মীর সংখ্যা হল সাড়ে ১৭ হাজার (বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকসহ)। বিজ্ঞান, শিক্ষা ও গবেষণা, এই তিন ক্ষেত্রেই তাঁরা প্রায় সমভাবে বিভক্ত।

সমাজতন্ত্র গঠনের সমগ্রকাল ধরে পার্টি বিজ্ঞান ও প্রকৌশল বিদ্যায় কর্মী প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে এসেছে। এঁরা সবাই হলেন সাধারণ পরিবারের লোক তাই সাধারণের প্রতিই আছে এঁদের অকৃত্রিম আনুগত্য। ১৯৪৪ সালের ৯ সেপ্টেম্বরের পরে পার্টি, রাষ্ট্র, জনগণ ও বিজ্ঞানের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের বনিয়াদ গড়ে উঠলে, জনশিক্ষার বিস্তারে আমরা মনোনিবেশ করি। সে ব্যাপারে আমরা চূড়ান্তভাবে সফল হয়েছি : দেশে নিরক্ষরতা দূর হয়েছে, আমরা সার্বিক মাধ্যমিক শিক্ষার প্রবর্তন করেছি এবং বিশ্ব-বিদ্যালয় পর্যায়ে শিক্ষাব্যবস্থার সম্প্রসারণ করেছি।

বৈজ্ঞানিক বিশ্ব দৃষ্টিভঙ্গি ও বিচার পদ্ধতির পরীক্ষিত তত্ত্ব হিসেবে মার্কসবাদ-লেনিনবাদে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যায় নিযুক্ত বুদ্ধিজীবীদের সৃজনশীল পারদর্শিতা থাকা, বুলগেরিয়ার কমিউনিস্ট পার্টি আবশ্যিক বলে মনে করেন। পার্টিকে কেন্দ্র করেই দেশের বুদ্ধিজীবীরা সংগঠিত। শত্রুভাবাপন্ন মতাদর্শের স্বরূপ প্রকাশ করে, মার্কসবাদ-লেনিনবাদের বিকাশ ও প্রয়োগ ঘটানোর কাজে আমাদেব বিজ্ঞানীরা ব্যাপৃত আছেন। বিজ্ঞানে অধিকতর কর্মী নিয়োগ করা ছাড়াও, তার কাজের বস্তু ও প্রকৌশলগত সুযোগ সুবিধা বাড়াতেও আমরা সচেষ্ট। সব রকমের প্রযুক্তিগত প্রয়োগের ভিত্তিতে গবেষণার সম্প্রসারণের কর্মসূচী যথারীতি রূপায়িত হয়ে চলেছে।

বিজ্ঞানের ব্যাপক ভূমিকার নিরিখে, সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র তার আরো উন্নতির জন্যে প্রচুর অর্থ বরাদ্দ করেছে। ১৯৬৫ সালে জাতীয় আয়ের যে ১·১ শতাংশ এক্ষেত্রে ব্যয় করা হত, ১৯৭১-এ তার পরিমাণ দাঁড়ায় ১·৯৪ শতাংশ এবং ১৯৭৩ সালে ২·১ শতাংশ। বিজ্ঞান কর্মীদের জীবন মান উন্নয়নের ব্যাপারেও রাষ্ট্র যথাসাধ্য করছে। বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত অগ্রগতির কাজে নিযুক্ত কর্মীদের মধ্যে উৎসাহ

সৃষ্টির জন্যে নানা ধরনের পুরস্কার ও সম্মান দানের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশ, বিশেষত সোভিয়েতের বৈজ্ঞানিক ও প্রকৌশলগত অভিজ্ঞতা আমরা বিচার ও প্রয়োগ করার চেষ্টা করে থাকি। এখানে জাতীয়তাবাদের আশ্রয় নিলে অপূরণীয় ক্ষতির সম্ভাবনা। দেশের স্বার্থ ও আমাদের আন্তর্জাতিক কর্তব্যের প্রতি অনুগত থেকেই, বৈজ্ঞানিক ও প্রকৌশলগত প্রগতির ক্ষেত্রে আমরা সমাজতান্ত্রিক সংহতির উপরে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেছি।

আধুনিক বিজ্ঞানে পৃথকীকরণ ও সমন্বয় সাধনের যে প্রক্রিয়া সক্রিয়, তার থেকেই জন্ম নিয়েছে নতুন বৈজ্ঞানিক ধ্যান ধারণা, লক্ষ্য, শাখা-প্রশাখা ও গবেষণা। ফলে আজ তাদের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে দু-হাজার। কিন্তু বুলগেরিয়ার মতো ছোট একটি দেশের পক্ষে তাদের সব শাখাতে কাজ চালানো কি সম্ভব? এটা সম্ভব নয় এবং এর দরকারও নেই। এটা সম্ভব নয় এ কারণে যে, এর বস্তুগত, আর্থিক ও মানবিক সম্পদ-প্রাচুর্য আমাদের নেই। এবং এর দরকারও নেই এ কারণে যে, প্রয়োজনে আমরা মুখ্যত সোভিয়েতসহ অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশের উপরে, আন্তর্জাতিক বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত সহযোগিতার উপরে নির্ভর করতে পারি। আমাদের প্রয়োজন তাই বিশেষ ক্ষেত্র বাছাই করে নেওয়া : তাই প্রথমে চাই আমরা করতে পারি এমন প্রকল্প নির্বাচন যার জন্যে আমাদের প্রয়োজনীয় সম্পদ, অভিজ্ঞতা ও ঐতিহ্য আছে এবং যা দেশের পক্ষে একান্ত জরুরী। দ্বিতীয়ত, এর ফলে বিদেশী অভিজ্ঞতার ক্রমবর্ধমান ব্যবহার এবং অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির সঙ্গে সংহতি দ্রুত ও কার্যকরভাবে গড়ে ওঠে। এই গুরুত্বপূর্ণ ধারণার সঙ্গে সমতালে, বিজ্ঞানের নতুন পৃথকীকরণ ও সমন্বয়সাধন প্রক্রিয়ার সঙ্গে সামঞ্জস্যের ভিত্তিতে আমাদের বিজ্ঞান গবেষণার এক বিশেষ কাঠামো গড়ে উঠেছে, যা মৌলিক, ফলিত ও পরীক্ষামূলক গবেষণার কাজে সহযোগিতার সঙ্গে সুসঙ্গতিপূর্ণ।

সৌভ্রাতৃত্বমূলক সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির সঙ্গে আমাদের বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত সহযোগিতার অবিরাম সম্প্রসারণ, সমাজতান্ত্রিক সংগঠনে বিশেষ ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছে। সত্তরের দশকে সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক সংহতির ব্যাপক কর্মসূচী চালু হওয়ার পরে এটা এক নতুন ও উন্নত পর্যায়ে উপনীত হয়েছে। ফলে আমাদের বৈজ্ঞানিক প্রকৌশলগত সম্ভাবনা বেড়েছে, এবং বৈজ্ঞানিক ও প্রকৌশলের ক্ষেত্রে বহু সমস্যার সমাধান আমরা করতে পারছি। ৫২টি বহুমুখী সহযোগিতামূলক চুক্তির কাঠামোর মধ্যে আমাদের অর্থনৈতিক স্বার্থে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ৩০০টি গবেষণামূলক কর্মসূচীতে আমরা অন্যান্য দেশের সঙ্গে যৌথভাবে কাজ করে চলেছি।

সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে বুলগেরিয়া ব্যাপক ভিত্তিতে সহযোগিতা করে থাকে। আমাদের জাতির দ্রুত বিকাশের জন্যে সোভিয়েতের সাহায্য ও সমর্থন নিয়ামকের ভূমিকা পালন করে। এর ফলে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যায় নিযুক্ত কর্মীদের প্রশিক্ষণ ও বৈজ্ঞানিক ও প্রকৌশলগত অগ্রগতি দ্রুততর হয়েছে। ১০০টিরও বেশি প্রকল্প নির্মিত হয়েছে সোভিয়েতের সাহায্যে, তার যন্ত্রপাতি দিয়ে। নির্মাণ কাজে রয়েছে এমন আরো ১৫০টি প্রকল্প। ৬ হাজারেরও বেশি প্রকৌশল নক্সা আমরা বিনামূল্যে পেয়েছি। ৫ হাজার বুলগেরীয় উচ্চশিক্ষা লাভ করেছে সোভিয়েত ইউনিয়নে এবং অধিকাংশ বিজ্ঞানকর্মীর স্নাতকোত্তর শিক্ষালাভ ঘটেছে সোভিয়েতে। বিজ্ঞানে বহু রচনা আমরা যৌথভাবে করেছি এবং গুরুত্বপূর্ণ বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তিগত সমস্যার মীমাংসা করেছি আমরা যৌথভাবে। চলতি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় আমাদের দুই দেশ, বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত বিকাশের কর্মসূচীতে সামঞ্জস্য রচনা করে চলেছে। আমাদের অর্থনীতির পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ এমন সব ক্ষেত্র যথা, ইঞ্জিনীয়ারিং, ইলেকট্রো-টেকনিকস, রসায়ন, এনার্জিটিকস ইত্যাদিতে যৌথ গবেষণা করা হচ্ছে। বর্তমানে ৪১টি সোভিয়েত ও ১৩টি বুলগেরীয় মন্ত্রিদপ্তর ও অন্যান্য প্রশাসনিক বিভাগের মধ্যে সরাসরি সহযোগিতা চলছে। যৌথ পরিকল্পনার ভিত্তিতে ১০০টি বুলগেরীয় ও ১৬৩টি সোভিয়েত বৈজ্ঞানিক সংস্থা একসঙ্গে কাজ করছে। সমুদ্রবিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও এই সহযোগিতা বিস্তৃত। লক্ষ্য হল কার্যকরভাবে বুলগেরীয় ও সোভিয়েত বিশেষজ্ঞ সংস্থা গঠন। এর ফলে একই কাজ দু-বার করার অপচয় বন্ধ করা যাবে, বিভিন্ন গবেষণার ধারার মধ্যে যথাযথ সম্পর্ক স্থাপন এবং "গবেষণা-উৎপাদন" চক্রের সময় সংক্ষেপ করা যাবে।

বুলগেরিয়ার কমিউনিস্ট পার্টি ও সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের কর্মসূচী অনুযায়ী বিজ্ঞানের দ্রুত বিকাশের ধারা ক্রমেই ফলপ্রসূ হয়ে উঠছে। দর্শন, গণিত, পারমাণবিক পদার্থবিদ্যা, ইলেকট্রনিকস, জৈব সংশ্লেষণ, জৈব রসায়ন, ইতিহাস ও ভাষাতত্ত্বে আমাদের মৌলিক গবেষণাগুলি ব্যাপকভাবে সমাদৃত হয়েছে। উৎপাদনের ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক ও প্রকৌশলের নবতম অবদানগুলির প্রয়োগ সংখ্যা ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছে। যেমন উদাহরণত বলা যায় ১৯৭৪ সালে আমরা ২০১৫টি নতুন উপকরণ ও প্রক্রিয়া ব্যবহার করেছি, যাদের সংখ্যা ছিল ১৯৭৩-এ ১৮৩৮টি, ১৯৭২-এ ১৪৬০টি এবং ১৯৭১-এ ৯৬০টি। প্রকৌশলের অগ্রগতি নির্ভর করে আবিষ্কারের উপরে। ১৯৭৩-এ এদের সংখ্যা ছিল ৩৩৩টি, যার মূল্য ৩ কোটি লিভার বেশি। ১৯৭৪-এ তাদের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৫১৭টি, যার মূল্য হল ৩ কোটি ৮০ লক্ষ লিভা। শিল্প উৎপাদনে বিদেশী অভিজ্ঞতাও ক্রমে ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে।

বুলগেরিয়ার কোনো কোনো আবিষ্কার বিদেশের বাজারেও সমাদৃত হয়েছে। গ্রাফাইট ইলেকট্রোডের বাইরের আরক্ষামূলক আস্তর যা ইলেকট্রোডের ক্ষয় ২৫ শতাংশ কমিয়ে দেয়, তার লাইসেন্স বৃটেন, পশ্চিম জার্মানি ও কানাডাকে বিক্রি করেছি। আমাদের তামা পরিশুদ্ধকরণের কাজে উচ্চ ঘনত্বসম্পন্ন তড়িৎপ্রবাহ ব্যবহার করার খুব কার্যকরী পদ্ধতিটি, চলতি প্রকল্পের সামান্য পুনর্গঠনের ভিত্তিতে ব্যবহারোপযোগী, কিন্তু এর উৎপাদন বৃদ্ধির ক্ষমতা গুরুত্বপূর্ণ। এরই পেটেন্ট কিনেছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, জাপান, ইতালি, তুরস্ক ও স্পেন। ধাতুশিল্পে আমাদের কাউন্টার প্রেসার কাস্টিং ও অন্যান্য প্রক্রিয়া বিদেশে খুব আগ্রহের সৃষ্টি করেছে।

আন্তর্জাতিক জীববিজ্ঞান কর্মসূচী, মানুষ ও জৈবস্তর, বলকান অঞ্চলে ভূকম্পন সংক্রান্ত গবেষণা প্রভৃতি বড় বড় আন্তর্জাতিক বিজ্ঞান কর্মসূচীতে বুলগেরীয় বিজ্ঞানীরা অংশগ্রহণ করে থাকেন। স্পুৎনিক ইন্টারকসমস-৮ এর মধ্যে বুলগেরিয়ার যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা হয়েছে। এদেশের বহু দার্শনিক, অর্থনীতিবিদ, ঐতিহাসিক, ভাষাতাত্ত্বিক আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জন করেছেন।

উন্নত দেশগুলির, প্রধানত সোভিয়েতের সাফল্য ও অভিজ্ঞতার গভীর মূল্যায়ন করার অর্থ মোটেই এটা নয় যে, আমরা আমাদের বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানীদের অবদানগুলি ছোট করে দেখি। বিদেশের অভিজ্ঞতার কার্যকর ব্যবহারের পূর্বশর্ত হল দেশের মধ্যে বিজ্ঞান গবেষণার মানোন্নয়ন।

বর্তমানে আমরা গবেষণাকে আরো সক্রিয় করে তুলে, পরীক্ষাকেন্দ্র থেকে কারখানার মধ্যেকার সময়গত ব্যবধান কমিয়ে আনার চেষ্টা করছি। সমস্ত বিজ্ঞান সংস্থার লক্ষ্য এখন এইদিকে। বৈজ্ঞানিক ও প্রকৌশলগত বিকাশের সমস্ত পরিকল্পনায় এখন "গবেষণা-উৎপাদন" চক্রকে এক ও অবিভাজ্য প্রক্রিয়া মনে করা হচ্ছে। এতে সাংগঠনিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রাধান্য বেশি, যেহেতু সেখানেই পরিকল্পনার নতুন পদ্ধতি ও অর্থসংস্থান, নতুন উদ্যোগগ্রহণ, নতুন সাংগঠনিক কাঠামো ও পদ্ধতিগ্রহণ, বিশেষত বিজ্ঞানের ভিত্তিতে যারা সর্বাধুনিক প্রক্রিয়ায় গবেষণা উৎপাদন চক্রের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত, তাদের অগ্রাধিকার দেওয়া হয়ে থাকে।

শ্রমের উৎপাদনশীলতার ক্রমিক বৃদ্ধির উপরেই অগ্রাধিকার দেওয়া হচ্ছে। জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন ও উন্নত সমাজতান্ত্রিক সমাজ গঠনের এটাই হল প্রধান হাতিয়ার। আমাদের সমস্ত বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত পরিকল্পনা, কর্মী প্রশিক্ষণ প্রকল্প, এবং আন্তর্জাতিক বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তিগত সহযোগিতার এটাই অন্যতম লক্ষ্য।

আমাদের সমাজতান্ত্রিক সমাজ যত উন্নত ও বিকশিত হয়ে উঠবে, ততই প্রত্যক্ষ উৎপাদিকা শক্তি, সমাজের প্রশাসনগত ভিত্তি ও পার্টির মতাদর্শগত কাজের বনিয়াদ হিসেবে বিজ্ঞান মুখ্য হয়ে উঠবে। বুলগেরিয়া সে কারণেই ক্রমেই বিজ্ঞানের সংগঠনকে উন্নত করে তুলছে, তার সম্ভাবনাগুলিকে সমৃদ্ধ ও বিকশিত করছে।

সম্পাদকের দপ্তর থেকে : কমরেড নাচো পাপাজভের নিবন্ধে বৈজ্ঞানিক ও প্রকৌশলগত বিপ্লবের বিভিন্ন পরিবেশ এবং সমাজতন্ত্র ও পুঁজিবাদের অধীনে তাদের বিভিন্ন ফলশ্রুতি, সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ার আন্তর্জাতিক বৈজ্ঞানিক সহযোগিতা, জাতীয় অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বিকাশে বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তিগত অগ্রগতির ভূমিকা ইত্যাদি বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ও প্রাসঙ্গিক সমস্যা আলোচিত হয়েছে। এই সমস্ত প্রশ্নে এবং সমাজতন্ত্রের সুযোগ সুবিধা ও বৈজ্ঞানিক প্রকৌশলগত বিপ্লবের অবদানগুলির সংযুক্তির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়ে সম্পাদক পাঠকগোষ্ঠীর মতামত প্রকাশের জন্যে আমন্ত্রণ জানাচ্ছেন।

কমিউনিজম বিরোধিতার পুরানো ও নতুন দিক

হ্যানস এ্যাডামো
জার্মান কমিউনিস্ট পার্টির বোর্ডের সহযোগী সদস্য

কমিউনিজম-বিরোধিতার বিরুদ্ধে লড়াই করা মার্কসবাদীদের কাছে কোনো নতুন কর্তব্য নয়। কিন্তু ক্রমাগত এর পরিবর্তন হওয়ার ফলে এর 'তত্ত্ব' ও প্রয়োগ সম্পর্কে নিরবচ্ছিন্ন অধ্যয়ন প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। বর্তমান কমিউনিস্ট-বিরোধী ভাবধারাগুলোর মুখোশ উদ্ঘাটন করা হল কমিউনিস্টদের সংগ্রামের একটা গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ।

গত বিশ বছর ধরে এফ আর জি ইয়োরোপে ঠাণ্ডা যুদ্ধের কেন্দ্রস্থল ছিল। ঐসব বছরগুলিতে সি ডি ইউ, সি এস ইউ-এর প্রশাসনকালে পশ্চিম জার্মানির কমিউনিজম-বিরোধিতার মধ্যে ছিল বিশেষ করে যুদ্ধোন্মাদনা। জার্মান মাটিতে প্রতিষ্ঠিত সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র জার্মান গণপ্রজাতন্ত্রের প্রতি প্রতিশোধের মনোভাব ও সাম্রাজ্যবাদী ঘৃণা এর মধ্যে রূপ লাভ করেছিল। ইয়োরোপে সমাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদের একটি আঘাতকারী শক্তি হল এফ আর জি। এই দেশ ছিল ব্ল্যাকমেল করার ও 'শক্তির দিক থেকে অবস্থান' গ্রহণ করার নীতির হাতিয়ার, যা 'গুটিয়ে ফেলার' রণনীতির একটা উপাদান ও ইয়োরোপে শান্তি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে একটা বিপদ।

অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে কমিউনিজম-বিরোধিতার পরিণতি স্বরূপ ১৯৫৬ সালের আগস্ট মাসে সি পি জি-র উপর নিষেধাজ্ঞা জারী হয়েছিল ; এই পার্টি নিঃস্বার্থভাবে হিটলারের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিল এবং হিটলারের পতনের পর—পটাসডাম চুক্তির মূল নীতির সাথে সঙ্গতি রেখে—ফেডারেল রিপাবলিকে গণতান্ত্রিক ও ফ্যাসিবাদ-বিরোধী বিকাশের জন্য সংগ্রাম করেছিল। আজকেও প্রতিক্রিয়াশীল চক্রগুলি এবং বিশেষ করে সি ডি ইউ, সি এস ইউ জার্মানির কমিউনিস্ট পার্টি ও অন্যান্য গণতান্ত্রিক সংগঠনগুলোর উপর ক্রমাগত চাপ সৃষ্টি করছে এবং কমিউনিস্ট, সমাজতন্ত্রী ও অন্যান্য গণতন্ত্রীদের 'নিয়োগ করার ক্ষেত্রে কুৎসাজনক নিষেধাজ্ঞা' আরোপ করছে।

সাম্রাজ্যবাদী ঠাণ্ডা যুদ্ধের নীতি ভেঙে পড়ার ফলে ও পুঁজিবাদের সাধারণ সংকট গভীরতর হওয়ার ফলে সাধারণভাবে বুর্জোয়া মতাদর্শের মতোই কমিউনিজম-বিরোধিতা অধিকতর বাধার সম্মুখীন হচ্ছে এবং তার রণকৌশল ও চেহারা পাল্টাতে এবং নতুন শক্তি বিন্যাসের সাথে, শ্রেণী সংগ্রামের নতুন পরিস্থিতিতে খাপ খাওয়াতে বাধ্য হচ্ছে। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ও সামাজিক অর্থনৈতিক বিকাশের ক্ষেত্রে সমাজতান্ত্রিক গোষ্ঠীর সাফল্য ও তার সঙ্গে যুক্ত মার্কসবাদী-লেনিনবাদী বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গির ক্রমবর্ধমান প্রভাব আমাদের দেশে কমিউনিজম-বিরোধিতার বিরুদ্ধে পার্টির সংগ্রামী শক্তি বৃদ্ধি করছে।

১৯৭৫ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে অনুষ্ঠিত জার্মান কমিউনিস্ট পার্টির বোর্ডের প্লেনারী সভায় বলা হয়েছে যে ফ্যাসিবাদের ওপর বিজয়ের অন্যতম শিক্ষা হল "কমিউনিজম-বিরোধিতা ও সোভিয়েত-বিরোধিতার বিরুদ্ধে ফ্যাসিবাদী মতাদর্শের অবশেষ ও অন্যান্য জাতিসমূহকে

ঘৃণা করার বিরুদ্ধে, শিক্ষা ও সমাজের অন্যান্য ক্ষেত্রে ইতিহাসের প্রতিহিংসামূলক বিকৃতিসাধনের বিরুদ্ধে এবং স্বাধীনতা ও গণতান্ত্রিক ও সামাজিক প্রগতির বিজয়ের জন্য সমস্ত গণতন্ত্রীদের যৌথ সংগ্রাম" প্রয়োজন।

অতীতে সাম্রাজ্যবাদী নীতির লক্ষ্য ছিল সমাজতন্ত্রকে শক্তি ও যুদ্ধের মাধ্যমে ধ্বংস করা এবং কমিউনিজম-বিরোধিতার উদ্দেশ্য ছিল ঐসব পরিকল্পনার ন্যায্যতা প্রমাণ করা। সোভিয়েত ইউনিয়ন ও অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির কাছ থেকে যুদ্ধের আশংকা সম্পর্কে সাম্রাজ্যবাদের মিথ্যা প্রচারের আড়ালে অস্ত্র প্রতিযোগিতার সুবিধা হয়েছিল এবং ভয় ও স্থায়ী পারমাণবিক স্নায়ু উত্তেজনা সৃষ্টি হয়েছিল। এর অন্যান্য কাজ ছিল এটা প্রমাণ করা যে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে ক্ষুধা, দারিদ্র্য ও নিপীড়ন বিরাজ করছে ও সেখানকার জনগণ 'মুক্তির' প্রত্যাশায় রয়েছে। বহু বছর ধরে প্রতিক্রিয়াশীলদের মধ্যে কমিউনিজম-বিরোধিতার এই ভিন্ন রূপটির ভীষণ চাহিদা ছিল। কিন্তু পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটেছে। সমাজতান্ত্রিক গোষ্ঠীর স্পষ্ট সাফল্য অর্জন ও গঠনমূলক শান্তি নীতির ফলে প্রতিক্রিয়া আর স্থূল ও সমরবাদী কমিউনিজম-বিরোধিতা করে তাদের ঈপ্সিত ফল পাচ্ছে না।

কমিউনিজমের ভবিষ্যৎ তার সমালোচকদের কাছে সবসময় কেন্দ্রীয় প্রশ্ন হয়ে আছে। **কমিউনিস্ট ইশ্‌তেহার** যখন প্রকাশিত হয়, তখন কমিউনিস্ট-বিরোধীরা লিখেছিল : "কমিউনিজম হল এক ভ্রান্ত ধারণা, যে-কোনো সমাজের শত্রু। বিষয়গত ও বিষয়ীগতভাবে চূড়ান্ত মিথ্যা এই কমিউনিস্ট ধারণাগুলো পুলিশের ব্যাপার এবং এইসব ধারণার কোনো ভবিষ্যৎ নেই।"(১) বহুদিন আগে ইতিহাস এই ভবিষ্যদ্বাণী সম্পর্কে তার রায় দিয়েছে। কমিউনিস্ট চিন্তাধারা হল বন্ধ্যা ও ব্যর্থ, এই ধারণা যা বুর্জোয়া মতাদর্শবিদরা একশ বছরের বেশি সময় ধরে লালন-পালন করে এসেছে তা নিয়ে তারা আজকাল আর বেশিদূর যেতে পারে না।

যে-সব দলত্যাগী ও শোধনবাদী সাধারণত বর্তমান সমাজতন্ত্রের 'উন্নতি'সাধন করছে বলে ভান করে তাদের বিভিন্ন উদ্ভাবন নিয়ে কমিউনিজম-বিরোধিতা তার প্রচারকে জীইয়ে রাখতে বাধ্য হচ্ছে। তারা বলে সমাজতন্ত্রের সম্ভবত এক ভবিষ্যৎ থাকতে পারে যদি সে 'মানবিক দিক' গ্রহণ করে। তারা একে 'উদারনৈতিক' করার জন্য প্রচার করছে এবং এর নতুন নতুন আদর্শ উপস্থাপিত করছে। কমিউনিস্ট-বিরোধীরা একদম সচেতন নয় যে তাদের যুক্তিগুলো তুলে ধরে তারা কমিউনিস্ট-বিরোধী প্রচারের অন্যতম স্তম্ভের পতনকে স্বীকার করে নিচ্ছে। এই অন্যতম স্তম্ভ হচ্ছে কমিউনিজমের ভবিষ্যৎ অস্বীকার করা।

১৯৭৩ সালের শেষে ও ১৯৭৪ সালের প্রথম দিকে কমিউনিস্ট-বিরোধী প্রচারে ভবিষ্যৎ থেকে অতীতের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। এই যুক্তি দেখানো হয় যে সমাজতন্ত্র, সর্বাগ্রে সোভিয়েত ইউনিয়ন, 'তার অতীতকে কাটিয়ে উঠতে পারে নি'। কমিউনিস্ট-বিরোধীদের বর্তমান আচরণের মধ্যে একটা নির্দিষ্ট ছাঁচ আছে। সমাজতন্ত্রের সাফল্য যত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে, তত পরিশ্রম করে তারা সমাজতান্ত্রিক সমাজের সামনে যে সমস্যা ও বাধা রয়েছে তা কাজে লাগাবার চেষ্টা করছে।

'সমাজতন্ত্র তার অতীতকে কাটিয়ে উঠতে পারে নি' এই মিথ্যা বুর্জোয়া প্রচার সলঝিনেৎসিনের লেখার মধ্যে এক বিশেষ কুৎসিত চরিত্র ধারণ করেছে। এখন এই প্রচার সমগ্র পুঁজিবাদী দুনিয়াব্যাপী কমিউনিস্ট-বিরোধী অভিযানের আকার নিয়েছে। এর স্পষ্ট লক্ষ্য হল পুঁজিবাদের সাধারণ সংকটের সমস্যা ও ফলাফল পুঁজিবাদী দুনিয়ার বাধা ও আজকের সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতা থেকে জনগণের, বিশেষ করে মেহনতী মানুষের দৃষ্টি সরিয়ে নেওয়া। সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির অতীত অসুবিধাগুলির জন্যে নয়, তাদের বর্তমান কৃতিত্ব ও সাফল্যের জন্যেই সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির বিরুদ্ধে জঘন্য কমিউনিস্ট-বিরোধী আক্রমণ শুরু হয়েছে।

সামরিকীকরণ ও সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনকে সমর্থনকল্পে সোভিয়েত 'আগ্রাসনের' উপর জোর দেওয়ার এই ধরনের সোভিয়েত-বিরোধিতার প্রধান উদ্দেশ্য হল জনগণের দৃষ্টিকে অন্যদিকে ঘুরিয়ে দেওয়া। "দৃষ্টিকে অন্যদিকে ঘুরিয়ে দেওয়ার" কৌশল হল বর্তমান কমিউনিজম-বিরোধী প্রচারের একটি অঙ্গ। যে বুর্জোয়া মতাদর্শ পুঁজিবাদী ব্যবস্থার প্রতি জনগণকে আকর্ষণ করতে বাধার সম্মুখীন হচ্ছে সেই মতাদর্শের সংকট এর মধ্যে প্রতিফলিত হচ্ছে।

সাম্রাজ্যবাদ এই অভিযান পরিচালনা করছে কারণ একদিকে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির স্থায়ী অর্থনৈতিক বিকাশ ও ক্রমবর্ধমান জীবনধারণের মানোন্নয়ন, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে তাদের সাফল্য এবং অন্যদিকে পুঁজিবাদী দুনিয়ার অস্থায়িত্ব ও সংকট, এই দুই-এর মধ্যে বৈসাদৃশ্য আর কখনো এত লক্ষণীয় হয় নি। এই পরিস্থিতির মোকাবিলা করার জন্য কমিউনিজম-বিরোধিতা সমাজতন্ত্রের প্রতি সহানুভূতি ও মার্কসবাদ-লেনিনবাদের প্রতি জনগণের আকর্ষণকে বিনষ্ট করার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে। জার্মান কমিউনিস্ট পার্টির হামবুর্গ কংগ্রেসে (১৯৭৩), আমাদের পার্টির চেয়ারম্যান হার্বার্ট মাইস বলেন : "আমাদের দেশব্যাপী নির্লজ্জ সোভিয়েত-বিরোধী কুৎসার এই নতুন তরঙ্গ প্রমাণ করে যে সমাজতন্ত্রের আক্রমণ বৃহৎ পুঁজির সামনে কি বিরাট অসুবিধা সৃষ্টি করেছে। এই মিথ্যা অভিযান নিশ্চিতভাবেই সমাজতন্ত্রের অগ্রগতি থামাতে পারবে না; এর উদ্দেশ্য হল মেহনতী জনগণকে তাদের স্বার্থ থেকে বিরত করা ও প্রগতিশীল বিকাশের গতি মন্থর করা। সমগ্র জনগণের স্বার্থে এই সব উদ্দেশ্যকে দৃঢ়ভাবে প্রতিহত করাই হল আমাদের কর্তব্য।"

সমাজতন্ত্রের "অনুত্তীর্ণ অতীত", এই মতবাদ তুলে ধরে বুর্জোয়া মতাদর্শবিদরা ও কমিউনিস্ট-বিরোধীরা এই ধারণা সৃষ্টি করতে চেষ্টা করছে যে সাধারণভাবে সমাজতন্ত্র মৌলিক সামাজিক সমস্যাগুলিকে সমাধান করতে অক্ষম। সমাজতন্ত্র বিকাশের ক্ষেত্রে কয়েকটি নেতিবাচক দিককে, সমাজতন্ত্রের জটিল ও দ্রুত উত্তরণকালে কয়েকটি অসুবিধাকে, যে সব ভুল ইতিমধ্যে সংশোধিত হয়েছে বা কাটিয়ে উঠা হচ্ছে সেই সব ভুলকে পরিকল্পিতভাবে সমাজতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য হিসাবে বড় করে দেখানো হয়। যেহেতু এইসব বর্ণিত ত্রুটিগুলির 'প্রমাণ' সমাজতন্ত্রের সাফল্যগুলিকে নস্যাৎ করে দিতে পারে না, সেহেতু এইসব পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়; ফলে কমিউনিস্ট-বিরোধীরা এইসব সাফল্যকে

১ বারমুখ স্টাইবার **Die Kommunisten Verschworungen des neunzehuten Jahrhunderts.** বার্লিন, ১৮৫৩, খণ্ড ১, পৃঃ ৩।

সমাজতান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থার অতীত বলে বর্ণনা করে এবং সামাজিক পরিবেশ থেকে এদের বিচ্ছিন্ন করে।

সমাজতান্ত্রিক সমাজ সমস্যাবিহীন নয়। সমাজতন্ত্রের দ্বন্দ্বগুলি ও তাদের কারণ সম্পর্কে খোলাখুলি আলোচনা সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে চলে। এই ঘটনাটিই বুর্জোয়া মতাদর্শবিদরা অস্বীকার করতে বা বিকৃত করতে চেষ্টা করে। কমিউনিস্টরা তাদের অসুবিধা ও ত্রুটিগুলি গোপন করে না, তারা এসব সমালোচনা করে এবং তা দূর করতে কাজ করে, এটা বুর্জোয়ারা নীরবে এড়িয়ে যায়। তথাপি সমাজতান্ত্রিক দেশের কমিউনিস্টরা তাদের সমাজের সমস্ত দিককে বিশ্লেষণ করে এবং তাদের বিশ্লেষণের ফলাফল পার্টি কংগ্রেসের সিদ্ধান্তসমূহে, পার্টি দলিলে ও সরকারি সিদ্ধান্তে প্রতিফলিত হয়, এই ঘটনা তাদের শক্তি ও আস্থার প্রমাণ এবং তারা যে সমাজতন্ত্রের অধিকতর সাফল্যপূর্ণ বিকাশকে সুনিশ্চিত করে তাও প্রমাণিত হয়।

কমিউনিস্ট-বিরোধী প্রচার সমাজতান্ত্রিক সমাজের ইতিহাসকে বিপর্যয় ও ভুল পরিকল্পনার পারম্পর্য হিসাবে, কমিউনিস্ট নীতির ব্যর্থতা হিসাবে চিত্রিত করতে চেষ্টার কোনো ত্রুটি করে না। এ সবের লক্ষ্য হল এ সমাজের শক্তিহীনতা 'তুলে ধরা' এবং পুঁজিবাদী দেশগুলিতে কমিউনিস্ট পার্টিগুলির উপর সমাজতন্ত্রের 'সমস্যা' ও তার 'নেতিবাচক' অভিজ্ঞতা, প্রথমত সোভিয়েত ইউনিয়নের অভিজ্ঞতা সম্পর্কে আলোচনা চাপিয়ে দেওয়া হয় এবং এইভাবে বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলনের বিভিন্ন অংশের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করার চেষ্টা হয়। অনেকে আছেন যাঁরা সাধারণভাবে সমাজতন্ত্র সম্পর্কে আলোচনা করতে চান এবং এই ভান করেন যে প্রকৃত সমাজতন্ত্র বলে কিছু নেই। স্বভাবতই কমিউনিস্ট-বিরোধীরা এর চেয়ে বেশি খুশি হতে পারে না। সোভিয়েত ইউনিয়ন ও অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির উপর জঘন্য কমিউনিস্ট-বিরোধী আক্রমণ ও ধোঁয়াটে অনুমান সহ্য করাটা পার্টির স্বাধীনতার নিদর্শন নয়; এ হল প্রলেতারীয় আন্তর্জাতিকতাবাদী নীতিগুলো থেকে বিচ্যুতির নিদর্শন।

মাঝে মাঝে কেউ কেউ বলেন যে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিকে 'সমালোচনামূলক সংহতি'র দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে দেখতে হবে। এই দৃষ্টিভঙ্গি কেবলমাত্র ভুল বোঝাবুঝি সৃষ্টি করতে পারে, কারণ এর প্রকৃত অর্থ হল সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির প্রতি সংহতি নয়; এর অর্থ হল মতাদর্শগত ও রাজনৈতিক মতবিরোধ। 'সমালোচনামূলক সংহতি' নয়, বরং সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির গোষ্ঠীর সাথে আরো ঘনিষ্ঠ ও সুদৃঢ় ঐক্য আমাদের আন্তর্জাতিক অবস্থানের মর্মকথাকে ব্যক্ত করে। সংহতির ধারণা বৈপ্লবিক শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনের মধ্যে গভীরভাবে নিহিত এবং এর একটা পরিষ্কার মানদণ্ড রয়েছে। সুতরাং এর উপর সমাজতন্ত্র-বিরোধী বা সোভিয়েত-বিরোধী চরিত্র আরোপ করা বাঞ্ছনীয় নয়। এটা করলে কমিউনিজম-বিরোধিতাকে প্রশ্রয় দেওয়া হয়। 'সমালোচনামূলক সংহতির' প্রবক্তারা কখনো কখনো ঠিক এটাই করে বসে। অধিকন্তু, শ্রেণীসংগ্রামের অবস্থা ও নিয়ম সম্পর্কে এদের ভাববাদী ধারণাসমূহ এমন জগৎ সৃষ্টি করে যা সমাজতান্ত্রিক সমাজ গঠনের প্রকৃত সমস্যা থেকে বহুদূরে।

সোভিয়েত ইউনিয়ন ও অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশ তাদের শ্রেণীভ্রাতাদের সাথে আন্তর্জাতিক সংহতির নীতিসমূহের প্রতি সব সময় বিশ্বস্ত রয়েছে। তারা সব সময় নিঃস্বার্থভাবে কাজ করে চলেছে এবং জনগণের বৈপ্লবিক সংগ্রামে তাদের সাহায্যের ক্ষেত্রে তারা কোনো রকম প্রাথমিক শর্ত আরোপ করে না। এই সংহতির ধারণার একটা স্পষ্ট শ্রেণীগত পরিপ্রেক্ষিত রয়েছে এবং এটাকে দ্ব্যর্থবোধকভাবে প্রয়োগ করা যায় না।

সমাজতন্ত্রকে 'উন্নত' করার আহ্বানকে কমিউনিস্ট-বিরোধীরা খুব সযত্নে লালন করে। এফ আর জি-তে এই আহ্বানকে বিশেষভাবে বিকৃত করা হয়; জার্মান ভূমিতে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র জি ডি আর-এর বিরুদ্ধে এটা প্রধানত ব্যবহৃত হয়। বছরের পর বছর ধরে কমিউনিস্ট-বিরোধীরা জি ডি আরকে স্বাধীন বিকাশের বিন্দুমাত্র সুযোগ দিতে অস্বীকার করেছে। প্রচলিত কমিউনিস্ট-বিরোধী ধারণা ছিল যে জি ডি আর আরেকটা শীত পর্যন্ত টিকে থাকতে পারবে না। কিন্তু দেশের সাফল্যপূর্ণ বিকাশ, তার আন্তর্জাতিক প্রভাব বৃদ্ধি ও ইয়োরোপে শান্তি স্থাপনের ক্ষেত্রে তার অবদানের ফলে ১৯৭০ দশকের শুরুতে এই অভিযানের গতি পরিবর্তিত হয়। এটা প্রমাণ করার একটা চেষ্টা চালানো হয় যে জি ডি আর-এ সমাজতন্ত্র মার্কসবাদী নীতির সাথে সংগতিপূর্ণ নয়। "নিয়মানুগ সর্বব্যাপী লক্ষ্য ও বিশ্লেষণ(১)—এই পদ্ধতি হল আরেকটি পরিবর্তনের লক্ষণ। জি ডি আর-এ সমাজতন্ত্রের যে 'সাফল্যের সুযোগ' আছে তা স্বীকৃত হচ্ছে কিন্তু তার 'সমন্বয় সাধনের' জন্য উপদেশ দেওয়া হচ্ছে। কমিউনিস্ট-বিরোধীরা বলতে শুরু করেছে যে জি ডি আর-এ সমাজতন্ত্র আরো 'কার্যকর' হতে পারত যদি কমিউনিস্টরা তাদের পার্টির তত্ত্বগুলি সংশোধন করত এবং "ক্ষমতা দখল ও সংহত" করার উপর জোর না দিয়ে আধুনিক শিল্প সমৃদ্ধ রাষ্ট্রের বিকাশ ও প্রশাসনের উপর জোর দিত।"(২)

আমরা অবাক হই না যে এই ধারণার প্রবক্তাদের আক্রমণের লক্ষ্যস্থল হল প্রধানত গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতা ও সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে মার্কসবাদী-লেনিনবাদী পার্টিগুলির নেতৃত্বের ভূমিকা। তাদের তত্ত্বকে বিশ্বাস করতে হলে বলতে হয় যে সমাজতন্ত্র উন্নত হবে যদি কমিউনিস্টরা পরাজয় মেনে নেয় এবং তাদের পার্টিকে তুলে দেয়।

সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি, বিশেষ করে, সোভিয়েত ইউনিয়নের বৈদেশিক নীতির বিকৃতি সাধন বর্তমান কমিউনিজম-বিরোধিতার আরেকটি বহুল প্রচলিত রূপ। যেহেতু এই বৈদেশিক নীতি কার্যত বিশ্বের শান্তিকামী শক্তিগুলির প্রধান অবলম্বন হয়ে উঠেছে, এবং যেহেতু এই নীতির উদ্দেশ্য হল শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলন ও জাতীয় মুক্তি আন্দোলনগুলিতে সহায়তা দান করা, সমাজতান্ত্রিক ও কমিউনিস্ট সমাজ গঠনের অনুকূল পরিস্থিতি সৃষ্টি করা এবং সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির ঐক্যকে সুদৃঢ় করা, সেইহেতু এটা আমাদের শ্রেণীশত্রুর ঘৃণা ও বিদ্বেষের প্রধান বিষয়।

সোভিয়েত বৈদেশিক নীতির বিকৃতি সাধন করার আরেকটি কৌশল হল সম্পূর্ণ মিথ্যা অভিযোগ রটনা করা যে মস্কো ও ওয়াশিংটনের মধ্যে 'সহযোগিতা' পশ্চিমের পক্ষে 'বিপজ্জনক'। সম্প্রতি প্রতিক্রিয়াশীল সি ডি ইউ,

---

১ দেখুন হ্যানস এ্যাডামো Das Fiasko der burgerlicheu "DDR-Forschung". In **Marxistische Blatter**, 1974, No.5, পৃঃ ৫৬।

২ একই পুস্তক দেখুন, পৃঃ, ৫৭।

সি এস ইউ নেতারা, বিশেষ করে ফ্রাঞ্জ জোসেফ স্ট্রস এই ভাষ্য প্রচার করেছেন। ইউ এস এস আর ও অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশের উদ্যোগগুলির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে মিথ্যা কথা বলা হচ্ছে, সোভিয়েত-মার্কিন আলোচনার উদ্দেশ্যকে বিকৃত করা হচ্ছে এবং দুই শক্তির 'ষড়যন্ত্র' হিসাবে উপস্থাপিত করা হচ্ছে।

আরেকটি ব্যাপক ব্যবহৃত কৌশল হল সোভিয়েত বৈদেশিক নীতিকে 'সাম্রাজ্যবাদী' নীতি হিসাবে চিত্রিত করা। যতই জনগণ বুঝতে পারছে যে সাম্রাজ্যবাদ কোটি কোটি মানুষের দুঃখ ও দুর্দশার জন্য প্রধানত দায়ী ততই সাম্প্রতিক বছরগুলিতে এই ধরনের কুৎসা তীব্রভাবে প্রচারিত হচ্ছে।

ঠিক এই কারণেই কমিউনিস্ট-বিরোধী মতাদর্শবিদরা সমাজতন্ত্রের উপর সেই সব আন্তর্জাতিক নীতি আরোপ করতে ব্যগ্র যা সাম্রাজ্যবাদের একমাত্র বৈশিষ্ট্য। কারণ সাম্রাজ্যবাদই সম্প্রসারণবাদের জন্ম দিয়েছে এবং বিশ্বের উপর আধিপত্য বিস্তারে সচেষ্ট এবং দুইটি ধ্বংসাত্মক যুদ্ধে মানবজাতিকে জড়িয়ে ফেলেছিল। এই ধরনের প্রচারের একটা নির্দিষ্ট প্রভাব আছে; এই প্রচার এই ধারণা সবার মনে ঢুকিয়ে দেয় যে প্রতিটি বৃহৎ শক্তি সম্প্রসারণবাদী ও সাম্রাজ্যবাদী নীতিতে আবদ্ধ।

এই ধরনের মিথ্যা ধারণাগুলিকে কমিউনিস্ট-বিরোধীরা কাজে লাগায়। তারা মাওবাদী জাত্যভিমানীদের কাছ থেকে যথেষ্ট সাহায্য পায়। এরা এই সব ধারণাকে 'দুই বৃহৎ শক্তির তত্ত্বের' স্তরে উন্নীত করেছে। এই তত্ত্ব সোভিয়েতের বৈদেশিক নীতির বিরুদ্ধে পরিচালিত। এই কমিউনিজম-বিরোধিতার লক্ষ্য হল সোভিয়েত ইউনিয়ন ও সমাজতান্ত্রিক গোষ্ঠীর বৈদেশিক নীতিকে শুধুমাত্র কুৎসা করা নয়; এর লক্ষ্য হল যে সব সামাজিক শক্তি ও রাষ্ট্র জনগণের পক্ষে তাদের এবং শান্তি, নিরাপত্তা, নিরস্ত্রীকরণ ও উত্তেজনা প্রশমনের শত্রুদের মধ্যে কোনো পার্থক্য করা থেকে জনগণকে বিরত করা।

এফ আর জি-তে সোভিয়েত বৈদেশিক নীতির সমস্ত ধরনের বিকৃতি সাধনের প্রেরণাদাতা হল আগ্রাসী ও প্রতিক্রিয়াশীল ব্যবসায়ী গোষ্ঠী। তাদের লক্ষ্য হল উত্তেজনা প্রশমনের প্রক্রিয়াকে স্তব্ধ করা ও যে সব চুক্তি আন্তর্জাতিক সম্পর্ককে স্বাভাবিক করছে ও যুদ্ধোত্তর সীমানাগুলিকে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃতি দিচ্ছে তা বানচাল করা। সমাজতান্ত্রিক ও পুঁজিবাদী দেশগুলির সম্পর্কে উত্তেজনা প্রশমনের ব্যাপারে নেতৃস্থানীয় সি এস ইউ, সি ডি ইউ-এর ব্যক্তিরা আদৌ খুশি নয়। তারা এই ঘটনাকে স্বীকার করতে পারে না যে জি ডি আর একটি সার্বভৌম ও আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত রাষ্ট্র। তাদের কাছে এফ আর জি-তে প্রতিষ্ঠিত সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থা হল একটা আদর্শ যা জি ডি আর-এ অনুকরণ করতে হবে। তারা যা চায় তা হল তথ্য ও ভাবধারাগুলির 'অবাধ আদানপ্রদান', অর্থাৎ জি ডি আর ও অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে সাম্রাজ্যবাদী মতাদর্শের প্রচার।

প্রতিক্রিয়াশীল বৃহৎ ব্যবসায়ীরা মাওবাদী উত্তেজনা প্রশমন-বিরোধী নীতিকে ক্রমবর্ধমানভাবে ব্যবহার করছে। 'জার্মান জাতির ঐক্য'কে সমর্থন ও তার 'স্বাভাবিক মৌলিক অধিকারগুলো'কে সমর্থন করার জন্য স্ট্রস পিনিভে তার আমন্ত্রণকারীদের ধন্যবাদ জানায়। এটা বোঝা খুব কঠিন নয় যে এটা চিরাচরিত জার্মান প্রতিহিংসাবাদ যার পুরানো দাবি হল লেবেন শ্রাউম অর্থাৎ জার্মান জাতির স্বাভাবিক বিকাশের জন্য প্রয়োজনীয় সীমানা থাকার দাবি। জাতির নামে এই দাবিগুলোকে তোলা হচ্ছে; এর অর্থ হল আগ্রাসনকে গোপন রাখা। জার্মান কমিউনিস্ট পার্টি মনে করে যে সাম্রাজ্যবাদ জার্মান জাতির ঐক্য ভেঙে দিয়েছে। ফেডারেল রিপাব্লিকে জাতির কোনো ঐক্য নেই এবং কোনো ঐক্য থাকতেও পারে না, কারণ শ্রমিক ও পুঁজিপতিদের মধ্যে একটা বিরাট পার্থক্য রয়েছে। মস্কো, ওয়ারশ ও বার্লিন চুক্তি জি ডি আর ও এফ আর জি, এই দুই দেশের বর্তমান সীমানার অলঙ্ঘনীয়তাকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেছে। এই চুক্তির পরে ও দুই জার্মান রাষ্ট্র জাতিসঙ্ঘের সদস্য হওয়ার ফলে দুই দেশের সম্পর্কের ব্যাপারে কেউ দুই স্বাধীন রাষ্ট্রের অস্তিত্ব সম্পর্কে প্রশ্ন তুলবে না। এই ধারা চিরদিন থাকবে।

হার্বার্ট মাইস হামবুর্গ পার্টি কংগ্রেসে বলেছে যে কী করে জাতীয় স্বার্থ তুলে ধরতে হয় তা কমিউনিস্টদের শেখাবার প্রয়োজন নেই। যারা বছরের পর বছর ধরে 'জাতি' কথাটা বড় গলায় বলে এসেছে কিন্তু কেবলমাত্র ক্ষমতা ও অতিমুনাফা নিয়ে যারা ব্যস্ত তাদের কাছ থেকে শিখবারও কিছু নেই। যারা আজ 'জাতির ঐক্য ও জনগণের ঐক্যের' কথা বলছে তারা মার্কিন পুঁজির অনুপ্রবেশকে উৎসাহিত করছে ও সাহায্য করছে। তারা বারোয়ারী বাজারের কাছে আমাদের কৃষির স্বার্থকে বিসর্জন দিচ্ছে ও ফেডারেল রিপাব্লিকের স্বার্থকে নাটোর আগ্রাসী স্বার্থের কাছে বলি দিচ্ছে। তাদের জাতীয়তাবাদী শ্লোগানের একমাত্র উদ্দেশ্য হল শ্রেণীসংগ্রামকে স্তব্ধ করা ও জি ডি আর-এর বিরুদ্ধে পরিচালিত কমিউনিজম-বিরোধিতাকে সক্রিয় করা। হামবুর্গ-কংগ্রেসের প্রকৃত অর্থ অনুযায়ী জার্মান কমিউনিস্ট পার্টি এফ আর জির জন্য সমস্ত দেশের স্বার্থে শুভ সম্পর্কের ভিত্তিতে ও আমাদের প্রকৃত স্বার্থানুযায়ী এক স্বাধীন নীতির দাবি করছে। সর্বোপরি এর জন্য প্রয়োজন হল একচেটিয়াদের ক্ষমতাকে বিশেষ করে যে সব আন্তর্জাতিক সংস্থা পশ্চিম ইয়োরোপের উপর আধিপত্য করছে তাদের ক্ষমতাকে সঙ্কুচিত করা।

যা কিছু সোভিয়েত-বিরোধী তা সবই কমিউনিজম বিরোধিতার মধ্যে বিধৃত এবং কমিউনিজম-বিরোধিতা প্রায়ই উগ্র বামদের কাজকর্মকে আশ্রয় করছে, এই ঘটনা প্রমাণ করে যে কমিউনিস্ট-বিরোধী রণকৌশলীদের অসুবিধা ক্রমশ বাড়ছে এবং বুর্জোয়া মতাদর্শের সংকট সৃষ্টি হচ্ছে। সাম্প্রতিক বছরগুলিতে নৈরাজ্যবাদী ট্রট্স্কীপন্থী ও মাওবাদী দলগুলি কমিউনিজম-বিরোধিতায় এক বড় ভূমিকা পালন করে আসছে; এখন তারা এর একটা অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। প্রতিক্রিয়াশীলরা এখন আর এই ঘটনার দ্বারা বিচলিত হয় না যে তাদের কেউ কেউ 'বামপন্থী' বুলি আওড়ায়, সমাজতান্ত্রিক সমাজকে 'শোধনবাদী' আখ্যা দেয়, আবার অন্যরা এই সমাজকে 'একনায়কতন্ত্রী' সমাজ হিসাবে চিহ্নিত করে। উভয়েরই আক্রমণ সমাজতান্ত্রিক গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে, উভয়ই প্রতিক্রিয়াশীলদের সাথে যুক্ত। এফ আর জি-র শাসক দল মাওবাদী দলগুলিকে ও নৈরাজ্যবাদীদের সমর্থন করে।

কয়েকমাস আগে যে নৈরাজ্যবাদী উত্তেজনাকে উস্কে তোলা হয়েছিল তা স্পষ্টতই ছিল কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে

পরিচালিত। কমিউনিস্ট-বিরোধীরা ও বুর্জোয়া রাজনীতিবিদরা ভালোমতোই জানেন যে এই সব নৈরাজ্যবাদী ও মাওবাদী দলের কার্যকলাপ পুঁজিবাদী ব্যবস্থার বিরুদ্ধে কোনো বিপদ সৃষ্টি করে না, যদিও মুদ্রাস্ফীতি, ও বেকারির মতো আসল সমস্যাগুলি থেকে মনোযোগ সরিয়ে নেওয়ার জন্য এবং গণতান্ত্রিক অধিকার ও স্বাধীনতার সংকোচনকে ন্যায্য প্রতিপন্ন করে ও কমিউনিস্ট মতবাদকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে গণতন্ত্রী খোঁজার অজুহাত সৃষ্টির জন্য এদের ব্যবহার করা যায়। এর একটা দৃষ্টান্ত হল, যখন নৈরাজ্যবাদীদের একটা ক্ষুদ্র দল নিজেদের 'লাল বাহিনীর একটা অংশ' হিসাবে প্রতিপন্ন করার সিদ্ধান্ত নেয়, তখনই প্রতিক্রিয়াশীলেরা সোভিয়েত সেনাবাহিনীকে কলঙ্কিত করার প্রচেষ্টায় এই ঘটনাকে ব্যবহার করতে দেরি করে নি। 'মার্কসবাদী বিভীষিকা' 'গুণ্ডা সমাজতন্ত্র' প্রভৃতি শব্দ দ্বারা প্রতিক্রিয়াশীল প্রচার পরিপূর্ণ। সি ডি ইউ, সি এস ইউ নেতাদের রণকৌশল হল নৈরাজ্যবাদের জন্য সমস্ত প্রগতিশীল শক্তিগুলিকে দায়ী করে তাদের বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক অভিযানের ন্যায্যতা প্রতিপন্ন করার জন্য নৈরাজ্যবাদী বিভীষিকা সৃষ্টি করা। এই প্রসঙ্গে কমিউনিস্ট পার্টি মনে করে যে পেটি-বুর্জোয়া আমূল সংস্কারবাদের বিরুদ্ধে, মাওবাদী বিভেদপন্থীদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা, এবং এফ আর জি-র শ্রমিক আন্দোলন-বিরোধী হিসাবে ও এক-চেটিয়াপতিদের ক্রীড়নক হিসাবে সমস্ত নৈরাজ্যবাদী কার্যকলাপের মুখোশ উদ্ঘাটন করা বিশেষ প্রয়োজনীয়।

কমিউনিস্ট-বিরোধীরা কৌশল অবলম্বনে বাধ্য হয়ে দক্ষিণপন্থী সোশ্যাল ডেমোক্রাটদের সাহায্য গ্রহণ করে। দক্ষিণপন্থী সোশ্যাল ডেমোক্রাটরা কমিউনিস্ট-বিরোধী মতাদর্শগত ব্যবস্থার সাথে জড়িত ; কারণ বিষয়গতভাবে তাদের কাজ হল পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে রক্ষা করা। একদিকে সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক নেতারা বাস্তববাদী বৈদেশিক নীতি অনুসরণে প্রয়াসী, অন্যদিকে দক্ষিণপন্থী সুবিধাবাদীরা বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র, সমাজতান্ত্রিক সমাজের শ্রেণী চরিত্র ও মার্কসবাদী পার্টিগুলির কার্যকলাপকে বিকৃত করছে।

শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলন ও সমাজতন্ত্রের অগ্রগতির ফলে শাসকশ্রেণীর মতাদর্শে শোধনবাদ ও সুবিধাবাদের গুরুত্ব বাড়ছে। বর্তমানে বুর্জোয়ারা সোশ্যাল-ডেমোক্রাটদের দক্ষিণপন্থী অংশের উপর ভীষণ নির্ভর করছে। সমাজতন্ত্রের নতুন নতুন সাফল্যের ফলে, মার্কসবাদ-লেনিনবাদের আকর্ষণী ক্ষমতা বাড়ার ফলে বুর্জোয়া মতাদর্শবিদ্‌রা জনগণের মধ্যে তাদের প্রভাব হারাবার ভয়ে পুঁজিবাদকে খোলাখুলিভাবে সমর্থন করার সাহস পাচ্ছে না। পুঁজিবাদের দমন-পীড়ন ও শোষণের যন্ত্রকে আড়াল করার উদ্দেশ্যে আরও বেশি বেশি করে মার্কসবাদকে ব্যবহার করতে (সোশাল-ডেমোক্রাটদের ভাষ্য অনুযায়ী) বাধ্য হচ্ছে। কমিউনিজম-বিরোধিতার সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক সংস্করণ খুব ব্যাপকভবে ব্যবহৃত হচ্ছে কারণ সমাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে মুখোমুখি আক্রমণ ব্যর্থ হয়েছে এবং পুঁজিবাদের সাধারণ সংকটের ফলে বিশেষ করে যুবদের মধ্যে অসন্তোষ বাড়ছে। বাস্তবিকপক্ষে, সি ডি ইউ যুব সংস্থা জুং সংঘও তার গত কংগ্রেসে 'পুঁজিবাদী প্রবণতার' বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে এবং 'উদার নীতিক পুঁজিবাদ ও মার্কসবাদী সমাজতন্ত্রের মধ্যে তৃতীয় পথ' সম্পর্কে বাগাড়ম্বরপূর্ণ প্রস্তাব দিয়েছে।

অবশ্য, বিগত বছরগুলিতেও, স্থূল কমিউনিজম-বিরোধিতার যুগে সমাজতন্ত্র ও পুঁজিবাদের মধ্যে প্রচ্ছন্ন 'তৃতীয় পথের' ইঙ্গিত ছিল। আজ এটা কমিউনিস্ট-বিরোধী প্রচারের একটি অঙ্গ এবং সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক মতাদর্শ অবলুপ্তির নীতি ভেঙে পড়ার ফলে এই প্রচারের জনপ্রিয়তা বেড়েছে।

'তৃতীয় পথের' ধারণা বিশেষ করে তাদের আকৃষ্ট করে, যারা পুঁজিবাদী ব্যবস্থার প্রতি বিশ্বাস হারাচ্ছে কিন্তু সমাজতন্ত্র মেনে নিতে প্রস্তুত নয়। যাই হোক, এই ধারণার উদ্দেশ্য ও মর্মবস্তু স্পষ্টভাবে কমিউনিস্ট-বিরোধী। 'তৃতীয় পথের' ধারণা একটা সম্পূর্ণ মতাদর্শগত বা রাজনৈতিক ধারার প্রতিনিধিত্ব করে না। শোধনবাদী, সমাজতান্ত্রিক গোষ্ঠীর জঙ্গী বিরোধী, উদারনৈতিক পুঁজিবাদ-বিরোধী প্রভৃতিদের মধ্যে এর সমর্থকরা রয়েছেন। এফ আর জি-তে এরা সবাই চিরস্থায়ী তৃতীয় পথের কংগ্রেসে ঐক্যবদ্ধ হয়েছেন।

অতীতে বুর্জোয়া মতাদর্শ মার্কসবাদের উপর সমস্ত আলোচনাকে নিষিদ্ধ করেছিল বা মার্কসবাদের 'ঐতিহাসিক অবক্ষয়কে' পরীক্ষা করার দিকে এই আলোচনাকে পরিচালিত করত। আজ কমিউনিস্ট-বিরোধীরা দেখছেন যে, যে-সব সমস্যা তারা এত কষ্ট করে এড়িয়ে যেত সেই সব সমস্যা নিয়ে তাদের আলোচনা চালাতে হচ্ছে। কমিউনিজম-বিরোধিতা ও সামগ্রিকভাবে বুর্জোয়া মতাদর্শে 'বাম' ও দক্ষিণপন্থী সুবিধাবাদী ধারাগুলিকে একত্রিত করার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হচ্ছে যাতে এরা আরো কৌশল অবলম্বন করার ও জনগণের উপর তাদের প্রভাব রক্ষা করার আরো ভালো সুযোগ পায়। কিন্তু এসব নতুন কৌশল অবলম্বন করেও কমিউনিজম-বিরোধী প্রচার আর কার্যকর হচ্ছে না।

শ্রেণী সংগ্রাম ও শক্তির পরিবর্তিত ভারসাম্যের নতুন পরিস্থিতির সাথে খাপ খাইয়ে নেবার মাধ্যমে স্থায়ী সাফল্য অর্জনের সমস্ত প্রচেষ্টা ব্যর্থ হতে বাধ্য। পুঁজিবাদের সংকট গভীরতর হওয়ার ফলে এবং সমাজতান্ত্রিক গোষ্ঠীর ক্রমবর্ধমান শক্তি, ভূমিকা ও প্রভাবের ফলে কমিউনিজম-বিরোধিতার সংকটও গভীর হতে থাকবে।

কিন্তু আমাদের, কমিউনিস্টদের কোনো মোহ নেই : কমিউনিজম-বিরোধিতার সংকটের অর্থ এই নয় যে এটা সম্পূর্ণভাবে অক্ষম হয়ে পড়েছে বা কমিউনিস্ট-বিরোধী প্রচার কমে যাচ্ছে। বিপরীতক্রমে, পুঁজিবাদের দ্বন্দ্ব যত তীব্র হবে তত বুর্জোয়ারা তার অর্থনৈতিক আধিপত্যকে দীর্ঘস্থায়ী করার জন্য নতুন নতুন প্রচেষ্টা চালাবে। আমরা নিরাপদে এই ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারি যে এফ আর জি-তে বুর্জোয়া মতাদর্শবিদরা আরো ব্যাপকভাবে ও আরো সূক্ষ্মভাবে কমিউনিস্ট-বিরোধী প্রচার চালাবে। এর ফলে শ্রমিকশ্রেণী ও কমিউনিস্ট পার্টির কাছে আরো অসুবিধার সৃষ্টি হবে। কিন্তু এফ আর জি-তে সামাজিক প্রগতির জন্য আমাদের সংগ্রামকে কিছুতেই থামিয়ে দেওয়া যাবে না। কমিউনিজম-বিরোধিতা এখনও কার্যকর কিন্তু তার আবেদন ক্রমশ কমছে। এর বিরুদ্ধে সংগ্রামে আমরা এ সম্পর্কে সচেতন। পরিস্থিতির দ্বন্দ্বাত্মক প্রকৃতি হল এই যে কমিউনিজম-বিরোধিতার আরো তীব্রতা ও কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে ও সমাজতান্ত্রিক গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে শত্রুতা জাগিয়ে তোলার ফলে জনগণের দাবি ও প্রয়োজনের সাথে বুর্জোয়া মতাদর্শের দ্বন্দ্ব আরো তীব্র হবে।

বৈপ্লবিক আন্দোলনের কয়েকটি সমস্যা

রুবেনস ইসকারো
আর্জেন্টিনার কমিউনিস্ট পার্টির কার্যনির্বাহী কমিটি
ও সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য

লাতিন আমেরিকায় মুক্তি সংগ্রাম দ্রুতগতি সম্পন্ন হয়ে উঠছে এবং সমাজের ব্যাপকতর অংশে ছড়িয়ে পড়ছে। মহাদেশের রাজনৈতিক মানচিত্রের পরিবর্তন ঘটছে; গভীর রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তনের জন্য নতুন নতুন সামাজিক শক্তি সাম্রাজ্যবাদ ও মোড়লতন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রামে যোগ দিচ্ছে। শক্তির ভারসাম্য শ্রমিক-শ্রেণী, মেহনতী জনগণ, শান্তি, জাতীয় মুক্তি, গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের অনুকূলে পরিবর্তিত হয়েছে। সমাজতান্ত্রিক গোষ্ঠীর প্রভাব লক্ষণীয়ভাবে বেড়েছে। সমাজতান্ত্রিক ভাবধারা গণ-সমর্থন লাভ করছে। সারা লাতিন আমেরিকা জুড়ে কিউবার বিপ্লবের কল্যাণকর প্রভাব অনুভব করা যাচ্ছে এবং এর ফলে মুক্তি সংগ্রাম নতুন প্রেরণা লাভ করছে। সংক্ষেপে, মুক্তি সংগ্রাম শক্তিতে ও ব্যাপকতায় বাড়ছে এবং একের পর এক ঘটনা অবিশ্বাস্য গতিতে ঘটে চলেছে। এ সবের ফলে মহাদেশের সমস্যাগুলি সম্পর্কে একটা গভীর আলোচনার প্রয়োজন হয়ে পড়েছে।

বর্তমানে লাতিন আমেরিকার রাজনৈতিক দৃশ্যপটের দুটি পরস্পর-বিরোধী বৈশিষ্ট্য আছে। প্রথমত হল শ্রমিক-শ্রেণী ও মেহনতী জনগণের সংগ্রাম, যা শক্তি বিন্যাসের পরিবর্তন ঘটাচ্ছে, জাতীয় মুক্তির প্রক্রিয়াকে এগিয়ে নিচ্ছে এবং কিছু মাত্রায় সামাজিক-অর্থনৈতিক কাঠামোগুলিকে পাল্টে দিচ্ছে। লাতিন আমেরিকার প্রথম সমাজতান্ত্রিক দেশ কিউবারও প্রচণ্ড বৈপ্লবিক গুরুত্ব রয়েছে। ১৯৫৯ সাল থেকে এই দেশ প্রগতির পথে এগিয়ে চলেছে। চিলিতে পপুলার ইউনিটি সরকারের তিন বছরের অভিজ্ঞতা, পেরুতে প্রকৃত প্রগতিশীল পরিবর্তন এবং ইয়াঙ্কী একচেটিয়াপতিদের দ্বারা রচিত নীতিগুলি অনুসরণে পানামা, ইকেয়াডর, আর্জেন্টিনা ও অন্যান্য দেশের সরকারের অনিচ্ছা, এ সব কিছুই আমাদের অস্বীকার করা উচিত নয়। বিভিন্ন সামাজিক গোষ্ঠীর জনগণ, বেসামরিক ও অন্যান্য পেশার মানুষ সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রামে যোগ দিচ্ছে। বর্তমানে এই সংগ্রামের মধ্যে শুধুমাত্র জনগণই নেই; বেশ কিছু দেশের সরকারও এই সংগ্রামে শামিল। এটা একটা নতুন ঘটনা যা সাম্রাজ্যবাদের উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

রাজনৈতিক দৃশ্যপটের অন্য বৈশিষ্ট্য হল, জনগণের অর্জিত ফলগুলিকে বিনষ্ট করার প্রচেষ্টায় সাম্রাজ্যবাদীরা ও তাদের অনুচরেরা প্রতি-আক্রমণ চালাচ্ছে। শ্রমিকশ্রেণীর অভ্যুত্থান ও গণসংগ্রামকে প্রতিহত করতে অক্ষম এবং অর্জিত গণতান্ত্রিক ফলসমূহকে মেনে নিতে অনিচ্ছুক একচেটিয়া-পতিরা প্রতিক্রিয়াশীল ক্যুদেতার ষড়যন্ত্র করতে, তার পেছনে অর্থ ঢালতে ও সামরিক জুন্টার শাসন চাপিয়ে দিতে শুরু করেছে। ব্রাজিলে ১৯৬৪ সালের ক্যু-এর পর দেশকে একটা পুঁজিবাদী দর্শনীয় বস্তুতে পরিণত করতে, মহাদেশের বাকি অংশের কাছে এক আদর্শস্বরূপ করে তুলতে অভিযান চালানো হয়। ডোমিনিকান রিপাবলিকের বিরুদ্ধে হস্তক্ষেপ, বলিভিয়ার সরকার উচ্ছেদ, উরুগুয়েতে সাধারণতন্ত্র ব্যবস্থার যতটুকু অবশেষ ছিল তার ধ্বংসসাধন, এসব ঘটনা ঘটে। চিলিতে এই প্রক্রিয়ার চূড়ান্ত রূপ দেয় 'পিনোচেতাসো': কিউবার পরে এদেশের সরকারের প্রগতিশীল পরিবর্তন ছিল ব্রাজিলীয় আদর্শের সম্পূর্ণ বিপরীত এবং এই পরিবর্তন লাতিন আমেরিকার আগামী দিনের পথ রচনা করেছিল। এই সরকারের উচ্ছেদ করা হয়।

যদিও সাম্রাজ্যবাদ মহাদেশের বিকাশের জন্য পুঁজিবাদী 'মডেল' চায়, তবুও সে সৎভাবে মুখোমুখি সংগ্রাম বা যে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী বিকল্প সমাজতন্ত্রের পরিপ্রেক্ষিত তুলে ধরে তা চায় না। 'স্বাধীনতার বিপ্লব' এই শ্লোগান, **প্রগতির জন্য মৈত্রী** এ সবও বিখ্যাত ব্রাজিলীয় 'অলৌকিকতার' সাথে সাথে কবরস্থ হয়েছে। সামাজিক প্রগতির রাজনৈতিক ধারণার বিরোধিতা করার জন্য সাম্রাজ্যবাদের আর কিছুই নেই। সেই জন্যই সাম্রাজ্যবাদ তার আধিপত্য বজায় রাখার প্রচেষ্টায় দুর্নীতি ও অন্তর্ঘাতমূলক কাজকর্ম থেকে শুরু করে সন্ত্রাস, পাশবিকতা প্রভৃতি বিবেক-বর্জিত কাজ করছে।

ক্যারিবীয় অঞ্চলে একনায়কত্বগুলির তালিকায় মহাদেশের দক্ষিণাঞ্চলের একনায়কত্বগুলি যুক্ত হয়েছে। এরা পেরু ও আর্জেন্টিনাতে মুক্তি প্রক্রিয়াকে ব্যর্থ করার জন্য ঐ দুই দেশের উপর চাপ সৃষ্টি করার কৌশল নিয়েছে।(১)

---

১ আমাদের মহাদেশে সিয়া-র কাজকর্ম সম্পর্কে উত্তেজনাপূর্ণ খবর সংবাদপত্রে বেরোচ্ছে। এর প্রমাণ প্রচুর রয়েছে। জ্যাক এ্যান্ডারসন কর্তৃক প্রকাশিত দলিলগুলি দিয়ে এ শুরু হয় এবং অন্তর্ঘাতমূলক কাজকর্ম সম্পর্কে সিয়ার চরদের স্পষ্ট স্বীকারোক্তি দিয়ে তা শেষ হয়। সিয়ার মুখোস সম্পূর্ণ উদ্ঘাটিত এবং সে আজ কলঙ্কিত। তার কয়েকজন চরদের উপর সমস্ত দোষ চাপানোর প্রচেষ্টার মধ্যে বিশ্বাসযোগ্য কিছু নেই। সিয়া হল সরকারের দালাল এবং সে সরকারের অনুমতি নিয়ে বা তার নীরব সমর্থনে কাজ করে। এটা বিশ্বাস করা সম্ভব নয় যে একচেটিয়াপতিদের 'ব্রিরাট অর্থ ভাণ্ডার' থেকে প্রচুর আর্থিক সাহায্য ছাড়া বা সংশ্লিষ্ট দেশগুলির উচ্চপদস্থ ব্যক্তি যাদের স্বার্থ সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থের সাথে জড়িত তাদের সাহায্য ছাড়া তিরিশ জন সিয়া চর একটা সরকার উল্টাতে পারে বা কোনো ষড়যন্ত্র করতে পারে।

ব্রাজিল, চিলি, বলিভিয়া, উরুগুয়ে ও প্যারাগুয়ে মহাদেশের দক্ষিণাঞ্চলে ইয়াঙ্কী সাম্রাজ্যবাদের আক্রমণাত্মক অভিযানের গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটি হয়ে দাঁড়িয়েছে।

এটা প্রমাণ করার প্রচুর তথ্য আছে যে মুক্তি প্রক্রিয়াকে স্তব্ধ করার, আক্রমণ চালাবার ও সরকারগুলিকে উৎখাত করার সামগ্রিক পরিকল্পনা সাম্রাজ্যবাদের আছে।

সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী শক্তিগুলি বিশেষ করে কমিউনিস্টরা উপলব্ধি করছে যে এই সামগ্রিক পরিকল্পনাকে যৌথ কাজকর্মের একটা ব্যাপক ও দৃঢ় কর্মসূচীর মাধ্যমে প্রতিহত করতে হবে। এই কর্মসূচী ভিন্ন ভিন্ন দেশের ভিন্ন ভিন্ন পরিস্থিতি ও প্রতিটি অঞ্চলের রাজনৈতিক বিকাশের নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য বিচারের মধ্যে রাখবে। সাম্রাজ্যবাদী পরিকল্পনা ব্যর্থ করা হবে আমাদের লক্ষ্য।

লাতিন আমেরিকায় তার আধিপত্য বজায় রাখার জন্য ও তার স্বার্থ তুলে ধরার জন্য সাম্রাজ্যবাদের এক দীর্ঘ প্রসারিত যন্ত্র আছে। এরা বাস্তবিক বিরাট ঃ লাতিন আমেরিকায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিনিয়োগের পরিমাণ সব বৈদেশিক বিনয়োগের শতকরা ৮০ ভাগ। প্রথমত খনিতে, বাগানে ও কাঁচামালের ক্ষেত্রে এই বিনিয়োগ কেন্দ্রীভূত হত। শিল্পায়নকে ঠেকাতে না পেরে শিল্পেও একচেটিয়াপতিরা বিনিয়োগ করতে শুরু করেছে। এই বিকাশ আপেক্ষিকভাবে নতুন ; এই প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে প্রায় কুড়ি বছর আগে থেকে। ১৯৫০ থেকে ১৯৬৮ সালের মধ্যে তেলে মার্কিন বিনিয়োগের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১·২ বিলিয়ন ডলার থেকে ২·৯ বিলিয়ন ডলার এবং খনিতে দাঁড়িয়েছে ৬০০ মিলিয়ন থেকে ১·৪ বিলিয়ন ডলার। একই সময় ধরে শিল্পে বেড়েছে ৭০০ মিলিয়ন থেকে ৩·৬ বিলিয়ন ডলার। অধিকতর শিল্পোন্নত দেশগুলিতে যেমন আর্জেন্টিনা, ব্রাজিল, ও মেক্সিকো (লাতিন আমেরিকায় সমস্ত মার্কিন বিনিয়োগের শতকরা ৩৭ ভাগ হল এসব দেশে) মার্কিন বিনিয়োগের শতকরা ৭০ ভাগ হল যন্ত্রশিল্পে।

লাতিন আমেরিকায় ৩,০০০ মার্কিন কোম্পানি আছে এবং এখানে কাজ করে ১৫ লক্ষ লোক। সমস্ত বিনিয়োগের অর্ধেক আসে মর্গান, রকফেলার, দিউ পন্ট ও মেলন গোষ্ঠীগুলির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত কর্পোরেশনগুলি থেকে। তারা একত্রে মহাদেশের নিষ্কাশন শিল্পের এক বিরাট অংশকে নিয়ন্ত্রণ করে এবং ম্যানুফ্যাকচারিং শিল্পে তাদের বিরাট অংশ রয়েছে—ব্রাজিলের মোটরগাড়ি শিল্পের শতকরা ৮০ ভাগ, ইলেকট্রিকাল ইঞ্জিনীয়ারিং শিল্পে শতকরা ৭০ ভাগ, এ্যালুমিনিয়ামে শতকরা ৫০ ভাগ, রাবারে শতকরা ৮৫ ভাগ ও মাংস প্যাক করার শিল্পে শতকরা ৯০ ভাগ।

উত্তর আমেরিকার একচেটিয়াপতিরা মহাদেশের মোট জাতীয় উৎপাদনের এক-পঞ্চমাংশ ও রপ্তানীজাত আয়ের এক-তৃতীয়াংশ আত্মসাৎ করে। ষাটের দশকে শিল্প, লগ্নী ও ঋণ থেকে মুনাফার মোট পরিমাণ ১—১·৬ বিলিয়ন ডলার এবং ১৯৭০ সাল থেকে শুরু করে বার্ষিক মুনাফার পরিমাণ আরো দুই বিলিয়ন বেশি হয়েছে। অন্য কথায়, মার্কিন একচেটিয়াপতিরা বিনিয়োজিত প্রতি ডলারে ৪ থেকে ৫ ডলার লাভ করত এবং মুনাফার আশী শতাংশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে 'পাঠিয়ে' দেওয়া হত। এর অতি ক্ষুদ্র অংশ লাতিন আমেরিকায় পুনরায় বিনিয়োগ করা হত। এর অর্থ এই যে লাতিন আমেরিকাতে প্রত্যক্ষ বিনিয়োগের রূপে যা আসত তার অনেক বেশি বাইরে চলে যেত।

অসম বাণিজ্যিক কাঠামোর ফলে দেশীয় সম্পদ বাইরে যাওয়াটা অত্যন্ত বেড়ে গিয়েছে। একচেটিয়াপতিরা আমাদের কাঁচা মালের জন্য কম মূল্য দেয় এবং আমরা যে শিল্পজাত দ্রব্য আমদানী করি তার জন্য বেশি দাম চায়। এইসব ও অন্যান্য উপাদান মিলে একটা স্থায়ী লেনদেনের ঘাটতি সৃষ্টি হয়েছে। আমাদের জাতিগুলিকে শোষণ করার জন্য ও তাদের বিকাশে বাধা সৃষ্টি করার জন্য যে সব পদ্ধতি ব্যবহার করা হত সে সব পদ্ধতি সাম্প্রতিককালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য বিষয়ক সংস্কারমূলক আইনের বৈশিষ্ট্য। সংক্ষেপে, ভূস্বামী ও মধ্যস্তরের বুর্জোয়াদের দ্বারা সাহায্যপ্রাপ্ত হয়ে একচেটিয়াপতিরা লাতিন আমেরিকার জীবনীশক্তি শুষে নিচ্ছে। সেইজন্যই আমাদের দেশগুলি এত পশ্চাৎপদ ও জনগণ এত দরিদ্র।

পুঁজিবাদের সংকটের বোঝা একচেটিয়াপতিরা জনগণ ও উন্নয়নশীল দেশগুলির ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে। এই সংকট লাতিন আমেরিকার অর্থনৈতিক ও সামাজিক সমস্যাগুলিকে ঘনীভূত করে তুলছে। উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলিতে আর্থিক ও জ্বালানিশক্তির সংকটের পরিণাম একচেটিয়াপতিদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত আর্থব্যবস্থাসম্পন্ন দেশগুলির কাছে ভয়াবহ। কেউ বলতে পারেন সাম্রাজ্যবাদী আধিপত্য হল অন্যদেশে সংকট প্রেরণের একটা পদ্ধতি। জনগণ বুঝতে পারছেন যে লাতিন আমেরিকার বিকাশ তো দূরের কথা, একচেটিয়াপতিরা আসলে একে রুদ্ধ করে দিচ্ছে। যতদিন পর্যন্ত এদের আধিপত্য থাকবে ততদিন আমাদের জনগণ ক্রমবর্ধমান বাধার সম্মুখীন হবে এবং প্রগতি অসম্ভব হয়ে উঠবে।

এই বোধ সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রামে—যা ইতিমধ্যে শ্রমিকশ্রেণী, কৃষক, ছাত্র ও প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবীরা চালিয়ে আসছে—মধ্যস্তরের জনগণ, জাতীয় বুর্জোয়া, এমনকি যারা বিকাশের অধনতান্ত্রিক পথ থেকে দূরে থাকেন তাদেরও টেনে আনছে। যদিও লাতিন আমেরিকার কয়েকটি দেশে যে সব সংস্কার প্রবর্তিত করা হচ্ছে সেইসব সংস্কার আর যাই হোক, বৈপ্লবিক নয়। তারা প্রায়ই সুস্পষ্টভাবে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী চরিত্রের।

লাতিন আমেরিকার পাঁচটি দেশের মধ্যে সম্পাদিত ১৯৬৯ সালের এ্যান্ডেস চুক্তি বিদেশী পুঁজি বিনিয়োগকে নিয়ন্ত্রিত করে যাতে জাতীয় স্বার্থের সাথে এর সংঘাত না ঘটে। দেশের বাইরে যে মুনাফা নিয়ে যাওয়া হয় তার পরিমাণ কমিয়ে দিয়েছে এ চুক্তি। এ চুক্তি বিদেশী পুঁজির চলাচলের উপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেছে এবং গুরুত্বপূর্ণ শিল্পগুলিতে বিদেশী পুঁজি বিনিয়োগের সীমা স্থির করে দিয়েছে। আমেরিকান রাষ্ট্রগুলির সংগঠনের সাম্প্রতিক অধিবেশনে যখন কিউবার বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেবার পক্ষে বারোটি ভোট পড়ে (তিনটি ভোট ছিল এর বিরুদ্ধে এবং ছয়জন ছিল ভোটদানে বিরত) তখন আমাদের জনগণের সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী মানসিকতার স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়।

লাতিন আমেরিকার অধিবাসীরা বর্তমান সংকটকে পুঁজিবাদের সাধারণ সংকটের অঙ্গ হিসাবে দেখতে শুরু করেছেন। সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে কোনো সংকট নেই, নেই কোনো বেকারি, মুদ্রাস্ফীতি, আর্থিক কষ্ট। সুতরাং সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির সাথে অর্থনৈতিক সম্পর্ক থেকে কোনো সংকটের বিপদ আসে না। কোনো সমাজতান্ত্রিক

দেশ উন্নয়নশীল দেশগুলিকে নিপীড়ন করতে, উদ্বৃত্ত মূল্য আদায় করতে, অসম বাণিজ্যিক ব্যবস্থা থেকে মুনাফা করতে, মহাজনী ঋণ চাপিয়ে দিতে আগ্রহী নয়। এ সবই হল সাম্রাজ্যবাদের অঙ্গ এবং যে সব দেশের ক্ষমতা শ্রমিক-শ্রেণী ও জনগণের হাতে ন্যস্ত সে সব দেশে বৈদেশিক অর্থ-নৈতিক ও বাণিজ্যিক নীতির সাথে এর কোনো মিল নেই।(১) একমাত্র সমাজতান্ত্রিক গোষ্ঠীর সহায়তায় কিউবা এক ফসলী কৃষি প্রধান দেশ থেকে একটা শক্তিশালী ও সম্পদ-শালী কৃষিপ্রধান-শিল্পপ্রধান দেশে পরিণত হয়েছে।

'সোভিয়েত' বা 'কমিউনিস্ট' সাম্রাজ্যবাদ সম্পর্কে যে-সব কথা বলা হয় তার উদ্দেশ্য হল জনগণকে বিপথে চালিত করা ও তাদের প্রকৃত বন্ধু সম্পর্কে বিভ্রান্ত করা। জোট নিরপেক্ষ দেশগুলির চতুর্থ সম্মেলনে ফিদেল কাস্ত্রো এই কথাই বলেছিলেন: "কী করে সোভিয়েত ইউনিয়নকে এক সাম্রাজ্যবাদী শক্তি বলা যায়? বহুজাতিক কোম্পানি-গুলিতে কি তার কোনো অংশ আছে? উন্নয়নশীল দেশ-গুলিতে তার কি কোনো ফ্যাক্টরি, খনি, তৈলকূপ আছে? এশিয়া, আফ্রিকা বা লাতিন আমেরিকাতে সে কি শ্রমিকদের শোষণ করে?

"কিউবা ও অন্যান্য দেশগুলির সাথে সোভিয়েত ইউ-নিয়নের অর্থনৈতিক সহযোগিতা অন্যান্য জাতির শোষিত শ্রমিকদের পরিশ্রম ও আত্মত্যাগের ওপর নির্ভর করে না, এটা নির্ভর করে সোভিয়েতের শ্রমজীবী জনগণের পরিশ্রম ও প্রচেষ্টার ওপর।" এটাকে কাস্ত্রো ব্যাখ্যা করে বলেন "জোট নিরপেক্ষ দেশগুলি ও সমাজতান্ত্রিক শিবিরের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করার যে-কোনো প্রচেষ্টা পুরোপুরি প্রতিবিপ্লবী এবং এই বিভেদ সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থকেই পুষ্ট করে। একটা মিথ্যা শত্রু সম্পর্কে কল্পনা করার মাত্র একটাই লক্ষ্য: তা হল প্রকৃত শত্রুকে আড়াল করা।"

উদাহরণস্বরূপ, আর্জেন্টিনাতে কিছু কিছু লোক 'দুই সাম্রাজ্যবাদ' সম্পর্কে একটা তত্ত্ব খাড়া করতে সচেষ্ট। এই তত্ত্ব হল একটা সরকারি বৈদেশিক নীতি সম্পর্কিত মতবাদ। কিন্তু সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির সাথে চুক্তির ফলে দেশ প্রচুর লাভবান হয়। এই সব চুক্তির ফলে স্বাধীন বিকাশ, জাতীয় অর্থনীতির বিকাশ, বেকারি হ্রাস, অভ্যন্তরীণ বাজারের পুষ্টিসাধন, সাম্রাজ্যবাদ ও এক-চেটিয়াপতিদের আধিপত্যের বিরুদ্ধে দৃঢ়তর ও জাতীয় স্বাধীনতার সংহতি এই সবের সুবিধা হয়।(২)

লাতিন আমেরিকার অনেক সরকার একচেটিয়াপতিদের চাপ, সিয়া ও মার্কিন প্রশাসনের ভীতি প্রদর্শনকে অগ্রাহ্য করে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির সাথে অর্থনৈতিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত করেছে। এটা সত্য যে এর ফলে স্বাধীন বিকাশের যে সুবিধা হয় তা এদের সবাই স্বীকার করে না। কেউ কেউ কেবলমাত্র স্বল্পমেয়াদী লক্ষ্য অনুসরণ করে। কিন্তু কেন তারা এসব সম্পর্ক বজায় রাখে এ সম্পর্কে যে কোনো যুক্তিই দেওয়া হোক না কেন এদের সবাই সচেতন যে সমাজতান্ত্রিক দুনিয়া উন্নয়নশীল দেশগুলির একমাত্র নির্ভরযোগ্য মিত্র এবং এই দুনিয়ার সাথে সম্পর্কের ফলে জাতীয় মুক্তির সম্ভাবনা বেড়ে যায়।

আমরা লাতিন আমেরিকার রাজনৈতিক বিকাশের পরস্পর-বিরোধী চরিত্রের কারণ বহুমুখী ও জটিল শক্তি-বিন্যাসের মধ্যে দেখতে পাই। এর কারণ এই ঘটনার মধ্যেও পাওয়া যায় যে বেশির ভাগ দেশে জাতীয় বুর্জোয়া ও ভূস্বামীরা রাষ্ট্রক্ষমতায় আসীন। ভূস্বামীরা চায় যে কৃষি ও পশুপালনই অর্থনীতির প্রধান ভিত্তি হোক। এরা আরও চায় আমাদের দেশগুলি কাঁচামালের যোগান-দার হয়ে থাকুক এবং যে সব একচেটিয়াপতিদের সাথে এদের বাণিজ্যিক সম্পর্ক আছে তাদের উপর দেশ নির্ভর করুক। জাতীয় বুর্জোয়ারা তাদের দিক থেকে শিল্পায়ন, অর্থ-নৈতিক বিকাশ ও শিক্ষা (দক্ষ শ্রমশক্তিকে শিক্ষিত করার জন্য) চায়। এরা চায় একটা ব্যাপক অভ্যন্তরীণ বাজার যেখানে তারা তাদের কারখানাজাত দ্রব্যগুলি বিক্রি করতে পারে। এর শহরে কেন্দ্রীভূত হয়ে শহর সৃষ্টিকে ত্বরান্বিত করে, এসব করে জাতীয় বুর্জোয়া বিদেশী একচেটিয়াপতি-দের সাথে এক অসম প্রতিযোগিতায় প্রবেশ করে। এক-চেটিয়াপতিরা স্বাধীনতার যে কোনো অভিব্যক্তিকে বাধা দিতে বদ্ধপরিকর।

সাম্রাজ্যবাদের সাথে দ্বন্দ্ব থাকা সত্ত্বেও জাতীয় বুর্জোয়ারা অনেকগুলি প্রতিশ্রুতিতে আবদ্ধ থাকে (ঋণ, লাইসেন্স ইত্যাদি)। সুতরাং তারা কৌশল অবলম্বনে ও স্থিতাবস্থা অনুসন্ধান করতে বাধ্য হয় যা দুই পক্ষই মেনে নিতে পারে। তাছাড়া এরা ক্রমবর্ধমান শ্রমিকশ্রেণীর সাথে নিরবচ্ছিন্ন সংঘাতের মধ্যে রয়েছে। এই শ্রমিকশ্রেণী উচ্চ-তর মজুরি, কাজের উন্নত অবস্থা, সামাজিক নিরাপত্তা, শ্রম সম্পর্কিত আইন দাবি করে। এই সব দাবি মেনে নিতে হলে বুর্জোয়াদের কম মুনাফা নিতে হবে এবং ফলে বিনিয়োগ করার ক্ষমতা কমে যাবে। এ কাজ করতে অনিচ্ছুক বলে, তারা নিপীড়নের উপর নির্ভর করে। যেখানেই শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলন তাদের রাজনৈতিক নেতৃত্বের প্রতি প্রকৃত বিপদস্বরূপ হয়ে দাঁড়ায়, সেখানেই তারা রাজনৈতিক ক্ষেত্রে শ্রমিকশ্রেণীকে সুবিধা না দিয়ে

---

১ মার্কিন আমদানী-রপ্তানী ব্যাঙ্ক ঋণের উপর ৬-৮ শতাংশ সুদ চাপায়, সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির সুদের পরিমাণ হল এর অর্ধেক। সাম্রাজ্যবাদী পুঁজি নিয়ে গঠিত উদ্যোগগুলি হল সাম্রাজ্যবাদের সম্পত্তি এবং এ সমস্ত মুনাফাটা নিজেই নেয়। সমাজতান্ত্রিক দেশ-গুলির সহায়তায় যে সব উদ্যোগগুলি তৈরি হয় সেই সব হল যে দেশে তৈরি হয় তার সম্পত্তি। সাম্রাজ্য-বাদী কারখানাগুলো স্থানীয় দক্ষ শ্রম খুব কম ব্যবহার করে এবং বিদেশী অবেক্ষক রাখে। সমাজ-তান্ত্রিক দেশগুলির সহায়তায় নির্মিত পরিকল্পনা-গুলিতে স্থানীয় শ্রমিকরা নিযুক্ত হয় এবং তাদের যথেষ্ট শিক্ষা দেওয়া হয়, ফলে অবেক্ষকদের একটা দল তৈরি হয়।

২ আর্জেন্টিনা তৈল খনিগুলির বিকাশ ঘটাবার ও হাইড্রোপাওয়ার স্টেশন, মেটালর্জিকাল ও অন্যান্য শিল্প উদ্যোগ তৈরি করার জন্য দশ বছরের মেয়াদে (৪·৫ শতাংশ হারে) ৬০০ মিলিয়ন ডলার সোভিয়েত ঋণ পেয়েছে এবং সে অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশ-গুলির সাথে সন্তোষজনক চুক্তি করেছে। সরকারে ও শাসক পার্টিতে প্রতিক্রিয়াশীলদের আত্মঘাতমূলক কাজকর্ম ও বাইরের চাপ দমন করা যায়, তবে বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদদের হিসাব অনুযায়ী আর্জেন্টিনার জনগণ প্রচুর লাভবান হবে।

পুরোপুরি সাম্রাজ্যবাদের পক্ষে চলে যায় এবং সাম্রাজ্যবাদের দাবির কাছে নতি স্বীকার করে।

বুর্জোয়ারা উভয় সংকটের মধ্যে রয়েছে ঃ সাম্রাজ্যবাদ ও বিদেশী ও দেশী একচেটিয়াপতিরা উপর থেকে তাদের উপর চেপে বসে, তাদের অধীন করে রাখতে চায়, তাদের ছোট অংশীদারে পরিণত করতে চায় ও তাদের উপর শর্ত চাপিয়ে দিতে চায়; অন্যদিকে শ্রমিকশ্রেণী উন্নত জীবন ও সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তার যোগ্য স্থানের জন্য নিচ থেকে চাপ সৃষ্টি করে।

সাম্প্রতিক বছরগুলিতে শিল্পায়নের ফল হল যে একটা শক্তিশালী শ্রমিকশ্রেণীর সৃষ্টি হয়েছে।(১) এর ক্রমবর্ধমান সংখ্যা, অধিকতর কেন্দ্রীভবন ও ক্রমবর্ধমান শ্রেণী-চেতনা তার রাজনৈতিক প্রভাব, সংগ্রামী ক্ষমতা ও তার সংগঠনগুলির প্রভাব বাড়াতে সাহায্য করে। শক্তিশালী ইউনিয়ন ও রাজনৈতিক দলগুলি, প্রধানত কমিউনিস্ট পার্টিগুলির মাধ্যমে রাজনৈতিক পরিস্থিতির উপর এর যে প্রভাব পড়ছে তা বুর্জোয়াদের বাস্তববুদ্ধিসম্পন্ন অংশ স্বীকার করে। অধিকাংশ জনগণের অধিকারগুলি আইনে ও সংবিধানে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃত হয়েছে। যে-সব শ্রমিকশ্রেণীর পার্টি বছরের পর বছর ধরে নির্যাতিত হত ও নিষিদ্ধ ছিল সে সব পার্টি এখন বহু দেশে বৈধ বলে স্বীকৃত হয়েছে। জনগণ শ্রমিকশ্রেণীর প্রার্থীদের পক্ষে ভোট দেয় কারণ এরা পার্লামেন্টে তাদের স্বার্থকে তুলে ধরে। এমন কি সরকারগুলিও প্রায়ই পরামর্শের জন্য মেহনতী জনগণের দ্বারস্থ হয়। শ্রমিকদের ক্ষমতাকে স্বীকার করা ভগবানের কোনো আশীর্বাদের ব্যাপার নয়। শ্রমিকরা তাদের অবস্থানকে সম্প্রসারিত করছে এবং কঠিন সংগ্রাম ও জনগণের মাঝে কষ্টসাধ্য সাংগঠনিক ও শিক্ষাগত কাজের মাধ্যমে এই মহাদেশের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে প্রভাব সৃষ্টি করে চলেছে।

গত দশ বছরে এই মহাদেশে ধর্মঘটীদের সংখ্যা ছিল ১৫০ মিলিয়ন। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে মৌলিক সামাজিক-অর্থনৈতিক দাবির জন্য এই ধর্মঘটগুলো হয়েছিল। কিন্তু শ্রমজীবী জনগণের মধ্যে এই বোধ আসতে শুরু করেছে যে গণতান্ত্রিক স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও জাতীয় স্বাধীনতা অর্জন করার উপর তাদের দাবিপূরণ নির্ভর করে। বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন ট্রেড ইউনিয়নগুলিতে শ্রমিকদের মধ্যে এই ঘটনা বেশি বেশি করে স্বীকৃতিলাভ করছে। মেহনতী জনগণের কষ্টের কারণ প্রধানত পুরানো ব্যবস্থার মধ্যে পাওয়া যায়; এই ব্যবস্থা সাম্রাজ্যবাদ ও ভূস্বামীতন্ত্রের উপর নির্ভরশীল। একবার যদি আমাদের দেশগুলি সাম্রাজ্যবাদী শোষণ থেকে মুক্ত হয় ও যারা জমি চাষ করে তাদের মধ্যে জমি বিলি করে তাহলে তারা বিকাশের যে উঁচু স্তরে পৌঁছাবে তা এমন কি অত্যন্ত আশাবাদী ভবিষ্যদ্বাণীরও বাইরে।(১)

অর্থনৈতিক কাঠামোতে গভীর পরিবর্তন সাধন করার উদ্যোগ শ্রমিকশ্রেণীকে নিতে হবে। মধ্যবর্তী অবস্থান ও একচেটিয়াপতি ও ভূস্বামীদের সাথে আপস করার প্রবণতা, বিপ্লবী শ্রমিকশ্রেণী সম্পর্কে ভয়, এ সবের জন্যই জাতীয় বুর্জোয়ারা যথেষ্ট গভীর পরিবর্তনে অসমর্থ। কিন্তু আমরা আগেই বলেছি যে এর ফলে প্রলেতারিয়েত ও কৃষকদের সাথে এর অধিকতর প্রগতিশীল অংশের মৈত্রীকে বাতিল করা যায় না এবং নির্দিষ্ট পরিবর্তনের জন্য মোটামুটি দৃঢ়তা নিয়ে কাজ করার তৎপরতাকেও উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

আমরা মনে করি শ্রমিকশ্রেণীর সামনে প্রধান কাজ হল প্রধান শত্রুকে—সাম্রাজ্যবাদ ও তার মিত্র ভূস্বামীদের—ধ্বংস করা। এই দিকে প্রথম পদক্ষেপ হবে তাদের কৌশল অবলম্বন করার ক্ষমতাকে সংকুচিত করা, সুযোগ-সুবিধা থেকে তাদের বঞ্চিত করা এবং তাদের বেআইনীভাবে সঞ্চিত সম্পদকে দখল করা। শুধুমাত্র শ্রমিকরাই নয়, কৃষক, ছাত্র, গণতান্ত্রিক মনোভাবাপন্ন বুদ্ধিজীবী, দোকানদার ও ব্যবসায়ী, ছোট ও মাঝারী শিল্পপতি ও একচেটিয়াদের সাথে যুক্ত নয় এমন জাতীয় বুর্জোয়াদের একাংশও এই ব্যাপারে আগ্রহী।

আমাদের মতে, শ্রমিকশ্রেণীর রণনীতির মূল বিষয় হল এই সব শ্রেণী ও স্তরের কাজকর্মের সমন্বয়সাধন করা, একটা অগ্রসর ব্যাপক যুক্ত কার্যক্রমের ভিত্তিতে তাদের ঐক্যবদ্ধ করা এবং রাজনৈতিক ক্ষমতার লড়াইতে ও জাতীয় জীবনে পথপ্রদর্শকের প্রধান ভূমিকা গ্রহণে সমর্থ একটা জাতীয় মোর্চা গঠন করা ও তাকে সংহত করা। এগুলোই হল প্রকৃত স্বাধীনতার প্রয়োজনীয় পূর্বশর্ত।

আর্জেন্টিনাতে উপরে যে-সব শ্রেণী ও স্তরের কথা বলা হল তাদের সাথে সাম্রাজ্যবাদ ও মোড়লতন্ত্রের দ্বন্দ্ব আছে। তারা সাম্রাজ্যবাদ ও মোড়লতন্ত্রকে প্রধান শত্রু বলে মনে করে। জাতীয় মুক্তিসংগ্রাম, সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী, কৃষি ও গণতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পর্কে তাদের দৃষ্টিভঙ্গিতে কিছু কিছু মিল আছে। গভীর দ্বন্দ্বের ফলে রাজনৈতিক দল, ট্রেড ইউনিয়ন, ছাত্র কেন্দ্র, কৃষক লীগ, ভাড়াটিয়া সমিতি ও সমবায়, এ সবের মাধ্যমে তারা পরিবর্তনের জন্য তাদের আকাঙ্ক্ষা, তাদের দেশপ্রেমিক লক্ষ্যকে প্রকাশ করে। লাতিন আমেরিকার সমস্ত দেশের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এদের সংখ্যা বেশি। কিন্তু তাদের ছাড়িয়ে পড়া, অনৈক্য,

---

১ ১৯৭০ সালে শ্রমিকের সংখ্যা ছিল ৫৩ মিলিয়ন। শিল্প, বাণিজ্য ও অন্যান্য সার্ভিসে শ্রমিকের সংখ্যা ছিল ৪০ মিলিয়ন। এবং কৃষিতে ছিল ৩০ মিলিয়ন। মেক্সিকো, উরুগুয়ে, চিলি, আর্জেন্টিনা ও ব্রাজিলে শ্রমজীবী জনগণের অধিকাংশ ছিল মজুরি ও বেতনভুক শ্রমিক। পরের দুটি দেশে শ্রমশক্তির ৩০ শতাংশ কারখানায় নিযুক্ত এবং এখানে শ্রমিকদের সংখ্যা ৫০০-র বেশি।

১ আর্জেন্টিনাতে ১২০টি বৃহৎ উদ্যোগ থেকে জাতীয় উৎপাদনের ৪০ শতাংশ উৎপন্ন হয়। এই সব উদ্যোগ মূল্য নির্ধারিত করে ও সরবরাহ নিয়ন্ত্রণ করে। এদের মধ্যে ৮০টি কারখানা বিদেশী পুঁজির অন্তর্ভুক্ত। কৃষিতে মালিকদের পাঁচ শতাংশ আবাদযোগ্য জমির ৭৪ শতাংশের মালিক। এই সব বৃহৎ উদ্যোগের জাতীয়করণ ও কৃষি সংস্কারের ফলে (ভূস্বামীতন্ত্রের উচ্ছেদসাধন এবং কৃষক ও ফার্ম শ্রমিকদের মধ্যে জমি বিতরণ) বিশেষ সুবিধাপ্রাপ্ত সংখ্যালঘুদের দ্বারা দেশের সম্পদ লুণ্ঠনের অবসান ঘটবে এবং জনগণ তাদের শ্রমের ফল ভোগ করতে পারবে। অন্যান্য দেশে যদি এই জিনিস করা যায়, তাহলে সম্পদশালী দেশে কোনো দরিদ্র লোক থাকবে না।

অভ্যন্তরীণ সংঘাত, অভিন্ন কর্মসূচীর অভাব, ও যৌথ-ভাবে তাকে বিশদায়িত করার ইচ্ছার অভাব, এ সবের মধ্যে তাদের দুর্বলতা নিহিত। যদিও কমিউনিস্ট-বিরোধী কুসংস্কারগুলি পরিবর্তনশীল ও অনুমানভিত্তিক তবুও তা যথেষ্ট ক্ষতি করছে। এখনো সাম্রাজ্যবাদ এসব ব্যাপক-ভাবে ছড়িয়ে চলেছে।

উগ্রপন্থী চিন্তাধারার সাথে সংগ্রাম ও শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনের একক রণনীতির অন্তর্ভুক্ত। এই উগ্রপন্থী ধারণা অনুযায়ী এই রণনীতি হল 'সুবিধাবাদী', 'আপস-কামী' ও শ্রেণীনীতি, সমাজতান্ত্রিক লক্ষ্য ও মার্কসবাদ-লেনিনবাদ থেকে বিচ্যুতি। আমাদের সমালোচকরা আমাদের বলেন যে সমাজতন্ত্র গঠনের জন্য এখনই ক্ষমতা দখলের বিষয় নিয়ে কমিউনিস্ট পার্টির পুরোপুরি ব্যস্ত থাকা উচিত। আমাদের বলা হয়েছে যে বিভিন্ন সামাজিক শ্রেণী ও স্তরের সাথে মৈত্রী শ্রমিকদের তাদের লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত করবে এবং বুর্জোয়ারা সাম্রাজ্যবাদের সাথে ষড়যন্ত্র করে আইনের শাসন ও সমস্ত গণতান্ত্রিক সুযোগের অবসান করেছে। আমাদের বলা হয়েছে যে গেরিলা যুদ্ধ ও সশস্ত্র বিদ্রোহই হল সংগ্রামের একমাত্র বৈপ্লবিক পথ। এমন কি ট্রেড ইউনিয়ন কাজকর্ম ক্ষতিজনক, কারণ এর ফলে সংস্কারবাদের চর্চা হয় এবং অনিবার্যভাবে এর মধ্যে দুর্নীতি প্রবেশ করে। যে-হেতু কমিউনিস্ট পার্টিগুলি নিশ্চিতভাবে সমাজতন্ত্রের জন্য সংগ্রাম বর্জন করেছে, সেহেতু সামরিক বাহিনীর ইউনিটগুলোকে পরিচালিত ও সংযুক্ত করার জন্য প্রতিটি দেশের শ্রমিকশ্রেণীর 'নিজস্ব একটা পার্টির' প্রয়োজন।

এই সব চিন্তাধারার ত্রুটি বাস্তব প্রয়োগের মাধ্যমে প্রমাণিত হয়েছে। 'যে-কোনো মূল্যে' গেরিলা সংগ্রাম ব্যর্থ হয়েছে। এই সংগ্রামে অংশগ্রহণকারীদের বেশিরভাগ হল যুবক, ন্যায্য আদর্শের জন্য তারা জীবনের ঝুঁকি নিয়েছে। তারা জনগণ থেকে, সামাজিক-রাজনৈতিক বাস্তবতা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। যে-বৈপ্লবিক ভূমিকা তারা এত আবেগপূর্ণভাবে পালন করতে চেয়েছিল তার জন্য তারা প্রস্তুত ছিল না, এটাই হল আসল কথা।

সমাজতন্ত্রের উত্তরণের প্রতি, সামাজিক অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের এক যৌথ কর্মসূচীর ভিত্তিতে অন্যান্য শ্রেণী ও স্তরের সাথে মৈত্রী না করে শ্রমিকশ্রেণীর ক্ষমতা অর্জনের প্রতি এই বিমূর্ত দৃষ্টিভঙ্গির ভুল সাম্প্রতিক অভিজ্ঞতায় প্রমাণিত হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ যে-সব দেশে গণ-ঐক্য অর্জিত হয়েছে, যেমন চিলিতে, সেসব দেশে অতি-বৈপ্লবিক দাবিগুলি কার্যত বিপ্লবকে প্রতিহত করেছিল এবং মধ্য-স্তরের সমর্থন থেকে জনগণের সরকারকে বঞ্চিত করেছিল। অন্যদিকে, সরকারের কয়েকটি ভুল পদক্ষেপ বেপরোয়া ফ্যাসিবাদী সামরিক আক্রমণের মুখে জনপ্রিয় সরকারের অবস্থানকে দুর্বল করে তুলেছিল।

উগ্রবামরা যা বলে তার বিপরীতটা হল যে শ্রেণীগত সমঝওতার সাথে গণ-ঐক্যের কোনো মিল নেই। এই সমঝওতা দেশের অধিকতর নির্ভরশীলতা সৃষ্টি করে, শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনকে বুর্জোয়াদের সমর্থনে পরি-ণত করে, এবং শ্রমিকদের শোষণ করতে বুর্জোয়াদের সাহায্য করে। অন্যদিকে, গণ-ঐক্য প্রলেতারিয়েতকে মুক্তিসংগ্রামের নেতৃত্বে স্থাপন করে, প্রধান শত্রুর বিরুদ্ধে সমস্ত সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ও মৌড়লতন্ত্র-বিরোধী শক্তি-গুলির কাজ সমন্বয়সাধন করতে সাহায্য করে এবং সামাজিক-অর্থনৈতিক কাঠামোগুলির পুনর্গঠনকে সুনিশ্চিত করে। শ্রেণীগত সমঝওতা শ্রমিকশ্রেণীকে পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় সংযোজিত হতে, শোষণ ও দারিদ্র্য মেনে নিতে বাধ্য করে, কিন্তু গণ-ঐক্য সেই সব পরিবর্তন সাধন করে যা শ্রমিকশ্রেণীর অবস্থা উন্নত করে, এবং সমাজতান্ত্রিক ভবিষ্যৎকে উন্মোচিত করে ও তাকে নিকটতর করে।

আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস আছে যে প্রগতির সমস্ত শক্তিকে সংগঠিত ও ঐক্যবদ্ধ করতে হলে, প্রথমে আমরা শ্রমিকশ্রেণীকে সংগঠিত ও ঐক্যবদ্ধ করব এবং তার ঐতিহাসিক ভূমিকা সম্পর্কে তাদের সচেতন হতে সাহায্য করব। এই শ্রেণীর অগ্রবাহিনী, কমিউনিস্ট পার্টিগুলিকে ঐক্যবদ্ধ ও শক্তিশালী করাও প্রয়োজন। শ্রমিকশ্রেণীর ভবিষ্যৎ ও শক্তিসমূহের যে-মৈত্রী লাতিন আমেরিকার ঐতি-হাসিক পুনর্গঠন নিকটতর করবে সেই মৈত্রীতে এর কার্যকর অংশগ্রহণ তাদের স্পষ্ট মঞ্চ, দৃঢ়তা, সাহস ও জনগণকে সমাবেশ করার দক্ষতার উপর নির্ভরশীল।

এই মহাদেশের কমিউনিস্ট ও ওয়ার্কার্স পার্টিগুলি লাতিন আমেরিকার বাস্তবকে বিশ্লেষণ করে এবং সংযুক্ত সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী কার্যক্রমে অভিন্ন দিক নির্দেশ স্থির করে। আমরা বলেছি যে সাম্রাজ্যবাদ তার পৃথিবীব্যাপী প্রতিবিপ্লবী পরিকল্পনা রচনা করেছে ও তা কার্যকর করতে শুরু করেছে। আমরা পুনরায় বলেছি যে এই সব পরি-স্থিতিতে জনগণের কাছে ঐক্যের এক ব্যাপক বিকল্প হাজির করতে হবে। এই ঐক্য তাদের সামাজিক চিন্তায় প্রবেশ করে তাদের চেতনা জাগিয়ে তুলবে ও সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করবে।

আমরা বিভিন্ন পরিস্থিতি ও প্রতিটি দেশের বিশেষ রাজনৈতিক বিকাশ সম্পর্কে সচেতন। আমরা আমাদের সঞ্চিত অভিজ্ঞতা নিয়ে আলোচনা করি ও তা ব্যবহার করি। মহাদেশে সাম্রাজ্যবাদী রণনীতি সম্পর্কিত আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি আমরা জনগণকে জানাই, কাজকর্মের সমন্বয়সাধন করি ও সংহতিকে শক্তিশালী করি। এর ফলে সাম্রাজ্যবাদী ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হবে এবং অন্যান্য গণতান্ত্রিক সামাজিক ও রাজনৈতিক শক্তিগুলির সাথে একত্রে মহা-দেশের দ্বিতীয় মুক্তির পথ—সমাজতান্ত্রিক পরিপ্রেক্ষিত সম্পন্ন আমাদের জনগণের জাতীয় মুক্তির পথ প্রস্তুত হবে।

আফ্রিকাতে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র

কঙ্গোর সমস্যাবলী – মতামত ও অভিজ্ঞতা

ম্যারিয়েন নগুয়াবী
কঙ্গোলীজ পার্টি অফ্ লেবার-এর কেন্দ্রীয় কমিটির
চেয়ারম্যান এবং কঙ্গো গণ-প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপতি

আফ্রিকার সমগ্র জনতা, বিশেষত নিগ্রো জনতা দীর্ঘকাল ধরে সাম্রাজ্যবাদের জোয়ালে আবদ্ধ থেকে হাঁফিয়ে উঠেছিল। বস্তুত জিমবাবুই, নামিবিয়া এবং দক্ষিণ আফ্রিকার স্থানীয় অধিবাসীরা এখনও বিদেশী প্রভুত্ব, উপনিবেশবাদী শাসন-প্রণালী এবং ফ্যাসিবাদী দমন-পীড়নের কালো ছায়ার নিচে বসবাস করে।

জনগণ স্বাধীনতা ও মানবিক মর্যাদার জন্য বীরোচিত সংগ্রাম করছে। শত-সহস্র নর-নারী স্বাধীনতা ও জাতীয় সার্বভৌমত্বের সংগ্রামে যোগ দিয়েছে। যুগের পর যুগ ধরে নতুন নতুন মানুষ স্বাধীনতার জন্য তাদের জীবন—জীবনের সব সৌভাগ্য বিপন্ন করেছে এবং দুঃখ-কষ্টকে ভয় পায় নি, কারণ তাদের আকাঙ্ক্ষিত স্বপ্নের সঙ্গে সংগ্রামের লক্ষ্য ছিল সামঞ্জস্যপূর্ণ। ফলত স্বাভাবিকভাবেই ষাটের দশক—যে-বৎসরগুলোতে আফ্রিকার অধিকাংশ দেশগুলো স্বাধীন হয়েছে, সে বৎসরগুলো নবজাগরণের বৎসর—সৃজনশীলতা ও গঠনমূলক অনুপ্রেরণার উৎসমুখ হিসেবে আমাদের জনগণের মনে গেঁথে রয়েছে।

নতুন জীবনের জন্য স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব অত্যাবশ্যক। স্বাধীনতার অর্থ, প্রগতি ও বিকাশের জন্য চেষ্টা এবং মানুষের ব্যক্তিত্বকে প্রস্ফুটিত করা। স্বাধীনতা হল সেই নির্দিষ্ট পর্ব যে-সময়ে এই লক্ষ্যগুলো অর্জিত হয়। আর আমাদের জনতার মধ্যে যে-তিক্ততা দেখা যাচ্ছে, ভবিষ্যতের জন্য তাদের যে-চিন্তা রয়েছে—এসবেরই মূল হল এই যে স্বাধীনতার ঘোষণা তাদের স্বস্তি দেয় নি বা তাদের অবস্থারও পরিবর্তন ঘটায় নি। প্রকৃত স্বাধীনতা এখনও অর্জিত হয় নি। অধিকাংশ আফ্রিকান দেশগুলো এখনও অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিকভাবে পরনির্ভরশীল। জনগণকে দমন করার জন্য উপনিবেশবাদীদের গড়া রাষ্ট্র কাঠামো এখনও বহাল রয়েছে এবং অগ্রগতির জন্যে যেসকল উপাদান প্রয়োজন, তারও অভাব রয়েছে।

পুরানো ধরনের মতো নতুন ধরনের উপনিবেশিকতাবাদকেও এরা বর্জন করেছে ও তার স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করেছে। সংগ্রাম চলছে। **আর জাতীয় সমস্যা সামাজিক সমস্যার সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়ছে।**

ঔপনিবেশিক অবস্থায়, বিশেষ করে মুক্তির পর থেকে, আফ্রিকার দেশগুলোকে জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য এমন ধরনের সমাজ গড়ার সিদ্ধান্ত নিতে হবে যা তাদের ঐতিহাসিক বৈশিষ্ট্য ও মানব সভ্যতার বর্তমান অগ্রগতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

কি ধরনের সমাজ, সরকারি ও অর্থনৈতিক সংগঠন আমাদের জনগণকে বহু শতাব্দীর চরম দারিদ্র্য থেকে একটা যুক্তিসঙ্গত সময়কালের মধ্যে মুক্তি দেবে? আমাদের নবীন রাষ্ট্রগুলোর সামাজিক পশ্চাৎপদতা দূর করতে কি করতে হবে? আমাদের সেনাবাহিনী অর্থাৎ জনগণকে তাদের ঐতিহাসিক যাত্রা সম্পর্কে কি নির্দেশ দেওয়া হবে? গতিবেগই বা কি হবে, আর লক্ষ্যই বা কি হবে?

স্বাধীনতার পরবর্তীকালপর্ব হচ্ছে পুনর্বিচার ও বর্জনের যুগ : আমাদের পুরানো সমাজের পুনর্বিচার, কারণ সেখানে ফিরে যাওয়া আফ্রিকার জনতার পক্ষে আত্মহত্যার সমতুল্য হবে।

সর্বপ্রকার ঔপনিবেশিকতা যা আফ্রিকার জনগণকে তাদের দুঃখ-কষ্টের উৎস সম্পর্কে প্রতারিত করতে চেষ্টা করেছে—তার বর্জন।

—পুঁজিবাদ — যে-সমাজব্যবস্থা উপনিবেশবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের জন্ম দিয়েছে, তা বর্জন।

পুঁজিবাদী সমাজের পরিবর্তে **সমাজতান্ত্রিক সমাজ** গড়ব, একমাত্র এধরনের সমাজই স্বাধীনতা ও সামাজিক প্রগতি নিশ্চিত করে।

১৯১৭ সালের অক্টোবর বিপ্লবের সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীতে প্রথম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র সোভিয়েত রাশিয়ার জন্ম হয়। তারপর থেকে এই নতুন ব্যবস্থা ইয়োরোপের নানা দেশে, এশিয়া ও আমেরিকায় ছড়িয়ে পড়ে।

কিন্তু এ বিষয়ে আফ্রিকায় যত প্রশ্ন উঠেছে এত আর কোথাও ওঠে নি। তথাপি ইয়োরোপের যে মানুষেরা সমাজতন্ত্র অর্জন করেছেন, তাঁরাও ধর্মবিশ্বাসী ছিলেন এবং তাঁদের ঐতিহ্য ও রীতিনীতি এবং এক দীর্ঘ ইতিহাস ছিল। প্রাচীন উত্তরাধিকারের মধ্যে যা কিছু ভালো এবং "জনগণের আত্মা" বলে যেগুলোকে অভিহিত করা যায়—সেগুলোকে নতুন সমাজব্যবস্থা আত্মীকরণ করে নিয়েছে। সুতরাং অনেকের মতো একথা বলা কি ঠিক যে সমাজতন্ত্র আফ্রিকার পক্ষে উপযুক্ত নয়?

প্রথমেই বলতে চাই, সমাজতন্ত্র একটিই—**বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র**, মার্কস ও এঙ্গেলস যার ভিত্তি স্থাপন করেছেন। বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র বিস্তৃত সীমাহীন ক্ষেত্রের বহুবিধ ও বড় বড় সমস্যাবলী খুঁটিয়ে বিচার করে। যে-কোনো বিজ্ঞানের মতোই নতুন জ্ঞানকে এই সমাজতন্ত্র গ্রহণ করে। নতুন জ্ঞান একে বাতিল করে দেয় না। অপর পক্ষে, এ আরও সমৃদ্ধ হয়। মার্কসের বিজ্ঞান **ধর্মমত নয়, খোলা বই।** দুর্ভাগ্যক্রমে, এই সঠিক চিন্তাকে মার্কস ও তার বিজ্ঞানকে বাতিল করার জন্য এবং মার্কসের বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের বিরোধী ক্ষতিকর ও কৃত্রিম তত্ত্বাবলী সৃষ্টির জন্য প্রায়ই ব্যবহার করা হয়।

আফ্রিকার মানুষও অপরাপর মানুষের মতোই এবং আফ্রিকার মানুষ যে সমাজে বাস করে তাতেও একই সাধারণ নিয়মগুলো প্রযোজ্য। আমাদের নানা ধরনের

মানুষ নানা ধরনের অবস্থায় বাস করে এবং কাজ করে। সার্বজনীন নিয়মগুলোর ওপর নির্ভর করে, স্থান ও কালে বিধৃত মূর্ত ঘটনাগুলোকে খুঁটিয়ে বিচার করতে হবে, অর্থাৎ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রয়োগ করতে হবে। সাধারণ-ভাবে বিজ্ঞান বাতিল করার মতোই নির্দিষ্ট পরিস্থিতিকে অস্বীকার করা অবৈজ্ঞানিক। এজন্যই, আমরা, কৃষ্ণ আফ্রিকার জাতিসমূহও বিজ্ঞান বাতিল না করে বরং মানুষের জ্ঞানভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করার ক্ষেত্রে অবদান রাখতে পারি।

সার্বজনীন নিয়মাবলীর স্বীকৃতি বিজ্ঞানের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি নেতিবাচক বা ইতিবাচক তা নির্ধারণ করে দেয়। চিন্তা করে দেখুন যে আর সব কিছুকে বাতিল করে একটা বা দুটো মূলনীতি গ্রহণ করা এবং তারপর বিজ্ঞানের প্রতি বিশ্বস্ততা ঘোষণা করা কতটা অসঙ্গত।

আমরা মনে করি যে বিশ্বের ভবিষ্যৎ, ও আফ্রিকার ভবিষ্যৎ সমাজতন্ত্রের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। সুতরাং, আমাদের দৃষ্টিতে, বাছাইটা নানা ধরনের সমাজব্যবস্থার মধ্যে নয়, বরং সমাজতান্ত্রিক সমাজ গঠনের পথ ও পদ্ধতিসমূহের মধ্যে।

সমাজতন্ত্রে পেঁছিনোর আফ্রিকেয় পথের কথা বলা যায় কিন্তু নিশ্চিতভাবেই আফ্রিকেয় সমাজতন্ত্রের কথা নয়। তাহলে সমাজতন্ত্র তার বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের চরিত্র বজায় রাখতে পারে এবং একই সঙ্গে নির্দিষ্ট পরিস্থিতিসমূহ (যথা, ইতিহাস, নৈতিকতা এবং প্রথাসমূহ ও ভৌগোলিক অবস্থা) বিবেচনার মধ্যে নিতে পারে। লেনিনই একথা বলেছিলেন যে সব জাতিই সমাজতন্ত্রে পেঁছিবে—তাদের নিজস্ব পথে এবং নানা রূপের মধ্য দিয়ে।

আমাদের পার্টির অভ্যন্তরীণ গোঁড়ামির বিরুদ্ধে লড়াই করে আমরা কোনো বিশিষ্ট্যের সন্ধান করি না, সাধারণকে সমৃদ্ধ করতে চেষ্টা করি। এক্ষেত্রে আমাদের মনে কোনো সন্দেহ নেই যে, বিশ্বের অন্যান্য অংশের ন্যায় আফ্রিকাতেও এই দৃষ্টিভঙ্গি প্রয়োজন।

তবুও আফ্রিকার বাস্তবতার বিশিষ্টতার বিষয়ে বহু বিশিষ্ট রাজনৈতিক তত্ত্বের মুখোমুখি আমরা হই। পুঁজিবাদ ও বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের মতাদর্শ থেকে পার্থক্য দেখানোর জন্যই এগুলো বিশেষভাবে গঠন করা হয়। কিন্তু কোন কোন বাস্তবতার ওপর এগুলোকে খাড়া করা হয়? এসব বাস্তবতাগুলো কি অপরিবর্তনীয়?

বুর্জোয়া সমাজতত্ত্ব ও জাতিতত্ত্বের প্রবল ভাববাদী ধারার দ্বারা প্রভাবিত অন্যতম প্রবণতা হচ্ছে জনতার ধর্মীয় বিশ্বাস থেকে সামাজিক সংগঠনের অনুমান টানা। কিন্তু এ দৃষ্টিভঙ্গি সম্পূর্ণ ব্যর্থ, কারণ এদের সৃষ্ট বহু তত্ত্বই সামান্যীকরণের কোনো চেষ্টাই করে না। শুধু ঘটনাগুলোর পুনরাবৃত্তিতে পরিণত হয়।

আমাদের দেশের ইতিহাসের দিকে দৃষ্টিপাত করলে দেখা যাবে যে কঙ্গোলীয় সমাজ ১৯৬০ সালে যা ছিল, ১৯৭৫ সালে তা নেই, এবং নিশ্চিতভাবে এটা, ধরা যাক পঞ্চদশ শতকে যা ছিল তা নয়ই। একথা শুধু কঙ্গো সম্পর্কেই প্রযোজ্য, তা আমরা ভাবি না।

যাকে আমরা সমস্যা সমাধানে সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি বলে ভাবি ফ্রেডরিক এঙ্গেলস তাঁর "পরিবার, ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও রাষ্ট্রের উদ্ভব" বইতে তাই আমাদের দিয়েছেন এবং আফ্রিকার সমাজকে নতুন আলোকে উপস্থাপিত করেছেন। তিনি যেসব তথ্যাবলী পরীক্ষা করেছেন সেই তথ্যগত সীমানার মধ্যে আদিম সাম্যবাদ থেকে রাষ্ট্রের উদ্ভব পর্যন্ত মানব সমাজের বিবর্তনের এঙ্গেলসের সাধারণ ব্যাখ্যা আজও যথার্থই রয়েছে। সুস্পষ্ট ও প্রবলভাবে মৌলিক রূপ নিলেও আমরা কিন্তু মনে করি আফ্রিকায় সমাজের বিবর্তন পৃথিবীর অন্যান্য অঞ্চলের ন্যায় একই সাধারণ নিয়মাবলীর অধীন। কঙ্গোলীয় সমাজের ইতিহাসের সংক্ষিপ্ত বিচার এ বিষয়কে প্রমাণ করার পক্ষে যথেষ্ট।

প্রাক-ঔপনিবেশিক কালের সমাজ কাঠামোর বেশির ভাগ অক্ষত থাকলেও উপনিবেশবাদীদের (কোম্পানি কনসেশন) আমাদের দেশের ওপর চাপিয়ে দেওয়া অর্থনৈতিক ব্যবস্থা কঙ্গোর জনগণকে সর্বহারায় পরিণত করেছে। উপনিবেশ-বাদ সাধারণ কর্মচারী এবং তথাকথিত ইভোলিউ সিভিল সারভেন্টদের নিয়ে গঠিত বুদ্ধিজীবীদের "অভিজাত" অংশ সৃষ্টি করেছিল আস্তে আস্তে নিজেদের প্রয়োজন মেটানোর জন্য। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর এবং তারপর "লয়-ক্যাডার"(১)-এর ফল হিসাবে, গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক পদে কঙ্গোলীয়দের প্রবেশাধিকার দেওয়া হয়েছিল। এ একটা নতুন সামাজিক স্তরের সৃষ্টি করেছিল। রাজনৈতিক কার্যকলাপের (পরিষদীয় বুর্জোয়ার উদ্ভব) মাধ্যমে এরা নিজেদের শক্তিশালী করে নিল এবং ব্যক্তিগত ব্যবসাকে আরও লাভজনকভাবে চালানোর জন্য (কঙ্গোর ব্যবসায়ীর উদ্ভব এবং মুৎসুদ্দি পুঁজিপতির সৃষ্টি) বিশেষ সুবিধা দেওয়ার কাজে তাদের পদ-মর্যাদা ব্যবহার করল।

যারা উপনিবেশবাদীদের উন্নতিবিধানে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত স্বাধীনতার পর (১৯৬০) এবং রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক পদগুলোতে তাদের বসানোতে, সামাজিক বিরোধগুলো আরও বেশি তীব্র হয়েছে।

সংক্ষেপে, উপনিবেশবাদ শহর ও গ্রামে সর্বহারা সৃষ্টি করেছে (সুবিধাদানের নীতির মাধ্যমে) ও প্রাচীন সামাজিক স্তর ও শ্রেণীসমূহের সঙ্গে যুক্ত বুর্জোয়া ও পেটি-বুর্জোয়ার (**আমলাতান্ত্রিক,** মুৎসুদ্দি ও পরিষদীয়) জন্ম দিয়েছে। অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে, প্রাক ঔপনিবেশিক সমাজেরও একটা শ্রেণীগত মর্ম ছিল। এই সম্পর্ক ও সাদৃশ্যের মধ্যে তার স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। সুতরাং আমরা যেমন দেখি, কঙ্গোর সমাজ হচ্ছে বিভিন্ন শ্রেণী নিয়ে গঠিত, কোনো কোনো শ্রেণী অন্যান্যদের শোষণ করছে এবং তাদের মধ্যের বিরোধগুলো শত্রুতামূলক।

কিন্তু অপরাপর অনেক আফ্রিকার দেশের মতো না হয়ে, কঙ্গোর সর্বহারারা শোষিতশ্রেণী রূপে সচেতন এবং এ অবস্থার পরিবর্তনের জন্য রাজনীতিতে তারা খুবই সক্রিয়।

জাতীয় পুঁজিপতিদের দুর্বলতার জন্য পাছে অর্থনীতি বিদেশীদের পুরো প্রভাবে পড়ে তাই আফ্রিকার বহু রাষ্ট্র অর্থনীতিতে হস্তক্ষেপ করতে বাধ্য হয়েছে। কিন্তু এটা প্রায়ই রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদের উদ্ভবের সঙ্গে যুক্ত। কঙ্গোতে কিন্তু, সর্বহারাশ্রেণীর রাজনৈতিক চেতনা এমন স্তরে উন্নত হয়েছে যে উৎপাদনের উপকরণের সামাজিকীকরণই হবে একমাত্র সমাধান। সর্বহারাশ্রেণীর লক্ষ্য সম্বন্ধে সচেতনতাই ১৯৬৯ সালে অগ্রগামী পার্টি তৈরি করেছিল। যুদ্ধের পর যে পার্টিগুলো গড়ে উঠেছিল তারা ছিল

১ অপরাপর বিষয়ের মধ্যে এই আইনে আফ্রিকায় (১৯৫৬) ফরাসি কলোনীগুলোর অভ্যন্তরীণ স্বায়ত্ত শাসনের ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

প্রধানত উপজাতিভিত্তিক, যদিও ঔপনিবেশিক শাসন-প্রণালীর রাজনৈতিক কাঠামোর সঙ্গেও তারা যুক্ত ছিল। রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ঐক্যের ভিত্তি হিসেবে উপজাতিক আবেগগুলোকে জাগিয়ে তোলা হত। এর ফলে নির্বাচন-গুলো বিভিন্ন উপজাতি গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে সংঘাতে পরিণত হয়। ১৯৫৯ সালের নির্বাচনে হিংসা ও রক্তপাতের মধ্যে দিয়ে তা চরম পর্যায়ে পৌঁছেছিল। এ্যাবট ইউলোর নেতৃত্বাধীন উপজাতীয়তাবাদীরা প্রথমে স্বাধীন কঙ্গোর ক্ষমতা দখল করে।

কিন্তু কঙ্গোলী জনতা খুব দ্রুত এটা বুঝে ফেলল যে কেরানীর পোশাক পরা উপনিবেশবাদীদের পদলেহীদের পরিচালিত স্বাধীনতা সম্পূর্ণ ভাঁওতা মাত্র। ১৯৬৩ সালের ১৩ থেকে ১৫ আগস্ট জনতা রাস্তায় নেমে গিয়েছিল। নয়া-ঔপনিবেশিক প্রশাসকদের রাজপ্রাসাদ আক্রমণ করে এবং ব্রাজাভিল দখলকারী ফরাসি সৈন্যদের উপস্থিতি সত্ত্বেও প্রাসাদ জয় করে নেয়। আফ্রিকার অন্যান্য দেশগুলোর জনগণ, যারা কঙ্গোর মতো অবস্থায়ই স্বাধীনতা পেয়েছে, তাদের কাছে ইউলোর পরাজয় দৃষ্টান্তস্বরূপ হয়ে দাঁড়াল।

১৩ থেকে ১৫ আগস্টের ঘটনাবলীর দ্বারা অপ্রস্তুত সাম্রাজ্যবাদীরা ও তাদের স্থানীয় দালালরা শক্তি ও দুর্নীতির দ্বারা তাদের সুযোগ সুবিধেগুলো পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করতে থাকে।

বৈপ্লবিক আন্দোলনের প্রতি এই হুমকির সম্মুখীন হয়ে ট্রেড ইউনিয়ন, যুব ও নারী সংস্থা এবং রাজনৈতিক দলগুলি ন্যাশনাল রেভুলিউশনারি মুভমেণ্ট (এন আর এম) নামে একটি নবপার্টি গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এর প্রতিষ্ঠা-কংগ্রেস ১৯৬৪ সালে ব্রাজাভিলে অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

পার্টি বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের পক্ষ সমর্থন করে কিন্তু কি ভাবে বিপ্লবকে এগিয়ে দেওয়া যায় এবং দেশকে উন্নত করা যায় সে সম্পর্কে পার্টির অভ্যন্তরে সমাজতন্ত্র থেকে পুঁজিবাদী ধ্যান-ধারণার এক ব্যাপক ও বর্ণাঢ্য ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ চলত। পার্টি উপযুক্ত নেতৃত্ব দিতে ব্যর্থ হয়েছিল। উপরন্তু, বৈপ্লবিক আন্দোলনকে দুর্বল করার উদ্দেশ্যে এবং দেশকে নয়া-ঔপনিবেশিক শাসনাধীনে ন্যস্ত করার জন্য পার্টি প্রগতিশীল শক্তিগুলিকে অপসারণের প্রয়াস চালায়। এই অবস্থা ১৯৬৮ সালের ৩১ জুলাই-এর বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানের সূচনা করে যখন প্রগতিশীল সৈন্যদল, যুব ট্রেড ইউনিয়নগুলি এবং বস্তুতপক্ষে সমগ্র জনসাধারণ বিপ্লবকে রক্ষা করার জন্য একত্রে মিলিত হয়। নিশ্চিত-ভাবেই দেশের সামনে একমাত্র একটি ঐক্যবদ্ধ শ্রেণী—অগ্রণী মার্কসবাদী-লেনিনবাদী দলের প্রয়োজন উপস্থিত হয়েছিল।

আমাদের বিশ্লেষণ ঐতিহাসিক বস্তুবাদের উপর নির্ধারিত হয় যার ভিত্তি হচ্ছে শ্রেণীসংগ্রামের নিয়মসমূহ ইতিহাসের চালিকা শক্তি। ইতিহাসের প্রতিটি অধ্যায়ে সমাজ বিকাশের প্রতিটি স্তরে সুনির্দিষ্ট শ্রেণীর নির্ধারক ভূমিকা থাকে। কঙ্গোতে জনগণ এবং সাম্রাজ্যবাদের মধ্যে বিপরীতমুখী কাঠামোর মধ্যে সর্বাপেক্ষা শোষিতশ্রেণী হচ্ছে শ্রমিকশ্রেণী ও তার সহযোগী কৃষক সেই হেতু তারা স্বাধীনতা অর্জনের জন্য এবং সমাজকে নতুন আকারে গড়ে তুলতে অপরাপর শ্রেণীর চেয়ে অধিকতর বেশি আগ্রহশীল।

উপনিবেশবাদ সমগ্র জাতিকে সর্বহারায় পরিণত করে কিন্তু উপনিবেশবাদের সৃষ্ট একমাত্র শ্রমিকশ্রেণীই শোষণের বিরুদ্ধে সর্বাপেক্ষা আপসহীন শক্তি। শ্রমিকশ্রেণী পরিবর্তনের জন্য সর্বাধিক বলিষ্ঠ আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করেছে কারণ শ্রমিকশ্রেণী পরিবর্তনের জন্য অত্যন্ত গভীরভাবে আগ্রহী। অন্যান্য শ্রেণীগুলি এবং সামাজিক শক্তি পরিবর্তন চায় কিন্তু এর জন্য তাদের শ্রমিকশ্রেণীর পার্টির পতাকা তলে অবশ্যই সংগ্রাম করতে হবে।

কঙ্গোলীজ পার্টি অব লেবার (সি পি এল) (১) একটি শ্রমিকশ্রেণীর পার্টি। এই পার্টি সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে এবং সমাজতান্ত্রিক সমাজের জন্য জনগণের সংগ্রামের পুরোভাগে আছে।

সি পি এল হল অগ্রগামী দল। জনগণের মধ্য থেকে পার্টি শক্তি আহরণ করে এবং তার সমস্ত কার্যাবলী মার্কসবাদ-লেনিনবাদ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। এর শ্লোগান হচ্ছে : "সব কিছু জনগণের জন্য এবং কেবলমাত্র জনগণের জন্যই।"

আমাদের মৌলিক নীতি কী কী ?

—আমাদের বিশ্ব দৃষ্টিভঙ্গি হচ্ছে বস্তুবাদী এবং আমরা ধর্মীয় ও অন্যান্য ভাববাদী বিশ্ব দৃষ্টিভঙ্গি ভুল বলে বিবেচনা করি।

আমাদের কাছে মানুষ শুধু প্রকৃতি এবং জড়-এর সৃষ্ট ফল নয়, সর্বোপরি মানুষ হচ্ছে সেই সমাজের সৃষ্টি—যে-সমাজের স্রষ্টা এবং সংগঠক আবার মানুষই। মানুষ ও চেতনা সমাজের বাইরে অবস্থান করতে পারে না।

—আমরা শ্রেণীসমূহের অস্তিত্ব স্বীকার করি এবং শ্রমিকশ্রেণীর অবস্থান থেকে আমাদের সংগ্রাম পরিচালনা করি। যদিও খুবই সাধারণ এবং অসম্পূর্ণ তথাপি কঙ্গোর সমাজে শ্রেণী সম্পর্কে আমাদের বিশ্লেষণে অতীতে এবং বর্তমানে পরস্পর-বিরোধী সামাজিক শ্রেণীগুলির অবস্থানের কথা প্রকাশ করা হয়েছে।

আমাদের দেশের যে প্রধান বিরোধের কথা পার্টির কর্ম-সূচীতে ব্যাখ্যা করা হয়েছে তা হচ্ছে একদিকে,

"শ্রমিকশ্রেণীসহ বিপ্লবী শক্তিসমূহ—শ্রমিকশ্রেণী যদিও সংখ্যায় কম এবং আদর্শগতভাবে অপরিণত তথাপি সে বিপ্লবের স্তম্ভ; এর সহযোগী কৃষক যারা সংখ্যায় বৃহৎ কিন্তু এখনও অসংগঠিত গোষ্ঠী এবং এখনও দোদুল্যমান মধ্যবর্তী বর্গ (পাতিবুর্জোয়া, যুবক এবং ছাত্র)

এবং অন্যদিকে,

"আন্তর্জাতিক এবং বিশেষ করে ফরাসি সাম্রাজ্যবাদ এবং তার কঙ্গোলীয় মিত্র—আমলাতান্ত্রিক ও মুৎসুদ্দি বুর্জোয়া এবং সামন্তশ্রেণী সহ প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি।"

সুতরাং, কঙ্গোলীয় জনগণের প্রধান শত্রু সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে আমাদের সংগ্রাম দেশের অভ্যন্তরীণ শোষকশ্রেণীর বিরুদ্ধে সংগ্রামকে কিছুতেই ঢাকা দিতে পারবে না।

—গণতান্ত্রিক সরকারের জন্য আমরা বিশ্বাস করি যে রাষ্ট্র হচ্ছে, সর্বোপরি, একনায়কতন্ত্রের একটি যন্ত্র। এটা "পরিবারের কর্তা নয়" কারণ বৈরী শ্রেণীগুলির মধ্যে সম্পর্ক শক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত—কোনো প্রীতি এবং বন্ধনের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। সুতরাং এটা সম্পূর্ণভাবে সুস্পষ্ট যে নয়া-উপনিবেশবাদ কর্তৃক প্রভাবিত দেশগুলিতে সরকারের যন্ত্র হচ্ছে নির্যাতন এবং একনায়কতন্ত্রের হাতিয়ার। একে আমাদের ধ্বংস করতে হবে এবং তার বদলে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রামে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এবং আফ্রিকার জনগণের

---

১ ১৯৬৯ সালের ৩১ ডিসেম্বরে গঠিত হয়।

সাহায্যকারী এবং তাদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত এক নতুন সরকারি যন্ত্র আমাদের প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। সেই উদ্দেশ্যে সি পি এল শ্রমজীবী জনতার (শ্রমিক এবং কৃষক), যুবক বুদ্ধিজীবী, সেনাবাহিনীর সঙ্গে একযোগে পরিপূর্ণ গণতন্ত্রীকরণের জন্য অভিযান পরিচালনা করছে। আমরা পুলিশ, সেনাবাহিনী এবং বিচারালয়কে পুনর্গঠনের মাধ্যমে কাজ শুরু করেছি।

—আমরা উৎপাদনের উপকরণ রাষ্ট্রায়ত্ত করার জন্য কাজ করে যাচ্ছি। সংবিধান অনুসারে, জমি হচ্ছে জনগণের সম্পত্তি, জমির ভোগ দখলের অধিকার রাষ্ট্র কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত।

সমাজের স্বার্থে উপযোগী এমন সমস্ত সম্পত্তির জাতীয়করণের কথা পার্টির কর্মসূচীতে বিবেচনা করা হয়েছে। প্রথমত, প্রধান এবং পরবর্তীকালে উৎপাদনের সমস্ত উপকরণগুলিকে ক্রমে রাষ্ট্র এবং শ্রমজীবী জনগণের আয়ত্তে নিয়ে আসতে হবে।

বর্তমানে বিদেশীদের শুধুমাত্র মিশ্র কোম্পানিগুলিতে পুঁজি বিনিয়োগ করার অনুমতি দেয়া হয়েছে অর্থাৎ রাষ্ট্র পুঁজির অন্তর্ভুক্ত কোম্পানিগুলিতে তারা বিনিয়োগ করতে পারে। সমাজতান্ত্রিক স্তরে প্রধানত ব্যক্তিগত সম্পত্তি বিলুপ্ত করা হবে যাতে করে উৎপাদনের উপকরণ সরকারি মালিকানায় নিয়ে আসা যায়।

আমরা প্রথমত সমস্ত প্রগতিশীল শক্তিসমূহ এবং শ্রমজীবী জনতাকে ঐক্যবদ্ধ করা প্রয়োজন বলে বিবেচনা করি। প্রলেতারীয় আন্তর্জাতিকতাবাদ আফ্রিকা এবং বিশ্বব্যাপী সমাজতন্ত্র নির্মাণের কাজকে ত্বরান্বিত করতে পারে।

আফ্রিকার ঐক্য, মুক্তি আন্দোলনের সঙ্গে সংগতি, সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির সঙ্গে অকৃত্রিম মৈত্রী ও সহযোগিতা, এবং সমস্ত সংগ্রামী জনগণের সঙ্গে সংহতি পুঁজিবাদী ব্যবস্থা, সাম্রাজ্যবাদ এবং উপনিবেশবাদকে নির্মূল করতে সাহায্য করবে। নির্যাতিত জাতিগুলির ঐক্য ভাবপ্রবণতা অথবা ভৌগোলিক-রাজনৈতিক বিবেচনার উপর প্রতিষ্ঠিত করলে চলবে না তাদের সত্যিকার আগ্রহের উপর এই ঐক্য প্রতিষ্ঠিত করতে হবে।

১৯৬৩ সালের ১৩—১৫ আগস্ট-এর স্মরণীয় দিনগুলির শুরু থেকে আমাদের বিপ্লব মানুষে মানুষে শোষণের অবসান করে এবং একটি ন্যায় ও সমৃদ্ধশালী সমাজ গঠনের মাধ্যমে আমাদের বিপ্লব কঙ্গোর মৌলিক রূপান্তরের পথে এগিয়ে চলেছে।

এটা অর্জন করার জন্য যে বৈপ্লবিক সংস্থা এবং নিয়মসমূহ প্রয়োজন তা ১৯৬৮ সালের জুলাই অভ্যুত্থানের পরে জনগণের চাপের ফলে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

দুর্ভাগ্যবশত তখনও পার্টিতে বামপন্থী এবং হঠকারী নীতির প্রবক্তারা বর্তমান ছিল। তাদের নৈরাজ্যবাদী ঝোঁক ১৯৭২ সালের ২২ ফেব্রুয়ারিতে ব্যর্থ ক্যু-এর সময় সুস্পষ্টভাবে আত্মপ্রকাশ করেছিল। এরা বিপ্লবের বর্তমান স্তর সম্পর্কে সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা উপস্থিত করার পথে বাধা সৃষ্টি করেছিল। মাত্র এই দুঃখজনক ঘটনার পরেই ১৯৭২ সালের ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিত বিশেষ পার্টি কংগ্রেসে সুস্পষ্টভাবে বলা হয় যে কঙ্গো জাতীয়, গণতান্ত্রিক এবং গণবিপ্লবের স্তর অতিক্রম করে চলেছে।

এই ব্যাখ্যা অত্যন্ত সময়োচিত হয়েছিল কারণ বামপন্থী গোষ্ঠীগুলো নাছোড়বান্দা হয়ে যে বিপজ্জনক ভুল ধারণাগুলি জিইয়ে রাখছিল এই ব্যাখ্যা তা দূর করতে আমাদিগকে সাহায্য করেছে। তারা যুক্তি উপস্থিত করেছিল যে একবার যখন আমরা আমাদের আদর্শ ও কাজের নির্দেশক হিসাবে মার্কসবাদ-লেনিনবাদকে গ্রহণ করেছি তখন কঙ্গো সেই থেকেই সমাজতান্ত্রিক দেশে পরিণত হয়েছে।

এখন বিভ্রান্তির অবসান ঘটেছে : বিপ্লবের অর্থ হচ্ছে এক শ্রেণী অপর শ্রেণীকে উৎখাত করে ক্ষমতা দখল করে কিন্তু এর এটাও অর্থ যে বৈপ্লবিক পরিবর্তন একটা দীর্ঘ প্রক্রিয়ায় সম্পন্ন হয়। কঙ্গোর গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রে পরবর্তী স্তর সমাজতন্ত্রে অগ্রসর হওয়ার আগে আমাদেরকে জনগণ এবং সাম্রাজ্যবাদ এই দুয়ের মধ্যে যে প্রধান বিরোধ রয়েছে তার অবসান করতে হবে।

সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে বিশেষ করে ফরাসি সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে এক সর্বব্যাপক আক্রমণাত্মক অভিযান পরিচালনা করতে হবে। এবং পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জন ও সংহত করার জন্য কঙ্গোতে সাম্রাজ্যবাদের শাগরেদদের বিরুদ্ধে এক সর্বব্যাপক আক্রমণ চালাতে হবে। বর্তমান স্তরে অর্থাৎ জাতীয়, গণতান্ত্রিক এবং গণবিপ্লবের স্তরে এগুলো হচ্ছে আমাদের দায়িত্ব।

এটা জাতীয় বিপ্লব যেহেতু ফরাসি সাম্রাজ্যবাদের প্রভুত্বকে বিলুপ্ত করাই আমাদের লক্ষ্য। কারণ ফরাসি সাম্রাজ্যবাদ জাতীয় অর্থনীতি নিয়ন্ত্রিত করে আসলে রাজনৈতিক পরিস্থিতিকেও নিয়ন্ত্রিত করে। অপর একটি লক্ষ্য হচ্ছে কঙ্গোলী জাতি গঠনের জন্য দেশকে উপজাতিত্ববাদ এবং আঞ্চলিকতাবাদ থেকে মুক্ত রাখার বিষয় ও বিষয়ীগত পূর্বশর্ত সৃষ্টি করা।

এ বিপ্লব গণতান্ত্রিক কারণ এটা সংখ্যালঘু শাসনের পরিবর্তে সংখ্যাধিক্যের শাসন প্রবর্তন করে এবং যেহেতু তা জনসাধারণ, শ্রমিক, কৃষক, সৈন্য এবং বিপ্লবী বুদ্ধিজীবীদের কাছ থেকে সমর্থন গ্রহণ করে।

এটা জনগণের বিপ্লব কারণ এটা পরবর্তী স্তর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের জন্য অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক ভিত্তি স্থাপন করার এবং প্রলেতারিয়েত এবং তার অগ্রণী বাহিনী কঙ্গোলীজ পার্টি অব লেবারের পতাকাতলে সম্পদহীন মানুষের ব্যাপক অংশকে সমাবেশ ও ঐক্যবদ্ধ করে বিপ্লবের জন্য বিষয়, বিষয়ীগত এবং মনস্তাত্ত্বিক পূর্বশর্তাদি প্রস্তুত করতে প্রয়াস চালিয়ে যায়।

অর্থাৎ, জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের বর্তমান স্তরে এবং জাতীয়, গণতান্ত্রিক গণ-বিপ্লবের স্তরে আমাদের কার্যকলাপকে ঐক্যবদ্ধ সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ফ্রন্টে বিপ্লবীশ্রেণী এবং দেশপ্রেমিক শক্তিগুলির মৈত্রীর উপরে অবশ্য নির্ভর করতে হবে। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে ব্যাপক জনগণকে তাদের স্বার্থের ভিত্তিতে সমাবেশ করা এবং শ্রমিকশ্রেণীর পার্টি সি পি এল-এর নেতৃত্বে মহিলা, যুবক, কৃষক, ছোট ব্যবসায়ী এবং কারিগর এবং সেই সঙ্গে ট্রেড ইউনিয়ন, ধর্মীয় গ্রুপ এবং সাংস্কৃতিক সংস্থাগুলিকে ঐক্যবদ্ধ করা।

শ্রমিকেরা কৃষক এবং বিপ্লবী বুদ্ধিজীবীদের সহযোগীরা এই যুক্তফ্রন্টে যোগ দেয় কারণ এই বিপ্লব হল শোষিতশ্রেণীর স্বার্থে। জাতীয় মধ্য বুর্জোয়ারা, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী এবং কারিগরেরা বৈদেশিক পুঁজির ধাক্কায় অসুবিধা ভোগ করে; তারা অর্থনীতিকে নিয়ন্ত্রিত করতে চায় সুতরাং সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী। ধর্মীয় গ্রুপগুলিরও সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধিতা করার যথেষ্ট কারণ রয়েছে কারণ

তারা উপাসনার স্বাধীনতা চায়। ফলে সমস্ত শ্রেণী এবং সামাজিক বর্গের প্রধান স্বার্থই তাদেরকে সাম্রাজ্যবাদের বিরোধিতার পথে নিয়ে যায়। সুতরাং সি পি এল-কে অবশ্যই জাতীয় মুক্তির সংগ্রামে এই শ্রেণী ও বর্গগুলিকে ঐক্যবদ্ধ করতে ও নেতৃত্ব দিতে হবে।

গণতন্ত্রীকরণের ক্ষেত্রে পার্টির বিরাট সাফল্য সূচিত হয়েছিল গণপরিষদে নির্বাচনে—শ্রমিক, কৃষক, বিপ্লবী, বুদ্ধিজীবী এবং অন্যান্য দেশপ্রেমিকদের প্রতিনিধিগণ এই পরিষদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

এ দেশের সকল অংশেই জনসাধারণ প্রশাসনে প্রত্যক্ষভাবে অংশ নিয়ে থাকে। তবে এটা ঠিক যে, গণ-বিধানসভা সাধারণত যাকে জনগণের সরকার বলা হয়, সেই সংক্রান্ত পরীক্ষা-নিরীক্ষার ক্ষেত্রে অভিজ্ঞ নেতৃত্ব ও অর্থাভাবের জন্যে অনেক সমস্যা দেখা দিয়েছে।

ভাবী সমাজের সৌধ গড়ে তোলবার জন্যে অনেক কিছু এখনও করতে হবে। এই স্থানীয় শাসন-সংস্থাগুলোতে অবশ্যই একটা শ্রেণীগত লক্ষ্য সঞ্চার করতে হবে। এটা করতে হলে কৃষকদের সংগঠিত করে, দেশের আর্থনীতিক ক্ষেত্রে তাদের টেনে এনে এবং শাসন ক্ষেত্রে তাদের প্রতিনিধিত্ব দিয়েই কেবলমাত্র এটা করা সম্ভব।

শেষত, সমাজতন্ত্র গড়তে এমন সরকারি যন্ত্রের প্রয়োজন যার সুর জনস্বার্থের সঙ্গে এক তারে বাঁধা। আমরা এখন এই ধরনের যন্ত্র গড়ে তুলছি। বিশেষ করে সেনাবাহিনীকে আমরা এই ধ্বনিতে শক্তিশালী করে তুলছি, "জনগণের নিজস্ব সেনাবাহিনী ছাড়া শক্তিহীন" পার্টির দক্ষিণ-হস্ত স্বরূপ আমরা জাতীয় জনগণের সেনাবাহিনীর কথা ঘোষণা করেছি এবং কিছুদিন পূর্বে সি পি এল সেনাবাহিনীর মধ্যে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও পেশাগত শিক্ষা দানের জন্যে কতকগুলো মূলনীতি স্থির করেছে।

জীবনের সর্বক্ষেত্রে গণতন্ত্রের প্রসার ও নয়া-ঔপনিবেশিক সরকারি যন্ত্রের বিলোপ সাধনের নীতির ফলে শ্রমিকশ্রেণী ও জনগণ রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান ও অফিসের পরিচালনায় "গুরুত্বপূর্ণ ত্রি-নীতি" অনুযায়ী পূর্ণ অধিকার পেয়েছে। এই ত্রিনীতি হল, প্রতিষ্ঠান পরিচালনা সংক্রান্ত সকল বিষয়ের সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে পার্টি, ট্রেড ইউনিয়ন ও প্রতিষ্ঠান-কর্তৃপক্ষের প্রতিনিধিদের দ্বারা। পরিকল্পনাকেও গণতান্ত্রিক করে তোলা হয়েছে।

এই গণতন্ত্রীকরণের নীতি অনুযায়ী পার্টির কর্মসূচীর সঙ্গে সঙ্গতি রেখে, আমরা সকল প্রধান ক্ষেত্রে পার্টির নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করছি এবং সেগুলোর শাসনভার দেওয়া হচ্ছে মেহনতী জনগণের হাতে। সর্বাধিক গুরুত্বসম্পন্ন কৃষি ক্ষেত্রে আমরা সমবায় গড়ে তোলায় মনোনিবেশ করেছি। এগুলো হচ্ছে যৌথ খামার এবং প্রলেতারীয় ও সমাজতান্ত্রিক অবস্থানে কৃষকের রূপান্তরের পূর্বাবস্থা।

জাতীয়করণ অটলগতিতে ও পদ্ধতিসম্মতভাবে এগিয়ে চলেছে। সময়ের প্রয়োজনে অথবা জনগণের চাপে মাঝে মাঝে এর গতি ত্বরান্বিত হয়ে ওঠে। রাষ্ট্র এস আই ও-কঙ্গো, এস এন ই, এ টি সি, ব্যাঙ্ক ও ইন্সিওরেন্স, সোটেক্সকো, তরল জ্বালানি কোম্পানি, টেলি যোগাযোগ, অসামরিক বিমানবহরের মতন বড় বড় প্রতিষ্ঠানকে পূর্ণ অথবা আংশিকভাবে অধিগ্রহণ করেছে। কাঠ শিল্পকে ১৯৭৫ সালের ১ জানুয়ারি রাষ্ট্রীয় একচেটিয়া প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা হয়েছে।

১৯৬৩ সালের শুরু থেকে কঙ্গোর শাসনভার কঙ্গো-বাসীর হাতেই রয়েছে। ১৯৬৫ সালে শিক্ষা রাষ্ট্রায়ত্ত হওয়ার পর থেকে পূর্ণ গণতান্ত্রিক শিক্ষার পত্তন করা হয়েছে। এখন সব ছেলে-মেয়েরাই স্কুলে যায়—এটা জোর দিয়ে বলা যেতে পারে। এক্ষেত্রে অনেক সমস্যার উদ্ভব হয়েছে, বিশেষত আর্থিক সমস্যার। তবে আমরা আশা করি তেল শিল্পের বিকাশের মাধ্যমে এগুলোর সমাধান করা যাবে।

আমাদের অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে এটা আরও প্রমাণিত হয়েছে যে, যে-পার্টি শ্রমিকশ্রেণী ও তার মিত্র কৃষকশ্রেণীর স্বার্থকে তুলে ধরে—সেই হল নিপীড়িত শ্রেণীগুলোর মুক্তি সংগ্রামের সব চাইতে সামঞ্জস্যপূর্ণ নেতা। আমাদের নীতির নির্ভুলতা সম্পর্কে আমরা সুনিশ্চিত।

প্রতিক্রিয়াশীলদের আর এক ক্ষতি

অ্যাণ্টনিও ডায়াস লরেঙ্কো
রাজনৈতিক কমিশনের সদস্য, পর্তুগীজ কমিউনিস্ট পার্টির
কেন্দ্রীয় কমিটির আভান্তে-র প্রধান সম্পাদক

যাঁরা পর্তুগালের রাজনৈতিক পরিস্থিতি অনুধাবন করেছেন তাঁদের কাছে ১১ মার্চের প্রতিক্রিয়াশীলদের অভ্যুত্থানের প্রয়াস অপ্রত্যাশিত রূপে হাজির হয় নি। এর কারণ, প্রথমত, এক বছর আগে ২৫ এপ্রিলে যেসব প্রতিক্রিয়াশীলরা রাজনৈতিক শক্তির পরিচালনকেন্দ্র থেকে অপসারিত হয়েছিল এবং যারা দেশকে ফ্যাসিবাদী অতীতে ফিরিয়ে নিয়ে যাবার অপচেষ্টায় ব্যর্থ হয়েছিল তারাই অর্থনীতি-ক্ষেত্রে পুরোপুরি তাদের স্থান বজায় রেখেছে। দ্বিতীয়ত, ৩০ সেপ্টেম্বরে স্পিনোলার পদত্যাগ প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির পুনরায় গোষ্ঠীবদ্ধতা ঘটিয়েছিল। গণতন্ত্র প্রসারের প্রক্রিয়া যতই গভীরতর হয়ে উঠছিল, ততই তারা সেনাবাহিনী ও অসামরিক ক্ষেত্রে অন্তর্ঘাতমূলক কাজ করতে শুরু করল। কমিউনিস্ট ও সামরিক বাহিনীর আন্দোলনের (এ এফ এম) বিরুদ্ধে কুৎসা ও আক্রমণ নববর্ষ থেকেই ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে। এর দুষ্কর্মের ব্যাপকতা ও সংগঠকদের চরিত্রগত গঠন পরিষ্কার প্রমাণ করে দেয় যে, ক্ষমতা কেড়ে নেবার জন্য প্রতিবিপ্লব নতুন আক্রমণের জন্যে প্রস্তুত হচ্ছে।

গণতান্ত্রিক কাঠামোর বিরোধিতা করে প্রতিক্রিয়াশীলরা নিম্নলিখিত মূল উদ্দেশ্য সাধন করতে চেয়েছিল ঃ

—শ্রমিকশ্রেণীকে বিভক্ত কর এবং তার পার্টি, ব্যাপক গণ-আন্দোলনের সবচেয়ে জঙ্গী ও রাজনীতি সচেতন দেশের বৈপ্লবিক ধারার চালিকা শক্তি পর্তুগীজ কমিউনিস্ট পার্টিকে বিচ্ছিন্ন কর।

—বিপ্লবী শক্তিসমূহের সশস্ত্র অগ্রবাহিনী এ এফ এমকে বিভক্ত কর, একে একটা অস্পষ্ট ভাসমান সত্তায় পরিণত করে রাজনৈতিকভাবে তাকে অক্ষম শক্তিতে পরিণত কর।

প্রথম উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সুবিধাবাদী সোশ্যালিস্ট পার্টির নেতৃত্ব-সমর্থিত দক্ষিণপন্থীরা একটিমাত্র ট্রেড-ইউনিয়ন কেন্দ্র সম্পর্কিত সংসদীয় অনুমোদিত নীতি যার প্রতিষ্ঠার মধ্যে পর্তুগীজ গণতান্ত্রিক বিপ্লবের বিশেষ একটা প্রকৃতির প্রতিফলন ঘটেছে, তার বিরুদ্ধে আক্রমণ চালিত করল। এই নীতি একাধারে ট্রেড-ইউনিয়নের কাজকর্মের ও রাজনৈতিকমুখিনতার স্বাধীনতা নিশ্চিত করে এবং শ্রমিক আন্দোলনের ঐক্যের নিশ্চয়তা দান করে।

শত শত ট্রেড ইউনিয়ন অঞ্চলের সভাগুলিতে দশ লক্ষাধিক শ্রমিক 'ইণ্টারসিণ্ডিকাল' বজায় রাখার সংসদীয় অনুমোদনের সমর্থনে এগিয়ে আসে। ১৪ জানুয়ারি পাঁচ লক্ষ শ্রমিক ঐক্যের জন্য লিসবনের রাস্তায় মিছিল করে।

সোশ্যালিস্ট ও পপুলার ডেমোক্রাটিক পার্টির বিরোধিতা সত্ত্বেও এ এফ এম সর্বসম্মতিক্রমে অস্থায়ী সরকারের গৃহীত আইনকে সমর্থন জানায়। কিছুদিন বাদেই তা রাষ্ট্রীয় সংসদের অনুমোদন পায়।

প্রতিক্রিয়াশীলরা অসম্ভব সব মিথ্যার বন্যা বইয়ে দিতে লাগল, তারা বলতে থাকল যে, কমিউনিস্টরা সেনাবাহিনীর সঙ্গে মিলে একদলীয় একনায়কতন্ত্র কায়েম করার উদ্দেশ্যে একটা 'ক্যু' ঘটাবার পরিকল্পনা করছে। কমিউনিস্টদের উদ্দেশ্যই গৃহযুদ্ধের বিপদ ঘটানো, এই অভিযোগ তুলে তারা হল্লা জুড়ে দিল। প্রকৃত সত্যের বিপরীত ঘটনা ঘটল, পত্র-পত্রিকা, রেডিও ও টেলিভিশনের রক্ষণশীল-সমর্থনপুষ্ট প্রতিক্রিয়াশীলরা প্রচারের গণ-মাধ্যম নিয়ে নেওয়ার ব্যাপারে কমিউনিস্ট পার্টিকে অভিযুক্ত করল। সরকারের কোয়ালিশনের উভয় সদস্য সোশ্যালিস্ট পার্টি ও পপুলার ডেমোক্রাটিক পার্টি এই বলে কমিউনিস্ট পার্টিকে অভিযুক্ত করে চলল যে, কমিউনিস্ট পার্টি স্বাধীনতা চায় না এবং আসন্ন নির্বাচনের ব্যাপারে ভীত। সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক সুবিধাবাদীরা ও রক্ষণশীলরা পর্তুগীজ কমিউনিস্ট পার্টিকে (পি সি পি) এই বলে অভিযুক্ত করল যে তারা 'একদলীয় শাসন চায়' এবং পরে স্বকপোলকল্পিত এই আবিষ্কারকে 'গণতান্ত্রিক সমাজবাদ' ও 'স্বাধীনতা সহ সমাজতন্ত্র' ধ্বনির সাহায্যে প্রতিহত করতে লাগল। এই সব ধ্বনি সোভিয়েত ইউনিয়ন ও অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের অভিজ্ঞতাকে নিন্দা করার প্রয়াস। এমনকি জেনারেল (এখন প্রাক্তন জেনারেল) স্পিনোলাও প্রকাশ্যে নিজেকে 'স্বাধীনতাসহ সমাজতন্ত্রে'র সমর্থক বলে প্রচার করেছে, এই ঘটনা থেকেই এই 'সমাজতন্ত্রে'র ধারণাটা বোঝা যায়।

জনগণের মতাদর্শগত মস্তিষ্ক ধোলাইয়ের সঙ্গে সঙ্গে চলল অতিবাম গোষ্ঠীগুলির অরাজকতা ও আইন-শৃঙ্খলাহীনতার পরিবেশ সৃষ্টির বেপরোয়া প্রয়াস। এই গোষ্ঠীর অনেক নেতা সি আই এ-র নিকট থেকে অর্থ সাহায্য পেয়ে থাকে। চিলিতে প্রতিবিপ্লবী ক্যু-র আগে যেমন ঘটেছিল, তেমনই প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলি কৃত্রিমভাবে সামাজিক সংঘাতকে ঘনীভূত করে তুলতে চেয়েছিল এবং হিংসাত্মক কার্যকলাপের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করতে চেয়েছিল। বেকারি ও মুদ্রাস্ফীতিজনিত শ্রমিকদের অসন্তোষ যা আবার যন্ত্রীকরণ এবং বৃহৎ অর্থনৈতিক গোষ্ঠী, একচেটিয়া পুঁজি ও ভূস্বামীদের অন্তর্ঘাতের জন্যে বহুগুণিত হয়েছিল তাকে তারা অস্থায়ী সরকার ও এ এফ এম-এর বিরুদ্ধে চালিত করতে চেয়েছিল। চরম বামপন্থীরা কার্যত দক্ষিণপন্থী ও তাদের সংগঠনের সঙ্গে হাত মিলিয়েছিল। রাজনৈতিক দলগুলি সম্মেলন ও সমাবেশ করে বিশৃঙ্খলা ঘটাত, যাতে তা থেকে রক্ষণশীল ও প্রতিক্রিয়াশীল-চক্র দাবি করতে পারত যে সরকার আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা করতে অসমর্থ। কমিউনিস্ট পার্টি যদিও প্রকাশ্যে হিংসাত্মক কার্যকলাপের নিন্দা করেছে, তবু সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক সুবিধাবাদীরা কমিউ-

নিস্টদের উপর দোষারোপ করার জন্য সুপরিচিত প্রতিক্রিয়াশীলদের সঙ্গে দল পাকিয়েছে।

ছাত্রদের মধ্যে চরম বামপন্থী থেকে শুরু করে সোশ্যাল-ডেমোক্রাট ও ক্রিশ্চিয়ান ডেমোক্রাটদের নিয়ে একটি ব্লক তৈরি হয়ে গেছে। বিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে ধর্ম-ঘটের ঢেউ বয়ে গেছে। কমিউনিস্ট ছাত্রদের ভয় দেখানোর জন্য প্রাথমিকভাবে হিংসাত্মক কাজ ও বিশৃঙ্খলা ঘটানো হয়েছে।

দেশের উত্তর ও উত্তর-পূর্বের সবচেয়ে পশ্চাৎপদ অঞ্চলে কমিউনিস্ট পার্টি আয়োজিত সভাগুলি প্রতিক্রিয়াশীলদের প্ররোচনা ও হিংসাত্মক কাজের লক্ষ্য ছিল। সেনাবাহিনীর আন্দোলন জঘন্য আক্রমণের মুখে পড়ল; বিশেষ করে এর প্রাতিষ্ঠানিক রূপদানের আলোচনা শুরু হওয়ার পর থেকে, সর্বাধিক দৃঢ়সংবদ্ধ গণতান্ত্রিক শক্তিসমূহ বলে আসছে যে গণতান্ত্রিক পর্তুগীজ রাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ প্রতিষ্ঠান-সমূহের মধ্যে এ এফ এম একটি স্থায়ী স্থান পাবে। অপর-দিকে প্রতিক্রিয়াশীলরা দাবি করেছে যে, বিপ্লবী অফিসাররা 'তাদের ব্যারাকে ফিরে যাক' এবং তাদের আন্দোলন খতম করে দেওয়া হোক। পপুলার ডেমোক্রাটিক ও সোশ্যালিস্ট পার্টি নিয়ন্ত্রিত কিছু পত্রিকা প্রগতিশীলদের বিরুদ্ধে ও সংগঠনগুলির বিরুদ্ধে অবমাননাকর ও ভীতি প্রদর্শনকর সংবাদ ছাপতে থাকে। প্রধানমন্ত্রী গন কালভেস এ এফ এম এর প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়া সম্বন্ধে বলতে গিয়ে সেনা-বাহিনী নির্বাচনে হস্তক্ষেপ করবে না ঘোষণা করা সত্ত্বেও এইসব প্রচার শেষ হয় নি।

তিনি আরও বলেছেন যে, প্রতিক্রিয়াশীলদের কার্যকলাপ নির্বাচনের প্রস্তুতি ব্যাহত করছে। একথা সত্য যে, রেডিও ও টেলিভিশনগুলিতে স্পিনোলার সমর্থকরা যেখানে প্রধান পদগুলি দখল করেছিল, তারা সেখানে ফ্যাসিবাদী একনায়কতন্ত্রের পতনের পরেকার ইতিবাচক সমস্ত ঘটনাকে চেপে গিয়েছে এবং জনগণের মধ্যে কমিউনিস্ট পার্টি ও এ এফ এম-এর প্রভাব ও প্রতিপত্তিকে অস্বীকার করেছে। আবার একই সময়ে হিংসাত্মক কাজের বাড়াবাড়ির সোরগোল তুলে বৈপ্লবিক অগ্রগতির বিরুদ্ধে প্ররোচিত করেছে।

৭ মার্চ সেতুগলে পপুলার ডেমোক্রাটিক পার্টির সভায় অংশগ্রহণকারীরা অতি-বাম ব্যক্তিদের দ্বারা আক্রান্ত হলে প্রতিক্রিয়াশীলরা এই কাজকে নিজেদের স্বার্থে কাজে লাগায়। যদিও কমিউনিস্ট পার্টি শুরু থেকেই পরিষ্কারভাবে হিংসাত্মক কাজের বিরোধিতা করেছে ও নিন্দা করেছে এবং একজন কমিউনিস্টও এতে অংশ নেয় নি, তবু আঞ্চলিক পার্টি ইউনিটকেই এই কাজের জন্য দায়ী করা হয়। প্রতিক্রিয়াশীলরা ১১ মার্চ প্রতিবিপ্লবী ক্যু করার যে নতুন প্রচেষ্টা নিয়েছিল এই-ই হল তার পশ্চাৎপট। বিদ্রোহীরা ফার্স্ট লাইট এ এ আর্টিলারী রেজিমেন্টের ব্যারাকে বোমা-বর্ষণ করে এবং পোর্টেল বিমান বন্দরে বৈমানিক বাহিনী নামিয়ে দেয়। প্রতিবিপ্লবের বিপদ সম্বন্ধে কমিউনিস্ট পার্টির হুঁশিয়ারি আবারও সঠিক প্রমাণিত হয়।

স্পিনোলার অনুগামীরা অভিযোগ করল যে তারা একটি 'অশুভ' কমিউনিস্ট পরিকল্পনার কথা জানত। তারা সেনাবাহিনীর কিছু লোককে বোঝাতে চেয়েছিল যে পি সি পি ও এ এফ এম-এর বিপ্লবী অফিসাররা ইস্টারের ছুটিতে জেনারেল স্পিনোলাসহ ১,৫০০ সামরিক ও অসামরিক নেতাকে গুলি করে মারতে যাচ্ছিল। এই মিথ্যার কোনোরকম ভিত্তি ছিল না—চিলির ফ্যাসিস্টরা পিনোচেতের অধীনে থেকে যে ধরনের প্ররোচনা সৃষ্টি করেছিল এবং সামরিক অভ্যুত্থানের জন্য 'প্ল্যান জেড' নামে যে বানানো গল্প তৈরি করেছিল এই প্রতিক্রিয়াশীলরা একই ধরনের ব্যাপার ঘটাতে চেয়েছিল, পর্তুগালে অবশ্য বিপ্লবের প্রতি বিশ্বস্ত সেনা-অফিসার ও সাধারণ সৈনিকদের সাহসী প্রতিরোধ এবং জনগণের তাৎক্ষণিক সমাবেশের মধ্য দিয়ে 'ক্যু' ব্যর্থ হল।

এই ঘটনাবলীই দেখিয়ে দেয় যে কমিউনিস্ট পার্টি নয়, দেশীয় ও বিদেশী প্রতিক্রিয়াশীলরাই গৃহযুদ্ধ চেয়ে-ছিল। ইয়োরোপীয় ও মার্কিন প্রতিক্রিয়ার সমর্থনপুষ্ট ফ্যাসিবাদী চক্রান্ত নিস্ফল হল। এ এফ এম সামরিক ও রাজনৈতিক উভয় লক্ষ্য পূরণে সমদক্ষতা প্রমাণ করেছে এবং জনগণ ও গণতান্ত্রিক বিপ্লবের স্বার্থে তাদের একাগ্রতা প্রদর্শন করেছে। তারা জনগণের আন্দোলনের ক্ষেত্রে উচ্চ-মানের বৈপ্লবিক সচেতনতা ও গণতান্ত্রিক বিজয় রক্ষার দৃঢ়তা দেখিয়েছে। এছাড়া ঘটনাবলী জনগণের সঙ্গে পি সি পি-র ঘনিষ্ঠ বন্ধনযুক্ত ব্যাপক প্রভাবের নয়া সাক্ষ্য রেখেছে।

পি সি পি ও অন্যান্য গণতান্ত্রিক সংগঠনের ও তৎসহ ট্রেড ইউনিয়নগুলির আহ্বানে সাড়া দিয়ে বহু সহস্র পর্তুগালবাসী বিপ্লব রক্ষার দায়িত্ব নিজেদের হাতে নিয়ে নেয়। সেনাবাহিনী ও নৌবাহিনীর বৃহৎ সংখ্যাগরিষ্ঠতার সঙ্গে হাত মিলিয়ে তারা এক শক্তিশালী সামরিক বাহিনী গড়ে তোলে যা ফ্যাসিবাদী চক্রান্তকারীদের আশা ধূলিসাৎ করে দেয়। হাজার হাজার মানুষ স্কোয়াড করেন, তাদের কিছু কিছু সশস্ত্র, তারা প্রধান লক্ষ্য বস্তু ও ব্যারাকগুলি পাহারা দিয়ে রক্ষা করে এবং বিদ্রোহীদের পর্যুদস্ত করার ক্ষেত্রে এ এফ এম-এর নির্দেশে তারা সহায়ক সৈন্যের কাজ করে। প্রতিক্রিয়াশীলদের স্তব্ধ করার জন্য শিল্প ও কৃষি শ্রমিকরা কৃষক, বেতনভুক কর্মচারী ও প্রগতিশীল বুদ্ধি-জীবীদের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হয়। সর্বত্র পুরুষ, মহিলা ও তরুণরা বিপ্লবের প্রতি আনুগত্য ও সাহস প্রদর্শন করে।

স্পিনোলার মতো এমন অভিজ্ঞ সৈনিক পরিচালিত চক্রান্তের ব্যর্থতার বিষয়কে যারা রণনীতিগত ভ্রান্তি বলে চাপাতে চায় তারা জনগণের বৈপ্লবিক শক্তি উপলব্ধি করতে পারে না। তারা ভুলে যায় যে জনগণ এ এফ এম-এর সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হয়ে এগিয়ে এসেছিল এবং বিদ্রোহীদের কোনো গণ-সমর্থন ছিল না।

স্পিনোলার অনুরক্তদের নিষ্ফল প্রয়াস বৈপ্লবিক পদ্ধতির এক নতুন স্তর সূচিত করল। এ এফ এম-এ ও অস্থায়ী সরকারে যারা দোদুল্যমানতা দেখিয়েছে এবং প্রতি-ক্রিয়াশীলদের সঙ্গে সংঘর্ষে সুস্পষ্ট ভূমিকা নিতে ব্যর্থ হয়েছে তাদের সরিয়ে আন্দোলনের প্রতি ও কর্মসূচীর প্রতি অধিকতর অনুগত ব্যক্তিদের আনা হয়েছে।

নিঃসন্দেহেই, সকল চক্রান্তকারীর মুখোশ খোলা যায় নি। তাই জনগণ ও এ এফ এম-এর সতর্ক প্রহরা দরকার। নতুন প্রতিক্রিয়াশীল চক্রান্ত প্রতিহত করতে হলে বিদ্রোহীদের কঠোর শাস্তি দিতে হবে। সেনাবাহিনীর অফিসার ও চক্রান্তে লিপ্ত অর্থযোগানদারদের গ্রেপ্তার প্রতি-ক্রিয়াশীল চক্রান্ত খতম করতে সাহায্য করবে।

রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে কতগুলি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। সরকারের নতুন গঠনগত চরিত্র সামাজিক ও রাজনৈতিক শক্তিগুলির সঙ্গে অধিকতর

সংগতিসূচক এবং অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতির প্রয়োজনে আমূল পরিবর্তনের ধারা চালিয়ে নেবার ক্ষেত্রে রাষ্ট্র এখন উন্নততর অবস্থায় আছে।

চক্রান্ত পর্যুদস্ত করার ঠিক পরের দিনই যে এ এফ এম-কে সাংবিধানিক সংস্থায় পুনর্গঠিত করা হয়েছিল এবং যে বৈপ্লবিক পরিষদ গঠন করা হয়েছিল তা খুবই গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। এরা প্রধানত ভবিষ্যৎ সংবিধান পরিষদের কার্যক্রম ও তার দ্বারা গৃহীত সংবিধানের চরিত্র নির্ধারণ করবে।

ফ্যাসিবাদের ওপর জয়ের প্রথম বার্ষিকীতে, ২৫ এপ্রিল যে নির্বাচন হতে যাচ্ছে তা পর্তুগালের বৈপ্লবিক ধারার যাথার্থ্য প্রদর্শন করবে, অবশ্য যদিও এতে বর্তমান দেশের প্রকৃত অবস্থা প্রতিফলিত হবে না, কারণ স্থানীয় স্বায়ত্ত-শাসন সংস্থার গঠনতান্ত্রিক সংস্কার প্রয়োজন।

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বেসরকারি ব্যাঙ্ক ও বীমা কোম্পানির জাতীয়করণ নিঃসন্দেহে বৈপ্লবিক ব্যবস্থা। যেহেতু এই ব্যাঙ্ক ও কোম্পানিগুলি অংশীদারী মূলধনের ৭০ শতাংশ নিয়ন্ত্রণ করে, তাই ক্রমবর্ধিত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের হাতে এদের অর্পণ দেশের নতুন পরিচালকদের হাতে গুরুত্বপূর্ণ নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা এনে দেবে।

রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রে শ্রমজীবী জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং তৎসহ অর্থনৈতিক প্রগতিকে এগিয়ে নিয়ে যাবার ক্ষেত্রে নতুন ঋণদান ও আর্থিক নীতি একচেটিয়া পুঁজি খতম করতে ও দেশকে সমাজতান্ত্রিক উন্নয়নের পথে নিয়ে যেতে অনেক দূর কাজে লাগবে।

কৃষিজীবী জনগণ, গ্রামীণ সর্বহারা এবং ছোট ও মাঝারি ভূম্যধিকারীর দাবি মেটাতে এবং পর্তুগালের দীর্ঘ-কালীন পশ্চাৎপদতা দূর করতে কৃষি সংস্কার আর এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হবে।

গুরুতর অসন্তোষের কারণ তীব্র বেকারত্ব ও নিম্ন-মজুরির সমস্যা সমাধানের জন্য অনেক কিছু করতে হবে। মূল্যের সঙ্গে ন্যূনতম বেতনের সামঞ্জস্য আনা ও সাময়িক মূল্যস্থিতি ঘটানো অত্যন্ত জরুরী কাজ।

মার্চের বিজয়কে সংহত করতে ও বৈপ্লবিক ধারাকে এগিয়ে নিতে গেলে সমাজতান্ত্রিক সমাজের সঙ্গে অর্থ-নৈতিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক সম্পর্ক প্রসারিত করা অত্যন্ত জরুরী। এই ব্যবস্থা দেশকে বৈদেশিক মূলধনের ফাঁস থেকে মুক্ত করতে ও জনগণের কষ্টের অবসান ঘটাতে সাহায্য করবে।

মার্চের বিজয় আমাদের জনগণকে নিজ শক্তি সম্পর্কে প্রত্যয়বান করেছে, শ্রমিকশ্রেণী ও তার পার্টি পর্তুগীজ কমিউনিস্ট পার্টি বিপ্লবের চালিকাশক্তি আছে ও থাকবে।

শ্রমজীবী জনগণ ও কমিউনিস্টরা অন্যান্য গণতান্ত্রিক শক্তি এবং সামরিক বাহিনীর সদস্য ও অসামরিক সমস্ত দেশপ্রেমিকের সঙ্গে মিলে সাফল্যকে ধরে রাখার ক্ষেত্রে যথেষ্ট শক্তিশালী। তারা বোঝে যে এ এফ এম-এর সঙ্গে জনগণের মৈত্রীই বিপ্লবী ও গণতান্ত্রিক ধারা এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার শ্রেষ্ঠ পথ।

লিবসন, ২ এপ্রিল, ১৯৭৫।

বৃটেনের ছাত্র আন্দোলনে রাজনৈতিক পরিবর্তন

ডেভ কুক
গ্রেট বৃটেনের কমিউনিস্ট পার্টির কার্যনির্বাহক কমিটির সদস্য

শ্রমিকশ্রেণীর সঙ্গে পরিবর্তনশীল সম্পর্ক

গত দশ বছরে বৃটেনে উচ্চতর ও পরবর্তী শিক্ষার ক্ষেত্রে সর্বক্ষণের ছাত্রসংখ্যা দ্বিগুণিতেরও বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে। সরকারি পরিসংখ্যান অনুযায়ী ১৯৭১-এ এদের মোট সংখ্যা দাঁড়িয়েছিল ৬৭৩,৯৩৫। জাতীয় ছাত্র ইউ-নিয়নের সদস্যসংখ্যা এখন প্রায় ৬৫০,০০০। বাস্তবিক, এই সময়কালে ছাত্র সম্প্রদায় এবং তাদের গণসংগঠনগুলির রাজনৈতিক পরিবর্তনও ছাত্রসংখ্যা বৃদ্ধির মতোই তাৎপর্যপূর্ণ।

এই প্রবন্ধে এইসব সামাজিক ও রাজনৈতিক পরি-বর্তনের কারণ অনুসন্ধানের চেষ্টা এবং সেই সংক্রান্ত কিছু সমস্যা ও সম্ভাবনার বিচার বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

কেবলমাত্র ছাত্র হলেই, এবং কোনও ছাত্র ইউনিয়নের সদস্য হলেই গণসমাজের এই গুরুত্বপূর্ণ অংশ **কোনো-মতেই** একটি সামাজিক শ্রেণী গঠন করে না। ছাত্রদের এরকম অসতর্ক এবং ভ্রান্ত বিভাগ অধিকতর নির্ভুল দৃষ্টি-ভঙ্গির জন্যে (যথা, ছাত্ররা শ্রমিক, বুর্জোয়া, পেটি-বুর্জোয়া, শ্রেণীহীন একটি নতুন শ্রেণী) অবশ্যই বর্জন করতে হবে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে বৃটেনে ছাত্র সম্প্রদায়ের সামাজিক পটভূমি ছিল **আপেক্ষিকভাবে** সমধর্মী, শাসকশ্রেণী এবং তার পক্ষ্যপুটে লালিত সামাজিক স্তর থেকেই।

ছাত্রদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ শিক্ষা জগতে প্রবেশ করত। এখনও এরা ছাত্র সমাজের গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলেও ক্রম-বর্ধমান সংখ্যায় মধ্যবর্তী সম্প্রদায়ের, এবং (সংখ্যায় কিছু কম হলেও) শ্রমিকশ্রেণী থেকে ছাত্ররা বিদ্যালয় পরবর্তী শিক্ষা জগতে প্রবেশ করছে। কেন এই সামাজিক ভিত্তি প্রসারিত হল তার দুটি প্রধান কারণ আছে। প্রথম এবং সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ কারণ হল, নতুন সামাজিক স্তরগুলি থেকে ছাত্র ভর্তি না হলে সমাজের ক্রমবর্ধমান দক্ষ কারি-

---

এ বছর মার্চ মাসে পার্টির জাতীয় সংগঠক নিযুক্ত হওয়ার পূর্বে ডেভ কুক অনেক দিন পার্টির জাতীয় নির্বাচন প্রতিনিধি ছিলেন, এবং তার আগে ছিলেন জাতীয় ছাত্র সংগঠক।

গরী শ্রমিক এবং বুদ্ধিজীবী কর্মচারীর চাহিদা মেটানো সম্ভব হত না। দ্বিতীয়ত, শ্রমিক দল ও কমিউনিস্ট পার্টি এবং শিক্ষিত জনমতের রাজনৈতিক চাপে ব্যাধ্যতামূলকভাবে শিক্ষার তাৎপর্যপূর্ণ প্রসার ঘটাতে হয়েছে—যদিও নতুন কাঠামোতেও সামাজিক বাছ-বিচারের নতুন নতুন পদ্ধতি বজায় রাখা হয়েছে।

অবশ্য, শ্রমিকশ্রেণী থেকে আসা ছাত্রদের কার্যত বহু উচ্চ সম্মানিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে প্রবেশাধিকার থেকে বঞ্চিত করে রাখা হয়েছে, যেমন অক্সফোর্ড এবং কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়গুলি থেকে। কিছুটা পরিমাণে তাদের অ-বৃত্তিমূলক শিক্ষা থেকেও দূরে রাখা হয়েছে। তাছাড়া, যদিও শ্রমিকশ্রেণী থেকে এখন বহু সংখ্যক ছাত্রই কলেজে যায়, ছাত্রসংখ্যার সামগ্রিক বৃদ্ধির তুলনায় এদের সংখ্যা বৃদ্ধি কিন্তু যথেষ্ট পরিমাণে শ্লথগতি।

সামাজিক ভিত্তির পরিবর্তন অপেক্ষা বিশালসংখ্যক ছাত্রের সামাজিক **লক্ষ্যের** পরিবর্তন অনেক বেশি দৃষ্টিগ্রাহ্য। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্ববর্তী কালে ডিগ্রীধারীদের জন্য উচ্চ আয় ও সামাজিক মর্যাদা নির্দিষ্ট ছিল। এখন এর সম্পূর্ণ বিপরীত চিত্র দেখতে পাওয়া যাবে। ডিগ্রীধারী ছাত্রদের গরিষ্ঠ অংশ এখন এমন সব পদে নিযুক্ত হয় যেগুলিকে আর "সুবিধাভোগী" বলে গণ্য করা যায় না : যথা, শিক্ষক, বৈজ্ঞানিক কাজকর্ম, প্রশাসন, ব্যবসায় ও সরকারি চাকরি, সিভিল সার্ভিস, সমাজসেবা প্রতিষ্ঠান ও সংবাদপত্র। এই পেশাগুলিকে সহজ কথায় "মধ্য বর্গীয়" শ্রেণীভুক্ত করা যেতে পারে। যে লক্ষণীয় পরিবর্তন হয়েছে তা ঠিক কর্ম তালিকাটির নয়। প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তী সময়ে এই তালিকারই যে কোনো একটি পেশা ছাত্রদের কর্ম সংস্থানের মূল্য নিরূপণে বিশেষ মর্যাদা পেত। কিন্তু এখন ধনতান্ত্রিক বৃটেনের রাষ্ট্রীয় একচেটিয়া পুঁজির অধীনে এই পদগুলিরই **ভূমিকা ও চরিত্রের** উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হয়েছে। একচেটিয়া রাষ্ট্রীয় পুঁজি এখন ত্রিশের দশকের মতন আপেক্ষিকভাবে ক্ষুদ্র একটি পেশাদার অভিজাত গোষ্ঠীর স্থলে, শত-সহস্র শ্রমশক্তির নিয়োগকর্তা। এই শ্রমজীবী বাহিনীর স্বার্থ ক্রমবর্ধমানভাবে শিল্প শ্রমিকশ্রেণীর স্বার্থের অনুরূপ হয়ে উঠেছে।

এই সামাজিক লক্ষ্যের পরিবর্তন কলেজগুলিতে এখন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করছে। এইসব কর্মে চাকরি প্রত্যাশী ছাত্ররা জনসাধারণের মধ্যবর্তী স্তরের অংশগুলির বিরুদ্ধে আঘাতের প্রতিক্রিয়াস্বরূপ ট্রেড ইউনিয়ন সচেতন রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি অনুভব করে থাকে। যদিও এই অনুভূতি খানিকটা গা-ছাড়া ধরনের।

ঐতিহ্যগতভাবে এই কর্মচারীরা নিজেদের "মধ্যবর্তী-শ্রেণী" রূপে গণ্য করে এবং সেই হিসেবেই তারা পরিচিত। স্পষ্টতই, কাজের প্রতি এদের দৃষ্টিভঙ্গি, এদের অভিজ্ঞতা ও সংগঠনগুলি শিল্প শ্রমিকদের থেকে তাৎপর্যপূর্ণভাবে ভিন্ন হয়। তা হলেও, এই বিরাট সংখ্যক বেতনভোগীদের মধ্যে শিল্প শ্রমিকদের নিকটতম মিত্র হওয়ার সম্ভাবনা বিদ্যমান, এটা অবশ্যই স্বীকার করতে হবে।

যেহেতু উৎপাদন পদ্ধতিতে কোনো ভূমিকা গ্রহণ করে না এবং প্রকৃত অর্থেই একটি রূপান্তরকালীন অবস্থায় রয়েছে, সেই কারণে ছাত্ররা সমাজে গোষ্ঠী হিসেবে শ্রমিকশ্রেণীর অংশ হতে পারে না। বাস্তবিক যা সত্য তা হল শিক্ষা শেষে চরিত্র ও সংকল্পের পরিবর্তন ছাত্রদের গোষ্ঠীবদ্ধভাবে সমাজের সেই অংশের সঙ্গে যুক্ত করে, যেটি একচেটিয়া শক্তির স্বার্থের বিরুদ্ধে দাঁড়ায়—যথা শ্রমিকশ্রেণী ও তার মিত্র শক্তিগুলি।

একথা অবশ্য ভোলা চলবে না যে যদিও উচ্চতর ও পরবর্তী শিক্ষা ক্রমবর্ধমান হারে যাদের গড়ে তুলছে তারা সাধারণভাবে শ্রমিকশ্রেণীর নিকটতর হয়, কিন্তু এই শিক্ষাই আবার তাদেরও সৃষ্টি করে যারা বৃহৎ ব্যবসায়ের আমলা এবং একচেটিয়া রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদের সর্বোচ্চ স্তরের কর্মী নিযুক্ত হবে—যারা প্রকৃতপক্ষে শ্রমিকশ্রেণীর মারাত্মক শত্রু হয়ে উঠবে। স্পষ্টতই ছাত্ররা একটি সম-প্রকৃতি বিশিষ্ট গোষ্ঠী নয়। এদের মধ্যে সামাজিক ও রাজনৈতিক পার্থক্য বিচারের দ্বারা এদের কুল সঞ্জাত পরস্পর বিরুদ্ধতা এবং পাশাপাশি একই সঙ্গে একটি গোষ্ঠী হিসেবে সমষ্টিগত সংকল্প প্রকাশ পায়। যাই হোক, যে প্রবণতাটি প্রবল সেটি হল গরিষ্ঠ সংখ্যক ছাত্রের স্বার্থকে ক্রমশ শ্রমিকশ্রেণীর স্বার্থের সঙ্গে এক করে দেখা।

ছাত্রদের উপর আক্রমণ

তাছাড়া বর্তমান সংকটের দায়-দায়িত্ব সামগ্রিকভাবে শ্রমজীবী জনগণের উপর চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টার অংশরূপে একের পর এক টোরি এবং শ্রমিক দলের সরকারগুলি ছাত্র জনতার বিরুদ্ধে যে আক্রমণ করেছে তার আঘাতও ছাত্ররা অধিকতর প্রত্যক্ষভাবে অনুভব করে থাকে। এই আক্রমণ অর্থনৈতিক আকার নিয়েছে, যেমন যখন পড়ার খরচ এবং ছাত্র বেতন বিপুলভাবে বেড়েছে তখন ছাত্রবৃত্তিগুলি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। ছাত্র ইউনিয়নগুলি যে উচ্চমানের স্বায়ত্তশাসন অধিকার ভোগ করে, ১৯৭১-৭২-এ রক্ষণশীল দলের সরকার যখন সেগুলি অপহরণ করতে চাইল এই আক্রমণ তখন অগণতান্ত্রিক রূপ নিয়েছিল। সংবাদপত্রের একটি অংশ যখন ছাত্রদের রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপের জন্য নিন্দাবাদ করে তখন আক্রমণের প্রকৃতি হয় মতাদর্শমূলক।

গোষ্ঠীবদ্ধভাবে ছাত্রদের বিরুদ্ধে এই আক্রমণ গত কয়েক বছরে বেড়েছে। জাতীয় স্তরে ও স্থানীয় ভিত্তিতে ১৯৭৩-৭৪-এর ১৮ মাসব্যাপী ছাত্রবৃত্তির দাবিতে আন্দোলনের প্রতিবাদের মধ্য দিয়ে ছাত্র আন্দোলনের ঐক্য শক্তিশালী হয়েছে। তাদের প্রতিক্রিয়া বিগত টোরি সরকারের আক্রমণের বিরুদ্ধে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের আরও প্রবল শক্তিশালী আত্মরক্ষার সংগ্রামের তুল্য হয়ে উঠছে।

১৯৭৪-এর অক্টোবরে যে শিক্ষাবর্ষ আরম্ভ হয় তখন থেকে ছাত্রদের বিরুদ্ধে আক্রমণের এক গুণগতভাবে নতুন পদ্ধতি দেখা যায়। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ তথা বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদ সংকটের আবর্তে এমনভাবে জড়িয়ে পড়ে যে শ্রমিক সরকারের দক্ষিণপন্থী নেতৃবৃন্দ শিক্ষাখাতে ব্যয়ের পরিমাণ বিপুলভাবে ছাঁটাই করতে বাধ্য হয় এমন কি কোনও কোনও বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যরাও তাঁদের প্রতিষ্ঠানের আসন্ন দেউলিয়া অবস্থার কথা বলতে থাকেন।

এইরূপে ছাত্র ও শ্রমিকশ্রেণীর সঙ্গে ছাত্রদের সম্পর্ক প্রধানত দুটি ধারায় রূপান্তরিত হয়েছে। প্রথমত, তাদের সামাজিক বিন্যাসের পরিবর্তন, এবং শিক্ষান্তের গন্তব্যস্থলে তারা এমন ধরনের চাকরির সঙ্গে যুক্ত হয়, যেখানে

তাদের ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠন ও জঙ্গী আন্দোলন গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। দ্বিতীয়ত, সরকারি নীতির নিষ্পেষণের অভিজ্ঞতা থেকে ছাত্র আন্দোলন এবং শ্রমিকশ্রেণীর সংগঠনগুলির যে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয় তা এক সাধারণ শত্রুর বিরুদ্ধে উভয়ের মৈত্রী সম্পর্ক গড়ে তোলে।

এই পরিবর্তন অবস্থানগত সম্পর্কের থেকেও বেশি। বামপন্থী জঙ্গী মানসিকতা বৃদ্ধি পাওয়ায় শ্রমিকশ্রেণীর গণ-সংগঠনগুলির নিজস্ব পরিবর্তনও ঘটেছে। এর অর্থ ছাত্রদের উপর শ্রমিকশ্রেণীর সংগঠনগুলির রাজনৈতিক প্রভাবও এখন যথাযথভাবেই ষাটের দশকের প্রবল দক্ষিণপন্থী মানসিকতা অপেক্ষা অনেক বেশি।

একচেটিয়া পুঁজিবাদে শিক্ষার স্থান

বিদ্যালয়োত্তর শিক্ষায় শাসকশ্রেণীর কি প্রয়োজন এবং অপরপক্ষে অধিকাংশ ছাত্র কি চায় এই দুইয়ের দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়েই ছাত্র সম্প্রদায়ের বিভিন্ন অংশের উপর আরও রাজনীতি প্রবণতার প্রভাবগুলি সৃষ্টি হয়। বৃহৎ একচেটিয়া পুঁজি এবং রাষ্ট্র শিক্ষা ব্যবস্থার অবিরাম পুনর্গঠন চায়, যাতে এর ফলে তাদের দক্ষ কর্মচারীর চাহিদা সহজে পূরণ হতে পারে। সেই মতো অবশ্য সব সময়ে হয় নি। অক্সফোর্ড ও কেম্ব্রিজের প্রবল প্রাধান্যযুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় স্তরের শিক্ষার পুরাতন অভিজাত প্রথার মূল কাজ ছিল শাসকশ্রেণীর পুত্রদের এবং অনেক পরে কন্যাদের প্রশিক্ষণ দেওয়া এবং সাংস্কৃতিক ভূষণে মার্জিত করে তোলা।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে অবশ্য এই ধরনের শিক্ষার সঙ্গে ধনতন্ত্রের কারিগরী এবং বৈজ্ঞানিক যোগ্যতা সম্পন্ন কর্মচারীর চাহিদার বিরোধ ক্রমেই বেশি করে দেখা দিল। এই বিরোধের মীমাংসার উদ্দেশ্যে শিক্ষা কার্যক্রমে একাধিক ঐতিহাসিক "পুনর্গঠন" ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় এবং এটা বহুলাংশে সাফল্যমণ্ডিত হয়।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর থেকে বিদ্যালয়োত্তর শিক্ষার ক্ষেত্রে রাষ্ট্র অধিকতর কার্যকর ভূমিকা গ্রহণ করেছে। ১৯৪৩-এ বৃত্তি পর্ষতের সভাপতি বলেন : "ভবিষ্যতে শিল্পশ্রমিক এবং বাণিজ্যিক কর্মচারীদের উপর আমাদের আরও বেশি নির্ভর করার প্রয়োজন দেখা দেবে। দেশকে যদি (শিক্ষার) একটি জাতীয় ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হয় এবং ভবিষ্যতের প্রয়োজনের উপযোগী শিক্ষণপ্রাপ্ত ও জ্ঞানসম্পন্ন কর্মচারী তৈরি করতে হয় তাহলে শিল্প-বাণিজ্য ও শিক্ষা-ব্যবস্থার মধ্যে যথেষ্ট বেশি সহযোগিতা অপরিহার্য"। তথাপি, উচ্চতর শিক্ষা প্রসারে হাত পড়ল মাত্র ষাটের দশকে, ১৯৬৩-এ রবিনস রিপোর্টের দ্বারা এর আনুষ্ঠানিক অনুমোদন হল।

এই শিক্ষা প্রসার কার্যক্রমের একটি তাৎপর্যপূর্ণ বৈশিষ্ট্য এবং বিদ্যালয়োত্তর শিক্ষার সকল অংশে রাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ ভূমিকা গ্রহণ করার যে প্রবণতা দেখা দিচ্ছে তা হল প্রশাসন এবং নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে ক্ষমতা কেন্দ্রীকরণের ঝোঁক। এই শক্তির কেন্দ্রীকরণ ঐগুলির অগণতান্ত্রিক চরিত্র প্রকাশ করে—বাস্তবিক এতে পরিমাণে সামগ্রিকভাবে সমাজের মধ্যের ক্ষমতার বিভাগ প্রতিবিম্বিত হয়। এই সমস্ত পরিস্থিতির বিরোধিতা এবং যেভাবে বৃহৎ ব্যবসায়-স্বার্থ ঐগুলিকে ব্যবহার করতে পেরেছে সময়ে সময়ে তা বিস্ফোরক সমস্যারূপে দেখা দিয়েছিল—কলেজ স্তরে তীব্র স্থানীয় সংগ্রামের ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছিল।

আমরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, বিশেষত গবেষণা স্তরের, এবং শিল্প সংস্থার মধ্যে ক্রমবর্দ্ধমান যোগসূত্রের উল্লেখ করেছি। রাষ্ট্র এবং বৃহৎ একচেটিয়া পুঁজি—বর্তমানকালে এই দুটি আরও বেশি গাঁটছড়া বেঁধেছে—উভয়ের উৎপাদন প্রক্রিয়ার সম্প্রসারণ, এবং আমরা দেখব, একই সঙ্গে সমাজ-ব্যবস্থার সুপ্রতিষ্ঠার জন্য একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র হিসেবে বিদ্যালয়োত্তর শিক্ষার উপর তাদের প্রভাব ও নিয়ন্ত্রণ বৃদ্ধি করতে অবিরাম সচেষ্ট থাকছে।

পরিচালক সমিতিগুলিতে প্রতিনিধিত্ব এবং গবেষণা-কার্যে অর্থ বিনিয়োগের দ্বারা বৃহৎ ব্যবসায় বারংবার উচ্চতর এবং পরবর্তী শিক্ষার পুনর্গঠনের জন্য চাপ সৃষ্টি করতে থাকে, যাতে এগুলি আরও ঘনিষ্ঠভাবে একচেটিয়া পুঁজি ও সরকারের প্রয়োজনের অনুরূপ হয় এবং শিক্ষার বিষয় ও সংগঠনের উপর তাদের নিয়ন্ত্রণ বাড়ে। এই চাপ ছাত্র, শিক্ষকমণ্ডলীর গরিষ্ঠ অংশ, এবং শ্রমিকশ্রেণীর স্বার্থের পুরোপুরি বিরুদ্ধাচরণ করে, এবং স্বভাবতই প্রতি পদক্ষেপে বাধা পায়।

শিক্ষা ও মতাদর্শ

ধনতান্ত্রিক সমাজে শিক্ষা অপর একটি উদ্দেশ্যও সিদ্ধ করে থাকে। ছাত্রদের চিন্তা এবং ক্রিয়াকলাপের কারণগুলি সঠিকভাবে খুঁজে বের করতে হলে সেটিও পরীক্ষা করে দেখতে হবে। ক্রমাগত বেশি জটিল স্তরে বুটেনের উচ্চ দক্ষতাসম্পন্ন কর্মচারীর চাহিদার পূরণ তো হতেই হবে, অধিকন্তু, প্রত্যেকটি প্রজন্ম অবশ্যই জানবে এই ব্যবস্থায় তার স্থান কোথায়। অন্য কথায় স্থিতাবস্থাকে গ্রহণযোগ্য করে তুলতে শাসকশ্রেণীর জন্য শিক্ষাব্যবস্থা এক অতীব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে।

যদিও পুলিস, বিচার বিভাগ, সেনাবাহিনী প্রভৃতি রাষ্ট্রের দমন-পীড়ন ক্ষমতাগুলি প্রয়োগ করা হয়, কিন্তু বেশিরভাগ সময়েই সাধারণভাবে ব্যবস্থাটির বাস্তব প্রকৃতি গোপন রেখে ঐতিহ্য, দেশাচার ও স্বীকৃত মানানুগ বৈধতা আরোপ করে জনসাধারণের ধ্যান-ধারণায় অতি সূক্ষ্মভাবে পরিব্যাপ্ত "বৃটিশ জীবন প্রণালীর" প্রচলিত মতাদর্শকে কাজে লাগিয়েই একে গ্রহণযোগ্য করা হয়। এই মতাদর্শগত ভাবধারাগুলি মনে গেঁথে দিতে শিক্ষা একটি কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করে—প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তর অপেক্ষা উচ্চতর ও পরবর্তী শিক্ষার ভূমিকা এ বিষয়ে কিছুমাত্র কম নয়।

পাঠ্য বিষয় কতখানি "বৃত্তিমূলক" অথবা বিজ্ঞান কতটা "নিরপেক্ষ", অথবা "গজদন্ত মিনার" কতখানি সুগঠিত, তাতে কিছু এসে যায় না। কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয় স্তরের শিক্ষার মৌল লক্ষ্য সমাজের প্রাধান্যকারীশ্রেণীর মূল্যবোধের দ্বারা পরিপূর্ণ।

ধনতান্ত্রিক বুটেনের গভীরে সুপ্ত শ্রেণীসংগ্রাম জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই সোচ্চার—তা সে সাংস্কৃতিক, মতাদর্শ, দর্শন অথবা বিজ্ঞান, যে-কোনো ক্ষেত্রেই হোক না কেন। শিক্ষা-ব্যবস্থার একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হল শাসকশ্রেণীর মতাদর্শগত শক্তিকে ছড়িয়ে দেওয়া—কাজেই শিক্ষার ক্ষেত্রে শ্রেণীসংগ্রাম মতাদর্শের ক্ষেত্রে তীব্র হয়ে ওঠে।

সমাজের "বুদ্ধিজীবীরাই" এই মতাদর্শগত সংঘাতের একচেটিয়া ঠিকাদার, এবং শ্রমিকশ্রেণীর ভূমিকা হল

"অর্থনৈতিক" লড়াই করা, এরকম চিন্তা আমর বৃটেনের কমিউনিস্টরা প্রত্যাখ্যান করি। শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে কমিউনিস্ট পার্টির মূল সংগ্রাম হল ট্রেড ইউনিয়ন জঙ্গীপনাই যথেষ্ট নয় একথা বোঝানো—জঙ্গী আন্দোলনের মধ্য দিয়ে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বিশ্বাস গড়ে তোলা।

বহুসংখ্যক ছাত্রই কলেজে তাদের আশা এবং বাস্তব অভিজ্ঞতার মধ্যে বিস্তর ফারাক প্রত্যক্ষ করে। তাদের বিশাল গরিষ্ঠ অংশের ওপর বিচ্ছিন্ন, সম্পর্কবিহীন বিরাট পাঠ্যসূচীর বোঝা চাপিয়ে দেওয়া হয়। এর মধ্যে কতগুলি বিষয় হল ধনতন্ত্র ও নয়া-উপনিবেশবাদের পক্ষে নির্ভেজাল ওকালতি, অপর কতগুলিতে থাকে "সব মতবাদই বিচার করে দেখা যাক" ধরনের সতত পরিবর্তনীয় চিন্তাবিলাস। প্রায় সর্বত্রই মুক্ত বিতর্ক ও সমালোচনাত্মক চিন্তার আকাঙ্ক্ষা, বিশ্বকে বোঝার একটি সুযোগলাভের আশা এবং ক্লান্তিকর, প্রায়শই অপ্রাসঙ্গিক মুখস্থ বিদ্যার বাস্তব অভিজ্ঞতার মধ্যে বিস্তর ব্যবধান রয়েছে। শাখা ও বিভাগগুলিতে একটি প্রভুত্বময় "বক্তা এবং শ্রোতার" সম্পর্ক বিদ্যমান ; আর মাথার ওপর রয়েছে মেধা-বিচারের অন্যায় ও অযোগ্য প্রথার বিভীষিকা।

কোনোও না কোনোও সময়ে প্রত্যেক ছাত্রকেই বিভিন্ন পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয়। এগুলিই জীবনের গড়ন নির্ধারণ করে, কখনও বা তাকে ধ্বংস করে। এগুলিই কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণ সংগঠনের মুখ্য বৈশিষ্ট্য। কীভাবে মেধার বিচার করে, এবং আদৌ মেধা বিচার করা হবে কিনা এসব জটিল প্রশ্নের সহজ কোনোও উত্তর নেই—তবে পরীক্ষা-নির্ভর শিক্ষাব্যবস্থা থেকে যে বিষয়সূচী ও পঠন রীতির বিকৃতির উদ্ভব হয়—প্রগতিশীল শিক্ষা-জগৎ ও ছাত্র-জনমত প্রায় একবাক্যে তার নিন্দা করেছে।

কলেজে ভর্তি হওয়ার পর আকাঙ্ক্ষা ও বাস্তবের বিরোধই শুধু নয়, বহু ছাত্র অর্জিত বিদ্যা প্রয়োগ বিষয়ে ভিন্ন মানের আদর্শবাদের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়। চূড়ান্ত পরীক্ষা যখন এগিয়ে আসে বিষয় নির্বিশেষে তাদের সামনে এই বিরোধটি মাথা তুলে দাঁড়ায় : তাদের যোগ্যতার যৌক্তিক ও সৃষ্টিশীল ব্যবহারের পরিবর্তে একচেটিয়া পুঁজিবাদ প্রায় সর্বদাই তাদের যোগ্যতার বিকৃতি ঘটায় এবং অসদুদ্দেশ্যে নিয়োজিত করে।

বিদ্যালয়োত্তর শিক্ষাকে আরও বেশি কার্যকরভাবে সমাজের প্রভুত্বশালী শ্রেণীর স্বার্থানুগ করার উদ্দেশ্যে এই দুই ব্যবস্থা—একটি শিক্ষা কাঠামো ও অপরটি মতাদর্শের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট—বহু ছাত্রের অধিকতর সামাজিক সুসংগতিমুখিন শিক্ষার (যে শিক্ষা সংকটের প্রকৃত সত্তা সম্পর্কে সমালোচনামূলক অবস্থান গ্রহণ করে) আকাঙ্ক্ষার বৈরী। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বৃহৎ ব্যবসায়ের হস্তক্ষেপ, বিভাগগুলির গণতন্ত্র ও মেধা যাচাইয়ের প্রকৃতি প্রভৃতি প্রশ্নে সম্প্রতি কালের গুরুত্বপূর্ণ গণসংগ্রামগুলি অন্তঃপ্রবাহী ছাত্র-বিক্ষোভের ইঙ্গিত দেয়। উপরোক্ত দ্বন্দ্বগুলি থেকে এই বিক্ষোভের জন্ম এবং এগুলো বিস্ফোরক হয়ে উঠতে পারে।

অনেকগুলি অনুষদে "বিকল্প" পাঠচক্র গড়ে উঠেছে। এবং শিক্ষকমণ্ডলীর তরুণ অংশ ক্রমেই বেশি সংখ্যায় এই উদ্যোগের সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে। যদিও এ পর্যন্ত এগুলি ছাত্রদের একটি সংখ্যালঘু অংশকেই আকৃষ্ট করেছে। কিন্তু কমিউনিস্ট পার্টির দ্বারা পরিচালিত পর পর ছ-বছর বার্ষিক "লন্ডন কমিউনিস্ট বিশ্ববিদ্যালয়" পরিচালনার সাফল্য, এবং ১৯৭৪-এ ছ-শতেরও বেশি ছাত্রকে নয় দিন ধরে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুশীলনকে তাদের পাঠ্য বিষয়ে প্রয়োগ করায় অনুপ্রাণিত করতে পারা থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে এই ধরনের কর্মসূচী কত বেশি সম্ভাবনাপূর্ণ।

এরূপ উদ্দীপনা থেকে কতকগুলো উগ্র বামপন্থী ভ্রান্ত যুক্তি দেয়, ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রের অধীনে ধনতান্ত্রিক বিশ্ববিদ্যালয় এবং কলেজে "মুক্ত অনুষদ" স্থাপন করা যেতে পারে। এরূপ কল্পলোকের স্বপ্নভিত্তিক "প্রতিশিক্ষণ" প্রকল্পগুলিকে ষাটের দশকে এগুলি ধনতান্ত্রিক দুনিয়ায় সর্বত্র গজিয়ে উঠেছিল, তাদের খুব শীঘ্রই পাততাড়ি গোটাতে হয়েছিল—উদাহরণস্বরূপ জার্মানিতে "সমালোচনাত্মক বিশ্ববিদ্যালয়", প্যারীতে "গ্রীষ্মকালীন বিশ্ববিদ্যালয়", এবং বৃটেনের "মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়"গুলির উল্লেখ করা যেতে পারে। এই সব ব্যর্থতা বেশির ভাগই অনিবার্য ছিল কারণ ছাত্ররাই বিপ্লবের অগ্রবাহিনী এই ভ্রান্ত ধারণার উপর এগুলির প্রতিষ্ঠা হয়েছিল, ক্রমবর্ধমান সংখ্যায় ছাত্ররা তাদের পাঠ্য বিষয়ের স্তরেই বুর্জোয়া আদর্শবাদের মোকাবিলা করতে চেষ্টা করছে এই সত্যকে নগণ্য করে না। বিকল্প আলোচনাচক্র ও প্রগতিবাদী শিক্ষার্থী গোষ্ঠীগুলি, যেগুলির অংশগ্রহণকারীরা জটিলতাসহ শিক্ষার অসঙ্গতি কবুল করতে আরম্ভ করেছে, এখন পরিণত হয়ে উঠছে।

এই সকল রাজনৈতিক প্রভাবে কোনো ব্যাখ্যাই শ্রমিক দল সম্পর্কে সমাজতান্ত্রিক মনোভাবাপন্ন বহু ছাত্রের গভীর মোহমুক্তির ফলাফল অগ্রাহ্য করতে পারে না। ছাত্র রাজনীতির প্রতিটি স্তরে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে শ্রমিক দলের সাংগঠনিক ও রাজনৈতিক দুর্বলতা প্রমাণ করে সংশোধনবাদের প্রতি শ্রমিক দলের নেতৃবৃন্দের স্থায়ী আস্থা কতখানি প্রকাশ হয়ে পড়েছে।

সাম্রাজ্যবাদের সংকট

শিক্ষা ব্যবস্থায় এই সব প্রতিক্রিয়া ঘটেছে সাম্রাজ্যবাদের ঘনীভূত সংকটের পটভূমিতে, যে সংকট সমাজের অন্য সমস্ত শ্রেণীর মতোই ছাত্র জনতার মধ্যেও ধারাবাহিক বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে। ভিয়েতনামী জনগণের বীরোচিত সংগ্রাম বিশেষরূপে গভীর প্রভাব সৃষ্টি করেছিল।

এই প্রথম তরুণেরা জাতীয় মুক্তি সংগ্রামকে কেবল শান্তির শর্তে উদাহরণস্বরূপ "ক্ষেপণাস্ত্র" সংকটের সময়েও যে প্রবণতা দেখা গিয়েছিল, কিংবা শুধুমাত্র সাম্রাজ্যবাদের বর্বরতার সরল শর্তে (যদিও মাই লাইয়ে বেপরোয়া হত্যাকাণ্ডের মতো নৃশংসতার প্রতি বিরাগের অভিজ্ঞতাকে খাটো করে দেখা উচিত হবে না) বিচার না করে জাতীয় মুক্তি ফ্রন্ট এবং মুক্তি ফ্রন্টের বিজয় যা কিছু চিহ্নিত করে তার প্রতি সমর্থন জানানোর প্রয়োজন অনুভব করে। এই মুক্তি যুদ্ধ স্পষ্টতই দেখিয়ে দিয়েছে বৃহত্তম সাম্রাজ্যবাদী শক্তিকেও পরাভূত করা এবং পিছু হঠতে বাধ্য করা সম্ভব। প্রশ্নাতীতভাবে এর ফলে বিরাট সংখ্যক ছাত্রের আন্তর্জাতিক দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনের সহায়ক হয়েছিল। সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ার প্রতি যদি এখন পর্যন্ত না হলেও, সাম্রাজ্যবাদ ও তৃতীয় বিশ্ব সম্পর্কে এই পরিবর্তিত দৃষ্টিভঙ্গি সুস্পষ্ট। চিলি ও দক্ষিণ আফ্রিকার মুক্তি সংগ্রামের সপক্ষে ক্রমবর্ধমান সংহতি আন্দোলন এই আন্তর্জাতিক মানসিকতাকে শক্তিশালী করছে।

ছাত্র জীবনে যে অনুপম বৈশিষ্ট্যগুলি এই সব রাজ-

নৈতিক সংকটের প্রভাবকে অতিরঞ্জিত বা বিকৃত করতে পারে সেগুলি চিহ্নিত করা প্রয়োজন। যেহেতু সামাজিক আন্দোলনে তারা জনতার একটি অংশ কিন্তু একটি ভিন্ন সামাজিক শ্রেণী নয় সেই কারণে সমাজ কাঠামোয়, সংহততর অপরাপর অংশ অপেক্ষা ছাত্রদের চেতনায় অনেক বেশি বৈচিত্র্যপূর্ণ সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক চাপ এবং প্রভাব পড়ে। যে একটি ক্ষেত্রে তাদের চেতনা অত্যন্ত দুর্বল সেটি হল শ্রমিকশ্রেণীর অভিজ্ঞতা।

যেহেতু ছাত্ররা প্রত্যক্ষ উৎপাদন প্রক্রিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন, তাদের জীবনের বেগ ও ছন্দ নির্ধারিত হয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং তার চাহিদার দ্বারা। যদিও বিভিন্ন কলেজ ও বিষয়সূচী অনুযায়ী বিরাট পার্থক্য ঘটে, সাধারণভাবে শ্রমিকদের থেকে ছাত্রদের অনেক বেশি "স্বচ্ছন্দতর" সময় নির্দিষ্ট আছে। তাদের উপর আরোপিত নিয়ম-শৃংখলাও অনেক কম।

সর্বোপরি ছাত্ররা তরুণ। ধনতান্ত্রিক সমাজের অন্য কোথাও তরুণ-তরুণীদের এরূপ একইভাবে স্বাতন্ত্র্যযুক্ত ও গোষ্ঠীবদ্ধ করা হয় না। কেবল মাত্র তরুণ শ্রমিকদের জন্য নির্দিষ্ট কোনো কারখানা নেই, তথাপি শিক্ষার প্রসার ক্রমবর্ধমানভাবে অধিক সংখ্যক ছাত্রকে জনগণের অবশিষ্ট অংশ হতে বিচ্ছিন্ন আপেক্ষিক সুসংগত সম্প্রদায়ে কেন্দ্রীভূত করে। এই বিচ্ছিন্নতা তাদের এমন এক "জীবন প্রণালী", নৈতিকতা ও রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি অবলম্বন করতে অনুপ্রাণিত করতে পারে যা মাতা-পিতা ও সমাজ পটভূমির আকাঙ্ক্ষিত ভব্যতা থেকে স্বতন্ত্র।

কিন্তু, এই সকল "ছাত্র অস্তিত্বের অদ্বিতীয় বৈশিষ্ট্যগুলির" পরস্পর বিরোধী পরিণাম হতে পারে। একদিকে, এগুলি আগেকার সীমাবদ্ধ ধ্যান-ধারণা দূর করে ও নতুন রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি অবলম্বনে মনস্তত্ত্বিক বাধাহীন বিশাল উদ্দীপনা সৃষ্টি করে এবং অন্যরা যে সিদ্ধান্তে পেঁছাতে দীর্ঘতর সময় নেয় তারা সেই সিদ্ধান্ত নিতে পারে দ্রুত ক্রমবৃদ্ধি গতিতে। অন্যদিকে, এইগুলি হঠকারিতা, আভিজাতিক ঔদ্ধত্য, এবং ভয়ানক বিপৎসংকুল নৈরাজ্যবাদ ও উগ্র বামপন্থার দিকে ঠেলে দিতে পারে।

এ তাবৎ ছাত্রদের জমায়েতে আমরা কখনও কখনও বিপ্লবের প্রকৃতি সম্বন্ধে কোনো তাত্ত্বিক সিদ্ধান্ত গড়ে ওঠার আগেই বিপ্লবের স্লোগানগুলি অত্যুৎসাহী ও স্বতঃস্ফূর্তভাবে অভিনন্দিত হতে দেখেছি। আমরা সংগ্রাম সম্পর্কে অতিশয় আরোপিত বিজ্ঞজনোচিত দৃষ্টিভঙ্গি দেখেছি, যার অস্তিত্ব কেবলমাত্র চিন্তার জগতে। বৈপ্লবিক "শুদ্ধতা" থেকে জন্ম নেয় এমন এক অন্ধ-ভক্তিবাদও আমরা প্রত্যক্ষ করেছি। কখনও কখনও শ্রেণী দৃষ্টিভঙ্গি বর্জিত এক সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী চেতনা বেড়ে উঠতে দেখেছি, যার উদাহরণ ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে সোভিয়েত ইউনিয়নের ভূমিকাকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করা, এবং বর্তমানে জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের সমর্থনে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির অবদানকে খাটো করে দেখা। সব থেকে বেশি আমরা যা দেখতে পাই তা হল শ্রমিকশ্রেণীর সংগঠনগুলি সম্পর্কে তাচ্ছিল্য।

ছাত্র আন্দোলন

গত এক দশকে বৃটেনের ছাত্র জনতা সামাজিক পরিবর্তন এবং রাজনৈতিক ও মতাদর্শগত চাপে পিষ্ট হয়েছে। এই প্রবন্ধের প্রথম অংশে এতক্ষণ আমরা এ বিষয়ে আলোচনা করেছি। এই চাপ সব ছাত্রের ক্ষেত্রে সমান হয় নি। কখনও কখনও ভিন্ন ভিন্ন অংশে এর প্রতিক্রিয়াও সম্পূর্ণ ভিন্ন হয়েছে। অধিকন্তু, ক্ষুরধার অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সংকট সমাজের সকল অংশকে বাম-দক্ষিণ শক্তি সমাবেশের দিকে ঠেলে দেয়, ছাত্ররাও এর ব্যতিক্রম নয়। এখনও পর্যন্ত অধিক সংখ্যক ছাত্রেরই সামাজিক পটভূমি হল সেইগুলি—যেগুলি এই শক্তি সমাবেশে শ্রমিকশ্রেণীর বিরুদ্ধে তৎপর হওয়াই স্বাভাবিক। সম্প্রতি ছাত্রদের মধ্যে দক্ষিণপন্থী রাজনীতির প্রভাব বৃদ্ধি পেয়ে থাকতে পারে ধরে নিয়েও দেখা যায় সাম্প্রতিক বছরগুলিতে, বিশেষ করে গত বছরে যখন সংকটের পরিণতিস্বরূপ শক্তি-শিবির বিন্যাস প্রখরতম হয়েছিল তখন কলেজে ছাত্রদের নিজস্ব দাবি-দাওয়ার প্রশ্নে এবং, সেই সঙ্গে শ্রমিকশ্রেণীর সংহতিতে জঙ্গী যৌথ কার্যক্রম গ্রহণ করার সপক্ষে বহু ছাত্রকেই সংগঠিত করা গিয়েছিল। এতক্ষণ পর্যন্ত যে রাজনৈতিক চাপের কথা বলা হয়েছে এইখানেই তার প্রকৃত তাৎপর্য নিহিত। এগুলি ছাত্র আন্দোলনের পরিবেশ গড়ে তুলেছে, এবং এই পরিবেশে জাতীয় ছাত্র ইউনিয়নের চারিত্রিক রূপান্তর ঘটেছে।

১৯৪৮ থেকে ১৯৭০ পর্যন্ত জাতীয় ছাত্র ইউনিয়নের একটি দক্ষিণপন্থী ব্যক্তিগত উন্নতিকামী নেতৃত্ব ছিল। "রাজনীতি করা চলবে না" নিয়মের দ্বারা জাতীয় সম্মেলনগুলিকে রাজনৈতিক আলোচনা নিষিদ্ধ করে রাখা হয়েছিল, আর এর আন্তর্জাতিক অবস্থান ছিল সি আই-এ অর্থপুষ্ট বিভিন্ন ছাত্র ফ্রন্ট ও মার্কিনী ঠাণ্ডা যুদ্ধের নীতিগুলির দ্বারা আষ্টে-পৃষ্ঠে বাঁধা।

জাতীয় ছাত্র ইউনিয়ন ছিল "আন্তর্জাতিক ছাত্র সম্মেলন" অনুমোদিত। এই সংস্থাটির স্পষ্ট উদ্দেশ্য ছিল আন্তর্জাতিক ছাত্র ইউনিয়নের প্রতিশক্তি হয়ে ওঠা। জাতীয় ছাত্র ইউনিয়নের নেতৃবৃন্দের ঠাণ্ডা যুদ্ধের পরিভাষায় আন্তর্জাতিক ছাত্র ইউনিয়নকে বর্ণনা করা হত "লাল বিপদ" রূপে। ১৯৬৭ সালে মার্কিন পত্রিকা **র‍্যাম পার্টস** সন্দেহাতীত প্রমাণ উপস্থিত করে দেখিয়ে দেয় আন্তর্জাতিক ছাত্র সম্মেলন কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থার (সি আই-এর) শাখা সংগঠনগুলির দ্বারা অর্থপুষ্ট ছিল।

সেই সময় থেকে কমিউনিস্ট পার্টির অনুগামী ছাত্ররা ব্রড লেফ্‌ট-এ মুখ্য ভূমিকা নিয়েছে। এটি শ্রমিক দল, কমিউনিস্ট এবং দল নিরপেক্ষ ছাত্রদের একটি যুক্ত মোর্চা এবং জাতীয় ছাত্র ইউনিয়নের মধ্যের দক্ষিণপন্থীদের পরাজয় ঘটাতে নেতৃত্ব দিয়েছিল। ১৯৭০ থেকে ছাত্র আন্দোলনে এই মোর্চা গরিষ্ঠের সমর্থন লাভ করেছে। ব্রড লেফ্‌ট ছাত্রদের ঐক্য বিঘ্নিত হয় এবং শ্রমিকশ্রেণীর সংগঠনগুলির সঙ্গে সখ্য ছিন্ন করে এমন হটকারী নীতি-আমদানির উগ্র-বামপন্থী প্রচেষ্টার অবিচল বিরুদ্ধতা করেছে। ব্রড লেফ্‌ট এখন দক্ষিণপন্থীদের দিক থেকে অনেক বেশি বিপজ্জনক চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়েছে। দক্ষিণপন্থীরা এই মোর্চাকে সূক্ষ্ম বর্ণচোরা "নরমপন্থী" ও "গণতন্ত্রী" সূক্ষ্ম ছদ্মবেশে এটা পুনর্গঠিত করার চেষ্টা করছে।

সাম্প্রতিক বছরগুলিতে বহু সহস্র ছাত্রের বামমুখী আন্দোলন পরিচালনার রীতির নিরিখে ১৯৬৮-এর ঘটনাবলীকে, যেগুলি প্রচার মাধ্যমগুলির দ্বারা "ছাত্র অভ্যুত্থান" আখ্যায়িত হয়েছিল, এখন সুষম পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করা যেতে পারে।

একদিকে আমরা দেখেছিলাম রাজনৈতিক অপরিপক্কতা, "বৈপ্লবিক ছাত্র অগ্রগামী বাহিনী"র উগ্র-বামপন্থী ধ্যান-ধারণা যা কিনা গণ-প্রচারের মাধ্যমগুলি যথেষ্ট পরিমাণে উসকে দিয়েছিল। এই চিন্তার উদ্ভব হয়েছিল ট্রেড ইউনিয়নগুলিকে "বুর্জোয়া মনোভাবাপন্ন" এবং প্রতিক্রিয়াশীল বলে বর্জন করার মধ্যে থেকে। এইভাবে শ্রমিকশ্রেণীর বৈপ্লবিক চরিত্র বাতিল করে দিয়ে ছাত্রদের ভূমিকাকে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে দেখানো প্রায়শই প্রকৃত সমস্যা ও ছাত্রদের গণ-আন্দোলনগুলির প্রতি এক ধরনের অবজ্ঞা দেখানো হাত ধরাধরি করে চলছিল। অপদার্থ আমলাতান্ত্রিক এই অজুহাত দেখিয়ে ছাত্র ইউনিয়নগুলি ও জাতীয় ছাত্র ইউনিয়নকে বাতিল করা হয়েছিল। ইউনিয়নের সংস্কার, ছাত্রবৃত্তি, এবং ছাত্রদের বাসস্থান ও কর্মকেন্দ্রের পরিবেশ প্রভৃতি সংক্রান্ত দাবি-দাওয়া ভিত্তিক আন্দোলনকে "সংশোধনবাদী" ও অপ্রয়োজনীয় আখ্যা দেওয়া হয়েছিল। এরকম যুক্তি দেখানো হয়েছিল যে ছাত্র আন্দোলনকে শক্তিশালী করার পথে ছাত্র ইউনিয়নগুলি "জগদ্দলবোঝা" স্বরূপ। শক্তিশালী ছাত্র আন্দোলন থেকে তাদের বিপদ সম্পর্কে প্রতিক্রিয়াশীলদের কোনোও মোহ না থাকা সত্ত্বেও, লন্ডন স্কুল অব ইকনমিক্স এর একজন সম্প্রতিকালের অধিকর্তা স্যার সিডনি কেইন লেখেন : "আমার কোনো সন্দেহ নেই যে আধুনিক চরিত্রের ছাত্র ইউনিয়ন গঠন করা একটি ভুল হয়েছিল। ঐ একটিমাত্র সংগঠনের হাতে এত বেশি কাজকর্ম কেন্দ্রীভূত হওয়া অবশ্যম্ভাবী রূপেই ছাত্রদের আনুগত্য বিষয়ে এটিকে বিশ্ব-বিদ্যালয় অথবা কলেজের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠতে সাহায্য করেছে।" (বৃটেনের বিশ্ববিদ্যালয়, পৃষ্ঠা ১৪৪)

অন্যদিকে, ভিয়েতনামের সংগে সংহতি, এবং লাতিন আমেরিকার সংগ্রামের প্রভাব ছাত্রদের সমস্ত অংশকে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী অবস্থান গ্রহণ করতে, এবং পশ্চিমী দুনিয়ায় বিপ্লবের সম্ভাবনার দিকে নতুন করে তাকাতে উদ্বুদ্ধ করেছে। সংখ্যায় ও গুণগতভাবে এই বাম ঝোঁক একটি শক্তিশালী ও স্থায়ী সংযোজন যা এক বিশাল সংখ্যক ছাত্রের চেতনা এবং তাদের গণ-সংগঠনগুলির প্রগতিশীল পরিবর্তনকে শক্তিশালী করতে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল।

স্থির সংকল্প ও নীতিনিষ্ঠ যুক্তি তর্কের দ্বারা কমিউনিস্ট পার্টি বহু সংখ্যক উগ্র-বামপন্থায় প্রভাবিত ছাত্রকে মার্কসবাদী-লেনিনবাদী অবস্থান গ্রহণ করাতে সফল হয়েছিল।

সংগ্রামের বিভিন্ন স্তর

অবশ্যই বিগত দশকে যেভাবে ছাত্র সম্প্রদায়ের উপর সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক চাপের তোপ দাগা হয়েছে সে কথা বিবেচনা করলে স্থূল অদৃষ্টবাদের শিকার হওয়াই সহজ। ধনতন্ত্র ছাত্রদের আক্রমণ করে এবং—ঝটিতি—অস্তিত্বশীল থাকাকালীন ধনতন্ত্রের সংগে সংঘর্ষে প্রস্তুত ছাত্র আন্দোলনের বিস্ফোরণ ঘটায় ও সমাজতান্ত্রিক কর্মী বাহিনীর জন্ম দেয়। ধনতন্ত্র ছাত্রদের আক্রমণ করে এটা প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা, যেমন আক্রমণ করে সমগ্র শ্রমজীবী জনগণকে—কিন্তু জনগণ এই আক্রমণের প্রতিরোধ করে বহু বিভিন্ন উপলব্ধির স্তর থেকে। স্বয়ং ধনতন্ত্রের সংগে দ্বন্দ্বে লিপ্ত হতে প্রস্তুত হওয়ার অনেক আগেই ; একটি বিকল্প সমাজ ব্যবস্থার প্রয়োজন স্পষ্ট অনুভব না করেই তারা তাদের উপর ধনতন্ত্রের পরিণতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে থাকে।

দুটি উদাহরণ, একটি ত্রিশের দশকের ও অপরটি বর্তমান কালের, এর ব্যাখ্যা করবে। স্পেনের গৃহযুদ্ধের সময় বহু ছাত্রই স্পেনের চিকিৎসা সহায়তা তহবিলে অর্থ-সাহায্য করতে প্রস্তুত ছিল ; খুব সামান্য সংখ্যক ব্যক্তি ব্রিটিশ সরকারের "হস্তক্ষেপ না করার নীতি" পরিবর্তন করে প্রজাতন্ত্রীদের সমর্থন করার দাবিতে প্রচার করছিল, একটি ক্ষুদ্র সংখ্যালঘু গোষ্ঠী স্পেনে গিয়ে যুদ্ধ করতে রাজি ছিল, এবং কেউ কেউ ইণ্টারন্যাশনাল ব্রিগেডে নামও লিখিয়েছিল। আজ বহু ছাত্রই বর্ণবিদ্বেষের নীতির মুক্ত কণ্ঠে নিন্দা করবে। নীতর দিক থেকে আপেক্ষিকভাবে "সাধারণ" বিষয়গুলি প্রচারে, যেমন (বর্ণবিদ্বেষী দক্ষিণ আফ্রিকার ক্রিকেট দলের) '৭০-এর ভ্রমণসূচী বাতিল করা। বিরাট সংখ্যক ছাত্র সক্রিয় সমর্থন দিয়েছিল। সদ্যোজাত ফ্যাসিস্ত সংগঠনগুলির বিরুদ্ধে গণ-আন্দোলনের আবশ্যকতা অনুধাবন করতে অল্পতর সংখ্যক ছাত্র "মুক্ত ভাষা" খনি অঞ্চলে প্রবেশ করছে।

ধনতন্ত্র এবং তার নিপীড়নের বিভিন্ন রূপের বিরুদ্ধে জনগণকে প্রত্যক্ষ বিরোধিতার বিভিন্ন স্তর আছে।

কমিউনিস্টরা চায় সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব, এবং তাদের লক্ষ্য এর প্রয়োজনীয়তায় অন্যান্যদের বিশ্বাস উৎপাদন করা। কিন্তু কমিউনিস্টরা সংগ্রামের "নিম্নতর" স্তর সম্পর্কে উদাসীন নয়। সীমিত লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট সংগঠন ও ব্যক্তি-বর্গের প্রতি যারা অবজ্ঞা প্রকাশ করত লেনিন তাদের নিন্দা করতে কুণ্ঠিত হন নি।

সুতরাং কমিউনিস্টরা এরূপ আন্দোলন ও তাদের গণ-সংগঠনগুলিকে নিজস্ব অধিকারের ক্ষেত্রে মূল্যবান ও গুরুত্বপূর্ণ বলে তারা বিশ্বাস করে এমন বিজয় অর্জনে উৎসাহভরে সমর্থন ও মদত দেয়। এর পেছনে ঐগুলিকে দখল করা, কিংবা ঐগুলির উপর প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠা করার কোনোও রাজনৈতিক মতলব নেই। অবশ্যই, সীমিত বিজয় ধনতান্ত্রিক শোষণের সমাধান নয় একথা কমিউনিস্টরা স্বীকার করে, এবং চেষ্টা করে যাদের সংগে তারা কাজ করে তাদের বৈপ্লবিক পরিবর্তনের আবশ্যকতায় বিশ্বাস উৎপাদন করতে। কিন্তু তাদের "সীমিত" লক্ষ্যের প্রতি তাচ্ছিল্যপূর্ণ মনোভাব নিয়ে গণ-সংগঠনগুলিতে কাজ করতে যাওয়া এবং ঐগুলিকে কেবলমাত্র অন্য সংগঠনের "বৈপ্লবিক" লাভের জন্য ব্যবহার করার দৃষ্টিভংগি থেকে এই প্রচেষ্টা সম্পূর্ণ ভিন্ন।

এই সীমিত বিজয় অর্জনের, এবং ছাত্র আন্দোলনের বামপন্থী গতি, ও শ্রমিকশ্রেণীর সংগঠনগুলির সাথে মৈত্রী বজায় রাখার সর্বোত্তম পথ, বাস্তবিক, একমাত্র পথ, বামপন্থী ঐক্যের সপক্ষে কমিউনিস্টরা প্রচার চালায়।

কেন বর্তমানকালে ছাত্র আন্দোলনে বামপন্থী প্রবণতা ও ঐক্য বজায় রাখা এত জরুরী হয়ে উঠেছে? প্রথমত, ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের শক্তি ব্যতিরেকে জাতীয় ছাত্র ইউনিয়নভুক্ত ছাত্ররা পরাস্ত হবে। পরাস্ত হবে তাদের ইউনিয়নগুলি গণতান্ত্রিক কর্মসূচীর বিরুদ্ধে আক্রমণের মুখে। তারা শিক্ষার মানোন্নয়নের জন্য আন্দোলন করতে পারবে না। যদিও ট্রেড ইউনিয়নগুলির সংগে তুলনামূলক বিচারে জাতীয় ছাত্র ইউনিয়ন কোনোমতেই তত শক্তি ধরে না, তাহলেও সাম্প্রতিক বছরগুলিতে গুরুত্বপূর্ণ বিজয়ের ক্ষেত্রে এর আন্দোলনগুলি ফলপ্রসূ হয়েছে।

দ্বিতীয়ত, শক্তিশালী গণতান্ত্রিক স্থানীয় ইউনিয়নগুলির দ্বারা গঠিত বামপন্থী ঐক্যের জাতীয় ছাত্র ইউনিয়ন ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের বর্তমান লড়াইকে বাস্তবরূপে জোরদার করতে পারে। কোনো খণ্ডিত আন্দোলন এইরূপ সংহতি প্রদর্শনে ব্যর্থ হবে, উপরন্তু আন্দোলনের "খণ্ড" সাধারণ ধর্মঘটের সময়ে ছাত্রদের দ্বারা পরিচালিত দালাল সংগঠনে পর্যবসিত হতে পারে।

সবচাইতে বড় কথা, একটি জঙ্গী বামপন্থী জাতীয় ছাত্র ইউনিয়নের অর্থ, নতুন প্রজন্মের ছাত্ররা আন্দোলনের কর্মসূচী, সংগঠন, ঐক্য এবং বামপন্থী মানসিকতার রাজনীতির অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে অগ্রসর হবে।

জনগণের মধ্যবর্তী স্তরে অংশগুলির রাজনৈতিক ভবিষ্যতের উপর এই অভিজ্ঞতা অপরিসীম প্রভাব ফেলতে পারে। এই অংশগুলি এখন সংখ্যার দিক থেকে বহু লক্ষগুণ শক্তিশালী এবং শ্রমিকশ্রেণী ও তাকে কেন্দ্র করে যে একচেটিয়া পুঁজি-বিরোধী মোর্চা অবশ্যই গঠন করতে হবে তার পক্ষে সংখ্যায়, মতাদর্শের দিক থেকে এবং রণনৈতিকভাবে বিরাট তাৎপর্যপূর্ণ।

যদি ঐ রাজনৈতিক ধারাকে একটি মোর্চায় পরিণত করা যায় তাহলে শ্রমিক আন্দোলনে সংখ্যাগত সংযোজন অপেক্ষা অনেক বেশি ফলপ্রসূ হবে। এই প্রকৃতির শক্তি বুদ্ধি সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের গবেষক ও বুদ্ধিজীবীদের টেনে আনবে, যারা শ্রমিক ও তার মতবাদ, মার্কসবাদ-লেনিনবাদ, এই উভয়কেই সমৃদ্ধ করবে, এবং যারা বিপ্লবের পর প্রকৃতই সমাজতন্ত্র গঠনে অমূল্য গুরুত্বসম্পন্ন হয়ে উঠবে।

উগ্র-বামপন্থী সংগঠনগুলির মতো কমিউনিস্ট পার্টি মনে করে না, যে গণ সংগঠনগুলিতে তারা অংশ নেয় সেগুলির ধ্বংসস্তূপের উপরেই গড়ে উঠবে পার্টির অগ্রগতির ভিত্তি। কমিউনিস্ট পার্টির দৃষ্টিভঙ্গি হল এই সংগঠনকে শক্তিশালী, আরও গণতান্ত্রিক, ছাত্রদের স্বার্থ-সংরক্ষণে অধিকতর সক্ষম করে তুলতে হবে। যদি এরূপ সম্ভব হয় গণ-সংগঠন তাহলে একই সঙ্গে আশু বিজয় অর্জন করবে, এবং তাছাড়াও এমন পরিবেশ গড়ে তুলবে যার মধ্যে ছাত্রদের রাজনৈতিক চেতনার চারিত্রিক রূপান্তর হতে পারে।

ফ্যাসিবাদী একনায়কতন্ত্রের বিরুদ্ধে ব্যাপক ফ্রন্টের জন্য

বেয়নেটের দ্বারা "বিস্ময়কর ঘটনা"

কার্লোস ব্রাগা
ব্রাজিলীয় কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বের সদস্য

সন্ত্রাসের এক নতুন ঢেউ আমাদের দেশকে আচ্ছন্ন করেছিল।(১) গত ডিসেম্বর মাস থেকে প্রচণ্ড কমিউনিস্ট-বিরোধী প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে নৃশংস অত্যাচার বেড়ে ওঠে। দেশের বড় বড় শহরগুলিতে ব্যাপক রাজনৈতিক-সামরিক অত্যাচার চলে। এই বছরের জানুয়ারি মাসে দুটি ছাপাখানা, যেগুলো কমিউনিস্ট পার্টির সংবাদপত্র ভজ অপারেরিয়া ছাপত, সেগুলো আক্রান্ত হয়। শত শত লোককে গ্রেপ্তার করা হয়, তাদের মধ্যে কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য মার্কো অ্যান্টোনিও টাভারেস কোলহো, কমিউনিস্ট এরসন কোস্টা, জাইম অ্যামোরিম ডা মিরান্ডা, ইরান পেরিয়া, এবং আরো অনেক গণতন্ত্রী ও দেশপ্রেমিক।(২) ২ মার্চ আব্রিল পত্রিকার সম্পাদকীয় বোর্ডের বাণিজ্যিক পরিচালককে হরণ করা হয়।

বিচার মস্ত্রক অত্যাচার ও নিপীড়ন সম্পর্কে প্রকাশিত রিপোর্টগুলো অনুসন্ধানের আদেশ দেন। মানবাধিকারের নৈমিত্তিক অমান্য সম্পর্কে আলোচনা করার জন্য সংসদীয় কমিশন প্রতিষ্ঠাকে বাতিল করার ইচ্ছা একনায়কতন্ত্র

---

১ ১৯৭৪ সালের মার্চ ও এপ্রিল মাসে নিরাপত্তা পুলিশ স্পেনে আন্তর্জাতিক ব্রিগেডের প্রবীণ নেতা ডেভিড কাপিস্ত্রানো ডা কোস্টা, ওয়াল্টার ডা সুজা বিবেরো, জোয়া মাসানে ডা মেলো, লুইইনাসিও মারানহো ফিলহোকে (সকলেই বি, সি, পি'র কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য) জোস রোমান ও অন্যান্য দেশপ্রেমিকদের তুলে নিয়ে যায়। তাঁদের মধ্যে অনেকেই মারা গেছেন; এটা বিশ্বাস করার কারণ আছে। ১৯৭৪ সালের মার্চ মাসে গিসেল রাষ্ট্রপতি হবার পর থেকে শত শত মানুষকে গ্রেপ্তার ও অত্যাচার করা হয়। তাঁদের "অপরাধ" এই যে, তাঁরা মূল্যবৃদ্ধি ও নিম্নমজুরির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছিলেন এবং গণতান্ত্রিক অধিকার দাবি করেছিলেন। বিসেরে শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে চিলির ফ্যাসিবাদী জুন্টার প্রধান পিনোচেতের উপস্থিতিকে ডেপুটি ফ্রাঙ্কো পিণ্ডো নিন্দা করায় সুপ্রীম ট্রাইব্যুনাল তাঁকে যে শাস্তি দেয়, শ্রমিক সংবাদপত্র কি করে সেটাকে সমর্থন করল—এটা "জাতীয় রাজনৈতিক সংস্থার ইতিহাসে সবচাইতে কলঙ্কজনক ঘটনা।"

২ ও ইতাদো দা সাওপালো কোলহো-র স্ত্রী টেরেঝিনা টাভারেসের জেনারেল গিসেলকে লেখা একটি চিঠি প্রকাশ করে, যাতে তিনি লেখেন তাঁর স্বামীকে অত্যাচার করা হয়েছে এবং ১০ মিনিটের সাক্ষাতে তিনি দেখেন যে তাঁর স্বামী ভয়াবহ অবস্থায় আছেন।

ঘোষণা করে। তীব্র কমিউনিজম-বিরোধিতার আবহাওয়ায় গুপ্ত কমিউনিস্ট পার্টির এবং ব্রাজিলীয় গণতান্ত্রিক আন্দোলনের (এম ডি বি)(১) বিরুদ্ধে প্ররোচনা সৃষ্টি করা হয়।

বি সি পি-র সাধারণ সম্পাদক লুই কার্লোস প্রেস্টেস বলেছেন যে, ক্রমবর্ধমান সন্ত্রাসের মূল কারণ হল, শ্রমিক-শ্রেণী ও সামগ্রিকভাবে জনগণের কাছ থেকে অতি-শোষণের মাধ্যমে টিকে থাকা ও বিদেশী মূলত মার্কিন একচেটিয়া-পতিদের দ্বারা জাতির লুণ্ঠনের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত বেশি বড়াই করা "ব্রাজিলীয় বিস্ময়" ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক ও অর্থসম্বন্ধীয় জটিলতার মধ্যে প্রবেশ করেছে। একই সঙ্গে শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলন বাড়ছে। উচ্চতর বেতনের জন্য ধর্মঘটের সংখ্যা গত বৎসর দ্বিগুণ হয়েছে। কৃষকরা তাঁদের অধিকার ও কৃষি সংস্কারের জন্য সংগ্রামে সংগঠিত হচ্ছেন। বুদ্ধিজীবীরা এই শাসনব্যবস্থার আইন-শৃঙ্খলা-হীনতার মুখোস খুলে দেন এবং সেন্সার প্রথা বিলোপের দাবি করেন। "সাংস্কৃতিক সন্ত্রাসে"র বিরুদ্ধে ছাত্ররা এগিয়ে আসছে। চার্চ প্রকাশ্যে দৃঢ়ভাবে অত্যাচার, হরণ ও বাছ-বিচারহীন গ্রেপ্তারের নিন্দা করেছে, এবং মানুষের মর্যাদার সপক্ষে দাঁড়িয়েছে। রাজনীতিবিদরা আইনের শাসন পুনঃপ্রতিষ্ঠার দাবি করছে। যদিও জাতীয় কংগ্রেসের ক্ষমতা আসলে পুরোপুরি নষ্ট করে দেওয়া হয়েছে তবুও ১৯৭৪ সালের নভেম্বর মাসের নির্বাচনে একনায়কতন্ত্র-বিরোধী মনোভাবের(২) ব্যাপক প্রকাশ ঘটেছে। বি সি পি নির্বাচনী প্রচারের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। সে ব্যালটকে তাদের প্রতিবাদ জানানোর মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করতে জনতাকে আহ্বান করেছে এবং একটি ব্যাপক ফ্যাসি-বিরোধী দেশপ্রেমিক ফ্রন্ট গঠনের বিকাশের অবস্থা সৃষ্টি করতে সাহায্য করেছে যা একনায়কতন্ত্রকে খতম ও বিচ্ছিন্ন করবে।

ভজ্ অপারেরিয়া ছাপাখানা তুলে দেওয়া এবং ২০ জন পার্টি কর্মীর গ্রেপ্তারের ব্যাপারে মন্ত্রী ফালাকাওর ঘোষণার বেশ কিছুদিন পর পত্রিকাটির ফেব্রুয়ারি সংখ্যা (১২০ নং) প্রকাশিত হয়। এই সংখ্যায় ভজ্ অপারেরিয়ার অব্যাহত গোপন প্রকাশের দশম বার্ষিকী পালন করা হয়। পত্রিকাটি লেখে, "আমাদের কণ্ঠস্বর রোধ করা যাবে না। আমরা আমাদের প্রতিরোধ সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছি, শ্রমজীবী জনগণের অগ্রবাহিনী হিসাবে আমরা এগোচ্ছি, এবং জনগণের সাথে একযোগে আমরা গণতন্ত্রের জন্য সংগ্রাম করছি।"

জনগণের নিকট বি সি পি-র কার্যনির্বাহক কমিটির আবেদনে বলা হয়েছে মন্ত্রী ফালকাও সত্যকে ভয় পান এবং জনমতকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করছেন। কমিউনিস্ট পার্টি ও তার পত্রিকার বিরুদ্ধে ফ্যাসিস্ত শাসনব্যবস্থার প্ররোচনা জনমতকে বিভ্রান্ত করার লক্ষ্যে পরিচালিত। যেসব গণতন্ত্রীদের গ্রেপ্তার, অত্যাচার অথবা হত্যা করা হয়েছে তাঁদের সম্পর্কে এই গল্প ছড়ানো হচ্ছে যে, তাঁরা আত্মগোপন করেছেন। "বাইরে পালিয়ে গেছেন" বা "অদৃশ্য হয়ে গেছেন।"

এটা সকলের কাছেই স্পষ্ট যে, দোষটা গিসেল প্রশাসনের। নির্বাচনে তার পরাজয়ের আতঙ্ককে এবং অর্থনৈতিক নীতির ক্ষেত্রে তার ব্যর্থতাকে একনায়কতন্ত্র লুকোবার চেষ্টা করছে। সে একনায়কতন্ত্র-বিরোধী শক্তিগুলোকে (মূলত কমিউনিস্টদের) দমন করছে। পাঁচ নম্বর সংস্থা আইন কঠিনভাবে কার্যকর করার উপর জোর দিচ্ছে। এই আইন ইতিমধ্যে সীমিত স্বাধীনতাকে সঙ্কুচিত করে, সাম্প্রতিককালে নির্বাচিত ডেপুটি ও সিনেটরদের তাদের রায় থেকে বঞ্চিত করে এবং বর্তমান শাসন ব্যবস্থার বিরোধী গণতন্ত্রীদের দণ্ডাদেশ দেয়।

সামরিক-ফ্যাসিস্ত একনায়কতন্ত্রে যারা দুর্ভোগ ভোগ করছে তাদের সকলকে লড়াইয়ের জন্য ঐক্যবদ্ধ হতে, জনগণের ব্যাপক অংশ মূলত শ্রমিকশ্রেণীর সাথে বন্ধন শক্তিশালী করতে এবং একটি ব্যাপক ফ্যাসিবিরোধী দেশপ্রেমিক ফ্রন্টে আসতে বি সি পি আহ্বান করছে। এর জন্য পার্টিকে মতাদর্শগত, রাজনৈতিক ও সাংগঠনিকভাবে শক্তিশালী করা ও গণ-আন্দোলনের রাজনৈতিক লাইন সঠিকভাবে অবলম্বন করা প্রয়োজন।

আন্তর্জাতিক সংহতিকে কমিউনিস্টরা দারুণ গুরুত্ব দেয়। কমরেড প্রেস্টেস বলেন যে, একনায়কতন্ত্রের আইন-শৃঙ্খলাহীনতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদে এবং ব্রাজিলের জনগণ ও শ্রমিকদের বিরুদ্ধে নতুন করে হিংসার অবসানের দাবিতে ভ্রাতৃপ্রতিম পার্টিগুলোর, আন্তর্জাতিক সংগঠনগুলোর এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মূর্ত পদক্ষেপগুলোকে ব্রাজিলীয় জনগণ ও বি সি পি বিশেষভাবে প্রশংসা করে। আমরা সুনিশ্চিত যে, মহাদেশের অন্যান্য দেশ ও আমাদের দেশে ফ্যাসিবাদী কারাকক্ষে নিগৃহীত দেশপ্রেমিকদের মুক্তি ও নিপীড়নের অবসান যৌথ কার্যক্রমের মাধ্যমেই হতে পারে।

---

১ এটা অভিযোগ করা হয়েছে যে, বি সি পি-র "ইহুদী চক্র" দুজন এম ডি বি ডেপুটিকে নির্বাচনে অর্থ সাহায্য করেছে (যারা সাওপালোতে নভেম্বরের নির্বাচনের সবচেয়ে বেশি সংখ্যক ভোট পান)।

২ বাধা-বিপত্তি, গোপন ও প্রকাশ্য হুমকি এবং ভয় দেখানো, গ্রেপ্তার ও হত্যা, নিপীড়ন ও প্ররোচনা সত্ত্বেও বিরোধীরা শতকরা ৬০ ভাগেরও বেশি ভোট পায় এবং বড় বড় শিল্পনগরীতে শতকরা ৮০-৯০ ভাগ ভোট পায়।

অন্ধকার রাত্রির অবসান ঘটবে

হুগো ফাজিও
পত্রিকায় চিলির কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিনিধি

চিলির ফ্যাসিবাদ মোটের ওপর সাম্রাজ্যবাদী ফিনান্স পুঁজির আধিপত্যের অন্যতম চরম রূপ। মুষ্টিমেয় অলিগার্কি গোষ্ঠীর হাতে অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রীভূত করার তাদের উচ্চ মুনাফা নিশ্চিত করার বিদেশী বিনিয়োগকে উৎসাহিত করার নীতি জুণ্টা অবলম্বন করছে। অবশ্যই এই নীতি চিলির জনগণের স্বার্থের পরিপন্থী।

ঘরে ও বাইরে আরও বেশি বিচ্ছিন্ন হয়ে জুণ্টা দ্রুত তার প্রভাব হারাচ্ছে। মার্কিন ও স্থানীয় একচেটিয়াপতিদের পরিকল্পনা কার্যকর করতে ও একটি স্থায়ী শাসন ব্যবস্থা, যা দীর্ঘকাল ধরে তাদের স্বার্থকে সুনিশ্চিত করবে তা সৃষ্টি করতে জুণ্টা ব্যর্থ প্রমাণিত হয়েছে। দেশটা গভীর অর্থনৈতিক সংকটের মধ্যে রয়েছে। এই সংকটের মাত্রা ও ফলাফল জুণ্টারা আর চেপে রাখতে পারছে না ; এমন কি এর প্রতিনিধিরাও এ ব্যাপারে এখন অনেক বেশি খোলাখুলি বলছে।

১৯৭৪ সালের ডিসেম্বরে জনগণের নিকট ম্যানিফেস্টোতে চিলির কমিউনিস্ট পার্টি ঘোষণা করে যে, চিলির জনগণের গরিষ্ঠ অংশ ফ্যাসিবাদের বিরোধী। একটি ব্যাপক জাতীয় ফ্যাসি-বিরোধী ঐক্যের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যা বলপূর্বক দখলকারীদের বহিষ্কৃত করবে, গণতন্ত্রকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করবে এবং দেশের প্রগতির পক্ষে প্রয়োজনীয় সামাজিক পরিবর্তনকে পুনঃ প্রবর্তন করবে।

চিলির এবং বিদেশী একচেটিয়াপতিরা তাদের অবস্থানকে প্রসারিত করছে। পপুলার ঐক্যের সরকার দ্বারা যে শিল্পগুলি জনগণের সম্পত্তিতে রূপান্তরিত হয়েছিল, সেইসব শিল্প পুনরায় ব্যক্তিগত মালিকানায় রূপান্তরিত হয়েছে। উন্নয়ন কর্পোরেশনের সহ-সভাপতি জেভিয়ার প্যালেসিও বলেছেন যে, এর নিয়ন্ত্রণাধীন ৪৮০টি সংস্থার মধ্যে ২৭৬টি ইতিমধ্যেই ব্যক্তিগত ফার্মের নিকট হস্তান্তরিত হয়েছে এবং বাকিগুলোর হস্তান্তরের জন্য আলাপ-আলোচনা চলছে, রাষ্ট্র "শুধু ২০টি সংস্থায় তার শেয়ার রাখবে।"

বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর রাষ্ট্রীয় শেয়ারও ব্যক্তিগত গ্রুপগুলির কাছে বিক্রি করা হচ্ছে। বিদেশী পুঁজির সংগে একত্রে তারা দীর্ঘকালীন ও মধ্যকালীন লগ্নির জন্য "উন্নয়ন ব্যাংক" খুলেছে, যা এতদিন সরকারি ব্যাংকগুলো করত। ব্যক্তিগত পুঁজি আরও অর্থনৈতিক ক্ষমতার জন্য প্রসারিত হচ্ছে ; **এল মারকুরিও** (জানুঃ ১৫) বলেছেন যে, এটা কোনো বিস্ময় নয় যে ১৯৭৫ সাল "জাতীয়করণ বাতিল করার" বছর।

আন্তর্জাতিক একচেটিয়া পুঁজির মূল লক্ষ্য হল, চিলির প্রাকৃতিকসম্পদ মূলত তামা ও তেলকে নিয়ন্ত্রণ করা। জুণ্টা স্বীকার করে যে অন্তত চারটি তামা প্রকল্পের ব্যাপারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন, জাপান ও কানাডার একচেটিয়া সংস্থাগুলোর সাথে তারা আলাপ-আলোচনা চালাচ্ছে।(১)

তেলের ব্যাপারে এটা সাধারণভাবে গৃহীত যে, যথেষ্ট পরিমাণে তেল মজুত আছে। ১৯৪৭ সালে জাতীয় বিশ্বাসঘাতক ভিডেলা সরকার চিলির বেশিরভাগ অঞ্চলে বিমান থেকে তেল অনুসন্ধানের জন্য আন্তঃ-আমেরিকান ভূতত্ত্ব প্রতিষ্ঠানের সংগে চুক্তি করে। মানচিত্রগুলো কখনও চিলির সরকার বা খনিবিদ্‌দের নিকট পেঁাছায় নি। এই ধরনের জাতীয়-বিরোধী প্রকল্প সামরিক জুণ্টার অনুমতি নিয়ে দেশের বাদবাকি অংশ অনুসন্ধানের পর ১৯৭৪ সালের অক্টোবর-নভেম্বরে শেষ হয়েছে। মার্কিন একচেটিয়াপতিদের খুব নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য আছে, এবং তাদের সেই উদ্দেশ্যসিদ্ধিতে, ফ্যাসিস্ত শাসনব্যবস্থা তাদের সব প্রচারের বিপরীতে সাহায্য করছে।

এই শাসন ব্যবস্থার অর্থনৈতিক মডেল হচ্ছে, আরও বেশি শ্রমিক শোষণ ও বিদেশী বিনিয়োগের মাধ্যমে পুঁজির সঞ্চয় গড়ে তোলা।

কেমনভাবে এই "মডেল" কাজ করে তা নিচের সংখ্যা থেকে বোঝা যাবেঃ ১৯৭৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসের শেষে প্রকৃত মজুরি ছিল শতকরা ৩৫·৭১ ভাগ যা ১৯৭৩ সালের জানুয়ারির চেয়েও কম। ১৯৭৪ সালের প্রথম নয় মাসের শিল্পোৎপাদনের পরিমাণ ১৯৭২ সালের তুলনায় শতকরা সাত ভাগ কম। অবিক্রিত দ্রব্যের বিরাট মজুত রয়েছে। ব্যবসা পাতি কমে গেছে। একচেটিয়ার সংগে যুক্ত নয় এমন শিল্পপতি, ব্যবসাদার ও কৃষকেরা খুব কষ্টে পড়েছে। গত বছরের শেষ আট মাসে তারা সারা ১৯৭৩ সালের চেয়ে বেশি ধার করে। ব্যক্তিগত বিনিয়োগ খুব বেশি নয়, গত বছর ৪৩৩টি ব্যবসা মোট ২,৮০০ জন কর্মচারী নিয়ে চলে বা গড়পড়তা ফার্ম পিছু ৬ জন শ্রমিক।(২) একই সংগে সর-

---

১ মার্কিন হিসাব অনুসারে, চিলির সম্ভাব্য তামার সঞ্চয়, বিশুদ্ধ তামায় হিসাব করলে ১০০ মিলিয়ন টন দাঁড়ায় বা সারা পৃথিবীর সঞ্চয়ের শতকরা ২৫ ভাগ (এল মারকুরিও, ১২ অক্টোবর, ১৯৭৪)।

২ অন-একচেটিয়া শিল্পগুলো ভোক্তার ক্রয়ক্ষমতা কমে যাওয়াতেই শুধু আঘাত খায় নি, পরন্তু সরকারের "মুক্ত আমদানি" নীতির দ্বারাও আঘাত খেয়েছে : একদিকে আমদানির ক্ষেত্রে কম বহিঃশুল্ক ও অন্যান্য সুবিধা অন্যদিকে যে সব কর ছোটখাট উৎপাদকদের সাহায্য করেছিল তা সব তুলে দেওয়া হয়। এই সব বেশির ভাগ কর পপুলার ইউনিটি সরকার অব্যাহত রেখেছিলেন। ঋণ দেওয়া সীমিত হয়েছে এবং অত্যন্ত চড়া সুদে ঐ ঋণ এখন দেওয়া হয়।

কারি তথ্যানুযায়ী বৃহত্তর সান্টিয়াগোতে বেকারের সংখ্যা ৫০০০০ বেড়েছে।

জুন্টা আশা করেছিল যে, বিদেশী বিনিয়োগ, জাতীয় অগ্রগতিকে ত্বরান্বিত করবে, কিন্তু এই বিনিয়োগ সমস্ত প্ররোচনা সত্ত্বেও কমে গেছে। ১৯৭৪ সালের দ্বিতীয়ার্ধে তা মাত্র ৪ মিলিয়ন ডলারে পেঁছায়। আজকে যারা সাহায্য করেছিল এবং ফ্যাসিস্ট ক্যু সংগঠিত করেছিল তারাও বিনিয়োগের ক্ষেত্রে খুব সতর্ক - হয়ে গেছে। সর্বত্র এই বিশ্বাস সৃষ্টি হচ্ছে যে, এই শাসনব্যবস্থা কখনই স্থায়িত্ব আনবে না, পরন্তু আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ক্রমান্বয়ে তারা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছে।

পুঁজিবাদের সাধারণ সংকটের জন্যও অর্থনৈতিক অবস্থা ক্রমশ খারাপ হচ্ছে। পুঁজিবাদী বিশ্বের অর্থনীতি ওঠানামায় চিলির একপেশে অর্থনীতিতে তৎক্ষণাৎ ও যন্ত্রণাদায়কভাবে প্রতিক্রিয়া হয়। বর্তমান পশ্চাদপসরণ চিলির মূল রপ্তানি তামাকে খারাপভাবে নাড়া দেয়, যা গত বছর বিদেশী মুদ্রা অর্জনের শতকরা আশি ভাগ ছিল। অর্থনৈতিক যোগাযোগমন্ত্রী রাউল সেজ্ বলেছেন যে, তামার রপ্তানি শতকরা ২০ ভাগ কমে গেছে।(১)

লেনদেনের ঘাটতির মাধ্যমে সংকটের গুরুত্ব মাপা যায়। বিশ্বব্যাঙ্কের হিসাব অনুযায়ী ১৯৭৫ সালের ঘাটতি ৯৮৫ মিলিয়ন ডলার হবে যদি তামা প্রতি পাউণ্ডে ৮০ সেণ্ট করে হয়। কিন্তু তামা ইতিমধ্যেই ৫৫ সেণ্টে নেমেছে এবং শাসনব্যবস্থা "নতুন ত্যাগের" জন্য আহ্বান জানাচ্ছে।(২)

এটা অর্থনৈতিক সংকটের সমাধান করবে না। ক্রয় ক্ষমতার বিশেষ বৃদ্ধি সাহায্য করবে। ত্যাগটা বড় ব্যবসা ও বিদেশী একচেটিয়াপুঁজির কাছ থেকে আসা উচিত, যারা জুন্টার নীতির দ্বারা লাভবান হচ্ছে। এমন কি দ্রুত মুদ্রাস্ফীতির সাথেই ফাটকাবাজি তার মুনাফা উঁচুতে রেখেছে।

কমিউনিজম-বিরোধিতার ভিত্তিতে রচিত বৈদেশিক নীতির ব্যর্থতাকে জুন্টা স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে। জুন্টার কমিউনিস্ট-বিরোধী ও সোভিয়েত-বিরোধী সংগ্রাম পরিচালনার স্বপ্ন ফিকে হয়ে গেছে। সোভিয়েত ইউনিয়ন ও সমাজতান্ত্রিক গোষ্ঠীর ক্রমবর্ধমান প্রভাব, উত্তেজনা প্রশমনের নীতির সাফল্য প্রলেতারিয়েত ও উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলিতে প্রগতিশীল শক্তিগুলির দৃঢ় ক্রমবর্ধমান ভূমিকা এবং এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকায় ইতিবাচক পরিবর্তনগুলির ফলে বিশ্বের নতুন ভারসাম্য সৃষ্টি হয়।

জুন্টার প্রতি সর্বজনীন ধিক্কার জাতিসংঘের বিগত সাধারণ অধিবেশনের প্রস্তাবে প্রকাশিত হয়েছে। অবস্থা পরিবর্তনের প্রচেষ্টায় নতুন কৌশল গ্রহণে শাসনব্যবস্থা বাধ্য হয়েছে। গত বছরের শেষদিকে **এল· মার্কারিও**-তে এই উপদেশ দেওয়া হয়েছে : এই শাসনব্যবস্থার "সোভিয়েত-বিরোধিতা ও কমিউনিজম-বিরোধিতার নেতা হওয়ার চেষ্টা করা বা বৃহৎ শক্তিগুলোকে এই কথা বোঝানোর চেষ্টা করা উচিত হবে না যে, উত্তেজনা প্রশমন একটি ভুল নীতি। আমাদের একটি পরিষ্কার কমিউনিস্ট-বিরোধী সরকার আছে, কিন্তু তার প্রতিনিধিদের কাজের পরিধি ব্যাপক...আমাদের আন্তর্জাতিক রণনীতি ঠাণ্ডা যুদ্ধ ও কমিউনিজম-বিরোধিতার উপর নির্ভরশীল হওয়া উচিত নয় ··· আমরা তৃতীয় দুনিয়ার সঙ্গে বোঝাপড়ায় আসতে পারি এবং এই সব দেশের সঙ্গে বিনয়ী জাতির ভাষায় ব্যবহার করতে পারি ···" "কমিউনিজম-বিরোধিতার অগ্রগামী বাহিনী" হওয়ার জন্য জুন্টার পূর্বতন দাবি বস্তুতিকই সুদূরপরাহত।

শুরু থেকেই সামরিক একনায়কতন্ত্র চিলির প্রগতিশীল শক্তিগুলোর মূলত শ্রমিকশ্রেণীর কাছ থেকে বিরোধিতার সম্মুখীন হয়। এইসব শক্তিগুলো শুধুমাত্র তাদের নিজস্ব স্বার্থেই নয়, পরন্তু মৌলিক পরিবর্তন, একটি গণতান্ত্রিক ও জাতির মুখোমুখি সমস্যার বিপ্লবী সমাধানের জন্যও সংগ্রাম করছে। এবং বিরোধীরা তার শক্তি ও সামর্থ্যে দ্রুতবেগে বাড়ছে। যাঁরা মৌলিক মানবাধিকারের অস্বীকৃতিতে ক্ষুব্ধ তাঁরা বিভিন্ন উদ্দেশ্যে এতে যোগ দেন, জুন্টার অর্থনৈতিক নীতিকে বাতিল করেন এবং গণতন্ত্র ও স্বাধীনতা চান।

ফ্যাসিবাদী ক্যু-কে মোটামুটি সমর্থন করেছিলেন এমন মধ্যস্তরের মধ্যেও দ্রুত অসন্তোষ বাড়ছে। ১৯৭৪ সালের শেষ দিকে বহু ব্যবসায়ী, ছোট ও মাঝারি ব্যবসাদার ও কুটিরশিল্পী মূল্যবৃদ্ধির বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে প্রতিবাদ করেন যা বৃহৎ ব্যবসায়ের মুনাফা বাড়ায় এবং জনগণের ক্রয়-ক্ষমতাকে প্রচণ্ডভাবে কমিয়ে দেয়।

বিভিন্ন দিক থেকে ব্যাপকভাবে এই শাসনব্যবস্থার বিরুদ্ধে সমালোচনা উঠছে। ক্যাথলিক চার্চের প্রধান কার্ডিনাল রাউল সিলভা হেনরিকেজ তাঁর একটি ধর্মীয় বক্তৃতায় ঘোষণা করেছেন যে, ইতিহাসের এই চরম মুহূর্তে কেউই নিরপেক্ষ বা অস্থির সংকল্প থাকতে পারে না। তিনি মানবাধিকারের মর্যাদা দাবি করেছেন যা আজকের দিনে দারুণভাবে ব্যাহত হচ্ছে নির্দোষের ওপর অত্যাচার ও বলপ্রয়োগের ফলে। লক্ষ লক্ষ মানুষ অনাহারে রয়েছে। অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকার নাকচ করা হয়েছে। জনগণকে তাদের ভবিষ্যৎ নির্ধারণের অধিকার অস্বীকার করা হয়েছে। তাদের সংবাদাদি জানা ও বৈধ ব্যবস্থা নেওয়ার অধিকার অস্বীকৃত হচ্ছে। তারা তাদের বিশ্বাসের জন্য অত্যাচার ও কারাবাস ভোগ করছে। শ্রোতৃমণ্ডলী(১) কার্ডিনালের প্রশংসা করে।

সামরিক বাহিনীকে ঐক্যবদ্ধ করতে জুন্টা অক্ষম হয়েছে। কর্মচারীদের গ্রেপ্তার অব্যাহত। উদাহরণস্বরূপ, জানুয়ারির প্রথম দিকে, যে সব অফিসাররা শাস্তিমূলক দণ্ড দিতে অস্বীকার করেছে তাদের বিভিন্ন সময়ের কারাবাসের দণ্ডাদেশ দেওয়া হয়েছে। এর তিন মাস আগে জেনারেল প্রাট্স্কে হত্যা করা হয়, যিনি গণতান্ত্রিক মনোভাবাপন্ন বলে পরিচিত ও সামরিক বাহিনীতে জনপ্রিয়। এগুলো এবং অন্যান্য ঘটনা থেকে দেখা যায় যে,

---

১ উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলোর ক্রীত তামার শতকরা ১৮ ভাগ যায় গৃহনির্মাণ এবং শতকরা ৮-৯ ভাগ যায় মোটরগাড়ি শিল্পে। উভয় শিল্পই এখন ভাঁটার অবস্থায়।

২ অর্থমন্ত্রীর ঘোষণা, **এল· মার্কারিওর** ৯ জানুয়ারি সংখ্যায় প্রদত্ত সংবাদ।

১ মইপু ক্যাথিড্রালে বার্ষিক জমায়েতের অনুষ্ঠানে ঐ ধর্মোপদেশ পাঠ করা হয়, সামরিক ক্যু-এর পর যেটি অন্যতম বিরাট সমাবেশ।

যদিও ফ্যাসিবাদীরাই শাসনকর্তৃত্বে অধিষ্ঠিত, তবুও সামরিক বাহিনীর মধ্যে গণতান্ত্রিক অংশ আছে।

জুন্টার ক্রমবর্ধমান বিচ্ছিন্নতা খৃস্টান ডেমোক্রাটিক পার্টির দৃষ্টিভঙ্গিতেও প্রতিবিম্বিত হচ্ছে। এটা স্মরণ করা যাবে যে, এর নেতারা দক্ষিণপন্থীদের দ্বারা সমর্থিত হয়েও এর সদস্যদের বেশিরভাগ নিষ্ক্রিয় থাকায়, প্রথমে কার্যত জুন্টাকেই সাহায্য করে। এখন তারা প্রকাশ্যেই এর নিন্দা করছে। এটা পার্টির ভেতরকার প্রগতিশীলদের অবস্থানকে শক্তিশালী করছে, যারা প্রথম থেকেই এই শাসন-ব্যবস্থাকে বাতিল করেছে। সি ডি পি হচ্ছে বিভিন্ন শ্রেণীর প্রতিনিধি, এবং তাদের স্বার্থও ভিন্ন। কিন্তু তার সাধারণ সভ্যদের মধ্যে একনায়কতন্ত্রের বিরুদ্ধে সক্রিয় সংগ্রামে ও বামপন্থী পার্টিগুলোর সাথে যৌথ কাজকর্মের প্রতি একটি বিশেষ ও ক্রমবর্ধমান ঝোঁক দেখা যাচ্ছে। এবং সি ডি পি-কে ধ্বংস করার জন্য এই শাসনব্যবস্থার প্রতিটি পদক্ষেপের সঙ্গে সঙ্গে এই বিরোধিতা বাড়ছে। এর বহু সভ্য এখন কারাগারে এবং এর কিছু বিশিষ্ট নেতাকে নির্বাসিত করা হয়েছে।

চিলির ঘটনাবলী হচ্ছে আর একটি প্রমাণ যে, কমিউনিস্ট ও শ্রমিকশ্রেণীর নেতাদের নির্যাতন ও হত্যা দিয়ে শুরু করে ফ্যাসিবাদ সমস্ত গণতান্ত্রিক শক্তিগুলোর ওপর তার পরবর্তী আঘাত হানছে। সন্ত্রাস সত্ত্বেও, প্রতিবাদ ও অসন্তোষ বাড়ছে এবং তা আরও সংগঠিত হচ্ছে।(১)

ফ্যাসিবাদী শাসন তার বিশ্বস্ততা দ্রুততার সঙ্গে হারাবার সাথে সাথে সাম্রাজ্যবাদ ও চিলির প্রতিক্রিয়াশীলেরা অন্য ধরনের সরকার গঠনের পথ খুঁজছে। কিন্তু কমিউনিস্ট পার্টির ইস্তাহারে বলা হয়েছে, "একমাত্র প্রকৃত দেশপ্রেমিক, জনগণের বিকল্প হচ্ছে সেই কোয়ালিশন যা গণ-ঐক্যের চেয়েও ব্যাপকতর এবং যাতে সমস্ত রাজনৈতিক সামাজিক, ধর্মীয় ও সামরিক সংগঠন এবং ব্যক্তিকে অন্তর্ভুক্ত করা হবে এবং যা একনায়কতন্ত্রের অবসান চায়। প্রত্যেক দেশপ্রেমিকের কর্তব্য হল এই কাজ সম্পাদনে সহায়তা করা।"

কমিউনিস্ট পার্টির যৌথ কার্যক্রম সম্পর্কে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা আছে। ১৯৩০-এর দশকে পপুলার ফ্রন্টে সে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে, যে ফ্রন্ট ১৯৩৮ সালে ক্ষমতায় আসে। ১৯৭০ সালে সে সোশ্যালিস্টদের সাথে একত্রে জনপ্রিয় শক্তিগুলোর একটি শক্তিশালী মোর্চা গঠন করে যা সালভাডোর আলেন্দেকে রাষ্ট্রপতির পদে বসায়।

আজকের দিনে এই অভিজ্ঞতার একটি বিশেষ প্রাসঙ্গিকতা আছে। সোশ্যালিস্ট ও কমিউনিস্টদের মধ্যে পারস্পরিক বোঝাপড়ার মাধ্যমে শ্রমিকশ্রেণীর ঐক্য গড়ে ওঠে। জনগণের মধ্যেকার রাজনৈতিক সচেতন অংশকে গণ-ঐক্য একত্রিত করেছে। সংগ্রামের বর্তমান স্তর জনগণের সমস্ত অংশের, একনায়কতন্ত্র-বিরোধী প্রত্যেকের ঐক্য দাবি করে। চিলির বিপ্লবী আন্দোলনের শিক্ষা পরিষ্কার : জনগণের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের ঐক্য যদি একবার হয়, তবে বিপ্লবী পরিবর্তনের প্রচুর সুযোগ আছে ; অনৈক্যই সবচেয়ে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিকে সাহায্য করে।

কমিউনিস্ট পার্টি সি ডি পি-র কাছে প্রকাশ্যেই প্রস্তাব রেখেছে যে, ফ্যাসি-বিরোধী ফ্রন্টে যদি সে যোগ দেয়, তবে অন্যান্য সভ্যের মতো একই অধিকার ও কর্তব্য সে ভোগ করবে। নতুন ঐক্যের দিকে এটা একটা চূড়ান্ত পদক্ষেপ হত। ফ্যাসিবাদকে আপনা-আপনি খতম করা যাবে না। এর পরাজয় (যেমন বিদেশী পুঁজির স্বার্থে কিছু অন্য সমাধান খোঁজার প্রচেষ্টায় এ ব্যর্থ হয়েছে) জনগণের ঐক্য ও সংগ্রামের ওপর নির্ভর করবে। শ্রমিকশ্রেণী তার কার্যক্রম বাড়িয়ে এক উদাহরণ সৃষ্টি করেছে।

কমিউনিস্ট পার্টির ইস্তাহারে ঘোষণা করা হয়েছে, "আমরা কমিউনিস্টরা আশাবাদী, কারণ আমরা নিশ্চিত যে, জয় হবেই। আমাদের বন্ধুদের সাথে একত্রে একনায়ক-তন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রামে বিশ্বস্ত অগ্রগামী বাহিনী হিসেবে, জনগণ ও বিপ্লবের স্বার্থে সমাধানের সন্ধানে আমরা কাজ করব। আমাদের স্থির প্রত্যয় আছে যে, চিলির জনগণ ফ্যাসিবাদী শাসনের অমানিশার অবসানের জন্য তাদের ইতিহাসে ব্যাপকতম কোয়ালিশন গঠন করবে।"

---

১ জুন্টা তার নিপীড়ন বাড়িয়েছে। গণতন্ত্রীদের নির্যাতন তার "রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ধাঁচের" অংশ হয়েছে। পিনোচেত একটি নতুন আইন জারি করেছে, যা এমন কি সামরিক আইনের চেয়েও কঠোরতর। সমস্ত প্রতিবাদ মিছিলকে এ নিষিদ্ধ করে। এটা শক্তির সাক্ষ্য নয়, এটা দুর্বলতার সাক্ষ্য।

সংকটের মোকাবিলা ঃ জরুরী কাজ

কে পি সিল্‌ভা
সদস্য ও সম্পাদক, রাজনৈতিক ব্যুরো শ্রীলঙ্কার
কমিউনিস্ট পার্টি

সাম্প্রতিক বছরগুলিতে অভূতপূর্ব ধরনের তীব্র অর্থনৈতিক সংকট শ্রীলঙ্কার আর্থব্যবস্থাকে আঁকড়িয়ে ধরছে। এর ফলে সংকটের নতুন ব্যাপ্তি ঘটেছে। অক্টোবর ১৯৭৪ সালে অনুষ্ঠিত শ্রীলঙ্কার কমিউনিস্ট পার্টি তার পূর্ণাঙ্গ কেন্দ্রীয় কমিটির সভায় দেশের পরিস্থিতি পর্যালোচনা করেছে এবং দেশের সামনের সমস্যাবলী সমাধানের পথ নির্দেশ করে সর্বসম্মতভাবে একটি রাজনৈতিক প্রস্তাব গ্রহণ করেছে।

শ্রীলঙ্কা ফ্রীডম পার্টি (এস এল এফ পি) লঙ্কা সমসমাজ পার্টি (এল এস এস পি) এবং কমিউনিস্ট পার্টিকে নিয়ে গঠিত যুক্তফ্রন্ট(১) সরকারের জমার ঘরে অনেকগুলো সন্দেহাতীত সাফল্য আছে। সরকার আমদানি বাণিজ্যের শতকরা ৯০ ভাগ হাতে নিয়ে নিয়েছেন। রপ্তানি বাণিজ্যে রাষ্ট্রের অংশ দৃঢ়ভাবে প্রসারিত হচ্ছে। বাগিচা ক্ষেত্রে সরকারি মালিকানা বাড়ছে। সমবায় ক্ষেত্র বিস্তৃত হয়েছে। জমি, বসবাসের বাড়ির মালিকানায় এবং আয়ের উচ্চ সীমা নির্ধারিত হয়েছে। কৃষি উৎপাদনশীলতা আইন, ব্যবসা অধিগ্রহণ আইনের মতো দূরপ্রসারী আইন কার্যকর করা হচ্ছে। প্রজাতন্ত্রের ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব সংহত হয়েছে।

যাই হোক, ১৯৭০ সালে যখন থেকে যুক্তফ্রন্ট ক্ষমতায় এসেছে, অতীত থেকে পাওয়া বহুবিধ বাধা এবং পুঁজিবাদী দুনিয়ার আর্থব্যবস্থা ঘনায়মান সংকট থেকে উদ্ভূত নতুন নতুন সমস্যাবলীর সম্মুখীন হতে হচ্ছে।

আধা-ঔপনিবেশিক, কাঁচামালনির্ভর আর্থব্যবস্থা এবং সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলোর সঙ্গে বাণিজ্যের ঘনিষ্ঠ বন্ধন হচ্ছে অর্থনৈতিক সংকটের প্রধান সূত্র। শ্রীলঙ্কার জনসংখ্যার প্রায় ১৩ মিলিয়ন মানুষ প্রধানত তার চা, রাবার ও নারিকেল বাগিচার উৎপন্নের ওপর নির্ভরশীল। সমগ্র বৈদেশিক বিনিময় মুদ্রা অর্জনের শতকরা ৯০ ভাগ এগুলোর রপ্তানির হিসাব থেকে আসে, চা একাই আনে শতকরা ৬০ ভাগ। রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জনের পর সাতাশ বছর পেরিয়ে গেলেও মোট জাতীয় উৎপন্নের মাত্র শতকরা ১৪ ভাগ হচ্ছে শিল্প উৎপাদনের অংশ। শিল্প পণ্য উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচা মাল এবং মূলধনী যন্ত্রপাতি, সার, জ্বালানি এবং নিত্য প্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্য সবই আমদানি করা হয় এবং প্রধানত রপ্তানির আয় থেকেই এর ব্যয় মেটানো হয়।

বছরের পর বছর বৈদেশিক বাণিজ্যে বিরাট ফারাক ছিল, এবং পরিস্থিতি ক্রমেই আরও খারাপ হচ্ছে। ১৯৬৮ সালে এই ফারাক ছিল ৬৪৯ মিলিয়ন টাকা এবং ১৯৭২ সালে হয়েছে ২,১৩২ মিলিয়ন টাকা।(১) অর্থমন্ত্রীর হিসাব অনুসারে, এ বছরের আমদানির অনেকগুলো কঠোরভাবে বাদ দিলেও, ১৯৭৫ সালে আনুমানিক ফারাক হবে ৩,১১২ মিলিয়ন টাকা। বিশ্ব পুঁজিবাদী বাজারে মূল্যমান যেহেতু একটানা বেড়েই চলেছে, সেজন্য এ ব্যবস্থাবলী ঈপ্সিত ফল পেতে পারে না। উদাহরণস্বরূপ, যদিও ১৯৭১ সালে ২৮৩,০০০ টন চিনি দেশে আমদানি করা হয়েছিল এবং ১৯৭৫ সালের জন্য আমদানির আনুমানিক হিসাব ধরা হয়েছে ৫২,০০০ টন। তবুও আমদানির ব্যয় বাড়ছে। অতীতে সরকারের এই ধারার কাজগুলো বর্ধমান মূল্যের ফলে ব্যর্থ হয়ে গেছে। ১৯৬৯-১৯৭২ সালের মধ্যে পরিমাণ সূচক প্রমাণ করে যে শতকরা ২৭ ভাগ আমদানি সঙ্কুচিত করা হয়েছে। মূল্য-সূচক দেখায় যে একই সময়ে গড় পণ্যমূল্য বেড়েছে আনুমানিক শতকরা ৫৬ ভাগ।

মুৎসুদ্দি বুর্জোয়াদের (ইউ এন পি) শাসনকালে ১৯৬৫-১৯৭০ সালের থেকে গৃহীত বিপুল বিদেশী ঋণ এবং ১৯৭৩ সালের শেষে যা ২,৭৯৫ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়িয়েছে সেটা পরিস্থিতির আরও অবনতি ঘটিয়েছে। দীর্ঘ ও স্বল্পমেয়াদী ভিত্তিতে ও পণ্যঋণ ভিত্তিতে সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলোর কাছ থেকে লব্ধ ঋণসমূহের মীমাংসার জন্য সমগ্র রপ্তানি আয়ের এক-তৃতীয়াংশ ব্যয় করতে হয়েছে।

জাতীয় বাজেটও ভারসাম্যহীন। ১৯৭৩-৭৪ সালে প্রকৃত বাজেটে ঘাটতি ছিল ৯৮১ মিলিয়ন টাকা এবং ১৯৭৪-৭৫ সালে মোট আনুমানিক ঘাটতি হবে ২,১৫৯ মিলিয়ন টাকা। বর্ধিত ট্যাক্স, ব্যাঙ্ক থেকে ধার ও বিদেশ থেকে প্রাপ্ত অর্থে এই ঘাটতি মেটাতে হচ্ছে। এবং এর অর্থ রাষ্ট্রীয় ঋণের আরও বৃদ্ধি।

এগুলো ও অন্যান্য কারণের ফলে, পঞ্চম-বার্ষিকী পরিকল্পনা শুরু হতেই পারল না। এসবের ফলে মানুষের ওপর ভারি বোঝা চাপে এবং দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে নৈতিবাচক করে তোলে।

ব্যয়বৃদ্ধি হ্রাসে সরকারের বহু চেষ্টা সত্ত্বেও জীবনধারণের ব্যয় বেড়েই চলেছে। কয়েকটি উদাহরণ থেকে এটা বোঝা যায়। একবেলা ভাত খাওয়ার ব্যয় ১৯৭০ সালের তুলনায় বেড়েছে প্রায় তিনগুণ, এককাপ চায়ের দাম হয়েছে পাঁচগুণ, এক-পাউন্ড রুটির দাম দ্বিগুণ এবং চিনির দাম দশগুণ বেড়েছে। খাদ্যদ্রব্যগুলির ভরতুকিসহ

১ এস এ বিক্রম সিংহের "শ্রীলঙ্কা যুক্তফ্রন্ট কর্মসূচী" ডব্লিউ এম আর, সংখ্যা ৭, ১৯৭৩ দেখুন।

১ টাঃ ৬·২=১ ডলার।

সামাজিক সুযোগ-সুবিধা ও ত্রাণকার্যের ভরতুকির ব্যয় সরকার ছেঁটে দিয়েছে।

অর্থনৈতিক সংকট প্রাথমিকভাবে শ্রমিকশ্রেণী ও কৃষককে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। যদিও শ্রমিকদের প্রদত্ত ভাতা-সমূহ বেড়েছে, তাদের প্রকৃত আয় প্রায় শতকরা ২০—৩০ ভাগ পড়ে গেছে। বেকার সমস্যার সমাধান হয় নি। কর্ম-সংস্থান বৃদ্ধির পরিকল্পনা সত্ত্বেও কাঁচমালের অভাবের ফলে শিল্পোৎপাদন হ্রাস পেয়েছে। পঞ্চাশ লক্ষ কর্মক্ষম ব্যক্তির মধ্যে দশ লক্ষ বেকার। এই সংখ্যার এক-চতুর্থাংশ হচ্ছে মাধ্যমিক শিক্ষাপ্রাপ্ত যুবক। দুই লক্ষ পঞ্চাশ হাজার জনের বার্ষিক জন্মহার সব সময় জনসংখ্যার সঙ্গে যুক্ত হয়। ট্রাক্টর ভাড়া, সার ও অপরাপর যোগানগুলোর উচ্চমূল্য এবং ভোগ্য শিল্প পণ্যের উচ্চমূল্য, উৎপাদন ভরতুকি বাড়ানোর সরকারি চেষ্টা সত্ত্বেও, কৃষকদের ওপর ভয়ানকভাবে চেপে বসে।

বৈদেশিক বিনিময় মুদ্রার অভাবে শিল্প পুঁজিপতিরা খুবই ক্ষতগ্রস্ত হচ্ছে। সম্প্রতি রপ্তানিমুখিন শিল্পে জোর দেওয়া হচ্ছে, যদিও এখনও বিদেশী বাজারে অনিশ্চয়তা রয়েছে।

এই পরিস্থিতিতে, অসুবিধাগুলো কাটিয়ে ওঠার প্রশ্নই বিশেষভাবে জরুরী হয়ে উঠেছে।

দক্ষিণপন্থী চক্র কেবলমাত্র আরও বৈদেশিক সাহায্য চাওয়া, বিশাল বাণিজ্য ও বাজেট ঘাটতিগুলো পূরণের জন্য দীর্ঘমেয়াদী ও স্বল্পমেয়াদী ঋণের মধ্যে সমাধান খোঁজে। জাতীয় পুঁজিপতিরা নিজেদের জন্য বাজার নিশ্চিত করতে বিদেশী প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সহযোগিতার আশা করছে এবং বৈদেশিক বিনিয়োগকারীদের আকৃষ্ট করার জন্য নতুন নতুন চেষ্টা চালাচ্ছে। সাহায্যের জন্য সরকারি প্রতিনিধিরা পশ্চিমী দুনিয়া ও অধুনা ধনী আরব দেশসমূহে ছুটোছুটি করছে। যদিও বৈদেশিক সাহায্যের পরিমাণ বৃদ্ধির ফলে সাময়িক বোঝাপড়া সম্ভব হতে পারে, কিন্তু বর্তমান সংকট-মুক্ত করার মতো পর্যাপ্ত বৈদেশিক সাহায্য পাওয়ার আশা বর্তমান পরিস্থিতিতে করা যায় না। অধিকন্তু একথা ভোলা উচিত নয় যে সাম্রাজ্যবাদীরা বৈদেশিক বিনিময় মুদ্রার সংকটের সুযোগ নিয়ে বিদেশী পুঁজির বিরুদ্ধে ব্যবস্থাবলী গ্রহণ থেকে বিরত হওয়ার জন্য সরকারের ওপর চাপ দিচ্ছে।

ব্যক্তিগত বৈদেশিক বিনিয়োগের অনুকূলে যে দক্ষিণ-পন্থী অংশ সরকারের মধ্যে সক্রিয় হয়েছে, তারা অধুনা-ধনী শিল্প-পুঁজিপতি যারা দেশে অর্থনৈতিক ক্ষমতায় তাদের হাতে কেন্দ্রীভূত করেছে, তাদের কাছ থেকেই শক্তি পায়। অর্থমন্ত্রীর ১৯৭৪ সালের বাজেট বক্তৃতা থেকে একটা বিস্ময়কর তথ্য উল্লেখ করা যায় যে চল্লিশটি পারি-বারিক গোষ্ঠী মোট বিনিয়োগের টাকা ২৭৩·২ মিলিয়নের মালিক আবার তার মধ্যে এগারোটা পারিবারিক গোষ্ঠী টাঃ ২০৫ মিলিয়নের মালিক। পুঁজিপতিদের দক্ষিণপন্থী অংশ ব্যক্তিগত ক্ষেত্র ও বাজারনির্ভর আর্থব্যবস্থার অবাধ স্বাধীনতার ধারাকে নাছোড়বান্দার মতো চালিয়ে যাচ্ছে। এই ধারার রাজনৈতিক অনুসিদ্ধান্ত হচ্ছে বামপন্থার বিচ্ছিন্নতার, এবং এ পরিণতি লাভ করতে পারে মুৎসুদ্দি পুঁজিপতিদের নির্দিষ্টভাবে চূড়ান্ত লক্ষ্য যেটা সেই ফ্যাসিবাদী রাজত্ব কায়েম করার মধ্যে। জোর করে সর-কারকে উৎখাত করার জন্য আইন অমান্য অভিযান শুরু করার একটা চেষ্টা এপ্রিল ১৯৭৪ সালে করা হয়েছিল। সরকারের সমর্থক জনতা প্রতিক্রিয়ার এই আক্রমণকে ব্যর্থ করে দেয় এবং যুক্তফ্রন্টের সাফল্যগুলির রক্ষায় তাদের প্রস্তুতির প্রমাণ দেয়।

নিজেদের জোরে সরকারকে সোজাসুজি মোকাবিলা করার ক্ষমতা মুৎসুদ্দি বুর্জোয়াদের নেই। তাই জাতীয় বুর্জোয়াদের দক্ষিণপন্থী অংশকে শক্তিশালী করার লক্ষ্য অভিমুখে তাদের সাম্প্রতিক প্রচেষ্টা চলছে এবং এইভাবে যুক্তফ্রন্টের অভ্যন্তরীণ ঐক্য ধসিয়ে দেওয়ার চেষ্টা চলছে।

অর্থনৈতিক সংকট যখন জনতার অসন্তোষকে তীব্র করে তুলছে, তখন সাধারণ নীতি বা কাজের কর্মসূচী ছাড়া শ্রমিকশ্রেণী ও অপরাপর সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী শক্তিসমূহ নিরস্ত্র হয়ে রয়েছে। অপরদিকে, বামপন্থীদের স্বীয় দুর্বলতাই নেতিবাচকভাবে জাতীয় পুঁজিপতিদের দোদুল্য-মানতাকে সহায়তা করছে।

বর্তমান অর্থনৈতিক সংকট সম্পর্কে বামপন্থীদের মধ্যে সুস্পষ্ট ও সুসঙ্গত নীতির অনুপস্থিতি বাম ও গণতান্ত্রিক শক্তিসমূহকে শক্তিশালী করার পথে প্রধান বাধা। কিছুদিন পূর্বেও বামপন্থীদের কোনো কোনো অংশ বিশ্ব পুঁজিবাদের বিকাশমান সংকটকে ছোট করে দেখেছিল এবং দেশের আর্থ-ব্যবস্থা ও বিকাশের পরিকল্পনাসমূহের ওপর এরকম ধ্বংসাত্মক ফলাফল আশা করে নি। যাই হোক, পরিস্থিতির মধ্যে আশার বিষয় হল যে যুক্তফ্রন্টের কর্মিবাহিনীর মধ্যে নতুন পথের সন্ধানে কাজকর্ম বাড়ছে। যুক্তফ্রন্টের শরিক পার্টিগুলির তিনটি যুব সংগঠনের সাম্প্রতিক নির্ধারিত যুক্ত কর্মসূচীর মধ্যে এটা সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এর সাম্রাজ্য-বাদ-বিরোধী ও গণতান্ত্রিক চরিত্রের লক্ষণগুলো তাৎপর্য-পূর্ণ। বেশ আগে জুলাই ১৯৭৩ সালে সকল প্রগতিশীল ট্রেড-ইউনিয়ন কেন্দ্রের প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত ট্রেড-ইউনিয়নসমূহের যুক্ত কমিটি সরকারের কাছে আটাশ দফা দাবি পেশ করে। দাবিগুলো বাস্তবভাবে দক্ষিণপন্থী এবং প্রগতিশীলদের অবস্থানের বিরুদ্ধে যায়। নির্দিষ্ট মৌলিক ব্যবস্থাবলী গ্রহণের দাবি করে সম্প্রতি সোশ্যালিস্ট পার্টি (এল এস এস পি) কতকগুলি প্রস্তাব সরকারের কাছে পেশ করেছে।

বর্তমান পরিস্থিতিতে ১৯৬৮ সালের যুক্তফ্রন্টের সাধারণ কর্মসূচীর পরিবর্তন প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। অ-পুঁজিবাদী লক্ষ্য নিয়ে সংহত ও সুসঙ্গত সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী কর্মসূচী গড়ে তোলবার উদ্দেশ্যে নতুন পথের সন্ধানের বহুবিধ প্রচেষ্টাকে সংগঠিত করা আমাদের পার্টির কাজ। পুনরায় ঐক্য সাধনের পর পার্টির কর্মিবাহিনী শক্তিশালী হয়েছে এবং পার্টি এখন আস্থার সঙ্গে এই দায়িত্বগুলো পালনের জন্য সম্মুখে দৃষ্টিক্ষেপ করতে পারে। বর্তমানে বহুধাবিভক্ত বাম ও প্রগতিশীল শক্তিসমূহকে পরিচালিত ও সমাবেশ করাই পার্টির এখনকার জরুরী কাজ। এজন্য পার্টির সক্রিয়তা বাড়ানো, সাম্রাজবাদ ও তার স্থানীয় সহযোগীদের বিরুদ্ধে যুক্ত প্রচেষ্টা চালিত করা, সরকারের ভিতরের দক্ষিণপন্থীদের বিচ্ছিন্ন করা এবং জাতীয় পুঁজিপতিদের দোদুল্যমানতাকে প্রতিহত করা প্রয়োজন।

ট্রেড ইউনিয়নসমূহের যুক্ত কমিটি ও সরকারি মোর্চার পার্টিগুলির যুবসংগঠনসমূহের ন্যায্য দাবি ও প্রস্তাব-গুলোকে সমর্থন করার সঙ্গে সঙ্গে, ১৯৭৪ সালের অক্টোবর মাসে কমিউনিস্ট পার্টি তার পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনে সরকারের

কার্যকর করার জন্য একটা স্বল্পমেয়াদী কর্মসূচী গ্রহণ করেছে। গত চার বছরের ঘটনাবলীর বিকাশের এবং গভীরতর অর্থনৈতিক সংকটের নতুন বাস্তবতার আলোকে যুক্তফ্রন্টের কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত প্রস্তাবগুলোকে বর্তমানের উপযোগী করে তোলা ও সেগুলোকে প্রসারিত করা এর উদ্দেশ্য।

স্বল্পমেয়াদী কর্মসূচী প্রস্তাব করেছে যে বিশেষ নিয়ন্ত্রণ সংস্থার অনুমতি ব্যতীত রাষ্ট্রীয় ও ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠানগুলোকে পণ্যমূল্য নির্ধারণ করতে দেয়া উচিত নয়। এই বিশেষ নিয়ন্ত্রণ সংস্থা অবিলম্বে স্থাপন করতে হবে। রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য সংস্থাগুলো নিয়ন্ত্রিত দরে সমগ্র নিত্যপ্রয়োজনীয় ও অন্যান্য পণ্যগুলো কিনে নেবে।

আর্থব্যবস্থায় রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ বাড়ানোর প্রয়োজনীয়তার ওপর পার্টি জোর দিয়েছে। বৈদেশিক বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো জাতীয়করণের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি কার্যকর করা উচিত। বড় চালকলগুলো এবং ভোগ্যপণ্য উৎপাদক কোম্পানি ও শিল্পগুলো সরকারের অধিগ্রহণ করা উচিত। সঠিক বণ্টনের জন্য স্বল্প যোগানের নিত্য প্রয়োজনীয় ভোগ্যপণ্যের বাণিজ্য রাষ্ট্র ও সমবায় বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানগুলোর একচেটিয়া হওয়া উচিত। এই বাণিজ্যে খুচরা বিক্রয়ব্যবস্থা প্রসারিত করা উচিত ; রাষ্ট্রীয় উৎপাদন সংস্থার উৎপন্ন, বিশেষ করে বস্ত্র শিল্পের উৎপন্ন দ্রব্য রাষ্ট্রীয় ও সমবায় ব্যবস্থার মাধ্যমে বণ্টন করা উচিত। বণ্টন ব্যবস্থা দেখাশোনা এবং মজুদদারী ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়বার জন্য সকল স্বায়ত্তশাসনমূলক প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রতিটি ওয়ার্ডে গণকমিটি স্থাপন করতে হবে। ধান-চালের মালিকানার বিষয়ে আরও নিচু উর্ধ্বসীমা নির্ধারণ, এই ফসলের জন্য যারা নতুন জমির ব্যবস্থা করে তাদের উৎসাহদান, ও রাষ্ট্রীয়-মালিকানার খামারগুলিকে সাহায্য দানের কথা স্বল্পমেয়াদী কর্মসূচীতে আছে। চিনি, মাছ, দুধ ও মাংসের উৎপাদন বাড়ানোর জন্য সরকারের শক্তিশালী ব্যবস্থা নেওয়া উচিত। স্বল্পভাড়ায় কৃষকদের ট্রাক্টর সরবরাহের জন্য রাষ্ট্রীয় ট্রাক্টর ভাড়া কেন্দ্র সংগঠিত করা উচিত। ট্রেড ইউনিয়নসমূহের যৌথ পরিষদের দাবিগুলো, বিশেষ করে মাসিক ৮০০ টাকা পর্যন্ত আয় করে এমন সকল কর্মচারির আয় মাসে ৭৫ টাকা বাড়ানোর দাবি মেটানোর প্রয়োজনীয়তার কথা এই কর্মসূচীতে আছে। রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা ও প্রতিষ্ঠান পরিচালনায় শ্রমিকদের অংশগ্রহণের বর্তমান ব্যবস্থা বদলানো উচিত। ১৯৭৪ সালের মে দিবসে প্রধানমন্ত্রীর আহ্বানে সাড়া দিয়ে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে ট্রেড ইউনিয়নগুলো কর্তৃক গঠিত আরক্ষা-সমিতিগুলোর সরকারি স্বীকৃতি পাওয়া উচিত। প্রতিক্রিয়াশীল ও অন্তর্ঘাতী চক্রান্তের বিরুদ্ধে যুক্তফ্রন্টের সরকার ও রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি রক্ষা এদের কাজ হওয়া উচিত। জেলার রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষকে পরামর্শদান ও সহায়তা করার জন্য প্রত্যেক জেলায় তিনটি যুক্তফ্রন্টের পার্টির যৌথ সমিতি স্থাপিত হওয়া উচিত। সরকারের সাম্প্রতিক কার্যকলাপের ফলে তামিলভাষী সংখ্যালঘুদের(১) মধ্যে যে শুভেচ্ছাবোধ জাগ্রত হয়েছে তা শক্তিশালী ও সংহত করা উচিত।

যুক্তফ্রন্টের কর্মিবাহিনীর মধ্যে স্বল্পমেয়াদী কর্মসূচী যথেষ্ট আগ্রহ ও উৎসাহ সৃষ্টি করেছে। যারা যত শীঘ্র সম্ভব অর্থনৈতিক সংকটকে আন্তরিকভাবে কাটিয়ে উঠতে চায়, তারা কমিউনিস্টদের প্রস্তাবগুলোকে সমর্থন করে। এটা খুবই পরিষ্কার, কারণ বর্তমান অসুবিধাগুলো সমাধানের বাস্তবসম্মত পথ এই কর্মসূচী উপস্থাপিত করেছে।

---

১ "দক্ষিণ এশিয়া : শান্তি ও সহযোগিতা," শান্তি স্বাধীনতা সমাজতন্ত্র, সংখ্যা-৭, ১৯৭৪, পৃঃ ২১।

সি এম ই এ ও কাঁচামালের দাম

সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোর পত্রপত্রিকা বিশ্লেষণ করে

আপন সদস্যদের মধ্যে বাণিজ্যে পারস্পরিক অর্থনৈতিক সহায়তা পরিষদ মূল্য নির্ণয়ের পদ্ধতির পরিবর্তন করছে। বহু পণ্যের নতুন মূল্য স্থির করা হচ্ছে। সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোর পত্র-পত্রিকাগুলো এই সিদ্ধান্তের বিস্তৃত মতামত প্রকাশ করেছে। জি ডি আর, হাঙ্গেরি, পোল্যান্ড, চেকোশ্লোভাকিয়া এবং অপরাপর সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোতে একটা কথা বলা হয়েছে যে বিশ্ব বাণিজ্যের সবচেয়ে গতিশীল ক্ষেত্র হচ্ছে সি এম ই এ বাজার এবং এটা অবিচল গতিতে দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিশ্বের পণ্য মূল্যের স্তর এবং সহযোগিতা, পারস্পরিক সহায়তা ও অর্থনৈতিক পরিকল্পনার সমাজতান্ত্রিক মূল নীতিসমূহের দ্বারাই এই বাজারের পণ্য মূল্য নির্ধারিত হয়। বিশ্ব বাজারে দূর-প্রসারী পরিবর্তনের ফলে যেসব সমস্যার উদ্ভব হয়েছে, সি এম ই-এ দেশগুলোর সুসংহত বাণিজ্য নীতি সেগুলোর পারস্পরিক সুবিধাজনক সমাধানের পথ দেখায়। এগুলোর মধ্যে রয়েছে জ্বালানি ও অন্যান্য কাঁচামালের বিশ্ব মূল্যস্তরের অত্যধিক বৃদ্ধি। প্রাগের **রুদো প্রাভো** পত্রিকায় বলা হয়েছে, একে শুধু মূল্য স্তরের স্বল্প-মেয়াদী ওঠানামা হিসাবে বিচার করা যায় না, একে দীর্ঘ-মেয়াদী প্রবণতা হিসাবেই দেখতে হবে। ঘনিষ্ঠতর অর্থনৈতিক যোগাযোগকে সহজ করা ছাড়াও সি এম ই-এর বৈদেশিক বাণিজ্য নীতি অ-সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোর সঙ্গে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিকাশে সাহায্য করে এবং এইভাবে উত্তেজনা প্রশমনকারী বাণিজ্য কাঠামো গড়ে তুলতে সহায়তা করে।

হাঙ্গেরির **মাগীয়ার নিমজেট** পত্রিকা মনে করিয়ে দিয়েছে যে, পনের বছরের বেশিকাল ধরে সি এম ই-এ সদস্যদের মধ্যে বাণিজ্যে পণ্য মূল্য সংযোগমূলক ওঠানামা ও ফাটকাবাজী উপাদান বাদ দিয়ে বিশ্ব পণ্যমূল্য-ভিত্তিকই ছিল। এর পদ্ধতি ছিল বিগত পাঁচ বছরের বিশ্ব মূল্যের গড়কে ভিত্তি হিসাবে নিয়ে পাঁচ বছরের জন্যে, আগাম পণ্য মূল্য নির্ধারণ করা। সেই পদ্ধতিতেই এক বছরের আগাম পণ্য মূল্য নির্ধারণ করে এখনও চালিয়ে যাওয়া হচ্ছে। এই পদ্ধতি বিশ্ব পণ্য মূল্যের পরিবর্তনগুলো ক্রমে ক্রমে সইয়ে নেওয়া সম্ভব করবে, এইভাবে মূল্য স্তরের তীব্র ওঠানামা থেকে একে রক্ষা করবে। এর একটা উদাহরণ হল, ১৯৭৫ সালের তৈল ও কাঁচামালের সুসমন্বিত মূল্য। এই মূল্য পূর্ববর্তী বছরগুলি থেকে বেশি, কিন্তু বিশ্ব-পুঁজিবাদী বাজারের মূল্যস্তর থেকে বেশ কম, কারণ পাঁচ বছরের মধ্যে মুদ্রাস্ফীতির বছরগুলো এবং তুলনামূলকভাবে কম মূল্যের বছরগুলিও পড়ে।

জ্বালানী শক্তি ও কাঁচামালের জন্য হাঙ্গেরিকে আরও বেশি ব্যয় করতে হবে, কিন্তু তার শিল্পপণ্য, যা তার রপ্তানির অনেকখানি পূরণ করে, তার মূল্যও বেশি হবে। **মাগীয়ার নিমজেট** পত্রিকা লিখেছে : "পুঁজিবাদী বাজারে নতুন কাঁচামালের নতুন মূল্য অপেক্ষা এই মূল্যনীতি আমাদের পক্ষে অনেক বেশি অনুকূল। দৃষ্টান্তস্বরূপ, অশোধিত তেলের জন্য পুঁজিবাদী বাজারের মূল্য থেকে অর্ধেকেরও কম মূল্য আমরা দিচ্ছি।"

পোল্যান্ডের **ট্রাইবিউনা লুডু** বলেছে যে সি এম ই-এ আর্থব্যবস্থা বিশ্ব বাজার থেকে বিচ্ছিন্ন নয়, বিশ্ব বাজারে তেলের দাম বেড়েছে শতকরা ৩০০ ভাগ, কয়লা ২৫০ ভাগ, গন্ধক ১৫০ ভাগ এবং ইস্পাত ১৩০ ভাগ। ওয়ারশর সাপ্তাহিক **পোলিটিকা** এই অঙ্কগুলো উদ্ধৃত করেছে : ১৯৭৩ সালে ইউ এস এস আর পোল্যান্ডের কাছে ১২ মিলিয়ন টন তৈল ও তৈলজাত দ্রব্য বিক্রয় করে এবং এফ আর জির কাছে ৬ মিলিয়ন টন বিক্রয় করে প্রায় একই পরিমাণ আয় করেছিল। ১৯৭৪ সালে ইউ এস এস আর সি এম ই-এ দেশগুলোর কাছে ৫০ মিলিয়ন টন তৈল ও তৈলজাত উৎপন্ন বিক্রয় করে আয় করেছে এক বিলিয়ন রুবলের থেকেও বেশি, এবং অপরাপর দেশের কাছে ৭০ মিলিয়ন টন বিক্রয় করে প্রায় ৪ বিলিয়ন রুবল আয় করেছে। কিছু কিছু পোল্যান্ডের রপ্তানী পণ্য, কয়লা, কোক কয়লা, গন্ধক ও তামার সম্পর্কেও একই তুলনা টানা যেতে পারে। এই পরিপ্রেক্ষিতে **পোলিটিকা** মন্তব্য করেছেন যে সি এম ই এ ও বিশ্ব পণ্যমূল্যের খুব বেশি তফাত সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোর মধ্যে সহযোগিতাকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে, কারণ অর্থনৈতিক বিনিময়ের ভিত্তি হিসাবে, বা বৈদেশিক বাণিজ্য নীতি নির্ধারণের প্রারম্ভিক বিষয় হিসাবে পণ্যমূল্য আর কাজ করতে পারে না। যখন বিশ্ব পণ্য মূল্যে কেবল মোটামুটি ধরনের ফাটকাবাজির ওঠানামা কার্যকর ছিল, তখন তথাকথিত "স্থির মূল্যের" পুরানো সূত্র খুবই মানানসই ছিল। কিন্তু এখন দীর্ঘ-মেয়াদী পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বিশেষ করে দীর্ঘ-মেয়াদী পরিকল্পনা-সমূহের সমন্বয় সাধনে এই ব্যবস্থা আর প্রয়োগ করা যায় না। সি এম ই-এ ও বিশ্ব মূল্যের মধ্যে খুব বেশি ফারাক সমাজতান্ত্রিক শিল্পের ব্যয়ের হিসাব প্রস্তুত করার প্রণালীর প্রতিকূলে যায়, এবং নতুন বিনিয়োগের কার্যকারিতার বিকৃত চিত্র হাজির করতে পারে। গতিশীল মূল্যের নতুন ব্যবস্থার দ্বারা এই সকল অবাঞ্ছিত পরিস্থিতি পরিহার করা যায়।

রুদো প্রাভো লক্ষ্য করেছে যে, বহুদিন ধরে বড় বড় পুঁজিবাদী একচেটিয়াপতিরা উন্নয়নশীল দেশগুলোর কাছ থেকে যেসব কাঁচামাল ও জ্বালানি কিনত, তার মূল্য এবং তারা যে শিল্পপণ্য বিক্রয় করত এই উভয় মূল্যের মধ্যে একটা কৃত্রিম ভারসাম্য বজায় রাখত। এখন উন্নয়নশীল দেশগুলো প্রত্যাঘাত করছে। বিশ্বমূল্যের এই পুনর্বিন্যাসের

সামাজিক ফলাফল পুঁজিবাদী ও সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোতে পৃথক। একচেটিয়ারা মেহনতী মানুষের ওপর বোঝা চাপিয়ে দিচ্ছে এবং মুদ্রাস্ফীতি ও বেকারি এখনও বিদ্যমান। এর বিপরীতে ১৯৭৪ সালের নভেম্বর মাসের সি সি-র প্লেনামে সমাজতান্ত্রিক চেকোশ্লোভাকিয়া স্থির করেছে যে বর্তমান জীবনধারণের মান শুধু বজায় রাখা হবে তাই নয়, বরং তাকে আরও উন্নত করা হবে। অপর সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোর সঙ্গে সহযোগিতা, বিশেষ করে ইউ এস এস আরের সঙ্গে সহযোগিতা, যেখান থেকে চেকোশ্লোভাকিয়া তার আমদানী গ্যাসের সবখানি, আমদানী তেলের শতকরা ৯৫ ভাগ ও খনিজ লৌহের প্রায় শতকরা ৮৫ ভাগ পায়। এসব পণ্যের মূল্য ১৯৭১ সাল থেকে অপরিবর্তিত থাকায় চেকোশ্লোভাকিয়া কোটি কোটি ক্রাউন বাঁচাতে পেরেছে। রুদে প্রাভো জোর দিয়ে বলেছে, নতুন পণ্যের মূল্য বেশি হলেও পুঁজিবাদী বাজারের পণ্যমূল্য অপেক্ষা আমাদের পক্ষে অনেক সুবিধাজনক।

কাঁচামাল ও জ্বালানির "বিস্ফোরক মূল্যবৃদ্ধির" বিষয়ে **নিউস ডয়েটসল্যান্ড** (জি ডি আর) মন্তব্য করেছে : "১৯৫২—৫৬ সালে পুঁজিবাদী বাজারে কাঁচামালের মূল্যকে ১০০ হিসাব ধরলে, আমরা দেখি যে ১৯৭২ সালের ডিসেম্বরে তা হয়েছে ১১৯, ১৯৭৩ সালের শেষে ২২৬, এবং ১৯৭৪ সালের ডিসেম্বরে হয়েছে ৩০৯। বিশেষ কয়েকটি পণ্যের মূল্যবৃদ্ধি খুবই বেশি—উদাহরণস্বরূপ, তেলের জন্য চার-পাঁচগুণ বেশি খরচ করতে হয়। যুদ্ধের পর এই হচ্ছে সবচেয়ে বেশি মূল্যবৃদ্ধি, কিন্তু এই বৃদ্ধি সি এম ই এ-র পণ্যমূল্যকে ১৯৭৩ বা ১৯৭৪ সালে প্রভাবিত করে নি। এই দুটি বৎসরেই আমাদের বাণিজ্য চলেছিল ১৯৬৫-৬৯ সালের বিশ্ব পণ্যমূল্যের গড়ের ওপর ভিত্তি করে। জি ডি আর তার কাঁচামাল ও জ্বালানির বিরাট অংশ কেনে ইউ এস এস আর ও অপরাপর সি এম ই এ সদস্যদের কাছ থেকে। এর অর্থ হল যে পুঁজিবাদী বাজার থেকে না কেনায় আমরা শত শত মিলিয়ন মার্ক বাঁচাতে পেরেছি।"

পুঁজিবাদী ও সি এম ই এ দেশগুলোর মধ্যে পণ্যমূল্যে নির্ণয়ের ক্ষেত্রে মৌলিক পার্থক্যের বিষয়ে বুর্জোয়া পত্র-পত্রিকাতেও মন্তব্য করা হয়েছে। মার্কিন পত্র-পত্রিকাগুলো লিখেছে যে, অন্যান্য সি এম ই এ দেশগুলোকে যে মূল্যে ইউ এস এস আর তেল বেচে তা "অবিশ্বাস্য কম", এর প্রতি টন ২০ ডলার, বিশ্ব বাজারে যখন তার মূল্য ১০০ ডলার। নতুন মূল্য বিশ্বপণ্যমূল্যস্তরের অনেক নিচে। যাইহোক, বুর্জোয়া পত্র-পত্রিকাগুলো লিখেছে যে, সোভিয়েত তেলের যোগান বাড়ার সম্ভাবনা নেই, সুতরাং সি এম ই এ দেশগুলোকে হয় তাদের বৃদ্ধির হার কমাতে হবে বা বিশ্ব বাজারের মূল্যে তাদের তেল আমদানী করতে হবে। মস্কোতে সোভিয়েতের তেল ও তেলজাত দ্রব্যাদি যোগানের জন্য পোল্যান্ডের এক বছরের বৃহত্তম চুক্তির কথা রিপোর্ট করে **ট্রাইবিউনা লুডু** এর সবচেয়ে ভাল উত্তর দিয়েছিল। এটি ও অপরাপর ঘটনা এটাই দেখায় যে সি এম ই এ দেশগুলোর মধ্যে অর্থনৈতিক বিনিময় হ্রাস পাবে না, তার কোনো আশাও নেই। পরিকল্পনা অনুসারে তাদের সম্পর্ক বিকশিত হচ্ছে এবং স্থায়ী অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ভিত্তির ওপর সেই সম্পর্ক নির্ভরশীল।

ও বের

পুস্তক সমীক্ষা

কোনো কল্পনার জগৎ নয়

সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্র গ্রন্থের রচয়িতা জর্জি সাখনাজারভ এল এল ডি, যথার্থই মন্তব্য করেছেন যে এই বিষয়টির বিশ্লেষণে প্রথমত এটিকে একটি বিবর্তনশীল ব্যবস্থা হিসাবে দেখতে হবে, কতকগুলি পূর্বনির্দিষ্ট রীতির একত্রীভূত ফল হিসাবে নয়। এবং দ্বিতীয়ত সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির বিভিন্ন ধারণা ও অভিজ্ঞতার কথা মনে রেখে এর সব বৈচিত্র্যগুলি বিচার করতে হবে। অপর যে একটি নীতির তিনি প্রয়োগ করেছেন তাহল কঠিন বিষয়গুলির সরাসরি সম্মুখীন হওয়া; তা সে সমাজতান্ত্রিক গঠনের জটিল সমস্যাই হোক অথবা বুর্জোয়া প্রচার সম্পর্কিত অনুমানই হোক। এই দৃষ্টিভঙ্গি বর্তমান লেখককে বুর্জোয়া রাজনৈতিক লেখকরা যাকে অখণ্ডনীয় বলে মনে করে, এমন সব সস্তা বহুল প্রচলিত সমাজতন্ত্র-বিরোধী প্রচারকে খণ্ডন করতে সমর্থ করেছে। তাদের মধ্যে একটি হল যে "রাজনৈতিক বহুত্ববাদ" এবং বিরোধী দল ছাড়া সমাজের সমস্ত অংশের বিশেষ করে সংখ্যালঘুদের স্বার্থ বিবেচনা করা অসম্ভব। কিন্তু সাখনাজারভ দেখিয়েছেন যে "রাজনৈতিক শক্তিগুলির অবাধ গতিবিধি"ই সংখ্যালঘুদের স্বার্থের অর্থাৎ যাদের স্বার্থে পার্টি বিরোধী পক্ষে থাকে, এমন কি আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতিদানেও বাধা সৃষ্টি করে। অবশ্যই বাস্তবক্ষেত্রে বুর্জোয়া গণতন্ত্র সংখ্যাগুরু শ্রমজীবীদের স্বার্থ সম্পূর্ণই উপেক্ষা করে। বিপরীতদিকে, সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির শাসক কমিউনিস্ট পার্টিগুলি সমাজের সমস্ত অংশের স্বার্থগুলিই বিবেচনা করে।

আরেকটি প্রিয় ও বাঁধাধরা অভিযোগ হল নিজেদের কর্মীদের মধ্যে দলীয় সংঘাতের প্রতি কমিউনিস্ট পার্টিগুলির বিরোধিতা হল আন্তঃপার্টি গণতন্ত্রের অভাবেরই পরিচায়ক। সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টি ইতিহাসের নানা দৃষ্টান্ত থেকে রচয়িতা দৃঢ় প্রত্যয়ের সঙ্গে দেখিয়েছেন যে নিজেদের মধ্যে দলাদলিই আন্তঃপার্টি গণতন্ত্রের ক্ষতিসাধন করে।

এই বইটিতে গণতন্ত্রের মাওবাদী বিকৃতি ও সেগুলি সমাজতন্ত্রের যে ক্ষতিসাধন করছে তারও বিচার করা হয়েছে।

সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্র নির্মাণের দীর্ঘ ও জটিল পথের ত্রুটি বিচ্যুতি ও সাময়িক বাধাবিপত্তিগুলিকে সাখনাজারভ পালিশ করে হাজির করার কোনো চেষ্টা করেন নি; আর এই ত্রুটি বিচ্যুতিগুলিকেই বুর্জোয়া প্রচারকরা ব্যতিক্রম না বলে সমাজতন্ত্রেরই সাধারণ নিয়ম হিসাবে প্রতিষ্ঠা করার প্রচেষ্টায় এত বেশি ব্যবহার করে থাকে।

তিনি লিখেছেন, "যদি সমাজতন্ত্রকে কল্পনার জগতে প্রতিষ্ঠা করা যেত তা হলে সবকিছুই পূর্ব নির্ধারিত ছকে-বাঁধা পরিকল্পনা অনুযায়ী সাজানো যেত। কিন্তু এটি পুরাতন সমাজের মধ্য থেকেই জন্ম গ্রহণ করেছে যেখানকার পরিবেশ মোটেই ছবির মতো নয়; সদ্যোজাত অবস্থায় এটিকে বাইরের হস্তক্ষেপ, অবরোধ, ক্ষুধা ও যুদ্ধের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে বাধ্য হতে হয়েছে। তাছাড়াও, 'অভিজাত জন্ম' না হওয়ার জন্য একে গড়ে তোলার কোনো ধাত্রী ছিল না এবং এর নিজের জায়গা নিজেকেই করে নিতে হয়েছে, অক্লান্তভাবে কাজ করতে হয়েছে আর নিজের থেকেই বিজ্ঞানের শীর্ষে পেঁছিতে হয়েছে। একথা মোটেই আশ্চর্যের নয় যে এই নতুন ব্যবস্থা তৎক্ষণাৎই সামাজিক আদর্শের রূপ গ্রহণ করে নি।

"উপরোক্ত কাল্পনিক চিত্রটির অর্থ হল এই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও মৌল ধারণাটি ভালো করে বুঝতে সাহায্য করা যে সাধারণভাবে সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতা ও বিশেষকরে সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের বিশ্লেষণ করতে গিয়ে প্রধান যে বিষয়ের প্রতি নজর দিতে হবে তা হল এই নতুন ব্যবস্থার অন্তর্নিহিত বৈশিষ্ট্যগুলি ও বাইরে থেকে আসা বৈশিষ্ট্যগুলি, যা মূলত সাময়িক ও এর বিকাশকে ব্যাহত করে, এই দুটির মধ্যে সুস্পষ্টভাবে পার্থক্য করা।"

যাই হোক, এই বইখানির প্রধান বিবেচ্য বিষয়টি হল গণতন্ত্রের আজকের দিনের সমস্যাগুলি নিয়ে গঠনমূলক অনুসন্ধান। সমাজতন্ত্রের অর্জিত সাফল্যগুলি যা শ্রমজীবী জনগণকে প্রকৃত অধিকার ও স্বাধীনতা দান করেছে যা ধনতন্ত্রে মেলে না; এবং কখনই মিলতে পারে না, সেগুলি সুবিদিত। রচয়িতা এখানে গুরুত্ব দিয়ে দেখিয়েছেন যে সমাজতন্ত্রের ক্ষেত্রে গণতন্ত্রই শেষ কথা নয় কিন্তু গণতন্ত্র হল এর লক্ষ্যগুলি অর্জনের উপায়। একটি শোষণকারী রাষ্ট্র পরিস্থিতির ওপর নির্ভর করে, তার কাজ-কর্ম গণতান্ত্রিক, অগণতান্ত্রিক অথবা আংশিকভাবে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সম্পাদন করতে পারে। সমাজতন্ত্র কিন্তু তার লক্ষ্যগুলিকে গণতন্ত্রের সংগতিপূর্ণ বিকাশ ছাড়া অর্জন করতে পারে না কারণ সেটি হল সমাজতন্ত্রের অগ্রগতির একটি অন্যতম প্রধান শর্ত।

সাখনাজারভ তাঁর অনুশীলনে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের চিরায়ত রচনা থেকে শুরু করেছেন এবং প্রাচীন ও আধুনিক দর্শন থেকে উপন্যাস পর্যন্ত—এইসব অন্যান্য উপাদান থেকে সম্পদ আহরণ করেছেন আর তার সঙ্গে যুক্ত করেছেন সমসাময়িক রাজনীতির বহু ঘটনা, বর্তমান সমাজতন্ত্রের অভিজ্ঞতা সম্পর্কে নানা তথ্য, সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের অর্জিত সাফল্য এবং এর বিকাশের সমস্যা। পরি-

---

জি বাহ সাখনাজারভ—Sotsialisticheskaya demokratia. Nyekotoriye Voprosy teorii (সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্র—তত্ত্বসংক্রান্ত কিছু প্রশ্ন) দ্বিতীয় (সংশোধিত) মুদ্রণ। মস্কো, ১৯৭৪।

শেষে রচয়িতার উৎকৃষ্ট রচনাশৈলী, বিতর্কে পারদর্শিতা আর উপস্থাপনার যৌক্তিকতাকে উল্লেখ না করলে এই সমীক্ষাটি অসম্পূর্ণ থেকে যাবে।

—ও এল

বিপ্লবী ছদ্মবেশ

ট্রটস্কীপন্থী চতুর্থ আন্তর্জাতিক অনেকদিন হল পরস্পর সংঘর্ষরত দলে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। ট্রটস্কীবাদের তত্ত্বগুলি সময়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে ব্যর্থ হয়েছে এবং ট্রটস্কীবাদের অনুগামীদের রাজনৈতিক কার্যকলাপ গণ-সমর্থন অর্জনে বিফল হয়েছে। বিপ্লবী আন্দোলনের মধ্যে একটি প্রবণতা হিসাবে ট্রটস্কীবাদের পতন ঘটেছে। কিন্তু তবুও ট্রটস্কীবাদী দলগুলির অস্তিত্ব রয়েছে এবং সাম্প্রতিককালে তাদের কার্যকলাপকে বাড়িয়ে তুলেছে। এর কিছু কারণ আছে। শ্রেণীসংগ্রামে অপরীক্ষিত বিশাল অ-প্রলেতারীয় জনগণ সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী, একচেটিয়া-বিরোধী সংগ্রামে যোগ দিয়েছে। অভিজ্ঞতা ও বিপ্লবী উপলব্ধির অভাবের ফলে তারা প্রায়শই ট্রটস্কীবাদী বাগাড়ম্বরের শিকার হয়ে পড়ে। এই কারণেই আধুনিক ট্রটস্কীবাদের স্বরূপ উদ্ঘাটন করা এত গুরুত্বপূর্ণ। ট্রটস্কীবাদী দলগুলির দলিল ও বাস্তব কার্যকলাপের বিশ্লেষণের ওপর ভিত্তি করে রচিত এল ফেনসিকের বইখানির উদ্দেশ্য হল আজকের দিনের ট্রটস্কীবাদের সারমর্ম ও বিশ্বের বিপ্লবী রূপান্তরের লক্ষ্যের প্রতি এর বিরোধিতার স্বরূপ উদ্ঘাটন করা।

ট্রটস্কীবাদের বিকৃত আয়নায় দেখলে বিশ্বে নিয়তই এক বিপ্লবী পরিস্থিতি বিদ্যমান রয়েছে এবং তার ফলে যে কোনো জায়গায়, যে কোনো সময়ে বিশেষ করে ট্রটস্কীবাদী কায়দায় বিপ্লব ফেটে পড়তে পারে। এবং যদি ট্রটস্কী ধাঁচের বিপ্লব না ঘটে তা হলে সংস্কারবাদ এবং বর্তমান শ্রমিকশ্রেণীর পার্টিগুলির আমলাতান্ত্রিক ভুলত্রুটিই তার জন্য দায়ী। রচয়িতা দেখিয়েছেন যে ট্রটস্কীপন্থী মতবাদগুলি বর্তমান সমাজতন্ত্র, কমিউনিস্ট ও ওয়ার্কার্স পার্টিগুলি এবং জাতীয় মুক্তির শক্তিগুলির বিরুদ্ধেই পরিচালিত। ট্রটস্কীবাদীরা সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে "রাজনৈতিক বিপ্লবের" এবং দরকার হলে শ্রমিকশ্রেণীর ক্ষমতার বিরুদ্ধে সশস্ত্র অভ্যুত্থানের প্রয়োজনের কথা বারবার উচ্চারণ করে থাকে। একথা মোটেই আশ্চর্যের নয় যে ট্রটস্কীপন্থী দলগুলি ১৯৫৬ সালে হাঙ্গেরির রক্তক্ষয়ী প্রতি-বিপ্লবকে স্বাগত জানিয়েছিল এবং চিলিতে ক্রমবর্ধমান প্রতিবিপ্লবী আঘাতের বিরুদ্ধে সংগ্রামের সেই সর্বনাশা দিনগুলিতে তারা গণ-ঐক্যজোটের সরকার সমর্থকদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির চেষ্টা করেছিল।

বইখানিতে, উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলিতে ব্যাপক ভিত্তিক একচেটিয়া-বিরোধী মৈত্রীর বিরুদ্ধে ট্রটস্কীবাদী বক্তব্যগুলির সমালোচনা করা হয়েছে। তারা দাবি করে যে গণতান্ত্রিক অধিকারগুলি ও জীবনধারণের মান রক্ষা করা এবং গণতন্ত্রের সঙ্গে সমাজতন্ত্রকে যুক্ত করা এসবই হল ডাহা সুবিধাবাদ। একমাত্র সঠিক পথ হল অবিলম্বে সাধারণ ধর্মঘট আহ্বান করা ও শ্রমিক পরিষদ স্থাপন করা অবশ্যই যা ট্রটস্কীবাদীদের দ্বারা পরিচালিত হবে।

ট্রটস্কীবাদীদের মতে বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের প্রধান রণক্ষেত্র হল ঔপনিবেশিক ও পূর্বতন পরাধীন দেশগুলি। কিন্তু দেখা যায় যে প্রধান শত্রু হল জাতীয় বুর্জোয়া আর তাই তারা "বিশুদ্ধ প্রলেতারীয় বিপ্লবের" অনুকূলে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী জাতীয় ফ্রন্টের বিরোধিতা করে।

ফেনসিক যথার্থই উল্লেখ করেছেন যে আজকের দিনের ট্রটস্কীবাদ যা বিভিন্ন উগ্র বাম গোষ্ঠীগুলির মতাদর্শগত মালমশলা যোগায়, তা মাওবাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। এটি কোনো আকস্মিক ঘটনা নয় যে কুখ্যাত চতুর্থ আন্তর্জাতিকের অবশেষগুলির যারা প্রতিনিধিত্ব করে তারা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে পিকিং-এর কোনো কোনো কার্যাবলীর সমালোচনা করলেও তাদের সঙ্গে যৌথ কর্মধারাকে অগ্রসর করাবার পথের সন্ধান করে। যখন মাওবাদী গোষ্ঠী সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টি ও আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের বিরুদ্ধে খোলাখুলি রাজনৈতিক আক্রমণ চালায় তখন ট্রটস্কীবাদীরা তাদের সমর্থন জানিয়ে খোলা চিঠি পাঠায়। সোভিয়েত-বিরোধিতা ও কমিউনিজম-বিরোধিতা ট্রটস্কীবাদ ও মাওবাদের মৈত্রীর কেন্দ্রবিন্দু হয়ে আছে।

আজকের দিনের ট্রটস্কীবাদের চরিত্রটি ফিদেল কাস্ত্রো সঠিকভাবে বর্ণনা করেছিলেন। তিনি মন্তব্য করেছিলেন যে একদা ট্রটস্কীবাদ, একটি ভ্রান্ত প্রবণতা হলেও, রাজনৈতিক ধারণার জগতে বিরাজ করত কিন্তু সাম্প্রতিককালে এটি সাম্রাজ্যবাদ ও প্রতিক্রিয়ার স্থূল যন্ত্রে পরিণত হয়েছে।

ফেনসিক গুরুত্ব দিয়ে বলেছেন যে, সমকালীন ট্রটস্কীবাদের স্বরূপ উদ্ঘাটন করা হল কমিউনিস্ট আন্দোলনের আদর্শগত পবিত্রতা রক্ষা করার সংগ্রামের একটি অপরিহার্য অঙ্গ এবং একই সঙ্গে একটি ব্যাপক সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ফ্রন্ট গঠনের জন্য রাজনৈতিক সংগ্রামের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক।

লেজলো নাগি

ইতালির সামরিক বাহিনী : কমিউনিস্টদের প্রস্তাবসমূহ

পুঁজিবাদী দেশগুলির সশস্ত্রবাহিনীসমূহ যাতে আন্তর্জাতিক উত্তেজনা প্রশমনের বিরোধীদের ও "ঠাণ্ডা যুদ্ধবাজ"দের হাতের অনুগত যন্ত্রে পরিণত না হয় তার জন্য কি করা উচিত? শ্রমিকশ্রেণী কিভাবে সামরিকবাহিনীকে প্রতিক্রিয়াশীল কাজে ব্যবহার করা থেকে দূরে রাখতে পারে? সামরিক বাহিনীর গণতন্ত্রীকরণের জন্য কি করা উচিত? এ বোলদ্রিনি ও এ দ্যলেসিও এইসব প্রশ্ন আলোচনা করার সময় কমিউনিস্ট পার্টির নীতি তুলে ধরেছেন।

যুদ্ধের পর থেকে ইতালির সৈন্যবাহিনীর বিবর্তনের কথা বলতে গিয়ে রচয়িতারা গুরুত্ব দিয়ে বলেছেন যে, ফ্যাসিবাদ-বিরোধী সংগ্রামের মধ্যে যে প্রতিরোধ গড়ে উঠেছিল তার গণতান্ত্রিক ঐতিহ্যগুলি মুছে ফেলার জন্য

এল ফেন্‌সিক (L. Fencsik)—A mai trockistak (পরবর্তীকালের ট্রটস্কীবাদীরা) বুদাপেস্ত, ১৯৭৪।

এ বোলদ্রিনি, এ দ্যলেসিও—**Esercito e politica In Italia** (ইতালির সামরিক বাহিনী ও রাজনীতি) রোম, ১৯৭৪।

শাসক চক্র অনেক কিছুই করেছে। পদস্থ অফিসার ও সামরিক লোকজনের মনে ঠাণ্ডা যুদ্ধের ধারণা ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছিল এবং "লাল জুজুকে প্রতিহত করার প্রয়োজনীয়তা" থেকে সৃষ্ট ধারণার ওপর ভিত্তি করে তাদের প্রশিক্ষা দেওয়া হয়েছিল। এই বইখানিতে বলা হয়েছে যে "ইতালির ৩০টিরও বেশি প্রদেশে নাটো ও মার্কিন ঘাঁটি রয়েছে।" "সার্ডিনিয়াকে বিমানবাহী জাহাজে পরিণত করা হয়েছে, কৃষক ও মেষ পালকদের হাজার হাজার হেক্টর জমি থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে, স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন সংস্থাগুলিকে পঙ্গু করে দেওয়া হয়েছে।"

ইতালির সশস্ত্র বাহিনীর কাছে এক অতি জীর্ণ মতবাদকে খাড়া করা হয় তা হল "অভ্যন্তরীণ শত্রুর বিরুদ্ধে স্থায়ী সমাবেশ" এবং এটি শ্রমিকশ্রেণীর ও সমগ্র গণতান্ত্রিক আন্দোলনের বিরুদ্ধে পরিচালিত। ইতালির কমিউনিস্টরা দেখিয়েছে যে "শ্রমজীবী জনগণকে একেবারে ধ্বংস করে ফেলতে হবে এমন শত্রু বলে মনে করা সমগ্র জাতির প্রতিরক্ষার নীতিটিকেই বর্জন করার শামিল এই ধরনের তত্ত্বগুলির সঙ্গে জনগণের গণতান্ত্রিক চেতনার সংঘাত ঘটে।" আর এই নীতি দক্ষিণপন্থী, প্রতিক্রিয়াশীল এবং ফ্যাসিবাদী শক্তিগুলির ষড়যন্ত্র ও অন্তর্ঘাতমূলক কৌশলগুলিকে আড়াল করতে সাহায্য করে। এ কথা সকলেরই জানা আছে যে ইতালির সামরিকবাহিনীর বহু পদস্থ অফিসারই নয়া-ফ্যাসিস্টদের প্রতি সহানুভূতিশীল। তাছাড়া, কোনো কোনো সামরিক বিভাগ (যেমন, ক্যারাবিনিয়েরি ও এস আই ডি পাল্টা গোয়েন্দা বিভাগ যা সিফার স্থান গ্রহণ করেছিল) কার্যত প্রতিক্রিয়াশীল ক্ষমতা দখলের চেষ্টা করেছিল। নয়া-ফ্যাসিবাদী ইতালির সোশ্যাল মুভমেণ্ট সামরিক বিভাগের কর্মীদের নিজেদের পক্ষে নিয়ে আসার জন্য তাদের মধ্যে বেশ সক্রিয়।

এইরূপ জটিল অবস্থাতে, যা আলোচ্য বইখানিতে সুস্পষ্টভাবে চিত্রিত করা হয়েছে, ইতালির কমিউনিস্ট পার্টিকে, সামরিক বাহিনীকে প্রতিক্রিয়া ও যুদ্ধের যন্ত্র হিসাবে ব্যবহার করার প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে, কাজ চালাতে হয়। এই বিষয়ে কমিউনিস্ট পার্টি একটি সুস্পষ্ট কর্মসূচী গ্রহণ করেছে এবং দুটি লক্ষ্যের দিকে এর কার্যকলাপকে পরিচালিত করে। প্রথমটি হল সামরিক বাহিনীর ব্যাপারে প্রতিনিধি সংস্থাগুলির (পার্লামেন্ট ও স্থানীয় সরকারি কর্তৃপক্ষগুলি যার অন্তর্ভুক্ত) মতামতদানের অধিকারকে বর্ধিত করার জন্য সংগ্রাম, একটি স্বাধীন পররাষ্ট্রনীতির জন্য, সামরিক বাহিনী ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে একটি নতুন, গণতান্ত্রিক সম্পর্কের জন্য, এবং দেশের সামরিক নীতি নির্বাচিত কর্তৃপক্ষগুলি নিয়মিতভাবে আলোচনা ও নিয়ন্ত্রণ করবে এই বিষয়টি সুনিশ্চিত করার জন্য সংগ্রাম। একটি দৃঢ় নীতি পরিবর্তনের মাধ্যমে নাটোর নির্দেশ থেকে নিজেদের মুক্ত করার প্রয়োজনীয়তার ওপর ইতালির কমিউনিস্টরা জোর দিয়ে থাকে। এই উদ্দেশ্যগুলি অনুসরণ করতে গিয়ে ইতালির কমিউনিস্টরা জনসভা ও বিক্ষোভ সমাবেশ আহ্বান করে জনগণের কাছে প্রত্যক্ষভাবে আবেদন জানায়। বস্তুত শান্তির জন্য ও ইতালির পররাষ্ট্রনীতিকে এক নতুন রূপ দান করার জন্য গণ-আন্দোলন ইতালির জনজীবনের একটি বিশেষত্ব।

দ্বিতীয় লক্ষ্য হল সামরিক বাহিনীর সংস্কারের জন্য সংগ্রাম এবং সামরিক বাহিনীগুলিতে প্রত্যক্ষভাবে কাজ চালানো। বইখানির রচয়িতারা জোর দিয়ে দেখিয়েছেন যে "সামরিক বাহিনীকে নতুন রূপ দান করার জন্য সবচেয়ে ব্যাপক প্রস্তাব আসে কমিউনিস্টদের কাছ থেকে।" প্রস্তাবিত সংস্কারের মধ্যে আছে ইতালির সামরিক বাহিনীর অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে নাটোর হস্তক্ষেপ বন্ধ করা এবং সামরিক বাহিনীতে রাজনৈতিক বৈষম্য ও শ্রেণী বৈষম্যের অবসান করা। কমিউনিস্টদের প্রস্তাবে আছে বিশালকায় হাই কম্যাণ্ডের আকার যথেষ্ট হ্রাস করা। বইখানিতে দেখানো হয়েছে যে ইতালিতে পাঁচটি সামরিক বাহিনী এবং ৩১ জন বাহিনী জেনারেল, সাতটি বিভাগ এবং ৭৭ জন বিভাগীয় জেনারেল, পাঁচটি ব্রিগেড ও ২১৩ জন ব্রিগেডিয়ার জেনারেল এবং বিমান বাহিনীতে প্রতি পাঁচটি বিমানের জন্য একজন করে জেনারেল আছেন। অস্ত্রশস্ত্র বাবদ ব্যয়ের সামগ্রিক হ্রাসও প্রস্তাবিত সংস্কারের একটি প্রধান কথা।

কমিউনিস্টরা সামরিক ইউনিটগুলিতে সক্রিয়। তারা সামরিক বাহিনীর কর্মীদের সভা, সম্মেলন ও আলোচনার উদ্যোগ গ্রহণ করে যার মধ্য দিয়ে তারা দক্ষিণপন্থীদের অন্তর্ঘাতমূলক কার্যকলাপের স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করে এবং গণতান্ত্রিক সংস্কারের প্রয়োজনীয়তাটি তুলে ধরে। কমিউনিস্টরা মনে করে যে "সামরিক বাহিনীর গণতান্ত্রিক ও দেশপ্রেমিক অংশগুলিকে সজাগ ও সমাবেশ করার প্রয়োজন।"

আলোচ্য বইখানি প্রতিক্রিয়াশীল উদ্দেশ্যে সামরিক বাহিনীকে ব্যবহার করার কাজে বাধা দেওয়ার জন্য সামরিক বাহিনীর গণতন্ত্রীকরণের জন্য সংগ্রামের প্রয়োজনীয়তাকে আবার প্রতিপন্ন করেছে।

ওয়াই জারপোলোভ

একজন প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ ঃ

একজন ইস্রায়েলী আইনজীবী ওকমিউনিস্ট ফেলিসিয়া ল্যাংগার হিব্রু ভাষায় "প্রত্যক্ষদর্শী" নামে একখানি পুস্তক প্রকাশ করেছেন। (বইখানি আরবি, ফরাসি ও ইংরাজি ভাষায় প্রকাশ করারও পরিকল্পনা রয়েছে।) বইখানির রচয়িতা অনেক বছর ধরে ইস্রায়েলের আদালতে আরব এলাকায় দখলদারদের হাতে লাঞ্ছিতদের অধিকারগুলি রক্ষার জন্য লড়াই করেছেন। তাঁর বইখানিতে হাজার হাজার মানুষের, যারা মাসের পর মাস, এমন কি বছরের পর বছর কোনো অভিযোগ বা বিচার ছাড়াই কারাগারে বন্দী হয়ে রয়েছেন এবং যাদের ওপর প্রহার করা ও অত্যাচার করা হয়েছে, তাদের পরিণতি বিশদভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। ইস্রায়েলের বিচারে একটি নতুন আবিষ্কার করা হয়েছে যাকে বলা হয় "প্রশাসনিক গ্রেপ্তার" এবং দখলদার কর্তৃপক্ষ প্রতিটি সন্দেহজনক ব্যক্তির বিরুদ্ধে এটিকে প্রয়োগ করে আর আত্মপক্ষ সমর্থন অথবা আবেদনের কোনো অধিকার ছাড়াই তাকে দীর্ঘদিন কারারুদ্ধ করে রাখা হয়। বইখানিতে একটি আরব পরিবার সম্পর্কে একটি কাহিনী রয়েছে। কয়েক বছর আগে ৭২ বছর বয়স্ক এক বৃদ্ধের কাছে সিরিয়া থেকে তার পুত্র দেখা করতে এসেছিল। ১৯৭৩ সালের অক্টোবর মাসের যুদ্ধের পর ইস্রায়েলী কর্তৃপক্ষ সেই বৃদ্ধ, তার দ্বিতীয় পুত্র, নাতি-নাতনী ও অন্যান্য আত্মীয়স্বজনদের "প্রশাসনিক গ্রেপ্তার" করেছিল।

ফেলিসিয়া ল্যাংগার লিখেছেন যে, প্রায়শই যখন কোনো বন্দীর আত্মীয়-স্বজন তাঁর কাছে আইন সংক্রান্ত

উপদেশ চায় তিনি অত্যন্ত অসহায় বোধ করেন, কারণ দখলীকৃত আরব এলাকায় আইনের কোনো অস্তিত্ব নেই। একদিন তিনি যখন রামালা কারাগারে তাঁর এক মক্কেলের প্রাণদণ্ডের আদেশের বিরুদ্ধে এক আবেদনে স্বাক্ষর করাতে গিয়েছিলেন তখন তার পোশাকে রক্তের দাগ দেখেছিলেন। জেল কর্তৃপক্ষ এটি লক্ষ্য করেছিল এবং তখন থেকে তাঁর মক্কেলদের সঙ্গে তাঁকে আর দেখা করতে দেওয়া হয় নি।

উপসংহারে ফেলিসিয়া ল্যাঙ্গার লিখেছেন "আমি আশা করি এই বইখানি দুই দেশের জনগণের প্রতি ন্যায় বিচারের নীতির ভিত্তিতে ইস্রায়েল ও আরব দেশগুলির মধ্যে নতুন সম্পর্ক স্থাপনের জন্য সংগ্রামে সাহায্য করবে।" ইস্রায়েলের বুর্জোয়া পত্র-পত্রিকা বইখানি সম্পর্কে কোনো মন্তব্য প্রকাশ করে না। বস্তুত প্রতিক্রিয়াশীলেরা এই অকুতোভয় রচয়িতার জীবন নাশের একটি পরিকল্পনা সংগঠিত করার চেষ্টা করেছিল এবং দৈবক্রমে তিনি মৃত্যুর হাত থেকে রেহাই পেয়েছেন।

আলি আসোয়ার

ডায়রি

ওয়ার্ল্ড মার্কসিস্ট রিভিউর প্রতিনিধিরা ভ্রাতৃপ্রতিম পার্টিগুলির জাতীয় কংগ্রেসে যোগ দিয়েছিলেন; সম্পাদকমণ্ডলীর প্রধান কনস্টানটিন জারোদভ সোশ্যালিস্ট ওয়ার্কার্স পার্টির ১১তম কংগ্রেসে যোগ দিয়েছিলেন। সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য রুডলফ ওয়েটেনগেল, সোশ্যালিস্ট ইউনিটি পার্টির ডব্লিউ এম আরের প্রতিনিধি এবং সম্পাদকমণ্ডলীর পরিষদীয় সদস্য মিলটন প্যারেওস, হণ্ডুরাস কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য, ইটালির কমিউনিস্ট পার্টির ১৪তম কংগ্রেসে যোগ দেন। সম্পাদকমণ্ডলীর পরিষদীয় সদস্য লুইস প্যাভিলা, বলিভিয়া কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য, আয়ারল্যাণ্ডের কমিউনিস্ট পার্টির ১৬তম কংগ্রেসে যোগ দেন।

ধনতান্ত্রিক ও উন্নত দেশসমূহের ভ্রাতৃপ্রতিম পার্টিগুলির ডব্লিউ এম আরের প্রতিনিধিদের কার্যকরী গোষ্ঠী সমাজতান্ত্রিক দেশসমূহের বর্তমান কৃষি অবস্থার এবং সমবায় ও জাতীয় সম্পত্তির একীকরণের পথ ও সম্ভাবনার উপর এক সমীক্ষা করেছেন। আমেরিকার কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির রাজনৈতিক কমিটির সদস্য জন পিটম্যান এবং হণ্ডুরাস কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য মিলটন প্যারেডেস সোভিয়েত ইউনিয়ন পরিভ্রমণ করেন এবং গ্রীসের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ভ্যাসিলিস ভ্যালেটস্যানো পউলস্, পানামার পিপলস পার্টির বিকল্প সদস্য বালদোমারো গনজ্যালেজ জার্মান গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র সফর করেন। তাঁরা সমবায় খামার, কৃষি একীকরণ ও কারখানাগুলি পরিদর্শন করেন এবং পার্টি ও সরকারী কর্মচারীদের সাথে সাক্ষাৎ করেন।

প্রাগ সফরের সময় অস্ট্রিয়ার কমিউনিস্ট পার্টির চেয়ারম্যান ফ্রাঞ্জ মুহরী ডব্লিউ এম আরের প্রধান সম্পাদক কনস্টানটিন জারোডভের সাথে সাক্ষাৎ করেন। তিনি ভ্রাতৃপ্রতিম কমিউনিস্ট ও ওয়ার্কার্স পার্টিগুলির মার্কসীয় ও লেনিনবাদী তত্ত্বের সৃজনশীল বিকাশের অভিজ্ঞতা প্রচারে এবং মার্কসবাদ-লেনিনবাদ ও সর্বহারার আন্তর্জাতিকতাবাদের ভিত্তির উপর বিশ্ব কমিউনিস্ট ও শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনের ঐক্যকে উন্নত করার ব্যাপারে পত্রিকাটির ভাল কাজের উল্লেখ করেন। কমরেড মুহরী পত্রিকাটির প্রচারে সাহায্যকে অব্যাহত রাখার ব্যাপারে অস্ট্রিয়ার কমিউনিস্ট পার্টির সহযোগিতার আশ্বাস দেন।

বুলগেরিয়ার ৭৫তম বার্ষিক উদ্‌যাপন উপলক্ষে সোফিয়াতে "বুলগেরিয়ার পিপলস্ এ্যাগ্রেরিয়ান ইউনিয়নের কার্যক্ষেত্রে ঐক্য এবং "বুলগেরিয়ার কমিউনিস্ট পার্টির বিপ্লবের অতীত ভূমিকার ও সমাজতন্ত্র নির্মাণ"-এর তাত্ত্বিক সম্মেলনে এ্যাগামেনন স্ট্যাভরের নেতৃত্বে ডব্লিউ এম আরের একটি প্রতিনিধিবর্গ, প্রগ্রেসিভ পার্টি অব দি ওয়ার্কিং পিপলস্ অব সাইপ্রাস-এর প্রতিনিধিরা পত্রিকার পক্ষে অংশ গ্রহণ করেন। ডব্লিউ এম আরের প্রতিনিধিবর্গের সভ্যরা এ্যাগ্রেরেরিয়ান ইউনিয়নের নেতৃবৃন্দ ও বিভিন্ন দেশের সম্মেলনে অংশগ্রহণকারী প্রতিনিধিদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন।

ডব্লিউ এম আরের সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য ও মঙ্গোলিয়ার পিপলস্ রেভ্যুলুসনারী পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির বিকল্প সদস্য সোগাতিন নামসারী "সমাজ গঠন সম্পর্কে মার্কস ও লেনিনের শিক্ষা এবং অষ্টম এস ইউ পি জি-র কংগ্রেসের অর্থনৈতিক কর্মসূচীর তাৎপর্য"— এই বিষয়ের উপর কার্ল মার্কস উচ্চতর পার্টি স্কুলের পৃষ্ঠপোষকতায় অনুষ্ঠিত এই আলোচনা চক্রে অংশগ্রহণ করেন। এস ইউ পি জি-র কেন্দ্রীয় কমিটির আলোচনা চক্রে মার্কসের ক্রিটিক অব দি গোথা প্রোগ্রাম-এর ১০০তম বার্ষিকী উদ্‌যাপন করা হয়।

21 JUN 1975

Regd. No. WB/CC.10

21 JUN 1975

শান্তি স্বাধীনতা সমাজতন্ত্র

শান্তি স্বাধীনতা সমাজতন্ত্র | দুনিয়ার মজদুর, এক হও

বর্ষ ৩ | জুন ১৯৭৫ | সংখ্যা ৬

সূচীপত্র

উইলিয়াম কাস্তান	:	বিশ্বের পরিবর্তনসমূহ এবং বিপ্লবী সংগ্রামের নতুন সম্ভাবনা	৩
ন্যুড জেসপারসেন	:	মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ এবং পশ্চিম ইয়োরোপের ভবিষ্যৎ	৯
পার্টি			
ওয়ারনার লামবার্জ	:	বর্তমান মতাদর্শগত কাজ	১৪
বেনে আরবানী	:	কারখানায় কমিউনিস্টরা	২০
পেড্রোভ্যাস কুয়েজ	:	বিপ্লবের জন্য ঐক্য	২৩
	:	কমিউনিস্ট ও ওয়ার্কার্স পার্টিগুলি সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত সংবাদ	২৬
	:	সংক্ষেপে	২৮
তত্ত্ব			
	:	গণতান্ত্রিক ঐক্য স্থাপনের সংগ্রামে কমিউনিস্টদের ভূমিকা	৩০
	:	বর্তমান পর্যায়ে দুই বিশ্ব ব্যবস্থার প্রতিযোগিতা (আন্তর্জাতিক তত্ত্বমূলক সম্মেলন)	৩১
লেনার্ড প্যাল	:	আশা ও আকাঙ্ক্ষার উৎস	৪৫
গাই পেলেশো	:	'শূন্য বৃদ্ধি' : মতাদর্শ ও রাজনীতি	৪৮
জুয়োন রোসালেস	:	বিপ্লব, সমাজতন্ত্র, ধর্মতত্ত্ব	৫২
রাজনৈতিক দৃশ্যপট			
এমিল টুমা	:	মার্কিন-ইসরায়েলের সম্পর্কে 'অংশীদারত্বের' সীমাবদ্ধতা	৫৮
নাইম আসহাব	:	বাস্তব দৃশ্যপট (মধ্যপ্রাচ্যের মুক্তি আন্দোলনের শক্তিলাভ)	৬২
	:	জনগণ নতুন পর্তুগালের জন্য ভোট দিয়েছেন	৬৬
	:	শান্তি ও স্বাধীনতা এক সাথে চলে (বান্দুং সম্মেলনের বিংশ বার্ষিকী)	৬৭
	:	এশিয়ার যৌথ নিরাপত্তা	৬৯
	:	নয়া দুনিয়ার ছাত্রসমাজ	৭৩
বালডামেরো গনজালেস	:	গ্রামীণ পানামায় নতুন নতুন প্রবণতা	৭৯
জান প্রাজস্কি	:	সমসাময়িক বাস্তবতা ও সাম্রাজ্যবাদী নীতি	৮২
পত্র-পত্রিকা			
	:	সক্রিয় গণতন্ত্র	৮৫
	:	রাজনৈতিক সাহিত্যের তাক	৮৯
	:	পার্টি পত্র-পত্রিকার বিবরণ	৯৩
	:	জাক্যুইস দুক্লো স্মরণে	৯৫
	:	কলম্বিয়ায় রাজনৈতিক প্রচারপত্র	৯৬
	:	দিনপঞ্জী	৯৬

সম্পাদক ঃ জ্যোতি দাশগুপ্ত

সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ
৪/৩এ, ওরিয়েণ্ট রো,
কলিকাতা-১৭

প্রাপ্তিস্থান ঃ
মনীষা গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড
৪/৩বি, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট,
কলিকাতা-১২

দাম ঃ এক টাকা পঞ্চাশ পয়সা

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পরিষদের পক্ষে ২০৮, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২ থেকে
অজয় দাশগুপ্ত কর্তৃক প্রকাশিত ও কালান্তর প্রেস, ৩০/৬ ঝাউতলা রোড, কলিকাতা-১৭ থেকে
অনিল ভঞ্জ কর্তৃক মুদ্রিত

বিশ্বের ইতিবাচক পরিবর্তনসমূহ এবং বিপ্লবী সংগ্রামের নতুন সম্ভাবনা

উইলিয়াম কাশটান
সাধারণ সম্পাদক, কানাডার কমিউনিস্ট পার্টি

আমাদের চোখের সামনে বিশ্বে যে পরিবর্তনসমূহ সংঘটিত হচ্ছে সেগুলি পরস্পর সংযুক্ত ও পরস্পরের নিয়ামক এবং তাদের সমগ্রতা আজ আন্তর্জাতিক রাজনীতির একটি বিষয়গত উপাদান হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু চরিত্র, মৌল কারণসমূহ বা আন্তর্জাতিক প্রভাবের দিক থেকে সেগুলো সমপ্রবৃত্তিসম্পন্ন নয়। উত্তেজনা প্রশমনের সহায়ক ঘটনাবলী ও বিষয়গুলি বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে ঘটছে এবং এগুলির সঙ্গে জড়িত রয়েছে জনগণ, সরকারগুলি, সামাজিক বিন্যাসসমূহ ও সমগ্র শ্রেণীগুলি।

মাত্র ছ' বছর আগে কমিউনিস্ট ও ওয়ার্কার্স পার্টি-গুলির আন্তর্জাতিক বৈঠক সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলোর ওপর শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান চাপিয়ে দেবার কর্তব্য স্থির করে। সি পি এস ইউ-এর শান্তির কর্মসূচী এবং ভ্রাতৃপ্রতিম মার্কসবাদী-লেনিনবাদী পার্টিগুলির সমর্থনপুষ্ট সোভিয়েত ইউনিয়ন ও সমাজতান্ত্রিক পরিবারের অন্যান্য দেশগুলির ইতিবাচক পররাষ্ট্র নীতির ফলে এবং আন্তর্জাতিক শ্রমিক-শ্রেণী ও জাতীয় মুক্তি, শান্তি ও গণতন্ত্রের শক্তিগুলির প্রয়াসে এ দায়িত্ব পূরণের পথে যথেষ্ট অগ্রগতি হয়েছে।

বিগত কয়েক বছরে গুরুত্বপূর্ণ সাধারণ ঘোষণাবলী গৃহীত হয়েছে এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন, কানাডা, ফ্রান্স, ফেডারেল জার্মানি, ইতালির ও বহু সমাজতান্ত্রিক দেশের সঙ্গে পুঁজি-তান্ত্রিক দেশের দ্বিপক্ষীয় চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে। ঐ দলিলগুলো এই পারমাণবিক যুগে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের নীতিগুলো প্রতিষ্ঠিত করে। এগুলি ভালোর দিকেই এক অতি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন সূচিত করেছে, কারণ খুব বেশি দিন আগের কথা নয়, বহু সাম্রাজ্যবাদী দেশ আন্তর্জাতিক সম্পর্কের নিয়ম হিসেবে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান মেনে নিতে অস্বীকার করেছিল।

কয়েক দশক ধরে মানবজাতির শ্রেষ্ঠ চিন্তাশীলরা এ অস্ত্র-প্রতিযোগিতা থামাবার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। ঐ লক্ষ্যমুখী সব ধরনের পরিকল্পনাই দুই বিশ্বযুদ্ধের আগে প্রস্তাবিত হয়েছিল। কিন্তু কেবলমাত্র আজই যুদ্ধের বিপদ দূর করা ও অস্ত্র-প্রতিযোগিতা স্তব্ধ করা বাস্তব লক্ষ্যে পরিণত হয়েছে।

সোভিয়েত ও মার্কিন নেতৃবৃন্দ স্বাক্ষরিত দলিলগুলি, সর্বাগ্রে ক্ষেপণাস্ত্র-বিরোধী প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা স্থায়িভাবে সংকোচনের চুক্তি ও আক্রমণাত্মক মারণাস্ত্র সীমিতকরণের কয়েকটি ব্যবস্থা সংক্রান্ত সাময়িক চুক্তি দেখিয়ে দিচ্ছে যে জটিলতম নিরস্ত্রীকরণ সমস্যাগুলিও সমাধানের অতীত নয়। ১৯৭৪-এ ভ্লাদিভোস্তকে এল আই ব্রেঝনেভ ও প্রেসিডেন্ট ফোর্ডের বৈঠকে আক্রমণাত্মক মারণাস্ত্র সীমিতকরণের এক পূর্ণাঙ্গ ও দীর্ঘমেয়াদী চুক্তি সম্পাদনের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভব হয়েছিল। এগুলি এবং অন্যান্য পদক্ষেপ উত্তেজনা প্রশমনের দিকে অগ্রগতির নিঃসংশয় প্রমাণ।

সমাজতান্ত্রিক ও পুঁজিতান্ত্রিক দেশগুলোর মাঝে সহযোগিতার প্রসার, দুই বিশ্ব ব্যবস্থার মধ্যে সশস্ত্র সংঘাতের বিপদ কমিয়ে এনেছে। সত্তরের দশকের বাস্তব প্রয়োজন হচ্ছে ঠাণ্ডা যুদ্ধের অবশেষগুলি দূর করা, স্বাক্ষরিত চুক্তিগুলিতে সুস্পষ্টভাবে বোধগম্য করে তোলা, বিভিন্ন সরকারের মধ্যে রাজনৈতিক আলোচনা এগিয়ে নিয়ে যাওয়া; অর্থনৈতিক, বৈজ্ঞানিক, প্রযুক্তিগত ও সাংস্কৃতিক সংযোগ ও সহযোগিতা বৃদ্ধি করা; পরিবেশ সংক্রান্ত সমস্যাবলী সমাধানে, রোগ-ব্যাধির বিরুদ্ধে সংগ্রামে, পরমাণু, মহাকাশ, সমুদ্র গবেষণায় যুক্ত প্রয়াসগুলির বিকাশ ঘটানো। উত্তেজনা প্রশমন নতুন নতুন রূপে আত্মপ্রকাশ করছে—**ইয়োরোপীয় মহাদেশে ও বিশ্বজুড়ে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের বিকাশ নির্ধারণ করছে।**

ঠাণ্ডা লড়াই থেকে গণতান্ত্রিক, ন্যায়সঙ্গত ও স্থায়ী শান্তির পথে মানবসমাজের অগ্রগতির প্রধান সড়ক হয়েছে উত্তেজনা প্রশমন। সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির ক্ষেত্রে এ প্রবণতা স্বাভাবিক; তাদের ব্যবস্থা স্বভাবতই শান্তিপ্রিয়—সৃজনশীল শ্রমের মধ্যে দিয়ে তারা তাদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রদর্শন করছে। সাম্রাজ্যবাদী দুনিয়ার শাসকদের সম্পর্কে বলা যায়, তারা উত্তেজনা প্রশমন মানতে বাধ্য হয়েছে।

ফলে আমরা একে বিশ্বের প্রধান ইতিবাচক পরিবর্তন বলে, **বিশ্ব শক্তিসমূহের নতুন বিন্যাস** বলে মনে করি। আর তা সম্ভব হয়েছে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও সমাজতান্ত্রিক পরিবারের অন্যান্য সদস্যের শক্তিশালী অর্থনৈতিক ও প্রতিরক্ষামূলক অবস্থানের ফলে এবং কমিউনিস্ট আন্দোলন ও শান্তি, গণতন্ত্র ও সামাজিক প্রগতির শক্তিগুলির বর্ধিষ্ণু প্রভাবের ফলে। এ কারণেই তা উত্তেজনা প্রশমনের বর্তমান প্রক্রিয়াগুলিকে অনিবার্য করে তোলার এবং সামরিক জোট মোচনকে প্রক্রিয়াগুলির অন্তর্ভুক্ত করার ভিত্তি রচনা করেছে।

এমনকি যারা স্পষ্টভাবে শক্তির নয়া বিন্যাস পছন্দ করেন না তারাও তা স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন। প্রাক্তন সহকারী মার্কিন প্রতিরক্ষা সচিব ও নৌসচিব পল নিৎসে

লিখেছেন, "শক্তিসমূহের আসল সম্পর্ক পরিবর্তিত হয়েছে এবং তাদের অনুকূলে পরিবর্তন ঘটছে—তাদের এই বিশ্বাসের যথেষ্ট কারণ" সোভিয়েত ইউনিয়ন ও অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশের আছে।(১) অবশ্য এ ধরনের স্বীকৃতির অর্থ এই নয় যে সাম্রাজ্যবাদ তার শ্রেষ্ঠত্ব হারানোকে মেনে নিয়েছে। বরং তারা শ্রেষ্ঠত্ব উদ্ধারে প্রয়াসী। নিজ অবস্থা প্রতিকারের লক্ষ্য নিয়ে কতকগুলি কর্মসূচী তারা উপস্থাপিত করেছে। তাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে পশ্চিমী দোসরদের বিরোধ দূর করা, 'মুক্ত দুনিয়া'র অর্থনৈতিক ও আর্থিক সমস্যাদি সমাধান করা প্রভৃতি। অবশ্য, তাদের হোতারাও এগুলোকে কার্যে পরিণত করা সম্পর্কে সামান্য আশা পোষণ করেন। যেখানে শোষণ, মুদ্রাস্ফীতি, বেকারত্ব ও মন্দাই হচ্ছে নিয়ম, এমন এক সমাজের স্ফীতকায় সামাজিক অসুবিধাসমূহ এবং সাম্রাজ্যবাদের ক্রমবর্ধমান অভ্যন্তরীণ বিরোধসমূহ একযোগে মিলে পুঁজিতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে আগের চেয়ে ঢের বেশি অবক্ষয়ী করে তুলছে।

এ পরিস্থিতিতে বুর্জোয়া দেশগুলোর সরকারসমূহ ও ব্যবসায়ী মহলের পক্ষে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির সঙ্গে পারস্পরিক সুবিধাজনক অর্থনৈতিক সম্পর্ক বাতিল করা যে কঠিন থেকে কঠিনতর হয়ে দাঁড়িয়েছে তা বিস্ময়কর নয়। এ দেশগুলোর অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতার জন্য তাদের সঙ্গে অর্থনৈতিক সম্পর্ক পুঁজিতান্ত্রিক কোম্পানিগুলোর কাছে আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে। সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ার সঙ্গে ব্যাপকতর বাণিজ্য পুঁজিতান্ত্রিক দেশগুলিতে অধিকতর শিল্প ও ব্যবসায়িক তৎপরতার সম্ভাবনা উন্মুক্ত করে, এভাবে অধিকতর কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হয়।

আজ যখন অর্থনৈতিক সংকট সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলিকে জর্জরিত করছে ঠিক তখনই উন্নয়নশীল দেশগুলির সঙ্গে তাদের সম্পর্কের অবনতি ঘটেছে। এ দেশগুলোর ক্রমবর্ধমান শক্তিশালী অবস্থা (বিশেষত যাদের শুধু তেলই নেই, উপরন্তু সমসম্পর্কভিত্তিক এক নতুন অর্থনৈতিক ব্যবস্থা কায়েম করার সংগ্রামে তৈল-হাতিয়ার ব্যবহার করে থাকে) সাম্রাজ্যবাদকে দুর্বল করার ও এর প্রভাবের ক্ষেত্র সংকুচিত করার একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। আন্তর্জাতিক দৃশ্যপটে উন্নয়নশীল দেশগুলির নয়া অবস্থানের বাস্তব চরিত্র শক্তিসমূহের বিন্যাসকে শান্তি, গণতন্ত্র, জাতীয় স্বাধীনতা ও সামাজিক প্রগতির অনুকূলে অগ্রসর হতে সহায়তা করে।

উত্তেজনা প্রশমন গভীরতর হবার প্রক্রিয়া সমকালীন ইতিহাসের বেশ একটা সময়কাল জুড়ে স্পষ্টতই চলতে থাকবে। কমিউনিস্টরা তাদের নীতি ও কৌশলের ক্ষেত্রে এটা বিবেচনায় রাখে। তারা এই প্রক্রিয়ার জটিলতা অনুধাবন করে। প্রক্রিয়াটি সাবলীল গতিতে এগোচ্ছে না। এর সঙ্গে জড়িত রয়েছে দুটি বিরোধী ঝোঁক—উত্তেজনা প্রশমনের ক্রমবর্ধমান ঝোঁক এবং ঠান্ডা যুদ্ধ ও প্রত্যক্ষ সামরিক সংঘাতের দিকে ফিরে যাবার অবশিষ্ট ঝোঁকটুকু।

জনগণ আজ বুর্জোয়াদের অভ্যন্তরীণ বিরোধ সম্পর্কে, পররাষ্ট্র নীতির বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গির প্রবক্তাদের সঙ্গে সমরবাদী ধ্যান-ধারণা প্রচারকারীদের বিরোধ সম্পর্কে ক্রমান্বয়ে সচেতন হয়ে উঠছে। 'তলাকার' শ্রেণীগুলো আন্তর্জাতিক বিষয়গুলি সম্পর্কে উদাসীন—সাম্রাজ্যবাদীদের এই অভিযোগ প্রচারগুলি প্রায়শই প্রতিক্রিয়াশীলদের কৌশল, যার লক্ষ্য হচ্ছে তাদের আগ্রাসন পরিকল্পনার কার্যকলাপ থেকে জনগণের দৃষ্টি সরিয়ে নেওয়া এবং আরো বেশি করে, এগুলি হচ্ছে পররাষ্ট্র নীতিসংক্রান্ত সিদ্ধান্তসমূহের ওপর জনগণের যে কোনো প্রভাবকে অস্বীকার করার প্রয়াস।

তবুও আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে জনগণের তৎপরতা ও প্রভাব সম্প্রতি অভূতপূর্ব মাত্রায় বেড়ে গিয়েছে। যুদ্ধ ও শান্তির সমস্যাবলীতে এবং সাধারণভাবে আন্তর্জাতিক নীতিসমূহে জনগণের উৎসাহ সঞ্চারিত করতে কমিউনিস্ট ও ওয়ার্কার্স পার্টিগুলি অন্যদের চেয়ে ঢের বেশি কিছু করেছে। এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ কাজ, কারণ এ এমন এক সময় যখন পরমাণু যুদ্ধের বিপদ এখনও পুরোপুরি অন্তর্হিত হয় নি, পররাষ্ট্র নীতি বিষয়ক সমস্যাবলীর কিভাবে সমাধান হয় তার ওপরই জনগণের জীবন নির্ভর করছে। তাই পুঁজিতান্ত্রিক দেশের জনগণকে শান্তির পররাষ্ট্র নীতির অনুকূলে জয় করার জরুরী প্রয়োজন রয়েছে। এই কর্তব্য পালনে আমরা কমিউনিস্ট দর্শনের শান্তি সংক্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গি যার ভিত্তি হচ্ছে যুদ্ধ ও শান্তির শক্তিগুলির প্রকৃত বিন্যাসের বিশ্লেষণ, তার দ্বারা চালিত হচ্ছি। এর উচ্চাদর্শ হল জটিল বিশ্বে উত্তেজনা প্রশমন, নিরাপত্তা ও সহযোগিতার নির্ভরযোগ্য উপায় খুঁজে পাওয়া, বিপর্যয় রোধ করা।

কানাডার কমিউনিস্টরা সমেত সমস্ত কমিউনিস্ট রাষ্ট্রীয় একচেটিয়া পুঁজিতন্ত্রের যুদ্ধবাদী গোষ্ঠীগুলির চক্রান্তের স্বরূপ উদঘাটন করেছে। আন্তর্জাতিক উত্তেজনা প্রশমন প্রক্রিয়ার অগ্রগতি সম্পর্কে ভালো করে হিসেব-নিকেশ করার সময় আমরা মোটেই বিস্মৃত হই না যে বিশ্বের অস্ত্র-প্রতিযোগিতা বন্ধ হতে এখনও বাকি আছে। আর এ জন্য প্রতি বছর আড়াই লক্ষ মিলিয়ন ডলার ব্যয়িত হচ্ছে।(১) এমনও সমূহ সম্ভাবনা আছে, সুগভীর সাম্রাজ্যবাদী সংকটের মুখে কয়েকটি প্রতিক্রিয়াশীল মহল তাদের সরকারগুলিকে আগ্রাসী নীতিসমূহের মাধ্যমে ও স্যাবার জেটের ঘর্ঘর আওয়াজের মধ্যে পথ খুঁজে পাবার প্ররোচনা দিতে চেষ্টা করবে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শীর্ষ নেতৃবৃন্দ কর্তৃক মধ্য প্রাচ্যের আরব দেশগুলি ও অন্যান্য দেশগুলির বিরুদ্ধে হুমকি সজাগ থাকার প্রয়োজনীয়তা প্রতিপন্ন করে। বিশ্ব শক্তিসমূহের নব বিন্যাসের ফলে এ হুমকিগুলো যে ব্যর্থ হবে তা কোনো গোপন ব্যাপার নয়। যে দেশগুলোর উদ্দেশে হুমকি ছোঁড়া হয়েছিল তারা এবং অন্যান্য সমস্ত শান্তিকামী দেশ এর সুস্পষ্ট জবাব দিয়েছে। এমন কি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেও জনগণের অধিকাংশ মধ্যপ্রাচ্যে মার্কিন সৈন্য-সামন্ত প্রেরণের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেছেন—এক সাম্প্রতিক জনমত গ্রহণে এ তথ্য প্রকাশ পেয়েছে।

কিন্তু সাম্রাজ্যবাদ দুর্বল হয়ে পড়লেও, তার অধিকতর আগ্রাসী গোষ্ঠীগুলি নিজেদের ক্রমবর্ধমান বিচ্ছিন্নতা উপলব্ধি করলেও তারা এখনও যথেষ্ট শক্তিশালী, ধূর্ত ও

---

১ **ফরেন পলিসি**, সংখ্যা ১৭, ১৯৭৪-৭৫-এর শীতসংখ্যা পৃঃ ১৪৭।

১ **কমিউনিস্ট ভিউপয়েন্ট**, সপ্তম খণ্ড, সংখ্যা ১ জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি ১৯৭৫, পৃঃ ১৩।

বিপদজনক শত্রু। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ কানাডার সার্বভৌম অধিকারের ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ করছে, অস্ত্র-প্রতিযোগিতা বৃদ্ধি করতে কানাডার ওপর চাপ সৃষ্টি করছে এবং তার প্রাকৃতিক সম্পদ ও জ্বালানির ব্যাপারেও হুমকি দিচ্ছে—কানাডার কমিউনিস্টরা মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়ছে।

আমাদের অর্থনীতির 'কানাডীয়করণ' প্রবণতাকে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতা করার চেষ্টা করছে : তারা কানাডাকে পেন্টাগনের হাতিয়ার হবার ঘৃণ্য ভূমিকা পালনে বাধ্য করতে চায়। কানাডার সার্বভৌম বিষয়সমূহে মার্কিন হস্তক্ষেপের ফলে আমাদের দেশে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী মনোভাব সঞ্চারিত ও প্রসারিত হচ্ছে। পক্ষান্তরে এই মনোভাব কানাডীয় একচেটিয়া পুঁজির বিরুদ্ধে, বহুজাতিক কর্পোরেশনগুলির বিরুদ্ধে এবং যে-সমস্ত ব্যবস্থা জাতীয়করণের মাধ্যমে দেশের প্রকৃত স্বাধীনতা সুদৃঢ় করবে সেগুলির সমর্থনে সংগ্রামগুলির সঙ্গে মিলিত হয়।

একদিনের জন্যও আমরা মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে আমাদের সংগ্রাম বা তার প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠীগুলির বিপদজনক পরিকল্পনা উদ্ঘাটন করার কাজ শিথিল করি নি। ভ্রাতৃপ্রতিম দলগুলি যাদের সামগ্রিকভাবে সাম্রাজ্যবাদ সম্পর্কে বা তার সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী অংশ মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ সম্পর্কে বিন্দুমাত্র সংশয় নেই এক্ষেত্রে তাদের সঙ্গে অভিজ্ঞতা বিনিময় করা কানাডীয় কমিউনিস্টদের দৃঢ় ঐতিহ্যে পরিণত হয়েছে।

তাই সম্প্রতি বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলনে 'মার্কিন সাম্রাজ্যবাদকে সুন্দর করার নতুন ধাঁচ' আত্মপ্রকাশ করেছে শুনে বিস্ময় সৃষ্টি হয়। আর যখন শুনি যে 'মাঝারি' ও 'ছোট' অংশীদারদের ওপর সেই সঙ্গে উন্নয়নশীল দেশগুলির ওপর মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের রাজনৈতিক, সামরিক ও অর্থনৈতিক নির্দেশ চাপাবার ক্ষমতাকে গণ্য করা হচ্ছে না তখনও বিস্মিত হতে হয়।

আমরা কানাডার মার্কসবাদী-লেনিনবাদীরা এসব উক্তিকে ভিত্তিহীন বলে মনে করি। কমিউনিস্টরা কোনো দিনই সাম্রাজ্যবাদকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করে নি এবং আজও তারা সাম্রাজ্যবাদকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করে না। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ এখনও এমন প্রভূত সামরিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতার অধিকারী যা জনগণের গুরুতর দুর্ভোগ ডেকে আনতে পারে—একথা মাথায় রেখে তাদের দিকেই সর্বাগ্রে কড়া নজর রাখা দরকার।

একই সঙ্গে কমিউনিস্টরা সমগ্রতার নিরিখে বিশ্ব পরিস্থিতি বীক্ষণ করে : সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির সম্মিলিত শক্তি চরম মার্কিন প্রতিক্রিয়াশীলদের আগ্রাসনের আগ্রহকে খর্ব করে এবং পুঁজিতান্ত্রিক দেশগুলিতে শ্রমিকশ্রেণী ও অন্যান্য গণতান্ত্রিক শক্তির ক্রমবর্ধমান সংগ্রামের ফলে মিত্র এবং অংশীদারদের ওপর ওয়াশিংটন শাসকগোষ্ঠীর ইচ্ছা চাপিয়ে দেবার সুযোগগুলি ক্রমান্বয়ে সংকুচিত হচ্ছে। কেউ যদি তা না দেখেন তাকে বস্তুবাদী বলে ভাবা যায় না।

একপেশে ধারণা সর্বদাই প্রশ্নের সম্মুখীন হয়। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদকে পুরোপুরি সর্বশক্তিমান ভাবা বা অন্যান্য দেশের সাম্রাজ্যবাদকে (দৃষ্টান্তস্বরূপ কানাডার) সাম চাচার তল্পীবাহক একটি 'ছোট প্যান্ট পরা ছোট ছেলে' বলে ভাবা ঠিক নয়। এই দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে যে কেউ দেশীয় ও মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের শ্রেণী চরিত্রের অভিন্নতা অনুধাবনে ব্যর্থ হবেন, পরেরটার ওপর আঘাত কেন্দ্রীভূত রেখে পূর্বোক্তটির ওপর আঘাত হ্রাস করে দেবেন। এই ধরনের কৌশল জাতীয় বৃহৎ বুর্জোয়াদের সুবিধা করে দিতে এবং শ্রমিকশ্রেণীর ক্ষতি সাধন করে তাদের অবস্থান শক্তিশালী করতে বাধ্য।

কানাডার কমিউনিস্টরা কানাডীয় সাম্রাজ্যবাদ, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ, বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামরত। আমরা মনে করি সাম্রাজবাদ যে-ছদ্মবেশ ধারণ করুক না কেন তারা সর্বত্রই আগ্রাসী ও প্রতিক্রিয়াশীল। কিন্তু আমরা এটা উপলব্ধি করি যখন অভ্যন্তরীণ, রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অসুবিধাসমূহ স্ফীতকায় আকার ধারণ করছে, যখন সাম্রাজ্যবাদের অভ্যন্তরীণ বিরোধ তীব্রতর হচ্ছে ও তৃতীয় দুনিয়া সম্পর্কে পুঁজিতান্ত্রিক কর্মনীতি আর খাটছে না, তখন বুর্জোয়া সরকারগুলি আর এখন সমাজতান্ত্রিক পরিবারের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ আক্রমণের প্রয়াস চালাচ্ছে না এবং তারা ক্রমে ক্রমে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির বাস্তবসম্মত প্রস্তাবে সাড়া দিচ্ছে।

দৃষ্টান্ত স্বরূপে কানাডার সরকারের কথা ধরা যাক। ১৯৭৪ সালের ফেডারেল নির্বাচনী প্রচারাভিযানকালে প্রধানমন্ত্রী ত্রুদো উত্তেজনা প্রশমনের পক্ষে বারংবার সমর্থন ঘোষণা করেন। কানাডা ইয়োরোপের নিরাপত্তা ও সহযোগিতা সংক্রান্ত সম্মেলনে অংশগ্রহণ করছে, অবশ্য আমরা মনে করি আমাদের সরকার এ কাজে আরো গঠনমূলক ভূমিকা পালন করতে পারতেন।

একথা ঠিক যে পশ্চিমী শক্তিগুলি উত্তেজনা প্রশমন নীতির বিরুদ্ধে দলবদ্ধ আক্রমণ থেকে বিরত থাকলেও ঐ প্রক্রিয়াকে শ্লথ করার চেষ্টা করছে। তাদের টালবাহানার কৌশলকে বর্ণনা দেবার এ ছাড়া আর কোনো উপায় নেই। ঐ কৌশল ইয়োরোপীয় সম্মেলনের দ্বিতীয় পর্যায়কে বিঘ্নিত করেছে। তাদের দেশের প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠীগুলির চাপে কয়েকটি পশ্চিমী দেশের প্রতিনিধিরা উত্তেজনা প্রশমনের মূল্য হিসাবে আদর্শগত ক্ষেত্রগুলিতে কনসেশন দেবার জন্য সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোর ওপর বিশেষভাবে চাপ সৃষ্টি করল। এর মধ্যে সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে, বুর্জোয়া দৃষ্টিভঙ্গি, মান ও অভ্যাসগুলো অনুপ্রবেশের জন্য সার্বভৌম রাষ্ট্রগুলির সীমান্ত উন্মুক্ত করে দেবার দাবি।

বুর্জোয়া তাত্ত্বিকরা শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের একটি পূর্বশর্ত হিসাবে মতাদর্শগত সংগ্রাম অবসানের জন্য স্পষ্ট ও গূঢ়, শিষ্টতাবর্জিত ও 'ভদ্রস্থ' প্রস্তাবগুলি উপস্থাপিত করে। সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির সুস্থির বৃদ্ধি ও পুঁজিতান্ত্রিক দেশগুলির অর্থনৈতিক সংকটের মধ্যে তীক্ষ্ণ প্রভেদ সমাজতন্ত্রের নৈতিক শ্রেষ্ঠত্ব ও বৈজ্ঞানিক সাম্যবাদের বিজয়মণ্ডিত অগ্রগতি।

একচেটিয়া বুর্জোয়াদের সোভিয়েত ইউনিয়ন ও অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশ, কমিউনিস্ট ও ওয়ার্কার্স পার্টিগুলির বিরুদ্ধে মতাদর্শগত অন্তর্ঘাত তীব্রতর করতে বাধ্য করে। আমাদের শত্রুদের স্পষ্ট উদ্দেশ্য হচ্ছে সমাজ প্রগতির প্রতিভূ শক্তিগুলোর ওপর বুর্জোয়া জীবনধারার ধ্যান-ধারণা চাপিয়ে দেওয়া এবং তাদের মতাদর্শগত ও

তাত্ত্বিক দিক থেকে নিরস্ত্র করা। তাই কমিউনিস্ট-বিরোধী ও সোভিয়েত-বিরোধী শক্তিগুলোর প্রয়াসগুলি পরাজিত করার জন্য কমিউনিস্টদের আদর্শগত সংগ্রামের নীতি ও কৌশল যৌথভাবে উদ্ভাবন করার গুরুত্ব রয়েছে।

দুই ব্যবস্থার মধ্যে মতাদর্শগত সংগ্রাম অনিবার্যভাবে এগিয়ে যাবে। আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে মতাদর্শের ক্রমবর্ধমান গুরুত্ব বুর্জোয়া পণ্ডিতরাও অস্বীকার করেন না। তাই একথা চিন্তা করা একেবারেই ভুল যে, মতাদর্শ-গত নীতিসমূহ দর কষাকষির বিষয় হতে পারে বা সমাজ-তান্ত্রিক দেশগুলি রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কনসেশনের বিনিময়ে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের নীতিসমূহ বিসর্জন দেবে।

শান্তি ও আন্তর্জাতিক উত্তেজনা প্রশমনের প্রতিক্রিয়া-শীল প্রতিরোধে মদত দিচ্ছে মাওবাদীরা। তারা সংঘর্ষ ও বিশ্বে আরো উত্তেজনা বাড়াতে উঠেপড়ে লেগেছে কারণ ঠাণ্ডা লড়াই আবার শুরু হলে তাদের প্রভুত্বকামী নীতি ও প্রায় সব কটি প্রতিবেশী রাষ্ট্রের ওপর উদ্ভট রকম আঞ্চলিক দাবি আড়াল করা তাদের কাছে সহজতর হয়ে দাঁড়াবে। সোভিয়েত ইউনিয়ন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে 'অবশ্যম্ভাবী যুদ্ধ'-এর যে ভবিষ্যদ্বাণী পিকিং গোষ্ঠী সম্প্রতি করেছে তা নিকৃষ্ট ধরনের যুদ্ধের আওয়াজ খুঁচিয়ে তুলেছে এবং এটা তাদের কর্তাদের আসল মতলবের পরিচয়।

খাঁটি বিপ্লবীরা কোনোদিন যুদ্ধ চায় নি আর চাইতে পারে না কারণ যুদ্ধ মানে জনগণের সবচেয়ে বেশি দুর্ভোগ এবং যুদ্ধ উৎপাদনী শক্তিগুলিকে ধ্বংস করে। কমিউনিস্টরা জোর দিয়েই বলে,"যুদ্ধ আমাদের শত্রু। এখন থেকে বিভিন্ন সমাজব্যবস্থা যুক্ত দেশগুলি যুদ্ধ ক্ষেত্রে নয়, অগ্রগতি ও জনগণের উচ্চতর জীবনযাত্রার মান প্রতিষ্ঠার প্রতি-যোগিতায় তাদের উপযোগিতা প্রতিপন্ন করুক।"

১৯৫৭ সালের শান্তির দলিলে ঐ বক্তব্য বিধৃত রয়েছে। আর চীনের কমিউনিস্ট পার্টি ঐ দলিলের অন্যতম স্বাক্ষর-কারী। অবশ্য মাওবাদীদের বর্তমান ভূমিকা (যা দুই বৃহৎ শক্তির মধ্যে 'বৃহৎ যুদ্ধে'র নির্লজ্জ প্রত্যাশায় উজ্জীবিত) চরম প্রতিক্রিয়াশীল সাম্রাজ্যবাদী মহলগুলি যারা সমাজতন্ত্র ও তার প্রহরী সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে আগ্রাসনের পরিকল্পনা আঁকড়ে আছে তাদের সঙ্গে খাপ খায়।

বিশ্বের ইতিবাচক পরিবর্তনসমূহ, বিশেষত উত্তেজনা প্রশমন, সামাজিক পরিবর্তনের সংগ্রাম প্রসারিত করার নতুন নতুন সুযোগ সৃষ্টি করেছে—এই মার্কসবাদী-লেনিনবাদী ধারণা জনগণের বিপুল অংশ যারা একচেটিয়া ও প্রতি-ক্রিয়ার বিরুদ্ধে জোট বাঁধছে, তাদের প্রশংসা ও সমর্থন লাভ করেছে। একক দেশগুলির ও সমগ্র জোটের পররাষ্ট্র নীতি আন্তর্জাতিক দৃশ্যপটে শ্রেণীসংগ্রামের প্রকাশ ও রূপ। আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে আরো বড় আকারের পরিবর্তন অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতির বিকাশসমূহকে প্রভাবিত করে। অনুরূপভাবে অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতির বিকাশ আন্তর্জাতিক পরিবেশকে প্রভাবিত করে। প্রগতিশীল সামা-জিক পরিবর্তনের জন্য সংগ্রাম পুঁজিতান্ত্রিক সমাজের দৈনন্দিন জীবনের অচ্ছেদ্য অংশ। ভেতরের ও বাইরের ঘাত-প্রতিঘাতের দ্বারা এ সংগ্রাম আকার লাভ করে।

স্বাধীন কানাডীয় পররাষ্ট্র নীতির পক্ষে সংগ্রামরত সমস্ত স্বদেশপ্রেমিকের অবস্থান শান্তি ও উত্তেজনা প্রশ-মনের ফলে শক্তিশালী হচ্ছে, এর ফলে শ্রমিকশ্রেণী ও গণ-তান্ত্রিক আন্দোলনগুলির সুবিধা হচ্ছে। উত্তেজনা প্রশমন হচ্ছে ঠাণ্ডা যুদ্ধ ও সংঘাত থেকে আপস-আলোচনার দিকে গতি পরিবর্তন ও আঞ্চলিক যুদ্ধসমূহ ছড়িয়ে দিতে পারে এমন সংঘাতময় পরিস্থিতির হ্রাস। এ হচ্ছে এমন সমস্ত প্রক্রিয়া যার মধ্য দিয়ে শিল্প, অর্থনীতি, জাতীয় সম্পদ ও জ্বালানির ওপর কানাডার নিয়ন্ত্রণ সবল করা সম্ভব। এ সমস্ত কানাডাকে মার্কিন আবেষ্টনী থেকে মুক্ত করতে সমর্থ করে। মার্কিন আবেষ্টনী কানাডায় অর্থনৈতিক সংকট, মুদ্রাস্ফীতি ও বেকারত্ব বাড়াচ্ছে এবং এর সার্ব-ভৌমত্বকে খাটো করছে।

দেশের পররাষ্ট্র নীতির পরিবর্তনসমূহ, যথা নাটোর সামরিক কাঠামোর বাইরে থাকার অভিপ্রায় প্রকাশ বা এতে অংশগ্রহণ কমিয়ে দেওয়া বা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পা-দিত অসুবিধাজনক চুক্তিসমূহ সংশোধনের প্রয়াস প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে। এগুলি যুদ্ধ-বিরোধী মনোভাবসমূহ চাঙ্গা করে বা সমাজের আশু দাবি-দাওয়ার জন্য সংগ্রামরত শক্তি-গুলির মোর্চার প্রসারকে ত্বরান্বিত করে।

উত্তেজনা প্রশমন সামাজিক প্রগতির গতিবেগ ত্বরান্বিত করার শর্তাদি সৃষ্টি করে। আর এর ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়। ১৯৭৩-এর মধ্যভাগে কিছু মহলে, এমন কি কমিউনিস্ট আন্দোলনের মধ্যেও, আশঙ্কা ধ্বনিত হয়েছিল যে, উত্তেজনা প্রশমন সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামকে ব্যাহত করবে, বিপ্লবী পরিবর্তনের লাগাম টেনে ধরবে এবং বিশ্বময় সামাজিক-রাজনৈতিক স্থিতাবস্থার কারণ হবে। এখনও দু বছরও কাটে নি—খুবই সংক্ষিপ্ত ঐতিহাসিক সময়কাল বলা যায়। কিন্তু আমরা সামাজিক-রাজনৈতিক দৃশ্যপটে কী দেখছি? পর্তুগাল ও গ্রীসে বিপুল পরিবর্তনসমূহ—ওই দু-দেশের জনগণ ফ্যাসিস্ট শাসনের শৃঙ্খল খুলে ফেলেছে; মোজাম্বিক ও অ্যাঙ্গোলা স্বাধীনতার পথে পা ফেলে এগিয়ে গিয়েছে—ওই দুটি দেশে শীঘ্রই পূর্ণ স্বাধীনতা ঘোষিত হবে; গিনি-বিসার্ভ রাষ্ট্রের উত্থান; কাম্বোডিয়া, ওমান, রোডেশিয়া ও নামিবিয়াতে মুক্তি সংগ্রামের সাফল্য, দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণদ্বেষী ব্যবস্থার বিরুদ্ধে দৃঢ় আঘাত; স্পেনে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের এক অভূতপূর্ব জোয়ার সৃষ্টি। এ ঘটনাগুলোর অর্থ কি সামাজিক-রাজনৈতিক স্থিতাবস্থা?

একই সঙ্গে আমরা বিপর্যয় সম্পর্কেও বেশ সজাগ। চিলির বিপ্লবের সাময়িক পরাজয়ে যে দুঃখ ও ক্রোধের জন্ম হয়েছে তা আমাদের অন্তরে জাগ্রত রয়েছে। কিন্তু বিপ্লবের এ ধরনের পিছু হটা সত্ত্বেও সাম্রাজ্যবাদের সামগ্রিক অবস্থার কোনো উন্নতি হয় নি, তা আরো বেশি করে সত্য কারণ বৈপ্লবিক পরিবর্তনকামী সমস্ত সংগ্রামী মানুষ সাম্রাজ্যবাদ ও স্থানীয় প্রতিক্রিয়ার চক্রান্ত সম্পর্কে প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্তে উপনীত হচ্ছে।

আলেন্দে সরকারের পতন ঘটাবার মূলে সি আই এ ও বহুজাতিক একচেটিয়াপতিদের ভূমিকা উদ্ঘাটিত হওয়ায় সাম্রাজ্যবাদের প্রতিবিপ্লব রপ্তানি বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে। ওয়াশিংটনের গোয়েন্দা সংস্থা যখন আলেন্দের পতন ঘটাবার ব্যবস্থা করছিল তখন চিলিতে মার্কিন রাষ্ট্রদূত ছিলেন ন্যাথানিয়েল ডেভিস। এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য, যখন সেই

ব্যক্তিকে আফ্রিকান বিষয়সমূহ সংক্রান্ত সহকারী মার্কিন পররাষ্ট্র সচিব পদে নিয়োগ করা হয় তখন আফ্রিকান ঐক্য সংস্থার ৪৩টি সদস্য রাষ্ট্র একবাক্যে তার নিন্দা করে। জনগণ ও সরকারগুলোর ক্রমবর্ধমান সজাগ দৃষ্টির এ একটা প্রমাণ।

নিজ দেশের জনগণের ওপর তাদের দৃঢ় কব্জা বজায় রাখার জন্য, বিশ্বব্যাপী গৃহযুদ্ধ ও বৈপ্লবিক সংগ্রামগুলিতে হস্তক্ষেপ করতে আর নয়া-ঔপনিবেশিকতাবাদকে লালন করার উদ্দেশ্যে, শেষত প্রাক্তন ঔপনিবেশিক জাতিসমূহের কাঁচা মালের উৎসগুলোর ওপর নিয়ন্ত্রণ চিরস্থায়ী করার আশায় সাম্রাজ্যবাদ ও প্রতিক্রিয়া বিশ্বের উত্তেজনাগুলিকে কাজে লাগাত।

উত্তেজনা প্রশমনজনিত কারণে রাজনৈতিক পরিবেশের পরিবর্তন ঘটায় বৈপ্লবিক শক্তিগুলির পক্ষে সামাজিক-রাজনৈতিক অবস্থান জয়ের নতুন নতুন পথ ও পদ্ধতি খুঁজে বের করা সম্ভব হয়েছে। ঐ অবস্থান থেকে তারা সাফল্যের সঙ্গে একচেটিয়া পুঁজির ওপর আক্রমণ চালাতে পারে। পর্তুগাল ও গ্রীসের ঘটনাবলীর ক্ষিপ্রতা ও আপাত আকস্মিকতা সাম্রাজ্যবাদী ছলাকলা বিশারদদের সচকিত করেছে। সেখানকার ঘটনাবলী যে আন্তর্জাতিক উত্তেজনা প্রশমনে ও সেইসঙ্গে এ দেশগুলিতে কমিউনিস্টদের প্রয়াসে অনুকূলতা লাভ করেছে এবং ত্বরান্বিত হয়েছে তা স্পষ্টত অনুধাবন করে তারা ঐ দেশগুলিকে সন্দেহের চোখে দেখছে।

শ্রমিকদের নতুন নতুন দাবিগুলোর চাপে একচেটিয়ারা পরাস্ত হচ্ছে। এখন একচেটিয়া-বিরোধী ও সাধারণ গণতান্ত্রিক দাবিগুলোর উপর জোর দেওয়া হচ্ছে ঃ শ্রমজীবী মানুষের স্বার্থে জাতীয়করণ, ব্যাংক ও কর্পোরেশনগুলোর ক্ষমতা খর্ব করা, বেকারত্ব ও মুদ্রাস্ফীতি-বিরোধী ব্যবস্থাসমূহ গ্রহণ, ফ্যাক্টরি পরিচালনায় শ্রমিকদের অংশগ্রহণ, অনুন্নত অঞ্চলগুলির সার্বিক উন্নয়ন। ক্ষমতাসীন শ্রেণীগুলি যত দীর্ঘকাল টিকে থাকবে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে শ্রমিকশ্রেণী ও তার দলগুলোর অধিকতর চাপ ততদিন বজায় থাকবে ও তা প্রসারিত হবে।

কানাডা ও অন্যান্য যে দেশগুলিতে একচেটিয়ার অবস্থান অত্যন্ত দৃঢ় সেখানকার অভিজ্ঞতাসমূহ, মৌল সামাজিক-অর্থনৈতিক পরিবর্তন ও সমাজতন্ত্রের পথ খোলার উপযোগী মৌল গণতান্ত্রিক সংস্কারের জন্য লড়াই সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রামের ঐক্য প্রসারিত করেছে। সংস্কারসমূহ ও সংস্কারবাদের মধ্যে পার্থক্যের ওপর জোর দিয়ে লেনিন লিখেছিলেন ঃ "আমরা একটি স্বাধীন নীতি অনুসরণ করি এবং **কেবলমাত্র** এমন ধরনের সংস্কারগুলি উপস্থাপিত করি যেগুলি **নিঃসন্দেহে** বৈপ্লবিক স্বার্থসমূহের অনুকূল, তা **নিঃসন্দেহে** প্রলেতারীয়দের স্বনির্ভরতা, শ্রেণী-সচেতনতা ও সংগ্রামী দক্ষতা বর্ধিত করে। উপর থেকে সংস্কারগুলো যা সর্বদাই আন্তরিকতাহীন, সর্বদাই ভণ্ডামিপূর্ণ এবং সর্বদাই বুর্জোয়া বা পুলিসের ফাঁদকে আড়াল করে, কেবলমাত্র ঐ ধরনের কৌশল অবলম্বনের দ্বারা সেগুলিকে **অনপকারী** করা যেতে পারে।" (রচনা সংগ্রহ, ১১ খণ্ড, পৃঃ ৭১)

কানাডা ও অন্যান্য পুঁজিতান্ত্রিক দেশে নির্বাচনী প্রচারাভিযানকালে কমিউনিস্ট ও ওয়ার্কার্স পার্টিগুলি প্রায়শই সোশ্যালিস্টদের সঙ্গে যুক্তভাবে যে পূর্ণাঙ্গ সংস্কার কর্মসূচীগুলি উপস্থাপিত করেছে তাতে জনগণের কাছ থেকে ইতিবাচক সাড়া পাওয়া গিয়েছে। মৌল পরিবর্তনের সপক্ষে প্রচারের মধ্য দিয়ে শ্রমিকশ্রেণী ও তার মিত্রগোষ্ঠী রাজনৈতিক সংগ্রামের অভিজ্ঞতা লাভ করে। বিগত কয়েক বছরের দিকে ফিরে তাকিয়ে আমরা দেখি যে, সাম্রাজ্যবাদকে মোকাবিলা **করতে জানা**, বৈপ্লবিক আন্দোলন ও সমাজতন্ত্রের অভ্যুদয়কে সাহায্য **করতে জানা** (রচনা সংগ্রহ, ২৭ খণ্ড, পৃঃ ৬৫ দেখুন)—আমাদের ওপর লেনিন ন্যস্ত এই দৈবত কর্তব্য পালনের বহু পদ্ধতিতে পারদর্শিতা লাভে তারা নতুন নতুন সফলতা অর্জন করেছে।

একচেটিয়া-বিরোধী মনোভাব বৃদ্ধিতে ও শ্রেণীসংগ্রামের নতুন জোয়ারে সাম্রাজ্যবাদীরা উদ্বিগ্ন বোধ করছে। আজকাল সেই পুরোন তথাকথিত 'সোভিয়েত আগ্রাসনের হুমকি' 'মুক্ত দুনিয়া'র নিরাপত্তা বা 'পশ্চিমী গণতন্ত্রে'র স্থায়িত্বের পক্ষে বিপদজনক বলে ভাবা হচ্ছে না, আসল ঘটনা হচ্ছে শ্রমজীবী মানুষ, ট্রেড ইউনিয়নগুলো 'হাতের বাইরে চলে গেছে' এবং তারা বুর্জোয়া সমাজের প্রতি সামাজিক আনুগত্য হারিয়ে ফেলেছে।

তাই বুর্জোয়া তাত্ত্বিকরা বুর্জোয়া সমাজের সামাজিক অস্থায়িত্ব ও তা থেকে পরিত্রাণের পথ নিয়ে আলোচনার জন্য পুঁজিতান্ত্রিক দেশগুলোর এক শীর্ষ সম্মেলন ডাকার পরিকল্পনা চাউর করছেন। এ ধরনের ভাবনার অন্যতম প্রবক্তা হচ্ছেন কুখ্যাত কমিউনিস্ট-বিদ্বেষী ঝ্বিগ্নিউ ব্রেঝিসিনস্কি। তিনি ঘোষণা করেছেন, 'গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে' শক্তিশালী করার ও অভ্যন্তরীণ বিরোধগুলো সংকুচিত করার ব্যবস্থাবলী গ্রহণ করা না হলে 'কমিউনিস্টদের পদসঞ্চার হবেই'। বস্তুত সংগঠিত কমিউনিস্ট আন্দোলনের ক্রম বর্ধিষ্ণু শক্তি ও প্রভাবের ভীতি—এই একটিমাত্র কারণে ভিন্নমুখী বুর্জোয়া দলগুলো যুক্ত কার্যক্রম খুঁজে পেতে চাইছে ও একদা পবিত্র বলে স্বঘোষিত নীতিগুলোকেই বাতিল করছে। শ্রমিকশ্রেণী ও সমস্ত গণতান্ত্রিক শক্তিকে তাদের কর্মীদের ঐক্য ও সংহতি দিয়েই সাম্রাজ্যবাদী ও কমিউনিস্ট-বিরোধী শিবিরের এই প্রবণতার জবাব দিতে হবে।

প্রত্যেক পুঁজিতান্ত্রিক দেশে সমস্ত একচেটিয়া-বিরোধী শক্তির এবং আন্তর্জাতিক স্তরে সমস্ত সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী শক্তির ঐক্য গড়া আগের চেয়ে অনেক বেশি জরুরী। এ লক্ষ্যগুলি অর্জনের জন্য সঠিক সমাবেশ ঘটাবার উপযোগী শ্লোগান নির্ণয় করার এবং খুব ভাবনা-চিন্তা করে স্পষ্ট কর্মসূচী ঘোষণা করার গুরুত্ব সমধিক। ঘটনার গতিপ্রবাহ একাধিক কমিউনিস্ট ও ওয়ার্কার্স পার্টির ওপর বলিষ্ঠতর কৌশলগত ইতিকর্তব্য নির্ণয়ের দায়িত্বভার এসে পড়েছে। অবশ্য, প্রত্যেক পার্টি তার নিজের মতো কৌশল, কার্যক্রম ও শ্লোগান স্থির করে থাকে, কিন্তু বর্তমান নয়া পরিস্থিতিতে যেখানে উত্তেজনা প্রশমন প্রধান বৈশিষ্ট্য হয়ে দেখা দিয়েছে, কমিউনিস্টদের শান্তি, নিরাপত্তা, সহযোগিতা ও সামাজিক প্রগতির স্বার্থে শ্রমিকশ্রেণীর একটি বিজ্ঞানভিত্তিক **তত্ত্বগত ও কর্মসূচীগত মঞ্চ** তৈরির জন্য তাদের প্রয়াসগুলোকে সংহত করার প্রয়োজন রয়েছে। নতুন অনু-

কূল পরিস্থিতিগুলোকে একচেটিয়া-বিরোধী সংগ্রামে কাজে লাগাতে হবে এবং এজন্য অবশ্যই চাই বৈপ্লবিক অভিজ্ঞতা ও সামর্থ্য।

এ প্রসঙ্গে পশ্চিম ইয়োরোপের বর্তমান অর্থনৈতিক সংকট মুক্তির পথ সম্পর্কিত এক সাম্প্রতিক প্রস্তাব নিয়ে আমি আমার ধারণাগুলো বলতে চাই। প্রস্তাবিত পরিকল্পনা 'ইয়োরোপের পুঁজিতান্ত্রিক অট্টালিকার বর্তমান নিচু ছাদটি আবার গড়বার' ওপর কেন্দ্রীভূত —যা 'সংকট থেকে ক্রমে ক্রমে উত্তীর্ণ হতে সমর্থ করবে'। 'পুনর্গঠিত ইয়োরোপ'-এর উদ্দেশ্য হচ্ছে যে কোনো ধরনের আধিপত্য বিরোধিতা করার সুনির্দিষ্ট ভূমিকা পালন। খুবই লক্ষণীয়, 'উত্তর আমেরিকান একাধিপত্যে'র বিরুদ্ধে তাদের সংগ্রামের মধ্য দিয়ে এই পরিকল্পনার হোতারা ইয়োরোপকে তার নিজস্ব এক বিশেষ ভূমিকায় ঠেলে দেবে এবং ইয়োরোপ ও তৃতীয় দুনিয়ার মধ্যে একটি বিশেষ সম্পর্ক দাবি করবে। সেই ১৯১৬ সালে লেনিন 'ইয়োরোপ যুক্তরাষ্ট্র'-এর শ্লোগানের বিরোধিতা করেছিলেন এবং 'ইয়োরোপীয় উগ্র জাতীয়তাবাদে'র বিপদ সম্পর্কে শ্রমিকশ্রেণীর দলগুলোকে সতর্ক করে দিয়েছিলেন। আজ এ ধরনের শ্লোগান গ্রহণের অর্থ হবে উগ্র জাতীয়তাবাদের বিষে মৃত্যুবরণ করা, সমস্ত মহাদেশে সমাজপ্রগতির সংগ্রামীদের বৈপ্লবিক ক্ষমতা ও শক্তিকে অসম্মানিত করা এবং বাস্তব দিক থেকে একচেটিয়া ও সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী শক্তিগুলির ঐক্য না বাড়িয়ে বিভেদ বাড়িয়ে তুলে শ্রমিকশ্রেণীর শত্রুদের হাতে খেলা।

পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে তাদের শ্লোগান ও কৌশলগুলো পরখ করা কমিউনিস্ট ও ওয়ার্কার্স পার্টিগুলোর কাছে এক অনড় নীতি। এমন একটি শ্লোগান—শান্তির জন্য সংগ্রাম—বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ ও প্রাসঙ্গিক। এটি প্রতিক্রিয়া ও আগ্রাসী পরিকল্পনাগুলোর বিরুদ্ধে গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের সংগ্রামে জনগণকে সমাবিষ্ট করার কাজ চালিয়ে যায়। এ বছর জি ডি আর-এ ইয়োরোপীয় কমিউনিস্ট ও ওয়ার্কার্স পার্টিগুলির অনুষ্ঠানযোগ্য সম্মেলনের নিম্নলিখিত বিষয়বস্তু নির্বাচনের মধ্য দিয়ে তার সঠিকতা ও প্রাসঙ্গিকতা পুনরায় অভিব্যক্ত হয়েছে। "ইয়োরোপে শান্তি, নিরাপত্তা, সহযোগিতা ও সামাজিক প্রগতির সংগ্রাম।"

এ সম্মেলন কেবল ইয়োরোপেই নয় অন্যান্য মহাদেশেও জনগণের সংগ্রামের ক্ষেত্রে একটি প্রধান দিকচিহ্ন হবে। আন্তর্জাতিক উত্তেজনা প্রশমনকে অনিবার্য করার সংগ্রামে এটি ব্যাপক জনগণকে সম্মিলিত করায় একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করবে। এর একটি অত্যাবশ্যক শর্ত হচ্ছে মার্কসবাদ-লেনিনবাদ ও সর্বহারার আন্তর্জাতিকতাবাদের নীতিসমূহের ভিত্তিতে কমিউনিস্ট ও ওয়ার্কার্স পার্টিগুলোর আগের চেয়ে অনেক বেশি একতা।

এ একটা তাৎপর্যের বিষয় যে, কমিউনিস্ট ও ওয়ার্কার্স পার্টিগুলোর ইয়োরোপীয় সম্মেলন জি ডি আর-এ অনুষ্ঠিত হবে। ১৯৭৫ সাল জার্মান ফ্যাসিবাদ বিজয়ের ৩০তম বার্ষিকী। ঐ ঐতিহাসিক কর্তব্য সম্পাদনের ফলশ্রুতি হচ্ছে রাষ্ট্রসমূহের একটি বিশ্বব্যবস্থা হিসাবে সমাজতন্ত্রের অভ্যুদয়। ঐ রাষ্ট্রগুলির জীবনের নিয়ন্তা শ্রমজীবী জনগণ তাদের ভবিষ্যতের দিকে বিশ্বাসভরে তাকিয়ে আছে। সমাজতান্ত্রিক পরিবারে জাতিসমূহের নতুন ধরনের সম্পর্ক এবং প্রলেতারীয় নীতিসমূহ, সমাজতান্ত্রিক আন্তর্জাতিকতাবাদ, সংহতি, ভ্রাতৃত্বমূলক পারস্পরিক সহযোগিতা ও পারস্পরিক সমর্থন ভিত্তিক রাষ্ট্রসমূহ গঠনের মধ্য দিয়ে সমাজতন্ত্রের মর্যাদা প্রবর্ধিত হয়েছে।

কমিউনিস্ট ও ওয়ার্কার্স পার্টিগুলির আঞ্চলিক সম্মেলনগুলির, দ্বিপক্ষীয় ও বহুপক্ষীয় বৈঠকগুলির গুরুত্ব ও তাৎপর্য অনস্বীকার্য। শান্তি, জাতীয় মুক্তি, গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের দিকে শক্তিসমূহের ভারসাম্য আরো টলাবার জন্য আমাদের কর্মীদের অধিকতর সংহতি একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান।

কানাডার কমিউনিস্ট পার্টি ১৯৭৪ সালের মে মাসে তাদের বিগত সম্মেলনে ঘোষণা করেছিল যে, তারা একটি আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট সম্মেলনে আগ্রহী। আমরা মনে করি ১৯৬৯ সাল অর্থাৎ মার্কসবাদী-লেনিনবাদীদের শেষ বিশ্ব সম্মেলনের পর থেকে আন্তর্জাতিক ঘটনাবলীজাত সমস্যাবলী এ সম্মেলনে আলোচিত হতে পারে।

১৯৫০ ও ১৯৬০-এর দশকে কমিউনিস্ট ও ওয়ার্কার্স পার্টিগুলির আন্তর্জাতিক বৈঠকগুলি মানবজাতির শান্তি ও প্রগতির সংগ্রামের পক্ষে ঐতিহাসিক তাৎপর্যমণ্ডিত। ১৯৭০-এর দশকে বিশ্ব বিকাশের প্রক্রিয়াগুলি ত্বরান্বিত হচ্ছে এবং এর সঙ্গে যুক্ত বহু সমস্যা ক্রমে ক্রমে জটিল হয়ে উঠছে। ভবিষ্যতের বিশ্বাসমণ্ডিত মার্কসবাদী-লেনিনবাদী দলগুলোর যৌথ চিন্তা বিপ্লবী আন্দোলনের ও জনগণের নতুন জীবন গড়ার পথকে আলোকিত করবে। শান্তি, নিরাপত্তা, উত্তেজনা প্রশমন ও সমাজপ্রগতির সংগ্রামীদের হাতে এখন যে-উদ্যোগ রয়েছে তা সুদৃঢ় করা কমিউনিস্টদের আন্তর্জাতিক কর্তব্য এবং তা তারা সম্পাদন করবে।

মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ এবং পশ্চিম ইয়োরোপের ভবিষ্যৎ

ন্যুড জেসপারসেন
চেয়ারম্যান, ডেনমার্ক কমিউনিস্ট পার্টি

পশ্চিম ইয়োরোপীয় কমিউনিস্ট এবং ওয়ার্কার্স পার্টি-গুলি ১৯৭৫ সালের জানুয়ারিতে প্রচারিত এক যুক্ত বিবৃতিতে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের আগ্রাসী নীতির প্রতি দৃঢ়তার সঙ্গে ধিক্কার জানায় এবং মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী নীতি প্রতিহত করতে এবং নিজেদের দেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য জনগণ, মেহনতী মানুষ, এবং সমস্ত গণতান্ত্রিক শক্তির প্রতি আহ্বান জানিয়েছে।

ডেনিস কমিউনিস্টদের পক্ষে এই যৌথ কমিউনিস্ট আবেদন রাজনৈতিকভাবে প্রাসঙ্গিক, জরুরীও বটে।

নাটোতে যোগদানের ফলে আমাদের দেশের স্বাধীনতা ইতিপূর্বেই সীমিত হয়েছে এবং ই ই সি-তে যোগ দেওয়ার ফলে অনেক গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে এই স্বাধীনতা আরও অতিরিক্ত সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছে। বহুজাতিক কর্পোরেশনগুলির অধিকাংশই মার্কিনী এবং এরা এখন তাদের অবস্থানগুলি আরও শক্তিশালী করার জন্য রোম চুক্তির শর্তগুলি ব্যবহার করতে পারে। এই মুহূর্তের একটি বিচার্য বিষয় হল: পুঁজির গতিবিধির স্বাধীনতা এবং কর্পোরেশনের বৈধ মর্যাদা অথবা অন্য কথায় মৌলিক প্রতিশ্রুতিসমূহ যার উদ্দেশ্য হচ্ছে বৈদেশিক একচেটিয়াদের কার্যকলাপের উপর আমাদের দেশের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতাকে অস্বীকার করা। পশ্চিম ইয়োরোপের দেশগুলিতে জীবনের সর্বক্ষেত্রে মার্কিন সম্প্রসারণের ফলাফল ক্রমবর্ধমানভাবে অনুভূত হতে পারে। বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদের দুই কেন্দ্রের মধ্যে জটিল বন্ধন ও সম্পর্কের কাঠামোতে পশ্চিম ইয়োরোপের বিরুদ্ধে আমেরিকার আক্রমণ আজও চলছে। অপরপক্ষে, আমেরিকা এবং ইয়োরোপীয় একচেটিয়াদের সমস্বার্থের ভিত্তিতে এক ধরনের আন্ত-অতলান্তিক শ্রেণী আঁতাত বর্তমান রয়েছে। অন্যদিকে বাজারের জন্য প্রতিযোগিতা প্রতিনিয়ত গুরুতর বিরোধের জন্ম দিচ্ছে, এবং সম্প্রতি এই বিরোধ এমন ব্যাপকতা লাভ করেছে যে একচেটিয়া বুর্জোয়াদের নিজেদের তাত্ত্বিক এবং রাজনীতিবিদরা অতলান্তিক চুক্তির অসারতার কথা এবং এ থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার পথ বের করার প্রয়োজনীয়তার কথা বলতে বাধ্য হয়েছে।

অবশ্য, পুঁজিবাদের মৌলিক বিরোধের বিকাশ পশ্চিম ইয়োরোপের সামাজিক-রাজনৈতিক ভবিষ্যৎকে চূড়ান্তভাবে প্রভাবিত করবে: শ্রম এবং পুঁজির মধ্যে বিরোধ, গভীরতা ও বিস্তৃতিতে একচেটিয়া-বিরোধী গণসংগ্রামের প্রসারতা, একচেটিয়া শক্তির বিরুদ্ধে, "দেশীয়" এবং সেইসঙ্গে বৈদেশিক একচেটিয়াদের বিরুদ্ধে পরিচালিত সংগ্রাম। এটাও দৃঢ়তার সঙ্গে বলা উচিত যে কয়েক দশক ধরে পশ্চিম ইয়োরোপীয় দেশগুলির একচেটিয়া বুর্জোয়ারা মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের সক্রিয় সমর্থনপুষ্ট হয়ে ক্ষমতাসীন থাকতে সমর্থ হয়েছে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই পশ্চিম ইয়োরোপে ব্যাপকভাবে মার্কিনী অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অভিযান শুরু হয়। যে প্রক্রিয়া এর দ্রুত সম্প্রসারণকে সুনিশ্চিত করে তা ১৯৪৮ এবং ১৯৪৯ সালে এই দু-বছরে মার্শাল প্ল্যান গ্রহণ এবং নাটো গঠনের মাধ্যমে উদ্ভূত হয়। যুদ্ধোত্তর অর্থনৈতিক পুনর্বাসন-এর কৌশল নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত সংশ্লিষ্ট দেশগুলির রাজধানীতে গৃহীত হয় নি—এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে ওয়াশিংটনে। পররাষ্ট্র বিষয়ক ক্ষেত্রে অতলান্তিক চুক্তিতে আবদ্ধ তেরটি ইয়োরোপীয় দেশ তাদের জাতীয় সার্বভৌমত্বের এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ হারিয়েছে। অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে প্রত্যক্ষ মার্কিনী হস্তক্ষেপ একটি নিয়মে(১) পরিণত হয়।

বস্তুত, ইয়োরোপীয় দেশগুলির জাতীয় স্বাধীনতা সীমিত করা হচ্ছিল। এদের মধ্যে যে দেশগুলি অন্তর্ভুক্ত তারা এক শতাব্দীর বেশিকাল তাদের নিজেদের ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য শাসন করেছে। শাসকশ্রেণীগুলির পক্ষে এটা এক তিক্ত পরিহাস হয়ে উঠল: এশিয়া ও আফ্রিকার জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের শক্তিগুলি ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য ধ্বংস করার জন্য তাদের সংগ্রামের চূড়ান্ত সাফল্যের মুখে উপনীত হল।

প্রকৃতপক্ষে, পশ্চিম ইয়োরোপ প্রধানত আমেরিকার কাছে তার ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যের শীর্ষস্থান হারাল এবং স্বয়ং মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বিশ্বসম্প্রসারণের অন্যতম লক্ষ্য হিসাবে পরিণত হল। এ বিষয়ে ডেনমার্ক এরূপ একটি উদাহরণ। ১৯৫১ সালে ডেনিস সরকার ওয়াশিংটনের

---

১ এ একটি ঘটনা যা কয়েক দশক ধরে অতলান্তিকের উভয় দিকের বুর্জোয়া প্রচারণায় "কমিউনিস্ট মিথ্যাচার" বলে সরাসরি অস্বীকার করা হয়েছে। তথাপি এটা বার বার অতি সম্প্রতি এবং এ বছরের প্রথমে প্রকাশিত "পশ্চিম ইয়োরোপ, ১৯৪৮" শীর্ষক বইতে স্বীকৃত হয়েছে। উদাহরণ হিসাবে এতে প্রেসিডেন্টের ন্যাশনাল সিকিউরিটি কাউন্সিলের সুপারিশ উদ্ধৃত করা হয়েছে: "কমিউনিস্টদের থেকে ইতালীয় বামপন্থী সোশ্যালিস্টদের আলাদা করে রাখার জন্য সম্ভাব্য সকল উপায়ে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়া" দেখুন **ইন্টারন্যাশনাল হেরাল্ড ট্রিবিউন**, ফেব্রুয়ারি, ১৩, ১৯৭৫।

সঙ্গে এক চুক্তি স্বাক্ষর করে—এই চুক্তি অনুসারে গ্রীনল্যান্ডে মার্কিন ঘাঁটিগুলিকে ব্যাপক অধিকার দেওয়া হয়। এ বছরের প্রথমে গ্রীনল্যান্ডের জনগণের স্বার্থ চূড়ান্তভাবে অগ্রাহ্য করে ডেনিস শাসকশ্রেণী এবং মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের মধ্যে সম্পাদিত অনেকগুলি সুবিধাজনক শর্ত অনুসারে একটি বহুজাতিক একচেটিয়া গ্রুপকে বিশ্বের সর্ববৃহৎ দ্বীপের প্রাকৃতির সম্পদ শোষণ করার একক অধিকার দেওয়া হয়। বাস্তবপক্ষে, অনেক বছর আগে উত্তর সাগরের তেল-সহ ডেনমার্কের নিজের প্রাকৃতিক সম্পদ ও স্থানীয় বড় বড় জাহাজ মালিকদের এক কনসার্টিয়াম এবং অনেকগুলি মার্কিন তেল কোম্পানি অধিগ্রহণ করে নেয়। সরকারকে অনেক অলীক আশার প্রতিশ্রুতি দিয়ে এবং তার উপর উচ্চশক্তি সম্পন্ন চাপ সৃষ্টি করে ডেনমার্কের কাছ থেকে সুবিধা আদায় করা হয়।

পুঁজি রপ্তানীকে লেনিন "সাম্রাজ্যবাদের অন্যতম অত্যাবশ্যক অর্থনৈতিক ভিত্তি" হিসাবে সংজ্ঞায়িত করেছেন। যুদ্ধোত্তর দশকগুলিতে পুঁজি রপ্তানীর ক্ষেত্রে এই পরিবর্তনের ফলে পশ্চিম ইয়োরোপ মার্কিন পুঁজি বিনিয়োগের প্রধান ক্ষেত্রে পরিণত হয়। ঠিক একইভাবে একদিন ঔপনিবেশিক ও পরাধীন দেশগুলি সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির(১) পদানত হয়।

বস্তুত, পশ্চিম ইয়োরোপকে অধীনস্থ রাখা ও শোষণ করার মার্কিন দাবির যৌক্তিকতা হিসাবে যে দর্শন ব্যবহার করা হয়েছে তা উপনিবেশবাদীদের কাছ থেকে ধার করা। পশ্চিম ইয়োরোপের জনগণ তাদের সমস্যা মোকাবিলা করতে অক্ষম ছিল এই বক্তব্যের ভিত্তিতে যে ত্রিমুখী যুক্তিজাল উদ্ভূত হয়েছে তা আমাদের মহাদেশে পশ্চিমাংশে সক্রিয় মার্কিনী ভূমিকার যৌক্তিকতার প্রতি সমর্থন জানায়।

প্রথম যুক্তি ছিল যে নিজের সামরিক দুর্বলতার জন্য পশ্চিম ইয়োরোপ নিজেকে রক্ষা করতে অসমর্থ হত। সুতরাং এটা দাবি করা হয়েছিল যে এই "প্রতিরক্ষা সমস্যা"র একমাত্র কার্যকর সমাধান ছিল "সাহায্য", অর্থাৎ ধারাবাহিকভাবে মার্কিন সামরিক অবস্থান এবং পেন্টাগনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগসাজশে এবং তাদের নিয়ন্ত্রণ ও তদারকিতে পশ্চিম ইয়োরোপের নিজস্ব পুনরস্ত্রীকরণ। যেহেতু এমন কোনো ভীতির অস্তিত্ব ছিল না যার ফলে এ ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন ছিল তখন এ ভীতিকে আবিষ্কার করতে হল এবং তা হচ্ছে : এক কাল্পনিক "সোভিয়েত ভীতি"। জনগণের মধ্যে ভীতি বাড়িয়ে তোলার উদ্দেশ্যে এক সর্বাত্মক মিথ্যার অভিযান পরিচালনা করা হয়। ডেনমার্কের অনেক মানুষ ১৯৪৮-এর ইস্টারের কথা স্মরণ করে। তখন বুর্জোয়া প্রচার মাধ্যম থেকে ঘোষণা করা হয়েছিল যে রাডারে যে এক ঝাঁক রাজহাঁস দেখা গেল তা "সোভিয়েত বিমান" এবং ক্রেসাণ্ড থেকে কোপেনহেগেনে যে গভীর কুয়াশা ছড়িয়ে পড়েছিল তা "সোভিয়েত নৌ-অভিযান গোপন করার একটি আবরণ" বলে প্রচারিত হয়। ব্যতিক্রম থাকলেও ডেনমার্কে কুখ্যাত "ইস্টার আতঙ্ক" সৃষ্টি করার জন্য যে পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছিল তেমনি পশ্চিম ইয়োরোপীয় দেশগুলিতেও নাটোর অবস্থানের ন্যায্যতা প্রমাণের উদ্দেশ্যে এবং পরিশেষে আমেরিকার সামরিক ও রাজনৈতিক প্রভুত্বের যৌক্তিকতার সমর্থনে অনুরূপ পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়।

সোভিয়েত ইউনিয়ন ও অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক গোষ্ঠীভুক্ত দেশগুলির উদ্যোগ ও শান্তি নীতির ফলে যে উত্তেজনা প্রশমন সূচিত হয় তার পটভূমিতে প্রথম থেকেই কাল্পনিক "সোভিয়েত আতঙ্কের" ওপর প্রতিষ্ঠিত যুক্তি সম্পূর্ণ উদ্ভট বলে পরিগণিত হয়। এটা খুবই স্বাভাবিক যে আন্তর্জাতিক আবহাওয়ার স্বাভাবিকীকরণ যা বিশেষ করে ইয়োরোপীয় এবং সোভিয়েত-আমেরিকা সম্পর্কের ক্ষেত্রে প্রতীয়মান তা সর্ব-ইয়োরোপীয় যৌথ নিরাপত্তা ব্যবস্থার ভাবধারা প্রসারিত করতে সাহায্য করবে। এটা স্বভাবতই পশ্চিম ইয়োরোপের "প্রতিরক্ষা সমস্যার" ক্ষেত্রে এক সম্পূর্ণ নতুন অর্থ নিয়ে এসেছে এবং আমেরিকার অধীন করে রাখার প্রধান সামরিক ও রাজনৈতিক হাতিয়ার নাটোকে যুগের সঙ্গে চূড়ান্ত সামঞ্জস্যহীন করে তুলছে।

পশ্চিম ইয়োরোপীয় সংক্রান্ত বিষয়ে মার্কিন হস্তক্ষেপের ন্যায্যতা প্রমাণের জন্য যে দ্বিতীয় যুক্তি একদা উত্থাপন করা হত তার দাবি ছিল এই যে অভ্যন্তরীণ সমস্যার তীব্রতা এবং দেশগুলির পরস্পরের মধ্যে পার্থক্য স্থিতিহীনতার এক আবহাওয়া সৃষ্টি করে যা কেবলমাত্র রাজনৈতিক পরিচালনার মাধ্যমে মোকাবিলা করা যেতে পারে। যেহেতু পশ্চিম ইয়োরোপ এরূপ পরিচালনাভার গ্রহণে অক্ষম সেহেতু একে রক্ষা করার জন্য এগিয়ে আসা আমেরিকার পক্ষে খুবই "স্বাভাবিক"।

বাস্তব পক্ষে যুদ্ধের অব্যবহিত পরে পশ্চিম ইয়োরোপের পরিস্থিতির বৈশিষ্ট্য হল একই ফ্যাসিবাদ-বিরোধী যুদ্ধের মাধ্যমে জাতীয় শক্তির ব্যাপক সহযোগিতা। এটা ছিল স্থায়ী সামাজিক-রাজনৈতিক অগ্রগতির পক্ষে এক চমৎকার পূর্বশর্ত, কিন্তু অচিরেই মার্কিন-সমর্থিত স্থানীয় প্রতিক্রিয়াচক্র এ সম্ভাবনাকে বিনষ্ট করে দেয়।

বর্তমানে আমেরিকার "রাজনৈতিক নির্দেশ" গ্রহণের চিন্তাধারা অধুনা অপেক্ষাকৃত শক্তিশালী পশ্চিম ইয়োরোপীয় বুর্জোয়াদের কাছেও অযৌক্তিক বলে বিবেচিত হচ্ছে। গণতান্ত্রিক শক্তির সামনে এটা হচ্ছে একটা প্রত্যক্ষ চ্যালেঞ্জ। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের এই সকল দাবির মধ্যে গণতন্ত্রের যে বিপদ প্রচ্ছন্ন রয়েছে সে সম্পর্কে সুস্পষ্ট

---

১ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রাক্কালে সমগ্র বৈদেশিক বিনিয়োগের শতকরা ৬৮ ভাগ ছিল ঔপনিবেশিক এবং আধা-ঔপনিবেশিক দেশগুলিতে (সি লুইস, **ঋণ গ্রহিতা এবং ঋণ দাতা দেশগুলি, ১৯৩৮, ১৯৪৪।** ওয়াশিংটন, ব্রুকিংস ইনস্টিটিউশন, ১৯৪৫) ৭০-এর প্রারম্ভে বৈদেশিক বিনিয়োগের ঠিক একই অনুপাত ছিল উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলিতে এবং এক্ষেত্রে পশ্চিম ইয়োরোপ হল শীর্ষস্থানে। সুতরাং, ১৯৭৩ সালে যে মার্কিন বেসরকারি বিনিয়োগের পরিমাণ বৃদ্ধি নিজ নিজ সংস্থাগুলির নিয়ন্ত্রণ সুনিশ্চিত করে পশ্চিম ইয়োরোপ তার মোট পরিমাণ ৩,০০০ মিলিয়ন ডলার এবং উন্নয়নশীল দেশগুলিতে ১,২০০ মিলিয়ন ডলার (**সার্ভে অব কারেণ্ট বিজনেস** নং ৮, খণ্ড ১১, আগস্ট, ১৯৭৪, সারণী ১০ এ, ১০ বি, পৃঃ ১৮ এবং ২০)।

হুঁশিয়ারি গ্রীসে ১৯৬৭ সালে এপ্রিলের ঘটনাবলীর মধ্যে পাওয়া যায় যখন নাটো "প্রমেথিয়ুস" পরিকল্পনা ফ্যাসিস্ট ক্যু-র জন্য একটি ব্লু-প্রিণ্ট হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছিল। ডেনমার্কে অনুরূপ অন্যায় পরিকল্পনার আভাষ রয়েছে যেখানে নাটোর দাবি অনুসারে গণ-আন্দোলনে এক্টিভিস্টদের এক বিরাট তালিকা একত্রিত করা হয়েছে এবং "প্রমেথিয়ুস"-এর অনুরূপ "আকস্মিক পরিকল্পনা" প্রস্তুত করা হয়েছে।

সর্বশেষে তৃতীয় চুক্তি : দ্রুত অর্থনৈতিক বিকাশ ও আধুনিকীকরণের উপযোগী পশ্চিম ইয়োরোপের না ছিল অর্থ, না ছিল প্রযুক্তিগত বিশেষজ্ঞ। সুতরাং সর্বশ্রেষ্ঠ ঐশ্বর্যশালী পুঁজিবাদী দেশ আমেরিকা ছিল অর্থনৈতিক অগ্রগতির পথে আশার একমাত্র উৎস। আমেরিকা ইয়োরোপে যে স্ফীতকায় সামরিক ব্যয়ের দাবি করেছিল তা অন্য দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে সহায়তা সম্পর্কে মার্কিনী দাবির কপটতার মুখোস খুলে দেয়ার পক্ষে যথেষ্ট।

পশ্চিম ইয়োরোপের অর্থনৈতিক অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে এবং অন্যদিকে মার্কিনী অর্থনীতির দুর্বলতার ক্রমবর্ধমান লক্ষণের ফলে এই যুক্তি নিশ্চিতভাবে অর্থহীন হয়ে পড়ে। পশ্চিম ইয়োরোপের অর্থনৈতিক শক্তি দৃঢ়ভাবে বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদের অধীনে অসম রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক উন্নয়নের নিয়ম অব্যাহতভাবে চলতে থাকে এবং পুঁজিবাদী বিশ্ব অর্থনীতির ক্ষেত্রে আমেরিকার অংশ কমতে থাকে : ১৯৪০-এর শেষ এবং ১৯৭০-এর প্রথম এই সময়ের মধ্যে এটা শিল্প উৎপাদনের ক্ষেত্রে ৫৫ শতাংশ থেকে ৪১ শতাংশে নেমে গেছে এবং রপ্তানীর ক্ষেত্রে ২৪ থেকে ১৪ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে(১)।

এ সব কেবল পশ্চিম ইয়োরোপে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী অভিযানের প্রয়োজনীয়তার সমর্থনে সূত্রাকারে উপস্থাপিত কতিপয় মতবাদ ও তত্ত্বগত অবস্থানের বিলুপ্তির আভাষ মাত্র নয়। বিশ্বের এই অংশে মার্কিন প্রভুত্বের কাঠামোকে দুর্বল করে সত্যিকারের পরিবর্তনও হয়েছে। এই পরিবর্তন এখন পশ্চিম ইয়োরোপীয় দেশ ও জনগণের পক্ষে মার্কিন প্রভুত্ব থেকে মুক্তি এবং তাদের জাতীয় স্বাধীনতা বিস্তার এবং তা শক্তিশালী করাকে সম্ভব করে তুলেছে। কিন্তু এই বৃহত্তর সম্ভাবনার মধ্যে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ থেকে উদ্ভূত বৃহত্তর বিপদও রয়েছে এবং তা তীব্রভাবে অনুভূত হচ্ছে।

পুঁজিবাদী দুনিয়ার সংকটময় অবস্থার থেকে প্রধানত ক্রমবর্ধমান মার্কিন চাপ সৃষ্টি হয়। আমেরিকা তার নিজের অর্থনৈতিক অসুবিধাগুলির একটি বিশেষ অংশ পশ্চিম ইয়োরোপের উপর চাপিয়ে দেয়ার চেষ্টা করছে। পশ্চিম ইয়োরোপ সহ বিশ্বের অসমাজতান্ত্রিক অংশের সমস্ত দেশগুলিকে ভিয়েতনামে মার্কিন আগ্রাসনের পক্ষে সাহায্য করতে হয়েছে কারণ পুঁজিবাদের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বিপর্যয়ের অন্যতম প্রধান কারণ ছিল আমেরিকার লেনদেন উদ্বৃত্তে বিপুল ঘাটতি।

আমেরিকার টলায়মান অর্থনৈতিক অবস্থা এবং পুঁজিবাদী দুনিয়ায় রাজনৈতিক মর্যাদাকে বাড়িয়ে চলার ইচ্ছা থেকেই "ইয়ার অব ইয়োরোপ" নামে পরিচিত কূটনৈতিক অভিযানে ওয়াশিংটনের প্রচেষ্টা চলতে থাকে। এর মধ্যে যে দাবিগুলি অন্তর্ভুক্ত ছিল তা হল পশ্চিম ইয়োরোপীয় দেশগুলি তাদের সামরিক ব্যয় বৃদ্ধি করবে, বাণিজ্যিক এবং অর্থনৈতিক সুবিধা মঞ্জুর করবে এবং অতলান্তিক জোটের প্রতি তাদের আনুগত্যের কথা পুনরায় ঘোষিত হবে। শেষোক্ত বিষয়টি ব্যাপক প্রচারিত দলিলের রূপ নেয় এবং নাটোকে নতুন জীবন দান করে। বিস্ময়ের কিছু নেই যে পশ্চিম ইয়োরোপীয় রাজধানীগুলিতে এই প্রস্তাবাবলী প্রতিবাদের সম্মুখীন হয় এবং এটা নিরবচ্ছিন্নভাবে দফায় দফায় আলোচনার বিষয়বস্তু হিসাবে পরিণত হয়।

১৯৭৩-এর অক্টোবরে মধ্যপ্রাচ্য সামরিক সংঘর্ষের সময় ওয়াশিংটনের কার্যকলাপ দ্বারা এ বিষয়গুলির পরিবর্তন ঘটে নি—এই সময় আমেরিকা ভূমধ্য সাগরে তার সশস্ত্র বাহিনীকে আকস্মিকভাবে মোতায়েন করে ও প্রস্তুত রাখে এবং সৈন্য এবং অস্ত্র পরিবহণের জন্য ইয়োরোপীয় ঘাঁটিগুলোকে সক্রিয় করে তোলে। তার নাটো মিত্রগণ নিষ্পন্ন ঘটনা হিসাবে এর মোকাবিলা করে এবং এর অর্থ শুধু মাত্র একটি : যে-কোনো সময়, আগে থেকে হুঁশিয়ারি না দিয়ে এবং কোনো পরামর্শ ছাড়াই পশ্চিম ইয়োরোপকে মার্কিন সামরিক হঠকারিতার মুখে নিজেকে জড়িয়ে ফেলতে হত। এটা অতলান্তিক জোটের ফাটলকে আরও বেশি বাড়িয়ে তুলত। তথাপি আমেরিকা পশ্চিম ইয়োরোপের কাছে তার দাবি নিয়ে জিদ ধরে চলতে থাকে এবং উত্তরোত্তর কড়া ভাষায় দাবি উপস্থিত করে। প্রেস রিপোর্ট অনুসারে ১৯৭৩ সালের শরৎকালে পররাষ্ট্র দপ্তরের কাছে পশ্চিম ইয়োরোপীয় পাল্টা প্রস্তাব উপস্থিত করার জন্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত ডেনিস পররাষ্ট্রমন্ত্রী ওয়াশিংটনে নিরুৎসাহজনকভাবে এক নিরুত্তাপ অভ্যর্থনার সম্মুখীন হন।

তখন থেকে পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটেছে বলে মনে হত। ১৯৭৪ সালের জুনে, অতলান্তিক ঐক্যের প্রতি পুনরায় সমর্থন জানিয়ে ব্রুসেলস-এ এক ঘোষণা স্বাক্ষরিত হয়। বর্তমানে, বুর্জোয়া প্রেস থেকে দাবি করা হয় যে, অনৈক্য স্বার্থের গঠনমূলক মিলনের পথ প্রশস্ত করে দিচ্ছে। **লণ্ডন ইকনমিস্ট** অনুসারে ওয়াশিংটন এই ব্যাপারে "খুশি যে আমেরিকা এবং ইইসি আর পরস্পরের প্রতি বিবদমান নয়" (ফেব্রুয়ারি, ১৫-২১, ১৯৭৫ পৃঃ ৬২) কিন্তু পশ্চিম ইয়োরোপের পক্ষে সুখী হওয়ার ভিত্তি আছে কি?

আমেরিকা-পশ্চিম ইয়োরোপীয় মতভেদের বাহ্যিক প্রকাশের হ্রাসপ্রাপ্তির বাস্তব কারণ এই মতভেদের উপশমের মধ্যে নিহিত নয় কিন্তু এটা নিহিত এই ঘটনার মধ্যে যে আগের চেয়ে আরও বেশি চূড়ান্ত পর্যায়ে উপনীত বিশ্ব পুঁজিবাদের সংকটের সঙ্গে সঙ্গে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ অন্যায় অধীনতার পাশে পুনরায় পশ্চিম ইয়োরোপকে আবদ্ধ করতে সমর্থ হয়েছে। পুঁজিবাদী বিশ্বে অর্থনৈতিক অসুবিধাগুলির জঞ্জাল বিশেষ করে তেল সংকট পশ্চিম ইয়োরোপীয় অর্থনীতির প্রচুর দুর্বলতার আবরণ খুলে দিয়েছে। ডেনমার্ক ঐ সকল দেশগুলির অন্যতম যেখানে এটা বিশেষ বেদনার সঙ্গে অনুভূত হয়েছে। যে "কল্যাণ-

১ **জাতিসংঘ মাসিক বুলেটিন, পরিসংখ্যান,** অক্টোবর ১৯৬৯, নভেম্বর ১৯৭৪, ডিসেম্বর ১৯৭৪।

কামী রাষ্ট্র" সম্পর্কে সোশ্যাল ডেমোক্রাটরা এত সরবে প্রশংসাবাদ জানায় সেই রাষ্ট্র গণ-বেকারির(১) রাষ্ট্রে নেমে গিয়েছে। লেনদেন উদ্বৃত্তে ঘাটতি, বাইরের ঋণ এবং মুদ্রাস্ফীতি এমন বিপজ্জনক পর্যায়ে পেঁাছেছে এবং রাজনৈতিক-প্রশাসনিক "স্থিতিশীলতা"র বছরগুলি গভীর রাজনৈতিক সংকটের পথ উন্মুক্ত করে দিয়েছে যে তা সোশ্যাল ডেমোক্রাটস এবং পুরানো ঐতিহ্য বহনকারী বুর্জোয়া দলগুলির উভয়ের উপরই আঘাত হেনেছে।

পশ্চিম ইয়োরোপের অর্থনৈতিক নির্ভরশীলতা, জ্বালানি এবং কাঁচামাল সরবরাহের ক্ষেত্রে আঘাত এবং আমেরিকার অর্থনীতির উঠানামার সঙ্গে এর প্রতিক্রিয়া—এ সবই আমেরিকার "শক্তির অবস্থান" থেকে কথা বলার লাইসেন্স হিসাবে ব্যাখ্যা করা হয়।

সাম্প্রতিক মাসগুলিতে ওয়াশিংটন থেকে প্রচারিত সরকারি বিবৃতিতে সমস্ত পুঁজিবাদী দেশগুলিকে আবদ্ধ করার ক্ষেত্রে আমেরিকার নেতৃত্বের ভূমিকা সম্পর্কে বারবার জোর দেওয়া হয়েছে। আমেরিকার জিদে ও আমেরিকার চাপে তেল উৎপাদনকারী জাতিগুলির বিরুদ্ধে পুঁজিবাদী দেশগুলির এক যুক্তফ্রন্ট হিসাবে ইণ্টারন্যাশনাল এনার্জি এজেন্সী গঠিত হয়। কার্যত, আমেরিকার পৃষ্ঠপোষকতায় জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের বিরুদ্ধে লড়াই চালানোর জন্য যৌথ উপনিবেশবাদের রণনীতির এক নয়া সূত্র। গভীরতর এবং নাটোর আরও বেশি প্রকাশ্য সংকট অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে যার ফলশ্রুতি হচ্ছে সাইপ্রাসের ঘটনাবলী তা ওয়াশিংটনকে সাম্রাজ্যবাদী ব্লককে পুনরুজ্জীবিত করার প্রচেষ্টা থেকে বিরত করে নি।

আমেরিকা পশ্চিম ইয়োরোপের অস্ত্রের বোঝা বৃদ্ধির জন্য অনবরত চেষ্টা করে যাচ্ছে। আমাদের দেশের পক্ষে এর ফলাফল হল শিক্ষা এবং সামাজিক প্রয়োজনে বরাদ্দ হ্রাস সহ আসন্ন আর্থিক বছরের জন্য সামরিক বাজেটে ২৩ শতাংশ বৃদ্ধি। ডেনমার্ক, নরওয়ে, বেলজিয়াম এবং হল্যাণ্ড-এর জনগণের ক্রুদ্ধ প্রতিবাদ সত্ত্বেও এই সকল দেশে ৩৫০টি জঙ্গী বিমান বিক্রয় নিয়ে জেনারেল ডাইনামিকস এবং নরথর্প-এর মত মার্কিন অস্ত্র একচেটিয়ারা ফ্রান্স এবং সুইডেনের বৃহৎ ব্যবসায়ীদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করছে।

আমেরিকা "পশ্চিম দুনিয়া"র ওপর আধিপত্য প্রতিষ্ঠার জন্য এবং পশ্চিম ইয়োরোপ-এর ভবিষ্যৎ নিয়ন্ত্রণ করতে আমেরিকা তার দাবি প্রকাশ্যে পুনরুজ্জীবিত করছে যা ব্যাপকতর সাম্রাজ্যবাদী সম্প্রসারণ-এর নতুন বিপদ সৃষ্টি করে। জনসাধারণ ও বিভিন্ন গণ-চক্র এদের বিরোধিতা করে এবং এসব সুনিশ্চিতভাবে বহু সংখ্যক আমেরিকা-বিরোধী আদর্শগত ও রাজনৈতিক ঝোঁক গড়ে ওঠার ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছে।

রোমাণ্টিক স্কুল বলে এদের আখ্যা দেওয়া যেতে পারে যার প্রতিনিধিরা "আমেরিকানবাদ"-এর প্রতীক ও সাহায্যকারীদের অনাগত মেরুকরণের ফলে বিব্রত এবং এর পরিবর্তে ইয়োরোপীয় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য এবং পরিচিতির সংরক্ষণ এবং সক্রিয় পুনঃস্থাপনের জন্য আহ্বান জানায়। সেখানে "টেকনোক্র্যাটিক" ঝোঁক বর্তমান যা, অপরদিকে, মার্কিন সাংগঠনিক পদ্ধতি ও প্রযুক্তিগত ধ্যান-ধারণার দ্রুত প্রয়োগের প্রস্তাব করে যাতে করে পশ্চিম ইয়োরোপের দুর্বলতা কাটানো যায় ও মার্কিন সম্প্রসারণের বিরুদ্ধে আরও কার্যকর প্রতিরোধের নিশ্চয়তা বিধান করে। বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়ে সম্পূর্ণ পৃথক এবং অধিকতর ভালো সংগঠিত প্রতিরোধ হচ্ছে বহুজাতিক সংস্থার বিরুদ্ধে শ্রমিক আন্দোলনের প্রতিরোধ।

তেল সংকট সম্পর্কে কোপেনহেগেন এবং আরহাস বিশ্ববিদ্যালয় যে ভোট পরিচালনা করে তা সুস্পষ্ট দেখিয়ে দেয় যে ডেনিস জনসাধারণের শতকরা ৭৫ জন তেল একচেটিয়াদের(১) জাতীয়করণ সমর্থন করে। এটা নিঃসন্দেহে মার্কিন পুঁজির উপস্থিতির দুঃখজনক পরিণতি সম্পর্কে বিক্ষোভের ব্যাপকতার কথা প্রমাণ করে।

উদ্ধত মার্কিন একচেটিয়ার উপস্থিতি পশ্চিম ইয়োরোপীয় বুর্জোয়াদের কাছে অনেক দিন ধরে বিরক্তিকর বলে বিবেচিত হয়েছে এবং অনেকে অবশ্য মার্কিন **অনুশাসনের** বিরুদ্ধে জনগণের অসন্তোষ সমর্থন করতে প্রস্তুত। তারা রোমাণ্টিক ও "টেকনোক্র্যাটিক" ফর্মুলা সহ্য করে নেয় কিন্তু তাদের প্রধান চিন্তা হচ্ছে আমেরিকার পাল্টা অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ভারসাম্য হিসাবে ইয়োরোপীয় অর্থনৈতিক সংস্থাকে শক্তিশালী করা।

এই পরিস্থিতিতে আমরা কমিউনিস্টরা মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে আমাদের অবস্থান সম্পর্কে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করার এবং তা জনগণের মধ্যে ব্যাখ্যা করার গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বের সম্মুখীন হয়েছি। বিশেষ করে যখন শ্রেণীবিরোধ সংক্রান্ত প্রচারে এই মনোভাব ছড়িয়ে দেওয়া হয় যে কমিউনিস্টরা "প্রধানত আমেরিকান-বিরোধী" অবস্থান থেকে অগ্রসর হয়। বলা বাহুল্য, এরূপ জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি কমিউনিস্ট আন্দোলনের প্রকৃতি বিরোধী। মার্কসবাদী-লেনিনবাদীদের কাছে মার্কিন এবং পশ্চিম ইয়োরোপীয় একচেটিয়া পুঁজির মধ্যে বিরোধে "সঠিক" অথবা "বেঠিক" দল বলে কিছু নেই। সেটা হচ্ছে আন্তঃসাম্রাজ্যবাদী বিরোধ। এটা সমগ্রভাবে সাম্রাজ্যবাদকে দুর্বল করার এবং "দেশী" "বিদেশী" একচেটিয়া নিপীড়নের বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক সংগ্রামের জন্য অপেক্ষাকৃত অনুকূল অবস্থা সৃষ্টির উপাদান হিসাবে আমাদের আগ্রহ সৃষ্টি করেছে।

পশ্চিম ইয়োরোপকে শৃংখলিত করা মার্কিন অপচেষ্টার বিরুদ্ধে গণ-বিক্ষোভ সম্পর্কে আমরা জানি যে, এই অপচেষ্টার সঙ্গে স্থানীয় একচেটিয়া স্বার্থও জড়িত। কিন্তু তারা বিভিন্ন সামাজিক শক্তিগুলিকে আকৃষ্ট করে যা জাতীয় স্বাধীনতা রক্ষার জন্য এবং মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী **অনুশাসনের** বিরুদ্ধে এক ব্যাপক আন্দোলন সংগঠিত করার কাজে সাহায্য করতে সমর্থ ব্যাখ্যামূলক কাজের ক্ষেত্র উন্মুক্ত করেছে।

এ সকল বিষয়গুলির উপর আমাদের কর্মসূচীর প্রধান

---

১ শতকরা ১৩ ভাগ বেকার—এ সংখ্যা শুধু বেকারের সাহায্যপ্রাপ্ত জনগণ সম্পর্কে প্রযোজ্য। কিন্তু অনেক কর্মহীন, বিশেষ করে তরুণ পুরুষ ও মহিলারা সামাজিক নিরাপত্তার আওতাভুক্ত নয়।

১ **ফাবগলাডেট**, অক্টোবর ২৫, ১৯৭৪।

ও সহজবোধ্য দাবি হচ্ছে জাতীয় স্বাধীনতার দাবি। উত্তেজনা প্রশমনের পটভূমিতে এটা বিশেষ গুরুত্ব অর্জন করে এবং যা কার্যে পরিণত করার জন্য আরও অধিকতর অনুকূল সম্ভাবনা সৃষ্টি করে। গত কয়েক বছরে এমন কি সোশ্যাল ডেমোক্রাটিক পার্টিগুলির মধ্যে পরিবর্তন সূচিত হয়েছে—এই দলের নেতারা ঐতিহ্যগতভাবে "অতলান্তিকতাবাদ" সমর্থন করে। ডেনিস সোশ্যাল ডেমোক্রাটিক পার্টিতে যে নতুন অগ্রগতির সূচনা হয়েছে তা হচ্ছে নাটো-বিরোধী গ্রুপের উদ্ভব। এটা তাৎপর্যপূর্ণ যে, ১৯৭৩ সালের জানুয়ারিতে সোশ্যাল ডেমোক্রাটিক পার্টির বৈদেশিক নীতি এবং জাতীয় নিরাপত্তা কমিটি কর্তৃক প্রকাশিত স্মারকপত্রে বলা হয়েছে : "সুনির্দিষ্টভাবে কমিটি মনে করে যে, আজ বা আগামী কাল ইয়োরোপ অবশ্য যৌথ নিরাপত্তা ব্যবস্থার মাধ্যমে মার্কিন প্রভাব-মুক্ত হবে এবং মার্কিন প্রভাব অপসারণের(১) উপরই এ ধরনের ব্যবস্থা অর্জন ও প্রতিষ্ঠা করা যেতে পারে।"

কিন্তু এই সকল ইচ্ছা আকাঙ্ক্ষার চৌহদ্দির মধ্যে এবং তা কার্যে পরিণত করার বৃহত্তর সম্ভাবনার ক্ষেত্রে বিভিন্ন মত সংক্রান্ত অনৈক্যের ভিত্তি থাকছে এবং চূড়ান্ত বিশ্লেষণে, তা বুর্জোয়া এবং মেহনতী মানুষের মধ্যে শ্রেণী স্বার্থের মৌলিক পার্থক্যের সঙ্গে যুক্ত। বুর্জোয়া প্রবণতা হচ্ছে আমেরিকা ও সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে চূড়ান্তভাবে "সমদূরত্ব" বজায় রাখার জন্য পশ্চিম ইয়োরোপের উপর চাপ দেওয়া। 'দুই বৃহৎ শক্তি'র ধারণার উপর প্রায়ই এই যুক্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। এ সম্পর্কে মাওবাদী বক্তব্য এমন একটা জায়গায় পেঁাছেছে যে, পশ্চিম ইয়োরোপ এবং উত্তর ইয়োরোপের দেশগুলির প্রতি "সোভিয়েত সামরিক হুমকি" সম্পর্কে যাদুমন্ত্রের সঙ্গে সত্য সামঞ্জস্যহীন হয়ে পড়েছে। এর অযৌক্তিকতা ১৯৪৮-এর "ইস্টার ভীতি"র সমতুল্য।

এই মত ও মনোভাব কোথায় ঠেলে দেয়? এই সব মত ও মনোভাবের ফলে পশ্চিম ইয়োরোপকে তার সমাজতান্ত্রিক প্রতিবেশী অর্থাৎ যে আন্তর্জাতিক শক্তি স্থায়ী ইয়োরোপীয় শান্তি ও নিরাপত্তার আন্দোলনকে সুনিশ্চিত করে তার থেকে বিচ্ছিন্ন করার প্রচেষ্টা ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে 'প্রতিরক্ষা মৈত্রী', যেখানে পশ্চিম ইয়োরোপকে অবশ্যম্ভাবীরূপে ছোট অংশীদারের ভূমিকা দেওয়া হয়, তার জন্য অনুসন্ধান শুরু হয়।

এ বিষয় সম্পর্কে কমিউনিস্টরা যারা ইয়োরোপে শান্তির বিশ্বস্ত উপাদান হিসাবে সোভিয়েত এবং সমাজতান্ত্রিক সমবায় গোষ্ঠীর সমস্ত দেশগুলির সঙ্গে ব্যাপকতর সহযোগিতার প্রবক্তা তাদের অবস্থান জাতীয় স্বাধীনতার গণতান্ত্রিক আন্দোলনের কর্মসূচীতে একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হতে পারে এবং হওয়া উচিত।

অপর একটি কমিউনিস্ট দাবি হচ্ছে বহুজাতিক সংস্থাগুলিকে কাজে লাগানো এবং পশ্চিম ইয়োরোপীয় অর্থনীতির উপরে এদের প্রধানত মার্কিন পুঁজির শোষণ থেকে মুক্ত করা। এমন কি কোনো কোনো সরকার বহুজাতিক সংস্থাগুলির প্রতি অসন্তোষে সোচ্চার হয়েছে বিশেষ করে যখন এই সংস্থাগুলি স্থানীয় কর ফাঁকি দিতে সচেষ্ট। কিন্তু বুর্জোয়া এবং তার রাজনৈতিক প্রতিনিধিদের কাছে এই বিষয়টি সাধারণত বহুজাতিক সংস্থাগুলির সঙ্গে আর্থিক সম্পর্ক মীমাংসার প্রচেষ্টার মধ্যেই শেষ হয়ে যায়। শ্রমিকশ্রেণীর স্বার্থে এই সমস্যা সম্পর্কে আরো গভীরতর দৃষ্টিভঙ্গি প্রয়োজন। মোটের উপর উন্নয়নশীল দেশগুলি থেকে পশ্চিম ইয়োরোপে মার্কিন পুঁজির চালান দেয়ার অন্যতম প্রধান কারণ ছিল লোক-শক্তির সন্ধান যারা হবে দক্ষ এবং অপেক্ষাকৃত সস্তা। এ কারণেই মার্কিন অর্থনৈতিক অবস্থানের সমগ্র কাঠামো যে কোনো বিশেষ বেতন বৃদ্ধির বিরোধিতার উপর এবং শ্রমিক আন্দোলনের বিরুদ্ধে তীব্র বাধাদানের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। এটা হচ্ছে সমস্যার মূল দিক যা কমিউনিস্টরা জাতীয় অর্থনীতিকে মুক্ত করার জন্য তাদের সংগ্রামকে কখনো ভোলে না।

ডেনিস শ্রমিক আন্দোলন ১৯৭৩ সালে এ বিষয়ে একটি বাস্তব শিক্ষা পেয়েছে, যখন মার্কিন মালিকানাধীন হোপ কর্মপিউটার কোম্পানির একটি সহায়ক সংস্থা ট্রেড ইউনিয়নের সঙ্গে যৌথ দর কষাকষির প্রচলিত ব্যবস্থা থেকে সরে এসেছে। অপরদিকেও এই ঘটনাবলী শিক্ষণীয় বলে প্রমাণ করেছে : এটা বুর্জোয়া বিচারালয়ের শ্রেণী-চরিত্রের স্বরূপ উদঘাটিত করেছে, কারণ জনৈক সক্রিয় ট্রেড ইউনিয়ন কর্মীকে শ্রমিকদের স্বার্থ রক্ষায় তার প্রচেষ্টার জন্য একজন সাধারণ অপরাধী হিসাবে সাজা দেওয়া হয়। এ বিষয়ে ডেনিস ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন তার সাহস প্রদর্শন করেছে, সমগ্র দেশব্যাপী ব্যাপক শ্রমিক অভিযান সংগঠিত করেছে, এবং কোম্পানিকে চুক্তিতে স্বাক্ষর দিতে এবং তার কর্মচারীদের ইউনিয়নে যোগ দেওয়ার অনুমতি দিতে বাধ্য হয়েছে। সেই সঙ্গে ট্রেড ইউনিয়নবাদী বিশ্বাসের পরিবর্তন ঘটেছে। ডেনিস কমিউনিস্টরা স্থানীয় এবং বিদেশী বৃহৎ পুঁজির বিরুদ্ধে সংগ্রামে এই অভিজ্ঞতায় অত্যন্ত বিরাট গুরুত্ব আরোপ করে।

কমিউনিস্ট দাবিসমূহ কাজের কাঠামোর মধ্যেই উত্থাপিত হয় যার সমাধান এক পথে বা অন্যপথে পশ্চিম ইয়োরোপের সমস্ত গণতান্ত্রিক শক্তিগুলি কর্তৃক প্রয়োজন বলে গৃহীত হয়। এই দাবিগুলি জাতীয় বৈশিষ্ট্যপূর্ণ এবং যুক্ত গণ-অভিযানের জন্য সমাবেশের পথ হিসাবে বিবেচিত হতে পারে। যাহোক, একে থেকে কার্যে পরিণত করার সংগ্রামে শ্রেণীদ্বন্দ্বের ফলে উদ্ভূত অনৈক্য সম্পর্কে বিবেচনা করা এবং যে কোনো সমস্যা যা মেহনতী মানুষের বিশেষ স্বার্থে সৃষ্টি হতে পারে তা সমাধানের জন্য বিশেষ প্রচেষ্টা চালানো অত্যাবশ্যক।

মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের শ্রেণীগত দিকটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কারণ এটা সেই সংগ্রামের সম্ভাবনা এবং এর কার্যকারিতা বিচারের মান নির্ধারণ করে। আমরা মার্কসবাদী-লেনিনবাদীরা অবগত আছি যে সাধারণ গণতান্ত্রিক সংগ্রামে প্রতিটি অভিযান শ্রমিকশ্রেণীর এবং সমস্ত মেহনতী মানুষের সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থানকে শক্তিশালী করে এবং তাদের শ্রেণীশত্রুদের দুর্বল করে। বর্তমান অবস্থায় এর অর্থ হচ্ছে যে মার্কিন সাম্রাজ্য-

---

১ এল বাজ ও জি এস খ্রিস্টেনসন, **ইউডেনরিগসপলিটিক সেট মেড সোশ্যাল ডেমোক্রাটিস্ক জে এন ই**, কোপেনহেগেন, ১৯৭৪, পৃঃ ৯৫।

বাদের বিরুদ্ধে সক্রিয় বিরোধিতা তার শ্রেণী সহযোগী পশ্চিম ইয়োরোপীয় একচেটিয়া পুঁজির বিরুদ্ধে আরও সফল সংগ্রামের সুযোগ সৃষ্টি করে দিয়েছে। ফলে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে জাতীয় প্রতিরোধ এমন সমস্যা সমাধানের ব্যবস্থা করে যা পশ্চিম ইয়োরোপের সামাজিক এবং সেই সঙ্গে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ভবিষ্যৎ-এর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত।

পার্টি

বর্তমানের মতাদর্শগত কাজ

ওয়ারনার লামবার্জ
পলিট ব্যুরো সদস্য এবং সম্পাদক, কেন্দ্রীয় কমিটি
সোশ্যালিস্ট ইউনিটি পার্টি অব জার্মানি

এস ইউ পি জি-র (সোশ্যালিস্ট ইউনিটি পার্টি অব জার্মানি) অষ্টম কংগ্রেস (১৯৭১) যা জার্মান গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রে (জি ডি আর) একটি উন্নত সমাজতান্ত্রিক সমাজ নির্মাণে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করেছে, সেই কংগ্রেসে পার্টির মতাদর্শগত কাজের দিকটি প্রসারিত এবং উন্নত করার প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দেওয়া হয়। প্রধান সম্পাদক এরিখ হোনেকার কংগ্রেসে বলেন,- "আমরা এই তত্ত্বের ভিত্তিতে কাজ করছি যে শ্রমজীবী জনগণের সমাজতান্ত্রিক চেতনা তাদের সৃজনশীল কার্যকলাপের বনিয়াদ।"

মার্কসবাদ-লেনিনবাদ এবং আমাদের ভ্রাতৃপ্রতিম পার্টিগুলির অভিজ্ঞতা অনুযায়ী, মতাদর্শগত কাজকে সর্বপ্রকার কার্যকলাপের পথ প্রদর্শনের মূল সারবস্তু বলে আমরা মনে করি।

কমিউনিস্ট ইস্তাহার যা বিজ্ঞানভিত্তিক সাম্যবাদের জন্ম ঘোষণা করেছিল সেখানে মার্কস এবং এঙ্গেলস কমিউনিস্টদের সম্পর্কে লিখেছিলেন যে, "তত্ত্বগতভাবে বিপুল প্রলেতারিয়েত জনতার থেকে তাদের সুবিধা এই যে তারা যাত্রার পথ, পরিস্থিতি এবং প্রলেতারিয়েত আন্দোলনের সাধারণ ফলাফলগুলি সুস্পষ্টভাবে উপলব্ধি করে।" শোষণের ব্যবস্থা উৎখাত করার এবং সাম্যবাদী সমাজ নির্মাণে শ্রমিকশ্রেণী এবং তার মিত্রদের পরিচালিত করার অধিকার এবং ক্ষমতার ভিত্তি প্রধানত এই ঘটনার ওপর যে তার সমস্ত আন্দোলনে পার্টি ঐতিহাসিক বিকাশের নিয়মগুলি সম্পর্কিত জ্ঞানের দ্বারা চালিত হয়। পার্টি কিভাবে তার এই পথ প্রদর্শক এবং নেতার ভূমিকা পালন করবে মার্কস এবং এঙ্গেলস তার ইঙ্গিত দিয়েছেন : প্রথমত শ্রমিকশ্রেণী এবং তার মিত্রদের মধ্যে বৈজ্ঞানিক বিশ্ব দৃষ্টিভঙ্গি প্রচারের, শ্রমজীবী জনগণের কাছে এর দৃষ্টিভঙ্গি ও দৃঢ় প্রত্যয় প্রচারের দ্বারা যথা রাজনৈতিক কার্যকলাপের প্রত্যেকটি দিককে মতাদর্শগত কার্যকলাপ চালিয়ে যাওয়ার মধ্যে।

সাম্রাজ্যবাদী স্তরে পুঁজিবাদের উত্তরণের কালে পার্টির এই কাজটি সমস্ত রঙের সুবিধাবাদী এবং মার্কসবাদীদের মধ্যে তিক্ত সংগ্রামের বিষয়বস্তু হয়েছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে জার্মান সোশ্যাল ডেমোক্রাটিক পার্টির এবং আরও কয়েকটি পার্টির মধ্যে সংকট, যা শ্রমিকশ্রেণীর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতায় এবং নিজেদের বিপ্লবী চরিত্র বিসর্জনে পরিণত হয় এবং এর সঙ্গে যুক্ত হয় পার্টি এবং শ্রমিকদের মধ্যে বৈপ্লবিক তত্ত্বের প্রতি অবজ্ঞা এবং মতাদর্শগত তাচ্ছিল্য করা। এক নতুন ধরনের পার্টির জন্য লেনিন এবং বলশেভিকরা যে সংগ্রাম পরিচালনা করেন তা একই সঙ্গে মার্কসীয় তত্ত্বের বিশুদ্ধতা ও তার অধিকতর বিকাশেরও সংগ্রাম ছিল। লেনিনের পার্টি মতাদর্শগত কার্যকলাপের প্রতি এবং শ্রমিকদের মধ্যে সমাজতান্ত্রিক চেতনাকে উৎসাহদানের প্রতি সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করে।

কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক, যা লেনিনের নেতৃত্বে আন্তর্জাতিক শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনে মার্কসীয় তত্ত্বের ভূমিকা এবং মর্যাদাকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করে তা পার্টিতে মতাদর্শগত কার্যকলাপের ভূমিকাকে ব্যাখ্যা করে। এর দ্বিতীয় কংগ্রেসে জোর দেওয়া হয় : "কর্তব্য হল···সমগ্র শ্রমিকশ্রেণীকে কমিউনিস্ট অগ্রগামীবাহিনীর স্তরে উন্নীত করা।" কমিউনিস্ট এবং শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনের ইতিহাসে একথা প্রমাণের যথেষ্ট সাক্ষ্য আছে যে শ্রেণী সংগ্রামে আমাদের জয়লাভ নির্ভর করে রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক সংগ্রামের সঙ্গে মতাদর্শগত এবং তত্ত্বগত সংগ্রামকে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত করার উপর ও পার্টির উপর যা শ্রেণী সংগ্রামের সমস্ত রূপকে আয়ত্ত করতে পারে।

রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের পরবর্তীকালেও এটা সমানভাবে প্রযুক্ত। বাস্তবিকই, অনেক ক্ষেত্রে মতাদর্শগত সংগ্রাম এমনকি অধিকতর গুরুত্ব অর্জন করে এবং ব্যাপকতর পরিধি গ্রহণ করে, কারণ যখন নতুন সমাজ নির্মাণের এবং জনগণের জীবনযাত্রার রূপান্তরণের কাজ শুরু হয় তখন এর গঠনমূলক দিকটি প্রধান হয়ে ওঠে। সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার মধ্যে পুঁজিবাদী সম্পত্তি ও উৎপাদন সম্পর্ক প্রধানত গড়ে ওঠার পর বুর্জোয়ারা ক্ষমতা দখল করে। কিন্তু বিপরীতভাবে সমাজের অর্থনৈতিক বনিয়াদের বৈপ্লবিক রূপান্তরের পূর্বেই শ্রমিকশ্রেণী ক্ষমতা দখল করে। কারণ, সমাজতান্ত্রিক সম্পত্তি এবং উৎপাদন সম্পর্ক শোষণমূলক ব্যবস্থার মধ্যে উদ্ভূত হতে পারে না। সেজন্য শ্রমিক এবং কৃষকের রাজনৈতিক ক্ষমতার ওপর নির্ভর করে শ্রমজীবী

জনগণের উদ্দেশ্যমূলক কার্যকলাপের দ্বারা পরিকল্পিতভাবে সমাজতান্ত্রিক উৎপাদন-ব্যবস্থা গঠনের প্রয়োজন। এটা অর্জন করা সম্ভব যেহেতু মার্কসবাদী-লেনিনবাদী পার্টি যে জনগণকে পরিচালিত করে সে তত্ত্বগতভাবে সুসজ্জিত, ঘটনাবলীর অগ্রগতির বাস্তবতা এবং সমাজ বিকাশের বিষয়-গত নিয়ম বুঝতে পারে এবং এর জ্ঞান ও ধারণাকে জনগণের কাছে ছড়িয়ে দেয়।

একবার কার্যকরী হলে, নতুন সামাজিক সম্পর্কগুলি জনতার চিন্তাধারায় এক নির্দিষ্ট ছাপ ফেলে, কারণ, "চেতনা কোনোদিনই সচেতন অস্তিত্ব ছাড়া আর কিছু হতে পারে না, আর মানুষের অস্তিত্বই হল প্রকৃত জীবন-প্রক্রিয়া", মার্কস এবং এঙ্গেলস "দি জার্মান ইডিওলজি" বইতে এই কথা লিখেছেন। তা সত্ত্বেও, সমাজতান্ত্রিক সম্পর্ক-গুলির আবির্ভাবের পর পার্টির মতাদর্শগত কার্যকলাপের গুরুত্ব নষ্ট হয় না। সমাজতান্ত্রিক চেতনা মূলত বৈজ্ঞানিক চেতনা। এটা স্বতঃস্ফূর্তভাবে, অভিজ্ঞতার ফলস্বরূপ উদ্ভূত হয় না। এর জন্য পার্টির মতাদর্শগত কার্যকলাপের মাধ্যমে বৈজ্ঞানিক প্রস্তুতির প্রয়োজন। কমরেড ব্রেঝনেভ সি পি এস ইউ-র ২৪তম পার্টি কংগ্রেসে প্রদত্ত তাঁর রিপোর্টে এই নতুন চেতনা গঠনের দুটি দিকের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন : "সোভিয়েত জনগণের নৈতিক এবং রাজনৈতিক গঠন **সম্পূর্ণত** সমাজতান্ত্রিক জীবনধারার দ্বারা, সমাজের ঘটনাবলীর **সামগ্রিক** গতিপথের দ্বারা এবং **সর্বোপরি** পার্টি এবং তার সমস্ত সংগঠনগুলির দ্বারা উদ্দেশ্যমূলক, ধৈর্যশীল মতাদর্শগত এবং শিক্ষাগত কার্য-কলাপের দ্বারা গড়ে তোলা হয়েছে।" (বড় হরফ লেখকের—ডব্লিউ, এল)।

এ কারণেই পার্টির নিরবচ্ছিন্ন কর্তব্য হল নিম্নরূপ :

—তাত্ত্বিক জ্ঞানের ভাণ্ডার বৃদ্ধি করা, শ্রমিকশ্রেণীর এবং সাধারণভাবে শ্রমজীবী জনগণের অভিজ্ঞতার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা করা ;

—পার্টির ক্যাডারদের এই জ্ঞান আত্মস্থ করা ;

—বৈজ্ঞানিক বিশ্ব দৃষ্টিভঙ্গিকে শ্রমিকশ্রেণী এবং জন-গণের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য পার্টির সমস্ত শক্তিগুলি ব্যবহার করা, এইভাবে বিজ্ঞানের নতুন সাফল্যের দ্বারা জন-মনকে সমৃদ্ধিশালী করা।

সমাজতন্ত্র গঠনের সমস্ত স্তরের এইসব কেন্দ্রীয় কর্তব্যের গুরুত্ব নিশ্চিতগতিতে বৃদ্ধি পায়। লেনিন মার্কসবাদের এই বুনিয়াদী বক্তব্যের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন : "ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর ব্যাপকতা এবং সুযোগ যত বেশি, জনগণের অংশগ্রহণের সংখ্যা তত বেশি এবং বিপরীতে, আমরা যে পরিবর্তন আনতে চাই তা যত গভীর হবে তত বেশি করে আমরা এর সম্পর্কে আগ্রহ এবং এর প্রতি বুদ্ধিমানের মতো মনোভাব সৃষ্টি করব এবং এর প্রয়োজনীয়তার কথা আরও কোটি কোটি এবং শত শত কোটি জনগণকে বোঝাব"। (কালেক্টেড ওয়ার্কস, ভলিউম ৩১, পৃঃ ৪৯৮) এস ইউ পি জি-র অভিজ্ঞতা থেকে এটা পরিপূর্ণভাবে সমর্থিত হয়েছে।

এর থেকে বোঝা যাবে যে সমাজতন্ত্র গঠনকালে মতা-দর্শগত কার্যকলাপকে নিরলসভাবে বিকশিত করা হল বিষয়গত প্রয়োজন। এবং সমাজতন্ত্রের অর্থনৈতিক নিয়মের মতোই এই বিষয়গত প্রয়োজনকে উপেক্ষা করা যায় না, বাদ দেওয়া অথবা "কৌশলে ঠেকানো" যায় না।

প্রায় ত্রিশ বছরব্যাপী ঐকান্তিক প্রয়াসের মাধ্যমে আমাদের পার্টি সব সময় এই নীতিগুলির সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করে কাজ করার চেষ্টা করেছে। একেবারে গোড়া থেকে যে নির্দিষ্ট অবস্থার মধ্যে আমাদের এগুলি প্রয়োগ করতে হয় সেই অবস্থা মতাদর্শগত কার্যকলাপকে তীব্র করার নির্দেশ দিয়েছে।

আমাদের জনগণের প্রগতি কেবল দুর্নীতি সৃষ্টিকারী ফ্যাসিস্ত মনোভাবকে দ্রুত এবং আগাগোড়া নির্মূল করার মাধ্যমে, শ্রমিকদের মধ্যে শ্রেণী চেতনার বিকাশ এবং সমস্ত ফ্যাসি-বিরোধী গণতান্ত্রিক শক্তিগুলির মধ্যে মৈত্রীর মাধ্যমেই সম্ভব। কমিউনিস্ট এবং সোশ্যাল ডেমোক্রাটিক পার্টি-গুলির মিলনের ফলে ১৯৪৬ সালে প্রতিষ্ঠিত এস ইউ পি জি জনগণকে মতাদর্শগতভাবে পুনঃশিক্ষিত করার দুরূহ ও জটিল কর্তব্যের সম্মুখীন হয়। এবং এই কর্তব্য পালনের জন্য পার্টিকে তার সাধারণ সভ্যদের দৃঢ়ভাবে ঐক্যবদ্ধ করতে, একটি নতুন ধরনের পার্টি, লেনিনবাদী পার্টিতে পরিণত হতে এবং তার সভ্যদের, যাদের অধি-কাংশেরই রাজনৈতিক অভিজ্ঞতার অভাব ছিল। তাদের মতাদর্শগত স্তরের অব্যাহত উন্নতি করতে হয়। কিন্তু সবার আগে পার্টি এবং শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনে বর্তমান-কালের মার্কসবাদ-লেনিনবাদকে প্রোথিত করতে হবে।

সোশ্যাল ডেমোক্রাটিক ধারণাগুলির বিরুদ্ধে, জাতীয়তা-বাদ এবং সংকীর্ণতাবাদের বিরুদ্ধে ধারাবাহিক মতাদর্শগত সংগ্রামে এস ইউ পি জি পার্টি সদস্যদের দিয়ে লেনিনবাদকে এবং বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলনে অত্যন্ত অভিজ্ঞ এবং সংগ্রামপরীক্ষিত বাহিনী হিসেবে সি পি এস ইউ-র ভূমিকাকে গ্রহণ করতে সমর্থ হয়। এইভাবেই আমরা এস ইউ পি জি এবং সি পি এস ইউ-র মধ্যে অবিচ্ছেদ্য ভ্রাতৃপ্রতিম মৈত্রী গঠনে সক্ষম হয়েছি। পরবর্তীকালে এটাই আমাদের জনগণ এবং রাষ্ট্রের দ্রুত অগ্রগতির নির্ভরযোগ্য বনিয়াদ হয়ে উঠল।

থেইলম্যানের নির্দেশের প্রতি বিশ্বস্ত থেকে, আমাদের পার্টি নিরবচ্ছিন্নভাবে একথাই বলে এসেছে যে সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং সি পি এস ইউ-র প্রতি কমিউনিস্টদের দৃষ্টি-ভঙ্গি হল বৈপ্লবিক উদ্দেশ্যের প্রতি তাদের আনুগত্যের কষ্টিপাথর। সংগঠিত এবং ধারাবাহিক পার্টি শিক্ষা স্বভাবতই লেনিনের পার্টির ইতিহাস এবং অভিজ্ঞতার অনুশীলন দিয়ে শুরু হয়।(১) প্রায় একই সময়ে আমরা প্রধান প্রধান মার্কসবাদী-লেনিনবাদী চিরায়ত গ্রন্থগুলির পঠন-পাঠন সংগঠিত করি।

মার্কসবাদী চিরায়ত গ্রন্থগুলির ধারাবাহিক অনুশীলন এবং সি পি এস ইউ-র অভিজ্ঞতা, অপেক্ষিকভাবে স্বল্প সময়ের মধ্যে আমাদের পার্টিকে বিপুল বাস্তব গুরুত্বপূর্ণ একটি বুনিয়াদী প্রশ্নের সমাধানে সাহায্য করেছে, যা প্রত্যেকটি দেশে যেখানেই শ্রমিকশ্রেণী এবং তার মিত্ররা

১ ১৯৪৮-এর ২০ সেপ্টেম্বর এবং ১৯৪৯-এর মে মাসে পার্টি নেতৃত্বের সিদ্ধান্তে এর অভিব্যক্তি পাওয়া যায়।

রাজনৈতিক ক্ষমতা অর্জন করেছে সেখানেই দেখা দেয়। আমি সমাজতন্ত্র নির্মাণের ক্ষেত্রে সার্বজনীন বিধি এবং জাতীয় বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে সম্পর্কের প্রশ্নটি উল্লেখ করছি। সেই গোড়ার দিকে কোনো কোনো পার্টি সংগঠনের অভিমত ছিল যে আমাদের উচিত "সমাজতন্ত্রের জন্য জার্মানির বিশেষ রাস্তা" অনুসরণ করা। কার্যত এর অর্থ হল মহান অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের এবং ইউ এস এস আর-এর সমাজতান্ত্রিক পুনর্গঠনের সার্বজনীন, আন্তর্জাতিক তাৎপর্যপূর্ণ শিক্ষাকে হয় নাকচ করা বা যে কোনোভাবে তাকে ছোট করে দেখা। আর একটা বিপরীত অভিমতও ছিল : জার্মানির বাস্তব অবস্থার বিশ্লেষণের এবং তা গণ্য করার কোনো প্রয়োজন নেই, আমাদের যা করতে হবে তা হল সি পি এস ইউ যে পথ অতিক্রম করে এসেছে ধাপে ধাপে সেই পথের পুনরাবৃত্তি করা। আমরা এই দুই দৃষ্টিভঙ্গিকেই মার্কসবাদ-লেনিনবাদ থেকে বিচ্যুতি বলে নাকচ করেছিলাম। মার্কসবাদ-লেনিনবাদের প্রয়োজন হল প্রত্যেকটি দেশের নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে সার্বজনীন বিধিগুলির প্রতি সর্বোচ্চ সম্মান বজায় রেখে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের প্রতিষ্ঠাতারা যে সাধারণ সূত্রগুলি রচনা করেছেন তার ও সি পি এস ইউ-এর অভিজ্ঞতার সৃজনশীল প্রয়োগ।

আমাদের অভিজ্ঞতা থেকে আমরা জানি যে পার্টির ঐক্য এবং কাজ করার ক্ষমতা তার সদস্যদের তত্ত্বগত জ্ঞানবুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বাড়ে। আর সেই জ্ঞান অর্জিত হয় মূল গ্রন্থগুলি পাঠ করে, আমাদের এবং ভ্রাতৃপ্রতিম পার্টিগুলি যে তত্ত্বের ভাণ্ডার পুঞ্জীভূত করেছে তার থেকে আহরণ করে এবং সমস্ত ধরনের বুর্জোয়া মতাদর্শ ; দক্ষিণ অথবা "বাম" সংশোধনবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে অংশগ্রহণ করে। এ কারণেই এস ইউ পি জি সর্বদাই উদ্বিগ্ন যাতে তার সদস্যরা তাদের কর্মক্ষেত্রে মতাদর্শগত প্রভাব প্রয়োগ করতে পারে, যাতে তারা পার্টি-বহির্ভূত জনগণের ওপর প্রভাব বিস্তারে, তাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠায়, এবং মার্কসবাদী-লেনিনবাদী ধারণাগুলি জনপ্রিয় করতে সমর্থ হয়।

গণ-আন্দোলন এবং প্রচারের ক্ষেত্রে এস ইউ পি জি লেনিনের এই আদেশের দ্বারা পরিচালিত হয় যে, "আমাদের সমস্ত প্রচার অবশ্যই অর্থনৈতিক বিকাশ সম্পর্কে রাজনৈতিক অভিজ্ঞতার ওপর প্রতিষ্ঠিত হবে (ঐ পৃঃ ৩৭)। জনতার রাজনৈতিক চেতনা গঠন জনগণের দৈনন্দিন বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে যেন বিচ্ছিন্ন না হয়, কিংবা আমাদের উদ্দেশ্য কেবল অর্থনৈতিক প্রক্রিয়া এবং তার পারস্পরিক সম্পর্কগুলির ব্যাখ্যা করাই হবে না। বরং আমাদের কর্তব্য হবে বৈষয়িক উৎপাদনের ক্ষেত্রে শ্রমিকদের অভিজ্ঞতার কথা, তাদের দৈনন্দিন কার্যকলাপের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কের কথা এবং বৈপ্লবিক আন্দোলনের দীর্ঘমেয়াদী রাজনৈতিক লক্ষ্যের কথা, সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে বিশ্ব-ব্যাপী সংগ্রাম, স্থায়ী শান্তি এবং সমাজতন্ত্রের জন্য সংগ্রামের কথা ঘোষণা করা এবং তা প্রদর্শন করা।

জনগণ তাদের নিজস্ব বিশেষ কাজের রাজনৈতিক গুরুত্বের কথা যত গভীরভাবে উপলব্ধি করবে তাদের কাজ করার রাজনৈতিক প্রবণতা এবং সমাজতান্ত্রিক নীতি অনুযায়ী জীবনযাপন করা ততই শক্তিশালী হবে। আমরা মতাদর্শগত কাজের ক্ষেত্রে এই দিকের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি নিবদ্ধ করে থাকি। কিন্তু মার্কসবাদ-লেনিনবাদের জ্ঞানের দ্বারা জনগণকে সজ্জিত করাই যথেষ্ট নয়, যদিও এটা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এ ছাড়াও, আমরা অবশ্যই তাদের কর্মকাণ্ডে এবং আচরণে অকম্পিত আস্থা জ্ঞাপন করব ও সেখানে গভীরতর রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি সৃষ্টি করব যাতে তাদের কার্যকলাপের মোট ফলাফল পার্টি সিদ্ধান্তগুলি পূরণের পথে চালিত করে এবং সমাজের বৈপ্লবিক রূপান্তরণের জন্যে আরও ব্যবহারিক সাফল্য এনে দিতে পারে।

অর্থনৈতিক বিকাশের নির্যাস সম্পর্কিত উপলব্ধি জনগণকে পার্টি যে উন্নত সমাজতান্ত্রিক নির্মাণের জন্য নতুন ব্যবস্থাবলী গ্রহণ করছে তার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে এবং ঐ প্রক্রিয়ার অর্থবহ অংশ সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা দেয়। মতাদর্শগত কার্যকলাপ সম্পর্কে ঐ দৃষ্টিভঙ্গি এই নিশ্চয়তা দেয় যে পার্টি জনগণের আগে আগে দৌড়বে না কিংবা তার পেছনে খুঁড়িয়ে হাঁটবে না।

এস ইউ পি জি-র অভিজ্ঞতা প্রমাণ করে যে দীর্ঘমেয়াদী লক্ষ্যের সঙ্গে বর্তমানের প্রয়োজনকে নির্ভুলভাবে যুক্ত করা গেলে তা প্রচারের ফলদায়ী মাধ্যম হয়ে দাঁড়ায়। মার্কসবাদী মূল গ্রন্থগুলির চর্চা এমনভাবে সংগঠিত করা উচিত যাতে তা পার্টি বর্তমান সময়ে যে লক্ষ্য নির্ধারিত করেছে তাকে সাহায্য করে। অপরদিকে, পার্টিকে অবশ্যই দ্রুততার সঙ্গে এবং কার্যকরভাবে জরুরী বিষয়গুলি ব্যাখ্যা করতে হবে এবং সেই ব্যাখ্যা অবশ্যই মার্কসবাদ-লেনিনবাদের বুনিয়াদি তত্ত্বগত সূত্রগুলির ভিত্তিতেই হবে। এইভাবেই আমাদের বিজ্ঞানসম্মত বিশ্ব দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে গভীরতর উপলব্ধি সৃষ্টি করে।

তত্ত্বগত জ্ঞানের প্রচার এবং বর্তমান সমস্যাগুলির ব্যাখ্যা সর্বোত্তম ফলদান করতে পারে যদি উভয়কেই বুর্জোয়া মতাদর্শের বিরুদ্ধে আপসহীন সংগ্রামের সঙ্গে যুক্ত করা যায়। আমাদের পার্টির অভিজ্ঞতা প্রমাণ করে যে এটা সমাজতান্ত্রিক গঠন ও বিশ্বব্যাপী শ্রেণী সংগ্রামের একেকটা স্তর বা কোনো নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে প্রযুক্ত কোনো স্বল্পস্থায়ী নীতি নয়। এটা সব সময়ে প্রাসঙ্গিক—আমাদের বৈজ্ঞানিক বিশ্ব দৃষ্টিভঙ্গির শুরু থেকে বিশ্ব পুঁজিবাদের ওপর বিজয়লাভ পর্যন্ত।

এস ইউ পি জি একেবারে জন্মের শুরু থেকেই মতাদর্শগত বিতর্কে বিরোধী মতাদর্শের বিরুদ্ধে সংগ্রামে বিশেষ মনোযোগ দিয়ে এসেছে। কারণ একে সব সময়ে এক অভিজ্ঞ প্রতিপক্ষ জার্মান সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে মতাদর্শগত সংঘর্ষে লিপ্ত হতে হয়েছে। নাৎসীবাদকে মতাদর্শগতভাবে পশ্চাদপসরণ করানোই শুধু নয়, লড়াই করার আরও অনেক বিষয় ছিল। ১৯৬১ সাল পর্যন্ত পশ্চিম বার্লিনের সীমান্ত ছিল সম্পূর্ণ উন্মুক্ত এবং পাসপোর্ট বা ভিসা ছাড়াই জনগণ ধনতান্ত্রিক এবং সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ায় যাওয়া আসা করতে পারত। ইদানীং, শ্রেণীশত্রুর রেডিও এবং টেলিভিশন, যেখানে কমিউনিস্ট-বিরোধী এবং সোভিয়েত-বিরোধী উপাদান বেশ কিছুটা পরিমার্জিত হয়েছে, জিডি আর-এর প্রায় সর্বত্র দেখা এবং শোনা যাবে।

তবে, কেবল এটাই, এমনকি প্রধানত এটাই যে বুর্জোয়া মতাদর্শের বিরুদ্ধে আমাদের বিশ্ব দৃষ্টিভঙ্গির নিরবচ্ছিন্ন

প্রচারের প্রয়োজনীয়তার নির্দিষ্ট ঐতহাসিক কারণ তা নয়। এমন কি বুর্জোয়া এবং পাতি-বুর্জোয়ার আবেগ এবং দৃষ্টিভঙ্গির অবশেষ এবং সম্পর্কিত অভ্যাসগুলি যা অবশ্যই পরাস্ত করতে হবে কেবল সেই প্রয়োজনের জন্যও নয় (আমরা জানি, এটা বহুমুখী এবং বেশ কয়েক পুরুষ-ব্যাপী সুদীর্ঘ প্রক্রিয়া)। দুই সমাজব্যবস্থার মধ্যে বিষয়-গতভাবে মতাদর্শগত লড়াই-এর তীব্রতা বৃদ্ধি ও সেই সঙ্গে সমাজতান্ত্রিক এবং পুঁজিবাদী দেশগুলির সম্পর্কের মধ্যে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের নীতির সংহতির ফলে বুর্জোয়া মতাদর্শের বিরুদ্ধে সংগ্রামের প্রয়োজনীয়তা সব থেকে বেশি দেখা দিয়েছে। আমরা যত জোরের সঙ্গে বর্তমান সমাজ-তন্ত্রবাদের উদাহরণ উপস্থিত করতে পারি, শোষণমূলক ব্যবস্থার ওপর এর সুবিধা এবং শ্রেষ্ঠত্ব, অর্থাৎ, সমাজ-তান্ত্রিক দুনিয়ায় বসবাসকারী জনগণের ব্যবহারিক অভিজ্ঞতাকে মতাদর্শগত সংগ্রামে ব্যবহার করতে পারি আমাদের সাফল্য ততই বৃহত্তর হবে।

পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির নির্দেশে আমাদের পার্টি সোভিয়েতের অভিজ্ঞতাগুলির বহুল ব্যবহার করেছে এবং মতাদর্শগত কাজের একটা ব্যাপক ব্যবস্থা সৃষ্টি করেছে এবং আমাদের সবথেকে অগ্রসর পার্টি শাখাগুলির নতুন অভিজ্ঞতায় অবিরাম সমৃদ্ধ হচ্ছে।

পার্টির সাধারণ সভ্যদের মার্কসবাদ-লেনিনবাদের শিক্ষায় ইস্পাতদৃঢ় করে তোলা আমাদের পার্টির প্রতিদিনের চিন্তা। কার্ল মার্কস উচ্চতর পার্টি স্কুল ছাড়াও শিল্প প্রতিষ্ঠানে, জেলায় এবং অঞ্চলে পার্টি স্কুল আছে। বিগত পঁচিশ বছর ধরে পার্টি শিক্ষা একটা নিয়মিত ঘটনায় পরিণত হয়েছে। এর নানান পদ্ধতিই হল সংখ্যাগরিষ্ঠ পার্টি সদস্যের জন্য মার্কসবাদী-লেনিনবাদী জ্ঞানের প্রধান সূত্র। সাধারণ বিদ্যালয়গুলিতে এবং স্পেশালাইজড মাধ্যমিক এবং বিশ্ব-বিদ্যালয় স্তরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে মার্কসবাদী-লেনিনবাদী সামাজিক বিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়া হয়।

গণমাধ্যম এক বিশেষ এবং অতি গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে। সোশ্যালিস্ট ইউনিটি পার্টির ক্ষেত্রে এগুলিকে কখনও আনন্দদানের অথবা খাঁটি এবং নিরপেক্ষ সংবাদ পরিবেশনের জন্য ব্যবহৃত হয় নি। আমাদের কাছে এগুলি হচ্ছে বস্তু-গত এবং দলীয় দৃষ্টিভঙ্গির এবং বিজ্ঞান বিশ্ব দৃষ্টিভঙ্গি প্রচারের কার্যকরী বাহন। বিষয়বস্তুর প্রসারতা এবং বিচিত্র-মুখিনতা এবং প্রকাশের অভিব্যক্তির কাঠামো যা গণামাধ্যমের পক্ষে অত্যাবশ্যকীয় সেগুলি উদ্দেশ্যহীন নয়। এগুলি রাজ-নৈতিক বিশ্লেষণ, নাস্তিক্যবাদের রচনাবলী এবং শিল্প প্রচার যেখানে নীতিশাস্ত্র এবং নন্দনতত্ত্বের অনুশীলন হয়, তাদের মাধ্যমে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গির ফলপ্রসূ প্রচারকে সুনিশ্চিত করে।

১৯৭২-এর শরৎকালে এস ইউ পি জি-র কেন্দ্রীয় কমিটির রাজনৈতিক ব্যুরো অষ্টম পার্টি কংগ্রেসের সিদ্ধান্তগুলি কার্যকর করার প্রশ্নে প্রচার এবং আন্দোলনের লক্ষ্য সম্পর্কে একটি পূর্ণাঙ্গ প্রস্তাব পাস করে। যে সব অভিজ্ঞতা অর্জিত হয়েছিল পার্টি তাকে একত্রিত করে এবং উপাদান ও পদ্ধতি সম্পর্কিত দীর্ঘ-মেয়াদী কর্তব্যগুলি সংজ্ঞায়িত করে। প্রস্তাবটিত বটেই এবং কেন্দ্রীয় কমিটির সম্মেলন যেখানে এর বিস্তারিত বিশ্লেষণ করা হয় এবং মত ও অভিজ্ঞতা বিনিময়ে উৎসাহ দেওয়া হয় তা সমস্ত পার্টি সংগঠনগুলির কার্যকলাপের ওপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে।

জি ডি আর-এর ২৫তম বার্ষিকী এবং ফ্যাসিবাদী শাসন থেকে মুক্তির ৩০তম বার্ষিকীতে মতাদর্শগত প্রস্তুতি—আমাদের দেশ ও জনগণের জন্য দুটি বিশিষ্ট ঘটনা—কেবল পরিমাণগত পরিবর্তনের সাক্ষ্য নয়, পরন্তু এস ইউ পি জি-র অষ্টম কংগ্রেসের পরবর্তীকালে মতাদর্শগত কাজের ক্ষেত্রে একটা গুণগত অগ্রগতিরও ঘটনা। এবং এগুলি আগামী সময়ে যে বৃহত্তর কর্তব্যগুলি পালন করতে হবে সে সম্পর্কে সুস্পষ্ট রূপরেখা তুলে ধরে। এর পেছনে তিনটি কারণ ছিল ঃ

প্রথম, জি ডি আর-এ সমাজতন্ত্র গঠন এক নতুন স্তরে প্রবেশ করেছে এবং উন্নত সমাজতান্ত্রিক সমাজ গঠনের কাজ এগিয়ে চলেছে পুরোদমে।

এই পর্যায়ে, অর্থনৈতিক এবং সামাজিক রাজনৈতিক লক্ষ্যগুলি মানুষের সর্বাত্মক বিকাশ এবং সংস্কৃতিকে উৎসাহদানের জন্য পূর্বের তুলনায় অনেক ঘনিষ্ঠভাবে পরস্পরবিজড়িত হয়। উৎপাদিকা শক্তিগুলির বিকাশ, সামাজিক সম্পর্কের উন্নতি এবং ব্যক্তিত্বের সুসমঞ্জস বিকাশ একটা অখণ্ড প্রক্রিয়ার চরিত্রের রূপ ধারণ করছে। এই পর্যায়ে এক বা অন্য ক্ষেত্রে আকস্মিক সমাধানের দ্বারা গুরুত্ব-পূর্ণ অগ্রগতি সম্ভব নয়, যেমন হয়েছিল, সমাজতান্ত্রিক গঠনের প্রারম্ভিক পর্যায়ে যে সময় আমরা আমাদের ভারী শিল্প নির্মাণ নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলাম। বর্তমানকালে অগ্রগতির একটা শর্ত হল নানান ক্ষেত্রে অসংখ্য সম্পর্কযুক্ত একটা সংগঠন হিসাবে সমাজতান্ত্রিক সমাজের সর্বাঙ্গীণ বিকাশ।

কার্যত জি ডি আর-এ উৎপাদন বৃদ্ধির একমাত্র পথ হল শ্রমের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি। সেজন্য বুনিয়াদী এবং ফলিত গবেষণার এবং উৎপাদনের স্বার্থে সর্বপ্রকারের সুবিধার প্রয়োজন। গবেষণাগার থেকে নতুন সাফল্যগুলিকে কারখানায় প্রয়োগের জন্য শ্রমিক এবং বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে সৃজনশীল সমাজতান্ত্রিক সহযোগিতার প্রয়োজন। উৎপা-দনের নতুন কৌশলের বিকাশ এবং সাম্প্রতিকতম কারিগরি জ্ঞানকে আয়ত্ত করার জন্য অতি উচ্চ শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তির প্রয়োজন এবং এটা শিক্ষা ব্যবস্থার দ্বারা নিশ্চিত হওয়া উচিত। নতুন কলাকৌশলের কার্যকারিতা সংগঠিত শ্রম এবং নিয়ন্ত্রণের ওপর নির্ভর করে। ঐ নতুন কলাকৌশল শ্রমিক-দের জীবন এবং কাজের অবস্থার ওপর, বিশেষ করে কঠোর শারীরিক শ্রম এবং স্বাস্থ্যের ক্ষয়ক্ষতি নিবারণের জন্য এবং কাজকে আরও সৃজনশীল এবং চিত্তাকর্ষক করার জন্য কি ব্যবস্থা করছে তার ওপর নির্ভর করে। এটা রাজনৈতিক তাৎপর্য সম্পন্নও বটে, কারণ এটা প্রমাণ করে যে বৈজ্ঞানিক-কারিগরি বিপ্লবের জৈবিক সামঞ্জস্য এবং সমাজতন্ত্রের সুবিধার ফলে। সমাজতান্ত্রিক সমাজ শ্রমজীবী জনগণের স্বার্থে এবং শ্রমজীবী জনগণের সুবিধার্থে সমস্ত সমস্যার সমাধান করতে পারে।

এই পরস্পরবিজড়িত সমস্যাবলীর তালিকা প্রমাণ করে যে বিভিন্ন সামাজিক ক্ষেত্রের মধ্যে বন্ধনের সুদক্ষ নিয়ন্ত্রণ সাধারণ প্রগতির জন্য এবং বিশেষ করে উচ্চতর উৎপাদন

এবং উচ্চতর শ্রমের উৎপাদনশীলতার জন্য এর গুরুত্ব ক্রমেই বাড়ছে।

এ কারণেই পার্টি এবং জনগণকে এইসব সম্পর্ক ও বিধিগুলি অবশ্যই জানতে হবে। তবেই আমাদের ক্যাডাররা প্রতিষ্ঠানগুলিতে, সমাজ এবং কৃষি সমবায়গুলিতে বুদ্ধিমানের মতো সিদ্ধান্ত গ্রহণে সক্ষম হবে। এই কারণে মতাদর্শগত কার্যকলাপ, বিশেষ করে পার্টির শিক্ষাগত ব্যবস্থাবলীর মধ্যে, রাজনৈতিক পাঠক্রমের মধ্যে, বক্তৃতার কক্ষে, এবং ঐ ধরনের জায়গায় মুখ্যত সমাজতান্ত্রিক সমাজের বিকাশের নিয়ম এবং নিয়ন্ত্রণ বিধিগুলির বিশদ ব্যাখ্যা করে। উদ্দেশ্য হল সোশ্যালিস্ট ইউনিটি পার্টির অষ্টম কংগ্রেস যে প্রধান কর্তব্যগুলি নির্দ্ধারণ করেছে তার গভীর উপলব্ধিকে নিশ্চিত করা। এই উপলব্ধি হল বৈষয়িক এবং সাংস্কৃতিক মান উন্নত করার, শ্রমের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করার এবং সামাজিক উৎপাদনের কার্যকারিতা বৃদ্ধি করার বহুমুখিন সম্পর্কযুক্ত প্রক্রিয়ার উপলব্ধি।

দ্বিতীয়ত, আমাদের মতাদর্শগত কাজের নতুন লক্ষ্যগুলি অষ্টম পার্টি কংগ্রেসের পর আমাদের দেশের আন্তর্জাতিক অবস্থানকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। এই নতুন উপাদানগুলির অন্তর্ভুক্ত হল সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগোষ্ঠীর মধ্যে জি ডি আর-এর অধিকতর সবল অবস্থান, সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক সংযোজনের মধ্যে এর ক্রমবর্ধমান অংশগ্রহণ এবং সাম্রাজ্যবাদী কূটনৈতিক অবরোধের চূড়ান্ত বিপর্যয়। এখন আমরা পৃথিবীর প্রায় সমস্ত দেশের সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রাখি। এটা নতুন সুবিধার উৎস খুলে দেওয়া ছাড়াও আন্তর্জাতিক শিক্ষার ক্ষেত্রে নতুন কর্তব্য উপস্থিত করে।

এই নতুন সুবিধাগুলি এই ঘটনা থেকে উদ্ভূত হয় যে সমাজতান্ত্রিক পরিবারের ভ্রাতৃপ্রতিম সদস্য হওয়ার ঘটনা আমাদের জনগণ বেশি করে উপলব্ধি করছে এবং তাদের দৈনন্দিন জীবনের ওপর, প্রতিনিধি বিনিময়ের মাধ্যমে অর্থনৈতিক যোগাযোগ বৃদ্ধির ওপর, অভিজ্ঞতার পারস্পরিক তুলনার ওপর, পর্যটন এবং অনুরূপ বিষয়ের ওপর এর একটা প্রভাব আছে। বহু লোকের কাছে, বিশেষ করে যুবকদের কাছে, সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রামে সংহতি একটি আশু এবং গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়েছে, কারণ উন্নয়নশীল দেশগুলির প্রতিনিধিদের, সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলি থেকে তরুণ কমিউনিস্টদের সঙ্গে এবং বিশেষ করে চিলির ফ্যাসিবিরোধী ব্যক্তিদের সঙ্গে সাক্ষাৎকার হামেশাই ঘটছে।

তাছাড়া, সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক সংযোজন সমস্ত ভ্রাতৃপ্রতিম দেশের সাধারণ অগ্রগতির জন্য আমাদের শ্রমজীবী জনগণের দায়িত্ব বৃদ্ধি করেছে। এই কথাটাই মতাদর্শগত কাজের মাধ্যমে সবাইকে বোঝাতে হবে। আমাদের অর্থনীতির প্রকৃতি ক্রমবর্ধমান হারে আন্তর্জাতিক। এই লক্ষ্যগুলি পূরণ করা এখন আর কেবল "আভ্যন্তরিক" বিষয় নয়, আমাদের সমগ্র পরিবারের বিকাশের ওপর এর প্রত্যক্ষ প্রভাব আছে। অতএব এটা দেখানো গুরুত্বপূর্ণ যে এই পরিবার হল আমাদের ব্যাপকতর সমাজতান্ত্রিক বাসভূমি। ফলস্বরূপ গণমাধ্যম ভ্রাতৃপ্রতিম দেশগুলি সম্পর্কে প্রচারে বিশেষ স্থান গ্রহণ করে।

বিশ্বব্যাপী কূটনৈতিক সম্পর্ক এবং জাতিসংঘে প্রবেশলাভ জার্মান গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের সমাজতান্ত্রিক পরিবারের সদস্য হিসেবে, বিশেষ করে উন্নয়নশীল দেশগুলিতে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রামে সমর্থন জানানোর দায়িত্ব বেড়েছে। এ কারণেই পার্টি জনগণের চেতনার মধ্যে গভীর থেকে গভীরতরভাবে সংহতির ধারণা এবং অনুভূতিগুলিকে সঞ্চারিত করার জন্য বেশি বেশি চেষ্টা করছে।

তৃতীয়ত, পুঁজিবাদী দেশগুলির সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের নীতিগুলি যতই চালু হতে থাকে ততই মতাদর্শগত শ্রেণী সংগ্রামের তীব্রতা বৃদ্ধির দরুন মতাদর্শগত কাজ নতুন দাবির সম্মুখীন হয়।

শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান পুঁজিবাদী দুনিয়ার শ্রমজীবী জনগণের চিন্তাকে প্রভাবিত করতে এবং বর্তমান সমাজতন্ত্র সম্পর্কে সত্য প্রচারে সক্ষম করে। অবশ্য অন্যদিকে আমাদের শ্রেণী শত্রুরা মতাদর্শগত অন্তর্ঘাতের জন্য সুযোগ পাচ্ছে। এখানে কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া হল। যেহেতু জি ডি আর-এর সঙ্গে প্রাসঙ্গিক সন্ধি এবং চুক্তিগুলি (জনসংখ্যা ১ কোটি ৭০ লক্ষ) বলবৎ হয়েছে সে কারণে আমাদের দেশে পুঁজিবাদী দেশ থেকে বছরে ৭০ থেকে ৮০ লক্ষ লোক সফরে আসছে (এদের অধিকাংশই আসে এফ আর জি এবং পশ্চিম বার্লিন থেকে)। এ ছাড়া এফ আর জি এবং পশ্চিম বার্লিনে প্রায় ১ কোটি ২০ লক্ষ পর্যটক যায় আর আসে। অবশ্য কম করে ২৫ লক্ষ জি ডি আর নাগরিকও প্রত্যেক বছর পুঁজিবাদী দেশগুলিতে যায়। এছাড়া আছে আমাদের প্রতিপক্ষের রেডিও, টেলিভিসন প্রচার, যা পূর্বেই বলেছি, কার্যত জি ডি আর-এর সমগ্র অঞ্চলেই পৌঁছয়। অপর দিকে ভৌগোলিক কারণে অমাদের নিজস্ব টেলিভিসন এবং আলট্রা শর্ট ওয়েভ্ রেডিও এফ আর জি-র একটা অংশে মাত্র পৌঁছয়।

এগুলি সবই আমাদের মতাদর্শগত কাজের গুরুত্ব বাড়িয়ে দেয়। যদিও প্রতিপক্ষরা সম্পূর্ণভাবে সাম্যবাদবিরোধিতা এবং সোভিয়েত-বিরোধিতার নগ্ন এবং সূক্ষ্ম পদ্ধতি সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করে নি, তবুও সে এখন মতাদর্শগত অন্তর্ঘাতের অধিকতর পরিমার্জিত পদ্ধতির প্রতি অনুরাগ দেখাচ্ছে। প্রায়ই এ নিজেকে "সমাজতন্ত্রকে" উন্নত করতে চায় এরকম বন্ধু হিসেবে হাজির করার চেষ্টা করে এবং এই ধারণাটা চালানোর চেষ্টা করে যে হয় "বাম" দিকে না হয় "দক্ষিণদিকে" সামান্য সংশোধন করলেই সব সমাধান হয়ে যাবে। সে তাকে বিশ্বাস করানোর জন্য ওকালতি করে এবং নিজে "পুরো জার্মান" কিংবা "ইয়োরোপীয়" সাজে। সাম্রাজ্যবাদ ত দূরের কথা সে এখন প্রায় সম্পূর্ণতই প্রকাশ্যে পুঁজিবাদের পক্ষে কথা বলা ছেড়েই দিয়েছে। সে এমন একটা ধারণা সৃষ্টির চেষ্টা করে যে তার একমাত্র উদ্বেগের বিষয় হল তার নিজের এলাকায় এবং সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে যে ত্রুটিগুলি আছে তা নিশ্চিহ্ন করা। কিন্তু তার যুক্তি অনুসরণ করতে হলে সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ার ব্যবস্থাটাই উঠিয়ে দিতে হবে এবং পুঁজিবাদী "স্বাধীন বাজারী অর্থনীতি"র ওপর সামান্য একটু তুলির টান দিলেই হবে। বুর্জোয়া তত্ত্বগুলির প্রভাবের মোকাবিলা করতে হলে এবং তার বাগাড়ম্বরের মুখোস খুলে দিতে হলে শ্রমিকশ্রেণী এবং আমাদের দেশের সমস্ত শ্রমজীবী জনগণকে অবশ্যই

সমাজতান্ত্রিক বিকাশের নিয়ম সম্পর্কে এবং পুঁজিবাদী দেশগুলির বিষয়াবলী সম্পর্কে ভাল জ্ঞান অর্জন করতে হবে।

বিশ্ব বিপ্লবী প্রক্রিয়ার বর্তমান অধ্যায়ের বিশেষ ঘটনাবলী মতাদর্শগত কাজের জন্য যে উচ্চতর দাবি নির্ধারণ করেছে সেজন্য প্রচারের উন্নত মানের প্রয়োজন। একে শ্রমজীবী জনগণের ক্রমবর্ধমান সাংস্কৃতিক চাহিদার বিষয়টি লক্ষ্য করতে হবে এবং অনুরূপভাবেই বর্তমান দিনের বিদেশী প্রচারের বিশেষ ধরনগুলিও লক্ষ্য করতে হবে। এস ইউ পি জি-র কেন্দ্রীয় কমিটির পলিট ব্যুরোর প্রস্তাবে আমাদের মতাদর্শগত কাজের এবং এর সমস্ত অংশের সমন্বয় সাধনের কার্যকারিতা বৃদ্ধির ব্যবস্থাবলীর রূপরেখা তৈরি করা হয়েছে।

একথা ঠিকই, বর্তমানে এই লক্ষ্য একটা দেশের সীমানা অতিক্রম করে এবং মতাদর্শগত ক্ষেত্রে সমাজতান্ত্রিক পরিবারের ভ্রাতৃপ্রতিম পার্টিগুলির ঘনিষ্ঠতম সহযোগিতার প্রয়োজন সৃষ্টি করে। এই নতুন দাবিটি জাতীয় বৈশিষ্ট্য থেকে উদ্ভূত নয়, পরন্তু মুখ্যত আমাদের সমাজতান্ত্রিক পরিবারের সমস্ত দেশ এবং জনগণের জন্য অভিন্ন বিকাশ-প্রক্রিয়া থেকে উদ্ভূত। সেজন্য এটা কেবল কাঙ্ক্ষিতই নয় বরং সামাজিক বিজ্ঞান, প্রচার, আন্দোলন, পার্টি-শিক্ষা এবং গণ-সংবাদ মাধ্যমগুলিকে সমন্বিত করার ভ্রাতৃপ্রতিম প্রয়াস প্রয়োজন।

অভিজ্ঞতা প্রমাণ করেছে যে মতাদর্শগত কাজের সংহতি প্রত্যেকটি দেশের বিচ্ছিন্ন প্রয়াসের তুলনায় অনেক ভাল ফল দান করে। এ কারণে এস ইউ পি জি ভ্রাতৃপ্রতিম দলগুলির মধ্যে দ্বিপক্ষীয় এবং বহুপক্ষীয় মতাদর্শগত সহযোগিতাকে তীব্র এবং সম্প্রসারিত করার জন্য সমস্ত উদ্যোগকেই সমর্থন করে। এই বিষয়ে প্রায় সমস্ত সমাজতান্ত্রিক দেশের সঙ্গে আমাদের চুক্তি এবং সন্ধি আছে। মতাদর্শগত এবং আন্তর্জাতিক প্রশ্নে ভ্রাতৃপ্রতিম পার্টিগুলির কেন্দ্রীয় কমিটির সম্পাদকদের সম্মেলন যা সম্প্রতি অনুষ্ঠিত হল তা ছিল অত্যন্ত মূল্যবান। যে কমিউনিস্ট এবং ওয়ার্কার্স পার্টিগুলি এখনও রাজনৈতিক ক্ষমতার জন্য সংগ্রাম করছে তাদের অভিজ্ঞতাও মূল্যবান।

সমগ্র সমাজতান্ত্রিক পরিবারের কমিউনিস্টদের যৌথ মতাদর্শগত শক্তির ওপর ভর করে, মার্কসবাদ-লেনিনবাদের ভিত্তিতে কাজকর্মের সমন্বয় ঘটানো হলে এবং মতাদর্শগত ঐক্য সংহত করা হলে সমাজতন্ত্রবাদের মতাদর্শগত আক্রমণ নিশ্চিতই সফল হবে।

কারখানায় কমিউনিস্টরা

রেনে আরবানী
লুক্সেমবুর্গ কমিউনিস্ট পার্টির কর্যকরী সমিতি ও
সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য

কিছু কিছু ধনতান্ত্রিক দেশে কমিউনিস্ট পার্টি শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহে নিজেদের কাজ-কর্ম প্রসারিত করতে পেরেছে। এ তারা কিভাবে করল এবং এ করতে গিয়ে নতুন কি সমস্যা দেখা দিয়েছে? পাঠকরা সম্পাদকের কাছে লেখা চিঠিতে এসব জানতে চান। নিচে এ বিষয়ের উপর একটি নিবন্ধ দেওয়া হল।

শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহে কমিউনিস্টদের কাজ সব সময়ই জনগণের জন্য লড়াইয়ের ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ এবং অনেক ব্যাপারে তা চূড়ান্ত। এটাই হওয়া উচিত। শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলিতেই শ্রম ও পুঁজির মধ্যে প্রতিনিয়ত স্বার্থের সংঘাত লেগে থাকে। শ্রমিকরা এখানে ক্রমবর্ধমান পুঁজিবাদী শোষণের ফল সম্পর্কে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে। এই কারখানাতেই তাদের অধিকার নিয়ে আরো কার্যকরভাবে লড়াইয়ের ধারণাকে তারা সংহত করে এবং তারা বিপ্লবী মার্কসবাদী-লেনিনবাদী নেতাদের নেতৃত্বে লড়াই করবে না সামাজিক অংশীদারত্বের বা সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক সুবিধাবাদ বা অতিবাম হঠকারিতার মতবাদ গ্রহণ করবে তা ঠিক করে। এছাড়া কারখানাগুলি হল শ্রমিকশ্রেণীর যৌথ আন্দোলনের ক্ষেত্র। কারখানার শ্রমিকদের নিজেদের দাবির জন্য কারখানার সমস্যা সমাধানের জন্য কারখানার শ্রমিকদের যৌথ সংগ্রামকে লেনিন মৌলিক ঐক্য বলে মনে করতেন; তিনি একে শোষকের বিরুদ্ধে সমগ্র শোষিতশ্রেণীর ব্যাপক ঐক্যের ভিত্তি হিসাবে দেখতেন। এবং, প্রকৃতই, শ্রমিকশ্রেণীর এক বিরাট অংশ যেখানে জড়ো হয় সেখানে তার অগ্রগামীর ভূমিকাকে সবচেয়ে বেশি শক্তিশালী করা উচিত।

লুক্সেমবার্গের কমিউনিস্টরা তাদের কাজের সময় এসবকে হিসাবের মধ্যে রাখে। প্রকৃতপক্ষে, কারখানাসমূহে কার্যকলাপের নিমিত্ত বিশেষভাবে নিয়োজিত আমাদের বৎসরান্তিক সাধারণ পার্টি সম্মেলনে আমরা সযত্নে সমস্ত বিষয়ের পুনর্মূল্যায়ন করেছি। অতীত ও বর্তমান সম্পর্কে আমাদের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ দেখিয়েছে যে শ্রমিকশ্রেণীর সংগ্রামের বহু বর্ধিত ও অত্যধিক জটিল উদ্দেশ্যের সঙ্গে সমতালে চলতে গেলে পার্টিকে শিল্প সংস্থাগুলিতে দৃঢ়ভাবে তার প্রভাব বাড়াতে হবে এবং তার পদ্ধতির পুনর্মূল্যায়ন করতে হবে।

একথা নিশ্চিত, সি পি এল কারখানাগুলিতে পার্টির কাজকর্মকে কখনই অবহেলা করে নি। বড় বড় শিল্প প্রতিষ্ঠানে শ্রমিকদের সংগ্রামের সঙ্গে পার্টির সমগ্র ইতিহাসই যুক্ত। নেতৃত্বের অর্জিত অভিজ্ঞতা বৃহত্তর জনগণের মধ্যে বিশেষত কারখানাগুলিতে আরো মর্যাদা এনে দিতে পারে। সি পি এল-এর সদস্য-সংখ্যার ৮০ শতাংশই কারখানা শ্রমিক—এটা মোটেই আকস্মিক ব্যাপার নয়। গরিষ্ঠ সংখ্যক শিল্প সংস্থাগুলিতে এই ফেব্রুয়ারির উৎপাদন পরিষদের নির্বাচনে কমিউনিস্টরা বিপুলহারে ভোট পেয়েছে। নির্বাচিত কমিউনিস্টদের সংখ্যা পূর্ববর্তী সকল নজিরকে ভেঙে দিয়েছে। লুক্সেমবার্গ কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যরা বৃহত্তর চারটি ইস্পাত কারখানা (ছ'টির মধ্যে) উৎপাদন পরিষদের নেতৃত্বে আছেন। আবার, দুটি বৃহত্তম খনি প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন পরিষদে এবার সর্বপ্রথম কমিউনিস্টরা নির্বাচিত হয়েছে। বহু সক্রিয় পার্টি কর্মী 'শপ-ফ্লোর' উৎপাদন পরিষদে রয়েছেন, সেখানে তাঁরা প্রাত্যহিক নিঃস্বার্থ কাজের মাধ্যমে শ্রমিকদের বিশ্বাস অর্জন করেছে।

ট্রেড ইউনিয়ন ঐক্যের সংগ্রামে সি পি এল কর্মীদের প্রাধান্য দ্বারা শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলিতে আমাদের পার্টির ক্রমবর্ধমান প্রভাব টের পাওয়া যায়। ১৯৬৫ সালে কমিউনিস্ট পরিচালিত স্বাধীন লুক্সেমবার্গ শ্রমিক ইউনিয়ন ও সোশ্যালিস্ট পরিচালিত লুক্সেমবার্গ শ্রমিক ফেডারেশন একটি যৌথ ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্র গড়ে তোলে। এই গণ-সংগঠনে কমিউনিস্ট ও সোশ্যালিস্টদের সহযোগিতা শ্রমিক ঐক্যকে দৃঢ় করেছে এবং অত্যন্ত ফলপ্রসূ প্রমাণিত হয়েছে। ১৯৭৩ সালের ৯ অক্টোবর নতুন বেতন ফয়সালার ওপর সমস্ত বড় ও মাঝারি কারখানায় কর্ম বিরতি এবং শ্রমিকদের দাবির সমর্থনে রাজধানীতে প্রায় ৪০ হাজার-এর মিছিল একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ছিল। এই সব সংগ্রাম যা ২০-এর দশক ও ৩০-এর দশকের সংগ্রামকে স্মরণ করিয়ে দেয় তার উদ্যোক্তারা ছিল কমিউনিস্টরা। এই সব সংগ্রাম যে সফল হয়েছিল তার কৃতিত্ব হল কমিউনিস্টদের। শিল্পপতিরা উল্লেখযোগ্য সুবিধা দানে বাধ্য হয়েছিল। কিন্তু আরো গুরুত্বপূর্ণ হল এই যে শ্রমিকরা ঐক্যের শক্তিকে বুঝতে পারল। এই শক্তি তাদের মালিকদের পশ্চাদপসরণে বাধ্য করল এবং তাছাড়াও সরকারি নীতিকে প্রভাবিত করল (যে রক্ষণশীল ক্রিশ্চান ডেমোক্রাটিক সোশ্যালিস্ট পার্টি অর্ধ-শতাব্দীরও বেশি শাসন চালিয়েছে তারা ১৯৭৪ সালের সংসদীয় নির্বাচনে পরাজিত হয়ে সরকার থেকে সরে গেল। এর জন্যও এই ঘটনা বিশেষভাবে দায়ী)। উৎপাদন পরিষদসমূহে ফেব্রুয়ারির নির্বাচনের ফলাফল বৃহত্তর ঐক্যের

অতিরিক্ত প্রমাণ। কমিউনিস্ট, সোশ্যালিস্ট ও রাজনৈতিক-ভাবে অনুমোদিত শ্রমিকদের নিয়ে গঠিত সাধারণ ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্র বিপুল সাফল্য লাভ করেছে এবং নিজেদের প্রাধান্য পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করেছে।

সাম্প্রতিক অভিজ্ঞতা দেখিয়েছে যে ট্রেড ইউনিয়নে কমিউনিস্টদের মতাদর্শের অবস্থান যত বেশি দৃঢ় হয় শ্রমিকদের ঐক্যের প্রকৃত শক্তি ও প্রভাব তত ব্যাপক হয়। এই বিষয়টির উপর বিশেষ জোর দেওয়া প্রয়োজন, কারণ কেউ কেউ মনে করেন যে ঐক্যের জন্য আত্মনিয়োগই ইউ-নিয়নসমূহে পার্টির সম্মান বাড়াতে যথেষ্ট। কিন্তু একথা নিশ্চিত যে যৌথ শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনের সাফল্য তখনই আসে যখন কমিউনিস্টরা নির্দিষ্ট দাবির ভিত্তিতে তাদের আন্দোলনকে কেন্দ্র করে শ্রমিকশ্রেণীর গণ-সংগঠন হিসাবে তাদের লক্ষ্য পূরণের জন্য ইউনিয়নসমূহে আরো নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করে। অপরপক্ষে, সোশ্যালিস্ট ট্রেড ইউনিয়ন নেতারা উপায়, পথ ও সময় সম্পর্কে অত্যন্ত অস্পষ্ট সামাজিক সংস্কারের কর্মসূচীকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার মধ্যেই নিজেদের সীমাবদ্ধ রাখে। তাই, একথা নির্বিঘ্নে বলা চলে যে কারখানাগুলিতে পার্টির প্রভাব বাড়ানোর অন্যতম মূল কারণ আমাদের ২১তম কংগ্রেসকে (মার্চ ১৯৭৩) নির্দেশিকায় নিহিত আছে তা হল : "কমিউ-নিস্টদের কর্তব্য হল ট্রেড ইউনিয়নগুলি যাতে পুঁজিবাদী আধিপত্যের নির্দেশের বস্তু হয়ে না পড়ে তা নিবারণের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করা, যাতে তারা শ্রমিকশ্রেণীর দাবি ও অধি-কার রক্ষার জন্য সত্যিকারের স্বাধীন শ্রেণীগত নীতি নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করে। ট্রেড ইউনিয়নকে অবশ্যই সংস্কারের ভাঁওতায় পড়লে চলবে না। এই ভাঁওতা প্রকৃতপক্ষে রাষ্ট্রীয় একচেটিয়া পুঁজিবাদী ব্যবস্থার সাথে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দো-লনের সংযোজনকে বোঝায়, অথবা এর দ্বারা একে নির্দিষ্ট ট্রেড ইউনিয়নের প্রশ্ন থেকে ও উন্নততর মজুরির জন্য লড়াই থেকে সরিয়ে নেওয়া চলবে না।"

আমাদের পার্টি সম্মেলন আমাদের সাফল্যের হিসাব রেখেছে; তবে আমাদের পূর্ববর্তী কাজের কিছু একপেশে দিকের প্রতিও দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ দেখানো হয়েছে যে ইউনিয়নসমূহে কাজের সময়ে বা সোশ্যালিস্টদের সঙ্গে ঐক্যের ব্যাপারে সাম্প্রতিক বছর-গুলিতে পার্টি সংগঠনকে শক্তিশালী করার কাজে ও সরাসরি কারখানাগুলিতে আমাদের মতাদর্শগত প্রভাব বাড়ানোর ব্যাপারে অবহেলা করার প্রবণতা আমাদের মধ্যে ছিল।

ট্রেড ইউনিয়ন ঐক্য সম্বন্ধে ভুল ধারণা প্রসূত শ্রদ্ধা-বোধ ও তার সঙ্গে এই মিথ্যা ধারণা যুক্ত হয়েছে যে কার-খানা স্তরে শুধুমাত্র ট্রেড ইউনিয়নের কাজ করলেই স্বতন্ত্র পার্টির কাজ করা হবে, তার ফলে কোনো কোনো ক্ষেত্রে পার্টি সংগঠনের কাজে নিশ্চল অবস্থা সৃষ্টি হয়েছিল।

সোশ্যালিস্ট ও কমিউনিস্টদের মধ্যেকার পার্থক্য সম্পর্কে শ্রমিকদের স্পষ্ট ধারণা থাকে না সে সম্পর্কে উদ্বেগজনক সাক্ষ্য রয়েছে এই ঘটনার মধ্যে। অবশ্য সোশ্যালিস্টদের সঙ্গে আমাদের ঘনিষ্ঠ সহযোগিতার ফলেই এই পার্থক্য নির্ণয়টা আরো বেশি করে প্রয়োজন। অন্যান্য বিষয়ের মতো মে মাসের সংসদীয় নির্বাচনের ফলাফলে এর প্রতিফলন হয়েছিল, এতে কমিউনিস্টদের দৌলতে সোশ্যালিস্টরা অনেক শ্রমিক-ভোট জিতে নিয়েছিল—ট্রেড ইউনিয়ন ঐক্যের কৃতিত্ব সোশ্যালিস্টদের দিয়ে দেবার এইই হল ফলশ্রুতি। সভা-গুলিতে প্রধান বক্তা থাকতেন সোশ্যালিস্ট নেতৃবৃন্দ। এবং তাঁদের বক্তৃতায় প্রায়শই যদিও সি পি এল-কে ভাঙিয়ে সোশ্যালিস্টদের অবস্থান দৃঢ়তর করার উদ্দেশ্যই পরিষ্কার ব্যক্ত হত তবু আমরা সব সময় যথাযথ শক্তি দিয়ে এই রাজ-নৈতিক উদ্দেশ্যের বিরোধিতা করি নি, এবং সব সময় একথা মুক্তকণ্ঠে বলতে পারি নি যে কমিউনিস্টদের নিষ্ঠা ও ঐকান্তিকতার জন্যই ঐক্যবদ্ধ ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের সাফল্যগুলি অর্জিত হয়েছে। এটাও হল ঐক্যের নামে ভুল ধারণা প্রসূত 'আত্ম-দানের' এক সাক্ষ্য।

যখন আমরা শিল্প-প্রতিষ্ঠানসমূহে কাজ করতে যাই তখন আমরা এসবকে হিসাব করে চলি। আমরা জানি যে শ্রমিকশ্রেণীর ঐক্য কমিউনিস্টদের শক্তির সঙ্গে সমানু-পাতিক। কারখানাগুলিতে কমিউনিস্ট প্রভাব বৃদ্ধি করার উদ্দেশ্যে যেসব বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয় তার মধ্যে নিহিত আছে পার্টি সম্মেলনের মূল মার্কসবাদী-লেনিনবাদী নীতি।

সাংগঠনিক স্তরে আমরা পুরানো সেলগুলিকে শক্তি-শালী করতে চাই ও নতুন কারখানা সেল গড়তে চাই। বৃহ-ত্তম ছয়টি ইস্পাত কারখানার মধ্যে পাঁচটিতে এবং খনি প্রতিষ্ঠানেও বৃহৎ স্বতন্ত্র সেল আবাসিক পার্টি গ্রুপের সমান্তরালে কাজ করে চলেছে, শিল্প কেন্দ্রগুলিতে সবসময়ই আমাদের এই আবাসিক পার্টি গ্রুপ আছে। আমাদের সাংগঠনিক কাঠামো উন্নত করার ব্যাপারে মোটামুটি আমরা একমত : বর্তমানে সেগুলিকে আরো ছোট কর এবং নতুন সেল গড়ে তোলো যাতে 'শপস' ও বৃহৎ ও মাঝারি আকারের শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলির বিভিন্ন 'সেক্টরে' স্বাধীন পার্টি গ্রুপ গড়ে উঠতে পারে (তিন সদস্যের কম নিয়ে নয়)। সি পি এল-এর নিয়মাবলীতে কারখানার পার্টি সেলের কাজ নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে, অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে তাদের শ্রমিক-দের কাজের সময়ের স্বার্থরক্ষা করতে হবে।

এই সাংগঠনিক পরিবর্তনের প্রতিক্রিয়া হিসাবে সোশ্যাল ডেমোক্রাটিক ট্রেড ইউনিয়ন নেতারা আমাদের বিরুদ্ধে ইউনিয়নের প্রতিরূপ সৃষ্টি ও এমন কি শ্রমিক-শ্রেণীতে বিভেদ সৃষ্টির অভিযোগও এনেছে। এর উত্তরে আমরা বলি : ট্রেড ইউনিয়নকে শক্তিশালী করতে গিয়ে, তাদের ঐক্যকে দৃঢ় করতে গিয়ে যখন কমিউনিস্টরা গভীর-ভাবে আত্মনিয়োগ করে তখন তারা শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবী পার্টির সদস্য হিসাবে তাদের ওপর ন্যস্ত কাজের প্রতি-শ্রুতিকে ত্যাগ করতে পারে না। ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দাবি তোলার সঙ্গে সঙ্গে কার-খানার পার্টিসেল অবশ্যই পার্টির নীতি ব্যাখ্যা ও প্রয়োগ করার ব্যাপারে অংশগ্রহণ করবে—এটা সি পি এল-এর নিয়মের সঙ্গেও সঙ্গতিপূর্ণ। যেসব বিষয় শ্রমিকশ্রেণী ও সামগ্রিকভাবে জনসাধারণের স্বার্থ ও কাজকর্মের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট তারা সেসব বিষয় সমাধানের ক্ষেত্রে অংশগ্রহণ করবে। তারা অবশ্যই পার্টির নীতি ও শ্লোগান প্রচার করবে, অবশ্যই তাদের সদস্যদের রাজনৈতিক, মতাদর্শগত ও সাংস্কৃতিক শিক্ষার ব্যবস্থা করবে, পার্টির জন্য নতুন সদস্য ও পার্টির পত্রিকার জন্য নতুন পাঠক সংগ্রহ করবে।

এইসব বিধিবদ্ধ প্রয়োজনকে সম্মান দেখিয়ে, এবং 'শপফ্লোর' স্তরে শিল্প প্রতিষ্ঠানে কাজ করার ব্যাপারে সোশ্যালিস্টদের সঙ্গে আমাদের সহযোগিতার সম্পর্ক বিন্দুমাত্র ক্ষতিগ্রস্ত হয় না। উপরন্তু এর দ্বারা বৃহত্তর নিষ্ঠা নিয়ে এই সহযোগিতাকে এক নতুন স্তরে উন্নীত করার সুযোগ এনে দেয়, কারণ শ্রমিকশ্রেণীর জন্য নির্দিষ্ট দাবিই সৎ ও সুস্পষ্ট সম্পর্কের একমাত্র সম্ভাব্য ভিত্তি। সহযোগিতা রাজনৈতিক খেলা নয় এবং তা তখনই যুক্তিযুক্ত হতে পারে যখন তা ঐক্যবদ্ধ কাজের জন্য শ্রমিকদের গণইচ্ছার প্রবাহের রূপ পায়। লেনিন বলেছেন যে, মৌলিক রাজনৈতিক পার্থক্য থাকলেও ঐক্য সম্ভব। তিনি লিখেছেন, "শ্রেণীসচেতন শ্রমিকরা, সঠিকভাবে এইসব রাজনৈতিক পার্থক্য সম্বন্ধে সম্যক অবহিত থাকা সত্ত্বেও শ্রমিকদের ব্যাপক গরিষ্ঠের সঙ্গে থেকে খুব জরুরী ও শ্রমিক স্বার্থের ঘনিষ্ঠ বাস্তব ঘটনার উপর কাজের ঐক্য চায় ও দাবি করে" (কালেক্টেড ওয়ার্কস, ভল্যুম ৪২, পৃঃ ৪০০)।

আমাদের ট্রেড ইউনিয়ন কাজকর্মে সহকর্মী সোশ্যালিস্টদের সঙ্গে আমরা বিভেদের পাঁচিল গড়ছি এ ধরনের অভিযোগ মাঝেমধ্যে উঠলেও আমরা তা মনের কোণেও স্থান দিই না। সি পি এল-এর ২১তম কংগ্রেসে গৃহীত সামাজিক ও গণতান্ত্রিক পরিবর্তনের সুনির্দিষ্ট কর্মসূচী, যাকে পার্টি যুক্ত বাম আন্দোলনের ভিত্তি হিসাবে হাজির করেছে তাই আমাদের শুভ আস্থার স্পষ্ট নিদর্শন। কিন্তু সহযোগিতার জন্য প্রস্তুত থাকার অর্থ এই নয় যে, সোশ্যালিস্টরা যদি যৌথ শ্রমিক আন্দোলনকে বিপথচালিত করে বা এর অনিষ্ট করে (ইউনিয়নের ভিতরে ও বাইরে) তবু কমিউনিস্টরা তাদের দৃষ্টিভঙ্গি ও কার্যক্রমের সমালোচনা থেকে বিরত হবে। লেনিন লিখেছেন : 'সাধারণ কার্যক্রমের জন্য শক্তিসমূহের যোগদান একান্তই দরকারী.... এর দ্বারা পার্টির নির্দিষ্ট বক্তব্যকে পরিহার করতে হয় না, পরন্তু এ তাই দাবি করে' (ভল্যুম ৩৬, পৃঃ ২১০)।

আমরা কারখানাগুলিতে যে পার্টি সেল গঠন করছি তার প্রধান উদ্দেশ্য হল বিভিন্ন শ্রমিকশ্রেণীর সংগঠনের সাধারণ কর্মসূচীতে আমাদের পার্টির স্থান সম্পর্কে জনসাধারণকে সঠিকভাবে অবহিত করা। তাই আমাদের গৃহীত কার্যক্রম শুধু সাংগঠনিক নয়, তা শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহে পার্টির মতাদর্শগত কর্মধারাকে সবল করার লক্ষ্য রেখেই করা হয়।

এজন্যই কারখানায় কাজ করে এমন পার্টি কর্মীদের কাছে অত্যন্ত বেশি দাবি রয়েছে। অবশ্যই, সি পি এল-এর সক্রিয় কর্মীদের পক্ষে এতদিন পর্যন্ত শ্রমিকদের দৈনন্দিন সমস্যা সম্পর্কে জানা সম্ভব ছিল না। কারখানার পার্টি কর্মীদের অবশ্যই এইসব সমস্যার সঙ্গে দেশের ও বিশ্বের সাধারণ পরিস্থিতির যোগসূত্র ব্যাখ্যা করতে জানতে হবে; তাদের শিখতে হবে যে প্রত্যেক শ্রমিকের কাছে একচেটিয়া মালিকানার বিরুদ্ধে এবং শান্তি, গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের সপক্ষে সংগ্রামের সাধারণ পার্টি কর্মসূচীকে কিভাবে সার্থক করে তুলতে হয়। আগেকার তুলনায় এখন আমরা অবশ্যই বেশি বেশি করে বুর্জোয়াদের চাতুরীপূর্ণ কাজকে লোকের সামনে তুলে ধরতে পারব এবং সংস্কারবাদ, সুবিধাবাদ ও সব ধরনের কমিউনিস্ট-বিরোধিতাকে প্রতিহত করতে পারব।

এসব খুব কঠিন কাজ, বিশেষত এই কারণে যে, বুর্জোয়ারা শ্রমিকশ্রেণীর কোনো এক বিশেষ অংশকে বস্তুগত সুযোগ সুবিধাদানের মাধ্যমে নমনীয় নীতির দ্বারা স্বাভাবিক কার্যক্রম ব্যবস্থার ধারণা সৃষ্টি করতে শিখেছে। মালিকরা শ্রমিকদের উচ্চতর বস্তুগত ও সংস্কৃতিগত প্রয়োজন সম্বন্ধে সচেতন, এবং 'মানবিক সম্পর্কে'র সমস্যা নিয়ে তারাও ভাবে এমন ভাব দেখিয়ে শিল্পসংস্থাসমূহে অংশীদারত্বের সৃষ্টির কথা বলে নিজেদের পথের বাইরেও পা দেয়। তা শ্রমিকগণ ও তাঁদের প্রতিনিধিদের ব্যক্তিগত সম্মাননার ভাণ্ডামিপূর্ণ রূপ নেয়, রূপ নেয় ক্রমবর্ধিত মুদ্রাস্ফীতি ও সংকট যাকে ব্যাখ্যাতীত ও অপরিহার্য বলা হয়ে থাকে তার মুখে 'গণতান্ত্রিক সহযোগিতা' ও 'সমতালের স্বার্থ' রক্ষার আবেদনে। বৃহৎ শিল্পসমূহে বড় বড় ইঞ্জিনিয়ার থেকে শুরু করে ফোরম্যান পর্যন্ত প্রত্যেককে বিশেষ পাঠক্রমে শিক্ষা দেওয়া হয় যে কিভাবে 'গণ-মনস্তত্ত্ব' আয়ত্ত করে শ্রমিকদের শ্রেণীচেতনার বৃদ্ধিকে প্রতিহত করা যায়। এবং যেসব জায়গায় সংস্কারবাদ ও নয়া ধরনের সামাজিক অংশীদারত্বের প্রচেষ্টা প্রত্যাশিত ফল দেয় না ও শ্রমিকশ্রেণীর সংগ্রামী শক্তিকে ঝিমিয়ে দিতে ব্যর্থ হয় সেসব জায়গায় কৌশল হল 'বামপন্থী' সুবিধাবাদী ট্রটস্কীপন্থী ও মাওবাদী গ্রুপের বিভেদমূলক কাজকে সমর্থন করা : 'বামপন্থী' সংকীর্ণতাবাদীরা মূলত কমিউনিস্ট ও ট্রেড ইউনিয়ন ঐক্যের বিরুদ্ধে পত্রপত্রিকা প্রকাশে ও প্রচারের পিছনে আশ্চর্যজনক বিপুল পরিমাণের অর্থ ব্যয়ে সক্ষম। বুর্জোয়ারা আশা করে এইসব গ্রুপ বিভেদের বীজ বপন করবে, শ্রমিকদের মধ্যে ভীতির সঞ্চার করবে এবং শ্রেণীসংগ্রামের বিষয়গুলি সম্বন্ধে বিভ্রান্তি সৃষ্টিতে সাহায্য করবে।

এইজন্য আমরা কারখানার ট্রেড ইউনিয়নের কাজে ব্যাপৃত আমাদের সক্রিয় কর্মীদের মার্কসবাদ-লেনিনবাদের জ্ঞানকে বিস্তৃত করতে চাই। অবশ্য একাজ সহজ নয়, কারণ আমাদের কমরেডদের হাত অন্য সব কাজে পূর্ণ হয়ে আছে, তবে এসব না হলেও তারা কাজ চালাতে পারবে না।

কারখানাসমূহের পার্টি সেলগুলি বিশেষত যারা তরুণ এবং যাদের মধ্যে অনেকেই শ্রমিক এমন পার্টি সদস্যদের রাজনৈতিক শিক্ষার উপর বিশেষ জোর দিচ্ছে। প্রতি দ্বিতীয় রবিবারের এই ক্লাসে উপস্থিতির সংখ্যার উল্লেখযোগ্য উন্নতি ঘটছে। সি পি এল চেয়ারম্যান সহ পার্টির নেতৃস্থানীয় সদস্যদের ক্লাসের বক্তৃতায় ও আলোচনায় অংশগ্রহণ খুবই সহায়ক ঘটনা। এবং এটা খুবই সন্তোষজনক যে শ্রোতৃমণ্ডলীর মধ্যে অনেক তরুণ শ্রমিক ছিলেন। শিল্পপ্রতিষ্ঠানসমূহে রাজনৈতিক ও মতাদর্শগত কার্যাবলীর উন্নতি সাম্প্রতিক মাসগুলিতে পার্টিতে তরুণ শ্রমজীবীদের দর্শনীয় হারে নিয়ে এসেছে।

আমাদের পার্টি আইনসঙ্গত হওয়া সত্ত্বেও কারখানার চত্বরের মধ্যে সভা করা বা প্রচারপত্র বিলি করতে দেওয়া হয় না। তাই কারখানার পার্টি সেলকে তাদের সহকর্মীদের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে পার্টির নীতি ব্যাখ্যা করতে বলা হয় ও নতুন সদস্য সংগ্রহ করতে বলা হয়। কারখানার গেট-এ প্রচারপত্র বিলিতে খুব কাজ হয়। এইভাবেই আমরা বিভিন্ন বিষয়ভিত্তিক সমস্যার উপর (উদাহরণস্বরূপ, বেতন-

চুক্তির সমাপ্তি) প্রকাশিত পার্টি পত্রিকার বিশেষ চারপাতার সংস্করণও বিলি করি। এদের জনপ্রিয়তা প্রচারসংখ্যা দিয়ে মাপা যায়—৪০,০০০ পর্যন্ত এই প্রচার হয়, যা আমাদের মতো ছোট দেশের পক্ষে খুবই বেশি। পার্টি অনেকগুলি সংবাদপত্র প্রকাশের পরিকল্পনা করছে, প্রত্যেকটি পত্রিকা নির্দিষ্ট এক একটি প্রতিষ্ঠানের আলোকে সেসব স্থানে কাজের ক্ষেত্রে মানুষ কিসব অসুবিধা ও সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে সে সম্পর্কে আমাদের নীতির ব্যাখ্যা থাকবে।

কারখানাসমূহে কমিউনিস্ট মতাদর্শগত প্রভাব বাড়ানোর জন্য অপর এক গুরুত্বপূর্ণ দিকও আছে ঃ কমিউনিস্ট পরিচালিত শ্রেণী সংগ্রামকে পূর্বাপেক্ষা আরও বেশি মাত্রায় বিশ্ব শ্রেণীসংগ্রামের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হতে হবে। তা পার্টির অবস্থানের নিশ্চয়তা বিধান করবে। কারখানা শ্রমিকদের অবশ্যই দেখাতে হবে যে শ্রম ও মূলধন, সমাজতন্ত্র ও সাম্রাজ্যবাদ বিশ্ব রঙ্গভূমিতে পরস্পরবিরোধী সমাজব্যবস্থা হিসাবে একে অপরের বৈপরীত্য সূচনা করে। তাদের অবশ্যই বলতে হবে যে বর্তমান সমাজবাদ যা ঐতিহাসিক উদ্যোগকে দৃঢ়তার সঙ্গে কেড়ে নিয়েছে তা শ্রমজীবী জনগণকে তাদের দৈনন্দিন সংগ্রামে বাড়তি শক্তি যোগায়। একদিকে আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের সর্বশক্তিমত্তার মুখে পড়ে অপরদিকে পুঁজিবাদের ক্রমবর্ধমান অস্থায়িত্ব, আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট-বিরোধিতার আক্রমণের ক্রমোন্নত প্রকোপের সামনে আমরা এই কার্যসম্পাদনকে এড়িয়ে যেতে পারি না। কমিউনিস্ট-বিরোধিতা ও সোভিয়েত-বিরোধিতার মুখোস উন্মোচন করতে হবে, শ্রমজীবী মানুষের ঐক্যের অন্যতম মূল বাধা অপসারণ করতে হবে। সি পি এল-এর ২১তম কংগ্রেসে আমাদের কেন্দ্রীয় কমিটির রিপোর্টে বলা হয়েছে, **"শ্রমজীবী জনগণ সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ার সাফল্যগুলিকে যত বেশি করে বুঝতে পারবে তারা তত বেশি করে সমাজতন্ত্রের ঐতিহাসিক গুরুত্ব ও প্রয়োজন বুঝতে পারবে, তাদের নিজেদের শক্তি সম্বন্ধে তত গভীরতর বোধ জন্মাবে, এবং শোষক পুঁজিবাদী সমাজের সঙ্গে লড়াইয়ের জন্য তাদের বাহিনীকে ঘনিষ্ঠতরভাবে ঐক্যবদ্ধ করবে।"**

কারখানাগুলিতে প্রবলতর শক্তিসম্পন্ন কার্যাবলী পার্টির সাংগঠনিক, রাজনৈতিক ও মতাদর্শগত কর্মক্ষমতাকে উন্নততর স্তরে পেঁাছে দেবে। শ্রমিকশ্রেণীর অগ্রবাহিনী হিসাবে ঐতিহাসিক দায়িত্ব ও কর্মোদ্যোগের ক্ষেত্রে পার্টির সঠিক মূল্যায়নে তা এক নতুন দিক সূচিত করবে। লুক্সেমবার্গের কমিউনিস্টরা কারখানায় কাজ করে কারণ তারা বুঝতে পেরেছে যে শান্তি, গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের জন্য সংগ্রামে এর এক চূড়ান্ত সম্বন্ধ রয়েছে।

বিপ্লবের জন্য ঐক্য

পেড্রো ভ্যাস কুয়েজ
প্যারাগুয়ের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির
রাজনৈতিক কমিশনের সদস্য

আজকের লাতিন আমেরিকার উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে শ্রেণী শত্রুতার প্রকোপ প্রবলভাবে বৃদ্ধি এবং সামাজিক ও রাজনৈতিক দ্বন্দ্বের জট। প্রতিক্রিয়া, না গণতন্ত্র—আমাদের দেশগুলির অনেককেই একটি বেছে নিতে হবে। অবশ্য এদের প্রত্যেকেরই অভ্যন্তরে বিপ্লবী অগ্রগমনের বিষয়ীগত ঘটনা বিপুল গুরুত্ব অর্জন করছে। কর্মক্ষেত্রে এর অর্থ হল, কমিউনিস্ট ও সমস্ত বিপ্লবী গণতান্ত্রিক শক্তিসমূহ এবং ব্যাপক জনপ্রিয় ফ্রন্টগুলি সংগঠনের মধ্যে সুগভীর সম্পর্ক গড়ে তোলা।

বিপ্লবী আন্দোলনের ঐক্য একটি সময়ের উপযোগী বিষয়। সাম্রাজ্যবাদ ও প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে শ্রমিকশ্রেণী ও জনপ্রিয় শক্তিগুলির বিপ্লবী সংগ্রাম এবং শান্তি, গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের জন্যে আন্তর্জাতিক সংগ্রামের মধ্যে ঐক্যের ঝোঁক ফুটে ওঠে। লাতিন আমেরিকার পরিস্থিতি এই সংগ্রাম সংঘটনের পক্ষে সহায়ক। কিউবা সাফল্যের সঙ্গে সমাজতন্ত্র গড়ে তুলছে; পেরু ও পানামার মতো দেশগুলিতে প্রগতিশীল সরকার তাদের ভিত অধিকতর শক্ত করছে এবং আর্জেন্টিনা, কলম্বিয়া ও অন্যান্য দেশে শ্রমিকশ্রেণী তার শত্রুর মোকাবিলায় সংগৃহীত অভিজ্ঞতা প্রয়োগ করছে।

পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করলে দেখা যাবে যে সাধারণভাবে দুনিয়ার অন্যান্য স্থানের মতো লাতিন আমেরিকারও বর্তমান ঝোঁক হচ্ছে বিপ্লবী অগ্রগমনের প্রসার ও তাকে গভীরতর করার দিকে, যদিও বাস্তব ক্ষেত্রে সাফল্যের সঙ্গে ব্যর্থতা আসতে পারে। সাম্রাজ্যবাদ তার উদ্যোগ পুনরায় ফিরে পাওয়ার জন্য বেপরোয়াভাবে উঠেপড়ে লেগেছে। অবশ্য যদিও এটি লাতিন আমেরিকার পরিস্থিতির নিষ্পত্তিমূলক বিষয় নয়, কিন্তু বলিভিয়া, প্যারাগুয়ে এবং বিশেষ করে চিলি সামাজিক প্রগতির পথে বিঘ্নসমূহের নির্দেশক।

প্যারাগুয়েতে বিপ্লবী আন্দোলন এক নতুন স্তরে প্রবেশ করছে। নীতিগত ভিত্তির উপর পার্টিকে ঐক্যবদ্ধ করার জন্যে দীর্ঘ কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে। স্ট্রয়েসনার একনায়কত্বর বিরুদ্ধে সংগ্রামে এবং একনায়কত্ব-বিরোধী ফ্রন্টের পক্ষে এটাকে আমরা বিরাট সাফল্য বলে মনে করছি।

ঐক্য স্থাপনের পথ কুসুমাস্তীর্ণ নয়। একটি নতুন ধরনের লেনিনবাদী পার্টি হিসাবে আমাদের পার্টিকে গড়ে তোলার একটি সন্ধিক্ষণ আসে ১৯৭১ সালে তৃতীয় পার্টি কংগ্রেসে। যদিও একশিলাসদৃশ ঐক্যের সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাসমূহের সমাধান সেখানে হয় নি।

১৯৭৪-এর ১৭ ডিসেম্বর এক সাধারণ বোঝাপড়া

সম্পাদনের মধ্য দিয়ে আমাদের ঐক্য স্থাপনের উদ্যোগ সফল হয়। ঐ বোঝাপড়াটি মার্কসবাদ-লেনিনবাদ ও প্রলেতারীয় আন্তর্জাতিকতাবাদের ভিত্তিতে পার্টি-ঐক্য পুনঃস্থাপন করে। এতে দৃঢ়ভাবে বলা হয় যে, তৃতীয় কংগ্রেসে অনুমোদিত কর্মসূচী, আইন ও নীতি মার্কসবাদ-লেনিনবাদ ও প্রলেতারীয় আন্তর্জাতিকতার প্রতি অনুগত প্রত্যেক কমিউনিস্টের উপর বাধ্যতামূলক।

এটি আমাদের পার্টির পক্ষে একটি উল্লেখযোগ্য জয়, দীর্ঘস্থায়ী উদ্যোগের সাফল্য এবং শ্রমিকশ্রেণী ও জনগণের প্রতি দায়িত্ব সম্পর্কে আমাদের সজাগ থাকারও প্রমাণ। অবশ্যই আমরা পুরোদস্তুর স্বীকার করি যে, সমতা, স্বাধীনতা ও আমাদের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করার নীতির ভিত্তিতে ভ্রাতৃত্বমূলক পার্টিসমূহের সংহতি ও সহযোগিতা ছাড়া ঐক্য স্থাপনে হয়তো আমরা সফল হতাম না। কিছু লোক আছে যারা অভিযোগ তুলেছে যে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা "পার্টির স্বাধীন সত্তাকে বিপন্ন করে" অথবা ঐ ঐক্য "চাপিয়ে" দেওয়া হয়েছে ইত্যাদি। আমরা ঐ অভিযোগগুলির সমস্তই বাতিল করছি। বুর্জোয়াদের ব্যাখ্যামতো "পার্টির স্বাধীনতা"র অর্থ শ্রেণী ও আন্তর্জাতিক ঘটনাবলীকে অস্বীকার করে জাতীয়তাবাদীদের ভিত দৃঢ় করা ছাড়া কিছু নয়।

প্যারাগুয়ের কমিউনিস্ট পার্টি তার সমস্ত কাজের ক্ষেত্রেই স্বাধীন : তার সিদ্ধান্ত, মতামত অথবা কাজ কারো নির্দেশমতো হয় না। অন্য কি ধরনের স্বাধীনতা আমাদের প্রয়োজন? বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলন, সমাজতন্ত্র ও ধনতন্ত্রের যুগান্তকারী সংঘর্ষ অথবা আমাদের জনগণের বিপ্লবী সংগ্রাম থেকে দূরে থাকা? এ ব্যাপারে আমরা কখনো নির্লিপ্ত থাকতে পারি না, কারণ বিশ্বব্যাপী আন্দোলনের এবং আমাদের স্বদেশের বিপ্লবী সংগ্রামের আমরা অংশ এবং তাতে আমরা আমাদের সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করি।

ঐক্যবদ্ধ হওয়ার পর আমাদের পার্টি এক নতুন স্তরে উন্নীত হয়েছে এবং পরনির্ভরতা, অর্থনৈতিক অনগ্রসরতা ও শোষণ থেকে দেশকে মুক্ত করার কাজে অধিকতর স্বাধীনতা পেয়েছে।

এজন্য আমাদের গর্ব করার আছে বটে, কিন্তু আত্মসন্তুষ্টির কোনো যুক্তি নেই। কারণ, ঐক্যকে চোখের মণির মতো রক্ষা করতে হবে। আমরা সর্বদাই স্মরণে রাখব লেনিনের সেই হুঁশিয়ারি। স্মরণে রাখব যাতে তিনি বলেছেন যে, একটি পার্টি গঠন ও শক্তিশালী করতে একটি দেশের সমস্ত কমিউনিস্টের ঐক্য স্থাপন ও শক্তিশালী করতে হবে এবং "এই ঐক্য একটি ঘোষণা দ্বারা সম্ভব নয়, প্রতিনিধিদের এক সভা থেকে সিদ্ধান্ত করে এটা করা যায় না ; এটি অবশ্যই গড়ে তুলতে হবে" (সংগৃহীত রচনাবলী, চতুর্থ ভাগ, ৩২৩ পৃষ্ঠা)।

কোনো উপদলীয় কার্যকলাপকে সুবিধা না দিয়ে, সর্বদা লেনিনবাদী সংগঠনের আদর্শসমূহের প্রতি অনুগত থেকে, মার্কসবাদ-লেনিনবাদ ও প্রলেতারীয় আন্তর্জাতিকতার প্রতি সব সময় দৃঢ় অবিচল থেকে পার্টির আদর্শগত পবিত্রতা রক্ষায় আমরা অবশ্যই মেরুদণ্ড সোজা করে দাঁড়াব।

ঐক্যের ফল ইতোমধ্যে পাওয়া যাচ্ছে। দীর্ঘ বিরতির পর, পার্টি নেতৃত্বর সব সংস্থাগুলি দেশের মধ্যে পুনরায় কর্মতৎপর। এ বছরের গোড়ায় কেন্দ্রীয় কমিটির প্লেনাম তৃতীয় কংগ্রেসের সিদ্ধান্তাবলী রূপায়িত করার ক্ষেত্রে বিপুল উদ্দীপনা সৃষ্টি করেছে। প্রধানত আরও শ্রমিককে সভ্য করার মধ্য দিয়ে পার্টি সদস্যসংখ্যা বাড়ছে। যুব কমিউনিস্ট লীগ অধিকতর সক্রিয় হয়েছে এবং একটি জাতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি নিচ্ছে।

আমাদের পার্টিকে "ধ্বংস করার" অভিলাষ শাসককুল বারবার ঘোষণা করেছে। গত বছর স্ট্রয়েসনার তার বন্ধু পিনোচেতকে বলেন : প্যারাগুয়ে একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র, কারণ এদেশে কোনো মার্কসবাদীর অস্তিত্ব নেই...। তবে কেন প্রতি ৯০ দিন অন্তর সামরিক আইন পুনর্ঘোষণা করা হয় এবং যা দীর্ঘ বিশ বছর ধরে চলেছে? অভ্যন্তরীণ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের কথা উল্লেখ করে **এল র‍্যাডিক্যাল** লিখেছে যে, "আন্তর্জাতিক সাম্যবাদের নেতৃবৃন্দের" এদেশে অবস্থানের জন্য এটা করা হচ্ছে। পরস্পরবিরোধী সরকারি বিবৃতি সরকারের ইচ্ছা পূরণের চিন্তার অংশমাত্র এবং যার সঙ্গে ঘটনাবলীর বিন্দুমাত্র সম্পর্ক নেই। কারণ মাঝে মাঝেই স্বৈরতন্ত্রী শাসকদের স্বীকার করতে হয় যে, কমিউনিস্ট পার্টি ক্রমেই শক্তিশালী এবং বিস্ফোরণের ক্ষমতা অর্জন করছে।

পার্টির সংগ্রামী মুখপত্র **'এদেলান্তে'**র নিয়মিত প্রকাশ এবং ব্যাপক প্রচার পার্টির সাংগঠনিক কর্মতৎপরতার অগ্রগতির বড় প্রমাণ। ১৯৭৪-এর নভেম্বর-ডিসেম্বর এবং ১৯৭৫-এর জানুয়ারিতে দেশব্যাপী দমনপীড়ন সত্ত্বেও (যখন এক হাজার জন গ্রেপ্তার হন এবং দশ জন নির্যাতন কূপে খুন হন) এই পত্রিকাটি নিয়মিত শ্রমজীবী শ্রেণীর পাঠকদের হাতে পেঁাছেছে। অনেক অসুবিধা উৎরে এসে আমরা **ওয়ার্ল্ড মার্কসিস্ট রিভিউ**-র দ্বি-মাসিক সংস্করণ প্রকাশও শুরু করেছি। এখন আমাদের প্রধান কর্তব্য চতুর্থ পার্টি কংগ্রেসের প্রস্তুতি, যার মধ্য দিয়ে পার্টি প্রস্তর-কঠিন ঐক্য সংহত হবে এবং জাতীয় স্বৈরতন্ত্রবিরোধী মোর্চা গঠন ও তার প্রসারে নিযুক্ত কমরেডগণের সমস্যাবলীসহ অন্যান্য অনেক সমস্যারই সমাধানে এই কংগ্রেস সাহায্য করবে।

আজকের জগতে এটিই মুখ্য প্রশ্ন। স্বৈরতন্ত্রে নিষ্পেষিত সমস্ত শ্রেণী ও সমাজের সমস্ত অংশের সংগ্রামকে পরিচালনা করা এবং তাঁদের স্বার্থ তুলে ধরার কাজে এর সক্ষমতার উপরই প্রধানত ফ্রন্টের ব্যাপকতা এবং সামাজিক ভিত্তি নির্ভর করবে। নিশ্চিতভাবেই ফ্রন্টের ভিত্তি হবে শ্রমিক ও কৃষক, আর্থনীতিক দাবিসমূহ, গণতান্ত্রিক স্বাধীনতা, দ্রুত কৃষি সংস্কার এবং ইয়াঙ্কি সাম্রাজ্যবাদ থেকে মুক্তি প্রভৃতি আদায়ে তাঁদের সংগ্রাম।

আমাদের প্রধান সম্পাদক কমরেড মারিন বলেছেন, এই সত্যকে বাস্তবে রূপায়িত করতে প্রচার, বক্তৃতা ও রাজনৈতিক শিক্ষার চেয়েও সবার আগে প্রয়োজন নেতৃবৃন্দের একতা, যদিও পূর্বোক্তগুলিও নিশ্চিতই অবশ্যপ্রয়োজনীয়। জনগণকে, বিশেষ করে শহর-গ্রামের শ্রমজীবী জনগণকে জমায়েত, সংগঠিত এবং ঐক্যবদ্ধ করার উপর আমাদের উদ্যোগ কেন্দ্রীভূত করতে হবে, কারণ ফ্রন্টের শক্তি নির্ভর করবে তার প্রতি গণসমর্থনের উপর। ফ্রন্টকে অপরিহার্য এবং সংগ্রামী সংগঠনে পরিণত করতে কমরেড মারিন জোর

দিয়ে বলেন, আমাদের ঐক্য কমিটি ও সমন্বয় পরিষদ গঠন করা প্রয়োজন।

জাতীয় ক্ষেত্রে এবং স্থানীয়ভাবে উভয়তই ফ্রন্টের ব্যাপকতা ও ঐক্য সম্পর্কে এটিই মৌলিক শর্ত ও গ্যারান্টি। ব্যাপক প্রচলিত সংকীর্ণ উদারনৈতিক-সংস্কারবাদী চিন্তাধারা এই অবস্থান গ্রহণের পথে প্রধান অন্তরায়। আমরা তাই এ ধরনের চিন্তাধারার পরিবর্তন করার জন্যে কঠোর প্রচেষ্টা চালিয়ে যাব।

এটা দুঃখের বিষয় যে, আমাদের শ্রমিকশ্রেণী এখনও তাঁদের যা করা উচিত সেই ভূমিকা পালন করছে না। এর কারণ বিশেষ করে এদের বিরাট অংশ এসেছে কারিগর, কৃষক, অপ্রলেতারীয় মতাদর্শের জনতা থেকে। এদের রাজনৈতিক পরিপক্কতা জাতীয়তাবাদ, পেটি-বুর্জোয়া এবং ধর্মীয় কুসংস্কারের বন্ধনে আবদ্ধ।

লেনিন লিখেছেন, "পৃথিবীর সর্বত্র প্রত্যেক পুঁজিবাদী দেশে সর্বহারা জনগণ পেটি-বুর্জোয়াদের সঙ্গে অনিবার্যভাবেই সহস্র বন্ধনে আবদ্ধ এবং সর্বত্রই শ্রমিকশ্রেণীর পার্টি গঠনের যুগে মতাদর্শগত ও রাজনীতিগতভাবে কমবেশি সময় বুর্জোয়াদের প্রভাবিত থাকে। প্রত্যেক পুঁজিবাদী দেশেই এটা সাধারণ ঘটনা হলেও ঐতিহাসিক এবং আর্থনীতিক কারণে ভিন্ন ভিন্ন দেশে এর ভিন্ন ভিন্ন রূপ" (বিংশ খণ্ড, ২৬৮ পৃঃ)।

সর্বহারাশ্রেণীকে ঐক্যবদ্ধ করার পথে এবং তার সংগ্রামকে অধিকতর নির্দিষ্ট শ্রেণীচরিত্র দানের পথে প্রথম পদক্ষেপ হল শ্রমিকশ্রেণীর জঙ্গী হাতিয়ার হিসেবে ট্রেড ইউনিয়নগুলিকে গড়ে তোলা, প্যারাগুয়ের কনফেডারেশন অব লেবার-এর নেতৃত্ব থেকে ধনিকশ্রেণীর এবং স্ট্রয়েসনার প্রশাসনের দালালদের অপসারিত করা। একাজ করা সম্ভবঃ বিশেষত কৃষিক্ষেত্রে ধনবাদের প্রসারের ফলে বিপুল সংখ্যায় শ্রমিকশ্রেণীর বৃদ্ধি ঘটেছে এবং শিল্পে নিযুক্ত সর্বহারার রাজনৈতিক জ্ঞান এক নতুন স্তরে উন্নীত হয়েছে।(১)

কিন্তু বিষয়গত উপাদান হিসেবে কমিউনিস্ট পার্টির কর্তব্য অধিকতর ব্যাপক। আমরা শুধুমাত্র শ্রমিকশ্রেণীকে ঐক্যবদ্ধ এবং তাঁদের লক্ষ্য সম্পর্কে চেতনা সৃষ্টিতেই ব্যস্ত থাকব না, স্বৈরতন্ত্র-বিরোধী ফ্রন্টের চালিকা শক্তি হিসেবেও শ্রমিকশ্রেণীর আত্মপ্রকাশ ঘটাবো। এবং তা করতে গিয়ে আমাদের এই মৌলিক প্রশ্ন সম্পর্কে পরিষ্কার বুঝে নিতে হবে ঃ ঐক্য কাদের সঙ্গে এবং কী উদ্দেশ্যের জন্য?

বুর্জোয়া সংস্কারবাদীরা ফ্রন্টকে এতদূর পর্যন্ত "প্রসারিত" করতে চায় যা এক নীতিহীন তালগোলপাকানো সমাবেশে পরিণত হবে। যুক্ত আন্দোলনের রাজনৈতিক ভিত্তি সংকীর্ণ করে দেওয়ার এক বিপদজনক ঝোঁকও রয়েছে। তবে বড় বিপদ আসছে সংস্কারবাদী ঝোঁক থেকে।

প্যারাগুয়ের স্বৈরতন্ত্র-বিরোধীদের মধ্যে বহু ধরনের শক্তি রয়েছে। যেমন শাসককুলের বিরুদ্ধে দৃঢ়চেতা সংগ্রামী থেকে শুরু করে সামান্য সুযোগ-সুবিধার বিনিময়ে মিটিয়ে নিতে রাজি এমন শক্তি পর্যন্ত। অধিকন্তু এই শত্রুদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে বিপ্লবী গণতান্ত্রিক আন্দোলনের চিরশত্রুরা, বিশেষ করে তথাকথিত লেভিবাদীরা।(১)

বিরোধী লিবারেল ডেমোক্রাটিক পার্টির কনভেনশনের পর লেভিবাদীরা একটি ইশতেহার প্রকাশ করে। এতে ঘোষণা করা হয়, "আন্তর্জাতিক কমিউনিজম" ... "জনগণের সাধারণ শত্রু।" এতে যুদ্ধের ডাক দেওয়া হয়, অবশ্য আমাদের শ্রমজীবী জনগণ আমাদের গণতন্ত্রী ও দেশপ্রেমিক জনগণের দুঃখ-দুর্দশার জন্য প্রত্যক্ষভাবে দায়ী ফ্যাসিস্ত স্ট্রায়েসনার এবং তার সাঙ্গোপাঙ্গদের বিরুদ্ধে নয়, কিন্তু "মার্ক্সবাদী সাম্রাজ্যবাদে"র বিরুদ্ধে। এই যুদ্ধাকাঙ্ক্ষা কমিউনিস্ট-বিরোধী হিস্টিরিয়ার উদগ্র বহিঃপ্রকাশ।

এ ধরনের মতাদর্শগত অন্তর্ঘাত কোনোমতেই কম ক্ষতিকারক নয়। লেভিবাদীরা "সাম্রাজ্যবাদ" কথাটি মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের মুখোশ খুলে দেওয়ার জন্যে ব্যবহার করে না, বরং জনগণকে ধোঁকা দেওয়ার জন্য দুই পরস্পর-বিরোধী সাম্রাজ্যবাদ ও সাম্যবাদকে এক করে দেখায়।

সরকারের কাছে লেভিবাদীরা দাবি করে, "মাদকদ্রব্য, সুযোগ-সুবিধা দান, দুর্নীতি, অত্যাচার ও ধর্মীয় গোঁড়ামির—যা আমাদের দেশের গণতান্ত্রিক সমাজকে দ্বিধাবিভক্ত করে—তার অবসান করতে হবে।" কাদের পরিবর্তন তারা চাইছে? একদল মদ্যপ, জুয়ার আড্ডার মালিক, ঔষধ ভেজালকারী, স্বৈরতন্ত্রের দালালদের? রাজনৈতিক সুবিধাবাদ ও মতাদর্শগত ভাঁড়ামি এক কৌতুকে পরিণত হয়েছে। এর বিশ্লেষণ খুব সরল ঃ লেভিবাদীরা স্বৈরতন্ত্র-বিরোধীদের মধ্যে রয়েছে তাকে দ্বিধাবিভক্ত করার জন্য।

শ্রেণী সমন্বয়ের দিক থেকে দেখলে স্বৈরতন্ত্র-বিরোধী ফ্রন্ট কখনও সীমাহীন হতে পারে না। আমরা কখনোই ঝানু কমিউনিস্ট-বিরোধীদের আমাদের মিত্র হিসেবে নিতে পারি না। যাহোক, ভাগাভাগির লাইন কমিউনিস্ট ও অকমিউনিস্টদের মধ্যে নয়, রাজনৈতিক স্বাধীনতার জন্য কর্মরত সাচ্চা বিরোধীদের সঙ্গে নকল বিরোধীদের, যারা সাম্যবাদ-বিরোধী বিষ ঢুকিয়ে বিপ্লবী গণতান্ত্রিক আন্দোলনে বিভেদ আনতে চায় এবং তাকে স্তব্ধ করে দিতে চায়। এক মেরুতে স্বৈরতন্ত্র-বিরোধী শক্তিসমূহ এবং অন্যদিকে কট্টর কমিউনিস্ট-বিরোধীরা ঃ স্ট্রয়েসনার আর লেভিবাদীরা। এভাবেই ভাগ করতে হবে।

বিপ্লবী অভ্যুত্থান এবং শ্রেণী সংগ্রামকে বাদ দিয়ে যারা অবস্থার পরিবর্তন চায় অর্থাৎ যারা স্বৈরতন্ত্রীদের "অনুমোদিত" বিরোধী দল হওয়ার জন্য বোঝাপড়া করতে চায়—যুক্ত সংগ্রামে তারাও যে ক্ষতি করছে তা-ও আমরা অবহেলা করব না। তাদের আমরা এটা ব্যাখ্যা করি যে "অনুমোদিত" বিরোধী দল হওয়া বৃথা, কারণ শাসকচক্র এমন কিছু অনুমোদন করবে না যা তাদের পক্ষে বিপদ হয়ে দেখা দেবে। যদি স্বৈরতন্ত্র-বিরোধী ফ্রন্ট শুধুমাত্র "অনুমোদিত" ধরনের সংগ্রামের পথে যায় তবে তা

---

১ আকার ২নং বিদ্যুৎ প্রকল্পে দুটি সফল ধর্মঘট এবং টেক্সাকো, সিরামিকা হেলমারস্ ও আকারয় ১নং প্রকল্পে ধর্মঘট প্রসঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ।

১ লেভি রাফিনেলির নেতৃত্বে লিবারেল-ডেমোক্রাটিক পার্টির ভেঙে যাওয়া গোষ্ঠী।

সংস্কারবাদের ফাঁদে পা দেবে এবং শাসককুলের বিরোধী সমগ্র জনগণের স্বার্থের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করবে।

এক ব্যাপক এবং ঐক্যবদ্ধ ফ্রন্ট নিবিড় মতাদর্শগত সংগ্রামের মধ্য দিয়েই গড়ে ওঠে। যে সংগ্রামের মধ্য দিয়ে সাম্রাজ্যবাদের সমস্ত চক্রান্ত আমরা রুখে দিতে পারি এবং বর্তমান অবস্থা বজায় রাখার পক্ষে অথবা "মধ্যপন্থা" অবলম্বনকারী নকল বিরোধীদের মুখোশ খুলে দিতে এবং জনগণ থেকে তাদের বিচ্ছিন্ন করতে পারি।

যদি ফ্রন্ট এগিয়ে যেতে চায় তবে তার অবশ্য এক উন্নত পর্যায়ের রাজনৈতিক নেতৃত্ব প্রয়োজন যা শ্রেণীশক্তি-সমূহের সমন্বয়ের মূল্যায়নে এবং তাকে জনগণের পক্ষে টেনে আনতে তীক্ষ্ণবুদ্ধির পরিচয় দিতে সক্ষম। শক্তি-সমূহের অন্তঃসম্পর্ক ও পরিবর্তনশীল রাজনৈতিক পরিস্থিতি মূল্যায়নে অক্ষমতাই আমাদের অনেক পিছু-হঠার মূল কারণ। আজকের দিনে এবং যুগে জনগণের ফ্রন্টের সুযোগ এবং শক্তি শুধুমাত্র জাতীয় শক্তির ভিত্তিতেই পরিমাপযোগ্য নয়। সমাজবাদের অবস্থিতি, পারস্পরিক সমঝওতা চুক্তি এবং পুঁজিবাদের সাধারণ সংকটের মতো বিষয়গত ঘটনাসমূহ আমাদের বিবেচনা করতে হবে। ব্যাপক অ-প্রলেতারীয় জনতা যারা সেদিন পর্যন্ত "অরাজনৈতিক" অথবা "নিরপেক্ষ" বলে চিহ্নিত হত তাদের চিন্তার উপর এসব ঘটনাবলীর প্রভাব নিশ্চিতভাবেই পড়ছে। গণতন্ত্র, শান্তি ও সমাজতন্ত্রের জন্য জনগণের সংগ্রাম দমনে আমাদের মূল শত্রু সাম্রাজ্যবাদের সক্ষমতা এই উপাদানগুলোর দ্বারা সংকুচিত হচ্ছে।

এ সমস্তই আমাদের চূড়ান্ত বিজয় সম্পর্কে আশাবাদকে উৎসাহ যোগাবে। এই আস্থা আনবে যে, আমাদের মতো অত্যন্ত দুর্দশাগ্রস্ত দেশে মুক্তির সূর্য পুনরায় উদিত হবেই।

কমিউনিস্ট ও ওয়ার্কার্স পার্টিগুলি সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত সংবাদ

তুরস্কের কমিউনিস্ট পার্টি

১৯১৮ থেকে '২০ সালের মধ্যে প্রথম কমিউনিস্ট সংগঠনের সৃষ্টি হয় এবং ১৯২০-এর ১০ সেপ্টেম্বরে পার্টি কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়। কংগ্রেসে ঐ সংগঠনগুলিকে তুরস্কের কমিউনিস্ট পার্টির (সি পি টি) মধ্যে ঐক্যবদ্ধ করা হয়, পার্টি কর্মসূচী ও সংগঠনের নিয়মাবলী গৃহীত হয় এবং পার্টি নেতৃত্ব নির্বাচিত করা হয়।

পার্টির শিল্পভিত্তিক ও আঞ্চলিক শাখাসমূহ রয়েছে এবং সেগুলি পরিচালিত হয় বিলায়েৎ (প্রাদেশিক) কমিটিগুলির দ্বারা।

১৯১৮ থেকে ২২-এর জাতীয় মুক্তি আন্দোলনে এবং শ্রমজীবী জনতার মৌল স্বার্থের জন্য সংগ্রামে কমিউনিস্টরা সক্রিয় অংশগ্রহণ করেছে।

কমিউনিস্ট প্রভাব বৃদ্ধিতে ভীত হয়ে প্রতিক্রিয়াশীলেরা পার্টির উপর নির্দয় নিপীড়ন চালাতে শুরু করে। ১৯২১ সালের জানুয়ারিতে জেনারেল চেয়ারম্যান মুস্তাফা সৌবি ও জেনারেল সেক্রেটারী এহ্‌দেম নেজাত সহ ১৫ জন নেতার নৃশংস খুনের মধ্যে পার্টি প্রচণ্ডতম আঘাত পায়। ১৯২৩ সালে পার্টি বেআইনী ঘোষিত হয় এবং সেই থেকে অনবরত নির্যাতনের মধ্যে পার্টি গোপনে কাজ করে চলেছে। ১৯২৫, ১৯২৯, ১৯৩২, ১৯৪৪ ও ১৯৫১ সালের দমনমূলক অভিযানে পার্টির বহু সক্রিয় কর্মী ও নেতা গ্রেপ্তার হয়।

গোপন কাজ চালানোর কঠিন অবস্থা সত্ত্বেও সি পি টি শ্রমজীবী জনগণের স্বার্থে তার সংগ্রাম থেকে কখনও বিরত হয় নি। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় পার্টি সক্রিয় গণ-আন্দোলন সংগঠিত করে; সে সময় নাৎসী জার্মানির সঙ্গে তুরস্কের প্রতিক্রিয়াশীলদের সহযোগিতার বিরুদ্ধে এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে সৎ-প্রতিবেশীর সম্পর্ক গঠনের পক্ষে পার্টি প্রচার আন্দোলন গড়ে তোলে।

পার্টি বিপুল ত্যাগস্বীকার করেছে, কিন্তু দমন ও সন্ত্রাস তাকে ভাঙতে পারে নি। জাতীয় স্বাধীনতা, শান্তি, গণতন্ত্র ও সামাজিক প্রগতির জন্য, সামরিক গোষ্ঠী থেকে তুরস্কের বেরিয়ে আসা ও এদেশে বিদেশী যুদ্ধ-ঘাঁটি তুলে দেওয়ার জন্য সি পি টি সংগ্রাম করেই চলেছে। মৌলিক বিষয়গুলির ক্ষেত্রে পার্টি আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট ও শ্রমিক আন্দোলনের সমর্থক।

জন্মের পর থেকে পার্টি বহু সংবাদপত্র ও সাময়িকপত্র প্রকাশ করেছে। বর্তমানে কেন্দ্রীয় মুখপত্র হিসেবে পার্টি বেআইনীভাবে **মাসিক আতিলিম** এবং পাক্ষিক বুলেটিন **ডারাম** প্রকাশ করে থাকে। **তুরস্কের কমিউনিস্ট পার্টির কণ্ঠস্বর** নামে এক গোপন বেতার কেন্দ্রও পার্টি চালিয়ে থাকে।

সেনেগালের আফ্রিকান ইণ্ডিপেণ্ডেন্স পার্টি

১৯৫৭ সালের সেপ্টেম্বরে এই পার্টি প্রতিষ্ঠিত হয়। কৃষ্ণাঙ্গ অধ্যুষিত আফ্রিকার প্রাক্তন ফরাসী উপনিবেশে এই প্রথম আন্ত-আঞ্চলিক পার্টি স্বাধীনতার জন্য দৃঢ় সংগ্রাম করে। নিজ ইশতেহারে এরা নিজেদের মার্কসবাদী-লেনিনবাদী পার্টি হিসেবে ঘোষণা করে আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট

আন্দোলনকে সমর্থন জানায়। যুক্ত সংগঠন হিসেবে এই পার্টি সেনেগাল ও অন্য ফরাসী উপনিবেশগুলিতে সর্বত্র সক্রিয়। ১৯৬০ থেকে বেআইনীভাবে এই পার্টি কাজ করে চলেছে।

পূর্বের উপনিবেশের রাষ্ট্রগুলিকে স্বায়ত্তশাসন এমন কি কোনো কোনো ক্ষেত্রে স্বাধীনতা দিতে ফ্রান্স বাধ্য হয়েছে এটা লক্ষ্য রেখে এ আই পি এস ১৯৬২তে প্রথম কংগ্রেসে নিজেদের কর্মতৎপরতা শুধুমাত্র সেনেগালেই নিবদ্ধ রাখার সিদ্ধান্ত করে। কংগ্রেস নিম্নের কর্তব্যসমূহ স্থির করে দেয়ঃ দেশপ্রেমিক ও গণতান্ত্রিক শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ করা, সেনেগালে এক সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী শাসন প্রবর্তন করা, অর্থনীতির আধুনিক দিকগুলিতে বিদেশী একচেটিয়া পুঁজির একাধিপত্য বিনষ্ট করা এবং শক্তিশালী রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন শিল্প ব্যবস্থা স্থাপন করা, গণতান্ত্রিক স্বাধীনতা, ফরাসী সামরিক ঘাঁটি তুলে দেওয়া ইত্যাদি। অ-ধনতন্ত্রমুখিন বিকাশ পার্টির চূড়ান্ত লক্ষ্য সমাজতন্ত্র গঠনের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ।

জাতীয় স্বাধীনতার জন্যে সংগ্রামে জনগণকে জমায়েত করার ক্ষেত্রে এ আই পি এস এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে এবং সেনেগালের অন্য কোনো পার্টি এর মতো ঔপনিবেশিক সন্ত্রাস ও অত্যাচারের লক্ষ্যবস্তু হয় নি।

শাসকচক্রের নিরবচ্ছিন্ন অত্যাচার ও বিভিন্ন বিভেদমূলক কার্যকলাপ (বিভিন্ন চরমপন্থী গ্রুপকে ব্যবহার করা সহ) সত্ত্বেও এ আই পি এস সক্রিয় রয়েছে। ১৯৭২ সালে দ্বিতীয় কংগ্রেসের অনুষ্ঠানে পার্টির সাফল্য তার বিরুদ্ধে সমস্ত দমনমূলক ব্যবস্থার ব্যর্থতারই নির্দেশক। পার্টির মার্কসবাদী-লেনিনবাদী পথ গ্রহণকে কংগ্রেস পুনরনুমোদন দেয় এবং সেনেগালে শ্রমিক-কৃষকের রাষ্ট্র ক্ষমতা দখলের জন্য দৃঢ় সংগ্রামের প্রয়োজনীয়তার উপর বিশেষ জোর দেয়।

পার্টির প্রধান উদ্যোগকে কেন্দ্রীভূত করতে হবে দেশপ্রেমিক ও গণতান্ত্রিক শক্তিসমূহের এক মোর্চা স্থাপনে, সাম্রাজ্যবাদ-ঘেঁষা বর্তমান শাসকচক্রকে উৎখাত করতে, পূর্ণ জাতীয় স্বাধীনতা আদায় করতে এবং দেশের স্বার্থে এক সাচ্চা গণতান্ত্রিক নীতি কার্যকর করতে। এই নীতি বিপুল সমর্থন পাচ্ছে। এটি মেনে নিতে বাধ্য হয়ে সেনেগালের শাসকচক্র এমন কি এ আই এস পি-কে আইনী করতে এবং তার সঙ্গে সহযোগিতা করতে চায় বলে আজকাল বলছে, তবে শর্ত হল, পার্টি সেই সমস্ত লোকেদের বাদ দেবে যাদের শাসক মহল "বিদেশী এজেন্ট" বলে ছাপ দেওয়ার জন্য লেগে আছে। সরকারি বিবৃতিসমূহ তাদের নীতির ঠিক উল্টো ঃ গণতান্ত্রিক সংগঠন, ট্রেড ইউনিয়ন, যুব ও ছাত্র সংগঠনসমূহ এই কারণে বে-আইনী রয়েছে যে এ আই পি এস ওদের প্রভাবিত করেছে এবং নিজেদের কাজে লাগাচ্ছে। এ আই পি এস-এর বক্তব্য স্পষ্ট ঃ দেশপ্রেমিক ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনগুলির উপর সমস্ত নিষেধাজ্ঞার অবসানের জন্য, সংবিধানে উল্লিখিত নীতি অনুযায়ী সমস্ত সংগঠনের আইনীকরণের জন্য সংগ্রাম করা।

এ আই পি এস-এর সর্বোচ্চ নেতৃত্ব হল, কেন্দ্রীয় কমিটি, পলিটব্যুরো এবং পলিটব্যুরোর সেক্রেটারিয়েট।

পার্টি লা লুত্তে (সংগ্রাম) নামে একটি মাসিক ও মোমসারেভ (স্বাধীনতা) নামে সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশ করে। (পার্টি গঠনের পর ১৯৬৪ সাল পর্যন্ত মোমসারেভ নিয়মিত প্রকাশিত হত; ১৯৭৪ সালে পুনরায় প্রকাশ শুরু হয়েছে)। সমস্ত প্রধান প্রধান জাতীয় প্রশ্নে পার্টি বিবৃতি প্রকাশ করে থাকে।

ডোমিনিকান কমিউনিস্ট পার্টি

ডোমিনিকান কমিউনিস্ট পার্টি ১৯৪৪ সালে গোপনে স্থাপিত হয়, ১৯৪৬ পর্যন্ত এর নাম ছিল ডোমিনিকান রেভলিউশনারি ডেমোক্রাটিক পার্টি, আর ১৯৬৪-৬৫ পর্যন্ত একে ডোমিনিকান পিপলস্ সোশ্যালিস্ট পার্টি নামে ডাকা হত। কিছু মার্কসবাদী গ্রুপের সম্মেলনে এই পার্টি আত্মপ্রকাশ করে এমন একটি সময়ে যখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রভাবে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী এবং জাতীয় মুক্তি আন্দোলন তুঙ্গে উঠেছে।

১৯৪৭ সালে শাসককুল ডি সি পি-র উপর কঠোর দমনমূলক ব্যবস্থা নেয়। সমস্ত উল্লেখযোগ্য পার্টি নেতাদের তারা গ্রেপ্তার করে এবং পরে দেশ থেকে বহিষ্কার করে দেয়।

১৯৫৫-র জুনে কংগ্রেসের ক্ষমতা গ্রহণ করে এক ডি সি পি সম্মেলন পার্টির নিয়মবিধি গ্রহণ করে কর্মসূচীর খসড়া প্রস্তুতের জন্য এক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এবং এক কেন্দ্রীয় কমিটির সম্পাদকমণ্ডলী নির্বাচন করে। ১৯৫৯ সালে স্বৈরতন্ত্রী ত্রুজিলোর বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামে কমিউনিস্টরা অংশগ্রহণ করে। ডি সি পি কেন্দ্রীয় কমিটির ছ'জন সদস্য সেই যুদ্ধে জীবনদান করেন। ত্রুজিলো স্বৈরতন্ত্রের পতনের (মে, ১৯৬১) পর পার্টি তার কর্মতৎপরতা দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি করে, জনগণের মধ্যে তার প্রভাব বৃদ্ধি করে এবং দেশকে পুনরায় স্বৈরতন্ত্রী শাসনাধীনে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার প্রতিক্রিয়াশীল উদ্যোগ রুখে দেয়। রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে কেন্দ্রীয় কমিটির দলিল 'বিপ্লবের পথ ও পার্টির কর্তব্য'-তে বলা হয়ঃ "ইতিহাসের এই স্তরে আমাদের জনগণের রণনীতিগত লক্ষ্য হল, সুদূরপ্রসারী কৃষি সংস্কারের মাধ্যমে ভূস্বামীতন্ত্রের অবসান, স্বাধীন আর্থনীতিক বিকাশকে জোরদার করা, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী ফাঁস থেকে দেশকে মুক্ত করা, জনগণের জন্য সত্যিকারের স্বাধীনতা আনা এবং জীবনযাত্রার মানের উল্লেখযোগ্য উন্নয়নের জন্য জাতীয় মুক্তি, সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ও সামন্ততন্ত্র-বিরোধী এক বিপ্লব সাধন।"

১৯৬৩ থেকে পরবর্তী সময়ে পার্টি আধা-আইনী সংগঠন হিসেবে কাজ করছে। দেশের স্বাধীন অগ্রগতির জন্যে পার্টি লড়াই চালিয়েছে, জনগণের মধ্যে তার প্রভাব গড়ে তুলেছে এবং গণতান্ত্রিক ট্রেড ইউনিয়ন গঠনে অংশ নিয়েছে, যার নেতৃত্বে রয়েছে অনেক কমিউনিস্ট। ১৯৬৩-র ২৫ সেপ্টেম্বর এক অভ্যুত্থান ও এক সামরিক চক্র কর্তৃক ক্ষমতা দখল ঐ যুগের অবসান আনে। অক্টোবরেই ডি সি পি বেআইনী ঘোষিত হয় এবং পার্টিকে পুনরায় আত্মগোপনের পথ গ্রহণ করতে হয়। সাংবিধানিক ব্যবস্থা

পুনঃস্থাপন এবং গণতান্ত্রিক শাসন কায়েম করার দাবিই পার্টির মূল স্লোগানে পরিণত হয়। ১৯৬৩-র সংবিধানের পক্ষে এবং জুন্টার বিরুদ্ধে এক দেশপ্রেমিক আন্দোলন ১৯৬৫-র এপ্রিলে প্রতিক্রিয়াশীল সামরিকচক্রের বিরুদ্ধে এক বিপ্লবী গণসংগ্রামে পরিণত হয়। দেশীয় প্রতিক্রিয়ার শক্তির বিরুদ্ধে এবং প্রকাশ্য সশস্ত্র হস্তক্ষেপে নিযুক্ত মার্কিন সৈন্যবাহিনীর বিরুদ্ধে এই লড়াইতে কমিউনিস্টরা সক্রিয় অংশ নেয়।

বালাগের সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর ডি সি পি সমস্ত জাতীয় গণতান্ত্রিক শক্তিগুলিকে পুনর্মিলিত করার কাজে নেমে পড়ে। উদ্দেশ্য হল, সমস্ত প্রতিবিপ্লবী চক্রান্তকে পরাস্ত করা এবং শাসনব্যবস্থার চরিত্র জনসমক্ষে তুলে ধরা, যারা জাতীয় স্বার্থ রক্ষা করছি বলে ঢক্কানিনাদ চালিয়ে নিজেদের সাম্রাজ্যবাদ-ঘেঁষা চরিত্র লুকিয়ে রাখতে চায়।

ডি সি পি গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার আদর্শের ভিত্তিতে গঠিত। এর উচ্চতম নেতৃত্ব পার্টি কংগ্রেস এবং দুই কংগ্রেসের মধ্যবর্তী সময়ে পার্টির কাজ পরিচালনা করে কেন্দ্রীয় কমিটি ও তার সম্পাদকমণ্ডলী।

এল পপুলার নামে একটি সংবাদপত্র পার্টি প্রকাশ করে থাকে।

সংক্ষেপে

ইয়োরোপীয় কমিউনিস্ট ও ওয়ার্কার্স পার্টিগুলির সম্মেলনের প্রস্তুতি

ইয়োরোপীয় কমিউনিস্ট ও ওয়ার্কার্স পার্টিগুলির সম্মেলনের খসড়া প্রস্তুতকারী কমিশনের কার্যনির্বাহী গোষ্ঠীর দ্বিতীয় অধিবেশন বার্লিনে বসেছিল। এই অধিবেশনের বৈঠকগুলিতে ২০টি পার্টির প্রতিনিধি অংশ-গ্রহণ করেন।

গণতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে কার্যনির্বাহী গোষ্ঠী ব্যাপক মতবিনিময় এবং ইয়োরোপীয় কমিউনিস্ট ও ওয়ার্কার্স পার্টিগুলির সম্মেলনের চূড়ান্ত দলিলের খসড়া বিস্তারিত আলোচনা করেন। পরবর্তী প্রাসঙ্গিক ব্যবস্থাবলী সম্পর্কে সবাই একমত হন। গোষ্ঠীর সভাগুলিতে এস ইউ পি জি-র কেন্দ্রীয় কমিটির সম্পাদক ও পলিটব্যুরোর সদস্য হেরম্যান এক্সেন অংশ গ্রহণ করেন।

* * *

ইয়োরোপীয় কমিউনিস্ট ও ওয়ার্কার্স পার্টিগুলির "ইয়োরোপে আর্থনীতিক সহযোগিতার সম্ভাবনা ও বর্তমান পরিস্থিতি" সম্পর্কিত একটি সভা রোমে অনুষ্ঠিত হয়েছে। ইয়োরোপীয় কমিউনিস্ট ও ওয়ার্কার্স পার্টিগুলির সম্মেলনের প্রস্তুতির কাঠামোর মধ্যে ইতালির কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির উদ্যোগে অনুষ্ঠিত ঐ সভায় ২৮টি পার্টির প্রতিনিধিগণ অংশ নেন। স্বাগত ভাষণ দেন ইতালির কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক এনরিকো বার্লিংগুয়ের।

আরব দেশগুলির কমিউনিস্ট ও ওয়ার্কার্স পার্টিগুলির সম্মেলন

আরব দেশগুলির কমিউনিস্ট ও ওয়ার্কার্স পার্টি-গুলির এপ্রিলের প্রথমদিকে অনুষ্ঠিত একটি সম্মেলনে, জর্ডানিয়ান কমিউনিস্ট পার্টি, তিউনিসিয়ান কমিউনিস্ট পার্টি, আলজেরিয়ান সোশ্যালিস্ট ভ্যানগার্ড পার্টি, সুদানিজ কমিউনিস্ট পার্টি, সিরীয় কমিউনিস্ট পার্টি, ইরাকী কমিউনিস্ট পার্টি, লেবানিজ কমিউনিস্ট পার্টি এবং মরক্কোর প্রোগ্রেস এণ্ড সোশ্যালিজম পার্টির প্রতিনিধিগণ অংশ নেন। তাঁরা আরব অঞ্চলের পরিস্থিতি, বিশেষভাবে অধিকৃত আরব অঞ্চলের মুক্তির জন্য সংগ্রাম, প্রগতিশীল জাতীয় সরকারগুলিকে শক্তিশালী করা ও প্যালেস্টাইনের আরব জনগণের অধিকার সম্পর্কে আলোচনা করেন। তাঁরা আরব মুক্তি আন্দোলনের অগ্রগতি এবং আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট ও শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনের অবস্থা সম্পর্কেও আলোচনা করেন।

বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশ ও কমরেডসুলভ দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে অনুষ্ঠিত আলোচনার শেষে পার্টিগুলি, বিশ্ব নারী-বর্ষ, ফ্যাসিবাদের উপর বিজয়ের ৩০তম বার্ষিকী ও কমিউনিস্ট ও ওয়ার্কার্স পার্টিগুলির আন্তর্জাতিক সম্মেলন আহ্বান সম্পর্কে প্রস্তাব গ্রহণ করে। অংশ গ্রহণ-কারিগণ সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির কাছে ফাসিবাদের উপর বিজয়ের ৩০তম বার্ষিকী সম্পর্কে একটি অভিনন্দনবার্তা পাঠান।

সম্মেলন আরব জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের পরিস্থিতি, তার কর্তব্য ও সম্ভাবনা সম্পর্কে একটি দলিল গ্রহণ করে।

আসন্ন পার্টি কংগ্রেসগুলি

সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির একটি প্লেনাম পার্টির পঁচিশতম কংগ্রেস ১৯৭৬ সালে ২৪ ফেব্রুয়ারি ডাকবার সিদ্ধান্ত করেছে।

* * *

কিউবার কমিউনিস্ট পার্টির পলিট ব্যুরো, এই বছর ডিসেম্বর মাসে পার্টির প্রথম কংগ্রেস ডাকবার কথা, একটি আবেদন প্রকাশ করে জাতির কাছে ঘোষণা করেছে।

* * *

শ্রীলংকার কমিউনিস্ট পার্টির নবম কংগ্রেস ১৯৭৫ সালে ২৩-২৪ আগস্ট দেশের দক্ষিণাঞ্চলের মাতারায় অনু-

ষ্ঠিত হবে। কেন্দ্রীয় কমিটির একটি প্লেনামে ঐ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

* * *

কলম্বিয়ার কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি দ্বাদশ পার্টি সম্মেলন ৮-৯ ডিসেম্বরে ১৯৭৫, ডাকবার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

বুলগেরিয়া

বুলগেরিয়ার কমিউনিস্ট পার্টির আহূত একটি সম্মেলনের বিষয় ছিল—"পার্টির সাংগঠনিক কাজের বিজ্ঞান-সম্মত মান উন্নত করা।" তিন স্তরে এটা অনুষ্ঠিত হয়। প্রাথমিক স্তরে ৩৪০০০টির বেশি প্রাথমিক শাখা সভায়, শহরাঞ্চলে ৩৫০টি আলোচনা চক্রে ও ১৩০০টি সম্মেলনে এবং পল্লী অঞ্চলে ও কৃষি-শিল্প এলাকায় পার্টি কর্মীদের সভায় এটা সংঘটিত হয়।

দ্বিতীয় পর্যায়ের সঙ্গে যুক্ত ছিল আন্তঃ-জেলা বিতর্ক এবং তা পাঁচটি আঞ্চলিক সম্মেলনে সমাপ্ত হয়। এই সম্মেলনগুলিতে অংশ নেন পার্টি কমিটির নেতৃবৃন্দ, স্থানীয় ওয়াই সি এল সংগঠন ও ফাদারল্যান্ড ফ্রন্টের প্রতিনিধিগণ, পণ্ডিতগণ ও বুলগেরীয় এ্যাগ্রেরিয়ান পিপল্‌স ইউনিয়নের সংগঠকগণ। চূড়ান্ত সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় সোফিয়ায়। সেই সম্মেলনে বি সি পি-র পলিট ব্যুরো সদস্য ও কেন্দ্রীয় কমিটির সম্পাদক বি ভেলচেভ অংশ নেন। এইভাবে পার্টির কাছে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি প্রবর্তনের অভিজ্ঞতা সংকলিত করতে ও তার বৈজ্ঞানিক মানের ক্রমবর্ধমান অগ্রগতিকে নিশ্চিত করার পরিচালন-নীতি আলোচনায় পাঁচ লক্ষ ২০ হাজার মানুষ অংশ নেন।

ফ্রান্স

ফ্রান্সের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি শিল্পাঞ্চলের পার্টি শাখার সংখ্যা বাড়াবার ব্যবস্থাবলী সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নিয়েছে। গৃহীত সিদ্ধান্তে সামাজিক অগ্রগতিতে শ্রমিক-শ্রেণীর ভূমিকা এবং কারখানা স্তরে পার্টি শাখা সংখ্যা এবং তার সভ্য সংখ্যার প্রকৃত বৃদ্ধির আনুষঙ্গিক প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেওয়া হয়েছে। ১৯৭৫-এর শেষে কারখানা ভিত্তিক পার্টি শাখার সংখ্যা ১৫০০ থেকে বাড়িয়ে মোট ৮০০০ করার প্রয়োজনীয়তা ও সম্ভাবনা বিবেচনা করেছে।

ইন্দোনেশিয়া

ইন্দোনেশিয়ার কমিউনিস্ট পার্টির ৫৫তম বার্ষিকীর প্রাক্কালে একটি নতুন নীতি সংক্রান্ত ঘোষণা-পত্র "গণতন্ত্র, সামাজিক ন্যায় বিচার ও জনগণের কল্যাণের জন্য," ১৯৭৫-এর জানুয়ারিতে জাকার্তায় গৃহীত হয়েছে। এতে রয়েছে দেশের পরিস্থিতির বিস্তারিত বিশ্লেষণ ও জাতীয় ঐক্যের মোর্চা গঠনই পার্টির প্রধান কর্তব্য বলে এই দলিলে স্থির করা হয়েছে।

ইতালি

গত নভেম্বর থেকে বার্ষিক কার্ড বদল ও সভ্যপদের জন্য যে অভিযান শুরু হয়েছে তাতে এক লক্ষ ১২ হাজারের বেশি ব্যক্তি ইতালির কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দিয়েছেন। ৩ এপ্রিল পর্যন্ত ১৯৭৫-এর জন্য ১৬ লক্ষ ৩১ হাজার ৭১৩টি পার্টি কার্ড বিতরণ করা হয়েছে, গত বছরের থেকে এই সংখ্যা প্রকৃতই বেশি। এ থেকে ইতালির শ্রমজীবী মানুষের মধ্যে পার্টির ক্রমবর্ধমান প্রভাব ও মর্যাদার স্বীকৃতি পাওয়া যায়।

পোল্যান্ড

পোলিশ ইউনাইটেড ওয়ার্কার্স পার্টির তাত্ত্বিক পত্র পাউই ড্রোগি-এর সম্পাদকীয় দপ্তরে পার্টি কাজ-কর্ম উন্নত করার পন্থা সম্পর্কে এক আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। প্রদেশ, শহর ও জেলা পার্টি সম্পাদক ও সংগঠকগণ এবং প্রধান শিল্প সংস্থা, উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও স্থানীয় সরকারি অফিসগুলির পার্টি কমিটিগুলির সম্পাদকগণ এতে অংশ নিয়েছিলেন। পার্টির কাজকর্মের—যথা বিভিন্ন সংস্থা ও সমাজের বিভিন্ন অংশের মধ্যে পার্টি সম্পর্কে আলোচনা, শ্রমিকদের প্রস্তাবসমূহ ও জনমতের ভোট বাছাই করা, শ্রমিক ও কৃষকদের কর্মিগোষ্ঠী গঠন এবং পার্টি সংগঠনে তাদের অংশগ্রহণ প্রভৃতি সম্পর্কে বিশ্লেষণাত্মক মূল্যায়ন করা হয়েছে। সব রকম পার্টি কাজ সমন্বিত করা সম্পর্কে যথেষ্ট মনোযোগ দেওয়া হয়েছে। পার্টি কাজের কর্মসূচী তৈরি ও পরিকল্পনা রচনায় আধুনিক পদ্ধতি প্রয়োগ করেই এটা অর্জন করা যাবে বলে ঐ আলোচনায় উল্লেখ করা হয়েছে।

গণতান্ত্রিক ঐক্য স্থাপনের সংগ্রামে কমিউনিস্টদের ভূমিকা

সপ্তম কমিণ্টার্ন কংগ্রেসের ৪০তম বর্ষপূর্তি সম্পর্কে আন্তর্জাতিক তত্ত্বগত আলোচনাসভা

চলতি জুলাই-আগস্টে কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের সপ্তম কংগ্রেসের চল্লিশ বর্ষ পূরণ হচ্ছে। 'ওয়ার্ল্ড মার্কসিস্ট রিভিউ' আয়োজিত এবং গত ৮ থেকে ১০ এপ্রিল প্রাগে অনুষ্ঠিত তাত্ত্বিক আলোচনা সভার মাধ্যমে এই তিথিটি স্মরণিত হল। নিম্নের ৪৯টি দেশের কমিউনিস্ট ও ওয়ার্কার্স পার্টিসমূহের প্রতিনিধিরা এবং গবেষকরা ঐ সভায় উপস্থিত ছিলেন : আলজেরিয়া, আর্জেণ্টিনা, অস্ট্রিয়া, বলিভিয়া, ব্রাজিল, বুলগেরিয়া, কানাডা, চিলি, কলম্বিয়া, কিউবা, সাইপ্রাস, চেকোশ্লোভাকিয়া, ডেনমার্ক, ফেডারেল রিপাবলিক অব জার্মানি, ফিনল্যাণ্ড, ফ্রান্স, জার্মান ডেমোক্রাটিক রিপাবলিক, গ্রেট বৃটেন, গ্রীস, গুয়াতেমালা, হণ্ডুরাস, হাঙ্গেরি, ভারত, ইন্দোনেশিয়া, ইরান, ইরাক, আয়ার্ল্যাণ্ড, ইসরায়েল, ইতালি, জাপান, জর্ডন, লেবানন, মেক্সিকো, মঙ্গোলিয়া, মরক্কো, নরওয়ে, পানামা, প্যারাগুয়ে, ফিলিপাইন, পোল্যাণ্ড, পর্তুগাল, রুমানিয়া, সেনেগাল, সোভিয়েত ইউনিয়ন, স্পেন, সুইডেন, সিরিয়া, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং উরুগুয়ে। প্রতিনিধিদের মধ্যে কমিউনিস্ট ও শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনের এবং সপ্তম কমিণ্টার্ন কংগ্রেসের অংশগ্রহণকারীদের বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দ ছিলেন। যেমন : রডনি আরিসমেণ্ডি, উরুগুয়ের কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক ; খালেদ বাগদান, সিরীয় কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক ; আলি ইয়াতা, মরক্কোর প্রগ্রেস এ্যাণ্ড সোশ্যালিজম পার্টির সাধারণ সম্পাদক; রডলফো গিওল্ডি, আর্জেণ্টিনার কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য; তুজোলা দ্রাগোইশেভা, বুলগেরীয় কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির পলিটব্যুরো সদস্য; ফ্রিয়েদল ফার্নবার্গ, অস্ট্রিয়ার কমিউনিস্ট পার্টির পলিটব্যুরো সদস্য; হেলেনা বার্গ, জার্মানির সোশ্যালিস্ট ইউনিটি পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য এবং প্রবীণ বৃটিশ কমিউনিস্ট ইদ্রিস কক্স। কিউবার কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি এবং ডলোরেস ইবারুরি, জন গোলান ও পিটার করিগান প্রমুখ সপ্তম কমিণ্টার্ন কংগ্রেসে অংশগ্রহণকারীদের কাছ থেকে আলোচনা সভা বার্তা ও অভিনন্দন পেয়েছে।

আলোচনাসভা উদ্বোধন করেন ওয়ার্ল্ড মার্কসিস্ট রিভিউ-এর প্রধান সম্পাদক কনস্তানতিন জারোদভ, সমাপ্তি ভাষণও দেন তিনিই।

গণতান্ত্রিক ঐক্য স্থাপন এবং সমস্ত সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী, শান্তিকামী শক্তির সংহতির জন্যে ভ্রাতৃপ্রতিম পার্টিগুলির সংগ্রামে হাল আমলের তাত্ত্বিক ও রাজনৈতিক সমস্যাগুলি আলোচনা সভায় পর্যালোচিত হয়েছে। মোর্চা গঠনের মার্কসবাদী-লেনিনবাদী নীতিসমূহের সমস্যাবলী এবং গণতন্ত্র, জাতীয় মুক্তির জন্য ও সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের সঙ্গে সমাজতন্ত্র গঠনের সংগ্রামের সম্পর্ক নিয়ে প্রতিনিধিবর্গ নিজ নিজ পার্টির অভিজ্ঞতা ব্যাখ্যা করেন। সপ্তম কমিণ্টার্ন কংগ্রেসের সিদ্ধান্তাবলীর ঐতিহাসিক ভূমিকা এবং আজকের যুগে সেই বিশ্লেষণগুলির গুরুত্ব তাঁরা তুলে ধরেন।

যুক্তফ্রন্টের কাঠামোর মধ্যে বিভিন্ন প্রগতিশীল, দেশপ্রেমিক ও সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী আন্দোলন ও সংগঠনসমূহের সঙ্গে রাজনৈতিক সহযোগিতা দানের কমিউনিস্ট আদর্শগুলির প্রতি বিশেষ নজর দেওয়া হয়েছে ; বিভিন্ন রাজনৈতিক ও দার্শনিক বিশ্বাসসম্পন্ন গোষ্ঠীগুলোর সঙ্গে সহযোগিতা ও মতাদর্শগত সংগ্রামের সম্পর্ক এবং শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান কতদূর পর্যন্ত সমগ্র জনগণের সামাজিক অগ্রগতির জন্য অনুকূল পরিস্থিতি সৃষ্টিতে সক্ষম সে সম্পর্কে বিশেষ নজর দেওয়া হয়।

আলোচনায় এটা প্রকাশ পেয়েছে, সমস্ত গণতান্ত্রিক ও সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী শক্তির ঐক্যের পথে সমস্যাসমূহ সম্পর্কে ভ্রাতৃত্বমূলক পার্টিগুলি কী পরিমাণ নজর দিয়ে থাকে। ভ্রাতৃত্বমূলক সহযোগিতার কমরেডসুলভ এবং সৃজনশীল পথে আলোচনাসভার কাজ চলেছে।

ওয়ার্ল্ড মার্কসিস্ট রিভিউতে সভার দলিলসমূহ প্রকাশিত হবে।

আন্তর্জাতিক তত্ত্বমূলক সম্মেলন

বর্তমান পর্যায়ে দুই বিশ্বব্যবস্থার প্রতিযোগিতা

ওয়ার্ল্ড মার্কসিস্ট রিভিউ-র আনুকূল্যে অনুষ্ঠিত একটি তত্ত্বমূলক সম্মেলনে সমাজতান্ত্রিক, ধনতান্ত্রিক এবং উন্নয়নশীল তেত্রিশটি দেশের ভ্রাতৃপ্রতিম দলগুলির পণ্ডিত ব্যক্তিরা এবং বিশিষ্ট রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গ দুই সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে প্রতিযোগিতার বর্তমান স্তরের বিভিন্ন দিক এবং বিশ্ব বিপ্লবী প্রক্রিয়ায় তার প্রভাব বিশ্লেষণ করেন।

আলোচনা কেন্দ্রীভূত হয় তিনটি প্রধান বিষয়ে :

—বিশ্ব পরিস্থিতিতে এই প্রতিযোগিতার প্রতিক্রিয়া এবং বিশ্বব্যাপী শক্তি-সম্পর্ক ও শ্রেণী সংগ্রামের একটা রূপ হিসাবে প্রতিযোগিতার মধ্যে দ্বান্দ্বিক সম্পর্কের বিভিন্ন দিক ;

—সাম্প্রতিক এবং দীর্ঘমেয়াদী প্রতিযোগিতার উপর প্রভাব সৃষ্টিকারী প্রধান বিষয়সমূহ ;

—প্রতিযোগিতার প্রধান প্রধান ক্ষেত্র এবং তার ফলাফল বিচারের মানদণ্ড ; দুই ব্যবস্থা—দুই জীবন-ধারা।

আলোচনার জন্য নিবন্ধ রচনা করেছিল তিনটি আকাদেমী।

—দুই ব্যবস্থার মধ্যে অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতার বিষয়ে সোভিয়েত বিজ্ঞান আকাদেমীর এ্যাকাডেমিক কাউন্সিল (প্রতিযোগিতা এবং সহযোগিতার দ্বন্দ্বতত্ত্ব), আন্তর্জাতিক রাজনীতির হাঙ্গেরীয় প্রতিষ্ঠান (প্রতিযোগিতার বর্তমান স্তর বিশ্লেষণের পদ্ধতিসমূহ) এবং জার্মান কমিউনিস্ট পার্টির তত্ত্ব ও মার্কসীয় শিক্ষা কমিশন (সমাজতান্ত্রিক এবং ধনতান্ত্রিক জীবনযাত্রাকে তুলনা করার বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি-ভঙ্গি)। নিবন্ধগুলির প্রধান প্রধান বিষয় নিম্নলিখিত পর্যালোচনায় প্রতিফলিত হয়েছে।

শ্রেণী সংগ্রামের নিয়ামক ক্ষেত্র

রাশিয়াতে সফল সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের শুরুতে দুই ব্যবস্থার মধ্যে বিশ্বব্যাপী সংগ্রামের সূচনা হয়। কিন্তু এই প্রতিযোগিতা রাতারাতিই আজকের স্তরে পৌঁছোয় নি। এই প্রতিপাদ্যের গভীরে অনুসন্ধান করে আন্তর্জাতিক রাজনীতির হাঙ্গেরীয় সংস্থার নিবন্ধটি নিম্নলিখিত কাল-পর্বগুলি উপস্থাপিত করেছে : অক্টোবর বিপ্লব থেকে সমাজতান্ত্রিক বিশ্ব ব্যবস্থার উদ্ভব পর্যন্ত সোভিয়েত ইউ-নিয়নের প্রতিনিধিত্বে সমাজতন্ত্র যখন তার প্রচেষ্টাকে কেন্দ্রীভূত করেছিল ধনতান্ত্রিক বেড়াজালের মধ্যে নতুন সমাজব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখতে এবং সংহত করতে, সমাজ-তান্ত্রিক উৎপাদন পদ্ধতির মৌলিক সুবিধাগুলিকে প্রমাণ করতে এবং বিশ্ব বিপ্লবী প্রক্রিয়ার বস্তুগত ভিত্তিকে শক্তি-শালী করতে। দ্বিতীয় পর্ব হল, সমাজতান্ত্রিক বিশ্ব ব্যবস্থার উদ্ভব এবং সংহতির কাল যা পাল্লাকে কার্যত সমাজতন্ত্রের অনুকূলে ঝুঁকিয়ে দেয়। তৃতীয় পর্বে বিশ্ব পরিস্থিতির গতিধারার নিয়ামক শক্তিরূপে সমাজতন্ত্র নিজেকে প্রতিষ্ঠা করে।

অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতা অবশ্য এই কালপর্বের পার-স্পর্য নিরপেক্ষভাবেই বিশ্বব্যাপী শ্রেণী সংগ্রামের একটা গুরুত্বপূর্ণ রূপ ছিল এবং এখনও তাই আছে। পর্ব থেকে পর্বান্তরে যা পরিবর্তিত হয়েছে তা হল সংগ্রামের অন্যান্য রূপের মধ্যে তার তুলনামূলক তাৎপর্য।

সি পি এস ইউ-এর কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য অ্যাকাডেমি-শিয়ান **এ রুমিয়ান্তসেভ** জোরের সঙ্গে বলেন যে বিশ্ব অর্থনীতিকে ধনতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক এই দুভাগে ভাগ করে দেখানো আসলে শ্রমিকশ্রেণী ও বুর্জোয়াদের মধ্যে ঐতিহাসিক দ্বন্দ্বকে তুলে ধরা। শ্রমিকশ্রেণী হল এ যুগের কেন্দ্রবিন্দু। বিশ্বের ঘটনাবলীর প্রধান প্রবণতাগুলো, মর্মবস্তু এবং বৈশিষ্ট্যগুলো শ্রমিকশ্রেণীই নির্ধারণ করে। দুই বিশ্ব ব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিত ও মর্মবস্তুর মূল্যায়নে এটাই মূল কথা। কারণ, এই প্রতিযোগিতা "সমানে সমানে প্রতিদ্বন্দ্বিতা" নয়—এ হল এমন দুই শক্তির প্রতি-দ্বন্দ্বিতা যার মধ্যে একটি—বুর্জোয়ারা অর্থাৎ পুঁজিবাদ—যার ভবিষ্যৎ ঐতিহাসিকভাবে অন্ধকারাচ্ছন্ন। সমাজতান্ত্রিক বিশ্বব্যবস্থার উদ্ভব ও সংহত রূপ ধারণ আধুনিক বিশ্বে শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বদানকারী ভূমিকাকে, তার সংগ্রামের নিজস্ব রূপ ও পদ্ধতিকে চাপিয়ে দেওয়ার ক্ষমতাবৃদ্ধিকে—(নির্দিষ্টভাবে এক্ষেত্রে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের মধ্যে প্রতি-যোগিতা) ত্বরান্বিত করে।

ডাঃ এইচ্ স্বরোদা (সি সি এস ইউ পি জি-র সমাজ বিজ্ঞান ইনস্টিটিউট) বলেন যে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান ও প্রতিযোগিতা শুধুমাত্র পৃথিবীর দুই বিশ্বব্যবস্থায় বিভক্ত হওয়ার প্রতিফলন নয়, বরং বিপরীত শক্তির ওপর বিশ্ব সমাজতন্ত্রের সক্রিয় প্রভাব ও অগ্রগতির ফল। অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতার গুরুত্ব বৃদ্ধির সঙ্গে উত্তেজনা প্রশমনের বর্তমান ঝোঁক দুই ব্যবস্থার ঐতিহাসিক বিরোধের এক নতুন পর্যায়। বাস্তবে সমাজতন্ত্র তার অপরিমেয় শক্তিবৃদ্ধি, প্রভাব ও কার্যক্ষমতা স্বীকার করতে বুর্জোয়াশ্রেণীকে বাধ্য করেছে।

ডব্লিউ এম আর-এর সম্পাদকমণ্ডলীতে হাঙ্গেরীয়

সোশ্যালিস্ট ওয়ার্কার্স পার্টির প্রতিনিধি **ডোসেপ্ট ল্যাসজলো নাগী** বলেন যে সাধারণভাবে দুই ব্যবস্থার সংগ্রামের রূপ ও ক্ষেত্রের পারস্পরিক সম্পর্ক হল বিশ্বের শক্তিসাম্যের ফলশ্রুতি। তাঁর মতে এর থেকেই বোঝা যায় কেন পরিবর্তনশীল আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে বিশ্বব্যাপী শ্রেণী-সংগ্রামের ক্ষেত্র হিসাবে অর্থনৈতিক ক্ষেত্র গুরুত্ব লাভ করছে। এবং কেন অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতা রাজনৈতিক ও সামরিক সংঘর্ষের স্থান গ্রহণ করছে।

হাঙ্গেরীয় পত্রিকা বৈদেশিক নীতি-র প্রধান সম্পাদক **ডি বারান্যী** দেখান যে বর্তমান স্তরে অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতার গুরুত্ব লাভের ফলে সামরিক, রাজনৈতিক ও মতাদর্শগত প্রভৃতি অন্যান্য ধরনের প্রতিযোগিতার ভূমিকা সম্পূর্ণরূপে শেষ হয়ে যায় নি। একটু ভিন্ন সম্পর্কে হলেও সমাজতন্ত্র ও ধনতন্ত্রের লড়াইয়ে এসব উপাদানগুলোই পূর্বের মতোই বজায় আছে। তাছাড়া, সংগ্রামের রূপের বদল তার মর্মবস্তুকে বদল করে নি।

প্রতিযোগিতা এবং বিশ্ব-শক্তিসমূহের দ্বান্দ্বিক সম্পর্কের অন্যান্য বিষয়গুলোও আলোচিত হয়েছে। এখানে দেখানো হয় যে চূড়ান্ত বিচারে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির সাফল্যসমূহই, পুঁজিবাদী অর্থনীতির সঙ্গে প্রতিযোগিতায় তার কৃতিত্বসমূহই সমাজতন্ত্রের অনুকূলে শক্তি ভারসাম্যকে পরিবর্তিত করে। আর এই পরিবর্তনগুলোই অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতাকে আরো বেশি বেশি করে তাৎপর্যপূর্ণ করে তোলে। কিউবার কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিনিধি **এস ডায়াস** দেখান যে এটা সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোর সৃজনশীল উন্নয়নে তাদের সমাজব্যবস্থার সুবিধাগুলোর ব্যবহারে এবং তা থেকে উদ্ভূত বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তিগত বিপ্লবের সাফল্যসমূহকে ব্যবহারে আরো অনুকূল অবস্থার সৃষ্টি করে।

ইউ এস এস আর বিজ্ঞান একাডেমির করসপণ্ডিং সদস্য **এ মাইলেই কোভস্কি,** আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ক ইভান বাশেড ইনস্টিটিউট (বুলগেরিয়া)-এর পরিচালক অধ্যাপক **এল জর্জিয়েভ, ডাঃ ভি কুডরভ** (অর্থনীতি ইউ এস এস আর), রুমানীয় কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সেক্টর প্রধান অধ্যাপক **এস নিডোলিয়া** এবং চেকোশ্লাভাক কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির প্রাগে অবস্থিত মার্কসবাদ-লেনিনবাদের ইনস্টিটিউটের উপ-পরিচালক **কে রাউবাল** তাঁদের বক্তব্যে দেখান যে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান নীতি ও পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতায় সক্রিয় অংশ গ্রহণ এক ধরনের বিশ্ব-বিরোধ যা সমাজতান্ত্রিক ও কমিউনিস্ট নির্মাণ কাজের সঙ্গে পরিপূর্ণ সামঞ্জস্যপূর্ণ, সমাজতন্ত্রের শ্রেণীগত প্রকৃতির সঙ্গে এবং বিশ্ব শান্তি ও নিরাপত্তার প্রধান উপাদান হিসাবে তার আন্তর্জাতিক ভূমিকার সঙ্গে পরিপূর্ণভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এ পর্যন্ত ফলাফলে দেখা গেছে যে বিশ্ব সমাজতন্ত্র সন্দেহাতীতভাবে সুদৃঢ় হয়েছে।

ইউ এস এ-র কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির রাজনৈতিক কমিটির সদস্য **জন পিট্‌ম্যান,** ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির জাতীয় পরিষদের সদস্য **এস মিত্র** এবং আরো অনেক বক্তা পুঁজিবাদী দেশগুলোতে বিপ্লবী শ্রমিকশ্রেণীর সংগ্রামের জন্য পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতায় সমাজতান্ত্রিক সাফল্যের এবং জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের তাৎপর্যের ওপর জোর দেন।

জি সি পি বোর্ডের সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য **উলি জার্নস** বলেন যে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের দিকে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের পুনর্গঠনের মূলে রয়েছে দুই ব্যবস্থার প্রতিযোগিতা। তিনি আরো বলেন যে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক এই দুই প্রক্রিয়ার মিশ্রণ শ্রমিকশ্রেণী অন্যান্য গণতান্ত্রিক শক্তিগুলোর জোরদার সংগ্রামের অত্যন্ত অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। তিনি বলেন যে শান্তি ও উত্তেজনা প্রশমনের জন্য আন্দোলন চমৎকার রাজনৈতিক শিক্ষার বিষয় হয়ে উঠছে। একচেটেদের নির্যাতনের বিরুদ্ধে শ্রমজীবী জনগণের সংগ্রাম এবং তাদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক দাবিগুলোর জন্য লড়াইয়ে সমাজতান্ত্রিক সাফল্যগুলো আদর্শস্থানীয় হয়ে ওঠে। জার্নস্ বলেন সমাজের মৌল রূপান্তরের জন্য, সমাজতন্ত্রের জন্য শ্রমিকশ্রেণীর সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের অংশগ্রহণের মতাদর্শগত বাধা কমিউনিস্ট-বিরোধিতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম ও তার মূলোৎপাটনের আরো অনুকূল অবস্থার সৃষ্টি হচ্ছে।

সম্মেলনে প্রতিযোগিতার রূপকে পাল্টে দেওয়ার জন্য সাম্রাজ্যবাদীদের প্রচেষ্টার কথাও আলোচিত হয়েছে। বুর্জোয়াদের স্বার্থের জন্য লড়াইয়ের দ্বিবিধ পদ্ধতি সম্বন্ধে লেনিনের গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য **এল জর্জিয়েভ** স্মরণ করিয়ে দেন : "এর প্রথমটি হল বল প্রয়োগের পদ্ধতি, যে পদ্ধতি শ্রমিক আন্দোলনকে কোনোরূপ সুবিধাদানের বিরোধী, যে পদ্ধতি আপসহীনভাবে সংস্কারের বিরোধী··· দ্বিতীয় পদ্ধতিটি হল 'উদারনৈতিক পদ্ধতি', সংস্কার, সুবিধাদান প্রভৃতি ব্যবস্থা সম্বলিত পদ্ধতি।" (নির্বাচিত রচনা সংগ্রহ খণ্ড ১৬, পৃঃ ৩৫০)

আজকালের একচেটে বুর্জোয়ারা প্রায়ই দ্বিতীয় পদ্ধতি অর্থাৎ দেশের ভেতরে শ্রমিকশ্রেণীকে ও আন্তর্জাতিক ব্যাপারে সমাজতন্ত্রকে সুবিধাদানের পদ্ধতি ব্যবহার করে। কিন্তু, জর্জিয়েভ বলেন, বল প্রয়োগের পদ্ধতি সম্পূর্ণরূপে বর্জিত হয় নি। পুঁজিবাদী দেশগুলিতে এখনো দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়ার বিপদ রয়েছে এবং বিশ্ব ঘটনাবলীর ক্ষেত্রে সাম্রাজ্যবাদী ঠাণ্ডা যুদ্ধ নীতির পুনরুজ্জীবনের সম্ভাবনা এখনও বর্তমান। যাইহোক, উত্তেজনা প্রশমনকে অপরিবর্তনীয় করার অনুকূল পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে। উত্তেজনা প্রশমনের এই ধারাকে সৃষ্টি করতে সমাজতন্ত্র সমর্থ হয়েছে এবং অধিকতর দূরদৃষ্টিসম্পন্ন সাম্রাজ্যবাদী গোষ্ঠীগুলো এই ঘটনাকে মেনে নিতে শুরু করেছে যে, অর্থনীতি, মতাদর্শ ও কুটনীতি—'শান্তিপূর্ণ' ক্ষেত্র হিসাবে পরিচিত এই সব ক্ষেত্রই হল বর্তমানে দুই ব্যবস্থার মধ্যে সংগ্রামের চূড়ান্ত রণক্ষেত্র। আমরা দেখতে পাচ্ছি যে সাম্রাজ্যবাদ নতুন ঐতিহাসিক পরিস্থিতির সাথে খাপ খাইয়ে নিচ্ছে। কিন্তু জর্জিয়েভ জোর দিয়ে বলেন যে খাপ খাইয়ে নেওয়া ও 'সাধারণ পরিবর্তন' যা পুঁজিবাদের মধ্যে অন্তর্নিহিত রয়েছে এই দুইয়ের মধ্যে আমাদের পার্থক্য করতে হবে ; এই পরিবর্তন প্রতিটি সমাজে হচ্ছে ; কারণ সমাজ বিকাশের নিজস্ব নিয়ম রয়েছে। আধুনিক পুঁজিবাদ এমন একটি ব্যবস্থা যার সম্ভাবনার দ্বার (অভ্যন্তরীণ নিয়ম দ্বারা পরিচালিত) 'রুদ্ধ' হয়ে গিয়েছে ; আবার অন্যদিকে এটা একটি 'উন্মুক্ত' ব্যবস্থা যা বাইরের শক্তি দ্বারা

প্রভাবিত হচ্ছে। এই ক্ষেত্রে এর উপর সমাজতন্ত্রের ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক শক্তি রাজনীতি ও মতাদর্শের প্রভাব পড়ছে। পুঁজিবাদী দুনিয়ায় ও তার শাসকগোষ্ঠীর নীতিতে পরিবর্তনগুলি হল অবশ্যম্ভাবী চরিত্রের এবং এই সব পরিবর্তন ঘটে সমাজতন্ত্রের প্রভাবে। সুতরাং, এই সব পরিবর্তন পুঁজিবাদের অন্তর্নিহিত, স্বতঃস্ফূর্ত শক্তি ও প্রবণতা যেমন যুদ্ধ ও আগ্রাসনের প্রতি সাম্রাজ্যবাদের প্রবণতা, এ সবের ফলে বেশ কিছুটা সীমাবদ্ধ।

উত্তেজনা প্রশমনের সম্প্রসারণের ফলে দুই বিরোধী সামাজিক ব্যবস্থা সমন্বিত রাষ্ট্রগুলির মধ্যে অর্থনৈতিক, বৈজ্ঞানিক, প্রাযুক্তিক সহযোগিতা যথেষ্ট পরিমাণে সম্প্রসারিত হয়। বর্তমান স্তরে এটাই হল প্রতিযোগিতার অন্যতম সুস্পষ্ট বৈশিষ্ট্য। ইউ এস এস আর-এর বিজ্ঞান আকাদেমীর এ্যাকাডেমিক কাউন্সিলের থিসিসে বলা হয়েছে যে "দুই ব্যবস্থার মধ্যে যে সম্পর্ক বর্তমানে গড়ে উঠছে তাতে প্রতিযোগিতা ও সহযোগিতা পরস্পরের থেকে স্বতন্ত্র নয়। বিপরীতক্রমে, পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতায় সমাজতন্ত্রের সাফল্য ও সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের নীতির সাফল্যের ফলেই সহযোগিতা সম্ভবপর হয়। আবার আরো বেশি অর্থনৈতিক ও প্রযুক্তিগত সহযোগিতা অধিকতর সাফল্যের গুরুত্বপূর্ণ শর্ত হয়ে উঠছে। এর ফলে দুই ব্যবস্থার সংগ্রাম ও বিশ্ব বৈপ্লবিক প্রক্রিয়ার দ্বান্দ্বিক মর্মবস্তু সমৃদ্ধিশালী হচ্ছে।"

জন পিটম্যান বলেন যে বিশেষ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বুর্জোয়া প্রচার এই ধারণা সৃষ্টি করতে চেষ্টা করছে যে একচেটিয়া পুঁজির প্রতিনিধি সাম্রাজ্যবাদী সরকারগুলিই রাজনৈতিক উত্তেজনা প্রশমনের পরিপূরক হিসাবে অর্থনৈতিক সহযোগিতার উদ্যোগ নিয়েছে। যাইহোক, বিভিন্ন সামাজিক ব্যবস্থা সমন্বিত দেশগুলির মধ্যে অর্থনৈতিক, বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত সহযোগিতা সম্প্রসারণের জন্য পদক্ষেপগুলি হল সমাজতন্ত্রের শান্তি অভিযানের প্রত্যক্ষ ফলশ্রুতি। ব্যাপক ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিতে দেখলে এটা হল সমাজতান্ত্রিক ও পুঁজিতান্ত্রিক দেশগুলির মধ্যে বাণিজ্য সম্পর্ক সম্প্রসারিত করার ব্যাপারে লেনিনের ধারণার রূপায়ণ। ১৯১৮ সালের লেনিনের নির্দেশ অনুযায়ী সোভিয়েত প্রজাতন্ত্র ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে বাণিজ্যিক চুক্তির এক খসড়া প্রথম রচিত হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পরবর্তীকালের নীতির কথা বলতে গেলে এটা লক্ষ্য না করে পারা যায় না যে যতদিন না পর্যন্ত সামরিকভাবে 'গুটিয়ে রাখা' ও 'ঠেকিয়ে রাখা' এবং অর্থনৈতিক প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা ও ভিয়েতনাম আক্রমণ এসব সম্পর্কে তার রণনীতি সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ প্রমাণিত হয়েছে, ততদিন পর্যন্ত সে সোভিয়েত ইউনিয়নের সাথে কোনো গঠনমূলক আলোচনার প্রয়াস শুরু করে নি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসকগোষ্ঠীর কাছে, সোভিয়েত ইউনিয়ন ও অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির সাথে অর্থনৈতিক সহযোগিতা হল তাদের আন্তর্জাতিক লাইনের জোরপূর্বক সংশোধন। নিশ্চিতভাবে তাদের নিজস্ব লক্ষ্য আছে এবং এর থেকে তারা কিছু সুবিধা আশা করে। এটার কারণ হল যে তারা এফ আর জি ও জাপানের পিছনে পড়ে থাকতে চায় না, কারণ এই সব দেশ সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির সাথে সহযোগিতা সম্প্রসারিত করে চলেছে। অধিকন্তু, কয়েকজন বুর্জোয়া মতাদর্শবিদ ও রাজনীতিবিদ স্পষ্টতই আশা করেন যে বিভিন্ন সামাজিক ব্যবস্থার দেশগুলির মধ্যে অর্থনৈতিক সম্পর্কের ফলে সাম্রাজ্যবাদ সমাজতান্ত্রিক সমাজকে প্রভাবিত করতে পারবে। সুতরাং সমাজতন্ত্রের সাথে বুর্জোয়া সরকার ও একচেটিয়াপতিদের অর্থনৈতিক সহযোগিতার উদ্দেশ্যগুলি হল ভীষণ পরস্পরবিরোধী। কিন্তু এর প্রধান কারণ হল "শক্তির অবস্থান' নীতির দেউলিয়াপনা ও জনগণের ক্রমবর্ধমান চাপ।

নিশ্চিতভাবেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে উত্তেজনা প্রশমনের অনেক শত্রু আছে। এদের মধ্যে রয়েছে অনেক প্রভাবশালী ব্যক্তি। এরা সোভিয়েত-মার্কিন চুক্তিগুলোকে ধ্বংস করতে সচেষ্ট। এরা চায় যে ওয়াশিংটন ঠাণ্ডা যুদ্ধের নীতিতে ফিরে যান। এরা এই সব অলীক কল্পনার আশ্রয় নেয় যে সোভিয়েত ইউনিয়নের কাছ থেকে চাপ দিয়ে, বিশেষ করে বৈষম্যমূলক অর্থনৈতিক প্রয়োগের মাধ্যমে সুবিধা আদায় করা যেতে পারে।

ইরাকী কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির বিকল্প সদস্য **এ হাবা পিটম্যানকে** প্রশ্ন করেন : আমেরিকার কমিউনিস্টরা মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক নীতির বিরুদ্ধে লড়াই করছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসকগোষ্ঠী যে সোভিয়েত ইউনিয়নের সাথে গঠনমূলক আলোচনা মেনে নিয়েছে, তা কি এই লড়াইকে আরো জটিল করেছে?

পিটম্যান এর উত্তরে বলেন যে, নতুন পরিস্থিতিতে কমিউনিস্টদের রাজনৈতিক ও মতাদর্শগত কাজের উপাদান ও দায়িত্ব প্রসঙ্গে জটিলতা শব্দটির চেয়ে সমৃদ্ধ করা শব্দটি সঠিক শব্দ হবে। উদাহরণস্বরূপ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কমিউনিস্ট পার্টি জনগণের কাছে ব্যাখ্যা করেন যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে অর্থনৈতিক সহযোগিতা সম্পর্কিত লেনিনবাদী নীতি অনুসরণ করে সোভিয়েত ইউনিয়ন মার্কিন সাম্রাজ্যবাদকে প্রতিহত করার ব্যাপারে দৃঢ় অবস্থান গ্রহণ করেছে। আমরা এই ধারণাকে আক্রমণ করি যে সোভিয়েত-মার্কিন সহযোগিতা হল কুখ্যাত সমকেন্দ্রাভিমুখী তত্ত্বের প্রতিফলন। যার উপর জোর দেওয়া উচিত তা হল এই যে সহযোগিতা হল আন্তর্জাতিক শ্রেণীসংগ্রামের একটা সুস্পষ্ট রূপ।

লাসজলো নাগিও ঘটনার এই দিকটার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। প্রতিযোগিতা ও সহযোগিতার মধ্যে দ্বান্দ্বিক সম্পর্কের মর্মকে নির্ধারণ করার জন্য তিনি পরামর্শ দেন। তিনি বলেন যে এরা দ্বন্দ্বের দুই মেরু নয়, এরা হল একই জিনিসের দুটি ভিন্ন রূপ। কমিউনিস্টরা এটা পরিষ্কার বোঝাতে পারবেন যদি তাঁরা দেখান যে প্রতিযোগিতা ও সহযোগিতা উভয়ই হল পুঁজিবাদ-বিরোধী সংগ্রামের শান্তিপূর্ণ রূপ। লেনিন বিরোধী সামাজিক ব্যবস্থার রাষ্ট্রগুলির মধ্যে অর্থনৈতিক সহযোগিতার মর্মবস্তুকে ধরতে পেরেছিলেন। তিনি বলেছেন : "সুবিধা মানে শান্তি নয়; এটাও এক ধরনের যুদ্ধ। এই যুদ্ধ ভিন্ন রূপে হচ্ছে এবং এই যুদ্ধ আমাদের উপকারে লাগছে···। সুবিধাগুলি হল অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে যুদ্ধের অনুবৃত্তি কিন্তু এ ক্ষেত্রে আমরা

আমাদের উৎপাদিকা শক্তিগুলিকে বিনষ্ট করি না বরং তাদের বিকাশ ঘটাই···। আমরা কল্পনা করি না যে একমাত্র অস্ত্রের জোরেই আমরা আন্তর্জাতিক বুর্জোয়াদের পরাস্ত করব" (খণ্ড ৩১, পৃঃ ৪৩২-৪৩৩)।

সহযোগিতার বিপরীতে প্রতিযোগিতাকে দাঁড় করানোর ত্রুটির উপর এ· রুমিয়ান্তসেভও জোর দেন। তিনি বলেন যে উভয় ক্ষেত্রেই আমরা দেখতে পাচ্ছি যে বুর্জোয়ারা দুনিয়ার নতুন পরিস্থিতির সাথে, সমাজতন্ত্রের অনুকূলে বিশ্বশক্তিসমূহের পরিবর্তিত বিন্যাসের সাথে নিজেদের খাপ খাইয়ে নিচ্ছে। বুর্জোয়ারা আশা করে যে সমাজতান্ত্রিক গোষ্ঠীর দেশগুলির সাথে অর্থনৈতিক সহযোগিতা তাদের অস্তিত্বকে দীর্ঘায়িত করবে। এর মতাদর্শগত অবস্থান ও রাজনৈতিক উদ্দেশ্য যা-ই হোক না কেন, সর্বদা একটা বিরাট শক্তি তাকে চালনা করছে ঃ তা হল অর্থনীতি ও অর্থনৈতিক স্বার্থ। এর মধ্যেও আন্তর্জাতিক শ্রম বিভাজনের সুবিধাগুলি পড়ে। সুতরাং আমাদের মনে রাখা উচিত যে লেনিন যেমন ব্যাখ্যা করেছেন অন্যান্য উদ্দেশ্য ছাড়াও বুর্জোয়ারা অর্থনীতির প্রভাবে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির সাথে অর্থনৈতিক সহযোগিতায় বাধ্য হয়। পারস্পরিক সুবিধার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত না হলে পরস্পর-বিরোধী সমাজব্যবস্থা-সম্পন্ন দেশগুলির মধ্যে কোনো স্থায়ী অর্থনৈতিক, বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত সহযোগিতার কথা ভাবা যায় না। এর ফলে এই প্রশ্নটি ওঠে ঃ আমরা মনে করি যে সহযোগিতা সংগ্রামের একটা রূপ; অন্যদিকে এর ফলে সংশ্লিষ্ট দেশগুলি উপকৃত হবে বলে মনে করা হয়। এটা কি সংগ্রামে কোনো মোহ সৃষ্টি করে না?

আলোচনায় দেখা গেছে যে উভয়ের স্বার্থেই সহযোগিতা হচ্ছে। কিন্তু কিভাবে সহযোগিতা দুই ব্যবস্থার প্রতিযোগিতাকে প্রভাবিত করে বা করতে পারে, এ সম্পর্কে বিশ্লেষণের প্রয়োজন হয়।

পুঁজিবাদী দেশগুলির কমিউনিস্ট পার্টিগুলির মধ্যে অনেকেই লক্ষ্য করেছে যে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির সাথে অর্থনৈতিক সম্পর্ক মেহনতী জনগণের দুঃখ-দুর্দশার উপশম করতে সাহায্য করছে। এই দুঃখ-দুর্দশার কারণ হল অস্থায়িত্ব ও পুঁজিবাদী-অর্থনৈতিক বিপর্যয়। উন্নত মজুরি ও উৎপাদন স্থায়িত্বের মধ্যে পুঁজিবাদী দেশগুলির মেহনতী জনগণের স্বার্থ রয়েছে এবং সমাজতান্ত্রিক বাজারের মাধ্যমে এ সবের সুবিধা হয়। যে সব শিল্প-উদ্যোগগুলিকে বহুজাতিক একচেটিয়া পুঁজির সাথে তীব্র প্রতিযোগিতা চালাতে হয় তাদের ব্যবসায় টিকে থাকার জন্য সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির সহযোগিতা সাহায্য করে। বহুক্ষেত্রে এই সহযোগিতা হল জাতীয় অর্থনীতির স্বাধীনতা রক্ষা করার হাতিয়ার।

কানাডা কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী সমিতির সদস্য মেল ডোইগ বলেন যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বন্ধন থেকে কানাডার মুক্তির ক্ষেত্রে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির সাথে তাঁর দেশের অর্থনৈতিক, বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত সহযোগিতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। একচেটিয়াপতিরা চাকরি ও জীবনধারণের মান সংকুচিত করার ফলে এই সহযোগিতা অধিকতর চাকরির সুযোগ সৃষ্টি করে। সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির সাথে অর্থনৈতিক সম্পর্কের ফলে শ্রমিকশ্রেণীর কাছে গণতান্ত্রিক শক্তির সাথে একত্রে অর্থনীতির উপর কানাডার নিয়ন্ত্রণ ও স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম পরিচালনা করার অনুকূল পরিস্থিতি সৃষ্ট হয়। এই জন্যই কানাডার কমিউনিস্ট পার্টি তার ২২তম কনভেনশনে যে নীতিগুলি তুলে ধরেছিল তাতে এই সহযোগিতা আরো সম্প্রসারিত করার প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেওয়া হয়। কানাডাতে শ্রমিকশ্রেণী ও গণতান্ত্রিক শক্তির কাছে এই ঘটনা দূরপ্রসারী রাজনৈতিক পরিবর্তনের ক্ষেত্রে এক অবদান রাখবে।

জন পিটম্যান বলেন যে ব্যবসা ও চাকুরির সুযোগ সৃষ্টি করা ছাড়াও, সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির সাথে, প্রথমত সোভিয়েত ইউনিয়নের সাথে সহযোগিতা সমরবাদকে ঠেকিয়ে রাখতে সাহায্য করবে। এর ফলে শিক্ষা, স্বাস্থ্য ইত্যাদি ক্ষেত্রে জরুরী সমস্যা সমাধানের উপযোগী সম্পদকে মুক্ত করে।

সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির কাছে, পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলির সাথে সহযোগিতা হল প্রথমত আন্তর্জাতিক শ্রম বিভাজন দ্বারা উপকৃত হবার ও এইভাবে তাদের অর্থনীতির সাধারণ কার্যকারিতা বৃদ্ধি করার উপায়। জর্জিয়েভ, নাগি ও অন্যান্যরা বলেন যে অর্থনীতিকে প্রগাঢ়ভাবে গভীরতর করার জন্য সমাজতন্ত্রের প্রচুর অন্তর্নিহিত সম্পদ রয়েছে, কিন্তু পুঁজিবাদী দেশগুলির সাথে সহযোগিতা এই প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করেছে মাত্র। অধিকন্তু, সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিতে বিশ্ব-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার সাফল্যগুলিকে দ্রুত প্রবর্তন করাকে সুনিশ্চিত করে এবং শিল্পের উন্নত সাংগঠনিক রূপ ও পদ্ধতি এবং নতুন রীতি আত্মস্থ করার জন্য যেসব সুযোগ সমাজতন্ত্রে বিষয়গতভাবে অন্তর্নিহিত রয়েছে তাদের রূপায়ণকেও সুনিশ্চিত করে। উইলি জার্নস জোর দিয়ে বলেন যে এই নীতি হল মৌলিক ও স্থায়ী। তিনি স্মরণ করেন যে ১৯২০ দশকের প্রথমদিকে, বিশ্বযুদ্ধ ও গৃহযুদ্ধ দ্বারা সৃষ্ট বিশৃঙ্খলার মাঝখানে দাঁড়িয়ে লেনিন বলেছিলেন যে রাশিয়ার অর্থনৈতিক পুনর্জীবন, তার উৎপাদিকা শক্তির পুনর্বাসন পুঁজিবাদী দেশগুলির সাথে ব্যবসায়ের সহযোগিতার মাধ্যমে দ্রুত অনুষ্ঠিত হবে (লেনিন **সংগৃহীত রচনাবলী**, খণ্ড ৪২, পৃঃ ১৯২)। লেনিন বহুভাবে একথা বলেছিলেন, "বাইরে থেকে প্রচুর পরিমাণে সংগ্রহ কর।" (রচনা সংগ্রহ, রুশ সংস্করণ, ৩৬ খণ্ড, ৫৫০ পৃঃ)।

অনেক বক্তাও একথা উল্লেখ করেছেন যে আশু অর্থনৈতিক সুবিধা ছাড়াও পুঁজিবাদী দেশগুলির সাথে সহযোগিতা বিশ্ব অর্থনীতিতে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করে এবং এইভাবে সামাজিক প্রক্রিয়ার ওপর তাদের প্রভাবকে বাড়ায়। কুদ্রভ ও মিত্র বলেন যে বহু দশক ধরে বিশ্ব বাণিজ্যে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির প্রাধান্য থাকার ফলে জাতীয় মুক্তি অঞ্চলের দেশগুলি প্রচুর অর্থনৈতিক ক্ষতি স্বীকার করেছে। সামগ্রিকভাবে বিশ্ব অর্থনীতি ও বিশেষ করে শিল্প উৎপাদনে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির অংশের সামগ্রিক তুলনায় তাদের অংশ এখনো অনেক ক্ষুদ্র (নয় শতাংশের সামান্য বেশি)।

বৈদেশিক বাণিজ্য সংস্থার (পোল্যান্ড) বিভাগীয় প্রধান এ· সেপুরকো এই ক্ষেত্রে ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা ও কর্তব্যগুলি

পরীক্ষা করেন। তিনি বলেন যে বাণিজ্যের মতো সহযোগিতার চিরায়ত ও সরলরূপে সম্প্রসারণের ফলে বিশ্বক্ষেত্রে সমাজতন্ত্রের ভূমিকা বেশ বেড়েছে। কিন্তু প্রথম কিছু জরুরী সমস্যার সমাধান করতে হবে। বিশেষকরে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির রপ্তানি তাদের শিল্প বিকাশের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ প্রতিফলন। উদাহরণস্বরূপ, পশ্চিমের পুঁজিবাদী দেশগুলিতে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির রপ্তানির মধ্যে যন্ত্রপাতির অংশ আবার অন্য দিকে পুঁজিবাদী দেশগুলির রপ্তানির মধ্যে এক বিরাট পার্থক্য রয়েছে : ১৯৬০ সালে পুঁজিবাদী দেশগুলিতে ৬·২ শতাংশ এবং ১৯৭০ সালে এটা প্রায় ৪ গুণ বেড়েছিল। যদিও পার্থক্যটা বেশ কমেছে তবুও এটা এখনও অনেকখানি। স্পষ্টতই এটা হল প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের বাণিজ্যের অহেতুক সংকোচন। সেপুরকো মনে করেন যে দুই ব্যবস্থার দেশগুলির মধ্যে বাণিজ্যের গতিশীল সম্প্রসারণের সুযোগ ভবিষ্যতে বর্তমান সংকটমুহূর্তের চুক্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবে না; এটা নিয়ন্ত্রিত হবে এক দৃঢ় ও স্থায়ী সম্পর্কের দ্বারা। ফ্রান্স, অস্ট্রিয়া, ফিনল্যান্ড ও অন্যান্য দেশগুলির সাথে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির যে-সব চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে তাদের অভিজ্ঞতা থেকে এটা প্রমাণিত হয়েছে।

সম্মেলনে এটার উপর বিশেষ করে জোর দেওয়া হয়েছিল যে ভিন্ন সমাজব্যবস্থার রাষ্ট্রগুলির সহযোগিতাকে শুধুমাত্র অর্থনৈতিক মানদণ্ড দিয়ে বিচার করা উচিত নয়। রাজনৈতিক ও সামাজিক দিক সহ অন্যান্য দিকগুলিও গুরুত্বপূর্ণ। রুমান্তসেভ বলেন যে, আন্তর্জাতিক উত্তেজনা প্রশমনের ক্ষেত্রে সহযোগিতা হল এক প্রধান কাঠামোগত উপাদান। এখানেই এর বিরাট ইতিবাচক রাজনৈতিক গুরুত্ব রয়েছে। সংশ্লিষ্ট দেশগুলিতে সামাজিক জীবন ও শ্রেণী সম্পর্কের উপর এর প্রভাব সমাজতান্ত্রিক ও পুঁজিবাদী সমাজের থেকে মৌলিকভাবে পৃথক। এই সিদ্ধান্ত টানা সঠিক যে এর ফলে এর অর্থনৈতিক ভিত্তি সংহত হয় এবং সমাজতন্ত্র শক্তিশালী হয়ে ওঠে। অন্যদিকে সহযোগিতা সহ পরিবর্তনশীল আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি নতুন অবস্থা সৃষ্টি করে যার ফলে পুঁজিবাদের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব গভীরতর হয়।

সাধারণভাবে সবাই একমত হন যে দীর্ঘমেয়াদে পরস্পর-বিরোধী সামাজিক ব্যবস্থা সম্পন্ন রাষ্ট্রগুলির মধ্যে সহযোগিতা বিশ্ব সমাজতন্ত্রের অবস্থানকেই শক্তিশালী করে, যদিও সাম্প্রতিক অর্থনৈতিক ফলাফল অবশ্যই পারস্পরিক সুবিধার নীতি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়।

এই সিদ্ধান্তের আলোতে অনেক বক্তাই মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-বিরোধী সংশোধনবাদী ও অন্যান্য ধারণাগুলিকে চ্যালেঞ্জ করে। এই সব ধারণা বিভিন্ন সামাজিক ব্যবস্থার রাষ্ট্রগুলির মধ্যে প্রতিযোগিতা ও সহযোগিতার শ্রেণীগত মর্মবস্তু ও ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাকে বিকৃত করে। জার্নস বলেন যে এফ আর জি-তে মাওবাদী, ট্রটস্কীপন্থী ও অন্যান্য বামপন্থী অতি-বিপ্লবীরা সমাজতান্ত্রিক ও পুঁজিবাদী দেশগুলির মধ্যে অর্থনৈতিক সম্পর্ককে 'শ্রেণীগত বিশ্বাসঘাতকতা' ও 'বৈপ্লবিক সংগ্রাম' পরিহার বলে নিন্দা করে। অন্য মেরুতে রয়েছে স্ট্রস ও অতি দক্ষিণপন্থী ঠাণ্ডা যুদ্ধবাজরা, যারা মনে করে যে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের নীতি হল 'সোভিয়েত ইউনিয়নের কাছে পশ্চিমী দুনিয়ার আত্মসমর্পণ'। অতি-বামপন্থীরা শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানকে শান্তিপূর্ণ প্রতিযোগিতা ও সহযোগিতাকে সংশোধনবাদ বলে চিত্রিত করে। তারা প্রমাণ করতে চায় যে এই সব শ্রমিকশ্রেণীর মৌলিক স্বার্থ ও শ্রমিক আন্দোলনের মৌলিক কাজকর্ম থেকে বহুদূরে। কারণ প্রধানত শ্রমিকদেরই যুদ্ধের খরচ বহন করতে হয়, যুদ্ধে প্রাণ দিতে হয়, স্বাস্থ্য হারাতে হয় এবং অভাব ও বঞ্চনা সহ্য করতে হয়। শান্তির সংগ্রাম সর্বদা শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনের অংশ এবং যে দিন থেকে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সেইদিন থেকেই এটা হল তার প্রধান বৈদেশিক নীতি। এই নীতি দুই ব্যবস্থার মধ্যে জগৎজোড়া সংগ্রামকে অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতার অসামরিক ক্ষেত্রে স্থানান্তরিত করার চেষ্টা করে আসছে। প্রসঙ্গক্রমে অতি-দক্ষিণপন্থীরা অধিকতর অর্থনৈতিক সহযোগিতাকে এই ভিত্তিতে বিরোধিতা করে যে এর মাধ্যমে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি তার 'সংকট'কে কাটিয়ে ওঠার চেষ্টা করে। কিন্তু প্রশ্ন হল কোন ব্যবস্থার ক্ষেত্রে 'সংকট' শব্দটি বেশি প্রচলিত হচ্ছে? বর্তমানে কোন ব্যবস্থায় অর্থনৈতিক, আর্থিক, জ্বালানি শক্তি, শিক্ষাব্যবস্থা, স্বাস্থ্য ও নৈতিক ক্ষেত্রে প্রকৃত সংকট রয়েছে? সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে নয়; ফেডারেল রিপাবলিক অব জার্মানি সহ সমস্ত পুঁজিবাদী দেশগুলিতে এই সংকট রয়েছে।

অতি-বামপন্থীদের অভিযোগ হল, সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির সাথে অধিকতর অর্থনৈতিক সহযোগিতা পুঁজিবাদী দেশগুলিতে বৈপ্লবিক সংগ্রামকে দুর্বল করে দেয় কারণ এটা পুঁজিবাদের অন্তর্নিহিত অশুভ ফলাফলকে কাটিয়ে উঠতে সাহায্য করে। এই অভিযোগের কোনো ভিত্তি নেই। এই ধরনের যুক্তি পুঁজিবাদের দ্বন্দ্ব ও নিয়ম সম্পর্কে সামগ্রিক ধারণার অভাবকে প্রমাণ করে।

আমরা মার্কসবাদী-লেনিনবাদীরা কখনো এই সূত্র স্বীকার করি না : "যত খারাপ তত ভালো। শ্রমিকশ্রেণীর অবস্থা যত খারাপ হবে তত বিপ্লবের পক্ষে ভালো।" পুঁজিবাদের অধীনে জনগণের যতটুকু উপকার করা সম্ভব ততটুকু উপকার করতে কমিউনিস্টরা চায়। এই জন্যই এফ আর জি-র কমিউনিস্টরা সোভিয়েত ইউনিয়ন ও অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির সংকটমুক্ত আর্থব্যবস্থার সাথে সম্পর্ক সম্প্রসারিত করার পক্ষে। এইসব সম্পর্ক পুঁজিবাদকে তার অশুভ ফল থেকে মুক্ত করবে না; কিন্তু এর ফলে কয়েকটি ক্ষেত্রে চাকুরি ও উন্নত জীবনের জন্য প্রলেতারিয়েতের সংগ্রামের অনুকূল পরিস্থিতি সৃষ্টি হবে।

হণ্ডুরাসের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সম্পাদক ও রাজনৈতিক কমিশন সদস্য আর প্যাডিলা বলেন যে মধ্য আমেরিকায় অতি-বামপন্থী ঝোঁকের বিরুদ্ধে মার্কসবাদী-লেনিনবাদীদের মতাদর্শগত-রাজনৈতিক সংগ্রাম তীব্র করতে হচ্ছে। এই অতি-বামপন্থী ঝোঁক বিশ্ব রাজনীতিকে চূড়ান্ত ও অপরিবর্তনীয় হিসাবে চিত্রিত করছে। এই সব ঝোঁক উগ্র কমিউনিস্ট-বিরোধী, সাম্রাজ্যবাদী গোষ্ঠী ও অত্যাচার, রাজনৈতিক অস্থিরতা ও ঠাণ্ডা যুদ্ধের প্রবক্তাদের সাহায্য করছে। তাত্ত্বিক ও রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে শ্রেণী-সমঝোতার রূপ হিসাবে নয়, সংগ্রামের রূপ হিসাবে দুই বিরোধী ব্যবস্থার দেশগুলির মধ্যে সহযোগিতার অর্থ তুলে

ধরা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আলোচনায় অংশগ্রহণকারীরা জোর দিয়ে বলেন, বিপরীত সামাজিক ব্যবস্থার দেশগুলির মধ্যে সহযোগিতার মর্ম সম্পর্কে বহু ভ্রান্ত ও বিকৃত ব্যাখ্যার অবতারণা আরো স্মরণ করিয়ে দেয় যে দুই ব্যবস্থার মধ্যে মুখোমুখি সংগ্রামের শান্তিপূর্ণ রূপের বিকাশ শ্রমিকশ্রেণী ও বুর্জোয়াদের মধ্যে সমাজতন্ত্র ও পুঁজিবাদের মধ্যে মতাদর্শগত সংগ্রামের তীব্রতা হ্রাস করে না।

প্রতিযোগিতার ভবিষ্যৎ

সম্মেলনে এক মতৈক্য প্রতিষ্ঠিত হয় যে, যে-সব উপাদান সমাজতান্ত্রিক ও পুঁজিবাদী দেশগুলির অর্থনৈতিক বিকাশের মৌলিক ধারাকে নিয়ন্ত্রিত করে সেই সব উপাদানের বিশ্লেষণ দুই ব্যবস্থার মধ্যে প্রতিযোগিতার ভবিষ্যৎ মূল্যায়নের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ।

রুমান্তসেভ, মিলেইকোভস্কি, নাগি, জর্জিয়েভ, সেপুরকো ও নাদেলিয়া বলেন যে গত কয়েক বছর ধরে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি অর্থনৈতিক পরিচালনা উন্নত করা, দক্ষতা বাড়ানো, উৎপাদন খরচ কমানো, বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত বিপ্লবের সাফল্যগুলিকে কার্যকরভাবে ব্যবহার করা ও অর্থনৈতিক গণতন্ত্র সম্প্রসারিত করার জন্য সক্রিয় পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।

সমাজতন্ত্র ও কমিউনিজম গঠনে যেসব ভ্রাতৃপ্রতিম পার্টি নেতৃত্ব দিচ্ছে তাদের কাছে অর্থনৈতিক দক্ষতা বাড়ানো সম্পর্কিত সমস্ত প্রশ্ন অত্যন্ত জরুরী।

রুমান্তসেভঃ ১৯৬৯ সালে অনুষ্ঠিত কমিউনিস্ট ও ওয়ার্কার্স পার্টির আন্তর্জাতিক সম্মেলনে এল আই ব্রেঝনেভ বলেছিলেন যে সোভিয়েত ইউনিয়ন "অর্থনৈতিক কার্যকারিতা ও তার বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত মানের জন্য পৃথিবীতে সবচেয়ে উন্নত জাতীয় অর্থনীতি সৃষ্টি করে চলেছে।" ব্রেঝনেভের এই উক্তিই এই ক্ষেত্রে আমাদের পার্টির কাজকর্মকে পরিচালনা করছে।

রোবাল ঃ চেকোশ্লোভাকিয়ার কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি অর্থনীতির বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত বিকাশকে ত্বরান্বিত করার জন্য কাজ করছে।

জর্জিয়েভঃ ১৯৭৪ সালে অনুষ্ঠিত বুলগেরিয়ার কমিউনিস্ট পার্টির এক জাতীয় অধিবেশনে সমাজতান্ত্রিক সমাজ নির্মাণের ক্ষেত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসাবে ও পুঁজিবাদের সাথে প্রতিযোগিতায় সমাজতন্ত্রের পূর্ণ বিজয়ের ক্ষেত্রে চূড়ান্ত হিসাবে শ্রমের উৎপাদিকা শক্তি নিয়ে আলোচিত হয়।

এখানে দেখানো হয়েছে যে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির বিকাশে বর্তমান স্তরের প্রধান ও নির্ধারক বৈশিষ্ট্য হল উৎপাদনের অটল বৃদ্ধি। এর সাথে জড়িয়ে আছে সমগ্র অর্থনৈতিক প্রক্রিয়ার গুণগত উন্নতিসাধন ও সমাজতান্ত্রিক সামাজিক-অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যে অন্তর্নিহিত সম্পদগুলির অধিকতর কার্যকর প্রয়োগ। একই সঙ্গে এটা লক্ষ্য করা হয়েছে যে এই সাধারণ প্রক্রিয়ায় উদ্ভূত বিভিন্ন কাজের আপেক্ষিক গুরুত্বের তারতম্য ঘটে। একটা সমাজতান্ত্রিক দেশ প্রকৃতপক্ষে যে অর্থনৈতিক স্তরে এসে পৌঁছেছে তার ওপর নির্ভর করে এই তারতম্য ঘটে। বিশেষ করে মঙ্গোলিয়ার অর্থনীতিবিদ **এল গুরঝাভ,** ডি এস সি এই বিষয়ের ওপর জোর দেন। তিনি বলেন যে অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির মতোই মঙ্গোলিয়ার কাছেও অর্থনৈতিক কাঠামো ও উৎপাদন প্রক্রিয়াকে সর্বোৎকৃষ্ট করার সমস্যাটি সমান প্রাসঙ্গিক। জাতীয় অর্থনীতির প্রধান শাখা হল কৃষি যেখানে মোট উৎপাদনের ৮০ শতাংশ পশুপালন থেকে আসে। এই ঘটনাকে বিচারের মধ্যে এনে সমস্যাটি দেখা উচিত। অতএব আমাদের অন্যতম প্রধান কাজ হল দৃঢ়ভাবে এর উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করা।

রুমানিয়ার অর্থনৈতিক বিজ্ঞান আকাদেমির অধ্যাপক এ পুইউ বলেন যে, সমাজতান্ত্রিক প্রত্যেক দেশ স্বীয় উন্নয়নের, বিশেষ করে অর্থনৈতিক উন্নয়নের, অবিচ্ছিন্ন অগ্রগতির জন্য কতখানি সুনিশ্চিত ব্যবস্থা করল, নিজের মনুষ্য শক্তি ও বস্তু-সম্পদ কতটা কাজে লাগাতে পারল, আধুনিক বিজ্ঞান ও কারিগরি জ্ঞান কতটা আয়ত্ত করতে পারল, তার উপরই সমাজতন্ত্রের বিশ্ব-মর্যাদা সরাসরি নির্ভরশীল। সঙ্গে সঙ্গে একথাও মনে রাখতে হবে যে, সমাজতন্ত্রের জগৎ অন্তর্ভুক্ত দেশ সমেত প্রত্যেক দেশেরই নিজস্ব কতগুলি বৈশিষ্ট্য থাকে। সেজন্যই দু-সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে প্রতিযোগিতা, আরও নির্দিষ্ট করে বললে, ঐ প্রতিযোগিতা যে আকারে আত্মপ্রকাশ করে, তা শিল্পোন্নত সোভিয়েত ইউনিয়নে, চেকোশ্লোভাকিয়া কিংবা জি-ডি-আর এবং অপেক্ষাকৃত কম উন্নত রুমানিয়ার সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রে এক রকমের হয় না বলে অধ্যাপক পুইউ মন্তব্য করেন।

কয়েকজন বক্তা বলেন যে, প্রত্যেক সমাজতান্ত্রিক দেশের সর্বাপেক্ষা অনুকূল কাঠামোর সুনিশ্চিতির ও তার অর্থনৈতিক উন্নয়ন মাপবার স্বচ্ছতর গুণগত সূচকের সঙ্গে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির সহযোগিতা বৃদ্ধির ও তার পূর্ণতার সরাসরি সম্পর্ক রয়েছে। অর্থনৈতিক ফলপ্রসূতার জন্য আন্তর্জাতিক সমাজতান্ত্রিক শ্রম বিভাগের অসাধারণ সুবিধা থেকেই তা গজিয়ে ওঠে। ইউ এস এস আর বিজ্ঞান আকাদেমি কর্তৃক প্রণীত নিবন্ধে সূত্রায়িত নিম্নোক্ত অবস্থান সম্পর্কে আলোচনায় অংশগ্রহণকারী সকলে একমত হন ঃ "পুঁজিবাদের তুলনায় সমাজতান্ত্রিক আন্তর্জাতিক শ্রমবিভাগের অন্যতম সুবিধা হল পরিকল্পিত উপায়ে তাকে যে কার্যকর করা হয় সেখানে···

"সি এম ই-এ সদস্য রাষ্ট্রগুলির সহযোগিতার রূপের মধ্যে গত কয়েক বছরে গুরুত্বপূর্ণ উন্নতি পরিলক্ষিত হয়েছে—উৎকৃষ্ট পরিকল্পনা, অর্থনৈতিক সমস্যাগুলির অখণ্ড মীমাংসা এবং অধিকতর কার্যকর সহযোগিতার মধ্যে তা পরিস্ফুট। তা সি এম ই -এ-ভুক্ত প্রত্যেক দেশের জাতীয় অর্থনৈতিক কার্যসূচীকে আন্তর্জাতিক দরের মানদণ্ডে বিচার করার সুযোগ সৃষ্টি করে দিয়েছে, সর্বাপেক্ষা যুক্তিগ্রাহ্য অর্থনৈতিক কাঠামো ক্রমান্বয়ে স্থাপনের পূর্বশর্ত প্রস্তুত করছে, এবং অর্থনৈতিকভাবে কার্যকর কোন পণ্যের ব্যাপক উৎপাদন কোথায় হতে পারে তার সুনির্দিষ্টকরণকে সম্ভব করছে। বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত গবেষণা ও উন্নয়নের ক্ষেত্রেও অনুরূপ পরিস্থিতি বিকাশ লাভ করছে।

"ওসবগুলিই একত্রেই যেমন প্রত্যেক দেশের বস্তু ও

মনুষ্য শক্তির তেমনই সামগ্রিকভাবে সমাজতান্ত্রিক সমবায়ের যাবতীয় শক্তির সদ্ব্যবহারকে সুনিশ্চিত করছে।"

বিতর্কের মধ্যে এটা লক্ষ্য করা হয়েছে যে, সমাজতান্ত্রিক কাঠামোর মধ্যে আন্তর্জাতিক শ্রম বিভাগ ও সংহতির প্রক্রিয়ার অন্যতম প্রধান সুবিধা হল এই যে, এক দেশের সঙ্গে অন্য দেশের অর্থনৈতিক বিকাশের তারতম্য হ্রাস পাবার ধারা সৃষ্টি হয়। এ বিষয়টিকে বিশদ করে **গুরজাব** দেখান যে মঙ্গোলিয়ার যে দ্রুত উন্নতি হয়েছে তা সি এম ই-এ দেশগুলির ভ্রাতৃত্বমূলক সহযোগিতায় তার যোগদানের জন্য, সোভিয়েত ইউনিয়ন ও অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশের বিপুল সাহায্যের জন্য এবং সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক সংহতি সাধনের সর্বব্যাপক কার্যসূচী সুদৃঢ় রূপায়ণের জন্যই বহুলাংশে সম্ভব হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে একথাও তিনি জোর দিয়ে বলেন যে, বিভিন্ন দেশের জাতীয় অর্থনীতির তারতম্য হ্রাস পাবার অর্থ কিছুতেই এ নয় যে তাদের কাঠামোগত চেহারা এক রকমের হয়ে উঠছে। অর্থনৈতিক মানদণ্ডের বিচার পদ্ধতিতে তারতম্য হ্রাস পাবার অর্থ হল এই যে প্রত্যেক দেশের অর্থনৈতিক কাঠামো সমভাবে দক্ষ হয়ে উঠছে, যদিও একের সঙ্গে অপরের কাঠামোর পার্থক্য থাকতে পারে। অর্থনৈতিক উন্নয়নে সমত্ব আনার জন্য সি এম ই-এ অনুসৃত কাজের গুরুত্বকে **পিইউ** দেখান। কমরেড সিইএস্কু-র মন্তব্যের উল্লেখ করেই তিনি বলেন যে, রুমানিয়া সমেত সি এম ই-এর অন্তর্ভুক্ত সকল দেশের দ্রুত অগ্রগতির সহায়ক সমানাধিকারসম্পন্ন সহযোগিতা সৃষ্টির ঐ প্রতিষ্ঠানটিকে আমাদের পার্টি সবিশেষ মর্যাদা দিয়ে থাকে।

বুলগেরিয়ার কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির আন্তর্জাতিক দপ্তরের উপদেষ্টা **ভি বুটাসকভ** প্রস্তাব করেন যে, পুঁজিবাদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় ভবিষ্যতে গভীর প্রভাব বিস্তার করতে পারে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির সর্বশেষ ঐরূপ ধারাসমূহ ও বিকাশ সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীদের একটা সংক্ষিপ্ত সামান্যীকরণের প্রয়োজন আছে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত বিপ্লবের সাফল্যের সঙ্গে সমাজতন্ত্রের সুবিধাকে যোগ করে, যুগপৎ সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক সংহতির প্রক্রিয়ায়, যে অর্থনৈতিক প্রচণ্ড গতি সৃষ্টি হয়েছে বক্তারা তার প্রধান তাৎপর্যকে জোরের সঙ্গেই বলেন। এ বিষয়টার প্রতিও লক্ষ্য দেওয়া হয় যে, সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার সীমানার বাইরের অনেক উপাদানও প্রতিযোগিতাকে প্রভাবিত করছে এবং সমাজতন্ত্রের সাফল্যে সাহায্য করছে।

সি পি এস ইউ-র কেন্দ্রীয় কমিটির উপদেষ্টা বি লেডিগিন বলেন যে, দু সমাজ ব্যবস্থার শান্তিপূর্ণ প্রতিযোগিতার সাফল্য বহুবিধ উপাদানের আন্ত-সম্পর্কের দ্বারা যে নির্ধারিত হয় একথা খুবই যথার্থ। ঐসব উপাদানই বিশ্ব শক্তিসমূহের পারস্পরিক সম্পর্কের সারবস্তু। প্রত্যেক সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ সম্পদ সমাবেশ এবং যুগপৎ সকলের সহযোগিতা ও সংহতির স্তরের উপর সমাজতন্ত্রের প্রয়াস সরাসরিভাবে নির্ভরশীল। বর্তমান কালের পরিস্থিতিতে ওর একটা অপরটার সঙ্গে বস্তুতই অচ্ছেদ্য। সঙ্গে সঙ্গে, সমাজতন্ত্রের শক্তি বিকাশের সংশ্লিষ্ট উপাদানগুলি ছাড়াও পুঁজিবাদের দুর্বল হয়ে পড়া থেকে বাড়তি সুযোগ পাওয়া যায়।

গ্রেট ব্রিটেনের কমিউনিস্ট পার্টির কার্যনির্বাহী কমিটির অর্থনৈতিক কমিশনের সদস্য **জন পুর্টন** পুঁজিবাদী দুনিয়ার পরিবর্তনশীল পরিস্থিতি সম্পর্কে আলোচনা করেন। অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতা ও সহযোগিতার উপর বিশ্ব পুঁজিবাদের সাধারণ সংকটের প্রভাব কিভাবে পড়ছে তার মূল্যায়নের প্রয়োজনীয়তার উল্লেখ করার পর, যুদ্ধ-পরবর্তী কালপর্বের নির্দিষ্ট পরিস্থিতি সূত্রাকারে উপস্থিত করে তিনি এ-ও দেখান যে কিভাবে পুঁজিবাদী অর্থনীতির সাময়িক দৃঢ়মূল উন্নতির অবস্থা তাতে সৃষ্টি হয়েছিল। বৃহত্তর ও অধিকতর শক্তিশালী সমাজতন্ত্রের সেক্টর, মুক্তি আন্দোলনের দ্রুত বিস্তার ও তার সাফল্য, এবং পুঁজিবাদী দেশগুলিতে সংগঠিত শ্রমিকশ্রেণীর শক্তিবৃদ্ধির : এসবই ছিল চ্যালেঞ্জ, যাকে একচেটে পুঁজিবাদের রাষ্ট্রগুলি অর্থনৈতিক বিকাশের ধারাকে আর্থিক হস্তক্ষেপ দ্বারা এবং চাহিদা বজায় রাখার কিনসীয় উপায়ের দ্বারা মীমাংসা করতে চেয়েছিল। ঐ নীতি অর্থনৈতিক চক্রের মধ্যে মন্দার প্রবৃত্তিকে আংশিকভাবে প্রতিহত করতে পারছিল এবং পর পর কতগুলি তেজী ভাবও সৃষ্টি করতে পেরেছিল। বর্তমানে সেই অবস্থা দ্রুত বদলে যাচ্ছে। মুদ্রাস্ফীতি এবং তারই ফলস্বরূপ একচেটে পুঁজিবাদের বিকাশের অসমতা পুঁজিবাদী ব্যবস্থার স্থিতিশীলতাকে বিপর্যস্ত করে দিয়েছে। ঐ সংকট যখন আরও গভীর হবে তখন পুঁজিবাদী ব্যবস্থার যাবতীয় দ্বন্দ্ব-বিরোধ বেড়ে যাবে : যেগুলি হল,একক একচেটে পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের সঙ্গে পুঁজিবাদী রাষ্ট্রসমূহের বিরোধ, উন্নত পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে উন্নয়নকামী রাষ্ট্রগুলির বিরোধ, এবং পুঁজিবাদীদের সঙ্গে শ্রমিকশ্রেণীর বিরোধ

ডেনমার্কের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য **এইচ· ক্লোস্টার** পুঁজিবাদী বিশ্বের অবশ্যম্ভাবী সংকটের বিষয়টি পুনরায় জোর দিয়ে উল্লেখ করে নিজেদের দেশের উদাহরণ উপস্থাপিত করে দেখান যে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার মধ্যে অর্থনৈতিক উন্নতি কিভাবে শ্রেণী সংকটকে তীব্রতর করে তুলছে এবং শ্রমিকশ্রেণীর ঘাড়ে অর্থনৈতিক সংকটের যাবতীয় বোঝা চাপিয়ে দেবার প্রয়াস কিভাবে চলছে।

এ হাবা পুঁজিবাদী অর্থনীতির উপর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত বিপ্লবের প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা করেন। তিনি প্রশ্নাকারে উপস্থিত করেন : একথা কি বলা যায় যে, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত বিপ্লব, যার সাফল্যগুলিকে পুঁজিবাদী অর্থনীতি, বিশেষ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে, ব্যাপকভাবে ব্যবহার করছে, তা কি পুঁজিবাদকে অবিরাম অর্থনৈতিক উন্নয়নে মদত যোগাচ্ছে? আর এটা বা কি করে সম্ভব যে, চলতি বুর্জোয়া সমাজের মধ্যেই বিজ্ঞান, ইঞ্জিনিয়ারিং ও প্রযুক্তির তর্কাতীত সাফল্যসমূহ একদিকে, অপরদিকে উৎপাদনী শক্তির বিকাশে সাম্রাজ্যবাদ সৃষ্ট অবক্ষয় ও প্রতিবন্ধ প্রবৃত্তি এই দুটো একসঙ্গে খাপ খেতে পারে? এই প্রশ্নগুলির উপর আলোচনা প্রসঙ্গে যে মত বেরিয়ে আসে তা হল এই যে, পুঁজিবাদের উপর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিপ্লবের প্রভাব সম্পর্কে আলোচনার সময়, প্রথমত একে দীর্ঘমেয়াদী পরিপ্রেক্ষিতে দেখতে হবে, দ্বিতীয়ত শুধুমাত্র উৎপাদনী শক্তির উপর তাৎক্ষণিক প্রভাবকে বিচার করলেই চলবে না তার সামাজিক ফলাফলকে বিচার করতে হবে। অধ্যাপক ডি সজাণ্টো (হাঙ্গেরি) বলেন, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিপ্লবের সাফল্য

পুঁজিবাদী অর্থনীতির অগ্রগমনে কোনো এক পর্যায়ে সাহায্য যদি করেও (যা অনিবার্যভাবেই স্থায়ী পুঁজির রূপান্তরের সঙ্গে জড়িত), তবু তা পুঁজিবাদের মৌলিক বিরোধগুলির নিরসন করে না। পক্ষান্তরে সেই দ্বন্দ্বগুলি আরও বেড়ে ওঠে; নতুন গভীর সংকটের পথ আরও বাড়ে, যেমন মন্দা, উৎপাদন ক্ষমতাকে বন্ধ্যা করা এবং গণ-বেকারি। বস্তুত, সংকটসমূহের বর্তমানের পঞ্জীভূত চরিত্র বহুলাংশে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিপ্লবেরই ফল, পুঁজিবাদ এই সাফল্যকে যে সুদৃঢ় উন্নতির বাহন করতে পারছে না তার সেই অক্ষমতার ফল। অর্থনৈতিক মন্দা ও গণ-বেকারি দুইই সামাজিক ব্যাধি ও উৎপাদন ক্ষমতাকে সরাসরি ছত্রখান করা ; এ শুধু বিকাশের নিম্নগতি নয়। সংকটসমূহের এরূপ গভীরতার বৃদ্ধি একটা ক্ষয়িষ্ণু সমাজ ব্যবস্থার ভিতরকার ঐতিহাসিক ধারার পরিষ্কার সাক্ষী।

দুই সমাজ ব্যবস্থার প্রতিযোগিতার পরিপ্রেক্ষিতে তা হলে বিষয়টাকে কিভাবে বুঝতে হবে? মিলিকোভস্কি বলেন : তা এই যে, পুঁজিবাদের ভেতরে বিজ্ঞান ও প্রাযুক্তিক সাফল্যগুলিকে যেমন ছোট করে দেখা উচিত নয়, তথাপি নিশ্চিতভাবেই একথা বলা যায় যে, তা অনিবার্যভাবেই সামাজিক ঝড় সৃষ্টি করবে, এবং পুঁজিবাদী অর্থনীতি তার দ্বারা দীর্ঘমেয়াদী সুদৃঢ় কোনো উন্নতির ব্যবস্থা করে নিতে অক্ষম হবে।

দু-সমাজ ব্যবস্থার প্রতিযোগিতার সম্ভাবনা সম্পর্কে আলোচনার সময় বিশ্ব বিপ্লবী প্রক্রিয়াকে বাড়িয়ে তোলে এবং পুঁজিবাদের সাধারণ সংকটকে গভীরতর করে, সেই মৌলিক নিয়মগুলিকে অবশ্যই হিসেবের মধ্যে রাখতে হবে। গত কয়েক বছরের ঘটনা সাম্রাজ্যবাদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থানের দুর্বল হয়ে যাওয়ার, এবং বুর্জোয়া সমাজের জ্বলন্ত সমস্যাগুলি সমাধানে তার অক্ষমতার তর্কাতীত প্রমাণ দিয়ে যাচ্ছে। এ হচ্ছে অবস্থার বিষয়গত দিক। আবার বিষয়ীগত উপাদানের ক্রমবর্ধমান ভূমিকা সম্পর্কেও অবহিত হতে হবে। আমরা গুণগতভাবেই এক নতুন অবস্থা দেখছি। তা হল এই যে, উত্তেজনা প্রশমন পরিস্থিতির মধ্যে উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলিতে শ্রেণীসংগ্রাম অভূতপূর্ব তীব্রতা লাভ করছে, এবং অসামান্য সাফল্যও অর্জন করছে। রাষ্ট্রীয় একচেটে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার উপর শ্রমিকশ্রেণী কঠোর আঘাত হানছে। বড় বড় সরকারি চাকুরেরা শ্রমিকশ্রেণীর কায়দায় সংগ্রামে লিপ্ত হচ্ছে। পেটি-বুর্জোয়া ও মধ্যবর্গী ব্যাপক জনসাধারণ শ্রেণীসংগ্রামে অংশগ্রহণ করছে। আমাদের অনেক ভ্রাতৃপ্রতিম পার্টি লক্ষ্য করছে যে, জাতির অধিকাংশের নেতৃত্ব দিতে তারা সক্ষম হবে, তার অনুকূল অবস্থা দেশে তৈরি হচ্ছে।

দু-সমাজ ব্যবস্থার প্রতিযোগিতায় সমাজতন্ত্রের সাফল্য বিশ্ব বিপ্লবী প্রক্রিয়াকে সাহায্য করে। তাছাড়া, পুঁজিবাদী দেশগুলিতে শ্রমিকের শ্রেণী ক্রিয়াকলাপ বৃদ্ধি, একচেটে পুঁজি-বিরোধী যাবতীয় শক্তির ঐক্য বিধানে শ্রমিকশ্রেণীর মুখ্য ভূমিকা, এবং জাতীয় মুক্তির সংগ্রামগুলি যে সামাজিক বিপ্লবের দিকে ধাবিত হচ্ছে—এ সবই পুঁজিবাদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় সমাজতন্ত্রকে সাহায্য করছে। বহু বক্তার বক্তব্য থেকে এই কথাটাই বেরিয়ে এসেছে যে, আন্তর্জাতিক শ্রমিকশ্রেণীর ক্রমবর্ধমান সংগ্রাম এবং ক্রমোচ্চ জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম, দু-সমাজব্যবস্থার প্রতিযোগিতার ধারা ও সম্ভাবনার বিকাশে ঐ দুটো খুবই গুরুত্বপূর্ণ উপাদান বলে চিহ্নিত হবে।

জে পার্টন বলেন যে, স্বীয় ব্যবস্থার মধ্যে একচেটে পুঁজিবাদ তার মৌলিক দ্বন্দ্ব-বিরোধের সমাধান করবে তার উপায় নেই। কিন্তু, জাতীয় ভিত্তিতে পরিকল্পিত ও গণতান্ত্রিকভাবে নিয়ন্ত্রিত আর্থ-ব্যবস্থার জন্য এবং আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক সম্পর্কের গোটা ব্যবস্থার পুনর্গঠনের জন্য সংগ্রাম করে শ্রমিকশ্রেণী অনেক কিছু পেতে পারে। দুই বিপরীত সমাজ ব্যবস্থার অর্থনৈতিক সহযোগিতার মর্মবস্তুতে তা বিপুল পরিবর্তন আনবে। প্রতিযোগিতার ঐ ধরন সমাজতন্ত্রের নিকট হবে অধিক ফলদায়ী, এবং লাভ কুড়িয়ে নিতে সক্ষম এমন সকল দেশের শ্রমজীবী জনগণই তার দ্বারা উপকৃত হবে। তবে একথা নিশ্চিত যে, শান্তি, গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের সংগ্রাম নতুন সুযোগ পায় ঐরূপ সকল রকমের গণ-আন্দোলনে প্রতিক্রিয়াশীলরা হিংস্রভাবে বাধা দেবে।

ইরানের পিপল্‌স পার্টির কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী ব্যুরোর সহযোগী সদস্য **এইচ সাফারি** বলেন যে, পুঁজিবাদের সঙ্গে সমাজতন্ত্রের সার্থক প্রতিযোগিতায় উন্নয়নশীল দেশগুলির স্বার্থ বড় কম নয়। এই প্রতিযোগিতায় সাফল্য সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক সম্ভাবনাকে বৃদ্ধি করতে এবং উন্নয়নশীল দেশগুলির সঙ্গে সহযোগিতার বস্তুগত ভিত সংহতিকরণে সমাজতন্ত্রকে সাহায্য করে। এরই পাশাপাশি সাম্রাজ্যবাদের প্রভাব হ্রাস পায়—ফলে উপরোক্ত ঘটনা অর্থনৈতিক স্বাধীনতার জন্য উন্নয়নশীল দেশের জনসাধারণের সংগ্রাম করার সুযোগকে বাড়াতে থাকে; শক্তিশালী তৈল-একচেটের বিরুদ্ধে তৈল-উৎপাদক দেশগুলির অর্জিত লাভ যার দৃষ্টান্ত। ক্রমেই বেশি বেশি উন্নয়নকামী দেশ সাম্রাজ্যবাদের প্রভাবকে নিশ্চিহ্ন করার চেষ্টায় বৈদেশিক ও অভ্যন্তরীণ উভয় নীতির ক্ষেত্রে স্বাধীন ভূমিকা গ্রহণ করছে, যার মানে হল এই যে, দুই ব্যবস্থার প্রতিযোগিতায় তারাও পুঁজিবাদের অবস্থানকে ভীষণভাবে দুর্বল করে দিচ্ছে। সমাজতন্ত্র ও পুঁজিবাদের শান্তিপূর্ণ প্রতিযোগিতার ফলে, নতুন রাষ্ট্রগুলির ন্যায্য অধিকার রক্ষা করার ও তাদের প্রয়োজন পূরণের রক্ষাকবচসহ আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক সম্পর্কের এক নতুন ব্যবস্থা প্রবর্তন সম্ভবপর হচ্ছে।

বলিভিয়ার কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য **এল পাডিলা** বলেন যে, দুই সমাজব্যবস্থার প্রতযোগিতা আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিকে দারুণভাবে প্রভাবিত করছে। লাতিন আমেরিকার রাজনীতিতে এর ফলাফল কি রকমের? তা কি ঐ মহাদেশের বিপ্লবী আন্দোলনকে উৎসাহ দেয়? বিভিন্ন দেশের ও সমগ্রভাবে মহাদেশের অবস্থা বিশ্লেষণ করে এল পাডিলা এই সিদ্ধান্ত টানেন যে, বিশ্ব রাজনৈতিক উত্তেজনা প্রশমন এবং দুই ব্যবস্থার সংগ্রামের ক্ষেত্রে শান্তিপূর্ণ রূপের বিকাশ এমন এক বাতাবরণ সৃষ্টি করেছে যখন লাতিন আমেরিকায় সাম্রাজ্যবাদের কর্তৃত্ব আর একচ্ছত্র নয়, যখন সাম্রাজ্যবাদের অত্যাচার নিরসনে জনগণের ও শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলন করার সুযোগ বৃদ্ধি পেয়েছে, যে-আন্দোলন সাম্রাজ্যবাদের অত্যাচারের অবসান ঘটিয়ে জাতীয়

স্বাধীনতাকে সম্পূর্ণ করে সমাজতন্ত্রের পথ সুগম করে দেবে।

প্যারাগুয়ের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় রাজনৈতিক কমিশনের সদস্য **পি ভাসকুয়েজ** তাঁদের দেশের অবস্থার সঙ্গে বিশ্বের বাতাবরণ পরিবর্তনের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক, যদিও প্রত্যক্ষ সম্পর্ক নয়, তার ব্যাখ্যা দেন। তিনি বলেন যে, শান্তিপূর্ণ প্রতিযোগিতার বর্ধিত গুরুত্ব ষ্ট্রয়েসনারের নয়া-ফ্যাসিবাদী একনায়কত্বের অবস্থানকে খুবই কঠিন ও জটিল করে তুলছে, ইতোপূর্বেই তার সামাজিক সংকীর্ণ ভিত আরও দুর্বল হচ্ছে, পক্ষান্তরে জাতীয় একনায়কত্ব-বিরোধী ফ্রন্টের ভিত প্রসার লাভ করছে। আন্তর্জাতিক আঙ্গিনাতেও একনায়কতন্ত্রী রাজত্বের নিঃসঙ্গতা বাড়ছে—যে রাজত্ব উত্তেজনা প্রশমনের প্রাথমিক নিয়মগুলিকেও অগ্রাহ্য করার নীতি চালিয়ে যাচ্ছে, যেজন্য তার আপন প্রভু মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের নিকট থেকেও সে তিরস্কৃত হচ্ছে।

এস মিত্র, এ হাবা, এম ডায়াস ও **এইচ সাফরি** জোর দিয়ে বলেন যে, উন্নয়নকামী দেশগুলির অর্থনৈতিক পশ্চাৎপদতা কাটিয়ে ওঠার প্রয়াস যুক্তিসঙ্গত কারণেই দু-সমাজ-ব্যবস্থার প্রতিযোগিতার সঙ্গে তাদের সম্পর্ককে ঘনিষ্ঠ করে তোলে। সাম্রাজ্যবাদী ও সমাজতান্ত্রিক উভয় প্রকার দেশের নিকট থেকেই নতুন জাতীয় রাষ্ট্রগুলির আর্থিক ও প্রাযুক্তিক সাহায্য গ্রহণের জরুরী তাগিদ রয়েছে। উন্নয়নকামী দেশগুলি উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলির যে সাহায্য পেয়ে থাকে তার তুলনায় সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক ও প্রাযুক্তিক সাহায্য তাৎপর্যপূর্ণ পরিমাণে বেশি সুবিধাজনক। ঋণের পরিমাণ দিয়ে যার বিচার নয়; তার বিচার তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির অর্থনৈতিক সম্পর্ক সম্পর্কিত মানদণ্ডে।

এম ডায়াস বলেন, সাম্রাজ্যবাদ, বিশেষ করে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ, প্রভুত্বের নীতির উপর উন্নয়নশীল দেশগুলির সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র মনে করে যে, অন্য দেশকে নিয়ন্ত্রণ করা শক্তিশালী দেশের একটা স্বাভাবিক অধিকার। সর্বত্রই সে সেই "অধিকার" প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করে। তার সেই প্রচেষ্টা চলছে লাতিন আমেরিকাতেও—যেখানকার অবস্থার বৈশিষ্ট্য হল এই যে, একদিকে ক্রমবর্ধমান বিপ্লবী প্রক্রিয়া ও তার প্রতি অনুগত শক্তিসমূহের ক্রমবর্ধমান ঐক্য, অন্যদিকে বিপ্লবী পরিবর্তনকে প্রতিহত করার জন্য মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের মরিয়া প্রয়াস।

এস মিত্র বলেন যে, সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির এবং আন্তর্জাতিক অর্থ সংস্থাগুলির ঋণদান নীতির মুখ্য উদ্দেশ্যটাই হল এমন অবকাঠামো সৃষ্টি করা যেখানে বিদেশী পুঁজিপতিদের ক্রিয়াকলাপের সুবিধা হয় এবং একচেটেদের বাজারের সুযোগ করে দেওয়া যায়। উন্নয়নশীল দেশগুলির প্রতি সমাজতান্ত্রিক গোষ্ঠীর নীতি কার্যত বিশ্ব পুঁজিবাদের নীতির সম্পূর্ণ বিপরীত। এই নীতি পারস্পরিক সুবিধার ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত এবং স্বাধীনতার জন্য সংগ্রামের সহায়ক।

ফিলিপাইনস-এর কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য **এফ মালয়া** বলেন, উন্নয়নশীল দেশগুলিকে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে যৌথ সংগ্রামে সমানদের মধ্যে খাঁটি দীর্ঘমেয়াদী মৈত্রী দান করে। উন্নয়নশীল দেশগুলির সঙ্গে তারা কূটনৈতিক, বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক সম্পর্ক স্থাপন করে এবং একচেটের নিয়ন্ত্রণমুক্ত অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতিবেগ বৃদ্ধিতে সাহায্য দেয়। বিশেষ করে যেসব দেশ সমাজতন্ত্রমুখিন সেখানে তারা রাষ্ট্রীয় সেক্টর নির্মাণে তাদের সাহায্যকে কেন্দ্রীভূত করে, এবং সেই সমস্ত পণ্য উৎপাদনের কারখানা স্থাপনে সাহায্য করে যার দ্বারা ঐ দেশে লাভজনকভাবে উৎপাদন করা যায়, এবং যে ঋণ দেওয়া হয়েছে তা ঐ কারখানার উৎপাদিত পণ্যেই পরিশোধ করা যায়। আর যে সমস্ত দেশ এখনো সাম্রাজ্যবাদের "রক্ষণাবেক্ষণ"-এ থাকাকেই পছন্দ করছে কিম্বা তদবস্থায় থাকতে বাধ্য হচ্ছে তাদের সঙ্গে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি স্বাভাবিক বাণিজ্য সম্পর্ক স্থাপন করার চেষ্টা করে, তাদের আমদানীর সুবিধা বৃদ্ধি ও রপ্তানীর বাজার সৃষ্টিতে সাহায্য করে, যা ক্রমে ঐসব দেশের সাম্রাজ্যবাদের উপর নির্ভরতাকে কমিয়ে আনে।

জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের অঞ্চলগুলিতে সাম্রাজ্যবাদের লুণ্ঠনের নীতির বিরুদ্ধে ও পুঁজিবাদী সামাজিক সম্পর্কের বিরুদ্ধে জনগণের প্রতিবাদের তীব্রতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পুঁজিবাদ-বিরোধী ধারা প্রবলতর হচ্ছে। আরও উন্নতির জন্য পথসন্ধানী বেশি বেশি জাতীয় শক্তি অ-পুঁজিবাদী ধারায় অর্থনীতির ও সামাজিক সংস্থাসমূহের পুনর্বিন্যাস দাবি করছে, যার শেষ লক্ষ্য হল সমাজতন্ত্র। এস মিত্র বলেন যে, সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির দৃষ্টান্ত ও অভিজ্ঞতা উন্নয়নশীল দেশগুলির আরও বেশি ও বেশি মানুষকে সমাজতন্ত্রের দিকে আকর্ষণ করছে। ঐ জনগণকে জয় করার সাফল্য উন্নয়নশীল দেশগুলির স্বার্থে নয়া-ঔপনিবেশিকতার বিরুদ্ধে সংগ্রামে সমাজতান্ত্রিক সকল দেশ কতখানি সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে, তার উপর বহুলাংশেই নির্ভরশীল।

এ হাবা জোর দিয়ে বলেন যে, তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির পথ বেছে নেওয়ার ক্ষেত্রে কমিউনিস্ট ও বিপ্লবী প্রগতিশীল পার্টিগুলির ভূমিকাই প্রধান। আর একটা মুখ্য উপাদান হল জাতীয় ও আন্তর্জাতিক শক্তিবিন্যাস। সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও নৈতিক সহায়তাদান বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

উন্নয়নশীল দেশগুলির সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রক্রিয়াসমূহের তাৎপর্যকে সামান্যীকরণ করে বহু বক্তাই দেখান যে, পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্রের মধ্যে বিশ্বব্যাপী সংঘাতে এইসব দেশ সক্রিয় অংশ গ্রহণ করছে। জাতীয় মুক্তি আন্দোলন সাম্রাজ্যবাদের উপর ক্রমেই কঠিন আঘাত হানছে। এবং জতীয় বিপ্লব যত অগ্রসর হচ্ছে ও তার মধ্যে সামাজিক মর্মবস্তু যত বাড়ছে, ততই সমাজতন্ত্রমুখিন শক্তিগুলি বলীয়ান হচ্ছে।

মানদণ্ড নির্ণয়

আমাদের কালের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ প্রক্রিয়া দুই সমাজব্যবস্থার প্রতিযোগিতাকে শ্রেণী অবস্থান থেকে বিশ্লেষণ করতে হবে ও তার মূল্যায়ন করতে হবে। বিশ্ব-

শক্তির ভারসাম্যে পরিবর্তন মাপবার পদ্ধতিগত সমস্যা নিয়ে আলোচনা শুরু হয়।

অংশগ্রহণকারীরা লক্ষ্য করেছেন যে, আর্থনৈতিক গঠনের অপেক্ষাকৃত মামুলি ধারাগুলি যাচাই করার ব্যাপারে কতগুলি সংক্ষিপ্ত পরিমাণগত সূচক নিঃসন্দেহে উপযোগী। সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি ও তার বিপরীতে পুঁজিতান্ত্রিক অর্থনীতির তুলনামূলক উন্নতির হার সম্পর্কিত তথ্যাদি ঐরূপ যাচাইয়ের একটা উপায়। রাষ্ট্রসংঘ কর্তৃক সংকলিত ১৯৫৮—১৯৭৩ সালের পরিসংখ্যান এ ব্যাপারে সম্মেলনে উদ্ধৃত হয়। সি এম ই এ-র ইয়োরোপীয় দেশগুলির যন্ত্রশিল্পের উৎপাদন এ সময়ে ২৮০ শতাংশ বাড়ে—যখন উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলিতে তার পরিমাণ ১৫০ শতাংশ (কমন মার্কেটের সদস্য দেশগুলির বৃদ্ধির পরিমাণ ১২০ শতাংশ)। ভারী-শিল্পে তার অনুপাত হল যথাক্রমে ৩৯০ ও ১৮০ শতাংশ। কৃষির উৎপাদনেও সমাজতন্ত্র অনুরূপ সুবিধার অধিকারী। ১৯৭১ সালে (১৯৬৩=১০০) মাথাপিছু খাদ্যোৎপাদনে সি এম ই এ দেশগুলির ১২৯, পশ্চিমী ইয়োরোপীয় দেশগুলির ১১৪, উত্তর আমেরিকার ১১১ এবং অন্য সব দেশের আরও কম।

সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির অর্থনৈতিক উন্নতির তুলনামূলক বৃদ্ধির এই হারকে বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদরা এই ধারণা থেকে বোঝাবার চেষ্টা করেন যে, প্রারম্ভিক স্তরে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির অর্থনৈতিক নিম্নমানই এর প্রধান হেতু। অংশগ্রহণকারীরা ঐ ধারণার সমালোচনা করেন। ঐরূপ ধারণা এই তথ্যের ধোপেই টেকে না যে, সমাজতন্ত্রের অধীনে যেসব দেশের সুদৃঢ় বৃদ্ধি ঘটছে তাদের মধ্যে যেমন রয়েছে পশ্চাৎপদ কৃষি অর্থনীতির দেশ, তেমনই রয়েছে অপেক্ষাকৃত অগ্রগামী শিল্পোন্নত দেশ।

ডব্লিউ জারনস বলেন, এসব ছাড়াও প্রারম্ভিক স্তর সম্পর্কিত এই তত্ত্ব সাম্রাজ্যবাদী তত্ত্বাগীশরা নিজেদের সুবিধামতো আবার ভুলে যান। তারই একটা দৃষ্টান্ত হল এই যে, পশ্চিম জার্মানির বুর্জোয়া প্রচারকরা সমাজতান্ত্রিক জার্মান রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক উন্নতিকে ছোট করে দেখাতে চান—একথা সম্পূর্ণ ভুলে গিয়েই যে প্রাক্তন জার্মান রাইখের মোট ১২৮টা ব্লাস্ট ফার্নেসের মাত্র ৪টা, এখন যা জি ডি আর, তার সীমানার মধ্যে ছিল—অর্থাৎ কাস্টিং মেসিনের ৯৫ শতাংশ এবং ব্লাস্ট ফার্নেস, রোলিং ও খনিজ শিল্পের ৯৩ শতাংশ পশ্চিম জার্মানিতেই ছিল।

কে রউবাল, আর কোয়ালস্কি ডি এস-সি (জি ডি আর) এবং আরও অনেকে বলেন যে, আবার কেবলমাত্র পরিমাণগত-যাচাই-পদ্ধতি দ্বারা দুই সমাজব্যবস্থার প্রতিযোগিতা সম্পর্কিত বিষয়ের গভীর অনুশীলন আর সম্ভব নয়। তার অনুপযোগিতার, এমন কি কখনো কখনো তার সামঞ্জস্যহীনতার, দুটো মৌলিক কারণ রয়েছে। প্রথমত, বর্তমানকালের অর্থনীতির ক্রমেই বিশদ গুণগত বিচারের প্রয়োজন দেখা যাচ্ছে—মাত্র "সামগ্রিক" মূল্যায়নে তা করা যায় না। দ্বিতীয়ত, এবং আরও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল এই যে সংক্ষিপ্ত পরিসংখ্যান সাধারণত গর্ড় ধরে তৈরি করা হয়, এবং সেজন্য প্রায়ই ঘটনার সামাজিক চরিত্রকে গোপন করে রাখে, বিশেষ করে বিরোধমূলক সমাজকে নগ্ন করে দেয় এমত বিষয়গুলিকে চাপা দেওয়া হয়।

সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি যে উচ্চ স্তরে উঠেছে তাতে সামগ্রিক যাচাইয়ের আপেক্ষিক মূল্য হ্রাস পেয়েছে, আবার তারই সঙ্গে সঙ্গে উৎপাদনের সামাজিক ফল বিচার করার জন্য আগের চেয়ে আরও অনেক বেশি করে অর্থনৈতিক পরিসংখ্যানের যাচাই-পদ্ধতি ব্যবহার করতে হচ্ছে। শ্রমের উৎপাদন ক্ষমতার সূচক, বলাই বাহুল্য, খুব গুরুত্বপূর্ণ।(১) এ হচ্ছে এমন একটা উপাদান, যা লেনিনের ব্যবহৃত ভাষায় বলা হলে, কালক্রমে নতুন সমাজব্যবস্থার সম্পূর্ণ জয়ে চূড়ান্ত ভূমিকা নেবে।

দুই ব্যবস্থার অর্থনৈতিক উন্নতির যদি সম্পূর্ণ বিজ্ঞানসম্মত বিশ্লেষণ করতে হয় তবে তার বিবিধ উপাদানের বিচার অপরিহার্য। **আর কাওলস্কি** এরপর বলেন যে, বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদরা সাধারণত প্রথমে মাথাপিছু আয়ের কথা বলেন, পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থার গুণগানের জন্য তাকে ব্যবহার করেন, এবং "প্রাচুর্যের সমাজ" নামক একটা চিত্র তুলে ধরেন। কিন্তু পুঁজিবাদের অধীনস্থ সমাজে "গড় আয়" কথাটা নিশ্চিতই একটা পর্দা, যাদ্বারা পুঁজিবাদী ও শ্রমজীবী জনগণের আয়ের ফাঁরাকটাকে আড়াল করা হয়।

গ্রীসের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য **ভি ভেনেটসানপোলুস** এবং **এল জর্জিয়েভ** বিভিন্ন সমাজব্যবস্থাসম্পন্ন বলকান দেশগুলির তুলনা ঐ গুণগত যাচাইয়ের মানদণ্ডে উপস্থাপিত করেন। বুলগেরিয়া ও গ্রীস এই দু-দেশেই আর্থনৈতিক উন্নতির গতি বেশ উঁচু। গ্রীসের চেয়ে বুলগেরিয়ায় মাথাপিছু আয় ২০ শতাংশ উপরে। বুলগেরিয়ার সামগ্রিক আর্থনৈতিক সূচী তার দক্ষিণী প্রতিবেশীর চেয়ে উন্নত, যদিও কতগুলি চিরাচরিত শিল্পে গ্রীস অগ্রসরসম্পন্ন। তবে, প্রতযোগিতার সামাজিক, গুণগত অবস্থা কোথায় দাঁড়িয়েছে? গ্রীসে যারা ধনী, অর্থাৎ জনসংখ্যার ৫ শতাংশ, জাতীয় আয়ের ২২ শতাংশ তারা ভোগ করে, যে ২২ শতাংশই আবার গ্রীসের জনসংখ্যার শ্রমজীবী ৫৫ শতাংশ পরিবারের আয়। পুঁজিবাদী জগতের সর্বত্রই যা দৃষ্ট হয়, গ্রীসে তদ্রূপই বিলাস ও দারিদ্র্যের পাশাপাশি অবস্থান। তথাপি ঐ দেশটি পুঁজিবাদী প্রাচুর্যের বলকান আঞ্চলিক দর্শনীয় বস্তু বলে পরিচিত। বলা বাহুল্য সমাজতান্ত্রিক বুলগেরিয়ায় ঐরূপ বৈসাদৃশ্যের স্থান নেই।

আর কউলস্কি বলেন, অর্থনৈতিক উন্নতির কি পরিমাণগত কিংবা গুণগত কোনো সূচক তার স্বকীয় গুরুত্ব সত্ত্বেও, অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতার পূর্ণ ও ঐতিহাসিক প্রকৃত পরিচয় পরিস্ফুটনে অক্ষম। উৎপাদিত বস্তুপুঞ্জের পরিমাণ ও গুণ দুইয়েরই যাচাই হবে তা সমাজের বৈষয়িক ও সাংস্কৃতিক কতখানি

---

১ রাষ্ট্রসংঘ কর্তৃক সংকলিত পরিসংখ্যানে প্রকাশ যে, মধ্য-পঞ্চাশ থেকে সত্তরের প্রথমকাল পর্যন্ত সি এম ই এ-র অন্তর্ভুক্ত শিল্পোন্নত দেশগুলিতে শ্রমের উৎপাদন ক্ষমতা উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলির তুলনায় মোটামুটি ১·৪ গুণ দ্রুতহারে বেড়েছে।

প্রয়োজন পূরণ করছে তার পরিপ্রেক্ষিতে। একদিকে উৎপাদিকা শক্তির স্তর ও বৃদ্ধির হার, অপরদিকে উৎপাদনের প্রকৃতি ও উদ্দেশ্য এই দুইয়ের দ্বান্দ্বিক ঐক্যের নিয়মেই মার্কসবাদী-লেনিনবাদী রাজনৈতিক অর্থ-বিজ্ঞান প্রতিযোগিতার ফলাফলকে পরীক্ষা করে থাকে। পুঁজিবাদ বাড়তি মূল্যের নিয়মে চলে। পক্ষান্তরে সমাজতান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থার উদ্দেশ্য হল জনগণের বৈষয়িক ও সাংস্কৃতিক প্রয়োজন মেটাবার জন্য উৎপাদনী শক্তিসমূহের বিকাশ। ঐরূপ সামাজিক ও রাজনৈতিক লক্ষ্যের সংগে সামঞ্জস্যপূর্ণ নিখুঁত অর্থনৈতিক যাচাই-পদ্ধতি ও মাপবার নিয়মেই সমাজতন্ত্রের প্রকৃতির এবং সুবিধার পূর্ণতর উপলব্ধি সম্ভব।

কে রাউবল অবশ্যই এই প্রশ্ন তোলেন যে ব্যাখ্যা ছাড়া গ্রহণীয় কোনো যাচাই-পদ্ধতি এবং সূচক, যথাযথ কোনো পদ্ধতি, আদৌ নির্ণয় করা যায় কিনা। দুই বিপরীত সমাজ ব্যবস্থার প্রতিযোগিতার বিচারের বিষয় যখন আলোচ্য, তখন একথা মনে রাখা প্রয়োজন যে, স্বভাবতই তা, প্রকৃতপক্ষেই, তুলনার অযোগ্য বিষয়ের তুলনায় প্রবৃত্ত হওয়া। এমন কি নিছক যান্ত্রিক উপাদানের ক্ষেত্রেও একথা সত্য। কারণ পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্র এই দুইয়ের কাঠামোর মধ্যে যন্ত্রের ব্যবহারও সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী। সেই শ্রেণী পার্থক্যের বিষয়কে বিচারের মধ্যে এনে তৎসহ তুলনার কথা উঠতে পারে, এবং প্রত্যেকটি পরিমাণগত সূচককে সামাজিক সূচক দ্বারা পরিপূরণ করে তবে তা যথাযথ হতে পারে। শ্রেণী আধেয় সহ সেই বিচারের পদ্ধতি এবং তুলনার মানদণ্ডকেই প্রকৃত বিজ্ঞানসম্মত বলে গ্রহণ করা যায়।

মতামত বিনিময়ের মাধ্যমে এই সিদ্ধান্তে আসা হয়েছে যে, দুই ব্যবস্থার প্রতিযোগিতা যখন মুখ্যত অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে, তখনই ঐ সংগ্রাম প্রকৃতপক্ষে নিছক অর্থনৈতিক ক্রিয়াকর্মের সীমানা অতিক্রম সামাজিক সম্পর্ক এবং সমাজের ভাবাদর্শগত ক্ষেত্রে ব্যাপ্ত। অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতার প্রসার ঘটছে ও দুইরকম জীবনধারার প্রতিযোগিতায় পরিণত হচ্ছে।

আরও লক্ষ্য করা হয়েছে যে, অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতা কেবলমাত্র উৎপাদনের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ থাকতে পারে না; ভোগ এবং তার সংশ্লিষ্ট সমস্যাগুলি, ক্রমেই লক্ষণীয় ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। এই প্রসংগেই লক্ষ্য করা হয়েছে যে, সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি এখন শ্রীবৃদ্ধির উচ্চতর মান সৃষ্টির মৌলিক সমস্যার মোকাবিলা করতে পারে। এবং তা করা হচ্ছে ঃ সাম্প্রতিক বছরগুলিতে সমাজতান্ত্রিক সমবায়ের দেশগুলির ভ্রাতৃপ্রতিম পার্টিগুলি উন্নততর জীবনমান সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে।

এ বিষয়ে সকলে একমত যে, উৎপাদন, ভোগ ও জীবনধারার পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রক্রিয়া একটা জটিল ও দ্বান্দ্বিক প্রকৃতির জিনিস। কিন্তু উৎপাদন ও ভোগ কোনো কিছুই একটা স্বয়ংসম্পূর্ণ উদ্দেশ্য বলে গ্রহণ করা যায় না, সমাজতান্ত্রিক সমাজের স্বাধীন মূল্য উপাদান হিসেবে কোনোটাই গৃহীত হতে পারে না, যদিও পার্টি ও রাষ্ট্র ঐ উভয়কে বাড়াবার জন্য আবশ্যিকভাবে সক্রিয় হবে। যেহেতু সাম্যবাদের ধ্রুব লক্ষ্য হল প্রত্যেক ব্যক্তির দৈহিক ও মানসিক সর্বপ্রকার গুণ বিকাশের সম্পূর্ণ সুযোগ সৃষ্টি করা, সেজন্যই উৎপাদনকে ও ভোগকে জীবনধারার অধীনস্থ বলে গণ্য করতে হবে।

তত্ত্ব ও মার্কসীয় শিক্ষা সম্বন্ধে জার্মান কমিউনিস্ট পার্টি কর্তৃক গঠিত একটা কমিশন "জীবন ধারা" সম্পর্কে এই সূত্র রচনা করেছে যে, এ হল জীবন ও কর্মের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, নৈতিক এবং মনস্তাত্ত্বিক অবস্থার যোগফল। "জীবনধারণের মান" ধারণার চেয়ে ঐ ধারণা অনেক বেশি ব্যাপক, বিশেষ করে বুর্জোয়াদের "জীবনধারণের মান"-এর ব্যাখ্যা সবকিছুকে ভোগের স্তরে টেনে নামায়, অর্থাৎ জীবনকে ভোগের সাথে এক করে দেখায়।

মার্কসবাদী-লেনিনবাদীরা কোনোদিনই অবশ্য উন্নততর জীবনধারণের মানের গুরুত্বকে খাটো করে দেখায় নি। সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে বর্ধিত উৎপাদনের সংগে সংগে ব্যক্তিগত ও সামাজিক ভোগ বছরের পর বছর বাড়ছে। এখানে সামাজিক উত্তেজনা থেকে মুক্তির মতো উপাদানগুলি জীবন ধারার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত—যদিও, এখন পর্যন্ত, অন্য উন্নত পুঁজিবাদী এদেশ কিংবা ওদেশের তুলনায় উৎপাদনের ও ভোগের স্তর নিচে রয়েছে।

বৈষয়িক নিরাপত্তার ব্যবস্থা ছাড়াও "জীবন ধারার" মধ্যে যেমন ব্যক্তি হিসেবে, তেমনই সামাজিক একজন জীব হিসেবে, প্রত্যেকের আত্ম-বিকাশের সুযোগ অন্তর্ভুক্ত, প্রয়োজনীয় ও প্রীতিকর কাজ পাবার সুযোগের অধিকার, শিক্ষা-বিশ্রাম-স্বাস্থ্যের নিরাপত্তার অধিকার—সংক্ষেপে, সমাজের একজন সমানাধিকারসম্পন্ন মাননীয় সদস্য যিনি সমাজের ভবিষ্যতের আকার দানে অংশ নিচ্ছেন এমন হয়ে উঠবার অধিকার এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত।

এইচ সোবোদা বলেন, জীবন ধারা বিবেচনা করার একটা গুরুত্বপূর্ণ গুণগত উপাদান হল শ্রম এবং তার সামাজিক তাৎপর্য। সমাজের সম্পদে ব্যক্তির দেয় অংশ পূরণের জন্য শ্রমকে সমাজতন্ত্র একটা চূড়ান্ত সূচক বলে বিবেচনা করে। অন্যের শ্রমের ফল ভোগ করতে পারে, সমাজতান্ত্রিক সমাজে এমন কোনো শ্রেণী কিংবা বর্গ নেই। সমাজের সম্পদের মধ্যে ব্যক্তির অংশ সম্পূর্ণ তার দক্ষতা ও শ্রম প্রয়াসের উপর নির্ভরশীল। সমাজতন্ত্র সুদৃঢ়ভাবেই শহর ও গ্রামের সমাজের মধ্যে, কায়িক ও অ-কায়িক শ্রমের মধ্যে, পুরুষ ও নারীর মধ্যে প্রভেদকে অবলুপ্ত করছে।

সমাজতন্ত্র মানুষকে এই শিক্ষা দেয় যে, তার ব্যক্তিগত কল্যাণ ও সমাজের কল্যাণ অচ্ছেদ্য। যৌথতা, মানবিকতা ও আন্তর্জাতিকতার মিলনের ভাবধারায় সমাজতন্ত্র পরিব্যাপ্ত। জাতিসমূহের মধ্যে ও বিভিন্ন ভাষাভাষী গোষ্ঠীর মধ্যে বাস্তব বৈষম্যকে সমাজতন্ত্র বিদূরিত করেছে এবং অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক স্তরে সকলকে নিকট করেছে। এমন এক পুরুষ সৃষ্টি হয়েছে যারা সংকট, বেকারি অথবা মুদ্রাস্ফীতি দেখে নি—তারা এমন নরনারী যাদের কাছে সাধারণ শয়নের আশ্রয় এবং শ্রম ক্রয়-বিক্রয় প্রভৃতি শব্দের কোনো অর্থ নেই।

ভি বাটকসভ বলেন যে, গণতন্ত্র সমাজতন্ত্রের একটা অবিচ্ছেদ্য উপাদান। তা শ্রমিকের প্রকৃত ও কার্যকর অধিকার, সর্বোপরি তার কাজ করার, শিক্ষার, সামাজিক নিরাপত্তার, বিনামূল্যে স্বাস্থ্যরক্ষা ব্যবস্থার অধিকারকে

সুনিশ্চিত করে। এ সবই আইনের বাধ্যবাধকতায় সুনিশ্চিত। সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের অর্থ হল মানুষের জন্য সর্বাবিধ উদ্বেগ। সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের যত বিকাশ ঘটছে ততই তার সুবিধা অধিক লক্ষণীয় হয়ে উঠছে।

এম নিভোলিয়া জোর দিয়ে বলেন, গণতান্ত্রিক অধিকার ও স্বাধীনতার জন্য পুঁজিবাদী দেশগুলির শ্রমিকশ্রেণীর সংগ্রামে সমাজতন্ত্র ক্রমেই আকর্ষণীয় শক্তি হয়ে উঠছে।

কে রাউবলের অভিমত হল এই যে, আমাদের অর্থ-নৈতিক প্রকল্পগুলির মধ্যে উপযুক্ত পরিবর্তন সাধনের উদ্দেশ্য নিয়ে এখনই ভবিষ্যৎ সমাজতান্ত্রিক জীবনধারা সম্পর্কিত অখণ্ড ধারণা সৃষ্টি করার সময় হয়েছে। এই প্রসঙ্গেই বিশ্রামের অতিরিক্ত সময়, প্রত্যেক ব্যক্তির গঠনকর সামর্থ্য বিকাশের জন্য ও সমাজের সার্বিক সাংস্কৃতিক সম্ভাবনাকে সমুন্নত করার স্বার্থে সেই সময়ের যুক্তিযুক্ত ব্যবহার প্রভৃতি বিষয় সম্পর্কে বিশদ অনুশীলনের সময় হয়েছে যাতে অর্থনৈতিক প্রকল্পগুলির মধ্যে তাকে সন্নিবিষ্ট করা সম্ভব হয়।

ডবলিউ জারনস, এইচ সেবোদা, ভি কুদ্রভ প্রমুখ তাঁদের প্রবন্ধে একথা বলেন যে, পুঁজিবাদের অধীনে যে জীবন-ধারার অনুশীলন করা হচ্ছে তা শ্রমিককে পুঁজিবাদী উৎ-পাদনের সঙ্গে বেঁধে রাখার উদ্দেশ্যে পরিচালিত। এবং সেই জীবনধারার কথা বলা হচ্ছে তখনই, যখন তার প্রচ্ছদ-পট হল পালাক্রমিক সংকট, বেকারি ও মুদ্রাস্ফীতি, এমন বাতাবরণ যেখানে ভবিষ্যৎ সম্পর্কে শ্রমিকের যন্ত্রণা ও পীড়া-দায়ক অনুভূতির অবধি নেই, স্বীয় নিয়ন্ত্রণের বহির্ভূত এক অর্থনৈতিক শক্তির সামনে অক্ষমতা ও অসহায়তার শিকারের অনুভূতি। অধিক বেতনে, কিংবা রাষ্ট্রের অংশ রূপে ব্যক্তিসত্তাস্বরূপ নিজেকে স্বাধীন নাগরিক হিসেবে বিবে-চনা করার আবেদনে সেই অনুভূতি বিদূরিত হয় না।

সমাজ পরিচালনায় অংশগ্রহণের অস্বীকৃতি দ্বারা পুঁজিবাদ যে বিচ্ছিন্নতার ও হতাশার অনুভূতির জন্ম দিয়েছে অর্থ কিভাবে তার ফাঁক পূরণ করছে? শোষণমূলক বাতাবরণ, বর্ণবৈষম্য এবং রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক বৈষম্য যে অবমাননার সঙ্গী, অর্থ কিভাবে তার ক্ষতিপূরণ করবে? কমন মার্কেটের দেশগুলিতে জনসংখ্যার নিচু আয়ের দশ শতাংশ পরিবার জাতীয় আয়ের মাত্র এক শতাংশ পায়, যখন জাতীয় আয়ের তিরিশ শতাংশের উপর উচ্চ আয়ের মাত্র দশ শতাংশ পরিবারের দখল প্রতিষ্ঠিত। এবং এরা হচ্ছে পুঁজিবাদী বিশ্বের সবচেয়ে ধনী দেশ। এ্যারিস্টটলের সেই উক্তি যে, সম্পদের পশ্চাৎপটে দারিদ্র্য সবচেয়ে কুৎসিত রূপে আত্মপ্রকাশ করে, সেকথাই আজ স্মরণযোগ্য।

কখনো কখনো শাসকশ্রেণীর প্রতিনিধিদের নিকট থেকেই পুঁজিবাদী জীবনধারা সম্পর্কে অভিশাপযুক্ত অভি-যোগ শোনা যায়। **এইচ সেবোদা** ঐরূপ একটা দৃষ্টান্তের উল্লেখ করেন। ফেডারেল জার্মানির লুডিগসাফেনের বাডিসি ওয়ার্ক-এর ডাইরেক্টর হের বিশফ বিশ্বকে এই জ্ঞানের বাণী দিয়েছেন : "ফ্যাক্টরির প্রয়োজন মানুষরূপী মানুষ নয়, তার প্রয়োজন হল ক্রিয়া সম্পাদন। মানুষ হিসেবে মানুষ ফ্যাক্টরির কাছে মূল্যহীন। মানুষ সকল কাজ করতে পারে। সকল রকমের পেশা উচ্ছেদ হয়ে যাচ্ছে এবং বিশেষ দক্ষতার অধিকারী মানুষ বাড়তি হচ্ছে (যদিও অন্য কোনো কাজে তাকে নিযুক্ত করা হয়)। এবং যেহেতু প্রত্যেকে এক সম্পূর্ণের অংশ বিশেষ, সেজন্যই প্রত্যেককে বিকল্প অংশ দ্বারা অপসারিত করা যায়। কিন্তু বিকল্প অংশগুলি সর্বদা হাতে থাকতে হবে; তা যথাযথভাবে নামাঙ্কিত, গুদামজাত ও সূচীবদ্ধ থাকবে, প্রত্যেকের জন্য পৃথক নম্বর প্রয়োজন হবে। নম্বর খুবই গুরুত্বপূর্ণ : মানুষ যখন নম্বরভুক্ত হয় তখন তাকে বিকল্প অংশ হিসেবে ব্যবহার করা যায়। কিন্তু একবার নম্বরভুক্ত হলে সেই মানুষও নম্বরে পর্যবসিত হল।" মানুষ একটা নম্বর মাত্র—পুঁজিবাদের এটাই হল তিক্ত বাস্তব।

যখন সমাজতান্ত্রিক জীবনধারা সম্পর্কে সত্য পুঁজি-বাদী দেশগুলির জনগণের কাছে পেঁছায়, তখন তাদেরকে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রামে টেনে আনতে সুবিধা হয়, সমাজতন্ত্রের খ্যাতি বাড়ে এবং সমাজতন্ত্রের সুবিধা ও আকর্ষণী শক্তি সম্পর্কে জনগণ সচেতন হয়।

এইচ সেবোদা বলেন যে এফ আর জি-তে শ্রমিক, কৃষক, বুদ্ধিজীবীরা স্বভাবতই জি ডি আর-এ জীবনের সাথে তাদের জীবনকে তুলনা করেন এবং তারা অন্যান্য মেহনতী জনগণের সাথে মৈত্রী বন্ধনে আবদ্ধ শ্রমিকশ্রেণীর রাজনৈতিক ক্ষমতা ও সমাজতান্ত্রিক উৎপাদন সম্পর্ক দেখতে পান। সোভিয়েত সাহায্য ও সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক সংযোজনের ফলে জি ডি আর তার জনগণকে সংকটের ফলাফল, মুদ্রা-স্ফীতি, বেকারি, কমসময় কাজ, উচ্চ হারে ভাড়া, শিক্ষার সামান্য সুযোগ-সুবিধা, ক্রমবর্ধমান অপরাধ—ফেডারেল রিপাবলিকে যা জীবনের অঙ্গ তা থেকে মুক্ত করতে সক্ষম হয়েছে।

জি ডি আর-এ পরিস্থিতি শ্রমিকদের বৈষয়িক ও সাংস্কৃতিক প্রয়োজন মেটানোর ক্ষেত্রে সমাজতন্ত্রের উৎকর্ষ প্রতিফলিত করে : দশম বার্ষিকী কারিগরী বিদ্যালয়, অনেক কিণ্ডারগার্টেন ও দিনের বেলায় নার্সারী ব্যবস্থা, এবং এফ আর জি-র তুলনায় এক চতুর্থাংশ ব্যয়ে ট্রেড ইউনিয়ন দ্বারা পরিচালিত বিদ্যালয়, শিল্পে দুর্ঘটনা হ্রাস পাওয়া ও পেশাজনিত রোগ হ্রাস, অপরাধের হ্রাস। এইসব তথ্য অখণ্ডনীয় এবং এফ আর জি-র তুলনায় এই সব হল তর্কা-তীত উৎকর্ষের নিদর্শন।

জীবনধারার ক্ষেত্রে সমাজতন্ত্রের সাথে প্রতিযোগিতায় পুঁজিবাদ ক্রমশ হেরে যাবার ফলেই, বুর্জোয়া মতাদর্শ-বিদরা সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশের দিকে তাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছেন। ডবিলিউ জানরস মন্তব্য করেন যে বুর্জোয়া প্রচারে একটা নতুন শব্দ সংগৃহীত হয়েছে, তা হল 'জীবনের গুণ'।

এর তাত্ত্বিকরা কলঙ্কিত 'পণ্যভোগী সমাজের' ধারণার বদলে অন্য কোনো ধারণার সন্ধান করছে। এখন 'বৈষয়িক ভোগের বাইরে জীবনকে সমৃদ্ধিশালী করা'-র উপর জোর দেওয়া হচ্ছে (এই মতবাদটি ১৯৭২ সালের নির্বাচনে সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটরা ব্যবহার করেছিল)। উদ্দেশ্য হল শ্রমিকদের অর্থনৈতিক প্রয়োজনীয়তা থেকে মনোযোগ সরিয়ে দেওয়া—'জীবনের গুণের' তুলনায় মজুরির দাবি খুব কম গুরুত্বপূর্ণ।

ডবলিউ জার্নস বলেন যে অতীতের মতোই বর্তমানে আমরা কমিউনিস্টরা মনে করি যে শ্রমিকদের অবস্থার উন্নতি—ভালো খাদ্য, পোশাক, বাড়িঘর—শিশুদের জন্য ভালো বিদ্যালয়, ও আরো বেশি অবসর যাপনের সময়, সব নির্ভর করে প্রধানত প্রকৃত মজুরির স্তরের উপর। তদনুসারে উচ্চতর মজুরির বিপরীতে 'জীবনের গুণ' ধারণাটিকে ব্যবহার করার সমস্ত প্রচেষ্টা ব্যর্থ করার জন্য শ্রমিকশ্রেণীকে আমরা আহ্বান জানাই। ন্যায্য দাবি নিয়ে সংগ্রাম করা থেকে শ্রমিকদের বিরত করার জন্য এটা হল বৃহৎ ব্যবসায়ীদের পরিকল্পনা।

কমিউনিস্টরা দুটি দিক থেকে 'জীবনের গুণ' ধারণাটির মূল্যায়ন করে। প্রথমত আমরা শ্রমিকদের বিশেষ করে যুবকদের সামনে এর অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্যটা, পুঁজিপতিরা এই ধারণা জনপ্রিয় করে কি লাভ করতে চায় তা তুলে ধরি। দ্বিতীয়ত শ্রমজীবী জনগণের অবস্থা উন্নত করার যে-কোনো আন্দোলন আমরা সমর্থন করি। আমরা এই ধরনের প্রতিটি আন্দোলনে এই ধারণা সঞ্চারিত করব, অন্য কথায়, সব ত্রুটির কারণগুলিকে ও পুঁজিবাদী ব্যবস্থার বিষয়গত সম্ভাবনাকে খুঁজে বার করব এবং কেন পুঁজির ক্ষমতার বিরুদ্ধে ও একচেটিয়াপতিদের গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের জন্য সংগ্রামের মাধ্যমে শ্রমজীবী জনগণের স্বার্থে মৌলিক সম্ভাবনা সম্ভব, তা ব্যাখ্যা করব।

এইচ সবোদা মন্তব্য করেন যে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির অভিজ্ঞতা প্রমাণ করে যে একমাত্র সম্পত্তি ও রাজনৈতিক সম্পর্কে বৈপ্লবিক রূপান্তর সাধনের মাধ্যমে জীবনের নতুন গুণ অর্জন করা যায়।

আলোচনায় সবাই একমত হন যে জীবনধারার তুলনা, নির্ধারক বৈশিষ্ট্যগুলির বিশ্লেষণ—দুই ব্যবস্থার প্রতিযোগিতাকে মূল্যায়ন করার ক্ষেত্রে ক্রমবর্ধমান গুরুত্ব অর্জন করছে। তারা প্রতিযোগিতার সামাজিক ও শ্রেণীগত দিক এবং এর ভবিষ্যতের একটি সম্পূর্ণ চিত্র তুলে ধরেন।

সংগ্রাম, প্রতিযোগিতা ও সহযোগিতার দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়া

এই পত্রিকার প্রধান সম্পাদক, সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির বিকল্প সদস্য **কে আই জারোদভ** বিতর্কে প্রকাশিত মতগুলির পর্যালোচনা করে এর এক সংক্ষিপ্তসার তুলে ধরেন ঃ

আমাদের আলোচনা থেকে যে প্রথম গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তটা বেরিয়ে আসে তা হল এই যে, এই সব আলোচনায় ইতিহাসে দুই ব্যবস্থার মধ্যে প্রতিযোগিতার ভূমিকা ও স্থান সম্পর্কে লেনিনের সংজ্ঞার যথার্থ্য প্রমাণিত হয়েছে। ভ্রাতৃপ্রতিম পার্টিগুলির ও আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের নীতি সম্পর্কিত বিবৃতিতেও এই সংজ্ঞা বেরিয়ে এসেছে। এই প্রসঙ্গে নিম্নলিখিত বিষয়ের প্রতি আমি মনোযোগ আকর্ষণ করতে চাই ঃ

প্রথমত দুই ব্যবস্থার মধ্যে প্রতিযোগিতা আমাদের যুগের বিকাশের নিয়ম। জনগণের ইচ্ছা-নিরপেক্ষভাবে এই বিকাশ ঘটছে এবং এটা হল বিভিন্ন সামাজিক কাঠামোসম্পন্ন রাষ্ট্রগুলির শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান ও সংগ্রামের বিষয়গত রূপ। শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের ফলে সমাজতন্ত্র তার সুবিধাগুলিকে সম্পূর্ণভাবে প্রকাশ করতে সমর্থ হয়, কারণ শান্তি নতুন সমাজ নির্মাণকে ত্বরান্বিত করে এবং পুঁজিবাদী দেশগুলিতে বৈপ্লবিক সংগ্রামকে ও পুঁজিবাদ থেকে সমাজতন্ত্রে উত্তরণের বিশ্বব্যাপী প্রক্রিয়াকে সহজতর করে। বিশ্বব্যাপী গুরুত্বসম্পন্ন বাস্তব শক্তিতে পরিণত হয়ে সমাজতন্ত্র বিপ্লব রপ্তানী না করে বরং অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত ক্ষেত্রে তার কৃতিত্বের মাধ্যমে, স্বাধীন জাতিসমূহের গোষ্ঠী গঠনে তার সাফল্যের মাধ্যমে—সংক্ষেপে তার প্রচুর আকর্ষণীয় উদাহরণের মাধ্যমে জগৎকে রূপান্তরিত করছে।

দুই সামাজিক ব্যবস্থার সংগ্রাম ও প্রতিযোগিতা ইতিহাসের অগ্রগতিকে দৃঢ়ভাবে ত্বরান্বিত করছে। লেনিন ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে "কমিউনিস্ট ও পুঁজিবাদী, এই দুই ব্যবস্থা, দুই অর্থনীতির" সংগ্রাম ও প্রতিযোগিতার মধ্যে দুনিয়াটা ক্রমশ রূপান্তরিত হচ্ছে।

কে আই জারোদভ জোর দিয়ে বলেন যে দুই ব্যবস্থার প্রতিযোগিতা ও সহযোগিতা কোনো নতুন তাত্ত্বিক সমস্যা নয়। লেনিন এর বিশ্লেষণ করেছিলেন। তার মন্তব্যগুলিকে আমাদের স্মরণ করা প্রয়োজন যে পৃথিবীতে হয় আমরা পুঁজিবাদের সাথে সহাবস্থান করব বা চন্দ্রলোকে যাব এবং আমরা পুঁজিবাদী দেশগুলির সাথে সহযোগিতা করতে প্রস্তুত। এটাই সব। কিন্তু আমি যা বুঝি, তা হচ্ছে যে প্রতিযোগিতা ও সহযোগিতার প্রশ্নটি তুলে লেনিন ও বর্তমানের মার্কসবাদী-লেনিনবাদীরা কখনো শ্রেণী সহযোগিতার কথা বলেন না, তাঁরা বলেছেন পুঁজিবাদী ও সমাজতান্ত্রিক দুই ব্যবস্থার মধ্যে সহযোগিতা। আলোচনাটা সব সময় সমাজতান্ত্রিক ও পুঁজিবাদী দেশগুলি, জনগণ ও জাতিসমূহের মধ্যে সহযোগিতার উপর হয়েছে। এটাই হল বিশ্ব শ্রেণীসংঘাতের দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়ার একটা গুরুত্বপূর্ণ দিক।

দেশগুলির সহযোগিতা সম্ভবত দেশগুলির গোষ্ঠীর মধ্যে সহযোগিতা কিন্তু দুই ব্যবস্থার মধ্যে প্রতিযোগিতা। এটা হল একটা দিক।

অন্য দিক হল যে প্রতিযোগিতা ও সহযোগিতা সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে এই দ্বান্দ্বিক ঐক্যের একটি উপাদানের উপর জোর দেওয়া, অর্থাৎ সহযোগিতার উপর জোর দেওয়া ও পুঁজিবাদের উপর বিজয়কে নিকটতর করার সংগ্রামকে ছোট করে দেখাটা ভুল হবে। এটা হবে মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-বিরোধী, আমাদের লক্ষ্য-বিরোধী এবং এর ফলে শ্রমিকশ্রেণী ও তার পার্টিগুলির বৈপ্লবিক উদ্যোগ বাধাপ্রাপ্ত হবে। এই ভাবেই আমরা দুই ব্যবস্থার মধ্যে প্রতিযোগিতা ও সহযোগিতার দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়াকে বুঝি।

সম্মেলনে এই ব্যাপারে পূর্ণ ঐক্য হয়েছে (জারোদভ বলেন) যে, দুই ব্যবস্থার মধ্যে প্রতিযোগিতা ও সহযোগিতার সমস্ত ক্ষেত্রে সমাজতন্ত্রের উৎকর্ষ বজায় আছে। কিন্তু যদিও এই উৎকর্ষ বহু পরিমাণে সমাজতন্ত্রের শক্তি বৃদ্ধি করছে তবুও এই উৎকর্ষ আপনা-আপনি প্রতিযোগিতার ফলাফলকে নিয়ন্ত্রিত করে না, বিশেষ করে এই কারণে যে পুঁজিবাদও প্রতিযোগিতা ও সহযোগিতা থেকে যথাসাধ্য সুবিধা নিতে চেষ্টা করে। এর ফল ভীষণভাবে নির্ভর করে বিষয়ীগত উপাদানের উপর, সমাজতন্ত্রের অনুকূলে

শক্তির ভারসাম্যে পরিবর্তনকে অপরিবর্তনীয় করতে পরিস্থিতিকে ব্যবহার করা, এই পরিবর্তনকে অধিকতর গতিশীল করা ও প্রতিটি ক্ষেত্রে পুঁজিবাদের উপর উৎকর্ষ অর্জন করার জন্য কমিউনিস্টদের, শ্রমিকশ্রেণীর ও শ্রমজীবী জনগণের সামর্থ্যের উপর নির্ভর করে। কি করে সবচেয়ে ভালোভাবে পরিস্থিতিকে ব্যবহার করা যায় যেখানে প্রযুক্তিগত বিপ্লব, যা সমাজতন্ত্রের স্বার্থে 'কাজ' করছে, তার ফলে সমাজতন্ত্র উদ্যোগ নিচ্ছে এবং পুঁজিবাদের সমস্ত দ্বন্দ্ব তীব্র হচ্ছে ; কিভাবে সবচেয়ে ভালোভাবে এই দুই ব্যবস্থার মধ্যে প্রতিযোগিতায় সমাজতন্ত্রের বিজয়কে সুনিশ্চিত করার জন্য এই সব ব্যবহার করা যায়? এটাই হল এক জটিল প্রশ্ন। বহু বক্তা বলেন যে এর বহু দিক আছে। আমি দুটি দিক নিয়ে আলোচনা করতে চাই।

প্রথমত, যখন আমরা প্রতিযোগিতার কথা বলি (সহযোগিতা থেকে পৃথক) তখন আমরা দুই ব্যবস্থা নিয়ে আলোচনা করি। এখানে পৃথক পৃথক দেশগুলির মধ্যে প্রতিযোগিতার যে প্রশ্ন আছে সেটা প্রধান নয়। দুই ব্যবস্থার মধ্যে প্রতিযোগিতা ও আন্তর্জাতিক কর্তব্যগুলির উপর কেন্দ্রীভূত করে (কখনো কখনো রণকৌশলগত কারণে এবং কিছু সময়ের জন্য জাতীয় কাজগুলি ক্ষতিগ্রস্ত করে কিন্তু সর্বদা সাম্য, সার্বভৌমত্ব ও হস্তক্ষেপ না-করার প্রতি পূর্ণ শ্রদ্ধা নিয়ে) সমাজতান্ত্রিক গোষ্ঠীর শক্তি বৃদ্ধি করা (অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামরিক) হল সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে প্রত্যেক ভ্রাতৃপ্রতিম পার্টিগুলির পক্ষে জীবন বিকাশের নিয়ম।

দ্বিতীয় দিক : যে সব কারণে পুঁজিবাদের সাথে প্রতিযোগিতায় সমাজতন্ত্রের বিজয় ত্বরান্বিত হচ্ছে তা হল বিশ্ব বৈপ্লবিক প্রক্রিয়ার প্রধান স্রোতের মধ্যে ঘনিষ্ঠ ঐক্য। এই ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হল সমাজতান্ত্রিক দেশ, শ্রমিক ও কমিউনিস্ট আন্দোলনের সমস্ত বাহিনী, জাতীয় মুক্তি ও সামাজিক প্রগতি, গণতন্ত্র ও শান্তির জন্য সংগ্রামরত সমস্ত শক্তির মধ্যে ঘনিষ্ঠতর আন্তর্জাতিক সংহতি—সংক্ষেপে, সমস্ত সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী শক্তি যারা পুঁজিবাদকে ধ্বংস ও দুর্বল করছে তাদের সাথে সংহতি। অবশ্য, বিশ্ব সমাজতন্ত্র উন্নত পুঁজিবাদের সাথে প্রতিযোগিতা করছে কিন্তু আমি মনে করি যে আমাদের আন্তর্জাতিক শ্রমিকশ্রেণী ও জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের ভূমিকাকে ছোট করে দেখা উচিত নয়।

দুই ব্যবস্থার মধ্যে প্রতিযোগিতা বিচারের বৈজ্ঞানিক মানদণ্ড নিয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে জারোদভ এই প্রশ্নটি তোলেন : আমরা কি প্রতিযোগিতার গতি, সমাজতন্ত্রের সাফল্য ও প্রচেষ্টার সমস্ত ক্ষেত্রে এর উৎকর্ষ মূল্যায়ন করার কোন পূর্ণ, জোরালো নির্দেশক নির্ধারক করতে পারি? মার্কসবাদ-লেনিনবাদে এই ধরনের নির্দেশক আছে : তা হল **মানুষের ব্যক্তিত্বের বিকাশ**। এর দ্বারা আমরা বিচার করতে পারি যে, কতদূর পর্যন্ত বৈষয়িক ও প্রযুক্তিগত, সামাজিক ও অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও অন্যান্য অবস্থা মানুষের সৃজনশীল ক্ষমতা ও প্রতিভার স্বাধীন ও সামগ্রিক বিকাশকে সহায়তা করে। মার্কসবাদ-লেনিনবাদ আমাদের এই শিক্ষা দেয় যে উৎপাদিকা শক্তি ও উৎপাদন সম্পর্কের বিকাশের চরিত্র মানুষের ব্যক্তিত্ব বিকাশের মধ্যে অভিব্যক্তি লাভ করে।

এইভাবে আমাদের পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্রের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য বিচার করার অনেক নির্দেশক আছে। এইসব নির্দেশক প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে অপরিবর্তনীয় আছে। কিন্তু আবার পরিবর্তনশীল নির্দেশক আছে যা বিশ্বের অর্থনৈতিক ও প্রযুক্তিগত প্রগতির প্রতিটি নতুন স্তরে উত্তরণের সাথে সাথে পরিবর্তিত হয়।

বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত বিপ্লবের বর্তমান যুগে ও সমস্ত অর্থনৈতিক প্রক্রিয়া অত্যন্ত দ্রুত গতিতে এগিয়ে যাওয়ার ফলে গবেষণা পরীক্ষা-নিরীক্ষা, উৎপাদন ও পেশাগত শিক্ষা প্রভৃতি ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের ব্যবহার, এইসব ক্ষেত্রে নির্দেশকের প্রতি অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

প্রতিযোগিতার বর্তমান স্তর নিয়ে আলোচনাকালে আমাদের এর ভবিষ্যৎ ও এই প্রসঙ্গে যে সব নির্দেশক সম্ভবত ভবিষ্যতে প্রধান হয়ে উঠবে তা নিয়েও আলোচনা করব।

এখানে দুই ধরনের জীবন নিয়ে প্রচুর আলোচনা হয়েছে। এমন সময় আসছে যখন সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে জীবনধারণের মান উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলির জীবনধারণের মানের সমান হবে এবং তা ছাড়িয়ে যাবে। সমাজতান্ত্রিক গোষ্ঠী ঐ লক্ষ্যে এগিয়ে চলেছে এবং এটা খুশির ব্যাপার, কারণ মার্কসবাদী-লেনিনবাদীরা মানুষের বৈষয়িক প্রয়োজনীয়তার প্রতি নৈরাজ্যবাদী দৃষ্টিভঙ্গি ও উন্মত্ত কঠোর সাধনাকে পরিত্যাগ করে, যাকে কিছু 'বিপ্লবীরা' একটা গুণের পর্যায়ে উন্নীত করে। কিন্তু উন্নততর সমৃদ্ধির মান সমাজতান্ত্রিক জীবন গড়ে তোলার গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাটি হাজির করে। উন্নততর ভোগ এই জীবনের চূড়ান্ত লক্ষ্য নয় ; এখানে কোনো ভোগবাদ নেই।

সুতরাং **কত বেশি** ভোগ করা হয় তা কখনো নির্দেশক হবে না ; বরং ভোগের **আধ্যাত্মিক বৈশিষ্ট্যটাই** হল নির্দেশক।

কয়েকজন কমরেড উল্লেখ করেছেন যে সময় আপেক্ষিকভাবে নিকটে যখন এই প্রশ্ন উঠবে যে কত ভালোভাবে ব্যক্তিত্বের সর্বাংগীণ বিকাশ সাধন করার জন্য অবসর সময়কে ব্যবহার করা যায়। কিন্তু জিনিসপত্রের সংখ্যা, কাজ, অবসর সময়ের পরিমাণ শ্রমের উৎপাদশীলতার উপর নির্ভর করে এবং আমরা অত্যন্ত উন্নত স্তরের ভিত্তি রচনা করব। সেই জন্যই উৎপাদন প্রক্রিয়ায় অটোমেশন (এবং পরবর্তীকালে সাইবারনেটাইজেশন), নতুন শক্তি সম্পদ আহরণ করা, কেমিক্যালের ব্যাপক ব্যবহার, ম্যাক্রো থেকে মাইক্রো টেকনলজিতে পরিবর্তন ও বিজ্ঞানকে সর্বজনীন ও প্রধান উৎপাদিকা শক্তিতে রূপান্তরিত করা, এ সবের উপর সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি গুরুত্ব আরোপ করে। কমরেড এল আই ব্রেঝনেভ বলেন "এটা বলা অত্যুক্তি হবে না যে বিশেষ করে এই ক্ষেত্র বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত প্রগতির ক্ষেত্রই হল দুই ব্যবস্থার মধ্যে ঐতিহাসিক প্রতিযোগিতার অন্যতম প্রধান ক্ষেত্র।"

দুই বিশ্ব ব্যবস্থার মধ্যে সংগ্রামে ও প্রতিযোগিতায় (কে আই জারোদভ তাঁর উপসংহারে বলেন) আমরা সমাজতন্ত্র ও সাম্রাজ্যবাদের মধ্যে আমাদের যুগের প্রধান দ্বন্দ্বের কেন্দ্রী-

ভূত অভিব্যক্তি পাই। এক মেরুতে রয়েছে সমাজতান্ত্রিক দুনিয়া। প্রতি বছর এই দুনিয়ার শক্তি বৃদ্ধি হচ্ছে ও নতুন সামাজিক-অর্থনৈতিক ব্যবস্থার নিরবচ্ছিন্ন বিকাশের প্রকাশ ঘটছে এই দুনিয়ায়। এর মধ্যে রয়েছে রাষ্ট্রগুলির এক ব্যবস্থা এবং কার্যত এর সীমাহীন ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিত রয়েছে। অন্য মেরুতে রয়েছে পুঁজিবাদ। এই পুঁজিবাদ অর্থনৈতিক ও প্রযুক্তিগত দিক থেকে উন্নত কিন্তু তার শেষ একচেটিয়া স্তর ও তার সাধারণ সংকটের মধ্য দিয়ে চলেছে, যদিও এখনও বিশ্বে তার প্রভাবশালী অবস্থান রয়েছে এবং নতুন সামাজিক ব্যবস্থাকে আপেক্ষিকভাবে দৃঢ় প্রতিরোধ সে করতে পারে। এই সংগ্রামের ফলাফল সম্পর্কে আমাদের কমিউনিস্টদের কোনো সন্দেহ নেই; কিন্তু আমরা প্রকৃত বৈজ্ঞানিক নিশ্চয়তা নিয়ে জানি যে, সমাজতন্ত্র ও কমিউনিজমেরই ভবিষ্যৎ আছে।

বিজ্ঞান ঃ আশা ও আশংকার উৎস

লেনার্ড প্যাল
সি সি, এইচ এস ডব্লিউ পি-র সদস্য এবং হাঙ্গেরীয় গণ-প্রজাতন্ত্রের বিজ্ঞান আকাদেমির সদস্য

সমাজতান্ত্রিক ও পুঁজিবাদী উভয় দুনিয়াতেই বৈজ্ঞানিক-প্রযুক্তিগত বিপ্লবের রথটি এগিয়ে চলেছে,—এগোচ্ছে দৃশ্যত ভিন্ন ভিন্ন পথে। বিজ্ঞান-প্রযুক্তির ব্যবহার সম্পর্কে পুঁজিবাদের দৃষ্টিভঙ্গি স্ব-বিরোধী। বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত অগ্রগতি উৎপাদন বৃদ্ধি ঘটায় এবং সে কারণে ঐ অগ্রগতি পুঁজিবাদের কাছে কাম্য। এ ছাড়াও পুঁজিবাদী তাত্ত্বিকরা এটাও আশা করেন যে শোষণমূলক ব্যবস্থার দুরারোগ্য কুফলগুলো ঐ অগ্রগতির দ্বারাই নিরাময় করে তোলা যাবে। বিপরীত দিকে আবার ঐ বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত অগ্রগতিই সামাজিক দ্বন্দ্বগুলোকে তীব্র করে তোলে এবং তারই পরিণতিতে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার পতন ত্বরান্বিত হয়। তাই বৈজ্ঞানিক-প্রযুক্তিগত বিপ্লবের প্রতি পুঁজিবাদের অবিশ্বাস ও বিরোধিতা।

ইদানীংকালে বিজ্ঞান-বিরোধিতা বুদ্ধিজীবীদের মধ্যেও সংক্রমিত হয়েছে (এর অনেকগুলো কারণের মধ্যে উপভোক্তা সমাজের ক্রমবর্ধমান সংকটের 'কারণটি বিশেষভাবে লক্ষণীয়)। বৈজ্ঞানিক কর্মী সমেত ঐ সমস্ত বুদ্ধিজীবীদের অধিকাংশই সদুদ্দেশ্য প্রণোদিত বলে মনে হয়। এঁরা বলে থাকেন যে জ্ঞানের ভাণ্ডারে জমে ওঠা বিজ্ঞানের বিপুল পরিমাণ সঞ্চয়ের দ্বারা মানুষের প্রয়োজনের অর্ধেক মেটে মাত্র—এবং অর্ধেকটুকুই তার পক্ষে মেটানো সম্ভব। ঘাটতির কারণ জ্ঞানের অপ্রতুলতা নয়, মনুষ্যত্বের অভাব। পুঁজিবাদী দেশগুলোর প্রসঙ্গে এহেন রোগ নির্ণয় অত্যন্ত সঠিক হলেও রোগ নিরাময়ের জন্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে খর্ব করবার যে নিদানটিকে সুপারিশ করা হয় তার সঙ্গে শিল্প-বিপ্লবের সময়কালের সেই সমস্ত আদি যন্ত্রপাতি ধ্বংসকারীদের যুক্তিরই মিল রয়েছে।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অগ্রগতি নিয়ে সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ার কোনো ভয় নেই। আমাদের কাছে বড় সমস্যা হল কিভাবে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত বিপ্লবকে ত্বরান্বিত করা যায়। কিভাবে জ্ঞানের ভাণ্ডারে সঞ্চয়ের পরিমাণকে দ্রুত বাড়িয়ে কিভাবে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত বিপ্লবকে ত্বরান্বিত করা যায়, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অগ্রগতিতে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা কোনো প্রতিবন্ধকতাই সৃষ্টি করে না। কিন্তু ঐ অগ্রগতি আপন গতিতে নিজে নিজেই ঘটে চলে এমন নয়। তার জন্য প্রয়োজন অর্থবহ নিয়ন্ত্রণ। যে সমস্ত সংস্কার বা পক্ষপাত-দুষ্ট ধারণা ঐ অগ্রগতির পক্ষে বাধাস্বরূপ হয়ে দাঁড়াবে সেগুলোকে অতি অবশ্যই মোকাবিলা করতে হবে। না—সমাজতান্ত্রিক সমাজে বিজ্ঞান-বিরোধিতার কোনো স্থানই নেই। কিন্তু এমন লোক আছেন যাঁরা, প্রযুক্তিবিদ্‌দের দৃষ্টিভঙ্গির যথার্থ বিরোধিতা করতে গিয়ে বিজ্ঞান, প্রযুক্তি এবং সাধারণভাবে শিল্পকেই হেয় করে তোলার উপক্রম করেন। বিজ্ঞানের একটিমাত্রই উদ্দেশ্য রয়েছে ত হল—মানুষের সেবা করা। আরো সঠিকভাবে বলতে গেলে আমাদের সমাজতান্ত্রিক সমাজের লক্ষ্যে পেঁাছোতে বিজ্ঞান আমাদের সহায়তা করে। বিজ্ঞানের পরিবেশ এখানে বিদ্যমান। সুতরাং বিজ্ঞান সম্পর্কিত একটি সমাজতান্ত্রিক নীতিকে অতি অবশ্যই বিজ্ঞান-বিরোধী সমস্ত রকমের প্রকাশ্য ও প্রচ্ছন্ন সংস্কার বা ধারণাগুলোর মোকাবিলা করতে হবে। প্রযুক্তি বিজ্ঞানের সঙ্গে একদিকে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান এবং অপরদিকে সামাজিক বিজ্ঞানের যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিদ্যমান তা জ্ঞানের ক্ষেত্রটির সার্বিক বিকাশকে সুগম করে তোলে যা একটি পরিণত সমাজতান্ত্রিক সমাজ নির্মাণের পক্ষে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদানগুলোর অন্যতম।

হাঙ্গেরির সোশ্যালিস্ট ওয়ার্কার্স পার্টির পূর্ববর্তী কংগ্রেসগুলিতে বিজ্ঞান ও সমাজের পারস্পরিক সম্পর্কের বিষয়টি নিয়ে যথেষ্ট পরিমাণ সময় ব্যয়িত হয়েছে। একটি উন্নত সমাজতান্ত্রিক সমাজের প্রযুক্তিগত ও অর্থনৈতিক ভিত্তিটি একবার সম্পূর্ণ হয়ে উঠলে পরই হাঙ্গেরি অর্থনৈতিক দিক থেকে একটি উন্নত প্রাগ্রসর দেশে পরিণত হবে—একাদশ কংগ্রেসের কর্মসূচী সংক্রান্ত এই বিবৃতির পর এখন

"সমাজতন্ত্র এবং বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত বিপ্লব" প্রসঙ্গটি ধারাবাহিক প্রবন্ধাবলীর অংশ। এন পাপাজভ, ডব্লিউ এম আর, মে সংখ্যা, ১৯৭৫ দ্রষ্টব্য।

সমাজে বিজ্ঞান এক অপরিমেয় বৃহত্তর ভূমিকা গ্রহণ করবে। অর্থনীতি ও সমাজের প্রয়োজনে বিজ্ঞানকে কাজে লাগানোর জন্য আমরা প্রয়োজনীয় উপায় ও শর্তসমূহ সৃষ্টি করেছি। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে নিযুক্ত আমাদের কর্মচারীদের বিপুল সংখ্যাধিক্য অংশ সমাজতান্ত্রিক সমাজে বিজ্ঞান যে কি বিস্ময়কর সুফল প্রসবে সক্ষম সে সম্পর্কে সচেতন। এটা ছোট করে দেখার মতো সাফল্য নয়। বিজ্ঞানীরা তাদের শ্রমের আশু সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রভাব সম্পর্কে দায়িত্ববোধ সম্পন্ন, বিজ্ঞানকে তাঁরা জীবন-নিরপেক্ষ মনে করেন না। তাঁদের কাছে বিজ্ঞান হল সমাজতান্ত্রিক নির্মাণের অংশ-বিশেষ। ফলত গবেষণামূলক প্রকল্পগুলোর একটি বৃহত্তর আনুপাতিক অংশ সুনির্দিষ্ট অর্থনৈতিক লক্ষ্যাভিমুখী কাজকর্মে লিপ্ত থেকে বিজ্ঞানের সামাজিক মূল্য বাড়িয়ে চলেছে।

সুতরাং জ্ঞানের নতুন নতুন দিগন্ত খুলে দেবার সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞানের সামাজিক মূল্য বেড়েই চলবে অবশ্য যদি আমরা মৌলিক গবেষণার মূল্যমানের যে কোনো অবনতি রোধ করতে পারি। মৌলিক গবেষণা অবশ্যই চালিয়ে যেতে হবে। কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল দীর্ঘমেয়াদী অর্থনৈতিক উন্নতির সহায়ক বৈজ্ঞানিক প্রয়াসগুলোর সম্প্রসারণ এবং উন্নতিবিধান। সোভিয়েতের বিজ্ঞানের সঙ্গে আমাদের যোগসূত্র সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। সেই যোগসূত্রকে ব্যাপক বিস্তৃত ও বহুমুখী করে তোলার বিষয়টি আমাদের অত্যাবশ্যক স্বার্থগুলির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। বস্তুত বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বহু ক্ষেত্রে আমাদের যে অগ্রগতি ঘটেছে তার জন্য আমরা সুনিশ্চিতভাবে আমাদের সোভিয়েত সহযোগীদের নিঃস্বার্থ সহায়তার কাছে ঋণী। গত বছর সোভিয়েত-হাঙ্গেরীয় বৈজ্ঞানিক-প্রযুক্তিগত সহযোগিতা চুক্তির ২৫তম বার্ষিকী উদ্‌যাপন কালে আমরা ঐ চুক্তির অত্যন্ত তাৎপর্যময় ফলাফলগুলোর একটি পর্যালোচনা করতে সক্ষম হয়েছিলাম। অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে ঐ সদর্থক সহযোগিতা আমাদের দেশকে উন্নত পর্যায়ের পারমাণবিক গবেষণার পর্যায়ে পেঁৗছে দিয়েছে। সমাজতান্ত্রিক সংহতির সুযোগ-সুবিধাগুলোর দৌলতে সি এম ই এর একটি সম্মিলিত গবেষক গোষ্ঠী বুদাপেস্তে পারমাণবিক শক্তি কেন্দ্রগুলোর রি-এ্যাক্টরগুলোর আধুনিকীকরণের একটি প্রকল্প নিয়ে কর্মরত।

বৈজ্ঞানিক-প্রযুক্তিগত অগ্রগতিকে যথাসম্ভব কার্যকর করে তোলার জন্য এইচ এস ডব্লিউ পি দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ। নিজস্ব বিষয়গত সূত্র এবং নিয়মাদির সমন্বয়ে বিজ্ঞানের ব্যবস্থাপনা নিজেই একটি বিজ্ঞান। এগুলোকে স্বীকার করতেই হবে। আমরা প্রায়ই বলে থাকি যে বিজ্ঞান ক্রমশই একটি প্রত্যক্ষ উৎপাদিকা শক্তিতে পরিণত হচ্ছে। তথাপি ব্যবহারিক ক্ষেত্রে বিজ্ঞানকে সাধারণত সাংস্কৃতিক ও মতাদর্শগত ক্ষেত্রের পর্যায়ভুক্ত করে দেখানো হয়। প্রাকৃতিক বিজ্ঞান সহ বিজ্ঞান সুনিশ্চিতভাবেই সংস্কৃতি ও মতাদর্শের একটি অত্যন্ত বিশিষ্ট অনুষঙ্গ। এই কথা বিস্মৃত হলেই ভুল হবে। কিন্তু প্রযুক্তি ও প্রাকৃতিক বিজ্ঞান তথা সামাজিক বিজ্ঞানের বিষয়ে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হল এই যে বস্তুগত উপযোগ উৎপাদনের ক্ষেত্রটিকে এরা প্রভাবিত করে থাকে। আর এই কারণেই আমাদের বহু আশা আকাঙ্ক্ষা বিজ্ঞানের সঙ্গে সম্পর্কান্বিত এবং বর্তমান পর্যায়ে আমরা বেশি বেশি করে অর্থনৈতিক প্রগতির দীর্ঘমেয়াদী লক্ষ্যের ওপর নির্ভরশীল। সুতরাং বৈজ্ঞানিক পরিকল্পনা সাধারণ অর্থনৈতিক পরিকল্পনারই অংশ বিশেষ। এবং বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে পরিকল্পনার পদ্ধতি নির্বাচন, পরিচালন এবং অর্থবিনিয়োগে আমাদেরকে স্বভাবতই অর্থনৈতিক নীতির স্বার্থসমূহকে অগ্রাধিকার দিতে হবে।

সমাজতান্ত্রিক সমাজের নিরবচ্ছিন্ন প্রগতির বিহিতার্থ এই যে সামাজিক প্রয়োজন মেটায় এমন উৎপাদন পদ্ধতিরও বিরামহীনভাবে উন্নতি ঘটতে হবে এবং উৎপাদিত পণ্যের পরিমাণ সর্বদাই বাড়তে থাকবে। সাধারণ সামাজিক নীতির লক্ষ্য পূরণ করে এমন অর্থনৈতিক নীতির আওতাভুক্ত বিষয় হল উৎপাদন এবং বৈষয়িক সম্পদের বণ্টন। প্রযুক্তিগত নীতি ঐ অর্থনৈতিক নীতিরই একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। ব্যাপকতর অর্থে প্রযুক্তিগত নীতির উদ্দেশ্যই হল সাম্প্রতিকতম বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের প্রসারণ ও ব্যবহারের ক্ষেত্রটিকে সুগম করে তোলা এবং শ্রমের উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি ও জীবনযাত্রার মানোন্নয়নকে নিশ্চয়তা প্রদান করা। আর একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্য সাংস্কৃতিক ও সাংগঠনিক সুযোগ সুবিধা এবং প্রয়োজনীয় উপাদানের যোগান নিশ্চিত করার বিষয়টি।

হাঙ্গেরি উন্নয়নের মাঝারি স্তরে অবস্থিত একটি সমাজতান্ত্রিক দেশ। কাঁচামালের দিক থেকে দেশটি দরিদ্র এবং এর অভ্যন্তরীণ বাজারটির আয়তন নাতিদীর্ঘ। এই কারণেই দেশটির অর্থনৈতিক প্রগতির পক্ষে আন্তর্জাতিক শ্রম বিভাজন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ফলত গবেষণার বিষয়বস্তু নির্বাচন ও সেগুলির ওপর পূর্ণ মনঃসংযোগ বা সমস্ত শক্তিকে সংহত করা এবং সহযোগিতা করা আমাদের প্রযুক্তিগত নীতির লক্ষ্যসমূহের নির্ধারণে নির্ণায়ক ভূমিকা পালন করে। সঠিক নির্বাচন নিশ্চিতকরণে দীর্ঘ-মেয়াদী অর্থনৈতিক লক্ষ্যগুলি সম্পর্কে আমাদের অতি অবশ্য স্বচ্ছ দৃষ্টির অধিকারী হতে হবে। পূর্ণ শক্তি নিয়োগের ব্যাপারে অতি অবশ্য যে নিশ্চয়তার প্রয়োজন তা হল সমাজতান্ত্রিক শ্রম বিভাজনের সুযোগ সুবিধা ও সহযোগিতার সর্বাধিক সদ্ব্যবহার করে বৈজ্ঞানিক এবং প্রযুক্তিগত সম্পদ ও উপাদানগুলোর কার্যকর প্রয়োগ।

নির্বাচন, মনঃসংযোগ এবং সহযোগিতার এই কার্যকলাপের পরিধি পরিস্থিতির বর্তমান স্তরে যা হওয়া উচিত ছিল এখনও ততটা ব্যাপক আকার ধারণ করতে পারে নি। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত প্রগতির ব্যবস্থাপনা এখনও পর্যন্ত যথেষ্ট কার্যকরভাবে দীর্ঘ-মেয়াদী অর্থনৈতিক লক্ষ্যসমূহের কাজে লাগছে না। তথাপি অর্থনৈতিক নীতির এমন বহু লক্ষ্য রয়েছে যা আগামী ১০ থেকে ১৫ বছরে প্রধান প্রধান প্রযুক্তিগত ও বৈজ্ঞানিক ধারা বা ঝোঁকগুলির ওপর নিয়ামক প্রভাব খাটাবে এবং এই কারণেই গবেষণার বস্তুগত ও সাংগঠনিক ভিত্তিটির উন্নতি বিধানের প্রয়োজনীয়তা।

হাঙ্গেরীয় শিল্পে ব্যবহারযোগ্য মনুষ্য শক্তি ইতিমধ্যেই অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। এই সীমাবদ্ধতা কাটিয়ে ওঠার সম্ভাবনা কম। বরঞ্চ এই সীমাবদ্ধতা আরো প্রকট হয়ে ওঠার সম্ভাবনা রয়েছে। সুতরাং উৎপাদন বৃদ্ধির একমাত্র উৎস হল

শ্রমের উচ্চতর উৎপাদিকা শক্তি। এবং দীর্ঘ-মেয়াদী ভিত্তিতে শ্রমের উচ্চতর উৎপাদিকা শক্তিকে নিশ্চিত করতে শিল্পক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক এবং প্রযুক্তিগত সাফল্যগুলির দ্রুত এবং কার্যকর ব্যবহার অত্যন্ত আবশ্যিক।

এ ছাড়াও উন্নয়নের হার প্রধানত নির্ভর করে প্রতিযোগিতামূলক রপ্তানি দ্রব্যের উৎপাদন মাত্রার ওপর। এবং নবলব্ধ বৈজ্ঞানিক-প্রযুক্তিগত সাফল্যসমূহের ব্যবহার ব্যতিরেকেই প্রতিযোগিতামূলক পণ্যের উৎপাদন সম্ভব এমন কথা ভাবাই যায় না।

জ্বালানি ও কাঁচামাল—এই দুটো জিনিসই হাঙ্গেরিকে আমদানি করতে হয়। আমাদের বৈদেশিক বাণিজ্যের কাঠামোতে এর জন্য প্রতিকূল প্রভাব পড়ে। ফলত যে সমস্ত পণ্যোৎপাদনে বেশি পরিমাণে মালমশলা ও শক্তির ব্যবহারের চেয়ে মানসিক কার্যকলাপের ফসলই অধিকতর মাত্রায় ব্যবহৃত হয়, সেগুলি আমাদের কাছে বিশেষভাবে মূল্যবান।

এই সমস্ত কিছুই আমাদের প্রযুক্তির বিকাশ এবং বৈজ্ঞানিক গবেষণার গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্যগুলোর বৈচিত্র্যকে দৃঢ়তার সঙ্গে নির্দেশিত করছে। আমরা অবশ্যই অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে উৎপাদনের পরিসরে যন্ত্রপরিচালনে মনুষ্যশক্তির ব্যবহারকে যান্ত্রিকীকরণের কাজটি ত্বরান্বিত করব এবং তার দ্বারা আমাদের শ্রম শক্তির একটা বেশ ভালো অংশকে মুক্ত করে আনব। নতুন পরিমাপ ব্যবস্থা ও কম্পিউটার প্রযুক্তির বিকাশকে কাজে লাগিয়ে বেশ কিছু ক্ষেত্রে অতি অবশ্য অটোমেশন চালু হবে। শক্তি ব্যবহারের কাঠামোটিরও উন্নতিবিধান এবং সংস্কার সাধন প্রয়োজন। বিশেষত, আরো বেশি বেশি করে পারমাণবিক শক্তিকে ব্যবহার করতে হবে এবং তার জন্য আমাদের অতি অবশ্য অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোর সঙ্গে যৌথভাবে গবেষণার বিস্তৃতি ঘটাতে হবে।

হাঙ্গেরিকে অতি অবশ্যই তার আধা-সমাপ্ত পণ্য এবং বদলী যন্ত্রাংশের শিল্পকে গড়ে তুলতে হবে, অধিকতর মূল্যবান কাঁচামালের পরিবর্ত হিসাবে ব্যবহার করা যায় এমন মালমশলা অবশ্যই উৎপাদন করতে হবে আবশ্যিকভাবে, উৎপাদন ক্ষেত্রের বর্জিত ও বাতিল অংশের বিজ্ঞানসম্মতভাবে কাজে লাগাতেই হবে। কৃষি এবং শিল্প—উভয় ক্ষেত্রেই রসায়নের ক্রমাগত প্রয়োগে শ্রমশক্তির সাশ্রয় হয় এবং প্রাথমিক মৌল দ্রব্যাদির ব্যয় হ্রাস করে।

দক্ষ শ্রমিকদের প্রশিক্ষণে নিযুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে নতুন নতুন মৌলিক প্রাকৃতিক ও প্রযুক্তিগত বিদ্যা এবং মার্কসীয় সমাজ বিজ্ঞানকে অগ্রাধিকার দিতে হবে।

এই সবের জন্য প্রয়োজন কার্যকর পথ নির্দেশ এবং সংহতি। একটা উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে ঃ—আমাদের যন্ত্রপাতি, যোগাযোগ এবং কম্পিউটার শিল্প পুঁজিবাদী দেশগুলো থেকে কিছু কিছু যন্ত্রাংশ (যেমন সেমি-কন্ডাক্টর) আমদানি করে থাকে। অথচ এটা পরিষ্কার যে কোনো শিল্প যদি পুঁজিবাদী দেশ থেকে আমদানির ওপর নির্ভরশীল হয় তাহলে তাকে পুঁজিবাদী বাজারের উত্থান-পতনের সঙ্গেও অনিচ্ছুকভাবে জড়িয়ে পড়তে হবে। সমাজতান্ত্রিক শ্রম বিভাজন নির্বাচিত ক্ষেত্রগুলির সুগভীর বিকাশের পথটিকে তৈরি করে দেয়। কিন্তু কাজটিকে সুসম্পন্ন করে তুলতে আমাদের প্রয়োজন গবেষণা কেন্দ্রগুলোর সহযোগিতা। এখানেই কেন্দ্রীয় সমন্বয় প্রধান গুরুত্ব সম্পন্ন হয়ে ওঠে।

গবেষণা এবং প্রযুক্তির বিকাশে আমাদের দেশে বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয়িত হয়। কিন্তু প্রায়শই উক্ত প্রয়োজনের জন্য নির্দিষ্ট তহবিলটিকে ছড়িয়ে দেওয়া হয় চতুর্দিকে এবং অনেক ক্ষেত্রে ব্যক্তি বিশেষের সিদ্ধান্ত মতো অর্থ ব্যয় করা হয়ে থাকে। অতীত অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গেছে যে বিজ্ঞান ও সমাজের প্রয়োজন এবং স্বার্থসমূহের, বৈষয়িক ও আধ্যাত্মিক সম্পদগুলোকে সংহতকরণের জন্য বৃহত্তর আকারের পরিকল্পনা এবং সুযোগ্য কেন্দ্রীয় পথ নির্দেশের প্রয়োজন রয়েছে। সরকারি সহযোগিতার অধীন গবেষণায় সেই সাংগঠনিক কাঠামোটির উপস্থিতি ঘটে যা বৈজ্ঞানিক কাজকর্মের কার্যকারিতাকে বাড়িয়ে তোলে, মালমশলা ব্যবহারের পরিকল্পনাকে উন্নত করে এবং গবেষণাগার থেকে ফ্যাক্টরির দূরত্বকে ঘুচিয়ে আনে।

কালোত্তীর্ণ শ্রমিকশ্রেণীর পার্টির প্রধান রাজনৈতিক কর্মনীতির প্রতি বিশ্বস্ততার অর্থ হল এই যে প্রতিটি প্রয়োজনীয় সন্ধিক্ষণে পার্টিকে অবশ্যই নতুন পদ্ধতি, নতুন সমাধান খুঁজে বার করতে হবে, পরিবর্তনশীল পরিস্থিতিতে সেগুলোকে প্রয়োগ করতে হবে এবং এমনভাবে কাজ করে যেতে হবে যাতে সমাজের সর্বোচ্চ ও সুসমন্বিত বিকাশ ঘটে। বিজ্ঞানের অগ্রগতি এমন এক পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে যে-পরিস্থিতিতে পদ্ধতিসমূহের পরিবর্তনসাধন একান্ত প্রয়োজন। কারণ বৈজ্ঞানিক-প্রযুক্তিগত বিপ্লবের সাফল্যসমূহকে সমাজতন্ত্রের সুযোগ-সুবিধাগুলোর সঙ্গে সমন্বিত করার বিষয়টি সচেতনতার সঙ্গে পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত একটি প্রক্রিয়া যার জন্য প্রয়োজন হল ঐক্যবদ্ধ কার্যক্রম। এর দ্বারা বৈজ্ঞানিক কর্মীদের উদ্যোগে কোনো রকম প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয় না। বরঞ্চ প্রয়োজনীয় বৈষয়িক পরিস্থিতি সৃষ্টি করা গেলে তাঁদের কাজকর্মের সৃজনশীল প্রকৃতি বৃহত্তর সুযোগ ও স্বাধীনতা পায়।

ভবিষ্যতের প্রয়োজনে বৈজ্ঞানিক কাজকর্ম, একটি প্রাগ্রসর সমাজতান্ত্রিক সমাজ নির্মাণের প্রয়োজনে বিজ্ঞান সাধনা একটি উদ্দীপনাময় বৃত্তি। সমাজতান্ত্রিক সমাজে একজন বিজ্ঞানীর কাজকর্ম বিশেষভাবেই তাঁর কাছে আকর্ষণীয়, কারণ, বিজ্ঞানের প্রতি অবিশ্বাস বা শত্রুতাচরণের কোনো কারণই সেখানে থাকে না। সেখানে বিজ্ঞান সাধনার সুফলগুলোকে শোষণের মাত্রাটি বৃদ্ধি করার প্রয়োজনে ব্যবহার করা হয় না অথবা তা উপভোগের দৃষ্টিভঙ্গিকে পুষ্ট করে না। সমাজতন্ত্রে বিজ্ঞানের উদ্দেশ্যই হল মানুষের ব্যক্তিত্বের একটি সর্বাঙ্গীণ সুসমন্বিত বিকাশ ঘটানো।

"শূন্য বৃদ্ধি" ঃ মতাদর্শ ও রাজনীতি

গই পেপেশে
অর্থনীতি ও গণিতশাস্ত্রের ডক্টরেট, অর্থনৈতিক গবেষণাকেন্দ্র,
কেন্দ্রীয় কমিটি, ফরাসি কমিউনিস্ট পার্টি

কারিগরি বিষয়ক মানদণ্ড ও ব্যবহারিক প্রয়োগ

১৯৭২ সালের এপ্রিল মাসে এক সাংবাদিক সম্মেলনে, ফরাসি কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক জর্জ মার্শাই কমন মার্কেট কমিশনের তদানীন্তন চেয়ারম্যান ম্যানশলট-এর আধা-গোপন স্মারকলিপির পেছনে যে পরিকল্পনা রয়েছে, তা তুলে ধরেন। তাঁর স্মারকলিপির মর্মার্থ হচ্ছে এই ঃ পুঁজিবাদী সরকারগুলি আর "অর্থনীতির সুস্থিত সম্প্রসারণ সুনিশ্চিত" করতে পারে না, "একটা নতুন সংকটের সবকিছু উপাদান"ই এখন বর্তমান। আর সবচেয়ে বড় বিপদ হচ্ছে, জনসংখ্যার আধিক্য ও ভোগের আধিক্য। এর থেকে রেহাই পাবার একমাত্র পথ হচ্ছে, "পরিবেশগত ভারসাম্য" বজায় রাখার জন্যে কঠোর ম্যালথুসীয় নীতির মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধির হার শূন্যের কোঠায় রাখা এবং ভোগের মাত্রা যথেষ্ট পরিমাণে কমিয়ে আনা এই গোটা পরিকল্পনাটিকেই বাস্তবে রূপদান করতে হবে ইয়োরোপীয় কমিউনিটিকে।

জনসংখ্যার সুস্পষ্ট বৃদ্ধি(১), শিল্পজাত পণ্যোৎপাদন, খাদ্য ও কাঁচামালের ব্যবহার এবং পরিবেশ দূষিত হওয়ার ফলাফল সম্পর্কে ম্যাসাচুসেট্‌স্ ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজিতে যে গবেষণা করা হয়, তারই ভিত্তিতে ম্যানশলট-এর স্মারকলিপিটি তৈরি হয়েছে। মার্কিন গবেষকদের পরিকল্পিত প্রতীক মানদণ্ড অনুযায়ী ক্রমবর্ধমান জ্বালানি ব্যবহার আর তারই সাথে দূষিত পরিবেশ একত্র হয়ে এক অতর্কিত সংকট সৃষ্টি করতে পারে।

তাদেরই একজন অন্যতম নেতৃস্থানীয় তাত্ত্বিক মেডোজ মনে করেন, "বর্তমান ব্যবস্থায় কোনো গুরুতর পরিবর্তন ঘটবে না, এই অনুমানের ভিত্তিতে পরবর্তী শতাব্দীতে নিশ্চিতভাবে জনসংখ্যা ও শিল্পগত উৎপাদন বৃদ্ধি রুদ্ধ হয়ে যাবে"(২), এবং মানবজাতি ২১০০ সালের মধ্যে বিপর্যয়ের কিনারায় এসে দাঁড়াবে। এটা কি করে ঠেকানো যাবে? মেডোজ বলেন, জনসংখ্যা ও শিল্পজাত বৃদ্ধির পদ্ধতিতে পরিবর্তনসাধন করে এবং সেই বৃদ্ধি রোধ করে অথবা অন্ততপক্ষে ভোগের বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রিত করে তা করা সম্ভব।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে উদ্ভূত এই এবং এমনিধারা একই রকমের মানদণ্ড ও অনুমানগুলি উত্তপ্ত বিতর্কের বিষয় হয়ে উঠেছে। বহু অর্থনীতিবিদ সঠিকভাবেই উৎপাদন, জনসংখ্যা এবং প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহার বৃদ্ধির যথার্থ গতিবিজ্ঞানকে সূচক বৃদ্ধির গাণিতিক প্রণালীর সাথে এক করে দেখানোর বিরুদ্ধে যুক্তিতর্ক তুলেছেন। তাছাড়া, যুক্তিধারার রেশির ভাগটাই হচ্ছে "দুর্বোধ্য" পরিসংখ্যান-সংক্রান্ত তথ্যের উপর নির্ভরশীল; সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থা ও অন্যান্য পরিস্থিতি এতে অবহেলিত হয়েছে। অন্যেরা কাঁচামালের বিপুল সঞ্চয় এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি-বিদ্যার নতুন পথ উন্মুক্ত হওয়ার বিষয় উল্লেখ করেছেন।(১)

দুনিয়ার সম্পদ, সেই সম্পদে কতকাল চলতে পারে, এই সম্পর্কে মেডোজের হিসেব এবং উৎপাদন ও ভোগ প্রবণতার মূল্যায়ন সম্পর্কে তাঁর গাণিতিক পদ্ধতির সপক্ষে এবং বিপক্ষে এই সমস্ত বিশেষজ্ঞের যুক্তিতর্কের কথা বাদ দিয়েও একথা বলা চলে, তাঁর সিদ্ধান্তগুলি ফরাসিদেশ ও অন্যান্য পুঁজিবাদী দেশের জনমতকে প্রচণ্ডভাবে প্রভাবিত করেছে।

এস আই টি-র এই গবেষণালব্ধ তথ্যকে প্রতিক্রিয়াশীল সংবাদপত্রগুলি ব্যাপকভাবে প্রচার করেছে, পালাক্রমে ম্যালথুসীয় তত্ত্বকে জনপ্রিয় করে সদাসর্বদা ব্যক্তিগত মুনাফার যুক্তিসঙ্গত ন্যায্যতাকে ধীরে ধীরে তুলে ধরার কাজে এই তথ্য ব্যবহার করেছে। এইসব যুক্তির প্রবক্তারা সমাজ এবং সর্বজনীন প্রগতির স্বার্থে অর্থনৈতিক উন্নয়নকে ব্যবহার করতে চায় না ও তা করতে পারেও না। এমন কি এইসব তথ্য গুরুতর আলাপ-আলোচনার বিষয়বস্তু হয়ে ওঠার আগেই বৃদ্ধির সীমা শীর্ষক তত্ত্বটি শ্রমজীবী জনগণের মৌল স্বার্থের বিরুদ্ধে পরিচালিত রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক পদক্ষেপের মতাদর্শগত ন্যায্যতা প্রতিপন্ন করার কাজে ব্যবহৃত হয়।

আর তাই, এস আই টি-র তথ্যসমূহ এবং ম্যানশলট-এর স্মারকলিপি ঘিরে তর্কবিতর্ক বিশেষজ্ঞদের জগৎ পার হয়ে বহুদূর সম্প্রসারিত হয়েছে। পুঁজিবাদী অর্থনীতির ক্রম-বর্ধমান সংকটের সাথে সাথে মেডোজ-এর "দুনিয়ার বিশ্বজনীন

---

১ একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য স্থিতিশীল বৃদ্ধি-হার, কিন্তু এই হার অধিকতর উচ্চ হার সৃষ্টিতে সক্ষম, এবং বিপরীতক্রমে বৃদ্ধি সীমিতকরণেও সক্ষম।

২ ডি মেডোজ এবং অন্যান্য—বৃদ্ধির সীমা, নিউইয়র্ক, ১৯৭২, পৃঃ ১২৬।

---

১ উদাহরণস্বরূপ দ্রষ্টব্য—বৃদ্ধির সীমা সংক্রান্ত তর্ক-বিতর্ক। ফিউচারস-এর বিশেষ সংখ্যায়, সংখ্যা—১-২, ১৯৭৩; পরিণতির প্রতিরূপ। বৃদ্ধির সীমা সংক্রান্ত একটি সমালোচনা, নিউইয়র্ক, ১৯৭৩।

ধাঁচ" জাতীয় প্রযুক্তিগত অনুমানটির সুযোগ নেওয়া হয়েছে এবং বুর্জোয়া মতাদর্শবিদেরা এটাকে মূর্তরূপ দিয়েছেন। এছাড়া, তারা ফরাসি দেশ ও অন্যান্য পশ্চিম ইয়োরোপীয় পুঁজিবাদী দেশের সরকারি নীতিকে প্রচণ্ড-ভাবে প্রভাবিত করেছেন। অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতি কমিয়ে আনা এবং ছাঁটাই নীতির ন্যায্যতা প্রমাণের অভি-যানে ফরাসি সরকার একে ব্যবহার করেছে। বামপন্থী এবং কল্পবিলাসীরা কিন্তু, পরিবেশের হাত থেকে মুক্তি, প্রকৃতির প্রত্যাবর্তন, এবং ভোক্তা সমাজের অবসান ইত্যাদির নামে স্থানু বৃদ্ধির সমর্থকদের দলে ভিড়েছে।

এটা এই থেকেই স্পষ্ট হবে যে, ১৯৭২ সালে, কমন মার্কেটের সম্প্রসারণ সম্পর্কে গণভোটের প্রাক্কালে আমাদের পার্টির প্রচার কেবলমাত্র নির্বাচনী মহড়া ছিল না, সংকট-সৃষ্টাদের মুখোস খুলে দেওয়া এবং এ থেকে রেহাই পাবার পথ বাতলে দেওয়ার প্রয়োজন ছিল। আমাদের পার্টির ওরফে জর্জ মার্শাই জাতিকে সতর্ক করে বলেন, "আমরা চাই না, এখন থেকে কয়েক বছর বাদে আবার আমাদের জনগণ বলুক, হ্যাঁ, ম্যানশলট ও পঁপিদু প্রস্তাবিত এক-চেটিয়া পুঁজিপতিদের ইয়োরোপ সংক্রান্ত প্রস্তাবটি প্রত্যা-খ্যান করে ১৯৭২ সালে কমিউনিস্ট পার্টি সঠিক কাজই করেছিল।" লু'মানি-তেও উচ্চারিত হয়েছিল কঠোর সাব-ধানবাণী। ১৯৭২ সালের ৫ এপ্রিল এতে লেখা হয় : "দশ-শক্তির ইয়োরোপ, যে পরিকল্পনাকে পঁপিদু ফরাসি জনগণের কাছে আড়াল করে যাচ্ছেন, তার অর্থ হচ্ছে অর্থ-নৈতিক উন্নয়নের অবসান, নিম্নতর জীবনধারণের মান এবং জাতীয় সার্বভৌমত্বের সংকোচন।"

পরবর্তী ঘটনাবলী ম্যানশলট স্মারকলিপির বিরুদ্ধে কমিউনিস্ট পার্টির সাবধানবাণী ও অভিযানের নির্ভুলতা সম্পূর্ণভাবে প্রমাণ করেছে। রাষ্ট্রপতি পঁপিদুর মৃত্যুর পরে বাগাড়ম্বরপূর্ণ নির্বাচনী অভিযানের পটভূমিকায় "অত্যধিক" অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রতিকূল ফলাফলের বিরুদ্ধে লড়াই করা এবং "সম্ভোগকারী সমাজ"-এর ব্যয়-আধিক্যের অবসান ঘটানোর আছিলায় সরকার, আত্মনিগ্রহের নীতি এবং অন্যান্য মুদ্রাস্ফীতি বিরোধী ব্যবস্থার মাধ্যমে শ্রমিকদের জীবনধারণের মানের ওপরে আক্রমণাত্মক অভিযান শুরু করে।

এই ধ্বংসাত্মক নীতির কিছু কিছু বাস্তব ফল ইতো-মধ্যেই প্রত্যক্ষ হয়ে উঠেছে। জাতীয় পরিসংখ্যান ও অর্থ-নীতিবিষয়ক গবেষণা সংস্থা বলেছে, সমস্ত শিল্পেই উৎপাদন যথেষ্ট পরিমাণে কমে গেছে। জীবনযাত্রার মান নিম্নমুখী হচ্ছে। ১৯৭৩ সালের এপ্রিল থেকে ১৯৭৪ সালের এপ্রিলের মধ্যে পাঁচটি সন্তানসহ একটি গ্রামীণ পরিবারের ক্রয়ক্ষমতা কমে গেছে ৩·৫ শতাংশ; এই একই ধরনের প্যারিসীয় পরিবারের ক্রয়ক্ষমতা কমেছে ৪·৩ শতাংশ এবং ৩ বছরের ঊর্ধ্বে দুটি সন্তানসহ একটি প্যারিসীয় পরিবারের ক্রয়ক্ষমতা ৩·৮ শতাংশ কমে গেছে।

মুদ্রা সংক্রান্ত বিষয়, কৃষি, জ্বালানি বা প্রতিরক্ষার বিষয় থেকে ভূরি ভূরি ঘটনার উল্লেখ করে দেখানো যায় যে জাতীয় সার্বভৌমত্বের প্রতি তুচ্ছতাচ্ছিল্য এমন একটা পর্যায়ে পেঁৗছেছে, যখন আমরা বলতে পারি, ফরাসি দেশের জাতীয় স্বার্থ বিকিয়ে দেওয়া হচ্ছে।

একচেটিয়া বৃদ্ধির সংকট

প্রায় দু'বছর আগে, সরকার প্রতিশ্রুতি দেয় যে আগামী এগার বছরের মধ্যে শিল্পোৎপাদন দ্বিগুণ করা হবে। তদানীন্তন অর্থমন্ত্রী গিসকার্দ দ্য'এসতাঁগ বার্ষিক অর্থ-নৈতিক উন্নয়নের হার ৬·৫ শতাংশ বাড়িয়ে তোলার অন্যতম উৎসাহী প্রবক্তা ছিলেন। বর্তমানে প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপতি হিসেবে, গিসকার্দ দ্য'এসতাঁগ "অসংযত বৃদ্ধি"র বিরুদ্ধে। বর্তমান সংকটের জন্য তিনি এই "অসংযত বৃদ্ধি"কেই দায়ী করেন।

বাস্তবে বর্দ্ধিত শিল্পোৎপাদন এই সংকটের হেতু নয়, সংকটের হেতু হচ্ছে সরকার-উৎসাহিত একচেটিয়ার সম্প্র-সারণ। দেশের অভ্যন্তরীণ ভোগের বাজার সম্প্রসারণ এবং উন্নততর জীবনধারণের মান-এর ভিত্তিতে একচেটিয়া বৃদ্ধির নীতি প্রতিষ্ঠিত নয়, একচেটিয়া লগ্নী এবং রপ্তানি বাড়ানোর ওপরেই প্রতিষ্ঠিত। একটা উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে : ১৯৬৫ সাল থেকে ১৯৭২ সালের মধ্যে ফরাসি দেশে মজুরিভোগীদের অনুপাত ৫৪·৩ শতাংশ থেকে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৫৮·৮ শতাংশে, কিন্তু জাতীয় আয়ে তাদের অংশ ৬২·৬ শতাংশ থেকে কমে দাঁড়িয়েছে ৬১·২ শতাংশ। শ্রমিকদের অতিমাত্রায় শোষণ করে, সমস্ত অ-এক-চেটিয়া স্তরকে বিধ্বস্ত করে, উন্নয়নশীল দেশগুলিকে লুঠ-পাট করে এবং জাতীয় সম্পদের অপচয় ঘটিয়ে এই এক-চেটিয়ার বৃদ্ধি ঘটানো হয়েছে।

ফরাসি সমাজের গভীর সংকটের পেছনে রয়েছে পুঁজি-বাদীদের কাছে অত্যন্ত লাভজনক এ হেন নীতিটি, যা পুঁজিবাদের অর্থনৈতিক নিয়মাবলীর কার্যকারিতার সাথে যুক্ত। ব্যাপারটা এমন একটা জায়গায় পেঁৗছেছে যে এক-চেটিয়া-নিয়ন্ত্রিত কলাকৌশল এতই ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে যে তারা তাদের পরিকল্পনামাফিক লক্ষ্য অর্জন করতে পারবে কি না তা সন্দেহের বিষয় হয়ে উঠেছে।

মুনাফার মান একটা সুনির্দিষ্ট স্তরে বজায় রাখতে হলে, একচেটিয়া পুঁজির বিপুল পরিমাণ সংগ্রহের জন্য মোট মুনাফার সমানুপাতিক পরিবৃদ্ধি প্রয়োজন। কিন্তু এ প্রক্রিয়া চিরন্তন হতে পারে না, শোষণের ফলে উদ্ভূত বাড়তি মূল্য সমগ্র পুঁজির পরিমাণের মুনাফাকে সুনিশ্চিত করার পক্ষে আর যথেষ্ট নয়। অন্যভাবে বলা চলে, নিজে-দের অন্তর্নিহিত বিরোধের দরুনই একচেটিয়ারা বর্তমানে ক্রমবর্ধমান সম্ভাব্য মুনাফা সম্পর্কে অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছে। সেই কারণেই মুনাফা বাড়ানোর জন্য তারা মুদ্রা-স্ফীতি ও দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধির পথ ধরছে, শ্রমজীবী জনতার ক্রয়ক্ষমতাকে সংকুচিত করছে এবং ছোটখাটো মালিকের ওপরে লুটপাট চালাচ্ছে। মুদ্রাস্ফীতি এমন একটা মাত্রায় পেঁৗছেছে, যা অন্য সব কিছু বাদ দিয়েও আন্তর্জাতিক পুঁজিবাদী মুদ্রাব্যবস্থাকে বিশৃংখলার মধ্যে ফেলেছে এবং এই মুদ্রা ব্যবস্থা এখন অর্থলগ্নীকারী ফাটকাবাজদের কবজার মধ্যে রয়েছে।

দেশের অভ্যন্তরীণ ভোগের পণ্য ও পুঁজির রপ্তানি ফরাসি অর্থনীতিকে আরো অনেক বেশি পরিমাণে আঘাত হানছে। বিভিন্ন শিল্প এবং তার অঞ্চলের মধ্যে প্রসারমান সামঞ্জস্যহীনতা থেকেই তা স্পষ্ট। ফেডারেল রিপাবলিক

অব জার্মানি এবং ইয়োরোপীয় অর্থনৈতিক কমিউনিটির অন্যান্য দেশে বাণিজ্যের সম্প্রসারণ কেন্দ্রীভূত করার ফলে বৈদেশিক বাণিজ্যে ভারসাম্যহীনতা বেড়ে গেছে। পুঁজিবাদী বাজারে অস্থিরতার ফলে বিদেশী-নিয়ন্ত্রিত ফরাসি ব্যবসায় সংস্থা এবং যে সমস্ত সংস্থায় বিদেশীদের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে, সেগুলির ওপরে প্রত্যক্ষভাবে তার প্রভাব পড়ে, এবং বাণিজ্য ও মুদ্রা সংক্রান্ত অসুবিধাগুলি আরো বেশি তীব্রভাবে অনুভূত হয়।

জ্বালানি (খনি বন্ধ করা), কৃষি (ছোট এবং মাঝারি কৃষকের উচ্ছেদ), শিল্প (হস্তশিল্পের ধ্বংস; ছোট ও মাঝারি ব্যবসায়ের দেউলিয়া অবস্থা), শহর সম্প্রসারণ, নগর পরিকল্পনা, শিক্ষা, পেশাগত প্রশিক্ষণ, বৈজ্ঞানিক গবেষণা ইত্যাদি সম্পর্কিত সরকারি নীতির ফলেও পরিস্থিতির কোনো উন্নতি ঘটে নি।

"মাঝারি ধরনের বৃদ্ধি"র ওপরে গুরুত্ব দিয়ে একচেটিয়া পুঁজির প্রতি আনুকূল্য ও সমর্থনের পূর্ব নীতিকে পরিবর্তন করার জন্য সরকারের কোনো চেষ্টা বা ইচ্ছেও নেই। অর্থমন্ত্রী যখন বর্তমান মুদ্রাস্ফীতির জন্য বে-সরকারি লগ্নীর ওপরে দোষারোপ করেন, তখন তিনি কার্যত ছোট ও মাঝারি উদ্যোক্তাদেরই আক্রমণ করেন এবং ফলত সাহায্য করেন বৃহৎ ব্যবসায়ীদের। রাষ্ট্রপতি পঁপিদুর মৃত্যুর সামান্য কিছুকাল পূর্বে, তাঁর কাছে প্রদত্ত স্মারকলিপিটির সিদ্ধান্তের মধ্যেই তার পরিচয় পাওয়া যায়।

বৈদেশিক বাণিজ্যের ঘাটতি হ্রাস করার জন্য, স্মারকলিপিতে বিদেশে ফরাসি লগ্নীর সুবিধার বিষয় সুপারিশ করা হয়, ফরাসি দেশে বৈদেশিক লগ্নীকে উৎসাহ দেওয়া হয়, এবং খাদ্য, কৃষি ও যে-সমস্ত শিল্প একচেটিয়াদের কাছে তুলনামূলকভাবে কম গুরুত্বপূর্ণ, সেগুলিতে লগ্নীর বিষয়টিকে নিরুৎসাহ করা হয়।

"শূন্য বৃদ্ধি" তত্ত্বের দ্বারা উৎসাহিত গিসকার্দ দ্য'এসতাঁগ সমর্থিত "মাঝারি ধরনের বৃদ্ধি" তত্ত্বটিও, চূড়ান্ত বিশ্লেষণে দেখা যাবে, বর্তমানে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত "অসংযত বৃদ্ধি" তত্ত্বের স্বার্থেরই পরিপূরক।

কমিউনিস্ট পার্টির ঊনবিংশতি ও বিংশতি কংগ্রেস লক্ষ্য করেছে যে ষাটের দশকের শেষাংশে ফরাসি দেশ এবং অন্যান্য অধিকাংশ নেতৃস্থানীয় পুঁজিবাদী দেশে রাষ্ট্রীয় একচেটিয়া পুঁজিবাদ এক নতুন স্তরে পৌঁছেছে। এর প্রধান লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্যের কতকগুলি হচ্ছে এই :

—জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিসরে শিল্পের ঘনীভবন ও ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থার কেন্দ্রীকরণ, ফরাসি দেশের শীর্ষস্থানীয় একচেটিয়া গোষ্ঠীগুলি ১৯৬৬—৭১ সালের মধ্যেই চূড়ান্ত রূপ পরিগ্রহ করে, তারপর থেকেই জোরটা পড়ছে আন্তর্জাতিক কার্যকলাপের ওপরে, ফরাসি দেশের ওপরে নয়। ১৯৭৩ সালে নেতৃস্থানীয় শিল্প ও ব্যাঙ্কিং প্রতিষ্ঠানের মধ্যে অনেকগুলি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে।

—অর্থনীতিতে রাষ্ট্রের ক্রমবর্ধমান হস্তক্ষেপ এবং সেটা শুধুমাত্র বাজেট ও রাষ্ট্রায়ত্ত অংশের মাধ্যমে নয়—প্রধানত বে-সরকারি পুঁজিবাদী অংশের প্রতি প্রত্যক্ষ সমর্থনের মধ্য দিয়ে। এরই সাথে সাথে, উদাহরণস্বরূপ বলা চলে যে সমস্ত প্রকল্প মূলত বৃহৎ একচেটিয়াদের পক্ষে সহায়ক (সুপার হাইওয়ে, সমুদ্রবন্দর ইত্যাদি), সেই সমস্ত ক্ষেত্রে জাতীয় অর্থভাণ্ডার থেকে প্রভূত পরিমাণে অর্থ ঢালা হচ্ছে।

—বৈদেশিক লগ্নীতে উৎসাহ দেওয়া হচ্ছে, ফরাসি শিল্পে উৎপাদিত পণ্যের বিক্রয়ের এক-চতুর্থাংশেরও বেশি এবং মোট লগ্নীর এক-পঞ্চমাংশেরও বেশি বিদেশী-নিয়ন্ত্রিত কোম্পানির মূলত মার্কিন এবং পশ্চিম জার্মানির কোম্পানিগুলির।

—জাতিগত গণ্ডির ঊর্ধ্বে সাম্রাজ্যবাদী সংহতি এবং মুদ্রাব্যবস্থা ও বাণিজ্য নীতিতে সহযোগিতার মাধ্যমে, অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদী শক্তির সাথে বিশেষত ফেডারেল রিপাবলিক অব জার্মানি ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে ঘনিষ্ঠতর সম্পর্ক ও সহযোগিতার ভিত্তিতে বৈদেশিক নীতিকে রূপায়িত করা;

—পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় শ্রমিকদের "সংহত" করার উদ্দেশ্যে একটি সমাজনীতির পরিকল্পনা করা (পরিচালন-ব্যবস্থা ও মুনাফার মোট অংশগ্রহণ, যৌথ চুক্তি ইত্যাদির মাধ্যমে) এবং তারই সাথে সাথে মজুরি এবং শিক্ষা, গবেষণা, জনস্বাস্থ্য ও শহরাঞ্চল উন্নয়নের জন্য সামাজিক ব্যয়ের ওপরে চাপ সৃষ্টি করা।

পূর্বসূরিদের নীতির নেতিবাচক দিকগুলিকে একটা চূড়ান্ত সীমায় নিয়ে যাওয়ার জন্য সরকার বেশ কিছু বাক্‌চাতুর্যের আশ্রয় নিয়েছে। ছোটখাটো এবং মাঝারি ব্যবসায়ের ওপরে (এবং এমনকি বড় ব্যবসায় যেগুলি এখনো পর্যন্ত বহুজাতিক হয়ে উঠতে পারে নি) এক সর্বাত্মক আঘাত হানার জন্য সরকার অর্থনৈতিক কাঠামো উন্নয়নের ভান করছে। সরকার বহুজাতিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে সমর্থন জানাচ্ছে, উৎসাহ দিচ্ছে রপ্তানি বাণিজ্যে এবং বিদেশে ফরাসি একচেটিয়াদের অবস্থান শক্তিশালী করার জন্য মদত দিচ্ছে। সংক্ষেপে সরকারের কার্যকলাপ বিশ্বজনীন ধনকুবেরদের স্বার্থে পরিচালিত হচ্ছে।

এই নীতি শ্রমিকদের পক্ষে অনেক বেশি কষ্টকর হয়ে উঠেছে। ফরাসি এবং বহিরাগত শ্রমিকদের ওপরে শোষণের মাত্রা বেড়ে চলেছে; বেকারি বাড়ছে আর চাকরির নিরাপত্তা কমছে। শ্রমিক, মধ্যবর্তী তত্ত্বাবধায়ক কর্মচারী ও সাধারণভাবে মধ্যস্তরের মানুষের ভোগের মাত্রা গভীরভাবে হ্রাস পাচ্ছে; চাষীদের ক্রয়ক্ষমতা কমছে আর সমাজসেবামূলক কাজের জন্য পাওয়া যাচ্ছে আরও কম টাকা।

পার্টির একবিংশতি কংগ্রেসের প্রস্তাবে ঘোষণা করা হয়েছে : "গিসকার্দ দ্য'এসতাঁগ-এর আন্তর্জাতিক নীতি এমন একটা ধাঁচের ওপর প্রতিষ্ঠিত যা ফরাসি দেশের স্বাধীনতা বিপন্ন করে এবং যা আমাদের কালের প্রকৃতি-বিরুদ্ধ..." "ইয়োরোপ অব দি ট্রাস্টস"-এর মধ্যে ফ্রান্সকে একীভূত করার গতিবৃদ্ধি করে সরকার, আটলান্টিক জোটের সাথে নতুনভাবে পুনর্মিলনের প্রয়াস পাচ্ছে, প্যারিস-বন অক্ষ-কে জোরদার করছে, উত্তেজনা প্রশমনের প্রচেষ্টায় বাধা দিচ্ছে এবং অস্ত্রশস্ত্রের বাণিজ্যে সমর্থন জানাচ্ছে।

কিন্তু একচেটিয়ারা শুধুমাত্র শ্রমজীবী জনতার প্রতিরোধেরই সম্মুখীন হচ্ছে না। পুঁজিবাদী ও উন্নয়নশীল দেশগুলির বিশেষত কাঁচামাল উৎপাদক যারা অর্থনৈতিক

স্বাধীনতার জন্য লড়াই করছে, সেই সমস্ত দেশের ক্রম-বর্ধমান অ-একচেটিয়া গোষ্ঠীর প্রতিরোধেরও সম্মুখীন হচ্ছে।

সরকার এবং শীর্ষস্থানীয় একচেটিয়া গোষ্ঠী বহুজাতিক গোষ্ঠীর প্রাধান্য বিস্তারের মধ্য দিয়ে এই সংকট থেকে পার পাবার উপায় খুঁজছে। এই নীতি শুধুমাত্র বিরোধ-কেই বাড়িয়ে তুলছে এবং এ নীতি হচ্ছে ফরাসি দেশের স্বার্থ-বিরোধী।

বহু-জাতিক সংস্থার সেবায় নয়া-ম্যালথাসবাদ

সরকার এটা অস্বীকার করতে পারে না যে, এক গভীর সংকট, মুষ্টিমেয় সুবিধাভোগী ধনী বাদে, সমাজের সর্ব-স্তরের ও শ্রেণীর মানুষকে জর্জরিত করছে। সরকার এটাও অস্বীকার করতে পারে না অর্থনীতি ও সমাজজীবনের সর্বক্ষেত্রে এই সংকট ছড়িয়ে পড়ছে। অন্যান্য পুঁজিবাদী দেশেও এই প্রক্রিয়া লক্ষ্য করা যায়।

পুঁজিবাদের সংকটের এই তীব্রতাবৃদ্ধি, ফরাসি রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের ফলাফলে তিনটি বামপন্থী দলের সাধারণ সরকারি কর্মসূচীর সমর্থনে ১৩ মিলিয়ন (নির্বাচকমণ্ডলীর শতকরা ৪৯ ভাগেরও বেশি) ব্যক্তির ভোটদান—এই ঘটনা এবং এমনিধারার ঘটনাগুলি একচেটিয়া শাসনের পক্ষে আশংকার কারণ। এই কারণেই সংকটের যথার্থ কারণ গোপন রাখা এবং তাদের উপলব্ধিকে আমাদের অধিকাংশ জনতা থেকে আড়াল করা এবং অ-একচেটিয়া স্তর এবং শ্রেণীসমূহের মধ্যে ঐক্য রোধ করার জন্যও সরকার এত উদ্বিগ্ন। এই উদ্দেশ্যে সরকার মাধ্যম হিসেবে রেডিও, টেলিভিশন, জাতীয় এবং স্থানীয় সংবাদপত্র, মহিলা ও তরুণ-তরুণী এবং কিশোর-কিশোরীদের জন্য বিশেষ ধরনের সাহিত্য ইত্যাদি ব্যবহার করছে। একান্তভাবে জনমতকে বিভ্রান্ত করার জন্যই প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা হচ্ছে—তার মধ্যে একটি হচ্ছে পরিবেশ মন্ত্রণালয় সম্প্রতি যার নাম পাল্টে রাখা হয়েছে জীবনধর্ম মন্ত্রণালয়। আর যেহেতু এই সংকট সমস্ত পুঁজিবাদী দেশে ছড়িয়ে পড়েছে, সেই-জন্য ইয়োরোপীয় পর্ষৎ, নাটো, ওইসিডি, এমন কি সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের মতো সংগঠনগুলিতেও মতাদর্শগত অভিযান চালান হচ্ছে।

মতাদর্শগত প্রতিঘাতমূলক কাজই এই অভিযানের একমাত্র বস্তু নয়। একচেটিয়ার আধিপত্য জিইয়ে রাখার জন্য তারা জাতীয় সংস্থা এবং "জাতি গণ্ডির ঊর্ধ্ব"-স্থিত সংস্থাগুলির হস্তক্ষেপকে নতুন আন্তর্জাতিক বাস্তব হিসেবে তুলে ধরছে। ১৯৭৪ সালে বুখারেস্টে অনুষ্ঠিত বিশ্ব জনসংখ্যাবিষয়ক সম্মেলনে তার পরিচয় পাওয়া যায়। এটা ছিল একটি গুরুত্বপূর্ণ সম্মেলন এবং এই সম্মেলনে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ রচিত মূল বক্তৃতাটি তীব্র সমালোচনার সম্মুখীন হয় এবং পরিণামে সমাজতান্ত্রিক এবং উন্নয়নশীল দেশগুলির দ্বারা এবং প্রগতিশীল যাজকদের দ্বারাও প্রত্যাখ্যাত হয়।

একচেটিয়ার মতাদর্শগত প্রচার ক্ষণস্থায়ী, অযৌক্তিক এবং রক্ষণশীল। ১৯৬৮ সালের মে মাসের ঘটনাবলীর পরে সরকারি প্রচার "সভ্যতার সংকট" এবং "নৈতিক সংকট" শীর্ষক ধ্বনিকে ঘিরে গড়ে উঠেছিল : যা কিছু ঘটেছিল তার জন্য দোষী করা হয়েছিল পরিবার, শিক্ষকবৃন্দ ও যুব জনতাকে। এখন সরকার, দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধি এবং মুদ্রাস্ফীতির জন্য অন্যান্য পুঁজিবাদী দেশের ওপরে দোষ চাপাচ্ছে আর মার্কিন-বিরোধিতা দেখিয়ে তার আটলান্টিক নীতিকে আড়াল দিচ্ছে। বেকারি এবং জ্বালানির অভাবের ফলে উদ্ভূত অসুবিধার ব্যাপারেও সরকার প্রায় সেই একই নীতি অনুসরণ করে চলেছে—এবারে অপরাধী হচ্ছে বহিরাগত শ্রমিক এবং আরব দেশগুলি।

দীর্ঘকাল ধরে একচেটিয়া মতাদর্শবিদেরা এই কথাই বলে আসছিলেন, সমাজ প্রগতি হচ্ছে প্রযুক্তিগত প্রগতি এবং ক্রমবর্ধমান উৎপাদনের স্বতঃস্ফূর্ত পরিণাম। যা গতকাল পর্যন্ত সমাজের সর্বরোগহর দাওয়াই হিসেবে বিবেচিত হচ্ছিল, আজ তাই রোগের কারণ হিসেবে ধিক্কৃত হচ্ছে। উন্নততর উৎপাদনক্ষমতার প্রচারক এবং অধিকতর উৎপাদনের (এবং অধিকতর মুনাফার) প্রবক্তারা, বর্তমানে—তাদের উদ্দেশ্যের উপযোগী হিসেবে অর্থনৈতিক উন্নয়নের তীব্র বিরোধিতা করছেন।

এক নতুন মতাদর্শগত গোষ্ঠীর সৃষ্টি হয়েছে। "আমরা সকলেই আবহাওয়া দূষিত করছি," এই বিখ্যাত উক্তির পটভূমিকায় সরকার এখন বলছেন অবস্থা খারাপ থেকে আরো খারাপ হচ্ছে, কারণ—সর্বোপরি শ্রমিকদের "জীবনযাত্রার মান উন্নত" হয়ে উঠেছে আর তারা বেশি বেশি খরচা করছে। আর এটা লক্ষ্য করতে হবে যে, বামপন্থীরা "উপভোগকারী সমাজে"র তত্ত্ব প্রত্যাখ্যান করে এবং প্রকৃতির বুকে প্রত্যাবর্তনের আহ্বান জানায়, কিংবা, তা ব্যর্থ হলে মধ্যযুগীয় "ক্ষুদ্র ক্ষেত-খামার" এবং কুটিরশিল্পের পর্যায়ে ফিরে যাওয়ার মোহ পোষণ করে, এই ধারণাটি তাদের মোহের খুব কাছাকাছি।

"শূন্য বৃদ্ধি" তত্ত্ব এবং ম্যানশলট পরিকল্পনার সামাজিক তাৎপর্য খুবই পরিষ্কার : অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রাকৃতিক ও বাস্তব সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে এই সব পাণ্ডিত্য-পূর্ণ গবেষণার পেছনে একটা সুস্পষ্ট প্রয়াস রয়েছে যার উদ্দেশ্য হচ্ছে পরিবেশগত সমস্যার জগাখিচুড়ি এবং নতুন ধরনের সামাজিক মতলব হাসিলের কূট-কৌশলের সাহায্যে একচেটিয়া পুঁজিবাদ বজায় রাখা ও শক্তিশালী করার আড়ালে শ্রেণী-বিরোধকে গোপন করা।

বর্তমান সংকটের প্রকৃত কারণ এবং প্রকৃত চরিত্র গোপন করার জন্য বৃহৎ ব্যবসায়ের প্রচেষ্টাকে কমিউনিস্ট পার্টির একবিংশতি কংগ্রেস তীব্রভাবে সমালোচনা করেছে। বলা হয়েছে, এই সংকট হচ্ছে এই ব্যবস্থারই সংকট, এ হচ্ছে জনগণের চাহিদাপূরণে অক্ষমতার প্রতিফলন, জনগণের উৎপাদিত সমস্ত সম্পদ, কতিপয় পুঁজি-মালিক আত্মসাৎ করছে এবং যথেচ্ছভাবে ব্যয় করছে। জনগণ অধিকতর মাত্রায় উৎপাদন করলেও তাদের জীবনযাত্রা আরো বেশি কষ্টকর হয়ে উঠছে। সমাজের ব্যাপারে তাদের কোনো কার্যকর বক্তব্য নেই। এটা বিশ্বসংকট নয় : সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে মুদ্রাস্ফীতি, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি এবং বেকারি নেই, নেই ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কোনো আশংকা। নতুন সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা যে সুস্থিত অর্থনৈতিক উন্নয়ন, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রগতি এবং জনগণের বৃহত্তর ভূমিকা ও

অধিকতর উদ্যোগ সুনিশ্চিত করে, এই দেশগুলি হচ্ছে তারই জীবন্ত সাক্ষ্য।

শুধুমাত্র একটি গণতান্ত্রিক এবং একচেটিয়া-বিরোধী নীতিই এই সংকটের নিরসন করতে পারে। "হয় সবকিছু, নয় কিছু নয়," এই ধরনের রণধ্বনি আমাদের পার্টি সমর্থন করে না। ফরাসি দেশ ও তার জনগণের স্বার্থে আমাদের পার্টি কিছুসংখ্যক জরুরী সুসংহত কর্মধারার প্রস্তাব দিয়েছে। এইগুলি মুদ্রাস্ফীতির ধ্বংসাত্মক পরিণতির বিরুদ্ধে পরিচালিত। আমাদের জাতীয় সম্পদের রক্ষণের উপায় এগুলির মধ্যে নিহিত। এই সংকটের জন্য যারা দায়ী এবং যারা এই সংকট থেকে মুনাফা লুটছে, এগুলির লক্ষ্য তাদেরই বিরুদ্ধে।

এই প্রস্তাবগুলি করে অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত কর্তব্যগুলি উপস্থাপন করার সময়ে আমাদের পার্টি গুরুত্বসহকারে বলেছে এই সংকটে মারাত্মক কিছুই নেই, ক্ষমতাসীনদের শাসনকে সংকুচিত করা সম্ভব। একবিংশতি কংগ্রেসের সমাপ্তি ভাষণে জর্জ মার্শাই যা বলেন, তা এই, শ্রমজীবী জনতা, ফরাসি দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ, যে সংকটের জন্য দায়ী নয়, তার জন্য তাকে মূল্য দিতে বাধ্য করা যাবে না। তারা গিস্‌কার্দ দ্য' এসতাঁগ-এর আত্মনিগ্রহের নীতিকে পরাস্ত করতে পারে।

"শূন্য বৃদ্ধি" তত্ত্বকে কল্পবিলাস এবং প্রতিক্রিয়াশীল হিসেবে প্রত্যাখ্যান করে কমিউনিস্টরা এ ধারণা পোষণ করে যে, শক্তিশালী অর্থনৈতিক ও কারিগরি ক্ষমতা সম্বলিত ফরাসি দেশ, বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তি বিপ্লবের বিপুল সুযোগকে কাজে লাগিয়ে কাজকে সহজতর করতে পারে এবং মানুষের উপকরণগত ও বুদ্ধিবৃত্তিগত চাহিদা মেটাতে পারে। সংস্কৃতির ক্ষেত্রেই হোক অথবা বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেই হোক, ম্যালথাসবাদ দেশের এবং তার প্রত্যেকটি নাগরিকের ক্ষতিসাধন করছে। কিন্তু বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে সেই শক্তির অস্তিত্ব রয়েছে, যে শক্তি, মুদ্রাস্ফীতি রোধ, বাণিজ্যিক লেনদেনের ঘাটতি নিরসন, জীবনধারণের মান রক্ষা এবং চাকরি সংস্থানের জন্য সরকারকে কার্যকর পন্থা গ্রহণে বাধ্য করতে পারে। সংকটের একটিমাত্র সমাধানই আছে—একচেটিয়ার ফাঁস ছিন্ন করার জন্য সুগভীর গণতান্ত্রিক সংস্কার। বামপন্থী পার্টিগুলির সাধারণ কর্মসূচীতে এই নীতিই সন্নিবেশিত হয়েছে এবং যেমনভাবে পার্টির বিশেষ, একবিংশতি কংগ্রেসে খোলাখুলিভাবে ঘোষণা করা হয়েছে, কমিউনিস্টরা এই নীতিকেই সমাজতন্ত্রের পথ হিসেবে গণ্য করে।

বিপ্লব, সমাজতন্ত্র, ধর্মতত্ত্ব

জুয়ান রোসালেস
আর্জেন্টিনার কমিউনিস্ট পার্টির তত্ত্বমূলক পত্রিকা
নুয়েভা এরা-র সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য

সামাজিক সংগ্রামের প্রভাবে ধর্ম বিশ্বাসীদের ও চার্চ-এর পরিবর্তনশীল দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে **ডব্লিউ. এম. আর-এ**(১) বহু আলোচনা হয়েছে। এই বৈপ্লবিক যুগে ধর্ম বিশ্বাসীদের মধ্যে ও ধর্মের কাজকর্মে এখন যে পরিবর্তন হচ্ছে সে সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ, মৈত্রীকে সম্প্রসারিত ও শক্তিশালী করা সম্পর্কে আমাদের নীতি ও মতাদর্শগত সংগ্রামের প্রয়োজনে উদ্ভূত হচ্ছে। এই বিষয়ের উপর ইতিমধ্যে অনেক লেখা হয়েছে, এটা বিচার করে আমি যে সব নতুন ধর্মতাত্ত্বিক ধারণা খৃস্টধর্মকে সামাজিক বিপ্লব ও সমাজের সমাজতান্ত্রিক পুনর্গঠনের ধারণার সাথে মেলাতে চেষ্টা করছে তার উপর কেন্দ্রীভূত করতে চাই।

এই ৭০ দশকের মাঝামাঝি লাতিন আমেরিকার ক্যাথলিক চার্চ কী? গত বছর **ভিসন** পত্রিকাটি এই প্রশ্নের উপর নিজেকে নিবদ্ধ করেছিল। রোমে ১৯৭৪ সালে অনুষ্ঠিত বিশপদের আন্তর্জাতিক সম্মেলনে এই প্রশ্নটি প্রধান আলোচ্য বিষয় হয়ে ওঠে। এই পত্রিকাতে লেখা হয়েছিল যে, লাতিন আমেরিকার ক্যাথলিক চার্চের ভবিষ্যৎ নিয়ে উদ্বেগের ভিত্তি আছে। এর কারণ হল যে চিরাচরিত ও পরলোকে ব্যক্তির মুক্তির ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত 'আশাহীনভাবে সেকেলে ও অকেজো' রূপ এবং নতুন 'মুক্তিতত্ত্ব' যেখানে নির্যাতিতদের অবস্থা ও স্বাধীনতা ও সামাজিক প্রগতির জন্য বামপন্থী পার্টিগুলির সাথে সহযোগিতার উপর জোর দেওয়া হয়েছে, এই দুইয়ের মধ্যে ফারাক ক্রমশ বেড়ে চলেছে।

ভিশন পত্রিকাটি উত্তর আমেরিকার একচেটিয়াপতিদের স্বার্থে কথা বলে এবং এই পত্রিকাতে চার্চকে 'বিপ্লবী পার্টির সাথে যোগ দিতে' বারণ করা হয়, কারণ বিপ্লব জয়লাভের অর্থ হবে চার্চের বিলুপ্তি। এই সব অভিযোগ যে সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন তা স্পষ্ট ঃ চার্চ সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে স্বাধীনভাবে কাজ করে এবং নতুন সমাজ গঠনে ধর্ম বিশ্বাসীদের এক ভূমিকা আছে। যাই হোক, এই

---

১ এ. ডেলগাডো লাতিন আমেরিকার বিদ্রোহী পুরোহিতরা (মার্চ ১৯৭৩) দৃষ্টিভঙ্গি ও রাজনৈতিক সহযোগিতার ক্ষেত্রে পার্থক্য—মার্কসবাদী ও ক্যাথলিকদের সম্মেলন (জুন ১৯৭৪); টি. জারোসজেউস্কি. সমাজতন্ত্র ও খৃস্টীয় মানবতাবাদ সম্পর্কে বামপন্থী ক্যাথলিকদের ব্যাখ্যা (আগস্ট ১৯৭৪); টি. স্টোয়িশেভ. ধর্মবিশ্বাসীদের সাথে কথোপকথনের মতাদর্শ দিক (অক্টোবর ১৯৭৪)।

প্রতিষ্ঠানে যে পরিবর্তন হচ্ছে তাতে উত্তর আমেরিকার সাম্রাজ্যবাদ অত্যন্ত উদ্বিগ্ন; কারণ লাতিন আমেরিকায় এই প্রতিষ্ঠানটি ছিল তার অন্যতম প্রধান ভিত্তি।

এই উদ্বেগের অনেক কারণ আছে। লাতিন আমেরিকার বিশপদের পরিষদ (শেলামের) নিকট এক বিবৃতিতে পোপ লাতিন আমেরিকাকে "ক্যাথলিকদের আশার মহাদেশ" বলে বর্ণনা করেছেন এবং পৃথিবীর ক্যাথলিক জনসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশের বেশি লোক এই মহাদেশে বাস করে। যাজকদের মধ্যে নাস্তিকতাবাদ, নৈরাশ্য ও বিক্ষোভ বেড়ে চলেছে এবং লাতিন আমেরিকার সমস্যাগুলির মার্কসবাদী সমাধানের প্রতি যুবকদের মধ্যে অনেক বেশি আগ্রহ রয়েছে। এই মৌলিক পরিবর্তনমুখী প্রক্রিয়াকে শেলাম "বিশ্বাস-হানির সূক্ষ্ম অথচ তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা"(১) বলে বর্ণনা করেছেন। এর ফলে যাজকদের শিক্ষায়তনের ক্লাশ ঘরগুলো ফাঁকা হয়ে যাচ্ছে, যাজকদের ও ক্যাথলিক কর্মীদের শাখা-গুলোর সংখ্যা কমে যাচ্ছে। এ সব হচ্ছে চার্চের শিক্ষাকে ভুলে যাওয়ার দ্রুত প্রক্রিয়া।

সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ও সামন্ততন্ত্র-বিরোধী আন্দোলনে **ঈশ্বর বিশ্বাসী** ও পুরোহিতদের একটি অংশের অংশগ্রহণ বিপ্লবী প্রক্রিয়ার শুধুমাত্র ব্যাপ্তিই নয়, তার জটিলতাও প্রমাণ করছে। ক্যাথলিক গণতান্ত্রিক আন্দোলন বিভিন্ন ধারা নিয়ে গড়ে উঠছে এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক ও সামাজিক গোষ্ঠীর সমর্থনের উপর নির্ভর করছে; এই আন্দোলনে চার্চের ভূমিকা, সমাজে তাদের নিজেদের ভূমিকা ও মুক্তি আন্দোলনের বিষয়বস্তু ও লক্ষ্য সম্পর্কে তাদের মধ্যে কোনো দৃঢ় ঐক্য নেই এবং তাদের দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। তাদের কিছু কিছু তত্ত্বের উদ্দেশ্য হল বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের বিরোধিতা করা। জনগণের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনকে বাধা দেবার জন্য প্রতিক্রিয়াশীলরা এই মতা-দর্শগত দুর্বলতাকে ও কিছু কিছু বামপন্থী ক্যাথলিক ঝোঁকের কমিউনিস্ট-বিরোধী কুসংস্কারগুলিকে কাজে লাগাবার চেষ্টা করে।

৪০০ বছর আগে ক্যাথলিক চার্চকে আমেরিকায় আনা হয়েছিল। খৃস্ট ধর্ম প্রচার করে ও স্থানীয় কৃষ্টিগুলিকে আত্মস্থ করে ও অন্যান্যভাবে এই চার্চ ঔপনিবেশিক সামন্ত-তন্ত্রের রাজনৈতিক ও মতাদর্শগত স্তম্ভে পরিণত হয়েছিল। তখন থেকে চার্চ শাসকশ্রেণীর সাথে ঘনিষ্ঠ মৈত্রীতে কাজ করে চলেছে। যে-স্বাধীনতার যুদ্ধে চার্চের লোকেরা জড়িয়ে পড়ে ও যার ফলে ঔপনিবেশিক রাজত্ব ধ্বংস হয় ও গভীর সামাজিক পরিবর্তন আসে এসব কিছুই তার নীতিকে কোনো-ভাবেই পরিবর্তন করতে পারে নি। শতাব্দীর শুরুতে তার স্বার্থ অর্থনৈতিকভাবে ও মতাদর্শগতভাবে বুর্জোয়া শাসক-দের স্বার্থের সাথে জড়িত ছিল। শাসক বুর্জোয়ারা প্রথমে ছিল যাজক-বিরোধী কিন্তু পরে তারা ধর্মের মধ্যে পুঁজিবাদী শাসনকে সংহত করার ও আধ্যাত্মিক বন্ধনে জনগণকে বেঁধে রাখার হাতিয়ারের সন্ধান পায়।

অক্টোবর বিপ্লবের প্রভাবে ও শ্রেণীসংগ্রামের তরঙ্গে চার্চ সামাজিক সমস্যারও এক ক্যাথলিক সামাজিক মতবাদ সূত্রায়িত করার ক্ষেত্রে আগ্রহ দেখাতে শুরু করে। শ্রমজীবী জনগণকে বৈপ্লবিক সংগ্রাম থেকে সরিয়ে নেওয়ার জন্য খৃস্টানদের পার্টি ও ট্রেড ইউনিয়ন গঠন করার কথা উঠেছিল। কিন্তু যাজক সমাজের বেশির ভাগ উপরতলার নেতৃবৃন্দ খৃস্টীয় সংস্কারবাদ সম্পর্কে সন্দিহান ছিলেন, কারণ এই সংস্কারবাদ খুব ধীর গতিতে এগোচ্ছিল। ভ্যাটিকানের সমর্থিত "পরীক্ষিত" পদ্ধতিগুলি যেমন সালাজার ও ফ্রাঙ্কোর যৌথ সমন্বয়ী ব্যবস্থা তাদের পছন্দ-সই ছিল। কেবলমাত্র দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরেই সাম্রাজ্য-বাদী গোষ্ঠী সংস্কারবাদী আন্দোলন ও ধ্যান-ধারণার প্রতি আগ্রহ দেখায়।

চার্চ ও সাম্রাজ্যবাদী শক্তিসমূহের মধ্যে যে মৈত্রী বিশেষ করে কিউবার বিপ্লবের পরে গভীর হয়ে ওঠে তার মূলে ছিল চার্চের মতাদর্শগত ও সাংগঠনিক শক্তি ও কমিউনিস্ট-বিরোধী সংগ্রামে এক বিশেষ ভূমিকা পালনের জন্য তার ইচ্ছা,(১) লাতিন আমেরিকার বিশপ সম্প্রদায় সর্বান্তঃকরণে প্রগতির জন্য মৈত্রীকে সমর্থন করেছিল, সীমাহীন কমিউনিস্ট-বিরোধী ও সাম্রাজ্যবাদের অননুমোদিত সরকারগুলিকে যে সব ক্যু উৎখাত করেছিল সে সব ক্যু সহ গণতন্ত্র-বিরোধী কার্যকলাপকে অনুমোদন করেছিল। গভীর সামাজিক পরিবর্তনের জন্য জনগণের দাবির বিরোধিতার উদ্দেশ্যে সোশ্যাল খৃস্টিয়ান পার্টিগুলি তাদের নিজস্ব মেকী বিপ্লবী কর্মসূচী হাজির করার জন্য তাদের যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিল। উদাহরণস্বরূপ, চিলির জেসুইট পত্রিকা 'মার্কসবাদী বিপ্লবকে ঠেকাবার জন্য খৃস্টীয় বিপ্লবের'(২) কথা বলেছিল।

এই সময়ের মধ্যেই নয়া-ঔপনিবেশিক স্বার্থে রচিত বিখ্যাত 'বিকাশের কর্মসূচী'র দৈবী ব্যাখ্যা দেওয়ার জন্য এক ধরনের 'ধর্মীয় বিকাশের তত্ত্ব'কে হাজির করা হয়। এর জন্য ইয়োরোপের চার্চ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে লাতিন আমেরিকান চার্চ সাহায্য ও সমর্থন পায়। আর্থিক সাহায্য, স্কলারশিপ, গ্রাণ্ট ইত্যাদি সাহায্য ছিল এবং লাতিন আমেরিকার শত শত পুরোহিত নতুন শিক্ষার জন্য ইয়োরোপ ও আমেরিকায় যায়।

এই ঘটনা জরুরী সামাজিক সমস্যার কোনো সমাধান করতে পারে নি, যদিও এর ফলে সাম্রাজ্যবাদী অনুপ্রবেশের নতুন নতুন পথ উন্মুক্ত হয়েছিল। ইকুয়েডরের বিশপ মঁসিয়ে প্রোয়ানো বলেন "আগের মতোই সব কিছু ঠিক আছে। লাতিন আমেরিকা অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় অর্থে এখনো নির্ভরশীল মহাদেশ।"(৩)

পশ্চিম গোলার্ধের চার্চে নয়া-উপনিবেশবাদ গভীরভাবে শিকড় গেড়ে আছে। জে· এল· সেওনদোর অভিমত অনু-যায়ী, তার দেশে উরুগুয়ের জেসুইট যারা পুরোহিতদের

---

১ শেলাম, অক্টোবর-নভেম্বর ১৯৭৪।

১ কার্ডিনাল ক্যাগিগ্যানো ১৯৬০ সালে বুয়েনস এয়ারে অনুষ্ঠিত আন্তঃ-আমেরিকার কংগ্রেসে বলেন : "ইয়োরোপে সামরিক শক্তি দ্বারা কমিউনিজমকে প্রতি-হত করা হচ্ছে, আমেরিকায় আধ্যাত্মিক শক্তি দিয়ে একে রুখতে হবে।"

২ **মেনসাজি**, নং ১১৫।

৩ এল· প্রোয়ানো· **এ্যাকচুয়ালিদাদ পাস্তুরাল**, জুন ১৯৭৪।

অর্ধেকেরও বেশি, তারা হল বিদেশী।(১) ১৯৬০ সাল পর্যন্ত বেশিরভাগ সৈন্যবাহিনী এসেছিল স্পেন ও অন্যান্য ইয়োরোপীয় দেশ থেকে। বর্তমানে এখানে "উত্তর আমেরিকার লোকদের আগমন অপরিসীমভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে"।(২) সামগ্রিকভাবে, লাতিন আমেরিকায় তিনজনের একজন পুরোহিত এবং যথেষ্ট সংখ্যক অন্যান্য চার্চের কর্মচারীরা 'মধ্য রাষ্ট্রগুলি' থেকে ও উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলি থেকে এসেছে। এই দেশগুলো হল 'যাজকীয় ক্ষমতা', ধর্মতত্ত্ব সম্পর্কিত গবেষণা ও আর্থিক সাহায্যের কেন্দ্র। আর যেটা বিশেষ করে আশংকার তা হল এই যে উত্তর আমেরিকার এই সব অঞ্চলে অতি-প্রাকৃতবাদের প্রাধান্য রয়েছে।(৩)

এই সাম্রাজ্যবাদী 'ধর্মীয়' অনুপ্রবেশ চার্চের উপর নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখতে ও সমালোচনামূলক ঝোঁকগুলির চাপকে ঠেকিয়ে রাখতে রক্ষণশীলদের সাহায্য করে। এই চাপকে ঠেকিয়ে রাখার জন্য বিচার-পদ্ধতি প্রয়োগ করা সম্পর্কে, গুপ্তচরবৃত্তির ক্ষেত্রে ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অন্তর্ঘাতমূলক সংস্থাগুলিকে সহায়তাদান ও ডেমোক্রিস্টিয়ানদের মধ্যে উগ্র দক্ষিণপন্থীকে উৎসাহদান সম্পর্কে রক্ষণশীলদের কোনো নৈতিক সংকোচ নেই (তাদের সাহায্যেই সি· আই· এ লাতিন আমেরিকাতে বেশ কয়েকটি ক্যু দেতার ষড়যন্ত্র করেছিল।

যাই হোক, মোটের উপর সাম্রাজ্যবাদী উপঢৌকন রক্ষণশীলদের বিচ্ছিন্নতা থেকে বেরিয়ে আসতে সাহায্য করে নি। অধিকন্তু, ক্রমশ এই বোধ বৃদ্ধি পাচ্ছে যে, রক্ষণশীলরা চার্চের পুনরুজ্জীবনে বাধা দিচ্ছে এবং "নাস্তিক বস্তুবাদ" সমস্ত সামাজিক অন্যায়ের জন্য দায়ী নয় ; বরং যে শাসকশ্রেণী তাদের সুযোগ-সুবিধা রক্ষার জন্য ধর্মকে ব্যবহার করছে, তারাই এর জন্য দায়ী।

মঁসিয়ে কাস্ত্রো মন্তব্য করেন যে, লাতিন আমেরিকার ধর্মবিশ্বাসীদের কাছে স্বাধীনতা শব্দটির মধ্যে একটা যাদু আছে। শব্দটি জাতিকে সাম্রাজ্যবাদের উপর অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক নির্ভরশীলতা থেকে, চার্চ ও তার মতবাদকে বিদেশী নির্ভরতা, খৃস্টীয় মতবাদের কনফরমিস্ট ও রহস্যবাদী ভাষ্য, যা সামাজিক প্রগতির সংগ্রামে জড়িত ধর্মবিশ্বাসীদের বিরোধী, তার থেকে মুক্ত করার প্রতীক।

গভীর ঐতিহাসিক পরিবর্তন ধর্মতত্ত্বের পুরানো রূপ, পদ্ধতি ও ভাষাকে ধ্বংস করে দিচ্ছে। চিরাচরিতভাবে, ধর্মতত্ত্ব হল 'ভগবান সম্বন্ধে গবেষণা', 'স্বর্গীয় রহস্যের উদ্ঘাটন'। এর ফলে ইতিহাসের প্রতিটি পর্যায়ে ধর্মতাত্ত্বিকরা তাদের সুবিধেমতো ভগবানের প্রতি সবকিছু আরোপ করতে পারত। ধর্মকে মনোগতভাবে গ্রহণযোগ্য করার জন্য ঈশ্বরতাত্ত্বিকরা ত্রয়োদশ শতকে টমাস এ্যাকুইনাসের মতো, দর্শন, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে আবিষ্কার থেকে সংগৃহীত যুক্তিবাদী জ্ঞানের উপাদান ধর্মে সঞ্চারিত করতে শুরু করেছে; অবশ্য এই সব শাস্ত্রকে যে সুবিধামতো কাটছাঁট করে নেওয়া হত তা বলাই বাহুল্য। কিন্তু ধর্মতত্ত্ব তার মতান্ধতা ও সামাজিক রক্ষণশীলতা সম্পূর্ণভাবে কাটিয়ে উঠতে পারে না।

'দিব্য প্রকাশ' থেকে গৃহীত 'চিরন্তন সত্য', যা বাহ্যত বাস্তবের উপর নির্ভরশীল নয়, তা যে কোনো প্রগতিশীল কাজকর্ম বা মতবাদকে অস্বীকার করার সুযোগ দেয় এই অজুহাতে যে এ সব অজ্ঞেয় পরম ঈশ্বরের ধারণার সাথে খাপ খায় না। এটা খুব সূক্ষ্ম পদ্ধতি নয়; কিন্তু এর দ্বারা চার্চ বহুশতক ধরে নির্যাতনকে সমর্থন করতে ও সমস্ত বৈপ্লবিক আন্দোলনের (এমন কি ধর্মীয় চরিত্রসম্পন্ন আন্দোলন যার মধ্যে জনগণের অপরিণত রাজনৈতিক প্রতিবাদ অভিব্যক্ত হয়েছে সেই সব আন্দোলন সহ)(১) বিরোধিতা করতে সমর্থ হয়েছিল।

অধিকাংশ ক্যাথলিক শ্রমজীবী জনগণ, ছাত্র ও ঊর্ধ্বতন বিদ্যালয় ছাত্রদের কাছে এই সব ধর্মতত্ত্ব সম্বন্ধীয় চিন্তার কোনো আকর্ষণ নেই; এমন কি এ সব তাদের কাছে বোধগম্য নয়। বিশ্বাস সম্পর্কে বিমূর্ত আলোচনার দ্বারা তারা বিচলিত হয় না। লাতিন আমেরিকার বহু যাজক স্বীকার করেছে যে, তারা স্ব স্ব জীবনে পরিবর্তন সম্পর্কে অনেক বেশি আগ্রহী। গণতন্ত্র-প্রিয় খৃস্টিয়ানরা তাদের ধর্মীয় বিশ্বাসের সাথে সংগতি রেখে একটা নতুন মতবাদ দাবি করছে যা মুক্তিসংগ্রামে তাদের রাজনৈতিক দায়িত্ব পালনে সাহায্য করবে।

"লাতিন আমেরিকায় 'বিশ্বাস ও সামাজিক পরিবর্তন' নামক অভিযানকালে 'প্রেতের রাত্রি' সম্পর্কে অনেক কথা বলা হয়েছে। এটা হল পুরানো ধর্মীয় প্রতীকসম্পন্ন ধর্মীয় মতবাদের সংকট। সামাজিক সংগ্রামে যুক্ত খৃস্টিয়ানদের দাবি এই মতবাদের মধ্যে অভিব্যক্ত হয় না।(২) মঁসিয়ে মুনোস ভেগা মন্তব্য করেন 'আধুনিক চিন্তা ও আমাদের ঈশ্বরতত্ত্বের মধ্যে এক বিরাট ফারাক আছে'।"(৩)

এই সব ধর্মতত্ত্বের মর্ম ও তার প্রয়োগ উভয় ক্ষেত্রেই গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনের প্রয়োজন হয়েছে। নতুন চিন্তার প্রবক্তারা মনে করেন যে ধর্মতত্ত্বে কয়েকজন মতান্ধবাদীর একমাত্র অধিকার থাকবে না এবং এই তত্ত্ব রাজনৈতিকভাবে

---

১ জো· এল· সেওনডো দেলা টিয়োলজিয়া এলা মোসিদাদ, লোহলে, বি, এ, ১৯৭০, ২৩ পৃঃ।

২ এইচ. বোরাট, ওয়াই এ· জে· বুনটিগ এল ইম্পোরিও ওয়াই লাস ইগলেসিয়াস ওয়াদেলুপে, বি· এ· ১৯৭৩, পৃঃ ২৫।

৩ ঐ, পৃঃ ১১।

১ এই প্রসঙ্গে 'যুদ্ধ সম্পর্কিত ধর্মতত্ত্ব', 'ঈশ্বর কর্তৃক নির্দিষ্ট কাজের তত্ত্ব' এসব তত্ত্বের মতো ক্যাথলিক সামাজিক মতাবাদের শাখা-প্রশাখার কথা উল্লেখ করা উচিত। প্রথমটি আগ্রাসী যুদ্ধকে অনুমোদন করে ; দ্বিতীয়টি ইণ্ডিয়ানদের, নিগ্রোদের প্রতি বর্বর আচরণকে গণহত্যা, ন্যায্য বলে প্রতিপন্ন করে, কারণ "কালো চামড়ার মানুষ ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি অনুযায়ী হয় নি ; কারণ ঈশ্বর কালোচামড়ার নয়" (জে ফলিয়েট ক্রাইটেরিও জানুয়ারি ১১, ১৯৬২)। 'জাতীয় ধর্মতত্ত্বও' আছে। এটা হল হিটলারবাদ ও বাইবেলের মধ্যে সমন্বয় ঘটাবার উদ্দেশ্যে কয়েকজন জার্মান ধর্মতাত্ত্বিক দ্বারা ব্যবহৃত প্রতিক্রিয়াশীল জাতীয়তাবাদের নৈতিক নিয়মবিধি।

২ স্ত্রোমাতা সংখ্যা ৩, ১৯৭২।

৩ এ্যাকচুয়ালিদাদ পাস্তুরাল জুলাই সংখ্যা, ১৯৭২।

সক্রিয় কিছু ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর চেতনার বাহন হবে না। পেরুর যাজক গুস্তাভো গুতিয়েরেজ ধর্মবিশ্বাসীদের চিন্তায় এই পরিবর্তনকে, জনসাধারণ যারা বর্তমান সামাজিক ব্যবস্থার অবিচার ও চার্চের সাথে তার অচ্ছেদ্য যোগসূত্রকে দেখতে আরম্ভ করেছে, তাদের চিন্তার মধ্যে পরিবর্তনকামী উপাদানের সাথে এক করে দেখেন।

তাদের কাছে খৃস্টিয়ান পার্টিগুলির মডেল তত্ত্বগত ভাবে সমালোচনার যোগ্য ও বাস্তবে অকার্যকর হয়ে উঠছে। তারা আর সামাজিক ন্যায় বিচারের জন্য বিমূর্ত আহ্বানের মধ্যে নিজেদের সীমাবদ্ধ রাখছে না এবং মুক্তি ও শ্রেণী-সংগ্রামের পক্ষে কথা বলছে। তাদের অধিকাংশ এখনো প্রলেতারিয়েতের কার্যকলাপ থেকে কোনো উপযুক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে নি; কিন্তু বিরাট সংখ্যক মানুষ শ্রমিকদের পক্ষে দাঁড়িয়েছে, তাদের সংগ্রামে অংশ নিয়েছে এবং তাদের মতাদর্শ ক্রমশ আত্মস্থ করছে। কয়েকজন খৃস্টিয়ান তাদের বিশ্বাসের নামে বৈপ্লবিক সংগ্রামের সাথে নিজেদের সংযুক্ত করছে। অন্যান্যরা তাদের সামাজিক অবস্থার জন্যে এর মধ্যে চলে আসছে। এদের কাছে "বিশ্বাসটা প্রধান নয়"(১) যদিও এদের বেশির ভাগ নিজেদের খৃস্টিয়ান বলে মনে করে। এদের মধ্য থেকে 'মুক্তির ধর্মতত্ত্বের' অনুগামী সংগৃহীত হয়।

মঁসিয়ে গনজালেস রুইজ উল্লেখ করেন যে বর্তমান ধর্মতাত্ত্বিকরা ক্যাথলিক বা প্রোটেস্ট্যাণ্ট হিসাবে পরস্পরের থেকে ভিন্ন নয়, তাদের ধর্মতত্ত্বের সামাজিক ভূমিকা অনুযায়ী তাদের মধ্যে পার্থক্য আছে—একদল নির্যাতনকারীদের সেবায় একে নিয়োগ করে আবার অন্যরা শোষিতদের স্বার্থে একে ব্যবহার করে।

যে সব ধর্মবিশ্বাসী তাদের নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য নিয়েই অতীত থেকে মুখ ফিরিয়ে বৈপ্লবিক সংগ্রামে অংশগ্রহণ করতে চায় তাদের মধ্যে যে-জটিল মতাদর্শগত বিবর্তন চলছে তার থেকেই 'মুক্তিসম্পর্কিত ধর্মতত্ত্বে'র উৎপত্তি। যে-সব বর্গের মধ্যে এই প্রক্রিয়া চলছে তারা যেমন বিভিন্নধর্মী তেমন প্রতিক্রিয়াটাও বিভিন্নধর্মী। ফলে 'মুক্তি-সম্পর্কিত ধর্মতত্ত্ব'টিও সমচরিত্রসম্পন্ন নয়; এর মধ্যে বিভিন্ন ধারা ও প্রবণতা আছে, যদিও সব ধারাই একই নামে ঘটছে।(২)

লাতিন আমেরিকার খৃস্টিয়ানদের মধ্যে 'মুক্তিসম্পর্কিত ধর্মতত্ত্বের' প্রসার বৈপ্লবিক সংগ্রামের তরঙ্গ ও সামাজিক খৃস্টীয় আন্দোলনের সাথে এক সময়ে ঘটেছে। পুরোহিতদের এক অংশ লাতিন আমেরিকার জনগণের শোচনীয় নির্ভরতা ও সামাজিক নিপীড়ন আবিষ্কার করে গণসংগ্রামে অংশগ্রহণ করেছে এবং এইভাবে দ্বৈত অত্যাচারের মুখোশ উদ্ঘাটিত করে—শাসকশ্রেণী ও চার্চের পুরোহিতশ্রেণীর অত্যাচার। তাদের বিক্ষোভ ও 'বিদ্রোহ' চার্চের কাঠামোয় প্রচণ্ড প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে এবং পৃথকীকরণের প্রক্রিয়া শুরু করেছে। কলম্বোর একটি নগর মেডেল্লিনে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে (১৯৬৮) শেলাম নতুন পরিস্থিতি বিচারে ও কয়েকটি সিদ্ধান্ত গ্রহণে বাধ্য হয়েছে। এই সিদ্ধান্তগুলি সম্পূর্ণ খোলাখুলি না বলে, পুঁজিবাদী সামাজিক-অর্থ-নৈতিক ব্যবস্থাকে সমালোচনা করার অধিকার স্বীকার করে নিয়েছে এবং একই সঙ্গে গণসংগ্রামের লক্ষ্যগুলি ধর্মীয় ব্যাখ্যা দেয় এবং মহাদেশে চার্চকে প্রধান সামাজিক শক্তিতে পরিণত করার জন্য যৌথ প্রচেষ্টার আহ্বান জানায়। অবশ্য যাজক পরিষদের সিদ্ধান্তগুলি সংকটের অবসান ঘটাতে পারে নি। **কনসিলিয়াম** উল্লেখ করেছে যে "মেডেল্লিনের পাঁচবছর পর বৈরভাবে সব কিছুরই আমূল পরিবর্তন ঘটেছে।"(১)

গুতিয়ারেজ এই নতুন ধর্মতত্ত্বের সবচেয়ে পাণ্ডিত্য-পূর্ণ প্রবক্তা হিসাবে স্বীকৃত। তিনি দশবছর ধরে পেরুর ক্যাথলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলির কাউন্সিলার ছিলেন। তিনি নিম্নলিখিত কর্মসূচীগত রূপরেখা রচনা করেন : "যুগের প্রধান প্রধান 'সামাজিক আন্দোলনগুলির' সাথে নতুন ধর্ম-তত্ত্বকে যুক্ত করা; এবং একে 'সামাজিক বিজ্ঞান', বিশেষ করে প্রয়োগের উপর কেন্দ্রীভূত ও বিশ্বকে পরিবর্তিত করার উদ্দেশ্যে নির্দেশিত মার্কসবাদী চিন্তার উপর প্রতি-ষ্ঠিত করা।" তিনি ব্যাখ্যা করেন যে লাতিন আমেরিকার বৈপ্লবিক প্রক্রিয়ায় যেখানে খৃস্টীয় ও অ-খৃস্টীয়রা প্রায়ই ঐক্যবদ্ধভাবে সংগ্রাম করে, সেখানে জনগণের মুক্তির সংগ্রামের সাথে সম্পর্কিত কর্তব্যগুলিকে প্রধান স্থান দেওয়া হয়। তাঁর কাছে ধর্মতত্ত্বের দৃষ্টিকোণ থেকে খৃস্টীয়দের কর্তব্য সম্পর্কে কল্পনার স্থান দ্বিতীয়।(২) তাঁর পরবর্তী এক রচনায় তিনি 'পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ' ও 'আমরা সবাই অন্য শ্রেণী দ্বারা শোষিত এক সামাজিক শ্রেণীর সদস্য' এটাকে স্বীকার করার কথা উল্লেখ করেন। 'যারা মানুষের দ্বারা মানুষের শোষণকে জন্ম দিয়েছে' তার বিরুদ্ধে সংগ্রামকে উদ্দীপ্ত করেন।(৩)

অনেক পুরোহিত ও তদের গোষ্ঠী এইসব দৃষ্টিভঙ্গির অংশ নেন। এইসব দৃষ্টিভঙ্গি তর্কাতীতভাবে ধর্মবিশ্বাসী-দের রাজনৈতিক চিন্তার ক্ষেত্রে এক অগ্রগতি। কিন্তু রাজ-নৈতিক প্রগতি ছাড়াও 'মুক্তিসম্পর্কিত ধর্মতত্ত্ব' রাজনৈতিক ও মতাদর্শগত সংকীর্ণতারও পরিচায়ক।

এর কেন্দ্রীয় ধারণা হল যে মহাদেশের (খৃস্টীয়) স্বাতন্ত্র্য আছে; এর নিজস্ব নির্দিষ্ট নিয়ম আছে এবং এর জন্য প্রয়োজন হচ্ছে শাসকশ্রেণীকে আধ্যাত্মিকভাবে রূপান্তরিত করার মাধ্যমে শ্রেণী সংগ্রামের অবসানের জন্য

---

১ পি এম ওম্মা, **পাস্তুরাল পপুলার** নং ১১৫, ১৯৬৯।

২ উদাহরণস্বরূপ, **কনসিলিয়াম** পত্রিকাটি সেইসব বিকৃত ও ভুল ব্যাখ্যার কথা উল্লেখ করেছে যারা এর কঠিন বিকাশকে বাধা দিচ্ছে। বিভিন্ন দল, যারা তাদের নীতিগুলিকে বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করে তাদের মধ্যে-কার 'সংশোধনাতীত দ্বন্দ্বগুলিও' পত্রিকাটি উল্লেখ করে। 'মুক্তিসম্পর্কিত ঈশ্বরতত্ত্ব' সম্পর্কে **কনসিলিয়াম**, নং ৯৬, জুন ১৯৭৪ দেখুন।

১ **কনসিলিয়াম**, নং ৯৬, জুন ১৯৭৪।

২ জি গুতিয়ারেজ **টেলজিয়া ডি লা লিবারেশন**। লিসা ১৯৭২।

৩ জি গুতিয়ারেজ **কনসিলিয়াম** নং ৯৬, জুন ১৯৭৪। গুতিয়ারেজ সমাজতান্ত্রিক কিউবার প্রতি সমর্থন জানান এবং যে সব খৃস্টীয়ানরা সালভাদোর আলেন্দের সরকারকে সমর্থন করেছিল তাদের প্রশংসা করেন।

মৌলিক সমাজতন্ত্র (খৃস্ট ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত)। সেগুন্দোর মত অনুযায়ী সম্পত্তিবান ও সম্পত্তিহীনদের মধ্যে বিভক্ত বিশ্ব সম্পর্কে সচেতন হয়ে ধর্মতত্ত্ব অবশ্যই "একটা অলৌকিক ক্রিয়া সম্পাদন করবে এবং দুই জনতাকে এক জনতায় পরিণত করবে।" তিনি মনে করেন যে এই অলৌকিক ক্রিয়া সম্ভব, কারণ "কেন্দ্রে অবস্থিত দেশগুলিতে, যেখানে স্বাভাবিকভাবে ধর্ম বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে সেইসব দেশের বিপরীতে এই তত্ত্ব এখনো লাতিন আমেরিকায় মুক্তির ভূমিকা পালন করছে।"(১) মঁসিয়ে ড্রাই আরো এগিয়ে গিয়ে বলেন যে "ধনী দেশগুলির সৃষ্টি এই নিরীশ্বরবাদ তৃতীয় দুনিয়ার দেশগুলিতে প্রতি-বিপ্লবী শক্তি"(২) খৃস্টীয় ধর্মের সামাজিক কর্তব্যের প্রতি সরকারি আস্থার অংশীদার হয়ে 'মুক্তিসম্পর্কিত ধর্ম-তত্ত্বের' প্রবক্তারা শ্রমিকশ্রেণী ও তার পার্টির নেতৃত্বের ভূমিকাকে অস্বীকার করেন। গুতিয়ারেজ মনে করেন যে 'নতুন নতুন অধিকতর বৈপ্লবিক গোষ্ঠীগুলি' লাতিন আমে-রিকা নেতৃত্বের ভূমিকা গ্রহণ করছে।

এর কয়েকজন প্রবক্তাদের বক্তব্য বিচার করলে দেখা যায় যে এ্যারিস্টটলকে সেণ্ট টমাসের মতবাদ যেভাবে ব্যবহার করেছে ঠিক সেইভাবে নতুন ধর্মতত্ত্ব মার্কসবাদকে ব্যবহার করতে চায় : অর্থাৎ মার্কসবাদকে তার বৈজ্ঞানিক ও শ্রেণীগত মর্মবস্তুকে বাদ দিয়ে ব্যবহার করা। এক্ষেত্রে নতুন ধর্মতত্ত্ব সম্পর্কে এ এম ফেরের উক্তিগুলি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। "আমি এবং গুতিয়ারেজ মার্কসবাদ অন্য অর্থে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য মার্কসবাদকে ধ্বংস করছি।" তিনি আরো বলেন যে এক-মাত্র পার্থক্য হল যে গুতিয়ারেজ "তাকে একভাবে ধ্বংস করতে চায়, আর অন্যরাও তার সঙ্গে আমিও, অন্যভাবে একাজ করতে চাই।"(৩) কিন্তু পদ্ধতির ক্ষেত্রে পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও এ বিষয়ে আমরা একমত যে বিশ্বাস হল "সমস্ত জ্ঞান ও প্রয়োগের উৎস।"(৪)

উদাহরণস্বরূপ, ব্রাজিলের ধর্মতত্ত্বজ্ঞ আসমানের মতে "মার্কসবাদ বিশেষ করে উপরিসৌধের ক্ষেত্রে লাতিন আমেরিকার পরিস্থিতির বৈশিষ্ট্যমূলক উপাদানগুলি বিচার করতে অসমর্থ।"(৫) এটা কোনো আকস্মিকতা নয় যে সবচেয়ে প্রভাবশালী 'মুক্তিসম্পর্কিত ধর্মতত্ত্বের' ধারার উৎপত্তি হয়েছিল পেরুতে যেখানে যাজকরা 'খৃস্টীয় মর্ম-বস্তু সমন্বিত মার্কসবাদের' সপক্ষে প্রচার করে। দেশে অদ্ভূত ও জটিল বৈপ্লবিক প্রক্রিয়ার প্রতি, কয়েকটি স্তরের মধ্যে 'পুঁজিবাদীও নয়, কমিউনিস্টও নয়' এমন সমাজ সম্পর্কে জনপ্রিয় ধারণার প্রতি, 'তৃতীয় পথ' অর্থাৎ পুঁজি-বাদের বিবর্তনমূলক সমাজতান্ত্রিক রূপান্তরের সম্ভাবনার প্রতি 'খৃস্টীয় সমাজতন্ত্রের' এই সংস্করণের নিজস্ব দৃষ্টি-ভঙ্গি আছে।

পেরুনীয় অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে মহাদেশের বৈপ্লবিক পুনর্জীবনের ক্ষেত্রে 'মুক্তিসম্পর্কিত ধর্মতত্ত্ব'কে প্রয়োগ করা সম্পর্কে গবেষণামূলক প্রবন্ধে বলা হয়েছে যে লাতিন আমে-রিকার দেশগুলিতে "জনগণের বাস্তব অভিজ্ঞতা যা তাদের জাতীয় মতবাদের মধ্যে স্পষ্টভাবে অভিব্যক্ত" তার বদলে "আমদানিকৃত মার্কসবাদকে" স্থাপন করার কোনো প্রয়ো-জন নেই।(১)। এখানেই হল বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদের সাথে সম্পর্কযুক্ত খৃস্টীয় মতবাদের সবচেয়ে বিশিষ্ট দৃষ্টি-ভঙ্গি : জনগণের নেতৃত্বে অধিষ্ঠিত প্রলেতারিয়েতের শ্রেণী সংগ্রামের অস্বীকৃতি; শ্রেণীদ্বন্দ্বের অস্বীকৃতি ও সমগ্র জাতি ও সাম্রাজ্যবাদের মধ্যে দ্বন্দ্বের উপর অত্যধিক গুরুত্ব (অনেকে 'দুই সাম্রাজ্যবাদের' কথা বলেন; এর মধ্যে সমাজ-তান্ত্রিক ব্যবস্থাকেও ধরা হয়) ; জাতীয় মুক্তি ও সামাজিক মুক্তির কর্তব্যগুলিকে বিভক্ত করা, সমসাময়িক ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া ও প্রলেতারীয় আন্তর্জাতিকতাবাদ থেকে মহাদেশকে বিচ্ছিন্ন করা। এই সব কমিউনিস্ট-বিরোধী কুসংস্কারাচ্ছন্ন ধর্মনিরপেক্ষ ও ধর্মীয় গোষ্ঠীগুলির প্রচেষ্টাকে দুর্বল করে এবং এ সবের মধ্যে এখনো জনগণ সম্পর্কে পিতৃত্ববাদের দৃঢ় বোধ রয়েছে।

'মুক্তিসম্পর্কিত ধর্মতত্ত্বের' কয়েকটি সংস্করণ উগ্র বাম-পন্থী, এমনকি নৈরাজ্যবাদী দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বৈপ্লবিক প্রক্রিয়াকে বিচার করে। তারা শ্রেণী সংগ্রামকে চিরস্থায়ী বলে মনে করে এবং একে শুভ ও অশুভের মধ্যে চিরন্তন সংঘাতের সাথে তুলনা করে। উদাহরণস্বরূপ, ঈশ্বরতাত্ত্বিক জে কর্বলিন বলেন যে 'ইতিহাসে কোনো বিপ্লবই শ্রেণী-সংগ্রামের অবসান ঘটাতে পারে নি,' এমন কি সমাজতন্ত্রও অবশ্যম্ভাবীরূপে "এক নতুন প্রভাবশালী ব্যুরোক্রাটিক ও টেকনোক্রাটিক শ্রেণী সৃষ্টি করে; এখানেও শ্রেণীসংগ্রামই হল মুক্তির একমাত্র পথ।"(২)

শেলাম নেতারা জনগণকে রাজনৈতিক চরিত্র ও 'মার্কসবাদী ধরনের' পরিত্রাতার জন্য "মুক্তিসম্পর্কিত ধর্ম-তত্ত্ব" সম্পর্কে নীরব থাকতে বলেন। তবুও তারা এই তত্ত্বকে ব্যবহার করতে আগ্রহী বলে মনে হয়। তারা সঙ্গত কারণেই মনে করে যে, যে কোনো ধরনের ধর্মতত্ত্ব চিন্তা ও কর্মকে চার্চের শৃঙ্খলা ও মতান্ধতার অধীন করে রাখে। সুতরাং তারা মনে করে যে এক আধুনিক ধর্মতত্ত্ব গ্রহণ করা অধিকতর যুক্তিযুক্ত, বিশেষ করে এই কারণে পুরানো তত্ত্ব তার প্রভাব হারিয়েছে···

সংস্কারবাদী যাজকরা—যাদের মতবাদ চার্চের উপর বিরাট ক্ষমতা বিস্তার করে এবং নতুন ধর্মতত্ত্বের মধ্যে যে প্রতিবাদ অন্তর্নিহিত আছে তা দমন করার চেষ্টা করছে। এর জন্য তারা মুক্তিসম্পর্কিত ধর্মতত্ত্বের প্রবক্তাদের ইতিহাস-সম্পর্কিত বিষয়গত ভাববাদী ধারণা ও শ্রেণীগত সীমা-বদ্ধতা থেকে উদ্ভূত দুর্বলতা ও অসঙ্গতিকে ব্যবহার করে।

---

১ এ জে বুনটিগ রিলিজিয়ন য়্যানাজেনাসিয়ন এন উলা সোসিদাদ ডিপেনদেতে, গুয়াদালুপে, বি এ ১৯৭৩, পৃঃ ১১।

২ ভিসপেরা, মার্চ ১৯৭২।

৩ ঐ এপ্রিল ১৯৭৪।

৪ **জেরা, বানটিগ ওয়াই ক্যাটিনা, টিয়োলজিয়া পাস্তুরাল ওয়াই ডিপেনডিনসিয়া** গুডালুপে, বি এ ১৯৭৪, পৃঃ ২০।

৫ **পারসপেকটিভা ডি ডায়োলগ,** জুন ১৯৭১।

১ টিয়োলজিয়া ডি লা লিবরাসিয়ান, সুপ্রোফাণ্ডআসিয়ন এ পার্টির ডি লা একসপিরিয়নসিয়া পেরোনিস্তা, সিয়াজ, এপ্রিল ১৯৭৪।

২ভিসপেরা ডিসেম্বর ১৯৭৩।

ফলে চার্চের কিছু কিছু বিদ্রোহী ব্যক্তি সঠিকভাবেই এ ব্যাপারে ভীত যে সরকারি ক্যাথলিক মতাদর্শের প্রয়োজনের সাথে তার খাপ খাওয়ানোর প্রক্রিয়ার মধ্যে পরবর্তী তত্ত্বের মর্মবস্তু বিনষ্ট হবে। অন্যান্যরা এ ব্যাপারে মোহগ্রস্ত যে তারা "রক্ষণশীল উপাদানগুলিকে সামাজিক ও সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী প্রতিবাদে ক্যাথলিকবাদে রূপান্তরিত করতে পারবে।"(১)

খৃস্টীয় আন্দোলনে কোন ধারণাগুলো প্রাধান্যলাভ করবে ও লাতিন আমেরিকার প্রক্রিয়ায় এ কি ভূমিকা পালন করবে তা চার্চে শক্তিবিন্যাস ও প্রতিটি দেশের নির্দিষ্ট অবস্থা ও ঐসব ধর্মবিশ্বাসী যারা কমিউনিস্টদের ধারণা ও যৌথ আন্দোলনের বিরোধী নয়, তাদের অভিজ্ঞতা ও দৃষ্টি-ভঙ্গির উপর নির্ভর করে। যে সব বিভিন্ন ধর্মতত্ত্ব পরি-বর্তনশীল বিশ্বের সাথে চার্চকে খাপ খাওয়ানোর চেষ্টা করছে, তাদের মধ্যে শ্রেণীস্বার্থের বিভিন্নতা এবং ধনীদের হাত থেকে চার্চকে মুক্ত করা ও তার অনুগামী দরিদ্রদের পক্ষে তাকে নিয়ে আসার অসুবিধা প্রতিফলিত হচ্ছে। এই বহুত্ববাদের উৎস এখানে যে চার্চকে "পরস্পর-বিরোধী শ্রেণীগুলির মধ্যে" পৃথকীকরণের প্রক্রিয়ায় টেনে আনা হচ্ছে (লেনিন, **রচনা সংগ্রহ**, খণ্ড ১৮, পৃঃ ৩১১)।

বর্তমান 'পুনঃশোধিত' ধর্মতত্ত্ব সম্বন্ধীয় ধারণাগুলি পরস্পর-বিরোধী ও ব্যাপকতার দিক থেকে সীমাবদ্ধ। তার কারণ শুধুমাত্র এই নয় যে তারা মতাদর্শগতভাবে দুর্বল, লাতিন আমেরিকায় সামাজিক সম্পর্কগুলি নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যও এর কারণ। আপেক্ষিকভাবে নিচু অর্থনৈতিক স্তর, সাম্রাজ্যবাদের উপর নির্ভরশীলতা ও প্রাক-পুঁজি-বাদের অবশেষ এবং এর সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে জনগণের এক বিরাট অংশের মধ্যে পশ্চাৎপদতার বিভিন্ন চিহ্ন, যাদের সামাজিক প্রতিবাদ স্বতঃস্ফূর্ত ছাড়া আর কিছুই নয় এবং মোহাচ্ছন্ন, এইসব সমস্ত ধরনের কাল্পনিক ধারণার উর্বর ক্ষেত্র সৃষ্টি করে। এই সব ধারণার সৃষ্টিকারীরা গণ-তান্ত্রিক পরিবর্তন ও সমাজতন্ত্রের জন্য জনগণের আকাঙ্ক্ষা সম্পর্কে সচেতন এবং এই আকাঙ্ক্ষাকে তাদের সুবিধার্থে কাজে লাগায়।

'খৃস্টীয় সমাজতন্ত্র' প্রাক-মার্কসবাদী ইউটোপীয় সমাজতন্ত্রের ঊর্ধ্বে উঠতে পারে না। বৈপ্লবিক শ্রেণীগুলি থেকে বিচ্ছিন্ন, মতাদর্শগত বিকল্প হিসাবে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের বিরোধী এবং প্রতিবেশীর জন্য প্রেম ও ধার্মিকতার প্রবক্তা, এই 'সমাজতন্ত্র' চূড়ান্ত বিশ্লেষণে শাসকশ্রেণীগুলির হাতে খেলা করে।

ঐতিহাসিক বিকাশের পরিপ্রেক্ষিত এর মধ্যে অনুপস্থিত। পুঁজিবাদের প্রতি এর দণ্ডাদেশ ও সেইসঙ্গে সমাজতন্ত্রকে অস্বীকৃতি কেবল মাত্র একটা জিনিসই সৃষ্টি করে : তা হল সেই সামাজিক কাঠামোয় ফিরে যাওয়ার আকাঙ্ক্ষা যেখানে খৃস্টধর্ম এক গতিশীল ভূমিকা পালন করত (যেমন প্রাচীন খৃস্টীয় সমাজ বা মধ্যযুগীয় কর্পো-রেশন) বা আধ্যাত্মিক মুক্তি পথ অনুসন্ধান করার আকাঙ্ক্ষা।

সামাজিক দ্বন্দ্বগুলির ধর্মীয় সমালোচনা হল অবি-চারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের একটা রূপ এবং সুতরাং এই প্রতিবাদ যথেষ্ট নয়। অবিচারের বাস্তব কারণসমূহকে খুঁজে বার করতে হবে এবং এই অবিচারের মূলোচ্ছেদ করতে যে সব শক্তি অত্যন্ত দৃঢ় তাদের জমায়েত করতে হবে। শ্রমিকশ্রেণীর মতাদর্শ, যা ইতিহাসের প্রকৃত অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করে, একমাত্র তার ভিত্তিতেই একাজ করা যায়।

ধর্ম হিসাবে খৃস্টধর্মের আপেক্ষিক ঐতিহাসিক স্বাধীনতা আছে; এর ব্যাখ্যা মার্কসবাদের মধ্যে পাওয়া যায়। খৃস্টধর্ম কোনো পার্টি নয়, কোনো বৈপ্লবিক তত্ত্বও নয়। অতএব, কমিউনিস্ট ও অন্যান্য বিপ্লবীদের পাশাপাশি শ্রেণীসংগ্রামে সাধারণ ক্যাথলিকদের অংশগ্রহণ "খৃস্টীয় বিশ্বাসের বিরোধী নয়, এই অংশগ্রহণ এই সব বিশ্বাসের বিরোধী, যারা বুর্জোয়া ও প্রতিক্রিয়াশীল মতাদর্শের সাথে নিজেকে এক করে বা যুক্ত করে।"(১) অবশ্য, এটা বলা হচ্ছে না যে তাদের বিশ্বাস ত্যাগ করতে ধর্ম বিশ্বাসীদের (বা ধর্মতত্ত্বকে পরিত্যাগ করতে পুরোহিতদের) অনুপ্রাণিত করা উচিত। প্রতিক্রিয়াশীল উদ্দেশ্যে ধর্মের ব্যবহারকে ও বর্তমান অবস্থা রক্ষার্থে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলিকে দুর্গে পরিণত করাকে প্রতিহত করার জন্য তাদের উপর প্রভাব বিস্তার করতে হবে।

লাতিন আমেরিকায় যথেষ্ট অসুবিধার মধ্যে ঈশ্বর-বিশ্বাসীদের এক বিরাট অংশ 'সামাজিক ক্যাথলিকবাদ' ও বিমূর্ত ঈশ্বরতত্ত্ব সম্বন্ধীয় ধারণাগুলি থেকে প্রলেতারীয় বিজ্ঞান ও অভিজ্ঞতার শিক্ষার দিকে অগ্রসর হচ্ছে। যথা-সময়ে তারা তাদের দেশের মুক্তি আন্দোলনে সমান স্থান অধিকার করতে পারবে। দুঃখের বিষয় হল যে গুতিয়ারেজের মতো ঈশ্বরতাত্ত্বিকরা এ বিষয়ে সচেতন যে "কোনো রাজ-নৈতিক ঈশ্বরতত্ত্বেই, সমাজের যে শ্রেণীগুলি লুণ্ঠনের শিকার তাদের সাথে সংহতির কোনো আভাস নেই", এরা কিউবার খৃস্টানদের ও কিউবার বিপ্লব, যার বিজয় অর্জনের জন্য ঈশ্বরতত্ত্বের কোনো প্রয়োজন হয় নি, তার শিক্ষণীয় অভিজ্ঞতাকে অবজ্ঞা করে।

আমাদের কমিউনিস্টদের এই প্রত্যয় আছে যে একমাত্র বস্তুবাদী দর্শন ছাড়া কোনো দর্শনই পৃথিবীকে ব্যাখ্যা ও পরিবর্তন করতে পারে না। আমরা জানি যে জাতীয় ও সামাজিক মুক্তির নামে ঐক্য ধর্মীয় ও বস্তুবাদী বিশ্ব-দৃষ্টিভঙ্গির প্রবক্তাদের মধ্যে তর্কবিতর্কে বাতিল করে দেয় না। এই ধরনের আলোচনার প্রয়োজন আছে এবং এইসব আলোচনা নিশ্চিতভাবে উপযোগী হবে যদি সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রামের বাস্তব লক্ষ্যগুলির সাথে তাদের যুক্ত করা যায়। এই আলোচনা এই সংগ্রামে জনগণের নতুন নতুন অংশের অংশগ্রহণকে এবং জনগণের প্রয়োজনীয় দাবিগুলির প্রতি মনোযোগ দিতে সাহায্য করবে। মার্কস কি একথা বলেন নি যে বিপ্লবীদের কাছে "স্বর্গের সমালোচনা, পৃথিবীর সমালোচনা, **ধর্মের সমালোচনা, আইনের সমা-লোচনা** এবং **ধর্মতত্ত্বের সমালোচনা** রাজনীতির সমালোচনায় পরিণত হবে"?

আমরা অনুভব করি যে এই দৃষ্টিকোণ থেকেই লাতিন

---

১ এইচ বরাট, ওয়াই এ টি বুনটিগ, ঐ, পৃঃ ৬৫।

১ **লস ক্রিশ্চিয়ানস ওয়াই লা রিভোলিউশিয়ান**, কইমাণ্টু, চিলি, ১৯৭৩, পৃঃ ১৪।

আমেরিকায় বহু পুরোহিতের কাজকর্মকে ও খৃস্টীয় আন্দোলনকে বিশ্লেষণ করা সঠিক হবে—ক্যামিলো টোরেস থেকে(১) শুরু করে চিলির পুরোহিত ও খৃশ্চিয়ান ডেমোক্রাটিক পার্টির সাধারণ সদস্য পর্যন্ত, যারা পপুলার ইউনিটিকে সমর্থন করেছিল, উরুগুয়েতে ব্যাপক ফ্রন্টে যোগদানকারী পুরোহিতদের থেকে শুরু করে আর্জেন্টিনা, ব্রাজিল, পেরু ও অন্যান্য দেশগুলির পুরোহিতগণ পর্যন্ত, যারা কমিউনিস্ট ও অন্যান্য সংগ্রামীদের বিরুদ্ধে ধর্মতত্ত্ব সম্বন্ধীয় যুক্তির পরিবর্তে ঐক্যবদ্ধ সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ফ্রন্ট গঠনে তাদের সাথে যোগ দিয়েছে।

রাজনৈতিক দৃশ্যপট

মার্কিন ইসরায়েলের সম্পর্কে "অংশীদারত্বের" সীমাবদ্ধতা

এমিল টুমা
ইসরায়েলের কমিউনিস্ট পার্টির রাজনৈতিক ব্যুরোর সদস্য

১৯৭৩ সালের অক্টোবরের যুদ্ধ ইসরায়েলের আগ্রাসী নীতির বৃহৎ পরাজয় ও মার্কিনী সাম্রাজ্যবাদীদের নিদারুণ পশ্চাদপসরণের নিদর্শনস্বরূপ। ওয়াশিংটনের বৈদেশিক নীতির রচয়িতারা অবস্থা আয়ত্তে আনার জন্য কিছু জরুরী ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। কিছুটা সাফল্যের সঙ্গে তাঁরা যুদ্ধের ফলাফলকে "অসাড়" করার চেষ্টাই যে শুধু করে ছিলেন তা নয়, তাকে নিজেদের পক্ষে কাজে লাগানোরও চেষ্টা করেছিলেন। এইটেই ছিল পরস্পরকে বিচ্ছিন্ন করার ক্ষেত্রে মার্কিনী মধ্যস্থতার উদ্দেশ্য, "ধাপে ধাপে সমাধানের" কৌশল (জেনেভা শান্তি সম্মেলনের নবীকরণ বিলম্বিত করা) এবং অন্যান্য পদক্ষেপ বিশেষত ইসরায়েলী আক্রমণের যারা বলি তাদের "অর্থনৈতিক ও কারিগরী সাহায্য"(২) দানের প্রচার। প্রতিক্রিয়াশীল আরব শাসকবৃন্দ ও আরব জাতীয় আন্দোলনের দক্ষিণপন্থীদের সুবিধাবাদ ও সাম্রাজ্যবাদ এবং বিদেশী পুঁজির সঙ্গে আপস-এর ঝোঁকের উপর ভরসা করা হয়েছিল।

তথাপি, ওয়াশিংটনের চক্রান্তের বিপরীত খাতে ঘটনাস্রোত প্রবাহিত হল। আরব জনগণ ও সাম্রাজ্যবাদের মূল দ্বন্দ্ব (প্রথমত মার্কিনী সাম্রাজ্যবাদ, যা ইসরায়েলের সরকারি আগ্রাসী ও সম্প্রসারণবাদী নীতিকে সমর্থন করে) তীব্র উত্তেজনা সৃষ্টি করে এবং "আপস"-এর সম্ভাবনাকে অসাড় বা বিনষ্ট করে দেয়।

এখনও পর্যন্ত প্রতিক্রিয়াশীল চক্রের অধীন দেশগুলিতে প্রগতির জন্য সংগ্রামরত এবং নিরবচ্ছিন্নভাবে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী আরব শাসক গোষ্ঠী ও দল এবং তৎসহ জঙ্গী প্যালেস্টানীয় প্রতিরোধ সংগ্রাম আরব জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের সতিকারের বিপ্লবী শাখা। আরব জনতার দৃষ্টির আড়ালে অশুভ আঁতাতের পক্ষে এরা এক শক্তিশালী বাধাস্বরূপ। রাবাত শীর্ষবৈঠক (অক্টোবর ১৯৭৪) যদি এমন কিছু সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে থাকে যা মধ্যপ্রাচ্যে মার্কিন রাজনৈতিক অভিযানকে আকস্মিকভাবে ধাক্কা দিয়েছে বা বহুলাংশে মার্কিনী কৌশলকে খর্ব করেছে তবে তা সম্ভব হয়েছিল এই শক্তিগুলির প্রভাবের সাহায্যেই।(১)

এসব সত্ত্বেও মধ্যপ্রাচ্যে মার্কিনী শাসকদের রণনীতিগত লাইন বদলায় নি : প্রথমত তেল সমৃদ্ধ এলাকায় তাদের অনুপ্রবেশের অধিকার বজায় রাখতে তারা বদ্ধপরিকর এবং দ্বিতীয়ত, জাতীয় ও সামাজিক অভ্যুত্থানের জন্য উদীয়মান বিপ্লবী আন্দোলনকেও তারা দমিয়ে রাখতে চায়। এই লক্ষ্যগুলি পরস্পরের উপর নির্ভরশীল। সাম্রাজ্যবাদীরা নিপুণ রণকৌশল ও সোভিয়েত-বিরোধিতার সাহায্যে এই লক্ষ্য অর্জন করতে চায়। আবার তেল সমৃদ্ধ অঞ্চলে "সোভিয়েত অনুপ্রবেশ" গুটিয়ে নেবার কথাও রয়েছে এবং আরব-সোভিয়েত সম্পর্কের উন্নতি বানচাল করার চেষ্টাও রয়েছে। মধ্যপ্রাচ্যে সোভিয়েত-আরব মৈত্রী যে প্রগতিশীল উন্নয়ন ও বিপ্লবী প্রক্রিয়া দ্রুততর করার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান সাম্রাজ্যবাদ এ সম্পর্কে সচেতন। তাই তারা তা বিপর্যস্ত করতে এবং এভাবে স্বাভাবিক ও নির্ভরযোগ্য

---

১ ক্যামিলো টোরেস—একজন কলম্বিয়ান পুরোহিত যিনি কলোম্বিয়ায় প্রতিক্রিয়াশীল শাসনকে তীব্রভাবে সমালোচনা করেছিলেন এবং আমূল গণতান্ত্রিক সংস্কারের এক কর্মসূচী হাজির করেছিলেন। তিনি বামপন্থী শক্তিগুলির ঐক্যের জন্য কাজ করেছেন এবং কমিউনিস্টদের সাথে সহযোগিতা করেছেন। ১৯৬৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে গেরিলা ও সরকারি বাহিনীর সাথে সংঘর্ষের সময় তিনি নিহত হন।

২ প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট নিক্সনের ১৯৭৪-এর জুনে মিশর, সিরিয়া ও জর্ডন সফরকালে অর্থনৈতিক ও কারিগরী সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল। ২৪ মার্চ কংগ্রেসের পাস করা ১৯৭৫ সালে বৈদেশিক সাহায্য বিলে মিশরকে ২৫০ মিলিয়ন ডলার ও জর্ডনকে ৭৭·৫ মিলিয়ন ডলার দেবার কথা বলা হয়েছে।

১ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হল, প্যালেস্টাইনের আরব জনগণ ও তাদের একমাত্র আইনসঙ্গত প্রতিনিধি প্যালেস্টানীয় মুক্তি সংস্থার অধিকারের স্বীকৃতি যে তারাই যে কোনো মুক্ত প্যালেস্টাইনীয় এলাকায় একটি জাতীয় রাষ্ট্র ও সরকার গঠন করতে পারবে।

মিত্রের নিকট থেকে দেশপ্রেমিক সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী শক্তি-গুলিকে বিচ্ছিন্ন করতে চায়।

সাম্রাজ্যবাদের উসকে দেওয়া প্রচার সোভিয়েত বৈদেশিক নীতির বিরুদ্ধে সন্দেহ ও বিদ্বেষের বীজ বপন করছে। একথা ধরে নেওয়া যেতে পারে যে, সি আই এ বিশেষজ্ঞরা প্রতিক্রিয়াশীল ও ভাড়াটে আরব পত্র-পত্রিকাগুলিকে "বিশেষজ্ঞ" দিয়ে সাহায্য করছে।

ইতিমধ্যে, তেল সম্পদ পাবার বিষয়টি একদিকে ওপেক প্রতিষ্ঠা ও তার একচেটিয়া তেল কারবারীদের প্রভাবমুক্ত থাকার দৃঢ়তা অর্জন অন্যদিকে তেল উৎপাদক দেশগুলির জাতীয় স্বার্থ রক্ষার জন্য তেল অস্ত্র ব্যবহার করায় জটিল হয়ে উঠেছে। বিদেশী সম্পত্তি জাতীয়করণ করার প্রবণতাও দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। উৎপাদকের অনুকূলে সংশ্লিষ্ট সরকার-গুলির উদ্যোগে তেলের দাম কয়েকবার পরিবর্তন করা হয়েছে। আর এর ফলে, শিল্পায়নে সমৃদ্ধ পুঁজিবাদী দেশ-গুলির স্বার্থের বিপক্ষে বিশ্বের দেনা-পাওনার সমতা আকস্মিকভাবে পরিবর্তিত হয়েছে।

এই জন্যেই মার্কিনী সাম্রাজ্যবাদীরা ব্যাকুলভাবে তেল সম্পদের উপর অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য নতুন পথের সন্ধান করছে। দুটি সমান্তরাল ধারা রয়েছে ঃ—পুঁজিবাদী দুনিয়ায় তেলের প্রবাহ সুনিশ্চিত করার জন্য ধনী তেল উৎপাদক দেশগুলির প্রতিক্রিয়াশীল শাসকবর্গের সঙ্গে সহ-যোগিতা অব্যাহত রাখা এবং যদি রাজনৈতিক চাপ সৃষ্টি ফলপ্রসূ না হয় তাহলে সামরিক হস্তক্ষেপের জন্য প্রস্তুত হওয়া।

এই পটভূমিকায়, জটিল ইসরায়েল-মার্কিন সম্পর্কটি বিশেষ আগ্রহোদ্দীপক।

১৯৭৩-এর অক্টোবরের যুদ্ধ মধ্যপ্রাচ্যে রাজনৈতিক ও সামরিক উভয় পরিস্থিতিই পরিবর্তিত করে দিয়েছে। বলতে গেলে যুদ্ধরতদের সামরিক শক্তির মধ্যেকার পার্থক্য ক্রমশ হ্রাস পেয়ে ইসরায়েলের স্বার্থের প্রতিকূলে যাচ্ছে। রাজ-নৈতিক উপাদানগুলি সহ এই অবস্থা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে—ইসরায়েল কর্তৃক আরব জনগণকে ভবিষ্যতে গুরুতরভাবে ভীতি প্রদর্শন করা ও জাতীয় মুক্তি আন্দোলন এবং প্রগতির আন্দোলন দমন করার ক্ষেত্রে তাদের ক্ষমতা সম্পর্কে পুনর্মূল্যায়ন করতে হচ্ছে। এটাও ক্রমশ স্পষ্ট হচ্ছে যে, বিশ্ব এবং মধ্যপ্রাচ্যের পরিস্থিতি ইসরায়েলকে সাম্রাজ্যবাদের আঞ্চলিক বাহিনীরূপে ব্যবহারের চক্রান্তও অকেজো করে দিচ্ছে।

কিন্তু মার্কিনী নীতির মৌলিক পরিবর্তনের কোনো লক্ষণ নেই। অতীতের মতো এখনও ইসরায়েলকে আরব জগতের বিরুদ্ধে ডেমোক্লিসের তরবারির মতো ব্যবহার করাকে সুবিধাজনক বলে মনে করা হয়। ১৯৭৩-এর অক্টোবরের যুদ্ধের পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিনষ্ট জিনিসগুলির ক্ষতিপূরণ করে দেবার অজুহাতে ২·২ বিলিয়ন ডলার মূল্যের অত্যা-ধুনিক আক্রমণাত্মক অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহের প্রতিশ্রুতি দেয় এবং চুক্তি সম্পাদন করে ইসরায়েলী সেনাবাহিনীকে আরো বহু বিলিয়ন ডলার মূল্যের অস্ত্রশস্ত্র দেবার সিদ্ধান্ত নেয়।(১)

১৯৭৩-এর অক্টোবরের তুলনায় ইসরায়েলী সেনাবাহিনী অধিকতর শক্তিশালী এই সরকারি বিবৃতি এবং আরব সেনা-বাহিনীকে সর্বপ্রথম সিরিয়ান বাহিনীকে আঘাত করার শাসানির পশ্চাতে রয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ ও অপরিমেয় বৈষয়িক সমর্থন দান।

অতীতের মতো ইসরায়েল এখনও মধ্যপ্রাচ্যের তেল সংক্রান্ত পরিকল্পনায় বিশেষ স্থান অধিকার করে রয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র সচিব হেনরী কিসিংগার ও প্রেসিডেণ্ট ফোর্ডের বিবৃতিদানের পর, সাম্রাজ্যবাদী সংবাদ-পত্র জানিয়েছে যে, আরবরা তেলের উপর নিষেধাজ্ঞা জারী করলে মার্কিনী সামরিক হস্তক্ষেপ ঘটবে, যাতে ইসরায়েলও অংশগ্রহণ করবে।(১) আরবদের বিরুদ্ধে মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধে এই হুমকি ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়।(২) এই "স্নায়ুযুদ্ধে" ইসরায়েলী শাসকবর্গ হৈচৈ করার দায়িত্ব নিজেই অনেকটা কাঁধে তুলে নিয়েছে। আমাদের অঞ্চলে সামরিক ও রাজ-নৈতিক উত্তেজনা বাড়াতে তারা নিজেদের পথ ছেড়ে আরো সামনে এগিয়ে যায় কারণ প্রতিটি জটিল অবস্থা তাদের সম্প্রসারণবাদী পরিকল্পনার প্রতি আনুকূল্য প্রদর্শন করে এবং প্যালেস্টানীয় সমস্যার সমাধানের প্রশ্নটি কোনো না কোনো অজুহাতে দূরে সরিয়ে রাখতেও সাহায্য করে।

একথা মনে থাকতে পারে যে, ১৯৭৩-এর অক্টোবর যুদ্ধের পূর্বে ইসরায়েলী শাসকদের ঘোষিত কৌশলগত লক্ষ্য ছিল স্থিতাবস্থা বজায় রাখা অর্থাৎ ১৯৬৭ সালে অধিকৃত আরব ভূখণ্ড দখলে রাখা। বর্তমানে তারা নতুন স্থিতাবস্থার ওকালতি করছে যাতে তাদের দখলে কম এলাকা থাকবে কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ শার্ম-এস-শেইখসহ অ্যাকোয়াবা উপসাগরের পশ্চিম তীর, গোলান হাইটের বিরাট অংশ, গাজা অঞ্চল এবং জর্ডনের পশ্চিম তীরের কিছু এলাকা রাখা সম্ভব হয়। এতে সিরিয়ার বিরুদ্ধে আকস্মিক আক্রমণের প্রশ্নটি জড়িত অবশ্য যদি তাতে নিঃশর্ত মার্কিন সমর্থন থাকে এবং মিশর ও জর্ডন "নিরপেক্ষ" হয়ে যায়।

সূক্ষ্মভাবে মার্কিন-ইসরায়েল হৃদ্যতা বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে, যদিও উভয়পক্ষই একই রণনীতিগত লক্ষ্য অনুসরণ করে চলেছে তথাপি কিছু কৌশলগত বিষয় স্থির করার সময়ে তারা আলাদা হয়ে যাচ্ছে।

মার্কিন বৈদেশিক নীতিতে একটি ধারার আবির্ভাব ঘটেছে যাতে সীমিত মার্কিন সামর্থ্যের মধ্যপ্রাচ্যসহ বিশ্ব ঘটনা প্রবাহের উপর প্রভাব বিস্তার করার ক্ষমতা সম্পর্কে হিসাব-নিকাশ নেওয়া হচ্ছে। ইসরায়েলের প্রতি মার্কিনী নীতির উপরও এর প্রভাব পড়েছে। প্রেসিডেণ্ট ফোর্ড বলেছেন, "এটা সকলের নিকট স্পষ্ট হওয়া দরকার যে আমরা অনির্দিষ্টকালের জন্য ইসরায়েল ও মিশর, ইসরায়েল ও

---

১ এটি এমন এক পর্যায়ে এসেছে যেখানে ইসরায়েলকে প্রদত্ত সামরিক সাহায্যে অতিরিক্ত বৃদ্ধি পেণ্টাগনে অসন্তোষ সঞ্চারিত করেছে। মার্কিনী সংবাদপত্র বলেছে ইসরায়েল তার নিজস্ব সামরিক কর্মসূচী নিয়ে আমাদের ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ করে।

১ মার্চ মাসের **হার্পার্স ম্যাগাজিনে** হস্তক্ষেপের বিস্তৃত পরিকল্পনা প্রকাশিত হয়।

২ মার্কিন প্রতিরক্ষা সচিব জেমস্ ক্লিসিংগার "অস্থিরতা সৃষ্টির" নীতির সুপারিশ করেন আরবদের একটি উত্তেজনার অবস্থায় রাখার জন্য।

জর্ডন, ইসরায়েল ও সিরিয়া, প্রভৃতির মধ্যে যে অত্যন্ত সংকটজনক অবস্থা চলেছে তা গ্রহণ করতে পারি না বা প্যালেস্টানীয় জনগণের ন্যায়সংগত অধিকারকে গণনার বাইরে রাখতে পারি না।" প্রেসিডেন্ট ভবিষ্যদ্বাণী করে বলেছেন, নতুন কোনো সংঘর্ষ আর একটি তেল অবরোধের সূচনা করবে, মার্কিন-সোভিয়েত সম্পর্ককে ক্ষতিগ্রস্ত করবে যার আন্তর্জাতিক তাৎপর্য গভীর। সুতরাং তিনি বলেন একটি শান্তিপূর্ণ সমাধান এভাবে অপরিহার্য। আমরা যেভাবে দেখি, তাতে মনে হয়—ফোর্ডের বিবৃতির অর্থ, মার্কিন সরকার প্রথমত, ইসরায়েলী সরকারি নীতির প্রতি সমর্থন সীমিত (অন্তত কিছু সময়ের জন্য) করতে আগ্রহী। দ্বিতীয়ত, ইসরায়েলী শাসকগোষ্ঠীর উপর নির্দেশনামা জারী করে বলতে চায়, তাদের নীতি উক্ত অঞ্চলে আরো বেশি মার্কিনী স্বার্থের নিকট নতি স্বীকার করেই রচনা করতে হবে।

স্পষ্টতই, মার্কিন ও ইসরায়েলের সম্পর্ক বরাবরই অসম। এ-ও সত্যি যে ১৯৬৭ সালের জুন যুদ্ধের পর ইসরায়েলী শাসকবর্গ ভেবেছিল বিজয় তাদের গুরুত্ব বাড়িয়ে তুলেছে। তাই তারা ইসরায়েল ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে "অংশীদার" রূপে উল্লেখ করতে শুরু করে। কিন্তু ১৯৭৩-এর অক্টোবরের যুদ্ধ মার্কিন সামরিক সাহায্য ও রাজনৈতিক সমর্থনের উপর যে ইসরায়েল পরিপূর্ণভাবে নির্ভরশীল তা প্রকাশ করে দেয় এবং তারা "আন্তঃ নির্ভরতার" কথা বলতে শুরু করে ও মাথা নত করে। এই সমস্ত কথাই অবশ্য প্রচার জগতের এবং ইহুদীবাদীদের অলীক কল্পনা-প্রসূত।

কার্যত, মার্কিনী সাম্রাজ্যবাদ ও ইসরায়েলী শাসকবর্গের পক্ষে তাদের পরিকল্পনা কার্যকর করা আরো কঠিন। যে সকল মার্কিনী দল চায়, মার্কিন ইসরায়েলের অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রামে সাহায্য করুক, তারাও চায় ইসরায়েলী সরকার ১৯৬৭-এর জুন যুদ্ধে দখলীকৃত আরব ভূখণ্ড থেকে চলে যাক এবং প্যালেস্টানীয় আরব জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার নিশ্চিত করুক (গাজা এলাকা ও জর্ডনের পশ্চিম তীরে)। এগুলি যথেষ্ট দৃঢ় ভিত্তি লাভ করেছে। ১৯৭৪ সালের নভেম্বরে রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ অধিবেশন পি এল ও-কে "দর্শক" মর্যাদাদানের পর, অনেক উচ্চপদস্থ ওয়াশিংটনের কর্তাব্যক্তি এরকম ধারণা দেন যে, এখন দুদিন আগে বা পরে ইসরায়েলকে সরাসরি পি এল ও-র সঙ্গে আপস করতে হবে।

এগুলি হল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে মধ্যপ্রাচ্যে কৌশল ও বাস্তব কর্মপন্থার উপর তীব্র সংগ্রামের মূল। প্রতিক্রিয়াশীল ইসরায়েলপন্থী গোষ্ঠী, যার নেতৃত্বে রয়েছেন সেনেটর জ্যাকসন ও ইহুদীবাদী সংস্থাগুলি তারা শান্তিপূর্ণ মীমাংসার যে কোনো প্রচেষ্টা বানচাল করতে সচেষ্ট। আমেরিকান-ইসরায়েল পাবলিক এ্যাফেয়ার্স কমিটির অধীনে কর্মরত ইহুদীবাদী মহলের দৃশ্যতই মার্কিন কংগ্রেস ও অন্যান্য সরকারি সংস্থার উপর প্রভাব আছে এবং তারা আইনসভার সদস্য, স্টেট ডিপার্টমেণ্টের অফিসারগণ ও ভোটারদের উপর চাপ সৃষ্টি করতে পারে। গোপন হলেও একথা সুবিদিত যে মার্কিনী ইহুদী এবং ইসরায়েলী নেতৃত্ব কংগ্রেসে ডেমোক্রাটিক সংখ্যাগরিষ্ঠতা এবং আগামী বৎসরে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে রিপাবলিকান দলের সম্ভাব্য পরাজয়ের উপর ভরসা করে আছে। এই নির্বাচনগুলি ইহুদীবাদীদের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ও মার্কিন সরকারের উপর দ্বিগুণ চাপ সৃষ্টি করতে উৎসাহিত করছে।

ইহুদীবাদী ও ইসরায়েলী লবির বিকারগ্রস্ত প্রচার অনেক সময়েই মার্কিন যুক্তরাজ্যের ইহুদী গোষ্ঠী সত্যিকারের মতামতকে উপেক্ষা করে। এদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ ইহুদীবাদীদের সমর্থন করে না। ইহুদী বংশজাত বহু আমেরিকান জিওনিস্ট ও ইসরায়েলী সরকারি নীতি উভয়েরই নিন্দা করে। দেরিতে হলেও এর ফল ফলতে বাধ্য।

এমনকি ইসরায়েলেও শান্ত প্রকৃতির লোকেরা আমেরিকায় ইহুদীবাদী লবির সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে সচেতন। সামরিকভাবে শক্তিশালী ইসরায়েলও মার্কিনী স্বার্থের সীমাবদ্ধতা আছে। কিছু সংখ্যক ইসরায়েলী পর্যবেক্ষক মনে করেন যদি মার্কিন শাসক চক্র "ক্লান্ত হয়ে পড়েন" এবং এই সিদ্ধান্তে আসেন যে ইসরায়েল-এর নীতি তাদের স্বার্থবিরোধী তাহলে মার্কিনী সমর্থন এখন যেমন নিঃশর্ত রয়েছে, তা আর থাকবে না। "ক্লান্তিকারিতা" সম্পর্কে তথ্যাদির ক্রমশ প্রকাশ ঘটছে। এ প্রসঙ্গে আমেরিকার যুক্ত চীফ অব স্টাফের চেয়ারম্যান জেনারেল জর্জ এস, ব্রাউন-এর সম্প্রতি প্রকাশিত ক্রুদ্ধ উক্তি স্মরণ করাই যথেষ্ট হবে। যিনি ইসরায়েলী সরকারি নীতি সম্পর্কে বলেন—"তোমরা একটা পরিস্থিতির কথা ভাবতে পার যখন আর একটি তৈল নিষেধাজ্ঞা জারি হয়েছে এবং এ দেশের জনসাধারণ শুধুমাত্র অসুবিধা ও অস্বস্তিকর অবস্থায় পড়বে না, তারা দুর্ভোগ ভোগ করবে এবং যথেষ্ট কঠোরমনা হয়ে এদেশে ইহুদী প্রভাবকে দমিত ও তাদের লবিকে ভেঙে দিতে পারে।" লণ্ডন **ইকনমিস্ট** বলেছে, ব্রাউনের বিবৃতি এই শংকাই প্রকাশ করেছে যে আমেরিকা মধ্যপ্রাচ্যের আর একটি যুদ্ধে প্রত্যক্ষভাবে জড়িয়ে পড়তে পারে। লণ্ডন **গার্ডিয়ান** লিখেছে, তৈল উৎপাদক ও তেল ব্যবহারকারী জাতিগুলির মধ্যে শক্তিসাম্যের মৌলিক পরিবর্তন ইসরায়েলের অবস্থানে অবনতি ঘটিয়েছে। যেহেতু তেলসম্পদ দখল করে নেওয়ার হুমকি থেকে সত্যিকারের দখল নেওয়ার প্রশ্নটির দূরত্ব অনেক, সেজন্য এ বিষয়ে সন্দেহ নেই যে এই অবনতির হার দ্রুতগতিতে বাড়বে।

একথাও মনে রাখতে হবে যে মার্কিন দেশে জিওনিস্ট সংস্থাগুলি বৃহৎ ইহুদী বুর্জোয়াদের স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করে, যা আমেরিকার একচেটিয়া পুঁজির একটি অংশবিশেষ। এই অবস্থাই তাদের বাধ্য করে ইসরায়েলী শাসকচক্রের সম্প্রসারণবাদ ও মার্কিনী সাম্রাজ্যবাদের দৃঢ় স্বার্থের মধ্যে একটা "ভারসাম্য" রক্ষা করতে। ইসরায়েলী শাসকদের এটি হিসেবের মধ্যে রাখতে হয়। তারাও দেখতে শুরু করেছে যে "বিভক্ত আনুগত্যের" অভিযোগ আমেরিকায় ইহুদীদের স্বার্থের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ নয়।

ইসরায়েলের শাসকচক্র আশংকা করছে আমেরিকা "শান্তির জন্য" গ্রহণের জন্য তাদের উপর চাপ সৃষ্টি করবে অর্থাৎ জবরদস্তি দখলের নীতি পরিত্যাগ করতে হবে। পশ্চিম ইয়োরোপের পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলির দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কেও তারা সচেতন। রবিন সম্প্রতি স্বীকার করেছেন তেল উৎপাদক দেশগুলিকে শান্ত করার ইচ্ছা পশ্চিম ইয়োরোপের

শাসক শক্তিগুলোর রয়েছে—সেটা আমেরিকার নীতিকে প্রভাবিত করতে পারে।

আমেরিকা ও অন্যান্য উন্নত পুঁজিবাদী রাষ্ট্রে ইসরায়েলের পরিকল্পনা বানচাল করে দেবার প্রবণতাকে অকেজো করে দেবার জন্য ইস্রায়েলী নেতারা সক্রিয়ভাবে চেষ্টা করছে। তাদের সাধ্যায়ত্ত সর্বশক্তি দিয়ে মধ্যপ্রাচ্যের সংঘর্ষের শান্তিপূর্ণ সমাধানকে প্রতিরোধ করতে চাইছে। "সোভিয়েত বিপদের" গল্পের নয়া-প্রচার করে তারা আশা করছে, আন্তর্জাতিক উত্তেজনা প্রশমনকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারবে এবং আমেরিকা ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে সম্পর্ক ধারালো করতে পারবে। তারা সাম্রাজ্যবাদী পশ্চিমী দেশগুলিকে আরবদের বিরুদ্ধে সংঘর্ষে লিপ্ত করাতে খুঁচিয়ে চলেছে যাতে ইসরায়েল তাতে অংশগ্রহণ করতে ও তা থেকে লাভ করতে পারে এবং তারা নিরবচ্ছিন্নভাবে মধ্যপ্রাচ্যে উত্তেজনা বজায় রাখতে চাইছে।

ইসরায়েলী শাসকদের বিলম্বিত এমনকি অন্তর্ঘাতমূলক কৌশল একটি ভ্রান্ত ধারণার ওপর ভিত্তি করে রচিত যে সময় তাদের অনুকূলে কাজ করছে। উদাহরণস্বরূপ, রবিন মনে করেন যে, বর্তমান আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে এবং পশ্চিমের আরব তেলের ওপর নির্ভরশীলতার দরুন, ইসরায়েল ৭টি নিষ্ফলা বৎসরের সম্মুখীন যা তাদের কোনো না কোনোভাবে অতিক্রম করতেই হবে। কেন সাত বৎসর? ইসরায়েলী শাসকদের প্রধান সংখ্যা দিয়ে বোঝাতে চান যে ব্রিটেন ও স্ক্যান্ডিনেভিয়ান দেশগুলির মোটামুটি এই সময় প্রয়োজন। যার পর উত্তর সমুদ্রের তেল দিয়ে তাদের চাহিদা মিটবে এবং আমেরিকারও মধ্যপ্রাচ্যের তেলের ওপর নির্ভরতা কমবে।

আমেরিকান সরকার যে ইসরায়েলের ইহুদীবাদী নেতাদের আগ্রাসী, দখলদারী ও ভূখণ্ডের সম্প্রসারণের নীতিকে সমর্থন জানাবে এ সম্ভাবনা সুদূরপরাহত। আমরা যেভাবে দেখি তাতে যে মৌল উপাদান আমেরিকাকে তাদের অতীতের অবস্থান থেকে দূরে সরে যেতে বাধ্য করবে তা হল—আরব জনতার ক্রমবর্ধমান সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ঐক্য।

এটাও আশা করা অবাস্তব যে আমেরিকা মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলিতে শীঘ্রই শান্তিতে বসবাস করতে দেবে বা তারা ইসরায়েলের "শক্তির অবস্থানের" নীতিকে সমর্থন করা থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করবে। ঘটনাগুলি ঠিক উল্টো কথাই প্রমাণ করে। ১৯৭৫ সাল অর্থনৈতিক বৎসরে আমেরিকান কংগ্রেস ইসরায়েলকে ৬২৪ মিলিয়ন ডলার সামরিক ও অর্থনৈতিক সাহায্য মঞ্জুর করেছে। এর অর্ধেক ইসরায়েলী সেনাবাহিনীকে অস্ত্রসজ্জিত করার জন্য। একথাও মনে পড়বে যে আমেরিকা ইসরায়েলকে ১৮ দিন নিরবচ্ছিন্ন যুদ্ধের জন্য প্রচুর যুদ্ধের সাজ-সরঞ্জাম সরবরাহ করেছে এবং এই সরবরাহ ২১ দিনে বৃদ্ধি করতে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে।

এজন্য মধ্যপ্রাচ্যে মার্কিন নীতির পরিবর্তনের কথা উল্লেখ করার তাৎপর্য ইসরায়েলের জবরদখলী উচ্চাকাঙ্ক্ষার প্রতি প্রত্যক্ষ ও পূর্ণাঙ্গ সমর্থন প্রত্যাখ্যান করার বেশি কিছু নয়। এর ফলে ইসরায়েলী শাসকবর্গ তার নীতির কয়েকটি দিক পরিবর্তন করতে বাধ্য হতে পারে।

আমেরিকা-ইসরায়েলের সম্পর্কে নির্দিষ্ট পরিবর্তনের সংবাদও আছে। মধ্যপ্রাচ্যের সমস্যার প্রতি বাস্তবসম্মত আমেরিকান দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণের প্রবক্তারা বিরোধিতা সত্ত্বেও ঘটনা নিয়ন্ত্রণে আনছে। আমেরিকা ও ইসরায়েলএর সম্পর্কের সত্যিকারের চরিত্র বুঝতে হলে এই সংগ্রাম ও তার সম্ভাব্য ফলাফল সম্পর্কে বুঝতে হবে।

১৯৭৫ সালের মার্চে কিসিঙ্গারের সর্বশেষ সফরের ব্যর্থতায় তা প্রমাণিত হয়। "ছুটন্ত কূটনীতি" ও "ধাপে ধাপে চুক্তির" ওপর হল মরণ-আঘাত। ওয়াশিংটন প্রধানত ইসরায়েলী শাসকদের এই ব্যর্থতার জন্য দায়ী করেছে।

প্রেসিডেন্ট ফোর্ড মধ্যপ্রাচ্যনীতি পরিবর্তনের নির্দেশ দিয়েছেন এবং আমেরিকান সরকার জেনেভা শান্তি সম্মেলনের পুনরায় শুরুতে সম্মতি প্রদান করেছে।

এতে প্রমাণিত হয়, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ আরব জগতে তার স্বার্থ রক্ষার জন্য নতুন পথের সন্ধান করছে।

আমাদের পার্টি সর্বদা মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের প্রতি ইসরায়েলী শাসকদের গোলামি করার দৃষ্টিভঙ্গির বিরোধিতা করেছে। পার্টি সতর্ক করে এ-ও বলেছে—আমেরিকা তার বিশ্ব ও আঞ্চলিক উদ্দেশ্যসাধনের জন্য ইসরায়েলী জনতার স্বার্থ বিসর্জন দিতে কুণ্ঠা বোধ করবে না। ইসরায়েলের কমিউনিস্ট পার্টির সপ্তদশ কংগ্রেস (জুন ১৯৭২) একটি গণতান্ত্রিক সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ফ্রন্ট গঠনের আহ্বান দেয়—যে ফ্রন্ট সাফল্যের সঙ্গে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের রথের সঙ্গে দাসত্বের বন্ধনে বাঁধা আমাদের দেশকে মুক্ত করার জন্য সংগ্রাম করতে পারবে ; সংগ্রাম করবে—শান্তি, গণতন্ত্র, সমতা ও সামাজিক প্রগতির জন্য। আজ অতীতের চেয়ে বেশি আমেরিকার ওপর নির্ভরশীল ইসরায়েল এবং অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিকভাবে মার্কিনী সাম্রাজ্যবাদের দুর্বলতর অবস্থানের ফলে—আমাদের পার্টির এই আহ্বান ইসরায়েলী জনগণের নিকট অপরিহার্য ও অধিকতর মূল্যবান হয়ে উঠেছে।

মধ্যপ্রাচ্যের মুক্তি আন্দোলনের শক্তিলাভ

নাইম আসহাব
জর্ডানের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য

স্থায়িভাবে সক্রিয় উপাদানগুলিকে অস্বীকার করার যে প্রয়াস ওয়াশিংটনের ছিল তার অন্তঃসারশূন্যতা কিসিংগারের লক্ষ্য ব্যর্থ হওয়ার মাধ্যমে প্রতিপন্ন হয়েছে। এগুলি হল প্রথমত, আরব জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের শক্তি এবং আরব জনগণের জাতীয় ও সামাজিক সাফল্যগুলি থেকে তাদের বঞ্চিত করবার প্রচেষ্টাকে প্রতিহত করার ক্ষমতা ; দ্বিতীয়ত, আন্তর্জাতিক বিষয়ে সোভিয়েত ইউনিয়নের ভূমিকা, আমাদের অঞ্চলের ঘটনাবলীর গতির ওপর আরব-সোভিয়েত মৈত্রী ও ঐক্যের প্রচণ্ড প্রভাব।

ওয়াশিংটন এখন কঠিন অবস্থায় পড়েছে এবং তাদের অবস্থা একটু ভালো করার জন্যে তারা প্রচার অভিযান ও বিচিত্র কলাকৌশলের আশ্রয় নিচ্ছে। কিসিংগারের প্রয়াস ব্যর্থ হওয়ার জন্য ইসরায়েলী শাসকগোষ্ঠীকে দায়ী করা হচ্ছে। ইসরায়েলী শাসকগোষ্ঠীর অবাধ্যতা সম্পর্কে অতিরিক্ত বিরক্তির ভান করা হচ্ছে। যারা দখলীকৃত জমির ব্যবস্থাপনা দাবি করছে ইসরায়েলী কর্তৃপক্ষ সেই উগ্রপন্থীদের গোপনে ও প্রকাশ্যে উৎসাহিত করছে। এর উদ্দেশ্য একদিকে উন্মত্ত জনগণকে সংযত করতে ইসরায়েলী সরকারের 'অক্ষমতা', অপরদিকে, 'বিদ্রোহী' সহযোগীর সামনে ওয়াশিংটনের দুর্বলতা দুনিয়াকে দেখানো।

ঠিকই, ওয়াশিংটন ও তেল আবিবের মধ্যে কৌশলগত পার্থক্য থাকতে পারে। বিশেষ করে যখন যুক্ত পরিকল্পনা সংকটে পড়ে। সমাধানের পথ খোঁজার সময়, নিজের স্বার্থপূরণের জন্য প্রত্যেকে ভিন্ন পথ বাতলাতে পারে। সাধারণ মৌল রণনীতিতে স্বার্থসমূহ এবং আরব জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের প্রতি ভয়ংকর শত্রুতার ওপর গঠিত যুক্তরাষ্ট্র-ইসরায়েলী মোর্চার ভিত্তি এসব বিরোধগুলোর জন্য ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে না। সুতরাং এ ধরনের পার্থক্যের(১) সম্ভাবনা এবং আরব রাজ্যগুলোর ওপর চাপ প্রবল করার জন্য যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলে যুগপৎ প্রচার অভিযানের নাটকের মধ্যে তফাত আমাদের নিশ্চয়ই দেখতে হবে।

স্থূল বঞ্চনা ও পুরাদস্তুর প্রতারণার প্রয়াসগুলো আরব জনগণকে বোকা বানাতে পারবে না, তারা বহু তিক্ত শিক্ষা লাভ করেছে। তারা জানে যে যুক্তরাষ্ট্রের মাত্রাহীন সমর্থন ছাড়া ইসরায়েলের শাসকগোষ্ঠী জুন ১৯৬৭ সালের যুদ্ধের ঝুঁকি নিত না বা আরব অঞ্চলের দখল বজায় রাখতে পারত না। ১৯৭৩ সালের অক্টোবর মাসে বিমান পরিবহনের মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্রের বিশাল অস্ত্র সাহায্যের কথা তাদের মনে আছে। প্রায় সরাসরি যুদ্ধক্ষেত্রে এই অস্ত্রের যোগান ইসরায়েলী বাহিনীর আরব ভূমি বিধ্বস্ত করার কাজে সহায়ক হয়েছিল। যুদ্ধের পর পরই ইসরায়েলের ক্ষতিপূরণের জন্য ওয়াশিংটন কোটি কোটি ডলার বরাদ্দ করেছিল এবং তার আক্রমণ ক্ষমতা নতুন স্তরে উন্নীত করেছিল। **টাইম** পত্রিকার সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে প্রেসিডেণ্ট ফোর্ড স্বীকার করেছেন যে নিরাপত্তার নিশ্চয়তা(১) ছাড়া যুক্তরাষ্ট্র ইসরায়েলকে সব কিছুই দিয়েছে। ইসরায়েলী শাসকগোষ্ঠী যুক্তরাষ্ট্র বা অন্য কারো কাছ থেকে এ ধরনের কোনো "নিশ্চয়তা" চায় না, কারণ এটি "নিরাপদ সীমান্তের" (নিশ্চিতভাবেই এটি হচ্ছে তাদের সম্প্রসারণবাদী উচ্চাকাঙ্ক্ষার ছদ্মবেশ)(২) অজুহাত নিয়ে সোরগোল করা থেকে তাদের বঞ্চিত করবে।

ইসরায়েল-যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্কের শক্তি বিষয়ে ইসরায়েলী শাসকগোষ্ঠী এত আস্থাশীল যে যুক্তরাষ্ট্রীয় নেতৃবৃন্দ সাধারণভাবে পৃথিবীতে ও বিশেষভাবে আরব প্রাচ্যে যে ভ্রান্তি সৃষ্টি করতে চায় তাদের উক্তিসমূহ প্রায়ই তা ধ্বংস করে। ইট্‌ঝাক্‌ রবিনের একথা স্মরণ করাই যথেষ্ট যে মধ্য প্রাচ্যের নীতি(৩) সম্পর্কে ওয়াশিংটনের পুনর্বিবেচনা সত্ত্বেও ইসরায়েলের যা কিছু প্রয়োজন ইসরায়েল সে সবই পাবে (আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র থেকে—এন এ)।

এটা মনে হয় যেন ইসরায়েলের সঙ্গে মতবিরোধের ভানের আড়ালে একই সঙ্গে একাধিক লক্ষ্যের দিকে যুক্তরাষ্ট্র এগুচ্ছে। প্রথম, কিসিংগারের প্রয়াসের ব্যর্থতার আন্তর্জাতিক ফলাফলকে লঘু করা ; আরও বেশি সেই কারণে যে, এটা হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্রের সাম্প্রতিক বৈদেশিক নীতির বিপর্যয়ের অন্যতম নজির, বিশেষত ইন্দোচীনের বিপর্যয়ের নজির। দ্বিতীয়, আরব মুক্তি আন্দোলনের মধ্যে যে সব মানুষেরা ইসরায়েলের প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ও দখলীকৃত অঞ্চলের সমস্যার মার্কিন গোপন কূটনৈতিক সমাধানের ভিত্তিহীন আশা পোষণ

---

১ এই সংখ্যায় অন্যত্র এমিল টাউমা লিখিত প্রবন্ধটি দেখুন।

১ **টাইম**, জানুয়ারি ২০, ১৯৭৫।

২ ১৯৭৫ সালের ২০ ফেব্রুয়ারি ইট্‌ঝাক্‌ রবিন বলেছেন যে নিজের শক্তির ওপর নির্ভর করেই ইসরায়েল তার নিরাপত্তা ও সীমান্ত নিশ্চিত করতে পছন্দ করে।

৩ **ইণ্টারন্যাশনাল হেরাল্ড ট্রিবিউন**, এপ্রিল ২, ১৯৭৫।

করত—এখনও কেউ কেউ যেমন করেন—তাদের ওপর প্রভাব বজায় রাখা। তৃতীয়, আরব জনগণের সজাগ মনোভাবকে ভোঁতা করে দেওয়া এবং কালক্ষেপ করা, যে সময়ের মধ্যে ওয়াশিংটনের সহায়তায় ইসরায়েলী শাসকগোষ্ঠী অভ্যন্তরীণ সংকট মুক্ত হতে পারে এবং নিজেদের মতো করে ও তাদের পৃষ্ঠপোষক যুক্তরাষ্ট্রের অনুকূলে শক্তি সম্পর্কের পরিবর্তন করতে পারে।

তথাপি কিসিংগারের প্রয়াস ব্যর্থ হওয়ার পরই জেনেভা সম্মেলন পুনরাহ্বানের বাস্তব সম্ভাবনা প্রতীয়মান হয়েছে। নিঃসন্দেহে যারা ১৯৬৭ সালে দখলীকৃত সকল আরব ভূমি থেকে ইসরায়েল পিছিয়ে আসা ও প্যালেস্টাইনের আরব জনগণের ন্যায়সম্মত জাতীয় অধিকারের আশ্বাসের ভিত্তিতে মধ্যপ্রাচ্যে ন্যায্য ও স্থায়ী শান্তির জন্য লড়েছেন, তাদের সকলের পক্ষে এটি একটি বড় জয়।

"ধাপে ধাপে মীমাংসার" কৌশলের ওপর জেনেভা সম্মেলনের সুবিধা হচ্ছে যে সাম্রাজ্যবাদী ও ইহুদী জাতীয়তাবাদী গোষ্ঠী সোভিয়েত ইউনিয়নের সমর্থনপুষ্ট আরব রাষ্ট্রসমূহের যুক্ত মোর্চার সম্মুখীন হবে কোনো একটি আরব দেশের সম্মুখীন হবে না। ঠিক এইটি আমাদের বিরোধী পক্ষকে ঝঞ্ঝাটে ফেলে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, রবিন সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন যে যদি সম্মেলন আহ্বান করা হয়, ইসরায়েল ও ভিন্ন ভিন্নভাবে তার প্রত্যেক প্রতিবেশীর মধ্যে প্রাথমিক ঐকমত্যের ওপর ভিত্তি করে সকল রাজনৈতিক চুক্তি করার জন্য ইসরায়েলী প্রতিনিধিরা জিদ করবে। ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বলেছেন যে, একদিকে ইসরায়েল ও অপর ঐক্যবদ্ধ আরব গোষ্ঠীর মধ্যে চুক্তি গ্রহণযোগ্য নয়। এইভাবে অসতর্কভাবে তিনি যুক্তরাষ্ট্র-ইসরায়েল মোর্চার দুর্বলতম ক্ষেত্রটি প্রকাশ করে ফেলেছেন এবং দেখিয়েছেন যে তার সবচেয়ে বেশি ভয়ের বিষয় হল একটি অভিন্ন ও ঐক্যবদ্ধ আরব মঞ্চ।

যদি যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েল জেনেভায় যায়, আগে থেকেই বলা যায় যে, তারা এই আশায় সম্মেলনকে টেনে নিয়ে যাবে যে, এ অঞ্চলে ইতিমধ্যে তাদের লক্ষ্যের অনুকূলে পরিবর্তন ঘটে অথবা আরব অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে জেনেভা সম্মেলন সম্পর্কে ব্যর্থতা ও হতাশার বোধ সৃষ্টি করা যায়। যাতে তাদের গোপন কার্যকলাপের দিকে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া যায় বা তারা পারলে সম্মেলনটাকেই বানচাল করে দেবে। আমরা মনে করি, জেনেভা সম্মেলন ও তার সাফল্য সাম্রাজ্যবাদী ও ইহুদী জাতীয়তাবাদী অভিসন্ধি পুরোপুরি ধসিয়ে দিয়ে আরব ঐক্য প্রদর্শন করবে। একমাত্র সেটাই নিরাপত্তা পরিষদ এবং রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ পরিষদের প্রস্তাব-সমূহে প্রকাশিত আন্তর্জাতিক গোষ্ঠীর সংকল্পের কাছে ইসরায়েল ও তার পৃষ্ঠপোষকের নতি স্বীকারে বাধ্য করার একমাত্র পথ।

যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যপ্রাচ্য নীতির ব্যর্থতা আমাদের অঞ্চলের আবহাওয়া পরিবর্তনের এবং বিশেষত মিশর, সিরিয়া ও প্যালেস্টাইন মুক্তি সংস্থার (এই লক্ষ্যের দিকে ইতিমধ্যে প্রাথমিক পদক্ষেপগুলো নেওয়া হয়েছে) মধ্যে আরও ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা ও সমন্বয়ের প্রতিশ্রুতি বহন করে। যাই হোক, একথা বলবার সময় পরিস্থিতির সঙ্গে জড়িত প্রতিকূল ও অনুকূল সকল বিষয়ই আমাদের মনে রাখতে হবে।

এটা খুব স্পষ্ট হওয়া সম্ভব নয় যে, আরব মুক্তি আন্দোলনে প্রগতিশীল ও বিপ্লবী স্রোতের তীব্র কার্যকলাপই কিসিংগারের প্রয়াসের ব্যর্থতা ঘটিয়েছে। সময়ের তালে তালে এই ধারাই আরও সুনিশ্চিত হয়ে উঠবে এবং সংগ্রামের মান ও ফলাফলের ওপর এর প্রভাব বাড়বে।

অপরদিকে, অক্টোবর '৭৩-এর যুদ্ধের পর যে-দক্ষিণপন্থী ও হটকারী উগ্রপন্থী দুটি সুবিধাবাদী ধারা জোরালো হয়ে উঠেছিল তাদের ধ্যানধারণা ও কৌশল বাধার সম্মুখীন হয়েছে।

দক্ষিণপন্থী ধারা এ অঞ্চলের ঘটনাস্রোতকে প্রভাবিত করার যুক্তরাষ্ট্রীয় সাম্রাজ্যবাদীদের ক্ষমতাকে বেশি করে দেখায়, এবং আরব মুক্তি আন্দোলন ও তার সহযোগীদের সম্ভাব্য ক্ষমতাকে ছোট করে। শত্রুদের সঙ্গে আলোচনায় ও সুবিধাদানে এরা যে কেন প্রস্তুত—এটাই হল তার ব্যাখ্যা।

উগ্রপন্থী ধারার ও শত্রুর কৌশলের সাফল্য বাড়িয়ে এবং অক্টোবরের মুক্তিযুদ্ধের ফলকে ছোট করে দেখার প্রবণতা আছে। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে প্যালেস্টাইনের আরব জনগণের গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি সহ যুদ্ধের সময় ও পরে আরবরা যা কিছু অর্জন করেছে সে সবকিছুকে পূর্ব পরিকল্পিত ষড়যন্ত্রের অংশ হিসাবে বাদ দিয়ে দেয়। একই ষড়যন্ত্রের অংশ হিসাবে বর্ণনা করে প্যালেস্তিনীয় জাতীয় কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার ধারণাকে উগ্রপন্থীরা বাতিল করে। তারা জেনেভা সম্মেলনেরও বিরোধী। কোনো কোনো উগ্রপন্থী অক্টোবর যুদ্ধকে নকল যুদ্ধ বলে আখ্যাত করতেও দ্বিধা করে না।

কার্যত, মত যাই হোক না কেন, উগ্রপন্থী ধারাও দক্ষিণপন্থী ধারার মতো একই ফলের দিকে যায়, শত্রুর পরিকল্পনা ধ্বংস করার ক্ষেত্রে আরব মুক্তি আন্দোলন ও তার সহযোগীদের ক্ষমতায় অবিশ্বাস এবং উল্টোভাবে মধ্যপ্রাচ্যের ভবিষ্যৎ নির্ধারণে শত্রুর ক্ষমতাকে বাড়িয়ে দেখা। এইভাবে উভয় ধারার কার্যকলাপের ফল বস্তুত শত্রু অভিসন্ধি সফল হওয়ার পথ সহজ করে দেয়।

কিসিংগারের প্রয়াসের ব্যর্থতায় নিহিত ইতিবাচক সম্ভাবনায় ইসরায়েল-যুক্তরাষ্ট্রীয় সম্পর্কের গভীর রণনীতিগত জটিলতার এক বা অপর আরব দেশকে ভিন্ন পথে পরিচালিত করার চেষ্টা ওয়াশিংটনের পরিত্যাগের ইচ্ছার বা নিরাপত্তা পরিষদের প্রস্তাব সংখ্যা ৩৩৮-কে কার্যকর করার সহায়তা দান থেকে জেনেভা সম্মেলনের ওয়াশিংটনের বাধা না দেওয়ার মতো ভ্রান্তি সৃষ্টি হওয়া উচিত নয়। অপরদিকে, এই কৌশলগুলো আরও সূক্ষ্ম ও বিশ্বাসঘাতী(১) হওয়ার সম্ভাবনা আরও বেশি।

যদিও সংঘর্ষে জড়িত আরব দেশগুলো শান্তিপূর্ণ উপায়ে মধ্যপ্রাচ্য সংকট সমাধানের অকপট ইচ্ছা দেখাচ্ছেন এবং তার বহুবিধ প্রমাণও দিয়েছেন, সাম্রাজ্যবাদ ও ইহুদী জাতীয়তাবাদ তাদের রাজনৈতিক···অস্ত্র প্রয়োগের মাধ্যমে আগ্রাসনের ভয় দেখাচ্ছে।

---

১ ইটঝাক রবিন ও জেরাল্ড ফোর্ড তাদের এ বছরের মার্চ ও এপ্রিলের বিবৃতিতে ইঙ্গিত দিয়েছেন যে, কিসিংগারের প্রয়াস পুনরায় শুরু হবে।

ইসরায়েলী বাহিনী এখনও কাছাকাছি থাকলেও সুয়েজ খাল পুনরায় খোলা এবং বিশেষ আন্তর্জাতিক বাহিনীর সিনাইতে অবস্থিতি বাড়ানো সম্পর্কে মিশরের বিবৃতি স্মরণ করা যথেষ্ট। এটাও সবার জানা যে আরব অংশগ্রহণকারীরা জেনেভা সম্মেলনের কাজে ইতিবাচক অবদান রাখতে প্রস্তুত।

অপরদিকে, ইস্রায়েলে অভূতপূর্ব অস্ত্র ভাণ্ডার গড়ে তোলা হচ্ছে, সৈন্যবাহিনীকে পুনরায় সংগঠিত করা হচ্ছে, বহু সংরক্ষিত সেনাপতি ও উচ্চস্তরের অফিসারদের সক্রিয় কাজে ডাকা হচ্ছে, লেবাননের সীমানায় আক্রমণাত্মক কার্যাবলী বাড়ছে, দখলী অঞ্চলের জনগণের ওপর অত্যাচার সন্ত্রাসও বাড়ছে—এসব হচ্ছে যুদ্ধবাজদের ভীতি প্রদর্শনের ঢক্কানিনাদ, এবং ইসরায়েলের বাহিনীর ক্রমবর্ধমান শক্তি ও তার আণবিক বোমা তৈরির ক্ষমতাকে স্মরণ করিয়ে দেয়।

এর সঙ্গে রয়েছে কিসিংগারের প্রয়াসের ব্যর্থতার পর যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা সচিব স্লেসিংগারের বিবৃতি যে নতুন আরব তৈল নিষেধাজ্ঞার প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিক্রিয়া "গত-বারের চেয়ে আরও অনেক বেশি কঠিন হতে পারে"।(১) প্রশ্ন ওঠে : এ বিবৃতিটি কি আক্রমণের যারা শিকার তাদেরকে কার্যকর তৈল অস্ত্র প্রয়োগ থেকে বঞ্চিত করার চেষ্টা নয়?

সকলেই জানে, আরব দেশগুলো তেল বয়কট আরম্ভ করেছিল, তার কারণ এই নয় যে, অপরাপর দেশের জন্য অতিরিক্ত অসুবিধা তারা সৃষ্টি করতে চায়। শত্রুপক্ষের অনুকূলে সাম্রাজ্যবাদী বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ বন্ধ করার জন্য ১৯৭৩ সালের অক্টোবর যুদ্ধে তারা তেল-অস্ত্র প্রয়োগে বাধ্য হয়েছিল। যদি তারা এটি আবার প্রয়োগ করে সেটি হবে আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য।

মধ্যপ্রাচ্যের সম্ভাবনা বিশ্লেষণ করার সময় বিশ্ব পুঁজিবাদের সংকটের অধিকতর বৃদ্ধিকে বিবেচনা করতে হবে। অর্থনৈতিক সংকটের ওপর চাপানো হয়েছে আন্ত-র্জাতিক ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রের বিপর্যয় ও পরাজয়। এই সংকট ব্যাপ্তিতে ১৯৩০ দশকের সংকটের কথা মনে করিয়ে দেয়।

ইসরায়েল এক, অভূতপূর্ব অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও মতাদর্শগত সংকটের আবর্তে পড়েছে। নিউজ উইক পত্রিকা(২) লিখেছে : "ইসরায়েলের পক্ষে অবস্থা খারাপ থেকে আরো খারাপের দিকে যাচ্ছে। দুই দশকের মধ্যে নিকৃষ্ট অর্থনৈতিক সংকটে ছিন্নভিন্ন হয়ে এবং পঞ্চমবার যুদ্ধের বেদনাদায়ক সম্ভাবনার সম্মুখীন হয়ে রাষ্ট্রসংঘে উপহাসের পাত্রে পরিণত হয়েছে।

বিশ্ব পুঁজিবাদী সংকটের সব ফলই ইসরায়েল ভোগ করছে কিন্তু এই সংকটের নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য রয়েছে। যে আগ্রাসী ও সম্প্রসারণবাদী নীতি জাতীয় আয়ের অর্ধেক গ্রাস করে সেই নীতির ফলে সংকটের গভীরতা ও পরিসর বৃদ্ধি পেয়েছে। এর সঙ্গে যোগ করতে হবে অক্টোবরের যুদ্ধের বিশাল ক্ষতিসমূহ এবং ইসরায়েলের সমাজের সর্ব-ক্ষেত্রে তার ধ্বংসাত্মক প্রভাবসমূহ।

---

১ ইণ্টারন্যাশনাল হেরাল্ড ট্রিবিউন, এপ্রিল ২, ১৯৭৫।
২ নিউজ উইক, নভঃ ২৫, ১৯৭৪।

আন্তর্জাতিক ইহুদী জাতীয়তাবাদীদের নেতৃবৃন্দের উদ্বিগ্ন বিবৃতির মধ্যে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ইসরায়েলের বিচ্ছিন্নতা প্রতিফলিত। গত ফেব্রুয়ারিতে বিশ্ব ইহুদী কংগ্রেসের সভাপতি নাহুস গোল্ডম্যান ইসরায়েল ও পুঁজি-বাদী দুনিয়ার অপরাপর দেশগুলোর মধ্যে সম্পর্কের দ্রুত অবনতিতে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। তিনি বিশেষ জোর দিয়ে বলেছেন যে সময় আরবদের অনুকূলে কাজ করছে, ইসরায়েলের অনুকূলে নয়।(১)

রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ পরিষদের বিগত অধিবেশনে প্যালেস্টাইন প্রশ্নের আলোচনায় বলা হয়েছে যে বিশ্ব-গোষ্ঠী ইসরায়েলের আগ্রাসী ও সম্প্রসারণবাদী পথ, যা তার প্রতিষ্ঠার পর থেকে ইসরায়েলের নীতির প্রধন ধারা হয়ে এসেছে, সেই পথকে কঠোরভাবে নিন্দা করে। ১৯৪৭ সালে রাষ্ট্রসংঘ কর্তৃক স্বীকৃত প্যালেস্টাইনের আরব জনগণের জাতীয় অধিকারসমূহ পুনর্ঘোষিত হল। পৃথিবীপৃষ্ঠ থেকে প্যালেস্টাইন জনগণকে বিলোপ করার এবং হিংস্র পীড়ন, উচ্ছেদ, দৈহিক বিনাশের দ্বারা তাদের অধিকার-সমূহ কেড়ে নেওয়ার জন্য ইহুদী জাতীয়তাবাদী নেতৃত্বের আশা ব্যর্থ হয়।

ইসরায়েলী নেতৃবৃন্দ ১৯৬৭ সালে দখলী ভূমিকে উদ্ধতভাবে তার অধীনে রেখেছে, নির্লজ্জভাবে একে দর-কষাকষির টুকরা হিসাবে ব্যবহার করছে। যদিও এর ন্যায়-সংগত মালিক আরব রাষ্ট্রগুলিকে এই ভূমি ফেরত দেওয়ার জন্য রাষ্ট্রসংঘ বার বার বলছে। প্যালেস্টাইনের আরব জন-গণের রাষ্ট্র লাভে ইসরায়েলী আক্রমণকারীরা বাধা সৃষ্টি করতে চাইছে। একে তারা তাদের সম্প্রসারণবাদী প্রবণতা সর্বপ্রথম ইসরায়েলের বাইরে অবস্থিত প্যালেস্টাইন ভূমিকে সংযোজিত করার পথে অনতিক্রম্য বাধা হিসাবে দেখে।(২)

তারা জানে যে প্যালেস্তিনীয় আরব জনগণ একবার রাষ্ট্রক্ষমতা লাভ করলে রাষ্ট্রসংঘের প্রস্তাবে উল্লিখিত তাদের ন্যায্য অধিকার তারা কখনই পরিত্যাগ করবে না। তারা বোঝে যে প্যালেস্তিনীয় আরবদের জাতীয় কর্তৃত্ব সৃষ্টি সকল শরণার্থী ও উদ্বাস্তুদের তাদের দেশীয় প্রত্যাবর্তনের **আইনত ও কার্যত** ন্যায্য অধিকার পুনর্ঘোষণা করবে।(৩) ইসরায়েলে একথা মনে করা হয় যে, এই অধিকার কার্যে রূপায়িত হলে তার বর্ণগত "বিশুদ্ধতা" ধ্বংস করে দেবে এবং জনসংখ্যায় আরবদের অনুপাত যদি যথেষ্ট পরিমাণে বাড়ে, ইসরায়েলের পুরনো আক্রমণাত্মক নীতি অনুসরণ করা অসম্ভব হয়ে উঠবে।

প্যালেস্তিনীয় আরব জনগণের বিরুদ্ধে পরিচালিত তাদের পরিকল্পনাসমূহের ক্ষেত্রে ইসরায়েলী শাসকবর্গ আরব প্রতিক্রিয়া বিশেষত জর্ডানীয়দের সঙ্গে একটা আপসে আসার সম্ভাবনার উপর নির্ভর করছে। যখন তারা

---

১ ইণ্টারন্যাশন্যাল হেরাল্ড ট্রিবিউন, ফেব্রুঃ ৫, ১৯৭৫।
২ ১৯৪৮ সালের ১৪ মে ইসরায়েলের গঠন ঘোষণা করেও তার শাসকবর্গ আরবভূমি জোর করে দখল করার পথ খোলা রাখার জন্য তার সীমান্ত সুস্পষ্ট নির্ধারণ করে নি।
৩ ১৯৪৮ সাল থেকে রাষ্ট্রসংঘের সকল প্রস্তাবে অধিকার স্বীকৃত।

বার বার বলছে যে প্যালেস্তিনীয় আরব জনগণের ন্যায্য প্রতিনিধি প্যালেস্তিনীয় মুক্তি সংস্থাকে মোকাবিলা করার একটাই ক্ষেত্র—সেটা হচ্ছে যুদ্ধক্ষেত্র, তখন তারা পশ্চিম তীর সম্পর্কে এক সন্দেহজনক ষড়যন্ত্রে জর্ডানীয় কর্তৃপক্ষকে তাদের অংশীদার করার জন্য সমস্ত উপায়ে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।(১)

ইসরায়েলী শাসকবর্গ দৃঢ় বিশ্বাসী যে তারা প্যালেস্তিনীয় আরব জনগণের জাতীয় স্বার্থের বিনিময়ে জর্ডানীয় প্রতিক্রিয়াশীলদের সঙ্গে সহজেই চুক্তিবদ্ধ হতে পারবে।

১৯৭৪ সালে জুলাই-এ ইসরায়েলী মন্ত্রিসভা একটি সিদ্ধান্ত খোলাখুলি ঘোষণা করেছে ঃ সরকার জর্ডানের সঙ্গে শান্তিচুক্তি করতে চায়। দুটি স্বাধীন রাষ্ট্রের অস্তিত্বের ভিত্তিতে আমাদের মধ্যে শান্তি স্থাপিত হবে; সংযুক্ত জেরুজালেমে রাজধানী সহ ইসরায়েল এবং ইসরায়েলের পূর্ব সীমান্তের মধ্যে জর্ডানীয় প্যালেস্তিনীয় রাষ্ট্রের বিষয়টি নির্ধারিত হবে ইসরায়েল-জর্ডানের কথাবর্তায়। এই রাষ্ট্রে প্যালেস্তিনীয় ও জর্ডানীয়দের স্বাধীনভাবে, ইসরায়েলের সঙ্গে শান্তি ও সহযোগিতা সহ বসবাস করবার অধিকার থাকবে।(২) রবিন বলেছেন, "জর্ডানের ওপর নির্ভরশীল নয় এমন প্যালেস্তিনীয় রাষ্ট্র গঠনের প্রস্তাব ইসরায়েল বাতিল করে।

ইসরায়েলের ইহুদী জাতীয়তাবাদী নেতৃত্ব পশ্চিম তীরের আরব জনগণকে জর্ডানীয় শাসকের প্রস্তুত—এবং জর্ডানীয় ও অন্যান্য আরব প্রতিক্রিয়াশীলরা এটা চায় অধীনে রাখতে।

১৯৭৪ সালের অক্টোবর মাসে রাবাতের শীর্ষ সম্মেলনে অপরাপর রাষ্ট্রগুলির চাপের কাছে জর্ডনীয় শাসকচক্র নতি-স্বীকার করে এবং প্যালেস্তিনীয় আরব জনগণের হয়ে কথা বলার দাবি ছেড়ে দেয়। কিন্তু তারা এ ব্যাপারে আন্তরিক নয় এবং সৌদি আরব ও আরও কিছু কিছু দেশের প্রতিক্রিয়াশীল চক্রের গোপন সমর্থন নিয়ে তার পরই রাবাত চুক্তিগুলিকে লঙ্ঘন করতে শুরু করে। মধ্যপ্রাচ্যে সাম্রাজ্যবাদ ও ইহুদী জাতীয়তাবাদের ক্রমবর্ধমান চক্রান্তের সঙ্গে সঙ্গে তাদের কার্যকলাপও বাড়ছে। এটা উল্লেখযোগ্য যে প্যালেস্তিনীয় সমস্যা বিষয়ে কোনো কোনো আরব নেতার দৃষ্টিভঙ্গির প্রত্যেকটি অস্পষ্টতা ও দ্ব্যর্থকতাকে জর্ডানীয় শাসকচক্র ব্যবহার করছে।

তখন ইহুদী জাতীয়তাবাদীরা বলতে পারে যে, শরণার্থীদের দাবিসমূহ ইসরায়েলের অস্তিত্বের পক্ষে বিপজ্জনক, যদিও তাদের জন্য বিশাল জর্ডানে অনেক জায়গা পড়ে আছে।

সাম্রাজ্যবাদের সমর্থন নিয়ে, এবং আরব প্রতিক্রিয়াশীলদের দৃষ্টিভঙ্গি তাদের নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করে ইসরায়েলী শাসকবর্গ প্যালেস্তিনীয় সমস্যার সমাধান এখনও আটকিয়ে রাখতে পারে, কিন্তু তাদের শর্ত আর চাপিয়ে দেওয়ার আশা করতে পারে না। ১৯৭৩ সালের অক্টোবর যুদ্ধ এ ধরনের আশায় এক প্রচণ্ড আঘাত হেনেছে। আরব প্রাচ্যের প্রগতিশীল ও গণতান্ত্রিক অংশসমূহ, শান্তি, গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের আন্তর্জাতিক শক্তিসমূহ, প্যালেস্তিনীয় আরব জনগণের বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম তাদের অভিসন্ধির পথে অনতিক্রম্য বাধা।

দুই ভ্রাতৃত্বমূলক জনগণের—জর্ডানীয় ও প্যালেস্তিনীয়—শ্রমিকশ্রেণীর পার্টি, জর্ডানীয় কমিউনিস্ট পার্টি মনে করে যে সাম্রাজ্যবাদ, উগ্র ইহুদী জাতীয়তাবাদ ও প্রতিক্রিয়াকে সর্বনাশা প্রতিরোধ, তাদের পরিকল্পনা ব্যর্থ এবং তার সাফল্যগুলো রক্ষা করার মতো সবকিছুই আরব জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের শুধু আছে তাই নয়, প্রথমত প্যালেস্তিনীয় আরব জনগণের ন্যায়সঙ্গত অধিকারগুলোকে নিশ্চিত করা সহ আরও অগ্রগতি লাভ করবার সবকিছুই তার আছে। আমাদের পার্টির আত্মবিশ্বাস বিপ্লবী উচ্ছ্বাসের আবেগময় প্রকাশ নয়। এর দৃঢ় ভিত্তি আছে ঃ একদিকে, ১৯৭৩ সালে অক্টোবরের যুদ্ধের ফলসমূহ, জনগণের বর্ধমান সতর্কপ্রহরা ও দেশপ্রেমিক সংস্থাসমূহ, দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়াশীল নীতিগুলির শক্তিশালী প্রতিরোধ, সাফল্য রক্ষায় দৃঢ়তা, প্রগতির রাস্তা ধরে আরও এগোবার অদম্য সংকল্প; অপরদিকে, বড় বড় সুবিধা দেওয়ার বিনিময়ে সাম্রাজ্যবাদীদের সঙ্গে লেনদেনের দক্ষিণপন্থী নীতির দেউলিয়াপনা।

আমাদের পার্টি মনে করে যে সাম্রাজ্যবাদ ও উগ্র ইহুদী জাতীয়তাবাদের পরিকল্পনাসমূহ ব্যর্থ করতে সক্ষম আরব মুক্তির অগ্রগামী শক্তিসমূহের মধ্যে প্যালেস্তিনীয় মুক্তি-আন্দোলনের গুরুত্বপূর্ণ স্থান আছে। সে শত্রুর অভিসন্ধি প্রকাশ করে দেয়, আরব জনমতকে সক্রিয়ভাবে প্রভাবিত করে, দক্ষিণপন্থীয় দোদুল্যমানতা, আপস করার তৎপরতা ও সর্বোচ্চ জাতীয় স্বার্থের নামে ব্যবস্থা নেওয়ার অক্ষমতাকে প্রকাশ করে এবং নিষ্ক্রিয় করে। বিজয়লাভের অন্যতম মূল শর্ত হিসাবে গণ্য করে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও অপরাপর সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোর সঙ্গে বন্ধুত্বকে দৃঢ়ভাবে পি এল ও তুলে ধরে।

এপ্রিলে অনুষ্ঠিত আরব দেশগুলোর কমিউনিস্ট ও ওয়ার্কার্স পার্টিগুলোর প্রতিনিধিদের সম্মেলনে মধ্যপ্রাচ্য সমস্যা সমাধানে প্রগতিশীল আরব শক্তিসমূহের অবস্থান দৃঢ়ভাবে পুনরায় ঘোষিত হয়েছে। আরবভূমির ইসরায়েলী দখল কেবলমাত্র স্থায়িত্ব পায় এমন সকল প্রকার আংশিক, পৃথক সমাধান চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টাকে এই সম্মেলন নিন্দা করেছে। জুন, ১৯৬৭ সালের আক্রমণের ফলে দখলীকৃত আরবভূমির পুরো মুক্তি এবং আত্ম-নিয়ন্ত্রণ ও জাতীয় রাষ্ট্রত্বে আরব প্যালেস্তিনীয় জনগণের অধিকারের নিশ্চিতির ভিত্তিতে মধ্যপ্রাচ্য সমস্যার সামগ্রিক সমাধানের প্রয়োজনীয়তার ওপর সম্মেলন আবার জোর দিয়েছেন।

বাস্তব পরিস্থিতির অবিরাম বিচার-বিবেচনা, অক্টোবর যুদ্ধ সহ অতীতের সকল যুদ্ধের অভিজ্ঞতা ব্যবহার, অক্টোবর যুদ্ধের ফলাফল জনগণের বিপ্লবী শক্তির প্রকৃত ব্যাপ্তি প্রতিফলিত হয় না, আরব সংহতিকে শক্তিশালী করা এবং তার সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ধারার বৃদ্ধি, আন্তরিক

---

১ জর্ডনীয় কর্তৃক পুনঃস্থাপন বা পৃথক রাষ্ট্র স্থাপনের প্রস্তুতির ব্যবস্থা হিসাবে ইসরায়েলী কর্তৃপক্ষ সম্প্রতি দখলী অঞ্চলে স্থানীয় প্রশাসন সৃষ্টির পরিকল্পনা কার্যকর করতে শুরু করেছেন।

২ আল-ইত্তিহাদ, জুলাই ২৩, ১৯৭৪।

ও সত্যিকারের বন্ধুত্ব বিশেষ করে সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ার ওপর নির্ভরতা—এইসব হচ্ছে শর্ত যা সাম্রাজ্যবাদী ও উগ্র ইহুদী জাতীয়তাবাদের চাপ ও কৌশল ঠেকানো সম্ভব করে তোলে এবং রাষ্ট্রসংঘের সিদ্ধান্তাবলী কার্যকর করতে বাধ্য করে এবং নতুন ঝুঁকি ব্যর্থ করে দেয়। এর জন্য জেনেভা সম্মেলনের মাধ্যমে মধ্যপ্রাচ্য সংঘর্ষ সমাধানের নীতি দৃঢ়ভাবে অনুসরণ করা এবং সকল সাম্রাজ্যবাদী কৌশলের মুখোশ অবিরত খুলে দেওয়া প্রয়োজন।

জনগণ নতুন পর্তুগালের জন্য ভোট দিয়েছেন

অস্থায়ী সরকার ২৫ এপ্রিলকে পর্তুগাল দিবস হিসেবে ঘোষণা করে। এইদিনে ফ্যাসিবাদী একনায়কতন্ত্র উৎখাতের প্রথম বার্ষিকী পূর্ণ হল এবং গণ-পরিষদের জন্য দেশে প্রথম স্বাধীন নির্বাচন অনুষ্ঠিত হল।

এটা সাহসী ও সম্ভাবনাময় গণতান্ত্রিক সংস্কারে পূর্ণ একটি জটিল বছর। বিগত শরৎকালে **ওয়ার্ল্ড মার্কসিস্ট রিভিউ**-এর একটি প্রতিনিধিদল সেখানকার কমিউনিস্ট পার্টির আমন্ত্রণে পর্তুগাল সফরে আসেন। এই প্রতিনিধি-দল তার রিপোর্টে (ডবলু এম আর-এর মার্চ সংখ্যায়) গণ-তান্ত্রিক শক্তিসমূহের জয়, সামরিক বাহিনী ও জনগণের বলিষ্ঠ ঐক্য, বিপ্লবকে যে বাধা কাটিয়ে উঠতে হয়েছে এবং ফ্যাসিবাদের অবশেষ সর্বশক্তিমান একচেটিয়া পুঁজি ও ভূস্বামীদের শক্তিকে অবসানের জন্য সামরিক বাহিনী ও শ্রমজীবী জনগণের সংকল্প সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। আমাদের সফরের পর থেকে আমরা গভীর মনোযোগের সঙ্গে ঘটনাবলী পর্যবেক্ষণ করছি।

এপ্রিলের নির্বাচন বিপ্লবের দিকে আর একটি পদ-ক্ষেপঃ শতকরা ৯০ ভাগেরও বেশি মানুষ ভোট দেন এবং ৬০ লক্ষ লোক রাজনৈতিক দলগুলো ও সামরিক বাহিনীর আন্দোলনের মধ্যে চুক্তির ফলে যে নীতি নির্ধারিত হয় তার পক্ষে ভোট দেন। এইভাবে জনগণ দেখান যে, তাঁরা চুক্তির ভিত্তি এ এফ এম কর্মসূচীর পেছনে আছেন। জনগণ গণ-তন্ত্রীকরণ সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তনের প্রক্রিয়াকে অব্যাহত রাখার পক্ষে ভোট দেন। গণ-পরিষদে সরকারি দলগুলোর নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা আছে, এরা পর্তুগালের গণতান্ত্রিক সংবিধান রচনা করবে।

টেলিফোনে কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সঙ্গে আমরা যখন যোগাযোগ করি তখন প্রথমে আমাদের বলা হয় —"আমাদের জনগণের ব্যাপক সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ ভোটের মাধ্যমে ফ্যাসিবাদ, প্রতিক্রিয়া ও দক্ষিণপন্থী শক্তিসমূহকে "না" বলে দিয়েছে।"

ফ্যাসিবাদ উৎখাতের জন্য, দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য এবং শ্রমজীবী জনগণের স্বার্থ ঊর্ধ্বে তুলে ধরার জন্য, অন্য কোনো পার্টিই এত করে নি। কমিউনিস্ট পার্টির সক্রিয় অংশগ্রহণ ছাড়া একটি প্রগতিশীল ভবিষ্যতের কথা সামরিক বাহিনীর আন্দোলন কল্পনাও করতে পারে না। শ্রমজীবী জনগণ কমিউনিস্ট পার্টিকে তাদের স্বার্থের রক্ষক হিসেবেই দেখে। কমিউনিস্ট ভোটের সংখ্যা একটি গুরুত্ব-পূর্ণ বিষয় কিন্তু কোনো অবস্থাতেই তা পার্টির প্রভাবের একমাত্র নির্দেশক নয়। কমিউনিস্টরা তাঁদের অভিজ্ঞতা থেকে জানেন যে, ভোটের হিসাব সর্বদা জনগণ ও জাতীয় রাজনীতির ওপর তাঁদের আদর্শের প্রভাবকে প্রতিফলিত করে না।

নির্বাচিতদের মধ্যে আছেন পার্টির সাধারণ সম্পাদক আলভারো কুনহাল। তালিকার আর একটি নাম হচ্ছে ফ্রান্সিসকো মিগুয়েল, যাঁর সঙ্গে আমরা পর্তুগালে দেখা করি। ফ্যাসিস্ত কারাগারে তিনি ২১ বছর ২ মাস কাটান, যার ভেতর থেকে তিনি চার বার পালিয়েছেন। নতুন, গণ-তান্ত্রিক সংবিধান রচনায় এই কমিউনিস্ট এখন অংশ নেবেন। ৪০ বছরেরও আগে আলেন্টেজো প্রদেশে তিনি রুটি ও স্বাধীনতার জন্য লড়াই শুরু করেন। দক্ষিণ পর্তুগালে ভূস্বামীদের নিপীড়ন অবসানের জন্য আলেন্টেজোতে ভূমি সংস্কার করা হচ্ছে।

বেসরকারি ব্যাঙ্ক ও কিছু গুরুত্বপূর্ণ সংস্থার জাতীয়করণের সঙ্গে ভূমি সংস্কারের ঘোষণা করা হয়েছে। শহরে ও গ্রামীণ শ্রমজীবী জনগণের স্বার্থরক্ষার জন্য কার্য-করী ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। পর্তুগালের বিপ্লবের সাফল্যকে সংহত করার উদ্দেশ্যে নির্বাচনের কয়েকদিন পর জরুরী অর্থনৈতিক কর্মসূচীর মূল নীতি সম্বলিত একটি ডিক্রি সরকার জারি করে।

ফ্রান্সিসকো মিগুয়েল আমাদের বলেন, "যে-স্বাধীনতা আমরা অর্জন করেছি তা কখনও পরিত্যাগ করব না। যে-উৎসাহ নিয়ে আমরা ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছি, সেই উৎসাহ নিয়েই পর্তুগীজ কমিউনিস্টরা আমাদের জন-গণের জন্যে একটি গণতান্ত্রিক সমাজ ও পরে সমাজতন্ত্র গড়ে তুলব, এটা পর্তুগীজ শ্রমিকদেরও লক্ষ্য।"

কমিউনিস্টরা বিশ্বাস করে, এই লক্ষ্য অর্জনের নিশ্চয়তা নিহিত রয়েছে শ্রমজীবী জনগণের ঐক্য ও সংগঠন এবং সামরিক বাহিনীর আন্দোলনের সঙ্গে তাদের মোর্চার মধ্যে। পর্তুগাল দিবসে এক নতুন পর্তুগালের জন্যই জনগণ ভোট দিয়েছেন।

বিস্ত্রা আস্ত্রামোভা
বুলগেরীয় কমিউনিস্ট পার্টির সি সি-র
বিকল্প সদস্য
ভাসিলিস ভেনেতসানোপোলোস
গ্রীসের কমিউনিস্ট পার্টির সি সি সদস্য
ভ্লাদিমির কাদুলিন
ডবলু এম আর-এর স্টাফ সদস্য

শান্তি ও স্বাধীনতা একসাথে চলে

বান্দুং সম্মেলনের বিংশ বার্ষিকী

বর্তমানকালে এশিয়া ও আফ্রিকার বিপ্লবী প্রক্রিয়া সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রামের অভূতপূর্ব প্রচণ্ডতায় উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে এবং এর সাফল্যের উপাদানগুলো হয়ে উঠেছে যখন থেকে উত্তেজনা প্রশমনের দিকে ঝোঁক, যখন জাতীয় মুক্তি বিপ্লবের ক্ষেত্রে নতুন অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করেছে, তখন থেকে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রামে সাফল্যের উপাদান-গুলো বিশেষ আকর্ষণের বিষয় হয়ে উঠেছে।

জনগণের অগ্রগতির জন্য ন্যায্য ও গণতান্ত্রিক শান্তি সর্বদাই প্রয়োজনীয়। ২০ বছর আগে বান্দুং সম্মেলনে এই গভীর উপলব্ধির প্রকাশ ঘটে। জাতীয় মুক্তি আন্দোলন ও শান্তি ও স্বাধীনতার সংগ্রামীদের মধ্যে নিহিত ভাবধারা-গুলোই বান্দুং-এর ভাবধারা হিসেবে এশীয় যৌথ নিরা-পত্তার ব্যবস্থা রূপে সোভিয়েত প্রস্তাবে গঠনমূলকভাবে রাখা হয়েছে, এটা এখন সারা বিশ্বের মনোযোগের বিষয়। নিরাপত্তা ও সহযোগিতার বিষয়গুলো ঢাকা (১৯৭৩) সমরখন্দ (১৯৭৪) বাগদাদ (১৯৭৫) ও কায়রো (১৯৭৫) অনুষ্ঠিত প্রতিনিধিদের আলোচনা চক্রে আলোচিত হয়েছে। বর্তমানে বান্দুং সম্মেলনের বিংশ বার্ষিকী উপলক্ষে এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টির প্রতি বিশেষ নজর পড়েছে। নিচে সোভিয়েত আকাদেমিশিয়ান এভগেনি ঝুকভের প্রবন্ধ ও **ওয়ার্ল্ড মার্কসিস্ট রিভিউ**-এর প্রশ্নের উত্তরে ঐ আলোচনা চক্রে অংশগ্রহণকারী এশীয় ব্যক্তিদের মতামত পর্যালোচনা প্রকাশিত হল।

রাজনৈতিক সচেতনতার একটি প্রতীক

আকাদেমিশিয়ান এভগেনি ঝুকভ

১৯৭০-এর দশকের মাঝামাঝি আফ্রো-এশীয় জগৎ কতক-গুলো বড় বড় ঘটনা ও জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের অভি-যানের আঘাতে সমুজ্জ্বল। সাম্রাজ্যবাদী নীতির সংকট আর কখনও এত তীব্র হয় নি।

সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রামের জোয়ার জাতীয় বিপ্লবের সেই গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যকে প্রকাশ করে যা জাতীয় বিপ্লবকে সমাজ প্রগতির দিকে সুনিশ্চিতভাবে এগিয়ে নিয়ে যায়।

প্রথম বৈশিষ্ট্য হল মুক্তি আন্দোলন ও সামাজিক বিপ্লবের মধ্যেকার গভীর যোগসূত্র। গত দশকে জাতীয় মুক্তির লক্ষ্যগুলোর সাথে সামাজিক উপাদানগুলো মিলে যাওয়াটা অভূতপূর্বভাবে তীব্র হয়েছে। যারা বিদেশী আধিপত্য, সামন্ত শক্তি বা তাঁবেদার সরকারের হাত থেকে নিজেদের মুক্ত করেছে সেই সমস্ত দেশের ক্ষেত্রেই এটা সত্য।

অন্য একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে অর্থনৈতিক মুক্তির তাগিদ অনুভব করা। বহুসংখ্যক আফ্রো-এশীয় রাষ্ট্রের মধ্যে এটা দেখা গেছে যে, বান্দুং-এর পর থেকে এক-চেটিয়া পুঁজির আধিপত্যের বিরুদ্ধে ও উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলোর সাথে অর্থনৈতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে প্রকৃত সমতা বজায় রাখার জন্য তাদের যৌথ কার্যক্রমের প্রচেষ্টা। এই সংগ্রাম ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

শেষত, সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রাম সামরিক বা রাজ-নৈতিক যে কোনো রূপই নিক না কেন—মুক্তি বিপ্লব তার সৃজনশীল কাজ হিসেবে নতুন সমাজ গঠনের অনুকূল আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি আয়ত্ত করাই তার লক্ষ্য। এই ধরনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পরিস্থিতি হল শান্তি। এশিয়া ও আফ্রিকার প্রগতিশীল বিপ্লবী প্রক্রিয়ার পূর্ণাঙ্গ বিকাশের জন্যে সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনের বিরুদ্ধে শান্তি ও নির্ভর-যোগ্য নিশ্চয়তা প্রয়োজন।

বান্দুং সম্মেলন যা শান্তি ও সহযোগিতার জন্য সদ্য-স্বাধীন দেশগুলোর সংকল্প প্রকাশ করে, এবং বিশেষ করে এশিয়ায় এই লক্ষ্যে পৌঁছবার রূপরেখা স্থির করে। এশীয় যৌথ নিরাপত্তার ধারণা পূর্বাহ্নে বিবেচনা করার এই উচ্চ প্রতিনিধিত্বমূলক আফ্রো-এশীয় মঞ্চের প্রতি তার বিংশতি বার্ষিকীতে বিশ্বের জনগণ শ্রদ্ধা নিবেদন করে। বান্দুং ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তাবলী গ্রহণ করেছে, যা দুটি মহাদেশে মুক্তির প্রক্রিয়ার ওপর শক্তিশালী প্রভাব বিস্তার করে। ঐক্য ও সংহতির মনোভাব সৃষ্টি করা হচ্ছে এর একটি বড় সাফল্য। বান্দুং-এর ধ্যানধারণাগুলো এশিয়া ও আফ্রিকার জনগণের রাজনৈতিক সচেতনতার একটি প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়েছে।

আমাদের যুগ যৌথ সামাজিক কার্যক্রমের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপনিবেশ-বিরোধী মুক্তি সংগ্রামের উদ্ভব লক্ষ্য করেছে, যা আন্তর্জাতিক শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলন ও তার সৃষ্টি বিশ্ব সমাজতন্ত্রের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত। সমাজতন্ত্র সর্বদাই জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য ও কর্তব্যনিষ্ঠ মিত্র। সমাজতান্ত্রিক দেশগুলো এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার রাষ্ট্রগুলিকে প্রচুর পরিমাণে বহু ধরনের সাহায্য দিচ্ছে। এটা এবং সাম্রাজ্য-

বাদের বিরুদ্ধে যৌথ সাফল্য এমন এক অবস্থার সৃষ্টি করেছে যাতে সাম্রাজ্যবাদ ও প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে, স্বাধীনতা ও প্রগতিশীল জাতীয় আদর্শের জন্য যৌথ কার্যক্রমের দিকে উন্নয়নশশীল জাতিগুলোর আগ্রহ সাফল্যমণ্ডিত হতে পেরেছে।

ভিন্ন এমনকি বিপরীতমুখী সামাজিক-রাজনৈতিক রাষ্ট্র ও শাসনব্যবস্থাকে একত্রিত করে, প্রকাশ্য ও গোপন বিরোধিতার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে অনুষ্ঠিত এশিয়া ও আফ্রিকার ২৯টি দেশের বান্দুং সম্মেলন হল এর অন্যতম তাৎপর্যবহ পরিণাম।

বান্দুং-এর মনোভাবে বিশেষের চেয়ে সাধারণ স্বার্থের ওপর, গৌণের চেয়ে মূলের ওপর জোর দিয়েছে। সংকীর্ণ আফ্রো-এশীয় বিচ্ছিন্নতাবাদকে অংশগ্রহণকারীরা পরিহার করেছে। ঠাণ্ডা যুদ্ধের প্রভাব—যার কিছু কিছু বান্দুং-এ এসেছিল, তা কোনো ছাপ ফেলতে পারে নি। কমিউনিস্ট-বিরোধীদের কটাক্ষপাত নিষ্ফল হয়েছে। বান্দুং-এর সিদ্ধান্তগুলো প্রথমত মুক্তির দাবিকে মূর্ত করে তোলে এবং মুক্তিলাভকে বিশ্বের সমস্ত জনগণের জন্য শান্তি ও স্বাধীনতার সর্বজনীন আদর্শের সঙ্গে যুক্ত করে।

আমাদের যুগের সমকালীন ও জরুরী সমস্যাগুলোর ক্ষেত্রে নতুন আফ্রো-এশীয় দৃষ্টিভঙ্গির দিকে বান্দুং একটি গুরুত্বপূর্ণ দিকচিহ্ন। এ জোট নিরপেক্ষতার নীতিকে প্রতিষ্ঠিত করে, যা বান্দুং-এর নীতিসমূহ থেকে এসেছে। আন্তর্জাতিক প্রশ্নে বেশির ভাগ আফ্রো-এশীয় দেশের দ্বারা যৌথভাবে সাধারণ গণতান্ত্রিক নীতির ঘোষণা বান্দুং থেকেই হয়।

প্রথমত, সম্মেলন **উপনিবেশবাদ-বিরোধিতার** নীতির প্রতি আনুগত্য ঘোষণা করে এবং ঔপনিবেশিক নিপীড়ন, জাতিবৈষম্য ও বর্ণবৈষম্যমূলক পৃথকীকরণের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে নিন্দা করে। এর প্রস্তাবাদি আফ্রিকার জনগণের মুক্তি আন্দোলনে নতুন ও শক্তিশালী প্রেরণা যোগায়। এই মুক্তি আন্দোলন জাতীয় স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব অর্জনের নতুন স্তরে প্রবেশ করে। উপনিবেশ-বিরোধী সংহতির গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষাকেন্দ্র হল বান্দুং। এ উপনিবেশবাদের সমস্ত রকম রূপকে নিন্দা করে—সেই সময়ে এটি ছিল খুবই প্রাসঙ্গিক—কারণ সাম্রাজ্যবাদ তখন "নয়া উপনিবেশবাদ" একটা "সাম্রাজ্যবিহীন উপনিবেশবাদী" ব্যবস্থা গড়ে তোলার কাজে ব্যাপৃত ছিল। আজও এটা সঠিক ও প্রাসঙ্গিক।

দ্বিতীয়ত, সম্মেলন **আত্মনিয়ন্ত্রণের** নীতি পুনরায় ঘোষণা করে। বান্দুং ফোরামে অংশগ্রহণকারীদের কাছ থেকে এসে, এটা বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ ছিল কারণ তাদের দেশগুলো এই সেদিনও যা উপনিবেশ ছিল, তা এখনও বিশ্ব পুঁজিবাদী অর্থনীতির উপর নির্ভরশীল। তাদের ক্ষেত্রে আত্মনিয়ন্ত্রণটা জাতীয় সার্বভৌমত্বের শুধুমাত্র আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি নয়, বরং কিছু বেশি, প্রকৃত অর্থনৈতিক সমতা অর্থনৈতিক মুক্তির সঙ্গে জড়িত। বান্দুং এই লক্ষ্যের পথ দেখায়—কাঁচামাল উৎপাদনকারী দেশগুলোর যৌথ কার্যক্রম, সাম্রাজ্যবাদী একচেটিয়ার বিরোধী দেশগুলোর ও জাতীয় সম্পদের ওপর সত্যিকারের সার্বভৌমত্বের জন্য সাধারণ প্রচেষ্টা আফ্রো-এশীয় রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে ঘনিষ্ঠতর বন্ধুত্ব এবং অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সহযোগিতা।

তৃতীয়ত, **শান্তি ও নিরাপত্তার** নীতিকে বান্দুং পুরোপুরিভাবে সমর্থন করে। এই দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যেও আফ্রো-এশীয় দেশগুলোর অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রগতি এবং সমস্ত জনগণের কল্যাণের আগ্রহ প্রকাশ পায়।

বিশ্ব শান্তি ও সহযোগিতার উন্নয়ন সম্পর্কিত বান্দুং ঘোষণায় বলা হয় যে, শান্তি ও স্বাধীনতা একসাথে চলে। এই সংক্ষিপ্ত সূত্র আফ্রো-এশীয় জনগণের দীর্ঘ অভিজ্ঞতাকে স্বল্প কথায় প্রকাশ করে। উপনিবেশবাদ সর্বদাই সামরিক শক্তি ও দাসত্বের পক্ষে দাঁড়ায়। এটা আক্রমণের প্রতীক। বান্দুং সমস্ত দেশের সার্বভৌমত্বের ভিত্তিতে ন্যায্য ও গণতান্ত্রিক শান্তির জন্য, আক্রমণ ও সমস্ত রকমের বিদেশী অনুপ্রবেশ থেকে বিরত থাকার জন্য, একক ও যৌথ প্রতিরক্ষার অধিকারের জন্য বলপ্রয়োগ পরিত্যাগের জন্য, এবং শান্তিপূর্ণ উপায়ে আন্তর্জাতিক বিরোধ মীমাংসার জন্য তার আশা প্রকাশ করে।

বান্দুং সম্মেলনের পর দুই দশক বড় বড় ঐতিহাসিক ঘটনা দ্বারা সমৃদ্ধ। সমাজতান্ত্রিক গোষ্ঠীর শক্তি দারুণভাবে বেড়েছে। ঔপনিবেশিক ব্যবস্থা ভেঙে পড়েছে। সাম্রাজ্যবাদের নয়া-উপনিবেশবাদী নীতি গভীর সংকটে পড়েছে। জাতীয় মুক্তির এলাকায় বিপ্লবী প্রক্রিয়া অপরিবর্তনীয় হয়ে উঠেছে। বান্দুং-এ নির্দিষ্ট বহু ঐতিহাসিক কর্তব্য পূর্ণতা পেয়েছে। যুগধারা মূল পরিকল্পনাকে সংশোধন করেছে এবং মুক্তি আন্দোলনের রণনীতিকে চূড়ান্তভাবে রূপ দিয়ে এই আন্দোলনকে ক্রমবর্ধমানভাবে সামন্ততন্ত্র ও পুঁজিতান্ত্রিক সমেত সকল শোষণ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে পরিচালিত করেছে।

কিন্তু বান্দুং-এর নীতিগুলো আগের মতো সিদ্ধ। সেই কারণে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলো এর বিরোধিতা করে, তারা জাতীয় স্বাধীনতা, শান্তি ও সমাজ প্রগতির জন্য জনগণের সংগ্রামের ইতিহাসে বান্দুং-এর স্মৃতিকে মুছে দিতে চায়। গণ-প্রজাতন্ত্রী চীনের নেতৃত্ব বান্দুং-এর নীতি থেকে, স্বাধীনতা ও শান্তির ঐক্যের নীতি থেকে সরে গেছে এবং জাত্যভিমানসুলভ নেতৃত্বের উচ্চাশায় সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ফ্রন্টকে ভাঙছে। যারা এই নীতিগুলো শুধু কথায় মানে, তাদের দ্বারা সবসময়ে সম্মেলন চলে নি।

এর অর্থ হচ্ছে আজকে মুক্তি, স্বাধীনতা ও সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধিতার নীতির প্রতি আনুগত্যেই বান্দুং-এর প্রতি দৃষ্টিভঙ্গির মাপকাঠি।

পরিবর্তিত বিশ্ব পরিস্থিতিতে খাপ খাওয়ানোর জন্য বান্দুং-এর মূল সিদ্ধান্তগুলো এশিয়া ও আফ্রিকায় একটা প্রক্রিয়া হিসেবে চলেছে। সেই ঐতিহাসিক ফোরামের সিদ্ধান্তগুলো সেই সময়ের আগেই বিভিন্নভাবে এসেছে। তার জন্য অবস্থা সৃষ্টি হবার আগেই দুই মহাদেশের জনগণকে প্রচণ্ড কষ্ট ভোগ করতে হয় ও সাম্রাজ্যবাদী অনুপ্রবেশের সন্ত্রাসের শিকার হতে হয়। কিন্তু কোনো কিছুই ইতিহাসের গতিকে স্তব্ধ করতে পারে না, যেমনটা দেখা গেছে ভিয়েতনাম, লাওস ও কাম্বোডিয়ার জনগণের সাম্প্রতিক জয়, আফ্রিকার স্বাধীনতা-সংগ্রামীদের জয়, আরব

দেশগুলো ও ভারতে প্রগতিশীল পরিবর্তন ও অন্যান্য বহু পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে।

তাদের জাতীয় সার্বভৌমত্বকে সংহত করে ও স্বাধীনতার দিকে অগ্রগতি ঘটিয়ে শান্তির স্বপ্নকে বাস্তবে রূপায়িত করার মতো প্রয়োজনীয় সম্পদ সদ্য-স্বাধীন দেশগুলোর আছে। এশীয় যৌথ নিরাপত্তা ব্যবস্থার প্রতি তারা সক্রিয় সমর্থন জানাচ্ছে।

সি পি এস ইউ-র সি সি-র সাধারণ সম্পাদক লিওনিদ ব্রেজনেভ বলেন, "যৌথ নিরাপত্তা ব্যবস্থা গড়ে তোলার প্রস্তাব আমরা ফাঁকা মাঠে করি নি। এর অনেকগুলো নীতিই বান্দুং সম্মেলনের ঐতিহাসিক প্রস্তাবে ঘোষিত হয়েছিল, বাদবাকীগুলো এশীয় সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক দলিলগুলিতে আছে। সোভিয়েতের প্রস্তাবে নিহিত এশীয় নিরাপত্তার ধারণা ও বান্দুং সিদ্ধান্তগুলির মধ্যে যে সম্পর্ক আছে তাতে শান্তি, সহযোগিতা ও সুপ্রতিবেশীসুলভ সম্পর্কের জন্য সমাজতান্ত্রিক ও উন্নয়নশীল দেশগুলির জনগণের সংগ্রামের নীতিগুলি অভিব্যক্ত হয়েছে।

এশিয়ার যৌথ নিরাপত্তা

আফগানিস্থান, বাঙলাদেশ, ভারত, কোয়াইৎ, মঙ্গোলিয়া, নেপাল, ফিলিস্তিন মুক্তি সংস্থা, সিঙ্গাপুর, সোভিয়েত ইউনিয়ন, শ্রীলঙ্কা এবং সিরিয়ার রাজনীতিজ্ঞ ও জন নেতাদের বিবৃতিসমূহ নিচে দেওয়া হল।

অধিকতর নিরাপত্তা কি করে এশিয়া এবং মহাদেশের অন্যান্য দেশগুলির জনগণকে উপকৃত করবে?

বাঙলাদেশের এম পি জালালুদ্দিন আমেদ বলেছেন যে মুজিবর রহমানের নেতৃত্বে পরিচালিত তাঁদের রাষ্ট্র এ বিষয়ে সম্পূর্ণরূপে একমত যে এশিয়ার একটি যৌথ-নিরাপত্তা-ব্যবস্থা প্রয়োজন। ভারতীয় উপমহাদেশ, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া এবং মধ্য প্রাচ্যের জনগণের এরূপ একটি ব্যবস্থা প্রয়োজন। দীর্ঘস্থায়ী শান্তি না হলে, সদ্যস্বাধীন দেশগুলি তাদের স্বাধীনতাকে সংহত করতে, ঔপনিবেশিকতা ও সামন্ততন্ত্রের অবশেষ নির্মূল করতে এবং বাস্তব-অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে প্রগতি অর্জন করতে অসুবিধার সম্মুখীন হবে। আমরা বিশ্বাস করি যে এশিয়ার জনগণের বর্তমান প্রজন্ম অর্থনৈতিক এবং সামাজিক পরিবর্তনের অনুকূল আবহাওয়ায়, শান্তির নিয়ম অনুযায়ী বাস করবেন।

অনুরূপভাবে, শ্রীলঙ্কা ফ্রিডম পার্টির এম পি আবদুল আজিজ, সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রগতি ও এশীয় নিরাপত্তার ভিত্তির মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক ও নির্ভরশীলতার প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করেন। তিনি বলেন একথা প্রায়ই বলা হয়ে থাকে যে তাদের দেশ যৌথ নিরাপত্তা থেকে কি ফল লাভ করবে। প্রথমত দেশ জনগণের জীবনধারণের মান উন্নয়নের জন্য তার সম্পদগুলিকে পুরোপুরি কাজে লাগাতে পারে। নিরাপত্তা সুনিশ্চিত হলে দেশবাসী তাঁদের অর্থনীতির দ্রুত বিকাশ ঘটাতে, শিক্ষা ব্যবস্থাকে সম্প্রসারিত করতে এবং সংস্কৃতিকে জনতার নাগালের মধ্যে আনতে পারেন। এই উপকরণগুলি স্পষ্ট এবং বিভিন্ন ধরনের রাজনৈতিক দলগুলির দ্বারা স্বীকৃত। সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি ও দেশীয় পুঁজিপতিরা উন্নয়নশীল এশীয় দেশগুলিতে যৌথ নিরাপত্তার বিরোধিতা করে থাকে। সুতরাং এমন কি এর জন্য প্রচেষ্টাও ইতিবাচক ফল দিয়ে থাকে—সাম্রাজ্যবাদীরা অন্যান্য দেশের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে, বিরোধ জাগিয়ে তুলতে এবং দেশগুলির মধ্যে সংঘাতের প্ররোচনা দিতে কম সুযোগ পাবে। শান্তি সুনিশ্চিত হলে এবং এশীয় দেশগুলির নিরাপত্তার প্রতি বাইরের সামরিক ভীতি অনেকটা কমলে, সমস্ত এলাকাটির অর্থনৈতিক নিহিত শক্তিকে আরও সুষ্ঠু শ্রম বিভগের দ্বারা বাড়িয়ে নেওয়া সম্ভব হবে।

সিঙ্গাপুরের আফ্রো-এশীয় সংহতি কমিটির ভাইস চেয়ারম্যান অধ্যাপক ওয়াং লিন কেন বলেছেন যে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার এক বিরাট অংশ সম্প্রতিকালে ধ্বংসাত্মক যুদ্ধ প্রত্যক্ষ করেছে। এগুলি প্রথমদিকে ছিল অভ্যন্তরীণ বিরোধ, কিন্তু সাম্রাজ্যবাদী হস্তক্ষেপ এগুলিকে দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধে পরিণত করেছে। ফলে, ভিয়েতনামের এবং ইন্দোচীনের অন্যান্য দেশগুলির জনগণকে কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হয়েছে। ঐ রকম বীভৎস ঘটনাবলী এশিয়ার অন্য কোথাও আবার ঘটুক, এটা এশিয়াবাসীরা চান না। মানবজাতিকে অবশ্যই নিরাপত্তার সমস্যাবলী সমাধানের জন্য নিজেকে নিয়োগ করতে হবে। রাজনৈতিক সহযোগিতা, পারস্পরিক লাভজনকভাবে ব্যবসা ও অর্থনৈতিক অভিজ্ঞতা বিনিময়ের জন্য এশিয়ার দেশগুলির ব্যাপারে বৈদেশিক হস্তক্ষেপ অবশ্যই বন্ধ করতে হবে।

পি এল ও-র জনৈক মুখপাত্র আমেদ দাজানী বলেন যে তাঁরা এশীয় জনগণের সঙ্গে মৈত্রীবদ্ধ হয়ে পৃথিবীর ঐ অংশে শান্তির কথা বলে থাকেন। পি এল ও এ ধারণা পোষণ করে যে যৌথ নিরাপত্তা গড়ে তোলা একান্ত জরুরী। মহাদেশের রাজনৈতিক মানচিত্র পরিবর্তিত হয়েছে এবং দারিদ্র্য, ক্ষুধা দূর করার জাতিসমূহের সম্পদের অপব্যবহার বন্ধ করার ও সুন্দরতর ভবিষ্যৎ গড়ে তোলার জন্য প্রচুর সুযোগ আছে। প্যালেস্টাইনের সমস্যা এশীয় নিরাপত্তার জন্য সাধারণ সংগ্রামের একটি অংশবিশেষ। এই জন্যই পি এল ও-র প্রতি ক্রমবর্ধমান এশীয় সমর্থনে আমরা আশ্বস্ত হই। নিরাপত্তা, সহযোগিতা ও সামাজিক প্রগতির জন্য সংগ্রাম একদিকে নতুন রাষ্ট্রগুলি ও জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের মধ্যে এবং অপরদিকে তাঁদের স্বাভাবিক মিত্র সোভিয়েত

ইউনিয়ন ও অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা সৃষ্টি করে।

কোয়াইতের শান্তি ও সংহতি কমিটির কার্যকরী সমিতির সদস্য মহম্মদ ঘাদিরি বলেন যে কোয়াইতে যৌথ নিরাপত্তার প্রতি ব্যাপক সমর্থন রয়েছে, কারণ জনগণ একথা বোঝেন যে এটা তাঁদের এবং অন্যান্য আরব জনগণের জাতীয় স্বার্থের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। শান্তি সুনিশ্চিত হলে পারস্য উপসাগর ও আরব উপদ্বীপের জনগণের কাছে তাঁদের প্রাকৃতিক সম্পদের উপর নিয়ন্ত্রণ পুনরায় অর্জন করা, তেল কোম্পানিগুলি পুরোপুরি জাতীয়করণ করা, এবং তেল থেকে অর্জিত অর্থকে কারখানা নির্মাণ ও কৃষি উন্নয়নে ব্যবহার করা সহজতর হবে। আগামী পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনায় কোয়াইত ১২০০ মিলিয়ন ডলার অস্ত্র সজ্জায় ব্যয় করবে। দেশের প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক শক্তিগুলি এই ব্যয় সাংঘাতিকভাবে কমিয়ে দেওয়ার জন্য আহ্বান দিয়েছে। এর ফলে যে টাকা বাঁচবে তা দেশের নিজস্ব উৎপাদিকা শক্তি জোরদার করার জন্য বিনিয়োগ করতে হবে। যে কোয়াইতকে সুঁচ থেকে মোটরগাড়ি পর্যন্ত সব কিছুই আমদানি করতে হয় তার আর্থব্যবস্থার সকল দিকেরই উন্নয়ন প্রয়োজন। একমাত্র যৌথ নিরাপত্তার উপর ভিত্তি করে শান্তি ও স্বাধীনতা বজায় থাকলে সে একটি জাতীয় আর্থব্যবস্থা গড়ে তুলতে পারে।

কোন্ কোন্ জিনিস নিরাপত্তা ও সহযোগিতার ধারণাগুলিকে কার্যকর করার প্রচেষ্টার সহায়ক?

বাথ সোশ্যালিস্ট পার্টির (সিরিয়া) আঞ্চলিক নেতৃত্বের সাংস্কৃতিক বিভাগের কার্যনির্বাহী সম্পাদক **আতিয়েহ্ জোদেহ্** বলেছেন যে ভিয়েতনাম লাওস ও কাম্বোডিয়ার জনগণের ঐতিহাসিক সাফল্য, ভারতীয় উপমহাদেশে উত্তেজনা প্রশমন, ১৯৭৩ সালের মুক্তি সংগ্রামে আরব জনগণের সাফল্য, সিনাই এবং গোলান ফ্রন্টে সৈন্য ব্যবহার না করার চুক্তি স্বাক্ষর, এ সবই এশীয় মহাদেশে অনুকূল পরিবর্তনসমূহের স্পষ্ট ইঙ্গিত। স্বভাবতই সাম্রাজ্যবাদীরা ও উগ্র জাতীয়তাবাদীরা আমাদের দেশগুলিকে ঠাণ্ডা লড়াইয়ে জড়াতে চায়। সে জন্যই শান্তি ও নিরাপত্তার এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তনের জন্য সংগ্রামের অনুকূল পরিবেশ গড়ে তোলা আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ। সোভিয়েত ইউনিয়নকে পুরোভাগে নিয়ে মুক্তি, প্রগতি এবং সমাজতন্ত্রের শক্তিগুলির কাজের ঐক্য এই সংগ্রামে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

ভারতীয় কমিউনিস্ট এম পি **হীরেন মুখার্জি** বলেন যে এশিয়ার অনুকূল পরিবর্তনগুলি অপরিবর্তনীয় হয়ে উঠছে। শান্তি ও সহযোগিতা ক্রমশ ভারত পাকিস্তান ও বাঙলাদেশের পরস্পরিক সম্পর্কের মানদণ্ড হতে চলেছে। সোভিয়েত ইউনিয়ন ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে উন্নত সম্পর্ক স্থাপন, ইয়োরোপে উত্তেজনা প্রশমনের অগ্রগতি এবং এশীয় দেশগুলির মধ্যে দ্বিপাক্ষিক ও বহুপাক্ষিক চুক্তিসমূহ তাঁদের মহাদেশে যৌথ নিরাপত্তা গড়ে তোলবার অনুকূল আবহাওয়া সৃষ্টি করে।

ভারতীয় গণতন্ত্রীদের প্রায় সকলেই এ ধারণা সমর্থন করেন। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা ও সহযোগিতা সম্পর্কে প্রচারের জন্য বিভিন্ন ধরনের বেসরকারি সংগঠনগুলির একত্রিত করার ক্ষেত্রে অগ্রগামী ভূমিকা পালন করছে। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক গণতান্ত্রিক সংগঠনগুলির নিরবচ্ছিন্ন প্রচেষ্টা যৌথ নিরাপত্তার ধারণাকে কার্যকর করতে সাহায্য করে। তাঁরা শান্তি ও নিরাপত্তার নীতিগুলি কার্যকর করার জন্য নানা রকমের সামাজিক গোষ্ঠী ও জনতাকে জাগরিত করে এক মহৎ দায়িত্ব পালন করছেন এবং এই লক্ষ্যে পৌঁছাবার পথ প্রদর্শন করে কুসংস্কারগুলি পরিত্যাগ করতে তাঁদের সাহায্য করছেন।

এশিয়াবাসী বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের শান্তি কমিটি, যৌথ নিরাপত্তার ধারণার পক্ষে সমর্থন জ্ঞাপন করেছে, একথা বলেছেন এর সভাপতি হাম্বো লামা **এস গোম্বোজাভ** (মঙ্গোলিয়ার জনগণের প্রজাতন্ত্র)। ১৯৭০ সালে এশীয় দেশগুলির বৌদ্ধধর্মাবলম্বী নেতারা এই সংগঠন স্থাপন করেছে। যদিও তাঁরা জাতিগতভাবে, সামাজিক ব্যবস্থায় ও ভাষাগতভাবে পৃথক, তথাপি সমস্ত শুভবুদ্ধিসম্পন্ন বৌদ্ধধর্মাবলম্বীরা শান্তি ও উত্তেজনা প্রশমনের জন্য আজকের এ আন্দোলন, যা বৌদ্ধধর্মের ঐতিহ্যগত দার্শনিক এবং নৈতিক মতবাদের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ, তাতে ঐক্যবদ্ধ হতে পারেন। শান্তি ও নিরাপত্তার জন্য এশিয়ায় একটি শক্তিশালী ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য বৌদ্ধধর্মাবলম্বীরা সমস্ত প্রগতিশীল আন্দোলনের সাথে যুক্ত হতে ইচ্ছুক।

সোভিয়েত আফ্রো-এশীয় সংহতি কমিটির কার্যনির্বাহী সম্পাদক **আলেকজান্দার দুঝাসোখভ** বলেন যে, শান্তি, নিরাপত্তা, উত্তেজনা প্রশমন এবং সামাজিক ও প্রগতির আন্দোলনে আগের চেয়ে অনেক ব্যাপক এশীয় শক্তিসমূহের সমাবেশ ঘটছে। কমিউনিস্ট এবং বিপ্লবী গণতান্ত্রিক পার্টিগুলি, জাতীয় মুক্তি আন্দোলনসমূহ, ধর্মীয় এবং কৃষক সংগঠনগুলি, মহিলা ও যুব সংগঠনগুলির আন্দোলনে অংশগ্রহণ শান্তির জন্য মিলিত প্রচেষ্টাকে এক জনপ্রিয় বিশাল আন্দোলনে পরিণত করার প্রতিশ্রুতি বহন করছে। গণতান্ত্রিক আন্দোলন শান্তিকামী রাষ্ট্রগুলির প্রচেষ্টাকে সাহায্য করে এবং সরকারি স্তরে এই সমস্যাটি আলোচিত হবার ক্ষেত্র প্রস্তুত করে। যৌথ নিরাপত্তার উপর সরকারি দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রভাবিত করার ক্ষেত্রে গণসংগঠনগুলির যথেষ্ট ক্ষমতা রয়েছে এবং তারা সাম্রাজ্যবাদী ও প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলির সামরিক আগ্রাসী চক্রান্তের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে। আফ্রো-এশীয় সংহতির সংগঠন, বিশ্ব শান্তি সংসদ এবং অন্যান্য গণতান্ত্রিক আন্তর্জাতিক গোষ্ঠী সোভিয়েত ইউনিয়নের এশীয় যৌথ নিরাপত্তার সম্পর্কিত প্রস্তাবসমূহকে সমর্থন করেছে, এগুলির ব্যাপক প্রচার করেছে, এবং এগুলির অনুমোদন লাভে সাহায্য করেছে। ফলে এগুলি আগেকার তুলনায় অধিকতর দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

নেপালের আফ্রো-এশীয় সংহতি কমিটির সাধারণ সম্পাদক **কৃষ্ণপ্রসাদ সুস্তা** বলেছেন এশীয় যৌথ নিরাপত্তার প্রস্তাবের মানবতাবাদ নেপালে প্রথমত সমস্ত সাধারণ মানুষের দ্বারা সাদরে গৃহীত হয়েছে। জাতীয় শান্তি সংসদের মতে এই কমিটিও এই মতকে অনুমোদন করেছে। এখন যৌথ নিরাপত্তা আন্দোলনকে সংগঠিত রূপ দেওয়ার সময় হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, নেপালের জননেতারা জনগণের

সকল গোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্বমূলক একটি জাতীয় এশীয় শান্তি এবং নিরাপত্তা কমিটির কথা বিবেচনা করছেন। যদি অন্যান্য দেশে অনুরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়, তা হলে যৌথ নিরাপত্তার মতবাদ প্রসার লাভ করবে এবং সম্ভাব্য বৈষম্যগুলি দূর হয়ে সরকারি স্তরে বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণের জমি তৈরি হবে।

কোন ভিত্তিতে যৌথ নিরাপত্তা ব্যবস্থা গড়ে তোলা যায়?

জয়পুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক **দেবেন্দ্র কৌশিক** বলেছেন সোভিয়েত ইউনিয়ন কর্তৃক প্রস্তাবিত এশীয় যৌথ নিরাপত্তার ধারণা ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর উপর নির্ভর করে এবং বর্তমান প্রয়োজনীয়তা গণ্য করে। ১৯৪৭ সালে জওহরলাল নেহরুর উদ্যোগে দিল্লীতে অনুষ্ঠিত প্রথম সারা-এশিয়া সম্মেলনে এশীয় দেশগুলির মধ্যে সাধারণ সহযোগিতার জন্য আহ্বান জানানো হয়েছিল। ১৯৪৯ সালের দ্বিতীয় সম্মেলনের মহাদেশীয় আকারে সহযোগিতা সৃষ্টির সাধারণ আগ্রহ প্রকাশ পেয়েছিল; যদিও স্বীকার করতে হবে যে পরবর্তী প্রচেষ্টাসমূহ সাম্রাজ্যবাদ কর্তৃক চাপিয়ে দেওয়া ব্লকের নীতির দ্বারা ব্যাহত হয়েছিল। নেহরু বলেছিলেন যে নিরাপত্তা শুধুমাত্র সামরিক বাহিনী দিয়ে নয় বরং প্রধানত রাজনৈতিক উপায়ে রক্ষা করা যায়। তিনি বলেছিলেন যে অপর দেশের সঙ্গে স্পষ্ট বন্ধুত্বের নীতি অপর যে কোনো উপায় থেকে অধিকতর মাত্রায় নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করে। ১৯৬৯ সালে মস্কোতে অনুষ্ঠিত কমিউনিস্ট এবং ওয়ার্কার্স পার্টিগুলির আন্তর্জাতিক বৈঠকে এল আই ব্রেজনেভ জোর দিয়ে বলেছিলেন যে "বর্তমান রাজনৈতিক-সামরিক গোষ্ঠীবদ্ধতার সবচেয়ে ভালো বিকল্প ব্যবস্থা হল যৌথ নিরাপত্তা।"

আতিয়েহ্ জোদেহ্ বলেছেন যে আমরা যা চাই তা হল সার্বভৌমত্ব ও স্বাধীনতা, বলপ্রয়োগ বর্জন, আত্মনিয়ন্ত্রণ ও বিকাশের পথ নির্ণয়ের অধিকার এবং ব্যাপক অর্থনৈতিক ও অন্যান্য সহযোগিতার নীতিসমূহের ভিত্তিতে এক নিরাপত্তা ব্যবস্থা।

কৃষ্ণপ্রসাদ সৃস্তা বলেছেন যে, নেপালীরা এ আশা পোষণ করেন যে যৌথ নিরাপত্তা যুদ্ধ এবং সশস্ত্র সংঘর্ষকে নিবারণ করবে, সমস্ত রকমের ঔপনিবেশিকতা, সমস্ত বিদেশী সামরিক ঘাঁটি, ব্লক এবং জোট দূর করতে সাহায্য করবে এবং এশীয় দেশগুলি থেকে সমস্ত বিদেশী সৈন্যদলকে অপসারিত করবে।

কাবুল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক **বুলবুল শাহ্জালাল** যৌথ নিরাপত্তার লক্ষ্যগুলির তালিকা প্রণয়ন করেছেন: স্বাধীনতা ও শান্তি, ইতিবাচক সক্রিয় নিরপেক্ষতা, রাষ্ট্রপুঞ্জের সনদের প্রতি সম্মান, মুক্তি আন্দোলনে সহায়তা, সৎ-প্রতিবেশিত্ব এবং প্রশস্ততর পারস্পরিক মঙ্গলজনক সহযোগিতা। এটা সমস্ত রকমের ঔপনিবেশিকতা ও জাতি বিদ্বেষের অবসান ঘটাতে সাহায্য করবে, জাতিসমূহের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণের অধিকার সুনিশ্চিত করবে এবং বিরোধ মীমাংসার উপায় হিসেবে যুদ্ধকে নাকচ করবে।

কোনো কোনো প্রাথমিক পদক্ষেপ এশীয় যৌথ নিরাপত্তার পথ প্রস্তুত করবে? বাধাগুলি অতিক্রম করা সম্ভব কি?

আব্দুল আজিজ বলেন শ্রীলঙ্কার সমস্ত রাজনৈতিক দলগুলি একমত যে ভারত মহাসাগর একটি শান্তির এলাকা হওয়া উচিত। প্রধানমন্ত্রী সিরিমাভো বন্দরনায়েক রাষ্ট্রপুঞ্জের কাছে এই মর্মে এক প্রস্তাব রেখেছিলেন। এটি এশিয়ার বহু দেশে ও অন্যত্র সাদরে গৃহীত হয়েছিল এবং জোট নিরপেক্ষ দেশগুলির প্রধানদের দ্বারা তাঁদের ১৯৭৩ সালের আলজিরিয়া সম্মেলনে সমর্থিত হয়েছিল। যদি এই আদর্শ কার্যকর করা হয়, তা হলে এটাই হতে পারে যৌথ নিরাপত্তা ব্যবস্থার সূচনা।

পাকিস্তানের শাসক পিপল্স পার্টির সদস্য সিনেটর **মিঞা এসান-উল-হক** বলেছেন, সিয়াটো ও সেন্টোর অবলুপ্তি এবং বিদেশী সামরিক ঘাঁটি গুটিয়ে নেওয়া এই দিকে এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হতে পারে।

অধ্যাপক ওয়াং লিন কেন বলেন যে, যদি দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া একটি শান্তির অঞ্চল হয়, তা হলে এটি এশিয়া ও পৃথিবীর স্থায়িত্ব ও নিরাপত্তাকে বাড়াবে। তিনি এ এস ই এ এন(১)-এর কুয়ালালামপুর ঘোষণায় প্রাসঙ্গিক প্রস্তাবগুলি উল্লেখ করেন। বৈদেশিক হস্তক্ষেপ বন্ধ হলে উত্তেজনা কমতে বাধ্য। ওয়াং লিন কেন বলেন যে, আজ যখন ভিয়েতনামের জনগণ তাদের ভবিষ্যৎ স্বাধীনভাবে স্থির করার অধিকার অর্জন করেছেন তখন তিনি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় একটি রাজনৈতিক মীমাংসার বিষয়ে আশাবাদী।

আতিয়েহ্ জোদেহ্ বলেছেন, মধ্যপ্রাচ্যে যতক্ষণ ইসরায়েল তার সেনাবাহিনীকে ১৯৬৭ সালে দখলীকৃত আরব ভূখণ্ড থেকে অপসারণের জন্য ও রাষ্ট্রপুঞ্জের প্রস্তাব এবং প্যালেস্টাইনে আরব জনসাধারণের বৈধ অধিকারকে মেনে নেওয়ায় বাধা দেবে ততক্ষণ পর্যন্ত বিস্ফোরক অবস্থাটি থাকবে। মধ্যপ্রাচ্যে উত্তেজনার অবলুপ্তি এশিয়ায় যৌথ নিরাপত্তা ব্যবস্থার উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি নিয়ে আসবে।

আমেদ দাজানী লক্ষ্য করেছেন যে, সাম্রাজ্যবাদ ও ইহুদী জাতীয়তাবাদ প্যালেস্টাইন সমস্যার একটি যথার্থ মীমাংসায় বাধা দিচ্ছে। কিন্তু প্যালেস্টাইনের আরব জনগণের একনিষ্ঠ প্রচেষ্টা এবং সমস্ত শান্তিকামী রাষ্ট্রগুলির সহায়তা শেষ পর্যন্ত একটি সমাধান আনবে···যেটা হবে এশীয় নিরাপত্তার ক্ষেত্রে এক বিরাট লাভ।

মহম্মদ ঘাদিরি বলেছেন, এশিয়ার শান্তি এবং সহযোগিতার অর্থ পারস্য উপসাগরে উত্তেজনার কেন্দ্রের অবশ্যই বিলুপ্তি ঘটাতে হবে। স্থানীয় প্রতিক্রিয়াশীলদের সমর্থনপুষ্ট সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলিকে সংঘর্ষ ও পরস্পর বিনাশকারী যুদ্ধসমূহের জন্য দোষী করতে হয় কারণ অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতে সাম্রাজ্যবাদীদের পক্ষে তাদের অবস্থান, সামরিক ঘাঁটি বজায় রাখা এবং তৈল সমৃদ্ধ এই এলাকার জনগণকে লুঠ করা সহজতর হয়। বিদেশী একচেটিয়া তৈল প্রতিষ্ঠানগুলি পারস্য উপসাগর এলাকায় ও

১ এ্যাসোসিয়েশন অফ সাউথ ইস্ট এশিয়ান নেশনস যার মধ্যে রয়েছে ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, সিংগাপুর, থাইল্যান্ড এবং ফিলিপাইন।

আরব উপদ্বীপে জাতীয় মুক্তি আন্দোলনকে দমন করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করছে। তেল উৎপাদনকারী উন্নয়নশীল দেশগুলি ও পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলির মধ্যে সমান পর্যায়ের অর্থনৈতিক সম্বন্ধ স্থাপনের সংগ্রাম নিশ্চয়ই সাম্রাজ্যবাদী একচেটিয়াদের কার্যকলাপের অবসান ঘটাবে। সমাজতন্ত্রের অনুকূলে বিশ্ব শক্তির ভারসাম্যের পরিবর্তন এবং উত্তেজনা প্রশমনের অগ্রগতি নতুন আন্তর্জাতিক সম্পর্কের পথ খুলে দিচ্ছে যা এশীয় যৌথ নিরাপত্তার আন্দোলনে যথেষ্ট অতিরিক্ত অনুপ্রেরণা যোগাবে।

মিঞা এসানুল হক বলেন পাকিস্তানের জনগণ এশিয়ায় শান্তি স্থাপনের সকল প্রচেষ্টাকে অভিনন্দন জানায়। এটা স্পষ্ট, নিরাপত্তা ও সহযোগিতার সমস্যার সমাধানের পথ সুগম করতে ইয়োরোপের ২৫ বছরের মতো সময় লেগেছে। এশিয়াতেও বাস্তব সমাধান কার্যকর করতে সময় লাগবে। এটা অত্যন্ত আশাব্যঞ্জক যে মতামতের মিলন ঘটতে শুরু করেছে। নেপাল, শ্রীলঙ্কা, বাঙলাদেশ এবং ইরানের প্রতিনিধিদের সঙ্গে কথা বলে তিনি বুঝেছেন যে, এশিয়ার নিরাপত্তা সম্পর্কে তাঁদের মত বহুক্ষেত্রে একই রকমের। এশীয় যৌথ নিরাপত্তার পরিকল্পনা তিনি যেভাবে বুঝেছেন তা হল একটি ভালো মতবাদের উপর নির্ভর করে করা পরিকল্পনা যার মিল রয়েছে রাষ্ট্রপুঞ্জের সনদে লিপিবদ্ধ নীতিগুলির সঙ্গে।

হীরেন মুখার্জি বলেছেন একথা কেউ অস্বীকার করতে পারেন না যে, এশিয়া ঔপনিবেশিকতা থেকে, কঠিন সমস্যার এক জট উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়েছে। সাম্রাজ্যবাদীদের একটা কৌশল হল একে বাড়িয়ে তোলা যাতে করে এগুলি সমাধানের অতীত, এরকম একটা ধারণার সৃষ্টি হয়। শোচনীয়ভাবে মাওবাদীরাও একই কাজ করে যাচ্ছে। উদাহরণস্বরূপ তারা বলে থাকে যে, চীনকে "ঘিরে ফেলা" এবং "একঘরে" করার জন্য যৌথ নিরাপত্তার মতবাদের সৃষ্টি হয়েছে। এটা অবাস্তব। চীনা জনগণকে কে একঘরে করে রাখতে চাইছে? মাওবাদীরা ছাড়া আর কেউ নয়। যৌথ নিরাপত্তার মধ্যে রয়েছে সকল এশীয় দেশগুলির সমান অংশগ্রহণের ধারণা। একথা পিকিং ভালো করেই জানে এবং আরও বিশেষ করে জানে কারণ পঞ্চম দশকে সে এই প্রস্তাবকে আগ্রহের সঙ্গে সমর্থন জানিয়েছিল। নিজের নেতৃত্ব অর্জনের উচ্চাকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করার জন্য এবং উত্তেজনা বজায় রাখতে চায় বলে সে এখন এটা নাকচ করছে। তিনি এ আশা পোষণ করেন যে, এশিয়ার শান্তিকামী জনগণের অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান এবং সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে তাদের বর্ধমান সংহতি যৌথ নিরাপত্তার বাধাগুলি অতিক্রম করতে সাহায্য করবে।

অনুরূপভাবে জালালুদ্দিন আমেদেরও স্থির প্রত্যয় আছে যে জঙ্গী সিয়াটো ও সেন্টো চক্রের বাধা এবং কোনো কোনো রাজনৈতিক নেতার সংশয় সত্ত্বেও এশিয়ার জনগণ শেষ পর্যন্ত শান্তির স্থায়ী কাঠামো তৈরি করবে। তিনি বলেন প্রগতিশীল এশীয় দেশগুলির মধ্যে পারস্পরিক আলোচনা শুরু করে, যাতে সমস্ত এশীয় রাষ্ট্রগুলি অংশগ্রহণ করতে পারে এরকম একটা যৌথ নিরাপত্তা ব্যবস্থা গড়ে তোলার উপায় বের করা হচ্ছে একটা ভালো কাজ।

* * *

যৌথ নিরাপত্তার ধারণাগুলি সমসাময়িক রাজনৈতিক চিন্তাধারার মধ্যে স্থান করে নিচ্ছে। এ নিয়ে চর্চা করা ও আলোচনা করা হচ্ছে। প্রধান প্রধান বিষয়ে এর উদ্যোক্তাদের চিন্তা ও অনুভূতিগুলি মিলে যাচ্ছে। মহাদেশের জনগণ ভয় ও ক্ষুধা আর যুদ্ধ এবং সাম্রাজ্যবাদী হস্তক্ষেপ থেকে মুক্ত পুনর্জাগরিত এশিয়াকে দেখতে চান। তাঁরা চান এশিয়া শান্তি ও নিরাপত্তার আইনের আওতায় সামাজিক প্রগতির কাজ চালিয়ে যাবার জন্য বেঁচে থাকুক। আর সে দিন নিশ্চয়ই আগতপ্রায়। এই সুরই ধ্বনিত হচ্ছে এশিয়ার রাজনৈতিক ও জননেতাদের বিবৃতির মধ্যে।

নয়া-দুনিয়ার ছাত্রসমাজ

বুদাপেস্ট পলিটেকনিকের অধ্যাপক জর্জি মুরাই, **ট্রাইবুনা লুডু** পত্রিকার ডোর্জি ক্রাউনস্কি এবং **কমসোমলস্কায়া প্রাভদার** ইন্না রুডেনকো নিজ নিজ দেশে যুব সমস্যাবলীর ভাষ্যকার হিসেবে পরিচিত। **ওয়ার্ল্ড মার্কসিস্ট রিভিউ-র** সম্পাদকীয় দপ্তরে অনুষ্ঠিত এই আলোচনায় তাঁরা সমাজতান্ত্রিক গোষ্ঠীভুক্ত দেশগুলিতে ছাত্রদের প্রধান সামাজিক বৈশিষ্ট্যগুলি বিশ্লেষণ করতে চেষ্টা করেছেন।

সামাজিকভাবে জড়িত

মুরাই। সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির ছাত্রদের চিত্রায়ণের চেষ্টা করার আগে আমাদের অবশ্যই প্রেক্ষাপট সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা থাকা উচিত। কারণ, সমাজব্যবস্থা এবং উচ্চতর শিক্ষার শ্রেণী বৈশিষ্ট্যর সাথে ছাত্রদের চরিত্রের এক সম্পর্ক আছে।

ক্রাসনিউস্কি। পোল্যাণ্ডের উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে ছাত্রদের মধ্যে শতকরা ৩০ ভাগ আসে শ্রমিকশ্রেণী থেকে আর শতকরা ১৪ ভাগ আসে কৃষক পরিবার থেকে। ফ্রান্সে, যেখানে আমি সম্প্রতি ভ্রমণ করেছি, সেখানে শ্রমিকশ্রেণী এবং কৃষক বংশোদ্ভব ছাত্রদের সংখ্যা হল আট শতাংশ মাত্র। এর কারণ কেবল মাত্র এই নয় যে, আমাদের দেশে শিক্ষা হল অবৈতনিক, এবং ফ্রান্সে তা নয়। পোল্যাণ্ডে যে কেউ বুনিয়াদি শিক্ষণপ্রাপ্ত হলেই উচ্চতর শিক্ষা গ্রহণের অধিকারী হয়। ফ্রান্সে কিন্তু এমন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ও আছে যেখান থেকে আপনি আর স্নাতক মানের বিদ্যালয়ে যেতে পারবেন না। এই বিদ্যালয়গুলিতে নিম্ন আয়সম্পন্ন পিতামাতার সন্তানসন্ততিরাই কেবল আসে।

মুরাই। প্রাক-সমাজতান্ত্রিক হাঙ্গেরির ক্ষেত্রেও এটা সত্য ছিল।

ক্রাসনিউস্কি। অর্থনৈতিক সহযোগিতা ও উন্নয়ন সংস্থার সমীক্ষায় প্রকাশ যে সুইজারল্যাণ্ডের ধনিক শ্রেণীর যে কোনো যুবক বা যুবতীর নিম্ন আয়ের গোষ্ঠীগুলির যুবক-যুবতীদের অপেক্ষা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশের ২৩ গুণ বেশি সুযোগ রয়েছে। সুইডেনে এই পার্থক্য ২৬ গুণ বেশি, ফ্রান্সে ৩০ গুণ, ইতালিতে ৩৪ গুণ, হল্যাণ্ডে ৪৫ গুণ এবং জার্মান প্রজাতন্ত্রে ৪৮ গুণ বেশি। ফ্রান্সের কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক জর্জ মার্সাই-এর ভাষায় বুর্জোয়া শিক্ষার সামগ্রিক কাঠামো ও পরিচালনব্যবস্থা কর্তৃক সমাজমুখিন শিক্ষার পরিবর্তে পেশাগত শিক্ষা সুকৌশলে চালু হওয়ার ফলে 'সামাজিক পৃথকীকরণ' সুনিশ্চিত হয়। সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে কিন্তু উচ্চশিক্ষিত বিশেষজ্ঞদের মধ্যে সমস্ত সামাজিক গোষ্ঠীগুলিরই প্রতিনিধিত্ব রয়েছে।

রুডেনকো। যুক্তি দেখানো যেতে পারে যে উচ্চতর শিক্ষার সামাজিক কাঠামোর সাথে সমাজ অনুরূপ হওয়ায় আমাদের আদর্শ সমতার অভাব থাকে। এখনও পর্যন্ত শহর এবং গ্রামাঞ্চলের মধ্যে (সেই সঙ্গে শিল্পাঞ্চল এবং গ্রামাঞ্চলের বিদ্যালয়গুলির মধ্যেও) এবং ভিন্ন ভিন্ন পরিবারের মধ্যে জীবনপ্রণালী ও সাংস্কৃতিক মানের পার্থক্য রয়েছে। স্বল্প সময়ে এই পার্থক্য দূর করাও সম্ভব নয়। এই কারণেই প্রবেশিকা পরীক্ষাগুলিতে গ্রামীণ বিদ্যালয় থেকে আসা ছাত্র শিল্পাঞ্চলীয় কোনো বিদ্যালয়ের সমমানের ছাত্র অপেক্ষা নিকৃষ্টতর সাফল্য দেখাতে পারে। মনে হয় কেবলমাত্র সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠার ফলে, অর্থাৎ যখন শহর এবং গ্রামের মধ্যে, কায়িক এবং মানসিক শ্রমের মধ্যে কোনো আবশ্যিক পার্থক্য থাকবে না, তখনই এই সমস্যার মীমাংসা হতে পারে। অবশ্য উল্লেখ করা প্রয়োজন যে এ বিষয়ে সমাজতন্ত্র উন্নত ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার চেয়ে অনেকগুণ ভালো। আমাদের স্নাতক মানের বিদ্যালয়গুলিতে ধনতান্ত্রিক দেশগুলির বিদ্যালয় থেকে অনেক গুণ বেশি শ্রমিক ও কৃষক পরিবারের সন্তান-সন্ততিরা লেখাপড়া করে। আর একটি মৌলিক পার্থক্য হল কীভাবে রাষ্ট্র সমস্যাটিকে দেখে, শিক্ষার সুযোগ-সুবিধার এই ফারাককে চিরস্থায়ী করে, না কি একে দূর করার চেষ্টা করে। মূলত দীর্ঘকাল থেকেই উচ্চতর শিক্ষার গণতান্ত্রিক চরিত্র সুনিশ্চিত হয়েছে এই কারণে যে ছাত্রদের কোনো বেতন দিতে হয় না এবং তাঁরা বৃত্তি পেয়ে থাকে। তাছাড়া, সব কিছুই করা হয় সুযোগের পার্থক্যে ভারসাম্য আনার উদ্দেশ্য নিয়ে। শ্রমজীবী যুবক, কৃষক ও প্রাক্তন সেনানীদের জন্য প্রস্তুতি পর্যায়ের পাঠক্রম চালু করা হয়। এই প্রারম্ভিক পাঠক্রম শেষে এরা ভর্তির ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার পায়।

ক্রাসনিউস্কি। পোল্যাণ্ডে উচ্চতর বিদ্যালয়গুলিতে ভর্তির জন্য নতুন নিয়মাবলী প্রবর্তন করা হয়েছে। এতে শ্রমিক ও কৃষক পরিবারের সমসাফল্য অর্জনকারী সন্তান-সন্ততিদের ভর্তির অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। এরূপে, রাষ্ট্র জ্ঞানবুদ্ধিকে অধিকতর সুযোগ না দিয়ে সামাজিক দিকটাকেও বিবেচনায় রাখে।

মুরাই। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলি শ্রমিক ও কৃষক পরিবারের মেধাবী ছেলেমেয়েদের জন্য বুনিয়াদি পাঠক্রম পরিচালনা করে। যুব কমিউনিস্ট লীগের গ্রীষ্মকালীন শিবিরগুলিতে সুদূর গ্রামাঞ্চলের তরুণেরাও অনুরূপ শিক্ষা-

ক্রমের সুযোগ নিতে পারে। হাঙ্গেরির বুদ্ধিজীবীদের বিশাল গরিষ্ঠ অংশ শ্রমিক ও কৃষক বংশোদ্ভব।

ক্রাসনিউস্কি। সমাজতান্ত্রিক দেশের ছাত্ররা জনগণেরই অংশ এ বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ প্রকাশের অবকাশ নেই। কিন্তু চেতনা, রাজনৈতিক ধ্যানধারণা কেবলমাত্র সামাজিক উৎস দ্বারা নির্ধারিত হয় না। শিক্ষা একটি বড় ভূমিকা গ্রহণ করে। দেশ আজ কোন সমস্যাবলীর সম্মুখীন? আমাদের দেশের সমাজ-বিজ্ঞানীদের দ্বারা পরিচালিত একটি সমীক্ষায় ছাত্রদের এই প্রশ্নটি করা হয়েছিল। প্রায় চল্লিশ শতাংশের জবাব ছিল অর্থনৈতিক সমস্যাবলী; আনুমানিক ত্রিশ শতাংশ বলেছিল, মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত পোল্যাণ্ডকে অগ্রসর শিল্পোন্নত শক্তিগুলির সমতুল্য করে তোলা; কম বেশি বিশ শতাংশ বল্লে, সমস্যা হল এমন একটি বেতন কাঠামো উদ্ভাবন করা যাতে উচ্চতর দক্ষতা, উৎপাদনক্ষমতা ও উদ্ভাবনী মেধা উৎসাহ পাবে এবং (একজন ছাত্রের কথায়) "যারা অন্যের শ্রমের ফল ভোগ করে" তাদের কোনো স্থান থাকবে না। কাটাউইসে শতকরা ৯১ ভাগ ছাত্র উত্তর দিয়েছিল যে তারা সামাজিক ও রাজনৈতিক সমস্যাবলী সম্পর্কে আগ্রহী। তাদের কাছেও এই প্রশ্নটিও রাখা হয়েছিল ঃ গণতান্ত্রিক অধিকারগুলির মধ্যে কোনটিকে তোমরা সর্বাধিক গুরুত্বসম্পন্ন মনে কর? সব থেকে জনপ্রিয় উত্তর ছিল, চাকরি, শিক্ষা ও অবসর বিনোদনের অধিকার। সকলের জন্য সমান সুযোগ-সুবিধা, জনপ্রিয় শাসন, ইত্যাদি ছিল পরবর্তী পছন্দ।

মুরাই। বুদাপেস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের এক সমীক্ষায় দেখা যায় সেখানে ছাত্রদের বিশাল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ হাঙ্গেরির সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে তাদের নিজস্ব বলে গণ্য করে এবং তারা সমাজতান্ত্রিক গঠনক্রিয়ায় অংশীদার হতে আগ্রহী। বিপ্লবী মতাদর্শের দ্বারা পরিচালিত হয়ে প্রাচীন প্রজন্ম নূতন ব্যবস্থার ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করে গিয়েছেন। নবীনেরা এই মতাদর্শগুলির পরিপূর্ণ উপলব্ধির মাধ্যমে, তাদের সমকালীন বাস্তবতার সঙ্গে যুক্ত করে।

রুডেনকো। প্রজন্মসমূহের ধারাবাহিকতা একটি স্বাভাবিক প্রক্রিয়া হতে পারে না। আমার দেশে শ্রেণীশত্রুর সঙ্গে সর্বশেষ সংঘর্ষ হয়েছিল মহান দেশপ্রেমিক যুদ্ধে। এখন যে তরুণ-তরুণীরা আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে লেখাপড়া করছে তাদের পিতা পিতামহগণ এই লড়াইতে অংশ নিয়েছিলেন। আজকের তরুণ-তরুণীদের ক্ষেত্রে শ্রেণী-সংগ্রাম হল এমন একটা বিষয় যার কথা তারা বই থেকে জানতে পারে। কিন্তু বিশ্বের অপরাপর অংশে এই শ্রেণী সংগ্রাম একটি জীবন্ত বাস্তব অভিজ্ঞতা যা আমাদের বৈদেশিক নীতি ও অভ্যন্তরীণ কতগুলি বিষয়কে সুনির্দিষ্টরূপে প্রভাবিত করে। যুব সম্প্রদায়ের এই সমস্যাগুলি সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধ্যান-ধারণা থাকা অবশ্য প্রয়োজন।

মুরাই। হ্যাঁ, আর এর থেকেই মার্কসবাদী-লেনিনবাদী শিক্ষা ও বুর্জোয়া মতাদর্শের বিরুদ্ধে সংগ্রামের গুরুত্ব অপরিহার্য হয়ে ওঠে। যে সব ব্যক্তিবর্গ সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে সামাজিক অস্থিরতা জাগিয়ে তোলার উদ্দেশ্য নিয়ে ধ্বংসাত্মক প্রচার চালাতে ব্যাপৃত রয়েছে তারা কখনই গোপন করে না যে প্রধানত তারা যুব সমাজ, বিশেষ করে ছাত্রদের উপরেই ভরসা করে। ছাত্রদের তোষামোদ করে চলাকে তারা বিশেষ লক্ষ্য হিসেবে নিয়েছে। তাদের বলা হয় যে, তারা সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে তথাকথিত ক্রমবর্ধমান সামাজিক বিক্ষোভ প্রক্রিয়ায়, প্রজন্ম সংঘাতে, এবং অনুরূপ বিষয়গুলির সহায়কের কাজ করে। কমিউনিস্ট-বিরোধী 'বেতারবাণী' কর্তৃক প্রচারিত বার্তা মূলত যুবকদের উদ্দেশ্যে ঘোষিত হয়। আমাদের ছাত্রদের বিশাল গরিষ্ঠ অংশ পার্টি ও রাষ্ট্রের নেতৃত্বের প্রতি পূর্ণ অস্থাবান। তা সত্ত্বেও বুর্জোয়া প্রচারের কোনো প্রতিক্রিয়াই হচ্ছে না একথা মনে করা ভুল হবে। কাজেই প্রতিটি ছাত্রের মধ্যেই অভ্যন্তরীণ এবং বৈদেশিক নীতির ক্ষেত্রে উদ্ভূত বিভিন্ন সমস্যাবলী সম্পর্কে একটি শ্রেণী দৃষ্টিভঙ্গি প্রবিষ্ট করানো প্রয়োজন।

সামাজিকভাবে দায়িত্বশীল

ক্রাসনিউস্কি। ব্যক্তি উচ্চতর শিক্ষা গ্রহণ করে সমাজে একটি নির্দিষ্ট পেশাগত ও সামাজিক ভূমিকা প্রতিপালনে সক্ষম হওয়ার জন্য। ছাত্ররা কিভাবে এটি উপলব্ধি করে? একটি সোভিয়েত-পোলিশ যুক্ত সমীক্ষায় ব্রিটেনের উচ্চ ক্লাশের বিদ্যালয়গুলির ছাত্রদের বিভিন্ন অভিপ্রায় তালিকাভুক্ত করা হয়েছিল। প্রায় এক হাজার ছাত্রের মতামত নেওয়া হয়েছিল এবং সাধারণ উত্তর ছিল ঃ অধিক উপার্জনের আকাঙ্ক্ষা। ওয়ারশতে অনুরূপ সমীক্ষা করে ভিন্ন প্রতিক্রিয়া দেখা গিয়েছিল ঃ সর্বাধিক পুনঃ পুনঃ উত্তর ছিল, ক্ষমতা এবং প্রবণতার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ একটি বৃত্তির অনুসরণের আকাঙ্ক্ষা। সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির ছাত্ররা উৎসাহব্যঞ্জক পেশা গ্রহণে সহায়করূপে বিদ্যার অন্তর্নিহিত মূল্যকে মর্যাদা দিয়ে থাকে, এমন কি এতে যদি সর্বদা উচ্চ পারিশ্রমিক না-ও পাওয়া যায়। এক এবং অপর বৃত্তি যে সম্মান বহন করে তারও মর্যাদা দেওয়া হয়। উল্লেখ করা প্রয়োজন একটি বৃত্তিতে কুশলতা অর্জন অন্যান্য ক্ষেত্রে সামান্যই উৎসাহ সম্পন্ন কিংবা একেবারেই উৎসাহহীন একচক্ষু বিশেষজ্ঞের জন্ম দেয় না। সমীক্ষামূলক মতামত গ্রহণে যারা সাড়া দিয়েছিল তাদের অধিকাংশই একটি দৃঢ়-সংবদ্ধ পরিবারের অভ্যন্তরেই ব্যক্তিগত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের আকাঙ্ক্ষাকে গুরুত্ব দিয়েছিল।

রুডেনকো। স্বেরস্লোভসক বিশ্ববিদ্যালয়ের এক সমীক্ষায় প্রকাশ, ছাত্রদের ৬৬ শতাংশ উচ্চতর শিক্ষাকে সমাজের প্রতি অর্থপূর্ণ অবদানের সূচনা হিসেবে গণ্য করে; ৬ শতাংশ সহজ উত্তর দিয়েছিল "একটি জীবিকা সংগ্রহের জন্য", ৩ শতাংশের জবাব "জীবনে শ্রেষ্ঠতর স্থান নিশ্চিত করতে"। কাউনাসের ছাত্রদের প্রশ্ন করা হয়েছিল ঃ জীবনের কোনটিকে তুমি সব কিছুর ঊর্ধ্বে মূল্য দাও? দুই-তৃতীয়াংশেরও বেশি, ৬৬·৭ শতাংশ, উত্তর দিয়েছিল "উৎসাহ ব্যঞ্জক কাজ"। অন্য এক প্রশ্নের উত্তরে, সুখ বলতে তুমি কি বোঝ? ৬১ শতাংশের জবাব ছিল লোক সমাজের হিতে কাজ করা; ৭৭·৪ শতাংশ বলেছিল, যদিও উপার্জনের পরিমাণ অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ, তা হলেও উৎসাহব্যঞ্জক কাজই হল অধিকতর জরুরী। রোসটভ বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদের তাদের ভবিষ্যৎ পেশার সর্বাপেক্ষা আকর্ষণীয় দিকটির উল্লেখ করতে বলা হয়েছিল।

উত্তরগুলি ছিল এই রকম : সৃজনশীল চরিত্র—৫০ শতাংশ, অর্থনীতির গুরুত্ব—২৩ শতাংশ, নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে আগ্রহ —৯·৬ শতাংশ। যে ২,৯৫৬ জন ছাত্রের মতামত নেওয়া হয় তাদের মাত্র এগারজন উত্তর দিয়েছিল "উচ্চ বেতন"। সমাজ-বিজ্ঞান সংক্রান্ত সমীক্ষা প্রমাণ করেছে উচ্চতর শিক্ষা লাভের আকাঙ্ক্ষা পরিবারের বৈষয়িক অবস্থার উপর নির্ভরশীল নয়। সমাজবিজ্ঞানী শুবকিন বলেছেন, আমাদের তরুণদের জীবন পরিকল্পনা সামাজিক উৎস-দ্বারা নির্দিষ্ট হয় না।

মুরাই। একটি বৃত্তি নির্বাচন করে নিয়ে ছাত্র তার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে মনঃস্থির করে ফেলে। পরস্পর-বিরোধী দ্বন্দ্বগুলি থেকে মুক্ত এক সমাজে সেটাই স্বাভাবিক। আমার ব্যক্তিগত মতামত হল যতই দিন যাচ্ছে ছাত্ররা ততই তাদের পাঠ্য বিষয় সম্পর্কে অধিকতর দায়িত্ববোধের পরিচয় দিচ্ছে। আর একে আমি আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়-গুলি এবং সাধারণভাবে উচ্চতর শিক্ষার অকাট্য সাফল্যরূপে গণ্য করি। এই সাফল্যের পিছনে অনেকগুলি কারণ রয়েছে : শিক্ষণ পদ্ধতির উচ্চতর মান, রাষ্ট্রীয় সংগঠনগুলির উদ্যোগ, ছাত্র-বৃত্তির ব্যবস্থা। তা ছাড়াও, অবশ্যই ভবিষ্যৎ নিরাপত্তার নিশ্চিত বিশ্বাস, যা কি না আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার অঙ্গস্বরূপ। কারণ ছাত্র জানে যখনই সে স্নাতক হবে একটি চাকরি তার জন্য অপেক্ষা করে থাকবে। অপর পক্ষে উদাহরণস্বরূপ ফ্রান্সের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। সেখানে প্রতি তিনজন ছাত্রের মধ্যে দুজনই মাঝপথে লেখা-পড়া ছেড়ে দেয়, কেন না তাদের জানা আছে স্নাতক হবার পর একটি চাকরি খুঁজে পাওয়ার সম্ভাবনা তাদের সামান্যই আছে।

ক্রাস্‌নিউস্কি। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতেও মাঝ পথে লেখাপড়া ছেড়ে দেওয়ার ঘটনা ঘটে, কিন্তু সেটা সামাজিক অপেক্ষা মনস্তাত্ত্বিক কারণেই বেশি। সব ছাত্রই নতুন অবস্থার সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিতে পারে না। ক্র্যাকো স্কুল অব ইকনমিক্‌স-এ এক সমীক্ষা চালিয়ে দেখা গেছে মাঝ পথে লেখাপড়া ছেড়ে দেওয়ার শতকরা হার কৃষক পরিবার থেকে আসা ছাত্রদের মধ্যে সব থেকে কম—দ্বিতীয় পর্যায়ের পাঠক্রমে ৮০·৬ শতাংশ স্নাতক হয়। নিম্নলিখিত উৎসাহব্যঞ্জক বিবরণও এই সমীক্ষা থেকে পাওয়া যায় : প্রবেশিকা পরীক্ষাগুলিতে বুদ্ধিজীবী পরিবারের ছাত্ররা কৃষক পরিবারের সন্তান-সন্ততি অপেক্ষা বেশি নম্বর পায়, কিন্তু অধ্যয়নের ক্রমোন্নতির ক্ষেত্রে এই অনুপাত বিপরীত হয়।

রুডেন্‌কো। আমি যাকে একটি যুগলক্ষণ বলে মনে করি মুরাই সেইটি নির্দেশ করেছেন : বিদ্যা পূজা। ছাত্রদের মধ্যে দ্রুত এর জনপ্রিয়তা বাড়ছে। মাত্র কয়েক বছর আগে ইয়ং কমিউনিস্ট লীগ সংগঠনগুলি খুবই কম নম্বর পাওয়া ছাত্রদের জন্য উদ্বিগ্ন ছিল, এখন এগুলির দৃষ্টি মাঝারি গোছের নম্বর পাওয়া ছাত্রদের প্রতি, অর্থাৎ সেই সব ছাত্র-দের প্রতি যারা "কোনওগতিকে উৎরে" যেতে চায়। এর সবটা কৃতিত্বই বিশ্ববিদ্যালয়গুলির প্রাপ্য নয়। সামাজিক অবস্থাই ছাত্রদের বাধ্য করছে লেখাপড়ায় অধিকতর উদ্যমী হতে কারণ সেটাই হল প্রযুক্তিগত বিপ্লবের সঙ্গে সমান তালে চলার একমাত্র পথ।

ক্রাস্‌নিউস্কি। যথার্থ বলেছেন। কিন্তু প্রযুক্তিগত বিপ্লবের বাস্তব দাবি এবং আমাদের সমাজব্যবস্থার শ্রেষ্ঠত্ব বিষয়ে ধ্যানধারণা নিজে নিজেই গড়ে ওঠে না। এ বিষয়ে ছাত্রদের সাহায্য করতে হয়। পোলাণ্ডে সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ইউনিয়ন (একটি মতাদর্শীয় ও রাজনৈতিক সংগঠন এবং আমাদের ছাত্রদের ৮০ শতাংশ এই সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত) তাকে সাহায্য করে। এই সংগঠন প্রগতিশীল ছাত্রদের প্রতি সম্ভ্রম প্রদর্শনের আবহাওয়া সৃষ্টি করে, অধিকতর নম্বর পাওয়া ও সমাজকে জীবনের অংশীদার হওয়ার উদ্যমকে উৎসাহিত করে। এর জন্য প্রথম সারির ছাত্রদের কোপার-নিকাস ব্যাজ দেওয়া হয়।

মুরাই। অনেক ছাত্রকে নিরন্তর উৎসাহ দেওয়া প্রয়োজন, প্রয়োজন অধিক পরিশ্রমের উদ্দীপনা যোগানো। এ ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা আন্দোলন ও ব্যক্তিগত দৃষ্টান্ত একটি বড় ভূমিকা নেয়। কারা সব থেকে জনপ্রিয় ছাত্র? তারাই হল সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় যারা সব সময়েই সাথীদের সাহায্য করতে প্রস্তুত আছে।

রুডেন্‌কো। এর বিপরীত দৃষ্টান্তও আছে। অস্ট্রিয়াতে আমাদের সংবাদদাতা ই ব্রুসকোভা ভিয়েনা বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর সঙ্গে যে কথাবার্তা হয়েছিল একবার সে সম্বন্ধে আমাকে গল্প বলছিলেন। ভদ্রমহিলা একটি ছাত্রকে জিজ্ঞাসা করেন, ক্লাসে বক্তৃতাকালে সে কেন এত সময়নিষ্ঠ। উত্তর ছিল : "আমাকে হতেই হবে, কারণ অন্য সব ছাত্রই হল আমার ভবিষ্যৎ প্রতিদ্বন্দ্বী। তাদের থেকে কম জানা আমার চলে না।"

মুরাই। ধনতান্ত্রিক দেশগুলিতে বিদ্যালয় আত্মকেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন বুদ্ধিজীবীদের জন্ম দেয়। অধিকতর বলবান জয়ী হয়, আর দুর্বলতরের কষ্টভোগ ভাগ্য নির্দিষ্ট—এই হল নিয়ম। আমাদের নিজেদের দেশের যুবকদের দৃষ্টিভঙ্গি ও আচার-আচরণের কয়েকটি ত্রুটি হল—যদিও স্ববিরোধী মনে হতে পারে—আমাদের সাফল্য-সমূহের পরিণাম। উদাহরণস্বরূপ, সামাজিক নিশ্চয়তা, অর্থাৎ ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আত্মবিশ্বাস সামাজিক আলস্যে অধঃপতিত হতে পারে। কেউ কেউ নিজেদের উদ্যোগের পরিবর্তে পিতা-মাতা অথবা রাষ্ট্রের সহায়তায় তাদের পরি-কল্পনা প্রস্তুত করে ("আমাদের প্রতি এটা ওঁদের কর্তব্য")। যখন আমরা বলি উচ্চতর শিক্ষা ব্যয়বহুল, অথবা ছাত্র দেশের শ্রমশক্তির দ্বারা প্রতিপালিত, অনেক সময় জবাব হয় : "এটা এমন কিছু নয়, কারণ শিক্ষার অধিকার সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় অর্জিত সাফল্যগুলিরই অন্যতম।" কাজেই আমা-দের উচিত হবে শিক্ষা হল এমন একটা জিনিস যার সযত্ন মূল্য দিতে হবে, এই মৌলিক সত্যকে ছাত্রদের মনে গেঁথে দিতে হবে। এই দায়িত্ববোধ জাগিয়ে তোলা আমাদের উচ্চ-তর বিদ্যালয়গুলির অন্যতম জরুরী কাজ।

রুডেন্‌কো। এ সব খুবই খাঁটি কথা, কিন্তু আমাদের শিক্ষাগত ক্রিয়াকলাপে কেবলমাত্র বুঝিয়ে-শুনিয়ে ভবিষ্যৎ সম্পর্কে বিশ্বাস উৎপাদন করাই নয়, সাথে সাথে ডিপ্লোমা পাবার পর ছাত্র কি আশা করতে পারে, এবং তার কাছ থেকেও কি আশা করা হবে, এ সব তুলে ধরতে চেষ্টা করি। একটা উদাহরণ দেওয়া যাক। কয়েক বছর আগে বেশিরভাগ ছাত্রই ক্লাসে উপস্থিত হয়ে এবং পরীক্ষায় পাস করেই সন্তুষ্ট ছিল। এখন ছাত্রদের প্রায় অর্ধেক কোনোও না কোনোও

বিজ্ঞান সমিতি, গবেষণা গোষ্ঠী, নকশা পরিকল্পনার দপ্তর প্রভৃতির সঙ্গে যুক্ত। প্রকৃতপক্ষে এমনও দেখা গেছে যে ছাত্ররা প্রযুক্তিগত আবিষ্কারের কৃতিস্বত্ব সংরক্ষিত করিয়ে নিয়েছে। সোভিয়েত ইউনিয়নের বিজ্ঞান আকাদেমি ছাত্রদের সাফল্যকে পুরস্কৃত করার জন্য পদক প্রবর্তন করেছে।

মুরাই। আমাদের গবেষকমণ্ডলী পরিষদের অভিজ্ঞতায় দেখা যায় যে গবেষণায় ছাত্রদের অংশগ্রহণ বিদ্যা অর্জনের আকাঙ্ক্ষার থেকেও বেশি কিছু নির্দেশ করে। তাদের এই উপলব্ধি হয় যে সামাজিক প্রগতির অর্থ হল নিজের পেশার বাইরে দৃষ্টি নিবদ্ধ করা। জ্ঞানকে তারা উপযোগিতার মানদণ্ডে বিচার না করে তার সামাজিক এবং নৈতিক মূল্যকে গণ্য করে। আমার নিজের ছাত্রদের মধ্যে ব্যাপক সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিষয়ে অধ্যয়নের আগ্রহ থেকে এর আরও সাক্ষ্য মেলে। তারা ইন্দোচীন, মধ্যপ্রাচ্যে, উত্তর আয়ার্ল্যাণ্ড ও চিলিতে কি ঘটছে সে সম্পর্কে গভীর আগ্রহ প্রকাশ করে।

রুডেন্‌কো। আপনি যে কথা বললেন প্রযুক্তিবিদ্যার বিদ্যালয় প্রসঙ্গে সেটি খুবই কৌতূহলজনক। সম্প্রতিকাল পর্যন্ত আমরা মনে করতাম যে প্রধানত প্রযুক্তি বিষয়েই যুবকদের আগ্রহ রয়েছে। কিন্তু সমাজ-বিশারদ, শিক্ষক এবং গ্রন্থাগারিকগণ লক্ষ্য করেছেন যে, কমপাসের কাঁটাটা দর্শনের দিকে ঝুঁকেছে। রোসটভের গবেষকগণ লক্ষ্য করেছেন যে সমাজ-বিজ্ঞানে পঠন-পাঠনের অগ্রগতি সামগ্রিক কৃতিত্ব অপেক্ষা অধিকতর উন্নত। সমাজ-বিজ্ঞান বিষয়ক প্রতিযোগিতাগুলির জনপ্রিয়তা আরেকটি প্রমাণ। জুরির সদস্যবৃন্দ কারিগরি বিদ্যালয়গুলিতে দর্শনের প্রতি আগ্রহ দেখে অভিভূত হয়েছেন। উচ্চতর বিদ্যালয়গুলিতে তরুণেরা বিদ্যা অর্জন করে, কিন্তু সেই সঙ্গে তারা নৈতিক ও নীতিশাস্ত্রগত বন্ধনে আবদ্ধ হয়। আর এইভাবেই তারা সামাজিক-রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বরূপে আত্মপ্রকাশ করে। এ সব নিজে-নিজেই ঘটে না, এবং ছাত্রদের নতুন সমাজ গঠনে অংশ গ্রহণের উপর এটা নির্ভর করে।

"সামাজিকভাবে সক্রিয়"

মুরাই। সমাজতন্ত্র একটি "বাহ্য সংকল্পের" নিশ্চেষ্ট নির্বাহকদের পরিশ্রমের ফল নয়। অন্যান্য ভ্রাতৃপ্রতিম শাসকদলগুলির মতোই হাঙ্গেরীয় সোশ্যালিস্ট ওয়ার্কার্স পার্টি ছাত্র সহ সমস্ত নাগরিকের জন্য সামাজিক-রাজনৈতিক কার্যকলাপের অনুকূল পরিবেশ সুনিশ্চিত করে। এর ফলে ছাত্ররা অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক নীতি বিষয়ে সজীব আগ্রহ দেখায়, এবং রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে যুক্ত হয়। রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপকে তারা তাদের জীবনের আবশ্যিক উপাদান মনে করে কি না এই প্রশ্নটি বুদাপেস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের যে সব ছাত্রদের করা হয়েছিল তাদের মধ্যে শতকরা ৭৬ জনই উত্তর দিয়েছিল "হ্যাঁ"।

ক্রাস্‌নিউস্কি। পোলাণ্ডে ছাত্রদের সমাজ সেবা ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশ গ্রহণের উদ্দেশ্যগুলির মধ্যে রয়েছে দুঃস্থদের সাহায্য করা; সমাজের জন্য কাজ করা; জরুরী স্থানীয় সমস্যাগুলির সমাধান করা; সন্তুষ্টি লাভ করা; আকর্ষণীয় ব্যক্তিদের সঙ্গলাভের সুযোগ, ইত্যাদি। কেবলমাত্র দশ শতাংশ বলেছিল, সমাজসেবায় তাদের কোনো আগ্রহ নেই (উইস্‌লে উইস্‌নিউস্কি কর্তৃক গৃহীত মতামত)।

তথাপি, বেশিরভাগ ছাত্রেরই অবসর সময় সমাজসেবায় এবং ব্যক্তিগত উন্নতিবিধানে সহায়ক কার্যকলাপের পরিবর্তে আমোদ-প্রমোদে নিয়োজিত হয়। এবং প্রশ্ন করায় রোকল পলিটেকনিকের ৭৭ শতাংশ ছাত্র বলেছিল, এটাই তাদের অধিকতর পছন্দ। গবেষকরা মনে করেন পাঠ্যসূচীর বোঝাই হল এর কারণ। এতে অবসাদের সৃষ্টি হয়, আমোদ-প্রমোদ ও নিশ্চেষ্ট বিশ্রামের দ্বারাই এর পরিপূরণ হয়। শিক্ষা কর্তৃপক্ষগুলি ক্লাসের পাঠ্যসূচী অনেক পরিমাণে কমিয়ে দিয়েছেন, এবং এটি এখন শিক্ষকমণ্ডলীর বিবেচনার বিষয়।

রুডেন্‌কো। বিভিন্ন কার্যকলাপের গুরুত্ব অনুসারে তালিকা প্রস্তুত করতে গিয়ে একদল সোভিয়েত ছাত্র ব্যক্তিত্বের বিকাশকে সাংস্কৃতিক এবং অব্যবহারিক কর্মকাণ্ডের পরে তৃতীয় স্থান দিয়েছিল (মতামত গ্রহণ করেছিলেন বি রুবিন এবং ওয়াই কোলেস্‌নিকভ)। কিন্তু আজকাল, শিক্ষামূলক অপেক্ষা গঠনমূলক ক্রিয়াকর্ম ছাত্রদের এবং সাধারণভাবে বুদ্ধিজীবীশ্রেণীর অধিকতর আদর্শস্বরূপ।

ক্রাস্‌নিউস্কি। সমাজতান্ত্রিক সমাজে উচ্চতর বিদ্যালয় শুধুমাত্র বিশেষজ্ঞদের অনুশীলন দানের স্থান নয়। এখানে প্রশাসনগত শিক্ষাও দেওয়া হয়। পোলিশ আইন ও সরকারি সিদ্ধান্তগুলি শিক্ষা পদ্ধতির মান যাচাই, সময়সূচী সংকলন এবং পরীক্ষা নির্ঘণ্ট প্রস্তুত করায় ছাত্রদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করেছে। তারা গ্রুপ এবং অনুষদে শিক্ষক নির্বাচন, পাঠ্যসূচীর আধুনিকীকরণ, নবীনদের সাহায্য করা, প্রভৃতিতে অংশ নেয়। এসব করা হয়ে থাকে বিদ্যালয় সেনেট, বিভাগীয় পরিষদ ও যুব পরিষদগুলিতে নির্বাচিত ছাত্র প্রতিনিধিদের মাধ্যমে (ছাত্ররা এক-তৃতীয়াংশ সদস্য নির্বাচন করে)। যুবকরা সরাসরি সংশ্লিষ্ট এরূপ সমস্যা বিবেচনার জন্য বিভাগীয় অধ্যক্ষ ও অধিশিক্ষকগণের বৈঠকে ছাত্ররা উপস্থিত থাকতে পারে। অধ্যাপকদের একাংশ ছাত্রদের অংশীদার হিসেবে স্বীকার করতে অনিচ্ছা প্রকাশ করলেও, নীতিগতভাবে প্রশাসন ছাত্রদের অংশগ্রহণের অধিকারগুলিকে মর্যাদা দেয়। ছাত্রদের স্বব্যবস্থিত প্রশাসন দুটি ভাগে বিভক্ত। প্রথমটি (সমবায় পরিষদ, ছাত্রবৃত্তি কমিশন, ভোজন কক্ষ পরিচালন কমিটি, ছাত্রাবাস পরিষদ, এবং অনুরূপ) প্রশাসকমণ্ডলীর সামনে ছাত্রদের স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলি তুলে ধরে। দ্বিতীয়টি (ক্লাব পরিষদ, অপেশাদার নাট্য দল, বিজ্ঞান চক্র, প্রভৃতি) যুব কর্মোদ্যমের অভ্যন্তরীণ কাঠামোর তত্ত্বাবধান করে। স্বব্যবস্থিত প্রশাসনের পরিসর বৃদ্ধি পাচ্ছে। উদাহরণস্বরূপ নিয়মানুবর্তিতা সম্বন্ধীয় কমিটিগুলির উল্লেখ করা যাক। এগুলি আগে বিভাগীয় অধ্যক্ষ এবং অধিশিক্ষকদের নিয়ে গঠিত হত। এখন বিষয়টি ছাত্রদের হাতে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। এবং দেখা যাচ্ছে এগুলি অধিকতর কড়া হয়ে উঠেছে এবং সহপাঠী ছাত্রদের অধিকতর কার্যকরভাবে পরিচালনা করছে।

মুরাই। হাঙ্গেরীয় উচ্চতর বিদ্যালয়গুলিতে প্রতি তিন বছর অন্তর শিক্ষকদের পুনর্বার মান যাচাই করা হয়। এবং এ বিষয়ে ছাত্রদের মতামতের মূল্য দেওয়া হয়। শিক্ষা-

বর্ষের প্রতি অর্ধ শেষে ছাত্ররা একপ্রস্থ প্রশ্নের লিখিত উত্তর দেয়ঃ বিশেষজ্ঞ তথা ব্যক্তি হিসেবে শিক্ষকদের সম্পর্কে তারা কি ধারণা পোষণ করে, এবং তার পঠন-পদ্ধতি সম্পর্কে তাদের মতামত কি। যুব কমিউনিস্ট লীগ কাঠামোর মধ্যে কর্মরত একটি বিশেষ কমিটি ছাত্রদের অধিকারসমূহ রক্ষার ক্ষেত্রে নিয়োজিত আছে। এর সদস্যরা সমগ্র ছাত্রদের দ্বারা নির্বাচিত এবং ছাত্রদের নিকট দায়াবদ্ধ। বিদ্যালয় সনদে এই কমিটিকে ভোটদানের ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। সম্প্রতি আমার প্রতিষ্ঠানের ছাত্ররা তাদের ভেটো অধিকার প্রয়োগ করেছিল। রসায়ন ইঞ্জিনিয়ারদের জন্য একটি দুই পর্যায়ের পাঠক্রম (শিল্প ইঞ্জিনিয়ারদের জন্য একটি ত্রি-বার্ষিক শিক্ষাসূচী এবং শিক্ষণপ্রাপ্তদের জন্য পঞ্চম বর্ষীয় সূচী) প্রবর্তন করা হলে, কমিটি প্রস্তাবিত এই দুই পর্যায়ে ছাত্র নির্বাচনের পদ্ধতি সম্পর্কে আপত্তি জানায়। তারা বিচারের মান প্রশস্ততর করার প্রস্তাব করে, যাতে, পুঁথিগত সাফল্য ছাড়াও গবেষণা ও সমাজ সেবামূলক কাজে অংশগ্রহণকেও বিচারের মাপকাঠি হিসেবে গণ্য হয়।

রুডেনকো। স্ব-শাসিত প্রশাসন প্রায়শই পরিতাপজনক জটিলতার সৃষ্টি করে। অধিকারের কথা বলা সহজ, প্রয়োগ করা তত সহজ নয়। ছাত্রদের কমসোমল সংগঠনের খুবই ব্যাপক অধিকার রয়েছে; কিন্তু ঐগুলি প্রয়োগের জন্য কঠিন পরিশ্রমের প্রয়োজন। সব ছাত্রই সেই পরিশ্রমে ইচ্ছুক নয়। ছাত্র সংগঠনগুলির অধিকারসমূহ "সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাষ্ট্রীয় প্রজাতন্ত্রগুলিতে সরকারি শিক্ষার বিধান-সম্বন্ধীয় নীতিগুলিতে" নথিভুক্ত আছে। ভর্তি থেকে শুরু করে স্নাতকদের চাকরি নির্দিষ্ট করা পর্যন্ত বিদ্যালয় জীবনের সমস্ত দিকই স্বশাসিত প্রশাসনের এক্তিয়ারভুক্ত। ছাত্রদের শিক্ষা-বিষয়ক কমিটিগুলি প্রশিক্ষণের অগ্রগতি বিচার-বিবেচনা করে, এবং প্রশিক্ষণ-পদ্ধতি ও অনুরূপ বিষয়গুলি নিয়ে প্রশাসকমণ্ডলীর সাথে আলাপ-আলোচনা করে।

ছাত্র কমিশনগুলি ছাত্র-বৃত্তি বণ্টনে অংশ নেয়, ছাত্রাবাস পরিষদ আবাসিকের ঘর নির্দিষ্ট করে এবং বাসস্থানের পরিবেশ ও অবসর-বিনোদনের ব্যবস্থা সম্পর্কে খোঁজ-খবর করে। দেখা যাচ্ছে যে, ছাত্রদের অধিকারগুলি হল ব্যাপক। এবং আমরা জানি যে বৈষয়িক সুবিধাগুলির উপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ হল গণতন্ত্রের মূল উপাদান।

১৯৬৮ সালে নানতেরে ছাত্র দাঙ্গা সম্বন্ধে রবার্ট মেরলের গ্রন্থ থেকে একটি প্রাসঙ্গিক ঘটনার উল্লেখ করা যাক। ছাত্ররা অনুষদ পরিষদের এক বৈঠকে জোর করে ঢুকে পড়লে গোলমাল বেধে যায়। এইরকম ঔদ্ধত্যের কথা ইতিপূর্বে শোনা যায় নি। বিভাগীয় অধ্যক্ষ ও তাঁর সহকারী পুলিস ডাকতে চাইলেন। ইতিমধ্যে, ছাত্ররা অবাক বিস্ময়ে চারিদিকে দেখতে লাগল, কারণ ইতিপূর্বে কোনোদিন তারা এই হলঘরে ঢুকে দেখে নি। সোভিয়েত ইউনিয়নের ছাত্রদের যুব কমিউনিস্ট লীগের প্রতিনিধিরা অনুষদ ও বিশ্ববিদ্যালয় পরিষদে অংশ গ্রহণ করে। সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক যুক্তরাষ্ট্রের উচ্চতর ও বিশেষ মাধ্যমিক শিক্ষা-মন্ত্রকের উচ্চতর বিদ্যালয় পরিষদ এবং অধিশিক্ষকদের পরিষদে ছাত্রদের প্রতিনিধি রয়েছে। এইভাবে তারা সিদ্ধান্ত গ্রহণে অংশীদার হতে পারে, যদিও, দুর্ভাগ্যজনক হল, সব ছাত্রই তাদের দায়িত্ব সম্পর্কে অবহিত নয়।

ক্রাসনিউস্কি। উচ্চতর বিদ্যালয়ে তরুণ ছাত্ররা যে সব স্তর অতিক্রম করে সেই সব স্তরে প্রশাসন সম্পর্কে তাদের শিক্ষা দিতে হবে যাতে তারা সমাজের পূর্ণাঙ্গ সদস্য হয়ে উঠবে। শুধু অধিকার দেওয়াই নয়, সেগুলির ব্যবহার সম্পর্কেও শিক্ষা দেওয়ার দিকেও আমরা নজর দিই—এই তথ্যই প্রমাণ করে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে পরিস্থিতি ধনতান্ত্রিক দেশগুলি হতে ভিন্ন। ধনতান্ত্রিক দেশে ছাত্রদের অধিকারের জন্য লড়াই করতে হয়। নিজ বিদ্যালয় সম্পর্কে সমাজতান্ত্রিক দেশের ছাত্রদের আগ্রহ এবং দায়িত্ববোধ রয়েছে। প্রশাসনে অংশগ্রহণ কেবলমাত্র একটি অধিকার নয়, কর্তব্যও।

মুরাই। কল-কারখানা, কৃষি খামার, বাসগৃহ, এলাকা প্রভৃতি বাইরের জগতের সংস্পর্শে আসার আগ্রহ আমাদের ছাত্রদের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য। গৃহনির্মাণ প্রকল্পগুলির কাজে সাহায্য করা হাঙ্গেরির ছাত্রদের পরম্পরাগত প্রথা। ছাত্রদের নিজস্ব উদ্যোগে প্রথম গৃহনির্মাণ শিবির স্থাপন করা হয়েছিল ১৯৫৮ সালে উত্তর-পশ্চিম হাঙ্গেরির জলাভূমিগুলিতে।

রুডেনকো। ছাত্রদের নিকট সাবালক শ্রমিকের জগতের সাথে যোগসূত্রের একটি বিশেষ অর্থ আছে। এই যোগসূত্র উৎপাদনের ভবিষ্যৎ অধিনায়কদের অভিজ্ঞতা অর্জনের সুযোগ সৃষ্টি করে। সোভিয়েত বিদ্যালয়গুলিতে এমন বহু দৃষ্টান্ত আছে—শ্রমিকশ্রেণীর পুরস্কারের জন্য ছাত্রদের প্রতিযোগিতা, কলকারখানার সঙ্গে সহযোগিতার চুক্তি প্রভৃতি। ১৯৭৫ সালের এপ্রিল মাসে মস্কোতে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির ছাত্রদের সমাবেশকে সম্বোধন করে এক পত্রে সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক এল আই ব্রেঝনেভ বলেন ঃ "দৃঢ় কমিউনিস্টসুলভ বিশ্বাস, মহৎ নৈতিক গুণাবলী, মৌলিক জ্ঞান, এবং শ্রেণী দৃষ্টিকোণ থেকে সামাজিক ঘটনাবলী নিরূপণ করার দক্ষতার মিলন সমাজতান্ত্রিক সমাজের বিশেষজ্ঞদের বিশিষ্ট করে, যারা পার্টি ও জনগণকে অন্য সব কিছুর ঊর্ধ্বে স্থান দেয়। এবং এটা ভালো জিনিস যে তোমরা তোমাদের ছাত্রাবস্থায় লেখাপড়ার সাথে গঠনমূলক শ্রম, বৈজ্ঞানিক অন্বেষণ এবং সামাজিক রাজনৈতিক জীবনে অংশগ্রহণ করাকে যুক্ত করো।" ছাত্রদের গৃহ নির্মাণ গোষ্ঠীগুলির বিশেষভাবে উল্লেখ করা প্রয়োজন। ব্যাপকতা, আঙ্গিক ও পদ্ধতি, ফলাফলে এবং যেসব নৈতিক গুণ সৃষ্টি হয় সে সবের ক্ষেত্রে এই আন্দোলন আমার চোখে ছাত্র জীবনের ইতিহাসে পূর্ব-জ্ঞাত যে কোনো বিষয়কে অতিক্রম করেছে। শত-সহস্র সদস্য এই গোষ্ঠীগুলির সঙ্গে যুক্ত, এবং যে কাজ এরা করে তার মূল্য শত-লক্ষ রুবল।

ক্রাউনিউস্কি। ছাত্রদের দিক থেকে আপনি সম্ভবত এটাকে সামাজিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত কাজ বলে মনে করছেন। কিন্তু এর কি একটা সহজতর কারণ থাকতে পারে না? ছাত্রদের মধ্যে কেউ কেউ ছাত্র বৃত্তি দিয়ে খরচ কুলিয়ে উঠতে পারে না, এবং পিতামাতার নিকট থেকেও এরা কোনো নিয়মিত ভাতা পায় না। শিক্ষা অবশ্যই

অবৈতনিক, কিন্তু তা সত্ত্বেও কোনোও কোনোও ছাত্রকে বিদ্যালয়ের মাধ্যমে কাজ খুঁজে নিতে হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ ১৯৭১-এ পোল্যাণ্ডের ছাত্রদের (প্রথম থেকে তৃতীয় বর্ষের) ২৯ শতাংশকে তাদের ভরণপোষণের জন্য উপার্জন করতে হয়েছিল, এদের ৩·৫ শতাংশ ছিল নিয়মিত চাকুরে এবং ২৫·২৫ শতাংশ সাময়িক কাজ করত। অর্ধেকেরও বেশির বক্তব্য ছিল যেহেতু তাদের টাকার প্রয়োজন, তারা লেখাপড়া এবং কাজ একই সঙ্গে করছে।

রুডেনকো। উপার্জন একটি উদ্দেশ্য, কিন্তু নিঃসন্দেহে একমাত্র অথবা প্রধান উদ্দেশ্য নয়। বহু ছাত্রই তাদের পিতামাতার কাছ থেকে ভাতা পায় এবং তারা তো গ্রীষ্মের ছুটিতে গৃহ নির্মাণ ক্ষেত্রগুলিতে যাওয়ার পরিবর্তে পর্যটন কেন্দ্রে যেতে পারে। অথচ তারা ছাত্রদের গৃহনির্মাণ গোষ্ঠীগুলিতে স্থান পাওয়ার জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। এটি একটি লক্ষণীয় বিষয়, কারণ গোষ্ঠীগুলির একটি কঠোর নিয়মাবলী রয়েছে। প্রধান নীতিগুলি হল ঃ স্বাধীন ইচ্ছা, নিয়মানুবর্তিতা, এবং কঠিন পরিশ্রম। ছাত্ররা কেবল কাজসর্বস্ব নয়, তারা বক্তৃতা করে, গ্রামের ছেলেমেয়েদের সাহায্য করে, এবং স্থানীয় অধিবাসীদের জন্য নাটক ও সংগীতানুষ্ঠান মঞ্চস্থ করে। মস্কো পিডাগোজিকাল ফরেন ল্যাংগুয়েজেস ইনস্টিটিউটের একটি গোষ্ঠী গত গ্রীষ্মে তাদের কাজের জন্য কোনো মজুরি নেয় নি। এদের এই বদান্যতা কিন্তু কিছুমাত্র অভিনব নয়। উদাহরণস্বরূপ ১৯৬২ সালে কিউবার জন্য ট্রাক্টর কিনতে ছাত্ররা তাদের একদিনের আয় দান করেছিল। তারপরে তারা ভিয়েতনামের জন্য একদিনের আয় দেয়। নতুন করে সংস্কার করা একটি খামার এলাকায় একটি পরীক্ষামূলক বিদ্যালয় ক্লাব এবং ভূমিকম্প বিধ্বস্ত তাশখন্দ-এ এক প্রস্থ শিশু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছাত্রদের উপার্জন দিয়েই নির্মিত হয়েছিল। স্থানীয় বিদ্যালয়গুলি, যুদ্ধে পঙ্গু ও নিহত ব্যক্তিদের পরিবারগুলির বাসগৃহের মেরামতি করা গৃহ-নির্মাণ গোষ্ঠীগুলির চিরাচরিত কাজ। এর জন্য তারা কোনো অর্থ নেয় না। কাজেই আমরা দেখতে পাচ্ছি, অর্থ-উপার্জনই ছাত্রদের একমাত্র অভিপ্রায় নয়। সর্বাপেক্ষা সুদূরপ্রসারী উদ্দেশ্য হল প্রয়োজনীয় হয়ে ওঠার আগ্রহ, নিজেই একটি কাজের চেষ্টা করা এবং নিজের অধিকার বজায় রাখতে দৃঢ় সংকল্প হওয়া। তরুণদের সহজাত চরম-পন্থাকে এইরূপে সমাজ হিতকর উদ্দেশ্যে প্রবাহিত করা হয়।

ক্রাসনিউস্কি। আপনি সম্পূর্ণ সঠিক কথা বলেছেন, আর আমি স্বীকার করছি আপনার জবাব এমন হবে বলে আমি অনুমান করেছিলাম, কারণ পেল্যাণ্ডের ছাত্রদের ক্ষেত্রেও একই জিনিস সত্য। যুদ্ধের পরে আমাদের ভীষণ চিকিৎসকের অভাব দেখা দেয়। সুতরাং চিকিৎসা বিদ্যা-লয়ের ছাত্ররা তখন কাজে নেমে পড়ে। এখন আমাদের যথেষ্ট চিকিৎসক রয়েছে, কিন্তু ছাত্র ঐতিহ্যটিও টিকে আছে। ছাত্ররা, তাদের ভাষায় হোয়াইট সানডে উদযাপন করে। ঐ সময়ে তারা গ্রামে গিয়ে সেখানের অধিবাসীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে এবং চিকিৎসকদের সাহায্য করে। একবার আমি ছাত্রদের দিনে ৬০ থেকে ৮০ জন কৃষকের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করতে দেখেছিলাম, যদিও, স্বভাবতই কেউ তাদের এই কোটা নির্দিষ্ট করে দেয় নি।

মুরাই। আমরা সাধারণত সম্ভাবনার শর্তে একটি স্বতন্ত্র গোষ্ঠীরূপে ছাত্রদের সামাজিক মূল্য বিচার করি (কারণ ছাত্রদের লক্ষ্য হল ভবিষ্যৎ পেশার প্রশিক্ষণ লওয়া)। কিন্তু আমাদের দেশগুলিতে ইতিমধ্যেই ছাত্ররা একটি ক্ষমতাসম্পন্ন সামাজিক শক্তি হয়ে উঠেছে। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য বা গোষ্ঠীস্বাতন্ত্র্যের কোনো লক্ষণ তাদের মধ্যে নেই। উচ্চ-তর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি তাদের দরজা জানলা বাইরের জগতের কাছে খুলে রেখেছে। সমাজতান্ত্রিক সমাজে ছাত্র হল একটি সামাজিকভাবে কর্মতৎপর ব্যক্তিত্ব।

* * * *

ছাত্রদের অপেক্ষা অধিকতর সামাজিকভাবে অসম একটি গোষ্ঠী খুঁজে পাওয়া কঠিন। তা সত্ত্বেও এই আলোচনা থেকে দেখা গেল ধীরে ধীরে সমাজতান্ত্রিক ছাত্রদের একটি আন্তর্জাতিক চরিত্র আত্মপ্রকাশ করছে। সামাজিক-রাজ-নৈতিক ব্যবস্থা, কমিউনিস্ট পার্টি ও জনগণের কর্তব্য, এবং সমাজতান্ত্রিক সমাজে যুব সমাজের নিকট আকাঙ্ক্ষিত ভূমিকা দ্বারা তার ব্যক্তিত্ব গঠিত হয়।

গ্রামীণ পানামায় নতুন নতুন প্রবণতা

বালডোমেরো গনজালেস
বিকল্প সদস্য পানামা পিপল্‌স পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি

আমেণ্টামিয়েণ্টো(১) হল এমন একটি শব্দ যা লোকে পানামায় পথের বিজ্ঞাপনে, সংবাদপত্রের শিরোনামে, রেডিও ও কথাবার্তায় ক্রমশই বেশি করে দেখতে পাচ্ছে। অসংখ্য রাজনৈতিক সংস্থা, জনমতের একটি বিপুল অংশ এবং জনগণ আজ জেনারেল তরিজো-র **আমেণ্টামিয়েণ্টো** স্থাপনের নীতি সমর্থন করে কারণ সেটা গ্রামীণ পানামায় গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটিয়ে পানামাকে নতুন জীবনের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। এই সব পরিবর্তনগুলি স্পষ্ট করে বলার আগে আমাদের দেশে কৃষক আন্দোলনের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া প্রয়োজন।

পানামা মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের দ্বারা অর্ধেক অধিকৃত অনগ্রসর কৃষিপ্রধান দেশ। মার্কিন নিয়ন্ত্রিত খাল অঞ্চলের অস্তিত্ব আমাদের দেশের জীবনের সমস্ত দিকের ওপরেই তার ছাপ ফেলেছে, বিশেষ করে কৃষকদের অবস্থার ওপরে তো বটেই।

যখনই খালটি নির্মিত হয় (১৯০৪—১৯১৪), মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ পানামাকে তার বিশ্বব্যাপী সামরিক ও অর্থনৈতিক রণকৌশলের ঘাঁটি হিসাবে ব্যবহার করতে অগ্রসর হয়। তার সম্প্রসারণ নীতির উদ্দেশ্য হল ক্ষুদ্রায়তন কৃষিকে ক্ষতিগ্রস্ত করা এবং এর ফলে হাজার হাজার কৃষককে ধ্বংস করে তাদের মজুত শ্রমিক বাহিনীতে পরিণত করা হয়েছে। বৃহৎ ব্যক্তিগত কৃষি খামারগুলি আরো শক্তিশালী হয়েছে ও সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে ব্যবসা বাণিজ্য করছে। অর্থ অথবা জিনিসপত্রে প্রদত্ত নামমাত্র পারিশ্রমিকের বিনিময়ে কর্মরত ভাগচাষীদের শোষণ বৃদ্ধি পেয়েছে, সেই সঙ্গে বৃদ্ধি পেয়েছে ব্যবসায়িক ও ভূস্বামী মোড়লতন্ত্রের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতা।

পানামায় পুঁজিবাদী সম্পর্কের বিকাশ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শুরুতে দ্রুত গতিসম্পন্ন হয়ে ওঠে। সাম্রাজ্যবাদী ও মোড়লতান্ত্রিক শাসনের ফলে দেশের ভারসাম্য বানচাল হয়ে যায়। কৃষিতে পুঁজিবাদের প্রতিভূ ছিল বৃহৎ কলা কোম্পানিগুলি, শেয়ার সংগ্রহকারী ভূস্বামীতন্ত্র এবং কিছু স্বল্পসংখ্যক সম্পন্ন কৃষক। গ্রামের অধিবাসীদের অধিকাংশই ছিল দরিদ্র এবং অজ্ঞ, আর তারা ছিল জমিদারদের কাছে আধা-সামন্ততান্ত্রিক দাসত্ব বন্ধনে বন্দী।

ভূমিহীন জবরদখলকারীরা (**প্রিক্যারিসটাম**) পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে বিশেষভাবে সক্রিয় হয়ে ওঠে। তারা গ্রামে, শহরতলীতে এবং এমন কি খাল অঞ্চলে অকর্ষিত ব্যক্তিগত অথবা সরকারি জমি জবরদখল করে।

কর্তৃপক্ষ অথবা জমিদাররা সাধারণত জমি চাষ করা হয়ে গেলে প্রায়শই জবরদখলকারীদের উচ্ছেদ করতেন। এর ফলে যে সংঘর্ষের সৃষ্টি হত তার মধ্যে দিয়ে শ্রেণী সংহতি ও ঐক্যের আকাঙ্ক্ষা জাগে। প্রধানত পিপল্‌স পার্টি অফ পানামার (পিপিপি) সহযোগিতায় একের পর এক কৃষক সংঘ স্থাপিত হতে থাকে। এই আন্দোলন দেশের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে।

বিপ্লবী বিস্ফোরণকে লক্ষ্যভ্রষ্ট করার জন্য দেশীয় মোড়লতন্ত্র অগ্রগতির জন্য মৈত্রীর(১) কাঠামোর মধ্যে একটি কৃষিসংস্কার শুরু করার কাজ ত্বরান্বিত করে। ১৯৬২-তে তথাকথিত কৃষিবিধি গৃহীত হয়। ১৯৬৩-তে এটি কার্যকর হয় এবং সেই সঙ্গে একটি সংস্কার কমিশন স্থাপিত হয়। এই বিধি কৃষকদের জমি, অর্থনৈতিক সাহায্য এবং সামাজিক রক্ষণাবেক্ষণের অধিকার নামেমাত্র স্বীকার করে। বাস্তবে তাদের অবস্থা থাকে অপরিবর্তিত, কারণ মোড়লতন্ত্রের প্রধান লক্ষ্য ছিল তুচ্ছ কয়েকটি বিশেষ সুবিধে দিয়ে ভূস্বামীতন্ত্রের মালিক এবং বৃহৎ পশুপালকদের অধিকার ও অর্থনৈতিক ক্ষমতা চিরস্থায়ী করা।(২) এতে সমবায় খামার স্থাপনের কথা বিবেচনা করা হয়, কিন্তু সেটা এত শর্তসাপেক্ষে যে একমাত্র মধ্যচাষীরাই সমবায় স্থাপন করতে

---

১ যে সব কৃষক উপনিবেশের অধিবাসীরা স্বতন্ত্র বা যৌথভাবে ব্যক্তিগত স্বত্বাধিকারীদের কাছ থেকে অধিকৃত অথবা বিভিন্ন শর্তে রাষ্ট্রের দ্বারা বণ্টিত জমির মালিক হওয়ার বা ব্যবহার করার অধিকারী, সেই সব কৃষক উপনিবেশ বিষয়ে প্রযুক্ত শব্দ। কোনো কোনো ক্ষেত্রে **আমেণ্টামিয়েণ্টোগুলি** সমবায় আন্দোলনের অংশ হয়ে দাঁড়ায়।

১ লাতিন আমেরিকার দেশগুলিকে "সাহায্যের" জন্য ১৯৬৩ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তৈরি ব্যর্থ কর্মসূচী, যার উদ্দেশ্য ছিল সীমিত বুর্জোয়া সংস্কারের মাধ্যমে একটি কিউবা ধরনের বিপ্লব এড়ানো।

২ ভূসম্পত্তির আয়তন ছিল কার্যত সীমাহীন, যদি উদাহরণস্বরূপ, কোনো পশুপালকের প্রতি দুই হেক্টর জমি পিছু অন্তত একটি ঘোড়া বা একটি গবাদি পশু থাকত। দরিদ্রের ক্ষেত্রে বিধিতে একথা স্পষ্ট করে দেওয়া ছিল যে যারা অনুমতি ছাড়া ব্যক্তিগত বা সরকারি জমি ব্যবহার করছে, তাদের জবরদখলকারী বলে ধরা হবে। তাদের সাবধান করে দেওয়া হয় যে বিধি কার্যকর হলে "কৃষি সংস্কার কমিশন নতুন জবরদখলকারীদের আসতে দেবে না, কারণ তার লক্ষ্য হল ভূসম্পত্তির আইনসঙ্গত অধিকারের উন্নতিসাধন করা।"

পারত। এই সংস্কার, যাতে "বংশ পরম্পরায় ভূস্বামী-গোষ্ঠীর মালিক এবং নতুন বুর্জোয়াশ্রেণীর স্বার্থ পরস্পর সংবদ্ধ, তা কৃষিসমস্যার সমাধান করে নি। জনগণের অবস্থা যাচ্ছিল খারাপ থেকে আরো খারাপের দিকে। হাজার হাজার ভূমিহীন চাষী জীবিকার সন্ধানে দেশের সর্বত্র ঘুরে বেড়াচ্ছিল। গ্রামাঞ্চলে সামাজিক সংঘর্ষ ঘনীভূত হচ্ছিল।

১৯৬৮-র অক্টোবরে ক্ষমতা অধিগ্রহণ করে একটি সামরিক ও বেসামরিক সরকার, যাকে আমাদের পার্টি গঠনের দিক দিয়ে পাতিবুর্জোয়া, ও সারমর্মের দিক দিয়ে জাতীয়তাবাদী বলে মনে করে। গণতান্ত্রিক শক্তিগুলির চাপে নতুন সরকার একটি সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী অবস্থান গ্রহণ করে। দেশের উন্নয়নের বিভিন্ন নির্দিষ্ট স্তরে এটি এক প্রগতিশীল ভূমিকা পালন করতে পারে। সমগ্র জনগণের সমর্থনে এ এক স্বাধীন সার্বভৌম বৈদেশিক নীতি অনুসরণ করছে। সরকার কিউবাকে স্বীকৃতি দিয়েছে, অন্য কয়েকটি সমাজতান্ত্রিক দেশের সংগে সম্পর্কের উন্নয়ন ঘটাচ্ছে, এবং খাল অঞ্চলে মার্কিন নিয়ন্ত্রণের অবসান ঘটানোর চেষ্টা করছে।

সরকারের অভ্যন্তরীণ ব্যবস্থাগুলি সামাজিক ও অর্থনৈতিক কাঠামোর পরিবর্তন ঘটায় নি। তা সত্ত্বেও; নিজেদের অর্থনৈতিক স্বার্থ তুলে ধরার এবং রাজনৈতিক কার্যকলাপে যোগদানের সুযোগ তারা জনগণকে দিয়েছে। প্রতি **কারিজিমিয়েন্টো** বা ছোট শাসনতান্ত্রিক একক থেকে একজন করে প্রতিনিধি গ্রহণের নীতি অনুযায়ী ১৯৭২-এ ন্যাশনাল এ্যাসেম্বলিতে নির্বাচন হয়। এই ব্যবস্থায় জনগণ বিশেষ করে কৃষকেরা সঠিক প্রতিনিধিত্ব পেতে সক্ষম হয়েছে।

সরকারের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য হল গরিব চাষীদের জমির ব্যবস্থা করে দেওয়া। এর জন্য অনেক সমস্যা সমাধানের প্রয়োজন ছিল। প্রথমত, সরকারকে খুঁজে বার করতে হয়েছিল সবচেয়ে অনুকূল ধরনের ব্যবস্থা, এমন কিছু যা জবরদখলকারীদের পক্ষে সর্বাধিক লাভজনক হবে, এবং কৃষি উৎপাদনে তাদের কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করবে। আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলির সুপারিশের সংগে এবং লাতিন আমেরিকান দেশগুলির (যেমন চিলি) অভিজ্ঞতার সংগে সংগতি রেখে **আমেন্টামিয়েন্টোগুলিকে** সঠিক রূপ হিসেবে বাছাই করা হয়। কিন্তু কোন জমি বণ্টন করা হবে ও কিভাবে সেটা করা হবে? (ব্যক্তিগত বা সমষ্টিগতভাবে) এবং উৎপাদনের কোন রূপে—অর্থাৎ ক্ষুদ্রায়তন—পণ্য উৎপাদনকারী রূপে অথবা বৃহদায়তন সমবায় কাঠামোয়? অন্যভাবে বলতে গেলে, গ্রামীণ অর্থনৈতিক সম্পর্কের একেবারে মূল পর্যন্ত নাড়া দিচ্ছে যে সব সমস্যা, সেগুলিকে সরকার কিভাবে মোকাবিলা করবে?

প্রথমে, জবরদখলকারীরা যেখানে জমি দখল করার জন্য আদালতে অভিযুক্ত হয়েছে সেখানে সরকার **আমেন্টামিয়েন্টো** স্থাপন করে। সামরিক কর্তৃপক্ষ অধিকৃত জমি ব্যবহারে কৃষকদের অধিকার স্বীকার করে। সরকার বিবিধ পদ্ধতির আশ্রয় নেয়—১৫ থেকে ৪০ বছরে ঋণপত্রে দাম শোধ করার অঙ্গীকারে জমিদারদের কাছ থেকে জমি দখল করে, (রাস্তা, গুদামঘর ও অন্যান্য সুবিধাসহ) জমি কেনে, অন্যত্র সরকারি জমি থেকে মালিককে জমি বণ্টনের মাধ্যমে জমি বিনিময় করে, অথবা (যেখানে মালিক কর দেয় নি সেখানে) নীলামে কেনে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে জমিদারেরা নিজেরাই কৃষকদের অধিকৃত জমি বিনামূল্যে সরকারকে অর্পণ করে, যাতে তাদের জমির অধিকাংশ তারা রক্ষা করতে পারে। এইভাবে লব্ধ জমি **আমেন্টামিয়েন্টোগুলিকে** দেওয়া হয়।

অন্যান্য কিছু কিছু লাতিন আমেরিকান দেশের থেকে স্বতন্ত্রভাবে পানামার **আমেন্টামিয়েন্টোগুলি** প্রায় সংগে সংগেই যৌথ ভূমি ব্যবস্থার আদর্শে পরিচালিত সমবায় খামারে পরিণত হয়। (১) সমগ্র দেশে **আমেন্টামিয়েন্টো** স্থাপনের জন্য একটি ব্যাপক আন্দোলন গড়ে ওঠে।

ফলে সরকার মুখোমুখি হয় নতুন, এবং প্রধানত অর্থনৈতিক ও প্রাযুক্তিক সমস্যাবলীর, যাদের সমাধান গ্রামাঞ্চলকে রূপান্তরিত করার দিকে এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। **আমেন্টামিয়েন্টোগুলি** রাষ্ট্রের কাছে থেকে জমি এবং ঋণ উভয়ই পেতে থাকে। এই উদ্দেশ্যে একটি কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক স্থাপিত হয়। ট্রাক্টর, ফসল কাটা ও মাড়াইয়ের যন্ত্র ও অন্যান্য যন্ত্রপাতি ভাড়া দেওয়ার জন্য সরবরাহের মাধ্যমে প্রাযুক্তিক সহযোগিতা প্রসারিত করা হচ্ছে। অধিকতর শক্তিশালী **আমেন্টামিয়েন্টোগুলির** নিজস্ব খামারের যন্ত্রপাতি আছে। একটি **আমেন্টামিয়েন্টোর** পরিচালকমণ্ডলীর মধ্যে সাধারণত থাকে এক অথবা একাধিক কৃষিবিদ এঞ্জিনিয়ার অথবা অন্যান্য বিশেষজ্ঞ। ১৯৭০ সাল থেকে খামার যন্ত্র-চালকদের প্রশিক্ষণ চলেছে, এবং কৃষকদের জন্য স্বল্পকালীন কৃষিশিক্ষার ক্লাস সংগঠিত করা হচ্ছে। জলসরবরাহ ব্যবস্থা, চিকিৎসাকেন্দ্র, বিদ্যালয়, কৃষকদের ক্লাব প্রভৃতি স্থাপন করে স্বাস্থ্যবিধি, স্বাস্থ্য রক্ষা ও শিক্ষার জন্য অনেক কিছু করা হচ্ছে। একদা বঞ্চিত কৃষকেরা এখন এক নতুন জীবন যাপন করছে। আগে একটি গ্রামীণ পরিবারের বার্ষিক আয় ছিল ১২০ বালবোয়া (১২০ ডলার)। আজ একটি **আমেন্টামিয়েন্টোভুক্ত** পরিবার তার ছয় বা সাতগুণ উপার্জন করে। গৃহসংলগ্ন জমি কৃষকদের উপার্জনকে বাড়িয়ে দেয়। অবশ্য সমবায় খামার যত বেশি উন্নত হয়, কৃষকেরা ততই এই জমি ছেড়ে দিতে থাকে।

উপার্জন নিম্নলিখিতভাবে বণ্টিত হয়: উৎপন্ন দ্রব্য রাষ্ট্রকে বিক্রয় করার থেকে উপার্জিত অর্থের একাংশ ব্যয় হয় ঋণ শোধে, যন্ত্র, যন্ত্রাংশ ও জমির সার কেনায়, আর অন্য অংশ শ্রমদিবস অনুযায়ী বেতন দানে। তাছাড়া লাভের একাংশ প্রায়শই অব-কাঠামো প্রসারিত করার কাজে ব্যবহৃত হয়। এই কাঠামো প্রসারের ক্ষেত্রে রুট্র গঠনের সাজসরঞ্জাম ও প্রাযুক্তিক সুযোগ-সুবিধা সরবরাহ করে, আর **আমেন্টামিয়েন্টো** সরবরাহ করে শ্রম।

এই সবই করা হচ্ছে **আমেন্টামিয়েন্টোগুলিকে** দক্ষ সংস্থায় পরিণত করার জন্য। তাদের অধিকাংশই দানা শস্য উৎপাদন করে।(২) এখানে কয়েকটি সংখ্যা দেওয়া হল।

---

১ কোনো **আমেন্টামিয়েন্টোর** প্রতিটি সদস্যই একখণ্ড পারিবারিক জমি পাবার অধিকারী, যার আয়তন স্থির করে দেবে সমগ্র সদস্যমণ্ডলী, কিন্তু যা অর্ধেক হেকটারের বেশি হবে না।

২ পশুপালনে এখনও পর্যন্ত বৃহৎ মালিকদের প্রচুর পরিমাণ অংশ রয়েছে। ফল উৎপাদন (কলা) রয়েছে বিদেশী একচেটিয়াদের হাতে। অবশ্য বিভিন্ন

১৯৭০-এ **আমেন্টামিয়েন্টোগুলি** থেকে জাতির শস্য উৎপাদনের মাত্র শতকরা এক ভাগ পাওয়া যেত। তিন বছর পরে তারা সরবরাহ করে ৩০ শতাংশ, এটা প্রধানত চাল। প্রতি হেকটারে উৎপাদন রয়েছে ৬০ থেকে ৬৫ কুইন্টাল-এর মধ্যে (১ কুইন্টাল=প্রায় ৪০ কেজি)। এই প্রথম পানামা চাল আমদানি বন্ধ করেছে।

চিলিতে ফ্যাসিস্টদের ক্ষমতাদখলের পর, পানামার ব্যক্তিগত ব্যবসার মালিকরা অভ্যন্তরীণ প্রতিক্রিয়ার উস্কানিতে খাদ্য সরবরাহ বানচাল করতে চেষ্টা করে; কিন্তু **আমেন্টামিয়েন্টোগুলি** দেশের সাহায্যে এগিয়ে আসে। কৃষি উন্নয়ন মন্ত্রক পরিচালিত ফ্রিগোমিডা নামক বিপণীগুচ্ছের মাধ্যমে তাদের উৎপাদিত পণ্য বিক্রি করা হয়, এবং অন্তর্ঘাতের প্রয়াস ব্যর্থ হয়।

অতএব দেখা যাচ্ছে নতুন সমবায়গুলি শুধুমাত্র তাদেরই অর্থের সংস্থান করে না, সরকারকে অর্থনীতি গড়ে তুলতে এবং প্রতিবিপ্লবের সঙ্গে লড়াই করতেও সাহায্য করে।

মতাদর্শগত সংঘর্ষে **আমেন্টামিয়েন্টোগুলি** একটি কেন্দ্রীয় বিষয়। বুর্জোয়া সংস্কারবাদীরা আশা করেছিল যে কৃষকদের জমির বন্দোবস্ত দেবার সাময়িক উপায় হিসেবে প্রাথমিকভাবে পরিকল্পিত ও ধনতান্ত্রিক-ধরনের খামার স্থাপনের সম্ভাবনাসম্পন্ন **আমেন্টামিয়েন্টোগুলি** উৎপাদন বাড়াতে সাহায্য করবে এবং বৃহৎ মালিকদের স্বার্থের সীমা লঙ্ঘন না করেই কৃষকদের একাংশের জীবনধারনের মান সামান্য বাড়াবে।

যাই হোক, সরকারের কৃষিনীতি বুর্জোয়া সংস্কারবাদের সীমা পেরিয়ে গেছে। বাস্তবভাবে এই নীতি কৃষকদের বহু সমস্যার সমাধান করেছে। দারিদ্র্য থেকে সুন্দর জীবনে পরিবর্তন অনিবার্যভাবে কৃষকদের সামাজিক চেতনা জাগ্রত করে। এই জন্যই (পি পি পি) পানামা পিপল্‌স পার্টি **আমেন্টামিয়েন্টো** স্থাপনের নীতি সমর্থন করেছিল। পার্টির দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে এই নীতি সংগতিপূর্ণভাবে ও সর্বক্ষেত্রে অনুসরণ করলে, কৃষক ঐক্য ও গ্রামাঞ্চলের বিপ্লবী আন্দোলন অনুপ্রেরণা পাবে। পার্টি সঠিক প্রমাণিত হয়েছে। ছ-টি প্রাদেশিক যুক্তরাষ্ট্রে মিলিত ২০০টি **আমেন্টামিয়েন্টো** আজ রয়েছে। তারা সকলেই ন্যাশনাল কনফেডারেশনের (কন্যাক) অনুমোদনপ্রাপ্ত এবং ৬০০০ পরিবার অথবা কৃষিকার্যে নিযুক্ত লোকেদের মোটামুটি ১০ শতাংশ এর অন্তর্ভুক্ত। এটা খুব বেশি নয়, কিন্তু **আমেন্টামিয়েন্টোর** আন্দোলন অগ্রসর হচ্ছে।

যে সব কৃষক অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক দিক দিয়ে সক্রিয় হয়ে উঠেছে তারা ছাড়াও কৃষি সংস্কার কার্যকর করার প্রবক্তা হল তথাকথিত কৃষি জুন্টা (ছোট জমিদারদের সমিতি)। এখন ১৫০০ পরিবার নিয়ে গঠিত ৬০টি জুন্টা আছে। **আমেন্টামিয়েন্টো** এবং জুন্টা উভয়েই শহরের এবং গ্রামের শ্রমিক এবং দেশের সমস্ত প্রগতিশীলদের দ্বারা দৃঢ়ভাবে সমর্থিত।(১)

বিদেশী একচেটিয়া এবং ন্যাশনাল অ্যাসোসিয়েশন অফ স্টক-ফার্মারস (পশুপালকদের জাতীয় সমিতি) জাতীয় বৃহৎ ভূস্বামীদের সমিতিদের কৃষকদের বিভক্ত করার প্রয়াস সত্ত্বেও শ্রেণীসংগ্রাম এবং কৃষি সংস্কার আন্দোলন গতিশীল হয়ে উঠেছে। সরকারি মহলে যারা ভূস্বামীতন্ত্র বজায় রেখে পরিবর্তনের প্রক্রিয়াকে একটি পুঁজিবাদী চরিত্র দিতে চায় তাদের সঙ্গে এবং যারা বিপ্লবী পরিবর্তন বৃহৎ ভূস্বামীদের ক্ষমতার অবসান ও প্রাচীন উৎপাদন সম্পর্কের শৃঙ্খল থেকে উৎপাদিক শক্তির মুক্তি চায়, এটা এই শক্তির সংঘর্ষেরই কিছুটা প্রতিফলন।

গ্রামীণ রূপান্তরে জনগণকে একটি সক্রিয় ভূমিকা দেবার জন্য পিপল্‌স পার্টি অফ পানামা যথাসাধ্য করছে। **আমেন্টামিয়েন্টো** আন্দোলন প্রসারিত করার জন্য এবং ইউনাইটেড ফ্রুট কোম্পানির ফাঁকা জমিতে সমবায় সংগঠিত করার জন্য পার্টি কাজ করছে। কিছু কিছু শর্তসাপেক্ষে হলেও সরকার এই সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী দাবি মেনে নিয়েছে। **আমেন্টামিয়ান্টোগুলির** দ্রুত সমবায়ে রূপান্তর পার্টির প্রচেষ্টাতেই সম্ভব হয়েছে। সরকার তার কৃষিনীতি শুরু করার আগেই আমাদের পার্টি সমবায় স্থাপনে উল্লেখযোগ্য অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে। সমবায়ের অগ্রগতিতে নিঃসন্দেহে **আমেন্টামিয়েন্টোর** উন্নয়ন উপকৃত হয়েছে।

পিপল্‌স পার্টি অফ পানামা জোরের সঙ্গে বলছে যে সরকারে অবিচলভাবে প্রগতিশীল সামরিক ও বেসামরিক লোকজনের পেছনে রয়েছে গ্রামীণ শ্রমজীবী জনগণের বিরাট অংশ। তারা প্রতিক্রিয়াকে পরাজিত করার এবং পাতি ও মধ্য বুর্জোয়াশ্রেণীর দোদুল্যমান অংশকে জয় করার মতো আন্দোলন সমর্থন করতে প্রস্তুত। কিন্তু শ্রমিক ও কৃষকদের দৃঢ় মৈত্রী স্থাপনের মতো গভীর গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য আমাদের সাধন করতে হবে। যে সব প্রগতিশীল জাতীয়তাবাদী শক্তি সাম্রাজ্যবাদ ও তার দুষ্কৃতির সহযোগী বাণিজ্যিক ও কৃষি বুর্জোয়াশ্রেণীর সর্বময় ক্ষমতার অবসান ঘটাতে পারে তাদের অনুকূলে পরিস্থিতি পরিবর্তিত করার জন্য এটা প্রয়োজন।

এইভাবে আমরা সিদ্ধান্ত করতে পারি যে একদা সংস্কারবাদী পরীক্ষা **আমেন্টামিয়েন্টোগুলি** এখন গ্রামীণ পানামাতে হয়ে দাঁড়িয়েছে পরিবর্তনের সহায়ক এবং অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ও সামাজিক অগ্রগতির জন্য আমাদের জনগণের দেশপ্রেমিক সংগ্রামের একটি উপাদান।

ধরনের পশুপালন ও হাঁস-মুরগী পালনের **আমেন্টামিয়েন্টোও** রয়েছে।

১ কন্যাক-এর সাধারণ সম্পাদক জুলিও বার্নুডেজ **ডব্লিউ এম আর** প্রতিনিধিকে এক সাক্ষাৎকারে এই সংখ্যাগুলি জানান।

সমসাময়িক বাস্তবতা ও সাম্রাজ্যবাদী নীতি

সাম্প্রতিক মাসগুলোর দ্রুতগতিসম্পন্ন, বহুমুখী এবং অশান্ত ঘটনাবলী বহুদেশ এবং অঞ্চলের রাজনৈতিক পরিস্থিতির পরিবর্তন সাধন করেছে।

দক্ষিণ ভিয়েতনামের জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লব এক বিরাট সাফল্য অর্জন করেছে। বহুবছর ধরে সাম্রাজ্যবাদীদের হাতে ক্রীড়নক প্রতিক্রিয়াশীল সায়গন সরকার গণফৌজ ও বিদ্রোহী অসামরিক জনগণের যৌথ আক্রমণের মুখে ভেঙে পড়ল। এইভাবে সরকার প্যারিস চুক্তির বিরুদ্ধে অন্তর্ঘাতমূলক কাজকর্ম ও শান্তিপূর্ণ গণতান্ত্রিক সমাধানের জন্য জনগণের দাবিকে অস্বীকার করার মূল্য দেয়। দক্ষিণ ভিয়েতনামের ভবিষ্যৎ এখন স্পষ্টতই জাতীয় মুক্তি ফ্রন্ট এবং অস্থায়ী বিপ্লবী সরকারের হাতে যাদের কর্মসূচী এবং সামাজিক-রাজনৈতিক কার্যকলাপের পেছনে রয়েছে জনগণের সমর্থন। এই কর্মসূচী ও কার্যকলাপ জনগণের প্রধান মৌলিক স্বার্থসমূহকেই প্রকাশ করে।

কাম্বোডিয়ায় পাঁচ বছরের মুক্তি যুদ্ধ শেষ হয়েছে। সাম্রাজ্যবাদের অনুগামী পুতুল সরকারের পতন হয়েছে এবং তার জায়গায় একটি আইনানুগ সরকার পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। মুক্ত কাম্বোডিয়ার নেতৃবৃন্দ জোর দিয়ে বলেছেন যে এই পুনঃপ্রতিষ্ঠা শুধুমাত্র অতীতকেই ফিরে পাওয়া নয়, এর দ্বারা ১৯৭০ সালের সামরিক অভ্যুত্থানের পূর্ববর্তী অবস্থার চেয়েও এক ভিন্নতর সমাজের দিকে অগ্রগতি ঘটল।

পর্তুগীজ বিপ্লবের মাধ্যমে নতুন ইতিবাচক সাফল্য-অর্জিত হয়েছে। মার্চ মাসে প্রতিক্রিয়াশীলদের অভ্যুত্থানের ব্যর্থতা, ক্ষমতার উচ্চতর কেন্দ্রগুলিতে চরম ফ্যাসি-বিরোধীদের সংহতি এবং তারই পাশাপাশি গুরুত্বপূর্ণ সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানসমূহের জাতীয়করণ ও কৃষি সংস্কারের কাজ শুরু করার সিদ্ধান্ত পর্তুগালের গণতান্ত্রিক অগ্রগতিরই সুস্পষ্ট ইঙ্গিত বহন করছে। ফ্যাসিস্ত সরকারকে উৎখাত করার প্রথম বর্ষপূর্তি উৎসবের লগ্নে অনুষ্ঠিত 'সাংবিধানিক সভার নির্বাচন, বিপ্লবের গুরুত্বপূর্ণ গণতান্ত্রিক সাফল্যসমূহকে রাজনৈতিক স্থিতি প্রদান করেছে, প্রমাণিত করেছে কোয়ালিশন সরকারের অন্তর্ভুক্ত পার্টিগুলোর প্রভাবকে, এবং অস্থায়ী সরকার এবং আর্মড ফোর্সেস মুভমেন্টের নেতৃত্বের অনুসৃত নীতির প্রতি জনসমর্থনের বিষটিকে সামনে তুলে ধরেছে।

ঐ তিনটি দেশের পরিস্থিতির একক বৈশিষ্ট্যের মধ্যেও কতকগুলো এমন সাদৃশ্য রয়েছে যা ঐ সমস্ত বিশিষ্টতার অভিন্ন নির্দেশক। বিংশ শতাব্দীর শেষার্ধের বিশ্ব-ঘটনাবলীর নিয়ামক প্রধান মৌলিক সূত্রগুলিকে বিজ্ঞানসম্মতভাবে প্রতিষ্ঠা করেছে যে মার্কসবাদী-লেনিনবাদী তত্ত্ব সেই তত্ত্বই ঐ সাধারণ নির্দেশটিকে নির্দিষ্ট করতে সাহায্য করে। বৈপ্লবিক পরিবর্তনগুলির অভিন্ন ও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলি—ইয়োরোপ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায়—হল সমস্ত রকমের শ্রেণীগত ও জাতীয় নিপীড়ন থেকে মুক্তির এক দ্রুততর বিষয়গত প্রক্রিয়া। এই প্রক্রিয়া হল অপ্রতিরোধ্য কারণ পুঁজিবাদ থেকে সমাজতন্ত্রে উত্তরণের যুগে ইতিহাসের সাধারণ গতির সাথে ও সাম্রাজ্যবাদের কবল থেকে মুক্তিলাভের জন্য লক্ষ কোটি মানুষের কামনার সাথে এই প্রক্রিয়া সামঞ্জস্যপূর্ণ। এই কারণেই প্রতিক্রিয়া জনগণের ইচ্ছা বা আকাঙ্ক্ষাকে অবদমিত করতে পারে না। এটা সত্য যে সাম্রাজ্যবাদ হয়ত বা তার অস্ত্রবল বা কূট কৌশলের দ্বারা ইতিহাসের এই জোয়ারকে কোথাও কোথাও কিছু সময়ের জন্য রুদ্ধ করতে পারে, কিন্তু তাই বলে তার পক্ষে এমন কিছুই করা সম্ভব নয় যা বিজয়ী অগ্রগমনের ধারাটিকে পুরোপুরি পাল্টে দিতে পারে।

সাম্প্রতিক বৈপ্লবিক ঘটনাবলী এবং সাম্রাজ্যবাদী নীতির ব্যর্থতাকে উপলব্ধি করবার চেষ্টায় বুর্জোয়া তাত্ত্বিকেরা ঘটনাবলীর স্বাভাবিক এবং বিষয়গত প্রকৃতিটিকেই অস্বীকার করবার প্রয়াস পান। বিভিন্ন দেশের এবং জনগণের রাজনৈতিক ভাগ্যের গভীর ওলট-পালটের জন্য তাঁরা প্রধানত "বিশ্ব সাম্যবাদের বিশ্বাসঘাতকতা" এবং পরিবর্তন-বিরোধীদের ভুলগুলি প্রধানত যুক্তরাষ্ট্রের নীতির ভুল হিসাবকে দোষী করেন। এবং জাতীয় বিকাশের প্রধান উৎসগুলোর কার্যকলাপকে উপেক্ষা করেন।

যুক্তরাষ্ট্রের হিসাবের ভুলগুলো আজকে মুখরোচক আলোচনার বিষয়বস্তু। এবং কেউই অবশ্য সেগুলোকে আলোচনার অযোগ্য বলে উড়িয়ে দিতে পারেন না। একমাত্র ইন্দোচীনের যে-সব ঘটনাবলীকে প্রেসিডেন্ট ফোর্ড যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে একটি অধ্যায়ের সমাপ্তি বলে বর্ণনা করেছেন, সেই সব ঘটনাই দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াতে ইতিহাসের অগ্রগতিকে রুদ্ধ করার নীতির দেউলিয়াপনার সবচেয়ে স্পষ্ট প্রমাণ। পুঁজিবাদী দুনিয়ার আওতাভুক্ত আরো অনেক জায়গাতে ঐ দেউলিয়া নীতিই বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়েছে।

মধ্যপ্রাচ্যে শান্তির দূত হিসাবে নিজেকে জাহির করা এবং ইস্রায়েলী আগ্রাসনের ফলাফলগুলোকে প্রতিষ্ঠিত ও সংহত করবার জন্য যুক্তরাষ্ট্রের প্রচেষ্টাসমূহ ব্যর্থ হয়েছে। তার দক্ষিণের প্রতিবেশী লাতিন আমেরিকার দেশগুলোর সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্কের ক্ষেত্রটিতে নতুন নতুন টানাপোড়েনের উদ্ভব হয়েছে। তেল রপ্তানিকারক দেশগুলোকে বিভক্ত করা অথবা তাদের সঙ্গে অন্যান্য তৃতীয় দুনিয়ার দেশগুলোর সম্পর্কে চিড় ধরানোর প্রয়াসসমূহ ব্যর্থ হয়েছে। তথাকথিত "অতলান্তিক অঞ্চল" যাকে সুদীর্ঘকাল যাবৎ স্থায়িত্বের প্রতিমূর্তি বলে মনে করা হত। আজকে আর একটি শিরঃপীড়ার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এরই একটি আদর্শ ছবি এঁকেছে **নিউজ উইক** : "পর্তুগাল যখন

সরাসরি অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে বামপন্থার দিকে এগিয়ে চলেছে সেই সময়ে পশ্চিমী রণ-নীতিকরা জোটের অংশীদার লিসবনের ভবিষ্যৎ নির্ভরযোগ্যতা সম্পর্কেই মাথা ঘামাচ্ছিলেন। সাইপ্রাস বিরোধের জন্য নাটোর সামরিক কমান্ড থেকে গ্রীস নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছিল এবং যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে নিজের সম্পর্ক নিয়ে তুরস্ক পুনর্মূল্যায়ন করছে। রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা পশ্চিমী সামরিক জোটের অংশীদার হিসাবে ইতালির ভবিষ্যতের ওপর এক দীর্ঘ ছায়াপাত করেছে। মুদ্রাস্ফীতিকে মোকাবিলা করার জন্য নাটো চুক্তির বেশ কিছু সংখ্যক অংশীদার তাদের প্রতিরক্ষা ব্যয়কে সংকুচিত করছে, এবং···ব্রিটেন ঘোষণা করেছে যে, সে ভূমধ্যসাগরে নাটো-র নৌবাহিনী সংক্রান্ত পূর্বঘোষিত দায়-দায়িত্বের পরিসমাপ্তি ঘটাবার পরিকল্পনা করছে।"(১)

যখন সব কিছু বলা ও করা হয়েছে, তখন যুক্তরাষ্ট্রের বৈদেশিক নীতিতে সুগভীর সংকটের অবস্থা বিদ্যমান এহেন একটি অনুমান অত্যন্ত যুক্তিসিদ্ধ। সংকটের অবস্থাটি অত্যন্ত সুস্পষ্ট। কিন্তু সেই সংকটের কারণসমূহ এবং সারবস্তুটির অনুধাবন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

সংকট সম্পর্কে বুর্জোয়া পর্যবেক্ষকদের পর্যালোচনাকে দুটো ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। একপক্ষ বলছেন যে, ওয়াশিংটনের দৃষ্টিভঙ্গিতে পর্যাপ্ত নমনীয়তার অভাব রয়েছে এবং এই পক্ষের যুক্তিগুলো নিম্নলিখিত সরলীকৃত সূত্রের ওপর নির্ভর করে তৈরি : যুক্তরাষ্ট্র যদি সালাজার এবং ক্যাটানো-কে প্রশ্রয় না দিত তাহলে পর্তুগালে বিপ্লব সংঘটিত হত না; থিউ-র প্রতি যদি সে নির্লজ্জ একদেশদর্শিতা না দেখাত তাহলে হয়তো বা পশ্চিমা দুনিয়ার স্বার্থে দক্ষিণ ভিয়েতনামকে রক্ষা করা সম্ভবপর হত; যদি না সে ইস্রায়েলের দোসর হিসাবে মধ্যপ্রাচ্যে আরবদের বিরুদ্ধাচরণ করত তাহলে সে হয়তো তার প্রয়োজনীয় সমস্ত তেলই পেত সেখান থেকে—ইত্যাদি প্রভৃতি।

অন্য মতাবলম্বীদের নিজস্ব কিছু যুক্তি রয়েছে যার অধিকাংশের ভিত্তিই ঘটনান্তর-প্রেক্ষিত। এঁদের প্রবক্তারা গোলমালের জন্য নমনীয়তার অভাবকে নয়, দৃঢ়তার অভাবকেই দায়ী করেন। তাঁদের দৃষ্টিকোণ অনুসারে যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বের শান্ত্রী হিসাবে তার ভূমিকা যথাযথভাবে পালন করলে তাকে কোনো মুশকিলের মধ্যে পড়তে হত না। প্রতিক্রিয়াশীল হিসেবে সুপরিচিত সিনেটর জেমস বাকলে পর্তুগালকে যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাবাধীনে রাখার উদ্দেশ্যে সামরিক হস্তক্ষেপ করা যায় কিনা তা বিবেচনা করে দেখার জন্য ওয়াশিংটনের প্রতি নির্দেশ জারি করেছেন। এঁরই ভাই উইলিয়াম বাকলে (ছোট) সংবাদপত্রের একজন কলামনিস্ট —ইনি "হ্যানয় এবং হাইকং-কে বিধ্বস্ত করতে" যুক্তরাষ্ট্রের ব্যর্থতার তীব্র নিন্দা করেছেন। ঐ একই সুরে পশ্চিমা পত্রিকাগুলো কম্বোডিয়া ও ভিয়েতনামে "সামরিক সমাধান" সম্পর্কিত ব্যবস্থার ঘাটতির জন্য নিন্দা করেন। "নিজের মিত্রদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতার" (অর্থাৎ সায়গন এবং নমপেনের ক্রীড়নকদের প্রতি) জন্য ওয়াশিংটনকে অভিযুক্ত করা হয়েছে। এরই সঙ্গে যুক্ত করে বলা হয়েছে যে যেখানে যেখানে বিপ্লবী আন্দোলন প্রতিক্রিয়াশীল সরকারের অস্তিত্বকে বিপন্ন করে তুলতে পারে সেইসব জায়গায় যুক্তরাষ্ট্রের সম্মানকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব একমাত্র বলপ্রয়োগের দ্বারাই, অন্য কোনো কিছু দ্বারা নয়।

বিশেষভাবে যা চোখে পড়ে তা হল যুক্তরাষ্ট্রের বৈদেশিক নীতির সমালোচকরা—যাঁরা "উদার" নমনীয়তার প্রবক্তা এবং একই সঙ্গে তাঁরাও যাঁরা নির্মম বলপ্রয়োগের জন্য হল্লা চালিয়ে থাকেন—সমভাবেই এই প্রত্যয় ঘোষণা করেন যে নীতিগতভাবে সাম্রাজ্যবাদ বিশ্বের বৈপ্লবিক অগ্রগতিকে প্রতিরোধ করতে সক্ষম এবং তার সেই সক্ষমতা একটি "ত্রুটিহীন বৈদেশিক নীতি"র ওপর নির্ভরশীল। বস্তুত অন্যান্য দেশের জাতীয় সম্পদ এবং সামাজিক প্রকৃতির ওপর সাম্রাজ্যবাদের নিয়ন্ত্রণমূলক অধিকার ও সামর্থ্য সম্পর্কিত ভ্রান্ত পূর্বানুমানটির প্রতি তাঁদের আস্থাকেই প্রমাণ করে। এবং প্রকৃতপক্ষে, আজকের দুনিয়ার বাস্তব অবস্থা এবং সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলোর বৈদেশিক নীতির মধ্যে যে সংঘাত চলছে তার মূলে রয়েছে এটাই।

তাড়াতাড়ি অথবা দেরিতে—যে কোনো একসময়ে সাম্রাজ্যবাদের লক্ষ্য এবং ক্ষমতার মধ্যেকার ব্যবধানটি স্বতঃপ্রকাশিত হয়ে পড়ে এবং তা সাম্রাজ্যবাদকে হতাশা এবং পরাজয়ের অভিমুখে পরিচালিত করে। যে যুগে ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যগুলোর একের পর এক পতন ঘটছে সেই সময়ে যারা ইন্দোচীনে সাম্রাজ্যবাদী শাসন পুনঃপ্রতিষ্ঠার প্রয়াস চালায় তাদের ভাগ্যে এ ছাড়া আর অন্য কি থাকতে পারে? ক্রমবর্ধমান গণতান্ত্রিক আন্দোলনের যুগ পরিসরে গ্রীসে কৃষ্ণকায়দের উপনিবেশ ও পর্তুগালের ফ্যাসিস্ত একনায়কতন্ত্রকে সমর্থন এবং আফ্রিকায় ঔপনিবেশিক যুদ্ধ পরিচালনার নীতিসমূহের ভাগ্যে ঐ একই ফললাভ ছাড়া আর অন্য কিছু জুটতে পারে না। দেখা যাচ্ছে যে যুক্তরাষ্ট্রের বর্তমানের ব্যর্থতাগুলো সর্বপ্রথমে এবং প্রধানত বিংশ শতাব্দীর শেষার্ধের এই সমস্ত বাস্তব পরিস্থিতিগুলোকে সমাজতান্ত্রিক ধ্যানধারণা ও তার রূপায়ণ, জাতীয় মুক্তি বিপ্লব এবং গণতন্ত্রের শক্তি বৃদ্ধি ও সামাজিক প্রগতির অপ্রতিরোধ্য অগ্রগতির অভিঘাত হিসাবে মেনে নিতে অস্বীকার করবার শাস্তি। বিষয়টিকে শুধুমাত্র যুক্তরাষ্ট্রের বৈদেশিক নীতি নির্দেশের দেউলিয়াপনা হিসাবে ছোট করে দেখার অর্থ হল এর প্রকৃত স্বরূপটিকেই ছোট করে দেখা কারণ, আসলে এটা আজকে সামগ্রিকভাবে সাম্রাজ্যবাদের বৈদেশিক নীতি সংক্রান্ত অবস্থানটির ক্ষয়িষ্ণুতার ঐতিহাসিক অনিবার্যতার সর্বাপেক্ষা প্রকটতম লক্ষণ।

অধিকাংশ বুর্জোয়া তাত্ত্বিক ও রাজনীতিবিদেরা পশ্চিমী দুনিয়ার আন্তর্জাতিক রণকৌশলের পুনর্মূল্যায়নের তাগিদ থেকে বর্তমান বিশ্ব পরিস্থিতি সম্পর্কে একটা অধিকতর বাস্তববোধ সম্পন্ন দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণের সপক্ষে ওকালতি করে থাকেন। কিন্তু প্রায়শঃই এদের এই বিচক্ষণ অভিমতটির অর্থ করা হয়েছে উল্টোদিক থেকে। উদাহরণত, যুক্তরাষ্ট্রের শ্রমিক ইউনিয়ন নেতা জর্জ মিয়ানি-র বিবৃতিটি ধরা যাক : "আমাদের আর কোনো উপকথনের প্রয়োজন নেই। বাস্তবের দিকে একটা ঠাণ্ডা নিষ্পৃহ

১ নিউজ উইক, ৩১ মার্চ, ১৯৭৫।

দৃষ্টিভঙ্গিই এখন আমাদের পক্ষে প্রয়োজন।" (১) তাঁর এই কথা দিয়ে তিনি এটাই বোঝাতে চান যে ভিন্ন ভিন্ন সমাজব্যবস্থা সম্বলিত রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে সম্পর্কের স্বাভাবিকীকরণের প্রচেষ্টাকে পরিত্যাগ করতে হবে কারণ, তাঁর মতে ইন্দোচীন, মধ্যপ্রাচ্য, পর্তুগাল এবং অন্যত্র "কমিউনিস্টদের সাফল্য" এবং "যুক্তরাষ্ট্রের অবলম্বিত নীতির বিপর্যয়" উত্তেজনা প্রশমন থেকে উদ্ভূত কীলক বিশেষ।

এহেন শ্যেন দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে বাস্তবের প্রতি নিষ্পৃহ চোখে তাকানোর মিল কোথায়? এটা অনস্বীকার্য যে, উত্তেজনা প্রশমন এবং বৈপ্লবিক পরিবর্তনের প্রক্রিয়ার মধ্যে একটি সম্পর্ক রয়েছে। আন্তর্জাতিক সম্পর্কের উন্নয়নের বিষয়টিকে অন্যান্য জনগণের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করবার নীতি থেকে পৃথক করে রাখা যায় না যার ফলে ঐ সমস্ত জনগণ তাঁদের নিজস্ব জাতীয় ভবিষ্যৎ সম্পর্কে নিজেরাই সিদ্ধান্ত গ্রহণের উপযুক্ত পরিবেশের অধিকারী হতে পারে। কিন্তু উত্তেজনা প্রশমনের শত্রুরা উক্ত সম্পর্কটির বিপরীত প্রবক্তা। তাঁদের যুক্তি মতো আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে উত্তেজনা ও ঠাণ্ডা লড়াইতে ফিরে যাওয়া হল পুঁজিবাদী দুনিয়াতে এবং জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের অঞ্চলগুলিতে তাদের স্বার্থের একমাত্র গ্যারান্টি।

এই জাতীয় চিন্তার মধ্যে যে সামান্যতম বাস্তবতার অস্তিত্ব নেই তা কি ইতিমধ্যে ঐ চিন্তাধারার অযোগ্যতার দ্বারা প্রমাণিত হয় নি? ভিয়েতনামে যে হস্তক্ষেপের ফলে যুক্তরাষ্ট্রকে খরচ করতে হয়েছে ১৫০ বিলিয়ন ডলার এবং লোকক্ষয় ঘটেছে ৩৫৫,০০০ জন, সেই হস্তক্ষেপ কি ঠাণ্ডা লড়াইয়ের কালেই সংঘটিত হয় নি? এবং সর্বোপরি ঐ সমস্ত যুদ্ধবাজ প্রবক্তারা ওয়াশিংটনকে দিয়ে যে নীতি পুনরায় গলাধঃকরণের পক্ষে আগ্রহী সেই নীতির অসারতা কি যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক উত্তেজনা প্রশমনের নীতি গ্রহণের মধ্য দিয়েই সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে নি।

সম্ভাবনার শিল্প হিসেবে রাজনীতি সুবিদিত। এবং এর পেছনে যথেষ্ট কারণ রয়েছে। নিকট অতীতে প্রভাবশালী বুর্জোয়া রাজনীতিবিদরা এটা দেখিয়ে দিয়েছেন যে তাঁরা উক্ত সূত্র বা বাণীর অন্তরালবর্তী সত্যটিকে উপলব্ধি করতে সক্ষম। ভিন্নধর্মী সমাজ-আর্থনীতিক ব্যবস্থার মধ্যে পরিবর্তিত ভারসাম্যের মূল্যায়নে তাঁরা তাঁদের স্বভাব সুবুদ্ধির চেয়েও বেশি সুবুদ্ধির পরিচয় রাখতেও সক্ষম। পুঁজিবাদী ও সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোর সম্পর্ক যে একমাত্র শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের নীতি অনুসরণ করবে সেই সত্যটিকে এঁরাও গ্রহণ করেছেন।

আজকেও বুর্জোয়া পত্র-পত্রিকা সর্বশেষ ঘটনাবলী সম্পর্কে বহুতর জ্ঞানগর্ভ ধ্যান-ধারণা প্রকাশ করছে। উদাহরণতঃ, জেমস বেসটনের মতো যুক্তরাষ্ট্রের একজন প্রখ্যাত ভাষ্যকার বলেছেন যে ইন্দোচীনের ঘটনাবলী "অর্থ এবং অস্ত্রবলের দ্বারাই যে কোনো সমস্যার সমাধান করা যায়"(১) এমন ধরনের মোহাচ্ছন্নতা থেকে যুক্তরাষ্ট্রকে বোধহয় মুক্তি দেবে। পশ্চিম জার্মানির ডাই জিৎ-এর প্রধান সম্পাদক থিও সোমার মনে করেন ওয়াশিংটন শেষ পর্যন্ত এটা অনুধাবন করেছে যে তার পক্ষে "বিশ্বের ঘটনাবলীর গতিপথকে এককভাবে পরিচালিত করা সম্ভব নয়"(২)

কিন্তু যাই হোক, সাম্রাজ্যবাদ তার বৈদেশিক নীতির ক্ষেত্রে সংকটের সমাধানকল্পে প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক বৈপ্লবিক পরিবর্তনসমূহের অপরিহার্যতাকে উপলব্ধি করবে এবং জনগণের মুক্তি আন্দোলনকে খর্ব করবার প্রচেষ্টা থেকে বিরত হবে এরকম কোনো কিছু আশা করাই শিশুসুলভ। বরঞ্চ সে তার আসল উদ্দেশ্যসাধনের জন্য নতুন পথ এবং পদ্ধতি খুঁজে বার করবার চেষ্টা চালাবে।

এরই বিরুদ্ধে বিশ্ব পরিসরে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী শক্তিগুলোর পক্ষে অত্যন্ত বেশি পরিমাণ সজাগ সতর্কতার প্রয়োজন। সমাজতান্ত্রিক বিশ্বের ক্রমবর্ধমান আন্তর্জাতিক প্রতিপত্তির দ্বারা পুষ্ট হয়ে ঐ শক্তিগুলো বিশ্ব ঘটনাবলীর ওপর নিজেদের প্রভাব বাড়িয়ে তোলার সপক্ষে কাজ করে চলেছে এবং তাদের বর্তমান অবস্থা আগের যে কোনো সময়ের চাইতেও অনেক বেশি সংহত। কিন্তু বিশ্ব রাজনীতিতে বাস্তবতাকে সুনিশ্চিত করার জন্য এবং বিশ্বে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের প্রক্রিয়াটির উন্নতিসাধনে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ফ্রন্টকে বিরামহীনভাবে নিজের শক্তি বাড়িয়ে তুলতে হবে। সাম্প্রতিক অভিজ্ঞতা এটা দেখিয়ে দিয়েছে যে একমাত্র শান্তি, জাতীয় স্বাধীনতা এবং সামাজিক প্রগতির শত্রুরা তাদের নিজস্ব ক্ষমতার সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে সঠিকতর সিদ্ধান্তে উপনীত হবে এবং নিজেদেরকে হঠকারী ও বিপজ্জনক কার্যকলাপ থেকে দূরে সরিয়ে রাখবে।

জান প্রাজস্কি

---

১ ইন্টারন্যাশনাল হেরাল্ড ট্রিবিউন, ১০ এপ্রিল, ১৯৭৫।

১ ইন্টারন্যাশনাল হেরাল্ড ট্রিবিউন, ১৪ এপ্রিল, ১৯৭৫।
২ নিউজ উইক, ২১ এপ্রিল, ১৯৭৫।

সক্রিয় গণতন্ত্র

সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোর কেন্দ্রীয় দৈনিক পত্রিকার সম্পাদকদের সঙ্গে সাক্ষাৎকার আমরা ধারাবাহিকভাবে চালিয়ে যাচ্ছি।(১) এই সংখ্যায় **নিউয়েস ডয়েটসল্যান্ড** পত্রিকার সম্পাদক ও সোশ্যালিস্ট ইউনিটি পার্টি অব জার্মানির পলিটিক্যাল ব্যুরোর সদস্য আয়োকিম হেরম্যান সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের অগ্রগতির ক্ষেত্রে সংবাদপত্রের ভূমিকা সম্পর্কে আলোচনা করেছেন।

প্রশ্ন ঃ একটা নির্দিষ্ট কালপর্ব ধরেই সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের আলোচনা করা যেতে পারে। জীবন্ত প্রাণী-দেহের মতো এর নিরন্তর বিকাশ ঘটছে। কমিউনিজম গঠনের কাজে যতই অগ্রগতি হচ্ছে, ততই এই গণতন্ত্র তার আত্মপ্রতিষ্ঠা থেকে পরিণতির দিকে অগ্রসর হচ্ছে। জি ডি আর আজ যখন উন্নত সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্র গড়ে তুলছে, তখন ঐ প্রক্রিয়ার কোন কোন দিক আপনাদের রিপোর্টিং-এর ক্ষেত্রে মুখ্য হয়ে উঠছে?

ইতিহাসে এই প্রথম জনগণের দ্বারা পরিচালিত সরকারের অস্তিত্ব সমাজতন্ত্র বাস্তবায়িত করে তুলেছে। সমাজতন্ত্র প্রকৃত গণতন্ত্রের বাহক; আবার গণতন্ত্র সমাজ-তান্ত্রিক গঠনের ক্ষেত্রে একটা প্রধান উপাদান হয়ে দাঁড়ায়। অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে যে অর্থনৈতিক সমস্যা থাকে সমাজতন্ত্রেই তার সঠিক সমাধান রয়েছে এবং এই উন্নয়নের জন্যে গণতান্ত্রিক পদ্ধতির প্রয়োজন—যাতে শ্রমজীবী জনগণ পরিচালন-ব্যবস্থা ও পরিকল্পনায় অংশগ্রহণের সুযোগ পায়। আপনার পত্রিকা কিভাবে সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যা এবং গণতন্ত্রের বিকাশের মধ্যে সম্পর্ক নির্ণয় করে?

উত্তর ঃ এ সম্পর্কে আমাদের বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে। শ্রমিক ও কৃষকের সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র জার্মান গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রে প্রকৃত গণতন্ত্রের উপযোগী সবকিছুই রয়েছে। শ্রমিকশ্রেণীও তাদের মার্কসবাদী-লেনিনবাদী পার্টির নেতৃত্বে শ্রমজীবী জনগণের রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রয়োগ করে। শ্রমজীবী জনগণ যে-সব সম্পদ সৃষ্টি করে তার অধিকার তাদেরই, অন্য কারুর নয়। এর মধ্যেই বিধৃত রয়েছে সমাজতন্ত্র ও গণতন্ত্রের মর্ম এবং সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্র যে গণতন্ত্রের চূড়ান্ত রূপ এই সত্যটি। জনগণের কল্যাণে সমাজতন্ত্রের সুযোগ-সুবিধাগুলোর পরিপূর্ণ ব্যবহার এবং জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার ও স্বাধীনতার সচেতন প্রয়োগ—জার্মান গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রে মানুষের জীবনের এই সমস্যাগুলোই আমাদের রিপোর্টিং-এর প্রধান বিষয়।

আমার পক্ষে বিশেষত গণতন্ত্র ও অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে কোনো অপরিবর্তনীয় সীমারেখা টানা সম্ভব নয়। একদা যা ছিল কল্পনার জগৎ এবং একটা বৈজ্ঞানিক ধারণা, সমাজ-তন্ত্র তাকে বাস্তবায়িত করে তুলেছে ঃ জনগণের দ্বারা পরি-চালিত সরকার, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বিকাশ সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে জনগণের অধিকার। সোভিয়েত সেনা-বাহিনীর দ্বারা নাৎসিবাদের কবল থেকে মুক্তির পর থেকে গত তিরিশ বছরে আমাদের ও অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশের জনগণের নিকট এটা যথেষ্ট প্রমাণিত হয়েছে যে, শ্রমিক-শ্রেণী যেখানে অন্যান্য শ্রমজীবী জনতার সঙ্গে মৈত্রীবদ্ধ হয়ে রাজনৈতিক ক্ষমতার অধিকারী এবং যেখানে শোষণের অবসান ঘটেছে, একমাত্র সেখানেই প্রকৃত গণতন্ত্রের অস্তিত্ব সম্ভব।

সোশ্যালিস্ট ইউনিটি পার্টি অব জার্মানির প্রথম সম্পাদক ইরিখ হোনেকার পার্টির অষ্টম কংগ্রেসে ভাষণ দিতে গিয়ে বলেন, "আমাদের একমাত্র লক্ষ্য, যা আমাদের নীতির মধ্যে পরিব্যাপ্ত রয়েছে, তা হল জনগণের কল্যাণ ও সুখ-শান্তির জন্যে এবং শ্রমিকশ্রেণী ও শ্রমজীবী জনতার স্বার্থে সব কিছু করা। এটাই হল সমাজতন্ত্রের বিষয় ও উদ্দেশ্য। এই লক্ষ্য নিয়েই আমরা কাজ করে চলেছি।" আমরা কমিউনিস্টরা এইভাবেই সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রকে বাস্তবে প্রাণবন্ত করে তোলার প্রক্রিয়াটিকে বুঝি।

অষ্টম কংগ্রেসের নির্ধারিত প্রধান লক্ষ্যমাত্রা হল, উচ্চ-তর উৎপাদনশীলতার মাধ্যমে উন্নত বৈষয়িক ও সাংস্কৃতিক মান অর্জন করা। এটাও সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের অভি-ব্যক্তি। এর তাৎপর্য হল, এই লক্ষ্যে পৌঁছতে হলে, এক-দিকে যেমন প্রয়োজন প্রতিটি শ্রমিকের সর্বাধিক উদ্যোগ ও সুগভীর আন্তরিক প্রয়াস, তেমনি অন্যদিকে প্রত্যেকেই এটা দেখতে পাই যে, তার ব্যক্তিগত অবদান গোটা সমাজকে ও তার সকল ব্যক্তিকে উপকৃত করছে। অষ্টম কংগ্রেসের পরবর্তী বৎসরগুলোতে এটা পরিষ্কারভাবে বুঝতে পারা গেছে। বিরাট শ্রম-প্রয়াসের ফলে পাঁচ বছরের লক্ষ্যমাত্রা অতিক্রম করা সম্ভব হয়েছে। সমাজতন্ত্রে অর্থনৈতিক উন্নয়ন শ্রমিকদের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগের সঙ্গে সরাসরি জড়িত।

নিউয়েস ডয়েটসল্যান্ড-এর প্রতিটি সংখ্যায় আমরা ট্রেড ইউনিয়নগুলোর পরিচালিত সমাজতান্ত্রিক প্রতিযোগিতা অভিযানের অগ্রগতির বিবরণ দেবার চেষ্টা করি। এর উদ্দেশ্য হল শ্রমিকদের অভিজ্ঞতাকে জনপ্রিয় করে তোলা—বিশেষত উৎপাদন ক্ষেত্রে যাঁরা নতুন কিছু করেন, তাঁদের অভিজ্ঞতাকে সবার মধ্যে প্রচার করা। কারণ চূড়ান্ত বিষয়

---

১ আগেকার সাক্ষাৎকারগুলো ছিল **প্রাভদার** এম জিমায়ানিনে, সোফিয়া **রাবোৎনিচেসকো দেলোর** জি বোকভ এবং ওয়ারশর **ট্রাইবুনালুদ্ধু**-র জে বারেকি-র সঙ্গে এগুলো প্রকাশিত হয়েছিল শান্তি স্বাধীনতা সমাজতন্ত্র পত্রিকার ১৯৭৪ সালের আগস্ট ও নভেম্বরে এবং ১৯৭৫ সালের মার্চ সংখ্যায়।

হল, এটা এমন ব্যক্তিদের মধ্যে প্রতিযোগিতা, যাদের ক্রমবর্ধমান ফলপ্রসূ শ্রম গোটা সমাজ ও তার প্রতিটি ব্যক্তির অগ্রগতি নির্ধারণ করে। সমাজতান্ত্রিক প্রতিযোগিতা হল প্রধান ক্ষেত্র, যেখানে শ্রমিকশ্রেণী ও শ্রমজীবী মানুষ সরকারে অংশ নেয়।

আমাদের শ্লোগান হল, "প্রতিটি লক্ষ্য, কাজের প্রতিটি ঘণ্টা, সামান্য পরিমাণ মাল-মসলাও সবচেয়ে বেশি ফলপ্রসূভাবে কাজে লাগাতে হবে।" আমাদের লক্ষ্য হচ্ছে, সরকারি সম্পত্তি ও প্রাপ্ত মনুষ্যশক্তির শ্রেষ্ঠ সদব্যবহার। আমরা প্রতিদিন সেইসব প্রতিযোগী কর্মীদের বিবরণ প্রকাশ করি যাঁরা ঐ লক্ষ্য অনুসারে সাফল্যের সঙ্গে কাজ করে চলেছেন।

যৌথ শ্রম-সংস্থা, সমবায় খামার, স্কুল এবং শ্রমিক, প্রযুক্তিবিদ, বিজ্ঞানী, শিল্পী প্রভৃতিদের পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির উদ্দেশে লেখা চিঠিপত্র আমরা প্রকাশ করি। এগুলোতে আমাদের সমাজতান্ত্রিক সমাজ কিভাবে গড়ে তোলা হবে সে সম্পর্কে তাঁদের মতামত, যতটা কাজ করা হয়েছে তার পর্যালোচনা এবং ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তাঁদের স্ব স্ব পরিকল্পনার আলোচনা থাকে। আমরা এই চিঠিপত্র সম্পর্কে বিশেষ গুরুত্ব দিই। কারণ এগুলোতে জনগণের সকল অংশের প্রতিনিধিরা তাঁদের সাফল্যের কথা, সচেতনভাবে বিবেচিত তাঁদের নতুন পরিকল্পনার কথা, গৌরবের সঙ্গে পার্টি নেতৃত্বের কাছে রিপোর্ট করেন। এটা সমাজতন্ত্রের প্রতি তাঁদের অনুরক্তি এবং পার্টি ও সরকারের সঙ্গে তাঁদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের সুস্পষ্ট প্রকাশ। সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্র আমাদের সমাজে যে কতটা গভীরভাবে প্রোথিত এর মধ্যে তা প্রতীয়মান হয়ে ওঠে।

যেভাবে আমাদের পরিকল্পনাগুলো রচিত হয় তার মধ্যে এটা দেখতে পাওয়া যায়। অর্থনৈতিক পরিকল্পনা পিপলস চেম্বারের দ্বারা অনুমোদিত হয়ে আইনে পরিণত হওয়ার পূর্বে এটা কারখানার যৌথ কমিটিতে আলোচিত হয়। এইসব গঠনমূলক আলোচনা, যা এখন একটা ঐতিহ্যে পরিণত হয়েছে, অন্তর্নিহিত শক্তিকে টেনে আনার পক্ষে সহায়ক হয় এবং অধিকতর বাস্তবধর্মী পরিকল্পনা রচনায় সাহায্য করে। এইভাবে প্রতিটি অর্থনৈতিক পরিকল্পনা হয়ে দাঁড়ায় জনগণের ইচ্ছার অভিব্যক্তি। কারখানার আলোচনায় যে-সব প্রস্তাব ও চিন্তাধারা প্রকাশ পায় সেগুলোকে আমরা রিপোর্টিং-এর বিষয়বস্তু করি।

অগ্রণী শ্রমিকদের অভিজ্ঞতা জনপ্রিয় করে তোলা সমাজতান্ত্রিক মনোভাবের চর্চার পক্ষে সহায়ক হয়। পুঁজিবাদের গলা-কাটা প্রতিযোগিতা ও মুনাফার তাড়নার ফলে এক কারখানা থেকে আর এক কারখানায় অথবা শহর থেকে শহরান্তরে নতুন ভাবধারার প্রচার একরকম অসম্ভব বললেই হয়। আর সমাজতন্ত্রে এটা একটা স্বীকৃত নীতি এবং সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের এ একটা মূর্ত রূপ।

জাতীয় ফ্রন্ট আমাদের শহর ও গ্রামগুলোকে সুন্দরভাবে বাসযোগ্য করে তোলার জন্যে সমগ্র জাতির মধ্যে ব্যাপক প্রচারাভিযান শুরু করেছে। এই কাজে হাজার হাজার কর্মী নিয়োজিত রয়েছে। গত বছর আমরা পরিকল্পনা ছাড়িয়ে ৪৯ হাজার ৯ শত ফ্লাট পুনর্গঠন করেছি অথবা প্রায় নতুন করে তৈরি করেছি এবং ৬৬ হাজার স্কুল, শিশুদের দেখাশোনার কেন্দ্র, হাসপাতাল ইত্যাদিও নতুন করে গড়েছি। এর ফলে দিনের বেলায় নার্শারিতে শিশুদের রাখার ব্যবস্থা ১২ হাজারেরও বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে এবং কিণ্ডারগার্টেনে বৃদ্ধি পেয়েছে ২১ হাজারেরও বেশি। জনসাধারণ এটাতে এবং এই ধরনের অভিযানে সোৎসাহে অংশগ্রহণ করেছে।

যে সমস্ত উপাদানগুলো সমাজতন্ত্র ও গণতন্ত্রের ঐক্যকে প্রকাশ করে, আমার যদি সেগুলোর উল্লেখ করতে হয়, তাহলে সে হবে একটা তালিকা। পরিকল্পনা ও অর্থনীতির পরিচালনায় শ্রমজীবী জনগণের সক্রিয় অংশ রয়েছে। তার প্রাথমিক কারণ হল, তারাই উৎপাদনের উপকরণের মালিক, তারাই উৎপাদক ও তারাই উপভোক্তা। তাদের মৌল সামাজিক স্বার্থ ও ব্যক্তিগত স্বার্থ একসঙ্গে মিশে যায়। প্রত্যেকেই এটা উপলব্ধি করে যে, ব্যক্তিবিশেষের কাজে নিবিড় মনোযোগ সমাজতন্ত্রকে শক্তিশালী করতে সাহায্য করে এবং সমগ্র সমাজ ও তার প্রত্যেকটি ব্যক্তির পক্ষে কল্যাণকর হয়ে ওঠে। প্রকৃতপক্ষে, আমাদের অপ্রতিহত অগ্রগতির এটাই হল ভিত্তি।

এস ইউ পি জি-র অষ্টম কংগ্রেস জি ডি আর প্রতিষ্ঠার পর থেকে এই প্রথম তার বৃহত্তম সামাজিক কর্মসূচী গ্রহণ করেছে। ১৯৯০ সালের মধ্যে গৃহ সমস্যার সম্পূর্ণ সমাধান হয়ে যাবে। এর ফলে জার্মান শ্রমিক আন্দোলনের দীর্ঘদিনের একটা মূল দাবি মেটানো সম্ভব হবে। কার্যত এই বছরের এপ্রিলের মাঝামাঝি সময়ের মধ্যে আমরা পাঁচ লক্ষ ফ্লাট তৈরি করেছি বা সেগুলোকে আধুনিক করে তুলেছি। এগুলোর শতকরা ষাট ভাগ শ্রমিকরা পেয়েছে। বৃহৎ শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলোতে ট্রেড ইউনিয়ন কমিশন পৌরসভা পরিষদের সঙ্গে মিলে বাড়ি বিলি-বণ্টনের কাজ করে, সারা দেশে এই নীতিই অনুসরণ করা হয়। এইভাবে শ্রমজীবী-জনগণ ক্রমবর্ধমানভাবে বৈষয়িক সুযোগ-সুবিধা ভাগ-বাঁটোয়ারার ক্ষেত্রে তাদের প্রভাব প্রয়োগ করে। শ্রমিকের মজুরিই তার আয়ের প্রধান উৎস ; কিন্তু তার বৈষয়িক ও সাংস্কৃতিক প্রয়োজনের ক্রমবর্ধমান চাহিদা সরকারি তহবিল থেকে মেটানো হয় ; যেগুলো ব্যক্তিত্বের সমাজতান্ত্রিক বিকাশ নির্ধারণ করে যেমন শিক্ষা, সংস্কৃতি, জনস্বাস্থ্য ও সামাজিক নিরাপত্তার প্রয়োজনীয় চাহিদাগুলোও বরাদ্দকৃত তহবিল থেকে পরিপূরণ করা হয়। এটাই হল সক্রিয় গণতন্ত্র, গণতন্ত্র শব্দটির প্রকৃত তাৎপর্য।

প্রশ্ন : এটা বলা হয়ে থাকে যে, গণতন্ত্র কারখানার গেটেই শেষ হয়ে যায় না। রাষ্ট্রের প্রধান অর্থনৈতিক খতিয়ান শ্রমজীবী জনগণের নিকট সম্পূর্ণ উন্মুক্ত। কিন্তু জনগণের ক্ষমতা শুধু অর্থনীতি পরিচালনায় অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ থাকতে পারে না—এই অংশগ্রহণ যতই ব্যাপক হোক না কেন। প্রধান প্রধান আইন রচনা ও অনুমোদনের ক্ষেত্রে শ্রমিকশ্রেণী ও সকল নাগরিকের সক্রিয় প্রভাব ছাড়া সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের কথা ধারণা করা যায় না। কিন্তু আইনও সবটা নয়। রাষ্ট্র শাসনে জনগণের অংশগ্রহণের কথা উল্লেখ করে লেনিন গুরুত্ব দিয়ে বলেছিলেন, "আইন ছাড়াও সংস্কৃতির একটা স্তরের বিষয় আছে, যা আপনারা কোনো আইনের অধীনে আনতে পারেন না" (রচনা সংগ্রহ, ২৯ খণ্ড, ১৮৩ পৃঃ) জনগণের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে

সমাজতন্ত্র অনেকদূর এগিয়েছে। কিন্তু জনগণের সংস্থাগুলোর কাজে লাগানো এবং রাষ্ট্রীয় সংস্থাগুলোর সঙ্গে তাদের ফলপ্রসূ আন্তঃযোগাযোগকে সুনিশ্চিত করা এখনও একটা প্রাসঙ্গিক সমস্যা। এস ইউ পি জি-র অষ্টম কংগ্রেস থেকে কেন্দ্রীয় শাসন ও পরিকল্পনার নিরবচ্ছিন্ন উন্নতিবিধান এবং জনগণের ক্রমবর্ধমান উদ্যোগের সদ্ব্যবহারের জন্যে আহ্বান জানানো হয়েছে। এইসব প্রশ্নগুলো নিয়ে আপনাদের কাগজে কী লেখা হয়, সে সম্পর্কে আপনার কিছু বলবার আছে কি?

উত্তর: জি ডি আর-এর নাগরিকদের আইন প্রণয়নে অংশ নেওয়ার সর্বপ্রকার সুযোগ আছে। আমাদের সমাজতান্ত্রিক সংবিধানে এটা বিধিবদ্ধ করা হয়েছে। কার্যকরী করার আগে গুরুত্বপূর্ণ আইন সম্পর্কে জনসাধারণের মধ্যে এবং **নিউয়েস ডয়েটসল্যান্ড** পত্রিকায় সেগুলো আলোচিত হয়।

যেমন, শ্রমবিধির খসড়াটি ৩ লক্ষ ৬৫ হাজার সভায় পর্যালোচিত হয়েছিল—৭০ লক্ষ নাগরিক এই সভাগুলোতে অংশ নিয়েছিলেন। মূল বিধির উপর সংশোধনী অথবা পরিপূরক প্রস্তাব এসেছিল তেইশ হাজার। একমাত্র এগুলো পাওয়ার পরেই পিপলস চেম্বার আইনটি অনুমোদন করে। আর একটি উদাহরণ দিই। ১৯৭৪ সালের গোড়ার দিকে পিপলস চেম্বার যুব আইন পাস করে। এটি উপস্থাপিত হওয়ার পূর্বে আমাদের পত্রিকা ও অন্যান্য সাময়িকপত্র এবং স্বাধীন জার্মান যুব লীগ প্রধানত তরুণ নাগরিকদের নিকট থেকে হাজার হাজার চিঠিপত্র পায়। পত্র লেখকরা আইনটি সম্পর্কে তাঁদের মতামত জানান। এর ফলে আইনটা যুব জনতার মতামত, তাদের স্বার্থ ও প্রয়োজন সম্পর্কে সর্বাধিক বিচার-বিবেচনা করতে সক্ষম হয়।

এস ইউ পি জি-র কেন্দ্রীয় মুখপত্র শুধু পাঠকদের মতামত প্রকাশের মধ্যেই নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখে না। আমরা দেশব্যাপী আলোচনা সংগঠিত করার চেষ্টাও করি। স্থানীয় জনগণের প্রতিনিধিত্ব ও তাদের সংস্থাগুলো সংক্রান্ত আইন সম্পর্কে আমরা যা করেছিলাম, সে সম্পর্কে দু-এক কথা বলি। প্রথমত, পিপলস চেম্বারের যে-সভায় খসড়া আইনটি জনগণের আলোচনার জন্যে উপস্থাপিত করার সিদ্ধান্ত হয়, আমরা সেই সংক্রান্ত একটা রিপোর্ট প্রকাশ করি। আইনের বিষয়বস্তু সম্পর্কে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করি এবং এ সম্পর্কে অনেকগুলো ধারাবাহিক প্রবন্ধও প্রকাশ করা হয়। আইনটি কিভাবে বাস্তবে স্থানীয় জনগণের প্রতিনিধিত্ব ও তাদের সংস্থাগুলোর জীবনে নতুন পর্যায় সুনিশ্চিত করবে, এটা দেখাবার জন্যে আমরা শহর ও বিভিন্ন সম্প্রদায় সম্পর্কে বিশেষ অনুশীলন করি। রাষ্ট্র-পরিচালনা ও পরিকল্পনার উন্নতিসাধনের মাধ্যমে নাগরিকদের উদ্যোগের বৃহত্তর সুযোগ সুনিশ্চিত করার পার্টির যে-লক্ষ্য রয়েছে, এটা তার সঙ্গে সংগতিপূর্ণ।

সোভিয়েতগুলো প্রকৃত জনগণের ক্ষমতার প্রাথমিক রূপ। আমরা সোভিয়েত ইউনিয়নের বিশ্ব-ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতাকে আমাদের পরিস্থিতির উপযোগী করে ব্যাপক সদ্ব্যবহার করেছি। এটা অন্যান্য ক্ষেত্রের মতো, স্থানীয় জন-প্রতিনিধিত্ব আইনের মধ্যেও প্রতিফলিত হয়েছে। আইনটিতে প্রতিনিধিদের ভূমিকা ও অধিকার প্রসারিত করার সুযোগ-সুবিধা দেওয়া আছে এবং নির্বাচকমণ্ডলীর রায় আরও ফলপ্রসূভাবে পূর্ণ রূপায়ণের সুযোগও এতে রয়েছে।

আমাদের বর্তমান গণতান্ত্রিক সংস্থাগুলোর কার্যকারিতা সম্পর্কে এই পত্রিকা অনবরত লিখে আসছে। এ সম্পর্কে একটু আলোচনা করা যাক। পিপল্‌স চেম্বার ও গোষ্ঠী প্রতিনিধিত্বের ক্ষেত্রে জার্মান গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রে জনসাধারণের নির্বাচিত প্রায় দু-লক্ষ প্রতিনিধি আছেন। তাঁরা গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেন। সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের একটা লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হল, বুর্জোয়া গণতন্ত্রের মতো নির্বাচকদের ভূমিকা শুধুমাত্র ভোট দেওয়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না। প্রতিনিধিরা জনগণের প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করার জন্যে এবং জনকল্যাণের জন্যে নির্বাচকদের নির্দেশ পান। এই ক্ষেত্রে কিভাবে সবচাইতে ভালো ফলাফল অর্জন করা যায়, নির্বাচনী অভিযান হল তার একটা নিবিড় মাধ্যম।

জন-প্রতিনিধিদের পরীক্ষার জন্যে অনেকগুলো ক্ষেত্র আছে। যৌথ শ্রম-সংস্থাগুলো তাদের মধ্যে থেকে সর্বাধিক যোগ্য ও সক্রিয় প্রার্থীদের নির্বাচন করে। প্রতিনিধিরা নির্বাচকমণ্ডলীর নিকট তাদের কাজকর্মের হিসেবের জন্যে দায়ী এবং জনগণের কাছে তাঁদের যোগ্যতা প্রমাণ করতে হয়। বর্তমানে পিপল্‌স চেম্বারের প্রতিনিধিদের ৬৪ শতাংশ ও স্থানীয় সংস্থাগুলোর প্রতিনিধিদের ৬৩ শতাংশ শ্রমিক অথবা অন্যান্য কর্মচারী এবং ১৬ ও ২৮ শতাংশ প্রতিনিধি যথাক্রমে কৃষি সমবায়ের সদস্য।

প্রতিনিধিদের কাজকর্ম এবং নির্বাচকমণ্ডলীর সঙ্গে তাঁদের সংযোগ সম্পর্কে **নিউয়েস ডয়েটসল্যান্ড** নিয়মিতভাবে লিখে থাকে। "প্রতিনিধিদের কাজ ও তাঁদের সংশ্লিষ্ট বিষয়", "আইন সম্পর্কে সংবাদ" প্রভৃতি স্তম্ভ এই উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়। নির্বাচনের পূর্বে ও পরে জনপ্রতিনিধি ও তাঁদের নির্বাচকমণ্ডলীর মধ্যে ঘনিষ্ঠ আস্থাসূচক সম্পর্কের উন্নতিসাধনের জন্যে আমরা চেষ্টা করি।

জনগণের তত্ত্বাবধান করা একটা কাজ। ১৯৭৫ সালের শুরু থেকে আমাদের শহর পরিষদ ও সরকারি অফিসগুলো অভ্যর্থনার সময় অনেকখানি বাড়িয়ে দিয়েছে। এখন প্রতিটি নাগরিক তাঁর প্রয়োজনের জন্যে সোমবার বাদে সপ্তাহের যে-কোনো দিনে ঐ অফিসগুলোতে যেতে পারেন। যে-সকল স্থানীয় কর্মচারী দ্রুততার সঙ্গে ও সুষ্ঠুভাবে নাগরিকদের সমস্যাগুলোর মোকাবিলা করেন আমাদের পত্রিকা তাঁদের প্রশংসা করে থাকে। নাগরিকদের প্রয়োজন ও স্বার্থের পূর্ণ সন্তুষ্টিবিধানের লক্ষ্যমুখী আমাদের যে-নীতি রয়েছে এটা তার সঙ্গে সংগতিপূর্ণ।

নাগরিকদের রাজনৈতিক ও সরকারি কাজে অংশগ্রহণের জন্যে ব্যাপক তথ্য ও প্রচারের একান্ত প্রয়োজন রয়েছে। সমগ্র ও প্রামাণিক তথ্য না পেলে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের নাগরিক বিষয়বস্তুকে সঠিক পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করতে পারেন না এবং তাঁর দায়িত্বও সচেতনভাবে পালন করতে পারেন না। পার্টি অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক নীতি-সংক্রান্ত ব্যাপারে তার সিদ্ধান্ত ও দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে জনসাধারণকে অবহিত করে। কংগ্রেসগুলোর সভা-বিবরণী

ও কেন্দ্রীয় কমিটির পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনের দলিল **নিউয়েস ডয়েটসল্যান্ড** পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। মন্ত্রিপরিষদ-সভার তথ্যাদিও এইভাবে প্রকাশিত হয়। পত্রিকায় মন্ত্রীরা তাঁদের কথা লেখেন। এই উদ্দেশ্যে পত্রিকায় একটা বিশেষ স্তম্ভ রয়েছে। "মন্ত্রী পাঠকদের প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন।" আমাদের রাজনৈতিক বিরোধীরা দাবি করেন যে, সমাজতান্ত্রিক সমাজে রাষ্ট্র ও নাগরিকদের মধ্যে একটা গভীর পার্থক্য রয়েছে। কিন্তু আমি যে-সকল সামান্য তথ্যাদি এখানে উল্লেখ করেছি, তার থেকে এটা প্রতিপন্ন হয় যে, জি ডি আর-এর নাগরিকরা তাঁদের দেশের ঘটনাবলী সম্পর্কে অনেক বেশি অবহিত। বুর্জোয়া সমাজের নাগরিকরা নিজেদের দেশ সম্পর্কে অতটা জানেন না।

আমাদের পত্রিকা অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশের মানুষের জীবন সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে লেখে, পুঁজিবাদী দেশগুলোর ঘটনাবলীর বিবরণ প্রকাশ করে এবং উন্নয়নশীল দেশসমূহের স্বাধীনতা ও জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের তথ্যাদিও এতে প্রকাশিত হয়। আমাদের লক্ষ্য হল, জি ডি আর-এর প্রতিটি নাগরিক যেন আমাদের দেশ ও অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশের করণীয় কাজগুলো সম্পর্কে অবহিত হতে পারে।

কমিউনিস্ট-বিরোধী প্রচার অভিযানের লক্ষ্য হল জি ডি আর। বুর্জোয়া মতাদর্শবাদীরা গণতন্ত্রের ধারণাটিকে নিয়ে প্রতারণার আশ্রয় নেন এবং প্রায়ই নানারকম তুলনামূলক সিদ্ধান্ত টানেন। এটা করতে গিয়ে তাঁরা বুর্জোয়া গণতন্ত্রের চশমা দিয়ে সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতা পরখ করেন এবং এই রকম একপেশে সিদ্ধান্ত টানেন যে, পুঁজিবাদে মানুষ স্বাধীন, আর সমাজতন্ত্রে নানারকম বিধিনিষেধের জালে মানুষ বাঁধা।

আপনাদের কাগজে কি এ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়? জি ডি আর-এর রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বীদের সঙ্গে আপনারা কিভাবে বিতর্ক চালান?

উত্তর ঃ আমরা অবশ্যই এ আক্রমণগুলোর কথা জানি এবং কমিউনিস্ট হিসেবে এর বিরুদ্ধে আমাদের প্রতিক্রিয়াও প্রকাশ করি। প্রথমেই আমরা বুর্জোয়া প্রচারকে পুঁজিবাদী দেশগুলোর বাস্তব অবস্থার সঙ্গে মিলিয়ে বিচার করি। বৃহৎ প্রতিষ্ঠানের হুকুমদারি যদি থাকে এবং শ্রমজীবী জনগণ যদি তাদের উৎপন্ন দ্রব্যের মালিক না হতে পারে, তাহলে কি কোনো গণতন্ত্র সম্ভব? লক্ষ লক্ষ শ্রমিক ও তাদের পরিবারবর্গ যদি নিরাপত্তার অভাবের মধ্যে দিন কাটায়, চাকরি হারাতে বাধ্য হয় এবং যা একান্ত প্রাথমিক মানবিক অধিকার সেই কাজের অধিকার থেকেও বঞ্চিত হয়, তাহলে গণতন্ত্র ও স্বাধীনতার কোনো প্রশ্ন উঠতে পারে কি? কমিউনিস্ট অথবা প্রগতিশীল মানুষ যেখানে তার পছন্দসই পেশা থেকে বঞ্চিত হয়, (যেমন এফ আর জি-তে) সেখানে কি আমরা গণতন্ত্রের কথা বলতে পারি? সাম্রাজ্যবাদ যেখানে সবসময় জনগণকে বিপজ্জনক আন্তর্জাতিক সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়তে বাধ্য করে এবং শান্তি ও জনগণের স্বার্থানুকূল উত্তেজনা প্রশমনের নীতিকে বানচাল করার চেষ্টা করে, সেখানে গণতন্ত্র কোথায়?

গণতন্ত্র ও স্বাধীনতার ন্যায়পরায়ণতার কথা এক জিনিস, এবং পুঁজিবাদী বাস্তবতা, যেখানে মানুষের মর্যাদাহানি ঘটে, সেটা সম্পূর্ণ আলাদা ধরনের জিনিস। কোনো প্রচারই এই সুস্পষ্ট দ্বন্দ্বকে চাপা দিতে পারে না, ভবিষ্যতেও পারবে না।

আমরা এটা দেখাতে চেষ্টা করি যে, পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় "সামাজিক গণতন্ত্র" সম্পর্কে সকল কথাবার্তাই তথ্যের আঘাতে কিভাবে বানচাল হয়ে যায়। এই ধরনের "সামাজিক গণতন্ত্রের" প্রধান উদ্দেশ্য হল, সংখ্যাগুরুর উপর সংখ্যালঘুর শাসন বজায় রাখা, উৎপাদনের উপকরণের উপর একচেটিয়া মালিকানা অক্ষুণ্ণ রাখা, শোষকদের নিকট শ্রমিকদের শ্রম বিক্রি করার "অধিকার" টিকিয়ে রাখা এবং প্রতিষ্ঠানগুলোর পাহাড়প্রমাণ মুনাফা আত্মসাৎ করার "স্বাধীনতা" বজায় রাখা। অন্যদিকে এখানে লক্ষ লক্ষ প্রলেতারিয়েত তাদের কাজ সম্পর্কে অনিশ্চয়তার মধ্যে দিন কাটায় এবং এইভাবে তাদের ও তাদের পরিবারের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত হয়ে থাকে।

পুঁজিবাদী ব্যবস্থাতেও শ্রমিকশ্রেণী কতকগুলো গণতান্ত্রিক অধিকার অর্জন করে কিন্তু তা শুধু লড়াই বজায় রেখে। সমাজতন্ত্র ছাড়া শ্রমজীবী জনগণের সামাজিক অধিকার ও গণতান্ত্রিক স্বাধীনতা আর কোথাও সুনিশ্চিত হয় না। তা ছাড়া, জনগণ যখনই তদের পূর্ণ গণতান্ত্রিক অধিকার ও স্বাধীনতার দাবিতে লড়াইয়ে নামে, গণতন্ত্রের শত্রু হিসেবে পুঁজিবাদের স্বরূপ তখনই উদ্‌ঘাটিত হয়। পুঁজিবাদ তখন সন্ত্রাস ও হত্যার আশ্রয় নেয়, যেমন চিলিতে করেছে অথবা প্রগতির পথে বাধা সৃষ্টি করে, যেমন করছে পর্তুগালে।

এই সব সমস্যা সম্পর্কে মতামত ব্যক্ত করে আমাদের পত্রিকা ব্যাপক বুর্জোয়া প্রচারের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে কখনও দ্বিধা করে না। বিভিন্ন দেশে জনগণের অধিকার ও স্বাধীনতার সংগ্রাম ও গণতান্ত্রিক আন্দোলন সম্পর্কেও আমাদের পত্রিকা লেখে। কমিউনিস্টদের নেতৃত্বে পরিচালিত এই সব অনুপ্রেরণাময় সংগ্রামের বিস্তৃত বিবরণ আমাদের পত্রিকায় থাকে। **নিউয়েস ডয়েটসল্যান্ড**-এর পাঠকরা কমিউনিস্ট ও ওয়ার্কার্স পার্টিগুলোর লক্ষ্য ও অভিজ্ঞতা সম্পর্কেও ওয়াকিবহাল। শান্তি, গণতন্ত্র ও সামাজিক প্রগতির অনুগামীদের প্রতি তাঁরা সহানুভূতিশীল। এঁদের সাফল্যের বিবরণ আমাদের কাগজে থাকে এবং আমাদের গভীর সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংহতি আমরা প্রকাশ করি। গণতান্ত্রিক অধিকার ও স্বাধীনতার উত্তুঙ্গ সংগ্রাম এবং প্রতিক্রিয়ার হাতে বন্দী জনগণের মুক্তির দাবির প্রতি আমরা সমর্থনের আহ্বান জানাই।

আমরা পুঁজিবাদী ব্যবস্থা—যেখানে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর সৃষ্ট বৃহত্তম সংকট বর্তমানে জনগণের অর্থনৈতিক ও সামাজিক নিরাপত্তার অনিশ্চয়তা বাড়িয়ে তুলেছে, তার বিবর্ণ বাস্তবতার বিপরীত চিত্র হিসেবে সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ার জীবনকে তুলে ধরি। এই তুলনামূলক আলোচনা থেকে আমরা দেখি যে, জল ও আগুনের মধ্যে যতটা মিল আছে, বুর্জোয়া প্রচারের মধ্যে তার থেকে বেশি মিল নেই। গণতন্ত্র ও স্বাধীনতার প্রকৃত পরিপ্রেক্ষিত বিকাশের মধ্যেই সমাজতন্ত্রের যথার্থ প্রমাণ।

কাজের অধিকার, বৃত্তিমূলক শিক্ষা, বিশ্রাম, স্বাস্থ্যরক্ষা ও কাজের ভাল ব্যবস্থা জি ডি আর-এ সুনিশ্চিত করা

হয়েছে। তাই অসুস্থতা, আঘাতপ্রাপ্তি, অক্ষম হয়ে পড়া ও বার্ধক্যের ক্ষেত্রে এখানে সামাজিক রক্ষণাবেক্ষণ ব্যবস্থা চালু আছে। মাতৃত্ব-রক্ষা সুনিশ্চিত করা হয়েছে। আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার উৎকর্ষের বিশেষ উল্লেখযোগ্য প্রমাণ। শিক্ষা-ক্ষেত্রের সকল সামাজিক বাধা ও শ্রেণীগত বিধিনিষেধ ভেঙে দেওয়া হয়েছে। সমাজতন্ত্র যেমন সকলকে খাদ্য দেয়, তেমনি সকলকে শিক্ষাও দেয়। এটা প্রাসঙ্গিকভাবে নাগরিকদের পরিকল্পনা ও শাসন পরিচালনায় গণতান্ত্রিকভাবে অংশগ্রহণের একটা গুরুত্ব-পূর্ণ পূর্বশর্ত হয়ে দাঁড়ায়। আমাদের দেশে শতকরা ৯১ জন বালক-বালিকা দশম বার্ষিক সাধারণ মাধ্যমিক কারিগরী বিদ্যালয়ে লেখাপড়া করে। শ্রমিক ও কৃষকদের ছেলে-মেয়েরা বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্যান্য উচ্চতর বিদ্যালয়ে যায়। সমাজতান্ত্রিক সমাজ দক্ষতার পূর্ণ বিকাশে উৎসাহ দেয়। সমাজতন্ত্র সকল নাগরিককে তাৎপর্যময় জীবন যাপনে সক্ষম করে তোলে এবং এটাই নাগরিকদের গণতান্ত্রিক অধিকার ও স্বাধীনতার ফলপ্রসূ প্রয়োগের ভিত্তি। পুঁজি-বাদী দেশগুলোর, বিশেষ করে এফ আর জি ও পশ্চিম বার্লিনের লক্ষ লক্ষ পর্যটক দেখতে পান, বুর্জোয়া প্রচারের ফলে তাঁদের মনে গড়ে ওঠা ধারণা বাস্তবতার আঘাতে ভেঙে চুরমার হয়ে যাচ্ছে।

সর্বক্ষেত্রে, তা সে তরুণ প্রজন্মের অধিকারের ক্ষেত্রের হোক, বা মেয়েদের সমানাধিকারের ক্ষেত্রেই হোক, এটার সমস্ত রকম প্রমাণ রয়েছে যে, আমরা পুঁজিবাদকে এক যুগ পেছনে ফেলে এগিয়ে গিয়েছি। **নিউয়েস ডয়েটসল্যান্ড** এটা পাঠকদের বুঝতে সাহায্য করে। এই জন্যে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোতে গণতন্ত্র প্রয়োগের চিত্র, তার আরও বিকাশের চিত্র তুলে ধরা আমাদের সাংবাদিকতার কেন্দ্রীয় বিষয়। সোভিয়েত ইউনিয়নের সাম্যবাদের বৈষয়িক ও কারিগরী বনিয়াদ গড়ে তোলার বিবরণ এবং অন্যান্য ভ্রাতৃপ্রতিম দেশে সমাজতন্ত্র গড়ে তোলার বিবরণ আমরা বিস্তারিতভাবে প্রকাশ করি। কমিউনিস্ট ও শ্রমিক আন্দোলনের প্রধান শক্তি সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির মৌলিক অবস্থান সম্পর্কে জানবার জন্যে আমাদের পাঠকরা গভীরভাবে আগ্রহী। কারণ জার্মান গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে এক চিরকালীন অবিচ্ছেদ্য বন্ধুত্বে আবদ্ধ, অন্যান্য সকল সমাজতান্ত্রিক গোষ্ঠীর দেশগুলোর সঙ্গে আবদ্ধ এবং তাদের সকলের সঙ্গে মিলিতভাবে সাম্য-বাদী ভবিষ্যৎ গড়ে তুলছে।

রাজনৈতিক সাহিত্যের ডাক

আজকের উপনিবেশবাদী

আফ্রিকার সাম্প্রতিক ঘটনাবলী আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ৩৫ কোটিরও অধিক আফ্রিকাবাসীর বিকাশমান ভূমিকাকে উজ্জ্বল করে তুলে ধরেছে। পুঁজিবাদের সাধারণ সংকটের নতুন স্তরের প্রতিফলন, আন্তর্জাতিক উত্তেজনা প্রশমনের বিকাশের অনুকূল পরিস্থিতিতে সমাজতন্ত্র ও প্রগতির পক্ষাবলম্বী বিশ্ব শক্তিসমূহের নতুন সম্পর্ক—দুনিয়াব্যাপী সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রামে আফ্রিকার অংশগ্রহণের ব্যাপারে উপরোক্ত বিষয়গুলি নতুন নতুন সম্ভাবনার দ্বার উন্মুক্ত করেছে। এর একটি সজীব উদাহরণ, ১৯৭৩-এর অক্টোবর মাসের যুদ্ধের সময় মধ্যপ্রাচ্যের জনগণের সঙ্গে আফ্রিকার সংহতি। এই সময় আফ্রিকার অধিকাংশ দেশ ইসরায়েলের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করে। এই সব নবীন রাষ্ট্রগুলির প্রগতি-শীল শক্তিসমূহ নিজেদের সম্পদের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা, কৃষির আধুনিকীকরণ ও শিল্প বিকাশের জন্য সচেষ্ট হয়ে ওঠে এবং সাম্রাজ্যবাদীদের চাপানো অসম বাণিজ্যিক শর্তের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে। বিভিন্ন অসুবিধা ও ভুলভ্রান্তির ভেতর দিয়ে যেতে যেতে আফ্রিকার জনসাধারণ ক্রমশই অধনতান্ত্রিক পথে উন্নয়ন এবং সমাজতান্ত্রিক কাঠামোর ইতিবাচকতা সম্পর্কে অভিজ্ঞতার মাধ্যমে সচেতন হচ্ছে।

কিন্তু বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতা ও প্রচ্ছন্ন বিপদকে ছোট করে দেখলে চলবে না। এগুলিকে খুঁজতে হবে মুখ্যত নয়া-উপনিবেশবাদ এবং প্রধানত মার্কিন নয়া-উপনিবেশবাদের ভেতর। সন্দেহ নেই যে নয়া-উপনিবেশবাদের পদ্ধতি এবং ছলাকলার মার্কসবাদী-লেনিনবাদী বিশ্লেষণ আফ্রিকার লড়াকু জনগণের কাজে লাগবে। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে এ জাতীয় বই খুব বেশি নেই। এই শূন্যতাকে আংশিকভাবে পূরণ করেছে এক প্রগতিশীল মার্কিন অর্থনীতিবিদ স্টুয়ার্ট স্মিথের গ্রন্থ, যাতে আফ্রিকায় মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের পরি-কল্পনা এবং কৌশলসমূহের বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

মধ্য-পঞ্চাশ থেকে সত্তরের দশকের প্রথম পর্ব—এই কুড়ি বছরের সময়সীমায় স্মিথ দেখিয়েছেন, "কিভাবে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরা আর্থনীতিক, রাজনৈতিক, সামরিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে আফ্রিকায় তাদের অনুপ্রবেশের প্রধান গতিপথগুলি বিস্তার করেছে। এবং তিনি জোর দিয়ে বলেছেন এই বিষয়গুলি ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত। বিনিয়োগ, সাহায্য এবং বাণিজ্য শুধু মোটা মুনাফা অর্জনের আর্থ-নীতিক যন্ত্র হিসেবেই ব্যবহৃত হয় নি, তাতে রাজনৈতিক

স্টুয়ার্ট স্মিথ। ইউ এস নিও-কলোনিয়ালিজম ইন আফ্রিকা। ইণ্টারন্যাশনাল পাবলিশার্স, নিউ ইয়র্ক, ১৯৭৪। ২৭৫ পৃষ্ঠা সম্বলিত।

সুতোর টানও ছিল। কারিগরি সহায়তার নামের ওপর ভর দিয়ে প্রায়সই ভাষা ও শিক্ষাগত, ধর্মীয় এবং সাংস্কৃতিক যোগাযোগের বিষয়গুলিকে ব্যাপকতর মতাদর্শগত প্রভাব বিস্তারের জন্য ক্রমবর্ধমান গুরুত্বের সঙ্গে ব্যবহার করা হয়েছে" (পৃঃ ৩৯, ৪০)।

লেখক দেখিয়েছেন, নয়া-উপনিবেশবাদ জনগণের কয়েকটি অংশের ভেতরে তার ভিত্তি নির্মাণের জন্য কি কি ধরনের পদ্ধতি গ্রহণ করে। একদিকে তারা স্থানীয় বুর্জোয়াজিকে সংহত করার জন্য মুক্তহস্তে সাহায্য করেঃ "পূর্বেকার যে কোনো সময়ের চেয়ে বেশি করে এখন ডলারকে··· ওয়াশিংটন রাজনৈতিক ডলার হিসাবে দেখছে" (পৃঃ ৪৭)। অপরদিকে, উত্তর আমেরিকার রাজনীতিবিদরা সামন্ততান্ত্রিক অবশিষ্টাংশ, জাতীয়তাবাদ ও উপজাতিদের মধ্যেকার প্রতিদ্বন্দ্বিতাকে ব্যবহার করে সব সময়ের জন্য প্রশাসনিক অস্থিরতা বজায় রাখার চেষ্টা করে, যাতে উন্নয়নশীল দেশগুলি তাদের হুকুমের কাছে মাথা নোয়াতে বাধ্য হয়।

আফ্রিকার প্রতি মার্কিন কৌশলগত নীতিসমূহের নমনীয়তা উল্লেখ করে স্মিথ দেখিয়েছেন যে, পুরনো উদ্দেশ্যগুলি সাধনের জন্য নতুন নতুন কায়দা গ্রহণ করা হচ্ছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, আফ্রিকার দেশগুলিকে সাম্রাজ্যবাদের বৃত্তের ভেতর রাখার প্রচেষ্টার কারণ হল সস্তায় শ্রম ও কাঁচামালের একটি স্থায়ী যোগান ক্ষেত্র প্রস্তুত রাখা।

নয়া উপনিবেশবাদী সামরিক নীতিসমূহকে বিশ্লেষণ করে স্মিথ দেখিয়েছেন যে আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটের পরিবর্তনগুলি কিভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে বাধ্য করছে তার প্রাধান্যদানের বিষয়গুলির পুনর্বিচার করতে। ফলে, ঠাণ্ডা যুদ্ধের পর্বে অনুসৃত নীতিসমূহ থেকে আফ্রিকায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কৌশলের পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে। দুনিয়ার পাহারাদার হিসেবে নিজেকে জাহির করা এবং সরাসরি সামরিক আগ্রাসন চালানোর বদলে তারা এখন একদিকে আর্থনীতিক, কূটনৈতিক এবং মতাদর্শগত কার্যক্রম গ্রহণের "নজরে না আসা" কৌশলসমূহ গ্রহণ করছে এবং অপরদিকে আগ্রাসী জোটসমূহ (নাটো, সেনটো) এবং দক্ষিণ আফ্রিকা ও ইস্রায়েলের মতো মিত্রদের সঙ্গে সামরিক-রাজনৈতিক বন্ধন অক্ষুণ্ণ রাখছে।

এই বইয়ের ভূমিকায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কমিউনিস্ট পার্টির জাতীয় সভাপতি হেনরী উইনস্টন লিখেছেন যে আফ্রিকায় প্রভাব বিস্তার করার জন্য পেণ্টাগন দুমুখী লক্ষ্য অনুসরণ করে থাকে: "মহাদেশটির ভেতরকার মুক্তি যুদ্ধের আন্দোলনগুলিকে দমন করা এবং সাম্যবাদের সঙ্গে আন্তর্জাতিক সংঘর্ষের ক্ষেত্রে আফ্রিকার ঘাঁটি ও সম্পদগুলিকে উত্তরোত্তর গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে ব্যবহার করা" (পৃঃ ৬)।

প্রতিতুলনা হিসেবে স্মিথ আফ্রিকার ক্ষেত্রে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক গোষ্ঠীর কর্মধারার চিত্র তুলে ধরেছেন। আফ্রিকায় সমাজতান্ত্রিক সাহায্যের তথ্যগত সাক্ষ্যসমূহ মার্কিন নয়া-উপনিবেশবাদী নীতিসমূহের সমর্থকদের বক্তব্যগুলিকে ধসিয়ে দিয়েছে। এই পারস্পরিক বৈপরীত্যের চিত্র আফ্রিকার জনগণের অ-ধনতান্ত্রিক পথে বিকাশ ও সমাজতান্ত্রিক গোষ্ঠীর সঙ্গে চিরকালীন শক্তিশালী বন্ধন গড়ে তোলার মধ্য দিয়ে ইতিবাচক ভবিষ্যৎ গঠনের গুরুত্বকে তুলে ধরেছে।

জন পিটম্যান

নৈতিক মূল্যগুলির পরিণাম

ধনতান্ত্রিক সমাজের গভীর সংকট শুধু আর্থনীতিক ও রাজনৈতিক সংকটকে কেন্দ্র করেই নয়, বুর্জোয়া নীতিবোধগুলির সংকটের ক্ষেত্রেও প্রকট। ফ্রান্সের কমিউনিস্ট পার্টির মার্কসবাদী পাঠচক্র কিছুদিন বাদে বাদে নিয়মিতভাবে বিতর্কানুষ্ঠানের উদ্যোগ নিয়ে থাকেন। শেষতম মার্কসবাদী চিন্তা সপ্তাহের বিতর্কসমূহের সংক্ষিপ্তসার এখানে তুলে ধরা হয়েছে। এই আলোচনাগুলিতে সোশ্যালিস্ট পার্টি ও ট্রেড ইউনিয়ন সংস্থাসমূহের প্রতিনিধিবৃন্দ, প্রগতিশীল পণ্ডিত এবং শিল্পীরাও যোগ দিয়েছিলেন। এই খণ্ডটিতে সে আলোচনার সংক্ষিপ্তসার দেওয়া হয়েছে, তা হল, "নৈতিকতা ও সমাজ।" এর প্রধান শাখাগুলো হল: "কাজ এবং দৈনন্দিন জীবন", "যৌনতা এবং পারিবারিক সমস্যাসমূহ", "সমাজে বিজ্ঞানীর স্থান", "সংস্কৃতির সমস্যাবলী" এবং "বিপ্লবী নীতিশাস্ত্র বলতে কিছু আছে কি?"

পুঁজিবাদের সাধারণ সংকটের নীতিগত দিকগুলি এখন আরও ব্যাপকতর তাৎপর্য অর্জন করেছে। সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলিতে শ্রমজীবী মানুষ কেবল তাদের ব্যবহারিক উন্নতিই নয়, ক্রমবর্ধমান হারে তাদের শ্রমের সামাজিক মূল্য, অবসর সময়ে উদ্ভূত সমস্যাবলী, নারীর সাম্য, সাংস্কৃতিক বিকাশ ইত্যাদি নিয়ে গঠিত হয়ে পড়ছে। জীবনের অর্থ—এই চিরন্তন প্রশ্নটি এখন বিশেষভাবে তীক্ষ্ণ হয়ে উঠেছে।

আজও হাজার হাজার ফরাসি শ্রমিক বস্তুত দিনরাত জীবনযাপনের জন্য ক্লান্তিকর লড়াইয়ে মগ্ন রয়েছে। হৃত শক্তিকে অর্জন করার কোনো অবসর বা সুযোগ তাদের নেই। বইটিতে শ্রমিকদের বক্তব্যসমূহ তুলে ধরা হয়েছে: "মনে হয়, আমাকে চুষে নেয়া হয়েছে। সন্ধ্যে নাগাদ একেবারে ফতুর হয়ে যাই। এভাবে চলছে তো চলছেই। "পারিবারিক জীবন বলতে আমার কিছু আর নেই। স্ত্রী-র সঙ্গে আমার কদাচ দেখা হয়, আমার ছেলেমেয়েরা কিভাবে বেড়ে উঠছে জানতে পারি না, আর বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে দেখা করাতো প্রায় অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে।"

"মানুষজনের সঙ্গে আমি যোগাযোগ হারিয়ে ফেলেছি। আমার পারিবারিক সম্পর্কগুলো তছনছ হয়ে গেছে··· বাঁচার ইচ্ছে আমি হারিয়ে ফেলেছি।"

শ্রম যে একচেটিয়া পুঁজি বাড়ানোর একটি উৎস—এই উপলব্ধি এই রিক্ততাকে আরও বাড়িয়ে তুলেছে।

গ্রন্থটিতে পুঁজিবাদী দেশসমূহে মধ্যবিত্ত কর্মচারীদের সমস্যাবলীকে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা হয়েছে। ক্ষমতা যেখানে পুঁজিপতিদের হাতে, সেখানে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার শেষতম অবদানগুলো কোন লক্ষ্য সাধন করে থাকে? বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারসমূহের অবৈজ্ঞানিক ব্যবহারের

মর্যাল এত সোভিয়েত। এদিশনস সোশ্যিয়েলা, পারী, ১৯৭৪, পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩১৯।

ক্ষেত্রে নির্ভীক বিজ্ঞানীদের অবস্থান কী হবে? এই প্রশ্নগুলির উত্তরদানের চেষ্টা করতে গিয়ে "নীতিবোধ এবং সমাজ"-এর লেখকেরা দেখিয়েছেন যে জনসাধারণের মধ্যে কিছু পরিমাণে পশ্চাৎপদতা বজায় রাখা বুর্জোয়াজির কায়েমী স্বার্থের পক্ষে অনুকূল। এই কারণেই মাধ্যমিক এবং উচ্চতর শিক্ষাপদ্ধতির ক্ষেত্রে এত কড়া ঝাড়াই বাছাই করা হয়। এই কারণেই শাসক শ্রেণীগুলি ছদ্ম-বৈজ্ঞানিক ধ্যান-ধারণা এবং সংস্কারগুলির পৃষ্ঠপোষকতা করে। সামাজিক সমীক্ষাসমূহের ফলাফল উদ্ধৃত করে গ্রন্থটিতে দেখানো হয়েছে যে এখনো ফরাসি নারী-পুরুষদের ৪৫ শতাংশ জ্যোতিষশাস্ত্রকে বিজ্ঞান হিসেবে গণ্য করে। প্রগতির জন্য নয়, সম্পূর্ণ বিপরীত লক্ষ্যে ব্যবহার করা হয় বিজ্ঞানকে; ওষুধের কারখানাগুলি, যদি ক্ষতিকর না-ও হয়, তবু অকেজো ওষুধপত্র তৈরি করতে থাকে, বিপুল বৈজ্ঞানিক সম্পদকে সামরিক গবেষণার কাজে লাগানো হয় ইত্যাদি।

একচেটিয়া পুঁজি ক্রমবর্ধমান হারে চলচ্চিত্র শিল্প, বেতার, টেলিভিশন, খবরের কাগজ, পত্র-পত্রিকা এবং প্রকাশনা সংস্থাগুলির ওপর নিয়ন্ত্রণ কায়েম করছে, যাতে নিরুপদ্রবে সে তার "সংস্কৃতি"-র বীজ বুনতে পারে এবং সমাজের সাংস্কৃতিক বিকাশের ক্ষেত্রে প্রগতিশীল প্রবণতাগুলির সৃষ্টিকে যাতে প্রতিহত করা যায়।

প্রকৃত আদর্শ থেকে বুর্জোয়া সমাজের নৈতিক মূল্যবোধগুলি কতদূর সরে এসেছে তা উপলব্ধি করতে পেরে আরও বেশি সংখ্যায় বিজ্ঞানী, শিল্পী, সাংবাদিক এবং ছাত্র এক নতুন নৈতিকতার সংগ্রামে সমবেত হচ্ছেন, হচ্ছেন শ্রমিকশ্রেণী ও গণতান্ত্রিক শক্তিসমূহের সাথী।

বইটিতে স্বচ্ছভাবে তুলে ধরা হয়েছে যে পুঁজিবাদী দেশসমূহের সর্বহারাশ্রেণী ও তাদের মিত্রদের শ্রেণীসংগ্রাম শুধু বুর্জোয়া নীতিবোধের বিরোধিতার ক্ষেত্রে শ্রমজীবী জনতাকেই সাহায্য করে না, একটি নতুন বিপ্লবী নীতিবোধেরও জন্ম দেয়, যা মানুষ ও সমাজকে পুরোপুরি নতুনভাবে গড়ে তুলতে পারে। "সচেতন বা অচেতনভাবে হোক, লক্ষ লক্ষ নর-নারী ও তরুণ-তরুণী মুনাফাকেন্দ্রিক সমাজব্যবস্থার সংকটের ফলাফলকে উপলব্ধি করতে পারছে। এই উপলব্ধিই শক্তি যোগাচ্ছে পরিবর্তন ও নবজাগরণের।" নতুন নীতিবোধের অস্তিত্ব সম্পর্কে প্রশ্নকারী বুর্জোয়া প্রচারযন্ত্রের আক্রমণের বিরুদ্ধে পাল্টা আক্রমণ চালিয়ে লেখকরা লিখেছেন: "বিপ্লবী নীতিশাস্ত্র বলতে কিছু আছে কি? এই প্রশ্নের উত্তরে মার্কসবাদীরা বলেন: হ্যাঁ, ব্যক্তির সামাজিক চরিত্রের স্বীকৃতির ভিত্তিতে গড়ে উঠেছে মার্কসবাদী মানবতা।" জনগণের মধ্যে উত্তরোত্তর ব্যাপকভাবে প্রসারিত কমিউনিস্ট দৃষ্টিভঙ্গি শ্রমিকশ্রেণীর চেতনায় নতুন ও সঠিক নীতিবোধের উদ্ভব ও শক্তির ভিত্তিস্বরূপ। লেখকেরা সোভিয়েত ইউনিয়ন ও অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশের জীবনযাত্রা থেকে উদাহরণসমূহ তুলে ধরেছেন—যেখানে উন্নত আদর্শের দিকে লক্ষ্য রেখে কাজ করা হয়, ব্যক্তিত্বের বিকাশের জন্য অবসর-সময়কে ব্যবহার করা হয়, যেখানে নারী পুরুষের সমান অধিকার ভোগ করে এবং যেখানে যৌথাচার ও পারস্পরিক সহায়তা মানবিক সম্পর্কগুলির ভিত্তিকে গড়ে তোলে।

ইউজিন ব্রায়োন

একজন ব্যক্তির নির্বাচন

কানাডার কমিউনিস্ট পার্টির একজন নেতার এই আত্মজীবনীটিতে কানাডার কমিউনিস্টদের প্রথম প্রজন্মের কাহিনী এবং কানাডার শ্রমিকশ্রেণীর মুখ্য ভূমিকার কথা বিবৃত হয়েছে। এতে তুলে ধরা হয়েছে "তিরিশের দুর্দিনগুলিতে" কানাডার শ্রমিক-কৃষক এবং সমস্ত গণতান্ত্রিক শক্তির মহান সংগ্রামগুলির কাহিনী। আর এগুলো বর্ণনা করেছেন সাহিত্যিক প্রতিভাসম্পন্ন এমন এক ব্যক্তি, যাঁর কলমের কয়েকটি আঁচড়ে ফুটে ওঠে চরিত্র এবং সেই বছরগুলির পরিস্থিতি থেকে উদ্ভূত ঘটনাবলীর হুবহু চিত্র।

স্কটল্যান্ডের এক দারিদ্র্য-লাঞ্ছিত গ্রামে অনাথ-কিশোর-জীবন এবং পরবর্তীকালে কানাডায় বসবাসের বর্ণনা দিতে গিয়ে **টম ম্যাকাইউয়ের** "শস্যকর্তনকারীদের দীর্ঘ পদযাত্রা"-র জীবনের সেই ছবিকে নতুন করে তুলে ধরেছেন, যেখানে হাজার হাজার মরশুমি মজুর শস্য কাটার জন্য কানাডা পেরিয়ে দক্ষিণের দিকে চলেছে। এ সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে তিনি বলেন, "এই শস্যকর্তনকারীদের দীর্ঘ পদযাত্রা বিপ্লবী মার্কসবাদের ছাত্র হিসেবে আমার ভবিষ্যৎ গড়ে তোলার কাজে এক প্রাণবন্ত ভূমিকা পালন করেছিল।"

একটি অধ্যায়ের শিরোনাম "একজন মানুষকে বেছে নিতেই হবে।" এখানে ম্যাকইউয়েন সংগঠিত সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের সঙ্গে তাঁর প্রথম ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের কাহিনীর বিবরণ দিয়েছেন। তিনি বিদ্রূপ করে বলেছেন, "আমি···সে সময়কার প্রকৃত সমাজতান্ত্রিক 'বুদ্ধিজীবী'দের দেখা পেলাম এবং তাদের গজদন্ত-মিনারের খাদ্যতালিকার মহার্ঘতার স্বাদ গ্রহণ করলাম" (পৃঃ ৮৭)। ম্যাকইউয়েন তাঁর চূড়ান্ত নির্বাচন করলেন ১৯২১-এ, যখন তিনি কানাডিয়ান ওয়ার্কার্স পার্টি, পরবর্তীকালীন কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দিলেন।

এই গ্রন্থটির কয়েকটি সেরা পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে, কি ভাবে অসংগঠিত কর্মরত ও বেকার শ্রমিকদের সংঘবদ্ধ করার জন্য কানাডার কমিউনিস্টরা ১৯৩০ সালে ওয়ার্কার্স ইউনিটি লীগ গঠন করলেন। সুবিধাবাদীদের সঙ্গে সংকটের বছরগুলিতে কমিউনিস্টরা কিভাবে তীক্ষ্ণ লড়াই চালিয়েছিল, ম্যাকইউয়েন তার বর্ণনা দিয়েছেন। এই সুবিধাবাদীরা দাবি করত যে আর্থনীতিক মন্দার সময়ে মজুরির দাবি-দাওয়া অর্জনের জন্য শ্রমিকরা এগোতে পারে না, তাদের এগোনো উচিত নয়।

১৯৩৬-এর প্রতিষ্ঠা বছর থেকে অদ্যাবধি ওয়ার্কার্স ইউনিটি লীগের সাধারণ সম্পাদক হিসেবে ম্যাকইউয়েন বর্ণনা করেছেন শ্রমিকশ্রেণীর অগ্রগতি আন্দোলনের কাহিনী—যেখানে সুবিধাবাদীদের বিরোধিতা সত্ত্বেও একচেটিয়া পুঁজির বিরুদ্ধে এবং গণতন্ত্রের জন্য লড়াই চালানো হয়েছে। পুঁজিবাদী শাসকেরা কানাডার জনগণের গণতান্ত্রিক আন্দোলন চূর্ণ করার জন্য অগণতান্ত্রিক ও

টম ম্যাকইউয়েন। **দি ফোর্জ গ্লোজ রেড। ফ্রম ব্ল্যাকস্মিথ টু রেভলিউশনারী।** প্রগ্রেস বুকস, টোরেন্টো, ১৯৭৪। পৃষ্ঠাসংখ্যা ২৬০।

ফ্যাসিসুলভ আক্রমণ চালিয়েছিল। টম ম্যাকইউয়েনের জীবন প্রতিবিম্বিত করেছে, নিজেদের অভিজ্ঞতার আলোয় কিভাবে জনসাধারণ পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থার বিকাশের আইনগুলিকে উপলব্ধি করতে পারে। তাঁর গ্রন্থে দেখানো হয়েছে, কিভাবে কানাডার কমিউনিস্টরা প্রলেতারীয় আন্তর্জাতিকতাবাদ এবং প্রকৃত দেশপ্রেমের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে শ্রমিকশ্রেণীর স্বার্থবহ সংগ্রাম এবং কানাডার জনগণের গণতান্ত্রিক অর্জনসমূহের লড়াইয়ে নেতৃত্ব দিয়েছিল।

"দি ফোর্জ গ্লোজ রেড" কানাডার সাম্যবাদী সাহিত্য এক অসামান্য অবদান।

মেল ডয়েগ

নতুন বই

বেট্টিনা আপথেকার। **দি মর্নিং ব্রেকস : দি ট্রায়াল অব এ্যাঞ্জেলা ডেভিস।** নিউ ইয়র্ক, ইণ্টারন্যাশনাল পাবলিশার্স, ১৯৭৫। পৃষ্ঠা-সংখ্যা ২৮৮।

এ্যাঞ্জেলা ডেভিসের ঘনিষ্ঠ বান্ধবী এবং তাঁর বিচারে আসামী পক্ষের অন্যতম প্রতিনিধি বেট্টিনা আপথেকার গ্রন্থটিতে আমেরিকার এই কমিউনিস্টের জীবন ও মুক্তির জন্য দুনিয়াব্যাপী আন্দোলনের ঘটনাপঞ্জীকে উপস্থাপিত করেছেন।

এ এস ব্ল্যাঙ্ক। **ইন দি হার্ট অব দি "থার্ডরাইখ।"** আত্মগোপনকারী ফ্যাসি-বিরোধী গণফ্রণ্টের এক ইতিবৃত্ত। মাইস্‌ল্‌ পাবলিশার্স, মস্কো ১৯৭৪, পৃষ্ঠা সংখ্যা ২৩৭। (রুশ ভাষায় লেখা)।

এটি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন জার্মানি এবং মুখ্যত বার্লিনে সক্রিয় রেড ক্যাপেলা নামে পরিচিত জার্মান প্রতিরোধ বাহিনীর আত্মগোপনকারী ফ্যাসি-বিরোধী গ্রুপগুলির কাজকর্মের বিবরণী। লেখক এখানে সেই সব মানুষের কথা বর্ণনা করেছেন যাঁরা বিভিন্ন সামাজিক পটভূমি ও পার্টির লোক হয়েও কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে এবং জার্মান-জনগণের মুক্তির পক্ষে সংগ্রাম করেছেন।

লিডার অব দি ডিফেন্স অব দি সোভিয়েত মাদারল্যাণ্ড। মহান দেশপ্রেমিক যুদ্ধে সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির কর্মধারার পরিচয়। মস্কো, পোলিতিজ্‌দাত, ১৯৭৫, পৃষ্ঠা সংখ্যা ৪০৭। (রুশ ভাষায় রচিত)।

সোভিয়েত ইউনিয়নের ঐতিহাসিকদের এই যৌথ প্রয়াসটি নিবেদিত হয়েছে কমিউনিস্ট পার্টির বহুমুখী রাজনৈতিক, মতাদর্শগত ও সাংগঠনিক ক্রিয়াশীলতার নেতৃত্বদানের প্রতি—যার মাধ্যমে সংগঠিত হয়েছিল নাৎসি আক্রমণকারীদের পরাভূত করার মানসে সোভিয়েত জনগণের সমগ্র বাস্তব ও আত্মিক শক্তিসমূহ।

এ দেমিশেল, এফ দেমিশেল, এম পিক্যুয়েমল। **ইনস্টিট্যুশনস এত প্যুভেয়ার এঁ ফ্রাঁস** (ইনস্টিট্যুশনস অব পাওয়ার অব ফ্রান্স)। পারী, এদিশনস সোশ্যিয়েলা, ১৯৭৫, পৃষ্ঠাসংখ্যা ২২৪।

তিনজন ফরাসি আইনজ্ঞ ফ্রান্সের বুর্জোয়া গণতন্ত্রের ওপর রাষ্ট্রীয় একচেটিয়া পুঁজির মূলধনের প্রভাব এবং এর রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলির চরিত্রের বিশ্লেষণ করেছেন। ১৯৫৮-র সংবিধানের পর বিগত কয়েক বছরের পরিবর্তনগুলি পরীক্ষা করে তাঁরা দক্ষিণ দিকে মোড় ফেরার বিষয়টিকে লক্ষ্য করেছেন।

সেস্তোউ ভেৎনা। ডকুমেণ্টি কে পোচাতকুম ন্যাঞি নারেদনি আ ডেমোক্রাটিকে রেভল্যুশে। ডুবেন ১৯৪৫—তুভেতেন ১৯৪৬। (**দি রোড অব মে।** চেকোশ্লোভাকিয়ায় জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের সূত্রপাতের দিকগুলির দলিলসমূহ। এপ্রিল ১৯৪৫—মে ১৯৪৬)। ভোবোদা পাবলিশার্স, প্রাহা, ১৯৭৫। পৃষ্ঠাসংখ্যা ৪৯৬।

চেকোশ্লোভাকিয়ার কমিউনিস্ট পার্টি পরিকল্পিত প্রথম চেক ও শ্লোভাক জাতীয় ফ্রণ্টের কোসিক কর্মসূচী থেকে শুরু করে জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রাথমিক পর্বপ্রসঙ্গে অন্যান্য দলিল গ্রন্থটিতে উপস্থাপিত হয়েছে। গ্রন্থটিতে প্রচুর রেফারেন্স ও বিবৃতি পরিবেশিত হয়েছে।

এইচ আই ফ্লেভেন। **ভার পার্টিতেওরি** (আওয়ার পার্টিজ থিয়োরি)। ফোর লাগেট নাই ডাগ, ওসলো, ১৯৭৫। পৃষ্ঠাসংখ্যা ১৭৪।

এই বইটিতে নরওয়ের শ্রমিক আন্দোলনের পরিস্থিতি এবং এই ক্ষেত্রে বামপন্থী শক্তিসমূহের রাজনৈতিক ভূমিকার বিশ্লেষণ করা হয়েছে। ফ্লেভেন দেখিয়েছেন, আজ শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবী পার্টি বলতে কি বোঝায়, কোন রাজনৈতিক, মতাদর্শগত ও সাংগঠনিক নীতিসমূহের ওপর তা দাঁড়িয়ে থাকে।

ই পনোভা এবং অন্যান্য। **উইমেন ইন দি ওয়ার্ল্ড টু ডে।** সোফিয়া, ১৯৭৫। পৃষ্ঠা সংখ্যা ১২৫। (বুলগেরীয় ভাষায় রচিত)।

গ্রন্থটি আন্তর্জাতিক নারীবর্ষের প্রতি নিবেদিত।

যখন কানাডার ট্রেডস ও লেবার কংগ্রেসের (টি এল সি—আমেরিকান ফেডারেশন অব লেবার) এবং অল-কানাডিয়ান কংগ্রেস অব লেবার-এর স্বৈরাচারী নেতৃত্ব অসংগঠিত শ্রমিকদের সংঘবদ্ধ করার ব্যাপারে উদাসীন হয়ে পড়ল, তখন সক্রিয় হয়ে উঠল দি ওয়ার্কার্স ইউনিটি লীগ। এই সংস্থা যে সব ইউনিয়ন গঠন করল সেগুলি ঐক্যবদ্ধ শ্রমিক-ফ্রণ্ট গঠনের জন্য ১৯৩৬-এ আবার টি এল সি—এ এফ এল-এ যোগ দিল।

প্রচুর তথ্য-সম্পদে সমৃদ্ধ এই বইটিতে সমাজতান্ত্রিক ও পুঁজিবাদী সমাজগুলিতে নারীজাতির সামাজিক-আর্থ-নীতিক অবস্থানকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

ও রায়ান। **টিম বাক—এ কনসায়েন্স ফর ক্যানাডা।** প্রগ্রেস বুকস, টোরেণ্টো, ১৯৭৫। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩০২।

এটি কানাডার বহু বৎসরব্যাপী কমিউনিস্ট আন্দোলনের নেতা এবং সংগঠক ও তাত্ত্বিক টিম বাকের জীবনী। তিনি ছিলেন কানাডার ইতিহাস এবং প্রগতিশীল সংস্কার, স্বাধীনতা ও সমাজতন্ত্রের জন্য সেখানকার শ্রমিকশ্রেণীর সংগ্রামের অংশবিশেষ।

জি জেড সোরচিন। **রিয়েলিটি ভার্সাস ফ্যাণ্টাসি।** কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক সম্পর্কে বুর্জোয়া ও সংস্কারবাদী ইতিহাসসমূহের সমালোচনা। মইসিল পাবলিশার্স, মস্কো, ১৯৭৪, পৃষ্ঠা সংখ্যা ২৫২। (রুশ ভাষায় রচিত)।

কমিউনিস্ট-বিরোধী সাহিত্যের সাধারণ প্রবাহের একটি অংশ হল কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের ইতিহাসের বিকৃতি সাধন। এই গ্রন্থে একজন সোভিয়েত ইতিহাসবেত্তা সমালোচনামূলকভাবে বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন তৃতীয় আন্তর্জাতিক সম্পর্কে সংস্কারপন্থী ও বুর্জোয়া ইতিহাস-ভূগোলের মতাদর্শগুলির প্রবক্তাদের অবস্থান, তাদের মতামতের বিবর্তন। তিনি মতাদর্শগত ও তাত্ত্বিক ঐতিহ্যের বিকৃত সাধনকারীদের মুখোস খুলে দিয়েছেন এবং কমিনটার্নের পরিকল্পনা ও কৌশলসমূহ বিবৃত করেছেন।

পার্টির পত্র-পত্রিকার বিবরণ

গোপনে প্রকাশিত চিলির পত্র-পত্রিকা

নববর্ষের রাত্রিতে বন্দীরা বিপ্লবী সংগীত গাইতে শুরু করেন। আতঙ্কিত কারারক্ষীরা চিৎকার করে তাদের ভয় দেখায়। তা সত্ত্বেও রিটোকা বন্দী শিবিরে আটক ১৬০ জন দেশপ্রেমিকবন্দী গান গাইতে থাকেন। ঘটনাটি **ইউনিদাদ এ্যাণ্টিফ্যাসিস্তা** পত্রিকার এ বছরের গোড়ার দিকের একটি সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে।

চিলির কমিউনিস্ট ও শ্রমিকশ্রেণীর সংবাদপত্রের একটা দীর্ঘস্থায়ী ঐতিহ্য আছে। এই শতাব্দীর সূত্রপাতে চিলির কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠাতা লুই এমিলিও রিকাবারেনের সক্রিয় উদ্যোগের ফলে শ্রমিকশ্রেণী ও জনগণের সাংবাদিকতার ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। এর ফলে জনগণের বিপ্লবী চেতনার আরও অগ্রগতি ঘটে। এখানে কয়েকটি পত্রপত্রিকার নাম করা হচ্ছে—যেমন, **ডেসপার্টার ডিলস ট্রাবাজাডোরস, সোশিয়্যালিস্তা, ফেডারিসিঅন অবরেবা, কমিউনিস্তা** ও **ফ্রেন্তে পপুলার**। ফ্যাসিস্ত অভ্যুত্থানের পূর্বে পার্টির কেন্দ্রীয় মুখপত্রের নাম ছিল **এল সিগলো**—পত্রিকাটি ১৯৪০ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়।

যে-সমস্ত পত্র-পত্রিকা তাদের নিঃশর্ত সমর্থন দেয় নি অভ্যুত্থানের প্রথম দিনেই সামরিক চক্র সেগুলোকে বন্ধ করে দেয় এবং শত শত সাংবাদিককে আটক করে। তারা ভেবেছিল এইভাবে চিলির বিপ্লবী আন্দোলন ও বিপ্লবী সংবাদপত্রের ইতিহাস মুছে দেওয়া যাবে।

যাই হোক, অভ্যুত্থানের কিছুদিন পরেই সাইক্লোস্টাইল করা কাগজ ও ইশতেহার বেরোতে থাকে। গোপন মুদ্রণের জাল বিস্তৃত করা হয়। কলকৌশল উন্নত হয় এবং পেশাদার সাংবাদিক সমেত বেশি বেশি করে মানুষ ক্রমশই গোপন ইশতেহার প্রকাশ ও বিলি করার কাজে অংশ নেন। সামরিক চক্রের ক্ষমতা দখলের কয়েকমাসের মধ্যেই গোপন পত্রিকা প্রকাশিত হতে থাকে—**ইউনিদাদ এ্যাণ্টিফ্যাসিস্তা** (সি পি), **লিবারসিঅন** (যুব কমিউনিস্ট লীগ) এবং গণ-ঐক্যের অন্যান্য পার্টিগুলোর প্রকাশনী।

এই বছরের শুরুতে **ইউনিদাদ এ্যাণ্টিফ্যাসিস্তা** যে-সব বিষয় নিয়ে আলোচনা করে তার মধ্যে কয়েকটি বিষয়ের উল্লেখ করছি :

"এক বছরের রক্তপাতেই যথেষ্ট," "সৈনিক, তুমি আর কতদিন তোমার জনগণের কারারক্ষী হয়ে থাকবে?" "জুন্তা=ক্ষুধা"। পত্রিকাটিতে বলা হয়েছে এইসব শ্লোগান সান্তিয়াগো ও অন্যান্য স্থানের বাড়ির দেওয়ালে লেখা হয়।

যেসকল দেশপ্রেমিকের জীবন বিপদাপন্ন হয়ে পড়েছে, তাঁদের জন্যে পত্রিকার নিয়মিত বিভাগের নাম হল, "এঁদের জীবন রক্ষা কর।"

ইউনিদাদ এ্যাণ্টিফ্যাসিস্তা লিখেছে, জুন্তার নেতৃত্ব বিশ্ব-জনমতের চাপে কৌশলের আশ্রয় নিতে বাধ্য হচ্ছে। কিছু রাজনৈতিক বন্দীর চিলি ত্যাগের প্রস্তাব এরা দিয়েছে। এঁদের অধিকাংশই এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে আওয়াজ তুলেছেন, "চিলিতে চিলিবাসীর স্বাধীনতা চাই"—এইভাবে তাঁরা নিজেদের আরও কঠিন অবস্থা, এমনকি অত্যাচারের সম্মুখীন করেছেন।

মার্কিউরিও, উলতিমাস নোতিসিয়াস, সেগুণ্ডা, তারসেরা ও **পেত্রিয়া** প্রভৃতি সংবাদপত্র সামরিকচক্রকে সমর্থন করছে। পত্রিকাগুলো পাঠকদের বিশ্বাস করাতে চাইছে যে, দেশে শান্তি ও শ্রেণীগত সমন্বয় বজায় রয়েছে এবং ফ্যাসিস্ত শাসনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের কোনো উল্লেখযোগ্য সামাজিক সমর্থনও দেশের মধ্যে নেই। কিন্তু নানা ঝুঁকি সত্ত্বেও বে-আইনীভাবে প্রকাশিত ও বিতরিত পত্রিকাগুলো ক্রমশই প্রতিষ্ঠা পাচ্ছে। এগুলোর অস্তিত্ব ও জঙ্গীপনাই সর-

কারি মিথ্যাকে খণ্ডন করে এবং এই সব পত্রিকা একনায়কতন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রামে চিলির জনগণের ক্রমবর্ধমান সংকল্পের প্রমাণ।

পঁচিশ বছর আগে পর্তুগালের গুপ্ত পুলিস (যেখানকার অবস্থা ছিল বর্তমান চিলির মতো) কমিউনিস্ট মুদ্রক জোস মোরেইরাকে (লিনো) হত্যা করেছিল, কারণ তিনি আভান্তে-র ছাপাখানার ঠিকানা দিতে অস্বীকার করেন। তিনি একদা বলেছিলেন, "গুপ্ত সংবাদপত্র জনগণের সংগ্রামের হৃৎপিণ্ডস্বরূপ, আর দেহ হৃৎপিণ্ড ছাড়া বাঁচতে পারে না।"

লিনা আরগেন্তি

অন্যায় বৈষম্য

ডুসেলডর্ফের নিকট রাইনের তীরবর্তী অঞ্চলে বিগত শরৎকালে অনুষ্ঠিত **আনসেরে জেইৎ** উৎসবে প্রায় আড়াই লক্ষ লোক যোগদান করে। এমনকি পুঁজিবাদী সংবাদপত্রও এটা স্বীকার করতে বাধ্য হয় যে, উৎসবটি বিরাটভাবে সাফল্যমণ্ডিত হয়েছে এবং দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে অসংখ্য দর্শক এখানে আসে।

কমিউনিস্ট পার্টি এটাকে একটা বাৎসরিক অনুষ্ঠানে পরিণত করার সিদ্ধান্ত করে এবং গত বছরের শেষে প্রয়োজনীয় দরখাস্ত ডুসেলডর্ফ পৌর কর্তৃপক্ষের নিকট জমা দেয়। পাঁচ মাস পরে গত মার্চে এর জবাব পাওয়া যায়। দরখাস্তটিকে সোজা অগ্রাহ্য করা হয় এই রকম একটা সহজ অজুহাত দেখিয়ে, উৎসবটি "বাণিজ্য মেলার" পর্যায়ে পড়ে, আর রাইনের তীরে ঐ ধরনের মেলা নিষিদ্ধ।

ডুসেলডর্ফ-এর মেয়রের নিকট লেখা পার্টির চেয়ারম্যান হারবার্ট মাইসের পত্রটি বনের এক সাংবাদিক সম্মেলনে পাঠ করা হয়। চিঠিতে বলা হয়, উৎসবটি অনুষ্ঠানের অনুমতি না দেওয়াতে সংবিধানকে খোলাখুলি লঙ্ঘন করা হয়েছে। ডুসেলডর্ফ-এর আন্তর্জাতিক মর্যাদায় এ একটা কঠোর আঘাত। কারণ বহু বিদেশীকে উৎসবে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে এবং অনেক প্রতিষ্ঠান ও সংগীতশিল্পীর সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে।

পত্রিকার সম্পাদক জর্জ পলিকেট বলেন যে, কমিউনিস্ট পত্রিকার উৎসবকে বাণিজ্যিক মেলার পর্যায়ভুক্ত করা একটা বাজে ব্যাপার। যে-সব পৌর কর্মচারী গত উৎসবে যোগদান করেছিলেন, তারা কোনো অভিযোগ করেন নি। এই নিষেধাজ্ঞাকে কমিউনিস্ট পার্টি ও তার পত্রিকার বিরুদ্ধে অন্যায় বৈষম্য হিসেবেই দেখতে হবে। এই আচরণ উত্তেজনা প্রশমনের বিরুদ্ধে যায়। সম্ভবত এটা কিছু আকস্মিক নয় যে, এই নির্দেশটি জারি হচ্ছে এমন এক সময়ে, যখন সারা দুনিয়া ফ্যাসিবাদ বিজয়ের ৩০তম বার্ষিকী উদযাপনে ব্যাপৃত। অবশ্য এফ আর জি-তে এই উপলক্ষে নয়া-নাৎসী ও প্রতিশোধপরায়ণ শক্তিগুলো আরও সক্রিয় হয়ে উঠেছে। তারা তাদের সভাসমিতি ও সমাবেশ বেশ খোলাখুলিভাবেই করছে, অথচ নাৎসী-বিরোধী প্রতিরোধের ঐতিহ্যবাহী একটি পার্টি ও সংবাদপত্রের উৎসবের ক্ষেত্রে নানা বাধা সৃষ্টি করা হচ্ছে।

পলিকেট এই আশা প্রকাশ করেছেন, রাজনৈতিক অদূরদর্শিতার বদলে কাণ্ডজ্ঞান জাগ্রত হবে এবং উৎসবগুলো চলতে থাকবে।

অটো স্কুলজ

নতুন নতুন পত্রিকা

মেকসিকান কমিউনিস্ট পার্টি সমাজতন্ত্র নামে একটি তত্ত্বমূলক ও রাজনৈতিক ত্রৈমাসিক পত্রিকার প্রকাশ শুরু করেছে। পত্রিকাটির উদ্বোধনী সংখ্যার সম্পাদকীয়তে বলা হয়েছে, দেশের সামাজিক ও রাজনৈতিক বিষয়ে কমিউনিস্টদের অবস্থান সম্পর্কে এতে লেখা হবে, বিপ্লবী তত্ত্বের ক্ষেত্রে পার্টির বক্তব্য প্রকাশিত হবে, মার্কসবাদী দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিপ্লবী আন্দোলনের সমস্যাগুলো এখানে আলোচিত হবে। এটা মেকসিকোর শোষিত জনতাকে, প্রাথমিকভাবে দেশের শ্রমিকশ্রেণীকে বিপ্লবী, গণতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা অনুধাবনের ক্ষেত্রে সাধারণভাবে সহায়তা করবে।

এর প্রথম সংখ্যায় প্রবন্ধ লিখেছেন, পত্রিকার সম্পাদক জি উনজুতা, "মেকসিকোর সমাজতান্ত্রিক পথ" জে তাতেবিয়েত "মেকসিকোর অর্থনীতি সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গি এবং একটি পর্যালোচনা" মেকসিকোর প্রলেতারিয়েতের কাঠামোগত পরিবর্তন, ১৯৩০—৬০।

মেকসিকোর কমরেডরা বিশ্বাস করেন, এই নতুন ত্রৈমাসিকটি, দেশে বর্তমানে যে মতাদর্শগত সংগ্রাম আত্মপ্রকাশ করছে, সেই ক্ষেত্রে তাদের অংশ নেওয়ার পক্ষে বড় রকমের সহায়ক হবে।

স্যামুয়েল মেলেনড্রেঝ

'লে কমিউনস ডিপার্টমেণ্টাস আজাওয়ার্ড' হুই (বর্তমানের কমিউন ও বিভাগসমূহ) নামে ফরাসি কমিউনিস্ট পার্টির একটি নতুন ত্রৈমাসিক পত্রিকার প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছে। পত্রিকাটির উদ্দেশ্য হল, ফরাসি প্রদেশগুলোর বিভিন্ন পরিস্থিতি ও পৌরসভাসমূহে কমিউনিস্টদের কাজকর্মের বিবরণ প্রকাশ করা এবং যেসব নির্বাচিত পদ ও প্রশাসনের ক্ষেত্রে কমিউনিস্ট ও অকমিউনিস্টরা রয়েছে, তাদের পারস্পরিক মতামত ও অভিজ্ঞতা বিনিময় করা। এই প্রথম সংখ্যার (৬৪ পৃষ্ঠা) উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ হল, পত্রিকার প্রধান সম্পাদক, ফরাসি কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ও ভিত্রাই শহরের মেয়র মার্শাই রোসেত্তির লেখা ১৯৭৫ সালের পৌর বাজেট সম্পর্কিত তথ্য, কয়েকটি ফরাসি বিভাগে গৃহনির্মাণ, শিক্ষা ও সামাজিক রক্ষণাবেক্ষণ সম্পর্কে প্রবন্ধাবলী এবং আন্তর্জাতিক নারীবর্ষের পরিকল্পনা-সংক্রান্ত প্রবন্ধ।

বি ডি

দৈনিক "মুনডো ওবরেরো"-র দিকে পদক্ষেপ

১৯ মার্চ থেকে প্রকাশিত হয়ে স্পেনীয় কমিউনিস্ট পত্রিকা **মুনডো ওবরেরো** সাপ্তাহিক পত্রিকায় পরিণত হয়েছে। এর নিয়মিত আট পৃষ্ঠা ছাড়াও এখন থেকে বাইরের স্পেনীয় শ্রমিকদের জন্যে (তাদের অবস্থা, মতামত

সম্পর্কে ভোট গ্রহণের ফলাফল ইত্যাদি) কয়েকটি বিশেষ পৃষ্ঠা নির্দিষ্ট থাকবে। দৈনিক **মুনডো ওবরেরো**-র অগ্রদূত হিসেবে পক্ষিক থেকে সাপ্তাহিকে রূপান্তরের পেছনে সম্পাদকীয় বিভাগ ও পত্রিকার সমর্থকদের যথেষ্ট অবদান রয়েছে। এই বে-আইনী পত্রিকাটি তার সমর্থকদের উপরেই নির্ভরশীল। আর এই সমর্থনের বিশেষ অর্থ হল আর্থিক সমর্থন।

কিছুদিন আগে পত্রিকার তহবিলের জন্যে ২শো মিলিয়ন পেসেতা সংগ্রহের এক অভিযান চালানো হয়। কিভাবে অর্থ সংগ্রহ হয় তার বিবরণ নিচে দেওয়া হল। গেলিসিয়াতে পার্টি সদস্যরা ৮ মিলিয়ন পেসেতা ও ভেলেনসিয়াতে ৫ মিলিয়ন পেসেতা সংগ্রহের শপথ গ্রহণ করেন। কমিউনিস্ট যুব লীগ শুধু মাদ্রিদ থেকেই ৩ মিলিয়ন তহবিল সংগ্রহের পরিকল্পনা নেন। আঁদালুসীয় কৃষকদের এক গোষ্ঠী খানিকটা জমি চাষ করে তার ফসল ঐ তহবিলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত করেন। কারবানচেলের রাজনৈতিক বন্দীরা ৩০ হাজার পেসেতা দেওয়ার অঙ্গীকার গ্রহণ করেন (এর মধ্যে ১৬ হাজার সংগৃহীত হয়েছে)। কার্বানচেল-এ অন্তরীণদের অন্যতম পার্টির কার্যনির্বাহক কমিটির সদস্য লুসিও লোবাতো যিনি ২৩ বছর জেলখানায় কাটিয়েছেন ও সেগোভিয়া জেলে বন্দী, কার্যনির্বাহক কমিটির সদস্য রেমেরো মারিন **মুনডো ওবরেরো**র সমর্থনের জন্যে আবেদন জানিয়েছেন। অন্যান্য দেশেও এই তহবিল সংগ্রহ অভিযান চলছে। ব্রিটেনে স্পেনের আন্তর্জাতিক ব্রিগেডের প্রবীণ কর্মী পিটার কেরিগন মর্নিং স্টার পত্রিকার মাধ্যমে অর্থ সাহায্যের আবেদন জানিয়েছেন। সমাজতান্ত্রিক দেশ, কানাডা, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, এফ আর জি ও বেলজিয়ামে বসবাসকারী আন্তর্জাতিক ব্রিগেডের প্রাক্তন যোদ্ধাদের নিকট থেকে অনুরূপ আবেদন ও অর্থসাহায্য এসেছে।

পত্রিকার সমর্থকদের কাজকর্ম ও স্পেনের শ্রমিক আন্দোলনের জোয়ারের ফলেই পত্রিকাটির সাপ্তাহিক প্রকাশ সম্ভব হয়েছে। এর প্রতিটি সংখ্যা এই বাণীটি বহন করে, "সাপ্তাহিক—দৈনিকের অগ্রদূত।"

মারিয়ানা মার্টিন

"ভোজ প্রলেতারিয়া" তহবিল

এম পি ও উচ্চপদস্থ সরকারি আমলাদের মাসিক বেতন ৩০ হাজার পেসো ধার্য করে কলম্বিয়াতে একটি আইন পাস করা হয়েছে। কিন্তু শতকরা ৯৩ জন কলম্বিয়াবাসী মাসে ২৫ শত পেসোর কম রোজগার করেন এবং শতকরা ৭৫ জনের রোজগার হাজারেরও কম। কমিউনিস্ট এম পি্রা ও পার্লামেন্টে বিরোধীপক্ষের অন্যান্য সদস্য এই আইনের বিরুদ্ধে ছিলেন। তাঁরা কনফেডারেশন অব ওয়ার্কিং পিপল্ অব কলম্বিয়ার শতকরা ৫০ ভাগ বেতন বৃদ্ধির দাবির প্রতি সমর্থন জানান।

খসড়া আইনটি অনুমোদিত হওয়া সত্ত্বেও দু-জন কমিউনিস্ট এম পি গিলবার্তো ভিয়েরা ও জোসি কার্দোনাওসা তাঁদের মাসিক বেতন **ভোজ প্রলেতারিয়া**-কে দেবার সিদ্ধান্ত করেন। এর ফলে পত্রিকার অর্থ সংগ্রহ অভিযান ব্যাপকতর হয়ে ওঠে। এই অর্থ নিউজ প্রিন্ট কেনার কাজে ব্যবহৃত হবে। বর্তমানে নিউজ প্রিন্টের দাম খুবই চড়া। তাছাড়া পত্রিকার প্রচার সংখ্যা ১ লক্ষে তোলার কাজেও এই অর্থ লাগবে।

পি এম

স্মরণে

জাক্যুইস দুক্লো

ফ্রান্সের কমিউনিস্ট নেতা, বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলনের বিখ্যাত ব্যক্তি জাক্যুইস দুক্লোর জীবন একটি দৃষ্টান্তস্বরূপ। ফ্রান্সের মেহনতী মানুষের ও জনসাধারণের সেবায় এবং কমিউনিস্ট আদর্শের প্রতি উৎসর্গীকৃত তাঁর জীবন।

১৮৯৬ সালের ২ অক্টোবর পিরেনীস গ্রামের এক কৃষক পরিবারে দুক্লো জন্মগ্রহণ করেন। বার বছর বয়স থেকেই তিনি কাজ শুরু করেন। তিনি প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ফ্রান্সের সৈন্য বিভাগে সাধারণ সৈনিক হিসাবে কাজ করেন এবং পরবর্তীকালে তিনি রিপাবলিকান ওয়র ভেটেরানস এ্যাসোসিয়েশনের একজন যুগ্ম প্রতিষ্ঠাতা হন। ১৯৪৫ সালে তিনি এই সংগঠনের সম্মানিত সভাপতির পদে নির্বাচিত হন।

১৯২০ সালের ডিসেম্বর মাসে ফ্রান্সের কমিউনিস্ট পার্টি গঠিত হওয়ার কিছুদিনের মধ্যেই দুক্লো এতে যোগদান করেন।

ফ্রান্সের কমিউনিস্ট পার্টিকে মার্কসবাদী-লেনিনবাদী এবং আন্তর্জাতিক পার্টি হিসাবে গড়ে তোলার কাজে তিনি মার্শাল ক্যাশ, মরিস থোরেজ এবং অন্যান্যদের সহযোগিতায় এক অসাধারণ ভূমিকা গ্রহণ করেন। ১৯২৬ সালে তিনি পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য এবং ১৯৩১ সালে রাজনৈতিক ব্যুরোর সদস্য নির্বাচিত হন এবং জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি এই পদে আসীন ছিলেন। পপুলার ফ্রন্ট গড়ে তোলার ব্যাপারে তিনি সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। নাৎসীদের ক্ষমতা দখলের সেই ভয়ংকর দিনগুলিতে প্রতিরোধ সংগঠনে তিনি ছিলেন একজন অগ্রণী সংগঠক ও নেতা। আত্মরক্ষার কাজে ব্যস্ত না থেকে তিনি

জাতির স্বার্থে এবং তার স্বাধীনতা রক্ষার জন্য যা করেছেন, তার জন্যই সাধারণ মানুষের হৃদয়ের গভীরে তিনি বিরাজ করছেন একজন রাজনৈতিক নেতা এবং সুবক্তা ও বিখ্যাত মনিষী হিসাবে।

বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলন দুক্লো-কে জানে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী এবং সমস্ত গণতান্ত্রিক শক্তিগুলির ঐক্য গড়ার কাজে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণকারী হিসাবে। তিনি বহু বছর কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের নেতৃত্বের অগ্রভাগে ছিলেন। তিনি ইতিহাস এবং শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনের তত্ত্ব ও প্রয়োগ সম্বন্ধে বহু বই লিখে গিয়েছেন। **ওয়ার্ল্ড মার্কসিস্ট রিভিউ**-র পাঠকবর্গ স্মরণ করছে তাঁর সেই পত্রিকায় প্রকাশিত কৌতূহলোদ্দীপক এবং উৎসাহব্যঞ্জক প্রবন্ধগুলি।

জাক্যুইস দুক্লো আমাদের মধ্যে অমর হয়ে থাকবেন একজন অবিচল মার্কসবাদী-লেনিনবাদী হিসাবে; তিনি থাকবেন আমাদের মধ্যে একজন দেশপ্রেমিক এবং আন্তর্জাতিকতাবাদী হিসাবে; আমাদের স্মৃতিতে তিনি বিরাজ করবেন কমিউনিজমের মহৎ আদর্শ রক্ষা করার জন্য একজন খাঁটি যোদ্ধা হিসাবে।

কলম্বিয়ার রাজনৈতিক প্রচারপত্র

কলম্বিয়ার কমিউনিস্ট পার্টির কার্যকলাপের মধ্যে প্রচারকার্যের একটি বিশেষ স্থান রয়েছে; এমন কি যখন পার্টি বেআইনী অবস্থায় ছিল এবং তার ওপর বর্বর অত্যাচার চলছিল তখনও এই প্রচারকার্যের একটি বিশেষ স্থান ছিল।

কলম্বিয়ার কমিউনিস্ট পার্টি রাজনৈতিক প্রচারপত্রের ওপর একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আরোপ করেছে। কারণ এগুলি পার্টির কর্মসূচী বুঝতে এবং তা কার্যকর করতে, প্রকাশনাগুলি জনপ্রিয় করে তুলতে ও রাজনৈতিক বন্দীদের সপক্ষে জনমত সংগঠিত করতে সাহায্য করে। কমিউনিস্ট এবং প্রগতিশীল শিল্পীদের অনুপ্রেরণার উৎস হল, মেহনতী মানুষের সংগ্রাম; কৃষকদের সাহসিকতাপূর্ণ সশস্ত্র লড়াই; ছাত্রদের প্রতিবাদ আন্দোলন; সাম্রাজ্যবাদ ও মোড়লতন্ত্রের শাসনের বিরুদ্ধে গণ-আন্দোলন; কিউবা, ভিয়েতনাম ও চিলির প্রতি বোধ এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের সাথে বন্ধুত্ব।

নির্বাচনী প্রচার, গণ-আন্দোলন ও অন্যান্য ঘটনার সময় পার্টি সভ্যরা প্রচারপত্র লাগাবার কাজে নেমে পড়েন। কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক গিলবার্টো ভিয়েইরা সহ নেতৃস্থানীয় পার্টি সদস্যগণ প্রায়ই এই কাজে অংশ গ্রহণ করেন। প্রচারপত্র ছাড়াও কমিউনিস্ট সংবাদের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য লোকসংগীত গায়ক এবং বাদকেরা নানারকম অনুষ্ঠান করে থাকেন।

জাতীয়-বিরোধী মোর্চার মধ্যে, প্রগতিশীল ঐক্য গড়ে তুলতে ও তাকে সংহত করতে রাজনৈতিক প্রচারপত্র আমাদেরকে সাহায্য করে। এই মোর্চার কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে কলম্বিয়ার কমিউনিস্ট পার্টি। জাতীয় এবং সামাজিক স্বাধীনতার সংগ্রাম—যা জনসাধারণ বিভিন্নভাবে পরিচালনা করছে, তার জন্য লড়াই করার একটি প্রধান হাতিয়ার হল এই প্রচারপত্র।

আলভারো মসক্যুরা

দিনপঞ্জী

গ্রীসের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির পলিটব্যুরোর সদস্য কে লুলস **ওয়ার্ল্ড মার্কসিস্ট রিভিউ** কার্যালয় পরিদর্শন করেন। তিনি গ্রীসের বর্তমান রাজনৈতিক অবস্থা এবং নতুন পরিস্থিতিতে গ্রীক কমিউনিস্ট পার্টির কার্যকলাপ ও নীতি বর্ণনা করেন।

* * * *

ডব্লিউ এম আর-এর ধনতান্ত্রিক ও উন্নত দেশগুলির ভ্রাতৃপ্রতিম দলসমূহের প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত কার্যকরী সমিতি সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির কৃষিকার্যের বর্তমান অবস্থা জানার জন্য অনেকগুলি সফর করেন। হণ্ডুরাস কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য এম প্যারেডিস, কলম্বিয়ার কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য এ মসক্যুরা, ইরাকের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির বিকল্প সদস্য এ হাবা এবং **ডব্লিউ· এম· আর**-এর জার্মান কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিনিধি জি· কাইতাওয়্যাস্কি চেকোশ্লোভাকিয়ার কৃষি সমবায়, সংযোজন ও খামারগুলি পরিদর্শন করেন এবং পার্টি ও সরকারের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের সঙ্গে আলোচনা করেন।

* * * *

ডব্লিউ· এম· আর-এর সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য এবং ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির জাতীয় পরিষদের সদস্য এস· মিত্র গণ-প্রজাতন্ত্রী বাঙলাদেশ সফর করেন এবং সেখানকার প্রগতিশীল নেতৃবর্গ ও অন্যান্যদের সঙ্গে পত্র-পত্রিকার ব্যাপারে ভবিষ্যৎ সহযোগিতা সম্পর্কে কথা বলেন।

28 JUL 1975

Regd. No. WB/CC-1(

1975

1975

শান্তি স্বাধীনতা সমাজতন্ত্র

জুলাই
১৯৭৫

শান্তি স্বাধীনতা সমাজতন্ত্র | দুনিয়ার মজদুর, এক হও

বর্ষ ৩ | জুলাই, ১৯৭৫ | সংখ্যা ৭

সূচীপত্র

	:	ভিয়েতনামের বিজয় ও তার আন্তর্জাতিক তাৎপর্য	৩
দিন মহম্মদ কুনায়েভ	:	পশ্চাৎপদতা থেকে উন্নত সমাজতন্ত্র	৬
জোসেফ কোরসাক	:	ইয়োরোপের স্থিতিশীলতা এবং প্রগতির অমোঘ উপাদান	১৩
ওজেস জারুজেলস্কি	:	সমাজতান্ত্রিক সমাজে সেনাবাহিনীর শ্রেণীগত ভূমিকা	১৭

পার্টি

আলি ইয়াটা	:	একটি গঠনমূলক জাতীয় ঐক্যের কর্মসূচী	২৩
স্যাণ্ডর জ্যাকব	:	কর্মী সম্পর্কিত নীতিতে নবীন ও পুরোন ঐতিহ্য	২৭
এগন ফ্রেনজ	:	প্রজাতন্ত্রের সমবয়সী	৩২
	:	কমিউনিস্ট ও ওয়ার্কার্স পার্টি সম্পর্কিত সংক্ষিপ্ত তথ্য	৩৬
	:	সংক্ষেপে	৩৭

তত্ত্ব

	:	গণতান্ত্রিক ঐক্যের সংগ্রামে কমিউনিস্টরা (আন্তর্জাতিক তত্ত্বমূলক আলোচনাচক্র)	৪০
	:	শ্রমিকশ্রেণী ও তার মিত্র (আন্তর্জাতিক মার্কসবাদী আলোচনা)	৫৪
জর্জ কগনিয়ট	:	প্রথম রুশ বিপ্লবের শিক্ষা	৫৯

রাজনৈতিক দৃশ্যপট

গিলবার্টো ভিয়েরা	:	গতিশীল জনতা	৬৫
জন পিটম্যান	:	বুর্জোয়া স্বাধীনতার ক্রোড় থেকে রাষ্ট্রীয় একচেটিয়া পুঁজিবাদ	৭১
হার্বার্ট আপথেকার	:	আমেরিকান বিপ্লবের শ্রেণী চরিত্র	৭৩
ইলেনা ল্যাগাদিনোভা	:	নারীর মর্যাদা সমাজ প্রগতির মাপকাঠি	৭৭
	:	আরেকটি যুদ্ধজয় : উরুগুয়ের চিঠি	৮১
ফ্রান্সিসকো বালাগতাস	:	ফিলিপাইনস-এ পরিবর্তনের ঝোঁক	৮২

পত্র-পত্রিকা

এ্যাব্রাম মিলেইকভস্কি	:	পরানো ব্যাধি, নতুন চিকিৎসা পত্র	৮৬
	:	রাজনৈতিক গ্রন্থপঞ্জী	৯১
	:	পার্টির পত্র-পত্রিকা	৯৫
	:	ডায়রী	৯৬

সম্পাদক : জ্যোতি দাশগুপ্ত

সম্পাদকীয় দপ্তর :
৪/৩এ, ওরিয়েণ্ট রো,
কলিকাতা-১৭

প্রাপ্তিস্থান :
মনীষা গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড
৪/৩বি, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট,
কলিকাতা-১২

দাম : এক টাকা পঞ্চাশ পয়সা

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পরিষদের পক্ষে ২০৮, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২ থেকে
অজয় দাশগুপ্ত কর্তৃক প্রকাশিত ও কালান্তর প্রেস, ৩০/৬ ঝাউতলা রোড, কলিকাতা-১৭ থেকে
অনিল ভঞ্জ কর্তৃক মুদ্রিত

ভিয়েতনামে বিজয় এবং তার আন্তর্জাতিক তাৎপর্য

ভিয়েতনামের জনগণ এক ঐতিহাসিক বিজয় অর্জন করেছেন। এর পেছনে রয়েছে এক সুদীর্ঘকালের কষ্ট ও ত্যাগস্বীকার, রয়েছে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে প্রথমে ফরাসি তারপর মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে এবং তাদের তাঁবেদার ও দুষ্কর্মের সাথীদের বিরুদ্ধে বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামের তিরিশটি বছর।

সমগ্র ভিয়েতনামী জনগণের সঙ্গে একাত্ম হয়ে সারা বিশ্বের কমিউনিস্ট, প্রগতিশীল, সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী শক্তিগুলিও দক্ষিণ ভিয়েতনামের অসম সাহসিক দেশপ্রেমিকদের সঙ্গে এই আনন্দের অংশীদার। তাঁরা এই বিজয়কে সমাজতন্ত্র, জাতীয় স্বাধীনতা, গণতন্ত্র ও শান্তির জয়যাত্রা বলে মনে করছেন।

ভিয়েতনামের সংগ্রামীদের সাহায্য করার কাজকে আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট ও শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলন তার মৌল দায়িত্ব বলে সর্বদাই মনে করে। "যুদ্ধ সংগ্রামের প্রধান লক্ষ্য হল, বীর ভিয়েতনামী জনগণকে সর্বাত্মক সমর্থন দেওয়া"—১৯৬৯ সালে অনুষ্ঠিত কমিউনিস্ট ও ওয়ার্কার্স পার্টিগুলির আন্তর্জাতিক সম্মেলন থেকে গৃহীত দলিল বিশ্বের সমস্ত কমিউনিস্ট ও সঙ্গত সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী জনগণের উদ্দেশ্যে একথা ঘোষণা করে। সে সময় জাতীয় মুক্তিফ্রন্টের কেন্দ্রীয় কমিটি দক্ষিণ ভিয়েতনামের সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে যে কর্মসূচী রাখে সম্মেলন তার প্রতি দ্বিধাহীন সমর্থন দেয় এবং "ভিয়েতনামের জন্যে মুক্তি, স্বাধীনতা এবং শান্তির" এক আহ্বান ঘোষণা করে। ভ্রাতৃপ্রতিম পার্টিগুলি ভিয়েতনামী দেশপ্রেমিকদের চূড়ান্ত বিজয়কে আগে থেকেই বুঝেছিল এবং জোরের সঙ্গে ঘোষণা করেছিল যে এই বিজয় "সাম্রাজ্যবাদী স্বৈরাচার এবং স্বেচ্ছাচারী শাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রামে জনগণের অবস্থান শক্তিশালী করার পথে মৌল গুরুত্ব পাবে।"

ভিয়েতনামের ঘটনাবলী এবং সেখানকার জনপ্রিয় সংগ্রামের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে ভ্রাতৃপ্রতিম পার্টিসমূহের বিশ্লেষণ সঠিক বলে জীবন প্রতিপন্ন করেছে। ১৯৭৫ সালের বসন্তে, ভিয়েতনামে যা কিছু ঘটেছে তাতে সত্যসত্যই ঐতিহাসিক যুক্তি রয়েছে। প্যারিস চুক্তি যারা নির্লজ্জভাবে ভেঙেছে, বিদেশী অস্ত্র ও রাজনৈতিক সন্ত্রাসে বলীয়ান সেই ধ্বংসোন্মুখ জনবিরোধী শাসকচক্রের পতন ছিল অপ্রতিরোধনীয়। কিন্তু বিজয়ের মধ্যে যা আছে তা অপরিমেয়। দু-টি সমাজব্যবস্থার মধ্যে বিশ্বব্যাপী সংঘর্ষে সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থার বিপুল পরাজয়ের ধারায় ভিয়েতনাম অন্যতম। জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের বিরুদ্ধে পরিচালিত নয়া-উপনিবেশবাদীদের রণকৌশলের ঐতিহাসিক অনিবার্য ব্যর্থতার ধারায়ও এটি অন্যতম।

সাম্রাজ্যবাদ আশা করেছিল যে, সশস্ত্র হস্তক্ষেপের মধ্য দিয়ে এশিয়ায় একটি সমাজতান্ত্রিক ঘাঁটি নির্মূল করতে পারবে, শান্তি, স্বাধীনতা ও প্রগতির পথে ভিয়েতনামী ও সমগ্র ইন্দোচীন জনগণের অগ্রগমনের পথ রুদ্ধ করতে সক্ষম হবে, জাতীয় মুক্তির জন্য বিপ্লবী আন্দোলনকে এক শক্ত আঘাত দিতে সমর্থ হবে এবং সমাজতান্ত্রিক দেশসমূহ ও সমগ্র সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী শক্তিগুলির সংহতি পরীক্ষা করে দেখতে পারবে।

মার্কিন আগ্রাসনের পিছনে আর্থনীতিক উদ্দেশ্যও ছিল, যা গত কয়েক বছরে আরো বেশি করে স্পষ্ট হয়েছে। সমুদ্রবক্ষে তেল এবং বিরাট সংখ্যক ও সস্তা শ্রমশক্তির বাজারের সম্ভাবনার ফলে দক্ষিণ ভিয়েতনামকে নয়া-ঔপনিবেশিক শোষণের সংরক্ষিত স্থানে পরিণত করার জন্য মার্কিন এক-চেটিয়াপতিদের বর্ধিত কার্যকলাপের পক্ষে যথেষ্ট "যুক্তি" দেওয়া হয়।

এই সব পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়েছে। ভিয়েতনামের উপর দীর্ঘদিনের শাসন পুনঃস্থাপনের উদ্দেশ্যে ফরাসি ঔপনিবেশিকদের দীর্ঘকালীন যুদ্ধ, অথবা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও অন্যান্য দেশের তাদের তাঁবেদারদের প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপ, এমন কি এশীয়দের বিরুদ্ধে এশীয়দের লেলিয়ে বর্ণবিদ্বেষী রণকৌশল সেই কুখ্যাত "ভিয়েতনামীকরণ" কোনো কিছুই সাম্রাজ্যবাদের ভাগ্যোদ্ধারে সক্ষম হয় নি।

মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ তার সামরিক যন্ত্রের সমগ্র শক্তি ভিয়েতনামের উপর বর্ষণ করেছে। সরকারি হিসেব অনুযায়ী, যুদ্ধের জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সরাসরি ব্যয়ের পরিমাণ ১৪,১০০ কোটি ডলারকে ছাপিয়ে গেছে। ভিয়েতনাম, লাওস ও কম্বোডিয়ার উপর মার্কিন বোমারু বিমানগুলি ৭০ লক্ষ টন বোমা বর্ষণ করেছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে সমস্ত ফ্রন্টে পশ্চিমী মিত্রশক্তি যা বোমা ফেলেছে এই পরিমাণ তার সাড়ে তিনগুণেরও বেশি। এছাড়া ১ লক্ষ টন বিষাক্ত রাসায়নিক ও ক্ষতিসাধনকারী দ্রব্যাদিও বোমাবর্ষণের সঙ্গে যোগ করতে হবে। ১৯৬৮-র শেষদিকে ভিয়েতনামে ৫,৮৫,০০০ মার্কিন সামরিক ব্যক্তি ছিল। আগ্রাসকরা এদের ৫৬ হাজারের মৃত্যু, ৩ লক্ষের আহত হওয়ার এবং ৮ হাজার বিমান ও হেলিকপ্টার ধ্বংসের ক্ষতি স্বীকার করেছে।

এই বিজয় হল ভিয়েতনামী জনগণের বীরত্ব, সাহসিকতা এবং একাগ্রতার জয়যাত্রা; মহান হো চি মিনের নির্দেশে উদ্বুদ্ধ হয়ে তাঁরা তিন ফ্রন্টে একত্রে সংগ্রাম চালিয়ে গেছেন ঃ

সামরিক, রাজনৈতিক এবং কূটনৈতিক। মার্কসবাদ থেকে বহুদূরের মানুষও স্বীকার করবেন যে, ভিয়েতনামের বিপ্লবীরা যদি ব্যাপক গণসমর্থন না পেত, যদি তাঁদের লক্ষ্যকে জাতীয় ইচ্ছার সংহত রূপ হিসেবে সহযোদ্ধারা না দেখত, তবে শুধুমাত্র সশস্ত্র সংগ্রাম হয়ত বিজয়ের পক্ষে অপর্যাপ্ত হয়ে পড়ত। দক্ষিণ ভিয়েতনামের চূড়ান্ত মুক্তি দ্রুততর হয়েছে এই ঘটনার দ্বারা যে মুক্তিসেনাদের অগ্রগতির সংগে থিউর পুতুল সরকার এবং তার মার্কিন প্রভুদের বিরুদ্ধে স্থানীয় জনসাধারণের অভ্যুত্থান যুক্ত হয়েছিল। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এমন কি বিজয়ের পূর্বেও ৪০টিরও বেশি দেশ কর্তৃক অভূতপূর্বভাবে অস্থায়ী বিপ্লবী সরকারকে (পি আর জি) স্বীকৃতিদান এবং পি আর জি ও গণতান্ত্রিক ভিয়েতনাম প্রজাতন্ত্র উভয় কর্তৃক বিভিন্ন রূপে অনেক কূটনৈতিক কার্যকলাপের ফলেই দেশপ্রেমিকদের সাফল্য সহজতর হয়েছে।

জয়ের এক বিরাট কারণ হল, উত্তর-দক্ষিণের দৃঢ় ঐক্য, উত্তরের সমাজতান্ত্রিক ভিয়েতনামী রাষ্ট্র কর্তৃক দক্ষিণ ভিয়েতনামী দেশপ্রেমিকদের মুক্তি সংগ্রামের প্রতি সমর্থন। উত্তরে সমাজতন্ত্র গঠন এবং দক্ষিণের দেশপ্রেমিকদের সহায়তাদান—সমস্ত গণতান্ত্রিক ভিয়েতনাম প্রজাতন্ত্রের (ডি আর ভি) জনগণের এই ছিল লক্ষ্য। "সমস্ত কিছু দক্ষিণের জন্য, সবকিছু বিজয়ের জন্য"—এই আবেদন প্রত্যেক নাগরিককে অনুপ্রাণিত করেছিল। এই উদ্যোগের জন্য তাঁদের কী মূল্য দিতে হয়েছিল তা সকলেরই জানা। কিন্তু মহান ওয়ার্কিং পিপলস পার্টির নেতৃত্বে ডি আর ভি-র জনগণ স্বেচ্ছায় তা বহন করেছে; এভাবে সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা বিজয়ের ভিত্তি সৃষ্টি করেছে।

এ সমস্তই সেই মহান সত্য প্রমাণ করে যে, বর্তমান যুগে সমাজতন্ত্রই ইতিহাসের গতি চূড়ান্তভাবে প্রভাবিত করে, সাম্রাজ্যবাদ নয় এবং জাতীয় মুক্তি ও সামাজিক অগ্রগতির জন্য জনগণের আন্দোলনকে দমন করার উদ্দেশ্যে সাম্রাজ্যবাদী ও প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলোর অপচেষ্টা সাফল্যলাভ করতে পারে না।

ভিয়েতনামের বিজয় কার্যকর, জংগী সমাজতান্ত্রিক সংহতির এক জয়যাত্রা। যুদ্ধরত ভিয়েতনামী জনগণ যে শক্তিশালী সমর্থন সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি থেকে পেয়েছে, যার সর্বাগ্রে সোভিয়েত ইউনিয়নের স্থান, তা আজ বিশ্বব্যাপী জ্ঞাত এবং স্বীকৃত; জনগণ কখনোই তা ভুলে যাবে না। ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে বিজয়ের ত্রিংশ বর্ষপূর্তি উপলক্ষে সোভিয়েত নেতৃবৃন্দের প্রতি ডি আর ভি ও ওয়ার্কিং পিপলস পার্টি অব ভিয়েতনাম এবং দক্ষিণ ভিয়েতনামের জাতীয় মুক্তিফ্রন্ট ও পি আর জি-র নেতৃবৃন্দ প্রেরিত অভিনন্দন বার্তায় জোর দিয়ে বলা হয়, ভিয়েতনামী জনগণ জানে যে সোভিয়েত ইউনিয়ন, সমস্ত ভ্রাতৃপ্রতিম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহ, সমগ্র প্রগতিশীল মানুষের বিপুল কার্যকর, সার্বিক সহযোগিতা ও সমর্থন থেকে তাদের বিপ্লবের বিজয় পৃথক করা যাবে না। এই মূল্যবান সহযোগিতা ও সমর্থনের জন্য তাঁদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে গিয়ে ভিয়েতনামী জনগণ ও তাঁদের নেতৃবৃন্দ এই মত প্রকাশ করেন যে এটি শ্রেণী সংহতির প্রকাশ যা উন্নততর ভবিষ্যতের জন্য সংগ্রামে মনত যোগায়। হো চি মিন বারবার উল্লেখ করেছেন যে, ভিয়েতনামী জনগণের সমস্ত বিজয় ও কৃতিত্বসমূহ রাশিয়ার ১৯১৭ সালের অক্টোবর বিপ্লব এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সোভিয়েত জনগণের বিজয় থেকে উৎসারিত। বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার ভূমিকার তিনি ভূয়সী প্রশংসা করেন, জার্মান ফ্যাসিতন্ত্র এবং জাপানী সামরিকতন্ত্রের পরাজয়ের ফলে যার সৃষ্টি এবং শক্তি অর্জন সম্ভবপর হয়েছে। ভিয়েতনামে বিজয় তার সংগ্রামরত জনগণের প্রতি সমস্ত প্রগতিবাদীদের বিশ্বব্যাপী সংহতির শক্তি, কার্যকারিতা ও রাজনৈতিক-নীতিগত প্রভাব প্রমাণ করেছে। রেমন্দে দিয়েন ও হেনরী মার্টিনের নাম ভিয়েতনামে "জঘন্য যুদ্ধের" বিরুদ্ধে ফরাসি জনগণের প্রতিরোধের প্রতীক। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যুদ্ধ-বিরোধী আন্দোলনের প্রভাব ভোলার নয়; সেদেশের শাসকমহলের কিছু অংশকে অধিকতর বাস্তব ভূমিকা গ্রহণের দিকে ঠেলে দেওয়ার জন্য অনেকাংশে ঐ আন্দোলন দায়ী। স্টকহোম, বার্লিন ও প্যারিসে উৎসাহজনক বিশ্ব ভিয়েতনাম সংহতি সমাবেশ এবং সংগে সংগে ভিয়েতনামের দেশপ্রেমিকদের সমর্থনে অন্যান্য অনেক কার্যকলাপ ইতিহাসের এক নতুন অধ্যায় রচনা করেছে। ভিয়েতনামী জনগণের বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামের পক্ষে সমর্থন আমাদের যুগের বৃহত্তম গণ আন্দোলনের রূপ গ্রহণ করেছে, সমস্ত দেশ ও বিশ্বের সমস্ত কোণে তা পৌঁছেছে, রাজনৈতিক জীবনে এক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে তা প্রতিষ্ঠালাভ করেছে।

ভ্রাতৃপ্রতিম পার্টিগুলির ১৯৬৯ সালের আবেদন এভাবেই বাস্তব আন্দোলনের মধ্যে মূর্ত হয়ে উঠেছে। প্রত্যেক স্থানেই ঐ আন্দোলনসমূহের চালিকাশক্তি কমিউনিস্টরা। আবার একবার একথা প্রমাণ হল যে, শান্তি ও প্রগতির আদর্শে উদ্বুদ্ধ কোনো আন্দোলনই কমিউনিস্টদের বাইরে রেখে অথবা কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে গড়ে তোলা সম্ভব নয়। ১৯৬৯-এর আন্তর্জাতিক সম্মেলন তাই উল্লেখ করেছে, "কমিউনিস্ট ও ওয়ার্কার্স পার্টিগুলি অধিকতর দৃঢ়প্রতিজ্ঞভাবে জনগণের স্বাধীনতার দাবি তুলে ধরছে এবং সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনের নীতির বিরুদ্ধে সংগ্রামের, জনগণের ব্যাপকতর ও অধিকতর সক্রিয় সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলনের নেতৃত্ব করছে।"

ভিয়েতনামী জনগণের সশস্ত্র সংগ্রামে সফল পরিসমাপ্তি সমাজতন্ত্র গণতন্ত্র, জাতীয় মুক্তি ও সামাজিক অগ্রগতির অনুকূলে বিশ্ব শক্তি বিন্যাসের এক মৌলিক পরিবর্তনের প্রতিফলন এবং একই পথে সমানতালে অগ্রগতি এর নিজস্ব অবদান। ভিয়েতনামের দেশপ্রেমিকদের জয়ের আন্তর্জাতিক গুরুত্ব অন্য কোনো কিছুর চেয়ে এটি অধিকতর নির্দেশ করে। বিশ্বজুড়ে এর অর্থ কী?

বিশ্ব বিপ্লবী প্রক্রিয়ার বিকাশ সমস্ত জাতিকে তাদের ভাগ্য স্থির করার অবিচ্ছেদ্য অধিকার প্রতিষ্ঠিত করেছে। এই অধিকারকে কমিউনিস্টরা অবিচলভাবে সমর্থন জানায়। এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার শতাধিক দেশের জনগণ কর্তৃক পরিচালিত সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে বৈচিত্র্যময় ও লাগাতার সংগ্রামের মূলে যেমন রয়েছে এই দাবি, তেমনি ভিয়েতনামী জনগণের সংগ্রাম ও কম্বোডিয়া ও লাওসের সংগ্রামের মূলেও রয়েছে এই দাবি। সর্বাধিক শক্তিশালী সাম্রাজ্যবাদী দেশের হস্তক্ষেপের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ভিয়েত-

নামী দেশপ্রেমিকদের বিজয় এই অধিকার অর্জনের পথে বিপুল বাস্তব অবদান রেখেছে, জাতিসমূহের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার সম্পর্কে লেনিনীয় আদর্শের মধ্যে যা মূর্ত। অধিকন্তু, ভিয়েতনামের পূর্ণমুক্তি জাতীয় মুক্তিসংগ্রাম অঞ্চলের, সর্বাগ্রে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার, দেশগুলির সামাজিক প্রগতির ক্ষেত্রে এক বিপুল গুরুত্ব বহন করে। তিরিশ বছরের যুদ্ধে বিপ্লবী অগ্রগতি কখনো থেমে থাকে নি, ভিয়েতনামী নেতৃত্ব বারবার একথা জোর দিয়ে বলেছেন। দুটি বিপ্লব পাশাপাশি বিকাশলাভ করেছে ঃ উত্তরে জাতীয় মুক্তি ও সমাজতন্ত্র গঠন এবং দক্ষিণে জাতীয় মুক্তি ও গণতন্ত্র স্থাপনের বিপ্লব। এর ফলে সংগ্রামের প্রকৃত গণচরিত্র সৃষ্টি হয়েছে। যখন মার্কিন রণনীতিজ্ঞরা দক্ষিণ ভিয়েতনামের উপর পুঁজিবাদী সম্পর্ক কৃত্রিমভাবে চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছিল, তখন তারা এই চরিত্র দেখতে বা বুঝতে ব্যর্থ হয়েছিলেন। তারা এমন একটা পরজীবী স্তরকে প্রতিষ্ঠিত করেছিল যারা "আমেরিকার জীবনধারা" অনুকরণ করত এবং জনগণ থেকে সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল।

ভিয়েতনামে যুদ্ধের পরিণতি জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের সেই প্রক্রিয়াগুলির ক্ষেত্রে এক উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছে, যার চরিত্র হল এক নতুন স্তরে, জাতীয় মুক্তি থেকে সামাজিক মুক্তিতে বর্তমান উত্তরণ।

পরিশেষে এটাও কম গুরুত্বপূর্ণ নয় যে, ভিয়েতনামী জনগণের বিজয় অর্জিত হয়েছে আন্তর্জাতিক উত্তেজনা প্রশমনের পরিস্থিতিতে এবং এই বিজয় সোভিয়েত ইউনিয়ন ও সমাজতান্ত্রিক গোষ্ঠীর অন্যান্য দেশগুলির শান্তি অভিযানের সঙ্গে নিবিড় সম্পর্কযুক্ত। এই জয় প্রমাণ করছে যে, শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের নীতিসমূহ ও শান্তির জন্য ঐক্যবদ্ধ গণসংগ্রামের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত সামাজিক-রাজনৈতিক পরিস্থিতি স্বাধীনতার সংগ্রাম, নিজেদের পছন্দসই পথে নিজেদের ভবিষ্যৎ স্থির করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ দেশগুলির জাতীয় পদক্ষেপ সফল করার পক্ষে অনুকূল।

ইন্দোচীনে সামরিক উত্তেজনার কেন্দ্রের অবসান আন্তর্জাতিক আবহাওয়াকে আরো উন্নত করার পক্ষে অনুকূল পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছে। সায়গনের মুক্তি হল শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের নীতির বিজয় এবং এই মুক্তি আন্তর্জাতিক উত্তেজনা প্রশমন ও শান্তির জন্য সংগ্রামরত শক্তিসমূহকে শক্তিশালী করেছে। ইন্দোচীনে ঐতিহাসিক পরিবর্তন মহাদেশ স্তরে এশীয় নিরাপত্তার পক্ষে নতুন সুযোগ সৃষ্টি করেছে এবং সেদিকে এগিয়ে যাওয়ার পক্ষে এক বিরাট অবদান রেখেছে।

ভিয়েতনামের অন্যতম শিক্ষা হল যে, সামরিক চাপের উপর ভিত্তি করে যে সাম্রাজ্যবাদী নীতি অনুসৃত হয় তা পরাস্ত করা সম্ভপর। সমগ্র বিশ্বের জনগণ এই শিক্ষা উপলব্ধি করেছে। সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির শাসক মহলের মধ্যেও এই উপলব্ধি আসছে, যদিও সেখানে এখনও "সংশোধনাতীত ব্যক্তিরা" রয়েছে যারা রাজনৈতিক বিকল্প হিসেবে সামরিক শক্তির উপর নির্ভর করতে ইচ্ছুক। ভিয়েতনামে সামরিক শক্তিপ্রয়োগ "অপর্যাপ্ত" হয়েছে বলে ক্ষোভ প্রকাশ করে তারা শক্তিপ্রয়োগে লিপ্ত হওয়ার সামান্য সুযোগও পুনরায় ব্যবহার করতে চায়—হয় এখানে, নয় এই বিশ্বের অন্য কোনো এলাকায়। এগুলো যে নিছক হুমকি নয়, যুদ্ধবাজরা লোকগুলো তার যথেষ্ট প্রমাণ দিয়েছে—মুক্ত কম্বোডিয়ার উপর মে মাসের মধ্যভাগে মার্কিন শক্তি-প্রয়োগ তার নমুনা।

যাই হোক রাশিকৃত প্রমাণ আছে যে ধীরে হলেও নিশ্চিতভাবেই আন্তর্জাতিক ঘটনাপ্রবাহে বাস্তবতা স্থান করে নিচ্ছে। অবশ্যই ইন্দোচীনে নতুন পরিস্থিতি একাজ উল্লেখযোগ্যভাবে সহজ করবে।

ভিয়েতনামী দেশপ্রেমিকদের জয় সহজ ঘটনা নয়। ২০ লক্ষের বেশি মানুষ নিহত, লক্ষ লক্ষ মানুষ পঙ্গু, অনাথ এবং উদ্বাস্তু, শহরগুলি ধ্বংসপ্রাপ্ত, কৃষিজমি বিধ্বস্ত এবং বিষাক্ত অরণ্য ও খণ্ডছিন্ন ভূমি বিজয়ের জন্য ভিয়েতনামী জনগণকেই এই পরিমাণ মূল্য দিতে হয়েছে। তাঁদের সহিষ্ণুতা, বীরত্ব এবং অটল বিশ্বাস সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে শান্তিরক্ষার জন্যে, শোষণ ও অত্যাচার থেকে জনগণের মুক্তির জন্য সংগ্রামে চিরকাল এক উদাহরণ হিসাবে কাজ করবে এবং অনুপ্রেরণা যোগাবে।

ভিয়েতনামী জনগণের জীবনে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হল। মাতৃভূমির পূর্ণমুক্তির উৎসব উপলক্ষে গত ১৫ মে হ্যানয় ও হো চি মিনের নামে বর্তমানে নামাঙ্কিত সায়গনের সম্মেলনে ডি আর ভি এবং পি আর জি নেতৃবৃন্দ দৃঢ়তার সঙ্গে উল্লেখ করেছেন যে, ভিয়েতনামের জনগণ সমান উৎসাহে দুঃখকষ্ট স্বীকার করেছেন, কিন্তু এখন দেশে শান্তি বিরাজ করছে এবং আরও উৎসাহিত করার মতো কর্তব্যও রয়েছে। ডি আর ভি প্রধানমন্ত্রী ফাম ভান দঙ উল্লেখ করেন, "উত্তরের সমাজতান্ত্রিক গঠনকর্মে মূল্যবান অবদান রাখা, ডি আর ভি-কে প্রতি ক্ষেত্রে শক্তিশালী করা এবং দক্ষিণ ভিয়েতনামের বীর জনগণের প্রতি আমাদের পবিত্র দায়িত্ব পালন করা এবং সমগ্র দেশের বৈপ্লবিক ভিত্তি হিসাবে সুপরিচিত হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করাই হল নতুন পরিস্থিতি ও নতুন কর্তব্যসমূহের চাহিদা।" দক্ষিণ ভিয়েতনামে মে মাসে **মুক্ত সায়গন** পত্রিকা লেখে, "পি আর জি অনুসৃত নীতিসমূহের লক্ষ্য হল, নতুন জীবনযাত্রা সংগঠন, জনগণের মঙ্গলের কাজে লিপ্ত এক জনপ্রিয় সরকার কায়েম করা ও তাকে শক্তিশালী করা।" এক শান্তিপূর্ণ, ঐক্যবদ্ধ, স্বাধীন, গণতান্ত্রিক ও সমৃদ্ধিশালী ভিয়েতনাম গড়ে তোলার জন্য রাষ্ট্রপতি হো চি মিনের মহান স্বপ্ন সফল করার পূর্বশর্তগুলি সৃষ্টির কাজ শুরু হয়েছে।

কমিউনিস্ট ও ওয়ার্কার্স পার্টিগুলি, বিশ্বের সমস্ত প্রগতিশীল শক্তিগুলি ভিয়েতনামী জনগণের ইচ্ছার সাফল্য কামনা করেন। **ওয়ার্ল্ড মার্কসিস্ট রিভিউ**-র সম্পাদকীয় পর্ষদে ইয়োরোপীয়, আমেরিকান, আফ্রিকেয় ও এশীয় কমিউনিস্ট পার্টিগুলির প্রতিনিধিগণও আগ্রহের সঙ্গে ঐ ইচ্ছার অংশীদার। ভিয়েতনামী জনগণের ন্যায়সঙ্গত স্বার্থের বিজয় আমাদের গর্ব ও আনন্দে ভরে তুলেছে। আমরা আশা রাখি দক্ষিণ ভিয়েতনামের দেশপ্রেমিক জনগণ তাঁদের দেশকে এক নতুন ও গণতান্ত্রিক পথে নিয়ে যাবেন। আমাদের আরো ইচ্ছা যে সমগ্র ভিয়েতনামী জনগণ জাতীয় ঐক্য, শান্তি ও সামাজিক অগ্রগতির পথে সাফল্যের সঙ্গে এগিয়ে চলবেন। আমরা জানি যে, পূর্বে যেমন যুদ্ধের

বছরগুলিতে, এখনও তেমন শান্তির সময়ে, ভিয়েতনামী জনগণ সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি, আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট ও ওয়ার্কার্স আন্দোলন, জাতীয় মুক্তি আন্দোলন এবং বিশ্বের সমস্ত সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী প্রগতিশীল শক্তিসমূহের অবিচল সমর্থন এবং সক্রিয় ভ্রাতৃত্বমূলক সহযোগিতার উপর নির্ভর করতে পারেন।

পশ্চাৎপদতা থেকে উন্নত সমাজতন্ত্র

দিনমুখামেদ কুনায়েভ
সি পি এস ইউ কেন্দ্রীয় কমিটির রাজনৈতিক ব্যুরোর সদস্য
এবং কাঝাখস্তানের কমিউনিস্ট পার্টির ফার্স্ট সেক্রেটারি

মহান অক্টোবর বিপ্লবের মধ্য দিয়ে বিশ্ব ইতিহাসের নতুন যুগ সূচিত হয়। তা বিশ্ব বিকাশকে সমাজতান্ত্রিক পথে চালনা করে তার নবরূপায়ণ ঘটায়, পুরোন পৃথিবীর উত্তরাধিকার বিলুপ্ত করে এবং কমিউনিস্ট নীতি অনুযায়ী সমাজের দৃঢ় ও সুস্থিত পুনর্গঠনের সূত্রপাত করে।

পরম সৌভাগ্যের কথা মধ্য ও এশিয় কাঝাখস্তানের জাতিগুলো এ প্রক্রিয়ার বাইরে ছিল না। বরং মহান রুশ জনগণের হাতে হাত রেখে বহু সামাজিক গঠনকার্য সম্বলিত মাত্র কয়েকটি বছরে তাদের জনগণ কিভাবে অনবদ্য পথ পরিক্রমা করল, সামাজিক ও রাজনৈতিক তাৎপর্যের দিক থেকে যা কয়েক শতাব্দীর সমান, তা দেখার জন্য ইতিহাস গোটা দুনিয়াকে তৈরি রেখেছিল। বিপ্লবের পথ বেছে নিয়ে জার সাম্রাজ্যের পূর্বেকার বহির্দেশের শ্রমজীবী জনতার সামন্তবাদের অন্ধকার থেকে সমাজতন্ত্রের আলোয় উত্তীর্ণ হতে এক পুরুষও লাগে নি।

বিপ্লবের ঝড়ো বছরগুলো অনেক জটিল প্রশ্ন তুলে ধরে। ওগুলোর উত্তরের ওপর নির্ভর করছিল সোভিয়েত প্রাচ্যের জনগণের ভাগ্য। কাকে তারা অনুসরণ করবে—রুশ প্রলেতারীয়দের অথবা তাদের "নিজেদের" সামন্তপ্রভুকে যাদের পেছনে ইয়োরোপীয় ও এশীয় প্রতিক্রিয়াশীলদের এক ভিন্ন বেশধারী দস্যু দণ্ডায়মান ছিল? তারা কি পুঁজিতান্ত্রিক স্তর পাড়ি না দিয়েই সামন্ত-বিরোধী গণতান্ত্রিক বিপ্লব থেকে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে উত্তীর্ণ হতে পারে? এ জাতিগুলির পক্ষে কি ধরনের সমাজতান্ত্রিক বিকাশ সবচেয়ে বেশি সঙ্গতিপূর্ণ ছিল: একটি পৃথক রাষ্ট্র কাঠামোর মধ্যে অথবা একটি সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রসমূহের ইউনিয়নের অঙ্গ রূপে? পরবর্তীকালে প্রশ্ন দেখা দিল কিভাবে সমাজতান্ত্রিক গঠনকাণ্ড নিষ্পন্ন হবে এবং একটি বহুজাতিক দেশে কিভাবে কমিউনিজমের বৈষয়িক ও প্রযুক্তিগত ভিত্তি তৈরি হবে?

যে সব জাতি ঔপনিবেশিকতাকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে সামাজিক প্রগতির পথ গ্রহণ করেছে, তাদের ক্ষেত্রে এ সব কটি বা কোন কোন প্রশ্ন দেখা দেয় এবং দেখা দিতে থাকবে। এককালের পশ্চাৎপদ দেশগুলোর উন্নয়ন সমস্যাগুলো সমাধানের সাফল্য ও ব্যর্থতা থেকে উদ্ভূত বহু অভিজ্ঞতা জমা হয়েছে। সোভিয়েত প্রাচ্যের জাতিগুলো সর্ববৃহৎ অভিজ্ঞতা ভাণ্ডার গড়ে তুলেছে। তারা শুধুমাত্র প্রাথমিক সমস্যাই নয়, পরবর্তী সমস্যাগুলোও সমাধান করেছে। সাধারণত এ সমস্যাগুলো উন্নয়নশীল দেশগুলোকে আচ্ছন্ন করে রাখে। আর পার্টি প্রত্যেকটি স্তরে সর্বদাই সুনির্দিষ্ট সমস্যাগুলোকে হিসেবের মধ্যে রেখেছিল। তাই বিশ্বের প্রথম বহুজাতিক রাষ্ট্র কাঠামোর মধ্যে জটিল সমস্যাবলী সমাধান বিষয়ক কাঝাখস্তানের কাহিনী সম্ভবত কম উৎসাহের নয়।

(১)

আশু সবচেয়ে বড় যে সমস্যা দেখা দিল তা হল কি করে বিপ্লবী রাশিয়ার সঙ্গে (আর পরবর্তীকালে অন্যান্য সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রের সঙ্গে) সম্পর্ক গড়ে তোলা যায়। জারশাসিত রাশিয়া ছিল একটি বহুজাতিক রাষ্ট্র—উৎপীড়িত জাতিগুলো এর অর্ধেকের বেশি জনসংখ্যার অধিকারী ছিল। মধ্য এশিয়ায় ও কাঝাখস্তানে জাতীয় ও ঔপনিবেশিক উৎপীড়ন বিশেষভাবে উৎকট ছিল। স্তেপ অঞ্চল—সে আমলে কাঝাখস্তান যে নামে পরিচিত ছিল—তার দেশীয় মানুষগুলোকে কাঝাখ বলে নিজেদের পরিচয় দেবার অধিকারটুকু ছিল না। রুশ সাম্রাজ্যবাদ সামন্ত সম্পর্ককে সজীব রাখার জন্য সবরকমের চেষ্টা চালিয়েছিল। আদিমকালের সাজসরঞ্জাম ব্যবহার করে ফসল ফলাবার প্রাথমিক জ্ঞানটুকু শুদ্ধ বেদুইন ও আধা-বেদুইন কায়দায় পশুপালন ছিল কৃষির ভিত্তি। সরঞ্জাম বলতে ছিল (এমন কি রুশ অধ্যুষিত গ্রামগুলোতেও) ৩ লক্ষ ১৮ হাজার কাঠের লাঙল, ২ লক্ষ ২৯ হাজার ভাগের লাঙল আর ২ লক্ষ ৭১ হাজার কাঠের হাল্কা শিল্প বলতে বোঝাত ক্ষুদ্র কুটীর শিল্পীদের দোকানগুলো। কৃত্রিমভাবে ভারী শিল্পের বিকাশ ঠেকিয়ে রাখা হয়েছিল। লেনিন লিখেছেন, "অন্যান্য জাতিগুলোকে উৎপীড়ন ও লুণ্ঠনের সম্ভাবনা অর্থনৈতিক জড়ত্বকে চিরস্থায়ী করে কারণ উৎপাদন শক্তিগুলোর বিকাশ বারে বারে আয়ের উৎস হয় না, বরং অ-রুশদের ওপর আধা-সামন্ততান্ত্রিক শোষণে তা হয়" (কালেক্টেড ওয়ার্কস, ২১ খণ্ড, পৃঃ ৩০৬)।

ক্ষুদ্রায়তন শ্রমিকশ্রেণীর অবস্থা বিশেষভাবে কঠিন ছিল। ১৪ থেকে ১৬ ঘণ্টা ছিল কাজের দিন। নিয়মিত বেতন দেওয়া হত না: কারাগাণ্ডা কয়লা খনিগুলোতে দু-বা তিন মাস অন্তর একবার মজুরি দেওয়া হত। কাঝাক

শ্রমিকরা ছিল সর্বনিম্ন মজুরিভোগী—সমস্ত অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অধিকার থেকে বঞ্চিত।

কিন্তু কাঝাখস্তান ও মধ্য এশিয়ার শ্রমজীবী মানুষ দেখত এ বহির্দেশে রুশ শ্রমিকরা একইভাবে তাদের "নিজেদের" বুর্জোয়াদের দ্বারা শোষিত হচ্ছে, ঠিক যেমন-ভাবে তাদের "নিজেদের" সামন্তপ্রভুদের দ্বারা কৃষকরা শোষিত হচ্ছিল। আর মুক্তি সংগ্রামে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে উৎপীড়িত জাতিগুলি কখনই জারতন্ত্রের সঙ্গে রুশ জন-গণকে এক করে ফেলে নি। রাশিয়ার শ্রেষ্ঠ সন্তানরা সর্বদাই শোষিত জাতিগুলোর পক্ষে তাঁদের কণ্ঠ ধ্বনিত করেছেন এবং জারতন্ত্রের ঔপনিবেশিক নীতির নিন্দা করেছেন। বিশিষ্ট বিপ্লবী গণতন্ত্রী আলেকজান্ডার হার্জেন লিখেছেন, কারোরই রাশিয়া আর তার সরকারকে এক করে ফেলা উচিত নয়; উইণ্টার প্যালেস সমগ্র রাশিয়া নয়। এমন কি সমগ্র সেণ্ট পিটার্সবার্গও নয়। উৎপীড়িত জাতি-গুলোর উদ্দেশে বলা হল "অন্য রাশিয়া তোমাদের ভাইয়ের মতো অভিবাদন জানায় এবং তোমাদের দিকে তার হাত বাড়িয়ে দেয়।"

কাঝাখস্তানের শ্রমজীবী জনগণ রুশ বিপ্লবীদের আহ্বানে সাড়া দিল। রাশিয়ায় এমন একটিও গুরুত্বপূর্ণ বিপ্লবী ঘটনা ঘটে নি যার প্রত্যক্ষ প্রভাব আমাদের দেশের এই অংশে পড়ে নি। মধ্য এশিয়ায় ও কাঝাখস্তানের অন্যতম শক্তি-শালী প্রাক্‌বৈপ্লবিক জাতীয় আন্দোলন—আলাশ অর্দা, আলিবি জনগিলদিন, তোকাশ বোকিন ও কাঝাক জনগণের অন্যান্য বীর সন্তানদের নেতৃত্বে ১৯১৬ সালের ঔপ-নিবেশিকতা-বিরোধী উত্থান ফলত যুক্ত হল ফেব্রুয়ারি বিপ্লব ও মহান অক্টোবর বিপ্লবের সঙ্গে।

গণতান্ত্রিক সামন্ত-বিরোধী থেকে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে উত্তীর্ণ হওয়া কোনো অংশেই কম গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। মার্কস ও এঙ্গেলসই সর্বপ্রথম নির্দেশ করেন যে পুঁজি-তন্ত্রের স্তর পেরিয়ে সরাসরি সমাজতন্ত্রে উত্তীর্ণ হওয়া সম্ভব। পরবর্তী সময়ে লেনিন এ থেকে একটি সারবান তত্ত্বের বিকাশ ঘটান। তিনি দেখান যে, পশ্চাৎপদ অঞ্চল-গুলির জনগণ সমাজতান্ত্রিক পরিবর্তনের জন্য সংগ্রাম করতে পারে এবং তার কারণগুলো নিম্নরূপ।

প্রথমত, সামন্ত বা আধা-সামন্ত বন্ধনে এখনও জড়িত কৃষকরা শ্রমজীবী জনগণের সোভিয়েতসমূহ গড়ার ধারণা সহজেই অনুধাবন করতে পারবে। লেনিন মন্তব্য করে-ছিলেন যে কৃষকরা এ ধারণা বুঝতে ও "কার্যকর" করতে সক্ষম হবে।

দ্বিতীয়ত, অধিক অগ্রসর জাতিগুলির বিজয়ী বিপ্লবী প্রলেতারীয়রা ও সোভিয়েত সরকার রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সহযোগিতা দান করলে রাশিয়ার এককালের পশ্চাৎপদ জাতীয় অঞ্চলগুলির জনগণ পুঁজিতান্ত্রিক স্তর পরিহার করতে পারত।

তৃতীয়ত, এই জাতিগুলি সমাজতন্ত্রের অভিমুখে অগ্রসর হওয়ার সময় কয়েকটি অন্তর্বর্তী স্তর অতিক্রম করবে—তাদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক স্তরের দ্বারা এই স্তরগুলির চরিত্র নির্ণীত হয়। এ থেকে সিদ্ধান্ত করা যায় যে সুনির্দিষ্ট অবস্থানগুলিকে যত্ন সহকারে পরীক্ষা করতে হবে এবং সামাজিক পরিবর্তনের সাধারণ নীতি-গুলিকে সুদক্ষভাবে বাস্তব অবস্থায় প্রয়োগ করতে হবে।

তুর্কিস্তান ও অন্যান্য পশ্চাৎপদ অঞ্চলগুলিতে কমিউ-নিস্ট কৌশলগুলি প্রয়োগের উপায় নির্ণয়ের প্রয়োজনীয়তা লেনিন নির্দেশ করেছিলেন। আলেস ও কিকালাকে শ্রমিকদের ও সৈন্যদের ডেপুটিদের সোভিয়েতগুলির পাশা-পাশি কৃষকদের ও দেখ্‌কেন সোভিয়েতগুলি এবং কোনো কোনো স্থানে ক্লান সোভিয়েতগুলিও দেখা দিল।

আমাদের দেশের সর্বাগ্রগণ্য জাতিগুলির শ্রমিকশ্রেণীর সহযোগিতা কাঝাখস্তান ও মধ্য এশিয়ার অ-পুঁজিবাদী বিকাশের পক্ষে প্রচণ্ড গুরুত্বপূর্ণ ছিল। এ তাদের জন-গণকে বিপ্লবের মধ্যে চালনা করার প্রক্রিয়াগুলোকে ত্বরিত করল। ইউ এস এস আর-এর জাতিগুলির এবং সর্বোপরি মহান রুশ জাতির ভ্রাতৃপ্রতিম সাহচর্যে উজবেক, কাঝাক, তুর্কমেন, তাজিক, কিরঘিজ, কারাকালপাকদের পক্ষে সমাজ-তান্ত্রিক জাতিতে পরিণত হতে, উন্নত অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক মান অর্জনে এবং অধিকতর উন্নত জাতিগুলোর স্তরে উঠতে বেশি সময় লাগে নি।

সংযুক্ত সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রসমূহের ৫০তম বার্ষিকী উপলক্ষে এল আই ব্রেঝনেভ তাঁর রিপোর্টে বলেন, পুরোন পৃথিবীর বিপর্যয়, শোষণ ব্যবস্থার বিলোপ, প্রলেতারীয় একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা এবং উৎপাদনের উপকরণের ওপর সরকারি নিয়ন্ত্রণের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল কঠিন শ্রেণী যুদ্ধসমূহ যা গৃহযুদ্ধের রূপ নিয়েছিল। আর তা চাপিয়ে দিয়েছিল শোষককুল ও সেদিনের প্রভুত বৈষয়িক সুবিধার অধিকারী আন্তর্জাতিক বুর্জোয়ারা। কিন্তু রাশিয়ার শ্রম-জীবী মানুষ প্রলেতারীয় সংহতির বিরাট শক্তি (যা অক্টোবর বিপ্লবের পর আরো অনেক শক্তিশালী হয়েছে) দিয়ে প্রতি-বিপ্লবের সম্মিলিত শক্তিগুলোকে প্রতিহত করল।

কাঝাখস্তানে ও মধ্য এশিয়ায় সোভিয়েত সরকারের প্রতি ব্যাপক জনসমর্থন যুদ্ধের ফলাফলের ক্ষেত্রে নিয়ামক ছিল। আর জাতীয়তাবাদীদের অন্তর্ঘাতী কার্যকলাপে ঐ সমর্থন ক্ষুণ্ন হয় নি। সোভিয়েত রাশিয়া থেকে প্রাচ্য দেশের জাতিগুলিকে বিচ্ছিন্ন করার জন্য তারা 'এক তুর্কী জাতি'র ভ্রান্ত পতাকা আন্দোলিত করেছিল।

প্রশ্ন জাগতে পারে এত বাধা সত্ত্বেও এ পশ্চাৎপদ অঞ্চলগুলোতে প্রলেতারীয় আন্তর্জাতিকতাবাদের ধারণা-গুলো এত উর্বর মাটি খুঁজে পেল কেন? প্রথম কারণ হচ্ছে, রুশ শ্রমিকশ্রেণী ও লেনিনবাদী পার্টির সঠিক নীতি—যার লক্ষ্য ছিল সমস্ত জাতিগুলির মধ্যে, বিশেষ করে জাতীয় অঞ্চলগুলির জাতিসমূহের মাঝে প্রকৃত সমতা প্রতিষ্ঠা। লেনিনের উদ্যোগে গৃহীত রুশ জাতিসমূহের অধিকারের ঘোষণাপত্র (১৫ নভেম্বর, ১৯১৭), রুশদেশ ও প্রাচ্যভাগের সমস্ত শ্রমজীবী মুসলমানদের প্রতি আবেদন (৩ ডিসেম্বর ১৯১৭), শ্রমজীবী ও শোষিত জাতিসমূহের অধিকারের ঘোষণাপত্র (২৫ জানুয়ারি ১৯১৮) এবং সোভিয়েত সরকারের অন্যান্য ঘোষণা সমস্ত জাতির সমতা ও সার্বভৌমত্ব, বিচ্ছিন্ন হবার অধিকার সহ তাদের আত্ম-নিয়ন্ত্রণাধিকার এবং সমস্ত জাতীয় ও ধর্মীয় সুযোগ-সুবিধা ও কড়াকড়ি এদের গ্যারাণ্টি প্রদান করল।

প্রাচ্য অংশের কমিউনিস্টদের কর্তব্যগুলি তুর্কিস্তানের কমিউনিস্টদের কাছে লিখিত এক পত্রে—১৯১৯ সালে লেখা

এক কর্মসূচীগত দলিলে লেনিন নির্দেশ করেছিলেন। লেনিন খুব জোর দিয়েই বলেন, "তুর্কীস্তানের জাতিগুলোর সঙ্গে প্রকৃত সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার যে-একটা যুগান্তকারী গুরুত্ব রয়েছে তা অতিশয়োক্তি নয়। দুর্বল ও এযাবৎকাল উৎপীড়িত জাতিগুলির প্রতি সোভিয়েত শ্রমিক ও কৃষক প্রজাতন্ত্রের মনোভাব সমগ্র এশিয়ার কাছে ও বিশ্বের সমস্ত উপনিবেশের কাছে, হাজারো-লক্ষ জনগণের কাছে অত্যন্ত বাস্তব তাৎপর্যের বিষয়" (৩০ খণ্ড, পৃঃ ১৩৮)। আমাদের কালেও ঐ বার্তার পূর্ণ প্রাসঙ্গিকতা বর্তমান রয়েছে।

রাশিয়া ও পূর্বদেশের সমস্ত শ্রমজীবী মুসলমানের প্রতি সোভিয়েত সরকারের আবেদনটি ছিল এক গভীর আন্তর্জাতিকতাবাদী দলিল। এর অংশবিশেষে বলা হয়েছিল, "এখন থেকে আপনাদের বিশ্বাস ও রীতি-নীতি আপনাদের জাতীয় ও সাংস্কৃতিক সংস্থাগুলি মুক্ত ও অলঙ্ঘনীয় হবে। আপনাদের সে অধিকার আছে। আপনাদের জানা উচিত, রাশিয়ার জাতিগুলোর ন্যায় আপনাদের অধিকারগুলো বিপ্লব ও তার সংগঠনগুলি, শ্রমিক, সৈন্য ও কৃষক ডেপুটিদের সোভিয়েতগুলির দ্বারা সর্বশক্তি দিয়ে রক্ষিত হবে।"

গৃহযুদ্ধের পর আমরা যখন শান্তিপূর্ণ নির্মাণকার্যের দিকে মুখ ফেরালাম—আমরা দেখলাম যে আমাদের অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক সমস্যাদি পৃথক বিযুক্ত প্রজাতন্ত্রগুলির বদলে একটি সংযুক্ত জাতিপুঞ্জের কাঠামোর মধ্যে আরো সহজে সমাধান করা যেতে পারে। ফলে সব কটি প্রজাতন্ত্র সংযুক্ত সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রগুলিতে ঐক্যবদ্ধ হবার সিদ্ধান্ত স্বেচ্ছায় গ্রহণ করল। ১৯২২ সালে ঘোষিত হল সংযুক্ত সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রসমূহ—ঘোষিত হল প্রলেতারীয় আন্তর্জাতিকতাবাদের বিজয়—কমিউনিস্ট পার্টির রাজনৈতিক দূরদর্শিতা মূর্ত হয়ে উঠল। এর ফলে সমস্ত ভ্রাতৃপ্রতিম প্রজাতন্ত্রে অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বিকাশ দৃঢ়ভাবে ত্বরান্বিত হল এবং দেশীয় ও আন্তর্জাতিক দিক থেকে বিশ্বের প্রথম শ্রমিক-কৃষক রাষ্ট্রের অবস্থানসমূহ শক্তিশালী হল।

কাঝাখস্তানে ও মধ্য এশিয়ায় সোভিয়েত প্রতিষ্ঠার গোড়ার দিককার ঘটনাবলী বিশ্লেষণ করে আমরা যেসব সিদ্ধান্তে উপনীত হই, আমাদের কালের বহু দেশের সঙ্গে তার মিল রয়েছে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে, জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম ও সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের বিজয় অভিব্যক্ত করার ক্ষেত্রে বিপ্লবী শ্রমিকশ্রেণী (অন্যান্য জাতির শ্রমিকরাসহ)-র সঙ্গে অ-প্রলেতারীয় জনতার জোটের ভূমিকা। রাশিয়ার শ্রমিকশ্রেণীর সঙ্গে জোটগঠন মধ্য এশিয়া ও কাঝাখস্তানের জাতিগুলিকে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের স্তরগুলির দূরত্ব কমিয়ে ফেলতে সমর্থ করে এবং পক্ষান্তরে রাশিয়ায় সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের সাফল্যে তার অবদান রাখে।

২

বিপ্লবে জয়লাভ ও ইউ এস এস আর গঠনের ফলে জাতীয় প্রশ্নের সমাধান করা অত্যন্ত বাস্তব কাজ হয়ে উঠল। অবশ্য তার বহু আগেই অনেক বহুজাতিক রাষ্ট্র ছিল, কিন্তু আগেই হোক বা পরেই হোক অসম জাতিগুলির মধ্যে পারস্পরিক বিবাদে এবং অধীন জাতিগুলোর ওপর উৎপীড়ন ও শোষণ চাপিয়ে দেওয়ায় তারা পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। জাতীয় প্রশ্নের প্রকৃত মীমাংসার জন্য রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সমতার সার্বিক বিকাশ প্রয়োজন। ইউ এস এস আর গঠনের আগে ও পরে কমিউনিস্ট পার্টি ও সোভিয়েত সরকারের ঐ লক্ষ্য ছিল।

প্রথমে মধ্য এশিয়ার জাতিগুলো ইউ এস এস আর-এর অন্যতম অঙ্গ প্রজাতন্ত্র তুর্কীস্তানে সংযুক্ত ছিল। এর মধ্যে ছিল উজবেক, তাজিক, তুর্কমেন, কিরঘিজ ও কাঝাক জাতির অংশবিশেষ। শুধু ভাষায় ও রীতি-নীতিতেই তাদের মধ্যে বিরাট পার্থক্য ছিল তা নয়, সামাজিক ও অর্থনৈতিক স্তরেও ছিল। প্রত্যেক জাতি অবশ্য সমাজতন্ত্র গড়ার সাধারণ কর্মকাণ্ডের অংশীদার ছিল, কিন্তু তাদের নিজস্ব কতকগুলি সুনির্দিষ্ট সমস্যার সঙ্গেও খাপ খাওয়াতে হয়।

পরবর্তীকালে, আমাদের অঞ্চলের ইতিহাসে সর্বপ্রথম, মধ্য এশিয়ার তালগোল পাকিয়ে রাখা জাতিগুলো থেকে গঠন করা হল সমানাধিকারসম্পন্ন প্রজাতন্ত্রসমূহ—উজবেক, তুর্কমেন, তাঝিক ও কিরঘিজ প্রজাতন্ত্র। কাঝাকরাও তাদের নিজেদের প্রজাতন্ত্র গঠন করল। এই বিশাল অঞ্চলে জাতীয় প্রশ্নকে বেশ সার্থকভাবে সমাধানের এটা এক প্রত্যয়সিদ্ধ প্রমাণ এবং জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের নীতি রূপায়ণে কমিউনিস্ট পার্টির ধারাবাহিকতারও প্রমাণ।

অবশ্য এ সমস্ত জাতির মধ্যে ঘনিষ্ঠ মৈত্রী ও সহযোগিতা সুনিশ্চিত করার জন্য অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অসমতা দূর করার প্রয়োজন ছিল। আর লেনিন দেখালেন কিভাবে তা অর্জন করা যায় : "উৎপীড়ক অথবা তথাকথিত 'বৃহৎ' জাতির আন্তর্জাতিকতাবাদ শুধুমাত্র জাতিসমূহের আনুষ্ঠানিক সমতা পালনে সীমাবদ্ধ থাকবে না, বরং এমন ধরনের অসমতার আশ্রয় নেবে যার দ্বারা উৎপীড়ক জাতি, বৃহৎ জাতি কার্যক্ষেত্রে যে ধরনের প্রকৃত অসমতা দেখা দেয় তা ক্ষতিপূরণ করবে। (রচনাসমগ্র, রুশ সংস্করণ, খণ্ড ৪৫, পৃষ্ঠা ৩৫৯)। যে সময় এককালের পশ্চাৎপদ অঞ্চলগুলোর সমাজতন্ত্রের পথে যাত্রাকালে পুঁজিবাদকে পাশ কাটিয়ে অগ্রসর হচ্ছিল, তখন লেনিনের ঐ ভাবনা পার্টির কাজের প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় বিষয় হয়ে ওঠে। পার্টি পুরোন অর্থনৈতিক অসমতা অতিক্রম করার জন্য প্রধান প্রধান অর্থনৈতিক ব্যবস্থাবলীর ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে। একই সঙ্গে ঐ ব্যবস্থাবলী সমস্ত সোভিয়েত জাতির অভিন্ন স্বার্থসমূহে চালিত ছিল।

জারতন্ত্রের কাছ থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে আমরা শুধুমাত্র একটি অত্যন্ত পশ্চাৎপদ অর্থনীতিকেই পাই নি, পেয়েছি একটা ভারসাম্যহীন শিল্পের ভূগোল। ১৯১৩ সালে শিল্পোৎপাদনের ৭৫ শতাংশ মধ্য রাশিয়ার চারটি অঞ্চল থেকে এসেছিল। মধ্য এশিয়া ও কাঝাখস্তানের নির্মাণ শিল্পগুলো মাত্র ১·৮ শতাংশ শিল্পোৎপাদনের অধিকারী ছিল।

বৈপ্লবিক ধারায় সামাজিক সম্পর্ক পুনর্গঠনকালে, শিল্পায়ন ও কৃষি সমবায়ীকরণের বছরগুলোতে বৈষয়িক ও কারিগরী ভিত্তি নির্মাণকালে এবং সাংস্কৃতিক বিপ্লব

চালাতে গিয়ে পার্টি দৃঢ়ভাবে পূর্বতন পশ্চাৎপদ জাতীয় অঞ্চলগুলির অগ্রাধিকারমূলক উন্নয়ন নীতি অনুসরণ করল, যার ফল তাদের অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বিকাশের হার ইউ এস এস আর-এর গড়ের চেয়ে বেশি ছিল। বস্তুত ১৯২৭ সালে পঞ্চদশ পার্টি কংগ্রেস অনুমোদিত পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার নির্দেশাবলীতে সুস্পষ্টভাবে এই নীতিকে স্থান দেওয়া হয়েছিল এবং পরবর্তী সমস্ত পরিকল্পনাতেও তা অন্তর্ভুক্ত ছিল।

মধ্য এশীয় প্রজাতন্ত্রগুলি এবং কাঝাখস্তান সাফল্যের সঙ্গে তাদের শিল্পায়ন, কৃষি সমবায়ীকরণ এবং সাংস্কৃতিক উন্নয়ন কর্মসূচীগুলি সম্পাদন করেছে। প্রাক-যুদ্ধের বছরগুলোতে তারা শিল্প-কৃষিভিত্তিক প্রজাতন্ত্রে রূপান্তরিত হল। "সামান্যতম জাতীয় সংঘাতটুকু এবং বিদ্বেষমাত্র জাতিগত অবিশ্বাসের বাস্তব বিলুপ্তিসাধনের কাজ এগিয়ে নেওয়ার জন্য, জাতিগুলিকে দ্রুতগতিতে ঘনিষ্ঠ করা ও মিলন ঘটাবার জন্য..." (খণ্ড ২২, পৃষ্ঠা ৩২৫) রাষ্ট্রের গণতান্ত্রিক সংগঠনসহ সমাজতান্ত্রিক উৎপাদনই হচ্ছে ভিত্তি—লেনিনের এই বক্তব্য তাদের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে পুরোপুরি সমর্থিত হয়েছে।

১৯৪০ সালে কাঝাখস্তানের শিল্পের পরিমাণ ছিল অর্থনীতির শতকরা ৬০ ভাগ। (১৯২০ সালে শতকরা ৬.৩ ভাগ ছিল)। এর অর্থ কাঝাখস্তানের প্রকৃত অসমতা দূর হয়েছে।

আমাদের এই বহুজাতিক দেশের সমস্ত জাতির, সর্বোপরি মহান রুশ জনগণের ভ্রাতৃপ্রতিম সহযোগিতা শিল্পায়নের ক্ষেত্রে সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ছিল। মস্কো ও লেনিনগ্রাদের শ্রমিকদের কাছ থেকে প্রভূত সহযোগিতা এসেছিল ; ডনবাস খনি শ্রমিকরা আমাদের কারাগণ্ডা কয়লা ক্ষেত্রগুলি বিকাশে সাহায্য করেছিল আর বাকু ও গ্রজনি তৈল শ্রমিকরা উরাল এম্বা তৈলক্ষেত্রগুলির বিকাশে সহযোগিতা করেছিল। বিশাল দেশের প্রত্যেকটি অংশ থেকে আমাদের অর্থনৈতিক প্রকল্পগুলোর জন্য যন্ত্রপাতি এল।

শিল্পায়ন বহু কাঝাককে উৎপাদন প্রক্রিয়ায় নিয়ে এল, এভাবে তৈরি হল শ্রমিক ও টেকনিশিয়ান কর্মিবাহিনী (ক্যাডার)। মস্কো, লেনিনগ্রাড, খারকোভ, ডনবাস, বাকু, সেভার্দলোভস্ক এবং অন্যান্য শিল্প কেন্দ্রের শ্রমিক, ইঞ্জিনিয়ার ও টেকনিশিয়ানরা তাদের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার সুবিধা সহ আমাদের দিকে এগিয়ে এল। আর বহু কাঝাক শ্রমিক রুশ ফেডারেশন, য়ুক্রেন ও অন্যান্য সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রের কারখানাগুলোতে নতুন দক্ষতায় প্রশিক্ষিত হল। সমাজতান্ত্রিক গঠনকাণ্ডের একটি অন্যতম প্রধান ফল হচ্ছে একটি জাতীয় শ্রমিকশ্রেণীর উত্থান ও বিকাশ।

কৃষিতে দ্রুত পরিবর্তনসমূহ সূচিত হল ঃ লাখো লাখো গরিব চাষীকে জমি দেওয়া হল, এ এমন একটা ঘটনা যার গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক তাৎপর্য ছিল, বিশেষ করে উজবেকিস্তান ও কিরঘিজিয়ার ক্ষেত্রে তো বটেই। তারপর লেনিনের সমবায় পরিকল্পনা অনুসারে এবং স্থানীয় অবস্থাদির কথা মাথায় রেখে আমরা দুটি সমান্তরাল প্রধান লক্ষ্য অর্জনে কাজ শুরু করলাম ঃ সমবায় খামারগুলোতে কৃষকদের সংঘবদ্ধ করা এবং যাযাবর কৃষকদের জমিতে বসানো।

দ্রুত শিল্পায়ন, রাষ্ট্রের কাছ থেকে উদার আর্থিক সহযোগিতা, রাষ্ট্রীয় খামার, যান্ত্রিক ট্রাক্টর ও যান্ত্রিক উপায়ে ফসল কাটার কেন্দ্রসমূহ সংগঠন এবং সব ধরনের সমবায় সংস্থাসমূহের বিস্তার কৃষির সমাজতান্ত্রিক রূপান্তরের ক্ষেত্রে মূল উপাদান। কমিউনিস্ট পার্টি ও তার সভ্যরা কৃষি-শ্রমিক ও গরিব চাষীদের সংগঠিত করতে, মধ্য চাষীদের সপক্ষে আনতে, **কুলাক ও বায়াস**-দের বিচ্ছিন্ন করতে ও পরবর্তী সময়ে গণসমবায়ীকরণের ভিত্তিতে শ্রেণী হিসেবে তাদের অবলোপ ঘটাতে একটি দারুণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, কাঝাখস্তানে ২০ হাজার ৫শ গ্রামীণ কমিউনিস্ট এবং ৩০ হাজার কমসোমল কৃষকদের মাঝে সাংগঠনিক ও রাজনৈতিক কাজে নিযুক্ত ছিল। শিল্পাঞ্চলগুলি থেকে কেন্দ্রীয় কমিটির প্রেরিত পার্টি সদস্য ও অভিজ্ঞ কর্মকর্তারা তাদের সহযোগিতা করেন।

শ্রমিকশ্রেণী ও যৌথ খামারের কৃষকদের মৈত্রী সমাজতান্ত্রিক গঠনকাণ্ডের মধ্য দিয়ে শক্তিশালী হল। দশ লক্ষাধিক কৃষক গৃহস্থ সমাজতান্ত্রিক পথ বেছে নিল এবং যৌথ খামারে যোগদান করল। যৌথ কৃষিকার্য কৃষিতে নতুন ধরনের উৎপাদন সম্পর্ক সূচিত করে সমগ্র জীবনযাত্রার আমূল পরিবর্তন সাধন করল। শোষণের উৎসমুখস্বরূপ সামাজিক উপাদানগুলোকে নির্মূল করা হল।

অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে সাংস্কৃতিক বিপ্লব সমাজতান্ত্রিক সংস্কৃতির আত্মপ্রতিষ্ঠা ও বিকাশ সমাজতন্ত্র ও কমিউনিজম গড়ার মৌলিক উপাদান।

অবিলম্বে নিক্ষরতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম শুরু হল এবং ১৯৩০ সালের মধ্যে মধ্য এশিয়ার সব কটি প্রজাতন্ত্রে এবং কাঝাখস্তানে প্রাথমিক শিক্ষাকে সর্বজনীন করা হল। কয়েক ডজন উচ্চতর বিদ্যালয় ও কারিগরী শিক্ষাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হল। মার্কসবাদ-লেনিনবাদ ও প্রলেতারীয় আন্তর্জাতিকতাবাদের ভিত্তিতে একটি জাতীয় সোভিয়েত বুদ্ধিজীবী গড়ে উঠল।

জাতীয় ধাঁচের ও সমাজতান্ত্রিক মর্মবস্তুসম্পন্ন কাঝাক, তাঝিক, উজবেক, তুর্কমেন, কিরঘিজ ও অন্যান্য জাতির সংস্কৃতি পরিপূর্ণভাবে বিকশিত হল। সমাজতন্ত্র সাংস্কৃতিক মূল্যবোধগুলিকে জনগণের আয়ত্তে নিয়ে এল এবং তারাই হয়ে উঠল সংস্কৃতির প্রত্যক্ষ স্রষ্টা।

লেনিন জন্মশতবার্ষিকীতে তাঁর রিপোর্টে এল আই ব্রেঝনেভ বলেন, "লেনিনের সমাজতান্ত্রিক নির্মাণকাণ্ডের পরিকল্পনা হচ্ছে বিশ্ব ঐতিহাসিক তাৎপর্যমণ্ডিত লক্ষ্যসমূহে অগ্রসর হবার একটি বিজ্ঞানসম্মত, পূর্ণাঙ্গ ও বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গির আদর্শরূপ (মডেল)। এটি সামাজিক সৌধের সর্বস্তর—উৎপাদনী শক্তিগুলি, সামাজিক সম্পর্ক ও জনগণের আত্মিক জগৎ পরিবেষ্টন করে রয়েছে।"

পরিকল্পনাটি যে সার্থক ও তার ফলাফল যে স্থায়ী তা মহান দেশপ্রেমিক যুদ্ধের মধ্য দিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ঐ যুদ্ধে সোভিয়েত জনগণ, সমস্ত জাতি এবং জাতিসত্তা একটি সংহত সত্তারূপে দাঁড়িয়েছিল তাদের সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের মুক্তি ও স্বাধীনতা রক্ষার জন্য। ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে ঐতিহাসিক জয়ে তারা চূড়ান্ত ভূমিকা পালন করে। কাঝাখস্তান ফ্রন্টে শত সহস্র তরুণকে পাঠিয়েছিল। কমিউ-

নিস্ট পার্টির ও ইয়ং কমিউনিস্ট লীগের দুই-তৃতীয়াংশ সদস্য সোভিয়েত সেনাবাহিনীতে যোগদান করে।

কাঝাখস্তানে গঠিত ইউনিটগুলি চূড়ান্ত সংগ্রামগুলোতে অংশগ্রহণ করে। তাদের একটি হচ্ছে আই ভি প্যানফিলভের নেতৃত্বাধীন ৩১৬-তম (অষ্টম গার্ডস) পদাতিক বাহিনী যারা মস্কোর যুদ্ধ জয়ের গৌরবের অংশীদার। ২৮ জন প্যানফিলোভাইটের ঐতিহাসিক অবদান সোভিয়েত জনগণের ইতিহাসে চিরকাল অঙ্কিত থাকবে।

কাঝাখস্তানের পাঁচ শতাধিক ব্যক্তি সোভিয়েত ইউনিয়নের বীর আখ্যায় ভূষিত হয়েছেন। অন্যান্য সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রের সংগে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাঝাখস্তানও যুদ্ধকালীন উৎপাদন প্রয়াসে অবদান রেখেছে।

নাৎসীদের বিরুদ্ধে সোভিয়েত বিজয় সোভিয়েত জনগণের নৈতিক ও রাজনৈতিক ঐক্যের, সোভিয়েত দেশপ্রেমিকতা ও প্রলেতারীয় আন্তর্জাতিকতাবাদের, এবং ইউ এস এস আর-এর জাতিগুলির অচ্ছেদ্য মৈত্রীর জয়। সাম্রাজ্যবাদের ঝটিকা বাহিনী ফ্যাসিবাদ যে সমাজতান্ত্রিক জাতিগুলির মধ্যে কীলক চালনা করতে ব্যর্থ হল তা জাতীয় প্রশ্নের সমাজতান্ত্রিক সমাধানের যৌক্তিকতার, লেনিনের জাতিসমূহ সম্পর্কিত নীতির যৌক্তিকতার এবং বহুজাতিক সোভিয়েত রাষ্ট্রের সুস্থায়িত্বের আর একটি প্রমাণ।

৩

একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় দেশে ঐক্যের সুবিধাদি, আগামী ভবিষ্যতে যে অভাবনীয় সুযোগ-সুবিধা এ উপস্থাপিত করে তা আমাদের জাতিসমূহ জানে। তাদের অভিজ্ঞতা দেখিয়ে দিয়েছে যে সমাজতান্ত্রিক সমাজের ন্যায় সমাজতান্ত্রিক জাতীয় সম্পর্কগুলি বিভিন্ন স্তর অতিক্রম করে। ঠিক যেমনভাবে সমাজতন্ত্রের ভিত্তি গঠনের পর আসে উন্নততর সমাজতান্ত্রিক সমাজ গঠনের প্রশ্ন ঠিক তেমনিভাবেই জাতীয় প্রশ্নের সমাজতান্ত্রিক সমাধান, জাতিসমূহের মধ্যে বৈষম্য দূরীকরণের পর আসে সমাজতান্ত্রিক জাতীয় সম্পর্কের বিকাশ ও জাতিসমূহের আরো ঘনিষ্ঠতা।

উন্নত সমাজতন্ত্রের স্তরে উৎপাদন সম্পর্ক ও বিষয়মুখী অর্থনৈতিক আইন-কানুনগুলি পূর্ববর্তী স্তরের ন্যায়। কিন্তু ২৪-তম পার্টি কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় কমিটির রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে যে সোভিয়েত জনগণ অর্থনীতি, সামাজিক সম্পর্ক, সংস্কৃতি ও রাজনৈতিক সচেতনতার অপরিমেয় উচ্চতর স্তরে উত্তীর্ণ হয়েছে।

প্রথমত, সোভিয়েত অর্থনীতি এখন বেশ উচ্চতর মানের। এটি এমন এক অবিভাজ্য অর্থনৈতিক সংগঠনে পরিণত হয়েছে যেখানে প্রত্যেকটি প্রজাতন্ত্র সমগ্রভাবে ইউনিয়নের স্বার্থে এবং সেইসংগে প্রতিটি প্রজাতন্ত্রের স্বার্থেও এক ও অভিন্ন পরিকল্পনা অনুসরণ করে। অর্থনৈতিক সংযোগ প্রসার জাতিসমূহকে আরো সমকেন্দ্রিক করার মূল উপাদান হয়েছে।

দ্বিতীয়ত, শ্রেণী ও জাতীয় বৈরিতাগুলি অপসারিত হয়েছে। সামগ্রিকভাবে সোভিয়েত সমাজের এবং প্রত্যেক জাতি ও জাতিসত্তার একই সামাজিক কাঠামো রয়েছে। শ্রমিকশ্রেণী, যৌথ খামারের কৃষক এবং শ্রমশীল বুদ্ধিজীবী সমন্বয়ে ঐ কাঠামো গঠিত।

তৃতীয়ত, গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতা, সমাজতান্ত্রিক যুক্তরাষ্ট্রত্ব ও সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের ভিত্তিতে কেন্দ্রীয় রাষ্ট্র এবং প্রজাতন্ত্রগুলির জাতীয় রাষ্ট্রব্যবস্থার মধ্যে এক অচ্ছেদ্য ঐক্যবন্ধন আছে। বিভিন্ন প্রজাতন্ত্রে বিভিন্ন রাজনৈতিক-আইনগত সমাধান জাতিসমূহের ঐক্য বিঘ্নিত করার বদলে তার সহায়ক হয়।

চতুর্থত, বিজ্ঞান, প্রযুক্তিবিদ্যা ও সংস্কৃতির প্রসারে সমস্ত জাতির শ্রমজীবী জনতার অংশগ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় শর্তাদি সন্নিবেশিত রয়েছে। সমাজতান্ত্রিক জাতি ও জাতিসত্তাগুলির সংস্কৃতির মানোন্নয়নের ক্ষেত্রে পারস্পরিক সমৃদ্ধি ও সমকেন্দ্রিকতা একটি বিশেষ উপাদান।

পঞ্চমত, উন্নততর সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সংগে সংগে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের আদর্শ, সমাজতান্ত্রিক আন্তর্জাতিকতা এবং জাতিসমূহের মৈত্রী গভীরে শিকড় গেড়েছে। বৈষয়িক ও সাংস্কৃতিক মূল্যবোধগুলির নিবিড় আদান-প্রদান ঘটছে আর সেই সংগে কর্মীদেরও। ব্যাপক ও বিভিন্ন ধরনের পারস্পরিক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছে এবং জনগণের জীবনধারার আন্তর্জাতিকীকরণ হয়েছে।

প্রত্যেক প্রজাতন্ত্র জনসংখ্যার দিক থেকে বহুজাতিক এবং জাতীয় বৈশিষ্ট্যগুলি গঠনকাণ্ডের দিক থেকে নিখিল-সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক বৈশিষ্ট্য ও ঐতিহ্যগুলির সংগে যুক্ত হয়েছে।

উন্নততর সমাজতান্ত্রিক সমাজ গঠন ও পূর্ণতা অর্জন প্রধান প্রধান গুণগত ও সংখ্যাগত পরিবর্তনসমূহের দ্বারা চিহ্নিত হয়েছে। অবশ্য একটি বহুজাতিক দেশে এ পরিবর্তনগুলির নিজস্ব কতকগুলি সুনির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য আছে।

উৎপাদিকা শক্তিগুলির চমকপ্রদ বৃদ্ধি উৎপাদন সম্পর্কগুলির আরো বিকাশ ত্বরান্বিত করেছে ঃ সামাজিকীকরণের মাত্রা যথেষ্ট বেশি এবং দুই ধরনের সমাজতান্ত্রিক সম্পত্তি—সরকারি ও সমবায়িক ক্রমে ক্রমে কাছাকাছি আসছে। এর সংগে যুক্ত হয়েছে জনসংখ্যার ক্রমপরিবর্তনশীল শ্রেণীগত কাঠামো। ১৯৭০ সালে শ্রমিক ও অন্যান্য কর্মচারীর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৭৯·৫ শতাংশ, ১৯৩৯ সালে এই সংখ্যা ছিল ৫০·২ শতাংশ। সেই সংগে জনসাধারণ গ্রাম থেকে শহরে, উন্নয়নশীল অঞ্চলগুলোতে এবং প্রধান প্রধান নির্মাণ প্রকল্পের দিকে যাচ্ছেন। প্রজাতন্ত্রগুলির অর্থনৈতিক স্তর ক্রমে ক্রমে একটা ভারসাম্যের অবস্থায় আসছে। এ সবের জন্য প্রয়োজনীয় হয়েছে বিপুল সংখ্যক কর্মী বিনিময়। ফলে প্রত্যেকটি প্রজাতন্ত্রের, বিশেষ করে কাঝাখস্তানের জনসংখ্যা বহুজাতিক হয়েছে।

শ্রমিকশ্রেণী প্রধান উৎপাদনী শক্তি এবং সমাজতান্ত্রিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা দখল করে আছে। বৈজ্ঞানিক প্রকৌশলগত অগ্রগতি এবং দুই-ধরনের সমাজতান্ত্রিক সম্পত্তির ক্রম মিলন শ্রমিকশ্রেণী, যৌথ খামারের কৃষককুল এবং বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের মধ্যে সংহতি জোরদার করছে। কমিউনিস্ট সমাজের দিকে যাত্রার পক্ষে এটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। প্রতিটি দিক থেকেই সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্র বিকশিত হচ্ছে। জীবনযাত্রার মান সাবলীল গতিতে বৃদ্ধি পাচ্ছে। ১৯৭৩ সালে জনসংখ্যার

প্রকৃত আয় ১৯৪০ সালের তুলনায় ৩৫০ শতাংশ বেশি। সোভিয়েত ইউনিয়নের বহুজাতিক জনসংখ্যার অনন্য-মনা ইচ্ছাশক্তি ও অভিন্ন প্রয়াসের ফলে আমরা দেশজোড়া এ সাফল্যগুলি অর্জন করেছি। সমগ্র দেশের মাপকাঠিতে অর্থনৈতিক পরিকল্পনা চলছে, অবশ্য স্থানীয় অবস্থাদির জন্য কিছু ছাড় দেওয়া হয়। আর এক সমগ্রের অংশ হবার দরুন প্রজাতন্ত্রগুলির স্বাভাবিক বিকাশের জন্য প্রয়োজন গোটা ইউনিয়নের অর্থনীতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সংযোগ ও পারস্পরিক কার্যকলাপ।

একটি প্রজাতন্ত্রের সৃষ্ট বৈষয়িক মূল্যবোধগুলি সমস্ত ভ্রাতৃপ্রতিম প্রজাতন্ত্রের, গোটা সোভিয়েত জনগণের সম্পদে পরিণত হয়। এ কারণেই প্রত্যেকের অর্থনীতির সফল প্রগতির জন্য সবকটি প্রজাতন্ত্রের একটা ভূমিকা আছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, ২০ বছরের বেশি সময় ধরে কাঝাখস্তানের অকর্ষিত ও দীর্ঘকাল-পতিত জমি উন্নয়নের অভিযানের মধ্য দিয়ে এটা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বিশিষ্ট কাঝাখ লেখক মুখতার আইজোভ বলেছেন, অহল্যা মাটির ঘুম ভাঙাবার জন্য দেশের সমস্ত প্রান্ত থেকে যে মানুষরা এসেছিল তারা সেই পুরানো আমলের অভাব, ভূমিক্ষুধা ও জার শাসনের অন্যান্য আরো বিরূপতায় তাড়িত হয়ে বসতি গাড়তে আসে নি। অথবা তারা বাইরের দেশের ঔপনিবেশিক অঞ্চলেও আসে নি। আধুনিক যন্ত্রসজ্জায় সজ্জিত হয়ে সমাজতান্ত্রিক নির্মাতা রূপে, তাদের দেশের সংকল্পবদ্ধ পুত্র ও কন্যারূপে তারা এসেছিল অনুন্নত অঞ্চলগুলিতে নবজীবন দান করার জন্য। অকর্ষিত জমির উন্নয়ন কৃষির ইতিহাসে এক বিশাল-অনবদ্য কর্মকাণ্ড : প্রায় ৪২ মিলিয়ন হেক্টার অব্যবহৃত জমি (কাঝাখস্তানেই ছিল ২৫ মিলিয়নের বেশি) অত্যন্ত স্বল্প সময়ে চষে ফেলা হল। কাঝাখস্তানের জনগণ এ কথা স্বীকার করে যে ঐ প্রজাতন্ত্রের দ্রুত অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক প্রগতির সময় তার পার্টি সংগঠনের নেতৃত্বে ছিলেন এল আই ব্রেঝনেভ।

অকর্ষিত জমির উন্নয়নের গুরুত্ব নিছক অর্থনৈতিক নয়। এ দেখাল, শ্রমিকশ্রেণী ও যৌথ খামারের চাষীদের মৈত্রীর ক্ষমতা এবং ইউ এস এস আর-এর ভ্রাতৃপ্রতিম জাতিগুলির পারস্পরিক সহযোগিতার সার্থকতা। শ্রম ও আন্তর্জাতিকতাবাদের এ ছিল এক আসল শিক্ষা। ১৯৭৩ সালের ১৫ আগস্ট আলমা-আটায় এক ভাষণে এল আই ব্রেঝনেভ খুব জোর দিয়েই বলেন, "অকর্ষিত ভূমি উন্নয়ন সোভিয়েত জনগণের সম্পাদিত এক অসাধারণ কাজ।" যে সময় দেশ উন্নততর সমাজতন্ত্র নির্মাণ করছিল সে সময়ে অকর্ষিত জমি প্রকল্প একই লক্ষ্যে চালিত সমাজতান্ত্রিক জাতিগুলির ঐক্যের এক অনন্যসাধারণ নজির।

৪

কমিউনিজমের বৈষয়িক ও কৃৎকৌশলগত ভিত্তি রচনার আরব্ধ দায়িত্বের অর্থ জাতীয় সম্পর্কগুলির আরো পর্যায়ক্রমিক বিকাশ। অতীত ও বর্তমানের অভিজ্ঞতা দেখিয়ে দিচ্ছে যে, জাতিসমূহের সম্পর্কের ওপর তাদের অর্থনৈতিক বন্ধনের একটা সুদৃঢ় চাপ রয়েছে।

একদা মধ্য এশীয় প্রজাতন্ত্রগুলি ও কাঝাখস্তানের মতো এখন বহু দেশ প্রায় একই সামাজিক ও অর্থনৈতিক দায়িত্বের সম্মুখীন : ঔপনিবেশিক উৎপীড়ন থেকে সদ্য-মুক্ত পশ্চাৎপদ সমাজগুলির দ্রুত অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়নের দায়িত্ব। সোভিয়েত প্রাচ্যের প্রজাতন্ত্রগুলির মতো তাদের অনেকেই বিপুল প্রাকৃতিক সম্পদের অধিকারী। কিন্তু সহজতর করার বদলে তা কেবল বিষয়গুলোকে জটিল করছিল কারণ সাম্রাজ্যবাদী একচেটিয়াপতিরা ওই সম্পদের ওপর নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখার জন্য ক্ষেপে গিয়েছিল। এই হালে তারা তাদের প্রাকৃতিক সম্পদকে বৈদেশিক কবল থেকে মুক্ত করতে পেরেছে। কিন্তু তারা আজও পশ্চাৎপদতা অতিক্রম করা ও তাদের জনগণের স্বার্থে অর্থনৈতিক দিক থেকে (নিছক আইনগত অর্থে নয়) তাদের প্রাকৃতিক সম্পদগুলোকে আত্মস্থ করার সমস্যায় আচ্ছন্ন। উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলোতে বিশেষজ্ঞ টেনে নেবার ফলে, যন্ত্রপাতি ও ভোগ্য আমদানির কৃত্রিমভাবে স্ফীতকায় দাম ও আরো নানান উপায়ে সাম্রাজ্যবাদী চাপের ফলে এ কাজ আরো বিঘ্নিত হচ্ছে। অন্যান্য সমস্যাও আছে। আধুনিক প্রকৌশলের জন্য চাই বৃহদাকার উৎপাদন ও আন্তর্জাতিক একীকরণ—এ ঘটনা থেকে প্রধানত ঐ সমস্যাগুলোর সৃষ্টি।

সোভিয়েত মধ্য এশিয়া ও কাঝাখস্তান অন্যান্য সোভিয়েত প্রজাতন্ত্র অর্থাৎ সমাজতান্ত্রিক জাতিপুঞ্জের শ্রমিকশ্রেণীর সঙ্গে মৈত্রীর মধ্য দিয়ে এ সব সমস্যার সমাধান করেছে। কাঝাখস্তানের বর্তমান সাফল্যগুলি এর সুবিধাদি প্রতিপন্ন করে। একদা পতিত জমি অর্থনৈতিক দিক থেকে সমৃদ্ধ অঞ্চলে পরিণত হয়েছে। এ জমির অপরিমেয় সম্পদ—এর খনিজ সম্পদ জনগণের কল্যাণে লাগছে। কাঝাখস্তানের নানা ধরনের বহুমুখী শিল্প ১৯১৩ সালের তুলনায় ১৯৬ গুণ বেশি, প্রাক-যুদ্ধকালীন ১৯৪০ সালের তুলনায় ২৫ গুণ বেশি উৎপাদন করে থাকে। আজ কাঝাখস্তানের প্রায় ত্রিশ দিনের শিল্পোৎপাদন ১৯৫০-এর গোটা ১২ মাসের উৎপাদনের সমান। অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালেই (১৯৬৬-৭০) এ প্রজাতন্ত্রে ১৫টি নতুন শহর জন্ম নেয়। আর নিয়ম মাফিক এ শহরগুলির সঙ্গে জড়িয়ে ছিল নতুন নতুন বিশাল কল-কারখানা, নতুন খনি, নতুন খাল বা সংযোগী ব্যবস্থাসমূহ।

সমগ্র ইউনিয়নের শ্রম বিভাজনে কাঝাখস্তান একটা বিশিষ্ট স্থান দখল করে এবং অবশ্যই তাকে দেশের অন্যান্য অংশের কাঁচা মালের যোগানদারে পরিণত করা হয় নি। নির্মাণ শিল্পগুলিতে প্রচুর অতিদক্ষ শ্রমিকের প্রয়োজন, তা-ও দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। বর্তমান পঞ্চবার্ষিকীতে আমাদের ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পের গড় বার্ষিক প্রগতি হার বেড়ে ১৬ শতাংশ হয়েছে। ১৯৭৪-এ বিদ্যুৎ উৎপাদন ১৯৭০-এর তুলনায় ৪০ শতাংশ বেশি। রাসায়নিক শিল্প দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং খনিজ সারের উৎপাদন চার বছরে ১৭০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে।

কাঝাখ শিল্পের প্রগতির সঙ্গে সঙ্গে এসেছে সুদূরপ্রসারী কাঠামোগত পরিবর্তনসমূহ এবং প্রকৌশলগত উন্নতি।

বৃহদাকার সম্পত্তির নবীকরণে আমাদের প্রজাতন্ত্র দেশে অন্যতম নেতৃত্বের ভূমিকা নিয়েছে। আমাদের দুই-

তৃতীয়াংশের বেশি শিল্প-ক্ষমতা ১৯৬৫ সালের পর অর্জিত হয়। কৃৎকৌশলগত দিক থেকে সর্বাপেক্ষা অগ্রণী শিল্প-গুলিতে প্রকল্প নবীকরণকে সবচেয়ে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। ২৪তম সি পি এস ইউ কংগ্রেসের সিদ্ধান্তসমূহের সঙ্গে সংগতি রেখে কাঝাখস্তান দ্রুত বিদ্যুৎ শিল্প, লৌহ ও লৌহেতর ধাতু, জ্বালানি, রাসায়নিক, ইঞ্জিনিয়ারিং এবং লঘু ও খাদ্য শিল্প নির্মাণ করছে। কাঝাখস্তানে তৈরি দ্রব্যসামগ্রীর ৭০টি দেশে, সর্বাগ্রে সি এম ই এ সদস্য-দেশগুলিতে রপ্তানি হচ্ছে।

প্রজাতন্ত্রের কৃষি কারিগরী অগ্রগতি সুস্পষ্টভাবে লক্ষিত হচ্ছে। বিশেষত ১৯৬৫-র মার্চে সি পি এস ইউ-এর কেন্দ্রীয় কমিটির বৈঠকের পর থেকে আরো বড় রকমের অগ্রগতি হয়েছে। ঐ বৈঠক দেশের কৃষিতে গুণগত নতুন স্তর উন্মোচিত করছে। মার্চের বৈঠক এবং ২৩তম ও ২৪তম সি পি এস ইউ কংগ্রেসের সিদ্ধান্তসমূহের সঙ্গে পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি ও রাজনৈতিক ব্যুরো ও স্বয়ং এল আই ব্রেঝনেভের অমূল্য সমর্থন যুক্ত হয়ে কাঝাখস্তান দেশের পূর্বাংশের প্রধান শস্যের উৎসমুখে, উন্নত পশুপালনের দেশে পরিণত হয়েছে এবং আমাদের অর্থনীতি, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতির সর্বাত্মক বিকাশ ত্বরিত হয়েছে। গড় বার্ষিক খাদ্যশস্য উৎপাদন ১৯৬১-৬৫-র ১৪.৫ মিলিয়ন টন থেকে বেড়ে ১৯৭১-৭৩-এ ২৫.৯ মিলিয়ন দাঁড়ায়—নবম পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনাকালের যে লক্ষ্যমাত্রা ২৪তম পার্টি কংগ্রেসের কার্যক্রমে নির্দিষ্ট হয়েছিল তাকেও ছাড়িয়ে গেছে।

২৪তম কংগ্রেস নির্দেশিত লক্ষ্যমাত্রাগুলির সন্দেহাতীত সফল পরিণতির জন্য আমরা কেবলমাত্র প্রজাতন্ত্রের উন্নত বৈষয়িক ও কারিগরী ভিত্তি এক বিপুল সংখ্যক দক্ষ বিশেষজ্ঞ (৯ লক্ষ ৭৩ হাজার) এবং বিজ্ঞানী ও গবেষক (৩০ সহস্রাধিক)-দের এক বিরাট বাহিনীর কাছে ঋণী। কাঝাখ বিজ্ঞান অ্যাকাডেমি ও শত শত কাঝাখ গবেষণা কেন্দ্রের গবেষণা কার্য ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র জীবাণু থেকে মহাকাশ পর্যন্ত প্রসারিত।

কাঝাখস্তানের উৎপাদন বৃদ্ধি এবং বৈজ্ঞানিক-কারিগরী অগ্রগতির ক্ষেত্রে যে কথা সত্য মধ্য এশিয়ার প্রজাতন্ত্রগুলি—উজবেকিস্তান, কিরঘিজিয়া, তুর্কমেনিয়া ও তাজিকিস্তানের ক্ষেত্রেও তা সমভাবে সত্য। উজবেকিস্তানের কথাই ধরুন : এটি শতাধিক শাখা বিশিষ্ট একটি দৃঢ় শিল্প ও ১২শ' প্রধান প্রধান প্রধান আধুনিক প্রতিষ্ঠান সমন্বিত একটি প্রজাতন্ত্রের রূপ নিয়েছে। তার বৃহৎ, উন্নত যান্ত্রিক সজ্জায় সজ্জিত যৌথ ও রাষ্ট্রিক খামারগুলো সাবলীল উন্নতি লাভ করেছে।

সোভিয়েত জাতিগুলির সংযোগ ও পারস্পরিক প্রভাব আরো বৃদ্ধি করতে, তাদের সাধারণ কমিউনিস্ট বৈশিষ্ট্য-গুলি সুদৃঢ় করতে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির ভূমিকা আরো বর্ধিত হতে বাধ্য। বর্তমান দিনের অর্থনৈতিক বিকাশের এটাই হচ্ছে স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া যা সমগ্র অর্থনীতির নিরিখে উৎপাদনের অধিকতর সামাজিকীকরণে গতিবেগ সঞ্চারিত করে।

আমাদের জনগণের ভ্রাতৃত্বমূলক সংস্কৃতিগুলির বিভিন্ন প্রকার সমন্বয়ের মধ্য দিয়ে তা আরো প্রসারিত হচ্ছে। এর ফলে সংস্কৃতিগুলি সমৃদ্ধতর এবং ক্রমবর্ধমানভাবে ভিন্নমুখী হচ্ছে। কাজাখস্তানের জনগণ অন্যান্য সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রের সাহিত্যিকদের রচনা তাদের নিজ ভাষায় পাঠ করে এবং কাঝাখ লেখক ও কবিদের রচনা অন্যান্য সোভিয়েত জাতির ভাষায় অনূদিত হয়।

শ্রেণী ও জাতীয় উৎপীড়ন থেকে মুক্তির জন্য, একটি অভিন্ন সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি ও সংস্কৃতির জন্য সংগ্রামে একটি সাধারণ ভাষার বাস্তব প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল। আর আমাদের দেশের জাতি ও জাতিসত্তাগুলি রুশ ভাষা স্বেচ্ছায় বেছে নিল। সোভিয়েত জাতিসমূহকে সংযুক্ত ও ঐক্যবদ্ধ করার এটা একটা উপায়, দেশের ও বিশ্ব সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠ সাফল্যগুলির এটি একটি সেতু।

সমাজতন্ত্র ও কমিউনিজমের জন্য আমাদের যুক্ত সংগ্রামের প্রধান ফলাফলগুলির একটি হচ্ছে নতুন ঐতিহাসিক জনগোষ্ঠীর—সোভিয়েত জনগণের অভ্যুদয়।

উৎপাদনের উপকরণের ওপর জনগণের মালিকানা, অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের ঐক্য, অভিন্ন মার্কসবাদী-লেনিনবাদী মতাদর্শ, শ্রমিকশ্রেণীর স্বার্থসমূহ ও কমিউনিস্ট আদর্শসমূহের ভিত্তিতে এই নতুন পরিবার সৃষ্টি হয়।

সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রগুলির ইউনিয়নের সমস্ত ও প্রত্যেকটি জাতির অভিন্নতার মূর্ত রূপ হচ্ছে সোভিয়েত জনগণ। এটা হল আন্তর্জাতিক ও জাতীয়—অঙ্গাঙ্গি আন্তঃসম্পর্কের অভিব্যক্তি।

আর সোভিয়েত সমাজের অর্থনৈতিক ও সামাজিক ঐক্যের ভিত্তিতে আন্তর্জাতিকতাবাদের প্রক্রিয়া সোভিয়েত জনজীবনে ক্রমাগতভাবে স্থান করে নিচ্ছে, জাতীয় সীমানা-গুলো ছাড়িয়ে নিখিল-সোভিয়েতের বৈশিষ্ট্যগুলো সবল হয়ে আত্মপ্রকাশ করছে।

জাতীয়তাবাদ ও উগ্র-স্বাদেশিকতা এবং অন্যান্য জাতির প্রতি বর্ণবিদ্বেষ সোভিয়েত জনগণের কাছে অভাবনীয়। জাতীয় ঔদ্ধত্য, জাতিগত ভিন্নতা ও বিচ্ছিন্নতা প্রভৃতির ন্যায় কদর্য অভ্যাসগুলো থেকে তারা মুক্ত।

কমিউনিজম, সমাজতান্ত্রিক স্বদেশপ্রেম ও আন্তর্জাতি-কতার প্রতি তার আনুগত্য, শ্রমের প্রতি তার একাগ্রতা, সক্রিয় সামাজিক ও রাজনৈতিক সংযুক্তি, শোষণ ও অত্যাচার এবং জাতিগত ও বর্ণগত কু-আচারগুলির প্রতি অসহিষ্ণুতা এবং সমস্ত দেশের শ্রমজীবী মানুষের কাছে শ্রেণী সংহতি সোভিয়েত নাগরিককে বিশিষ্টতা দান করেছে।

আমাদের ইতিহাসের বহু শিক্ষা কেবলমাত্র তত্ত্বগত দিক থেকেই নয়, বাস্তব দিক থেকেও সিদ্ধ। কিন্তু অন্যান্য সকলের অন্তরে একটি প্রধান শিক্ষা রয়েছে। আর তা হচ্ছে যে সমাজতন্ত্র গড়ার লক্ষ্যে চালিত সমাজেই জাতীয় প্রশ্নের মীমাংসা হতে পারে এবং তা হয়ে থাকে শ্রমিকশ্রেণীর পার্টির নেতৃত্বে। এই মূল মার্কসবাদী-লেনিনবাদী অনুসিদ্ধান্ত এখন কোটি কোটি মানুষের অভ্যাসের মধ্যে দিয়ে দৃঢ়ভাবে প্রমাণিত হয়েছে।

জাতীয় প্রশ্ন মীমাংসার লেনিনবাদী নীতিগুলি বিশ্ব-জনীন তাৎপর্যের বিষয়। আর সামাজিক পুনরুজ্জীবন ও প্রগতির জন্য সংগ্রামরত প্রগতিশীল শক্তিগুলি সেগুলি গ্রহণ করেছে। ১৯৬৯ সালে আলমা-আটায় লেনিন জন্ম-শতবার্ষিকী উপলক্ষে যে আন্তর্জাতিক আলোচনাচক্র

অনুষ্ঠিত হয় সেখানে বহু এশীয় ও আফ্রিকেয় প্রতিনিধি নীতিগুলির অমূল্য সামাজিক ও রাজনৈতিক মর্মবস্তু, সাময়িকতা ও ক্রমবর্ধমান প্রাসঙ্গিকতার ওপর জোর দেন।

সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ২৫তম কংগ্রেস ১৯৭৬-এর ফেব্রুয়ারিতে অনুষ্ঠিত হবে। তা কমিউনিজমের বৈষয়িক ও কারিগরী ভিত্তি আরো গড়ে তোলার জন্য কর্তব্যগুলি স্থির করবে এবং আমাদের দেশের সামাজিক প্রগতির সমস্ত দিকের রূপরেখা রচনা করবে। কংগ্রেসে সমাজতান্ত্রিক জাতিগুলোর আরো বিকাশ ও তাদের আরো ঘনিষ্ঠ মিলনের অবিচল গতিধারা প্রতিফলিত হবে।

সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টি প্রলেতারীয়, সমাজতান্ত্রিক আন্তর্জাতিকতাবাদের দৃষ্টিকোণ থেকে জাতীয় সম্পর্কের দিকে অগ্রসর হয়। মধ্য এশিয়া ও কাঝাখস্তানের সমৃদ্ধ অভিজ্ঞতা থেকে এটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কাঝাখস্তান দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে যুগপ্রাচীন পশ্চাৎপদতা থেকে বিশ্বের সর্বাপেক্ষা ও ন্যায়ভিত্তিক সমাজে উপনীত হয়েছে। ইতিহাস দৃঢ়তা সহকারে প্রমাণ করেছে যে কমিউনিজমের দিকে অগ্রসর হবার জন্য পার্টি যে লক্ষ্যগুলি স্থির করেছে সেগুলি পরিপূর্ণভাবে বাস্তব ও কার্যকর।

ইয়োরোপের স্থিতিশীলতা এবং প্রগতির অমোঘ উপাদান

যোসেফ কোরসাক
সি সি সি পি সি-র সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য, চেকোশ্লোভাক সরকারের ডেপুটি চেয়ারম্যান এবং চেক সমাজতান্ত্রিক প্রজাতান্ত্রিক সরকারের চেয়ারম্যান

যুদ্ধোত্তর এই ত্রিশ বছরে ইয়োরোপীয় মহাদেশের পরিস্থিতিতে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন হয়েছে। একটা পর্যায়ে চরম উত্তেজনা চলছিল, পরে দুই বিপরীত সামাজিক ব্যবস্থা-সম্পন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে স্বাভাবিক অবস্থার দিকে তা মোড় নেয়। এখন আমরা নিশ্চিন্তে এ কথা বলতে পারি, ইয়োরোপের রাজনৈতিক পরিবেশের লক্ষণীয় উন্নতি ঘটছে, এবং তার থেকেও বেশি, এই সাফল্যগুলিকে সংহত করা এবং সেগুলি যাতে উলটে দেওয়া না যায় তার প্রকৃত সুযোগও আছে।

এটা কিছু কাকতালীয় নয় যে এই ত্রিশ বছরই সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগোষ্ঠীর উদ্ভব, বিকাশ ও তার সংহতি প্রত্যক্ষ করছে। বিশ্বের বাকী অংশের মতো ইয়োরোপেও শান্তি ও সমাজতন্ত্র অবিভাজ্য। ইয়োরোপের শান্তি, যৌথ নিরাপত্তা ও সহযোগিতার দিকে এই মহাদেশের অগ্রগতি, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সামাজিক ক্ষেত্রে সমাজতন্ত্রের অবিচল গতিতে ক্রমবর্ধমান প্রভাবের প্রত্যক্ষ ফল।

সমাজতান্ত্রিক শিবিরের দেশগুলির বৈদেশিক নীতি বর্তমান বিশ্বের গতিশীলতাকে এবং শান্তি ও বৈপ্লবিক রূপান্তরণের জন্য সংগ্রামের মধ্যে জটিল দ্বান্দ্বিক যোগসূত্রকে পুরোপুরি হিসেবের মধ্যে গণ্য করে। ইয়োরোপে এর দৈবত লক্ষ্য হল আন্তর্জাতিক স্থিতিশীলতা ও সামাজিক প্রগতিকে নিশ্চিত করা। সে কারণে এর কয়েকটি প্রধান দিক বিচার করা যেতে পারে।

ইয়োরোপেই সমাজতান্ত্রিক বিশ্বব্যবস্থার পত্তন হয়। এটা ঐ মহাদেশের সমগ্র আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির ওপর শক্তিশালী প্রভাব বিস্তার করে। এখানেই ঐতিহাসিকভাবে নতুন ধরনের বৈদেশিক নীতির মার্কসবাদী-লেনিনবাদী দলগুলির নেতৃত্বে পরিচালিত রাষ্ট্র-গোষ্ঠীর সমন্বয়মূলক নীতির কার্যক্ষেত্র হয়ে দাঁড়ায়।

সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির মধ্যে সহযোগিতার এই ব্যবস্থা অনেক বছর আগেই রূপ নিয়েছিল এবং এখন সেটা নিরবচ্ছিন্নভাবে উন্নত হচ্ছে। এর কালোত্তীর্ণ নিজস্ব রূপ আছে, নিজস্ব কাঠামো আছে যা ওয়ারশ চুক্তি সংগঠনের এবং উল্লেখযোগ্যভাবে ঐ সংগঠনের রাজনৈতিক পরামর্শদাতা কমিটির ওপর নির্ভর করে। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগোষ্ঠীর পারস্পরিক অর্থনৈতিক সহযোগিতা পর্ষদ আছে যার নিয়মিত উচ্চ পর্যায়ের বৈঠক হয় এবং ভ্রাতৃপ্রতিম পার্টি ও রাষ্ট্রগুলির মধ্যে ধারাবাহিকভাবে উচ্চ-পর্যায়ের দ্বি-পক্ষীয় এবং বহু-পক্ষীয় আলোচনা হয়।

সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগোষ্ঠীর আন্তর্জাতিক গুরুত্ব শুধু তাদের জাতীয় এবং প্রতিরক্ষামূলক শক্তির যোগফল নয়। অনুরূপভাবে, তাদের স্বীকৃত আন্তর্জাতিক নীতিও শুধু তাদের পৃথক পৃথক বৈদেশিক নীতি প্রয়োগের যোগফলও নয়। এই রাষ্ট্রগুলি স্বতন্ত্রভাবে চলার চাইতে তাদের সম্পদগুলি একত্রিত করা এবং তাদের নীতির মধ্যে সমন্বয় সাধন করাতে অপরিমেয় ফল হয়। চেকোশ্লোভাকিয়ার অভিজ্ঞতা প্রমাণ করে যে সমাজতান্ত্রিক পরিবারের ঐক্য যত ঘনিষ্ঠ হবে এবং মার্কসবাদী-লেনিনবাদী পার্টিগুলির মধ্যে সহযোগিতা যত ব্যাপক হবে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিকে প্রভাবান্বিত করার পক্ষে আমাদের সুযোগ ততই বাড়বে।

ঐক্যই ইয়োরোপে স্থায়ী শান্তির জন্য আমাদের শিবিরের উদ্যোগকে এত বেশি ফলপ্রসূ করে তুলেছে।

বিগত দশ বছরের যৌথ কাজগুলিকে আর একবার স্মরণ করা যাক। ১৯৬৬-তে ওয়ারশ চুক্তিভুক্ত দেশগুলির রাজনৈতিক পরামর্শদাতা কমিটি ইয়োরোপের শান্তি এবং নিরাপত্তাকে শক্তিশালী করার ঘোষণাপত্রে একটি নিখিল-ইয়োরোপীয় সম্মেলনের ধারণা উপস্থাপিত করে। ১৯৬৯-এ ঐ ঘোষণাপত্রের স্বাক্ষরকারীরা প্রস্তাব করে যে নিখিল-ইয়োরোপীয় সম্মেলনের প্রস্তুতির জন্য বাস্তব কাজগুলি আর বিলম্ব না করেই শুরু করা উচিত। ১৯৬৯ এবং

১৯৭০-এ ওয়ারশ চুক্তিভুক্ত দেশগুলির পররাষ্ট্রমন্ত্রীরা আলোচ্য বিষয়, তারিখ এবং স্থান সম্পর্কে প্রস্তাব রচনা করেন। ১৯৭২-এ রাজনৈতিক পরামর্শদাতা কমিটি তার শান্তি, নিরাপত্তা এবং সহযোগিতার ঘোষণাপত্রে ইয়োরোপীয় রাষ্ট্রগুলির মধ্যে সম্পর্কের প্রশ্নে বুনিয়াদী নীতিগুলি স্থির করে এবং ১৯৭৪-এ আরও উত্তেজনা প্রশমনে অধিকতর প্রয়াস চালিয়ে যাওয়ার জন্য একটি কর্মসূচীর রূপরেখা রচনা করে।

পরবর্তীকালে সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ২৪তম কংগ্রেসের শান্তির কর্মসূচী সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির পররাষ্ট্র নীতির কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়। আর সেই কর্মসূচী কার্যকরী করতে গিয়ে যা অর্জিত হয়েছে তা সত্য সত্যই ইয়োরোপের রাজনৈতিক চেহারার পরিবর্তন ঘটিয়ে দিয়েছে।

মধ্য ইয়োরোপে সম্পাদিত চুক্তিগুলির ব্যবস্থাটি হল শান্তির কর্মসূচীর ভিত্তিতে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির সমন্বয়ী নীতির একটা বড় ধরনের সাফল্য। চেকোশ্লোভাকিয়া এবং ফেডারেল রিপাবলিক অফ জার্মানির মধ্যে চুক্তি সম্পাদনের প্রাক্কালে ঐকান্তিক এবং পারস্পরিক সমন্বয়ের এই নীতির তাৎপর্য স্পষ্ট প্রত্যক্ষ করা গিয়েছিল। দুই দেশের মধ্যে এই নীতি যে "ঠাণ্ডা যুদ্ধের" অবসান এবং মিউনিখের নীতির পরবর্তী ফলাফলগুলির বিলুপ্তিকে আনুষ্ঠানিকভাবে সম্পন্ন করল, তা চেকোশ্লোভাকিয়ার পররাষ্ট্র নীতির বিপুল সাফল্য সূচিত করে। কিন্তু যদি ভ্রাতৃপ্রতিম দেশগুলির মধ্যে স্বীকৃত রাজনৈতিক কার্যক্রমের মধ্যে এর ভিত্তিভূমি প্রতিষ্ঠিত না হত, তবে এটি কোনোদিনই সম্পাদিত হত না।

ইয়োরোপের ইতিহাসে এই প্রথম যৌথ নিরাপত্তা এবং সমান সহযোগিতার একটা নির্ভরযোগ্য ব্যবস্থাকে রূপদানের জন্য বাস্তব পদক্ষেপ করা হয়েছে। ইয়োরোপীয় নিরাপত্তা এবং সহযোগিতা সম্মলনে এ পর্যন্ত যে ফললাভ হয়েছে তা শীর্ষ পর্যায়ে এর সফল সমাপ্তি সম্পর্কে আশার উদ্রেক করেছে। সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি একটি স্থায়ী ইয়োরোপীয় আলোচনা-কাঠামোর এবং মাঝে মাঝে নিখিল-ইয়োরোপীয় সম্মেলনের জন্য প্রচার চালাচ্ছে।

এরা মধ্য ইয়োরোপে সশস্ত্র বাহিনীর এবং অস্ত্রশস্ত্র কমিয়ে দেওয়ার আলোচনায় একটা গঠনমূলক লক্ষ্যে পেঁছানোর জন্য তাদের প্রচেষ্টাগুলির মধ্যে সমন্বয়সাধনের চেষ্টা করছে। এটা রাজনৈতিক এবং সামরিক উত্তেজনা প্রশমনে সাহায্য করবে।

সোভিয়েত ইউনিয়ন হল সমাজতন্ত্রের নির্ধারক শক্তি। এর অনেক বাস্তব কারণ আছে—যেমন সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে পরিচালিত পৃথিবীর প্রথম সমাজতান্ত্রিক দেশের রাজনৈতিক মর্যাদা, সমাজতন্ত্রবাদ এবং সাম্যবাদ নির্মাণে এর অভিজ্ঞতা, এর অজেয় প্রতিরক্ষা শক্তি, এবং মুক্তি ও শান্তির জন্য সংগ্রামী জনগণের জন্য এর অব্যাহত সাহায্য। আমরা চেকোশ্লোভাকিয়ানরা এ কথা বুঝেছি যে প্রত্যেকটি সমাজতান্ত্রিক দেশের পররাষ্ট্র নীতির সাফল্যের জন্য ইউ এস এস আর-এর সঙ্গে মৈত্রী এবং সহযোগিতা অবশ্য প্রয়োজনীয়।

আন্তর্জাতিক সম্পর্কের বিশ্ব-ব্যবস্থাকে নতুন ধাঁচে সাজানোর জন্য এবং বিশেষ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গেও শান্তি আলোচনা করার জন্য সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রয়াস ইয়োরোপের শান্তির পক্ষে সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। মাওবাদীদের সুরে সুর মিলিয়ে কিছু পশ্চিম ইয়োরোপীয় রাজনীতিবিদ এবং মতাদর্শবাদী সোভিয়েত-মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্কের স্বাভাবিকীকরণকে ইয়োরোপীয় জনগণের পেছনে "বৃহৎ শক্তির চক্রান্ত" হিসেবে চিত্রিত করার চেষ্টা করছে। ইউ এস এস আর-এর বিরুদ্ধে জঘন্য কুৎসা মেশানো এই আবিষ্কারগুলি সেই সব ব্যক্তির—যারা ইয়োরোপের শান্তির জন্য আগ্রহান্বিত নয়। কারণ এটা স্পষ্ট যে ঐ মহাদেশের স্থিতিশীলতা একটা অবাস্তব পরিকল্পনায় পরিণত হবে—যদি না শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের নীতি বিশ্বের রাজনৈতিক ঘটনাবলীতে একটা স্বাভাবিক অভ্যাসে পরিণত হয়, যার প্রথম এবং সর্বাগ্রগণ্য হল সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মত বৃহৎ রাষ্ট্র দুটির মধ্যে সম্পর্ক। আমাদের শিবিরভুক্ত দেশগুলি ইয়োরোপের পরিস্থিতির উন্নতির প্রয়াসকে স্থানীয়, নিছক "ইয়োরোপ-কেন্দ্রিক" বলে মনে করে না। আমরা এগুলিকে বিশ্ব স্তরে শান্তিকে শক্তিশালী করার উপায়-স্বরূপ দেখি। যৌথ নিরাপত্তার নীতি অবলম্বনকারী ইয়োরোপ অন্যান্য অঞ্চলের উদাহরণ হতে পারে।

সমাজতান্ত্রিক শিবিরের অর্থনৈতিক সাফল্যগুলি ইয়োরোপের পরিস্থিতিকে প্রভাবিত করার জন্য সব সময়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার এবং বৈষয়িক ভিত্তিরূপে কাজ করেছে। সি এম ই এ অন্তর্ভুক্ত দেশগুলি, বিশ্বের জনসংখ্যার অনুপাতে যার ভাগ শতকরা মাত্র ১০, তারা বিশ্বের সমগ্র জাতীয় আয়ের এক-চতুর্থাংশ এবং বিশ্বের শিল্পজাত উৎপাদনের এক-তৃতীয়াংশ উৎপাদন করে। শিল্পগত উৎপাদনের আয়তনে এরা পশ্চিম ইয়োরোপকে যথেষ্ট মাত্রায় (এবং অনুরূপভাবেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকেও) ছাড়িয়ে গেছে। এদের কোনো মুদ্রাস্ফীতি অথবা মুদ্রা সংক্রান্ত বিপর্যয় ঘটে না; অথচ ধনবাদী দুনিয়ায় এই অর্থনৈতিক ব্যাধি দীর্ঘদিন ধরে নিরাময় করা যাচ্ছে না। সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির উচ্চবৃদ্ধির হার স্থিতিশীল। সি এম ই এ দেশগুলি বিশ্বে একমাত্র অর্থনৈতিক অঞ্চল—যেখানে কোনো মন্দা এবং কোনো বেকারি নেই।

অবশ্য ইয়োরোপীয় অর্থনীতিতে সি এম ই এ দেশগুলির ক্রমবর্ধমান নির্দিষ্ট গুরুত্ব আপনা থেকেই আন্তর্জাতিক স্থিতিশীলতাকে নিশ্চিত করতে পারে না। কিন্তু তা সত্ত্বেও সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি যাতে ঐ মহাদেশের ওপর স্থায়ী প্রভাব বিস্তার করতে পারে সেরকম নির্দিষ্ট সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে। এই সুযোগগুলি গ্রহণ করা হবে কি হবে না তা নির্ভর করে পূর্ব-পশ্চিমের অর্থনৈতিক সহযোগিতার কাঠামোর ওপর।

এই সহযোগিতা যে প্রথম ফল দান করতে শুরু করেছে এই ঘটনা বর্তমানের আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ওপর সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির প্রভাবের ক্রমবর্ধমান গুরুত্বই প্রমাণ করে। সমাজতন্ত্রের অর্থনৈতিক সাফল্যগুলি বিশ্ব শক্তির ভারসাম্য পরিবর্তনকে সহজতর করেছিল। এগুলি সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির সঙ্গে ধনবাদী দেশগুলির ব্যবসায়িক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার আগ্রহের বস্তুগত ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করে।

আমাদের দেশগুলির বিরুদ্ধে বাণিজ্যিক এবং অর্থনৈতিক অবরোধ সৃষ্টি করার পুরানো সাম্রাজ্যবাদী নীতি ধ্বংস হয়েছে। যদিও বিভিন্ন সমাজ ব্যবস্থাসম্পন্ন দেশের মধ্যে সহযোগিতার পথে অসুবিধা করে বৈষম্য সৃষ্টি করার এখনও অনেক মাতব্বর আছে তবু সাধারণভাবে ইতিবাচক দিকে মোড় ফেরার একটা প্রয়াস রয়েছে। ধনবাদ দুর্বলতর হতে বাধ্য হবে ভি আই লেনিনের এই ভবিষ্যদ্বাণী ফলেছে। তিনি বলেছিলেন, "আমাদের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন সরকার অথবা শ্রেণীগুলির ইচ্ছা, প্রতিজ্ঞা এবং সিদ্ধান্তের চেয়েও অধিকতর জোরালো একটা শক্তি আছে"। "সেই শক্তি হল পৃথিবীর সাধারণ অর্থনৈতিক সম্পর্কগুলি—যা আমাদের সঙ্গে সংযোগস্থাপনে তাদের বাধ্য করে" (কালেক্‌টেড্‌ ওয়ার্কস, ভলিঃ ৩৩, পৃঃ ১৫৫)।

চেকোশ্লোভাকিয়া সমেত সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিরও ধনবাদী রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে সমপরিমাণ সহযোগিতার প্রয়োজন আছে। বুর্জোয়া সংবাদপত্রগুলি এই ঘটনা নিয়ে নানান রকমের গবেষণা করছে। এমন কি তারা এই অভিযোগও করছে যে ধনবাদী দুনিয়ার সঙ্গে ব্যাপক অর্থনৈতিক এবং কারিগরি সংযোগ না থাকলে সমাজতন্ত্রবাদ দেউলিয়ার কিনারে পেঁছুতে পারে। এ হল সম্পূর্ণ বাজে কথা। সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি যে কার্যত ধনবাদী অর্থনীতির সঙ্গে সম্পূর্ণ সম্পর্কহীনতা ছাড়াই দ্রুত এবং অবিচলবেগে এগিয়ে গেছে ঐ বক্তব্য তাকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করে। এখানে উদ্দেশ্যটি সম্পূর্ণ পৃথক ধরনের।

শুরুতে বিষয়টা এরকম দাঁড়ায় যে, সহযোগিতার মধ্যে এমন শক্তিগুলি আছে—যা আমাদের দেশের অর্থনৈতিক বিকাশের কল্যাণে লাগে। অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে একটি হল বিশ্ব বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা, এবং নতুন উৎপাদন-কৌশলের সাফল্য আয়ত্ত করার সময় সংক্ষেপিত করার সুযোগ। সক্রিয় আন্তর্জাতিক বিনিময়গুলি উৎকর্ষ বৃদ্ধিতে এবং পণ্য তালিকার সম্প্রসারণ ইত্যাদিতে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির অর্থনৈতিক প্রত্যঙ্গগুলি শক্তি সঞ্চার করে।

দ্বিতীয়ত, নিছক অর্থনৈতিক উপাদানগুলি বাদে বুর্জোয়া রাষ্ট্র এবং ফার্মগুলিতে ব্যাপক-ভিত্তিক এবং দীর্ঘ মেয়াদী ব্যবসায়িক চুক্তির জন্য গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক উদ্দেশ্য থাকে। এগুলি ভিন্নধর্মী সামাজিক ব্যবস্থাসম্পন্ন দেশের মধ্যে অর্থনৈতিক সহযোগিতার ক্ষেত্রে একটা নির্ভরযোগ্য ভিত্তির সঙ্গে রাজনৈতিক উত্তেজনা প্রশমনে সাহায্য করে যাকে কিছু ব্যক্তি শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের বৈষয়িক অবকাঠামো বলে আখ্যা দেন।

কিছু উগ্রবাম বচনবাগীশ বলে যে প্রাচ্য-প্রতীচ্যের সহযোগিতার প্রকৃত অর্থ হল "ধনবাদকে রক্ষার নীতি", তাকে সংকট-উত্তীর্ণ হতে সাহায্য করার নীতি। বস্তুতপক্ষে কিছু ধনবাদী শিল্প প্রতিষ্ঠানের কাছে বৃহত্তর সহযোগিতার অর্থ কাজের কিছু অর্ডার পাওয়া, যা না পেলে ঐ প্রতিষ্ঠানগুলি বন্ধ হয়ে যেত এবং যে সব কর্মী অন্যথায় বেকার হত তাদের জন্য কাজের ব্যবস্থা। আমরা সমাজতান্ত্রিক দেশের কমিউনিস্টরা সত্যই উল্লসিত হব যদি আমাদের পররাষ্ট্র নীতি ঐ ধরনের সাফল্য এনে দেয়। কিন্তু এটা স্পষ্ট যে, ধনবাদকে নিরাময় করার কোনো ইচ্ছাই সমাজতন্ত্রের নেই। ভিন্ন সামাজিক ব্যবস্থাসম্পন্ন দেশগুলির মধ্যে অর্থনৈতিক সহযোগিতা ধনবাদী ব্যবস্থার সংকটের পেছনের প্রধান কারণগুলির কোনো একটিকেও বিলুপ্ত করে না।

সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির সঙ্গে ব্যবসায়িক সম্পর্ক স্থাপন করা সত্ত্বেও বুর্জোয়ারা তাদের শ্রেণীস্বার্থ অবহেলা করে না। একটা পারস্পরিক লাভজনক অর্থনৈতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে যা স্বাভাবিক উপাদান অর্থাৎ নতুন বাজার লাভ করা এবং মুনাফা বৃদ্ধি করা। এ ছাড়াও ওদের আরও উদ্দেশ্য আছে। কিছু সাম্রাজ্যবাদী মহল প্রাচ্য-প্রতীচ্যের সহযোগিতাকে দুই ব্যবস্থার সমকেন্দ্রিকতার অথবা আরও সহজ করে বললে সমাজতন্ত্রবাদকে হীনমন্য করার, তাকে "ভেতর থেকে ক্ষয় করার" লিভাররূপে দেখেন। আমরা একথা জানি। অবশ্য এই পরিকল্পনাগুলি অতীত দিনের অবরোধের নীতির থেকে আদৌ বেশি বাস্তবসম্মত নয়। উৎপাদনের উপকরণের ওপর জনগণের মালিকানা, বৈদেশিক বাণিজ্যে এবং অর্থনৈতিক পরিকল্পনায় সমাজতান্ত্রিক একচেটিয়াত্ব আমাদের দেশের সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিতে যে-কোনো সম্ভাব্য অনুপ্রবেশের বিরুদ্ধে রক্ষাকবচ। এই দুই ব্যবস্থাসম্পন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে অর্থনৈতিক সম্পর্ক এবং সহযোগিতা যে সংগ্রামের আর এক ধরনের পদ্ধতি—এই কথাটাই স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে যে সাম্রাজ্যবাদ এখনও তার আশা পরিত্যাগ করে নি।

আমাদের মহাদেশের রাজনৈতিক আলোচনাগুলিতে সাংস্কৃতিক সহযোগিতা, মত এবং সংবাদ বিনিময়ের ওপর বেশি প্রাধান্য দেওয়া হয়। এটাই সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। সামরিক এবং রাজনৈতিক সংঘর্ষ প্রশমিত হওয়ার ফলে বিষয়গতভাবে বিপরীত সমাজ ব্যবস্থাসম্পন্ন রাষ্ট্রের সম্পর্কের মধ্যে বে-সামরিক ক্ষেত্রের ভূমিকা বৃদ্ধি পেয়েছে। এ ছাড়া, জনগণের মধ্যে সম্প্রসারিত সংযোগ, বিভিন্ন জাতীয় সংস্কৃতি, প্রথা, ঐতিহ্য এবং বৈজ্ঞানিক সাফল্যের মূল্য সম্পর্কে জ্ঞান ইয়োরোপীয় উত্তেজনা প্রশমনকে আরও গভীর করায় বিশেষভাবে সাহায্য করতে পারে।

আমরা সংগতভাবেই দাবি করতে পারি যে, যদি আন্তর্জাতিক চিন্তা এবং সংবাদ বিনিময় অধিকতর তাৎপর্য অর্জন করে থাকে তাহলে তা মুখ্যত আমাদেরই সাফল্য, যেহেতু সমাজতান্ত্রিক পরিবারের পররাষ্ট্র নীতি নির্দিষ্টভাবে দুই বিশ্ব ব্যবস্থার মধ্যে কোনো ধরনের উত্তেজনাকে সংযত করার এবং পুরোপুরি শান্তিপূর্ণ অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতার রাজনৈতিক আলাপ-আলোচনা, চিন্তার তুলনা এবং সংগ্রামের পথে চালিত করাকে কেন্দ্র করেই পরিচালিত হয়। আমরা একে সাফল্য হিসেবে গণ্য করি, কারণ অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে এটা সমাজতন্ত্র সম্পর্কে পশ্চিম ইয়োরোপে সত্য প্রচারের, আমাদের কমিউনিস্ট দৃষ্টিভঙ্গির প্রচারের অতিরিক্ত সুযোগ এনে দেয়।

স্পষ্টতই, এই ক্ষেত্রে বর্তমান এবং সম্ভাব্য সাফল্যগুলি জনগণের মধ্যে ভাবের আদান-প্রদান প্রসারিত করার জন্য আন্তর্জাতিক প্রয়াসে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির অংশগ্রহণকে শক্তিশালী করতে পারে। কিন্তু আমরা একথা সব সময় মনে রাখি যে মতাদর্শ সব সময়ে তীব্র এবং নিরবচ্ছিন্ন শ্রেণীসংগ্রামের ক্ষেত্র হয়ে রয়েছে। সে কারণে, যদিও সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি ইয়োরোপের জনগণের মধ্যে সাংস্কৃতিক

সহযোগিতা এবং সংবাদ বিনিময়কে উত্তেজনা প্রশমনের প্রয়োজনীয় উপাদান বলে মনে করে তবু তারা কখনই তাদের কোনো মতাদর্শগত অবস্থান পরিত্যাগ করবে না। আমরা ভালভাবেই জানি যে, মতাদর্শের ফ্রন্টে সাম্রাজ্যবাদেরও হাতিয়ার নামিয়ে রাখার কোনো ইচ্ছা নেই।

ঘটনা প্রমাণ করে যে প্রগতিশীল শক্তিগুলির অভিযানের বিরুদ্ধে মতাদর্শগত ক্ষেত্রে বুর্জোয়াদের প্রতিরোধ সব থেকে গভীর এবং শক্তিশালী বলে লেনিন যে-কথা বলেছিলেন তা সম্পূর্ণ সঠিক (কালেক্‌টেড্‌ ওয়ার্কাস, ভলিঃ ৩১, পৃঃ ৩৭০)। সমাজতান্ত্রিক পরিবারের সংহতি এবং ইয়োরোপে তার ক্রমবর্ধমান প্রভাবের দরুন ঐ মহাদেশে যে-সামাজিক এবং রাজনৈতিক পরিবর্তনগুলি ঘটছে সে সম্পর্কে সাম্রাজ্যবাদের খিটখিটে এবং স্পর্শকাতর প্রতিক্রিয়া আমরা প্রত্যক্ষ করছি। ঠাণ্ডা যুদ্ধের বছরগুলিতে সাম্রাজ্যবাদ যে বিশাল এবং ব্যয়বহুল প্রচারযন্ত্র গড়ে তুলেছিল তার কার্যকলাপ এখনও ছেঁটে ফেলা হয় নি। বরঞ্চ এটা সমাজতন্ত্রবাদের বিরুদ্ধে তার মতাদর্শগত অন্তর্ঘাতমূলক কার্যকলাপের ক্ষেত্র প্রসারিত করেছে। বিশেষ করে, বুর্জোয়ারা, দেশত্যাগী চেকোশ্লোভাক সমেত সব ধরনের শোধনবাদী এবং দলত্যাগীদের সাহায্যই গ্রহণ করছে।

এই পটভূমিকায় কয়েকটি পশ্চিমী রাজনীতিবিদ এমন সুবিধার দাবি করছেন যার মর্মার্থ দাঁড়াবে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির বিরুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদী মতাদর্শগত কার্যক্রমকে প্রসারিত করতে সাহায্য করা। আশ্চর্যের কথা হল, কিছু বুর্জোয়া রাজনৈতিক গোষ্ঠী ঐ সুবিধাগুলিকে উত্তেজনা প্রশমনের জন্য সমাজতন্ত্রের মূল্যরূপে চিত্রিত করেন। এই মনোভাব স্পষ্টতই ইয়োরোপের শান্তির সংহতিকে বানচাল করার শামিল।

সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি দুটি দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে আন্তরিক এবং খোলাখুলি বিতর্কের পক্ষপাতী। এটি পরিচালিত হবে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের রীতি এবং অন্যের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করার নীতির ভিত্তিতে। আমরা সংবাদ বিনিময় এবং মতাদর্শগত বিতর্কের সেই ধরনের পদ্ধতির জন্য কাজ করছি যা আমাদের মহাদেশের স্থায়ী শান্তির পথে বাধা হবে না। সমাজতান্ত্রিক এবং বুর্জোয়া সমাজের মতাদর্শের মধ্যে মীমাংসাতীত বিষয়কে ইয়োরোপে উত্তেজনা প্রশমনের কাজে বাধা দিতে দেওয়া হবে না। সমাজতান্ত্রিক শিবিরভুক্ত রাষ্ট্রগুলি এটিকেই তাদের পররাষ্ট্র নীতির অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্যরূপে গণ্য করে।

ইয়োরোপের আন্তর্জাতিক সম্পর্ককে নতুন ধাঁচে গড়ে তোলার জন্য, সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি ঐ মহাদেশের প্রগতিশীল শক্তিগুলির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বজায় রেখে কাজ করে যাচ্ছে। এটাই স্বাভাবিক। কারণ রাজনৈতিক মঞ্চের ইতিবাচক পরিবর্তনগুলি শ্রমিকশ্রেণী এবং অন্যান্য গণতান্ত্রিক শক্তিগুলির একচেটিয়া পুঁজির নিপীড়ন এবং প্রতিক্রিয়ার পরিকল্পনার বিরুদ্ধে সংগ্রামের সাফল্যের পাশাপাশি ঘটে।

সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির দ্বারা সমর্থিত হয়ে ইয়োরোপের ধনবাদী দেশগুলির শ্রমজীবী জনগণ যারা ঘটনার গতিপথ বিপরীত দিকে ঘুরিয়ে দিতে চায় তাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে যাচ্ছে। তাছাড়া, তারা উত্তেজনা প্রশমনের লক্ষ্যকেও সামনে তুলে ধরছে। শান্তি এবং গণতন্ত্রের জন্য তাদের বৃহত্তর কার্যকলাপ সাম্রাজ্যবাদের রাজনৈতিক এবং সামাজিক বনিয়াদকে দুর্বল করে এবং অধিকতর প্রতিক্রিয়াশীল, সমরবাদী শক্তিগুলির অবস্থান ক্ষতিগ্রস্ত করে। আন্তর্জাতিক পরিবেশ উন্নত করার জন্য জনমত ব্যাপক ভূমিকা গ্রহণ করছে। এটা বিগত এপ্রিলে ইয়োরোপে পাবলিক ফোর্সেস ফর সিকিউরিটি এণ্ড কো-অপারেশনের দ্বিতীয় সমাবেশে যুক্তিসঙ্গতভাবে স্বীকৃত হয়েছিল। এখানে চেকোশ্লোভাকিয়ার প্রতিনিধিরাও অংশ নিয়েছিলেন।

সমাজতন্ত্রের শান্তি-অভিযান ইয়োরোপের বুর্জোয়া দেশগুলির সেই সব শক্তির রাজনৈতিক এবং মতাদর্শগত অবস্থানকে সমর্থন জানিয়ে যাচ্ছে। এরা হচ্ছে সেই শক্তি —শ্রমিকশ্রেণী এবং মার্কসবাদী-লেনিনবাদী পার্টিগুলি যারা সব সময়ে শান্তি এবং নিরাপত্তার সংগ্রামে অগ্রবর্তী বাহিনীতে স্থান গ্রহণ করেছে। ইয়োরোপের সমগ্র পরিস্থিতির ওপর সমাজতন্ত্রের বৃহত্তর প্রভাব অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে প্রতিক্রিয়ার কূট চালের স্বাধীনতাকেও সংযত করতে সাহায্য করছে। একচেটিয়া বুর্জোয়াদের চরম দক্ষিণপন্থীকে যাদের মধ্যে আছে ঠাণ্ডাযুদ্ধের সৈন্যরা এবং স্বরাষ্ট্র রাজনীতিতে চরম গণতন্ত্র-বিরোধী আন্দোলনের উকীলদের বিচ্ছিন্ন করার অনেক প্রতিশ্রুতিপূর্ণ সুযোগ আছে। এটা প্রলেতারিয়েত সমস্ত শ্রমজীবী জনগণের কাছে তাদের অধিকার, গণতন্ত্র এবং একচেটিয়া ক্ষমতার বিরুদ্ধে সংগ্রামে অধিকতর সাফল্যের জন্য নতুন অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করছে।

ফলে, সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ার সাফল্য, এর আন্তর্জাতিক কার্যকলাপ আমাদের মহাদেশের ধনবাদী অংশের সামাজিক প্রগতিকে দ্রুততর করে।

মোট কথা, সমাজতান্ত্রিক পরিবারভুক্ত দেশগুলির বৈদেশিক নীতি হল শান্তির নীতি এবং সেই সঙ্গে শ্রেণী নীতি। সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি এই শতাব্দীর শেষ চতুর্থাংশে ইয়োরোপে এক নবযুগ সৃষ্টির আপ্রাণ চেষ্টা করছে। সেই যুগ হবে সুস্থ আন্তঃ-রাষ্ট্র সম্পর্কের, গঠনমূলক সহযোগিতার এবং অবিচল সামাজিক প্রগতির।

কমিউনিস্ট এবং ওয়ার্কার্স পার্টিগুলির নতুন ইয়োরোপীয় সম্মেলন অবশ্যই ঐ লক্ষ্যে পেঁছানোর পথের সন্ধানে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। কমরেড গুস্তাভ হুসাক বলেছেন, "এর প্রস্তুতি প্রমাণ করে যে ইয়োরোপে কমিউনিস্ট এবং শ্রমিকদের আন্দোলনের একতা, ক্ষমতা এবং গুরুত্ব বাড়ছে। এবং এই সম্মেলনের প্রস্তুতিরও সফল পরিসমাপ্তির জন্য আমাদের দায়িত্ব পালন করে যাব।"(১)

সমাজতান্ত্রিক পরিবারভুক্ত দেশগুলির শান্তির অভিযান যে ব্যাপক এবং বিপুল সমর্থন পাচ্ছে তা মার্কসবাদী-লেনিনবাদী পার্টিগুলির ক্রমবর্ধমান মর্যাদার সুস্পষ্ট প্রমাণ, এবং কমিউনিস্টদের দৃষ্টিভঙ্গিই প্রমাণ করে যে শান্তিপূর্ণ ইয়োরোপের জন্য তাদের সংগ্রাম আন্তর্জাতিক নিরাপত্তার একটা নির্ভরযোগ্য ব্যবস্থার জন্য জনগণের আকাঙ্ক্ষার এবং শ্রমজীবী জনগণের শ্রেণীস্বার্থের সঙ্গে সম্পূর্ণ সঙ্গতিপূর্ণ।

১ রুদে প্রাভো, জানুয়ারি ২৪, ১৯৭৫।

সমাজতান্ত্রিক সমাজে সেনাবাহিনীর শ্রেণীগত ভূমিকা

ওজেস জারুজেলস্কি, সেনাবাহিনীর জেনারেল
পি ইউ ডব্লিউ পি-র কেন্দ্রীয় কমিটির রাজনৈতিক ব্যুরোর
সদস্য, পোলিশ গণ-প্রজাতন্ত্রের জাতীয় প্রতিরক্ষা
দপ্তরের মন্ত্রী

আন্তর্জাতিক সম্পর্ক থেকে যুদ্ধকে বর্জন করার প্রয়াস সমাজতন্ত্রের শ্রেণীগত নির্যাসের মধ্যেই অন্তর্নিহিত আছে, এর প্রথম রাষ্ট্রীয় দলিল হল সোভিয়েত সরকারের শান্তি সংক্রান্ত ডিক্রি। প্রথমে, বিশ্বের প্রথম ও একমাত্র সমাজতান্ত্রিক দেশ এবং পরবর্তীকালে ভ্রাতৃত্বমূলক সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র-গোষ্ঠীর বৈদেশিক নীতির এইটিই হল অপরিবর্তনীয় লক্ষ্য। কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত পুঁজিবাদ, বিশেষত তার আগ্রাসী সাম্রাজ্যবাদী চরিত্র এবং বিরাট ভূখণ্ডে তাদের শাসন রয়েছে—ততক্ষণ পর্যন্ত এই লক্ষ্যে উপনীত হওয়া সহজ নয়।

শুরুতে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব একটি বা কয়েকটি দেশে জয়যুক্ত হতে পারে—একথা বলে ভি আই লেনিন অনুমান করেছিলেন যে অভ্যন্তরীণ প্রতি-বিপ্লবী শক্তি গৃহযুদ্ধ বাধিয়ে দিতে পারে এবং "সমাজতান্ত্রিক দেশের বিজয়ী সর্বহারাশ্রেণীকে ধ্বংস করার জন্য অন্যান্য দেশের বুর্জোয়ারা প্রত্যক্ষভাবে চেষ্টা" করতে পারে। (কালেকটেড ওয়ার্কস, ভলিউম ২৩, পৃঃ ৭৯)।

আমরা জানি, ইতিহাস এটা প্রমাণ করেছে—বিপ্লবের অর্জিত ফসল ও অস্তিত্ব রক্ষার জন্য একটি সেনাবাহিনী,—নতুন সমাজতান্ত্রিক ধরনের সেনাদল প্রয়োজন। লেনিনের মতবাদ অনুসরণ করে, সোভিয়েত ইউনিয়ন—প্রতিবিপ্লব এবং গৃহযুদ্ধে বৈদেশিক হস্তক্ষেপ পর্যুদস্ত করতে সক্ষম হয় এবং পরবর্তী সময়ে সাম্রাজ্যবাদী ও ফ্যাসিস্ট আক্রমণকেও প্রতিহত করে।

১৯৪৫ সালের যে বিজয়ের ত্রিংশতিবার্ষিকী সমাজতান্ত্রিক গোষ্ঠীর ভ্রাতৃপ্রতিম দেশগুলি এবং সমস্ত প্রগতিশীল শক্তি সম্প্রতি উদ্‌যাপন করল—সেই বিজয় ইয়োরোপ এবং অবশিষ্ট দুনিয়ায় এক নতুন শক্তির সম্পর্ক সূচিত করে। এটা সাম্রাজ্যবাদের রাজনৈতিক ও নৈতিক পরাজয়-স্বরূপ; বিশ্বের প্রথম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে পরিচালিত যার বহু বৎসরের রণনীতি সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত হল। সোভিয়েত সেনাবাহিনীর নিয়ামক ভূমিকা পালনের মধ্যে দিয়ে ফ্যাসিবাদের যে চরম পরাজয় ঘটে, তাতে ইউ এস এস আর-এর বিচ্ছিন্নতা ঘুচে যায়। ইয়োরোপ এবং অন্যান্য মহাদেশের বহু দেশে বৈপ্লবিক পরিবর্তনের অনুকূল পরিস্থিতি তৈরি হয়। পুঁজিবাদী শাসনের ক্ষেত্র সংকুচিত হয়। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র-গোষ্ঠীর অভ্যুদয় হয় এবং শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের বাস্তব ভিত্তি দৃঢ়তর হয়ে ওঠে।

বিজয়ের পর এই ত্রিশটি বৎসর সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির নিকট—শান্তির জন্য সংগ্রামের ত্রিশ বৎসর। প্রগতিশীল সামাজিক প্রক্রিয়াকে প্রতিহত করার জন্য সাম্রাজ্যবাদ এক নতুন অভিযান শুরু করে। কমিউনিজমকে "গুটিয়ে দেবার" অভিপ্রায়ে আণবিক ব্ল্যাকমেইল সহ ঠাণ্ডা যুদ্ধ শুরু করে, মদত দিয়ে সংকট সৃষ্টি করে যা পৃথিবীকে যুদ্ধের কিনারায় নিয়ে যায় এবং সমাজতান্ত্রিক দেশ, জাতীয় মুক্তি বিপ্লব ও সামাজিক আন্দোলনের বিরুদ্ধে প্রতিটি এবং সর্বপ্রকারের হস্তক্ষেপে নিজেকে জড়িয়ে ফেলে। এর ফলে শান্তির জন্য সংগ্রাম দারুণ কঠিন হয়ে পড়ে এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন ও অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির উপর মূল ধাক্কাটা লাগে। তারা তাদের প্রতিরক্ষার ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে বাধ্য হয়, বাধ্য হয়—যৌথ সম্প্রসারণ ও তাদের শান্তিপূর্ণ কর্মসূচীর(১) নিরবচ্ছিন্ন রূপায়ণের ভিত্তিস্বরূপ ইয়োরোপীয় সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির রাজনৈতিক-সামরিক চুক্তি সম্পাদনে।

এই নীতি সর্বতোভাবে কার্যকর হয়েছে। আন্তর্জাতিক শ্রমিকশ্রেণী ও সমস্ত প্রগতিশীলদের সমর্থনে সমাজতন্ত্র—শুধুমাত্র সমাজতান্ত্রিক দেশে নয় সমগ্র ইয়োরোপকে সবচেয়ে আকাঙ্ক্ষিত জিনিসটিই দিয়েছে: অর্থাৎ আমাদের মহাদেশে ৩০ বৎসর ধরে শান্তি বিরাজমান। আশাপ্রদ কাজ শুরু হয়েছে এবং অগ্রগতিও ঘটছে। উত্তেজনা প্রশমনকে নির্ভরযোগ্য ও অপ্রতিরোধ্য করতে পারার ভালো সম্ভাবনা রয়েছে। কিন্তু আপনিতেই তা হবে না। স্থায়ী ও ন্যায়নিষ্ঠ শান্তি প্রতিষ্ঠা সহজ নয়। অন্য বিষয়ের সঙ্গে সমাজতান্ত্রিক গোষ্ঠীর প্রতিরক্ষার ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করার নিরন্তর প্রয়াস প্রয়োজন। এটা যে দরকার গত যুদ্ধোত্তর ৩০ বৎসরের বহু আলোড়নকারী ও নাটকীয় ঘটনায় তার যথার্থতা প্রতিপন্ন হবে।

---

১ ২০ বৎসর আগে, ১৯৫৫ সালের ১৪ মে ইয়োরোপীয় রাষ্ট্রগুলির একটি শান্তি ও নিরাপত্তা সম্মেলনে, যেখানে ওয়ারশ চুক্তি সংস্থা গঠিত হয়—সেখানে এটি করা হয়। এই সংস্থা গঠন অপরিহার্য হয়ে পড়েছিল কারণ ১৯৪৯ সালে প্রধান পুঁজিবাদী দেশগুলি একটি আগ্রসী রাজনৈতিক-সামরিক ব্লক—নাটো গঠন করে—যাতে পরবর্তী সময়ে এফ আর জি-র নবজীবন লাভে উজ্জীবিত জার্মান সামরিকবাদও যোগদান করে।

সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির শান্তির নীতির সঙ্গে প্রতিরক্ষার নীতির ঘনিষ্ঠ সংযোগ রয়েছে। প্রতিরক্ষার বিষয়টি সামগ্রিক ধরনের। এটা প্রধানত আমাদের প্রতিরক্ষার সামর্থ্যের ভিত্তির নিশ্চয়তাকে কেন্দ্র করেছে—জনসাধারণের রাজনৈতিক ও সামাজিক চেতনা, অর্থনৈতিক সম্ভাবনা, রাষ্ট্র এবং প্রথম ও সর্বাগ্রে সমাজতান্ত্রিক সশস্ত্রবাহিনী যা আমাদের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় গুরুত্বপূর্ণ ও বিশেষ ধরনের সংযোগ-সেতুর মতো। এই সশস্ত্রবাহিনী শোষণ-ব্যবস্থাপূর্ণ দেশগুলি থেকে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র যেমন পৃথক, ঠিক তেমনি শোষক রাষ্ট্রের সেনাবাহিনী থেকে মর্ম ও উদ্দেশ্যের দিক থেকে সম্পূর্ণ পৃথক চরিত্রের।

ইতিহাসে, মুক্তিপ্রাপ্ত শ্রমিক ও কৃষকের প্রথম সেনাবাহিনী, সোভিয়েত সেনাদলই শ্রমজীবী জনসাধারণের সেবায় নিয়োজিত হয়। পরবর্তী সময়ে সংগঠিত অনুরূপ সকল সেনাবাহিনী তার সাহায্য গ্রহণ করে এবং তার সংগ্রামী অভিজ্ঞতা, তার অসাধারণ মতবাদ, সাংগঠনিক, কারিগরি, শিক্ষাগত ও মতাদর্শগত সাফল্য থেকে শিক্ষাগ্রহণ করে।

সোভিয়েত সেনাবাহিনীর পরে ইয়োরোপের প্রথম স্থায়ী নতুন ধরনের সেনাবাহিনী—পোলিশ গণ-সেনার নিকট সোভিয়েত সেনাদলের সাফল্যই মূল আদর্শস্বরূপ। পোলিশ কমিউনিস্টরা সোভিয়েতের অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে এবং তাদের দেশের বাস্তব পরিস্থিতির সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেয়। একথা অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশ সম্পর্কেও সত্য।

তিনটি প্রধান উপাদান পোলিশ সেনাবাহিনীর গঠন পদ্ধতিকে ঠিক করে এবং তার পরবর্তী বিকাশকেও নিয়ন্ত্রিত করে। প্রথমত, দৃঢ় দেশপ্রেম, স্বাধীনতা-প্রিয়তা এবং প্রগতিশীল ঐতিহ্য। পোলিশ সশস্ত্র বাহিনী একটি জনতার সেনাদলে পরিণত হয় এবং তারা বিরাট ত্যাগ স্বীকার করে। তারা স্বাধীনতার সংগ্রামে কখনো পশ্চাৎপদ হয় নি। এই সেনাদলের পতাকার উপর দেশপ্রেমিক ও আন্তর্জাতিক শ্লোগান লিপিবদ্ধ থাকে, "আপনার এবং আমাদের স্বাধীনতার জন্য।" যে মুক্তিকামী মনোভাব ও আকাঙ্ক্ষা এর মধ্যে পরিস্ফুট—তাকে মার্কস, এঙ্গেলস প্রশংসা করেছেন এবং লেনিনও একেবারে গোড়ার দিকের একটি সোভিয়েত ডিক্রি—যাতে পোল্যান্ড বিভাজনের চুক্তি বাতিল করে একটি আইন জারী হয়েছিল—তাতে একে সমর্থন-জ্ঞাপন করেন। দেশপ্রেমিক ও প্রগতিশীল ঐতিহ্য এই সেনাবাহিনীর লোকদের তাদের দ্বিবিধ দায়িত্ব পালনে সাহায্য করেছে : জাতীয় মুক্তি ও বিপ্লবের ক্ষেত্রে, ফ্যাসিস্টদের বিরুদ্ধে, দেশকে মুক্ত করতে, বার্লিন আক্রমণে ও একই সঙ্গে জনসাধারণের নতুন ক্ষমতার সমর্থনে; পুরানো সমাজ ব্যবস্থা ছিন্ন করতে এবং পোল্যান্ডের নতুন সমাজতান্ত্রিক পরিচিতির জন্য পরিচালিত শ্রেণীসংগ্রামে সোভিয়েত সহযোগীদের সঙ্গে তারা কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়াই করেছে।

দ্বিতীয়ত, পোলিশ সেনাবাহিনী তৈরি করেছিল পোলিশ কমিউনিস্টরা। তাঁরাই তাদের মতাদর্শ ও সাংগঠনিক তৎপরতা প্রদান করেছিল। পার্টির মার্কসবাদী-লেনিনবাদী বিশ্লেষণ জাতীয় মুক্তির বিষয়টিকে অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক উপাদানের সঙ্গে সংযুক্ত করে মুক্তি ও পুনর্গঠনের বাস্তব কর্মসূচী প্রণয়নে সাহায্য করে।

তৃতীয়ত, জনতার সেনাবাহিনীর গঠন ও বিকাশ আমাদের সোভিয়েত সহযোগীদের দেওয়া মতাদর্শগত, সাংগঠনিক, বস্তুগত ও মানবিক সাহায্যের ধারা স্থিরতা লাভ করে। সোভিয়েত অফিসারগণ আমাদের ডিভিশন ও সেনাদলকে সক্রিয় করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তাঁরা পোলিশ অফিসারদের পাশাপাশি লড়াই করেন ও নিজেদের রক্ত ঝরান। সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক শিল্প আমাদের আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র দান করে। সোভিয়েত সেনাবাহিনীর পরিবেশ, সোভিয়েতের কমিউনিস্টদের অভিজ্ঞতা ও উদাহরণও আমাদের সেনাবাহিনীকে এক নতুন ধরনের সেনাদলে সংগঠিত হতে সাহায্য করে।

পোলিশ ও সোভিয়েত সৈন্যদের সৌভ্রাতৃত্ব, যুদ্ধের সময়ে তাদের অভিন্ন প্রয়াস এক উন্নত ধরনের আন্তর্জাতিকতার জন্ম দেয় এবং একই সঙ্গে পোলিশ-সোভিয়েত মৈত্রীর মর্মবস্তুকে প্রকাশ করে। মার্কসবাদী-লেনিনবাদী মতাদর্শের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা আমাদের সৌভ্রাতৃত্ব বিভিন্ন ধরনের দ্বিপাক্ষিক ও বহুমুখিন সহযোগিতার মাধ্যমে জোরদার হচ্ছে এবং তা আমাদের সেনাবাহিনী ও সমগ্র জাতির পক্ষে একটি বিরাট ঐতিহাসিক সাফল্যস্বরূপ। আমাদের অন্যান্য মিত্রদের সেনাবাহিনীগুলির সঙ্গে মৈত্রী ও সহযোগিতা বৃদ্ধির কাজে এই অর্জিত অভিজ্ঞতা ভালোভাবে কাজে লাগছে।

সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের একটি বাহুরূপে জনতার সেনাবাহিনীর শ্রেণীগত নির্যাস তার কাজকর্মে প্রতিফলিত হয়। এগুলি মার্কসবাদ-লেনিনবাদের বৈজ্ঞানিক নীতি এবং সামাজিক ঐতিহাসিক বাস্তবতা উভয়ের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় : সুনির্দিষ্ট আন্তর্জাতিক সম্পর্ক এবং সহজাত বস্তুগত নিয়ম সমাজতান্ত্রিক দেশের বিকাশ নিয়ন্ত্রিত করে। সমাজতান্ত্রিক সেনাবাহিনীর কার্যাবলী, সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের কার্যাবলীরই প্রতিফলন। দুটি প্রধান ও সামগ্রিক ধরনের কাজ আছে : বৈদেশিক, যা আন্তর্জাতিক সম্পর্কের উপর নির্ভরশীল, এবং অভ্যন্তরীণ, যা পরিষ্কারভাবে সমসাময়িক ও সমাজতান্ত্রিক সমাজের জীবনযাত্রার সঙ্গে গ্রন্থিবদ্ধ।

বহির্বিষয়ক কাজ বলতে প্রাথমিকভাবে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার সংরক্ষণ ও বহিঃশ্রেণীশত্রুর বিরুদ্ধে জনতার অর্জিত বিপ্লবী ফসলসমূহ রক্ষাকে বোঝায়। যখন প্রথম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র জন্মলাভ করল তখন লেনিন সেই ঐতিহাসিক মুহূর্তে এর ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। তিনি দেখিয়েছেন যে একটি শক্তিশালী ও সংগঠিত সেনাবাহিনী ব্যতীত বিপ্লব নিজেকে রক্ষা করতে পারে না এবং বিপ্লবের পূর্ণ বিজয় সুনিশ্চিত করার জন্যও সেনাবাহিনীর প্রয়োজন।

দেশের স্বাধীনতা রক্ষা বৈদেশিক কার্যাবলীর অন্যতম অঙ্গ। শ্রমজীবী জনসাধারণের জাতীয় লক্ষ্য যেমনভাবে তাদের শ্রেণীগত লক্ষ্যের সঙ্গে যুক্ত তেমনি এই কাজটি প্রথমটির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। তাই, সমাজতান্ত্রিক দেশের ওপর কোনো আক্রমণ তার সমাজ ব্যবস্থার ওপর

আক্রমণস্বরূপ ; আবার এর উল্টো করে দেখলেও এটি ঠিক। জাতীয় ও বিপ্লবী লক্ষ্যের ঐক্য এই উপাদান থেকে উৎসারিত হয় যে, প্রতিটি সমাজতান্ত্রিক দেশ তার উন্নয়নের কর্মসূচী সমাজতন্ত্রের সাধারণ বিকাশ এবং তার নিরাপত্তার প্রশ্নটিকে সমগ্র সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ার নিরাপত্তার প্রশ্নের সঙ্গে যুক্ত করে দেখে। প্রতিরক্ষার তত্ত্ব ও প্রয়োগ জাতীয় ও বিপ্লবী আন্তর্জাতিক লক্ষ্যের ঐক্যের উপর ভিত্তি করে রচিত। এইটেই সমাজতান্ত্রিক সেনাবাহিনীর জনতার সেনাবাহিনী-রূপে ভূমিকা নির্ধারণ করে। আক্রমণাত্মক নীতি সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের চরিত্রের বিপরীতধর্মী। অন্যান্য জাতির সার্বভৌমত্বে হস্তক্ষেপ করার মনোভাব সম্পর্কেও উপরোক্ত বক্তব্য সত্য। বিশ্ব-শান্তির জন্য উৎসর্গীকৃত সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি তাদের সেনাবাহিনীকে প্রশিক্ষণ দান করে ও সশস্ত্র করে, বিশেষভাবে তাদের সীমান্ত ও সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে রক্ষা করার জন্য।

বহির্বিষয়ক কার্যাবলীর তৃতীয়টি তামাম দুনিয়ার মানুষের স্বার্থের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। ইতিহাসে এর মূল নিবদ্ধ এবং বর্তমানে তা বিশেষভাবে স্পষ্ট ঃ তা হল বিশ্ব শান্তির নিশ্চয়তা। সমাজতান্ত্রিক সেনাবাহিনীগুলি, বিশেষত সোভিয়েত বাহিনীর শক্তি সাম্রাজ্যবাদী গোষ্ঠীর আগ্রাসী চক্রান্তকে বানচাল করে দেয়। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির সাধারণ বৈদেশিক রাজনৈতিক কার্যাবলীর সঙ্গে তাদের আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে শান্তির উদ্যোগ ও তৎপরতা বিশ্ব শান্তির গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে বহির্বিষয়ক কাজের এই মানবিক উপাদানটিই সোভিয়েত সেনাবাহিনীর মহান মুক্তিদাতার ভূমিকায়—পোলিশ সহ ইয়োরোপীয় জাতিকে ফ্যাশিস্ট দাসত্ব থেকে মুক্ত করতে এবং বিশ্বকে ভয়াবহ পরিণতি থেকে রক্ষা করতে সাহায্য করেছে। পোল্যাণ্ডের গণ-সেনাবাহিনীও মুক্তিবাহিনীর দায়িত্ব সম্পাদন করেছে। ফ্যাসিবাদের চূড়ান্ত পরাজয়ে অংশগ্রহণ করে এই বাহিনী আমাদের দেশকে মুক্ত হতে সাহায্য করেছে, ফ্যাসিস্ট জোয়াল থেকে ভ্রাতৃত্বমূলক চেকোশ্লোভাকিয়া ও জার্মান জনসাধারণের মুক্তিতে আন্তর্জাতিক অবদানও রেখেছে। আমরা একথাও বিস্মৃত হব না যে, চেকোশ্লোভাক বাহিনী পোল্যাণ্ডের দক্ষিণাংশের কোনো কোনো অঞ্চলে লড়াই করেছে এবং বিভিন্ন জাতির ফ্যাসিস্ট-বিরোধীরাও পোলিশ-প্রতিরোধে অংশগ্রহণ করেছে।

বর্তমানে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির সেনাবাহিনীসমূহ ওয়ারশ চুক্তির রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক কাঠামোয় সৌভ্রাতৃত্বের নামে অভিন্ন লক্ষ্য অনুসরণ করে তাদের বৈদেশিক কর্তব্য সম্পাদন করে এবং এর দ্বারা যে সমস্ত দেশ শান্তি ও ইয়োরোপের নিরাপত্তা কামনা করে তাদের নিকট উন্মুক্ত।

শান্তি ও স্বাধীনতার জন্যে আন্তর্জাতিক লক্ষ্য অর্জনে অংশগ্রহণ বহির্বিষয়ক কাজের নতুন একটি দিক। বহুবৎসর যাবৎ কোরিয়ায় যুদ্ধবিরতি তত্ত্বাবধানের নিরপেক্ষ ভূমিকায় পোলিশ সেনাবাহিনী কাজ করেছে। ইন্দোচীনেও অনুরূপ ভূমিকায় অংশগ্রহণ করেছে। মধ্যপ্রাচ্যে রাষ্ট্রসংঘের সশস্ত্র বাহিনীতে পোলিশ সেনাবাহিনীর একটি ইউনিট অংশবিশেষ। বিদেশে, আমাদের সেনারা বিশ্ববিশ্রুত সম্মান ও শ্রদ্ধা অর্জন করেছে।

সমাজতান্ত্রিক সেনাবাহিনীর অভ্যন্তরীণ কাজটা একটা বিশেষ ধরনের। এটাও বহুমুখিন এবং পরিবর্তন সাপেক্ষ। গোড়ার যুগে, স্বদেশে শ্রেণীশত্রুর হাত থেকে জনতার ক্ষমতাকে রক্ষা করাই এর প্রধান কাজ ছিল। এই নতুন ব্যবস্থা ক্রমশ শক্তিসঞ্চয় করে ও সমাজতান্ত্রিক সমাজ একটা চেহারা নিয়ে রাজনৈতিক, নৈতিক ও মতাদর্শগতভাবে সুসংহত হবার পর এই প্রয়োজনীয়তা ফুরিয়ে যায়। কার্যত, এই সংহতিকরণের এবং শ্রমিক-কৃষকের মৈত্রী গঠনের কাজে সেনাবাহিনী একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদানরূপে কাজ করেছে। আমাদের সমাজের প্রগতিশীল ও দেশপ্রেমিক শক্তিগুলির দৃঢ়করণে জনতার সঙ্গে এর ঘনিষ্ঠ বন্ধন এবং শিক্ষাসংক্রান্ত কার্যকলাপ বিশেষ গুরুত্বের অধিকারী।

নতুন ধরনের সেনাবাহিনী কিভাবে জনসাধারণের জীবনে ও সমাজতন্ত্র নির্মাণে অংশগ্রহণ করবে তা স্বদেশে ও বিদেশে রাজনৈতিক অবস্থা ও সেনাবাহিনীর অভ্যন্তরীণ অবস্থার উপর নির্ভরশীল। যুদ্ধ শেষ হবার পূর্বে এবং যুদ্ধোত্তর প্রথম কয়েক বৎসরে পোলিশ সেনাবাহিনী অভ্যন্তরীণ প্রতিক্রিয়ার আক্রমণ থেকে নতুন সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রকে রক্ষা করে, রাজনৈতিকভাবে নতুন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠন ও তার বিকাশে অবদান রাখে এবং গোড়ার দিকের কৃষি-সংস্কার, শিল্পের জাতীয়করণ প্রভৃতি বিপ্লবী কাজে অংশগ্রহণ করে। এই সেনাবাহিনী সমাজের রাজনৈতিক চেতনা সঞ্চারে সাহায্য করে এবং সমাজতান্ত্রিক অগ্রগতির জন্য সক্রিয় ও বিশ্বস্ত উন্নয়নকারীর ভূমিকাও পালন করে। পশ্চাদপসরণতা নাৎসীদের পরিত্যক্ত মাইনগুলিকে অকেজো করার মতো গুরুতর দায়িত্ব, যোগাযোগ ব্যবস্থা চালু করা, শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলি পুনঃ সংস্থাপন ও চালু করা, যুদ্ধে বিধ্বস্ত জিনিস মেরামত করা ও পরিত্যক্ত সরস জমি কাজে লাগানো প্রভৃতি কাজের দায়িত্বও তাদের উপর বর্তেছিল।

সমাজতান্ত্রিক বিকাশের নিয়মানুযায়ী কেন্দ্রীয় দৃষ্টি এখন প্রাথমিকভাবে শিক্ষাগত, মতাদর্শগত, সাংগঠনিক, কারিগরি, বৈজ্ঞানিক ও অর্থনৈতিক কাজে নিবদ্ধ হয়েছে। প্রধান প্রধান কারিগরি প্রকল্প-অঞ্চল সহ দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিকাশে সেনাবাহিনীর অংশগ্রহণ ক্রমশ সক্রিয় ও বহুমুখী কর্মশক্তিসম্পন্ন হচ্ছে।

বিভিন্ন সংস্থা ও ঔষধ শিল্পে ও অনুরূপ ক্ষেত্রে সেনাবাহিনীর কৃৎকুশলী ও বিশেষজ্ঞগণ বিরবিচ্ছিন্নভাবে দেশের উন্নতিতে অবদান রাখছেন। সেনাবাহিনীর সমাজ-বিজ্ঞানীরা শিক্ষাসংক্রান্ত প্রয়োগের ক্ষেত্রে তত্ত্বগত নীতিসমূহ বিশ্লেষণ ও প্রচার করা, সমাজতান্ত্রিক গঠনকার্যের জন্য প্রয়োজনীয় রাজনৈতিক-মতাদর্শগত গণ-চেতনা, বা দেশপ্রেমিক, নাগরিক-চিন্তা, সংস্কৃতি, নীতি-বিজ্ঞান ও নৈতিকতা প্রভৃতি গড়ে তোলায় সাহায্য করতেন।

প্রতি বৎসর হাজার হাজার সংরক্ষিত বাহিনীর কর্মী, যাদের নিকট সামরিক বাহিনীর কাজ নাগরিক কর্তব্যের শিক্ষাকেন্দ্র স্বরূপ তারা সামরিক বাহিনী ত্যাগ করে উৎপাদন ও অন্যান্য ক্ষেত্রে যোগদান করে। মতাদর্শগতভাবে পরিণত ও সুশৃঙ্খল এই উন্নতমানের পেশাদারী শিক্ষণপ্রাপ্ত ও সাংগঠনিক দক্ষতাসম্পন্ন ব্যক্তিরা সমাজের উন্নয়নের স্বার্থে—সেনাবাহিনীতে অর্জিত অভিজ্ঞতা নিয়োগ করে।

ফলস্বরূপ, গণ-সেনাবাহিনী শুধুমাত্র নয়, তারা সমাজতান্ত্রিক সামাজিক মূল্যবোধেরও অন্যতম উৎপাদক।

সেনাবাহিনীর সমাজতান্ত্রিক চরিত্র দেশের সমাজতান্ত্রিক বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধি পায়। রাজনৈতিক ও সমাজজীবনে সৈন্যদের অংশগ্রহণ, অর্থনীতিতে প্রদত্ত যে দায়িত্ব তারা সম্পাদন করে, গ্রাম-শহরে জনতার সঙ্গে তাদের বিচিত্র সংযোগ বা যুবজন এবং বিপ্লবী মুক্তি সংগ্রামের প্রবীণ যোদ্ধাদের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক প্রভৃতি সবকিছুই সেনাবাহিনীকে দেশের অবস্থা ও প্রয়োজনে বুঝতে সাহায্য করে এবং তাদের সামাজিক উদ্দেশ্যও নির্ণীত করে।

সমাজতান্ত্রিক সেনাবাহিনীর অভ্যন্তরীণ ও বহির্বিষয়ক কাজ পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন কিছু নয়। তারা অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত, পরস্পরের উপর নির্ভরশীল এবং একটি অখণ্ড সত্তারূপে গতিবেগ সহ তা বিকশিত হয়। সেনাবাহিনীর শক্তির উৎস, তার অস্তিত্ব ও বিকাশের নিয়মগুলি এই সমস্ত কাজের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত।

পার্টি হল সমাজতান্ত্রিক সেনাবাহিনীর রাজনৈতিক নেতা। পি ইউ ডব্লিউ পি কেন্দ্রীয় কমিটির প্রথম সম্পাদক এডওয়ার্ড গিয়েরক বলেছেন—"আমাদের গণ-সেনাবাহিনী পার্টিরই সৃষ্টি।" "পার্টির জনতাই তাকে প্রাণদান করেছে। পার্টির পরিচয়ই তাকে পরিচিতি দান করেছে। পার্টির নীতিই তার গতিধারা নিয়ন্ত্রণ করে ও তার বিকাশের বস্তুগত ও সামাজিক পূর্বশর্তাদি সৃষ্টি করে।" জনতার নেতৃ-শক্তিরূপে পার্টির অন্যতম প্রধান কর্তব্য—মতাদর্শগত, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, কারিগরি ও সামরিক ক্ষেত্রে দেশের নিরাপত্তা ও প্রতিরক্ষার সামর্থ্যকে সুনিশ্চিত করা। সমাজতান্ত্রিক সশস্ত্র বাহিনী সম্পর্কে পার্টির চিন্তা গভীর এবং প্রতি মুহূর্তের। পি ইউ ডব্লিউ পি-র নেতৃত্ব এবং কমরেড এডওয়ার্ড গিয়েরক গণ-সেনাবাহিনীর প্রতি যথেষ্ট নজর দেন এবং তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রক্ষা করেন।

সেনাধ্যক্ষ, রাজনৈতিক কর্মচারী, সমস্ত সেনাবাহিনীর কমিউনিস্টরা পার্টির সিদ্ধান্তসমূহের প্রত্যক্ষ প্রয়োগকর্তা। পার্টির নিয়মকানুনের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করে—সেনাবাহিনীর সর্বস্তরে পার্টিসংগঠন ও শাখা সক্রিয়। ৮৫ শতাংশ অফিসার ও রেজিমেণ্ট স্তর সহ উচ্চস্তরের শতকরা ১০০ ভাগ সেনাধ্যক্ষ সহ পেশাদার সৈনিকদের ৬০ শতাংশেরও বেশি এই সকল সংগঠনভুক্ত। সেনাবাহিনীর অভ্যন্তরের কমিউনিস্টরা পার্টি নিয়মকানুনের নির্দেশে চলে এবং তাদের আচরণ ও কাজের জন্য পার্টির নিকট দায়ী থাকে। সুনির্দিষ্ট দায়িত্বের ও কাঠামোয়—সশস্ত্র বাহিনীর মধ্যে একটি বিশেষভাবে প্রশিক্ষণ-প্রদত্ত রাজনৈতিক ব্যবস্থা রয়েছে—সেনাবাহিনীর পার্টি সংগঠনগুলির সঙ্গে যা ঐক্যবদ্ধভাবে চলে। সেনাবাহিনীর যুবকদের একটি সমাজতান্ত্রিক লীগও রয়েছে। এই গণতান্ত্রিক সংস্থা সেনাবাহিনীতে কর্মরত যুবক ও সেনাবাহিনীর পেশাদারী বিভাগে নবীন সদস্যদের তার সংস্থাভুক্ত করে।

কর্মী-নীতি, তার মতাদর্শগত সংগঠন-সম্পর্কিত নীতিই সশস্ত্র বাহিনীতে পার্টির নিয়ামক ভূমিকার প্রধান হাতিয়ার। পোলিশ সেনাবাহিনীর কম্যাণ্ড ও রাজনৈতিক কর্মী নির্বাচনে পার্টি গভীর আগ্রহ প্রদর্শন করে। এটা করে সংখ্যাগত বৃদ্ধি ও উন্নতির জন্য।

এটাই স্বাভাবিক, কারণ, লড়াইয়ে মোকাবিলার জন্য সশস্ত্র বাহিনীর প্রস্তুতি, দেশের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় তাদের ভূমিকা—কর্মচারিবৃন্দ ও তাদের মতাদর্শগত, নৈতিক মান ও প্রশিক্ষণের উপর নির্ভরশীল।

সমাজতান্ত্রিক সেনাবাহিনীর শ্রেণীগত কাঠামো সেনাবাহিনী তথা সমগ্র সমাজের দ্রুত সামাজিক, পেশাগত ও সাংস্কৃতিক উন্নয়ন প্রতিফলিত করে। যুব শ্রমিক ও কৃষকের আগমন পোল্যাণ্ডের প্রতিরক্ষার সম্ভাবনাকে শক্তিশালী করেছে, সেনাবাহিনী ও জনতার সঙ্গে দৃঢ় সম্পর্ক স্থাপন করেছে এবং নতুন ধরনের সেনাবাহিনী গঠনে সহায়তা করেছে। সমগ্র সেনাবাহিনীর সঙ্গে তারা প্রশিক্ষণ-গ্রহণ ও অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে এবং অগ্রসর হয়েছে। তাদের অনেকেই বর্তমানে উচ্চপদস্থ অফিসার, বৈজ্ঞানিক ও বিশেষজ্ঞ। সামরিক শিক্ষা ব্যবস্থার অব্যাহত বিকাশ এমন একটি অফিসার বাহিনী তৈরি করেছে যারা জনতার বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে বিশেষ স্থান দখল করে আছে। এই অফিসার বাহিনীর একটি উল্লেখযোগ্য অংশ উচ্চশিক্ষার অধিকারী ও এই হার দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। (১) তারা উন্নত চরিত্র ও ব্যাপক জ্ঞানের অধিকারী যা তাদের জাতীয় প্রতিরক্ষা ও উন্নয়নের স্বার্থে বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে অনেক সাফল্য অর্জনে সক্ষম করে তুলছে।

নতুন ধরনের সেনাবাহিনীর অফিসার-বাহিনীতে যোগদান পেশা নির্বাচনের অধিক কিছু হয়তো এটি একটি রাজনৈতিক ঘোষণা—মতাদর্শ ও নৈতিক আদর্শ, জীবন ও কাজের উদ্দেশ্যের একটি সচেতন নির্বাচন। এই ধরনের সেনাবাহিনীতে একজন পেশাদার অফিসার শুধুমাত্র একজন শিক্ষিত বিশেষজ্ঞ নন; তিনি পার্টি জনতার প্রতি অনুগত সমাজতন্ত্রের জন্য একজন সৈনিকও বটে। তিনি কর্মীবাহিনী থেকে বিচ্ছিন্ন অভিজাত কোনো ব্যক্তি নন, বরং তিনি সৈনিকদের মধ্যে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের প্রতিনিধি এবং একই সঙ্গে তাদের নাগরিক অধিকারের একজন প্রবক্তা।

কোনো কোনো বুর্জোয়া গোষ্ঠী মতাদর্শগত সংগ্রামে যে তথাকথিত সমকেন্দ্রাভিমুখিনতার তত্ত্বের বুলি আওড়ান, তাঁরা বলেন, বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিবিদ্যার বিপ্লবের ফলে মানুষের আচরণে মতাদর্শগত দৃষ্টিভঙ্গিতে ভাঁটা পড়বে এবং বিশেষভাবে সমাজতান্ত্রিক সেনাবাহিনীর অফিসাররা ক্রমশ অ-রাজনৈতিক কৃৎ-কুশলী আমলায় পরিণত হবে। আমাদের বাস্তবতা ও সমাজতান্ত্রিক সেনাবাহিনীর রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির মুখোমুখি হয়ে এই ধরনের তত্ত্বকথা চাপা পড়ে যায়।

অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে পার্টির নেতৃত্বের ভূমিকা কার্যত সেনাবাহিনীর কর্মকাণ্ডে মার্কসবাদী-লেনিনবাদী মতাদর্শের ভিত্তি গড়ে দেয়, যা সমাজতান্ত্রিক প্রতিরক্ষার মতবাদ ও সেনাবাহিনীর শিক্ষাগত কাজেও ভিত্তিস্বরূপ। বৃত্তিভোগী কর্মচারিদের মধ্যে উন্নত মানের মার্কসবাদী-লেনিনবাদী জ্ঞানার্জনের আকাঙ্ক্ষা এই সর্বজনস্বীকৃত বক্তব্যে পরিস্ফুট: "প্রত্যেক অফিসার অবশ্যই শিক্ষিত মার্কসবাদী হবেন।"

---

১. সেনাবাহিনীর অফিসারদের ৫০ শতাংশের অধিক এবং নৌ ও বিমান বাহিনীর অফিসারদের ৭০ শতাংশ উচ্চ শিক্ষাপ্রাপ্ত।

ব্যাপক শিক্ষাব্যবস্থা ও আত্মশিক্ষা, বিদ্যালয়, পাঠক্রম, সেমিনার এবং সান্ধ্য মার্কসবাদী-লেনিনবাদী বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমে এই চাহিদা পূরণ হয়। এগুলি সশস্ত্র বাহিনীর নিকট অত্যন্ত প্রিয়।

সমাজতন্ত্রের সর্বপ্রধান মূলধন হল জনসাধারণ, তাদের সমাজতান্ত্রিক চেতনা, কর্মোদ্যোগ ও দৃষ্টিভঙ্গি। সেনাবাহিনীর রাজনৈতিক অবস্থাকে কমিউনিস্টরা তার সংগ্রামী প্রস্তুতির ভিত্তিরূপে বিবেচনা করে। আরো মনে করে যে, কোনো কাজের সাফল্যের ক্ষেত্রে সৈন্যদের মতাদর্শগত ও নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ামক বিষয়। সমাজতান্ত্রিক সৈনিকের মানসিকতা, তার মতাদর্শগত, রাজনৈতিক ও নৈতিক এবং সামাজিক মতবাদের বাস্তব উৎসক্ষেত্র হল শ্রেণীচরিত্র ও সমাজতান্ত্রিক সেনাবাহিনীর লক্ষ্য এবং তাদের বিষয়গত প্রকাশভঙ্গিও এসবের মূলে রয়েছে। পোলিশ সেনাবাহিনীর শিক্ষাব্যবস্থাও সৈন্যদের মধ্যে দেশপ্রেমের গভীর বোধ জাগ্রত করে, জাতীয় ইতিহাসের অবিনশ্বর প্রগতিশীল ও বিপ্লবী মূল্যবোধ বিশেষত ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের ঐতিহ্য এবং অস্থায়ী ও দীর্ঘমেয়াদী সমাজতান্ত্রিক নির্মাণকার্যের সমস্যা সম্পর্কে উদ্বুদ্ধ করে। আন্তর্জাতিকতাবাদী শিক্ষা দেশপ্রেমিক শিক্ষা অচ্ছেদ্য। এখানে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হল, সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে মৈত্রীর আদর্শ, সোভিয়েত ও অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশের সেনাবাহিনীর সঙ্গে হাতে-হাত-ধরা কমরেডসুলভ মনোভাব, স্বাধীনতার জন্য সংগ্রামরত মানুষের এবং তামাম দুনিয়ার শ্রমজীবী জনতার প্রতি সংহতিজ্ঞাপন।

অফিসার ও সৈনিকদের সমাজতান্ত্রিক চরিত্রের গড়নের ফল ও প্রকাশই হল শৃঙ্খলা। গভীর রাজনৈতিক চেতনার অধিকারী এই সেনাবাহিনী সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সশস্ত্র বাহিনীর সম্মুখীন সকল কাজের সবচেয়ে দক্ষ সমাধানের নিশ্চয়তা দিতে পারে।

নতুন ধরনের এই সেনাবাহিনীর একটি বৈশিষ্ট্য হল তার গণতন্ত্র যা সশস্ত্র বাহিনীর সর্বোচ্চ মর্যাদায় ও পদে উন্নতির ব্যাপক সুযোগের ব্যবস্থা করে দেয় এবং এই পথে যুব শ্রমিক ও কৃষকরা প্রত্যক্ষভাবে উৎসাহিত হয়। সেনাবাহিনীর অভ্যন্তরীণ সাংগঠনিক কাঠামোয় তা প্রকাশিত। মৌলিক প্রশ্নে যৌথ সংস্থা, সভা, সম্মেলন, পরামর্শ প্রভৃতি সমগ্র সেনাবাহিনীর কাঠামোকে জড়িয়ে আছে। উদাহরণস্বরূপ, কোনো মূল বিধি ও নিয়ম, বিশেষত যাতে সমাজতান্ত্রিক সেনাবাহিনীর আচরণের নীতি প্রভৃতি উল্লিখিত থাকে—সেগুলি নিয়ে ব্যাপকভাবে পরামর্শ করা হয়। ফলস্বরূপ, এগুলির প্রতিপালনে সৈনিকের নিয়মানুগত্যেরও অতিরিক্ত কিছু হয়—এটা তার সাধারণ নৈতিক কর্তব্যে পরিণত হয়।

গণতন্ত্র ও জনসাধারণের কর্মকাণ্ড এমন ভিত্তি রচনা করে যাতে নতুন ও যুক্তিবাদীদের আন্দোলন সাফল্যলাভ করতে পারে। জনসাধারণ সৃষ্ট প্রতিরক্ষার সুযোগের যুক্তিসংগত ও মিতব্যবহার সম্পর্কে চিন্তা সমাজতান্ত্রিক সেনাবাহিনীর সংগ্রামী মানুষদের একটি সাধারণ লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য। মতাদর্শগত বিশ্বাস, সৃজনশীল চিন্তা এবং উদ্যোগ তাকে সামাজিকভাবে পরিণত ও সক্রিয় নাগরিকে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ করে তোলে। এগুলি হল মতাদর্শগত প্রাকশর্ত। যার উপর দাঁড়িয়ে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত সমাজতান্ত্রিক অগ্রগতির আন্দোলন সমস্ত সামরিক ইউনিটের উপর আস্থা পুনঃস্থাপন করে।

এগুলি সমাজতান্ত্রিক সংস্কৃতির বহিঃপ্রকাশ, যার গুরুত্বের উপর জোর দেওয়া উচিত—বিশেষ করে সশস্ত্র বাহিনীর বর্তমান উন্নত মানের কথা মনে রেখেই। সমাজতান্ত্রিক সংস্কৃতি অন্যান্য জিনিসের মধ্যে দৃঢ় শিক্ষা, বুদ্ধিগত সক্রিয়তা, নীতি ও নৈতিক মানের প্রতি শ্রদ্ধ মনোভাব, নান্দনিক অনুভূতির বিকাশের প্রয়োজনীতাবোধ প্রভৃতি সৃষ্টি করে। সংস্কৃতির তাৎপর্য সম্পর্ক এই রকম একটা সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি সমাজতান্ত্রিক সশস্ত্র বাহিনীর চরিত্র ও বিকাশকে প্রভাবিত করার একটি উপাদান।

কিন্তু, সমাজতান্ত্রিক সেনাবাহিনীতে সংস্কৃতির প্রসঙ্গটি প্রথমত এবং প্রধানত একটি মানবিক সম্পর্কের বিষয়। একদিকে, তার নতুন মান পারস্পরিক শ্রদ্ধার, মৈত্রী ও সদিচ্ছা, কমরেডসুলভ মনোভাব ও সংহতি অধস্তনদের জন্য সেনাধ্যক্ষের চিন্তা প্রভৃতির মধ্যে প্রকাশ লাভ করে। অন্যদিকে, এই সম্পর্ক আদর্শস্থানীয় ও সচেতন শৃঙ্খলা, দায়িত্ববোধ, বিবেকবান ও কঠোরভাবে নির্দেশ পালন প্রভৃতিকেও বোঝায়। জনতার নেতারূপে প্রতিটি সেনাধ্যক্ষের পক্ষে মহান গৌরব ও মানবিক কর্তব্য হল—এই জাতীয় সম্পর্ক বিকশিত করা ও তা রক্ষা করা। সমাজতান্ত্রিক সেনাবাহিনীতে একজন সেনাধ্যক্ষ কম্যান্ডের ঐক্যের নীতির উপর তার অধিকার প্রয়োগ করে, যার অন্তর্ভুক্ত মহৎ সামরিক ও নৈতিক সম্মান এবং অধস্তনদের উপর তার আস্থা। একজন সেনাধ্যক্ষের উপর জনসাধারণের আস্থার প্রাকশর্ত তার মতাদর্শগত ও পেশাগত মান, বিবেকের সঙ্গে তার কর্তব্যপালন এবং তার অধস্তনদের জন্য ভালোবাসা। আর একটি প্রাকশর্ত হল—সেনাবাহিনী ও পার্টি সংক্রান্ত বিষয়ে যৌথ মতামতের প্রতি সময়োচিত মনোযোগ, নিজের ও অধস্তনদের প্রতি এক সতর্কতা ও কৌশল সমন্বিত নীতি ভিত্তিক যথাযথ আচরণ। সমাজতান্ত্রিক সেনাবাহিনীর জীবনযাত্রার বিষয় হল অধস্তনদের উর্ধ্বতনদের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি শৃঙ্খলার সঙ্গে শ্রদ্ধামিশ্রিত; সংক্ষেপে, পার্টির প্রতি আনুগত্য, পারস্পরিক বিশ্বাস ও বিশ্বস্ততার উপযোগী। সেনাবাহিনীর অবস্থার সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করে পার্টি সংগঠন এই জাতীয় সম্পর্কের প্রেরণাদাতা ও সংরক্ষক।

বিশ্বের সমাজতান্ত্রিক ও প্রগতিশীল পরিবর্তনের অপরিবর্তনীয় ব্যবস্থাকে সাম্রাজ্যবাদী শক্তির পক্ষে স্বীকার করে নেওয়া কঠিন। দুটি সমাজ-ব্যবস্থার মধ্যে সংঘাত আজ আর ততটা সামরিক-একচেটিয়া গোষ্ঠীর ইন্ধন যোগানো অস্ত্র প্রতিযোগিতার মধ্যে নয়, যতটা মতাদর্শগত ক্ষেত্রে। এমনকি বাস্তব চিন্তা-ভাবনা সম্পন্ন বুর্জোয়া রাজনীতিবিদেরাও সমাজতন্ত্রকে নমনীয় ও দুর্বল করা এবং তাকে মার্কসবাদী-লেনিনবাদী বিষয়বস্তু থেকে হীনবীর্য করার দীর্ঘমেয়াদী রণনীতিমূলক পরিকল্পনা রচনা করেছে।

সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সশস্ত্র বাহিনী বিশেষত, তাদের আন্তর্জাতিকতাবাদী ঐক্য, তাদের মৈত্রী এবং সোভিয়েত সেনাবাহিনীর সঙ্গে সহযোদ্ধার মনোভাব—সাম্রাজ্যবাদীদের প্রচারের অন্যতম লক্ষ্যবস্তু। আমরা এসবই বুঝি এবং আক্রমণের প্রত্যুত্তর দিই। অফিসার এবং সৈনিকদের রাজ-

নৈতিক সচেতনতা, মার্কসবাদী-লেনিনবাদী পার্টির শ্রেণী নীতির প্রতি তাদের আস্থা, দেশপ্রেম ও আন্তর্জাতিকতাবাদ—সমাজতান্ত্রিক সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে মতাদর্শগত অন্তর্ঘাতমূলক প্রয়াসকে বানচাল করে দেবার পক্ষে অত্যন্ত কার্যকর হাতিয়ার।

কমিউনিস্ট ও ওয়ার্কার্স পার্টিগুলি স্থায়ী শান্তি ও নিরাপত্তার জন্য লাগাতর সংগ্রাম করে চলেছে। মার্কসবাদী-লেনিনবাদী পার্টির কর্মসূচী শান্তি এবং জনতার স্বাধীনতা ও প্রগতিশীল উন্নয়নের সংগ্রামকে যুক্ত করে দেখে। সি পি এস ইউ-এর চতুর্বিংশতি কংগ্রেসে গৃহীত শান্তির কর্মসূচী এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন কর্তৃক কমরেড এল আই ব্রেজনেভের উৎসর্গীকৃত ব্যক্তিগত প্রয়াসের মাধ্যমে নিরবচ্ছিন্ন ও সক্রিয় প্রয়োগ ঐতিহাসিকভাবে একটি বিশেষ ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। সমাজতন্ত্রের অর্থনৈতিক ও প্রতিরক্ষার ক্ষেত্রে সাফল্য এবং তার সঙ্গে যুক্ত বিশ্বের শক্তিসমূহের সমন্বয় এর প্রয়োগকে সহজতর করেছে। এটা উত্তেজনা প্রশমন ও শান্তিকে সংহত করার নতুন দিগন্ত উন্মোচিত করেছে। অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সঙ্গে পোল্যান্ড সক্রিয়ভাবে তার অবদান রাখছে। ১৯৭৫ সালের ৯ মে সোজুম-এর বিজয় উৎসব পালন অধিবেশনে পি ইউ ডব্লিউ পি-র প্রথম সম্পাদক—এডওয়ার্ড গিয়েরেক বলেন—"সোভিয়েত ভূমির সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ সহযোগিতায়, আমাদের প্রতিবেশী ভ্রাতৃত্বমূলক চেকোশ্লোভাকিয়া ও জার্মান গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র এবং আমাদের অন্যান্য মিত্র ও বন্ধুদের সঙ্গে আমরা নিরবচ্ছিন্নভাবে উত্তেজনা প্রশমনের পথে অগ্রসর হব।" "...ইয়োরোপে যে শান্তি ইতিমধ্যে ৩০ বৎসর বিরাজ করেছে সেই শান্তির কালপর্বকে দৃষ্টিগ্রাহ্য সমগ্র ভবিষ্যতের দীর্ঘতর সময়ে প্রসারিত করাই আমাদের লক্ষ্য। আমাদের করায়ত্ত সকল শক্তি দিয়ে এই সম্ভাবনাকে বাস্তবায়িত করার চেষ্টা করব।"

পোল্যান্ডের সার্বিক গতিশীল সমাজতান্ত্রিক বিকাশ ও তার সামাজিক অর্থনৈতিক এবং প্রতিরক্ষার শক্তি এই লক্ষ্য সাধনে সঠিকভাবে কাজ করছে এবং করবে। আগামী পাঁচ বৎসরে এই বিকাশের জন্য ইতিকর্তব্য আগামী সপ্তম পি ইউ ডব্লিউ পি-র কংগ্রেসে স্থিরীকৃত হবে। যেমন সর্বদা হয়, ঠিক তেমনিভাবে গণ-সেনাবাহিনীর সংগ্রামী মানুষেরা শ্রমিকশ্রেণী এবং সমগ্র জনসাধারণের সঙ্গে এই কর্মসূচী রূপায়নে সক্রিয় অংশগ্রহণ করবে, জনতা, পার্টি ও সমাজতন্ত্রের প্রতি তাদের আনুগত্য এবং অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক সেনাবাহিনীর সঙ্গে সহযোদ্ধা এবং সারা বিশ্বের শ্রমজীবী জনতা ও প্রগতিশীল শক্তির সঙ্গে আন্তর্জাতিক সংহতি প্রদর্শন করবে।

একটি গঠনমূলক জাতীয় ঐক্যের কর্মসূচী

আলি ইয়াটা
জেনারেল সেক্রেটারী, পার্টি অব প্রোগ্রেস এণ্ড সোশ্যালিজম (মরক্কো)

মরক্কোতে এক নতুন রাজনৈতিক পরিস্থিতি রূপায়িত হতে চলেছে এবং তার প্রত্যক্ষ প্রতিফলন হয়েছে পার্টি অব প্রোগ্রেস এণ্ড সোশ্যালিজমের (পি পি এস) উপর।

১৯৪৩ সালে এর প্রতিষ্ঠার দিন থেকে ১৯৭৪ সাল পর্যন্ত আমাদের পার্টিকে আইনগত এবং কার্যত তার বৈধ কাজের অধিকার থেকে বঞ্চিত করে রাখা হয়। ফরাসি প্রোটেক্টরেটের শাসন কালে (১৯৫৬ সালে এর পতন পর্যন্ত) এটা ছিল গোপন পার্টি। স্বাধীনতার পর, এই পার্টি আধা-আইনী কাজ চালিয়ে যায় এবং বিভিন্ন কারণে এই কাজ কোনো কোনো সময় ছিল প্রায় সম্পূর্ণ গোপন এবং কোনো কোনো সময় ছিল বৈধ। ১৯৭৪ সালের আগস্টে এই পার্টি অবশেষে বৈধ বলে গণ্য হয় এবং পার্টি অব প্রোগ্রেস এণ্ড সোশ্যালিজম হিসাবে প্রকাশ্যে আবির্ভূত হয়। বিপ্লবী শ্রমিকশ্রেণী এবং গণ-আন্দোলনের পক্ষে এটা ছিল একটা বিরাট রাজনৈতিক জয়।

পার্টির নীতি অথবা কর্মসূচী কোনো পরিবর্তনের মধ্যে অথবা পার্টি কর্তৃক নিরবচ্ছিন্নভাবে অনুসৃত তার পূর্বতন লক্ষ্য থেকে কোনো প্রকার অপসারণের মধ্যে এই জয়ের কারণ খুঁজে পাওয়া যাবে না। মরক্কো মুক্তি আন্দোলনের সুনির্দিষ্ট অবস্থা ও শক্তিবিন্যাস থেকেই এই জয় সূচিত হয়েছে। সাধ্যানুযায়ী শক্তি ও সংগতি অনুসারে কাজ করার সংকল্প থেকেই পার্টির সাফল্য অর্জিত হয়েছে।

সব সময়েই এটা আমাদের নিয়ম ছিল যে নেতৃত্ব দেশের অভ্যন্তরে থাকবে, দেশে কাজ করে যাবে, জনগণের সংগে ঘনিষ্ঠ সংযোগ রাখবে এবং জনতার সংগে কাজ করবে। পরিস্থিতি নির্বিশেষে—প্রটেক্টরেটের আমলে অথবা স্বাধীনতার পর—পার্টি সংবাদপত্র (ইস্তাহার এবং সেই সংগে সাময়িকী) নিশ্চিতভাবে দেশে প্রকাশিত হত। এটা থেকে যথার্থ ফল পাওয়া গেছে এবং তা সঠিক রাজনৈতিক লাইন প্রস্তুতের ক্ষেত্রে সাহায্য করেছে।

স্বাধীনতার পর পরিস্থিতি সহজ ছিল না। ১৯৫৬ সাল থেকে ১৯টি বছর ছিল সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে, নয়া-উপনিবেশবাদের নতুন ও পুরানো রূপের বিরুদ্ধে কঠিন সংগ্রামে পূর্ণ এবং মরক্কোর প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি যার মধ্যে রয়েছে সামন্তশক্তিগুলি ও বিদেশী পুঁজির সাথে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত বুর্জোয়াদের অংশগুলি, তাদের সাথে সংঘাতপূর্ণ ছিল ঐ সব বছর। দুর্ভাগ্যক্রমে, অধিকাংশ সময় দেশপ্রেমিক শক্তিগুলি ছিল বিভক্ত। স্বাধীনতার প্রথম বছরগুলিতে জাতীয় বুর্জোয়ারা ক্ষমতায় তাদের একাধিপত্য বজায় রাখার জন্য এবং পরে প্রতিক্রিয়াশীল চক্রগুলির সংগে ক্ষমতা ভাগাভাগি করার জন্য সচেষ্ট হয়। প্রগতিশীল ও গণতান্ত্রিক শক্তিগুলিকে সরকার থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখা হয়।

কিন্তু এ ধরনের অবস্থার পরিসমাপ্তির দিন ঘনিয়ে এসেছে। পি পি এস-কে বৈধকরণের মধ্যে এর উৎকর্ষের প্রমাণ পাওয়া যায়, সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী আন্দোলনের এক নতুন অগ্রগতির মুহূর্তে এই ঘটনা ঘটেছে, অথবা আরও নির্দিষ্টভাবে বলতে গেলে, এটা হল এই আন্দোলনের অন্যতম ফলশ্রুতি, এবং নিঃসন্দেহে এটা শত্রুর বিরুদ্ধে তার সংগ্রামে নতুন প্রেরণা দেবে, এর শক্তি বৃদ্ধি করবে এবং একে প্রাগ্রসর ভাবধারায় সমৃদ্ধ করবে।

প্রগতিশীলদের অভিমত অনুসারে—২১-২৩ ফেব্রুয়ারিতে কাসাব্লাঙ্কায় এই প্রথম বৈধভাবে অনুষ্ঠিত পি পি এস-এর জাতীয় কংগ্রেস মরক্কোর পক্ষে এক ঐতিহাসিক গুরুত্বসম্পন্ন ঘটনা।

এটা কেবলমাত্র একটি সাধারণ কংগ্রেস নয়। এটা এক নতুন ও বিরাট অগ্রগামী পদক্ষেপের প্রতীক। প্রথমত, এই কংগ্রেস পার্টির রাজনৈতিক ধারা ও বাস্তব কার্যকলাপ অনুমোদন করে। দ্বিতীয়ত, এই কংগ্রেস এক নতুন পরিস্থিতিতে কাজের সূচনা করে।

আমাদের শত্রুরাও এর রাজনৈতিক তাৎপর্য সম্পর্কে সচেতন। প্রতিক্রিয়াশীল ও বিভিন্ন সুবিধাবাদী গ্রুপ একে বানচাল করার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু তারা যা করতে সক্ষম হয়েছিল তা হল কংগ্রেসের উদ্বোধন দিবসকে স্থগিত রাখা: পূর্ব নির্ধারিত মতো ৭ ফেব্রুয়ারির পরিবর্তে কংগ্রেস ২১ ফেব্রুয়ারি শুরু হয়। কংগ্রেস পার্টির শক্তি এবং দেশের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে পার্টির প্রভাব প্রমাণিত করেছে।

অগ্রগতি এবং উৎসাহের ভাবধারায় সমুন্নত এই কংগ্রেস কার্যকর ফলাফল সূচিত করে। এই কংগ্রেস গুরুত্বপূর্ণ জাতীয়, আন্তর্জাতিক, রাজনৈতিক ও মতাদর্শগত ক্ষেত্রে পার্টির পরিপক্কতা ও দায়িত্বজ্ঞানের পরিচয় দিয়েছে। এই কংগ্রেস দেখিয়েছে যে পার্টির আন্তর্জাতিক সম্পর্ক প্রসারিত হচ্ছে। ১৬টি কমিউনিস্ট পার্টির ও বহু সংখ্যক বিপ্লবী গণতান্ত্রিক দলের প্রতিনিধিরা এই কংগ্রেসে উপস্থিত থাকেন এবং প্যালেস্টাইন মুক্তি সংস্থার (পি এল ও) প্রতিনিধিগণও যোগ দেন। এটা পার্টির ক্রমবর্ধমান মর্যাদা ও দেশ ও জনগণের প্রতি পার্টির কাজের স্বীকৃতিকে চিহ্নিত করে। সোশ্যালিস্ট ইউনিয়ন অব পপুলার ফোর্সেস এবং ইস্তিক লাল (ইণ্ডিপেণ্ডেন্স পার্টি)-এর সাধারণ সম্পাদক সহ মরক্কোর প্রধান রাজনৈতিক দল ও ট্রেড ইউনিয়নগুলির

প্রতিনিধিগণও এই কংগ্রেসে যোগদান করেন—মরক্কান ইউনিয়ন অব লেবার-এর প্রতিনিধিও কংগ্রেসে যোগ দেন।

কেন্দ্রীয় কমিটি আলোচ্য বিষয়গুলি সুত্রায়িত করে ও বিশ্লেষণ করে এবং তা আগে থেকেই পার্টি শাখাগুলিতে আলোচনার জন্য প্রচার করা হয়। সমগ্র পার্টি আলোচনায় অংশগ্রহণ করে যা চমৎকার ফলপ্রসূ হয় এবং পার্টি সভ্যদের কাজে জড়িত থাকার ও দায়িত্ব পালনের মনোভাব উদ্বুদ্ধ করে তোলে। আলোচনার ভিত্তিতে পার্টি শাখাগুলি কংগ্রেসে(১) তাদের প্রতিনিধিদের জন্য নির্দেশাবলী প্রস্তুত করে দেয়।

কংগ্রেস সর্বসম্মতিক্রমে কেন্দ্রীয় কমিটির রাজনৈতিক রিপোর্ট অনুমোদন করে, নিয়মাবলী ও নতুন কর্মসূচী গ্রহণ করে এবং নেতৃত্ব নির্বাচিত করে। পেশাদার বিপ্লবী ছাড়াও এই নেতৃত্বে যুক্ত রয়েছে অনেক কায়িক ও বুদ্ধিজীবী শ্রমিক এবং মরক্কোর পক্ষে যা গুরুত্বপূর্ণ তা হল যে মহিলারাও এই নেতৃত্বে যুক্ত আছেন। সমস্ত পি পি এস সংগঠনগুলি বর্তমানে অবশ্যই শ্রমিক এবং কৃষকদের মধ্যে কাজ বাড়াবে এবং এই কাজের মধ্যে আরও ঘনিষ্ঠভাবে যুবক এবং মহিলাদের সমস্যা নিয়ে কাজ করবে এবং তত্ত্বগত প্রশ্নসমূহ ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে অংশগ্রহণ করবে।

মরক্কোর নতুন রাজনৈতিক পরিস্থিতি অনুধাবনের জন্য অতীত নিয়ে পুনরায় আলোচনা করা প্রয়োজন।

সাম্রাজ্যবাদ ও মরক্কোর প্রতিক্রিয়াশীলদের কাছে স্বাধীনতা হয়েছিল একটা আঘাতস্বরূপ। কিন্তু প্রতিক্রিয়াশীলেরা জাতীয় বুর্জোয়াদের দৃঢ়তার অভাবের সুযোগ গ্রহণ করে, এবং তারা সাম্রাজ্যবাদ ও বৈদেশিক প্রতিক্রিয়াশীলদের সমর্থনে অচিরেই রাজনৈতিক মঞ্চে আসে এবং প্রতি-আক্রমণ সংগঠিত করে। প্রথমত, তারা গণতান্ত্রিক পোশাকে নিজেদের জাহির করে—পরে তা ছুঁড়ে ফেলে দেয় এবং বিপ্লবী ও প্রগতিশীল শক্তিকে(২) আঘাত করে।

প্রধানত জাতীয় বুর্জোয়ার দক্ষিণপন্থীদের নীতির ফলে প্রতিক্রিয়া তার সুযোগ পেয়ে যায়—তারা শ্রমজীবী জনতার উপর নিয়ন্ত্রণের অধিকার কায়েমের জন্য এবং নিজেদের শ্রেণীস্বার্থের জন্য তাদের ব্যবহার করার প্রয়াস চালায়। "বামপন্থী"র পক্ষ থেকেও এর সমর্থন ছিল—এই "বামপন্থী"দের মধ্যে কতিপয় হঠকারী পেটি বুর্জোয়া। দক্ষিণপন্থীদের নীতি দেশপ্রেমিক এবং বিপ্লবী শক্তিগুলির মধ্যে প্রতিরোধের জন্ম দেয়। কিন্তু একই ভাবে এর একটা নেতিবাচক ফলাফলের উদ্ভব হয়ঃ জাতীয় বুর্জোয়াদের খাটো করে দেখা হয় ও প্রোটেক্টরেটের আমলে দীর্ঘ বছরগুলিতে সংগঠিত সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী আন্দোলনে ফাটল সৃষ্টি করা হয়। এটা সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থে কাজ করে। ১৯৬৩ সালে জাতীয় বুর্জোয়ার প্রতিনিধিদেরকে সরকার থেকে অপসারণ করা হয়। একটা বিপজ্জনক রাজনৈতিক শূন্যতা বিরাজ করে এবং তখন প্রতিক্রিয়া ক্ষিপ্রতার সঙ্গে এটা পূরণ করতে সচেষ্ট হয়। প্রগতিশীল এবং গণতান্ত্রিক সাফল্যগুলি বিপন্ন হয়ে পড়ে। ১৯৭১ সালের জুলাইতে এবং ১৯৭২ সালের আগস্টের ব্যর্থ প্রতিক্রিয়াশীল ক্যু এটা প্রমাণ করেছে।

কিন্তু ১৯৭২-৭৪ সালের রাজনৈতিক ঘটনাবলী দেখিয়েছে যে ধীরে ধীরে কিন্তু নিশ্চিতভাবে দেশ নিয়মতান্ত্রিক মানের দিকে ফিরে যাচ্ছে। অভ্যন্তরীণ নীতি, অর্থনীতি এবং সামাজিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে একটা উদারনৈতিক প্রবণতা প্রমাণিত হচ্ছে। সরকারি দরবার এবং প্রধান বিরোধী দলগুলির মধ্যে পারস্পরিক আলোচনা পুনরায় শুরু হচ্ছে।

কিন্তু প্রতিক্রিয়া কোনোক্রমেই নির্মূল হয় নি। প্রগতি ও গণতন্ত্রের শক্তিগুলি এখনও দ্বিধাবিভক্ত। অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক পরিস্থিতির ক্ষেত্রে ভারসাম্য অনিশ্চিত।

অতীতে, পর পর অধিষ্ঠিত সরকারগুলি দুর্ভাগ্যজনকভাবে পরীক্ষামূলক কাজ চালাতে চেষ্টা করেছে। "অর্থনৈতিক উদারনৈতিকতার" নীতির কথা স্মরণ করাই যথেষ্ট এবং তা যথেষ্ট অনিষ্টকর বলে প্রমাণিত হয়েছে। এ সকল বিভিন্ন ব্যবস্থার অপরিহার্য নেতিবাচক ফলাফলের বিরুদ্ধে আমাদের পার্টি বার বার সতর্ক করে দিয়েছে।

বর্তমান পরিস্থিতিতেও, পার্টি বর্তমান দেউলিয়া নীতির বিকল্প হিসাবে অবিচল সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রামের, গঠনমূলক কাজের এবং জাতীয় ঐক্য পুনরুদ্ধারের কর্মসূচী গ্রহণের প্রস্তাব করছে। পার্টি বৈধ কাজে অগ্রসর হচ্ছে এবং বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের তত্ত্বে উদ্দীপিত মরক্কোর শ্রমিক-শ্রেণীর অগ্রগামী শক্তি হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করছে এবং এই পার্টি জাতীয়-গণতান্ত্রিক বিপ্লব সমাধা করার সংগ্রামে দৃঢ়ভাবে সংকল্পবদ্ধ। পি পি এস ঘোষণা করেছে যে অন্যান্য প্রধান জাতীয় পার্টিগুলির অনুরূপ পি পি এস-ও সাহারায় স্পেন অধিকৃত মরক্কোর ভূখণ্ড মুক্তির দাবিকে আন্তর্জাতিক মঞ্চে সোচ্চার করে তোলার কাজ চালিয়ে যাবে। বিশ্বের রাজনৈতিক ইতিহাসে এর অনুরূপ ঘটনা কমই আছে। মরক্কোর ক্ষেত্রে পার্টি সরকারের পদ্ধতির পরিবর্তনের কথা বলে।

বৈধ হওয়ায় আমাদের পার্টি দেশের রাজনৈতিক জীবনে আরও বেশি সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করতে সক্ষম। এই প্রসঙ্গে পি পি এস কংগ্রেস একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। মরক্কোর পরিস্থিতির ব্যাপক নিরীক্ষা চালিয়ে, মরক্কোর লক্ষ্য ও কর্তব্য পূরণের পদ্ধতি এবং উপায় ব্যাখ্যা করে এই কংগ্রেস পার্টি ও মেহনতী জনতার সামনে সংগ্রামের এক সুস্পষ্ট রূপরেখা উপস্থিত করেছে।

জাতীয়-গণতান্ত্রিক বিপ্লবের দায়িত্ব, জাতীয় মুক্তির

---

১ প্রতিনিধিদের সংখ্যা ৩৩৮। তাদের সামাজিক পশ্চাৎপটঃ

শ্রমিক এবং কর্মচারী ৪৩ শতাংশ, গরিব কৃষক ১৬, বুদ্ধিজীবী ৪১। এদের মধ্যে ২০ শতাংশেরও বেশি মহিলা। বয়সঃ ৩০ বছর পর্যন্ত ৪৩ শতাংশ, ৩০-৪০ বছর পর্যন্ত ৪০ শতাংশ, ৪০ বছরের ঊর্ধ্বে ১৭ শতাংশ।

২ ১৯৫৯ সালে মরক্কো কমিউনিস্ট পার্টিকে সরকারিভাবে বেআইনী ঘোষণা করে। ১৯৬৩ সালে চরমপন্থী ন্যাশনাল ইউনিয়ন অব পপুলার ফোর্সেস-এর কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে এক মামলা সাজায়। ছাত্র বিক্ষোভের বিরুদ্ধে জরুরী অবস্থা প্রয়োগ করা হয়—১৯৬৫ সালের বসন্তকালে এই বিক্ষোভ দমন করা হয়—১৯৭০ সাল পর্যন্ত জরুরী অবস্থা তুলে নেয়া হয় নি।

প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ করা, উগ্র বামপন্থী ঝোঁকের বিরুদ্ধে সংগ্রাম এবং আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি ইত্যাদির ন্যায় প্রশ্নাবলী সম্পর্কে এই কংগ্রেস বিশেষ দৃষ্টি নিবদ্ধ করে।

১৯৫৬ সালে স্বাধীনতা অর্জনের সংগে সংগে জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রথম স্তর শেষ হয়। নতুন স্তরের প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে পরিপূর্ণ স্বাধীনতা—পার্টি বলছে যে এটা অবশ্যই সমাজতন্ত্রে উত্তরণের আগে ঘটবে। স্পেন অধিকৃত ভূখণ্ডের উপর মরক্কোর সার্বভৌমত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা এবং অর্থনৈতিক অধীনতা দূর করার প্রশ্নে আমাদের সংগ্রাম মূলত সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী এবং সেই হেতু আন্তর্জাতিক চরিত্রসম্পন্ন।

১৯৫৬ সাল থেকে আমাদের পার্টি জনগণকে বলে আসছে যে রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জন সত্ত্বেও মুক্তি আন্দোলন এবং সাম্রাজ্যবাদের মধ্যে প্রধান বিরোধ থেকে যাচ্ছে। সুতরাং প্রয়োজন হচ্ছে একটি ব্যাপক ও শক্তিশালী সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী মৈত্রী যা কোনো ভাবপ্রবণতা অথবা পছন্দ-অপছন্দের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়—এবং যার ভিত্তি হচ্ছে জীবনের চাহিদার বাস্তব মূল্যায়নের উপর। আমরা মনে করি যে কেবলমাত্র এ ধরনের মৈত্রী বর্তমান বিরোধের আমূল সমাধানের নিশ্চয়তা বিধান করতে পারে, পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জন করতে পারে এবং জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবের দ্বিতীয় স্তরের সাফল্যের গ্যারান্টি দিতে পারে।

মরক্কোর অভিজ্ঞতা দেখিয়েছে যে একটি শ্রেণীর দ্বারা স্বাধীনতা অর্জিত হতে পারে না, একটা সামাজিক গোষ্ঠী দ্বারা তো নয়ই। এর জন্য প্রয়োজন হচ্ছে সমস্ত দেশপ্রেমিক শক্তিসমূহের যুক্ত প্রচেষ্টা। কিন্তু এ সকল শক্তিসমূহের মৈত্রী শুধুমাত্র প্রচার-পদ্ধতির দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না, তা সে যত শক্তিশালী হোক না কেন।

সমস্ত বৈপ্লবিক সামাজিক স্তরগুলিকে স্বাধীনতার জন্য কাজের প্রস্তুতি ও কার্যকর করার সংগে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত থাকতে হবে। যারা তাদের নিজেদের শ্রেণী, বর্গ ও গোষ্ঠীর একমাত্র সমর্থনে সাম্রাজ্যবাদ ও অনগ্রসরতা দূর করার আশা করেছিল তাদের এই প্রচেষ্টার ব্যর্থতার মধ্যেই এ ধরনের ব্যাপক ঐক্যের প্রয়োজনীয়তার কথা বহুল পরিমাণে প্রমাণিত হয়েছে। আমরা দেখেছি যে এ ক্ষেত্রে একদিকে পূর্ণ স্বাধীনতা এবং অন্যদিকে রাষ্ট্রীয় সংস্থা গুলিকে গণতান্ত্রিকভাবে বিকশিত করা এবং জাতীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণে জনগণের অংশগ্রহণ এ দুয়ের মধ্যে এক ঘনিষ্ঠ দ্বান্দ্বিক সংযোগ রয়েছে। যখন এই সমস্ত শর্ত পূরণ হয় তখনই জতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবের দ্বিতীয় স্তরকে ত্বরান্বিত করা সম্ভব হবে।

এসব ক্ষেত্রে শ্রমিকশ্রেণী এবং জনগণের অন্যান্য অংশের পক্ষে তাদের সামাজিক-অর্থনৈতিক গুরুত্ব এবং রাজনৈতিক গতিশীলতার সংগে সংগতি রেখে জাতীয় মোর্চার মধ্যে একটি আসন অধিকার করা সম্পূর্ণভাবে অত্যাবশ্যক, তাদের এই গুরুত্ব তাদের উচ্চ সংগ্রামী সম্ভাবনার দ্বারা প্রতিনিয়ত ব্যক্ত হচ্ছে। এটা স্মরণ রাখা উচিত যে জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবের দ্বিতীয় স্তরের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে শ্রেণী-সংগ্রামের এক বিশেষ রণকৌশল যার মধ্যে যুক্ত থাকবে মাঝারি ও ছোট বুর্জোয়াদের দেশপ্রেমিক অংশ যারা শ্রমিক-শ্রেণী, গরিব কৃষক এবং প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবীদের সংগে একটি স্থান দখল করে আছে। কিন্তু জাতীয় মোর্চায় প্রধান সাংগঠনিক এবং তত্ত্বগত ভূমিকা থাকছে শ্রমিকশ্রেণীর।

১৯৭৪ সালের শরৎকালে মরক্কোর রাষ্ট্রীয় অখণ্ডতা পুনরুদ্ধারের দাবির সমর্থনে সফল কূটনৈতিক প্রচেষ্টা নিঃসন্দেহে প্রমাণ করেছে যে একই জাতীয় স্বার্থে দেশপ্রেমিক শক্তিগুলির ঐক্য গঠন সঠিক এবং কার্যকর।

অন্যান্য ক্ষেত্রে মরক্কোর সাফল্যের কথা আমরা আনন্দের সংগে উল্লেখ করতে পারি। সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রামে নতুন অভ্যুত্থান (বিশেষ করে ফ্রাঙ্কো উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে) আরও অনেক আন্দোলনের পথ প্রশস্ত করে দিয়েছে যার লক্ষ্য হল অর্থনীতির কৃষি সেক্টর থেকে বৈদেশিক ব্যক্তিগত পুঁজির সম্পূর্ণ অপসারণ করা এবং শিল্প বাণিজ্য এবং মূলধনের(১) ক্ষেত্রে এর কাজকে আরও সংকুচিত করা।

উন্নত ব্যবস্থার দাবিতে শ্রমজীবী জনতার বেপরোয়া সংগ্রামও গুরুত্বপূর্ণ ফলাফল এনে দেয়, বিশেষ করে, মজুরি ও বেতন ভুক কতিপয় শ্রেণীর জন্য উচ্চতর জাতীয় গ্যারান্টিযুক্ত নিম্নতম হারে বেতন বৃদ্ধি। এই সাফল্যগুলি শ্রমিকদেরকে তাদের অধিকারের জন্য সংগ্রাম চালিয়ে যেতে উদ্বুদ্ধ করে।

কিন্তু সামনে যে কর্তব্য রয়েছে তা আরও চিত্তাকর্ষক। সর্বপ্রথম, বৈদেশিক শাসনাধীন ভূখণ্ডগুলি ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য আমাদের সংগ্রামকে অবশ্যই অগ্রসর করে নিতে হবে—একে শুধু কূটনৈতিক কার্যকলাপের মধ্যে সীমাবদ্ধ করে রাখা চলবে না। অর্থনীতির উপর রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব প্রসারিত করাও প্রয়োজন—এই অর্থনীতির উপর এখনও বিদেশী পুঁজির শক্ত হাত বিদ্যমান আছে (বিশেষ করে মূলধনের ক্ষেত্রে)।

এ প্রসংগে আমি জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের সমস্যা সম্পর্কে মরক্কোর রাজনৈতিক মহলের বর্তমানে আরও বাস্তব দৃষ্টিভংগির কথা সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করতে চাই। এটা সাধারণভাবে স্বীকৃতি হচ্ছে যে একই সংগে রাষ্ট্রীয় অখণ্ডতা পুনরুদ্ধার ও অর্থনৈতিক মুক্তির জন্য এবং প্রগতিশীল ও গণতান্ত্রিক ভিত্তিতে জাতীয় নির্মাণ কার্যের জন্য সংগ্রাম পরিচালনার মাধ্যমেই জাতীয় সার্বভৌমত্বকে সুনিশ্চিত করা যেতে পারে।

সরকারি বিবৃতিতে অধিকৃত অঞ্চল মুক্ত করার আহ্বানের সংগে সংগে আইনসভাগুলির নির্বাচনের প্রস্তুতির জন্য এবং কার্যকর সংসদীয় শাসন প্রবর্তনের উদ্দেশ্যে একটি সরকার গঠনের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

আমাদের পার্টি সমস্ত দেশপ্রেমিক শক্তিগুলির এবং একই কর্মসূচীতে সম্মত সমস্ত পার্টির প্রতিনিধিসহ জাতীয় ঐক্যের একটি সরকার গঠনের দাবি উপস্থিত করেছে। বিশেষ করে, আমরা দৃঢ়তার সংগে বলছি যে অর্থনৈতিক, রাজস্ব, কৃষি এবং পররাষ্ট্র বিষয় সহ মূল মন্ত্রক-

---

১ বৈদেশিক সংস্থাগুলির জাতীয়করণ এবং "মরক্কোর অন্তর্ভুক্ত করা"। সর্বশেষ ব্যবস্থা হল তেলজাত পণ্য ব্যবসায়ী বহু সংখ্যক বৈদেশিক কোম্পানি জাতীয়করণ করা।

গুলি বর্তমানে ৪টি বিরোধী দলের হাতে অর্পণ করা হোক।

আমাদের কর্মসূচীতে আরও রয়েছে গণতান্ত্রিক আধেয় যুক্ত, গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে রচিত ও গৃহীত নতুন সংবিধানের দাবি। জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা বিবেচনা করে এবং আমাদের যুগের ঐতিহাসিক, রাজনৈতিক এবং সামাজিক-অর্থনৈতিক চাহিদা অনুযায়ী সংবিধানকে জনগণের সার্বভৌমত্বের স্বীকৃতি দিতে হবে।

পি পি এস সম্পূর্ণভাবে অবহিত আছে যে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি তাদের অস্ত্র সংবরণ করেনি—তারা তাদের শক্তি সমাবেশ করছে। তারা রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং গণজীবনে বর্তমান ও সম্ভাব্য প্রগতিশীল পরিবর্তনকে তীব্র প্রতিরোধ করে চলেছে। তাদের প্রধান ভীতির কারণ হচ্ছে দেশপ্রেমিক শক্তিগুলির ঐক্য। এটা আরও স্মরণ রাখতে হবে যে প্রতিক্রিয়াশীলেরা ঐক্যের একমাত্র শত্রু নয় এবং তারা জাতি ও জনগণের স্বার্থের চরম অনিষ্টকারী সেই সঙ্গে সুবিধাবাদী আন্দোলন বিশেষ করে উগ্র বামপন্থীরাও ঐক্যের পরিপন্থী।

যে উগ্র বামপন্থীরা প্রায়ই দক্ষিণপন্থী সুবিধাবাদের মধ্যে সহজে যুক্ত হয়ে পড়ে তারা মেহনতী জনগণের উপর নেতৃত্বের দাবি করে। তাদের নৈরাজ্যবাদী, ট্রটস্কীপন্থী এবং অন্যান্য বামপন্থী শ্লোগানের মাধ্যমে তারা প্রগতিশীল রাজনৈতিক সংগঠন এবং ট্রেড ইউনিয়নগুলিকে বিভ্রান্ত করতে চায়, জনগণের মধ্যে সন্দেহ ও হতাশা সৃষ্টি করে এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন ও অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির বিরুদ্ধে বিদ্বেষের বীজ বপন করে। তারা তাদের হঠকারী কার্যকলাপ দ্বারা বিভেদকে উস্কিয়ে দেয় এবং কার্যত সাম্রাজ্যবাদীদের হাতে ক্রীড়নক হয়ে জাতীয় স্বার্থের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে।

উগ্রবামপন্থীরা আমাদের পার্টিকে তাদের আক্রমণের মূল লক্ষ্য হিসাবে স্থির করেছে। তারা প্রকাশ্যে পার্টির বৈধকরণের জন্য অসন্তোষ প্রকাশ করে, তারা সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে দেশপ্রেমিক ঐক্যের সংগ্রামের বিরোধিতা করে, তারা প্রলেতারীয় আন্তর্জাতিকতাবাদের প্রতি পার্টির আনুগত্যের নিন্দা করে। আমাদের পার্টির প্রাক্তন সভ্যদের মুষ্টিমেয় অংশ বৃথাই সমর্থক খুঁজে বেড়ায়। রাজনৈতিক সংগ্রামে অংশগ্রহণকারী যে যোদ্ধারা তাদের দায়িত্ব উপলব্ধি করে এবং যাদের পরিপূর্ণ তত্ত্বগত পটভূমি রয়েছে তাদের মধ্যে তারা সমর্থকদের কখনও খুঁজে পাবে না। এ কারণেই উগ্র বামপন্থীরা শ্রমিকশ্রেণী ও ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনে তাদের প্রস্তাব রাখতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে। শ্রমিকেরা দ্রুত তাদের পেটি-বুর্জোয়াসুলভ চরিত্র বুঝতে পারে এবং তাদের কাছ থেকে সরে আসে।

উগ্রবামপন্থীরা যুব আন্দোলনকে বিপুলভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করে। তারা ন্যাশনাল স্টুডেন্টস ইউনিয়নকে হঠকারী পথে টেনে নিয়েছিল এবং ফলে তারা বে-আইনী ঘোষিত হল। লাইসি ছাত্রদের আন্দোলনে প্রধান ভুলগুলির জন্য তারাই দোষী। আমাদের পার্টি রাজনৈতিকভাবে অপরিপক্ক যুবকদের উপর উগ্র বামপন্থী হঠকারীদের অনিষ্টকর প্রভাবের বিরুদ্ধে ক্ষমাহীন সংগ্রাম পরিচালনাকে কর্তব্য হিসাবে গণ্য করে কারণ যুবকেরা মরক্কোর বর্তমান পরিস্থিতিতে সহজেই নিরুৎসাহ হয়ে পড়ে এবং সাচ্চা বিপ্লবী পথ থেকে বিপথে পরিচালিত হয়।

সাম্রাজ্যবাদ এবং প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে সংগ্রামে মরক্কো জনগণের সাফল্য বিপুল পরিমাণে বিশ্ব পরিস্থিতির উপর নির্ভর করে—পি পি এস কংগ্রেসে বলা হয়েছে যে এই বিশ্ব পরিস্থিতি শান্তি, সমাজতন্ত্র এবং পুঁজিবাদী দেশগুলিতে কমিউনিস্ট ও শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলন এবং জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের পক্ষে শক্তিসমূহের পারস্পরিক সম্পর্কের দৃঢ় পরিবর্তনের দ্বারা চিহ্নিত হয়েছে। সমাজতান্ত্রিক গোষ্ঠীর দেশগুলি সমাজতন্ত্র নির্মাণের ক্ষেত্রে নতুন মানুষ রূপায়ণে, এবং বিশ্ব শান্তি ও নিরাপত্তার নিশ্চয়তা বিধানের কাজে বিপুলভাবে অগ্রসর হয়েছে। জাতীয় মুক্তি আন্দোলন ইন্দোচীন এবং আফ্রিকায় (পূর্বতন পর্তুগীজ উপনিবেশের জনগণ কর্তৃক স্বাধীনতালাভ) সাম্রাজ্যবাদের উপর চরম পরাজয় ঘটায়। সাম্রাজ্যবাদীরা একের পর এক তাদের অবস্থান থেকে হঠে যাচ্ছে। এটা স্মরণ করা যথেষ্ট যে প্যালেস্টাইনের আরব জনগণের জাতীয় অধিকার আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি লাভ করেছে এবং তাদের নিজেদের জাতীয় সম্পদের নিয়ন্ত্রণভার গ্রহণের এবং অর্থনৈতিক স্বাধীনতা অর্জনের প্রচেষ্টার ক্ষেত্রে উন্নয়নশীল দেশগুলির সাফল্য ঘটেছে। অনেক দেশে জাতীয় উন্নয়ন কর্মসূচী সুস্পষ্টভাবে সমাজতন্ত্রমুখী। অন্যান্য বিপ্লবী শক্তিগুলির সঙ্গে যুক্ত হয়ে শ্রমিকেরা সিরিয়া, ইরাক এবং ইয়েমেনের পিপল্‌স ডেমোক্রাটিক রিপাব্লিকের প্রগতিশীল শাসনকে সুসংগঠিত করার কাজে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করছে। মরক্কোতেও শ্রমিকশ্রেণী সন্দেহাতীত সাফল্য অর্জন করেছে। পুঁজিবাদী দেশগুলিতে শ্রমিক আন্দোলন প্রধান প্রধান সাফল্য অর্জন করেছে। শ্রমিকশ্রেণী পর্তুগাল এবং গ্রীসে ফ্যাসিবাদী-একনায়কতন্ত্র উৎখাত করার ক্ষেত্রে বিরাট অবদান রেখেছে।

মাওবাদী, ট্রটস্কিপন্থী, উগ্রপন্থী এবং বিশ্ব বিপ্লবী প্রক্রিয়ার অপরাপর বিরোধীরা যদি বিঘ্ন না ঘটাত তবে বিশ্ব শক্তিসমূহের ভারসাম্যের আরও বৃহত্তর ও দ্রুততর পরিবর্তন ঘটত। কারণ সাম্রাজ্যবাদ পাল্টা আক্রমণ চালানোর জন্য, বিপ্লবী শক্তিগুলিকে আঘাত করার জন্য, হারানো মর্যাদা ফিরে পেতে, প্রতিক্রিয়াকে শক্তিশালী করতে ও সুবিধাবাদী আন্দোলনকে সমর্থন দিতে প্রতিটি সুযোগকে কাজে লাগায়।

জাতীয় মুক্তির এলাকায় সাম্রাজ্যবাদ সমাজতান্ত্রিক বিশ্বের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সংযোগ সাধনের প্রক্রিয়াকে বন্ধ করার জন্য অথবা, অন্ততঃপক্ষে বিলম্বিত করার উদ্দেশ্যে প্রয়াস চালিয়ে যায়। কিন্তু সে ধরনের প্রচেষ্টা কদাচিৎ সাফল্য অর্জন করে। আমাদের দেশ এবং সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির মধ্যে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সহযোগিতার সাফল্য সম্পর্কে মরক্কোতে আমাদের পক্ষে গর্ববোধ করার কারণ রয়েছে। কংগ্রেসে অনেক বক্তা এ কথা আনন্দের সঙ্গে উল্লেখ করেন।

আমাদের পার্টি এই অভিমত পোষণ করে যে, বিশ্বরঙ্গমঞ্চের ইতিবাচক পরিবর্তনগুলি আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদবিরোধী ফ্রন্টের বৃহত্তর ঐক্যের সঙ্গে যুক্ত হতে থাকবে।

কংগ্রেস আগামী দিনের জন্য সুস্পষ্টভাবে সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব তুলে ধরেছে এবং একটি ব্যাপক ঐতিহাসিক রূপ-রেখা প্রস্তুত করেছে। নিঃসন্দেহে এটা পার্টির প্রভাব আরও শক্তিশালী করতে সাহায্য করবে। ঐক্যবদ্ধতা, জনগণের প্রতি আনুগত্য বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের নীতির প্রতি আনুগত্য এবং সমাজতন্ত্রের আদর্শের চূড়ান্ত বিজয় সম্পর্কে বিপুল আস্থা হচ্ছে একটি দৃঢ়সংকল্প যার উপর পার্টি তার সম্মুখীন কর্তব্য পালন করবে।

কর্মী সম্পর্কিত নীতিতে নবীন ও পুরনো ঐতিহ্য

স্যান্ডর জ্যাকব
হাঙ্গেরির সোশ্যালিস্ট ওয়ার্কার্স পার্টির কেন্দ্রীয়
কমিটির সদস্য এবং বিভাগীয় প্রধান

নতুন নতুন চাহিদার মোকাবিলায় পার্টি-কর্মীদের মধ্যে পার্টির কাজকর্মের উন্নতিবিধানের একান্ত প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। কারণ, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত বিপ্লবের এই যুগে অর্থনৈতিক বিকাশের গতিশীলতা, রাষ্ট্রযন্ত্র এবং পার্টির সার্বিক পরিধির মধ্যে ব্যাপকতর স্বাধীনতা এবং বর্ধিত দায়িত্ববোধ এবং প্রশাসকদের সম্পর্কে জনসাধারণের অধিকতর সঠিক মূল্যায়নের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের পার্টি-কর্মীদের কাজকর্মের উন্নতিবিধানের জন্য আমাদের এতাবৎ অর্জিত অভিজ্ঞতাসমূহের ব্যবহার প্রয়োজন। এই বছরের গোড়ার দিকে অনুষ্ঠিত একাদশ পার্টি কংগ্রেস ঘোষণা করেছিল : "পার্টির নেতৃত্বের ভূমিকাকে জোরদার করবার জন্য এবং তার নীতিসমূহকে সঠিকভাবে রূপায়ণের তাগিদে পার্টি-কর্মীদের কাজকর্ম সম্পর্কিত আমাদের মূল নীতিগুলিকে আরো কার্যকর এবং সঙ্গতিপূর্ণভাবে প্রয়োগের প্রয়োজন রয়েছে।"

কিন্তু পুরানো ঐতিহ্যের সঙ্গে নতুনের মিল ঘটবে কিভাবে? পার্টির রয়েছে অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার এবং তারই ভিত্তিতে পার্টি কোনো একজন লোকের রাজনৈতিক এবং বৃত্তিগত যোগ্যতা বিচারের সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট মান নির্ণয় করেছে।

প্রতিটি পার্টি-কর্মীকে, তা তিনি যে কোনো স্তরে এবং যে কোনো কাজেই নিয়োজিত থাকুন না কেন, রাজনৈতিক পরিপক্কতা, বৃত্তিগত যোগ্যতা, নেতৃত্ব প্রদানে সক্ষমতা তাঁকে এই তিনটি গুণের অধিকারী হতে হবে—এমন একটি সূত্রের ভিত্তিতে পার্টি কাজ করছে। ঐ তিনটি বিষয়ের কোনো-টিকেই পৃথক করে অথবা একটিকে অপরটির প্রতিবিম্ব হিসাবে দেখা চলতে পারে না। ঐ তিনটি লক্ষণকে দেখতে হবে একটি সমগ্র সত্তা হিসেবে, যদিও সুনির্দিষ্ট পরি-স্থিতিতে তাদের যে কোনো একটি অপর দুটির চেয়ে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ বলে প্রমাণিত হতে পারে। বর্তমানে রাজনৈতিক পরিপক্কতা ও রাজনৈতিক উপযুক্ততার ওপরেই গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। এর অর্থ কি? প্রথমত, এর অর্থ হল পরিপূর্ণ রাজনৈতিক আনুগত্য, শিক্ষার একটি সুউচ্চ মান এবং সামাজিক ও রাজনৈতিক সমস্যাদিতে সুগভীর আগ্রহ। রাজনৈতিক আনুগত্যই যথেষ্ট নয়; মুখ্যস্থানীয় পদে নিযুক্ত একজন ব্যক্তিকে পার্টির কাজে অতি অবশ্যই সচেতন ও সক্রিয় অংশগ্রহণ করতে হবে, তাঁকে সদাসর্বদা তার নীতির সপক্ষে দাঁড়াবার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে।

ঠিক এই সময়েই রাজনৈতিক উপযুক্ততার প্রশ্নটি সামনে এসে পড়ল কেন? উত্তর হল : আন্তর্জাতিক এবং জাতীয় স্তরে ঘটনাবলীর বিকাশ। শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের আব-হাওয়ার মধ্যে ব্যাপকতর আন্তর্জাতিক পরিসরে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং কূটনৈতিক সংযোগসমূহ, পুঁজিবাদী দুনিয়ার সঙ্গে আগের চেয়েও ঘনিষ্ঠতর সম্পর্ক—কেউ বলতে পারেন যে এ সমস্তই আমাদের কর্মীদের পরিপক্কতা, তাঁদের রাজনৈতিক ও বৃত্তিগত গুণমানের পরীক্ষা। কারণ মার্কসবাদ-লেনিনবাদ সম্পর্কে সুগভীর জ্ঞানসহ রাজ-নৈতিক মানের দিক থেকে পরিণত প্রশাসকরাই একমাত্র ক্রমপ্রসারমাণ আন্তর্জাতিক যোগাযোগের প্রক্রিয়ার মধ্যে শ্রমিকশ্রেণী এবং সমস্ত শ্রমজীবী জনতার স্বার্থে পার্টি-নীতিগুলিকে কার্যকরভাবে রূপায়িত করতে পারেন। দেশের মধ্যে স্থানীয় প্রশাসনিক এবং অর্থনৈতিক সংস্থা-গুলোর কাজকর্মের ক্ষেত্রে ব্যাপকতর স্বাধীনতা রয়েছে। কিন্তু এর জন্যেও রাজনৈতিক মূল সূত্রগুলি সম্পর্কে উন্নততর শিক্ষা থাকা প্রয়োজন, কারণ, পরিসরটি বিস্তৃততর হওয়ার ফলে আমাদের মধ্যবর্তীস্তরের কর্মীদের ওপর বৃহত্তর দায়িত্ব বর্তেছে।

মোটামুটিভাবে আমাদের কর্মীরা ভালোভাবে কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন। প্রয়োজনীয় বৃত্তিগত প্রশিক্ষণ এবং অভিজ্ঞতা তাঁদের আছে, প্রধান প্রধান সামাজিক প্রক্রিয়া-গুলির বিশ্লেষণ এবং মূল্যায়নে এঁরা সক্ষম এবং ঐ সমস্ত প্রক্রিয়াগুলোকে তাঁরা উপযুক্ত লক্ষ্যের দিকে পরি-চালিত করতে পারেন। প্রতিটি সমস্যা এবং তার রাজ-নৈতিক তাৎপর্য তাঁদের চোখে ধরা পড়ে, তাঁরা অর্থনীতির স্বার্থের দ্বারাই পরিচালিত হন এবং নির্দেশাবলীর পূর্ণ ও সুস্পষ্ট রূপায়ণ নিয়েই এঁরা ব্যস্ত থাকেন। আমাদের কর্মীদের কেবলমাত্র একটি ক্ষুদ্র সংখ্যালঘু অংশ তাঁদের ওপর অর্পিত কাজের পক্ষে যথোপযুক্ত নন : সাধারণত হয়

তাঁদের মধ্যে পর্যাপ্ত রাজনৈতিক শিক্ষার অভাব রয়েছে নতুবা তাঁরা একেবারেই অরাজনৈতিক, কর্তৃত্বপ্রয়াসী, আত্মম্ভরী, দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন এবং পাতি-বুর্জোয়াসুলভ জীবন যাপন করে থাকেন। এঁদের মধ্যে রাজনৈতিক বিচার-বুদ্ধির অভাব রয়েছে, শিথিলতা এবং বিশৃঙ্খলার দিকেই এঁদের প্রবণতা, সিদ্ধান্তগুলি কার্যকর করার ব্যাপারে এঁরা কম পরিমাণে মাথা ঘামিয়ে থাকেন এবং এসবের ফলে অর্থনীতি যে ক্ষতির সম্মুখীন হয় তার প্রতি এদের ভ্রূক্ষেপ সামান্য। এই জাতীয় কর্মীর সংখ্যা নগণ্য হলেও এঁদের দ্বারা যে ক্ষতি হয়ে থাকে তার পরিমাণ কিন্তু সামান্য নয়। জনসাধারণ এঁদের নিরিখেই আমাদের সমগ্র কর্মিবাহিনীকে বিচার করতে অভ্যস্ত এবং এর ফলে পার্টির মর্যাদা ও প্রভাবই ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

এমন একটি নতুন প্রজন্মের সৃষ্টি হয়েছে যাঁদের সঙ্গে না ছিল পুঁজিবাদী বাস্তবতার কোনো যোগ, না ছিল মুক্তি-সংগ্রামের প্রাথমিক দিনগুলোর শ্রেণীসংগ্রামের কোনোরকম সংশ্রব—এই ঘটনাটিও রাজনৈতিক পরিপক্কতার গুরুত্বকে প্রমাণ করে। আমাদের বিশ্ব দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে এই নতুন প্রজন্মের অনেকে এমন উচুঁদরের দক্ষ সংগঠকে পরিণত হয়েছেন যাঁদের উচ্চ সাংস্কৃতিক মান তাঁদের বৃত্তিগত দক্ষতারই পরিপূরক। অধিকতর কার্যকর পদ্ধতিতে কাজ করা ও উচ্চতর সাফল্য অর্জনের জন্য এঁরা সর্বদাই সচেষ্ট এবং এঁদের কাজের রেকর্ডও ভালো। কিন্তু কেবলমাত্র "জীবনের শিক্ষাক্ষেত্রে"র মধ্য দিয়ে গিয়ে এবং আমাদের যুগের একজন উচ্চপর্যায়ের প্রশাসকের পক্ষে প্রয়োজনীয় রাজনৈতিক মানের অধিকারী হয়েই এঁরা প্রকৃত নেতা হয়ে উঠবেন। নেতৃত্বের সেই স্তরে পেঁাছোবার মতো দৃঢ় বিশ্বাস, আত্মত্যাগ এবং যোগ্যতা তাঁদের আছে।

৩২,০০০ কর্মীর রাজনৈতিক শিক্ষা ও জ্ঞান সম্পর্কে কেন্দ্রীয় কমিটির এক সমীক্ষায় দেখা গেছে যে, এই দিকে যথেষ্ট অগ্রগতি ঘটেছে। রাজনৈতিক শিক্ষার বিষয়টি বিচিত্র ও সামঞ্জস্যপূর্ণ ঃ নিয়মিত এবং ডাকযোগে শিক্ষার পাঠক্রমের জন্য উচ্চতর পার্টিস্কুল রয়েছে, দেশের বিভিন্ন অংশে রয়েছে এক বছরের শিক্ষাক্রমের বিদ্যালয় এবং সান্ধ্য-কালীন বিশ্ববিদ্যালয় এবং সেগুলোতে হাজার হাজার বিদ্যার্থী শিক্ষাগ্রহণ করে থাকেন। পার্টি যন্ত্রের কমপক্ষে শতকরা ৮০ জন রাজনৈতিক বিদ্যালয়ের পাঠক্রম সমাপ্ত করেছেন; রাষ্ট্রযন্ত্র ও সমবায় ক্ষেত্রগুলিতে ঐ সংখ্যা শত-করা ৪২ ভাগ এবং জাতীয় অর্থনীতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কর্মীদের মধ্যে ঐ পাঠক্রম সমাপ্তকারীদের সংখ্যা শতকরা ৫১। এছাড়াও উচ্চতর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিতে অনেকেই রাজনৈতিক পাঠক্রম গ্রহণ করেছেন। কিন্তু এতৎসত্ত্বেও পরিস্থিতি যা হওয়া উচিত ছিল সে যায়গায় গিয়ে পেঁাছোতে পারে নি। কারণ বিভিন্ন মস্ত্রক এবং অনুরূপ সংস্থাগুলিতে মাত্র শতকরা ১৪·৫ ভাগের, উচ্চতর রাজ-নৈতিক শিক্ষা রয়েছে। অর্থনৈতিক প্রশাসক, ফ্যাক্টরি পরিচালক এবং তাদের সহকারীদের ক্ষেত্রে ঐ শতকরা হারটি আরো কম—মাত্র ৯·৭ ভাগ এবং এছাড়া মাত্র আর শতকরা ২৮ ভাগের আছে মাধ্যমিকস্তরের রাজনৈতিক শিক্ষা। স্থানীয় পর্ষদ, সমবায় এবং বিভিন্ন প্রশাসনিক ও অন্যান্য সংস্থার বহু কর্মীরই উপযুক্ত শিক্ষাগত প্রশিক্ষণ নেই।

এই পরিস্থিতিকে সঠিকভাবে বুঝতে হলে আমাদের প্রতি অতি অবশ্য মনে রাখতে হবে যে পার্টির দাবি ছিল সবচেয়ে আগে বিভিন্ন পার্টি-পদাধিকারী এবং বড় বড় সরকারি কর্ম-কর্তাদের রাজনৈতিক প্রশিক্ষণ। সেটাই ছিল স্বাভাবিক, কিন্তু এর ফলে অন্যান্য ক্ষেত্রে নিযুক্ত কর্মীদের রাজনৈতিক শিক্ষা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। ষাটের দশকের মধ্যভাগে আমরা রাজনৈতিক প্রশিক্ষণের চেয়েও বৃত্তিগত প্রশিক্ষণের ওপর জোর দিয়েছিলাম—এই ঘটনাটিও পরিস্থিতির বর্তমান অবস্থার জন্য দায়ী। আর এই কারণেই কেন্দ্রীয় কমিটি কেন্দ্রীয় সরকারি সংস্থাগুলির প্রধানরা যাতে উচ্চতর রাজ-নৈতিক শিক্ষা অর্জন করতে পারেন সে বিষয়ে সাহায্য করবার সিদ্ধান্ত নিলেন। কেন্দ্রীয় কমিটির ঐ সিদ্ধান্তে যেমন রাজনৈতিক প্রশিক্ষণের গুরুত্বের বিষয়ে জোর দেওয়া হয়েছিল তেমনি সন্নিবেশিত হয়েছিল তার জন্য উন্নততর সুযোগসুবিধার ব্যবস্থাদি।

আর একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যবস্থা হল রি-ফ্রেশার কোর্স চালু করা। আমাদের অধিকাংশ কর্মীরই রাজনৈতিক প্রশিক্ষণ লাভ হয়েছে বিগত ২০ থেকে ২৫ বছরের মধ্যে এবং তাদের মধ্যে আবার অনেকে নিজস্ব উদ্যোগে কমবেশি সাফল্যের সঙ্গে বিভিন্ন সেমিনার এবং সান্ধ্যকালীন পাঠ-ক্রমের মাধ্যমে পড়াশুনার ধারাটিকে অব্যাহত রেখে এসেছেন। কিন্তু বেশ একটা বড় অংশ তা করেন নি এবং এঁরা কিছু পরিমাণে পিছিয়ে রয়েছেন। এ ছাড়াও রয়েছে আমাদের সেই সমস্ত নবীন বিশেষজ্ঞদের রাজনৈতিক প্রশিক্ষণের বিষয়টি, যাঁদের মধ্যে রয়েছে আমাদের শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলো থেকে বেরিয়ে আসা ছেলেমেয়েরা। এদের অধিকাংশই ফ্যাক্টরির যৌথ জীবনের মধ্যে গিয়ে যখন পড়েন তখন তাঁরা আরো বেশি পরিমাণ রাজনৈতিক জ্ঞানের প্রয়োজন অনুভব করেন। অর্থনীতিতে এই বিশেষজ্ঞদের সংখ্যা এবং ভূমিকা ক্রমশই বাড়ছে এবং এঁদের জন্য পর্যাপ্ত রাজনৈতিক পুনঃপ্রশিক্ষণের ব্যবস্থার প্রতি অতি অবশ্যই আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে। এ ব্যাপারে বেশ কিছু ব্যবস্থাও নেওয়া হয়েছে, কিন্তু ক্রমবর্ধমান চাহিদার মোকাবিলায় আমাদের আরো কিছু করতে হবে।

আমাদের এবং সোভিয়েত উচ্চতর পার্টি-স্কুল থেকে প্রতি বছর প্রায় ৪০০ পার্টি কর্মী শিক্ষা সমাপ্ত করছেন। এছাড়া প্রশাসনিক এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রের কর্মীদের জন্য রি-ফ্রেশার কোর্স-এরও একটি নতুন কেন্দ্র রয়েছে। স্থানীয় পার্টি সংস্থাগুলো নিজেদের পুনঃপ্রশিক্ষণ পাঠক্রমে শিক্ষা দিয়ে থাকে। আমরা নতুন ধরনের রাজনৈতিক শিক্ষা উদ্ভাবন করার চেষ্টা করছি। এটা ঠিক যে স্বাধীন স্বেচ্ছা-বৃত পড়াশুনা এবং উন্নততর পাঠ্যসূচী প্রভৃতির জন্য আরো বেশি বেশি সুযোগসুবিধা সৃষ্টি হবে। কিন্তু তৎসত্ত্বেও, আমি মনে করি যে বৃত্তিগত প্রশিক্ষণের প্রতি প্রয়োজনীয় দৃষ্টি দেওয়া হলেও রাজনৈতিক প্রশিক্ষণের দিকে যথেষ্ট নজর দেওয়া হচ্ছে না। রাজনৈতিক শিক্ষায় আমরা শিক্ষাবিজ্ঞান ও মনস্তত্ত্বের যথেষ্ট ব্যবহার করছি না।

একজন নেতৃস্থানীয় কর্মীর রাজনৈতিক পরিপক্কতা এবং রাজনৈতিক দিক থেকে উপযুক্ততা পরিমাপের কি কোনো পদ্ধতি আছে? —কখনো কখনো এই প্রশ্নটি

উত্থাপিত হয়ে থাকে। কেউ কেউ এই অভিমত পোষণের পক্ষে ঝোঁকেন যে একমাত্র সুতীব্র বৈপ্লবিক ও সামরিক পরিস্থিতির কালেই এই পরিমাপ সম্ভব। কিন্তু সেক্ষেত্রে যে সত্যটি হিসেবের বাইরে থেকে যায় তা হল—শান্তির সময়ে গঠনমূলক শ্রমের বিষয়টি আমাদের কর্মীদের কাছে একটি পরীক্ষাস্বরূপ, কারণ সময়ে সময়ে জটিল পরিস্থিতির মধ্যে তাঁদেরকে নিজেদের রাজনৈতিক উপযুক্ততার প্রমাণ দিতে হয়। যে ধরনের সিদ্ধান্ত বা কাজ বহুল প্রচারের মর্যাদা পেয়ে থাকে আমি সে সবের উল্লেখ করছি না, আমি উল্লেখ করছি প্রতিদিনের সেই সমস্ত কার্যকলাপের বিষয় যা আমাদের স্বার্থ—সমাজতন্ত্রকে গড়ে তুলতে অবদান যুগিয়ে চলেছে। স্মরণ থাকতে পারে যে লেনিন কমিউনিস্ট **সাবটনিকস** অথবা স্বেচ্ছা শ্রমদিবস সংঘটিত করবার যোগ্যতার ওপর প্রচণ্ড গুরুত্ব আরোপ করতেন—এবং যোগ্য নেতৃত্ব বিচারের এই পদ্ধতির যাথার্থ্য কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয় নি। অপরের সমকক্ষ হয়ে ওঠা বা অপরকে ছাপিয়ে যাওয়া সম্পর্কিত সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন, বিশেষত সমাজতান্ত্রিক ওয়ার্ক-টীমগুলো সম্পর্কেও এই একই কথা প্রযোজ্য।

আমাদের কেন্দ্রীয় কমিটি রাজনৈতিক উপযুক্ততা সম্পর্কে কতকগুলো সুনির্দিষ্ট বিচারের মান বা নীতি নির্দেশ করেছেন : "রাজনৈতিক উপযুক্ততা ও রাজনৈতিক অনুগত্য পরস্পর সদৃশ। উচ্চমানের বৃত্তিগত যোগ্যতা সামাজিক এবং রাজনৈতিক সমস্যাদিতে আগ্রহ এ সমস্তই এর মধ্যে নিহিত। একমাত্র তাঁরাই মুখ্য নেতৃত্বস্থানীয় পদাধিকারী হতে পারবেন :

"—জনগণের শাসন, জনগণের স্বার্থ এবং পার্টি-নীতির প্রতি যাঁদের গভীর অনুরাগ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে ;

"—যাঁরা নিজেদের ওপর অর্পিত কাজের পক্ষে প্রয়োজনীয় তত্ত্বগত এবং রাজনৈতিক শিক্ষা পেয়েছেন এবং নিয়মিতভাবে নিজেদের জ্ঞানের ভাণ্ডারটিকে সমৃদ্ধতর করেন ;

"—যাঁরা পার্টি এবং সরকারের নীতি পুরোপুরি বুঝতে পারেন এবং তাকে নিজেদের কর্মক্ষেত্রের বিশেষ পরিসরে রূপায়িত করেন ;

"—যাঁরা সিদ্ধান্ত গ্রহণে অথবা নির্দেশাবলী জারি করার সময়ে সেগুলোর রাজনৈতিক তাৎপর্যের দিকটির প্রতি লক্ষ্য রাখেন এবং তাঁদের সমস্ত কার্যকলাপ সামাজিক স্বার্থ এবং পার্টির রাজনৈতিক লক্ষ্যসমূহের দ্বারা পরিচালিত হয়ে থাকে ;

"—যাঁরা সরকারী বিষয়াদিতে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন, নৈতিকভাবে ভর্ৎসনার ঊর্ধ্বে এবং যাঁদের জীবন ও আচার ব্যবহার সমাজতান্ত্রিক নীতিবোধের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ, যাঁদের কথা এবং কাজের মধ্যে মিল রয়েছে ;

"—যাঁরা সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের নীতিসমূহকে নিজেদের সমস্ত কাজে প্রয়োগ করেন ;

"—যাঁরা নিজেদের ওপর অর্পিত ক্ষমতাকে সঠিকভাবে ব্যবহার করেন এবং জনজীবনের নৈতিকতাকে সবসময়েই রক্ষা করে চলেন।"

রাজনৈতিক পরিপক্কতার প্রতি বিশেষ আগ্রহের অর্থ এই নয় যে বৃত্তিগত যোগ্যতা অথবা পরিচালন সংক্রান্ত দক্ষতার প্রতি আগ্রহের অভাব। যাই হোক না কেন, আমাদের কর্মীদের রাজনৈতিক প্রশিক্ষণের ওপরেই যোগ্যতা এবং কার্যকর নেতৃত্বের গ্যারান্টি তথা মূলভিত্তিটি নির্ভরশীল।

সাম্প্রতিক বছরগুলিতে পার্টি তার কর্মী সম্পর্কিত কাজকর্মের গণতন্ত্রীকরণে যথেষ্ট পরিমাণে দৃষ্টি দিয়েছে। এর অর্থ কি? প্রথমত ক্যাডার সম্পর্কিত সমস্ত বিষয়ে নির্বাচিত সংস্থাগুলির আরো বেশি দায়িত্ব এবং আরো বৃহত্তর ভূমিকা। কেন্দ্রীয় ডিপার্টমেন্টগুলোর বহু কাজকর্মের দায়িত্বভার স্থানীয় সংস্থাগুলোর ওপর অর্পিত হয়েছে। ক্যাডার সম্পর্কিত বিষয়ে এখন ট্রেড ইউনিয়নগুলোরও অনেক কিছু বলার অধিকার রয়েছে। আমরা নিয়োগমূলক প্রতিযোগিতার একটি ব্যবস্থার সূত্রপাত করেছি, বিশেষভাবে সেইসব বৃত্তির ক্ষেত্রে যেখানে এই জাতীয় প্রতিযোগিতার সুদীর্ঘ ঐতিহ্য রয়েছে। সংস্কৃতি, বিজ্ঞান এবং চিকিৎসা সংক্রান্ত বৃত্তিগুলির ক্ষেত্রে ঐ ব্যবস্থা প্রযুক্ত। কর্মী সম্পর্কিত আমাদের কাজকর্মে এ সবের ইতিবাচক প্রভাব পড়েছে।

এতৎসত্ত্বেও এখনও কিছু কিছু নেতিবাচক ব্যাপার থেকে গেছে।

তার মধ্যে একটি হল অতিশয় আনুষ্ঠানিকতা। কখনো কখনো এমন একটি মিথ্যা ধারণার সৃষ্টি করা হয় যে সিদ্ধান্তগুলো প্রতিপালিত করা হচ্ছে অথচ বাস্তবে যা করা হয় তার সঙ্গে মর্মবস্তুর যথেষ্টই ফারাক থাকে। অথবা খসড়া সিদ্ধান্তগুলোকে সংশ্লিষ্ট পার্টি সংস্থার কাছে পাঠিয়ে দেওয়া অত্যন্ত অল্প সময়ের মধ্যে অনুমোদনের জন্য ফলত সেগুলো সময়াভাবে পর্যালোচনা ও সুপারিশ ব্যতিরেকেই অনুমোদনের ছাপ মারা হয়। ক্যাডার সম্পর্কিত কাজকর্মে এখনও বিষয়গত দৃষ্টিভঙ্গির উপস্থিতি বিদ্যমান। এটা লক্ষ্য করবার মতো যে শূন্যপদ পূরণে প্রশাসক-পরিচালক-সম্পাদকরা তথাকথিত "পরীক্ষিত" কর্মী হিসেবে একমাত্র তাঁদের কথাই বিবেচনা করেন যাঁদেরকে তাঁরা ব্যক্তিগতভাবে জানেন; কিছু কর্মকর্তা নতুন কাজের দায়িত্বে যাবার সময়ে নিজেদের পুরানো কর্মিবৃন্দের কিছু কিছু কর্মীকে সঙ্গে করে নিয়ে যান; এমনও ঘটনা আছে যেখানে দেখা গেছে যে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ সম্বন্ধে সবচেয়ে প্রশংসামুখর কর্মীকে পুরস্কৃত করা হয়েছে—ইত্যাদি। "এক নম্বর" কর্মকর্তা নিজেই একাধারে "একনম্বর পার্সোনাল অফিসার"—এই জাতীয় একটি মতও চালু আছে এবং কাজে কাজেই তাঁর সিদ্ধান্তের ওপর আর কোনো কথা চলে না। স্বজনপোষণ এবং পক্ষপাতিত্বমূলক মনোভাব বিশেষভাবে ক্ষতিকর। উপরোক্ত বিষয়গত দৃষ্টিভঙ্গির মূলটি গভীরে প্রোথিত এবং এটি এমন একটি ক্ষতিকর বিষয় যার বিরুদ্ধে পার্টি দৃঢ় ও অবিচলভাবে লড়াই চালাচ্ছে।

অতীতে জনগণ নিজেদের গণসংগঠনের মাধ্যমে অপ্রত্যক্ষভাবে কর্মিবৃন্দের নিয়োগে অংশগ্রহণ করতেন। সুদীর্ঘ সময় ধরে অনুসৃত ঐ নীতি নিজেই নিজের যৌক্তিকতা প্রমাণিত করেছে এবং আমাদের অগ্রগতিতে অবদান যুগিয়েছে। অনুসৃত ঐ নীতিকে ধন্যবাদ—এরই সুবাদে বহু সহস্র যোগ্য ছেলে ও মেয়ে প্রশাসনিক পদে বৃত হয়ে নিজেদের যোগ্যতা সপ্রমাণিত করেছেন। গণ-সংগঠনগুলো তাদের নিয়ন্ত্রণমূলক ক্ষমতা প্রয়োগ করে প্রশাসনিক কাজকর্ম

এবং রীতিনীতির সমাজতান্ত্রিক ধাঁচটিকে এগিয়ে নিতে এবং সংহত করতে সহায়তা করেছে।

আজকে অবশ্য ক্যাডার সম্পর্কিত নীতি এবং বিশেষ সমস্যার মোকাবিলায় অপ্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণের চেয়ে প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণেরই প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। এতাবৎকাল পর্যন্ত যে অভিজ্ঞতা সঞ্চিত হয়েছে তা থেকে দেখা গেছে যে সাধারণস্তরের কর্মীদের অধিকতর সরাসরিভাবে জড়িত করতে পারলে ইতিবাচক ফল লাভ হতে বাধ্য। উদাহরণত জনসাধারণের আস্থাভাজন যোগ্য ব্যক্তিকে নেতৃত্বের অবস্থানে এগিয়ে দেওয়া এবং একই সঙ্গে জনগণের রাজনৈতিক কার্যকলাপকে উদ্দীপিত করা সম্ভব হয় যদি পার্লামেন্ট এবং স্থানীয় পর্ষদগুলোর ডেপুটিদের সুনির্দিষ্ট নির্বাচনী জেলা থেকে নির্বাচিত করা যায়। সমবায় সংস্থাগুলিতে টীমের নেতৃবৃন্দ এবং সভাপতিরা প্রত্যক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে নির্বাচিত হয়ে এলে তাঁদের দায়িত্ব সচেতনতা গড়ার সম্ভাবনা থাকে। পরবর্তী কয়েকটি বছরে কর্মিবৃন্দ সম্পর্কিত বিষয়ে প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণে শ্রমিকদের ক্রমশ আরো বেশি বেশি সুযোগ-সুবিধা প্রদানের পরিকল্পনা করা হয়েছে। সরকারি সংস্থাগুলির বিশেষভাবে ট্রেড ইউনিয়নগুলোর ভূমিকাকে বাড়িয়ে তোলা এবং তাদের সাংগঠনিক তথা শিক্ষামূলক কাজকর্মের উন্নতিবিধান করবার জন্য একটি সুষম ও সমন্বিত প্রয়াসও চালাতে হবে।

ক্যাডার সম্পর্কিত কাজকর্ম গণতন্ত্রীকরণ দ্বারা এ কথাও বোঝায় যে শ্রমজীবী জনতার মধ্য থেকে শত সহস্র যোগ্যতম কর্মীকে পরিচালন সংক্রান্ত পদগুলির দায়িত্বে উন্নীত করতে হবে অতি অবশ্যই। আমরা আমাদের কাজকে সংগঠিত করবার এমনতর প্রচেষ্টাই চালাই যাতে শ্রমিক কৃষক অথবা বুদ্ধিজীবীদের মধ্য থেকে যোগ্যতাসম্পন্ন একজনও আমাদের চোখ এড়িয়ে যেতে না পারেন। যাঁরা খালি লম্বা-চওড়া কথাই বলেন, বিশৃংখলভাবে কাজকর্ম সম্পাদন করেন এবং যাঁরা নিজেদের ভবিষ্যৎকেই উজ্জ্বলতর করে গড়ে তুলতে প্রয়াসী তাঁদের বাদ দিয়ে অতি সতর্ক মনযোগ দিয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে নেতৃত্ব প্রদানের ক্ষমতাসম্পন্ন কর্মীদের নির্বাচন করা প্রয়োজন। নির্বাচন সম্পর্কিত আমাদের ব্যবস্থাটি নেতৃত্বের পদাভিলাষী অথচ যোগ্যতাহীন—এমন ধরনের লোকজনের সংখ্যাকে একেবারে কমিয়ে আনতে এবং প্রশাসনিক পদগুলো যাতে যোগ্যতাসম্পন্ন নেতৃবৃন্দের দ্বারাই অধিকৃত হতে পারে সে বিষয়ে নিশ্চয়তা দিতে সক্ষম।

ব্যাপক প্রচার ছাড়া ক্যাডার সম্পর্কিত কাজকর্মে গণতন্ত্রীকরণ অসম্ভব। এই ব্যাপারেও গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটে গেছে। রহস্য ও গোপনতার যে ঘেরাটোপটি ক্যাডার সম্পর্কিত আমাদের কজকর্মকে আচ্ছাদিত করেছিল তা এখন গত। কর্মিবৃন্দ সম্পর্কিত বিভাগগুলো এখন পারস্পরিক বিশ্বাসের ভিত্তির ওপরে সমগ্র যৌথ সংস্থার সঙ্গে, সমস্ত শ্রমিকের সঙ্গে ভালো সম্পর্ক গড়ে তুলতে, এবং সেই সম্পর্ককে রক্ষা করতে চায়। নির্দিষ্ট সময় বাদে বাদে প্রশাসকদের পুনঃপ্রশংসিতকরণ সম্পর্কিত ব্যবস্থা ক্যাডার সম্পর্কিত কাজকর্মকে খোলাখুলি এবং আরো গণতান্ত্রিক হয়ে উঠতে সহায়তা যুগিয়েছে। কিন্তু এখনও অনেক কিছু করতে বাকী। উদাহরণত বলা যায় কখনো কখনো দেখা গেছে যে ব্যক্তির প্রকৃত গুণানুপনা এবং তার প্রশংসাপত্রগুলো পরস্পরের সঙ্গে সঙ্গতিহীন। কোনো কোনো প্রশাসক আবার তার প্রতিবেশী সংস্থাগুলোতে গণতন্ত্রের পক্ষপাতী—কিন্তু নিজেরটিতে নন। এই সমস্ত দুর্বলতাগুলোকে পার্টি অতিক্রম করবার জন্য প্রয়াস চালাচ্ছে। পার্টি চায় যে কর্মী সংক্রান্ত বিষয়ে প্রতিটি যৌথ সংস্থার কর্মীদের নিয়মিতভাবে খবরাখবর জানাতে হবে এবং এর দ্বারা নিয়ন্ত্রণ এবং পরিচালনা সংক্রান্ত কাজে তাঁদেরকে জড়িত করা যাবে।

কর্মী সংক্রান্ত কাজকমে গণতান্ত্রিকতা এবং কেন্দ্রিকতার সঠিক ভারসাম্য বজায় রাখা একটি গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক বিষয়। গণতান্ত্রিক নীতিসমূহের প্রয়োগ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কেন্দ্রীয় সংস্থাগুলোকে ক্যাডার সম্পর্কিত নীতি পরিচালনা নিশ্চিত করার পক্ষে উপযুক্ত সংবাদ সরবরাহ ও নিবন্ধীভুক্তিকরণ কৃত্যকের সহায়তা প্রদান প্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছে। কিন্তু এর মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ হল জনসাধারণের সঙ্গে প্রশাসক এবং তাদের অধস্তন উভয়েরই প্রাত্যহিক সংযোগ সম্পর্ক।

প্রশাসকদের ভবিষ্যৎ মানের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত কর্মী প্রতিস্থাপনের বিষয়টি সবচেয়ে জরুরী সমস্যাগুলোর মধ্যে অন্যতম। এর জন্য দরকার বর্তমান এবং ভবিষ্যতের প্রয়োজনের প্রতি যথার্থ দৃষ্টি রেখে কর্মী, প্রশিক্ষণ ও নির্বাচনে দৃঢ়তা ও উদ্দেশ্যমুখিন প্রয়াস।

স্বভাবতই নবনিযুক্ত প্রশাসকদের অন্ততপক্ষে সেই সমস্ত প্রশাসকদের মতো যোগ্য হতে হবে যাঁদের স্থলে তাঁরা নিযুক্ত হচ্ছেন। কারখানার সাধারণ স্তরের কর্মী এবং সমবায় সংস্থার কৃষকদের নেতৃত্বের পদে উন্নীত করবার জন্য বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করতে হবে। শ্রেণীগুলোর সমলক্ষ্যে মিলিত হওয়ার প্রক্রিয়ার ফলাফলগুলোকে যাঁরা বাড়িয়ে দেখেন তাঁরা প্রশাসন এবং পরিচালন ব্যবস্থায় সংখ্যাগত দিক থেকে শ্রমিকশ্রেণীর পর্যাপ্ত প্রতিনিধিত্ব দাবি করাকে অপ্রয়োজনীয় মনে করেন। এই দৃষ্টিভঙ্গি বর্তমান সময়ের পক্ষে তথা ভবিষ্যতের পক্ষে আরো বেশি রকম একটি ভুল দৃষ্টিভঙ্গি, কারণ সামাজিক শ্রেণীগুলোর সমলক্ষ্যাভিমুখিনতা শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বের ভূমিকাটির গুরুত্বকে বাড়িয়ে দেয়।

শ্রমিকশ্রেণীর পক্ষে সেই ভূমিকা পালনের পরিস্থিতিসমূহ বিদ্যমান। তার শিক্ষাগত এবং সংস্কৃতিগত মান উঁচুস্তরের। এটা বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত বিপ্লবের অগ্রগতির ফল যা শ্রম প্রক্রিয়ার বিস্তৃত ক্ষেত্রে মানসিক কার্যকলাপের গুরুত্বকে বৃদ্ধি করে। শ্রমিকশ্রেণী আরো বেশি বেশি করে পূর্ণ মাধ্যমিক শিক্ষাসহ উচ্চস্তরের দক্ষতাসম্পন্ন হয়ে উঠেছেন। তাঁদের বৃত্তিগত অভিজ্ঞতার পাশাপাশি জনসাধারণের মধ্যে তাঁদের কার্যকলাপ, সমাজের হিতার্থে তাঁদের অবদান নেতৃত্বের অবস্থানে শ্রমিকদের সংখ্যাকে বাড়ানোর সম্ভাবনা ও তার প্রয়োজনীয়তার প্রমাণ।

স্বভাবতই উপযুক্ত প্রস্তুতি ও সতর্ক নির্বাচনের পর এবং পরিস্থিতি সাপেক্ষে শ্রমিকদের প্রশাসকের পদে উন্নীত করা উচিত। ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন এবং জনসংস্থাগুলিতে অংশ গ্রহণ, রাষ্ট্রযন্ত্র এবং অর্থনৈতিক পরিচালন ব্যবস্থার ছোটখাট প্রশাসকের পদে কাজের অভিজ্ঞতা, শিক্ষা এবং নানা ধরনের পুনঃপ্রশিক্ষণ—এই

সমস্ত কিছুই নির্ধারিত লক্ষ্যে পেঁছুতে সাহায্য করতে পারে। প্রস্তুতির রূপ নানা ধরনের। উপযুক্ত কর্মী খুঁজে বার করা সম্ভব যদি প্রতিটি প্রশাসক এবং প্রতিটি পার্সোনেল ম্যানেজার এই নিয়ম দ্বারা পরিচালিত হন যে তাঁরা যে-সমস্ত শ্রমিক এবং কৃষক কাজের মধ্য দিয়ে প্রশাসনিক ও পরিচালন সংক্রান্ত স্বাভাবিক প্রবণতার স্বাক্ষর রাখছেন তাঁদের প্রতি নজর রাখবেন তথা প্রশাসনিক দক্ষতাকে আয়ত্ত করার ব্যাপারে তাঁদের কতটা অগ্রগতি ঘটছে সে বিষয়টির নিয়মিত হিসাব রাখবেন। এটা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে কর্মী খুঁজে বার করবার এই প্রয়াসকে এক সাময়িক অভিযান হিসাবে গণ্য করলে চলবে না, একে আমাদের কাজকর্মের এক স্থায়ী অঙ্গাঙ্গি অংশ হিসাবে গণ্য করতে হবে।

কর্মীদের শূন্যস্থান পূরণের সমস্যাটি প্রশাসকদের কাজকর্মের হার ও মোট পরিমাণ সংক্রান্ত নীতিসমূহের প্রশ্নটিকে উত্থাপিত করে। স্থায়িত্ব এমন একটি নীতি যার গুণাগুণ সপ্রমাণিত; এই নীতি একজন প্রশাসকের মধ্যে এমন একটা আত্মবিশ্বাসের সৃষ্টি করে যা দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার ক্ষেত্রে প্রয়োজন। অবশ্য ব্যক্তিবিশেষের ক্ষেত্রে এই নীতি ততক্ষণই প্রযোজ্য যতক্ষণ পর্যন্ত ঐ ব্যক্তি বা ব্যক্তিরা সৃষ্টিশীলভাবে কাজ করেন, যতক্ষণ পর্যন্ত না তাঁরা অগ্রগতির প্রতিবন্ধকতা করেন। এটা বলতেই হবে যে এই বিষয়টি সর্বক্ষেত্রে সঠিকভাবে উপলব্ধ হয়েছে। যদি কোনো প্রশাসক প্রয়োজনের মোকাবিলায় অসমর্থ হন, যদি তিনি ভালো করার চেয়ে বেশি পরিমাণ ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ান, ধরুন, যদি তিনি কর্মী সম্পর্কিত নীতির প্রতিবন্ধকস্বরূপ হয়ে ওঠেন, তাহলে তাঁকে অতি অবশ্যই অপসারিত করতে হবে।

আমরা বাধ্যতামূলক নিয়মিত বদলি যা অনিশ্চয়তা এবং অস্থায়িত্বের মনোভাব সৃষ্টি করে তার প্রবক্তা নাই। প্রশাসকদের কাজকর্ম এবং বৃত্তিগত অক্ষমতা অথবা রাজনৈতিক ভুল-ভ্রান্তিকে নিয়ন্ত্রণ করার অন্যান্য পথও রয়েছে। আমাদের অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে যে প্রতি চার বছরের সময়-সীমায় প্রশাসকদের শূন্যস্থান পূর্ণ করবার হারটি শতকরা ২০ থেকে ৩০ ভাগ। প্রয়োজনীয় কর্মী পরিবর্তনের বিষয়টিও এর অন্তর্ভুক্ত। আগেই বলা হয়েছে যে কর্মীদের স্থায়িত্বের প্রশ্নটির লক্ষ্য রাখার পাশাপাশি আমরা সুনির্দিষ্ট কার্যভার রূপায়ণে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নিয়োগ সংক্রান্ত ব্যাপারে একটি প্রতিযোগিতামূলক ব্যবস্থা চালু রেখেছি। যতদূর বিচার করা সম্ভব তা থেকে দেখা গেছে যে ঐ ব্যবস্থাটি নিখুঁতভাবে কাজ করে চলেছে তথা বিজ্ঞান, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য কৃত্যকে কার্যকর নেতৃত্বের নিশ্চয়তা যোগাচ্ছে।

পরিচালন ব্যবস্থায় এবং প্রশাসনে শ্রমিকশ্রেণীকে জড়িত করা ছাড়াও আমরা এই প্রয়োজনে আরো বেশি করে স্ত্রীলোক এবং অল্পবয়সী পুরুষদের নাম তালিকাভুক্ত করা প্রয়োজনীয় বলে মনে করি। প্রত্যক্ষভাবে পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির অধীনস্থ পদগুলির মাত্র শতকরা তিন ভাগ অধিকার করে আছেন মেয়েরা, আর কমবয়সী ছেলেরা অধিকার করে আছেন শতকরা সাত ভাগ মাত্র। কেন্দ্রীয় কমিটি কর্তৃক বার বার গুরুত্ব আরোপ সত্ত্বেও পরিস্থিতির এই হাল। নারীদের অবস্থা সংক্রান্ত একটি বিশেষ সিদ্ধান্ত কেন্দ্রীয় কমিটিতে গৃহীত হওয়ার পর থেকে নারীদের মধ্যে আইনগত, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক সাম্যকে সুনিশ্চিত করা সম্পর্কে বহু পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। পার্টিতে মহিলাদের যোগদানের শতকরা হারটি যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছে এবং আরো বেশি বেশি সংখ্যায় মহিলাকে নেতৃত্বের পদ দেওয়া হচ্ছে; উচ্চতর প্রশিক্ষণের পাঠক্রম শুরু হয়েছে; এবং বিগত ২০ বছরে দশ লক্ষেরও বেশি মহিলা শিল্প-শ্রমিকের বৃত্তি গ্রহণ করেছে। এই পরিবর্তনগুলো ঐতিহাসিক তাৎপর্যমণ্ডিত। মধ্য সংস্থা এবং প্রশাসনিক পদগুলিতে শ্রেণী-সচেতন শ্রমজীবী মহিলাদের উন্নীত করা বর্তমানের কাজ। মহিলাদের নেতৃত্ব-ক্ষমতা সম্পর্কে প্রচলিত সংস্কারটিকে একেবারে ঝেড়ে ফেলা প্রয়োজন। এটা গুরুত্বপূর্ণ যে মহিলারা জনসাধারণ সম্পর্কিত কাজকর্মের দায়িত্ব নিতে আরো বেশি পরিমাণে উৎসুক এবং তাতে বাধা সৃষ্টি করা পুরুষদেরও উচিত হবে না। কিণ্ডারগার্টেন এবং নার্সারিগুলোর সংখ্যা বৃদ্ধি করা, আরো কম খরচে সেবামূলক ব্যবস্থাদিকে প্রসারিত করা এবং গৃহস্থালীর ঝামেলা থেকে মহিলাদের কিছু পরিমাণে মুক্তি দেওয়ার বিষয়গুলোও খুবই গুরুত্বপূর্ণ। পরিচালন ব্যবস্থা ও প্রশাসনিক কাজে মহিলাদের জড়িত করার বিষয়টি একটি দীর্ঘমেয়াদী কর্তব্যকর্ম।

অল্পবয়সী যুবকদের সম্পর্কেও এই একই কথা প্রযোজ্য। তিনটি প্রজন্মের সমাহার ঘটেছে আমাদের পার্টি সদস্যপদে। বয়স্কদের অভিজ্ঞতা এবং সংযমের সঙ্গে মিলিত হয়েছে অল্পবয়স্কদের প্রাণশক্তি এবং আগে বেড়ে কাজ করার ক্ষমতা। পার্টি নেতৃত্ব এবং ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনে সব সময়েই, এমন কি সবচেয়ে কঠিন এবং দায়িত্বপূর্ণ সময় কালেও বহু কমবয়সী লোকজনকে পাওয়া গেছে। এই মহান ঐতিহ্যটিকে আজকেও রক্ষা করতে হবে। লেনিন বলেছিলেন যে আরো সাহসের সঙ্গে কমবয়সীদের নেতৃত্ব-স্থানীয় পদে বরণ করা প্রয়োজন, এর ফলে যেমন আমলাতন্ত্রের মোকাবিলায় সহায়তা হয় তেমনি যৌবনোচ্ছল প্রতিভারও প্রকাশ ঘটে। জীবনের প্রাণশক্তির সঙ্গে সমন্বিত হয়ে প্রবীণদের অভিজ্ঞতা আমাদের অগ্রগতি এবং পার্টির মর্যাদা বৃদ্ধি ঘটায়।

কর্মী সম্পর্কিত কাজকর্মের দীর্ঘমেয়াদী করণীয়গুলোর সংজ্ঞা নির্দেশ করেছে পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি। পার্টি সংগঠনগুলো সে-গুলোকে আরো কার্যকরভাবে রূপায়িত করতে সহায়তা দিতে পারে যদি সমস্ত যোগ্য ও সক্ষম ব্যক্তিদের ওপর গুরুত্বপূর্ণ কার্যভার অর্পণ করা যায়, যদি তারা এমন একটি সৃজনশীল পরিবেশ গড়ে তুলতে পারে যে পরিবেশে আমাদের কর্মীরা তাঁদের নিজ নিজ যোগ্যতার পরিচয় দিতে পারেন। পার্টি সংগঠনগুলোর এ কথা ভোলা উচিত নয় যে প্রশাসনিক কর্মীরা বহুতর বিষয়ের দায়-দায়িত্বে ভারাক্রান্ত এবং তাঁদের প্রধান আনন্দ কাজের সফলতাতেই।

প্রজাতন্ত্রের সমবয়সী জি ডি আর-এ যুব কমিউনিস্টরা

এগন ফ্রেনজ্
প্রথম সম্পাদক, কেন্দ্রীয় পরিষদ, ফ্রী জার্মান যুবলীগ

যুবদের মধ্যে কাজের অভিজ্ঞতা বিনিময় বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলনের সুন্দর ঐতিহ্যে পরিণত হয়েছে। ভ্রাতৃপ্রতিম পার্টিগুলো এই উদ্দেশ্যে আন্তর্জাতিক আলোচনার ব্যবস্থা করে। বিশেষ বিশেষ সাফল্য ও একাজ বিভিন্ন দিক সম্পর্কে তথ্যাদির পারস্পরিক আদান-প্রদান কমিউনিস্টদের নতুন প্রজন্মকে শিক্ষিত করতে এবং যুবদের বিশাল অংশকে শান্তি ও সমাজতন্ত্রের কাজের পক্ষে টানতে সহায়তা করে। সেজন্য আমি মনে করি জার্মানির সোশ্যালিস্ট ইউনিটি পার্টির সহযোগী ও সংরক্ষিত বাহিনী ফ্রী জার্মান যুবলীগের (এফ জি ওয়াই এল) কার্যাবলী বর্ণনা করার উপযোগিতা আছে।

জার্মান গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের ১৭ মিলিয়ন নাগরিকদের মধ্যে, ৬·৫ মিলিয়নের বেশি নাগরিকই ২৫ বছরের নিচে। যার অর্থ প্রায় প্রত্যেক পঞ্চম নাগরিকের বয়স ১৪ থেকে ২৫-এর মধ্যে। প্রতি বছর মোটামুটি ২৮০,০০০ বয়ঃসন্ধিতে পেঁাছয় এবং সমাজতান্ত্রিক সমাজের সদস্যরূপে তাদের অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে অবহিত হতে শুরু করে। যুবদের প্রতি সমাজতান্ত্রিক নীতিকে পার্টির রণনীতি ও রণকৌশলে এবং জনকল্যাণের উদ্দেশ্যের অংগীভূত করা কত প্রয়োজন তা এই সংখ্যাগুলোই প্রমাণ করে।

একথা সহজেই বলা যায় যে, জি ডি আর-এর অপরাপর নাগরিকদের মতো আমাদের যুবকেরা উন্নত সমাজতন্ত্র গঠনে প্রগাঢ় দায়িত্ববোধ নিয়ে অংশগ্রহণ করছে। আমাদের যুবরা আত্মবিশ্বাস নিয়ে ভবিষ্যতের দিকে তাকায়। এর জন্য সমাজতান্ত্রিক সমাজের নির্দিষ্ট পরিবেশ ও সমাজতান্ত্রিক জাতিগোষ্ঠীর নীতির কাছে তারা ঋণী। যে বছরে গৌরবোজ্জ্বল সোভিয়েত বাহিনী আমাদের জনগণকে মুক্ত করে সেই ১৯৪৫ সালের পরে আমাদের নাগরিকদের প্রায় ৭·১ মিলিয়ন জন্মগ্রহণ করেছে। এইভাবে যুবদের এ প্রজন্ম বর্তমান শতাব্দীর দীর্ঘতম শান্তির কালপর্বে বাস করছে, এবং সৌভাগ্যক্রমে যুদ্ধ ও শোষণ সম্পর্কে তারা কেবল বই পড়ে জানতে পারে। বেশির ভাগ আজকের যুব জনতা হচ্ছে সেইসব মানুষের পুত্র-কন্যা যারা শ্রমিক-কৃষকের রাজত্ব গঠন করছে। কার্যত, ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে যাঁরা লড়েছিলেন তাঁদের সন্তানদের সংগে জি ডি আর-এর সমগ্র যুব প্রজন্ম যথার্থই বলতে পারে : আমাদের পিতামাতার কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে আমরা বিপ্লবকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছি।

প্রজাতন্ত্রের নাগরিক হিসাবে গর্বিত এটা আমাদের যুবদের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য বলে সঠিকভাবেই বর্ণনা করা যেতে পারে। জাতীয়তাবাদী বিচ্ছিন্নতার সংগে এর কোনো সম্পর্ক নেই, সমাজতান্ত্রিক দেশপ্রেমের এটা প্রকাশ। এটাই দেখায় যে, আমাদের যুবরা পার্টির নীতিকে পুরোপুরি সমর্থন করে ও সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সংগে তারা ঐক্যবদ্ধ পশ্চিম জার্মান সাম্রাজ্যবাদীদের প্রচারিত "সারা জার্মান" গোষ্ঠীর ঐক্যের ধারণা তারা প্রত্যাখ্যান করে।

আমাদের তরুণদের প্রজন্ম সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতি তাদের ভালোবাসা খোলাখুলি প্রকাশ করে। সুসংগত সোভিয়েত শান্তি নীতির প্রভাব থেকে উৎসারিত সোভিয়েত ইউনিয়ন ও তার লেনিনবাদী কমসোমলের প্রতি আমাদের যুবদের অকপট ও আন্তরিক প্রশংসার উৎস হচ্ছে সি পি এস ইউ ও এস ইউ জি পি-র মধ্যে ভ্রাতৃপ্রতিম যোগসূত্রগুলি। অপরাপর বিষয়ের মধ্যে ১৯৭৫ সালের মে মাসে আমাদের প্রজাতন্ত্রে অনুষ্ঠিত জি ডি আর ও সোভিয়েত ইউনিয়নের তৃতীয় যুব মৈত্রী উৎসবে আমাদের দুই দেশের তরুণ সম্প্রদায়ের অবিনাশী ঐক্য পরিলক্ষিত হয়েছে।

আমাদের তরুণদের সমাজতান্ত্রিক দেশপ্রেম সর্বহারার আন্তর্জাতিকতাবাদ থেকে অবিচ্ছেদ্য। ভিয়েতনামে মার্কিন আক্রমণের বিরুদ্ধে জোরদার আন্দোলন, এঞ্জেলা ডেভিসের মুক্তির জন্য প্রচারাভিযান, চিলির সামরিক জুন্টার অপরাধগুলোর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ আন্দোলন, লুই করভালানের মুক্তির জন্য বিরাট সমর্থন এবং যুদ্ধরত জনগণের জন্য বহু মিলিয়ন মার্ক সংগ্রহ—এগুলো হচ্ছে স্বাধীনতা ও সমাজতন্ত্রের জন্য যারা লড়ছে তাদের প্রতি আমাদের যুবদের সহানুভূতি ও ভালোবাসার এবং সাম্রাজ্যবাদের প্রতি তাদের ঘৃণার সাক্ষ্য।

আমরা অবশ্য একথা জানি যে তরুণ প্রজন্মের সমাজতান্ত্রিক চেতনা গঠন করার প্রক্রিয়াটি সর্বদা দ্বন্দ্বহীন নয়। বিশেষত যখন দ্রুত অগ্রগতির মধ্যে প্রতিদিন নতুন নতুন এবং মাঝে মধ্যে বড় রড় সমস্যাও দেখা দিচ্ছে। ব্যক্তিগত তত্ত্বগত জ্ঞান, সামাজিক সচেতনতা, ও বাস্তব অভিজ্ঞতার ওপরই সমস্যার প্রতি প্রতিক্রিয়া নির্ভর করে। সাম্রাজ্যবাদীরা একথা জানে এবং তরুণদের 'অভিজ্ঞতার' সংগে তাদের প্রচারাভিযান খাপ খাইয়ে নেয়। পশ্চিম জার্মানি ও পশ্চিম বার্লিনের টি ভি ও রেডিওর মাধ্যমে বুর্জোয়া মতাদর্শকে যুবদের হাতের কাছে পেঁাছে দিচ্ছে।

তৎসত্ত্বেও এ ঘটনাকে আমরা অতি মূল্যবান বলে গণ্য করি যে সমাজতান্ত্রিক বিশ্বাস আমাদের তরুণ-তরুণীদের মধ্যে গভীর শিকড় গেড়েছে এবং তরুণ-তরুণীরা সমাজ-

তাত্ত্বিক আদর্শ-নিষ্ঠ, মতাদর্শগতভাবে ও নৈতিকভাবে সুস্থ যুব প্রজন্ম।

শ্রমিকশ্রেণীর মতাদর্শ ও নৈতিক নীতিসমূহ দিয়ে সজ্জিত করে শ্রেণীসংগ্রামের যে-কোনো মুহূর্তে সমাজতান্ত্রিক দেশ-প্রেমী ও সর্বহারা আন্তর্জাতিকতাবাদীর উপযুক্ত আচরণ ও চিন্তা করতে সক্ষম করে যুব মানসের শ্রেণী চেতনা উন্নত করে চলার কাজকেই এফ জি ওয়াই এল প্রধান হিসাবে দেখে।

আমাদের যুব জনতার সামাজিক চেতনা এবং পার্টি ও রাষ্ট্রের প্রতি তাদের আনুগত্য পার্টির সুসংগত মার্কসবাদী-লেনিনবাদী নীতি থেকে উদ্ভূত হয় এবং তরুণ সম্প্রদায়ের উপর আস্থা স্থাপন করা হয় এবং দায়িত্বের পূর্ণ অংশ নেবার জন্যে তাদের আহ্বান জানানো হয়—এ থেকেও উদ্ভূত হয়। উন্নত সমাজতান্ত্রিক সমাজে, তরুণ জনগণকে এর পূর্ণ সুযোগ দেওয়া হয়। তারা বেশ ভালোভাবে শিক্ষিত ও তথ্যগতভাবে ওয়াকিবহাল।

তরুণ জনগণের শান্তি ও সমাজতন্ত্রের স্বাভাবিক আকাঙ্ক্ষা, দেশগঠনে তাদের অংশগ্রহণের আকাঙ্ক্ষা, তাদের গুণাবলীর সদ্ব্যবহার এবং পূর্ণ ও সুখী জীবনযাপনের আকাঙ্ক্ষাকে আমাদের রাষ্ট্রীয় নীতি বিবেচনার মধ্যে নেয়। এবং এতে তরুণ জনগণ উপকৃত হয়।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর পরই সি সি, এস ইউ পি জির বর্তমানের প্রথম সম্পাদক এরিল হোনেকারের নেতৃত্বে একদল যুবকর্মী রাজনৈতিক অধিকার, কাজ, শিক্ষা, বিশ্রাম ও অবসরের অধিকার সহ তরুণতর প্রজন্মের মৌল অধিকার-গুলি নির্ধারিত করে একটি আচরণ বিধি প্রণয়ন করে। আচরণ বিধিতে যা ছিল অনেকদিন আগেই তা বাস্তবতায় পরিণত হয়েছে। ১৯৭৪ সালের গোড়ায় জি ডি আর-এর জন-প্রতিনিধিসভা যুবদের সম্পর্কে তৃতীয় আইন বিধিবদ্ধ করেছেন। সমাজের উন্নয়নের প্রত্যেক পর্যায়ে যুবদের উপযুক্ত স্থান নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে আমাদের পার্টি ও রাষ্ট্রের মূল রাজনৈতিক নীতির প্রকাশ ঘটেছে যুব আইনের পূর্ণতা দানের এই পদক্ষেপের মধ্য দিয়ে। এই আইনে সমাজতান্ত্রিক সমাজের অগ্রগতিতে যুব জনগণের ব্যাপক অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হয়েছে। এই আইনে যুব শিক্ষার দায়িত্ব নির্দিষ্ট করে উদ্যোগ ও প্রতিষ্ঠান, গণ-সংগঠন, পিতামাতা ও শিক্ষকদের প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছে। আইনের খসড়া প্রণয়নে যুব-জনগণ সক্রিয় অংশগ্রহণ করেছে। খসড়াটি কয়েক মাস ধরে আলোচনার জন্য দেওয়া হয়েছিল। ২ লক্ষ ৪০ হাজার সভায় ৫·৪ মিলিয়নের বেশি নাগরিক তাদের মতামত প্রকাশ করেছে। জি ডি আর-এর ২৫তম বার্ষিকী উদ্‌যাপনের প্রাক্‌-মুহূর্তে, যখন আমাদের সংবিধান সংশোধিত হচ্ছিল, তখন ১৮ বছর বয়সে উপনীত ব্যক্তিদের রাষ্ট্রীয় শক্তির সর্বোচ্চ সংস্থা জন-প্রতিনিধি সভায়—নির্বাচিত হওয়ার অধিকার দেওয়া হয়। জন-প্রতিনিধি সভায় এফ জি ওয়াই এস-এর নিজের এক দল প্রতিনিধি আছে।

অষ্টাদশ পার্টি কংগ্রেসের (১৯৭১) সিদ্ধান্তাবলী কার্যে রূপায়িত হওয়ায়, যুব জনগণ কাজ, পড়াশোনা ও উচ্চতর জীবনমানের আরও বেশি সুযোগ পেয়েছে। শিক্ষানবীশরা এখন আরও বেশি ছুটি পায় এবং তাদের ৪ লক্ষ ৫ হাজার জনেরও বেশি ব্যক্তি আরও বৃত্তি ভোগ করে। এক হাজার-এর বেশি পর্যটন শিবিরের আধুনিকীকরণ করা হয়েছে, নতুন সাতটি খোলা হয়েছে এবং আরও ছয়টি তৈরি হচ্ছে। গত দু বছরে রাষ্ট্র ১১০ মিলিয়নের বেশি মার্ক সারা প্রজাতন্ত্র জুড়ে তরুণ পাইওনীয়ার শিবিরের জন্য বরাদ্দ করেছে। এক হাজারেরও বেশি নতুন খেলাধুলা সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানাদি কাজ আরম্ভ করেছে।

পার্টি ও সরকারের আহ্বানে সাড়া দিয়ে, সমাজতান্ত্রিক সমাজ গঠনে তারা সক্রিয় অংশ গ্রহণ করছে। তারা জানে যে তাদের পরিশ্রমের ফল নিজেদের প্রজন্মেরও উপকারে লাগবে।

যুবদের সম্পর্কে পার্টির মূলনীতির সঙ্গে সংগতি-পূর্ণভাবে কমিউনিস্ট আদর্শসমূহ ও শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবী যোদ্ধাদের নৈতিকতা দিয়ে যুবদের উদ্বুদ্ধ করবার জন্য এস জি ওয়াই এস যথেষ্ট কাজ করেছে। আমাদের তরুণ জনগণকে অদম্য বিপ্লবী হিসাবে গড়ে তোলাই আমাদের লক্ষ্য। সর্বহারার আন্তর্জাতিকতাবাদ ও সমাজতান্ত্রিক দেশপ্রেমে সংকল্পবদ্ধ মতাদর্শগতভাবে দৃঢ় তরুণ যোদ্ধা-দের সংখ্যা নিশ্চিতভাবে বাড়ছে। তারা প্রবীণদের বিপ্লবী ব্রতকে এগিয়ে যেতে সক্ষম এবং পুঁজিবাদ থেকে সমাজতন্ত্রে উত্তরণের যুগের বিশ্ব-বিপ্লবী প্রক্রিয়ায় সুস্পষ্ট ব্যক্তিগত অবদান রাখতেও তারা নিজেদের প্রস্তুত করে তুলেছে।

আমরা এটা বুঝি তাদের প্রশ্নের জবাব না দিয়ে সত্যিকারের সমাজতান্ত্রিক ও কমিউনিস্ট ভাবধারা যুবদের মধ্যে সঞ্চারিত করার কথা ভাবাই যায় না। তরুণ জনগণের ক্রমবর্ধমান সামাজিক চেতনা ও শিক্ষাগত মান আমাদের প্রচারের কাছে অনেক প্রত্যাশা করে। একে নির্দিষ্ট, উদ্দেশ্য-পূর্ণ ও সিদ্ধান্তমূলক হতেই হবে। যুবসম্প্রদায় আরও জানতে চায় এবং সমসাময়িক সামাজিক প্রক্রিয়াসমূহ ও শ্রেণীসংগ্রামের বিষয়গত নিয়ম সম্পর্কে গভীরতর অন্তর্দৃষ্টি লাভ করতে চায়। তাদের নতুন নতুন প্রয়োজনকে আমাদের মিটাতে হবে।

শুধু তরুণতর প্রজন্মের অগ্রবাহিনী নয় বা এমন কি তার সংখ্যাগুরু অংশ নয়, **সমগ্র তরুণ জনগণের প্রত্যেক** পুরুষ ও মহিলার মান সমাজতান্ত্রিক বিশ্ব দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলাই আমাদের রাজনৈতিক কার্যকলাপের প্রধান লক্ষ্য। এ বিষয়ে সাফল্যের নিয়ামক পূর্বশর্ত হচ্ছে রাজ-নৈতিক লক্ষ্য স্পষ্টভাবে সূত্রায়িত করা এবং যুবদের মধ্যে প্রধান মতাদর্শগত ও রাজনৈতিক আবহাওয়ার হিসাব নিকাশ করা। রাজনৈতিক ও মতাদর্শগত কাজে অর্জিত আমাদের মূল্যবান অভিজ্ঞতা ব্যবহারের প্রতিও আমরা খুব গুরুত্ব দিই, এবং যে-সকল ধরন ও পদ্ধতি বিশেষভাবে ফলপ্রসূ হয়েছে সেগুলোর পুরো ব্যবহারের সর্বোত্তম চেষ্টা আমরা করি।

এফ জি ওয়াই এস-এর সংগঠনসমূহের মাসিক সভা-গুলো রাজনৈতিক চিন্তাধারা গড়ে তোলার একটা কার্যকর মঞ্চে পরিণত হয়েছে। এটা সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের একটা শিক্ষায়তন স্বরূপ। কোনো বিষয়ে যৌথ ব্যবস্থা ও সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে একজনের অংশগ্রহণের একটা পরীক্ষিত রূপ। বিশেষ করে, এফ জি ওয়াই এল-এর কেন্দ্রীয় পরিষদ থেকে লীগের শাখাসমূহের সর্বস্তরে গৃহীত সিদ্ধান্তাবলী

কার্যকর করার জন্য সমাজতান্ত্রিক প্রতিযোগিতার সাফল্যে যুব জনগণের দায়িত্বের কথা আলোচিত হয় যে সভায় সেই-গুলো বিশেষ সহায়ক হয়।

লীগের সদস্যদের মধ্যে মার্কসবাদ-লেনিনবাদ প্রচারের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপায় হচ্ছে প্রায় বিগত ২৫ বছর ধরে লীগ পরিচালিত রাজনৈতিক শিক্ষা-ব্যবস্থায় বার্ষিক শিক্ষাসূচী, এ ব্যবস্থা আমাদের তরুণ জনগণের বয়স, শিক্ষাস্তর ও আগ্রহগুলো বিবেচনার মধ্যে নেয়। মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহে ও উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে রাজ-নৈতিক শিক্ষা কর্মসূচী সমাজবিজ্ঞান ও মার্কসবাদ-লেনিন-বাদের কর্মসূচীর সঙ্গে সুসমন্বিত। ১·৪ মিলিয়ন লীগ সদস্য নিয়ে শহর ও গ্রামে এক বিস্তীর্ণ রাজনৈতিক শিক্ষা ব্যবস্থা আমাদের আছে। এটি পরিচালনায় পার্টির প্রচারকরা আমাদের যথেষ্ট সাহায্য করেন।

তরুণ-তরুণীরা নতুন নতুন রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, শিক্ষা সম্পর্কিত সাংস্কৃতিক, সামরিক ও অপরাপর প্রশ্না-বলীর সম্মুখীন হয় এবং তার উত্তর তারা জানতে চায়। সুতরাং, কিছুদিন পর পর নিয়মিতভাবে তাদের রাজনৈতিক আলোচনার ব্যবস্থা করাকে লীগ তার অন্যতম কাজ হিসাবে গণ্য করে।

তরুণ জনগণকে শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনের বিপ্লবী ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধান্বিত করে তোলা মতাদর্শগত কাজের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। আমাদের রাষ্ট্রের প্রবীণ নির্মাতা, প্রবীণ কমিউনিস্ট ও অপরাপর অভিজ্ঞ নাগরিকদের একটা চমৎকার রীতি হল, শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলন লীগের ইতি-হাসের স্মরণীয় ঘটনাবলী যুবদের কাছে বিবৃত করা। জার্মানি ও আন্তর্জাতিক শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাবান মহিলা ও পুরুষদের যোগ্য হওয়ার অধিকার অর্জনের জন্যে এফ জি ওয়াই এল গোষ্ঠী ও শাখা, বিদ্যালয় গোষ্ঠী ও উৎপাদক দলগুলির মধ্যে প্রতিযোগিতা হয়। জি ডি আর-এর ২৫তম বার্ষিকী উপলক্ষে, সারা প্রজাতন্ত্র জুড়ে আর্নস্ট থেলমান প্রদর্শনীর আয়োজনের উদ্যোগ লীগ নিয়েছিল।

কমিউনিস্ট ও আন্তর্জাতিকতাবাদী থেলমানের মতাদর্শ-গত ও নৈতিক ভাবধারার বৈশিষ্ট্যের সাহায্যে তরুণতর প্রজন্মকে উদ্দীপিত করে তোলার কাজকে লীগ গুরুত্ব দেয়। আমাদের তরুণ ও তরুণীদের পক্ষে, জার্মান শ্রমিকশ্রেণীর নেতার মতো হওয়া হচ্ছে তাদের জীবন, জ্ঞান, অভিজ্ঞতা ও শক্তি সমাজতন্ত্র, উজ্জ্বল ভবিষ্যতের প্রতি নিবেদিত করা। শ্রমিকশ্রেণীর সঙ্গে থেলমানের যোগসূত্র হচ্ছে তার শক্তি ও অদম্য ইচ্ছাশক্তির অন্যতম উৎস। শ্রমিকশ্রেণীর এই সন্তানটি শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবী নেতায় পরিণত হয়েছিলেন।

১৯৩৪ সালে প্যারিসের একদল স্কুলের শিশু জর্জি ডিমিট্রভকে চিঠি লিখে জিজ্ঞেস করেছিল যে একজন প্রকৃত বিপ্লবীর কেমন হওয়া উচিত। উত্তরে ডিমিট্রভ থেলমানের উদাহরণ উদ্ধৃত করেছিলেন। ডিমিট্রভ লিখেছেন, "তাঁর জীবন দেখায় যে একজন প্রকৃত বিপ্লবী চরম শ্রেণীসংগ্রামে পরীক্ষিত, যাতে তিনি পুরোপুরি বিপ্লবী মার্কসবাদকে পুরোপুরি আত্মীকরণ করেন। যাই হোক, শুধু বিপ্লবী উদ্দীপনাই যথেষ্ট নয়, কারণ তাঁকে বিপ্লবী তত্ত্বের হাতিয়ারকে ব্যবহার···করতে হবে। তত্ত্বের জ্ঞানই শুধু যথেষ্ট নয়, কারণ তাঁকে শক্তিশালী বলশেভিক চরিত্র ও নীতিবোধ গড়ে তুলতে হবে। কি করতে হবে তাই জানা একজনের যথেষ্ট নয়। তাকে এটি সম্পন্ন করবার জন্য দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হতে হবে। প্রকৃতপক্ষে শ্রমিকশ্রেণীর স্বার্থ রক্ষা করে সব কিছুর বিনিময়ে তা সম্পন্ন করবার জন্য প্রস্তুত হতে হবে। নিজের স্বার্থকে সর্বহারার স্বার্থের অধীন করতে সক্ষম হতেই হবে।" পরিশেষে তিনি ফরাসী দেশীয় যুব পত্রলেখককে থেলমান যা করেছেন তা করবার জন্য আহ্বান জানান। তিনি লিখেছেন, "তরুণ জনগণ শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃবৃন্দ ও বীরদের উদাহরণ অবশ্যই অনুসরণ করবে।" কি করে থেলমানের মতো জীবনযাপন ও কাজ করা যায় তা যুবদের দেখানো এফ জি ওয়াই এল তার কর্তব্য বলে মনে করে। আমাদের লীগ লেনিনবাদী নীতিসমূহ অনুসরণ করে। এই নীতি অনুযায়ী তরুণ সমাজকে প্রধানত নতুন সমাজব্যবস্থা গঠনে অংশগ্রহণের মাধ্যমে কমিউনিস্ট মনো-ভাবে শিক্ষিত করতে হবে। তরুণ জনগণকে আমরা সেই সব কাজে নিযুক্ত করতে চেষ্টা করি যেখানে তারা তাদের যোগ্যতা প্রমাণ করতে পারবে। লেনিনবাদী কমসোমল এবং অপরাপর ভ্রাতৃপ্রতিম যুব সংগঠনসমূহের বিশাল অভি-জ্ঞতার ভাণ্ডার এক্ষেত্রে অমূল্য। পরীক্ষিত সাংগঠনিক রূপগুলির মধ্যে রয়েছে যুব উৎপাদক দল, নির্মাণ প্রকল্পে কাজ, ছাত্র ও বিদ্যালয়ের শিশু দলের মধ্যে কাজ, শ্রমিক ও প্রমোদ শিবিরে কাজ, এবং বৈজ্ঞানিক ও প্রকৌশল সাফল্যের পর্যালোচনা। শিল্প, কৃষি ও নির্মাণকার্যে একইভাবে, লীগ সদস্যরা শ্রম উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, সংক্ষিপ্ততম সময়ে ও ন্যূনতম মূল্যে উচ্চতর মানের পণ্য উৎপাদনের চেষ্টা করে। সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে কাজের উন্নত পদ্ধতি নেওয়া হয়েছে, তাকে কাজে লাগানো হয়েছে এবং রপ্তানির মালের চাহিদা যথাসময়ে পূরণ করা সুনিশ্চিত হয়। পোল্যান্ড, চেকশ্লোভাকিয়া ও হাঙ্গেরির তরুণ শ্রমিকদের সঙ্গে একত্রে ৫৪৪ প্রকল্পে আমাদের তরুণ-তরুণীরা কাজ করছে এবং সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক সংহতি সাধনের সমগ্র কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত দেশগুলির সংশ্লিষ্ট কাজে তারা তাদের অংশ পূরণ করছে। সমাজতন্ত্রের কল্যাণের জন্য যুব প্রজন্মের প্রচেষ্টাকে তরুণ জনগণের শ্রেণীশিক্ষার অঙ্গরূপে আমরা গণ্য করি। সুতরাং যাতে সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক সংহতিসাধনে আমাদের যুব প্রজন্মের শ্রম সোজাসুজি অবদান রাখতে পারে আমরা সেটা নিশ্চিত করি। ওরেনবার্গ থেকে সোভিয়েত ইউনিয়নের পশ্চিম সীমান্ত পর্যন্ত গ্যাস পাইপলাইন নির্মাণের কাজে লীগের সদস্যরা অংশগ্রহণ করছে। এস ইউ পি জি-র কেন্দ্রীয় কমিটির রাজনৈতিক ব্যুরোর প্রস্তাব অনুসারে পাইপ লাইনের যে অংশটা জি ডি আর-এর নির্মাণের কথা তার দায়িত্ব আমাদের তরুণ জনগণের ওপর অর্পণ করা হয়েছে।

এর অর্থ হল এই যে আমাদের মতাদর্শগত ও রাজ-নৈতিক কাজ শিক্ষামূলক কার্যকলাপের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। আমরা লেনিনের কথা স্মরণ করি : "কাজ ও সংগ্রাম ব্যতীত কমিউনিস্ট পুস্তিকা ও রচনাবলী থেকে লব্ধ বইয়ের জ্ঞান সম্পূর্ণ মূল্যহীন।" (কালেকটেড ওয়ার্কস, ভল্যুম ৩১, পৃঃ ২৮৫)।

যুবদের ঐক্যবদ্ধ সমাজতান্ত্রিক গণসংগঠন এফ জি ওয়াই এল প্রাথমিকভাবে যুব প্রজন্মকে শিক্ষিত করার ক্ষেত্রে পার্টির সহকারী ও সংরক্ষিত বাহিনী হিসাবে কাজ করে। কমসোমলের তৃতীয় কংগ্রেসে বক্তৃতা করতে গিয়ে লেনিন বলেছেন যে যুব কমিউনিস্ট লীগে যোগ দিয়ে প্রত্যেক যুবককে "কমিউনিজম গঠনে পার্টিকে সাহায্য করার এবং কমিউনিস্ট সমাজ গঠনে সমগ্র তরুণ প্রজন্ম সাহায্য করার" ক্ষেত্রে নিজেকে নিয়োজিত করতে হবে (ঐ, পৃঃ ২৮৯)। এই তত্ত্বটি এস ইউ পি জি-র নিয়মাবলীতে এইভাবে সূত্রায়িত হয়েছে: "সমাজতন্ত্রের সর্বমুখী নির্মাণকার্যে ও তাদের সমাজতান্ত্রিক দেশ প্রতিরক্ষায় যুবদের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে সমাজতান্ত্রিক মনোভাবে যুব জনগণকে শিক্ষিত করবার কাজে পার্টিকে দি ফ্রী জার্মান ইউথ লীগ সাহায্য করে। সর্বাঙ্গীণভাবে উন্নত যুবক-যুবতীরা যারা সমাজতান্ত্রিক নীতি অনুযায়ী কাজ করে, পড়াশুনা করে ও জীবনযাপন করে, তাদের এক প্রজন্ম সৃষ্টি করার ক্ষেত্রে এফ ওয়াই জি এল অবদান রাখে।"

লীগ ও পার্টির মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিদ্যমান। এফ ওয়াই জি এল পার্টির নেতৃত্বের ভূমিকাকে কাজে ও কথায় স্বীকার করে। মার্কসবাদ-লেনিনবাদের তত্ত্ব থেকে লীগ পথনির্দেশ এবং পার্টির সিদ্ধান্তাবলী ও পরামর্শ গ্রহণ করে।

যুবদের প্রত্যেক অংশের স্বার্থকে এফ জি ওয়াই এল প্রকাশ করে। জি ডি আর-এ যুব আন্দোলনের ঐক্য একটি গুরুত্বপূর্ণ সাফল্য। একথা বলা নিষ্প্রয়োজন যে লীগ যুবদের নানা অংশ ও বয়োগোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্ব করে, এই ঘটনা আমাদের রাজনৈতিক কাজকে বিভিন্নমুখী করতে বাধ্য করে, কারণ আমাদের লক্ষ্য হল সমস্ত যুবকদের কাছে পৌঁছানো এবং তাদের সমাজতন্ত্রের যোদ্ধায় পরিণত হতে সাহায্য করা।

শ্রম, পড়াশোনা, সাংস্কৃতিক প্রয়োজন, খেলাধুলা, পর্যটন, আচার-আচরণ, ফ্যাশন ও প্রতিদিনের অন্যান্য প্রয়োজন—যুব জীবনের প্রত্যেকটি দিকেই লীগ উপযুক্ত মনোনিবেশ করে। কতকগুলো উদাহরণ দেওয়া হল। সাম্প্রতিককালে এফ জি ওয়াই এল জুগেনড্ টুরিস্ট নামে যুব জনগণের একটি পর্যটন প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেছে। চার মিলিয়নের বেশি শিশু ও বালক-বালিকা বার্ষিক খেলাধুলার আসরে অংশগ্রহণ করছে। আবার, বার্ষিক এফ জি ওয়াই এল চ্যালেঞ্জ কাপ প্রতিযোগিতার ১৬টি খেলাধুলায় তিন মিলিয়নের বেশি প্রতিদ্বন্দ্বী যোগদান করেছিল। ১৯৭৫ সালের কর্মসূচীর মধ্যে আছে সাংস্কৃতিক সমস্যাবলীর বিষয়ে একটি সম্মেলন এবং যুব তরুণ নেতাদের একটি সম্মেলন।

স্বেচ্ছামূলক ও স্বয়ংশাসিত শিশু সংগঠন আর্নস্ট থেলমান যুব পাইওনীয়ার সংগঠনে এফ জি ওয়াই এল কাজ করে। পার্টি এ কাজের ভার আমাদের ওপর দিয়েছে। তরুণ পাইওনীয়াররা সঠিকভাবেই নিজেদের এফ জি ওয়াই এল-এর সংরক্ষিত বাহিনী এবং শ্রমিকশ্রেণীর পার্টির কনিষ্ঠ সহকারী বলে অভিহিত করে। তারা বিদ্যালয়ের কাজ, দেওয়াল চিত্র সংশ্লিষ্ট ও অন্যান্য কাজও তারা ভালোভাবেই করে।

দায়িত্বপূর্ণ ও মহৎ ব্রত, উন্নত সমাজতান্ত্রিক সমাজগঠনের কাজে অংশগ্রহণের জন্য জার্মান গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের তরুণ প্রজন্ম গর্বিত। আমাদের প্রজাতন্ত্রের সমগ্র ইতিহাস জুড়ে, ফ্রী জার্মান ইউথ লীগের নেতৃত্বে—যুব জনগণ গুরুত্বপূর্ণ নির্মাণ প্রকল্পে কাজ করেছে। এবং আমরা গর্বের সঙ্গে বলি যে আমাদের দেশে বেশি বেশি করে তরুণ-তরুণীরা পার্টির বার্তাকে তাদের নিজেদের কর্মসূচী বলে গণ্য করে।

কমিউনিস্ট ও ওয়ার্কার্স পার্টি সম্পর্কিত সংক্ষিপ্ত তথ্য

সুদানের কমিউনিস্ট পার্টি

১৯৪৬-এর ১৮ আগস্টে বিভিন্ন মার্কসবাদী গোষ্ঠীর সদস্যগণ খার্তুমে অবৈধভাবে মিলিত হন এবং একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁরা সে সংগঠনের নাম দিলেন সুদানীজ মুভমেণ্ট ফর ন্যাশনাল লিবারেশন। সংগঠনটি তার তৃতীয় কংগ্রেসে (১৯৫৬) একটি প্রস্তাব গ্রহণ করে এর নতুন নামকরণ করে—সুদানের কমিউনিস্ট পার্টি।

প্রথম থেকেই কমিউনিস্ট পার্টি শ্রমিক আন্দোলনের সঙ্গে দৃঢ়ভাবে যুক্ত ছিল এবং জাতীয় স্বাধীনতার জন্য সংগ্রামে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছিল। কমিউনিস্টরা ট্রেড ইউনিয়ন, যুব, মহিলা ও অন্যান্য সমিতির মতো গণ-তান্ত্রিক সংগঠন স্থাপনেও সক্রিয় ছিল।

স্থানীয় পার্টি শাখাগুলি আবাসিক ও কর্মস্থলে স্থাপিত হয়েছে এবং আঞ্চলিক সংগঠনগুলির সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছে।

চারটি পার্টি কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়েছে : ১৯৫০, ১৯৫১, ১৯৫৬ ও ১৯৬৭। এ ছাড়া দুটি বিশেষ সম্মেলন আহূত হয়েছিল। একটি সম্মেলনে ১৯৪৯-এ সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রামে গণ-জাগরণের সময়ে পার্টির রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক স্বাধীনতাকে দুর্বলকারী সুবিধাবাদী ধারাকে পরাজিত করে। অন্যটি অনুষ্ঠিত হয় ১৯৭০ সালে। এই সম্মেলনে ১৯৬৯-এর ২৫ মে এর বিপ্লবের পরে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী, প্রগতিশীল রাষ্ট্র ব্যবস্থা স্থাপনের পরিস্থিতিতে পার্টির কাজ সম্পর্কিত আলোচনা হয়।

প্রথম পার্টি কর্মসূচী গৃহীত হয়েছিল ১৯৫৬-এর তৃতীয় কংগ্রেসে। এস সি পি-র সাধারণ পথ নির্ধারিত করে ঐ কংগ্রেস জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পন্ন করার কর্তব্য নির্দিষ্ট করে। বিকাশের পুঁজিবাদী পথ বাতিল করে এবং গণতান্ত্রিক ও দেশপ্রেমিক সরকার ও সমাজতন্ত্রের পথে ক্রম উন্নয়নের সংগ্রামের জন্য একটি গণতান্ত্রিক জাতীয় ফ্রন্ট গঠনে আহ্বান জানায়। ১৯৬৭-র অক্টোবরে, চতুর্থ কংগ্রেসে, প্রথম কংগ্রেসে সূত্রবদ্ধ আদর্শকে আন্তর্জাতিক দৃশ্যপট এবং অভ্যন্তরীণ পরিবর্তনসমূহের আলোতে বিস্তৃত করে একটি নতুন কর্মসূচী গৃহীত হয়।

এস সি পি সামরিক একনায়কতন্ত্রের (১৯৫৮-৬৪) বিরুদ্ধে সংগ্রামে গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করে। ১৯৬৪-র অক্টোবরে এর উৎখাতের পরে এবং ১৯৬৯-এর ২৫ মে থেকে ১৯৭১-এর ১৯ জুলাই পর্যন্ত কমিউনিস্টরা সরকারে ছিল। ১৯৭১-এর জুলাই মাসে কর্তৃপক্ষ এস সি পি-কে বাম-মার্গী অফিসারদের একটি গোষ্ঠীকে দিয়ে ন্যুমেরি সরকারের বিরুদ্ধে ক্যু করার উদ্যোগের দায়ে অভিযুক্ত করে। পার্টি নৃশংসভাবে আক্রান্ত হয় এবং সাধারণ সম্পাদক এ কে মঘোব সহ বেশ কয়েকজন নেতা নিহত হন। সেই থেকে এস সি পি-কে আবার বে-আইনীভাবে কাজ করতে বাধ্য করা হয়েছে।

১৯৫০-এর শেষ দিকে পার্টি **আল-লিভা আল-আকসার** (লাল পতাকা) নামে সংবাদপত্র অবৈধভাবে প্রকাশিত করতে শুরু করে। ১৯৫১-র শেষ দিক থেকে দশ মাসের জন্য ঐ পত্রিকা বৈধভাবে প্রকাশিত হয়। ১৯৫৪-১৯৫৮-এ পার্টি সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ফ্রন্টের নামে **আল-ময়দান** (ফোরাম) নামক সংবাদপত্রও প্রকাশ করে। ১৯৫৮-র নভেম্বরে সামরিক একনায়কতন্ত্র ক্ষমতায় এলে এর প্রকাশনা বন্ধ হয়ে যায়। ১৯৬৪-র অক্টোবরে পত্রিকাটি এস সি পি-র মুখপত্র হিসাবে প্রতিদিন প্রকাশিত হয় এবং ১৯৬৫-এর ডিসেম্বরে পার্টি বে-আইনী হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত চালু থাকে। ১৯৬৬ থেকে ১৯৭০ পর্যন্ত পার্টি বৈধ **আখবর আল-উযবুয়া** (নিউজ অব দি উইক) প্রকাশ করে। এখন **আল-ময়দান** অবৈধভাবে প্রকাশিত হচ্ছে। অধিকন্তু দক্ষিণ সুদানের অধিবাসীদের জন্য ইংরেজী ভাষায় **এ্যাডভান্স** অনিয়মিত সময়ের ব্যবধানে প্রকাশিত হয়ে থাকে।

১৯৪৭ থেকে এস সি পি কেন্দ্রীয় কমিটি তাত্ত্বিক সাময়িকী **আশ-শুয়োয়ী** (দি কমিউনিস্ট) প্রকাশ করছে, যার এ পর্যন্ত—১৩৮টি সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছে। এ ছাড়া আঞ্চলিক পার্টি সংগঠনগুলির নিজস্ব প্রকাশনা রয়েছে।

নিকারাগুয়ার সোশ্যালিস্ট পার্টি

১৯৩৯-এ পার্টি কমিউনিস্টদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয় এবং সেই থেকে অবৈধ থাকে।

পার্টির দলিলে জোর দিয়ে বলা হয়েছে যে, বর্তমান "নিকারাগুয়া স্বাধীনতা সম্পূর্ণই নামে মাত্র। আধা-ঔপনিবেশিক ও সামন্ততন্ত্রের আনুষ্ঠানিক কাঠামো নিয়ে এটা সাম্রাজ্যবাদের প্রতি পুরোপুরি আত্মনিবেদিত।" কর্মসূচীতে দেশের সামাজিক, আর্থিক ও রাজনৈতিক অবস্থা বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এতে বলা হয়েছে যে, পার্টির আশু লক্ষ্য হল—নিকারাগুয়া-কে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও স্থানীয় তাঁবেদার শাসকগোষ্ঠী থেকে মুক্ত করা এবং একে প্রকৃত স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিবর্তিত করা। কৃষি, গণতান্ত্রিক, জনপ্রিয়, সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী এক বিপ্লবের মধ্য দিয়ে মৌলিক গণতান্ত্রিক ও সামন্তবাদ-বিরোধী পরিবর্তন কার্যকর করতে

এবং সমাজতন্ত্রে রূপান্তরের পথ পত্তন করতে একটি দেশপ্রেমিক জনগণের সরকার স্থাপন করে এই লক্ষ্য অর্জন করা সম্ভব। কর্মসূচী সংগ্রামের শান্তিপূর্ণ পদ্ধতির সঙ্গে অশান্তিপূর্ণ পথের সংযুক্তির প্রয়োজনীয়তা নির্দিষ্ট করে দেখিয়েছে।

এন এস পি মনে করে সশস্ত্র সংগ্রাম ছাড়া বর্তমান একনায়কতান্ত্রিক রাজত্বের অবসান, এক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা স্থাপন ও জাতীয় মুক্তি অর্জন অসম্ভব। পক্ষান্তরে এ আরও মনে করে যে তেমন একটি সংগ্রামের পরিস্থিতি এখনও সুদূরপরাহত। এই পরিস্থিতিতে পার্টি, জনগণের সঙ্গে সংযোগের বিস্তৃতি, গণতান্ত্রিক ও প্রগতিশীল অংশের মধ্যে এন এস পি-র প্রভাব গড়ে তোলা এবং একটি গণতান্ত্রিক বিরোধিতায় সকল দেশপ্রেমিককে ঐক্যবদ্ধ করার জন্য আরও কঠোর পরিশ্রম করার আহ্বান জানিয়েছে। পার্টি গণতান্ত্রিক কৃষি সংস্কারের জন্য দাবি জানিয়েছে।

শেষ পর্যন্ত এন এস পি জনগণের মধ্যে, বিশেষভাবে যুব, শ্রমিক ও ছাত্র এবং ট্রেড ইউনিয়নের মধ্যে তার প্রভাব বাড়িয়েছে। অধিকাংশ ট্রেড ইউনিয়নকে নিয়ে গঠিত ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট জেনারেল কনফেডারেশন অব লেবার কমিউনিস্ট নেতৃত্বে পরিচালিত হয়। পার্টির উদ্যোগে ১৯৬৭-এ কৃষক ও কৃষি মজুরদের কনফেডারেশন স্থাপিত হয়েছে।

বর্তমান রাজত্ব, এক নগ্ন সামরিক একনায়কতন্ত্র-এর বিরুদ্ধে একটি যুক্তফ্রণ্ট গঠন করার জন্য পার্টি সকল বিরোধী শক্তির কাছে আহ্বান জানিয়েছে। পার্টি 'সমোজা'-বিরোধী গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে ব্যাপকতর চরিত্র দান করতে ও একে এমন একটি ন্যূনতম কর্মসূচীতে সজ্জিত করতে চেষ্টা করছে যা যে কোনো ধরনের একনায়কতন্ত্র-বিরোধী ব্যাপক রাজনীতিক ও সামাজিক গোষ্ঠীর কাছে বোধগম্য হবে।

এন এস পি দৃঢ়ভাবে মার্কসবাদ-লেনিনবাদ মেনে চলে এবং বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলনের নীতির ঐক্যের পক্ষে দাঁড়ায়।

পার্টি কয়েকটি সংবাদপত্র প্রকাশ করে থাকে।

ইউনাইটেড পার্টি অব হাইতিয়ান কমিউনিস্ট

পার্টি অব পপুলার ইউনিটি (১৯৫৯-এ স্থাপিত) এবং পিপল্‌স ন্যাশনাল লিবারেশন পার্টির (১৯৫৪-এ স্থাপিত) সংযুক্তির ফলে ১৯৬৮-র নভেম্বরে স্থাপিত ইউ পি এইচ সি শ্রমিক, কৃষক ও প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবীদের স্বার্থ রক্ষা করে গোপনে কাজ করে থাকে। দুই পার্টির সংযুক্তির ঘোষণাপত্রে বলা হয়েছে—"ইউ পি এইচ সি হল মার্কসবাদ-লেনিনবাদের মতাদর্শের পতাকাতলে সংগ্রামী শ্রমিকশ্রেণীর রাজনীতিসচেতন ও সংগঠিত অগ্রবাহিনী। লেনিনবাদী সাংগঠনিক নীতি অনুসরণ করে পার্টি হাইতীয় বিপ্লব সমাধা করে ক্ষমতা গ্রহণ করতে ও সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে প্রলেতারীয়শ্রেণীর সংগ্রামে নেতৃত্ব দেবে।"

পার্টি ঘোষণা করেছে যে, সে সমস্ত কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে ভ্রাতৃত্বমূলক সম্পর্ক রাখবে এবং প্রতিটি পার্টির স্বাধীনতার প্রতি সম্মান ও মার্কসবাদ-লেনিনবাদের প্রতি আনুগত্য এবং প্রলেতারীয় আন্তর্জাতিকতার নীতিগুলির উপর ভিত্তি করে বিশ্ব কমিউনিস্ট ঐক্যের জন্য কাজ করবে।

১৯৬৯-এর মে ও জুন মাসে সরকার শত শত কমিউনিস্টকে হত্যা করেছে ও জেলে পুরেছে। সরকারের জন-বিরোধী নীতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিক্রিয়াশীলরা ডিক্টেটর ডুভ্যালিয়ারকে সমর্থন করে এবং নানাভাবে সাহায্য করে থাকে।

ইউ পি এইচ সি গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার উপর ভিত্তি করে। এর সর্বোচ্চ ক্ষমতাধিকারী হল পার্টি কংগ্রেস এবং দু-কংগ্রেসের মধ্যবর্তী সময়ে কাজ পরিচালনা করে পলিটিক্যাল ব্যুরো নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় কমিটি।

পার্টির জাতীয় সংবাদপত্র বে-আইনীভাবে হাইতিতে ছাপা হয়। ক্যানাডা, মেক্সিকো ও ফ্রান্সে ইউ পি এইচ সি-র বেশ কয়েকটি পত্র-পত্রিকা প্রকাশিত হয়।

সংক্ষেপে

পশ্চিম ইয়োরোপীয় কমিউনিস্টদের সম্মেলন

প্যারিসে অনুষ্ঠিত পশ্চিম ইয়োরোপের পুঁজিবাদী দেশগুলির কমিউনিস্ট পার্টিগুলির সম্মেলনের আলোচ্যসূচীর প্রধান বিষয় ছিল কৃষিতে সংকট। প্রতিনিধিদের স্বাগত জানিয়ে ফ্রান্সের কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক জর্জ মার্সাই দেখালেন যে সম্মেলন ব্রাসেল্‌স্-এ অনুষ্ঠিত পশ্চিম ইয়োরোপীয় কমিউনিস্ট পার্টিগুলির সম্মেলনে নির্ধারিত লাইন অনুসরণ করে এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এই সম্মেলনে তাঁদের মধ্যে সহযোগিতা সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে নতুন স্তর প্রতিফলিত হল। প্যারিস সম্মেলনে কয়েকটি যুক্ত পদক্ষেপের রূপরেখা স্থির হল। এই সব পদক্ষেপের লক্ষ্য হল পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলির কৃষিনীতির বিরুদ্ধে তাঁদের সংগ্রামে কৃষকদের সংহতি ও সকল শ্রমজীবী মানুষের মৈত্রীকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া।

আর্জেণ্টিনা

নতুন সভ্য গ্রহণের জন্য জাতীয় কমিশনের এক সভায় রিপোর্ট পেশ করতে গিয়ে সি পি এ-র কেন্দ্রীয় কমিটির সম্পাদক এথোস ফাভা বলেন—এই বছরের জানুয়ারিতে পার্টির ১৪৭,৪২৭ জন সদস্য ছিল আর ইয়ং কমিউনিস্ট ফেডারেশনের সদস্য ছিল ৫৭,৯২০ জন। বৈশিষ্ট্য হল—শতকরা ৮০ থেকে ৯০ ভাগ নতুন সদস্য হলেন ভূতপূর্ব পেরনিস্ট।

পার্টি মে দিবস ও ফ্যাসিবাদের উপর বিজয়ের ৩০তম

বার্ষিকী স্মরণীয় করার জন্য নতুন সভ্য সংগ্রহ অভিযান পরিচালনা করে।

অস্ট্রিয়া

দক্ষিণ ভিয়েতনামের জনগণের জন্য ইয়ং কমিউনিস্ট ও অন্যান্য প্রগতিশীল সংগঠনগুলির সংগ্রহ অভিযানে এ পর্যন্ত এক লক্ষ শিলিং সংগৃহীত হয়েছে।

কিউবা

কিউবার যুব কমিউনিস্ট লীগ একটি শিশু বা কিশোরও যাতে স্কুল বা কর্মকেন্দ্রের বাইরে না থাকে তা নিশ্চিত করার জন্য এক অভিযান শুরু করেছে। ১৩ থেকে ১৯ বছর বয়স্ক যে সব কিশোর স্কুলে যায় না বা কোনো উপযোগী কাজ করে না তাঁদের ওয়াই সি এল অনুমোদিত কর্ম-সংস্থায় নিয়ে আসবার জন্য পরিকল্পনা করা হয়েছে। লীগের আর একটি উদ্যোগ হল—তরুণ শ্রমিকদের সাধারণ ও পেশাগত শিক্ষাকে নিরবচ্ছিন্নভাবে উন্নত করা।

ডেনমার্ক

কেন্দ্রীয় কমিটির এক প্লেনারি অধিবেশন পার্টির পরবর্তী কংগ্রেস ১৯৭৬-এ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এই কংগ্রেসে নতুন কর্মসূচী গ্রহণ করা হবে। অধিবেশনে পার্টির চেয়ারম্যান নুড জেস্‌পারসেন একটি রিপোর্ট উপস্থিত করেন।

ফ্রান্স

কমিউনিস্ট পার্টি জাতীয় স্তরে আলোচনার জন্য একটি খসড়া মুক্তির ঘোষণাপত্র পেশ করেছে। কাজ শুরু করার জন্য সংগঠিত একটি সাংবাদিক সম্মেলনে সাধারণ সম্পাদক ঘোষণা করেন যে জনগণের বিচার-বিবেচনার জন্য শত শত পার্টি সভ্যের ও বিশেষ কমিশনের প্রচেষ্টা পেশ করেছে কমিউনিস্ট পার্টি দুটি উদ্দেশ্য নিয়ে। সে দুটি হল—প্রথমত, বৃহৎ পুঁজির সরকার কর্তৃক সংকুচিত স্বাধীনতাকে ঊর্ধ্বে তুলে ধরা এবং দ্বিতীয়ত, আজকের দিনের আর্থনীতিক, সামাজিক ও মানবিক চাহিদার সঙ্গে সমঞ্জস্য রেখে স্বাধীনতার ক্রম উন্নয়নের সম্প্রসারণ। খসড়ার পাঁচটি ভাগ রয়েছে : ব্যক্তিগত ও যৌথ স্বাধীনতা; আর্থনীতিক ও সামাজিক অধিকার; সংস্কৃতি ও সংযোগ বিকাশের অধিকার; রাজনীতিক অধিকার ও গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান; আইনগত নিশ্চয়তা। এফ সি পি মনে করে যে, ব্যাপক এবং গণতান্ত্রিক বিতর্কের পরে স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রটি জাতীয় সংবিধানের ভূমিকা হিসাবে গ্রহণ করা উচিত।

ভারত

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি বর্তমান নির্বাচনী ব্যবস্থায় মৌলিক পরিবর্তনের জন্য প্রস্তাব রচনা করেছে। জাতীয় পরিষদের এক প্রস্তাবে বলা হয়েছে—জনসাধারণের রাজনীতিক চেতনা বিকাশের জন্য গণতন্ত্রের উন্নয়ন এবং সংসদীয় সংস্থাগুলি শক্তিশালী করা দরকার আর নির্বাচিত সংস্থা ও প্রতিনিধিদের সংবিধানের প্রতি আরও দায়িত্বশীলও করতে হবে। দেশে ২৫ বছর ধরে বুর্জোয়া সংসদীয় ব্যবস্থা রয়েছে। এই ব্যবস্থায় শ্রমজীবী মানুষের, বিশেষভাবে দরিদ্রতম অংশের অধিকার ও স্বার্থের ক্ষতিকর এমন গুরুতর সীমাবদ্ধতা ও ত্রুটি রয়েছে। সি পি আই মনে করে "ক্ষতিকর সংখ্যাধিক্য ব্যবস্থা" বদল করে আনুপাতিক প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা করা দরকার। নির্দিষ্টভাবে, এটা হতে পারে যে প্রতিটি দলের প্রার্থী তালিকায় তফসিল জাতি ও তফসিল উপজাতির প্রতিনিধিত্ব এবং মহিলা প্রার্থীদের জন্য শতকরা ১৫ ভাগ আসন সংরক্ষিত রাখা থাকবে।

সি পি আই বিশেষ উল্লেখ করেছে যে, প্রতিনিধিত্ব ব্যবস্থা নির্বিশেষে, প্রতিনিধিদের ফেরত আনার ব্যবস্থা থাকা উচিত এবং যখন পার্টি থেকে দলত্যাগ ঘটবে বা সে অন্য দলে যোগ দিক বা নির্দল থাকুক না কেন তখন তার সদস্যপদ বাতিল হবে, এমন ব্যবস্থাও থাকবে। নির্বাচকমণ্ডলীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সংযোগ নিশ্চিত করার জন্য সি পি আই নিম্ন সংসদে (লোক সভা) সদস্য প্রতি পাঁচ লক্ষ ভোটার ভিত্তিতে করার সুপারিশ করেছে। পার্টি প্রচারের জন্য ব্যয় নির্বাহে প্রার্থী বা রাজনীতিক দলকে ব্যক্তিগত বা সরকারি দান নিষিদ্ধ করার প্রস্তাব দিয়েছে। এছাড়া অন্যান্য পরিবর্তনের কথাও আছে।

ইতালি

স্যাগলিয়ারীর কাছে ঘিলার্জা গ্রামে ইতালির কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠাতা এণ্টনিও গ্রামসির বাড়িতে একটি স্মারক সংগ্রহশালার উদ্বোধন হয়েছে।

মেক্সিকো

কমিউনিস্ট পার্টি এবছরই পার্টির ১৭শ কংগ্রেস আহ্বান করার কথা ঘোষণা করেছে। এই কংগ্রেস আসন্ন রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে দলের অবস্থান নির্দিষ্ট করবে।

সোভিয়েত ইউনিয়ন

সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি গণ-প্রচারের সমস্যা সম্পর্কে একটি সেমিনার সংযুক্ত সম্মেলন করেছিল। এতে উপস্থিত ছিলেন—আঞ্চলিক ও নগর পার্টি কমিটির সম্পাদকগণ, অঙ্গপ্রজাতন্ত্রগুলির কমিউনিস্ট পার্টিগুলির কেন্দ্রীয় কমিটিগুলির ও আঞ্চলিক ও এলাকাগত পার্টি কমিটিগুলির প্রচার বিভাগের প্রধান ও উপ-প্রধানগণ, প্রকাশনা সংস্থা এবং সাংস্কৃতিক বিষয়ের দায়িত্বশীল কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় সংস্থার কর্মিগণ, জাতীয় দৈনিক পত্রিকা ও সাময়িকীগুলি, জাতীয় টেলিভিশন ও রেডিও, সৃজনশীল কাজের ইউনিয়নগুলি, সোভিয়েত

সেনাবাহিনী ও নৌবাহিনীর কেন্দ্রীয় রাজনীতিক প্রশাসন, কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন কাউন্সিল এবং ওয়াই সি এল কেন্দ্রীয় কমিটির প্রতিনিধিগণ।

অংশগ্রহণকারীগণ পার্টির মতাদর্শগত কাজের সাধারণ ব্যবস্থায় মৌখিক প্রচার ও ছবির মাধ্যমে প্রচারের সমস্যা ও তাদের ভূমিকা সম্পর্কে মত বিনিময় করেন। একটি ছবির মাধ্যমে প্রচারের যন্ত্রপাতি প্রদর্শনীর মূল্যায়নও করা হয়।

সুইজারল্যাণ্ড

সুইস্ পার্টি অব লেবার "উচ্চ মূল্য ও মুদ্রাস্ফীতির বিরুদ্ধে", এই শ্লোগান নিয়ে এক ব্যাপক প্রচার অভিযানের উদ্যোগ নিয়েছিল। কমিউনিস্টরা সুইস্ ফেডারেল সংবিধানে, প্রয়োজনে জাতীয়করণ সহ একচেটিয়া পুঁজির ক্ষমতা সীমিত করা সম্পর্কে একটি ধারা সংযুক্ত করার জন্য কাজ করার ইচ্ছার কথা ঘোষণা করেছে।

ইউ. এস. এ

নিউ ইয়র্কে অনুষ্ঠিত ইউ এস এ কমিউনিস্ট পার্টির এক জাতীয় সম্মেলনে সাধারণ সম্পাদক গ্যাস হল আজকের দিনের সুনির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যের উপযুক্ত মূল্যায়নের ভিত্তিতে পার্টির কাজ উন্নত করার উপর জোর দেন।

তিনি বলেন—আমাদের জনসভা, বৈঠক ও সম্মেলনের ধরন বদলাতে হবে। আমাদের কাজকে সংবাদপত্র প্রচার অনুপাতে সীমিত করতে হবে। আমাদের কাজের পরিমাপ অবশ্যই পুঁজিবাদের সংকটের গুরুত্বের প্রতি লক্ষ্য রেখে করতে হবে। আমাদের অবস্থা কাটিয়ে উঠবার এবং **ডেইলি ওয়ার্ল্ড** ও **পিপল্‌স ওয়ার্ল্ড**কে গণ-প্রচারের পত্রিকা করার সুযোগ আছে। ঠিক এই অবস্থাই আছে পত্র-পত্রিকা ও পুস্তিকার ক্ষেত্রেও।

গ্যাস হল বলেন—পার্টির আকর্ষণ ক্ষমতা ক্রমেই বাড়ছে। নতুন নতুন লোক যোগ দিচ্ছে এবং পার্টিতে লোকেরা ফিরে আসছে। এটা বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ঝোঁক এবং এটা চলতে থাকবে। কিন্তু প্রকৃত, সম্ভবপর এমন কি উপরিভাগও আমরা ছুঁতে পারি নি। আমাদের ফিরে যেতে হবে "পার্টির দরজা নতুন সদস্যদের জন্য খুলে রাখ" এই বক্তব্যে। সভ্য সংগ্রহে আদর্শ স্থানীয় অভিজ্ঞতা কি? যাঁরা ইতিমধ্যে পার্টির কাজ করছেন এমন কারুর সঙ্গে আপনারা কথা বলুন। সাধারণভাবে তেমন একজন লোক কতকটা এমনি কথাই বলবে: "আমি এখনও পুরোপুরি প্রস্তুত নই। আমি পার্টির সঙ্গে একমত কিন্তু আমার কিছু প্রশ্ন আছে, যার এখনো উত্তর পাই নি।" আমরা ঐ পরিস্থিতি কমরেড বিশেষের উপর ছেড়ে দিতে পারি না। সুতরাং আমাদের কমিউনিস্ট পার্টি সম্পর্কে বিরামহীন আলোচনা চক্রের ব্যবস্থা করতে হবে। একটি নির্দিষ্ট দিনে তা শুরু করতে হবে এবং নেতৃস্থানীয় কমরেডগণ তা পরিচালনা করবেন। তখনও কোনো একজন বলতে পারেন—"আমি এখনও পুরোপুরি প্রস্তুত নই", অথবা "আমার কিছু প্রশ্ন আছে", আপনারা উত্তর দিতে পারেন একথা বলে—"আমাদের কাছে সমাধান আছে। চলুন আলোচনাচক্রে যাই এবং পার্টি সম্পর্কে আপনার ইচ্ছেমতো যে কোনো প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে পারেন।"

ভেনেজুয়েলা

কমিউনিস্ট পার্টির সূত্রে শহর আঞ্চলিক কমিটি পৌরসভার কাছ থেকে নেওয়া জমিতে পার্টির নিজস্ব বাড়ি তৈরি করতে শুরু করেছে। এর মধ্যে থাকবে সিনেমা হল, পড়ার ঘর ও চিকিৎসা বিভাগের বসবার ঘর। এই প্রচেষ্টা ব্যাপক সমর্থন লাভ করেছে এবং বহু শ্রমিক নগদ দান করতে চেয়েছেন।

ভেলেনসিয়ার ক্যারা বোবো আঞ্চলিক কমিটি একখণ্ড পরিত্যক্ত জমিতে পার্টি স্কুল তৈরি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

উদ্যোগ গ্রহণকারী কমিউনিস্ট সেল নির্মাণ তহবিলে ৫৫০ বলিভার দান করেছে এবং অন্য ২৫টি শাখাকে চ্যালেঞ্জ করেছে এর সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে। ফ্যাণ্টাক্ল্যারো বিল্ডিং কমপ্লেক্স-এ পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি স্থাপিত একটি সিনেমা থিয়েটার-এর ক্যারাক্যাস তৈরি শেষ হতে যাচ্ছে। এল ভ্যালি জেলার সব কয়টি পার্টি সেল কেন্দ্রীয় কমিটির ১০০ বলিভার দানের আবেদনের উপরে উঠবার সিদ্ধান্ত নিয়ে ১০০,২০০ দান করবে এবং "ক্যাণ্টাক্ল্যারোর ছাদ এবং দেওয়ালগুলোর জন্য আরও বেশি বলিভার দান করবে।

যুগোশ্লাভিয়া

বেলগ্রেড ইয়োরোপীয় ও উন্নয়নশীল দেশগুলির মধ্যে আর্থিক সম্পর্ক সম্বন্ধে একটি আন্তর্জাতিক আলোচনাচক্র অনুষ্ঠিত হয়। কমিউনিস্ট লীগের কেন্দ্রীয় কমিটি অনুমোদিত এই আলোচনাচক্রে ইয়োরোপের ৪০টিরও বেশি কমিউনিস্ট, সোশ্যালিস্ট, সোশ্যাল ডেমোক্রাটিক ও অন্যান্য শ্রমিকশ্রেণীর দল এবং আলজেরিয়ার জাতীয় মুক্তিফ্রন্টের প্রতিনিধিগণ অংশগ্রহণ করেন। অংশগ্রহণকারীদের কমিউনিস্ট লীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতিমণ্ডলীর পক্ষে কার্যকর কমিটি সদস্য দব্রিভোজে ভিডিক স্বাগত জানান।

গণতান্ত্রিক ঐক্যের সংগ্রামে কমিউনিস্টরা

আন্তর্জাতিক তত্ত্বমূলক আলোচনা-চক্র

কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের সপ্তম কংগ্রেসের ৪০তম বার্ষিকী উপলক্ষে গত এপ্রিল মাসে **ওয়ার্ল্ড মার্কসিস্ট রিভিউ** "গণতান্ত্রিক ও সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী শক্তির ঐক্যের সংগ্রামে কমিউনিস্টরা" এই শিরোনামায় প্রাগ-এ একটি আন্তর্জাতিক তত্ত্বমূলক আলোচনাচক্র সংগঠিত করে। এই পত্রিকার ১৯৭৫ সালের জুন সংখ্যায় এটি বিজ্ঞাপিত হয়েছিল। এতে যোগদান করেছিলেন কমিউনিস্ট ও ওয়ার্কার্স পার্টির প্রতিনিধিবৃন্দ এবং ৪৯টি সমাজতান্ত্রিক, উন্নত পুঁজিবাদী দেশ ও উন্নয়নশীল দেশের পণ্ডিত ব্যক্তিরা।

এই আলোচনাচক্রের উদ্বোধন করেন **ওয়ার্ল্ড মার্কসিস্ট রিভিউ** পত্রিকার প্রধান সম্পাদক **কনস্তানতিন জারোদভ**। তিনি জোর দিয়ে বলেন, কমিণ্টার্নের সপ্তম কংগ্রেস একটা অবিস্মরণীয় ঐতিহাসিক ঘটনা, যার তাৎপর্য কালস্রোতে ম্লান হয় নি। বছরের পর বছর অতিক্রান্ত হয়েছে, শ্রেণী-সংগ্রামের ক্ষেত্রে প্রবেশ করেছে নতুন নতুন প্রজন্ম, নতুন নতুন সামাজিক-আর্থনীতিক শক্তির অগ্রগমন ঘটেছে কিন্তু কংগ্রেসের দলিলগুলো মার্কসবাদ-লেনিনবাদের মহৎ গ্রন্থ হিসেবেই বিরাজ করছে। এই সব দলিল থেকেই কমিউনিস্টরা শিখছে কি করে তাদের কাজের ধারা ও মর্মবস্তুকে উন্নত করতে হয়, কি করে শ্রমিকশ্রেণীর মহৎ উদ্দেশ্যের সংগ্রাম, সাম্রাজ্যবাদ, প্রতিক্রিয়া ও যুদ্ধের বিরুদ্ধে সংগ্রাম এবং গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের জন্যে সংগ্রামকে উন্নত করে তুলতে হয়।

আজ যখন সারা বিশ্বে ফ্যাসিবাদ-বিজয়ের ৩০তম বার্ষিকী উদযাপিত হচ্ছে, তখন এটার উপর গুরুত্ব দেওয়া উচিত যে, ঐ বিজয় ছিল সমাজতন্ত্রের বিজয়, গণতান্ত্রিক শক্তিগুলোর ব্যাপক মৈত্রী-সমাবেশের বিজয়। এর ফলে কমিউনিস্টদের বিপ্লবী আদর্শের অগ্রগতি ঘটে এবং সমাজতান্ত্রিক বিশ্ব-ব্যবস্থাগঠনের পথ সুগম হয়। এই বিজয় অনেক পুঁজিবাদী দেশের শ্রমজীবী জনগণকে গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ও সামাজিক সাফল্য অর্জনে সক্ষম করে তোলে।

বর্তমানে যখন সংগ্রাম একটা নতুন ও উন্নত স্তরে উত্তীর্ণ হয়েছে, তখন ঐ কংগ্রেসের ভাবধারা ও শিক্ষা এবং জনগণের প্রধান শত্রু সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে যৌথ সংগ্রামের নীতির মধ্যে ঐতিহাসিকভাবে ও মতাদর্শগতভাবে একটা প্রত্যক্ষ সংযোগ-সূত্র প্রতীয়মান হচ্ছে। এই বিষয়টি, যা কিনা বর্তমান পরিস্থিতির ক্ষেত্রে প্রধান রাজনৈতিক ও তত্ত্বগতভাবে প্রাসঙ্গিক—সেটাই এই আলোচনা-চক্রে আলোচিত হয়েছে।

যুদ্ধের বিপদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের সমস্যা ও শান্তি বজায় রাখার সমস্যা, গণতন্ত্র ও জাতীয় মুক্তি-সংগ্রাম এবং সমাজতন্ত্রের সংগ্রামের মধ্যেকার সমস্যা সপ্তম কংগ্রেসের সময়ের মতোও বর্তমানে বিপ্লবী রণনীতির ভিত্তি হয়ে রয়েছে।

কংগ্রেসের সময়ে যেমনটি ছিল, সেই রকম বর্তমানেও এই সমস্যাগুলো সমাধানের সূত্র রয়েছে শ্রমিকশ্রেণীর ঐক্য এবং সকলের অভিন্ন শত্রু সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে যৌথ গণতান্ত্রিক কার্যক্রমের মধ্যে।

কংগ্রেসের সময়ের মতোই, বর্তমানেও শান্তি, গণতন্ত্র, জাতীয় মুক্তি ও সমাজতন্ত্রের সংগ্রামে জনগণকে পরিচালনায় সক্ষম সুনিশ্চিত রাজনৈতিক শক্তি হল কমিউনিস্ট ও ওয়ার্কার্স পার্টিগুলো এবং আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলন।

কিন্তু ত্রিশ দশকের পৃথিবী ও সত্তর দশকের পৃথিবীর মধ্যে বিরাট পার্থক্য রয়েছে। এটা মনে রাখতে হবে। এখন একটা শক্তিধর সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগোষ্ঠীর উদ্ভব হয়েছে, আন্তর্জাতিক শ্রমিকশ্রেণী এখন অনেক শক্তিশালী, প্রাক্তন উপনিবেশ ও আধা-উপনিবেশের জনগণ স্বাধীনভাবে তাদের ইতিহাস রচনা করছে। সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী শক্তিসমূহের ঐক্যবিধানের বাস্তব সম্ভাবনা এখন অনেক উজ্জ্বল হয়েছে এবং সংগ্রামের পরিস্থিতি এখন অনেক অনুকূল। আমাদের বিরোধীপক্ষের দাবির বিপরীতে বিপ্লবী তরঙ্গগুলো সকল দিকে ছড়িয়ে পড়ে নি, একই লক্ষ্যে তারা ধাবিত হচ্ছে এবং উত্তুঙ্গ হয়ে উঠছে; তাদের তরঙ্গোচ্ছ্বাস। এখন আর কোনো দূরান্তের নিঝুম বনাঞ্চল নেই, যারা দুনিয়া আজ এক বিপ্লবী বিক্ষোভে আলোড়িত।

এইগুলো একত্র হওয়ার ফলে, গণতান্ত্রিক ঐক্যের সংগ্রামে অনেক সমস্যার সমাধান করা কমিউনিস্টদের পক্ষে সহজতর হয়েছে—যা কিনা ঐ কংগ্রেসের সময়ে অপেক্ষাকৃত কঠিন ছিল। কিন্তু শ্রেণীসংগ্রামের দ্বান্দ্বিকতা এমনই যে, এই সংগ্রামে অনবরত নতুন নতুন সমস্যা ও বাধার সৃষ্টি হয়। সেজন্যেই কংগ্রেসের সময়ের মতো বর্তমানেও সমস্যা হল, ভিন্ন ভিন্ন দেশে এবং সমগ্র বিশ্ব পরিসরে শ্রেণী-সংগ্রামের বর্তমান অবস্থায় লেনিনবাদী মোর্চার রণনীতির অধিকতর সৃজনশীল প্রয়োগ।

গণতান্ত্রিক ঐক্য গঠনের সংগ্রামে ভ্রাতৃপ্রতিম পার্টিগুলোর বর্তমান তত্ত্বগত ও রাজনৈতিক সমস্যাবলী এবং সকল সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ও শান্তিকামী শক্তিদের সংহতিমূলক বর্তমান তত্ত্বগত ও রাজনৈতিক সমস্যাবলী এখানে আলোচনার জন্যে পেশ করা হয়েছে। আমরা মনে করি মোর্চার মার্কসবাদী-লেনিনবাদী নীতির সমস্যাগুলোকে ভ্রাতৃপ্রতিম পার্টিসমূহের সঞ্চিত অভিজ্ঞতার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কযুক্ত করে এবং কমিউনিস্ট আন্দোলন সমগ্রভাবে যে-সব সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে এবং পার্টিগুলো

তাদের নিজের নিজের দেশে যে-নির্দিষ্ট পরিস্থিতির মধ্যে কাজ করছে—এসব কিছুর সঙ্গে ঐ সমস্যাগুলোকে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত করে বিচার করতে হবে।

নিচের বিষয়গুলোর প্রতি প্রাসঙ্গিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে—সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী শক্তিসমূহের সম্পর্ক সুদৃঢ় করার ক্ষেত্রে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের নীতি কিভাবে অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করে; উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশে ও উন্নয়নশীল দেশে সামাজিক প্রগতির সমস্যা সমাধানকল্পে মৈত্রী গঠনের নীতির প্রয়োজনীয়তা। আমি আশা করি এই আলোচনা-চক্র বিভিন্ন প্রগতিশীল, দেশপ্রেমিক এবং সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী আন্দোলন ও সংগঠনগুলোর সঙ্গে রাজনৈতিক সহযোগিতার কমিউনিস্ট-সমর্থিত নীতিগুলোর প্রতি এবং রাজনৈতিক ও দার্শনিক মতবাদ পোষণকারী বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে সহযোগিতা ও মতাদর্শগত সংগ্রামের পারস্পরিক সম্পর্কের প্রতিও মনোযোগ নিবদ্ধ করবে।

এটা আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ও গণতান্ত্রিক ঐক্য প্রতিষ্ঠার বিভিন্ন পন্থার বিশ্লেষণ সপ্তম কমিন্টার্ন কংগ্রেসের সিদ্ধান্তগুলোর ঐতিহাসিক ভূমিকার ব্যাপক ও আরও বিস্তারিত মূল্যায়নকে এবং বর্তমান পরিস্থিতিতে এই ভাবধারাগুলোর প্রাসঙ্গিকতাকে নির্ধারণ করতে সাহায্য করবে।

কে আই জারোদভ ঘোষণা করেন যে আলোচনা-চক্র অনেক অভিনন্দন বাণী পেয়েছে।

অভিনন্দনবাণী

কমিন্টার্নের সপ্তম কংগ্রেসের ৪০তম বার্ষিকীর উদ্দেশ্যে নিবেদিত আন্তর্জাতিক আলোচনা-চক্রের উদ্বোধন উপলক্ষে কিউবার কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির ভ্রাতৃপ্রতিম অভিনন্দন গ্রহণ করুন। আপনাদের আলোচনা-চক্রের একটা বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। কারণ এটা এমন একটা সময়ে অনুষ্ঠিত হচ্ছে যখন প্রগতিশীল মানব সমাজ ফ্যাসিবাদ-বিজয়ের ৩০তম বার্ষিকী উদ্‌যাপনে রত। এই বিজয় বীরত্বপূর্ণ ও মহান সোভিয়েত জনগণের এক অমোঘ কীর্তি।

আন্তর্জাতিক শ্রমিক আন্দোলনের প্রখ্যাত নেতা জর্জি ডিমিট্রভ সেই কংগ্রেসে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেন এবং সেই ঐতিহাসিক কংগ্রেসে ফ্যাসি-বিরোধী যুক্তফ্রন্ট সম্পর্কে যে-সব সিদ্ধান্ত ও উপসংহারে পেঁৗছানো হয় সেগুলো এখনও শ্রমিকশ্রেণী এবং সকল গণতান্ত্রিক ও প্রগতিশীল শক্তির নিশান হিসেবে কাজ করছে।

বর্তমানে সকল বামপন্থী, সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ও প্রগতিশীল শক্তিসমূহ ঐক্যের পতাকাতলে সমবেত হচ্ছে। এই ঐক্য সমাজতান্ত্রিক শিবিরের সঙ্গে যুক্ত হয়ে আন্তর্জাতিক উত্তেজনা প্রশমনকে সংহত করার ক্ষেত্রে একটা অমোঘ উপাদান হয়ে উঠেছে এবং একে অপ্রতিরোধ্য করে তুলছে। এই ঐক্য ধনতান্ত্রিক দেশগুলোর শ্রমিক আন্দোলন এবং জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের প্রতি ক্রমবর্ধমান সমর্থন সুনিশ্চিত করছে। বর্তমান ঘনীভূত পুঁজিবাদী সংকটের পরিস্থিতিতে এই সব সংগ্রামের পরিধি ক্রমশই বিস্তৃত হচ্ছে।

আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে, আপনাদের আলোচনা-চক্র চিলির জনগণের সঙ্গে ও অন্যান্য সকল জনগণের সঙ্গে আন্তর্জাতিক সংহতি আন্দোলনের প্রতি তার অবদান রাখবে এবং মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের সেবাদাস ফ্যাসিস্ট ধাঁচের শাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রামরত জনগণ, তা ইন্দোচীনেই হোক, মধ্যপ্রাচ্যেই হোক অথবা পৃথিবীর অন্যান্য স্থানেই হোক তাদের প্রতিও সংহতি জ্ঞাপনে তার ভূমিকা পালন করবে। এই সব জনগণের বিজয় সম্পর্কে আমরা আস্থাবান।

আমরা আলোচনা-চক্রের চূড়ান্ত সাফল্য কামনা করি।

কেন্দ্রীয় কমিটি
কিউবার কমিউনিস্ট পার্টি

সপ্তম কমিন্টার্ন কংগ্রেস শুধু আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের ক্ষেত্রেই নয়, শ্রমিকশ্রেণী ও সর্বদেশের গণতান্ত্রিক শক্তির ক্ষেত্রেও এক অমোঘ বিপ্লবী ও রাজনৈতিক তাৎপর্যে মণ্ডিত। তার ৪০তম বার্ষিকীতে সেই মহান বিপ্লবী সংগ্রামী—যিনি লাইপজিগ বিচারসভায় হিটলারবাদের প্রথম রাজনৈতিক পরাজয় ঘটান সেই জর্জি ডিমিট্রভকে আমি গভীর আবেগের সঙ্গে স্মরণ করি। প্রভূত মর্যাদাসম্পন্ন একজন প্রকৃত লেনিনবাদী হিসেবে কমরেড ডিমিট্রভ সপ্তম কংগ্রেসে সি পি এস ইউ-এর বিপ্লবী নীতিকে বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যা করেন এবং তৎকালীন কমিউনিস্ট পার্টিগুলোর চরিত্রে যে গোঁড়া সংকীর্ণতাবাদ ছিল তার অবসান ঘটিয়ে গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের সংগ্রামে শ্রমিকশ্রেণী ও গণশক্তিকে বিজয়ী সংগ্রাম পরিচালনায় সক্ষম বৃহৎ বিপ্লবী পার্টিতে পরিণত হওয়ার কাজে সহায়তা করে, আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনে এক প্রচণ্ড গতিবেগ সঞ্চার করেন।

কমিউনিস্ট হিসেবে আমি এজন্যে গর্বিত যে, আমাদের দেশই প্রথম সপ্তম কমিন্টার্ন কংগ্রেসের উদ্ভাবিত নীতির অপরিসীম প্রগতিশীল ও বিপ্লবী তাৎপর্যের মর্মোদ্ঘাটন করে। স্পেনে ১৯৩৬-এ গণফ্রন্ট গঠিত হওয়ার পর একদল কমিউনিস্ট লোকসভায় নির্বাচিত হয়। এছাড়া আরও গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হল, তৎকালীন দুটি ফ্যাসিবাদী শক্তি কর্তৃক—হিটলারের জার্মানি ও মুসোলিনীর ইতালি-সমর্থিত স্পেনীয় ফ্যাসিস্ত ও প্রতিক্রিয়াশীলদের বিদ্রোহের বিরুদ্ধে আমাদের জনগণের প্রায় তিন বৎসরব্যাপী সশস্ত্র প্রতিরোধ সংগঠিত করা সম্ভব হয়।

সপ্তম কমিন্টার্ন কংগ্রেসে নির্ধারিত গণতান্ত্রিক ঐক্যের এই শিক্ষাই আমরা বর্তমানে আমাদের দেশে সাফল্যের সঙ্গে অনুসরণ করছি এবং সকল প্রগতিশীল ও ফ্রাংকো-বিরোধী শক্তির সঙ্গে ব্যাপক জাতীয়, গণতান্ত্রিক ও বিপ্লবী ঐক্যের নীতি এগিয়ে নিয়ে চলেছি।

এই প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা-চক্রে যোগদানকারী কমরেডদের সপ্তম কমিন্টার্ন কংগ্রেসের মহতী শিক্ষার ভিত্তিতে পরিচালিত সংগ্রামী বিপ্লবী কর্মকাণ্ডের চমকপ্রদ সাফল্য কামনা করি। যাঁরা তাঁদের স্বদেশের জাতীয় স্বাধীনতা, গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের জন্যে সংগ্রামে লিপ্ত—তাঁদের নিকট ঐ কংগ্রেসের তাৎপর্য এখনও বিদ্যমান।

দোলোরেস ইবারুরি
চেয়ারম্যান, স্পেনের কমিউনিস্ট পার্টি

কমিউনিস্ট পার্টিগুলোর যে ঐতিহাসিক অধিবেশন ফ্যাসিবাদ ও যুদ্ধের বিরুদ্ধে এবং গণতন্ত্র রক্ষা ও প্রসারের জন্যে গণ-ঐক্যের শক্তিসমূহকে সমবেত করেছিল, তার ৪০-তম বার্ষিকীতে উদ্দীপ্ত ভ্রাতৃপ্রতিম অভিনন্দন জানাই।

জন গোলান
পিটার কেরিগান
সপ্তম কমিন্টার্ন কংগ্রেসের দুজন অংশগ্রহণকারী

বিশাল বিপ্লবের সমতুল্য বিজয়

রোডনি এরিশমেন্‌ড
প্রথম সম্পাদক, উরুগুয়ের কমিউনিস্ট পার্টি

কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের সপ্তম কংগ্রেস জার্মান ফ্যাসিবাদের উপর বিজয়ের সম্ভাবনা পূর্বাহ্নেই ঘোষণা করেছিল। মহান অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পরবর্তীকালে এই বিজয় সমকালীন ইতিহাসের সর্বাধিক তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ও বহু মানুষের মুক্তি-সংগ্রামে সোভিয়েত ইউনিয়নের অমোঘ ভূমিকা এবং কমিউনিস্ট পার্টিগুলোর অনুরূপ অগ্রণী ভূমিকা ঐ ভয়ংকর যুদ্ধের উপর একটা বিশেষ ছাপ ফেলে। সপ্তম কংগ্রেস জার্মান ফ্যাসিবাদের সংজ্ঞা নির্ধারণ করে বলেছিল, এটা বিশ্ব-সাম্রাজ্যবাদের সর্বাধিক আগ্রাসী চক্রগুলোর নগ্ন সন্ত্রাসবাদী একনায়কত্ব। এই ফ্যাসিবাদের উদ্দেশ্য হল, জনগণের উপর তাদের শাসন চাপিয়ে দেওয়া, গণতন্ত্রের মূলোচ্ছেদ করা, শ্রমিকশ্রেণী ও জনশক্তিকে রক্তের বন্যায় ডুবিয়ে দেওয়া এবং নজিরবিহীন অপরাধ সংঘটিত করা। আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদের এই প্রধান আঘাতকারী শক্তির অগ্রভাগ ইউ এস এস আর-এর দিকে পরিচালিত হয়েছিল।

ইতিহাসের এক সন্ধিক্ষণে সঠিক রণনীতি ও রণকৌশল নির্ধারণ করা, জার্মান ফ্যাসিবাদের শ্রেণী চরিত্র ও ইতিহাসে তার স্থান বিশ্লেষণ করা এবং তার সকল রূপের স্বরূপ প্রকাশ করার কৃতিত্ব সপ্তম কমিন্টার্ন কংগ্রেসের প্রাপ্য। এই ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে সপ্তম কংগ্রেস চরম পরিস্থিতির মধ্যে আন্তর্জাতিক শ্রমিকশ্রেণীর সম্ভাবনাময় মৈত্রীগঠন এবং প্রত্যেক দেশে সম্ভাব্য ব্যাপক গণ-ঐক্য শক্তিশালী করে ফ্যাসিবাদের পথরোধ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। সোশ্যাল ডেমোক্রাটদের সুবিধাবাদী নীতির ফলে শ্রমিকশ্রেণীর যে ঐক্যে বিভেদ এসেছিল তাকে পুনরুদ্ধার করাকেই এই কংগ্রেস প্রধান কর্তব্য হিসেবে গ্রহণ করে।

ফ্যাসিস্ত আগ্রাসকদের প্রতিহত ও পরাজিত করে শান্তি রক্ষা করা, ফ্যাসি-বিরোধী গণ-ঐক্য-জোট প্রতিষ্ঠা করা, উপনিবেশগুলিতে ও প্রভাবাধীন দেশে ব্যাপক ভিত্তিক সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ও ফ্যাসি-বিরোধী গণতান্ত্রিক জোট গড়ে তোলার জন্যে এই কংগ্রেস সকল রাষ্ট্র ও জনগণকে তাদের প্রয়াস একত্রিত করতে আহ্বান জানায়।

কমিউনিস্ট পার্টিগুলোকে তত্ত্বগত, রাজনৈতিক ও সাংগঠনিকভাবে গড়ে তোলা, ইয়োরোপে ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে, স্পেনের যুদ্ধে, এশিয়ার মুক্তি-রণাঙ্গনে, লাতিন আমেরিকা ও আফ্রিকার কিছু অঞ্চলে মুক্তি আন্দোলনের বিকাশে যে পার্টি কর্মীরা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছিল, তাদের প্রশিক্ষণ দেওয়া ও পরীক্ষিত করে তোলার কাজ সুগম করার বৃহত্তর কৃতিত্ব কমিন্টার্নের প্রাপ্য। বিশ্ব-সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা উদ্ভবের প্রক্রিয়াকেও এই কর্মীরা পরিচালনা করেছিল। ইয়োরোপের প্রধান দেশগুলোতে শক্তিশালী কমিউনিস্ট পার্টি উদ্ভবের কৃতিত্বও এই কংগ্রেসের প্রাপ্য। বিভিন্ন সময়ে কমিন্টার্নের প্রতীয়মান ভুলত্রুটিগুলো যা কমিউনিস্ট আন্দোলন নিজেই তুলে ধরেছে—সেগুলো এই কংগ্রেসের গৌরবময় ঐতিহাসিক তাৎপর্যকে ক্ষুণ্ণ করে না।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরিণতি ঘটে জাতীয় ফ্যাসিবাদের পরাজয়ের মধ্যে এবং এই পরাজয় পরিণতির দিক থেকে একটা বিরাট বিপ্লবের সমতুল্য। সাম্রাজ্যবাদী আকাঙ্ক্ষার বিপরীতে, প্রথম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র ধ্বংস হওয়া দূরে থাকুক, মুক্তি-সংগ্রামী জনগণের আকর্ষণের কেন্দ্র-বিন্দু হয়ে ওঠে। সমাজতন্ত্র এক দেশের সীমা অতিক্রম করে একটা বিশ্বব্যবস্থায় পরিণত হয়। পশ্চিম-ইয়োরোপে শক্তিশালী গণতান্ত্রিক পরিবর্তন ঘটে। শুরু হয় সাম্রাজ্যবাদী ঔপনিবেশিক ব্যবস্থার পতন। এশিয়া ও আফ্রিকায় নতুন নতুন স্বাধীন রাষ্ট্রের উদ্ভব হয়। এর মধ্যে অনেক রাষ্ট্রে গণতান্ত্রিক শাসনের পত্তন হয়, কয়েকটি রাষ্ট্র সমাজতন্ত্রকে তাদের লক্ষ্য হিসেবে ঘোষণা করে এবং অধনতন্ত্রের পথ নেয়। লাতিন আমেরিকা তার "দ্বিতীয় স্বাধীনতা"র যুদ্ধ শুরু করে এবং কিউবার বিপ্লবের মধ্যে ঘোষিত হয় এই মহাদেশে সমাজতান্ত্রিক বিজয়ের আগমনীর বার্তা।

পুঁজিবাদী ব্যবস্থার সংকট গভীরতর হচ্ছে ও নতুন নতুন স্তরে প্রবেশ করছে এবং আজ নাৎসিবাদের উপর বিজয়ের তিরিশ বৎসর অতিক্রান্ত হওয়ার পর এই ব্যবস্থা গুণগত পরিবর্তনের ধাক্কায় অস্থির হয়ে উঠছে।

পুঁজিবাদের মধ্যে বিশেষ করে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী-চক্রের মধ্যে, যুদ্ধ ও ফ্যাসিবাদের জন্যে যে সুপ্ত আকাঙ্ক্ষা রয়েছে এবং সংকটের নতুন নতুন পরিস্থিতিতে যা পুষ্ট হচ্ছে সেগুলোকে ছোট করে দেখা খুবই কাঁচা কাজ হবে।

কমিউনিস্ট পার্টিগুলো, শ্রমিকশ্রেণী ও গণ-আন্দোলনের নীতি ও বিকাশের উপর সপ্তম কংগ্রেসের বিবৃতিসমূহ এক চূড়ান্ত প্রভাব বিস্তার করে। এগুলোকে আমরা একটা অখণ্ড অভিজ্ঞতা হিসেবে দেখি। লাতিন আমেরিকার বিপ্লবী আন্দোলন বিকাশের ক্ষেত্রে এই অভিজ্ঞতাকে আমরা এখনও জ্ঞান ও ফলপ্রসূ ভাবধারার উৎস হিসেবে ব্যবহার করি।

যুদ্ধোত্তরকালে উত্তর আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদ লাতিন আমেরিকার জনগণকে শৃংখলিত করার উদ্দেশ্যে এক অভিযান চালায়। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ সোভিয়েত-বিরোধী ও কমিউনিস্ট-বিরোধী উন্মত্ত অভিযান পরিচালনার সংগে সংগে বহু দেশে প্রতিক্রিয়াশীল একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা করে, কমিউনিস্ট পার্টিকে বে-আইনী করে এবং প্যান আমেরিকান ব্যবস্থার পত্তন করে। [এই ধরনের সাম্রাজ্যবাদী প্রভুত্বের সংগঠন যেমন আমেরিকান রাষ্ট্রগুলোর সংস্থা (ও এ এস) ও অন্যান্য সংস্থা]।

অবশ্য ১৯৫০-এর গোড়ার দিকে লাতিন আমেরিকার বিপ্লবী প্রক্রিয়া গতিবেগ সম্পন্ন হয়ে উঠতে থাকে। বলিভিয়া ও গুয়াতেমালার বিপ্লব, শ্রমিকশ্রেণীর দৃঢ়পণ সংগ্রামসমূহ ও ছাত্র-বিক্ষোভগুলো নতুন দিনের সূচনা ঘোষণা করে। আবার এই পর্যায়ের সমাপ্তি ঘটে অনেকগুলো একনায়কত্বের পতনের মধ্যে এবং কিউবার বিপ্লবের বিজয়ে—যা লাতিন আমেরিকার পরিস্থিতিতে এক গুণগত পরিবর্তন সূচিত করে। কিউবার বিপ্লব ও লাতিন আমেরিকার বিপ্লবী প্রক্রিয়া বিশ্ব-সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের অংশ এবং আমাদের সমস্ত মানুষের আকাঙ্ক্ষিত মৌল গণতান্ত্রিক ও সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী পরিবর্তনের একটা প্রকাশ। ১৯৬০-এর দশক মুক্তি আন্দোলনের নতুন তরঙ্গে উদ্বেলিত। এই সময়ে বিভিন্ন ধরনের সংগ্রামের পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয়। ১৯৬৪ সালে ব্রাজিলের আকস্মিক অভ্যুত্থান বিপ্লবী প্রবাহকে স্তিমিত করতে পারে নি। পেরু ও বলিভিয়ার ঘটনাবলী, উরুগুয়ে, আর্জেন্টিনা ও অন্যান্য দেশের শ্রমিকশ্রেণীর কঠোর সংগ্রাম এবং কয়েকটি দেশে বিভিন্ন মুক্তিফ্রন্ট গঠনে ক্রমবর্ধমান ঐক্য—চিলির গণঐক্যের বিজয়ে পরিণতি লাভ করে। এই বিজয় কিউবার সঙ্গে লাতিন আমেরিকার বিপ্লবী প্রক্রিয়ার সামনের সারিতে এসে দাঁড়ায়। ১৯৭৩ সালে লাতিন আমেরিকান বিপ্লবের বিরুদ্ধে প্রযুক্ত রণনৈতিকভাবে পরিকল্পিতভাবে আঘাত পূর্ববর্তী ঘটনাবলীর ক্ষেত্রে এক নিদারুণ বৈপরীত্য। ফ্যাসিবাদী সামরিক-বাহিনী চিলির গণ-ঐক্যের সরকারের পতন ঘটায়। এই পরিস্থিতির গুরুত্ব ছোট করে দেখার অর্থ হল অনভিপ্রেত আশাবাদের শিকার হওয়া। কিন্তু এর অর্থ কি এই যে, পরিস্থিতির মৌলিক পরিবর্তন ঘটেছে এবং লাতিন আমেরিকা ফ্যাসিবাদি দুঃসময়ের কবলে পড়েছে?

আমরা তা মনে করি না। কিন্তু আমরা সবসময়েই একথাটা বলি, লাতিন আমেরিকান বিপ্লবীরা—যাঁরা বহু দুস্তর পথ পরিক্রমা করেছেন, ও যাঁদের অনেকের জীবনে রক্তপাতও ঘটেছে, তাঁরা অবশ্যই কঠিন সময়ের প্রত্যাশা করবেন।

ইয়াংকি সাম্রাজ্যবাদ ও তার তাঁবেদার মোড়লতন্ত্রগুলোর বিরুদ্ধে নিদারুণ গণসংগ্রামের এবং বিপ্লব ও প্রতি বিপ্লবের সম্মুখসমরের আমরা সাক্ষী। কিন্তু লাতিন আমেরিকায় বিপ্লবের অগ্রগতি হতেই থাকবে। যেমন ব্রাজিলের অভ্যুত্থানের পর পেরু, বলিভিয়া, চিলি এমনকি ইকুয়েডরেও বিভিন্ন ধরনের সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী গণতান্ত্রিক বিপ্লবের অগ্রগতি ঘটতে থাকে। দুটি ধারাকেই মনে রাখতে হবে। একদিকে যেমন ইয়াংকি সাম্রাজ্যবাদ ও প্রতিক্রিয়ার পাল্টা অভিযান—অন্যদিকে আবার সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ও গণতান্ত্রিক সংগ্রামের প্রসার ও তার নতুন নতুন প্রকাশ। দ্বিতীয় ধারাটির ক্ষেত্রে আমাদের লক্ষ্য করতে হবে লাতিন আমেরিকান সম্পর্কের ক্ষেত্রে কিউবার ক্রমবর্ধমান ভূমিকা, অবরোধ-ব্যবস্থার চূড়ান্ত ভাঙন, আমেরিকান রাষ্ট্র-সংস্থার (ও এ এস) পতন, স্বাধীনতাকামী ও জাতীয় সম্পদের নিয়ন্ত্রণে ইচ্ছুক দেশগুলোর বিভিন্ন ধরনের প্রতিরোধ, আমাদের আরও লক্ষ্য করতে হবে, পেরুর গভীরতর জাতীয় বিপ্লবী প্রক্রিয়া, পানামার সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী অবস্থানের নতুন শক্তি অর্জন এবং যেসব দেশগুলোতে জাতীয় সংস্কারবাদী অথবা জাতীয় বুর্জোয়া পার্টি ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত তারাও উত্তর আমেরিকার বর্বর নীতির বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামে অবতীর্ণ হচ্ছে। এইসব দেশ হল ভেনেজুয়েলা, মেক্সিকো, কলম্বিয়া, কোস্টারিকা এবং কিছুটা পরিমাণে ইকুয়েডর ও হণ্ডুরাস। এমনকি আর্জেন্টিনা—যেখানে জটিল ও কঠোর প্রক্রিয়া চলেছে, সেখানেও আমরা শুধু সাম্রাজ্যবাদী ও ফ্যাসিস্ত চক্রান্ত লক্ষ্য করছি না। আমরা এটাও লক্ষ্য করছি, ব্যাপক জনগণের মৌলিক পরিবর্তনের আকাঙ্ক্ষা সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের ঐক্য গঠনের পরিস্থিতি সৃষ্টি করছে। উরুগুয়েতে সংগঠিত প্রতিরোধ, চিলিতে নতুনভাবে শক্তি-সমাবেশ, বলিভিয়াতে খনি-শ্রমিকদের ধর্মঘট এবং অন্যান্য দেশের গণ-সংগ্রাম এটাই প্রমাণ করে যে, কমিউনিস্ট পার্টিগুলো, শ্রমিকশ্রেণী ও গণ-আন্দোলন ধ্বংস করা দূরে থাকুক, সাম্রাজ্যবাদ প্রতিক্রিয়াশীল শাসনসমূহকে সংহত করতেও সক্ষম হয় নি। তথাকথিত ব্রাজিলীয় অলৌকিকত্বের ব্যর্থতা এবং একনায়কত্বের বিরুদ্ধে প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ নির্বাচকের ভোটদান বৃহৎ পরিবর্তনের সম্ভাবনা বহন করে আনছে।

চিলির ঘটনাবলীর পর সপ্তম কংগ্রেসে নির্ধারিত অবস্থান থেকে প্রেরণা নিয়ে আমাদের রণনীতি ও রণকৌশলগত চিন্তাধারাকে আরও ব্যাপকতর করার সুযোগ দিতে হবে। সকল ফ্যাসি-বিরোধী শক্তি এবং যারা কোনো-না-কোনোভাবে, বেশি করেই হোক বা কম করেই হোক সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে বিরোধে অবতীর্ণ হয়েছে এবং জনগণ ও সরকারসমূহের বড় বড় আন্দোলনে যোগ দিচ্ছে, তাদের সকলকে ঐক্যবদ্ধ করা প্রয়োজন। এই ঐক্যের মূল লক্ষ্য হবে, স্বাধীন বৈদেশিক নীতি, প্রাকৃতিক সম্পদ রক্ষার নীতি, আমাদের জনগণের সামাজিক-অর্থনৈতিক বিকাশ, কৃষি সংস্কার, গণতন্ত্র ও ফ্যাসিবাদ-বিরোধিতা। এই ধরনের আন্দোলন ফ্যাসিস্ত একনায়কত্বকে বিচ্ছিন্ন করবে—চিলিতে যা ইতিমধ্যেই ঘটতে শুরু করেছে এবং কিছুটা অর্থে উরুগুয়েতে এটা ঘটছে। এই আন্দোলন বিভিন্ন দেশের স্বাধীনতা-সংগ্রামীদের সংগঠন, দল ও মোর্চার সঙ্গে সংহতি বৃদ্ধি করবে। বাস্তবভাবে এই আন্দোলন ইতিমধ্যেই কিউবা ও অন্যান্য প্রগতিশীল দেশগুলোর অবস্থানের সঙ্গে মিলে যাচ্ছে এবং কমিউনিস্ট, সোশ্যালিস্ট, গণতান্ত্রিক, ক্রিশ্চিয়ান ডেমোক্রাট, জাতীয় সংস্কারবাদী, বিপ্লবী গণতান্ত্রিক ও অন্যান্য দলগুলির যৌথ কার্যক্রমের মধ্যে মূর্ত হয়ে উঠছে। এই আন্দোলনের পরিপূর্ণ বিকাশ ইয়াংকি সাম্রাজ্যবাদের পাল্টা অভিযান প্রতিহত করবে এবং সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী, গণতান্ত্রিক ও ফ্যাসি-বিরোধী প্রক্রিয়াকে একটা নতুন স্তরে উত্তীর্ণ করবে, বিপ্লবী সংগ্রামের উন্নত স্তরে উত্তরণের সুযোগ সৃষ্টি করবে এবং ব্যাপক একনায়কত্ব-বিরোধী ঐক্যকে প্রসারিত করে অনেকগুলো দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পরিপ্রেক্ষিত উন্মুক্ত করবে।

সমস্যাটিকে এইভাবে দেখলে বিকাশমান ব্যাপক ফ্যাসি-বিরোধী ও সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী আন্দোলনের প্রেক্ষাপট দৃষ্টিগোচর হয়। কিন্তু এটা আমাদের রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণকারী সরকার, দল ও ব্যক্তিদের শ্রেণীচরিত্র পরিষ্কারভাবে দেখার পথে বাধা সৃষ্টি করে না। এর পরিণতিস্বরূপ, ব্যাপক সম্মিলিত স্বার্থের কাঠামোর মধ্যে

আমরা অবশ্যই সর্বাধিক প্রগতিশীল ধারাগুলোর ঐক্য জোরদার করব। অর্থাৎ যারা গণতান্ত্রিক ও জাতীয় মুক্তি-বিপ্লবের পরিচালক শক্তির সামাজিক-রাজনৈতিক স্বার্থের সমর্থক সেই সামাজিক-রাজনৈতিক বর্গ যার মধ্যে রয়েছে কৃষক, মধ্যবর্গ, ছাত্র ও বুদ্ধিজীবীদের ব্যাপক অংশের সঙ্গে মৈত্রীবদ্ধ শ্রমিকশ্রেণী—এদের সঙ্গে ঐক্য শক্তিশালী করতে হবে। সংগ্রাম চলার পথে জাতীয় বুর্জোয়ার কিছু অংশ এতে যোগ দিতে পারে।

ঐক্যের সমস্যা নির্ধারিত হয় আমাদের মহাদেশের নতুন নতুন পরিস্থিতির দ্বারা—যেমন সংগ্রামের পরস্পর-বিরোধী ধারায় সামরিক বাহিনীর জড়িত হওয়া এবং ক্যাথলিক চার্চ ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের অংশগ্রহণ। সামরিক বাহিনীর মধ্যে পৃথকীকরণের সুদূরপ্রসারী ও সুসংগত নীতি ছাড়া ফ্যাসিবাদকে চূর্ণ করা অসম্ভব অথবা অত্যন্ত কঠিন।

আমাদের মহাদেশের বিচিত্র বাস্তবতার মধ্যে রয়েছে এই ধরনের জটিল বিষয়—যেমন গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের আন্তঃসম্পর্ক, বুর্জোয়া রাষ্ট্রের বিভিন্ন রূপ সম্পর্কে বিভিন্নমুখী অনুসন্ধান জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লব ও তার বিভিন্ন স্তর সম্পর্কে পথ খুঁজে বার করা। বর্তমানে দুটো প্রধান কাজ আলাদা করা যায় : শ্রমিকশ্রেণী ও সকল মজুরি ও বেতনভোগীদের শ্রমের ঐক্য এবং কমিউনিস্ট পার্টিগুলোর ঐক্য ও অগ্রগতি। লাতিন আমেরিকার প্রলেতারিয়েতের ভূমিকার উপর আমরা গুরুত্ব দিই, কারণ এ একটা প্রচণ্ড সামাজিক শক্তির প্রতিনিধিত্ব করে। চার কোটি শিল্প শ্রমিক এর অন্তর্ভুক্ত (পাঁচ কোটি মজুরি ও বেতনভোগীদের মধ্যে)। সাধারণ গণতান্ত্রিক সংগ্রামের পরিস্থিতি ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্রগুলো ও সংগঠনসমূহের সাংগঠনিক ঐক্য অর্জনের উপযোগী নতুন পরিস্থিতি সৃষ্টি করে। অধুনা নিষিদ্ধ গৌরবময় উরুগুয়েন এন এল সি, লাতিন আমেরিকার অন্যান্য কয়েকটি ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্র এবং ডবলিউ এফ টি ইউ এই কাজের ক্ষেত্রে সক্রিয় রয়েছে।

লাতিন আমেরিকার কমিউনিস্ট পার্টিগুলো নতুন পরীক্ষার মুহূর্তের সম্মুখীন। কিন্তু সংগ্রামের কঠোরতা ও জটিলতা সত্ত্বেও প্রচণ্ড আত্মত্যাগ এবং বিপ্লবী প্রক্রিয়ায় মাঝে মাঝে অপ্রত্যাশিত আবর্তনের ফলে আমাদের পার্টি-গুলো শক্তিশালী হয়ে উঠছে, এদের মধ্যে অধিকাংশ পার্টিই বর্তমান ঘটনাবলীর ক্ষেত্রে পুরোধার ভূমিকা পালন করে এসেছে ও এখনও করছে এবং তারা সসম্মানে ইতিহাসের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার জন্যে নিজেদের সক্রিয় করে তুলছে। প্রধান বিষয় হচ্ছে, বৃহত্তর কমিউনিস্ট ঐক্যের সুযোগ অপরিমেয়ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।

আমাদের এই সংহতি শুধু জনগণের মুক্তি-সংগ্রামকেই সুগম করবে না, আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট ও শ্রমিক আন্দোলনের ঐক্য এবং একটি আন্তর্জাতিক সভা আহ্বানের ক্ষেত্রেও এর ভূমিকা থাকবে। এই সভা আহ্বান উরুগুয়ের কমিউনিস্টদের মতে প্রয়োজনীয়। এই সভা সপ্তম কমিন্টার্ন কংগ্রেসের ভাবধারাকে সৃজনশীলভাবে এগিয়ে নিতে পারবে। এটা সমকালীন প্রলেতারীয় আন্তর্জাতিকতাবাদের এক সুস্পষ্ট রূপকে প্রতীয়মান করে তুলবে। কার্ল মার্কস ও ফ্রেডরিক এঙ্গেলস কমিউনিস্ট ইশতেহারে এই আন্ত-র্জাতিকতাবাদের এক চিরন্তন অগ্নিশিখা প্রজ্জ্বলিত করে-ছিলেন এবং লেনিন তাকেই আমাদের যুগের ধ্রুবতারা করে তোলেন।

আমাদের লক্ষ্য : ঐক্য

খালেদ বাগদাস
সাধারণ সম্পাদক, কেন্দ্রীয় কমিটি, সিরিয়ার কমিউনিস্ট পার্টি

আমাদের এই আলোচনা-চক্রে দু-ধরনের কাজ করতে হবে। প্রথমত, আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের ইতিহাস, বিশেষ করে সপ্তম কমিন্টার্ন কংগ্রেসের মতো গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার স্মৃতিচারণ করা। এটা অত্যন্ত প্রয়ো-জনীয়, বিশেষত কমিউনিস্টদের নতুন প্রজন্মের নিকট তো বটেই। দ্বিতীয়ত, সংহতি ও সহযোগিতার প্রসারকল্পে মতামত ও অভিজ্ঞতা বিনিময় করা।

সপ্তম কংগ্রেসে যোগদান এবং আরব দেশগুলোর প্রতি-নিধি হিসেবে র‍্যামঝি নামে এর সভাপতিমণ্ডলীতে নির্বা-চিত হওয়ার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। তারপর চল্লিশ বছর কেটে গেছে কিন্তু সেই কংগ্রেসের স্মৃতি আমার কাছে এখনও অম্লান।

এই কংগ্রেস আমাদের যে-আত্মবিশ্বাসে উদ্বুদ্ধ করেছিল, সেটা কংগ্রেসের পরবর্তী বছরের ভয়াবহ সংকট কাটিয়ে ওঠার ক্ষেত্রে এক চূড়ান্ত ভূমিকা পালন করে। কংগ্রেস আন্ত-র্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের ঐক্যকে শক্তিশালী করে। প্রত্যেক দেশের নিজস্ব বিশেষ সমস্যা ছিল এবং প্রত্যেক কমিউনিস্ট পার্টি জাতীয় পরিস্থিতি অনুযায়ী তার নীতি ও কৌশল নির্ধারণ করত কিন্তু সেটা দুনিয়া জোড়া আন্দোলনের রণনীতি ও রণকৌশল সম্পর্কে একমত হওয়ার ক্ষেত্রে কোনো বাধা হয়ে দাঁড়ায় নি।

সেদিনের জটিল পরিস্থিতিতে কংগ্রেস যে-সমস্যার সমাধান করেছিল, আমরা বর্তমানেও সেই সমস্যার সম্মু-খীন। ক্ষমতাসীন প্রলেতারিয়েতের রণকৌশলকে কিভাবে সেই প্রলেতারিয়েতের সঙ্গে যুক্ত করা যায়—যে কমিউনিস্ট আন্দোলনের ঐক্যকে শক্তিশালী করার উদ্দেশ্যে ক্ষমতা দখলের জন্য লড়ছে। কংগ্রেস সর্বসম্মতভাবে এই সিদ্ধান্ত করে যে, এটা সোভিয়েত ইউনিয়নের সমগ্র বৈদেশিক নীতি, তার সাধারণ কর্মধারা সমর্থন করার বাধ্য-বাধকতা থেকেই শুধু কোনো কমিউনিস্ট পার্টিকেই অব্যাহতি দেয় না তাই নয়, রাজনৈতিক, সামরিক ও অন্যান্য ক্ষেত্রে সোভিয়েত নীতির প্রতিটি নির্দিষ্ট কাজ, প্রতিটি নির্দিষ্ট পদক্ষেপকে সমর্থন করা থেকে অব্যাহতি দেয় না।

এই বক্তব্য কি বাতিল হয়ে গেছে? নিশ্চয়ই না। ইউ এস এস আর-এর নেতৃত্বে পরিচালিত এবং বিশ্ব-বিপ্লবী আন্দোলন ও বিশ্ব-জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের সঙ্গে মৈত্রীবদ্ধ সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা দ্রুততালে ও অবিচলিতভাবে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি ও মানবজাতির ভবিষ্যৎ গড়ে তোলার ক্ষেত্রে চূড়ান্ত ভূমিকা পালন করছে। আমরা সিরীয় কমিউনিস্টরা এটাকে আমাদের প্রধান কাজ বলে

মনে করি। কারণ বিশ্বের প্রথম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সমগ্র স্বার্থ ও বিশ্বের যে-কোনো স্থানের মানুষের প্রধান ও মৌল স্বার্থের মধ্যে কোনো বিরোধ নেই। এটাই লেনিন কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের দ্বিতীয় কংগ্রেসে জোর দিয়ে বলেছিলেন।

আমরা সমস্ত প্রগতিশীলদের বলি—তাঁদের উচিত সকল সাম্রাজ্যবাদী, প্রতিক্রিয়াশীল ও জাত্যভিমানী রণনীতি, বিশেষত মাওবাদী প্রচারের স্বরূপ উদ্ঘাটন করা ও সেগুলোকে প্রত্যাখ্যান করা।

সোভিয়েত ইউনিয়নের বিশ্ব রণনীতির ভিত্তি হল ঔপনিবেশিকতাবাদ-বিরোধিতা ও সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধিতা, জাতীয় মুক্তি আন্দোলন, আগ্রাসন-বিরোধী দুনিয়া জোড়া সংগ্রাম, স্বাধীনতা ও সমাজতন্ত্রের প্রতি সমর্থন। শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের নীতি ও উত্তেজনা প্রশমনের প্রয়াস এই নীতিরই অংশ—এর বিপরীত কিছু নয়, এর থেকে সরে আসাও নয়। সোভিয়েত নীতি সমস্ত জনগণ, সমস্ত আরব জনগণ এবং প্যালেস্তাইনের আরব জনগণের স্বার্থের সঙ্গে পুরোপুরি-ভাবে সঙ্গতিপূর্ণ।

জাতীয় ও সামাজিক মুক্তি সংগ্রামের মৌল ও দীর্ঘ-স্থায়ী স্বার্থের সঙ্গে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশের স্বার্থ একত্রে মিলে যায়—এটার উপরে জোর দিয়ে আমরা বলতে চাই যে, সুদৃঢ় রক্ষণত্ব কেবলমাত্র এইসব স্বার্থের উপরেই নির্ভর করতে পারে। শ্রমিক, কৃষক ও বিপ্লবী বুদ্ধিজীবীরা ক্রমশই বেশি বেশি করে এই মূল সত্যটি উপলব্ধি করছে এবং এটা প্রগতিশীল দেশ-প্রেমিকদের মধ্যেও স্থান লাভ করছে।

দশ বছর আগে আমরা যখন সপ্তম কংগ্রেসের ত্রিশতম বার্ষিকী উদযাপন করছিলাম, তখন আমাদের কোনো কোনো মহলে প্রকাশিত একটা মতের জবাব দিতে হয়। এই মতে বলা হচ্ছিল, সদ্য-স্বাধীন দেশগুলোর পরি-স্থিতিতে কমিউনিস্ট পার্টি খাপ খায় না—কারণ কিছু প্রগতিশীল জাতীয়তাবাদী মহল বিপ্লবী গণতন্ত্রের প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছে এবং সামন্তবাদের অবশেষ ও বৃহৎ পুঁজিকে নির্মূল করার জন্যে সামাজিক-অর্থনৈতিক পদক্ষেপ গ্রহণ করছে। বিশেষ করে তারা কৃষি সংস্কার ও বড় বড় পুঁজি-বাদী কোম্পানি ইত্যাদি জাতীয়করণ করতে শুরু করেছে। এ থেকে যুক্তি দেখানো হচ্ছিল, এগুলো শ্রমিকশ্রেণীর ও তার মার্কসবাদী-লেনিনবাদী অগ্রবাহিনীর নেতৃত্ব ছাড়াই সমাজতন্ত্রের সরল ও কুসুমাস্তীর্ণ পথ খুলে দিচ্ছে।

সমস্যাটির সমাধান হয় বাস্তব পরিস্থিতির মাধ্যমে। প্রগতিশীল দেশগুলো ও সাম্রাজ্যবাদের মধ্যেকার সুতীব্র সংগ্রাম, এই দেশগুলোর বিকাশধারা, তাদের উন্নয়নের প্রয়োজনীয় উপাদান এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক সংস্কার-সমূহ রক্ষার জন্যে জনগণকে সমবেত করার প্রয়োজনীয়তা—এসবগুলো বহু সদ্য-স্বাধীন দেশের কমিউনিস্ট ও বিপ্লবী গণতন্ত্রীদের মধ্যে সহযোগিতা শুরু করার বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। এই সহযোগিতার মধ্যে দিয়ে গড়ে ওঠে প্রগতি-শীল জাতীয় মোর্চাগুলো। অভিজ্ঞতার মাধ্যমে এটা পরিষ্কার হয়ে গেছে যে, এইসব দেশের কমিউনিস্ট পার্টিকে আমাদের অবশ্যই শক্তিশালী করে তুলতে হবে এবং যেসব দেশে এখনও কমিউনিস্ট পার্টির অস্তিত্ব নেই সেখানে মার্কসবাদী-লেনিনবাদী পার্টি গড়ে তুলতে আমাদের অবশ্যই সাহায্য করতে হবে।

১৯৬৬ সাল থেকে আমরা বাথ সোশ্যালিস্ট পার্টির সঙ্গে সরকারের ভিতরে ও বাইরে সহযোগিতা করছি। ন-বছর ধরে সরকারের মধ্যে আমরা সহযোগিতা প্রসারিত করেছি—সরকারে দু-জন কমিউনিস্ট মন্ত্রী রয়েছে। তাছাড়াও আমরা সহযোগিতা করছি গণপরিষদে, ট্রেড ইউ-নিয়নে, ছাত্র আন্দোলনে এবং জনসাধারণের কাজে ও রাজ-নৈতিক কাজকর্মে। এর মধ্যে দিয়ে গড়ে উঠেছে প্রগতি-শীল জাতীয় মোর্চা। আমাদের দু-পার্টি ছাড়াও এই মোর্চার মধ্যে রয়েছে অন্যান্য দেশপ্রেমিক ও প্রগতিশীল শক্তি ও পার্টি। এর প্রতিষ্ঠার পর থেকে বিগত তিন বছরে অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। আমাদের সহযোগিতার পথে অনেক বাধা ছিল। কিন্তু আমাদের পার্টি ধৈর্য ও বাস্তব কাজকর্মের মধ্যে দিয়ে আস্থা ও পারস্পরিক বোঝাপড়ার অবহাওয়া গড়ে তোলার চেষ্টা করেছে। এটা সহজ হয় নি। কিন্তু এর ফলে ক্রমাগত বহু ইতিবাচক ফলাফল পাওয়া গেছে, এই মোর্চা একটা ফলপ্রসূ শক্তিতে পরিণত হয়েছে।

প্রগতিশীল শক্তিগুলোর ক্ষেত্রে আমাদের কৌশলের নির্দেশক নীতিগুলো ১৯৬৯ সালের তৃতীয় পার্টি কংগ্রেসে রচিত হয় এবং ১৯৭৪ সালের সেপ্টেম্বরে অনুষ্ঠিত চতুর্থ কংগ্রেসে সেগুলো পুনর্ঘোষিত হয়। এই নীতিগুলো হল—এক, সরকারের বাইরে ও ভিতরে সকল দেশপ্রেমিকদের সঙ্গে সহযোগিতা; দুই, সকল মৌলিক প্রশ্নে ও গুরুত্ব-পূর্ণ রাজনৈতিক বিষয়ে পার্টির স্বাধীন ভূমিকা তুলে ধরা; তিন, জনগণের দাবি ও স্বার্থের প্রতি সর্বাত্মক সমর্থন ঘোষণা।

১৯৭৩-এ দেশপ্রেমের মুক্তিযুদ্ধে প্রগতিশীল জাতীয় মোর্চা গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ভূমিকা পালন করে। মোর্চার সনদ মূলত সাম্রাজ্যবাদ, সামন্তবাদ ও বৃহৎ পুঁজির বিরুদ্ধে পরিচালিত। অর্থনীতিতে রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রের প্রসার, সামাজিক প্রগতিকে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্যে মোর্চা আহ্বান জানায় এবং সমাজতন্ত্রকে তার চূড়ান্ত লক্ষ্য হিসেবে ঘোষণা করে। মোর্চা প্রগতিশীল ও সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধিতার ভিত্তিতে আরব ঐক্য গঠনের জন্যে আহ্বান জানায়। এই সনদ সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছে যে, জাতীয় সংগ্রামের আশু লক্ষ্য হল অধিকৃত আরব এলাকার মুক্তি এবং প্যালেস্তাইনের আরব জনগণের বৈধ জাতীয় অধিকার সুনিশ্চিত করা। সনদের অন্যতম একটি প্রধান উপধারায় সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে মৈত্রী ও সহযোগিতাকে দীর্ঘ-স্থায়ী রণনৈতিক লক্ষ্য হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। সনদে প্রগতিশীল জাতীয় মোর্চাকে যুদ্ধ ও শান্তির প্রশ্ন সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকার সমেত ব্যাপক ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। এটা ও অন্যান্য উপধারাগুলো মোর্চাকে একটা গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ও নৈতিক শক্তিতে পরিণত করেছে।

সিরিয়ার সকল প্রগতিশীলদের পক্ষ থেকে আমাদের পার্টি সমস্ত ভ্রাতৃপ্রতিম কমিউনিস্ট ও ওয়ার্কার্স পার্টি-গুলোকে অন্তরের কৃতজ্ঞতা জানায়; কারণ তারা উগ্র

ইহুদীবাদী ও সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনের বিরুদ্ধে আমাদের সংগ্রামে সমর্থন ও সংহতি জানিয়েছে।

আমাদের দেশ ও আমাদের মতন কয়েকটি দেশের আর্থনীতিক ও সামাজিক বিকাশের চরিত্র সম্পর্কে দু-একটি মন্তব্য করতে চাই।

আমাদের চতুর্থ পার্টি কংগ্রেস লক্ষ্য করেছে—এটা অবশ্য লেনিনের দূরদৃষ্টিতে পূর্বেই ধরা পড়েছিল—বিপ্লবী গণতন্ত্রীদের দ্বারা পরিচালিত ও কমিউনিস্ট পার্টির সমর্থিত জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবের পুঁজিবাদ-বিরোধী ও সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী বিপ্লবে রূপান্তরিত হওয়ার অর্থ এই নয় যে এটা সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে পরিণত হয়েছে। এটা জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবের কাজগুলো সমাধা করে তাৎপর্যপূর্ণ সমাজতন্ত্রমুখিন প্রগতিশীল পদক্ষেপ গ্রহণ করছে। এর পরিণতি হিসেবে যে-স্তরের নেতৃত্ব বিপ্লবী গণতন্ত্রীদের হাতে রয়েছে, সেই স্তরকে সমাজতন্ত্রে রূপান্তরকালীন স্তর হিসেবে গণ্য করা যায় না। বিজয়ী সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোতে রূপান্তরকালীন স্তর বলতে আমরা সাধারণত যা বুঝি, সেই অর্থে এটা সমাজতন্ত্রে রূপান্তরকালীন স্তর নয়। এখানে আমরা "রূপান্তরকালীন স্তর" কথাটি ব্যবহার করতে পারি না, কারণ বিপ্লবী গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা শহরের মধ্যবর্গের স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করে, এমন কি জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণীর কিছু অংশেরও স্বার্থ সে দেখে এবং শ্রমিকশ্রেণী ও কৃষক জনতার সমর্থনের উপর যথেষ্ট পরিমাণে নির্ভর করে না।

সকল প্রগতিশীল আরব রাষ্ট্রে যদিও প্রগতিশীল জাতীয় নীতি অনুসৃত হচ্ছে, তবুও দেশগুলোর ভবিষ্যৎ ও তাদের দীর্ঘকালীন স্বরাষ্ট্র ও পররাষ্ট্র নীতি নিয়ে তীব্র শ্রেণীসংগ্রাম ঘনীভূত হয়ে উঠেছে। কিন্তু এই দক্ষিণপন্থী বিপদ মোকাবিলা করা ও সকল প্রতিক্রিয়াশীল চক্রান্ত প্রতিহত করার মতো শক্তি বিদ্যমান। অবশ্য একে বাস্তবায়িত করতে হলে প্রতিটি দেশের প্রগতিশীল শক্তিসমূহের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা এবং সকল আরব দেশ ও সমাজতান্ত্রিক গোষ্ঠীর মধ্যেও ঘনিষ্ঠ সহযোগিতার বন্ধন প্রয়োজন।

আমরা সানন্দে এটা জানাতে চাই যে, আরব কমিউনিস্ট পার্টিগুলোর সাম্প্রতিক সম্মেলন থেকে কমিউনিস্ট ও ওয়ার্কার্স পার্টিগুলোর আন্তর্জাতিক সভা আহ্বানের প্রস্তুতিপর্ব শুরু করার আহ্বান জানানো হয়েছে। আমরা অনুভব করি, এই ধরনের সভা আহ্বানের পরিস্থিতি সুপরিণত হয়েছে এবং এই সভার দ্বারা সমগ্র বিশ্ব-কমিউনিস্ট আন্দোলন উপকৃত হবে।

উত্তুঙ্গ সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রাম

রোদলফো ঘিওল্ডি

কেন্দ্রীয় কমিটির কার্যনির্বাহী সদস্য, আর্জেন্টিনার কমিউনিস্ট পার্টি ফ্যাসিবাদ ও যুদ্ধের বিপদ যখন গভীরভাবে অনুভূত হচ্ছিল, সেই সময়ে অনুষ্ঠিত কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের সপ্তম কংগ্রেস, আন্তর্জাতিক বিপ্লবী আন্দোলনের ইতিহাসে অন্যতম সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। এই কংগ্রেস বিপ্লবী শক্তিসমূহের অগ্রগতি লক্ষ্য করে প্রলেতারিয়েতের যুক্তফ্রন্ট ও ব্যাপক ফ্যাসি-বিরোধী ঐক্য গড়ে তোলার আহ্বান জানায় এবং ফ্যাসিবাদের অবশ্যম্ভাবী পরাজয়ের ঘোষণা করে। এর প্রস্তাবাবলী বিশ্বাস, আশা ও সংগ্রামী চেতনায় উদ্দীপ্ত করে তোলে এবং সংকীর্ণতাবাদী প্রবণতা ও দক্ষিণপন্থী সুবিধাবাদকে প্রতিহত করার পক্ষে সহায়ক হয়। আজ ফ্যাসিবাদকে জয় করার ৩০তম বার্ষিকীতে আমরা কৃতজ্ঞচিত্তে সোভিয়েত জনগণ ও তাদের গরিমাময় সেনাবাহিনীর শৌর্যের কথা স্মরণ করি—যাঁরা হিটলার-বিরোধী মোর্চার বিজয়ে অমোঘ অবদান রেখেছেন।

১৯৩৫-এ ব্রাজিলে একটি জাতীয় মুক্তি-মোর্চা গঠিত হয়। এটা ছিল কমরেড লুই কার্লোস প্রেস্তেস-এর নেতৃত্বে পরিচালিত একটি ব্যাপক সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী আন্দোলন। কমরেড ওয়াং মিং সপ্তম কংগ্রেসে এ সম্পর্কে কিছু বলেন। এই আন্দোলনের পরিণতি ঘটে এক শৌর্যময় বিপ্লবে—কিন্তু এ বিপ্লবকে ব্যর্থ করে দেওয়া হয়। হিংস্র প্রতিহিংসামূলক আচরণ করা হয়, হাজার হাজার সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী যোদ্ধাকে গ্রেপ্তার করে কারাগারে নিক্ষেপ করা হয় এবং সামরিক আদালত তাদের বিচার করে। ফ্যাসিস্ত উকিল সপ্তম কংগ্রেসের সিদ্ধান্তাবলীকে বিকৃত করে এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের কুৎসা করতে থাকে। এই আদালতে আমি অন্যতম অভিযুক্ত ব্যক্তি ছিলাম এবং আমার উপরেই কমিউনিজম, সোভিয়েত ইউনিয়ন, সপ্তম কংগ্রেস ও কমরেড ওয়াং মিং-এর ভাবধারাকে রক্ষা করার গৌরবময় দায়িত্ব অর্পিত হয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে ব্রাজিলের প্রতিক্রিয়াশীলরা সপ্তম কংগ্রেসকেই বিচার করতে চেয়েছিল; কিন্তু তারা শ্রেণীশত্রুর বিরুদ্ধে একটা আঘাত হিসেবে, সাম্রাজ্যবাদের আশঙ্কাজনক মঞ্চ হিসেবে সপ্তম কংগ্রেসের গুরুত্বই বাড়িয়ে দিল।

ঔপনিবেশিক ও আধা-ঔপনিবেশিক দেশগুলির অবস্থান এবং কমিউনিস্টদের সেই সংক্রান্ত দায়িত্বের বিষয়টি ছিল কংগ্রেসের অন্যতম আলোচ্যসূচী। এর প্রস্তাবে ঐ দেশগুলোতে কমিউনিস্টদের প্রধান কাজ হিসেবে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী গণফ্রন্ট-এর সংগঠনকে পৃথকভাবে তুলে ধরা হয়। ইতিপূর্বে ১৯২৮ সালের কমিণ্টার্ন-এর দলিলে দক্ষিণ আমেরিকার আধা-ঔপনিবেশিক দেশগুলোতে জাতীয় বিপ্লবী আন্দোলনের জাগরণ লক্ষ্য করা হয়।

ঐ আন্দোলন এখন ঐতিহাসিক বাস্তবতায় পরিণত হয়েছে। কিউবাতে ফিদেল কাস্ত্রোর নেতৃত্বে পরিচালিত বিপ্লবী জনগণ সমাজতন্ত্রের পতাকা ঊর্ধ্বে তুলে ধরেছে। এইভাবে লাতিন আমেরিকাতেও সমাজতান্ত্রিক বিশ্ব-ব্যবস্থার প্রতিনিধিত্ব রয়েছে এবং এটা আমাদের সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রামে একটা শক্তিশালী প্রেরণা।

এখন সমগ্র মহাদেশ জুড়ে মুক্তি ও গণতন্ত্রের জন্যে সমাজতন্ত্রমুখিন সংগ্রাম ব্যাপক ও গভীর হয়ে উঠছে। জনগণ এখন সর্বত্র পরিবর্তন চায়, সাম্রাজ্যবাদ ভূস্বামী মোড়লতন্ত্র ও প্রতিক্রিয়াশীলদের প্রভুত্ব থেকে মুক্তি চায়। সাম্রাজ্যবাদের প্রতিক্রিয়াশীল নীতি চাপিয়ে দেবার ক্ষমতাকে ছোট করে না দেখেও আমরা সাম্রাজ্যবাদের কয়েকটি বড় বড় বিপর্যয় যেমন, প্রগতির জন্যে মৈত্রী ও আমেরিকান রাষ্ট্র সংস্থার ব্যর্থতাকে বিচার করে দেখতে পারি। লাতিন

আমেরিকান সেনাবাহিনীর কয়েকজন সেনাধ্যক্ষ নিয়মিত সামরিক সম্মেলনের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে প্রশ্ন তুলেছেন। কিউবার বিরুদ্ধে অবরোধ ভেঙে পড়ছে। একের পর এক লাতিন আমেরিকান দেশ কিউবার সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক গড়ে তুলছে। কিউবার মর্যাদা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। সোভিয়েত ইউনিয়ন ও অপরাপর সমাজতান্ত্রিক দেশ কিউবাকে যে সাহায্য দিয়েছে—তার মধ্যে দিয়ে লাতিন আমেরিকান দেশগুলোকে এটাই পুনরায় আশ্বস্ত করা হচ্ছে যে, যে-কোনো মুক্তি আন্দোলন সমাজতান্ত্রিক বিশ্ব-ব্যবস্থার সমর্থন ও ফলপ্রসূ সাহায্যের উপর নির্ভর করতে পারে। পেরু ও পানামাতে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ঝোঁক ক্রমশ শক্তিশালী হয়ে উঠছে।

আমাদের পার্টি এক গণতান্ত্রিক, কৃষি ও সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী বিপ্লবের দিকে অগ্রসর হচ্ছে; এই বিপ্লবকে পার্টি সমাজতন্ত্রের পথে একটি স্তর হিসাবে গণ্য করে। বিপ্লবের চরিত্র বিষয়গত জাতীয় পরিস্থিতি দ্বারা নির্ধারিত হয়। এমন কি প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় আমাদের দেশে ও অনেক আধা-ঔপনিবেশিক ও পরাধীন দেশে হালকা শিল্পে কিছু উন্নতি দেখা যায়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ভারী শিল্পের কয়েকটি শাখা প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সব শিল্প বিদেশী পুঁজির সাহায্যে গড়ে ওঠে। কৃষি প্রধান, পশুপালন প্রধান দেশ আর্জেন্টিনা কৃষি-শিল্প প্রধান দেশে পরিণত হয়। এর ফলে সরকারে শিল্পগত বাণিজ্যিক ও ফিনান্স বুর্জোয়াদের আধিপত্য বেড়ে যায়।

কিন্তু শহরে ও গ্রামে পুঁজিবাদী উৎপাদন সম্পর্কের বিকাশ বড় বড় আঞ্চলিক ও বিদেশী একচেটিয়া ভূস্বামীদের স্বার্থকে বিন্দুমাত্র ক্ষতিগ্রস্ত করে নি। প্রকৃতপক্ষে, ফসল উৎপাদনে ও পশুপালনে শিল্পগত বুর্জোয়ারা ও প্রধান প্রধান সাম্রাজ্যবাদী কোম্পানিগুলি তাদের প্রচুর মুনাফার একটা অংশ বিনিয়োগ করার ফলে, ভূসম্পত্তিগুলি সম্প্রসারিত হতে থাকে।

অন্যদিকে, পুঁজিবাদের উপর জাতীয় শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলির প্রযুক্তিগত নির্ভরশীলতার সুযোগ নিয়ে সাম্রাজ্যবাদ লুণ্ঠনের নতুন পদ্ধতি ব্যবহার করছে। আর্জেন্টিনার ২০টি বৃহৎ উদ্যোগগুলির মধ্যে নয়টি বিদেশী পুঁজির মালিকানাধীন; আর নয়টি আংশিকভাবে রাষ্ট্রের অধীন এবং কেবলমাত্র দুটি দেশীয় পুঁজিপতিদের সম্পত্তি (যদিও এটা বলা কঠিন যে এই দুটি, বাস্তবিকপক্ষে, সাম্রাজ্যবাদী একচেটিয়াপতিদের অধীন থেকে মুক্ত কি না)। শিল্প উৎপাদনে সাম্রাজ্যবাদী একচেটিয়াপতিদের অংশ হল শতকরা ৪০ ভাগ এবং সবচেয়ে গতিশীল শিল্পগুলিতে তারা সক্রিয়। এর ফলে এই সংখ্যার গুণগত গুরুত্ব আরো বেড়ে যায়।

দুই ধরনের নির্যাতনের ফলে সাম্রাজ্যবাদী ও ভূস্বামী-মোড়লতন্ত্রের তরফ থেকে—দেশের প্রগতি বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে। গণতান্ত্রিক, কৃষি ও সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী বিপ্লব এই সব বাধাকে দূর করবে এবং সমাজতন্ত্রের পথ প্রস্তুত করবে। আমাদের মতো দেশে যদি এই বিপ্লব ঘটে, তাহলে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি ও প্রথমত সমাজতান্ত্রিক বিশ্ব ব্যবস্থার অস্তিত্ব, সমর্থন ও সাহায্যের পরিপ্রেক্ষিতে এটা মনে করার কারণ আছে যে, প্রথম স্তর থেকে সমাজতান্ত্রিক স্তরে উত্তরণ আপেক্ষিকভাবে কম সময়ে ঘটবে। উৎপাদনে নিযুক্ত জনসংখ্যার শতকরা ৭৩ ভাগ হল মজুরি-শ্রমিক ও বেতনভোগী শ্রমিক এবং শ্রমিকদের সম্ভাব্য মিত্র—মধ্যবর্গ ও ছোট ও মাঝারি মালিক—হল একটা প্রভাবশালী শক্তি, এসবের ফলে প্রক্রিয়াটি লাভবান হবে। দরিদ্র ও ছোট কৃষক এবং গ্রামীণ শ্রমিকদেরও যথেষ্ট বিপ্লবী সম্ভাবনা আছে।

আগের চেয়ে আরো বেশি করে, লাতিন আমেরিকার কমিউনিস্টদের সক্রিয় পারস্পরিক সংহতির প্রয়োজন। লুই করভালান ও চিলির অন্যান্য রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তির জন্য অভিযান, ব্রাজিল, প্যারাগুয়ে, বলিভিয়া, উরুগুয়ে ও গুয়েতামালার দেশপ্রেমিকদের উপর নির্যাতন ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে এবং আর্জেন্টিনার দু-হাজার রাজনৈতিক বন্দীর মুক্তির জন্য অভিযান চালানো সমস্ত বিপ্লবীদের কর্তব্য।

ট্রটস্কিপন্থী ও মাওপন্থী দলগুলি প্রতিক্রিয়াকে সাহায্য করে। সোভিয়েত ইউনিয়ন ও অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির প্রতি এদের ঘৃণা আছে। মাওবাদ স্ট্রস ও পিনোচেতকে সমর্থন করছে...কি অদ্ভুত মৈত্রী! সোভিয়েত সাহায্য 'বিপদের' আশঙ্কা তুলে ধরছে, এই অভিযোগ করে মাওবাদীরা লাতিন আমেরিকায় সোভিয়েত বিরোধিতার বীজ বপন করছে। সাম্রাজ্যবাদীরা এরকম সহযোগীর কথা কল্পনাও করতে পারে নি। এর ফলে আমাদের মতাদর্শগত সংগ্রাম আরো গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে।

১৯৬৯ সালে অনুষ্ঠিত কমিউনিস্ট ও ওয়ার্কার্স পার্টিগুলির সম্মেলনের পরে পৃথিবীতে বড় বড় পরিবর্তন হয়েছে। শক্তিসমূহের বিন্যাস পরিবর্তিত হয়েছে। ভিয়েতনামের বীর জনগণ সাম্রাজ্যবাদকে পরাস্ত করেছে। এফ আর জি-র সাথে সোভিয়েত ইউনিয়ন, পোল্যান্ড, জি ডি আর ও চেকোশ্লাভাকিয়ার চুক্তি যথেষ্ট পরিমাণে ইয়োরোপের কূটনৈতিক আবহাওয়াকে উন্নত করেছে। অর্থনৈতিক বিষয়ের উপর এবং বিশেষ করে পারমাণবিক যুদ্ধ এড়াবার পদক্ষেপ সম্পর্কিত সোভিয়েত-মার্কিন আলোচনা, পর্তুগালে ফ্যাসিবাদী শাসনের উচ্ছেদ এবং শ্রমিকশ্রেণীর সংগ্রাম ও জাতীয় ও সামাজিক মুক্তির জন্য সংগ্রামের তীব্রতা বৃদ্ধি বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলনে নতুন কর্তব্যের সূচনা করছে। কমিউনিস্ট ও ওয়ার্কার্স পার্টিগুলির আন্তর্জাতিক সম্মেলন জরুরী প্রয়োজন হয়ে উঠছে। কমিন্টার্নের সপ্তম কংগ্রেসের যে তত্ত্বগত ও রাজনৈতিক ঐতিহ্যের গুরুত্ব ইতিহাস প্রমাণ করেছে সেই ঐতিহ্যের দ্বারা এর অংশগ্রহণকারীরা অনুপ্রাণিত হবে। সমগ্র বৈপ্লবিক আন্দোলনের সামনে যে সব প্রশ্ন আজ উপস্থিত তার উত্তর এই সম্মেলন দেবে।

সপ্তম কংগ্রেসে ভাবধারার প্রাসঙ্গিকতা

টোলা দ্রাগোইশ্চেভা
বুলগেরিয়ার কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির
রাজনৈতিক ব্যুরোর সদস্য

বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের তত্ত্বকে সৃজনশীলভাবে সমৃদ্ধিশালী করা বিশ্ব বৈপ্লবিক প্রক্রিয়ার সাথে যুক্তি-

সম্মতভাবে ও দ্বান্দ্বিকভাবে যুক্ত। এই কাজ কমিউনিজমের জন্য আমাদের সংগ্রামকে প্রচণ্ড শক্তি, এক অনন্যচিত্ত উদ্দেশ্য ও রণনীতিগত যাথার্থ্য দান করে।

আমাদের তত্ত্বকে সৃজনশীলভাবে স্পষ্টতর করে তোলার ক্ষেত্রে কমিণ্টার্নের সপ্তম কংগ্রেসের এক বিশেষ স্থান আছে। বৈপ্লবিক প্রয়োগের ক্ষেত্রে এই কংগ্রেস যে ধারা সৃষ্টি করেছিল তার বৈধতা আজও বজায় রয়েছে।

কংগ্রেস আমাদের, বুলগেরিয়ার কমিউনিস্টদের আমাদের পার্টির অভিজ্ঞতা উপলব্ধি করতে সাহায্য করেছিল—তা সে সর্বোচ্চ বৈপ্লবিক সাফল্যই হোক বা বিয়োগান্ত পরিণতির ব্যর্থতাই হোক। বুলগেরিয়া আগেই ফ্যাসিবাদের শিকারে পরিণত হয়। ১৯২৩ সালের ৯ জুনে এক সামরিক ফ্যাসিস্ত ক্যু এক ফ্যাসিবাদী একনায়কত্ব চাপিয়ে দেয়, যা ১৯৪৪ সালের সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের বিজয় পর্যন্ত প্রায় অব্যাহত-গতিতে দেশকে শাসন করে।

১৯২৩ সালে বুলগেরিয়ার কমিউনিস্ট পার্টি বিশ্বের প্রথম ফ্যাসি-বিরোধী বিপ্লব, সেপ্টেম্বরের অভ্যুত্থান সংগঠিত করে ও তার নেতৃত্ব দেয়। সপ্তম কংগ্রেসের পর আমরা আমাদের দেশে ফ্যাসিবাদের চরিত্র সম্পর্কে এক স্পষ্টতর ধারণা পাই। জার্মানি ও ইতালির তুলনায় আমাদের দেশে এর কোনো গণভিত্তি ছিল না। কংগ্রেসের চল্লিশ বছর পরে ও ফ্যাসিবাদের ওপর বিজয়ের তিরিশ বছর পরে আজ আমরা ফ্যাসিবাদের শ্রেণীগত নির্যাস, সামাজিক রূপ ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে কংগ্রেসের সংজ্ঞার সঠিকতা ও নির্ভুলতা এবং ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে এক সঠিক কর্মসূচী ও স্লোগান-সমূহ স্থির করার ক্ষেত্রে ঐ সংজ্ঞার অপরিসীম তাৎপর্য দেখে বিস্মিত হই।

আমাদের পার্টি এক প্রকৃত লেনিনবাদী পার্টিতে পরিণত হওয়ার ক্ষেত্রেও সপ্তম কংগ্রেস এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। লিপজিগ বিচারের সময় ডিমিট্রভ জনগণের মধ্যে কাজ করা সম্পর্কে লেনিনের আহ্বানের পুনর্ঘোষণা করেন। তিনি বলেন: **জনগণের মধ্যে কাজ, গণসংগ্রাম, গণ-প্রতিরোধ, যুক্তফ্রন্ট ও কোনো বেপরোয়া হঠকারিতা নয়**··· এ সবই হল কমিউনিস্ট রণকৌশলের মূল কথা। ডিমিট্রভ সপ্তম কংগ্রেসে আরো যথার্থ ভাষায় লেনিনের আহ্বানকে তুলে ধরেন। তিনি বলেন, "আমরা শ্রেণীশত্রুর বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য ব্যাপকতম জনগণের সাথে এক অভিন্ন ভাষায় কথা বলতে চাই, প্রলেতারিয়েত ও অন্যান্য মেহনতী জনগণের কাছ থেকে চিরতরে **বিপ্লবী অগ্রবাহিনীর বিচ্ছিন্নতার** অবসানের জন্য পথ ও পদ্ধতি বার করতে চাই...।" নতুন পরিস্থিতিতে শ্রেণীগত মৈত্রী সম্পর্কে লেনিনের ধারণাকে বিশদায়িত করে কংগ্রেস আমাদের পার্টিকে নতুন শক্তি দান করে।

কংগ্রেস ফ্যাসিবাদ সম্পর্কে সোশ্যাল-ডেমোক্রাটদের তত্ত্বকে তীব্রভাবে সমালোচনা করে ও সামাজিক ফ্যাসিস্ত পার্টি হিসাবে সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক পার্টিগুলির ভ্রান্ত সংজ্ঞা নির্ধারণকে প্রত্যাখ্যান করে। কংগ্রেস তাদের সাথে যুক্ত কার্যক্রমের সম্ভাবনাকে তুলে ধরে এবং সেই সঙ্গে এই সতর্কবাণী উচ্চারণ করে যে, শ্রমিকশ্রেণীর সম্ভাব্য ব্যাপক-তম ঐক্যের জন্য সংগ্রাম মানে সংশোধনবাদের সাথে সন্ধি নয়। কংগ্রেসের সিদ্ধান্তসমূহ সমাজতন্ত্রের সংগ্রামের সাথে গণতন্ত্রের সংগ্রামকে যুক্ত করা সম্পর্কে লেনিনের ধারণাকে সৃজনশীলভাবে এগিয়ে নিয়ে যায়।

১৯৩৬ সালে বুলগেরিয়ার কমিউনিস্ট পার্টি প্রায় সমস্ত বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক পার্টিগুলির সাথে ও এমনকি সামরিক বাহিনীর একাংশের সাথে আলোচনার সূত্রপাত করে পপুলার ফ্রন্ট প্রতিষ্ঠিত করার কাজ শুরু করে। পপুলার ফ্রন্টের প্রথম রাজনৈতিক কার্যকলাপ হল টুরনোভো সংবিধান পুনরুজ্জীবিত করার শ্লোগান নিয়ে ১৯৩৭ সালের প্রাদেশিক নির্বাচনে অংশগ্রহণ করা। ১৯৩৮ সালের সাধারণ নির্বাচনে ফ্রন্ট এক সাধারণ কর্মসূচী ও যৌথ তালিকা হাজির করে।

সোভিয়েত ইউনিয়নের উপর নাৎসি জার্মানির বিশ্বাস-ঘাতকতাপূর্ণ আক্রমণের পর থেকে জনগণের মধ্যে পার্টির দীর্ঘদিনের কাজ ও সমস্ত ফ্যাসিবাদ-বিরোধী শক্তিগুলির সমাবেশ ঘটানোর জন্যে তার ধৈর্যশীল প্রচেষ্টার ফল ফলতে শুরু করে। ১৯৪১ সালের ২৪ জুন জার্মান আক্রমণের অব্যবহিত পরেই বুলগেরিয়ার কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির রাজনৈতিক ব্যুরো নাৎসি আক্রমণকারী ও বুল-গেরিয়ায় তাদের আজ্ঞাধীন ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে এক সশস্ত্র ফ্যাসিবাদ-বিরোধী সংগ্রাম সংগঠিত করতে শুরু করে। এক সর্বাপেক্ষা জটিল পরিস্থিতির মধ্যে পার্টিকে কাজ করতে হয়। ফ্যাসিস্তদের জাতীয়তাবাদী প্রচার নাৎসি জার্মানির শাসনে বুলগেরিয়ার জাতীয় আদর্শকে প্রতিষ্ঠিত করার এক অলীক চিত্র জনগণের সামনে তুলে ধরে। বুলগেরিয়া অধিকৃত দেশ হয় নি এবং সেখানে ফ্যাসিবাদ-বিরোধী সংগ্রাম বিশ্বাসঘাতক সরকারের বিরুদ্ধে ও হিটলার-বাদের বিরুদ্ধে শ্রমিকদের ও তাদের কমিউনিস্ট অগ্রবাহিনীর শ্রেণী সংগ্রাম হিসাবে শুরু হয়েছিল।

এক যুক্ত ফ্যাসিবাদ-বিরোধী ফ্রন্ট প্রতিষ্ঠার কাজে আমাদের পার্টি ক্যাডাররা অনুকরণীয় দৃঢ়তা ও অধ্যবসায় দেখিয়েছে। ফাদারল্যান্ড ফ্রন্টের ভাবধারার ভিত্তিতে এই ঐক্য গড়ে ওঠে এবং এই ফাদারল্যান্ড ফ্রন্ট কমিণ্টার্নের সপ্তম কংগ্রেসে রচিত জনগণের ব্যাপক ফ্যাসিবাদ-বিরোধী ফ্রন্টের রণকৌশলকে এগিয়ে নিয়ে যায়। এই ফ্রন্টের কর্মসূচীর মধ্যে ছিল প্রধানত জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের সাধারণ কর্তব্য। ১৯৪৩ সালের শরৎকাল থেকে এই ফ্রন্ট ফ্যাসিবাদ-বিরোধী সংগ্রামের কেন্দ্র হিসাবে কাজ করে।

ফ্রন্টের কর্মসূচী কমিউনিস্ট পার্টির চূড়ান্ত কর্মসূচীর উদ্দেশ্যগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করে নি। যাই হোক, এর অর্থ এই নয় যে ফ্রন্টের প্রধান চালিকা-শক্তি, শ্রমিকশ্রেণী তার চূড়ান্ত লক্ষ্য, সমাজতন্ত্রের জন্য সংগ্রাম করে নি। এই বিষয়ের প্রতি আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি সংকীর্ণতাবাদী অতি-সরলীকরণের দোষ থেকে মুক্ত ছিল; কারণ গণতন্ত্রের সংগ্রাম ও সমাজতন্ত্রের সংগ্রামের মধ্যে দ্বান্দ্বিক ঐক্যকে আমরা বুঝতে পেরেছিলাম। পার্টি জানত যে ফ্রন্ট এবং প্রস্তাবিত গণতান্ত্রিক কর্মপথ সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে উত্ত-রণকে সহজতর করবে।

ফ্যাসিবাদের পরাজয় বুলগেরিয়াতে সমাজতন্ত্রে উত্তরণের সূচনা করেছিল। টোডর ঝিভকভ আমাদের বিপ্লব সম্পর্কে তাঁর সংজ্ঞায় বলেন যে "৯ সেপ্টেম্বরের বিপ্লব যা সোভিয়েত সামরিক বাহিনীর চূড়ান্ত সহায়তায় বিজয়লাভ করেছিল

তা প্রথম থেকেই ছিল সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব, তা ছিল তার মৌলিক, গুরুত্বপূর্ণ দিক থেকে মহান অক্টোবর বিপ্লবের পুনরাবৃত্তি। বলাই বাহুল্য যে সেপ্টেম্বর বিপ্লব সাধারণ গণতান্ত্রিক ও ফ্যাসিবাদ-বিরোধী কাজগুলো সম্পন্ন করেছিল। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব হিসাবে এটাই ছিল নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য।"

ফ্যাসিবাদী শাসনের উচ্ছেদের ঠিক পরেই পার্টি তার সংগঠনগুলিকে দৃঢ় করতে ও তাদের সদস্যসংখ্যা বৃদ্ধি করতে পদক্ষেপ গ্রহণ করে। যে সব প্রগতিশীলেরা জনগণতন্ত্র হিসাবে বুলগেরিয়ার বিকাশের পক্ষে ছিল তাদের ঐক্যবদ্ধ করার ক্ষেত্রে বুলগেরিয়ার কমিউনিস্ট পার্টি ছিল অন্যতম শক্তি। ফাদারল্যান্ড কমিটিগুলি সরকারি সংস্থায় পরিণত হয়; এই সংস্থাগুলি অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক কার্যকলাপ সংগঠিত করে। বুলগেরিয়ার কমিউনিস্ট পার্টি প্রধানত ফ্রন্টের কমিটিগুলির উপর নির্ভর করে সমাজে নেতৃত্বের ভূমিকা পালন করে।

পার্টি একটি যুব সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে ফ্রন্টের পার্টিগুলিকে বোঝাতে সমর্থ হয়। অধিকন্তু ৩০টি ট্রেড ইউনিয়ন গঠিত হয়, যারা জেনারেল ট্রেড ইউনিয়ন অব্ ওয়ার্কার্স-এ যোগ দেয়। বুলগেরিয়ান পপুলার উইমেনস্ লীগ প্রতিষ্ঠিত হয়। সোভিয়েত ইউনিয়নের সাথে মৈত্রী সমাজ প্রধান সাংস্কৃতিক প্রচার কেন্দ্রে পরিণত হয়।

জনগণতান্ত্রিক রাষ্ট্র খুব তাড়াতাড়ি বুর্জোয়া ফ্যাসিবাদী রাষ্ট্র যন্ত্রের বিলোপ সাধন করতে শুরু করে। জনগণের শাসনকে সংহত করার জন্য গণপরিষদের নির্বাচন ঘোষিত হয়। আন্তর্জাতিক কন্ট্রোল কমিশনের বৃটিশ ও মার্কিন সদস্যরা এই নির্বাচনগুলির বিরোধিতা করে এই অভিযোগ তোলে যে বুলগেরিয়াতে কোনো স্বাধীনতা বা গণতন্ত্র নেই। আমাদের নির্বাচন স্থগিত রাখতে হয়। এই বিরোধিতা কিছু দিনের জন্য গ্রামের ও শহরের পেটিবুর্জোয়াদের এক অংশকে বিভ্রান্ত করতে সফল হয়। কিন্তু পুরানো অবস্থা ফিরিয়ে আনার জন্য প্রতিক্রিয়াশীল সামরিক অফিসারদের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয় এবং সমগ্র জনতার সাহায্য নিয়ে তাদের গুপ্ত সংগঠনগুলি ভেঙে দেওয়া হয়।

বুর্জোয়াদের অর্থনৈতিক ভিত্তি সংকুচিত হতে থাকে। গণপরিষদ ফাদারল্যান্ড কর্মসূচীকে কার্যে পরিণত করার আশ্বাস দিয়ে আইন প্রণয়ন করে। এই সব আইনের একটি হল ফাটকাবাজদের মাধ্যমে মজুত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা। এর ফলে বড় বড় পুঁজিবাদী সম্পত্তি আঘাত পায়। কুলাকদের বিরুদ্ধে কৃষি সংস্কার আইন পরিচালিত হয়। জাতীয়করণ প্রলেতারিয়েত একনায়কত্বকে সংহত করার ক্ষেত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সমস্ত ক্ষেত্রে সোভিয়েত ইউনিয়নের ভ্রাতৃপ্রতিম সাহায্য ও অন্যান্য জনগণতন্ত্রের সাথে সহযোগিতা জনগণতান্ত্রিক শাসনকে সংহত ও বিকশিত করার ক্ষেত্রে চূড়ান্ত প্রমাণিত হয়েছিল। আমরা এক গৃহযুদ্ধ এড়াতে সমর্থ হয়েছিলাম।

আমদের সমাজের অর্থনৈতিক ও শ্রেণীগত কাঠামোয় পরিবর্তনেরও এক রাজনৈতিক প্রভাব ছিল। ১৯৪৮ সালে ফাদারল্যান্ড ফ্রন্ট নিজেকে এক ঐক্যবদ্ধ সামাজিক ও রাজনৈতিক সংগঠনে পরিণত করার সিদ্ধান্ত নেয়। সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক পার্টি মার্কসবাদ-লেনিনবাদের পথ গ্রহণ করে বুলগেরিয়ার কমিউনিস্ট পার্টির সাথে মিশে যায়। জেভনো পপুলার ইউনিয়ন ও র‍্যাডিকাল পার্টি স্বেচ্ছাপ্রণোদিতভাবে তাদের স্বাধীন সত্তাকে বাতিল করে এবং তাদের সদস্যরা ফাদারল্যান্ড ফ্রন্টে কাজ করতে থাকে। বুলগেরিয়ার কমিউনিস্ট পার্টি ছাড়াও, ফ্রন্ট বুলগেরিয়ার অ্যাগ্রেরিয়ান পিপল্স ইউনিয়নকে অন্তর্ভুক্ত করে। শ্রমজীবী কৃষকদের একটি অংশের মধ্যে এই ইউনিয়নের প্রভাব ছিল। ১৯৪৪ সালে সেপ্টেম্বর অভ্যুত্থানের পর বুলগেরিয়ার অভিজ্ঞতা ও অন্যান্য জনগণতন্ত্রের অভিজ্ঞতাও প্রলেতারিয়েত একনায়কত্বের একটি রূপ হিসাবে জনগণতন্ত্রের শক্তি প্রমাণ করে।

কমিন্টার্নের সপ্তম কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হওয়ার ৪০ বছরের মধ্যে আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট ও শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলন শান্তি, প্রগতি ও সমাজতন্ত্রের জন্য সর্বাপেক্ষা প্রভাবশালী রাজনৈতিক শক্তিতে পরিণত হয়। অতীতের মতোই ভবিষ্যতেও সাফল্য আমাদের আন্দোলনের সংহতির উপর এবং জরুরী সমস্যা যৌথভাবে আলোচনা করার ও তত্ত্বগত ও বাস্তব অভিজ্ঞতাকে সবচেয়ে বেশি কাজে লাগাবার সামর্থ্যের উপর নির্ভর করবে। বুলগেরিয়ার কমিউনিস্ট পার্টি মনে করে যে এই পরিস্থিতিতে কমিউনিস্ট ও ওয়ার্কার্স পার্টিগুলির এক নতুন সম্মেলন আহ্বান করা প্রয়োজন।

কমিন্টার্নের সপ্তম কংগ্রেস আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের অনেক প্রখ্যাত নেতাদের নামের সঙ্গে যুক্ত এবং ডিমিট্রভ হলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম। তাঁর চিন্তাধারা ও তিনি পার্টি ও জনগণের কাছে যা রেখে গেছেন তা আমাদের আন্তর্জাতিক সংহতির কাজে বিশ্বব্যাপী ও শান্তি, সমাজতন্ত্র ও কমিউনিজমের জয়ের জন্য সংগ্রামে অনুপ্রাণিত করে।

শ্রমিকশ্রেনী ও জনগণের ঐক্যের জন্য সংগ্রামে এক দিকচিহ্ন

ফ্রিডেল ফুর্নবার্গ
অস্ট্রিয়ার কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির
রাজনৈতিক ব্যুরোর সদস্য

শ্রমিকশ্রেণীর শ্রেণী চেতনা উন্নত করার এবং শ্রমিকদের যে তাদের অবস্থান ও কর্তব্য বোঝা উচিত তা সুনিশ্চিত করার সংগ্রাম সব সময় শ্রমিকশ্রেণীর ঐক্যের সঙ্গে যুক্ত। জার্মানি ও অন্যত্র মার্কসবাদী শ্রমিক আন্দোলনের সূচনাতে এই ছিল অবস্থা। রাশিয়াতেও একই অবস্থা ছিল, যেখানে লেনিন সর্বদা শ্রমিকশ্রেণীর সম্ভাব্য ব্যাপকতম ঐক্য অর্জনের জন্য প্রচেষ্টার সাথে সংশোধনবাদীদের কাছ থেকে দৃঢ়ভাবে বিচ্ছিন্ন হওয়ার সংগ্রামকে যুক্ত করেছিলেন।

এইভাবে শ্রমিকশ্রেণীর ঐক্যের জন্য সংগ্রাম সর্বদাই শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে, তার সংগঠনে বুর্জোয়াদের মতাদর্শগত প্রভাবের বিরুদ্ধে সংগ্রামে পরিণত হয়েছে। এই সংগ্রামের জোয়ার-ভাঁটা আছে; কিন্তু এটা নির্বিঘ্নে বলা যায় যে এর শেষ ফলাফল বিরাট এবং শুধুমাত্র প্রাথমিক অবস্থার

সাথে তুলনায় নয়। আজ আন্তর্জাতিক পরিসরে লক্ষ লক্ষ লোক ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামে নিযুক্ত। সমস্ত শ্রমজীবী জনগণের ঐক্যের কেন্দ্র হিসাবে শ্রমিকশ্রেণীর দৃঢ় ঐক্য বেশ কয়েকটি দেশে বহুদিন থেকেই বিরাজ করছে। শ্রমিকশ্রেণী ও তার মার্কসবাদী-লেনিনবাদী পার্টিগুলির ঐক্য আন্তর্জাতিক-ভাবেও আরো বেশি করে প্রকাশিত হচ্ছে। আন্তর্জাতিক সংগ্রামের জটিলতা থেকে উদ্ভূত অসুবিধাগুলো একের পর এক কাটিয়ে ওঠা হচ্ছে।

শ্রমিকশ্রেণীকে ঐক্যবদ্ধ করার ও তার চারপাশে জনগণকে জমায়েত করার সংগ্রামের ক্ষেত্রে কমিন্টার্নের সপ্তম কংগ্রেস এক দিকচিহ্ন। কংগ্রেসে বলা হয়েছিল যে, যখন কমিন্টার্ন লেনিন পরিচালনা করতেন, তখন শ্রমিকশ্রেণীর ঐক্যবদ্ধ মোর্চার জন্য সংগ্রামে সমস্ত কমিউনিস্ট পার্টিকে কংগ্রেস আহ্বান জানিয়েছিল। কমিউনিস্টরা এটা জানে কিন্তু আমাদের প্রতিপক্ষরা অভিযোগ করে যে কমিন্টার্ন ও তার সদস্যরা শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে বিভেদের উপর নির্ভর করত। লেনিন কমিন্টার্নের দ্বিতীয় ও তৃতীয় কংগ্রেসে তাঁর ভাষণে ও তাঁর বিখ্যাত বই, **বামপন্থী কমিউনিজম, শিশুসুলভ চপলতা**-তে যুক্তফ্রন্টের সমস্যাগুলির প্রতি বিশেষ মনোযোগ দেন। যুক্তফ্রন্টের জন্য সংগ্রামের প্রতি লেনিন যে গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন তার উপর জোর দেওয়ার জন্য আমি একটা উদাহরণ দিচ্ছি। ১৯২২ সালে বিশ্বের সমস্ত শ্রমিক পার্টিসমূহের এক পরিকল্পিত সম্মেলনে কমিন্টার্নের অংশগ্রহণ সম্পর্কে রচিত এক খসড়া সিদ্ধান্ত পর্যালোচনা করে তিনি লিখেছেন : "আমার প্রধান সংশোধনীর (খসড়ার···এফ এফ) লক্ষ্য হল সেই অংশটি বাদ দেওয়া, যা বিশ্ব বুর্জোয়াদের দুষ্কর্মের সহযোগী, দ্বিতীয় ও দুই-এবং-অর্ধেক আন্তর্জাতিকগুলির নেতাদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে" (**কালেক্টেড ওয়ার্কস**, খণ্ড-৪২, পৃঃ ৪০০)। লেনিন আরো বলেন যে, এর জন্য "অত্যন্ত বাস্তব গুরুত্বসম্পন্ন ঘটনাকে ধ্বংস করার ঝুঁকি নেওয়া অত্যন্ত অযৌক্তিক" (ঐ, পৃঃ ৪০০-৪০১)।

১৯১৯ সাল থেকে একটা যুক্তফ্রন্ট ও শ্রমিকদের শ্রেণীগত ঐক্যের জন্য যে সংগ্রাম চলছে তার ইতিহাসের দিকে তাকিয়ে বিস্মিত হতে হয়, প্রথমত এই ঘটনায় যে এই সংগ্রাম কখনো সোজা পথ ধরে চলছে না, বেশির ভাগ ক্ষেত্রে পরিবর্তিত অবস্থা অনুসারে এই সংগ্রামের জোয়ার ভাঁটা আছে। কেউ যদি এর পালাক্রমে সাফল্য ও বিপর্যয়কে লক্ষ্য করে কেবলমাত্র এর সামগ্রিক ছবিটার দিকে নজর দেন, তাহলে তিনি নিরবচ্ছিন্ন পুনরাবৃত্তির এক ধারণা পেতে পারেন। বাস্তবিকপক্ষে কখনো কখনো এই ধরনের সিদ্ধান্ত টানা হয়, কিন্তু এই সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণভাবে ভ্রান্ত। সাম্প্রতিক দশকগুলিতে এর বিকাশ নিরবচ্ছিন্নভাবে ঘটে চলেছে এবং এর ফলে বড় বড় সাফল্য অর্জিত হয়েছে। চূড়ান্তভাবে এর কৃতিত্ব হচ্ছে কমিউনিস্ট পার্টিগুলির। যারা শ্রমিকশ্রেণী ও জনগণের ঐক্যের জন্য সংগ্রামের অর্থ, মর্মবস্তু ও রূপ সম্পর্কে এবং এই সংগ্রামে তারা যে নেতৃত্বের ভূমিকা পালন করবে সে সম্বন্ধে অনেক বেশি সচেতন। শ্রমিকশ্রেণীর অভিজ্ঞতাও অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।

কমিউনিস্ট পার্টিগুলিতে শ্রমিকশ্রেণীর বৈপ্লবিক অগ্রবাহিনী সংগঠিত হওয়ার পর লেনিন বলেন যে এরপর কর্তব্য হল এটা সুনিশ্চিত করা যাতে এই শ্রেণীর সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ সমাজতন্ত্র অর্জন করে তার ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালন করতে পারে।

ঘনিষ্ঠ সংযোগ সাধন করে, এবং এক অর্থে শ্রমিক-জনতার সাথে ঐক্যবদ্ধ হয়ে, শ্রমিকশ্রেণীর ক্ষুদ্র ও বৃহৎ স্বার্থের জন্য এক অভিন্ন সংগ্রাম যা শ্রমিকশ্রেণীর সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে ও সমাজে তার ভূমিকা কার্যকর করতে সাহায্য করার উদ্দেশ্যে চালিত মতাদর্শগত কাজকর্মের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত, তা পরিচালিত করে এই উদ্দেশ্য সাধন করা যায়। সদ্য-প্রতিষ্ঠিত কমিউনিস্ট পার্টিগুলির মধ্যে এর পরম প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে প্রত্যয় সৃষ্টি করা সহজ ব্যাপার নয়। প্রচলিত উগ্র বামপন্থী মতবাদ অনুযায়ী, শ্রমিকশ্রেণীর অধিকাংশের সমর্থন ছাড়াই বৈপ্লবিক অগ্রবাহিনী বিজয় অর্জন করতে পারে। লেনিন ও কমিন্টার্নের মহান সাহায্য ছাড়া কমিউনিস্ট পার্টিগুলি হয়ত বিপ্লববাদ ও সংকীর্ণতাবাদের কানাগলি থেকে বেরিয়ে আসতে পারত না। বিশ্ব সম্মান লাভ করে রুশ শ্রমিকশ্রেণী ও মহান অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের অভিজ্ঞতা থেকে অগ্রসর হয়ে, লেনিন ও কমিন্টার্ন কমিউনিস্ট পার্টিগুলিকে সঠিক পথ দেখিয়েছিল।

লেনিন লিখেছেন যে, "যুক্তফ্রন্টের রণকৌশলের উদ্দেশ্য ও মর্ম পুঁজির বিরুদ্ধে সংগ্রামে শ্রমিক-জনতাকে বেশি বেশি করে টেনে আনার মধ্যে নিহিত, যদিও এর অর্থ হল একত্রে সংগ্রামের জন্য দ্বিতীয় ও দুই-এবং-অর্ধ-আন্তর্জাতিকগুলির নেতৃত্বকে বারবার আহ্বান জানানো" (খণ্ড ৪২, পৃঃ ৪১১)।

শ্রমিকশ্রেণী সর্বদাই ঐক্য চেয়েছে। সংশোধনবাদীরা তাদের নিজেদের উদ্দেশ্যে এই ঐক্যকে ব্যবহার করেছে এবং করে চলেছে। তারা বহু দশক ধরে এই অভিযোগ করে আসছে যে কমিউনিস্টদের যুক্তফ্রন্টের রণনীতি একটা কৌশলমাত্র। তারা প্রায়ই "রণকৌশল" কথাটার উপর জোর দেয়, কারণ তাদের রণকৌশল হল সবসময় তাদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্যকে গোপন রাখার কৌশল। যাই হোক, কমিউনিস্টদের কাছে, রণকৌশল হল এক রণনীতিগত লক্ষ্যের সীমানার মধ্যে পুঁজির বিরুদ্ধে শ্রেণীসংগ্রামের নির্দিষ্ট রূপ ও পদ্ধতি। যুক্তফ্রন্টের নীতির লক্ষ্য হল শ্রমিকশ্রেণীকে ঐক্যবদ্ধ করা। যে সব শ্রমিকশ্রেণীর সংগঠন শ্রমিকদের স্বার্থকে কোনো না কোনোভাবে তুলে ধরে তাদের বিরুদ্ধে এটা কখনো পরিচালিত হয় না।

অভিজ্ঞতা প্রমাণ করে যে যুক্তফ্রন্টের রূপ চিরদিনের মতো বেঁধে দেওয়া যায় না, কারণ রাজনৈতিক অবস্থার উপর এটা নির্ভরশীল। এই জন্যই, দেশ ভেদে ঐক্য নীতির রূপের মধ্যে পার্থক্য ঘটে। সব সময় একে নতুন করে গড়তে হয়, কারণ কোনো প্রচলিত রূপ উদ্দেশ্য সাধন করতে পারে না। এর অর্থ হচ্ছে এই যে আমরা—প্রকৃত অবস্থা সঠিকভাবে বিচার করে—লেনিনের রচিত নীতিগুলি প্রয়োগ করব।

সমগ্র বিশ্বব্যাপী ফ্যাসিবাদ-বিরোধী জনগণের কাছে, ফ্যাসিবাদ ও যুদ্ধের আশঙ্কার বিরুদ্ধে সমস্ত গণতান্ত্রিক শক্তিগুলির সাথে একত্র সংগ্রামের ক্ষেত্রে কমিউনিস্টদের তৎপরতা প্রমাণ করে কমিন্টার্নের সপ্তম কংগ্রেস এক ঐতি-

হাসিক কাজ সম্পন্ন করেছে। বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলনের ভালোর জন্য কমিণ্টার্নের কাজের ক্ষেত্রে এটা হল এক দিকচিহ্ন। যেহেতু এখন কর্তব্য হল উত্তেজনা প্রশমনকে অপরিবর্তনীয় করা, একচেটিয়া পুঁজির ক্ষমতাকে খর্ব করা এবং সমাজতন্ত্র অভিমুখে প্রগতির পথ গ্রহণ করা, তখন শ্রমিকশ্রেণী ও জনগণের ঐক্য সাধন করার নতুন নতুন সুযোগ উপস্থিত। যাই হোক, সমস্ত দেশে এই সুযোগ এক নয়। এটা স্পষ্ট যে, ফরাসী কমিউনিস্ট পার্টির কথাই ধরা যাক, এই পার্টি এই সংগ্রামে এক পদ্ধতি পরিচালনা করে, যা আমাদের পার্টির পদ্ধতি থেকে ভিন্ন; কারণ আমাদের পার্টি এক শক্তিশালী সংশোধনবাদী সোশ্যাল ডেমোক্রাটিক পার্টির সম্মুখীন। কিন্তু লেনিনের উপদেশ ও কমিণ্টার্নের অভিজ্ঞতা আমাদের সবার কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমরা এই সব উপদেশ ও অভিজ্ঞতা জানব, মনে রাখব ও ব্যবহার করব।

মৈত্রীর নীতির শিক্ষা

হেলেনা বার্গ
জার্মানির সোশ্যালিস্ট ইউনিটি পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য

কমিণ্টার্নের সপ্তম কংগ্রেস যা মার্কসবাদ-লেনিনবাদের সংগতিপূর্ণ ও সৃজনশীল প্রয়োগের এক দৃষ্টান্ত সৃষ্টি করেছে, সেই কংগ্রেস বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলনের ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করেছে। এটা দেখিয়েছে যে বিশ্ব শক্তিবিন্যাস ও বিশ্ব বৈপ্লবিক প্রক্রিয়ার উপর সোভিয়েত ইউনিয়নে সমাজতন্ত্র গঠন ও প্রথম শ্রমিক-কৃষকের রাষ্ট্রের শান্তি অভিযানের এক চূড়ান্ত প্রভাব আছে। যেহেতু এখন নয়া-ফ্যাসিবাদীরা কয়েকটি দেশে তাদের কার্যকলাপ বৃদ্ধি করেছে, তাই কংগ্রেসের সিদ্ধান্তগুলি আগের মতোই বৈধ।

ফ্যাসিবাদ ও যুদ্ধের বিরুদ্ধে সংগ্রামে যে সব শক্তি সমান তৎপর তাদের প্রকাশ করেছে কংগ্রেস। কংগ্রেস বাস্তবসম্মতভাবে এই সংগ্রামের সুযোগগুলির মূল্যায়ন করেছে এবং তার পদ্ধতিগুলির রূপরেখা তৈরি করেছে। কংগ্রেস কর্তৃক রচিত রণনীতি ও রণকৌশল শ্রমিকশ্রেণীর যুক্তফ্রণ্ট ও শ্রেণী-মৈত্রী সম্পর্কিত নীতি সম্পর্কে লেনিনের বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তগুলিকে সৃজনশীলভাবে এগিয়ে নিয়ে যায়। কংগ্রেস ফ্যাসিবাদ ও সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রামে গণতান্ত্রিক ও সামাজিক কাজগুলির মধ্যে এক গভীর পারস্পরিক সম্পর্কের উপর জোর দেয়। ঐক্যবদ্ধ শ্রমিকশ্রেণীর ও গণফ্রণ্টের ফ্যাসিবাদ-বিরোধী নীতির সুসংগত বাস্তব রূপায়ণ শ্রমজীবী জনগণকে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের দিকে এগিয়ে যেতে সাহায্য করে।

ফ্যাসিবাদের উপর বিজয়ের ফলে বৈপ্লবিক শক্তিসমূহের ব্যাপক অভিযান সৃষ্টি হয়। মধ্য ও দক্ষিণপূর্ব ইয়োরোপে সাম্রাজ্যবাদ বিপ্লবের অগ্রগতিকে ঠেকিয়ে রাখতে পারে নি। এটা সম্ভব হয়েছিল, প্রথমত এই ঘটনার ফলে যে সোভিয়েত ইউনিয়নের সমর্থন লাভ করে এই সব দেশের জনগণ অভ্যন্তরীণ প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে দৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়েছিল ও সাম্রাজ্যবাদী হস্তক্ষেপ ব্যর্থ করেছিল। সপ্তম কংগ্রেসের রণনীতি ও রণকৌশলের প্রয়োগের ফলে এই সব দেশে সমাজতন্ত্রের অনুকূলে শক্তির ভারসাম্যের দৃঢ় পরিবর্তন ঘটার সঙ্গে সঙ্গে বুর্জোয়া গণতন্ত্র থেকে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে উত্তরণ সম্পর্কে লেনিনীয় তত্ত্ব বাস্তবে রূপায়িত হয়। সমাজতন্ত্র গঠন সম্পর্কে সোভিয়েতের অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে ও নিজেদের অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করে, এই সব দেশের কমিউনিস্ট পার্টিগুলি কাজের ক্ষেত্রে শ্রমিকশ্রেণীর ঐক্য অর্জন করে এবং এই ভিত্তিতে শ্রমিকশ্রেণীর মৈত্রীর নীতিকে এক অভূতপূর্ব রূপ দেয়।

১৯৪৫ সাল থেকে জার্মান গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের শ্রমজীবী জনগণ এই পথ অনুসরণ করে আসছে। ব্রুসেলস-এ (১৯৩৫) ও বার্নে-তে (১৯৩৯) অনুষ্ঠিত এক গোপন সম্মেলনে জার্মানির কমিউনিস্ট পার্টি কমিণ্টার্নের সাহায্য নিয়ে জার্মানিতে ফ্যাসিবাদ-বিরোধী সংগ্রামে সপ্তম কংগ্রেসের সিদ্ধান্তসমূহ সৃজনশীলভাবে প্রয়োগ করে। সি পি জি সোশ্যাল ডেমোক্রাট, খ্রীস্টিয়ান ও অন্যান্য গণতান্ত্রিক শক্তিগুলির সাথে একত্রে হিটলারকে উচ্ছেদ করতে ও এক ব্যাপক গণফ্রণ্টের ভিত্তিতে এক নতুন গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করতে সচেষ্ট হয়। বার্নে সম্মেলনে জোর দেওয়া হয় যে, জাতিকে বাঁচাতে হলে ফ্যাসিস্ত একনায়কত্ব উচ্ছেদ করা প্রয়োজন। ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে কমিউনিস্ট, সোশ্যাল ডেমোক্রাট ও গণতন্ত্রীদের যৌথ সংগ্রাম, যা জার্মানিতে ও তার বাইরে চলছিল এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় স্বাধীন জার্মানির ভাবধারাকে জাতীয় কমিটির আন্দোলন হল সপ্তম কংগ্রেসের বাস্তবে রূপায়িত করার নিদর্শন।

সোভিয়েত সামরিক বাহিনী কর্তৃক সম্পাদিত মুক্তির দায়িত্ব জার্মান জনগণকে ফ্যাসিবাদ ও সমরবাদ চিরতরে দূর করার জন্য চূড়ান্ত সুযোগ দিয়েছিল। এই সমস্যা সমাধানে জার্মান শ্রমিকশ্রেণী সোভিয়েতের শ্রেণী-ভাইদের কাছ থেকে ফলপ্রসূ সমর্থন পেয়েছিল।

১৯৪৫ সালের ১১ জুন সি পি জি যে ঐতিহাসিক আহ্বান দিয়েছিল তা নতুন পরিস্থিতি ও অতীত অভিজ্ঞতা সঠিকভাবে বিচার করে সপ্তম কংগ্রেসের সাধারণ লাইন অনুসরণ করে। ব্রুসেলস ও বার্নে পার্টি সম্মেলন কর্তৃক নির্ধারিত কাজগুলোকে এই আহ্বানের মধ্যে স্পষ্ট করে তোলা হয়। সি পি জি সামরিকীকরণ ও ফ্যাসিবাদের সম্পূর্ণ অবসান, একচেটিয়া পুঁজির ক্ষমতা ও বড়কার জমিদারির অবলুপ্তি, শ্রমজীবী জনগণের কাছে সরকারি গুরুত্বপূর্ণ পদগুলি ও অর্থনীতির হস্তান্তর এবং ফ্যাসিবাদ-বিরোধী গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা দাবি করে। এই সব দাবিই হল জনগণের দাবি। শ্রমিকশ্রেণীকে ঐক্যবদ্ধ করা ও বিপ্লবী উপায়ে এর অন্যান্য পার্টিগুলির ঐক্যবদ্ধ কার্যক্রম অর্জন করাকে সি পি জি তার প্রধান কাজ বলে বিবেচনা করে। এই কাজ হল এক নতুন, গণতান্ত্রিক জার্মানি গঠন করার জন্য অন্যান্য শ্রেণী ও স্তরের জনগণকে জয় করে নিয়ে আসার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পূর্বশর্ত।

যে সব শক্তি জার্মান ফ্যাসিবাদের পরাজয়ের পর পশ্চিমী দখলদারি কর্তাদের সমর্থন নিয়ে জার্মানিতে সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থা পুনঃপ্রবর্তিত করতে চেষ্টা করেছিল ও

গণতান্ত্রিক ফ্যাসিবাদ-বিরোধী বিকাশকে স্তব্ধ করার জন্য তাদের যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিল, সে সব শক্তির বিরুদ্ধে দৃঢ় সংগ্রামের সময় এই সব কাজ পালন করা হয়।

শ্রমিকশ্রেণীর ঐক্যবদ্ধ কার্যক্রমের জন্য, ও সর্বোপরি সি পি জি ও এস ডি পি জি-র মধ্যে সংহতির জন্য সংগ্রাম ছিল এক কঠিন রাজনৈতিক ও মতাদর্শগত সংগ্রাম। এই সংগ্রামের সময় শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনের মৌলিক সমস্যা-গুলি সম্পর্কে বিতর্ক অনুষ্ঠিত হত। ফ্যাসিবাদ-বিরোধী ও গণতান্ত্রিক পরিবর্তনসমূহ সংঘটিত হওয়ার সময় শ্রমিক-দের মধ্যে সহযোগিতা এই সব সমস্যাকে স্পষ্ট করতে সাহায্য করে। ঐক্যবদ্ধ কার্যক্রমের ফলে ১৯৪৬ সালে সোশ্যালিস্ট ইউনিটি পার্টি অব জার্মানি-র মধ্যে দুটি শ্রমিকশ্রেণীর পার্টির সাংগঠনিক মিলনের পথ পরিষ্কার হয়। এইভাবে আমাদের অভিজ্ঞতার দ্বারা সপ্তম কংগ্রেস যে এই সম্ভাবনা দেখতে পেয়েছিল, তা সঠিক বলে প্রমাণিত হয়।

অন্যান্য ফ্যাসিবাদ-বিরোধী গণতান্ত্রিক শক্তিগুলিকে ঐক্যবদ্ধ করার ক্ষেত্রে শ্রমিকশ্রেণীর ঐক্য এক চূড়ান্ত ভূমিকা পালন করেছিল। ঐক্যবদ্ধ হওয়ার এই প্রক্রিয়া সুদূর-প্রসারী সামাজিক পরিবর্তনগুলির সাথে সংগতি রেখে ঘটছিল।

মৈত্রীর নীতি সম্পর্কে বলতে গিয়ে আমাদের পার্টি সব সময় এই নীতিকে জনগণের মধ্যে ধৈর্যশীল রাজ-নৈতিক ও মতাদর্শগত কাজ বলে ও সামাজিক পরিবর্তনের এক প্রক্রিয়ার মধ্যে তাদের আরো বেশি করে টেনে আনার উপায় বলে মনে করে। একই সংগে যে সব শক্তি অতীত অবস্থায় ফিরে যেতে চায় তাদের বিরুদ্ধে, তাদের কমিউনিস্ট-বিরোধী ও সোভিয়েত-বিরোধী ধারণাগুলির বিরুদ্ধে আমাদের পার্টি আপসহীনভাবে লড়াই করেছে। পশ্চিম জার্মানির একচেটিয়া পুঁজি যা পুনর্জীবিত হয়েছে তার দ্বারা সমর্থনপুষ্ট ও অনুপ্রাণিত হয়ে যথেষ্ট সংখ্যক শক্তি জি ডি আর-এ সক্রিয় হয়েছিল। তারা ফ্যাসিবাদ-বিরোধী গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার গঠনকে প্রতিহত করতে ও বিকাশের গতিকে পালটিয়ে দিতে চেষ্টা করেছিল। এই সব শক্তির বিরুদ্ধে আমাদের পার্টির দৃঢ়পণ লড়াইয়ের ফলে পেটি-বুর্জোয়া পার্টিগুলির মধ্যে পৃথকীকরণ সৃষ্টি হয়।

সমাজতান্ত্রিক গোষ্ঠীর অভিজ্ঞতার আলোকে আমরা বিশ্বাস করি যে মৈত্রীর নীতির নিম্নলিখিত সর্বজনীন-ভাবে বৈধ বৈশিষ্ট্যগুলির তালিকা করা যেতে পারে: প্রতিটি গণ-ক্ষেত্রে শ্রমিকশ্রেণী ও তার মার্কসবাদী-লেনিনবাদী পার্টির দৃঢ়ভাবে ক্রমবর্ধমান ভূমিকা; সমাজ-তান্ত্রিক রাষ্ট্রকে উন্নত করে ও সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রকে সম্প্রসারিত করে সামাজিক পরিবর্তনের প্রক্রিয়ায় পার্টি-গুলিকে ক্রমশ মৈত্রীর মধ্যে আবদ্ধ করা এবং ফলস্বরূপ, আমাদের সাথে সহযোগিতা করছে এমন শ্রেণী ও স্তরগুলির পক্ষ থেকে দায়িত্ব সম্পর্কে ক্রমবর্ধমান চেতনা; জীব-নের মান উন্নত করার জন্য সরকারি পদক্ষেপ এবং বিরাট সামাজিক স্তরের জনগণের কাছে বৈজ্ঞানিক মার্কসবাদী-লেনিনবাদী বিশ্ব দৃষ্টিভঙ্গি পৌঁছে দেওয়ার মধ্যে গভীর সম্পর্ক, এবং সমাজের বৈপ্লবিক রূপান্তরসাধন ও শ্রমিক-শ্রেণীর প্রভাবের ফলে আমাদের মিত্রদের রাজনৈতিক ও নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ও শ্রমিকশ্রেণীর সাথে তাদের ঘনিষ্ঠ একাত্মতা।

আমাদের অভিজ্ঞতা প্রমাণ করে যে, কমিণ্টার্নের সপ্তম কংগ্রেসের সিদ্ধান্তসমূহ নতুন সমাজ গঠনের সময়েও সম্পূর্ণভাবে বৈধ। এস ইউ পি জি-র কেন্দ্রীয় কমিটির একাদশ প্লেনামে এরিখ হোনেকার বলেছেন যে, "বন্ধু পার্টিগুলির সাথে ভালো সম্পর্ক আমাদের জনগণের উন্নত রাজনৈতিক ও নৈতিক ঐক্যের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই সব পার্টি এক বিরাট প্রয়াসে লিপ্ত যার ফলে তাদের দ্বারা প্রভাবিত স্তরগুলি সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের প্রতি তাদের দায়িত্ব সম্পর্কে ক্রমশ সচেতন হয়ে উঠছে। বর্তমানে বন্ধু পার্টিগুলির প্রায় তিন লক্ষ পঞ্চাশ হাজার সদস্য রয়েছে। কমিউনিজমের দিকে যত অগ্রগতি ঘটছে, তত আমাদের পার্টি সমস্ত মৌলিক বিষয়ের ক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক জোটের সাথে আলোচনা করার ও তার অনুমোদন নেওয়ার পরীক্ষিত নীতি পালন করবে।"

কমিণ্টার্নের সপ্তম কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হওয়ার চার দশক পর আমাদের একথা ঘোষণা করার যুক্তি আছে যে, এই কংগ্রেসের সিদ্ধান্তগুলি কালের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে, কংগ্রেস কর্তৃক উপস্থাপিত সংগ্রামের রূপরেখাগুলি বিশ্বের রাজনৈতিক চরিত্রের রূপান্তর-সাধনের ক্ষেত্রে এক অবদান রেখেছে এবং মানবজাতির সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে এই সংগ্রামের শিক্ষা আমাদের সাহায্য করে আসছে।

জনগণের গণতান্ত্রিক সাফল্যকে সম্প্রসারিত করা

ইদ্রিস ককস

গ্রেট বৃটেনের কমিউনিস্ট পার্টির একজন প্রবীণ সদস্য

ফ্যাসিবাদের উপর বিজয়ের তিরিশটি বছরের মধ্যে সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ার বিরাট অগ্রগতি হয়েছে এবং ফলে সমাজতন্ত্রের অনুকূলে শক্তি বিন্যাসের পরিবর্তন ঘটেছে। ১৯৩৫ সালে জর্জি ডিমিট্রভ যে মৌলিক ধারণাগুলি উপস্থিত করেছিলেন তা আজও প্রাসঙ্গিক। কিন্তু শান্তি-পূর্ণ সহাবস্থানকে বাস্তবে পরিণত করার, সাম্রাজ্যবাদকে দুর্বল ও ধ্বংস করার, পুঁজিবাদী দুনিয়ায় গণতান্ত্রিক শক্তিগুলিকে ঐক্যবদ্ধ করার এবং জাতিসমূহের মুক্তি-সংগ্রামের সাথে এক ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপন করার অধিকতর সম্ভাবনাও রয়েছে। সপ্তম কংগ্রেসে অংশগ্রহণকারী হিসাবে আমি আপনাদের সাথে স্মৃতিচারণে অংশ নিতে চাই।

যখন ডিমিট্রভ ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে যুক্তফ্রন্ট সম্পর্কে তাঁর রিপোর্ট পেশ করলেন, তখন কংগ্রেস হলে গভীর নীরবতা বিরাজ করছিল এবং মাঝে মাঝে উচ্চপ্রশংসা ধ্বনি ও দাঁড়িয়ে সংবর্ধনা জ্ঞাপন ঐ নীরবতাকে ব্যাহত করছিল। লিপজিগ বিচারের সময় ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে তাঁর বীরত্বপূর্ণ আক্রমণ তাঁকে এই বিপদের বিরুদ্ধে বিশ্বব্যাপী সংগ্রামের এক জীবন্ত প্রতীকে পরিণত করেছে।

ডিমিট্রভ ছিলেন এমন একজন বক্তা যিনি বিশ্বাস সৃষ্টি করতে পারতেন। তিনি মাঝে মাঝে পরিষ্কার ও সহজ ভাষায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বাক্যগুলির উপর জোর দিতেন।

ফ্যাসিস্ত কারাবাসের ফলাফল থেকে তিনি তখনও সম্পূর্ণভাবে কাটিয়ে উঠতে পারেন নি, এবং রিপোর্ট দেওয়ার সময় তাঁকে মাঝে মাঝে বিশ্রাম নিতে হচ্ছিল। প্রত্যেকটি বিরতির পর তিনি মঞ্চের পিছনদিকে যেতেন এবং ফিরে আসতেন আগের চেয়ে আরও সতেজ হয়ে। যখন তিনি ফ্যাসিস্ত নির্যাতন ও যুদ্ধের পরিকল্পনার কথা বলতেন, তখন তাঁর স্বাভাবিক সুমধুর কণ্ঠস্বর, লিপিজিগ বিচারের সময় গোয়েরিং-এর প্রতি তিনি যে চ্যালেঞ্জ দিয়েছিলেন—তার অনুরূপ চ্যালেঞ্জে গর্জে উঠত।

তাঁর রিপোর্ট আলোচনার সময় ডিমিট্রভ প্রতিটি বক্তার কথা অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে শুনতেন। আলোচনার উত্তরে ও কংগ্রেস সমাপ্তির সময় তাঁর শেষ বিবৃতিতে তিনি অনেক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত টানেন, যা আজও আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের কাছে সমানভাবে বৈধ।

বিশ্বের সমস্ত অংশ থেকে শত শত কমিউনিস্ট প্রতিনিধি এই কংগ্রেসে উপস্থিত ছিলেন। তাঁর নিজের দেশে কমিউনিস্ট নেতৃত্বের এক অপূর্ব রেকর্ড ডিমিট্রভের ছিল, কিন্তু ১৯৩৩ সালে জার্মান ফ্যাসিস্ত কর্তৃক তাঁর গ্রেপ্তার ও বিচার এবং তাঁর সাহসিকতাপূর্ণ বিরোধিতা তাঁকে বিশ্ববিখ্যাত করে তোলে। আত্মাভিমানী হওয়া দূরে থাক, তিনি ছিলেন একজন আন্তরিকতাপূর্ণ ও জনগণের সঙ্গে একাত্ম একজন মানুষ। প্রত্যেকটি দেশে ঐক্যের জন্য সংগ্রামে তিনি ছিলেন আগ্রহী। ২০ জনের যে বৃটিশ প্রতিনিধি দল মস্কো ত্যাগের পূর্বে ডিমিট্রভের সাথে দীর্ঘ মত বিনিময় করেন তার একজন সদস্য হয়ে আমি খুশি হয়েছিলাম। এটা স্পষ্ট যে তিনি বৃটেনের (অন্যান্য পুঁজিবাদী দেশগুলির মতো) রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে এক গভীর পর্যালোচনা করেন এবং বৃটেনের বিশেষ পরিস্থিতি বুঝেছিলেন।

বৃটেন পুঁজিবাদের জন্মস্থান এবং এখনো বিরাট সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থার কেন্দ্র। এর শাসকশ্রেণী পুঁজিবাদী দুনিয়ায় বোধহয় সবচেয়ে বেশি অভিজ্ঞ ও দক্ষ। কিন্তু আবার বৃটেন হল আধুনিক ট্রেড ইউনিয়নের জন্মস্থানও। সমুদ্র পারে শোষণ থেকে যে সাম্রাজ্যবাদী মুনাফা অর্জিত হত এবং তা অনেকদিন থেকে অধিকতর উন্নত-বেতনভোগী শ্রমিকদের দুর্নীতিগ্রস্ত করার কাজে ব্যবহৃত হত এবং এর ফলে সুবিধাবাদের উর্বর জমি এখানেই প্রস্তুত হয়েছিল।

যাই হোক, এখানে ইতিবাচক চরিত্রের উপাদানও আছে। এখানে মাত্র একটি ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্র আছে এবং তা আন্তর্জাতিক ট্রেড ইউনিয়ন ঐক্য সৃষ্টির প্রচেষ্টায় নিয়োজিত। বৃটিশ শ্রমিকদের তাদের অর্থনৈতিক দাবির জন্য জঙ্গী সংগ্রামের এক গৌরবজনক রেকর্ড আছে। লেনিন জোর দিয়ে বলেছেন যে লেবার পার্টি ব্যক্তিগত সদস্যপদের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক পার্টি নয়, কিন্তু এ পার্টি হল ট্রেড ইউনিয়নগুলি ও শ্রমজীবী জনগণের একটা রাজনৈতিক ফেডারেশন। বৃটিশ টি উ সি-তে দশ মিলিয়নেরও বেশি সংগঠিত শ্রমিক আছে এবং তাদের মধ্যে প্রায় ছয় মিলিয়ন আছে ট্রেড ইউনিয়নে আর সাত লক্ষ সদস্য ব্যক্তিগতভাবে লেবার পার্টির সাথে যুক্ত।

ন্যাশনাল ইউনিয়ন অব স্টুডেন্টস-এর মধ্যে ৬ লক্ষ ৫০ হাজার ছাত্র সংগঠিত। নিজেদের দাবি নিয়ে লড়াই করার সাথে সাথে এন ইউ এস-এর ঘোষিত নীতি হল ধর্মঘটীদের সাহায্য করা, দক্ষিণ আফ্রিকায় বর্ণবৈষম্যমূলক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রচারাভিযান পরিচালনা করা এবং সমস্ত মুক্তি আন্দোলনকে সমর্থন করা।

জনগণের সমস্যাগুলির প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রে জাতীয় ও আঞ্চলিক, উভয় চরিত্রের সক্রিয় আন্দোলন আছে। উন্নত অবস্থা সৃষ্টির জন্যই এই সংগ্রাম। বাস্তবিকপক্ষে, বৃটেনে সংগঠিত ও অসংগঠিত উদীয়মান গণ-আন্দোলন, যা "ক্রিয়াশীল গণতন্ত্রের" প্রক্রিয়া হিসাবে বর্ণিত, তাতে নিযুক্ত। এটা আন্তর্জাতিক সংহতির ক্ষেত্রেও প্রসারিত। পর্তুগাল, স্পেন, চিলি, ইন্দোনেশিয়া, ভিয়েতনাম, উত্তর আয়ার্ল্যান্ড ও অন্যত্র সংগ্রামের সমর্থনে সংহতি আন্দোলন রয়েছে। এই সব আন্দোলনে কমিউনিস্টরা অ-কমিউনিস্টদের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সংগ্রামে সহযোগিতা করে। বর্ণবৈষম্যের বিরুদ্ধে ক্রমবর্ধমান আন্দোলনও একটা উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

কেন আমি বৃটেনে পরিস্থিতির এই সব বিশেষ দিনগুলো উপস্থাপিত করছি। বিশেষ করে এই জন্য যে কমিউনিস্ট ও গণতান্ত্রিক শক্তিগুলির মধ্যে ঐক্য বৃদ্ধি, প্রতিটি দেশের নির্দিষ্ট জাতীয় বৈশিষ্ট্য ও ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা বিচারের উপর নির্ভর করে। এই দৃষ্টিভঙ্গির প্রয়োজনীয়তার উপর লেনিন **'বামপন্থী' কমিউনিজম** নামক বইতে এবং সপ্তম কংগ্রেসে জর্জি ডিমিট্রভ দৃঢ়ভাবে গুরুত্ব আরোপ করেন। অ-সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ায় কমিউনিস্ট ও গণতান্ত্রিক শক্তিগুলির ঐক্যের কোনো একক রূপ ও পদ্ধতি নেই।

অনেক পুঁজিবাদী দেশে যে সব বড় বড় গণতান্ত্রিক সুবিধা অর্জিত হয়েছে তা ছোট করে দেখার প্রবণতা এখনো আছে। তথাপি শাসকশ্রেণী এই সব সুবিধা এমনিতে দেয় নি, এসব হল এই শ্রেণীর বিরুদ্ধে ক্রমবর্ধমান গণসংগ্রামের ফলশ্রুতি।

আমরা, বৃটিশ কমিউনিস্টরা বৃটেনে সমাজতন্ত্রের পথের জন্য আমাদের ধারণা ও কর্মসূচী সযত্নে তৈরি করেছি। এর মানে এই নয় যে, সমাজতন্ত্র হল আশু পরিপ্রেক্ষিত। বৃটেনে রাজনৈতিক পরিস্থিতি পরিবর্তনের জন্য ও বর্তমান পার্লামেন্টকে রূপান্তরিত করার জন্য আমরা শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বকে কেন্দ্র করে এক গণ-মৈত্রী গঠনে প্রয়াসী। এই মৈত্রীর মধ্যে আমরা কমিউনিস্ট পার্টির "নেতৃত্বের ভূমিকার" উপর জোর দেব না। যারা এই লক্ষ্য সাধনে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ তারা যাতে "সমান অংশীদার" হতে পারে তার জন্য আমরা চেষ্টা করব। **"সমাজতন্ত্রের জন্য বৃটিশ পথ"** নামক কর্মসূচীতে আমরা বৃহত্তর গণতান্ত্রিক অগ্রগতির জন্য আশু সংগ্রাম ও সমাজতন্ত্রের মৌলিক লক্ষ্যের মধ্যে এক ঘনিষ্ঠ ও অচ্ছেদ্য সম্পর্কের রূপরেখা দিয়েছি।

আলোচনাচক্রে অন্যান্য অংশগ্রহণকারীদের প্রবন্ধগুলির একটি সমীক্ষা আমাদের আগামী সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।

শ্রমিকশ্রেণী ও তার মিত্র

আন্তর্জাতিক মার্কসবাদী আলোচনা

শ্রমিকশ্রেণীর বর্তমানকালের মিত্র সম্পর্কে একটি মার্কসবাদী আলোচনা শুরু করার জন্যই নিম্নের এই নিবন্ধগুলি দেওয়া হল। মার্কসবাদী-লেনিনবাদী রণনীতি ও রণকৌশলের পক্ষে প্রশ্নটি একটি কেন্দ্রীয় প্রশ্ন। সমাজতান্ত্রিক, উন্নত পুঁজিবাদী, এবং উন্নয়নশীল দেশগুলির রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক মানের ওপর ভিত্তি করে সেই সমস্ত দেশের সুনির্দিষ্ট রূপ বিবেচনার পরিপ্রেক্ষিতে বাস্তব অবস্থা নির্বিশেষে সমস্ত কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষেই এটা প্রযোজ্য।

আন্তর্জাতিক শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলন সংস্থা (ইউ এস্ এস্ আর বিজ্ঞান আকাদেমী)-র দ্বারা রচিত এই নিবন্ধগুলিতে উন্নত পুঁজিবাদী দেশে সংগ্রামের অ-একচেটিয়া পুঁজি-বিরোধী স্তরের সাথে বিষয়টির সম্পর্ক আলোচনা করা হয়।

এই আলোচনায় যোগ দেবার জন্য সম্পাদকেরা পাঠকবৃন্দকে আহ্বান জানাচ্ছেন। নিবন্ধগুলিতে যে সমস্যা উত্থাপিত হয়েছে সেই সম্পর্কে তাঁরা আলোচনা করতে পারেন কিংবা সমাজতান্ত্রিক ও উন্নয়নশীল দেশগুলিতে শ্রমিকশ্রেণী ও তার মিত্রদের অবস্থা সংক্রান্ত প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করতে পারেন।

মার্কসবাদী-লেনিনবাদী তত্ত্বে শ্রমিকশ্রেণীর মিত্র সংক্রান্ত সমস্যার স্থান নির্দেশ করতে গিয়ে লেনিন বলেছেন, শ্রমিকশ্রেণী তার ঐতিহাসিক লক্ষ্য পূরণ করতে পারে গণমিত্র সংগ্রহের সুযোগ, তা যত অকিঞ্চিৎকরই হোক না কেন, একমাত্র···তার সর্বাপেক্ষা পরিপূর্ণ, সতর্কতামূলক, মননশীল, সুকৌশলী এবং বাধ্যতামূলক সদ্ব্যবহারের দ্বারা,···। যারা এটা বুঝতে অপারগ, মার্কসবাদের কণামাত্র, **সাধারণভাবে** আধুনিক বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র উপলব্ধির ক্ষেত্রে তাদের ব্যর্থতাই প্রকাশ পেয়ে থাকে (কালেক্টেড ওয়ার্কার্স, ভল্যুম-৩১, পৃঃ ৭০-৭১)।

মিত্র সংক্রান্ত সমস্যার মার্কসবাদী-লেনিনবাদী উপস্থাপনা ও তার সমাধান বর্তমান পরিস্থিতিতে সমস্যাটির অধিকতর বিশ্লেষণের তত্ত্বগত ও পদ্ধতিগত ভিত্তি রচনা করে। অর্থনৈতিক এবং সামাজিক-রাজনৈতিক বিকাশের ধরন ও স্তর, শ্রমিকশ্রেণী এবং অ-প্রলেতারীয় শ্রেণী ও সামাজিক গোষ্ঠীর অবস্থান ও স্বার্থ, শ্রেণী সংগ্রাম ও বিপ্লবের ভিন্ন ভিন্ন স্তরে সর্বহারাশ্রেণীর কর্তব্যের চরিত্র এবং সংশ্লিষ্ট দেশের পরিস্থিতির পৃথক পৃথক বৈশিষ্ট্যেরও ওপরে নির্ভর করেই তা সুনির্দিষ্ট রূপ পরিগ্রহ করে। তাই শ্রমিকশ্রেণীর মিত্র সংক্রান্ত সমস্যাটিকে সদাসর্বদা তার বাস্তব ঐতিহাসিক পরিস্থিতিতেই বিচার করতে হবে, এবং তদনুযায়ী প্রয়োজন হল বৈপ্লবিক সংগ্রামের স্তর এবং তার চালিক শক্তির বিচার-বিবেচনার ভিত্তিতে মিত্র-সংক্রান্ত প্রশ্নে একটি মূর্ত ঐতিহাসিক, সামাজিক দিক থেকে বহুমুখী দৃষ্টিভঙ্গির।

সত্তরের দশকে পুঁজিবাদের সাধারণ সংকটের তীব্রতা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে এই শোষণব্যবস্থা ঐতিহাসিকভাবে টিকে থাকতে পারে না। সমাজ প্রগতির নেতৃশক্তি হিসেবে শ্রমিকশ্রেণীকে তাই নিশ্চিতভাবে সুগভীর অর্থনৈতিক, সামাজিক, এবং রাজনৈতিক সংকট অতিক্রম করার ও এটা সুনিশ্চিত করার পথ নির্ধারণ করতে হবে যে শ্রমজীবী জনতার স্বার্থেই এই লক্ষ্য অর্জিত হবে।

তাই সমাজের গভীর পুনর্গঠনের সংগ্রামে যে সমস্ত সামাজিক ও রাজনৈতিক শক্তি অংশগ্রহণ করতে পারে, তার দৃঢ়ভিত্তিক বৈজ্ঞানিক মূল্যায়নের প্রাসঙ্গিকতা রয়েছে। যে শ্রেণী ও রাজনৈতিক মৈত্রী শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে গড়ে ওঠে বা উঠতে পারে তা সম্প্রসারণের জন্য পূর্বশর্তগুলি নির্ধারণ করাই হচ্ছে এই প্রসঙ্গে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ।

পদ্ধতিগতভাবে চিরাচরিত ও নতুন মিত্রদের অবস্থান ও বিপ্লবী সম্ভাবনার বিষয়টি সতর্কতার সাথে বিবেচনা করা একান্ত গুরুত্বপূর্ণ। শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে যে প্রক্রিয়া চলেছে, তারই আলোকে এদের মূল্যায়ন হওয়া প্রয়োজন। শ্রমিকশ্রেণীই হচ্ছে কেন্দ্রবিন্দু যার চার পাশে এই সমস্ত বিপ্লবী ও গণতান্ত্রিক শক্তি ঐক্যবদ্ধ হয়।

ঘটনার বিকাশ শ্রমিকশ্রেণীর সুস্থিত ক্রমবর্ধমান ভূমিকা সম্পর্কে মার্কসবাদী-লেনিনবাদী প্রতিপাদ্যকে প্রতিপন্ন করেছে। সমাজকে প্রভাবিত করার প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়েই শ্রমিকশ্রেণী নিজেও পরিবর্তিত হয়। শ্রমিকশ্রেণীর ভিন্ন ভিন্ন অংশ ও বাহিনীর কাজ প্রশিক্ষণ ও দক্ষতার চরিত্রগত পার্থক্যগুলি এখন আর চূড়ান্ত নয়। একটি সামাজিক সত্তা হিসাবে, শ্রেণী হিসাবে ভাড়াটে শ্রমিকদের সাধারণ বৈশিষ্ট্য—যেমন, সামাজিক উৎপাদনের এক ঐতিহাসিকভাবে সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থায় তাদের স্থান, উৎপাদন উপকরণের সাথে তাদের সম্পর্ক, শ্রমের সামাজিক সংগঠনে তাদের ভূমিকা এবং পরিণামে, জনগণের সম্পদ লাভের ধরন, তার পরিমাণ এবং অংশ, এগুলিই হচ্ছে চূড়ান্ত বিষয়।

বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত বিপ্লবের ফলে, অর্থনীতিতে কাঠামোগত পরিবর্তন, উৎপাদনের কৃৎকৌশলে পরিবর্তন এবং সেবামূলক শিল্পের সম্প্রসারণ, এই সব উপাদান, শ্রমিকশ্রেণীর নতুন নতুন বাহিনী সৃষ্টির ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্ব অর্জন করছে এবং এক শ্রমিকের সংখ্যাবৃদ্ধিতে

স্পষ্ট ভূমিকা পালন করছে। উৎপাদনে নিযুক্ত জনসংখ্যার মধ্যে শ্রমিকশ্রেণীর অংশ বেড়ে চলেছে।(১)

সোভিয়েত ট্রেড ইউনিয়নসমূহের পঞ্চদশ কংগ্রেসে এল আই ব্রেজনেভ একটি ভাষণে বলেন : "আমাদের কালের সবচেয়ে অগ্রসর বিপ্লবীশ্রেণী, আন্তর্জাতিক শ্রমিকশ্রেণীর বাহিনী এবং গোটা দুনিয়াজুড়ে মুখ্য উৎপাদিকা শক্তি ও সামাজিক-রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে তার ভূমিকা বেড়েই চলবে। বৈজ্ঞানিক-কারিগরি বিপ্লব শ্রমিকশ্রেণীর সীমানাকে কমিয়ে আনছে এবং এমন কি তার বিলুপ্তির পথ প্রস্তুত করছে। এই ধরনের কেতাদুরস্ত মার্কসবাদ-বিরোধী তত্ত্ব সত্ত্বেও, ঘটনা কিন্তু সম্পূর্ণ বিপরীতটাই প্রমাণ করছে : বৈজ্ঞানিক-কারিগরি প্রগতি ও অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে, আধুনিক উৎপাদনে নতুন নতুন কর্মধারার উদ্ভব সর্বত্রই শ্রমিকশ্রেণীর সংখ্যা বৃদ্ধি করছে।"

বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত বিপ্লবের বর্তমান যুগে শ্রমিক-শ্রেণীর সামাজিক সীমানার বিষয়টি মার্কসবাদীদের মধ্যে আলোচনার বিষয়বস্তু হয়ে উঠেছে। সর্বাধিক সাধারণ সিদ্ধান্ত হচ্ছে যে, লেনিনের ভাষায়, পুঁজিবাদ থেকে সমাজ-তন্ত্রে উত্তরণের "বৌদ্ধিক ও নৈতিক চালিকাশক্তি এবং কায়িক নির্বাহক" (২১শ খণ্ড, পৃঃ ৭১) হিসেবে শ্রমিকশ্রেণীর ভূমিকা আদৌ কমার পরিবর্তে স্পষ্টত বেড়েই চলেছে। শ্রমিকশ্রেণীর পেশাগত ও শিক্ষাগত মানেরও উন্নতি ঘটছে, এবং নিজেদের স্বার্থের প্রতিফলন ও অভিব্যক্তি হিসাবে মার্কসবাদ-লেনিনবাদ সম্পর্কে তার ধারণাও বাড়ছে। শ্রমিকশ্রেণী আজ অতুলনীয়ভাবে অধিকতর সংগঠিত এবং অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও মতাদর্শগত সংগ্রামে আরো কার্যকর পদ্ধতি ব্যবহার করছে। তার প্রধান স্বার্থ এবং সামাজিক-রাজনৈতিক লক্ষ্য সমগ্র শ্রমজীবী জনতার আবশ্যিক স্বার্থের সাথে একাত্ম হয়ে গেছে। সমাজে আর কোনো শ্রেণীই এত শক্তিশালী ও এত সুসংগঠিত নয়।

শ্রমিকশ্রেণী যে একচেটিয়া শক্তির প্রধান প্রতিপক্ষ, এক-চেটিয়া-বিরোধী এবং সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রামের বহু ভিন্ন ভিন্ন স্রোতোধারার আশা-আকাঙ্ক্ষার সমন্বয়সাধক এ সব কিছুই তারই পরিচায়ক। শ্রমিকশ্রেণী সমাজ-প্রগতির জন্য তাদের সাধারণ আকাঙ্ক্ষাকে ব্যক্ত করে। এমন কি ক্ষমতাদখলের পূর্বেও এই প্রগতির সংগ্রামের মধ্যে শ্রমিক-শ্রেণী তার নেতৃস্থানীয় ভূমিকাকে ত্রুটিমুক্ত করে এবং অপরাপর সামাজিক গোষ্ঠী ও শ্রেণীর ন্যায্য স্বার্থ নির্ধারণ, মূল্যায়ন ও তা তুলে ধরার ক্ষমতাকে ত্রুটিহীন করে তোলে এবং ঐক্যবদ্ধ করে তার মিত্রদের। সর্বহারাশ্রেণীকে কেন্দ্র করে শান্তি ও গণতন্ত্র ও সমাজ-প্রগতির সংগ্রামে নিযুক্ত শক্তিগুলির ফলপ্রসূ ঐক্যের জন্য এটা অতিরিক্ত বিষয়গত ও বিষয়ীগত পূর্বশর্ত সৃষ্টি করে।

যাই হোক, অনেক পুঁজিবাদী দেশে শ্রমিক আন্দোলন বিভক্ত রয়েছে। শ্রমিকশ্রেণীর মিত্র সম্পর্কে আলোচনাকালে এ বিষয়টিও বিবেচনা করতে হবে।

যে সব পরবর্তী সমস্যার অনুসন্ধান প্রয়োজন তার মধ্যে রয়েছে সামাজিক পরিবেশ যেখানে উন্নত পুঁজিবাদী দেশের শ্রমিকশ্রেণী, একচেটিয়া-বিরোধী সংগ্রামে তার মিত্রদের দেখা পায়; তাদের বাস্তব অবস্থান এবং বিপ্লবী সম্ভাবনাও এই সব সমস্যার অন্তর্ভুক্ত আমরা অনুভব করি। এই প্রশ্নগুলি, বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণের যোগ্য।

আমরা দেখতে পাই যে, শ্রেণী দৃষ্টিকোণ থেকে, এটা যে সব শ্রেণী ও সামাজিক গোষ্ঠী পুঁজিবাদী সমাজের দুই মৌলিক শ্রেণী—শ্রমিক ও পুঁজিপতিদের মধ্যে মধ্যবর্তী স্থান অধিকার করে আছে তাদের সমগ্রতার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। এই স্তর, যা মধ্যবর্তী স্তর হিসেবে পরিচিত, তা অত্যধিক পরিমাণে অসম প্রকৃতিবিশিষ্ট। আমাদের মতে এর অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে শহর ও গ্রামের পাতি-বুর্জোয়ারা এবং সেই সমস্ত মজুরিভোগী ও বেতনভোগী, যারা পুঁজিবাদী সমাজের উৎপাদন ও প্রশাসনযন্ত্রের মধ্যস্তরের কর্মচারী। এদের অর্থনৈতিক বনিয়াদ একই ধরনের না হলেও, রাষ্ট্রীয় এক-চেটিয়া পুঁজিবাদের বিকাশের ফলে এই মধ্যবর্গ অবিরাম সৃষ্টি হচ্ছে।

মার্কস মাঝারি বা মধ্যবর্গের ক্ষয়ের প্রবণতাকে পুঁজি-বাদী উৎপাদন সম্পর্কের এক বৈশিষ্ট্য হিসেবে বর্ণনা করেছেন, যা বিগত বেশ কয়েক দশক ধরে পুরোনো ধাঁচের কৃষক জনসংখ্যার প্রচণ্ড অবক্ষয়ের মধ্য দিয়ে প্রতিভাত হয়েছে। যে সমস্ত দেশে মাঝারি অথবা তুলনামূলকভাবে নিম্নস্তরের পুঁজিবাদী বিকাশ ঘটেছে সেখানে এখনো পর্যন্ত কৃষকেরা একটি বিরাট প্রভাবশালী সামাজিক গোষ্ঠী, কিন্তু শিল্পসমৃদ্ধ পুঁজিবাদী দেশগুলিতে উৎপাদনে নিযুক্ত জনসংখ্যায় তাদের অংশ হচ্ছে মাত্র ১ শতাংশ (বৃটেন) থেকে ১৯ শতাংশের (জাপান) মধ্যে।

পুঁজিবাদী সম্পর্কের বিকাশ, ছোটোখাটো কৃষিখামার এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে মাঝারি আকারের কৃষিখামারকেও বিলুপ্তির পথে নিয়ে যায়। কৃষিক্ষেত্রে একচেটিয়া আধি-পত্যের অর্থ হচ্ছে কৃষকদের চিরাচরিত স্বাতন্ত্র্যের অবলুপ্তি। তীব্রতর প্রতিযোগিতার যুগে টিকে থাকার জন্য ছোটো এবং মাঝারি চাষীরা বেশি বেশি পরিশ্রম করে ও জীবন-ধারণের মান কমিয়ে এনে উৎপাদন ব্যয় কমায়।

কৃষিক্ষেত্রে শিল্পায়ন, কৃষকদের মধ্যে শ্রেণীগত পৃথকী-করণকে প্রচণ্ড পরিমাণে বাড়িয়ে দিয়েছে। সামন্ত সম্পর্কের দিনগুলিতে তারা যে এক অখণ্ড সামাজিক গোষ্ঠী হিসেবে গড়ে উঠেছিল, তার অখণ্ডতার সে বৈশিষ্ট্য ক্রমাগত হারিয়ে যাচ্ছে। উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলিতে এর ফলে তিনটি সুনির্দিষ্ট গোষ্ঠীর উদ্ভব ঘটেছে : বৃহৎ পুঁজিবাদী ভূস্বামী, ছোটো ও মাঝারি স্বাধীন কৃষক, যাদের জীবনধারা এবং উৎপাদনে অবস্থান হচ্ছে অনেকটা ছোটোখাটো শহুরে উৎপাদকদের মতো, আর শেষত ক্ষেতমজুর, যাদের কাজের ধারা গ্রামীণ উৎপাদিকা শক্তির বিকাশের ফলে, হয়ে উঠেছে অনেকটা শিল্পশ্রমিকদের মতোই, মাঝারি ধরনের পুঁজিবাদী

---

১ মোট মজুরিভোগী এবং উৎপাদনে নিযুক্ত সমগ্র জনসংখ্যার মধ্যে শ্রমিকশ্রেণীর কাঠামো ও অংশ সম্পর্কে পরিসংখ্যান পাওয়া যাবে, আন্তর্জাতিক শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলন সংস্থা কর্তৃক প্রণীত এবং ভি ভি জাগ্‌লাদিন, এ এ গাল্‌কিন এবং টি টি টিমোফেয়েভ সম্পাদিত "শ্রমিকশ্রেণী, বিশ্ববিপ্লবী প্রক্রিয়ার নেতৃস্থানীয় শক্তি" (রুশভাষায়) শীর্ষক পুস্তক, মস্কো, ১৯৭৩, সংস্করণের ৫১—৬৭ পৃষ্ঠায়।

বিকাশ ঘটেছে এমন কিছু কিছু দেশেও কৃষকদের মধ্যে এই পৃথকীকরণ লক্ষ্য করা যাচ্ছে। আমাদের দৃষ্টিতে, গ্রামীণ জনসংখ্যার মধ্যে মিত্র সংক্রান্ত সমস্যাটি, প্রধানত কৃষিতে যারা মধ্যস্তরের প্রতিনিধিত্ব করে, সেই ছোটো এবং মাঝারি কৃষকদের সাথে সহযোগিতার সমস্যা।

উন্নত পুঁজিবাদী দেশে কৃষকদের সংখ্যা ও প্রভাবের অত্যধিক হ্রাস এই প্রশ্নটি উপস্থাপিত করে : এই হ্রাসের অর্থ কি শ্রমিকশ্রেণীর মিত্র হিসেবে কৃষকের গুরুত্ব কমে গেছে?

আমরা মনে করি, কৃষকদের বিষয়গত অবস্থানের বৈশিষ্ট্যগত, গুণগত ও পরিমাণগত উপাদানগুলির মধ্যে যে জটিল আন্তঃসংযোগ রয়েছে, একমাত্র তা বিবেচনা করার পরই এর সঠিক উত্তর স্থির করা যাবে। মার্কস এবং লেনিন প্রত্যয়সহকারে দেখিয়েছেন যে এক বা অপর দেশের কোনো একটি শ্রেণী অথবা সামাজিক গোষ্ঠীর সংখ্যাগত শক্তির ভিত্তিতেই তার বিপ্লবী ক্ষমতার মূল্যায়ন করা ভুল হবে। সামাজিক উৎপাদন ব্যবস্থায় তাদের অবস্থান, দেশের অর্থনীতিতে তার ভূমিকা, তার সংগঠন ও চেতনার মাত্রা, শ্রমজীবী জনতার অন্যান্য অংশকে স্বপক্ষে নিয়ে আসার সামর্থ্য ইত্যাদি হচ্ছে বিচারের প্রথম মানদণ্ড। এই দৃষ্টিকোণ থেকে, রাষ্ট্রীয়-একচেটিয়া পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় তার অবস্থান থেকে কৃষক-শ্রেণীর মূল্যায়ন করলে, এটা সুস্পষ্ট হয় যে, প্রথমত আগামী ভবিষ্যতে কৃষকেরা শ্রমজীবী জনতার অন্যতম বিরাট বাহিনী হয়ে উঠতে থাকবে; দ্বিতীয়ত, তারা যেহেতু শ্রমিকশ্রেণীর পাশাপাশি সমাজের বস্তুসম্পদের স্রষ্টা সেহেতু তারা পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে এক গুরুত্বপূর্ণ অংশগ্রহণ করতে থাকবে; তৃতীয়ত, তাদের চেতনা, ঐক্য এবং জঙ্গী মনোভাব বেড়ে চলেছে—একচেটিয়া পুঁজির অত্যাচারের বিরুদ্ধে গরিব, ছোট ও মাঝারি কৃষকের নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রাম, অনেক পুঁজিবাদী দেশের রাজনৈতিক জীবনেই এক গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হয়ে উঠেছে। এই জন্য, আজও আমরা বিশ্বাস করি, একচেটিয়া-র ক্ষমতার বিরুদ্ধে সাফল্য-জনক সংগ্রামের শর্ত হিসেবে শ্রমিক-কৃষক মৈত্রী সংক্রান্ত লেনিনের তত্ত্বের সর্বাঙ্গীণ বৈধতা বজায় আছে।

চাষবাসের ক্ষেত্রে কৃত্রিমভাবে কিছু কিছু সেকেলে পদ্ধতি চালু করার সাথে সাথে লাখো লাখো চাষীকে ধ্বংসের পথে ঠেলে দেওয়া এবং জমি থেকে উচ্ছেদ করার যে নীতি একচেটিয়ারা চালাচ্ছে, তার বিরোধিতা করে শ্রমিকশ্রেণী কৃষকদের জমির দাবি ("কৃষকের হাতে জমি!") এবং মৌলিক কৃষি সংস্কারের দাবির পেছনে দাঁড়াচ্ছে, এবং আয়ের বণ্টন, সামাজিক রক্ষণাবেক্ষণ, পেনশন ব্যবস্থা এবং সাধারণ অবস্থায় কৃষকদের প্রতি যে চূড়ান্ত অবিচার চলছে তার বিরোধী কার্যকলাপে সমর্থন জানাচ্ছে।

পুঁজিবাদের সামগ্রিক প্রবণতার হিসেব-নিকেশ করলে আমরা শুধুমাত্র বর্তমান অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে কৃষকদের চাহিদার ওপরেই দৃষ্টি নিবদ্ধ করব না, উৎপাদন সম্পর্কে মৌলিক পরিবর্তনের লক্ষ্যের প্রতিও আমাদের দৃষ্টি দিতে হবে। তাই একটি কার্যকর গণতান্ত্রিক, একচেটিয়া-বিরোধী বিকল্প গড়ে তোলা গুরুত্বপূর্ণ, যে বিকল্প, গণতন্ত্রের সুস্থিতি ও প্রগতিতে ও সমাজতন্ত্রের পথে ভবিষ্যৎ অগ্রগতিতে ছোটো উৎপাদককে সম-অংশীদার করার জন্য কৃষি-ক্ষেত্রে মৌলিক পুনর্গঠন ও আধুনিকীকরণের কাজ সম্পন্ন করবে।

শহরের মাঝারি স্তর, সংখ্যার দিক থেকে অনেক বেশি সুস্থিত। এতাবৎকাল ছোটো ছোটো মালিকদের নিছক অস্তিত্ব রক্ষার যে ভিত্তিটুকু ছিল, রাষ্ট্রীয় একচেটিয়া পুঁজিবাদ সেই রকম শয়ে শয়ে হাজারে হাজারে মালিককে তা থেকে উৎখাত করছে, বিপর্যস্ত করছে তাদের জীবনের ধারা, তাদের বিষয়আশয়ের গুরুতর ক্ষতিসাধন করছে, তারা বাধ্য হচ্ছে নতুন নতুন কর্মসংস্থানের খোঁজ করতে। এমনকি যারা স্বাধীন সত্তা বজায় রাখতেও পারছে তাদের অবস্থাও অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়ছে। বড় বড় প্রতি-ষ্ঠান ও ছোটখাটো প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ব্যাপক চুক্তিপ্রথা সাধারণত ছোটখাটো প্রতিষ্ঠানগুলিকে বৃহৎ প্রতিষ্ঠানের মুখাপেক্ষীতে পরিণত করছে। সেবামূলক শিল্প ও খুচরো ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে এটা সত্য। এ সব সত্ত্বেও, যা হোক, এমন কি যেসব দেশে শ্রেণী মেরুভবনের প্রক্রিয়া অনেক দূর অগ্রসর হয়েছে, সেসব দেশে এই গোষ্ঠীর সুনির্দিষ্ট প্রভাবের সাধারণ নিম্নমুখী প্রবণতা সত্ত্বেও বিগত বহু দশক ধরে যথার্থ সংখ্যাগত শক্তি আপেক্ষিকভাবে সুস্থিত রয়ে গেছে (কিছু কিছু দেশে এমনকি বেড়ে গেছে)। এটা এই ঘটনার ক্ষেত্রে বিশেষভাবে প্রযোজ্য যে, শিল্প ও খুচরো ব্যবসায় ক্ষেত্রে ছোটো ছোটো উদ্যোগের হ্রাস সেবামূলক শিল্পে ছোটোখাটো উদ্যোগের তুলনামূলক আধিক্যে পুষিয়ে গেছে।

কিন্তু শহুরে মধ্যবর্তী স্তরের সমাজকাঠামোর অধিকতর পরিবর্তনের পেছনে রয়েছে আরো বেশি সংগতিপূর্ণ কারণ। সাম্প্রতিক দশকগুলিতে বেসরকারি ও সরকারি কর্মচারী এবং বুদ্ধিজীবীদের অনুপ্রবেশের ফলেই এই স্তরের বৃদ্ধি ঘটেছে। ইতোমধ্যে ভিন্ন ভিন্ন কর্মচারী-গোষ্ঠীর সামাজিক ব্যবধানও বেড়ে গেছে। তাদের উচুতলার স্তরভুক্তরা শাসকশ্রেণীর সাথে এক পর্যায়ভুক্ত হয়ে উঠছে। অধিক সংখ্যক, যারা নিচুতলার, তাদের সামাজিক পশ্চাৎ-পট শিল্পশ্রমিকদের নিকটতর হচ্ছে। মধ্য পর্যায়ের, যারা এক ধরনের নতুন মধ্যস্তরের সারবস্তু হয়ে উঠেছে, তাদের অনেকের কাছেই অ-কায়িক কাজ-কারবার গণ-পেশা হয়ে উঠছে। মাঝারি তত্ত্বাবধায়ক কর্মচারীরা চিরাচরিত সামাজিক মর্যাদা হারিয়ে ফেলছেন। প্রশাসনিক কার্যক্রম অনেক বেশি জটিল হয়ে উঠেছে। সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে এই সমস্ত কর্মচারীর অংশ হয়ে গেছে নগণ্য, তাদের কাজ হয়ে গেছে অনেক বেশি ছকবাঁধা আর তাদের কাছে অনেক বেশি যথার্থ বিপদ হয়ে উঠেছে বেকারি।

বেতনভোগীদের মধ্যে পৃথকীকরণ হল, অনুরূপ ও নির্দিষ্ট শ্রম দ্বারা ঐক্যবদ্ধ এক সামাজিক স্তর—বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে সাধারণ শ্রেণীগত স্তর বিন্যাসের অংশ। একচেটিয়া পুঁজিবাদের অগ্রগতির পর্বে বুদ্ধিজীবীরা সংখ্যা-গত দিক থেকে ছিল একটা ক্ষুদ্র গোষ্ঠী, এরা ঘনিষ্ঠভাবে শাসকশ্রেণীর সাথে যুক্ত ছিল, এরা তাদের সেবা করত এবং তাদের ওপর নির্ভরশীল ছিল। এমন কি সেই পরি-স্থিতিতেও এই শ্রেণী সমরূপবিশিষ্ট ছিল না (ভি আই লেনিন, **কালেক্টেড ওয়ার্কস**, ভল্যুম ৭, পৃঃ ৪৪-৪৫ দ্রষ্টব্য)।

পুঁজিবাদী সমাজে বুদ্ধিজীবীরা অন্যতম বিরাট সামাজিক গোষ্ঠী হয়ে উঠলে তাদের অসম প্রকৃতি বেশি বেশি পরিমাণে স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

"বুদ্ধিজীবিগত পেশা" সংশ্লিষ্ট গোষ্ঠীর সামাজিক বিবর্তন একটি উল্লেখযোগ্য নিদর্শন। অর্থকরী বৃত্তির ফলে অধিকাংশ বুদ্ধিজীবী—আইনজীবী, ডাক্তার, শিক্ষক, সাংবাদিক, তাঁদের পূর্বের সামাজিক মর্যাদা হারিয়ে ফেলেছেন। তাঁরা ভাড়াটে মজুরে পরিণত হয়েছেন, কেউ কেউ পরিণত হয়েছেন নতুন মধ্যস্তরে এবং কাউকে কাউকে নিয়ে গড়ে উঠেছে শ্রমিকশ্রেণীর একটা প্রান্তিক গোষ্ঠী। সাংস্কৃতিক ক্ষেত্র, এবং আফিসের কাজে, চিকিৎসা এবং শিক্ষাক্ষেত্রে কর্মরত ব্যক্তিগত পেশায় বিশেষজ্ঞ এবং ক্ষুদ্র মালিকদের নিয়ে গঠিত এই নতুন মধ্যবর্তী স্তর।

বৌদ্ধিক শ্রমের সামাজিক অবমূল্যায়নের ফলে এবং পরিণামে বাস্তব সুবিধা ও মর্যাদা হানির দরুন বেতনভোগী মাঝারি-বাহিনীর চেয়েও অধিকাংশ বুদ্ধিজীবী অনেক বেশি দুঃখদুর্দশা ভোগ করছে। বুদ্ধিজীবীশ্রেণীর সদস্যরা রাষ্ট্রীয়-একচেটিয়া যন্ত্রের অভিপ্রায়, লাল ফিতা এবং অযোগ্য হস্তক্ষেপের শিকার হচ্ছেন এবং পুঁজিপতি রাঘববোয়ালদের উপর অপমানজনকভাবে নির্ভরশীল হচ্ছেন।

নৈতিক অথবা ইতিহাসের নিয়ম সংক্রান্ত জ্ঞানের দ্বারা প্রণোদিত হয়ে বুদ্ধিজীবী ও বুর্জোয়াদের মধ্যে বিচ্ছেদ, বিচ্ছিন্ন প্রতিবাদের সীমা অতিক্রম করে যাচ্ছে। এটা মানসিক কর্মে নিযুক্ত পর্যাপ্ত সংখ্যক জনগণের মধ্যে অধিকতর ঘন ঘন ছড়িয়ে পড়ছে এবং তাদের অপরিহার্য স্বার্থ ও সামাজিক ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কে তাঁদের ক্রমবর্ধমান উপলব্ধির সাথে রাষ্ট্রীয়—একচেটিয়া অলিগার্কির দাবির সংঘাতের ফলেই এটা সৃষ্টি হচ্ছে। ফলস্বরূপ, বুদ্ধিজীবী মহলের একটা বড় অংশ শ্রমিকশ্রেণীর মিত্র হয়ে উঠছে।

কাঠামোগত পরিবর্তন শহুরে এবং গ্রামীণ মধ্যবর্তী স্তরের তাৎপর্যের ওপরে কোনো ছাপ ফেলে না। সামগ্রিকভাবে, তারা অতীতের মতোই বিরাট এক সামাজিক গোষ্ঠী রয়ে গেছে। কিন্তু মধ্যবর্গের মধ্যে বুদ্ধিজীবীদের ক্রমবর্ধমান সংখ্যা, তাদের সুনির্দিষ্ট প্রভাব ও ভূমিকা হল তাদের সাথে সহযোগিতার যুক্তিসঙ্গত কারণ।

রাষ্ট্রীয় একচেটিয়া ব্যবস্থার প্রতি মধ্যবর্তী স্তরের মনোভাব পরস্পর-বিরোধী। মধ্যবর্তী স্তরের স্বার্থের সাথে একচেটিয়া পুঁজি এবং রাষ্ট্রীয় একচেটিয়া ব্যবস্থার নীতির স্পষ্ট সংঘাতের ফলে পুঁজিবাদী ব্যবস্থা এবং তার সংস্থাগুলির প্রতি এক ক্রমবর্ধমান নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির সৃষ্টি হচ্ছে। কিন্তু রাষ্ট্রীয়-একচেটিয়া "নিয়ন্ত্রণ" এবং ছোটো ছোটো ব্যবসায়ের কাছে "অনুকূল সম্ভাবনা" সম্পর্কে মোহ এখনো আছে। শ্রমিকশ্রেণী সম্পর্কে, বিপ্লবী ও শ্রমিক আন্দোলন সম্পর্কে পেটি-বুর্জোয়াদের অবিশ্বাস (এমন কি তাদের প্রতি সরাসরি বিরুদ্ধাচরণ)-এর সাথে যুক্ত এই সব মোহ তাদের মধ্যে "কড়া ধাতের সরকার" এবং শ্রমিকের চাপ থেকে "রক্ষার" জন্য একটা আকাঙ্ক্ষা সৃষ্টি করছে। কিছু কিছু দেশে প্রভাবশালী বুদ্ধিজীবী গোষ্ঠী, প্রভুত্বকারীশ্রেণীর সাথে তাদের সামাজিক ও সামাজিক-মনস্তাত্ত্বিক বন্ধনের অবশেষের দরুন এতই রক্ষণশীল যে তারা আপেক্ষিকভাবে বিচ্ছিন্ন এবং তুলনামূলকভাবে সমৃদ্ধ। সহজাত ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের সাথে যুক্ত রাষ্ট্রীয়-একচেটিয়া পুঁজিবাদের প্রতি বিরুদ্ধাচরণ বুদ্ধিজীবীদের অন্যান্য গোষ্ঠী এবং ছাত্রসাধারণকে নৈরাজ্যবাদী এবং অতি-বিপ্লবী অবস্থান গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করে।

কোনো কোনো নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে, যে সমস্ত অ-প্রলেতারীয় গোষ্ঠী মধ্য স্তরের অংশ নয় এবং একচেটিয়া বুর্জোয়াদের (মাঝারি বুর্জোয়া ইত্যাদি) সাথে যাদের স্বার্থের সংঘাত রয়েছে, তারাও সর্বহারাশ্রেণীর মিত্র হতে পারে। যাই হোক, শ্রমিকশ্রেণীর সাথে যৌথ কার্যক্রমে, সাধারণত বিষয়গত ভিত্তিটা আরো অনেক বেশি সংকীর্ণ।

শ্রেণী স্বার্থ ছাড়াও, জনগণের বিরাট অংশ, সাধারণ গণতান্ত্রিক চরিত্রের স্বার্থ ও লক্ষ্যের কারণে শ্রমিকশ্রেণীর প্রতি আকৃষ্ট হয় : রাজনৈতিক ব্যবস্থার গণতন্ত্রীকরণ, ও বর্ণগত ও জাতীয় সাম্য, অত্যাচারী, ফ্যাসিবাদী, সামরিক শাসনব্যবস্থার উচ্ছেদসাধন, যুদ্ধ নিবারণ ও শান্তিকে সংহত করা, এসব ক্ষেত্রে তাদের স্বার্থ আছে।

স্বার্থের সাদৃশ্য দ্বারা যুক্ত এবং সাম্রাজ্যবাদ ও সাম্রাজ্যবাদী নির্যাতনের বিরোধিতায় ভিন্ন-ভিন্ন রাজনৈতিক ও সামাজিক শক্তির সমাবেশে গণতান্ত্রিক আন্দোলনগুলি হচ্ছে শ্রমিকশ্রেণী ও অন্যান্য সামাজিক স্তরের যৌথ কার্যক্রমের বাস্তব রূপের পরিচায়ক। কিছু কিছু ক্ষেত্রে এই সমস্ত আন্দোলনে সর্বহারাশ্রেণী শ্রেণী হিসেবেই অংশগ্রহণ করে (সাধারণ গণতান্ত্রিক, ফ্যাসিবাদ-বিরোধী এবং যুদ্ধ-বিরোধী সংগ্রামে), এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে কিছু কিছু গোষ্ঠীর দ্বারা প্রতিনিধিত্ব করে (যুব, মহিলা) অথবা আন্দোলনকে সমর্থন জানায়। উদাহরণস্বরূপ, অত্যাচার ও অনাচারের বিরুদ্ধে ধর্মীয় গোষ্ঠীর প্রতিরোধ লক্ষ্য করে লেনিন লিখেছেন : "যাজক সম্প্রদায়ের সৎ ও একনিষ্ঠ সদস্যদের দাবি-সম্বলিত এই আন্দোলন পরিণতির পথে নিয়ে যাবার জন্য আমরা সমাজতন্ত্রীরা নিশ্চয়ই একে সমর্থন জানাব" (১০ম খণ্ড, পৃঃ ৮৫)। সর্বদেশে শ্রমিকশ্রেণীই যুব, মহিলা, ঈশ্বরবিশ্বাসী প্রভৃতিকে ঐক্যবদ্ধ করার জন্য গঠনমূলক প্রস্তাবের উদ্যোক্তা, এবং একচেটিয়া-বিরোধী সংগ্রামে সমাজের সর্বস্তরের মানুষের সক্রিয় অংশগ্রহণের দুয়ার শ্রমিকশ্রেণীই খুলে দেয়।

সমাজে সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবর্তন কিভাবে সশস্ত্র বাহিনীর বিভিন্ন গোষ্ঠীর মনোভাব ও আচার-আচরণকে প্রভাবিত করে, তা লক্ষ্য করা প্রয়োজন। শাসকশ্রেণীর হাতে ফৌজ হচ্ছে নির্যাতনের যন্ত্র। কিন্তু সাথে সাথে সেই ফৌজ যদি বিশেষভাবে শুধুই বেতনভুক না হয়ে পেশাদারী হয়, সেক্ষেত্রে সেই ফৌজ হচ্ছে সুনির্দিষ্টভাবে সংগঠিত একটি সামাজিকশ্রেণী—যার মধ্যে পর্যাপ্তভাবে না হলেও—দেশের রাজনৈতিক গতিপ্রকৃতি ও সমাজ কাঠামোর প্রতিফলন ঘটে। মাঝেমধ্যে যাদের সামরিক কাজে নিযুক্ত করা হয় এটা শুধুমাত্র তাদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য নয়, বিরাট সংখ্যক কমিশনড সামরিক কর্মচারী সমেত স্থায়ী সামরিক কর্মীদের ক্ষেত্রেও এটা প্রযোজ্য। যেখানেই নির্দিষ্ট পদের কমিশনড অফিসারেরা একটি বিরাট গোষ্ঠী গঠন করে, সেখানেই তারা ধীরে ধীরে তাদের প্রাক্তন আভিজাত্যবহুল চরিত্র হারিয়ে ফেলে এবং তখন সামরিকবাহিনীতে নিয়োগ হয়ে থাকে প্রধানত মধ্য স্তর থেকে। তদনুযায়ী, মধ্য

স্তরের মনোভাব অফিসার বাহিনীর দৃষ্টিভঙ্গি ও আচরণের উপর অনেক বেশি সুস্পষ্ট ছাপ ফেলে। মধ্য স্তরের সাথে এই বাহিনীর ঘনিষ্ঠতর সম্পর্ক সশস্ত্র ফৌজের এক তাৎপর্যপূর্ণ অংশকে জড়িয়ে মৈত্রী সম্প্রসারণের সুযোগ বাড়িয়ে দেয়। বিপরীতক্রমে, সশস্ত্র ফৌজের এই অংশের সাথে সহযোগিতা, স্বভাবতই শ্রমিকশ্রেণী ও মধ্যস্তরের মধ্যে ব্যাপকতর ও ঘনিষ্ঠতর সম্পর্ক গড়ে তুলতে পারে।

শ্রমিকশ্রেণীর মিত্রদের গঠনবিন্যাস ও সামাজিক প্রতিষ্ঠা সংক্রান্ত আলোচনায় শুধুমাত্র সমগ্র সংগ্রামের সাধারণ-গণতান্ত্রিক, সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী স্তরের সাধারণ ও বিশেষ ধাঁচের বৈশিষ্ট্যের হিসেব করলেই চলবে না, দেশের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি এবং নির্দিষ্ট মুহূর্তে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির মূর্ত বৈশিষ্ট্যেরও হিসেব করতে হবে। অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে, মধ্য স্তরের রাজনৈতিক অবস্থানের ওপরে আন্তর্জাতিক উত্তেজনা প্রশমন এবং পুঁজিবাদী দেশে সংকটের প্রকৃতির বর্তমান বৃদ্ধির প্রভাব আলোচনা করা প্রয়োজন।

সামগ্রিকভাবে, উত্তেজনা প্রশমন, একচেটিয়া-বিরোধী সংগ্রামের সামাজিক ভিত্তি প্রশস্ত করতে ও তাকে সক্রিয় করে তুলতে সাহায্য করে। দীর্ঘকাল যাবৎ, পাতি-বুর্জোয়ারা যথেষ্ট পরিমাণে সামরিক ও উগ্র স্বাদেশিকতাপূর্ণ প্রচারের শিকার ছিল। ঠাণ্ডা লড়াইয়ের তুঙ্গে, সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির সাথে সামরিক-রাজনৈতিক সংঘাতের সাম্রাজ্যবাদী রণনীতির পক্ষে এটাই ছিল জনসমর্থনের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। সোভিয়েত-বিরোধী ও কমিউনিস্ট-বিরোধী বিদ্বেষ ছড়ানোর ব্যাপারেও এই প্রচার এক শক্তিশালী মাধ্যম হয়ে ওঠে। এই বিদ্বেষ শ্রমিকশ্রেণীর সহযোগিতা-লাভের পক্ষে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়।

সি পি এস ইউ-এর চব্বিশতম কংগ্রেসের শান্তির কর্মসূচীর সাফল্য সহযোগিতার পথে কিছু কিছু বাধা দূর করেছে। একথা সত্যি যে, গণ-মানসিকতাকে বিপরীতমুখী করা একটি দীর্ঘ এবং জটিল প্রক্রিয়া। নেতৃস্থানীয় পুঁজিবাদী দেশগুলিতে পাতি-বুর্জোয়াদের মধ্যে যে জাতীয়তাবাদী ও বৃহৎ শক্তি মতাদর্শের প্রচলন ছিল তা আজ মৃত ছাড়া কিছু নয়। ভিন্ন ভিন্ন সমাজব্যবস্থা সমন্বিত রাষ্ট্রের মধ্যে যে কোনো ধরনের তীব্রতর রাজনৈতিক-সামরিক সংঘাত এবং শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের সম্ভাবনাপূর্ণ লক্ষ্যের সম্ভাব্য পরিণতি সম্পর্কে পরিচ্ছন্নতর দৃষ্টিভঙ্গি সমন্বিত স্তরগুলির মধ্যে আন্তর্জাতিক উত্তেজনা প্রশমনের ফল আরো বেশি পরিমাণে পরিদৃশ্যমান হয়ে উঠেছে।

সাম্রাজ্যবাদী দুনিয়ার সংকটের ফলে একচেটিয়া-বিরোধী ক্রিয়াকলাপেরও বৃদ্ধি ঘটছে। সংকট অধিকাংশ শ্রমজীবী জনতার অবস্থার অবনতি ঘটিয়েছে। আর মধ্য স্তরের পক্ষেও নতুন নতুন অসুবিধার সৃষ্টি করেছে। বিক্রয় এবং অর্ডার হ্রাস (যা মোটামুটি রকমের বহু বৃহৎ ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানকেও আঘাত করেছে) ছোটো মাপের বহু প্রতিষ্ঠানকে দেউলিয়া করে দিয়েছে। সেবামূলক কাজের ক্ষেত্রে গাড়ি রক্ষণাবেক্ষণ, পরিবহণ, হোটেল, রেস্তোরাঁ ইত্যাদি যে সমস্ত ক্ষেত্রে এখনো পর্যন্ত ছোটো-মাপের বে-সরকারি উদ্যোগের আপেক্ষিক প্রাধান্য রয়েছে, সেসব ক্ষেত্রে ছোটো-খাটো ব্যবসায়ীরা গুরুতর অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছে। সংকটের ফলাফলের মোকাবিলা করার জন্য বহু ক্ষেত্রেই জরুরী পন্থার সহযোগী হয়ে উঠছে সরকারি ও মিউনিসিপ্যাল কর্মচারীদের (মাঝারি এবং নিচের স্তরে) কর্মচ্যুতি। যুদ্ধের পরে এই প্রথম শিল্পক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ ও কর্মাধ্যক্ষদের বিশেষ গোষ্ঠীর মধ্যে গণ-বেকারি ছড়িয়ে পড়েছে। সামাজিক ও সংস্কৃতির চাহিদার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের বরাদ্দ হ্রাসের ফলে অনুৎপাদক ক্ষেত্রে এক প্রশস্থ বুদ্ধিজীবী পেশায় নিয়োজিত সদস্যদের বাড়তি অসুবিধার সৃষ্টি হয়েছে।

এই গোলমালের ফলে, মধ্যবর্তী স্তরে আগের চেয়েও ব্যাপকতর অংশের মধ্যে শাসকচক্রের নীতি সম্পর্কে অসন্তুষ্টি ছড়িয়ে পড়েছে। এই অসন্তুষ্টি কি কি রূপ পরিগ্রহ করে? যেখানেই বুর্জোয়া সংস্কারবাদী সরকার ক্ষমতায় আসীন, সেখানেই অর্থনৈতিক অসুবিধা দক্ষিণমুখী বিবর্তন ঘটাতে পারে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে এমন কি প্রতিক্রিয়াশীল অতি-দক্ষিণপন্থী শক্তির প্রতি প্রত্যক্ষ সমর্থনও ঘটতে পারে। কিন্তু মধ্যবর্তী স্তরের রাজনৈতিক মতিগতির পরিবর্তন কমবেশি গণতান্ত্রিক ও প্রগতিশীল শক্তির ক্ষমতা ও প্রভাবের ওপরে নির্ভর করে। তারা যথেষ্ট শক্তিশালী হলে মধ্যস্তরের দক্ষিণমুখী বিবর্তন রোধ করা যায় এবং আরো বলা যায় যে, একচেটিয়া-বিরোধী সংগ্রামে সক্রিয় অংশগ্রহণে তাদের সমাবেশ করা যায়।

শ্রমিকশ্রেণীর মিত্রদের বিপ্লবী সামর্থ্য মূল্যায়নে উপরোক্ত বিষয়গত সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক উপাদানগুলি ছাড়াও বিষয়ীগত উপাদানগুলিও অত্যধিক তাৎপর্যপূর্ণ। তাদের রাজনৈতিক চেতনা, সংগঠন এবং জঙ্গীপনার মান হচ্ছে আর একটি ক্ষেত্র, যা আমাদের সুসংবদ্ধ অনুসন্ধানের অপেক্ষা রাখে।

বহু ঘটনা দিয়ে মধ্যস্তরের বহু অংশের রাজনৈতিক পরিপক্কতা প্রমাণ করা যায়। অফিস-কাছারির কর্মচারীদের বড় বড় গোষ্ঠী অনেক বেশি পরিমাণে সংগ্রামের প্রলেতারীয় পদ্ধতি অনুসরণ করছে এবং বিশেষ ধরনে শ্রমিকদের মতোই দাবি স্থির করছে : মূল্যসূচী অনুযায়ী বেতনক্রম, সর্বনিম্ন বেতনের গ্যারান্টি নিজেদের আয় কাঠামোর বৃহত্তর অপরিবর্তনীয় অংশ স্থায়ীকরণ এবং শ্রমকে তীব্রতর করার লক্ষ্য নিয়ে বেতনের অংশ আত্মসাতের অবসান এবং রাজনীতিগতভাবে সক্রিয় কর্মচারীদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণের অবসান এবং এমনিধারা সব দাবি উঠছে। এই সমস্ত দাবির লড়াই, লড়াইয়ে অংশগ্রহণকারী এবং শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে বিষয়ীগত এবং বিষয়গত বন্ধন তৈরি করছে।

শিল্প শ্রমিকদের মতোই কর্মচারীরা নিজেদের ইউনিয়ন গঠনের অধিকারের জন্য আরো বেশি সক্রিয়ভাবে লড়াই করছে। তারা লড়াই করছে নিজেদের পেশাগত সংগঠন, কর্মস্থলে রাজনৈতিক ও ট্রেড ইউনিয়ন ক্রিয়াকলাপ এবং কাজের অবস্থা নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদির অধিকারের জন্য। শিল্প উদ্যোগগুলিতে যে সমস্ত পন্থা ও পদ্ধতি পরীক্ষিত হয়েছে, তারা তা-ই প্রয়োগ করছে, যেমন : ধর্মঘট, পিকেটিং, বয়কট, বিভিন্ন ধরনের অভিব্যক্তি এবং এমনিধারা সব কিছু। তারা প্রচারপত্র ব্যবহার করে, জনগণের সাথে সংযোগসাধন ও তাদের সমর্থন পাবার জন্য প্রকাশ্য ভাষণ

পদ্ধতি ও "প্রকাশ্য সমাবেশ"-এর আয়োজন করে। এ সব কিছুই সংগঠিত শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনের সাথে ঘনিষ্ঠতর সম্পর্ক সৃষ্টি করে।

মধ্যস্তরের নতুন অংশের প্রলেতারীয় সংগ্রাম পদ্ধতি গ্রহণের এই অবস্থান্তর শ্রমিকশ্রেণী সক্রিয়ভাবে সমর্থন করে। শ্রমিকশ্রেণী তাদের সুনির্দিষ্ট চাহিদা এবং অন্যান্য শ্রমজীবী গোষ্ঠীর যে সমস্ত দাবির সাথে তাদের দাবির মিল আছে (বেকারি, করের চাপ, অবনমনশীল জীবনধারণের মান), সেগুলিকে রক্ষা করে।

আমরা যেমন বলেছি, সংগ্রামের বিভিন্ন স্তরে সর্বহারা-শ্রেণী যে ধরনের কর্তব্যের সম্মুখীন হয়, মিত্র সংক্রান্ত প্রশ্নের মর্মবস্তুটি তারই ওপরে নির্ভর করে এবং শ্রমিক-শ্রেণী ও অ-প্রলেতারীয় গোষ্ঠীর স্বার্থের দ্বারাই তা বিষয়-গতভাবে নির্ধারিত হয়। স্বভাবতই, সাধারণ-গণতান্ত্রিক, একচেটিয়া-বিরোধী পর্যায় থেকে সমাজতান্ত্রিক রূপান্তরের পর্যায়ের পথে বহুল পরিমাণে শ্রেণীগুলির শক্তিবিন্যাসের পরিবর্তন ঘটবে এবং সেইমতো মিত্র সংক্রান্ত সমস্যাটিরও কিছু কিছু পরিবর্তন হবে। অতীতের অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায়, সমাজতান্ত্রিক রূপান্তরের স্তরে মধ্যস্তরের সমর্থন সংরক্ষণের সমস্যাটি যথেষ্ট গুরুত্ব অর্জন করে। সংগ্রামের এক পর্যায় থেকে পরবর্তী পর্যায়ের পথে অবশ্যম্ভাবীরূপে শ্রেণীশক্তিগুলির পুনর্বিন্যাসের মূল প্রবণতা অনুমান করা, স্থায়ী থেকে অস্থায়ী মিত্র, সুস্থিত থেকে দোদুল্যমান ও সমঝোতাকারী মিত্রকে পৃথগভাবে চিহ্নিত করার বিশেষ গুরুত্বের ওপরে লেনিন জোর দিয়েছেন।

সঠিকভাবে একচেটিয়া-বিরোধী সংগ্রামের মর্মবস্তুর সংজ্ঞা নিরূপণকালে, সমাজতান্ত্রিক লক্ষ্যটির প্রতি আমাদের খেয়াল রাখতে হবে। এই রণনৈতিক লক্ষ্য সমাজের সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক রূপান্তরের সাথে সংগতি রেখে প্রগতিশীল, গণতান্ত্রিক শক্তির ঘনিষ্ঠতর সংহতি ও ঐক্য, অ-প্রলেতারীয় জনগণের সাথে ব্যাপকতর ও গভীরতর সম্পর্ক এবং তাদের সংগ্রামী ক্ষমতা বৃদ্ধিকে সুনিশ্চিত করে।

সংগ্রামের বর্তমান সাধারণ-গণতান্ত্রিক, একচেটিয়া-বিরোধী স্তরে মিত্র সংক্রান্ত আলোচনায় এ-ই হচ্ছে কয়েকটি প্রশ্ন, যা বিবেচনা করে দেখা হবে।

প্রথম রুশ বিপ্লবের শিক্ষা

জর্জ কগনিয়ট
সভাপতি, মরিস থোরে ইনস্টিটিউট

১৯০৫-০৭ সালের রুশ বিপ্লব ইতিহাসের প্রথম বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব—যেখানে নিপীড়িত জনগণকে পরিচালনা করে শ্রমিকশ্রেণী স্বাধীন রাজনৈতিক শক্তিরূপে অবতীর্ণ হল। বিশ্ববিপ্লবী আন্দোলনের কেন্দ্র যে রাশিয়ায় স্থাপিত হয়েছে ঐ ঘটনা থেকে তা প্রতীয়মান হয়ে উঠল। রাশিয়ার শ্রমিকশ্রেণী বিশ্ব প্রলেতারিয়েতের অগ্রগামী বাহিনীতে পরিণত হল। কিন্তু বুর্জোয়া ঐতিহাসিকরা এনিয়ে প্রশ্ন তোলেন। রাশিয়ার শ্রমিকশ্রেণীর সম্ভাবনাময় শক্তি সম্পর্কে লেনিনের ধারণাকে তাঁরা "অলীক কল্পনা" বলে অভিহিত করেন, এবং এই অভিযোগ করেন যে কৃষক-দের সমর্থনে শ্রমিকশ্রেণীর বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব—এই ধারণা থেকেই যেসব বিপদের(১) উৎপত্তি হয়েছে ঐ মহান প্রলেতারিয়েত নায়ক নাকি সে বিষয়ে কখনো গভীরভাবে চিন্তাই করেন নি।

কিন্তু বাস্তব জীবনই ঐ যুক্তি এবং অনুরূপ অন্যান্য যুক্তির মীমাংসা করে দিয়েছে। বিষয়গত বিশ্লেষণ এটা দেখিয়ে দেয় যে, ১৯০৫-০৭ সালের ঘটনাবলী যথার্থভাবেই লেনিন কর্তৃক অভিহিত বিশ্ব রূপান্তরকারী অক্টোবর বিপ্লবের "মহড়া"। রাশিয়ার শ্রমিক ও কৃষকরা ১৯০৫ সালে জারের শাসনকে যে আঘাত দেয় তা সমগ্র পুঁজিবাদী ব্যবস্থার বিরুদ্ধেই একটা আঘাতস্বরূপ। সাম্রাজ্যবাদের যুগে প্রথম জনগণের বিপ্লব, এই রুশ বিপ্লব, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে ধারাবাহিক শ্রেণীসংগ্রামের সূচনা করে।

আন্তর্জাতিক শ্রমিকশ্রেণী ও রুশ বিপ্লব

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিক থেকেই বিভিন্ন দেশের শ্রমিকশ্রেণী রাশিয়ার বিপ্লবী সংগ্রাম সম্পর্কে নিবিড়ভাবে সহযোগী হয়। মার্কস ও এঙ্গেলসের খুব ঘনিষ্ঠ একজন হাঙ্গেরিয়ান বিপ্লবী, যিনি প্যারি কমিউনের নেতা ছিলেন, ১৮৭৯ সালে লেখেন : "একথা সন্দেহাতীত যে, পুরানো রুশীয় সমাজ নতুন এক পরিবর্তনের সম্ভাবনায় পরিপূর্ণ। আর এতেও সন্দেহ নেই যে, আমরা এক বিপ্লবের মুখে এসে পৌঁছেছি। এই বিপ্লব এক নতুন রাশিয়ার জন্ম দেবে....ইয়োরোপের জনগণ এইরকম এক বিপ্লবকে স্বাগত জানাবে....।"

১৯০৫ সালের বিপ্লব যখন আরম্ভ হল তখন আন্ত-র্জাতিক প্রতিক্রিয়া রাশিয়ার শাসকশ্রেণীগুলির পেছনে এসে দাঁড়ায়, কিন্তু রাশিয়ার শ্রমিকশ্রেণী সমর্থন পায় সকল দেশের শ্রমিকের।

---

১ এডওয়ার্ড এইচ কার : ১৯১৭—১৯২৩ সালের বল-শেভিক বিপ্লব সংখ্যা ১, লণ্ডন, পেঙ্গুইন বুকস, ১৯৬৯। পৃঃ ৫৪।

বিপ্লবের শীর্ষ-মুহূর্তে দ্বিতীয় উইলহেম জার্মান নৌবাহিনীকে সতর্কতার সংকেত দেয় এবং রুশ সীমানায় সৈন্যবাহিনী সমাবেশ করে। প্যারির ব্যাঙ্কের মালিকরা প্রস্তাবিত এক ঋণের অংশ হিসেবে জারের শাসনকে আগাম অর্থ দেয় এবং জার্মানির ব্যাঙ্ক মালিকরা নিজেদের প্রাপ্য সুদ আদায় করা স্থগিত রাখে।

প্যারির প্রতিক্রিয়াশীল পত্রপত্রিকাগুলি, যেমন, **লা অটোরাইট, লা গেজেট দা ফ্রান্স,** এবং **রেভিউ দা এট্যুদেস ফ্রাঙ্কো-রাশেস**-এর মতো প্রকাশনাগুলি "ষোড়শ লুইকে ধ্বংস করেছিল" তদনুরূপ "দুর্বলতা" প্রদর্শনের পরিবর্তে বিপ্লবকে দমন করার জন্য দ্বিতীয় নিকোলাস সৈন্য ব্যবহারের যে সিদ্ধান্ত নিয়েছিল তার প্রতি সমর্থন জানায়। প্যারির ধর্মীয়, রাজতন্ত্রী ও জাতীয়তাবাদী পত্রিকাগুলি ১৯০৫ সালের ৯ জানুয়ারির মর্মান্তিক ঘটনার এই রকম মূল্যায়নই করে যে এটা একটা "বিদ্রোহ" একটা "অপরাধ-মূলক অভ্যুত্থান" যাকে সার্থকভাবে দমন করা হয়েছে। বস্তুত, পৃথিবীর সকল দেশের প্রতিক্রিয়াশীল পত্রপত্রিকা-গুলির মন্তব্য ছিল একই রকমের।

রুশ বিপ্লবের প্রতি বুর্জোয়াদের ঐ বৈরীভাব শ্রমিক-শ্রেণীর আন্তর্জাতিক সংহতিকে আরও শক্তিশালী করে। লেনিন লিখেছিলেন : ইয়োরোপের বুর্জোয়ারা "রাশিয়ার আগুনকে ঠেকাবার জন্য কোটি কোটি টাকা ব্যয়ের জন্য প্রস্তুত আছে।" (কালেক্টেড ওয়ার্কস, ৯ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪৩৪) এবং সেজন্যই রাশিয়ার শ্রেণীভ্রাতাদের সঙ্গে ইয়োরোপের শ্রমিকশ্রেণীর ক্রমবর্ধমান সক্রিয় সহযোগিতার উপর লেনিন জোর দিয়েছিলেন। ৯ জানুয়ারির "রক্ত রবিবারে", যেদিন শীত প্রাসাদ অভিমুখী পিটার্সবুর্গের শ্রমিকদের শান্তিপূর্ণ মিছিলের উপর জারের সরকার নির্বিচার হত্যা-কাণ্ড চালায় এই ঘটনার পর পৃথিবীর সকল দেশে রাশিয়ার দূতাবাসগুলির সামনে শ্রমিকরা সভা করে ও বিক্ষোভ দেখায় এবং তহবিল সংগ্রহ শুরু করে। আধুনিককালের ইতিহাসে এটাই প্রথম ঘটনা যখন শ্রমিকরা এমন মতৈক্য প্রকাশ করে এবং এমন এক শক্তিশালী সংহতি আন্দোলনে যোগ দেয়।

১৯০২ সাল থেকে যে ফ্রান্সে শ্রমিক আন্দোলনের ঊর্ধ্বগতি ঘটছিল সেখানে রুশ বিপ্লব জোরালো সমর্থন পায়। সব জায়গা থেকে বিক্ষোভ প্রদর্শনের, "রক্তমাখা জারের হাত"-এর বিরুদ্ধে ঘৃণা প্রকাশের এবং রাশিয়াকে ঋণদানের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জ্ঞাপনের সংবাদ আসতে থাকে। সমাজতান্ত্রিক সংবাদপত্র **লু-ম্যানিতে** সেণ্ট পিটার্সবুর্গের হত্যাকাণ্ডের পরদিনই সম্পাদক জীন জরেস কর্তৃক স্বাক্ষরিত সম্পাদকীয়তে রুশ শ্রমিকশ্রেণীর প্রতি সহানুভূতি জানানো হয়। তাতে বলা হয় : "এখন থেকে জার ও তার জন-সাধারণের মধ্যে রক্তের নদী সৃষ্টি হল। রুশ শ্রমিকশ্রেণীর উপর আঘাত হেনে জার নিজেকেই মারাত্মকভাবে জখম করলেন।"

সেঁইন ডিপার্টমেণ্টের ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশনের কর্মনির্বাহী কমিশন রাশিয়ার শ্রমিকশ্রেণীর উদ্দেশে এক আন্তরিক আবেদন জানায়। তাতে বলা হয় : "ভাইসব, সব দেশের স্বেচ্ছাচারী শাসকরা আমাদের জনগণের মধ্যে যে সীমানা ও যত প্রাচীর সৃষ্টি করুক তবু আমাদের মুক্তি-চিন্তা এক, আমাদের দুর্দশাও একরকমের। ঘৃণ্য এক শাসনে পিষ্ট হয়ে এবং ফ্রান্সের বুর্জোয়ারাও যার সঙ্গে মিতালি করেছে এমন এক স্বৈরাচারী দাসত্বের বিরুদ্ধে, বিচারের বৃথা আশায় ক্লান্ত হয়ে, তোমরা নিপীড়িতের মহৎ মুক্তিদাতা বিপ্লবের দিকে ঝুঁকেছ...বিশ্বের শ্রমজীবী জনগণ তোমাদের বীরত্ব-পূর্ণ প্রয়াসে আশায় উদ্দীপ্ত হয়ে উঠছে।" ঐ আবেদনে এই সংহতির শপথ ঘোষণা করা হয় : "বিপ্লবের মহানগরী প্যারি সর্বান্তঃকরণে তোমাদের সঙ্গে রয়েছে। তারা তোমাদের বলছে : "আমাদের উপর আস্থা রাখতে পার এবং আমাদের সাহায্য সম্পর্কে নিশ্চিত থাকতে পার। জার নিপাত যাক! শোষকরা ধ্বংস হোক! সমাজবিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক!"

জানুয়ারির শেষদিকে জেনারেল কনফেডারেশন অফ লেবার-এর নেতারা সারা ফ্রান্স জুড়ে জারের অপরাধসমূহের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সভা করার সিদ্ধান্ত নেন। গণহত্যায় যারা বলি হয়েছিল তাদের সাহায্যের জন্য কয়েকটি পত্রিকা পাঠকদের নিকট অর্থ সংগ্রহের আহ্বান জানায়। তিন মাস ধরে ফ্রান্সের জনসাধারণ ক্রোধে উত্তেজিত হয়ে থাকে। "রক্তমাখা রবিবার"-এর ১৯০৬ ও ১৯০৭ সালের বার্ষিকী-তেও সংহতি সমাবেশ হয়। জুলি গুসেড, পল লাফার্জ, জীন জরেস ও ফ্রান্সের সোশ্যালিস্ট পার্টির অন্যান্য নেতারা রুশ বিপ্লবকে স্বাগত অভিনন্দন জানান।

ইয়োরোপের অন্যান্য শিল্পোন্নত দেশেও অনুরূপ অনুভূতির প্রকাশ ঘটে এবং সংহতিমূলক কাজকর্ম অনুষ্ঠিত হয়।

ব্রিটেনে সোশ্যাল ডেমোক্রাটিক ফেডারেশন, ইণ্ডি-পেণ্ডেণ্ট লেবার পার্টি, ফ্যাবিয়ান সোশ্যালিস্ট এবং ট্রেড ইউনিয়নগুলি গ্লাসগো, লিভারপুল, লণ্ডন ও অন্যান্য মহানগরে বিপ্লবী রাশিয়ার সমর্থনে সভা-সমাবেশ করে।

জার্মানির শ্রমিকশ্রেণীও রুশ বিপ্লবের জয়ধ্বনিতে মুখর হয়ে ওঠে। ১৯০৫ সালের জানুয়ারি ও ফেব্রুয়ারি মাসে বার্লিনের সভা-সমাবেশ থেকে বিপ্লবের প্রতি স্বাগত অভিনন্দন জ্ঞাপন করা হয় এবং জার শাসনের সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে ধিক্কার ধ্বনিত হয়। অন্যান্য শহরেও শত শত সভা-সমাবেশ অনুষ্ঠিত হতে থাকে। **দাই নিউ জিয়েট** পত্রিকায় অগাস্ট বেবেল লেখেন : "পশ্চিম ইয়োরোপের প্রলেতারি-য়েতরা রুশ প্রলেতারিয়েতের বিজয় কামনা করে। ওদের জয়ে তারা ঈর্ষা বোধ করবে না। তারা জানে যে, একটা বড় দেশে প্রলেতারিয়েতের সাফল্যে অন্যান্য দেশের প্রলে-তারিয়েতও উপকৃত হয়।"

স্প্রী নদীর পারে যে উন্মাদনা সৃষ্টি হয়েছিল তার চেয়ে ব্রাজালভা ও দানিয়ুবের তীরে শ্রমিকশ্রেণীর সহানু-ভূতি কম উত্তপ্ত এবং তাদের কাজকর্ম কম দৃপ্ত ছিল না। চেক ও হাঙ্গেরির শ্রমিকশ্রেণী তাদের রুশ ভাইদের সঙ্গে ক্রমেই অধিক সংহতি প্রদর্শন করতে থাকে।

বহু দেশে সংহতির আন্দোলন বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে।

আনাতোল ফ্রান্স, অক্টাভি মিরাবো, এলিসি রেজাশ প্রমুখের নেতৃত্বে ফ্রান্সের প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবীরা রুশ জনগণের মিত্র সমিতি নামে একটা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। যা তথ্য-কেন্দ্র ও রুশ গণতন্ত্রীদের সমর্থন করার একটা কেন্দ্র হিসেবে কাজ করতে থাকে। বহু খ্যাতনামা লেখক,

এবং ভাস্কর অগাস্টি রোডিন, এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। রুশ ঐতিহাসিক কারায়েভের কাছে ফ্রান্সের ঐতিহাসিক অলার্ড, সিগনোবিস, সাগনাক, মাতেঁা প্রমুখ রাশিয়ার মুক্তি আন্দোলনের প্রতি সহানুভূতিসূচক চিঠি পাঠান। আনাতোল ফ্রান্স রুশ বিপ্লবকে নতুন যুগের ঊষা লগ্ন বলে বর্ণনা করেন। তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করেই ১৯০৫ সালের ১৬ ডিসেম্বর লিখেছিলেন : "নেভা, ভিস্টুলা ও ভলগার তীরে আজ নতুন ইয়োরোপের ভাগ্য এবং মানুষের ভবিষ্যৎ রচিত হচ্ছে...এই বিশাল ও প্রচণ্ড অভিযানের পরিণতি যা-ই হোক না কেন, রাশিয়ার প্রলেতারিয়েতরা ইতিমধ্যেই তাদের স্বদেশের ও বিশ্বের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণে চূড়ান্ত ফলাফল সৃষ্টি করেছে। রুশ বিপ্লব একটা বিশ্ব বিপ্লব।" সেই সময়ে পেট্রোপাভলস্ক দুর্গে বন্দী ম্যাকসিম গর্কির মুক্তির জন্য এক বিশাল আন্দোলন সৃষ্টি হয়।

ফ্রান্সের ছাত্ররাও তাদের অগ্রজদের মতোই সক্রিয় হয়ে ওঠে। ১৯০৫ সালের ২৩ জানুয়ারি প্যারির ছাত্ররা আন্তর্জাতিক সঙ্গীত গাইতে গাইতে লাতিন কোয়ার্টার-এর রাজপথ পরিক্রমা করে। পরের দিন তারা পুলিশের আদেশ অমান্য করে রুশ দূতাবাসের সামনে সমাবেশ ঘটায়।

আরও বহু দেশে অনুরূপ ঘটনা ঘটে।

২৭ ফেব্রুয়ারি বুদাপেস্তের এক ছাত্রসভা থেকে রাশিয়ার শ্রমিকদের অভিনন্দন জানিয়ে বাণী প্রেরণ করা হয়। তাতে লেখা হয়, "রাশিয়ার ভাইরা, তোমরা মনুষ্য সমাজকে স্বাধীনতা সংগ্রামের এক দৃষ্টান্ত উপহার দিয়েছ। নির্যাতনের দানবীয় রূপের বিরুদ্ধে কীভাবে লড়তে হয় তোমরা তা দেখিয়েছ। তোমাদের চূড়ান্ত জয় হবে আমাদের স্বাধীনতার অগ্রদূত।"

রুশ বিপ্লব শ্রেণীসংগ্রামে উদ্দীপনা সৃষ্টি করল

রাশিয়ার ঘটনাপ্রবাহের প্রভাবে ফ্রান্সের শ্রমিকদের শ্রেণীসংগ্রাম তীব্র হয়ে উঠল। ১৯০৫-০৬ সালে তার আগের দু-বছরে যত শ্রমিক ধর্মঘট করেছে তার দ্বিগুণ শ্রমিক ধর্মঘট করল; অধিকাংশ ধর্মঘটই হয়ে উঠল রাজনৈতিক চরিত্রসম্পন্ন এবং তার কয়েকটির সেনাবাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষ ঘটল। হাভিল্যাণ্ডের লিম্বোগেসের ধর্মঘট (এপ্রিল ১৯০৫) এবং ১৯০৫ সালের মার্চ-এপ্রিলে কুরিয়ার খনিতে দুর্ঘটনার পর পাস ডি কালের খনি-শ্রমিকদের যে ধর্মঘট আহ্বান করা হয়; শ্রমিকদের সেখানে সেনাবাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষ ঘটে।

১৯০৬ সালের ১ মে ধর্মঘট আন্দোলন যখন চূড়ান্ত পর্যায়ে ওঠে তখন এক সাধারণ ধর্মঘট আহ্বান করে শ্রমিক-শ্রেণী বুর্জোয়াদের আতংকগ্রস্ত করে তোলে। ঐ "ব্রেস্ট থেকে ক্রনসডাট পর্যন্ত এবং তুলো থেকে ওডেসা পর্যন্ত, সর্বত্র আমরা আট ঘণ্টা শ্রম আদায় করে নেব" বলে ফ্রান্সের শ্রমিকদের এই রণধ্বনি স্পষ্টতই রাশিয়ার শ্রমিকদের প্রতি সৌহার্দ্যের পরিচায়ক ছিল।

কৃষক আন্দোলনও বাড়তে থাকে। ১৯০৭ সালে দক্ষিণের মদ-প্রস্তুতকারীদের গণআন্দোলন শুরু হয়। সেনাবাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষ বাধে, এবং আগদে শহরের সতের নম্বর পদাতিক বাহিনী বিদ্রোহ করে কৃষকদের সঙ্গে যোগ দেয়। এটা দুঃখের বিষয় যে, সোশ্যালিস্ট পার্টি এই কৃষক সমস্যার গুরুত্ব ভালোভাবে উপলব্ধি করতে পারে নি।

ফ্রান্সের কর্তৃপক্ষ শ্রমিকশ্রেণীর এই বিপ্লবী মনোভাবকে দাবিয়ে দেবার জন্য, নিদেনপক্ষে মিইয়ে দেবার জন্য চেষ্টা করল। ১৯০৬ সালের নির্বাচনে র‍্যাডিকালদের বিজয়ের মাধ্যমে ক্ষমতায় আসা ক্লিমেন্স সরকার বাগাড়ম্বরের উদ্দেশ্যে সোশ্যালিজমের দলত্যাগী ভিভিয়ানিকে মন্ত্রী করে একটা শ্রমমন্ত্রী-দপ্তর বসায়। ভিভিয়ানি একদিকে সুদূরপ্রসারী সংস্কারের প্রতিশ্রুতি ছড়াতে থাকল, অন্যদিকে অস্ত্রের জোরে শ্রমিকদের ধর্মঘটগুলি দমন করতে লাগল।

জার্মানিতে ১৯০৫ সালে ধর্মঘটী শ্রমিকের সংখ্যা ১৯০৪ সালের চতুর্গুণ। অগাস্ট বেবেলের এবং সোশ্যাল ডেমোক্রাটিক পার্টির বিপ্লবী বামপন্থী অংশের উদ্যোগে তাদের জেলা কংগ্রেসে (সেপ্টেম্বর ১৯০৫) রাজনৈতিক শ্রমিক ধর্মঘটকে প্রলেতারিয়েতের সংগ্রামের একটি মৌলিক রূপ বলে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। জার্মানির শ্রমিকশ্রেণী এই ধর্মঘটগুলিকে "রুশীয় পদ্ধতি" বলে অভিহিত করত। এই কংগ্রেসের সিদ্ধান্তগুলি সব দেশের সোশ্যাল ডেমোক্রাটদের প্রভাবিত করেছিল বলে লেনিন বলেছেন।

রুশ বিপ্লব জার্মানির সোশ্যাল ডেমোক্রাটদের গ্রামাঞ্চলে কৃষকদের মধ্যে প্রচারের কাজকেও উৎসাহ দিয়েছিল—বিশেষ করে এলব-এর পূর্বদিকে অসংখ্য কৃষি-মজুরের মধ্যে কাজকে, যেখানে প্রুশিয়ান জাংকার্সদের প্রভুত্ব বলবৎ ছিল। দুঃখের বিষয়, এক্ষেত্রেও ক্ষুদ্র ও মাঝারি কৃষকদের মধ্যে কাজের মাত্র সূত্রপাতই হয়েছিল—কারণ জার্মান সোশ্যাল ডেমোক্রাটদের মধ্যের কোনো মার্কসবাদী নেতা লেনিন ও বলশেভিকদের দ্বারা অনুসৃত কৃষকের সঙ্গে মৈত্রীর নীতির সম্পূর্ণ অর্থ হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন নি।

অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরিতে ১৯০৫-০৭ সালে তার আগের চার বছরের তুলনায় দ্বিগুণ ধর্মঘট দেখা যায়। রাশিয়ার অক্টোবর ধর্মঘটের প্রত্যক্ষ প্রভাবে সাম্রাজ্যের সর্বত্র রাজনৈতিক ধর্মঘট হতে থাকে। সর্বজনীন ভোটাধিকার আদায়ে ঐ ধর্মঘটগুলি চূড়ান্ত ভূমিকা পালন করে। ১৯০৫ সালের জুলাই ও আগস্ট মাসে শ্রমিকদের ধর্মঘট কৃষক অভ্যুত্থানের মধ্যে দিয়ে শক্তি সঞ্চয় করে, বিশেষ করে শক্তি পায় ট্রান্স-দানুবিয়ান অঞ্চলের কৃষকদের অভ্যুত্থান থেকে যা দু-মাস ধরে চলেছিল।

১৯০৫ সালের ৫ নভেম্বর প্রাগের শ্রমজীবী জনতা নির্বাচনী সংস্কারের দাবিতে এবং পুলিশী নির্যাতনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে ওয়েনসিস্লাস স্কোয়ারে এক বিরাট সমাবেশ করে। বোহেমিয়ার কতগুলি অঞ্চলে শ্রমজীবী জনতা জাতীয় স্বাধীনতা এবং সার্বভৌম রাষ্ট্রের দাবিও জানায়।

১৯০৫ সালের পর ব্রিটেনেও শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনে জোয়ার আসে। পর পর অনেকগুলি বিরাট ধর্মঘট হয়—বিশেষ করে সাউথ ওয়েলস-এ খনি শ্রমিকদের (১৯০৫-০৬) এবং রেল-শ্রমিকদের (১৯০৬) ধর্মঘট উল্লেখযোগ্য।

বেলজিয়ামে একের পর আর একটা সাধারণ ধর্মঘট হতে থাকে; শ্রমিকদের প্রধান দাবি ছিল সর্বজনীন ভোটাধিকার।

বুলগেরিয়ার শ্রমিকদের সোশ্যাল ডেমোক্রাটিক পার্টি,

তেসনিয়াক-সরা, ক্রমিক কতগুলি সংগ্রাম পরিচালনা করে, তার মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য পার্নিকের খনি শ্রমিকদের ধর্মঘট (১৯০৬)।

ফিনল্যান্ড-এ ১৯০৫ সালের ৩০ অক্টোবর থেকে ৬ নভেম্বর সোশ্যাল ডেমোক্রাটদের উদ্যোগে সাধারণ ধর্মঘট হয়। ধর্মঘটীরা সর্বজনীন ভোটাধিকার ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতা দাবি করে। এরই ফলে ১৯০৬ সালে সর্বজনীন ভোটাধিকরের আইন পাস হয়।

সুইডেনে ১৯০৫ সালে ১৭৭টা ধর্মঘট হয়। তার মধ্যে সবচেয়ে দীর্ঘস্থায়ী ধর্মঘট ধাতুশিল্পের শ্রমিকদের, যা মে মাস থেকে অক্টোবর মাস পর্যন্ত চলেছিল। ক্ষমতাসীন উদারনীতিকরা ক্রমবর্ধমান বিপ্লবী মনোভাবকে বাধা দানে বৃথা চেষ্টা করে। ১৯০৬ সালে শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনের বিরুদ্ধে জরুরী আইন পাস করা সত্ত্বেও ঐ বছর ১৮২ এবং ১৯০৭ সালে ২৮৯টা ধর্মঘট হয়।

১৯০১ সাল থেকে ১৯১০ সাল পর্যন্ত ইতালিতে ধর্মঘট আন্দোলন ধারাবাহিকভাবে বৃদ্ধি পেতে থাকে, এবং আগের দশকের পাঁচ লক্ষ ধর্মঘটীর তুলনায় এই দশকে ত্রিশ লক্ষ শ্রমিক ধর্মঘট করে।

এভাবেই ইয়োরোপ গণ-ধর্মঘটের এক রঙ্গমঞ্চ হয়ে ওঠে, যার অনেকগুলি স্পষ্টতই রাজনৈতিক রূপ নেয়।

শ্রমিকদের সংগঠন বৃদ্ধি

প্রথম রুশ বিপ্লবের আর একটা আন্তর্জাতিক ফল হল অসংখ্য দেশে শ্রমিকদের সংগঠন বৃদ্ধি এবং তাদের সংহতি সৃষ্টি।

ফ্রান্সে ১৯০৫ সালের প্রথম দিকে রাশিয়ার জনগণের সঙ্গে সংহতি স্থাপনের জন্য যে সমাজতান্ত্রিক ঐক্য অর্জিত হয়, বস্তুত সেটাই ১৯০৫ সালের এপ্রিল মাসে ইউনাইটেড সোশ্যালিস্ট পার্টি প্রতিষ্ঠার ভিত্তি স্থাপন করেছিল। শ্রেণী-সংগ্রামের স্বীকৃতি এবং মিলেরাণ্ডিজম(১) অগ্রাহ্যকরণের উপরই ঐ ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয়। সমাজতান্ত্রিক ভাবধারার প্রভাব অপ্রতিরোধ্য হয়ে ওঠে। ১৯০৬ সালের সাধারণ নির্বাচনে সোশ্যালিস্ট এম পি-র সংখ্যা ৩৮ থেকে ৫২তে ওঠে। বিপ্লবী প্রলেতারিয়েতের একটা গ্রুপ ছাড়াও ঐ দলে অবশ্য পাতি-বুর্জোয়া ও সুবিধাবাদী লোকেরা ছিল, কিছুদিনের মধ্যেই যারা দলের রাজনীতিতে নেতিবাচক প্রভাব বিস্তারে সমর্থ হয়।

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকেই ব্রিটিশ লেবার পার্টির জন্ম হয়। লেনিন এই ঘটনাকে শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনের বিকাশের চিহ্ন হিসেবে বিবেচনা করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, সংকীর্ণতাবাদ অতিক্রম করে ব্রিটেনের শ্রমিকশ্রেণীর গণ-রাজনৈতিক সংগঠন গড়ার এটাই হল প্রথম পদক্ষেপ। ব্রিটেনের শ্রমিকরা এভাবেই স্পষ্ট করে দিয়েছিল যে তারা "খাঁটি" ট্রেড ইউনিয়নবাদকে দূর করতে চাইছে এবং রাজনৈতিক দাবি নিয়ে লড়াই করার জন্য প্রস্তুত হয়েছে। ১৯০৬ সালের সাধারণ নির্বাচনে লেবার পার্টি তাৎপর্যপূর্ণ সাফল্য অর্জন করে। কিন্তু পার্টির নেতৃত্ব ছিল সুবিধাবাদীদের হাতে। ট্রেড ইউনিয়নের একজন নেতা জন বার্নস ১৯০৬ সালে উদারনীতিকদের মন্ত্রিসভায় একটা মন্ত্রীর পদ গ্রহণে দ্বিধা করেন নি। পরবর্তীকালে শ্রমিক-অভিজাতবৃন্দ, যারা ছিল লেবার পার্টির অবলম্বন, তারা দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের নির্ভেজাল সুবিধাবাদীদের হয়।

রুমানিয়ায় রুশ বিপ্লব শ্রমিক আন্দোলনে জোয়ার আনে এবং ১৯১০ সালে সোশ্যাল ডেমোক্রাটিক পার্টি যে পুনর্গঠিত হয় তা ঐ জোয়ারেরই অবদান। এই পার্টি বলকান অঞ্চলে যুদ্ধের সময় শান্তির প্রবক্তা হয়েছিল।

অসংখ্য ধর্মঘটের মাধ্যমে বুলগেরিয়ায় ট্রেড ইউনিয়নের অগ্রগতি ঘটে। সুবিধাবাদী ব্রড সোশ্যালিস্টদের বিরুদ্ধে ১৯০৩ সাল থেকে ডিমিট্রি ব্লাগোয়েভের নেতৃত্বে, তেসনিয়াকস, যাঁরা লড়াই চালাচ্ছিলেন তাঁরা এসময় শ্রমিক-শ্রেণীর আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানে পৌঁছান।

ইতালিতে প্রধানত সোশ্যালিস্টদের কেন্দ্রীভূত নেতৃত্বাধীন জেনারেল কনফেডারেশন অফ লেবার লৌহ ও ইস্পাত শিল্প শ্রমিকদের উদ্যোগে এসময়ই গঠিত হয়।

রুশ বিপ্লব মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেও সাড়া জাগায়। বোস্টন, সানফ্রান্সিসকো এবং আরও অনেক নগরে রাশিয়ার স্বাধীনতার জন্য মৈত্রী সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। রাশিয়ার ঘটনাপ্রবাহের প্রভাবে শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলন গড়ে ওঠে। ১৯০৫ সালে 'বিশ্ব শিল্প শ্রমিক' সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হয়। ইউজিন ভি ডেবস, উইলিয়াম ডি হে উড এবং ডেনিয়েল ডি লিয়নের নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত 'বিশ্ব শিল্প শ্রমিক' সংগঠন দুর্নীতি ও সুবিধাবাদের বিরুদ্ধে লড়াই চালায়। কৃষ্ণাঙ্গদের অধিকারের জন্য সংগ্রাম এবং বর্ণ-বৈষম্যের বিরুদ্ধে সংগ্রামও নতুন প্রেরণায় সঞ্জীবিত হয়।

উপনিবেশ ও পরাধীন দেশগুলির উপর বিপ্লবের প্রভাব

১৯০৫-০৭ সালের বিপ্লবের প্রভাবে প্রাচ্যে জাতীয় মুক্তি আন্দোলন প্রবল হয়ে ওঠে। সর্বোচ্চ মুনাফা অর্জন এবং উপনিবেশ ও পরাধীন জাতিসমূহে সাম্রাজ্যবাদী শাসন-ব্যবস্থা এই প্রথম তাৎপর্যপূর্ণ প্রতিরোধের সম্মুখীন হল। সাম্রাজ্যবাদী পীড়নের বিরুদ্ধে উপনিবেশ ও আধা-উপনিবেশ দেশগুলির নিপীড়িত জনগণকে রুশ বিপ্লবই জাগিয়ে তোলে।

চীনের বিপ্লবী প্রক্রিয়ায় রুশ বিপ্লবের প্রভাব অসামান্য, যার ফলস্বরূপই ১৯১১ সালে চীন প্রজাতন্ত্রের জন্ম হয়। ক্রমবর্ধমান জাতীয় চেতনা, দেশপ্রেম ও প্রসারমান বিপ্লবী আন্দোলনই ছিল চীনের জনগণের রাজনৈতিক জাগরণের প্রধান বৈশিষ্ট্য। ছাত্র, বুর্জোয়া, সৈন্য ও অফিসার এবং বেসামরিক কর্মকর্তাদের অসংখ্য বিপ্লবী ও দেশপ্রেমিক প্রতিষ্ঠান দেশের ভেতরে ও দেশের বাইরেও গড়ে উঠতে

---

১ সুবিধাবাদী সোশ্যালিস্ট ও বুর্জোয়াদের রাজনৈতিক সহযোগিতা। ১৮৯৯ সালে বুর্জোয়া সরকার সমাজতান্ত্রিক মন্ত্রী আলেকজান্দ্রা মিলেরাণ্ড-এর নাম থেকে এসেছে।

থাকে, এবং পাশ্চাত্যের দেশগুলি, যেখানে চীনের প্রবাসী জনগণ ও ছাত্ররা ছিল, সেখানেও ঐরকম প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি হতে থাকে।

সর্বপ্রথম যে প্রধান আন্দোলন সৃষ্টি হয় তা হল ১৯০৫ সালে মার্কিন পণ্য বয়কট। এ বছরেরই শেষদিকে সান ইয়াৎ সেন—লেনিন যাঁকে মহৎ গণতন্ত্রী ও কৃষক বিপ্লবের ভাবাদর্শের নেতা বলে বিবেচনা করতেন—তিনি বুদ্ধিজীবী ও প্রগতিশীল বুর্জোয়াদের নিয়ে একটা বিপ্লবী ও গণতন্ত্রী দল স্থাপন করলেন।

১৯০৫-০৭ সালের বিপ্লব ইরানী জনগণের মধ্যে বিপ্লবী ও জাতীয় চেতনা জাগিয়ে দিয়েছিল। ১৯০৫ সালের ডিসেম্বর মাসে তারা তেহ্‌রান ও অন্যান্য শহরে স্বতঃস্ফূর্তভাবে সভা-সমাবেশ করে এবং জনপ্রতিনিধিত্ব-মূলক পার্লামেন্ট আহ্বান করার দাবি জানায়। সন্ত্রস্ত শাহ ১৯০৬ সালের আগস্ট মাসে একটা মজলিস আহ্বান করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকেই তুরস্কে তরুণ তুর্কীরা একটা বুর্জোয়া বিপ্লবী আন্দোলনের সূচনা করে। বুর্জোয়াদের ও উদারনৈতিক ভূস্বামীদের স্বার্থের প্রতি-নিধিত্বকারী মুখ্যত সামরিক অফিসর, ডাক্তার ও ক্ষুদে সর-কারী কর্মকর্তাদের পেশা সম্বলিত বুদ্ধিজীবীদের নিয়ে এই আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। ঐক্য ও প্রগতি নামে একটা গুপ্ত সংগঠন তরুণ তুর্কীদের প্রধান রাজনৈতিক সংস্থা ছিল। রুশ বিপ্লবের প্রভাবে ককেশাসের বিপ্লবী আন্দোলন এবং ১৯০৫ সালে ইরানে যে বিপ্লবী আন্দোলনের তুফান সৃষ্টি হয়েছিল তার ফলে তুরস্কে একটা বিপ্লবী পরি-স্থিতির সৃষ্টি হয়। ১৯০৬-০৭ সালে তুরস্কের এরজরাম, ট্রেবিজন্ড ও অন্যান্য আনাতোলিয় শহরে, এবং নৌ-বাহিনীতে ও কোনো কোনো স্থানে সৈন্যবাহিনীর মধ্যেও স্বতঃস্ফূর্ত অভ্যুত্থান সৃষ্টি হয়। ম্যাসিডনিয়ান, আল-বেনিয়ান, আর্মেনিয়ান, আরব এবং অন্যান্য অ-তুর্কী জন-গণের মধ্যেও অটোম্যান সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু বুর্জোয়া চরিত্রের দরুন তরুণ তুর্কী আন্দো-লন শীঘ্রই তার গণতান্ত্রিক ঝোঁক হারাতে থাকে।

ভারতের বিপ্লবী গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ধারা ঔপনিবেশিক শাসনের উচ্ছেদ ও স্বাধীনতা অর্জন করার জন্য সশস্ত্র অভ্যুত্থানকেই প্রধান উপায় বলে বিবেচনা করতে থাকে। এই আন্দোলন ১৯০৮ সালে একটা চূড়ান্ত পর্যায়ে উপনীত হয় যখন বোম্বেতে শ্রমিকদের রাজনৈতিক গণ-ধর্ম-ঘটের ডাক দেওয়া হয় এবং ঐ ধর্মঘট ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে রাজপথের লড়াইয়ে রূপান্তরিত হয়। পূর্ব বাঙলায় কৃষক বিদ্রোহ সর্বোচ্চ স্তরে ওঠে, এবং শহরের শ্রমিকদের সঙ্গে তারা সম্পর্ক স্থাপন করার চেষ্টা করে।

আফগানিস্থান থেকে ইন্দোনেশিয়া—এশিয়ার সর্বত্রই উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। লেনিন লিখলেন : "পদানত ও অজ্ঞান তিমিরাচ্ছন্ন এশিয়ার শতকোটি মানুষ মধ্যযুগীয় বন্ধদশা থেকে এক নতুন জীবনের তাগিদ নিয়ে জেগে উঠেছে এবং প্রাথমিক মানবাধিকার ও গণতন্ত্রের জন্য সংগ্রামে প্রবৃত্ত হচ্ছে" (কালেক্টেড ওয়ার্কস, ১৯শ খণ্ড, পৃষ্ঠা ৮৬)।

সুদূর লাতিন আমেরিকাতেও রুশ বিপ্লব প্রতিধ্বনি তুলল। মেক্সিকোর গিউবলা ও ভেরাক্রুজে সুতাকল শ্রমিকরা ১৯০৬ সালে 'স্বাধীন শ্রমিকদের মহৎ চক্র' প্রতিষ্ঠা করল। ১৯০৯ সালে "ডেমোক্রাটিক পার্টির মেনিফেস্টো" প্রকাশিত হয় এবং কাসাস গ্রাণ্ডেস ও ভিয়েসকাতে শ্রমিকদের সংগ্রাম হয়। মেক্সিকোর বিপ্লবের (১৯১০-১৭) একজন প্রবীণ নেতা রোমেরো ফ্লোরেস পরবর্তীকালে বলেন যে "রাশিয়ায় যে সংগ্রাম প্রসার লাভ করছে তা আমাদের ধ্রুবতারা স্বরূপ।"

আজকের জন্য ১৯০৫-০৭ সালের শিক্ষা

প্রথম রুশ বিপ্লবের ৭০তম বার্ষিকীতে সি পি এস ইউ-র কেন্দ্রীয় কমিটির প্রস্তাবে বলা হয়েছে, "আমাদের এই কালে যখন সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে বিশাল ও শক্তিশালী গণতান্ত্রিক আন্দোলনে শ্রমিকশ্রেণী নেতৃত্বের ভূমিকা অর্জন করছে, তখন প্রথম রুশ বিপ্লবের ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা এবং জনগণের বিপ্লবী সংগ্রামে শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্ব সম্পর্কে লেনিনের শিক্ষা বিশেষ প্রাসঙ্গিক।"

উন্নত পুঁজিবাদী দেশে একচেটে-বিরোধী গণতান্ত্রিক আন্দোলনের বিষয় যদি আলোচনা করতে হয়, তবে যাবতীয় অভিজ্ঞতার প্রাথমিক ও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা হল এই যে, গণতান্ত্রিক পরিবর্তনের প্রয়াসে শ্রমিকশ্রেণী হল নেতা। ১৯০৫ সালে রাশিয়ার শিল্পশ্রমিকরা নিজেদের স্বাধীন জঙ্গী শক্তি প্রদর্শন করেছিল। আজ ফ্রান্স, ইতালি, পর্তুগাল, স্পেন ও অন্যান্য অনেক দেশের শ্রমিকশ্রেণী ও তাদের মার্কসবাদী-লেনিনবাদী পার্টিগুলি প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে ও স্বাধীনতা ও সামাজিক প্রগতির সংগ্রামে নেতৃত্ব দিচ্ছে। ফ্রান্সের কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক জর্জ মার্শাই একবিংশতিতম পার্টি কংগ্রেসে বলেছেন : "আরও অনেক সামাজিক বর্গকে অবশ্যই টেনে এনে তাদের এক বিশাল মিতালিতে নতুনভাবে পুনর্গঠিত করতে হবে অত্যন্ত সুস্পষ্ট ভিত্তির উপর এবং এভাবেই ফ্রান্সের জনগণের মৈত্রী স্থাপিত হবে। এই বিশাল মিতালির কেন্দ্রবিন্দু হবে শ্রমিকশ্রেণী, তার চালিকাশক্তি, এবং পরিবর্তনের সংগ্রামে অগ্রবাহিনী। শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বের ভূমিকাকে ছোট করে দেখাবার যে কোনো প্রয়াস সাধারণ গণতান্ত্রিক আন্দো-লনকে দুর্বল করবে।

শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্ব সম্পর্কিত এই নীতি সমগ্র বিশ্ব বিপ্লবী প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। "বিশ্ব শহর"-এর উপর "বিশ্ব গ্রামাঞ্চল"-এর নেতৃত্ব বিস্তারের মাওবাদী ওকালতি আন্তর্জাতিক শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনকে দুর্বল করার উদ্দেশ্যে বাস্তবের বিকৃতিসাধন ভিন্ন আর কিছু নয়।

দ্বিতীয়ত, প্রথম রুশ বিপ্লবের অভিজ্ঞতা নিপীড়িত জনগণের অ-শ্রমিক অংশগুলির সঙ্গে শ্রমিকশ্রেণীর মিতালির প্রয়োজনীয়তার গুরুত্বের সাক্ষী—১৯০৫ সালে যে অ-শ্রমিক নিপীড়িতদের প্রায় সবই ছিল কৃষক। বৃহৎ পুঁজির শোষিত সকল শ্রেণী ও বর্গের মিতালি ও তাদের ঐক্যবদ্ধ করার নীতি, শ্রমিকশ্রেণী ও তার অগ্রগামী বাহিনী মার্কস-বাদী-লেনিনবাদী পার্টি কর্তৃক ঐ সকল বর্গের মানুষকে

একটা প্রশস্ত সামাজিক ও গণ-নীতি প্রদানে সামর্থ্য, বুর্জোয়া ও মধ্যবর্গীদের স্বার্থ প্রকাশের দলগুলি যারা একচেটের বিরুদ্ধে সংগ্রামে বদ্ধপরিকর তাদের সঙ্গে যুক্ত-ফ্রন্টের নীতি প্রভৃতি বিষয়গুলি ১৯০৫ সালের ঐ অভিজ্ঞতার মধ্যে নির্দিষ্টভাবেই নিহিত রয়েছে। রুশ বিপ্লবের সময় লেনিন একেই "বামপন্থী ব্লক" বলে বর্ণনা করেছিলেন।

তৃতীয়ত, ১৯০৫ সালের অভিজ্ঞতা প্রমাণ করে যে গণতন্ত্রের জন্য শ্রমিকদের সংগ্রাম কখনো তাদের ভুল অবস্থানে ঠেলে নেয় না—মেনশেভিকরা যে ভয়ের কথা বলত। যেদিন, ১৯০৫ সালে, বলশেভিকরা যখন রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে, সামন্ততান্ত্রিক অবশেষগুলির বিরুদ্ধে ও গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের জন্য সংগ্রামের উপর প্রধান জোর দিত, তখন ফ্রান্সের মতো দেশে আজ সুদূরপ্রসারী গণতান্ত্রিক পরিবর্তন, একচেটে ক্ষমতাকে কঠোরতার সঙ্গে নিয়ন্ত্রণ করা এবং উন্নত গণতন্ত্র স্থাপনের জন্য সংগ্রাম করা প্রধান কর্তব্য।

লেনিন বলেছিলেন, গণতান্ত্রিক স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম ও সমাজতন্ত্রের জন্য সংগ্রামের মধ্যে কোনো "চীনের প্রাচীর" নেই। বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে সম্প্রসারিত হওয়ার দ্বন্দ্ববাদ ট্রটস্কির অজ্ঞাত ছিল। বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক পর্যায়ের বিপ্লবকে ট্রটস্কি সরলভাবে লাফিয়ে পার হবার কল্পনা করতেন—যার পরিণাম শ্রমিকশ্রেণীর বিচ্ছিন্নতা ও পরাজয়। একচেটিয়া শৃংখলিত দেশগুলিতে গণতান্ত্রিক পরিবর্তনের জন্য সংগ্রামের পর্যায়ের গুরুত্বকে সেদিনের ট্রটস্কির মতোই, আজ "বামপন্থী"রা অস্বীকার করছে।

গত সত্তর বছরের ইতিহাস গণতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক উদ্দেশ্যগুলি ঘনিষ্ঠতর হচ্ছে বলে লেনিনের সিদ্ধান্তকে প্রতিপন্ন করেছে। ঐ সিদ্ধান্তই বর্তমানের একচেটে-বিরোধী ধারণার ভিত্তি—যে-ধারণা থেকেই একটা রূপান্তর-কালীন সমাজ ও রাষ্ট্রশক্তির পথ গড়ে উঠছে।

১৯০৫ সালের বিপ্লবের আর একটা গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা হল শ্রমিকশ্রেণীর অগ্রগামী হিসেবে এবং জনগণের শিক্ষক ও সংগঠক হিসেবে পার্টির চূড়ান্ত ভূমিকা। একচেটে-বিরোধী সংগ্রামের প্রধান অবলম্বন হল প্রত্যেক কারখানায় শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে কমিউনিস্ট পার্টির রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক প্রভাব। পার্টি অবশ্যই তার নিজস্ব উদ্যোগ বাড়বে এবং সর্বত্র জনগণকে সমাবিষ্ট করবে। প্রত্যেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে জনগণের মুখে কথা যুগিয়ে দিতে পারে, এমন এক শক্তিশালী কমিউনিস্ট পার্টিই গণতান্ত্রিক দলগুলির ঐক্য রক্ষার ও তার সম্প্রসারণের শ্রেষ্ঠ গ্যারান্টি।

ঐতিহাসিক অবস্থার পরিবর্তন সত্ত্বেও প্রথম রুশ বিপ্লবে লেনিন ও বলশেভিকদের অনুসৃত কার্যাবলী এখনও তার যাথার্থ্য হারায় নি। আজকের দিনে ১৯০৫ সালের মৌলিক শিক্ষাগুলির অনুশীলন করার ও সৃজনশীলভাবে তার প্রয়োগ করার অর্থ হল আন্তর্জাতিক শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনকে আরও উচ্চ পর্যায়ে তুলতে সাহায্য করা।

গতিশীল জনতা

গিলবার্টো ভিয়েরা
কলম্বিয়ার কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক

২৪ মিলিয়ন লোকের দেশ কলম্বিয়া জনগণের গণতান্ত্রিক সংগ্রামের এক নতুন স্তরে প্রবেশ করেছে এমন এক সময়ে যখন এই সমাজের সমগ্র ক্ষয়িষ্ণু সামাজিক-অর্থনৈতিক কাঠামো ক্রমবর্ধমান সংকটের মধ্যে পড়েছে। এই দেশে পুঁজিবাদের ভারসাম্যহীন বিকাশ ঘটেছে; এই পুঁজিবাদ উত্তর আমেরিকার সাম্রাজ্যবাদের উপর নির্ভরশীল এবং গ্রামাঞ্চলে আধা-সামন্ততান্ত্রিক অবশেষ এখনও রয়ে গেছে। এখানে রাজনৈতিক জীবন দৃঢ়ভাবে সুরক্ষিত **দুই পার্টি** ব্যবস্থার উপর প্রতিষ্ঠিত।

১২৫ বছরের বেশি কাল ধরে ঐতিহ্যসম্পন্ন পার্টি, উদারনৈতিক ও রক্ষণশীল, দেশের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে আধিপত্য বিস্তার করে আছে। এক রাজনৈতিক শক্তি হিসাবে সামরিক বাহিনী যা ১৯৫৩ সালে এক ক্যুদেতার মাধ্যমে ক্ষমতা দখলের প্রচেষ্টা চালিয়েছিল, তার আবির্ভাবের ফলে, উদারনৈতিক ও রক্ষণশীল নেতৃত্ব এক ঘনিষ্ঠ শ্রেণীগত মৈত্রী (জাতীয় মোর্চা) সৃষ্টি করতে অগ্রসর হয়েছিল, কিন্তু সেই সঙ্গে তারা জাতীয় সমস্যাসমূহের গণতান্ত্রিক সমাধানকে বাধা দিয়েছিল।

ঐ মোর্চাকে ১৯৫৭ সালে রাতারাতি অনুষ্ঠিত গণভোটের দ্বারা সংশোধিত সংবিধানে বিধিবদ্ধ করা হয়। 'দায়িত্ব ভাগ করে নেওয়া', এর উপর প্রতিষ্ঠিত সরকারের দুই পার্টিগত ব্যবস্থা এই সংবিধান প্রবর্তন করে। সরকারে ও পার্লামেন্টে উদারনৈতিক ও রক্ষণশীলদের সমান প্রতিনিধিত্ব করার অবস্থা সৃষ্টি হয়। উদারনৈতিক ও রক্ষণশীলদের মনোনীত ব্যক্তি প্রতি চার বছর অন্তর পালাক্রমে প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপতি হতেন। কলম্বিয়ার বড় বড় বুর্জোয়াদের এইরকম স্থূল গণতন্ত্র-বিরোধী কাজকে প্রচার মাধ্যমগুলির দ্বারা দেশে শান্তি ও তীব্র রক্তাক্ত সংঘর্ষ শেষ করার একমাত্র গ্যারান্টি হিসাবে স্বাগত জানানো হয়।

এই দুই পার্টির 'একচেটিয়া অধিকার' কাঠামোগত সংকটকে কাটিয়ে ওঠা ও গণসংগ্রামকে প্রসারিত করার ক্ষেত্রে এক প্রধান রাজনৈতিক বাধা হয়ে আছে। দীর্ঘদিন ধরে দুই পার্টি ব্যবস্থার বিরুদ্ধে রাজনৈতিক দল ও আন্দোলন সৃষ্টি করার সমস্ত প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে।(১) ১৯৩০ সালে প্রতিষ্ঠিত কমিউনিস্ট পার্টিই কেবল এর পথ রোধকারী দুই পার্টি ব্যবস্থার শক্তিশালী রাজনৈতিক বাধা কাটিয়ে উঠতে এবং জাতীয় জীবনে দৃঢ়ভাবে তার অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছে। তখন থেকে ৪৫ বছরের মধ্যে মাঝে মাঝে পিছু হটা সত্ত্বেও পার্টি দৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে এগিয়ে চলেছে।(১)

সাম্প্রতিক বছরগুলিতে জেনারেল রোজাস পিনিল্লার নেতৃত্বে গঠিত ন্যাশনাল পপুলার এ্যালায়েন্স (এনাপো) একটি নতুন পার্টি হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হতে চেষ্টা করছে। যে সব মধ্যবর্গ পুঁজিবাদী বিকাশের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে, তাদের আন্দোলন হল কলম্বিয়ার ধরনের পেরনবাদ। এই আন্দোলনের মধ্যে রয়েছে দক্ষিণপন্থী ও বামপন্থী গোষ্ঠী। ১৯৭০ সালে এনাপো তার শীর্ষে পৌঁছায় এবং তারপর থেকে তার উল্লেখযোগ্য পতন শুরু হয়।

খৃস্টিয়ান ডেমোক্রাটিক পার্টি অগ্রসর হতে শুধুমাত্র ব্যর্থই হয় নি; বিশাল ক্যাথলিক সংখ্যাগরিষ্ঠতা ও ইয়োরোপ ও লাতিন আমেরিকায় খৃস্টিয়ান ডেমোক্রাট সরকারগুলির থেকে সাহায্য পাওয়া সত্ত্বেও তার পতন ঘটেছে।

সম্প্রতি বিভিন্ন উগ্র বামপন্থী দল সারা দেশে ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে উঠছে। কিন্তু তাদের অস্পষ্টতা, দেশব্যাপী সমন্বয়ী কাজকর্মের অভাব, সর্বদা তাদের অবস্থানের পরিবর্তন ও দলবাজি সম্পর্কে ঘোষিত স্বাধীনতার ফলে তাদের মধ্যে পার্থক্য টানা কঠিন। এদের মধ্যে রয়েছে মাওবাদী ও নয়া-ট্রটস্কীবাদী দলসমূহ। যারা নিজেদের "বিপ্লবের অগ্রবাহিনী" হিসাবে জাহির করে। তাদের পারস্পরিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা থাকা সত্ত্বেও একটা বিষয়ে তারা সবাই এক; তাহল: পুরোপুরি কমিউনিজম-বিরোধিতা ও উৎকট সোভিয়েত-বিরোধিতা।

জাতীয় মোর্চার মর্যাদাহানী ঘটলে এর আত্মিক জনকরা একের পর এক সংস্কার শুরু করলেন যার ফলে এটা ক্রমশ উঠে যাবে ও তথকথিত প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্র পুনরুজ্জীবিত হবে। ১৯৭০ সালে

---

১ ন্যাশনাল পার্টির ভাগ্যে এটাই ঘটেছিল। প্রেসিডেন্ট রাফায়েল নুনেজ (একজন অত্যন্ত বিতর্কিত ব্যক্তি) ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষে রিপাব্লিকান পার্টি প্রতিষ্ঠা করতে চেষ্টা করেছিলেন (এটা ছিল ১৯১১ সালে জেনারেল রেয়েম-এর একনায়কতন্ত্রের বিরুদ্ধে এক সামরিক প্রতিক্রিয়া)। জর্জ এলিয়েসার গেইতানের, বামপন্থী জাতীয়-বিপ্লবী মোর্চা (১৯৩২) এবং সোশ্যালিস্ট পার্টিগুলির জোয়ার, এসব এক বিচিত্র-গতিতে মিলিয়ে যায়।

১ বুর্জোয়া ও পেটি-বুর্জোয়া প্রভাব এবং তীব্র ফ্যাসিবাদী ধরনের নিপীড়নের ফলে পার্টি আত্মগোপন করে। ১৯৪৮-১৯৫৮, এই তিক্ত দশকে সশস্ত্র গেরিলা সংগ্রামের মধ্য দিয়ে পার্টি এর উত্তর দেয়।

পৌর পরিষদগুলি ও বিভাগীয় সভাগুলিতে নির্বাচনের মাধ্যমে প্রথম স্তর শেষ হল। ১৯৭৪ সালে জাতীয় কংগ্রেসে নির্বাচন ও রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের মধ্যে দ্বিতীয় স্তরের পূর্ণ-প্রকাশ ঘটে। এর ফলে রাষ্ট্রপতি পদে পালাক্রমে দুই পার্টির প্রতিনিধিদের নির্বাচন ও পার্লামেন্টে দুই পার্টির অংশগ্রহণ বিলুপ্ত হয়। কিন্তু রাষ্ট্রযন্ত্রে রক্ষণশীল ও উদারনৈতিকদের একচেটিয়া আধিপত্য ও সংবিধান দ্বারা বিধিবদ্ধ বিচারগত ও নির্বাচনী ব্যবস্থা ১৯৭৮ সাল পর্যন্ত থাকবে।

১৯৭৪ সালের নির্বাচনী প্রচারে শাসকশ্রেণী রাষ্ট্রপতি-পদে উদারনৈতিক ও রক্ষণশীল প্রার্থী নির্বাচনে গণমত সমাবেশ করতে সচেষ্ট হয়। কিন্তু লক্ষ লক্ষ কলম্বিয়ার অধিবাসীদের কাছে, রক্ষণশীল প্রার্থী গোমেজ হুর্টাডো ছিলেন ১৯৫০-এর দশকে তাঁর পিতার নেতৃত্বে চরম প্রতি-ক্রিয়াশীল একনায়কতন্ত্রের অন্যতম সক্রিয় সমর্থক। তাঁকে ফ্যাসিবাদী বিপদের প্রতীক হিসাবে ধরে নিয়ে তারা উদার-নৈতিক প্রার্থী লোপেজ মিচেলসনকে অধিক সংখ্যায় ভোট দেয়। তাঁর পরিবার গণতান্ত্রিক ঐতিহ্যের জন্য পরিচিত এবং তিনি জনগণকে স্বাধীনতা দেবার প্রতিশ্রুতি দেন ও জিনিসপত্রের ক্রমবর্ধমান মূল্য ও এমন কি পুঁজিবাদী বিকাশের "ভিসারোলিসিমো" ধারণাকে নিন্দা করেন।

এনাপোর ভোট খুব কমে গিয়েছে এবং খৃস্টিয়ান গণ-তন্ত্রীরাও অত্যন্ত খারাপ ফল দেখিয়েছে। ন্যাশনাল অপজি-শন অব ইউনিয়নের (ইউ এন ও)(১)—সাথে সহযোগিতায় কমিউনিস্টরা উল্লেখযোগ্য সাফল্য দেখিয়েছে। এই ইউনিয়ন তার অভ্যন্তরীণ মতবিরোধ থাকা সত্ত্বেও, প্রার্থীদের একক তালিকা হাজির করে। যদিও মোটামুটিভাবে সরকার সম্বন্ধে জনগণের মধ্যে মোহ আছে, তবুও কমিউনিস্টদের মতে প্রধান কথা হল যে, যারা লোপেজ মিচেলসন ও অন্যান্য প্রার্থীদের পক্ষে ভোট দিয়েছিল তারা চেয়েছিল নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি পালিত হবে এবং নতুন নতুন দাবি তারা হাজির করেছিল।

১৯৭৪ সালের মে মাসে কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি এর উপর জোর দেয় যে নির্বাচনগুলি এক **নতুন রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার** সূচনা করেছে, যার ফলে দেশে এক **নতুন** পরিস্থিতি, এক নতুন রাজনৈতিক আবহাওয়া ও এক **নতুন সরকার** সৃষ্টি হবে।

বর্তমান প্রশাসন হল ভূস্বামীদের স্বার্থে যুক্ত কলম্বিয়ার ও বিদেশী ফিন্যান্স ও একচেটিয়া পুঁজির শাসন ও আধিপত্যের এক অভিব্যক্তি। এই প্রশাসন বিদেশী পুঁজি বিনিয়োগকে উৎসাহিত করে এবং বিদেশী ঋণের জন্য দ্বার অবারিত করে দিয়েছে—এটা হল পূর্ববর্তী সরকারগুলি, যাদের লোপেজ মিচেলসন তাঁর নির্বাচনী অভিযানে তীব্র-ভাবে সমালোচনা করতেন, তাদের নীতিরই অনুবৃত্তি।

১৯৭৫ সালে ঋণের পরিমাণ হল ৪০০ মিলিয়ন ডলার ও ১৯৭৬ সালে তার সাথে যুক্ত হবে আরো ৫০০ মিলিয়ন ডলার। এই হারে ১৯৭৪ সালের শেষ দিকে পরিকল্পিত বাইরের ঋণ ৩·৫ বিলিয়ন ডলার প্রশাসনের মেয়াদ শেষ হবার আগেই দ্বিগুণ হবে। এর ফলে সৃষ্টি হবে মুদ্রাস্ফীতি ও অর্থনৈতিক বিকাশের আরো বিকৃতি। এবং নতুন নতুন কর সমগ্র জনগণ, বিশেষ করে মধ্য অংশের কাছে জীবনকে আরো দুর্বিষহ করে তুলছে। এই শাসন জাতীয় সম্পদ (প্রত্যেক উন্নয়নশীল দেশের সংগ্রামে এক প্রধান বিষয়) সম্পর্কে এক নৈতিবাচক অবস্থান নিয়েছে। "জরুরী-কালীন অর্থনৈতিক পদক্ষেপের" অজুহাতে রাষ্ট্রপতি লোপেজ মিচেলসন সমৃদ্ধিশালী গ্যাসের খনিগুলিকে ব্যবহার করার জন্য বিদেশী একচেটিয়া পুঁজিপতিদের এমন সুবিধা দিয়েছে যা দেশের পক্ষে অবমাননাকর, এবং যার ফলে তারা বিনা ক্ষতিপূরণে হাইড্রোকারবন উৎপাদিত দ্রব্যগুলিকে রপ্তানি করে। 'তেলের কলম্বিয়াকরণের'(১) সাইনবোর্ডের আড়ালে 'অংশীদারিত্বের' নীতিতে সরকার আবদ্ধ হয়। নতুন নতুন ডিক্রির ফলে, সাম্রাজ্যবাদী একচেটিয়াপতিদের পক্ষে জাতীয় স্বার্থ ক্ষতিগ্রস্ত করে সঞ্চিত কয়লা ও নিকেলের খনিগুলি অধিগ্রহণ করা সহজ-তর হয়েছে।

রাষ্ট্রপতি লোপেজ মিচেলসন ঘোষণা করেছেন যে, তাঁর প্রশাসন ক্রমবর্ধমান কর্মসংস্থানের ক্ষতি না করে মুদ্রামূল্য হ্রাসের দিকে লক্ষ্য রেখে এক স্থায়ীকরণের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। এই পরিকল্পনার মধ্যে রয়েছে সেই সব পদক্ষেপ, যা একমাত্র গণ-আবেদনে গভীর বিশ্বাসী রাষ্ট্রপতিই গ্রহণ করতে পারে এবং যা অধিকাংশ জনগণের জীবনধারণের মানের বিনিময়ে শাসক মোড়লতান্ত্রিক গোষ্ঠীর জন্য অনুকূল অবস্থা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে পরিচালিত হয়।

রাষ্ট্রপতি দাবি করছেন যে কলম্বিয়াতে কোনো সংকট নেই। এর প্রমাণস্বরূপ তিনি বর্ধিত সঞ্চয় ও বিশেষ করে প্রধান প্রধান কম্পানিগুলির উচ্চ মুনাফার সংখ্যা তুলে ধরেন। তিনি আরো দাবি করেন যে প্রশাসনের সামনে যে সমস্যা রয়েছে তা অধিকতর উৎপাদন নয়, তা হল অধিকতর ব্যয়ের সমস্যা। তিনি আরো বলেন যে অধিকতর উৎপাদনের প্রশ্ন নয়, কারণ আমরা ইতিমধ্যে **পর্যাপ্তের চেয়ে** বেশি উৎপাদন করছি : তুলা, কাপড়, পোশাক, চাল, সয়াবিন ও মাংস।

শিক্ষিত ও অভিজ্ঞ এই রাষ্ট্রনায়ক এই অপরিহার্য বাস্তবকে অস্বীকার করেন যে, কলম্বিয়ার মতো **নির্ভরশীল** পুঁজিবাদী দেশে আধুনিক পুঁজিবাদ এমন একটা অযৌক্তিক অবস্থার সৃষ্টি করছে যেখানে শ্রমজীবী জনগণ তাদের শ্রমে উৎপন্ন দ্রব্য কিনতে পারে না ও ভোগও করতে পারে না। কলম্বিয়ার বাজার এত সংকীর্ণ যে সমস্ত উৎপন্ন পণ্য তাতে

---

১ ১৯৭০ সালের নির্বাচনে কমিউনিস্ট প্রার্থীরা পৌর পরিষদগুলিতে ও বিভাগীয় সভাগুলিতে নির্বাচিত হয় এবং ১৯৭৪ সালে পার্টি জাতীয় কংগ্রেসে কয়েকটি আসন অধিকার করে।

১ কলম্বিয়া তেল আমদানি করতে বাধ্য হয়েছে, কারণ বিদেশী একচেটিয়াপতিরা উচ্চ মূল্য চাপিয়ে দেওয়ার জন্য পরিকল্পিতভাবে উৎপাদন হ্রাস করেছে। আমাদের নিজেদের তেলের জন্য রাষ্ট্রীয় শোধনাগারকে এই উচ্চ মূল্য দিতে হচ্ছে। একচেটিয়াপতিরা ঘৃণাভরে ঘোষণা করেছে যে, যদি সরকার শীঘ্রই দাম না বাড়ায়, তাহলে তেল "অদৃশ্য" হতে শুরু করবে।

বিক্রি হয় না, বিশেষ করে যখন বাইরের বাজারের জন্য উৎপাদন সম্প্রসারণের প্রচেষ্টা চালানো হয়। যখন কয়েকটি উৎপন্ন দ্রব্য রপ্তানির অবস্থা খারাপ হচ্ছে তখনই এই প্রচেষ্টা করা হয়।

সমগ্র পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় সংকটের বর্তমান স্তরের যে বৈশিষ্ট্যকে প্রশাসন অস্বীকার করে তা হল যে, যখন জনগণের ক্রয় ক্ষমতা কমে যাওয়ার ফলে বাজার সংকুচিত হয়, তখন বড় বড় পুঁজিবাদী উদ্যোগগুলির মুনাফা ক্রমাগত বাড়ছে, মূল্য উচ্চ রাখা হয়েছে। এর ফলে বাজার সংকুচিত হয়েছে এবং জনগণের ক্রয় ক্ষমতাও কমে এসেছে।

জনগণ দেখতে পাচ্ছে যে কাজের মজুরি ও প্রধান প্রধান প্রয়োজনীয় দ্রব্যগুলির মূল্য বেড়ে চলেছে, যদিও বেকারি বাড়ছে। স্থায়িত্বের পরিকল্পনা, প্রকৃতপক্ষে, আরো মুদ্রাস্ফীতি, উচ্চ মূল্য ও বেকারি সৃষ্টি করছে এবং এই পরিকল্পনা কেবলমাত্র ইয়াঙ্কী সাম্রাজ্যবাদ, ভূস্বামী ও বড় বড় দেশীয় একচেটিয়া পুঁজির স্বার্থে ব্যবহৃত হচ্ছে। সামগ্রিকভাবে, শ্রমিকশ্রেণী, কৃষক ছোটখাটো কারিগর ও সাধারণভাবে মধ্যবর্গ শুধুমাত্র আপেক্ষিক(১) দারিদ্র্যই নয়, চরম দারিদ্র্যের মধ্যে পড়ছে। গণসংগ্রামের বিকাশের ক্ষেত্রে ও উন্নত জীবনধারণের মান ও উন্নত কাজের অবস্থার জন্য সংগ্রামে জনগণের সমাবেশ ঘটানোর ক্ষেত্রে এই সব হল মূর্ত, সক্রিয় উপাদান।

কলম্বিয়াতে নতুন ঘটনা হল গণআন্দোলনের তরঙ্গ। কিছু কিছু গণতান্ত্রিক গ্যারান্টি ও অধিকার অর্জনের ফলে, গণকার্যক্রম ও সংগঠনের পক্ষে এক সম্পূর্ণ নতুন আবহাওয়া সৃষ্টি হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, এই সব গণতান্ত্রিক অধিকার হল রাস্তায় মিছিল করার ও বিক্ষোভ প্রদর্শনের স্বাধীনতা যা একনায়কতন্ত্র জরুরী অবস্থার (জাতীয় মোর্চার সাম্য ব্যবস্থার বছরগুলিতে বৃহৎ বুর্জোয়া শাসনের এক প্রিয় রূপ) দীর্ঘ সময়ে বাতিল করেছিল।

কিন্তু আমরা কমিউনিস্টরা 'শাসনতান্ত্রিকতা' বা 'কলম্বিয়ার গণতন্ত্রের' বিস্তৃতি সম্পর্কে কোনো মোহ রাখি না। অন্যান্য বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার মতো, এটা হল প্রধানত বৃহৎ পুঁজির স্বার্থে এক বিকৃত গণতন্ত্র। বৃহৎ পুঁজি তার শ্রেণী শাসনের **এক হাতিয়ার হিসাবে** কিছু কিছু গণতান্ত্রিক রূপকে ব্যবহার করে।

যখনই সম্ভব, তখন মোড়লতন্ত্র ধর্মঘট নিষিদ্ধ করে, ট্রেড ইউনিয়নগুলির আইনগত অধিকার বাতিল করে এবং কার্ফুর মতো পদক্ষেপগুলির মাধ্যমে গণধর্মঘটগুলিকে দমন করে। কৃষক, শ্রমিক ও ছাত্র হত্যা চলতে থাকে। বিক্ষোভে অংশগ্রহণকারীদের, ধর্মঘটী ও রাজনৈতিক প্রচারকদের গ্রেপ্তার করা হয়। গ্রামাঞ্চলে ব্যাপক সামরিক অভিযান চালানো হয়। সেখানে একমাত্র শাসনকর্তা হল সামরিক বাহিনী ও পুলিস—যারা গেরিলা-বিরোধী সংগ্রামে তাদের ব্যর্থতার জন্য কৃষকদের উপর প্রতিশোধ নেয়। খাদ্যদ্রব্যের রেশনিং প্রবর্তিত হয়েছে ; ইচ্ছামতো আটক ও অত্যাচার নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা।

---

১ সামগ্রিকভাবে, পুঁজির মালিকদের মতো, তাদের আয় 'এত দ্রুত' বাড়ছে না। রাষ্ট্রপতি লোপেজ মিচেলসন কংগ্রেসে তাঁর বাণীতে এটা স্বীকার করেছেন।

নাগরিক অধিকরের ক্ষেত্রে যে সব সাফল্য অর্জিত হয়েছে তা সীমাবদ্ধ ও তাদের অপরিবর্তনীয় বলে গণ্য করা যায় না। কিন্তু এসব সাফল্যের ফলে গণতন্ত্রের সংগ্রামকে সম্প্রসারিত করতে ও গণসংগ্রাম ও সংগঠনগুলির ক্ষেত্রে বাধা দূর করতে সুবিধা হয়। সরকারি নিষেধাজ্ঞা ও বাধাকে 'লঙ্ঘন' করতে ভীত না হয়ে জনগণ যে গণসংগ্রাম পরিচালনা করে যে পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছে, তার একটা গুরুত্বপূর্ণ দিক হল এটা।

লোপেজ মিচেলসনের প্রশাসনের সূচনা থেকেই জনগণের এক বিরাট অংশ নিষ্ক্রিয় প্রত্যাশা থেকে বিক্ষোভ প্রদর্শন, প্রতিবাদ ও সংগ্রামের দিকে এগিয়ে গেছে। ফলে, প্রশাসনের মর্যাদাহানি ঘটে এবং এটা গণসংগ্রাম ও আরো আমূল পরিবর্তনের দাবিগুলিকে উৎসাহিত করেছে।

জনগণের প্রকৃত স্বাধীনতার জন্য, শ্রমিক ও গণ-আন্দোলনকে ব্ল্যাকমেল করতে সরকার কর্তৃক ব্যবহৃত জরুরী অবস্থা ঘোষণার বিরুদ্ধে, শ্রমিক ও ট্রেড ইউনিয়নগুলির অধিকারের জন্য, ট্রেড ইউনিয়নগুলির উপর পুলিসের নজর দেওয়ার বিরুদ্ধে, ধর্মঘটের সময় সালিসী বিচার অনুষ্ঠিত হওয়ার বিরুদ্ধে গ্রামীণ শ্রমিক যাদের সংগঠনগুলি ভূস্বামী ও তাদের সেবাদাস আমলাতন্ত্র কর্তৃক নির্যাতিত ও যাদের জমি গেরিলা-বিরোধী সংগ্রামের অজুহাতে সামরিক বাহিনী কর্তৃক অধিকৃত, তাদের স্বাধীনতা ও অধিকারের জন্য, জনগণের স্বাধীনতাকে লঙ্ঘন করে এমন সব প্রতিক্রিয়াশীল আইন প্রত্যাহারের জন্য, এবং মার্কিন সামরিক মিশন যাদের বিশেষ সুবিধা জাতীয় সার্বভৌমত্ব ও অর্থনৈতিক স্বার্থকে ক্ষতিগ্রস্ত করে, তাদের দ্বারা পৃষ্ঠপোষিত প্রতিক্রিয়াশীল সামরিক বাহিনীর বিরুদ্ধে সংগ্রামকে সম্প্রসারিত করার প্রয়োজনীয়তার উপর কমিউনিস্ট পার্টি সম্প্রতি জোর দিচ্ছে।

শ্রমিকশ্রেণীর ক্রমবর্ধমান ভূমিকার সাথে সংগ্রামের এই জোয়ারের এক প্রত্যক্ষ সম্পর্ক আছে। শ্রমিক ও কর্মচারী, উভয়ের ধর্মঘট ক্রমশ বেড়ে চলেছে এবং সরকারি পদক্ষেপগুলির বিরুদ্ধে প্রতিবাদে বড় বড় জমায়েত ও বিক্ষোভ প্রদর্শন অনুষ্ঠিত হচ্ছে। **নাগরিকদের ধর্মঘট** হল গণসংগ্রামের একটা রূপ যা কলম্বিয়ার বৈশিষ্ট্য। এই ধর্মঘটে একটা গোটা নগর বা জেলা জড়িয়ে পড়ে। জল বা বিদ্যুৎ সরবরাহ, গণ-পরিবহণ ব্যবস্থা, বিদ্যালয় প্রভৃতি সমস্যাসমূহের কার্যকর সরকারি সমাধানের জন্য দাবির সমর্থনে এই সব ধর্মঘট ডাকা হয়।

বিভিন্ন অঞ্চলে সংগ্রামের যে অন্য একটা ধরনও ব্যবহৃত হয়, তা হল যানবাহনের রাস্তা বন্ধ করে দেওয়া। এটা করা হয় সাধারণত যানবাহনের ক্রমবর্ধমান খরচের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার জন্য।

বাসস্থানের জন্য আন্দোলন এক গণ-চরিত্র ধারণ করেছে। এই আন্দোলন প্রায়ই এক তীব্র সংঘর্ষে পরিণত হয়। এই সংঘর্ষে আন্দোলনকারীরা সম্প্রসারমান শহরগুলিতে অত্যন্ত কঠিন বাসগৃহ সমস্যা সমাধানের প্রচেষ্টায় খালি জমিগুলি দখল করে।

গ্রামাঞ্চলে ক্ষেতমজুররা ও দরিদ্র কৃষকরা বড় বড় ভূস্বামীদের অকর্ষিত জমি দখল করছে। তারা প্রায়ই আধা-

সামন্ত-তান্ত্রিক স্বার্থের "পবিত্র অধিকার" রক্ষাকারী সামরিক বাহিনীকে প্রতিরোধ করে।

গণ-আন্দোলনগুলি রাজনৈতিক আন্দোলনে(১) রূপান্তরিত হচ্ছে এবং কমিউনিস্টরা এটাকে অবশ্যই উৎসাহিত করবে।

প্রসারমান গণ-সংগ্রামগুলিকে এক স্রোতোধারায় মিলিত করার জন্য ও তাদেরকে নির্দিষ্ট মোড়লতন্ত্র-বিরোধী ও সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী লক্ষ্যাভিমুখী এক জাতীয় সংগ্রামে পরিণত করার জন্য আমরা অনেক কিছু করছি।

এই গুরুত্বপূর্ণ কাজ সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে আমরা অবশ্যই গণসংগ্রামের রাজনৈতিক মান উন্নত করব। দক্ষিণপন্থী সুবিধাবাদী মনোভাবের (সম্প্রতি লোপেজ মিচেলসনের প্রশাসন সম্পর্কে মোহের সাথে প্রধানত যুক্ত) সাথে ও যে-সব নৈরাজ্যবাদী ও হঠকারী দৃষ্টিভঙ্গি গুরুতর বিপদ সৃষ্টি করে, তাদের সাথে সংগ্রামে সঠিক সমাধান বার করা একান্ত জরুরী। এক সুসংগত প্রলেতারীয় রূপ ছাড়া গণ-আন্দোলন প্রায়ই অপরিণত স্বতঃস্ফূর্ত বিক্ষোভে পরিণত হতে পারে। এটা শ্রেণীশত্রুকে প্ররোচনা সৃষ্টি করার সুযোগ দেয়।

কমিউনিস্ট দৃষ্টিভঙ্গিতে, ক্রমবর্ধমানভাবে সক্রিয় জনগণের মধ্যে প্রভাব বিস্তারের জন্য ক্রমবর্ধমান মতাদর্শগত ও রাজনৈতিক সংগ্রামের কারণগুলি হল ঃ উগ্র-বামপন্থী গোষ্ঠীগুলির উদ্ভব যারা কিছু কিছু সমর্থন জোগাড় করতে পেরেছে; প্রতিদ্বন্দ্বী উদারনৈতিক ও রক্ষণশীল পার্টিগুলির মধ্যে সংঘর্ষে প্রতিফলিত চিরাচরিত দুই পার্টি ব্যবস্থার দুর্বল হওয়া, জরুরী সামাজিক-রাজনৈতিক পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে জনগণের উপলব্ধি, কমিউনিস্ট পার্টির ক্রমবর্ধমান ভূমিকা যার বিরুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদ ও বৃহৎ বুর্জোয়ারা, ক্রমবর্ধমানভাবে পরিবর্তনকামী জনগণকে বিপথে পরিচালিত করার আশায় কিছু কিছু "উগ্র বিপ্লবী দলগুলিকে" লেলিয়ে দিচ্ছে।

আমরা উপলব্ধি করি যে সমস্ত ধরনের সংগ্রামে একমাত্র দৃঢ় ও সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে আমরা গণ-আন্দোলনকে এক সঠিক চরিত্র দিতে পারি ও নৈরাজ্যবাদী ঝোঁকগুলিকে কাটিয়ে উঠতে সাহায্য করতে পারি। অন্য কথায়, গণ-আন্দোলনগুলিতে আমাদের প্রতিদিনকার উদ্দেশ্যমূলক সক্রিয় কাজই ইয়াঙ্কী সাম্রাজ্যবাদ ও দুই পার্টির প্রাধান্যের বিরুদ্ধে জনগণকে কাজে উৎসাহিত করতে পারে এবং কাঠামোগত সঙ্কট থেকে এক প্রকৃত গণ-তান্ত্রিক পথ বার করাকে সুনিশ্চিত করতে পারে।

রাজনৈতিক ঘটনাবলী যে দিক নিচ্ছে তা জনগণের সংগ্রাম, জনগণ ও শ্রমিকশ্রেণীর ঐক্যের উপর নির্ভর করে। ইতিহাস প্রমাণ করে যে শ্রমিকশ্রেণী ও সমগ্রভাবে জনগণের ঐক্যের অভাবেই বড় বড় বুর্জোয়া ও তার মিত্রদের ক্ষমতা বেড়ে যায়।

ঠাণ্ডা লড়াইয়ের সময়, সরকারি ক্ষমতা ছিল সবচেয়ে প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠীর হাতে, যারা ফ্যাসিবাদী ধারণা, বিশেষ করে, এবং ফ্রাঙ্কো সংস্করণ দ্বারা প্রভাবিত হত এবং গণ-বিরোধিতাকে দমন করার জন্য সরকারি নীতি ছিল "আগুন ও তরবারির" নীতি। যেসব পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে, চিলিতে ফ্যাসিবাদী অত্যাচারের তার সঙ্গে পদ্ধতিগুলির মিল আছে।

শ্রমিকশ্রেণীকে বিভক্ত করার জন্য এক অভিযান পরিচালনা করা হয়। ঐক্যবদ্ধ ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্র (সি টি সি) সর্বদা নির্যাতিত হত। বৃহৎ পুঁজিপতি ও মার্কিন দূতাবাসের সমর্থনে ক্যাথলিক চরিত্রের এক ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্র সংগঠিত হয়। একে বলা হয় কলম্বিয়ার শ্রমিক ইউনিয়ন। এটা ভালোমতো অর্থকরী সাহায্য পায় এবং ১৯৪৮ থেকে ১৯৫৮, এই তিন্ত দশকে এটা ছিল একমাত্র সরকারিভাবে স্বীকৃত শ্রমিকদের কেন্দ্র। এর মঞ্চ ছিল উগ্র কমিউনিজম-বিরোধিতা ও শ্রেণী সহযোগিতার মঞ্চ।

১৯৬০ সালে কাটাগেনা শহরে সি টি সি-র কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়। সরকার দাবি করে যে উদারনৈতিক ট্রেড ইউনিয়ন নেতারা কমিউনিস্টদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করবে। পুলিস কংগ্রেস থেকে বেশিরভাগ ট্রেড ইউনিয়নের প্রতিনিধিদের বিতাড়িত করে। তার পর সি টি সি মার্কিন দূতাবাসের এক ঘৃণ্য লেজুড়ে পরিণত হয়।

কমিউনিস্ট ও অন্যান্য স্বাধীন শ্রমিক সংগঠনগুলি ট্রেড ইউনিয়ন ঐক্য ও সংহতির এক কমিটি স্থাপন করে। তারা সি টি সি কংগ্রেসে বিতাড়িত সংগঠনগুলিকে ঐক্যবদ্ধ করে। তারা কলম্বিয়ার শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়ন কনফেডারেশন (সি এম টি সি) নামে এক স্বাধীন শ্রেণীগত চরিত্রের এক সংগঠন প্রতিষ্ঠা করতে সিদ্ধান্ত নেয়। এই সংগঠন দৃঢ়ভাবে শ্রমজীবী জনগণের স্বার্থকে তুলে ধরে এবং ঐক্যবদ্ধ কাজের সাংগঠনিক ভিত্তিতে পরিণত হয়। ঐ প্রলেতারীয় লেবার কেন্দ্র ১৯৬৪ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। এই কেন্দ্র দুই লক্ষ শ্রমিকের প্রতিনিধিত্ব করে। দশ বছর ধরে উদারনৈতিক-রক্ষণশীল শাসন একে মেনে নিতে অস্বীকার করে। শেষে, ১৯৭৪ সালের ২০ আগস্ট লোপেজ মিচেলসন প্রশাসন একে আইনগত স্বীকৃতি দেয়।

সি এস টি সি তার দ্বিতীয় কংগ্রেস, ঐক্যের কংগ্রেসের জন্য প্রস্তুতি শুরু করে। তার প্রচেষ্টা ব্যাহত করার জন্য শাসকশ্রেণী তাদের যথাসাধ্য করেছিল। তারা জোর গলায় কুৎসা ও উত্তেজনাপূর্ণ প্রচারাভিযান পরিচালনা করে। এর নেতৃত্ব দেয় শ্রমমন্ত্রী যিনি অভিযোগ করেন যে সি এস টি সি **নাগরিকদের ধর্মঘটের** মাধ্যমে সরকারের পতন ঘটাবার উদ্দেশ্যে অন্তর্ঘাতমূলক কাজকর্ম চালাচ্ছে। এসব উস্কানি দেবার পিছনে যে উদ্দেশ্য আছে তা হল শুধুমাত্র সি এস টি সি-র বিরুদ্ধেই নয়, সামগ্রিকভাবে গণ-সংগ্রামের বিরুদ্ধে একটা আঘাত হানা।

একদম শেষ মুহূর্তে "স্বাধীন বৈপ্লবিক শ্রমিক আন্দোলন" **(মোয়ার)** নামে এক মাওবাদী গোষ্ঠী, যারা ঐক্যের প্রতি মুখে আগ্রহ দেখায় তাদেরকে দ্বিতীয় কংগ্রেসের বিরুদ্ধে ব্যবহার করা হয়। যখন **মোয়ার** নেতারা দেখলেন

---

১ গণ-আন্দোলনগুলি প্রায়ই সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী চরিত্রের এবং কমিউনিস্টরা ব্যাখ্যামূলক কাজ পরিচালনা করে। তারা উদাহরণস্বরূপ, মার্কিন ফিন্যান্সিয়াল কর্পোরেশনগুলির সাথে প্রতিকূল ঋণ চুক্তিতে আবদ্ধ সরকারি উদ্যোগগুলির দ্বারা সার্ভিস ফী নেওয়ার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ আন্দোলনকে উৎসাহিত করে।

যে, কংগ্রেসে তাঁদের প্রভাব নেই, তখন তাঁরা একে আক্রমণ করতে শুরু করেন। ঐ বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ণ গণতন্ত্র-বিরোধী কার্যকলাপকে বড় বড় বুর্জোয়া সংবাদপত্রে ব্যাপকভাবে প্রচার করা হয়।

সি এস টি সি-র দ্বিতীয় কংগ্রেস যার প্রতিনিধির সংখ্যা ছিল চার লক্ষ শ্রমিক, তা বিরাটভাবে সাফল্যমণ্ডিত হয়। এই কংগ্রেস শ্রমিকশ্রেণীর ঐক্যের এক নতুন সম্ভাবনা উন্মুক্ত করে। শ্রেণীসংগ্রামের ময়দানে পার্টি এই ঐক্য সৃষ্টি করছিল। এর অর্থ হচ্ছে অধিকতর কমিউনিস্ট দায়িত্ব ও ঐক্যের জন্য বৈপ্লবিক প্রচেষ্টার ক্ষেত্রে ব্যাপকতর কর্তব্য।

বর্তমানের জন্য পার্টি নিম্নলিখিত প্রধান প্রধান কর্তব্য স্থির করেছে : ১। ঐক্যের প্রক্রিয়াকে সংহত করা ও নতুন নতুন ক্ষেত্রে, স্বাধীন সংগঠনগুলিতে এবং সি টি সি ও ইউ টি সি-র সাধারণ কর্মী পর্যন্ত এই প্রক্রিয়াকে সম্প্রসারিত করা; ২। শিল্প ও কৃষি কেন্দ্রগুলিতে নতুন নতুন ট্রেড ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠা করা, শ্রমজীবী জনগণের অসংগঠিত অংশকে সংগঠিত করা; ৩। ব্যাপক সংহতিমূলক প্রচারাভিযান চালিয়ে প্রতিটি গণ-আন্দোলনকে সমর্থন করা : এটা হল শ্রমিকশ্রেণীর কর্তব্য ও শ্রমিকশ্রেণী ও সমগ্র জনতার মধ্যে ঐক্য স্থাপনের সবচেয়ে ফলপ্রসূ পথ; ৪। মার্কসবাদ-লেনিনবাদের ভাবধারায় শ্রমজীবী জনগণকে শিক্ষিত করে, তাদের শ্রেণী-চেতনা উন্নত করতে সক্রিয়ভাবে সাহায্য করা।

গণঐক্য সৃষ্টির পথ এক কঠিন পথ। ব্যাপক কলম্বিয়া আন্দোলন, যা হল **এনাপো** থেকে ভেঙে বেরিয়ে আসা এক গোষ্ঠী, তার উদ্যোগে ১৯৭২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে গঠিত জাতীয় বিরোধী মোর্চা (ইউ এন ও)—বামফ্রন্টের অন্তর্ভুক্ত হল কমিউনিস্ট পার্টি। প্রাথমিক স্তরে, **ইউ এন ও**-র মধ্যে ছিল ব্যাপক কলম্বিয়ার অন্দোলন **(ম্যাক)**, কমিউনিস্ট পার্টি ও ক্ষুদ্র খ্রিস্টিয়ান-গণতান্ত্রিক পার্টি। এই পার্টি চিলির ঘটনাবলীর প্রসঙ্গে শীঘ্রই ফ্রন্ট ত্যাগ করে। **ইউ এন ও** যৌথভাবে নয় দফা কর্মসূচী রচনা করে এবং সমাজতন্ত্রে উত্তরণের দীর্ঘমেয়াদী সম্ভাবনা সহ কৃষি ও সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী বিপ্লব সম্পন্ন করার ভিত্তি হিসাবে ঐ কর্মসূচী প্রচার করা হয়। ইউ এন ও প্রতিষ্ঠিত হওয়ার এক বছর পর এতে **মোয়ার** গোষ্ঠী যোগ দেয়। এই গোষ্ঠী নির্বাচনে অংশগ্রহণ না করার এবং অন্যান্য প্রতিদ্বন্দ্বী মাওবাদী গোষ্ঠী দ্বারা প্রস্তাবিত সশস্ত্র সংগ্রামের শ্লোগান পরিত্যাগ করে।

আগে উল্লেখ করা হয়েছিল যে কমিউনিস্ট পার্টির ঐক্যের নীতির জন্যই **ইউ এন ও** রাষ্ট্রপতি পদের জন্য তার নিজের প্রার্থী ও কংগ্রেসে, বিভাগীয় পরিষদে ও পৌর পরিষদগুলিতে প্রার্থী তালিকা সহ ১৯৭৪ সালের নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে।

১৯৭৪ সালের মে মাসে আমাদের পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির এক সভায় বলা হয়ঃ নির্বাচন প্রমাণ করে যে ইউ এন ও হল একটা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা, দেশপ্রেমিক জাতীয় মুক্তি ফ্রন্টের একটা সূত্রপাত। এটা সংগ্রামের একটা শিক্ষা-কেন্দ্র। এটা সংকীর্ণতাবাদের প্রতি বিরোধিতাকে শক্তিশালী করেছিল। এর ফলে সমগ্র দেশের পক্ষে এক ঐক্যের শক্তি হিসাবে কমিউনিস্ট পার্টির ভূমিকাকে বোঝা সম্ভব হয়েছিল।

যাই হোক, দক্ষিণপন্থী ও বামপন্থী ঝোঁকগুলি ইউ এন ও-র বিকাশধারাকে সাময়িকভাবে বিশ্লেষণ করেছিল। এক উদারনৈতিক দলের আবির্ভাব ঘটে যারা লোপেজ মিচেলসন প্রশাসনের সাথে আপস করার পক্ষে ওকালতি করে। একই সাথে **মোয়ার** সংকীর্ণতাবাদী অবস্থানে চলে যায় এবং এর সমর্থকরা ঐক্যের প্রক্রিয়াকে সংকুচিত করতে ও বাধা দিতে চেষ্টা করে। ১৯৭৪ সালের বামপন্থী ব্যাপক কলম্বিয়ার আন্দোলনে তিনজন এম পি নির্বাচিত হয়। তাদের অস্থির অবস্থানের সমালোচনা করার পর ও "বৈদেশিক আশ্রয় ছাড়া" এক সমাজতান্ত্রিক পার্টি প্রতিষ্ঠিত করার ইচ্ছা ঘোষণা করে তাঁরা নির্বাচিত হন। কমিউনিস্ট পার্টি মনে করে যে ঐক্যের নীতির দ্বারা, সদস্যসংখ্যা বাড়িয়ে, ও তার কর্মসূচীকে রক্ষা ও প্রচার করে **ইউ এন ও**-র সংকটকে কাটিয়ে ওঠা যায়।

এনাপোর মধ্যে সংগ্রাম হল সমস্ত বামশক্তির ঐক্যের সমর্থন ও বিরোধীদের মধ্যে সংগ্রাম। এখানে এখনো এক শক্তিশালী জাতীয়তাবাদী ঝোঁক আছে। এই ঝোঁকের ধারকেরা "দুই সাম্রাজ্যবাদ" সম্পর্কিত এক ভ্রান্ত তত্ত্বকে সমর্থন করে। কিন্তু বামপন্থী মতবাদ অগ্রসর হচ্ছে এবং সাধারণ কর্মীরা আরো বেশি বেশি করে ঐক্যবদ্ধ কার্যক্রমের প্রয়োজনীয়তা বুঝতে পারছেন। কলম্বিয়ার পেরন, রোজাস পিনিল্লার মৃত্যুর পর থেকে কমিউনিস্টরা **এনাপোর** বামপন্থী শক্তিগুলির সাথে ঐক্যবদ্ধ কার্যক্রমের জন্য চেষ্টা করে আসছে এবং এর আঞ্চলিক সংগঠনগুলিতে কাজ করছে। চিরাচরিত 'কডিল্লিসমো'-র বিরুদ্ধে ঐক্যের নীতি ও যৌথ কার্যক্রম এগিয়ে চলেছে। এসব হল নতুন পরিস্থিতির **নতুন নতুন** দিক।

কলম্বিয়াতে রাজনৈতিক পরিস্থিতির সমালোচনামূলক বিশ্লেষণ কি এই সিদ্ধান্ত প্রমাণ করে যে এর ফলে অপরিহার্যভাবে আরো সংঘাত সৃষ্টি হবে, এক স্থায়ী জরুরী অবস্থা প্রবর্তিত হবে, এক গণতন্ত্র-বিরোধী স্বৈরাচারী সরকার প্রতিষ্ঠিত হবে এবং এমন কি কোনো প্রতিক্রিয়াশীল কু-দ্যেতা সংগঠিত হবে? অবশ্য বিপদ রয়েছে; কিন্তু একে এড়ানো যাবে।

কমিউনিস্ট পার্টি বৃহৎ ভূস্বামীদের সাথে মৈত্রীবদ্ধ সাম্রাজ্যবাদের সমর্থক ক্ষমতাসীন বৃহৎ পুঁজিপতিদের অনুষঙ্গ বলে নতুন প্রশাসনকে সংজ্ঞায়িত করেছে। যাই হোক, যে জনগণ এই প্রশাসনকে নির্বাচিত করেছিল তাদেরকে দেওয়া প্রতিশ্রুতি পালন করা, এবং জনগণের বিশ্বাস না হারিয়ে জরুরী অবস্থাকালীন পদক্ষেপ ও গণ-নির্যাতনের আশ্রয় নেওয়া এই প্রশাসনের পক্ষে সহজ হবে না। এই সব উদারনৈতিক পার্টি যার অন্তর্ভুক্ত হলেন রাষ্ট্রপতি তার নেতৃত্বের স্বার্থের পরিপন্থী হবে। এবং এর মধ্যেই এই সরকারের নীতিসমূহের(১) "সংস্কারবাদী" দিকগুলির ব্যাখ্যা মিলবে।

অধিকন্তু, লোপেজ মিচেলসন মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের

---

১ উদাহরণস্বরূপ, সি এস টি সি-র আইনগত স্বীকৃতি, কারখানা চলাকালীন নার্সারি সম্পর্কিত নিয়ম, নারীদের অধিকার সম্প্রসারণ, রাষ্ট্র কর্তৃক পরিচালিত বিশ্ববিদ্যালয়গুলির রেকটর হিসাবে কয়েকজন গণতন্ত্রীদের নিয়োগ ইত্যাদি।

লুণ্ঠনের নীতি বিভিন্নভাবে যার বিরোধিতা হচ্ছে তার প্রতি ক্রমবর্ধমান প্রতিরোধ ও বিভিন্নভাবে লাতিন আমেরিকার কয়েকটি সরকার দ্বারা প্রভাবিত হচ্ছে। গণমতের চাপে কলম্বিয়া সমাজতান্ত্রিক কিউবার সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক (ও এ এস-এর নিষেধাজ্ঞার বিরুদ্ধে) পুনরায় স্থাপন করেছে এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন ও অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশের সাথে ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধি করতে তৎপর হয়েছে, যদিও রাষ্ট্রযন্ত্রে সাম্রাজ্যবাদী চর দ্বারা কৃত্রিমভাবে সৃষ্ট বাধাগুলি এর প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে। প্রশাসন কিছু পরিমাণে ভেনেজুয়েলা ও ইকুয়েডর-এর সাথে সংহতিতে আবদ্ধ। ভেনেজুয়েলা ও ইকুয়েডর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক গৃহীত বৈষম্যমূলক বাণিজ্য সংস্কার আইনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করছে। কূটনৈতিক কারণে এই প্রশাসন ক্যানাল জোনের উপর সার্বভৌমত্ব পুনরুদ্ধার করার জন্য পানামার জনগণ ও সরকারের সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রামকে সমর্থন করছে।

কমিউনিস্ট পার্টি মনে করে যে সারা বিশ্বব্যাপী সাম্প্রতিক ঘটনাবলী কলম্বিয়া পরিস্থিতির উপর এক ইতিবাচক ছাপ ফেলেছে। আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির বৈশিষ্ট্য হল যে শান্তি, প্রগতি ও সমাজতন্ত্রের শক্তিগুলির অগ্রগতি ঘটছে। আন্তর্জাতিক উত্তেজনা প্রশমন এই প্রক্রিয়াকে আরো আলোকিত করছে ও সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামকে উৎসাহিত করছে। সোভিয়েত ইউনিয়ন ও সমাজতান্ত্রিক গোষ্ঠীর অন্যান্য দেশ কর্তৃক অনুসৃত শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের সুসংগত নীতি জনগণের স্বার্থে স্পষ্ট ফল সৃষ্টি করছে। মাওবাদী ও ট্রটস্কীপন্থীদের যুক্তি যা বাস্তব বহুদিন আগেই নাকচ করে দিয়েছে, তার বিরোধিতা করে উত্তেজনা প্রশমন উন্নত সুযোগের পথ উন্মুক্ত করছে, বৈপ্লবিক পরিবর্তনকে বাধ্য দেওয়া তো দূরের কথা।

কিন্তু উত্তেজনা প্রশমনের নীতির অর্থ আমাদের দিক থেকে নিষ্ক্রিয়তা নয়। এই নীতি সতর্কতা দাবি করে, কারণ শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের নীতিগুলিকে ব্যর্থ করতে সচেষ্ট ও যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতির জন্য আহ্বানকারী আগ্রাসী প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলি সক্রিয় রয়েছে। আমরা কলম্বিয়া ও ভেনেজুয়েলার মধ্যে "মতের পার্থক্য" মনোযোগ সহকারে লক্ষ্য করছি। এই দুই দেশের শাসকগোষ্ঠী মহাদেশীয় জলমগ্ন চড়া নিয়ে সীমান্ত সম্পর্কিত পুরানো মতবিরোধের ব্যাপারে আপস করতে পারছে না। এর প্রধান কারণ হল যে, তারা জাত্যভিমানী গোষ্ঠীর অসন্তোষকে ভয় পায় এবং মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ এদের একজনকে অপর জনের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দেয়।

এই জন্যই, ১৯৭৪ সালের নভেম্বর মাসে ভেনেজুয়েলা ও কলম্বিয়ার কমিউনিস্ট পার্টির যৌথ বিবৃতিতে যে কর্তব্য স্থির করা হয়েছে তা পালন করা গুরুত্বপূর্ণ। এই বিবৃতিতে আমাদের দুই দেশের জনগণের মধ্যে ভ্রাতৃপ্রতিম সম্পর্ককে শক্তিশালী করতে, সামরিক সংঘাত অসম্ভব করে তুলতে আহ্বান জানানো হয়। যে-সব শক্তি ভেনেজুয়েলায় ঘোষিত তেল জাতীয়করণকে বাধা দিতে ও দুই দেশে গণতান্ত্রিক সংগ্রামের জোয়ারকে জোরপূর্বক প্রতিরোধ করতে চেষ্টা করছে তারা এই সামরিক সংঘাতকে উস্কে দিচ্ছে।

ডিসেম্বর মাসে কমিউনিস্ট পার্টির দ্বাদশ কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হবে। এই কংগ্রেস কলম্বিয়ার বৈপ্লবিক প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে এক প্রধান স্মরণীয় ঘটনা। এর জন্য প্রস্তুতি পার্টি সদস্যদের পার্টি নীতিগুলি সম্পর্কে আলোচনা ও বিশ্লেষণ করতে সুযোগ দেবে। এটা যৌথ প্রচেষ্টা দ্বারা ভুলগুলিকে সংশোধন করতে, বৈপ্লবিক কাজের ত্রুটিগুলিকে দূর করতে ও নতুন স্তরের জন্য পার্টির নির্দেশের রূপরেখা স্থির করতে সাহায্য করবে। এই বিশ্লেষণ ও আলোচনার সাথে যুক্ত করতে হবে গণসংগ্রামে শ্রেণীযুদ্ধে ও উন্নত পর্যায়ের ব্যাপকতর সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রামে অধিকতর সক্রিয় অংশগ্রহণকে।

কংগ্রেসের জন্য প্রস্তুতিও পার্টি তৈরি করার পরিকল্পনার রূপায়ণের সাথে যুক্ত। ঐক্যবদ্ধ কার্যক্রমের সম্প্রসারণের জন্য বিরাট পার্টি সদস্য সংখ্যার প্রয়োজন হয়। এটাই হল পার্টির কাজকে গুণগতভাবে উন্নত করার ভিত্তি।

পূর্বের মতোই, কলম্বিয়ার কমিউনিস্ট পার্টি প্রলেতারীয় আন্তর্জাতিকতাবাদ ও মার্কসবাদ-লেনিনবাদের ভিত্তিতে আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের ঐক্য বৃদ্ধি করাকে তার কর্তব্য বলে মনে করে। একই সঙ্গে, আমরা বিশ্বব্যাপী সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী মোর্চা সৃষ্টির ক্ষেত্রে আমাদের সাধ্যমত অবদান রাখছি। এই সব হল এই সময়ের প্রধান উদ্দেশ্য।

বুর্জোয়া স্বাধীনতার ক্রোড় থেকে রাষ্ট্রীয় একচেটিয়া পুঁজিবাদ

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে পত্রাবলী

উত্তর আমেরিকায় বিপ্লবের দ্বিশতবার্ষিকী উপলক্ষে

দু-শ' বছর আগে ১৭৭৫ সালের ১৯ এপ্রিল লেক্সিংটনে গুলি-গোলা আওয়াজের মধ্য দিয়ে যে বিপ্লবী যুদ্ধের সূচনা হয়, তা একটি স্বাধীন রাষ্ট্র—মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জন্মের মধ্যে পরিণতি লাভ করে।(১) উইলিয়াম জেড ফস্টার বলেন, এটা সারা পৃথিবী জুড়ে শোনা গিয়েছিল। আমেরিকার বিপ্লবের ফলাফল আমেরিকা মহাদেশের সীমানা ছাড়িয়ে যায়।

আমেরিকার বিপ্লবের প্রগতিশীল তাৎপর্য কি? কেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কমিউনিস্টরা ও তাদের সাথে অন্যান্য দেশের মার্কসবাদীরা এই দ্বিশতবার্ষিকী পালনের ব্যাপারে তাদের মতামত ব্যক্ত করাকে গুরুত্বপূর্ণ মনে করে?

আমেরিকার বিপ্লবের বিশ্বব্যাপী তাৎপর্যের ওপর জোর দিয়ে মার্কস বলেন যে, গ্রেট ব্রিটেনের মার্কিন উপনিবেশগুলিতে "এক মহান গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের ধারণা প্রথম উদ্ভূত হয় যখন মানবাধিকারের প্রথম ঘোষণা প্রকাশিত হয় এবং অষ্টাদশ শতাব্দীর ইয়োরোপীয় বিপ্লবের প্রথম প্রেরণা সৃষ্টি হয়।"(২)

কিন্তু মার্কস এই বিপ্লবের সীমাবদ্ধতার কথাও বলেন যা "মধ্যবিত্তশ্রেণীর উদয়ের নতুন যুগের সূচনা করে" এবং সেই কারণেই এর নেতাদের দ্বারা প্রচারিত গণতান্ত্রিক নীতিগুলো মেনে চলতে, বিশেষ করে, ক্রীতদাস প্রথা বিলোপে সক্ষম হয় নি। মার্কস ও এঙ্গেলস আগেই দেখেছিলেন যে, বিপ্লবের ঐতিহ্য ও বুর্জোয়া গণতন্ত্রের প্রতিশ্রুতিগুলো পুঁজিবাদী বিকাশের মাধ্যমে নষ্ট হবে এবং তিনি ব্যাখ্যা করেছিলেন কেমনভাবে ও কেন এটা ঘটে।

মার্কসের ধারণাকে লেনিন বিস্তৃত করেন। তিনি লেখেন, "পৃথিবীর সবচেয়ে উন্নত দেশগুলির কোনো **একটিতেও বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক** পথে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রশ্নটি পুরোপুরি সমাধান হয় নি। (কালেকটেড ওয়ার্কস, ভল্যুম ৩৩, ৫৩ পৃষ্ঠা)। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব "বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব থেকে চীনের প্রাচীর দ্বারা বিচ্ছিন্ন নয়" এটা দেখিয়ে লেনিন বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক সাফল্যগুলোকে ও বিজয়ী সর্বহারা কর্তৃক সমাজতান্ত্রিক সম্পর্ক গড়ে তোলার সূচনা হিসেবে এগুলোকে ব্যবহার করার ওপর প্রচণ্ড গুরুত্ব দেন। বিপ্লবী রাশিয়ার অভিজ্ঞতা টেনে এনে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের মধ্যেকার সম্পর্ককে তিনি নিম্নোক্তভাবে সূত্রায়িত করেন:—"প্রথমটি দ্বিতীয়টিতে বিকশিত হয়। প্রথমটির সমস্যাকে দ্বিতীয়টি সমাধান করে। দ্বিতীয়টি প্রথমটির কাজগুলোকে সংহত করে। সংগ্রাম এবং একমাত্র সংগ্রামই নির্ধারণ করে প্রথমটিকে ছাপিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে দ্বিতীয়টি কতটা সফল হবে।" (ঐ, ৫৪ পৃষ্ঠা)।

ইতিহাস এটাকে সঠিক প্রমাণিত করে। বুর্জোয়া গণতন্ত্রের দুর্গগুলিতে রাষ্ট্রীয় একচেটিয়া কর্তৃত্ববাদ শাসন করছে ও গণতন্ত্র-বিরোধী ঝোঁকগুলো বাড়ছে, কিন্তু বিগত শতাব্দীর মহান বুর্জোয়া বিপ্লবগুলোর আদর্শ সমাজতান্ত্রিক গোষ্ঠীর দেশগুলিতেই পুরোপুরি অর্জিত হয়েছে ও বিপ্লবভাবে সেগুলিকে ছাড়িয়ে যাওয়া হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ দু-শ' বছর আগে মার্কিন সংবিধান ও স্বাধীনতার ঘোষণায় উল্লিখিত বহু অধিকার রক্ষার জন্য যুক্তরাষ্ট্রের জনগণকে চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হতে হচ্ছে।

এই সংগ্রামের পুরোভাগে আছেন মার্কিন শ্রমিকশ্রেণী ও তার মার্কসবাদী-লেনিনবাদী অগ্রগামী বাহিনী। অন্যান্য দেশের কমিউনিস্টরা সারা দুনিয়া জুড়ে প্রগতিশীলেরা তাঁদের পাশে আছেন। কারণ তাদের কাছে স্বাধীনতার ঘোষণাটি মোটেই শুধুমাত্র আমেরিকার ব্যাপার নয়, পরন্তু তা সারা দুনিয়ার পক্ষে একটি ঐতিহাসিক তাৎপর্যপূর্ণ দলিল যাতে ব্রিটিশ বিপ্লব ও ফরাসি জ্ঞানীদের সমস্ত প্রগতিশীল ধ্যান-ধারণাগুলো আছে। উইলিয়াম জেড ফস্টার বলেন যে, এটা বিপ্লবে জনগণের সহজাত অধিকারগুলো দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করেছে। সেই কারণেই মার্কিন বিপ্লবের দ্বিশতবার্ষিকী আজকের দিনের সাধারণ গণতান্ত্রিক লক্ষ্যের জন্য শ্রমিক ও প্রগতিশীলদের সংগ্রামের প্রাসঙ্গিক সমস্যাদির সঙ্গে সঠিকভাবেই যুক্ত হয়েছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে দ্বিশতবার্ষিকী প্রদর্শনীয়ভাবে পালিত হচ্ছে। সরকারিভাবে ১৯৭৫ সালের ১ মার্চ এই অনুষ্ঠান শুরু হয়েছে এবং ১৯৭৬ সালের ৩১ ডিসেম্বর শেষ হবে। স্বাধীনতা যুদ্ধের কিছু কিছু ঘটনা অনুষ্ঠানের

---

১ উত্তর আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতাকে বৃটেন স্বীকৃতি দেওয়ার মধ্য দিয়ে যুদ্ধ (১৭৭৫-১৭৮৩) শেষ হয়। এটা ছিল মুক্তিযুদ্ধ এবং এটা মার্কিন বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লবের বিজয়ে পরিণতি লাভ করে।

২ মার্কস-এঙ্গেলস, নির্বাচিত রচনা সংগ্রহ, মস্কো ১৯৭৩, ২য় খণ্ড, ২২-২৩ পৃষ্ঠা।

অঙ্গ হিসাবে পুনরায় বিধিবদ্ধ করা হচ্ছে। এবং ফিলাডেলফিয়াতে স্বাধীনতার ঘোষণা স্বাক্ষরের দ্বিশতবার্ষিকী উদ্‌যাপনের মধ্যে দিয়ে ১৯৭৬ সালের ৪ জুলাই এটার পরিণতি ঘটবে।

১৯৭৩ সালের ডিসেম্বরে কংগ্রেস কর্তৃক মার্কিন বিপ্লব দ্বিশতবার্ষিকী প্রশাসন গঠনের সময় থেকে অনুষ্ঠানের বিষয়সূচী সংক্রান্ত ব্যাপারে মতবিরোধ হয়। প্রথমে ফেডারেল রাষ্ট্রীয় ও শহর প্রশাসন দ্বারা ঘোষিত দৃষ্টিভঙ্গি অনুষ্ঠানকে পুরোপুরি আনুষ্ঠানিক চরিত্র দেয়, যা দেশপ্রেমিক বক্তৃতা ও পতাকা প্রদর্শন, সামরিক বাজনার সহিত প্যারেড, কলা প্রদর্শনী, আতসবাজি পোড়ানো ইত্যাদিতে প্রকাশ পেয়েছিল। কিন্তু যতদিন যেতে লাগল, স্বাধীনতার ঘোষণায় উল্লিখিত নীতি, উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের প্রতি জনগণের উৎসর্গকে অনুষ্ঠানে পুনরায় দেখানো ও চালু করা উচিত এই মত আসতে লাগল।

এইসব ভিন্ন ভিন্ন মতগুলো তীব্র সংঘাতে পরিণত হয়েছে। মার্কিন বাস্তবতার প্রাসঙ্গিক সমস্যাদির সঙ্গে দ্বিশতবার্ষিকীকে যুক্ত করছে যে গণতান্ত্রিক জনতা, তারা পরবর্তী বক্তব্যের সপক্ষে সোচ্চার হচ্ছে। সুতরাং এটা স্পষ্টই প্রতীয়মান যে, অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক রাজনীতির ক্ষেত্রে দ্বিশতবার্ষিকী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সংগ্রামের আর একটি ক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে। ১৯৭৫ সালের ২০ এপ্রিল অনুষ্ঠানে দ্বিশতবার্ষিকী পালন ও কনকর্ড ও ম্যাসাচুসেট্‌সে ব্রিটিশ বাহিনীর সাথে উপনিবেশে বসবাসকারীদের সম্মুখ সমরের ২০০তম বার্ষিকীকে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যেও তুলে ধরার মধ্যে এটার প্রমাণ পাওয়া যায়, যা স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রারম্ভের প্রতীক। অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী ১ লক্ষ লোকের মধ্যে ৩০ হাজারই ছিল "জনগণের দ্বিশতবার্ষিকী" এই গোষ্ঠীভুক্ত। সরকারি সংগঠকদের ঠাণ্ডা যুদ্ধের প্রবক্তাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদকারীরা মার্কিন একচেটিয়া পুঁজি ও সরকারের সামরিক ব্যয়ের নিন্দা করে।

মার্কিন শাসকচক্র নির্ভীক। তারা এই অনুষ্ঠানকে ব্যবসার স্বার্থে ও অর্থনৈতিক সংকট থেকে মুক্তির প্রেরণা হিসেবে দেখে। শহর ও রাষ্ট্রীয় ফেডারেল সরকারের দ্বারা ঘোষিত শত শত ঘটনার জন্য কোটি কোটি ডলার খরচ করা হচ্ছে। উদাহরণস্বরূপ, ফিলাডেলফিয়া একাই বিশেষ বিষয় ও সাধারণের জন্য ৩৭২·৪ মিলিয়ন ডলার খরচ করছে।

এই চক্র আরও চাইছে যে, স্বাধীনতা সংগ্রামের নেতাদের বিপ্লবী-গণতান্ত্রিক বক্তব্যগুলোকে এমনভাবে ব্যাখ্যা করতে যাতে ওয়াটারগেট ঘটনার দ্বারা ব্যাপকভাবে কলঙ্কিত মার্কিন দুই-পার্টি বিশিষ্ট নির্বাচনী ব্যবস্থার প্রতি জনগণের ক্রমবর্ধমান আনুগত্যহীনতা রোখা যায়।

এছাড়া, এই চক্র মার্কিন রাষ্ট্রীয় একচেটিয়া পুঁজিবাদের বিশ্বব্যাপী লক্ষ্যের নীতির সপক্ষে দ্বিশতবার্ষিকীকে ব্যবহার করার চেষ্টা করছে। বিশ্বে শক্তির নতুন ভারসাম্য, ইন্দোচীনে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের পরাজয় ও বিশ্বের অন্যান্য অংশে পিছু হটার প্রতি অন্ধ থেকে মার্কিন আর্থিক শিল্পগত-সামরিক-রাজনৈতিক কমপ্লেক্স তাদের "শক্তির অবস্থান থেকে" অমর্যাদাকর নীতিকে আঁকড়ে ধরে আছে, এবং সামরিক উত্তেজনা প্রশমনের সাথে আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক উত্তেজনা প্রশমনের সংহতিকে বাধা দেবার চেষ্টা করছে। তাদের এই নীতির অনুসরণ মার্কিন জনগণের ক্রমবর্ধমান প্রতিরোধের সম্মুখীন হচ্ছে, যা শাসকচক্র দ্বিশতবার্ষিকীকে স্বীয় উদ্দেশ্য সাধনে লাগিয়ে ও মার্কিন বিপ্লবের সামরিক দিকটার ওপর জোর দিয়ে অতিক্রম করার চেষ্টা করছে, আর অন্যদিকে এর শ্রেণীমর্মবস্তু ও স্বাধীনতার ঘোষণার বহু প্রগতিশীল ও সাধারণ গণতান্ত্রিক বিষয়বস্তু গোপন রেখেছে যা বর্তমান সময়ে প্রাসঙ্গিক।

যেহেতু দ্বিশতবার্ষিকী প্রাসঙ্গিক ও ঐতিহাসিক, আন্তর্জাতিক ও জাতীয়, তাই এই বিশেষ বিষয়ের সংগ্রামকে কেন্দ্র করে ইস্যুগুলো সম্বন্ধে **ওয়ার্ল্ড মার্কসিস্ট রিভিউ'র** পাঠকদের অবগত করানোর প্রয়োজনীয়তা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কমিউনিস্ট পার্টি বিবেচনা করে। এজন্য বিশিষ্ট মার্কিন মার্কসবাদীরা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ২০০ বছরের ইতিহাস সম্পর্কিত তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গি ব্যক্ত করবেন। ১৯৭৫ সালের অবশিষ্টাংশে এই জার্নালে পর পর চিঠিপত্রগুলো প্রকাশিত হবে। তাঁরা দ্বিশতবার্ষিকীর মার্কসবাদী-লেনিনবাদী ব্যাখ্যা করবেন এবং মার্কিন জনগণ ও বিশ্বের পক্ষে তার অর্থ হাজির করবেন। এই চিঠিপত্রগুলোতে ব্যাখ্যা করা হবে কিভাবে গণতান্ত্রিক বিপ্লবে উদ্ভূত রাষ্ট্র বিশ্বব্যাপী প্রতি বিপ্লবের মূল শক্তিতে পরিণত হয়েছে, কিভাবে বুর্জোয়া গণতন্ত্রের ঘোষিত আদর্শগুলো সবচেয়ে উন্নত পুঁজিবাদী দেশে বুর্জোয়া গণতন্ত্রের সংকটে পরিণত হয়েছে। এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক গাস হল এই সিরিজের শেষ প্রবন্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কমিউনিস্ট পার্টির দৃষ্টিভঙ্গি ব্যাখ্যা করবেন।

এই সিরিজের প্রথম চিঠি এই সংখ্যায় আছে।

জন পিটম্যান
ইউ এস এ-র সি সি-র রাজনৈতিক কমিটির সদস্য

আমেরিকার বিপ্লবের শ্রেণী চরিত্র

হার্বার্ট আপথেকার
ডাইরেক্টর, আমেরিকান ইনস্টিটিউট অব মার্কসিস্ট স্টাডিজ

আমেরিকার বিপ্লব সম্পর্কে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এখন স্পষ্ট দুটি বিরোধী দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে। সংবাদপত্র, প্রকাশনশিল্প এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকে এই দুটি দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ন্ত্রিত করছে। একটির সংযোগ আমেরিকার বিপ্লব দুহিতাদের চিন্তাধারার সঙ্গে এবং, অন্যান্য আরও অনেকের মধ্যে, ড্যানিয়েল, জে, বুরস্টিনের রচনায় তার একটি কেতাদুরস্ত পুনর্ঘোষণা করা হয়েছে। এতে বলা হয়েছে যে, আমেরিকার বিপ্লবের অনন্য বৈশিষ্ট্য হল, এটা বিপ্লব ছিল না অথবা, খুব বেশি হলে, এটা ছিল একটা রক্ষণশীল বিপ্লব। যুক্তরাষ্ট্র সরকারের দ্বিশতবার্ষিকী কমিশনের সরকারি ঘোষণা ও চেতনায় এই চিন্তা পরিপূর্ণভাবে বিরাজ করছে।

অপর দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী আমেরিকার বিপ্লব ছিল চিন্তায় এবং কর্মে নিখুঁত, মানবিক সিদ্ধির তা ছিল সারাৎসার এবং বর্তমান ক্ষেত্রে তার প্রয়োগও সম্পূর্ণ হয়েছে। বর্তমান মার্কিন সমাজ এবং তার প্রভাবশালী নীতির ত্রুটিগুলিকে এই দৃষ্টিভঙ্গি যতটা পরিমাণে তুলে ধরছে এর মধ্যে ততটা পরিমাণেই প্রগতিশীলতা রয়েছে। কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীর ঘটনাকে একটা চিরন্তন আদর্শ হিসেবে প্রতিপন্ন করার ঝোঁকে এটা ইতিহাসকে বিকৃত করে এবং স্থিতাবস্থার ভিত্তিকে শক্তিশালী করে তোলে, বিশেষ করে এই কারণে যে, উৎপাদনের উপকরণের মালিকানা যে সব শ্রেণীর হাতে ছিল—যাদের মধ্যে শুধু বুর্জোয়ারা নয়, দাস মালিকরাও অন্তর্ভুক্ত ছিল, বিপ্লবে তাদের চূড়ান্ত নেতৃত্বের বিষয়টা এই দৃষ্টিভঙ্গিতে উপেক্ষা করা হয়েছে। বিপ্লব সম্পর্কে এই ধরনের দৃষ্টিভঙ্গিতে অষ্টাদশ শতাব্দীর আমেরিকায় শ্রেণী বৈষম্য এবং সংগ্রামসমূহের বাস্তবতাকে শুধু ছোট করে দেখাই হয় নি অস্থাবর সম্পত্তির দাসত্ব ও ইণ্ডিয়ান জনগণের প্রতি গণহত্যার যে নীতি অনুসৃত হয়েছে তার বাস্তবতাকে এবং যে ঘৃণ্য বর্ণবৈষম্য উভয় নৃশংসতার যুক্তি ও সমর্থন হিসাবে কাজ করেছে তাকে লঘু করতে অথবা এমনকি, উপেক্ষা করতেও চেষ্টা করা হয়েছে।

এই ধরনের বিশ্লেষণবর্জিত ও ভ্রান্তভাবে বিপ্লবকে দেখা যথেষ্ট পরিমাণে রক্ষণশীল ও প্রতিক্রিয়াশীল সেই চিন্তাধারাটিকেও সমর্থন করে—যে দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী বর্তমানে মার্কিন নাগরিকের পক্ষে বিপ্লবী দৃষ্টিভঙ্গি অ-মার্কিন এবং সত্যি সত্যিই তা একটা বিদেশী চিন্তা। কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব সভাপতি, প্রয়াত নিকোলাস মারে বাটলারের মতো কুখ্যাত প্রতিক্রিয়াশীলদের এটা ছিল বিশিষ্ট মত। তিনি বার বার বলেছেন যে, যেহেতু, তাঁর মতে, অষ্টাদশ শতাব্দীর বিপ্লব একটি নিখুঁত সমাজ সৃষ্টি করেছে অথবা, অন্ততপক্ষে, একটি নিখুঁত সমাজের আদল তৈরি করেছে এবং এমনকি, ত্রুটি বিচ্যুতি দেখা দিলে তা পরিবর্তনের পদ্ধতিও তৈরি করেছে, সুতরাং এই স্বর্গে বাস করেও যে বৈপ্লবিক দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করে সে হয় পাগল, নয়তো শত্রুভাবাপন্ন কোনো বিদেশী শক্তির অনুচর।

এখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বিশেষ করে, উগ্র বামপন্থী এবং অন্যান্য রাজনৈতিক বালখিল্যদের মধ্যে আমেরিকার বিপ্লব সম্পর্কে একটা চূড়ান্ত উন্নাসিক দৃষ্টিভঙ্গিও রয়েছে যাতে সমগ্র ঘটনাটিকেই সোজাসুজি বাতিল করে দেওয়া হয়—হাস্যকর বা অর্থহীন বলে, অথবা কপট বা বাগাড়ম্বরপূর্ণ এবং এই ধরনের অন্যান্য আখ্যা দিয়ে যা তাদের উদ্ভাবকদের মস্তিষ্কের অন্তঃসারশূন্যতাকেই প্রকাশ করে। উগ্র-বামপন্থীদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অন্য সব কিছুর মতোই এই দৃষ্টিভঙ্গির বাস্তব পরিণতি হল বিপ্লব সম্পর্কে নিম্নরুচির প্রচারে এবং তার উদ্‌যাপনকে টুথপেস্ট ও গন্ধনাশক দ্রব্য সামগ্রীর বিক্রির অনুষ্ঠানে পরিণত করতে শাসকশ্রেণীকে সাহায্য করা।

যে বিপ্লবের পরিণতিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উদ্ভব তা তিনটি মৌলিক শক্তির পারস্পরিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার ফল : (ক) ঔপনিবেশিক শক্তি এবং উপনিবেশের অধিবাসীদের মধ্যে সম্পর্কের দ্বন্দ্ব ; (খ) উপনিবেশগুলির অভ্যন্তরে তাদের শ্রেণী বৈষম্যের প্রকাশ করে এমন দ্বন্দ্ব এবং এই বাস্তবতা যে যখনই এই সব দ্বন্দ্ব রাজনৈতিক বিস্ফোরণের স্তরে পৌঁছেছে তখনই ব্রিটেনের ক্ষমতাকে প্রয়োগ করা হয়েছে স্থিতাবস্থার পক্ষে এবং জনগণের শক্তির বিরুদ্ধে ; এবং (গ) বিভিন্ন প্রজন্মের মধ্য দিয়ে একজন আমেরিকান ও একজন ইংরেজ হওয়ার মধ্যে একটা পার্থক্যবোধের উন্মেষ, অর্থাৎ নতুন একটা জাতির গঠন এবং তার ফলে একটি স্বতন্ত্র জাতীয় চেতনার সৃষ্টি। আরও বলা যায় যে, এই সব শক্তির দ্বান্দ্বিক সংযোগ প্রত্যেকটিকে প্রভাবিত ও তীব্রতর করতে সাহায্য করেছে, যার ফলে ক এবং খ, গ-র গঠনে সাহায্য করেছে এবং শেষেরটি সাহায্য করেছে প্রথম দুটিকে তীক্ষ্ণতর করতে, ইত্যাদি।

বিপ্লবের যে বিশিষ্ট দিকগুলির জন্য লেনিন তাকে "সেই সব মুক্তিময়ে মহৎ, প্রকৃতই মুক্তিদায়ী, প্রকৃত বিপ্লবী যুদ্ধগুলির অন্যতম" (কালেক্টেড ওয়ার্কস, খণ্ড ২৮, পৃ ৬২) বলে উল্লেখ করতে পেরেছিলেন তার মধ্যে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি অন্তর্ভুক্ত :

আমেরিকার বিপ্লব আধুনিক ইতিহাসে প্রথম সফল ঔপনিবেশিক বিদ্রোহ এবং একটি জাগ্রত জনগণ কর্তৃক

সশস্ত্র সংগ্রামের মধ্য দিয়ে সমকালীন বিশ্বের বৃহত্তম সামরিক ও নৌশক্তিকে পরাভূত করাকে তা চিহ্নিত করেছে।

তত্ত্বে এবং সাফল্যে যেমন স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রে জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারকে তা দৃঢ়তার সঙ্গে ঘোষণা করেছিল।

বিশেষ করে ঐ স্বাধীনতার ঘোষণাতেই সমস্ত মানুষের সমতাকে তা স্বীকার করে নিয়েছিল। তার রচয়িতারা অবশ্য শুধু পুরুষদের কথাই বুঝিয়েছেন, নারীদের নয়; তাঁরা বলেছেন বিত্তমান মানুষের কথা; চুক্তিপত্রে আবদ্ধ ভাড়া করা মানুষ, ক্রীতদাস বা কালো রঙের মানুষদের কথা নয়। কিন্তু সেই সময়ের পক্ষে তার প্রয়োগের এই সীমাবদ্ধ অর্থও তৎকালীন বিশ্ব পরিস্থিতির তুলনায় অনেকটাই ছিল অগ্রগতি। তাছাড়া, তার ভাষার গতিশীলতার ফলে অপরাপর সমাজ ও কাল এই ধারণাকে এমনভাবে সর্বজনীন করে তুলবে যাতে প্রয়োজনে, স্বপ্নে, আকাঙ্ক্ষায় এবং সামর্থ্যে মানবজাতির মূলগত সাম্যের মহৎ চিন্তা সত্যি সত্যি তার অন্তর্ভুক্ত হয়।

বিপ্লব ও বিপ্লবের পরিণতিতে যে সরকারি শাসনযন্ত্র জন্মলাভ করল তা জনগণের সার্বভৌমত্বের ধারণাকে ব্যক্ত করে। যারা তা ঘোষণা করেছিল তাদের কাছে তার অর্থ আবার সীমাবদ্ধ ছিল অষ্টাদশ শতকের "জনগণ" সম্পর্কে ধারণার মধ্যে—পুরুষ, শ্বেত এবং বিত্তবান। কিন্তু তখনও জনগণের মধ্যে অনেকেই তা বুঝেছিল সম্পূর্ণ ভিন্নভাবে। তাছাড়া, জনগণের সার্বভৌমত্বের ধারণা ছিল সম্পূর্ণ নতুন একটা জিনিস, কারণ ততদিন পর্যন্ত সার্বভৌমত্ব ছিল সর্বময় অধীশ্বরের সঙ্গে দৃঢ়ভাবে যুক্ত, এবং এই সব শব্দের সঙ্গে যে মর্যাদা জড়িত ছিল ও তার জন্য যে মহিমার প্রয়োজন ছিল তাকে প্রকাশ করার জন্য শব্দগুলিকে লেখা হত বড় বড় হরফে। সেই অর্থে "জনগণের সার্বভৌমত্ব" শব্দটিই নতুন ভাষাতাত্ত্বিক প্রয়োগ ছিল, যদি তাকে বিরোধ না বলা হয়। এবং জীবনের সমস্ত ক্ষেত্রে তার পূর্ণতম রূপায়ণ ছিল অষ্টাদশ শতাব্দীর পর থেকেই ইতিহাসের মূল বিষয়। এবং এটা এখনও তাই রয়েছে।

সরকারের উদ্দেশ্য এমন **হওয়া উচিত** যা তার নাগরিকদের মধ্যে—লক্ষ্য করবেন নাগরিক, প্রজা নয়,—"জীবন স্বাধীনতা এবং সুখের অন্বেষণ"কে সম্ভব করবে—এই রাজনৈতিক তত্ত্ব ছিল বিপ্লবের বনিয়াদ। শেষের বাক্যাংশটি, সরকার "জীবন, স্বাধীনতা এবং সম্পত্তি" রক্ষা করবে—জন লকের(১) এই সোচ্চার ঘোষণার লক্ষণীয় রূপান্তর। ব্যক্তিগত সম্পত্তির নিরাপত্তা সরকারের প্রধান লক্ষ্য, বিপ্লবের যারা জনক তারা এই ধারণাকে বাতিল করে দিয়েছিলেন এমন নয়; বরং বিপরীত দিকে তারা এটাকে স্বতঃসিদ্ধ বলে মেনে নিয়েছিলেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও এটা লক্ষণীয় যে, লকের চিন্তাকে পরিবর্তিত করা হয়েছিল এবং সেই পরিবর্তন, সপ্তদশ শতকের বিপ্লবপন্থীরা সরকারের যে লক্ষ্য ঘোষণা করেছিলেন, সেই তুলনায় ব্যাপকতর এবং অনেক বেশি পরিমাণে সরকারের মানবিক লক্ষ্য সম্ভবপর করেছে, বস্তুত তাকে আহ্বান করেছে।

বিপ্লবপন্থীরা বারবার বলেছে যে, যে লক্ষ্যের কথা এখন বলা হল, কেবলমাত্র সেই লক্ষ্য সমন্বিত একটি সরকারই হল সরকার; এই ধরনের লক্ষ্য ছাড়া, তথাকথিত সরকার স্বেচ্ছাচারে অধঃপতিত হয় এবং বিপ্লবপন্থীরা ঘোষণা করেছিল (এবং কার্যত পালনও করেছিল) যে, এই রকম অধঃপতন যখন ঘটে তখন সেই উৎপীড়িত দেশের অধিবাসীদের সরকারকে পরিবর্তিত করার জন্য, সরকারের উপযুক্ত লক্ষ্যের সঙ্গে তার সঙ্গতি সাধনের জন্য সমস্ত রকমের প্রচেষ্টা করাটা শুধু অধিকারই নয়, তা তাদের দায়িত্ব। এবং এই ধরনের পরিবর্তন যদি কেবল বিপ্লবের মধ্য দিয়েই সম্পন্ন করা যায়, তাহলে সেটাও একাধারে তাদের অধিকার এবং নৈতিক কর্তব্যে পরিণত হয়।

বিপ্লবপন্থীরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, রাজতন্ত্র এবং বংশগত আভিজাত্য জনগণের সার্বভৌমত্বের সঙ্গে এবং যে সরকার সুখের অন্বেষণকে সমর্থন করার কথা চিন্তা করে ও মানবিক সাম্যের ধারণার বিরোধিতা করে, তার লক্ষ্যসমূহের সঙ্গে সঙ্গতিহীন। সুতরাং প্রতিটি বিদ্রোহী উপনিবেশে এবং কেন্দ্রীয় সরকারে তারা প্রজাতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠা করেন। এই কাজ করতে গিয়ে পূর্বতন রাষ্ট্রকে তারা "সম্পূর্ণ ধ্বংস করেন" এবং একেবারে নতুন একটি রাষ্ট্র গড়ে তোলেন। বিশেষ মনোযোগ দিতে হবে এই ঘটনার প্রতি যে, স্বাধীনতা এবং প্রজাতান্ত্রিক সরকার—বিপ্লবের এই কেন্দ্রীয় বিষয় দুটি সংবিধান কর্তৃক সুরক্ষিত হয়। এই সংবিধান গ্রহণের মধ্য দিয়ে বিপ্লবের অনুমোদন ঘটে। অর্থাৎ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতা বিসর্জন দেবার চেষ্টা করলে একজন যেমন রাষ্ট্রদ্রোহের অপরাধে অপরাধী হয়, তেমনি প্রজাতান্ত্রিক সরকারের অবসান ঘটাতে চেষ্টা করলেও রাষ্ট্রদ্রোহের অপরাধে অপরাধী হতে হয়। যুদ্ধে বিপ্লব জয়যুক্ত হবার পর এক প্রজন্মকাল ধরে উভয়ই যথেষ্ট পরিমাণে বিপন্ন ছিল, এবং বিপ্লবসমূহেরই এটা বৈশিষ্ট্য যে, একবার জয়যুক্ত হবার পর বিপ্লবের মৌল উদ্দেশ্যগুলি তা স্বাধীনতা এবং প্রজাতন্ত্র হোক অথবা স্বাধীনতা এবং সমাজতন্ত্রই হোক, তার বিরোধিতা তারা মেনে নেয় না। প্রতিটি রাজ্যের জন্য একই সঙ্গে প্রজাতান্ত্রিক সরকার সুরক্ষিত করতে গিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান একথাই জোরের সঙ্গে ঘোষণা করছে যে, রাজতান্ত্রিক রূপ প্রতিষ্ঠার জন্য প্রচেষ্টার কোনো "স্বাধীনতা" নেই।

প্রচলিত ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রীয় রূপকে "ভেঙে ফেলা"র বিষয়ে আরও বিস্তারিত আলোচনা কাজে লাগতে পারে। ১৭৬০-এর দশক থেকে শুরু করে বিপ্লবী প্রক্রিয়ার ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে আইন-বহির্ভূত এবং কখনও কখনও বে-আইনী সংগঠন জন্ম লাভ করে যেমন "কমিটিস অব করেসপণ্ডেন্স", "সনস (এণ্ড ডটারস) অব লিবার্টি" সনস অব নেপচুন (শহরের বিপ্লবী আন্দোলনে জাহাজী কর্মীদের প্রধান ভূমিকাকে প্রতিফলিত করে) এবং অন্যান্য গোষ্ঠী যাদের এ্যাসোসিয়েটরস বলা হত। এ সবই ছিল যোগাযোগ, প্রচার এবং সর্বোপরি সংগঠনের হাতিয়ার। তাদের পরিণতি ঘটে নতুন নাম এবং নতুন বিষয়বস্তু যুক্ত একটা

---

১ ইংরেজ দার্শনিক এবং শিক্ষক, জন লক (১৬৩২-১৭০৪) সম্পর্কে কার্ল মার্কস বলেছিলেন: "বুর্জোয়া সমাজ, যা সামন্ততান্ত্রিক সমাজ থেকে স্বতন্ত্র তার বিচার সংক্রান্ত মতবাদের একজন শ্রেষ্ঠ প্রবক্তা।"

শাসনসংস্থারূপে, একটি কংগ্রেস এবং শেষ পর্যন্ত মহাদেশীয় কংগ্রেসে।(১) এই সব নামের আড়ম্বরহীনতা ছিল স্বেচ্ছাকৃত এবং তাদের সংগ্রাম-মুখিন ও লোকায়ত চরিত্রকে তা প্রতিফলিত করেছে। তাদের মুখ্য পদাধিকারীকে শুধুই "সভাপতি" বলা হত, যদিও বিপ্লবী আন্দোলনের দক্ষিণপন্থীদের কেউ কেউ "মহদাশয়" বা এমনকি রাজাদের মতো "মহান, মহিমময়"-এর মতো আরও জাঁক জমকপূর্ণ খেতাবের প্রস্তাব করেছিল। এমনকি সেকালের সর্বাপেক্ষা জনবহুল শহর, ফিলাডেলফিয়ায় কংগ্রেসের অধিবেশন যেখানে হবে, সেই জায়গাও ছিল বিতর্কের বিষয়। বিপ্লবী আন্দোলনের রক্ষণশীল অংশ যে ব্যাপারে, আবার, উপযুক্ত জায়গা হিসাবে, ততদিন পর্যন্ত রাজকীয় কর্মচারীদের দ্বারা ব্যবহৃত, রাষ্ট্রীয় ভবনের জন্য দাবি জানাচ্ছিল। কিন্তু শহরের ছুতোর মিস্ত্রীদের আহ্বানে এবং বিপ্লবী আন্দোলনের অধিকতর অগ্রসর অংশের সম্মতিক্রমে তা বাতিল করে দেওয়া হয়। ফলে কংগ্রেসের অধিবেশন বসে ছুতোর মিস্ত্রীদের ভবনে। এই ছুতোর মিস্ত্রীদের বাসভবনকে এখন সরকারি প্রশাসন কেন্দ্রে পরিণত করা হয়েছে এবং তা রূপান্তরিত হয়েছে "কার্পেন্টার্স হল"এ, এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জনগণের অনেকেই অনুভব করতে পারেন না যে এই ভবন ছুতোর মিস্ত্রীদের (এবং অন্যান্য কারিগর ও কারুশিল্পীদের) মাত্র একটা সভার জায়গা ছিল।

বিপ্লব যে পরিমাণে জনগণের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের ক্ষমতা এবং ইচ্ছার প্রতিনিধিত্ব করেছে, লোকায়ত সার্বভৌমত্বের ধারণাকে সেই পরিমাণে রক্তমাংসের চেহারা দেওয়া হয়েছে। সঠিক সংখ্যা পাওয়া যায় না, কিন্তু সমস্ত তথ্য প্রমাণাদি থেকে এটাই বোঝা যায় যে, জনগণের অন্তত ৭০ শতাংশ গুরুত্বপূর্ণভাবে ও সচেতনভাবে বিপ্লবী প্রয়াসের অঙ্গ ছিল। চাপ সৃষ্টির গোষ্ঠীগুলির বেশির ভাগ গঠন করেছিল এই তথাকথিত সাধারণ মানুষরাই, তারাই বয়কটকে কার্যকর করেছে, দেশকে রাজকর্মচারী মুক্ত করেছে, বিপ্লবের সশস্ত্র বাহিনী গঠন করেছে এবং সেই কালের বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ সামরিক ও নৌশক্তিকে পরাভূত করেছে।

মারিয়ন, সামটার এবং ফক্সের মতো বিখ্যাতনাম সমন্বিত উল্লেখযোগ্য গেরিলা যুদ্ধ আমেরিকার বিপ্লবই প্রবর্তন করেছে এবং বস্তুতপক্ষে, বিপ্লবী শক্তিগুলির দিক থেকে সমগ্র যুদ্ধটাই জনগণের যুদ্ধের পক্ষে মানানসই গেরিলা কায়দায় লড়া হয়েছিল। অর্থাৎ ওয়াশিংটন এবং গ্রীণের সেনাবাহিনী আক্রমণ করেছে, সরে গেছে এবং আবার আক্রমণ করেছে ও সরে গেছে। ঐ সব সেনাবাহিনী অসম্ভব সব কাজ করেছে, যেমন ট্রেনটনে তারা হিমশীতল জল পেরিয়ে গেছে, যেমন স্টোন পয়েন্টে, সবেগে অতিক্রম করেছে পর্বশ্রেণী এবং এমনভাবে যুদ্ধ করেছে যেটা উপনিবেশের অধিবাসীরা শিখেছিল ইণ্ডিয়ানদের কাছ থেকে—গাছ ও বড় বড় পাথরের চাঁইয়ের আড়ালে লুকিয়ে থাকা, ব্যক্তিগত উদ্যোগের উপর নির্ভর করা। যুদ্ধের পর একাধিক প্রজন্ম কাল ধরে ইংল্যাণ্ডের অভিজাতরা আমেরিকানদের "শঠ" এবং "হীনচেতা" বলে উল্লেখ করেছে, কারণ ইয়োরোপীয় রাজবংশীয়দের নিযুক্ত করা ও বাছাই করা ভাড়াটে সেনাবাহিনী যে নিয়মকানুন তৈরি করেছিল তারা সে অনুযায়ী যুদ্ধ করে নি।

বিদ্রোহীদের এলাকার সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ শহর ইংরেজরা দখল করে নিয়েছিল, তারা ছিল উপকূলে এবং তখন ইংরেজ নৌবাহিনীর বিরুদ্ধে দীর্ঘদিন কেউ দাঁড়াতে পারত না। সুতরাং নিউ ইয়র্ক, ফিলাডেলফিয়া এবং চার্লসটন বিজিত হল। কিন্তু ইংরেজ সেনাবাহিনী দেশের ভিতরে একবার ঢোকবার পর, তাদের শুধু ক্রমবর্ধমান সামরিক চলাচল ও সরবরাহের সমস্যারই সম্মুখীন হতে হল না, তারা এমন একটা বৈরী জনগণের মুখোমুখি হল, যারা শত্রুতা প্রকাশ করতে বিন্দুমাত্র পিছপা ছিল না।

ইংরেজদের সর্বাধিক সামরিক সাফল্য হয়েছিল দক্ষিণে এবং বেশির ভাগ এলাকা তারা সেখানেই দখল করেছিল। তার কারণ হল সেখানকার জনগণের প্রায় ৩৫ শতাংশ ছিল অস্থাবর সম্পত্তির ক্রীতদাস এবং বারবার দাবি করা সত্ত্বেও বিপ্লবপন্থীরা তাদের স্বাধীনতা মেনে নিতে অস্বীকার করায় এই সব ক্রীতদাসরা নিজেদের মতো কাজ করেছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে, যেখানে তালিকাভুক্ত হবার স্বাধীনতা পাওয়া গেছে সেখানে তারা বিপ্লবী সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়েছে (সম্ভবত হাজার পাঁচেক তা করেছে), কিন্তু সাধারণভাবে ক্রীতদাসরা যেখানে স্বাধীনতা সেখানেই গেছে, এবং তার একটা ফল হল যে, ১৭৭৫ থেকে ১৭৮৩ সালের মধ্যে সম্ভবত ১ লক্ষের মতো লোক দক্ষিণের বাগিচা ছেড়ে পালিয়েছে। রণাঙ্গনের ইংরেজ সেনাপতিরা দাস প্রথা বিলোপের পতাকা ঊর্ধ্বে তুলে ধরার বিচক্ষণতার বিষয়ে লণ্ডনে সুপারিশ করেছিলেন এবং জোরের সঙ্গে ঘোষণা করেছিলেন যে, যদি তা করা হত তাহলে একমাসের মধ্যেই দক্ষিণে বিপ্লবের পরিসমাপ্তি ঘটত। লণ্ডন এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছিল কারণ সমৃদ্ধতম দাস মালিকদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন নিজেরা টোরী, তাছাড়া বৃটিশ ওয়েস্ট ইণ্ডিজে দাস ছিল প্রায় ৭৫০,০০০ এবং দাস প্রথা বিলোপের পতাকা একবার তুলে ধরলে তাকে সীমার মধ্যে আটকে রাখা অত্যন্ত দুরূহ।

উপনিবেশগুলির সম্ভবত ৩ লক্ষ ইণ্ডিয়ান জনসমষ্টির ক্ষেত্রেও প্রায় অনুরূপ অবস্থা বিরাজ করছিল। অর্থাৎ, তারা নিজেদের মধ্যে ঐক্যবদ্ধ হতে পারে নি এবং এই সর্বনাশা অনৈক্যকে ব্যবহার করে ইণ্ডিয়ান জনগণের কোনো কোনো অংশকে আমেরিকান এবং ইংরেজরা হয় তাদের দলে টানতে, আর তা না হলে নিষ্ক্রিয় করে রাখতে সক্ষম হয়েছিল। ফল হল যে, সেই জনগণের কেউ কেউ এক পক্ষের হয়ে লড়াই করেছে, কেউ কেউ অন্য পক্ষের হয়ে এবং কিছু ছিল সম্পূর্ণই নিরপেক্ষ। কিন্তু, কোনো অবস্থাতেই ঐক্য ছাড়া তাদের নিজেদের জন্য সফল রণনীতি সম্ভব ছিল না এবং বিপ্লব শেষ হবার পর যুক্তরাষ্ট্রীয় বৈরিতার নীতি ইণ্ডিয়ান জনগণের পক্ষে বিপর্যয়ের সৃষ্টি করেছে।

এমনকি অষ্টাদশ শতকে, বুর্জোয়াশ্রেণী যখন তরুণ এবং ঐতিহাসিক অর্থে প্রগতিশীল তখনও, বিশেষ করে এই দুটি ক্ষেত্রে, বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক প্রচেষ্টার প্রচণ্ড সীমাবদ্ধতা সুস্পষ্টভাবে বোঝা যায়।

বিপ্লবের আন্তর্জাতিক প্রকৃতি অসামান্য। ১৭৬০

---

১ ১৭৮৯ সাল পর্যন্ত বিপ্লব ও কনফেডারেশনের আমলে বর্তমান ছিল।

সাল থেকে আরম্ভ করে, আন্দোলনের প্রাথমিক পর্যায়ে অবশ্য ঔপনিবেশিক প্রতিবাদ আন্দোলন বিলেতের সাধারণ প্রতিবাদ আন্দোলনেরই অংশ ছিল। ফলে, উপনিবেশের অধিবাসীরা যখন "ইংরেজদের অধিকার" দাবি করল, তখন রাজা সেই দাবিকে প্রত্যাখ্যান করলেন শুধু এই কারণেই নয় যে, তারা উপনিবেশের বাসিন্দা, ইংরেজ নয়। তার প্রত্যাখ্যানের আরও কারণ হল, তিনি বলেছেন, "বোস্টনের উচ্ছৃঙ্খল জনতার কাছে যদি আমি আত্মসমর্পণ করি, তাহলে লণ্ডনের হাঙ্গামাকারীদের আমি সামলাব কি করে?" তাছাড়া উপনিবেশের অধিবাসীদের মধ্যে শুধু ব্যবসায়ী ও বাগিচার মালিকদের পক্ষ থেকেই ইংরেজ শাসকশ্রেণীর প্রতি পক্ষপাতমূলক ব্যবসা ও বাণিজ্যিক নীতির বিরুদ্ধে দাবিগুলি উত্থাপিত হয় নি; নাবিক, শ্রমিক, গৃহভৃত্য এবং এমনকি ক্রীতদাসদের পক্ষ থেকেও দাবিগুলি উত্থাপিত হয়েছিল। এদেরও নিজেদের স্বতন্ত্র এবং জরুরী অভিযোগ ছিল—তাদের বাড়িতে এবং বাড়ির আশে পাশে সৈন্য বসতির বিরোধিতা, উপনিবেশে ইংরেজ সৈন্যদের সবেতন নিয়োগের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ, ইংরেজ সৈন্যদের যে মজুরি দেওয়া হত তা উপনিবেশের শ্রমিকদের স্বাভাবিক মজুরির একটা ভগ্নাংশ; রাজার সেনা ও নৌ-বাহিনীতে "সাধারণ" মানুষকে জোর করে নিয়োগের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ।

এই সব জনগণের পক্ষ থেকে সংগঠিত বিরোধিতা ছিল আমেরিকার বিপ্লবের একটা মৌলিক বিষয় এবং বৃটেনের সম্রাট, অভিজাতশ্রেণী এবং শাসকগোষ্ঠীর কাছে (এবং উপনিবেশগুলিতে তাদের সহযোগীদের অনেকের কাছে) এই ধরনের একটা সূত্র থেকে যে বিরোধিতা তার কাছে নতি স্বীকারের অর্থ ছিল সোজাসুজি সভ্যতার অবসান।

যুদ্ধের পরিণতিতে প্রতিবিপ্লবী ভূমিকা পালনে কানাডীয় জনগণের অসম্মতি ছিল একটা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। আয়ার্ল্যাণ্ডে বৈপ্লবিক আলোড়নও ছিল একটা মৌল বিষয়, যার ফলে ইংরেজ সম্রাটকে তার সর্বশ্রেষ্ঠ সেনাবাহিনীর একটা অংশকে বোস্টনে না পাঠিয়ে পাঠাতে হয়েছিল ডাবলিনে। ইয়োরোপের যে ক্রমবর্ধমান আন্দোলন ফরাসি বিপ্লবে চূড়ান্ত রূপ পেতে চলেছিল তা অবশ্য ফ্রান্স, হল্যাণ্ড, পোল্যাণ্ড, জার্মানি, ডেনমার্ক, সুইডেন এবং হাঙ্গেরির স্বেচ্ছা-সৈনিকদের ইতিমধ্যেই আমেরিকার জন্য সংগ্রাম করতে প্রণোদিত করেছিল। তাছাড়া ফ্রান্স ও ইংল্যাণ্ডের মধ্যে, স্পেন ও ইংল্যাণ্ডের মধ্যে, হল্যাণ্ড ও ইংল্যাণ্ডের মধ্যে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব আমেরিকার বিপ্লবীদের কূটনৈতিক সাফল্য সম্ভব করেছিল।

কাজেই, বিপ্লব উপনিবেশবাদের শৃঙ্খলের একটা গ্রন্থিকে ভেঙে দিয়েছিল। এটা রাজতন্ত্রকে অতিক্রম করে লোকায়ত জনগণের সার্বভৌমত্বের ধারণার ভিত্তিতে একটি প্রজাতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠা করেছিল। জ্যেষ্ঠপুত্রের উত্তরাধিকার, কর্মের চুক্তিতে সংগৃহীত ভূমির জন্য ক্রোজের বিনিময়ে খাজনা, উত্তরাধিকারীর ভূসম্পত্তি বিক্রির ব্যাপারে আইনগত নিষেধের মতো বিপুল সামন্ততান্ত্রিক অবশেষ গুলিকে তা দূর করেছে। ঋণ ও চুক্তিবদ্ধ দাসত্বের জন্য কারাবাসের অবসান ঘটাতে সাহায্য করেছে। রাষ্ট্র থেকে তা ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানকে পৃথক করার ব্যবস্থা করেছে; শিক্ষার চেতনাকে প্রসারিত করেছে, নারীদের অধিকারের কতগুলি দিককে উন্নীত করতে সাহায্য করেছে, বহু সহস্র ক্রীতদাসকে তা দাসত্ব থেকে মুক্ত করেছে, উত্তরে অস্থাবর সম্পত্তিমূলক ক্রীতদাসত্বের বিলোপ করেছে এবং আন্তর্জাতিক দাস ব্যবসাকে বে-আইনী ঘোষণার ব্যাপারে কিছু অগ্রবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।

সমসাময়িকদের কেউ কেউ আরও বেশি চেয়েছিলেন; বিশেষ করে গণসংগঠনগুলি আরও অগ্রগতির জন্য, প্রধানত জনগণের ব্যাপক রাজনৈতিক ক্ষমতাকে নিশ্চিত করা, অর্থনৈতিক একচেটিয়াগুলিকে নিয়ন্ত্রিত করা এবং শিক্ষাগত সম্ভাবনাকে প্রসারিত করার ব্যাপারে চাপ দিয়েছে। নারীদের জনগণ হিসাবে ভাবা এবং সেইভাবে তাদের সঙ্গে আচরণ করার ব্যাপারে বিপুল ব্যর্থতার প্রতি কয়েকজন মহিলা এবং অল্প কয়েকজন পুরুষ দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এবং ক্রীতদাসত্বের অবসানের জন্য মুক্তিপ্রাপ্ত কৃষ্ণকায় জনগণ বারবার আবেদন করেন। আবেদনে তাঁরা বলেন, কর্কট রোগের মতো এই ক্রীতদাসত্ব প্রজাতন্ত্রের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে বিস্তৃত হতে থাকবে এবং এই জন্ম-মুহূর্তেই যদি তাকে উচ্ছেদ করা না যায় তাহলে একদিন তা জাতির অস্তিত্বকে বিপন্ন করে তুলবে।

কিন্তু অষ্টাদশ শতকের বিপ্লবের চূড়ান্ত নেতৃত্ব যেহেতু উৎপাদনের উপকরণের মালিকদের হাতে ছিল সুতরাং তাদের শ্রেষ্ঠতম সময়েও গণতন্ত্র এবং স্বাধীনতার তাৎপর্যের ব্যাপারে এই ধরনের শ্রেণীগুলির প্রচণ্ড সীমাবদ্ধতা বোঝা গেল। পুঁজিবাদের উদ্ভবের সঙ্গে সঙ্গে যে বর্ণবিদ্বেষ জন্ম নেয় এবং পুরুষ প্রাধান্যের যে দৃষ্টিভঙ্গি ও আচরণকে সেই ধনতন্ত্র শক্তিশালী করেছে (এবং ক্রীতদাসত্ব) তা-ও এরই মধ্যে পড়ে। সর্বোপরি, সম্পত্তিবান শ্রেণীগুলি একটি সর্বব্যাপী আভিজাত্যকে এমন করে আঁকড়ে ছিল যে আলেকজাণ্ডার হ্যামিল্টন এই সতর্কবাণী উচ্চারণ করতে পারলেন, "জনগণ, মশাই জনগণ হল একটা প্রকাণ্ড জন্তু", এবং জন এডামস্ "ধনী, সক্ষম এবং সদ্বংশজাত" শব্দগুলিকে প্রতিশব্দ হিসাবে ব্যবহার করতেই অভ্যস্ত ছিলেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম প্রধান বিচারপতি, জন, জে অনুভব করতেন যে, "যারা দেশের মালিক তাদেরই দেশ শাসন করা উচিত",—তাঁর এই কথার অর্থ বাক্যটির মধ্যেই পরিষ্কার। এমনকি টমস, জেফারসন শহুরে জনগণের কথা মনে করে, তাদের "শুয়োরের পাল" বলে উল্লেখ করেছেন।

তাদের ও তাদের শ্রেণীদের কাছে স্বাধীনতার অর্থ ছিল বিধিনিষেধের অনস্তিত্ব, এবং তা ছিল পুরোপুরি একটা রাজনৈতিক বিষয়; কোনোভাবেই সেটা অর্থনৈতিক নয়। যে-অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় তাদের শ্রীবৃদ্ধি পাচ্ছিল সেটাই ছিল তাদের কাছে "স্বাধীনতা", এবং উন্নত প্রশাসনের সমস্যা ছিল একদিকে স্বৈরাচার (রাজতন্ত্র) ও অন্যদিকে "নৈরাজ্য" ও "বিশৃঙ্খলা" দমন করা—জনতার প্রকৃত লোকায়ত শাসন বলতে তারা তাই বুঝতেন। তা সত্ত্বেও অষ্টাদশ শতকে জনতার অংশগ্রহণ এবং জনতার শক্তিই বিপ্লবের সাফল্যকে এবং তার যাবতীয় ইতিবাচক অর্জনগুলিকে সম্ভবপর করেছিল। সেই সব সাফল্য এবং ভবিষ্যতের জন্য যে ইঙ্গিত এই সাফল্যগুলি বহন করছিল তাই ছিল যথেষ্ট, যার ফলে ১৭৮১ সালে, লর্ড কর্ণওয়ালিশ যখন ইয়র্কটাউনে ওয়াশিংটনের কাছে আত্মসমর্পণ করেন, তখন যে ইংরেজ বাদকরা তাঁর সঙ্গে গিয়েছিল তাদের

"পৃথিবী উল্টে গেল"—এই সুর বাজাবার যথেষ্ট কারণ ছিল। ইংরেজ বাদকদের সুর এই ইঙ্গিতই বহন করছিল যে, এই আত্মসমর্পণ একটা নতুন ব্যাপার, এক রাজার ভাড়াটে সৈন্যদল কর্তৃক আর একজনকে পরাভূত করার চিরাচরিত অনুষ্ঠান এটা নয়; এটা হল প্রজাতন্ত্রীদের বিজয়।

বহুগুণ উন্নত ধরনের গণতন্ত্র—সমাজতন্ত্রের জন্য বিপ্লব পরিচালনার সময় এখানকার বিপ্লবী ঐতিহ্যের কাছে লেনিন, তাঁর "আমেরিকার শ্রমিকদের কাছে চিঠি"-তে তাই আবেদন জানাতে পেরেছিলেন এবং তাদের স্মরণ করিয়ে দিতে পেরেছিলেন যে, তাদের দেশের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল একটি "প্রকৃত বিপ্লবী যুদ্ধে"র মাধ্যমে। সেই বিপ্লবী যুদ্ধের মধ্যে যা কিছু সব চাইতে অগ্রসর, তা এসেছিল তাদের শ্রেণী সহোদর, অষ্টাদশ শতাব্দীতে তাদের সগোত্রীয় শ্রমজীবীদের বুদ্ধি, অভিজ্ঞতা, রক্ত আর ঘর্মের মধ্যে দিয়ে। আমাদের নিজেদের যুগে পৃথিবীতে এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রব্যবস্থায় যা কিছু সর্বশ্রেষ্ঠ তা সমস্ত বর্ণের ও সমস্ত জাতিসত্তার শ্রমজীবী নর-নারীদের চেতনায় এবং সংগঠিত শক্তির মধ্যে নিহিত।

ঔপনিবেশিক ও জাতীয় মুক্তি অর্জন, বর্ণবিদ্বেষ ও সমস্ত ধরনের অভিজাততন্ত্রের অবসান এবং শ্রমিকশ্রেণীর বন্ধন মুক্তির পথে বিগত দু'শ' বছরের মানব ইতিহাসে একটা বিরাট পথচিহ্ন হিসাবে এই বিপ্লবকে উপলব্ধি করাই হল এইখানে, এই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে, বিপ্লবের দ্বিশততম বার্ষিকীর গভীরতম তাৎপর্য। বিপ্লবের অবিস্মরণীয় ঘোষণাপত্রের শপথগুলি, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যা জন্ম-অভিজ্ঞান তাকে জয়যুক্ত শ্রমিকশ্রেণী, সমাজতন্ত্র, বিংশ শতাব্দীর পক্ষে, এক উপজাত লক্ষ্য হিসাবে পরিপূর্ণতায় পৌঁছে দিয়েছে।

নারীর মর্যাদা সমাজ প্রগতির মাপকাঠি

ইলেনা লাগাদিনোভা
বুলগেরিয়ার কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যা
এবং বুলগেরীয় মহিলা কমিটির সভানেত্রী

১৯৭৫ সালকে আন্তর্জাতিক নারীবর্ষ হিসাবে ঘোষণা করার জাতিসংঘের সিদ্ধান্তে সমাজ প্রগতির ক্ষেত্রে নারীর ভূমিকাকে স্বীকার করা হয়। এই সিদ্ধান্তের লক্ষ্য হল নারীদের অধিকার রক্ষায় বিশ্বের প্রগতিশীল শক্তিগুলির ঐক্যকে দৃঢ় করা।

কি সে বিষয় যার জন্য বিভিন্ন সরকার, রাজনীতিবিদ, জননেতা এবং আন্তর্জাতিক সংগঠনগুলিকে মহিলাদের সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও বৈধ অবস্থান সম্পর্কে বিচার বিবেচনা করতে হচ্ছে? জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক বিষয়ে মহিলাদের কর্মকাণ্ডের ব্যাপক বিস্তৃতিতেই; সর্বপ্রথমে, এর কারণ নিহিত রয়েছে। ব্যবহারিক ও সাংস্কৃতিক মূল্যের উৎপাদকদের এক-তৃতীয়াংশ হল নারী। তাদের সহযোগিতা ভিন্ন বিশ্ব তার বর্তমান জটিল অর্থনৈতিক ও সামাজিক সমস্যাগুলির সমাধান করতে পারে না। শান্তিকে সুরক্ষিত এবং দৃঢ়ভিত্তি করায় তাদের ভূমিকা অপরিসীম, কারণ মা হয়ে তারা শান্তি চায় ও শান্তির জন্য সংগ্রাম করে, নিজ সন্তানের প্রতি সহজাত ভালোবাসার দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে তারা পৃথিবীর সব শিশুকেই আপন করে নেয়।

কিন্তু বহু দেশেই এর স্বীকৃতি এবং মহিলাদের প্রকৃত অবস্থার মধ্যে একটা পার্থক্য আছে। নারী ও পুরুষের মধ্যে বিভেদের বিরুদ্ধে আইন থাকা সত্ত্বেও মহিলাদের ক্ষেত্রে বাস্তব অসাম্য এখনও পর্যন্ত ধনতান্ত্রিক সমাজের একটি অভিশাপ। কার্ল মার্কস লিখেছেন যে, "স্ত্রীজাতির সামাজিক অবস্থা হল সমাজ প্রগতির যথাযথ মাপকাঠি"। সমান কাজের জন্য অসমান বেতন, চাকরির ক্ষেত্রে বৈষম্য, যার ফলে পুরুষ অপেক্ষা মহিলাদের মধ্যে বেকারির শতকরা হার উচ্চতর হয়, দক্ষতাবিহীন ও নিম্ন আয়ের কাজ, এবং পরিবারের একটি অসম স্থান—প্রকৃত অবস্থার সম্পূর্ণ তালিকার সামান্যই এখানে উল্লেখ করা হয়েছে। এই সব সাম্য ও প্রকৃত স্বাধীনতার জন্য সংগ্রামে ধনতান্ত্রিক দেশগুলির নারীদের বাধ্য করে। সমাজতান্ত্রিক সমাজে বৈষম্য ও অসাম্য নেই এবং সেখানে মহিলাদের অবস্থা আলোকবর্তিকার মতো কাজ করে।

স্বাভাবিক কারণেই সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি আন্তর্জাতিক নারী বর্ষকে স্বাগত জানায়। তাদের সামাজিক নীতি ও তার প্রয়োগ "মহিলাদের প্রশ্নে" মার্কসবাদী-লেনিনবাদী দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রতিপন্ন করে এবং প্রমাণ করে যে সমাজতন্ত্রই হল মহিলাদের শৃঙ্খল-মুক্তি ও সুষম উন্নতির একমাত্র বাস্তবসম্মত ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিত।

সমাজতান্ত্রিক বিকাশের ত্রিশ বছর পর গণ-প্রজাতন্ত্রী বুলগেরিয়া আন্তর্জাতিক নারী বর্ষে পদার্পণ করেছে, উচ্চ হারের অর্থনৈতিক উন্নতি এবং সমাজ, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি ক্ষেত্রে হৃদয়গ্রাহী কৃতিত্বগুলিই শুধু নয়, মহিলাদের আবশ্যিকভাবে নতুন মর্যাদালাভও এই সময়কালের সর্বাপেক্ষা অগ্রগণ্য সাফল্যরূপে চিহ্নিত।

বুলগেরিয়ার কমিউনিস্ট পার্টি সব সময় এই মার্কসবাদী সূত্রকে মেনে চলেছে যে শ্রমজীবী মহিলারা সংগ্রামের বাইরে থাকলে শ্রমিকশ্রেণী নিজেকে এবং সমগ্র মানবজাতিকে ধনতান্ত্রিক জোয়াল থেকে মুক্ত করার ঐতিহাসিক কর্তব্য সমাধায় সাফল্য অর্জন করতে পারবে না। মুক্তি সংগ্রামে অংশ গ্রহণ করে ও বিপ্লবীদের নতুন নতুন প্রজন্ম

সৃষ্টি করে, উভয়ভাবে বুলগেরিয়ার নারীরা সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের বিজয় অর্জনে মূল্যবান অবদান রেখেছেন।

এই জন্যই স্বাধীনতা লাভের ঠিক ৩৭ দিন পর, ১৯৪৪ সালের ১৬ অক্টোবরে গৃহীত প্রারম্ভিক বৈপ্লবিক বিধিবদ্ধ আইনগুলির অন্যতম আইন স্ত্রী ও পুরুষের সমানাধিকার ঘোষণা করে। এই আইনে বলা হয়েছে যে, অর্থনৈতিক, রাষ্ট্রীয়, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক-রাজনৈতিক ক্রিয়াকর্মের সকল ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষ উভয়ের সমান অধিকার থাকবে। এই সংক্ষিপ্ত আইনটি অতিশয় তাৎপর্যবহ। এটি আমাদের দেশের মহিলাদের সমাজতন্ত্রের সক্রিয় সংগঠক হয়ে ওঠার সহায়ক হয়েছে। পরবর্তীকালে কতকগুলি ধারাবাহিক আইন, যথা ১৯৪৫-এর বিবাহ আইন, ১৯৪৭-এর ডিমিট্রভ সংবিধান এবং ১৯৭১-এর গণপ্রজাতন্ত্রী বুলগেরিয়ার সংবিধান, আমাদের দেশের নারীর সমানাধিকারকে বিধিবদ্ধ করে।

কিন্তু তা সত্ত্বেও বিধিবদ্ধ সাম্য এবং বাস্তব সাম্যের মধ্যে ছিল এক দীর্ঘ ও কষ্টসাধ্য পথের ব্যবধান, যা আমরা অতিক্রম করেছি আমাদের সমাজতান্ত্রিক সমাজের সাধারণ বিকাশের পথ ধরে। প্রথমেই বলা দরকার, বাস্তব সাম্যের জন্য প্রয়োজন সামাজিক উৎপাদনে মহিলাদের ব্যাপকতম সম্ভব অংশগ্রহণের উপযোগী নির্দিষ্ট অর্থনৈতিক সম্পদ। লেনিন দৃঢ়তার সঙ্গে বলেছেন, "সম্পূর্ণ বন্ধন-মোচন ও পুরুষের সমপোযোগী করে তুলতে জাতীয় অর্থনীতির সামাজিকীকরণ এবং সাধারণ উৎপাদক শ্রমে মহিলাদের অংশগ্রহণ অত্যন্ত জরুরী" (কালেক্টেড ওয়ার্কস, ভল্যুম ৩০, পৃষ্ঠা ৪৩)।

১৯৪৪ সালের ৯ সেপ্টেম্বর ছিল সেই দিন যেদিন বুলগেরিয়ার নারীরা এক নতুন জীবন শুরু করে, তাদের সমানাধিকার ও সমাজে যথাযোগ্য স্থান দেওয়া হয়। কিন্তু বাস্তব পরিবর্তন এসেছিল এপ্রিল ১৯৫৬-এর কেন্দ্রীয় কমিটির ঐতিহাসিক প্লেনাম থেকে। এই প্লেনাম মহিলাদের প্রকৃতই বাস্তব সাম্যের অধিকারী করেছিল।

এপ্রিল প্লেনামের সিদ্ধান্তগুলি সামাজিক প্রগতিকে ত্বরান্বিত করেছে, জনগণের সৃজনশীল উদ্যোগকে অনুপ্রাণিত করেছে, সামাজিক উৎপাদক শক্তিগুলির আকাশচুম্বী বৃদ্ধিকে শক্তিশালী করেছে এবং ব্যবহারিক ও সংস্কৃতিক উৎপাদনে মহিলাদের গণ-অংশগ্রহণ সুনিশ্চিত করেছে। ১৯৫৬ থেকে ১৯৭২-এর মধ্যে চাকরিজীবী মহিলার সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছিল শতকরা ২৫০ ভাগ—৩ লক্ষ ৮২ হাজার থেকে ১৩ লক্ষ ৩৭ হাজার। ১৯৭৩-এর মধ্যেই মেয়েরা শিল্প কারখানার শ্রমশক্তির ৪৫ শতাংশ এবং কৃষিতে ৪৬·৯ শতাংশ স্থান দখল করে নেয়। চাকরির উপযোগী বয়সের মহিলাদের প্রতি এক শত জনের মধ্যে ৬৮ জন সামাজিকভাবে প্রয়োজনীয় শ্রমে নিযুক্ত, আর অপর ১৪ জন অধ্যয়নরতা। দেশের ইঞ্জিনিয়ারদের ২৭·১ শতাংশ হল মহিলা, ডাক্তারদের ৪১.৮ শতাংশ, অর্থনীতিবিদদের ৫৮ শতাংশ, ইত্যাদি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে এর চমৎকার তুলনা করা যায়, উদাহরণস্বরূপ, সেখানে মাত্র ১.৬ শতাংশ ইঞ্জিনিয়ার এবং ৬·৭ শতাংশ ডাক্তার হল মহিলা।

কেবলমাত্র স্বাস্থ্য ও মায়ের দায়-দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে ক্ষতিকর পেশা ছাড়া আমাদের দেশের সমস্ত পদেই মহিলারা নিয়োগের উপযুক্ত। বৈজ্ঞানিক গবেষণা, সমস্ত ধরনের কাজের শর্ত ও যোগ্যতার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ, এবং চিকিৎসাবিদ্যা, সামাজিক-মনোবৈজ্ঞানিক ও সমাজবৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে মহিলাদের পক্ষে উপযুক্ত পেশা নির্দিষ্ট করার ভিত্তিতে মেয়েদের পেশাদারী মানসিকতার সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি করা হয়। কর্মক্ষেত্রের পরিবেশ এবং জীবনযাত্রার মানের ধারাবাহিক উন্নতি, মহিলাদের উপযোগী একটি শ্রম-বিধি (সাময়িক ও আংশিক সময়ের কাজ, ইত্যাদি) চাকুরিকে সব বয়সী মেয়েদের কাছে ক্রমবর্ধমানরূপে আকর্ষণীয় করে।

আমাদের সমাজ কিন্তু সামাজিক উৎপাদনে মহিলাদের অংশগ্রহণের কেবলমাত্র সংখ্যাগত দিকটি নিয়েই উদ্বিগ্ন নয়। যে সামাজিক অবস্থা উচ্চতর পেশাগত যোগ্যতাকে বাড়ায়, তার গুণগত দিকও রয়েছে। মহিলাদের দক্ষতা ও যোগ্যতা বৃদ্ধির প্রতি পার্টি সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করে থাকে। সাম্প্রতিক বছরগুলি অনুৎপাদন ক্ষেত্র এবং ইঞ্জিনিয়ারিং, পারমাণবিক ও রাসায়নিক জাতীয় প্রগতিশীল শিল্পগুলিতে তাদের দ্রুততম সংখ্যা বৃদ্ধির সাক্ষ্য দেয়। জটিল যান্ত্রিক ও স্বয়ংক্রিয় ক্ষেত্রগুলিতে, যেখানে উচ্চতর দক্ষতার প্রয়োজন এবং উচ্চ বেতন দেওয়া হয়, সেখানে মহিলারা সতত অধিকতর সংখ্যায় নিযুক্ত হচ্ছে। ১৯৭৩-এ, মাধ্যমিক শিক্ষাপ্রাপ্ত বিশেষজ্ঞদের না হলেও ৫৫.৩ শতাংশ এবং উচ্চতর শিক্ষাপ্রাপ্তদের ৩৮·৮ শতাংশই ছিলেন মহিলা। সামাজিক শ্রম এবং চাকুরির পরিবেশ ও সহকর্মীদের প্রভাব মহিলার কার্যক্ষেত্রের পরিধি বৃদ্ধি করে এবং ঘর ও পরিবারের ঊর্ধ্বে উৎসাহ সুনিশ্চিত করে। তাছাড়াও, এগুলি অর্থনৈতিক স্ব-নির্ভরতা আনে।

ক্রমবর্ধিষ্ণুভাবে এটা পেশাগত, বুদ্ধিবৃত্তি-সংক্রান্ত ও নৈতিক উন্নতির সহায়ক তথা ব্যক্তি-স্বাধীনতার জন্য অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করে। এই কারণেই বুলগেরিয়ার মহিলারা কেবল আর্থিক স্বাচ্ছল্যের উদ্দেশ্যেই নয় নতুন সমাজ গঠনে অংশ গ্রহণের জন্য হৃদয়ের গভীরে অনুভূত চাহিদার জন্যও চাকুরির খোঁজ করে। ১৯৬৯-এ আমরা এক গণমত গ্রহণ করি। বিষয় ছিল, "অর্থনৈতিক জীবন, জন-জীবন ও সাংস্কৃতিক জীবনে, এবং পরিবারে নারীর ভূমিকা"। তাদের ও তাদের পরিবারের ভরণ-পোষণের সম্পূর্ণ ব্যবস্থা করা হলে তারা আর কাজ করবে কি না এই প্রশ্ন করা হলে উৎপাদনে নিযুক্ত বিবাহিতা মহিলারা নিচের উত্তরগুলি দিয়েছিল:

—যতদিন পর্যন্ত কর্মক্ষম থাকব ততদিনই আমি কাজ করে যাব (৫৬·৭ শতাংশ)।

—অবসর বৃত্তি লাভের যোগ্য না হওয়া পর্যন্ত আমি কাজ করব (২২ শতাংশ)।

—আমি আংশিক সময়ের কাজ করব (১.৯ শতাংশ)।

—ছেলে-মেয়েরা বড় হওয়ার পরে আমি কাজ করব (১.৬ শতাংশ)।

—মাঝে মধ্যে আমি কাজ করব (১.৫ শতাংশ)।

—সন্তান না আসা পর্যন্ত আমি কাজ করব (০.২ শতাংশ)।

—আমি কাজ করব না (১৫.২ শতাংশ)।

"আপনার স্বামীর উপার্জন যদি দ্বিগুণ হয় তখন কি

আপনি চাকরি ছেড়ে দেবেন?" এই প্রশ্নে ১৯৭৩-এ এক জনমত গ্রহণ করা হলে শতকরা ৯৬ জন উত্তর দেয় "না"।

এর থেকেই বোঝা যাচ্ছে বুলগেরিয়ার মহিলাদের সামাজিক মূল্য পরিবর্তিত হয়েছে। কাজ জীবনের একটি ইতিবাচক দিক হয়ে উঠেছে, এবং কাজ ছাড়া মেয়েরা তাদের জীবন সম্পর্কে কল্পনা করতে পারে না।

সমাজতান্ত্রিক শিক্ষা এবং জাতীয় ও বিশ্ব সংস্কৃতির ক্ষেত্রে প্রবেশের অভিজ্ঞতা হল নারী মুক্তির একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পরের সেই দিনগুলির কথা আমদের এখনও মনে আছে—যখন, বিশেষত গ্রামাঞ্চলের, মেয়েদের মধ্যে নিরক্ষরতা এবং আধা-সাক্ষরতার বিরুদ্ধে আমাদের সংগ্রাম করতে হয়েছিল। আর এখন কেবল উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির ছাত্রদের ৫১.৮ শতাংশই হল তরুণী মেয়েরা (১৯৭৩/৭৪ শিক্ষা বর্ষ)। কিন্তু এ হল বিষয়টির একটি দিক মাত্র। শিক্ষা শেষে মেয়েরা বিজ্ঞান, সাহিত্য ও শিল্পকলার বিকাশে সমানাধিকারী এবং পূর্ণ অংশীদার হয়।

লেনিন দেখিয়েছিলেন যে প্রশাসন ব্যবস্থায় প্রবেশের সমান অধিকার না পাওয়া পর্যন্ত মহিলারা পূর্ণ সামাজিক সমানাধিকার পাবে না (ভি আই লেনিন, কালেকটেড ওয়ার্কস, ভল্যুম ৩০, পৃষ্ঠা ৩৪৭-৩৪৮)। বর্তমানে আমাদের পার্টি সদস্যদের ২৬·৮ শতাংশ এবং ডিমিট্রভ যুব লীগের সভ্যদের ৫০·৬ শতাংশ হল মহিলা। স্থানীয় প্রতিনিধি সভার প্রতিনিধিদের ৩৭ শতাংশ ও গণপরিষদের ১৮·৭ শতাংশ নারী সদস্য। অপরপক্ষে ফরাসি পার্লামেন্টে এই সংখ্যা হল ১·৭ শতাংশ, বেলজিয়ামে ২·৮, এবং ব্রিটেনে ২.৯। এবং প্রতি ছয়টি উদ্যোগের অন্তত একটাতে একজন করে মহিলা হল পরিচালক অথবা সহকারী পরিচালক।

আমাদের সমাজতান্ত্রিক সমাজ গঠন প্রক্রিয়ায় পারিবারিক সম্পর্কের পর্যাপ্ত পরিবর্তন ঘটেছে। আরও অধিক সংখ্যক পরিবারে স্ত্রী স্বামী অপেক্ষা উচ্চতর শিক্ষিতা (সমগ্রের ১২ শতাংশ) এবং সমান অথবা ক্ষেত্র বিশেষে উন্নত আয় করে (৩৫·৪ শতাংশ)। এই পরিবারগুলির অনেকগুলিতেই বিবাহের পর স্ত্রী স্বামীর ব্যবহারিক ও নৈতিক সমর্থন পেয়ে শিক্ষা লাভ করেছে। এই ঘটনা পূর্ণ সমানাধিকার ও পারস্পরিক সম্ভ্রমের ভিত্তিতে প্রাচীন অসম সম্পর্ক দূর করে নতুন পারিবারিক বন্ধন দৃঢ় করার প্রগতির সাক্ষ্য বহন করে।

বুলগেরিয়ার কমিউনিস্ট পার্টির দশম কংগ্রেস "মায়ের মহান কর্তব্য সমাধা, শ্রমে অংশগ্রহণ, পেশাগত ও সাংস্কৃতিক বিকাশ, এবং প্রশাসনে যথাযোগ্য ভূমিকা নিতে মেয়েদের জন্য সম্ভাব্য সর্বোত্তম পরিবেশ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে সমাজতান্ত্রিক সমাজে নারীর স্থান ও ভূমিকার বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির অনুসারী ব্যবস্থাদির একটি বিরাটাকার কর্মসূচী আরম্ভ করার" প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিল।

এই দায়িত্ব সমাধার জন্য গবেষক, বিশেষজ্ঞ, জননেতা ও রাজনীতিবিদদের নিয়ে একটি ওয়ার্কিং গ্রুপ গঠন করা হয়। বুলগেরিয়ার কমিউনিস্ট পার্টির প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে এই গ্রুপ সর্বাধিক অনুকূল পরিবেশের একটি রূপরেখা প্রস্তুত করে যাতে মহিলারা সুনিশ্চিতভাবে একই সঙ্গে মা, উৎপাদক ও সমাজের সক্রিয় সদস্যরূপে দায়-দায়িত্বের সুষম সমন্বয় করতে পারে। সুপারিশগুলির কয়েকটি জনসাধারণের জীবনযাত্রার মনোন্নয়নের জন্য বুলগেরিয়ার কমিউনিস্ট পার্টির ডিসেম্বর ১৯৭২ কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত করা হয়। পরে ১৯৭৩-এর ৬ মার্চ গৃহীত একটি উন্নত সমাজতান্ত্রিক সমাজ গঠনে মহিলাদের ভূমিকা বৃদ্ধি সম্পর্কে বুলগেরিয়ার কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির রাজনৈতিক ব্যুরোর সিদ্ধান্তে ঐগুলি আরও বিস্তৃতভাবে সংযোজিত হয়েছিল।

এই দলিলগুলি মহিলাদের বৈধ মর্যাদার প্রতি সুস্পষ্ট পৃথক সমাজতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রতিফলিত করে: পুরুষের অধিকার ও নারীর অধিকারের মধ্যে সাম্য আনাকে সমাজতান্ত্রিক সমাজ যথেষ্ট বলে মনে করে না। মাতৃত্বের সঙ্গে সম্পর্কিত মহিলাদের বিশেষ ভূমিকার বলে সে তার সন্তান-সন্ততির লালন-পালনের গুরুতর দায়িত্ব বহন করে, এই জন্য তাকে অতিরিক্ত সুবিধা ও অধিকার দেওয়া হয়।

এই সুবিধাগুলি অবিরাম বৃদ্ধি পাচ্ছে। ১৯৭৩-এর পয়লা নভেম্বর থেকে শিশু-সন্তানের লালন-পালনের জন্য ছুটির ব্যবস্থা সহ পুরা বেতনে চার, পাঁচ অথবা ছয় মাসের প্রসূতিকালীন ছুটি (প্রথম, দ্বিতীয় অথবা তৃতীয় সন্তানের জন্ম বিশেষে) সংযোজিত হয়েছে। অনুরূপ ক্ষেত্রে যথাক্রমে ছয়, সাত অথবা আট মাস পর্যন্ত মা ন্যূনতম বেতন ৮০ লেভার সমপরিমাণ বৃত্তি পেয়ে থাকে। সেই সঙ্গে যে-কোনো মা শিশুর তিন বছর বয়স না হওয়া পর্যন্ত বিনা বেতনে ছুটি নিতে পারে, এই সমগ্র সময়কাল তার প্রবীণত্বের সঙ্গে যুক্ত হবে। কৃষি খামারের মহিলাদের ক্ষেত্রেও অনুরূপ সুযোগ-সুবিধা প্রযোজ্য। ছাত্রীরা যাদের শিশু আছে তারা একটি ৮০ লেভা মাসিক বৃত্তি ও সেই সঙ্গে একটি শিল্পভাতা পায়। যদি কোনো অল্প বয়সী মা ভর্তুকী সহ সবেতন প্রসূতি-কালীন ছুটি শেষ হবার আগেই তার কাজে ফিরে আসতে চায় তাহলে সে তার মজুরি অথবা বেতনের সঙ্গে জাতীয় সর্বনিম্ন আয়ের অর্ধেকের সমতুল্য একটি অতিরিক্ত ভাতা পায়।

সন্তান সম্ভাবনাকালে বিশেষ যত্নের ব্যবস্থা করা হয়। যদি দেখা যায় কোনো ভাবী মায়ের চাকরি ক্ষেত্র তার স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকারক হয়ে উঠতে পারে তাহলে তাকে সন্তান ধারণকালের চার মাস পরে অন্য কোনো কাজে স্থানান্তরিত করা হয়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে এই স্থানান্তর গর্ভধারণের অব্যবহিত পরেই হয়ে থাকে। স্বাস্থ্যের অনিষ্টকর কর্মতালিকাটির নিয়মিত পুনঃপরীক্ষা এবং বিস্তৃত করা হয়। সন্তান ধারণকালের চার মাস পরে এবং শিশুর আট মাস বয়স হওয়ার আগে কোনো মহিলাকে ছাঁটাই করা যায় না। প্রসূতিকালীন ছুটি অথবা বর্ধিত বিনা বেতনের ছুটির সময়েও তাকে বরখাস্ত করা বা তার শ্রম চুক্তির শর্তাবলীর অদল-বদল করা যায় না। গর্ভাবস্থার অজুহাতে কোনো মহিলার সঙ্গে একটি শ্রম চুক্তি সম্পাদনে কোনোরূপ অস্বীকৃতি শ্রম আচরণ-বিধিতে নিষিদ্ধ। এটি আমাদের শ্রম আইনের একটি গুরুত্বপূর্ণ সাফল্য।

পুরুষদের অপেক্ষা অধিকতর সহজ শর্তে মহিলাদের অবসর গ্রহণ করতে দেওয়া হয়। চাকরি অনুযায়ী ৪৫,৫০ অথবা ৫৫ বছর বয়সে পৌঁছে তারা অবসর বৃত্তি ভোগ

করার যোগ্য হয়, অবশ্য যদি তারা ১৫, অথবা যথাক্রমে ২০ বছর কাজ করে থাকে। যেসব মায়েরা পাঁচ অথবা তারও বেশি সন্তানের জন্ম দিয়েছে এবং লালন-পালন করেছে তাদের ক্ষেত্রে সুযোগ সুবিধা আরও অনেক বেশি পর্যাপ্ত।

বহুদূর বিস্তৃত বিশেষায়িত চিকিৎসা কেন্দ্রগুলিতে বিনামূল্যে মহিলাদের শুশ্রূষা করা হয়। শিশুদের স্বাস্থ্যের দেখাশুনার জন্য শহরগুলিতে ২২৮টি এবং শিল্পাঞ্চলে ২,০৬৬টি পরামর্শ কেন্দ্র আছে। কিণ্ডারগার্টেন বিদ্যালয়ের সংখ্যা বাড়ছে এবং ঐগুলির উন্নতির জন্য যথোপযুক্ত আগ্রহ দেখানো হয়।

নবীন দম্পতিদের পরিবার ও বহু সন্তান যুক্ত পরিবারগুলির জন্য গৃহ সমস্যার সমাধান, স্বল্পমূল্যের শিশু পরিচ্ছদ ও খাদ্যের ক্রমবর্ধমান উৎপাদন, সেবার বিস্তৃতি, প্রভৃতি থেকে নারী ও তার পরিবার ভীষণভাবে উপকৃত হয়েছে। কিন্তু সমাজের যত্ন যতই ফলপ্রসূ হোক না কেন, নারীর সামাজিক সাম্য অসম্পূর্ণই থেকে যাবে যতক্ষণ পর্যন্ত না তা পরিবারের মধ্যেই কার্যকর করা হয়, পরিবার যথার্থ নৈতিক পরিবেশে জীবনযাপন করে এবং পরিবারের মধ্যে ন্যায্য শ্রম বিভাগ করা হয়। কার্যত এর অর্থ হল পরিবারের এমন একটি নতুন, সমাজতান্ত্রিক রূপ যেখানে সমাজতান্ত্রিক সমাজের সদস্যরূপে পিতামাতার সামাজিক মতাদর্শ ও নীতিবোধ, তাদের বৈজ্ঞানিক ও সাংস্কৃতিক আগ্রহের প্রশ্ন ভবিষ্যৎ প্রজন্মের লালন-পালন ও শিক্ষাদানের ওপর চূড়ান্ত প্রতিফলনের দ্বারা সর্বাধিক গুরুত্ব লাভ করে।

এ সবই হল একটি নীতির অংশ যার অন্তিম উদ্দেশ্য হয় ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য উদ্বেগ ও দায়-দায়িত্ব ধীরে ধীরে সমাজের ওপর বর্তানো: যাতে পরিবারের পার্থিব মর্যাদা নির্বিশেষে শিশুদের সর্বোত্তম দৈহিক এবং মানসিক বিকাশ নিশ্চিত হয়, পিতামাতার দায়িত্ব বলতে প্রধানত থাকে মানসিক গঠন, এতে একই সঙ্গে পিতামাতার, বিশেষত মায়েদের সার্বিক বিকাশ উৎসাহিত করে।

পার্টি কর্মসূচী এই কষ্টসাধ্য লক্ষ্য অর্জনের নিশ্চয়তা সৃষ্টি করেছে। সামাজিক ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় নীতির ভিত্তিরূপে রাজ্য পরিষদ এই কর্মসূচী অনুমোদন করেছে, এবং দেশের সম্পদ সীমার মধ্যে কর্মসূচীর সাথে সঙ্গতি রেখে এ বছর কয়েকটি নতুন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। আমাদের পার্টি এবং সরকার আর একবার বিশ্বের কাছে প্রমাণ করবে যে সর্বাধিক সম্পদশালী পুঁজিবাদী দেশগুলি প্রথম থেকে যা করেছে তার চেয়ে সমাজতন্ত্রের পথ অনুসরণকারী সম্প্রতিকালের একটি ছোট ও পশ্চাৎপদ দেশ ইতিহাসের স্বল্পকালের মধ্যেই অনেক বেশি করতে পারে।

ডিসেম্বর, ১৯৭৪-এ ৩৫টি দেশের রাজনীতিবিদদের উপস্থিতিতে জাতিসংঘের মহাসচিবের হাতে অর্পিত আন্তর্জাতিক নারীবর্ষের ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষর দেবার সময়ে বুলগেরিয়ার কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির প্রথম সম্পাদক এবং গণ-প্রজাতন্ত্রী বুলগেরিয়ার রাষ্ট্র পরিষদের সভাপতি কমরেড টোডর ঝিভকভ-এর বিবৃতির এই ছিল সার কথা। কমরেড ঝিভকভ বলেন: "এই ঘোষণাপত্রে লিখিত আদর্শের প্রকৃতির সঙ্গে আমার দৃষ্টিভঙ্গি ও আমার দেশের নীতির মিল আছে। গণ-প্রজাতন্ত্রী বুলগেরিয়ার রাষ্ট্র পরিষদ এবং সরকার মহিলাদের ফলপ্রসূ সমানাধিকার, সুসঙ্গত বিকাশ, রাজনৈতিক জীবনে তাদের ভূমিকা বৃদ্ধি, দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রগতি এবং জনসাধারণের সাংস্কৃতিক কল্যাণের জন্য একটি কর্মসূচী নিয়মানুগভাবে রূপায়িত করে চলেছে।"

সন্দেহ নাই যে বুলগেরিয়া যদি সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ার অন্তর্ভুক্ত না হত এবং অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির সহযোগিতা ও সাহায্য, বিশেষ করে মহান সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং তার কমিউনিস্ট পার্টির ভ্রাতৃপ্রতিম, নিঃস্বার্থ ও বহুমুখী সাহায্য প্রত্যাখ্যান করত তাহলে এত অল্প সময়ে আমাদের দেশের এরূপ সুদূরপ্রসারী সমাজতান্ত্রিক পথে অগ্রগমন, যার ফলে মহিলাদের সামাজিক সমানাধিকার ও বিকাশের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলির দ্রুত এবং ব্যাপক সমাধান নিশ্চিত হয়েছে, অসম্ভব হয়ে উঠত।

বুলগেরিয়ার মহিলারা এই সমাজের সদস্যা হওয়াতে গর্বিত, কারণ এই সমাজে কর্মরতা নারী, মা ও নাগরিক এত গভীর শ্রদ্ধা পায়। তারা সমানাধিকার, শান্তি ও সমাজপ্রগতির জন্য সংগ্রামরতা বিশ্বের নারী সমাজের সাথে সংহতি জানাবার জন্য আন্তর্জাতিক নারী বর্ষকে ব্যবহার করবে। আমরা বিশ্বাস করি লভ্য অভিজ্ঞতা এবং সম্পদের ব্যবহার করে, মহান মানবহিতৈষীদের মতাদর্শগুলির উপর নির্ভরশীল হয়ে মানব সমাজ—ইতিমধ্যেই মহিলাদের শৃংখল মোচন ও বিকাশ সহ ঐতিহাসিকভাবে প্রয়োজনীয় সামাজিক সমস্যাগুলির সামগ্রিক সমাধানের চেষ্টা করতে সমর্থ হয়ে উঠেছে।

আর একটি যুদ্ধে জয়

উরুগুয়ের চিঠি

বেআইনী জাতীয় শ্রমিক সংঘের ডাকে মে দিবসে মিছিলে মিছিলে উরুগুয়ে ভরে যায়।

ছুটির আগে সামরিক কর্তৃপক্ষ ও পুলিস এটা বন্ধ করার জন্য ২,৫০০ লোককে গ্রেপ্তার করে। ১৯৭৩ সালের ২৭ জুন চাপিয়ে দেওয়া ফ্যাসিস্ট একনায়কতন্ত্র অনেকের ওপর অত্যাচার চালায় কিন্তু জনগণ বিশেষ করে শ্রমিকশ্রেণী জোরের সঙ্গে প্রত্যাখ্যান করে।

কিন্তু কোনো দমন-পীড়নই শ্রমজীবী জনগণের শক্তির চিরাচরিত ও জঙ্গী প্রদর্শন বন্ধ করতে পারে নি। ৪, ১৭, ২৪ ও ৩০ এপ্রিল মণ্টেভিডোর সমস্ত এলাকায় মিছিল হয়। জাতীয় সংঘের দ্বারা মে দিবস পালনের ডাকে শহর ছাপিয়ে যায়। দেওয়ালের শ্লোগান ও লক্ষ লক্ষ ইস্তাহারই হচ্ছে এন এল সি-র দৃঢ়তার সাক্ষ্য। বিশেষ প্রভাবশালী জাতীয় সঙ্ঘ একনায়কতন্ত্রের ষড়যন্ত্রের প্রতি তীক্ষ্ণ নজর রেখেছে, যা শক্তিশালী ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনকে(১) ধ্বংস করতে চেষ্টা করছে। পরেরটির শক্তি সণ্টো গ্র্যান্ড হাইড্রোপাওয়ার প্ল্যান্টের নির্মাতাদের জয়ে দেখা গেছে, যারা ১,৮০০ শ্রমিকের গ্রেপ্তার সত্ত্বেও জিতেছে এবং আর্জেণ্টিনা-উরুগুয়ে যুক্ত নির্মাণ প্রকল্পে কর্মরত আর্জেণ্টিনার শ্রমিকদের বিতাড়ন বন্ধ করে।

কার্টা সেমানাল, কমিউনিস্ট পার্টির বেআইনী সাপ্তাহিক মে দিবসের মিছিলে জনগণকে সক্রিয় অংশ নিতে এবং একনায়কতন্ত্রকে উৎখাত করার জন্য তাদের প্রত্যয়কে দেখানোর জন্য আহ্বান জানান। দমনমূলক যন্ত্র, শাসকদের দ্বারা সৃষ্ট ভীতির আবহাওয়া, এমন কি সরকারি হুঁশিয়ারি যে মিছিল করলে "জীবন বিপন্ন" হবে এসব কিছুই মণ্টেভিডোর আটটি জেলায় ও অন্যান্য বহু শহরে তাদের অংশগ্রহণকে বন্ধ করতে পারে নি।

রাজধানীতে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত মিছিল হয়। সেনাবাহিনী শহরের ভেতর, শ্রমিকশ্রেণীর বসতি এলাকায় এমন কি একটি অভিজাত জেলাতেও ঘোরাঘুরি করে। মে দিবসের প্রাক্কালে রাস্তাঘাটে ইস্তাহার ছড়ানো হয়েছিল। শ্রমিক,ছাত্র, প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবীরা একনায়কতন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য, তাদের দাবি আদায়ের জন্য, বৈধতা রক্ষা ও রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তির জন্য এবং একটি ব্যাপক জনপ্রিয় অস্থায়ী কোয়ালিশন সরকার গঠনের লক্ষ্যে গণতান্ত্রিক, দেশপ্রেমিক অসামরিক ও সামরিক চক্রের ঐক্যের আহ্বান জানিয়ে শ্লোগান দেয়।

জনসাধারণ মিছিলকারীদের প্রতি তাদের সংহতি জ্ঞাপন করে। পুরো মণ্টেভিডো বিক্ষোভে পূর্ণ ছিল, যদিও এটা ছিল শত্রু-কবলিত শহর। অনেকে আহত হন, শতশত লোক গ্রেপ্তার ও অত্যাচারিত হন।

মে দিবসের অনুষ্ঠানে সারা দেশ জুড়ে ব্যাপক প্রতিক্রিয়া হয়। জনগণ একনায়কতন্ত্রের দমনপীড়নকে, বিশেষ করে যুবক ও যুব কমিউনিস্টদের সংগঠিত শ্রমিকশ্রেণীর সাথে মোর্চা গড়ে কাজকর্ম করাতে বাধা দেওয়ার বিরুদ্ধে তীব্রভাবে নিন্দা করেন। ভিয়েতনাম ও কাম্বোডিয়ার জয়ে ও পর্তুগালে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার সাফল্যে জনগণের আন্তরিক আনন্দোচ্ছ্বাস একনায়কতন্ত্রের বৈদেশিক নীতির প্রতি একটি চ্যালেঞ্জ। সেইদিন উরুগুয়েবাসীরা ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে বিজয়ের ৩০তম বার্ষিকীও পালন করেন এবং এতে সোভিয়েত ইউনিয়নের ভূমিকার ওপর জোর দেন।

এতে একনায়কতন্ত্র হেরে গেল এবং শ্রমিকশ্রেণী, সমগ্র জনতা আর একটি প্রভাববিস্তারকারী যুদ্ধে জিতল।

মণ্টেভিডো
৯ মে, ১৯৭৫

জে বি

---

১ যখন এই সংখ্যা প্রেসে যাচ্ছে, রাষ্ট্রপতি বর্ডাবেরী ও সামরিক বাহিনীর একাংশের সঙ্গে সংঘর্ষের সংবাদ আসে। এন এল সি জনগণকে সতর্ক থাকতে পুনরায় আহ্বান জানিয়েছেন।

ফিলিপাইনস-এ পরিবর্তনের ঝোঁক

ফ্রান্সিসকো বালাগ্‌তাস
ফিলিপাইনস কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য

সামরিক আইন জারির ফলে ফিলিপাইনস কমিউনিস্ট পার্টি পরিচালিত গণ-আন্দোলন অবৈধ ঘোষণা এবং তাদের নেতৃবৃন্দের গ্রেপ্তারের দু-বৎসরেরও কিছু বেশি সময় পর ১৯৭৪ সালের অক্টোবর মাসে, একনায়কত্বকে কমিউনিস্টদের প্রতি তার মনোভাব পুনর্বিবেচন করতে হয়েছে। ফিলিপাইনস এবং ফিলিপাইনস-এর জনগণের সামনে ক্রমবর্ধমান যে সামাজিক-আর্থনীতিক এবং রাজনীতিক তীব্র সমস্যাসমূহ দেখা দিয়েছে তার সমাধানকল্পে জাতীয় ঐক্যের জন্য রাষ্ট্রপতি মার্‌কসের আবেগপূর্ণ আবেদনে সাড় দিয়ে ফিলিপাইনস কমিউনিস্ট পার্টির আত্মগোপনকারী নেতারা তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। ফলে কতগুলি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে একটি চুক্তি সম্পাদিত হয়। বন্দীদের প্রতি সাধারণ ক্ষমাপ্রদর্শন ঘোষণা করা হয়, রাজনীতিক বন্দীদের মুক্তি দেওয়া হয়, অবৈধ গণ-আন্দোলন পুনরায় বৈধ হয় এবং ফিলিপাইনস কমিউনিস্ট পার্টি (যে পার্টি তার ৪৪ বৎসরেরও অধিককাল অস্তিত্বের মধ্যে ৮ বৎসরেরও কম সময় বৈধ পার্টি হিসাবে কাজ করছে) এখন একটি বৈধ সংগঠন।(১) ফিলিপাইনস কমিউনিস্ট পার্টির উদ্যোগে অনুষ্ঠিত ৫০ হাজারেরও অধিক কৃষকের এক জনসমাবেশে পার্টির সাধারণ সম্পাদক ফেলিসিজিমো ম্যাকাপাগলসহ কমিউনিস্ট নেতৃবৃন্দ ভাষণ দেন। উক্ত সমাবেশে রাষ্ট্রপতি মার্‌কসও ভাষণ দেন এবং ভূমিসংস্কার দ্রুত কার্যকর করার এবং এই সময় ৭ হেক্টরের অতিরিক্ত চাল ও খাদ্যশস্যের জমি অন্তর্ভুক্ত করার নির্দেশ দেন।

সাম্প্রতিক বৎসরগুলিতে প্রশাসন সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির সঙ্গে পারস্পরিক কল্যাণ ও সহযোগিতার সম্পর্কের উন্নতি সাধনে ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। এশিয়া এবং আফ্রিকার গোষ্ঠীনিরপেক্ষ দেশগুলির সঙ্গে ফিলিপাইনের আরও নিয়মিত সংযোগ রক্ষা করা হচ্ছে।

এ সমস্ত পরিবর্তন কেন ঘটল? এ সমস্ত ঘটনাবলী বুঝতে হলে এবং এগুলির সঠিক মূল্যায়ন করতে হলে ভাবাবেগ, বিষয়ীগত মনোভাব এবং অতি সরলীকরণ পরিহার করা প্রয়োজন। কৌশলের দিক থেকে নমনীয় হয়ে, বিপদ সম্পর্কে সজাগ থেকে, কমিউনিস্টরা নতুন পরিস্থিতি যে সম্ভাবনা সৃষ্টি করেছে তা ব্যবহার করতে প্রস্তুত। বর্তমান ঝোঁকগুলি মূল্যায়নের ব্যাপারে ফিলিপাইনস্‌ কমিউনিস্ট পার্টি, শ্রেণী দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে সুদৃঢ় নীতি যুক্ত করে যে সমস্ত ঘটনাবলী বর্তমান পরিবর্তন ঘটাতে বাধ্য করছে, গভীর অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে তা বুঝতে সক্ষম হচ্ছে। দেশের অভ্যন্তরে এবং বাইরে যে সমস্ত সুনির্দিষ্ট উপাদান কাজ করছে তারই ফলে এরূপ পরিবর্তন ঘটছে এবং একনায়কত্বের বিবর্তনের চরিত্র নির্ধারিত হচ্ছে।

প্রশাসনের প্রধানত শোষকশ্রেণী সমূহের সামাজিক ভিত্তি হল সংকীর্ণ এবং অস্থায়ী। এমন কি স্থানীয় ব্যবসায়ীরা সরকারকে সমর্থন করলেও তার সকলে দৃঢ়তার সঙ্গে সমর্থন করছে না; তারা "অপেক্ষা কর এবং লক্ষ্য কর" এই মনোভাব নিয়ে চলাটাই পছন্দ করছে। এই সেদিন পর্যন্ত বুর্জোয়াদের যে সমস্ত গোষ্ঠীগুলি উৎসাহের সঙ্গে সরকারের প্রশংসা করছিল এখন সরকার এমন কি তাদেরও বিরোধিতা করছে। প্রগতিশীল ভূমি সংস্কার কার্যকর করা ও অন্যান্য সামাজিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা এবং সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির সঙ্গে সহযোগিতা বৃদ্ধি করার দিকে মার্‌কসের প্রবণতা দেখে তারা বিশেষভাবে শঙ্কিত।

শাসকগোষ্ঠী নিজেরাও পাথরের মতো কঠিনভাবে ঐক্যবদ্ধ নয়। বিদেশী মূলধনের সঙ্গে যুক্ত নয় এমন সংস্কারবাদী বুর্জোয়ারা এর বামপন্থী অংশের প্রতিনিধিত্ব করছে কিন্তু বিদেশী একচেটিয়া সংস্থার সঙ্গে যুক্ত এর দক্ষিণপন্থী অংশের এখনও প্রাধান্য রয়েছে। যারা বিদেশী একচেটিয়াপতিদের সঙ্গে যুক্ত নয় বা বিদেশী একচেটিয়াপতিদের সঙ্গে তাদের অংশীদারীত্বের শর্তের বিরুদ্ধে যারা ক্ষোভ প্রকাশ করছে তাদের নিয়ে গঠিত শাসক বুর্জোয়াদের একটি দ্বিধাগ্রস্ত কেন্দ্র প্রতিনিয়ত তাদের দক্ষিণপন্থী ও বামপন্থী অংশের মধ্যে এবং সামগ্রিকভাবে শাসকশ্রেণী এবং শ্রমজীবী জনগণের ব্যাপক অংশের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করে চলেছে। যেখানে শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলন ও বামপন্থী বুর্জোয়ারা এখনও দুর্বল সেখানে মধ্যপন্থী শক্তিসমূহ শ্রম ও মূলধনের সম্পর্কের পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত বিষয়সমূহের ব্যাপারে দক্ষিণপন্থী অংশের দিকেই খুব সম্ভবত ঝুঁকবে। প্রতিক্রিয়াশীলদের বিচ্ছিন্ন করার উদ্দেশ্যে মধ্যপন্থী শক্তিসমূহের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার পথে বাধা এখানেই নিহিত।

দক্ষিণ ও "বাম"পন্থীদের কাছ থেকে প্রভূত পরিমাণে বাধা প্রাপ্ত হওয়ায় প্রশাসনের অসুবিধাসমূহ আরও বৃদ্ধি পেয়েছে।

১৯৭২ সাল থেকে ক্ষমতাচ্যুত মুষ্টিমেয় ভূস্বামীদের শাসনতন্ত্র একনায়কত্বের তীব্র বিরুদ্ধাচরণ করছে। সামন্ততান্ত্রিক ভূস্বামীশ্রেণীর সঙ্গে চিরাচরিতভাবে যুক্ত ক্যাথলিক গীর্জার যাজকতন্ত্র, একনায়কত্ব কর্তৃক ভূমিসংস্কার কার্যকর

---

১ সামরিক আইনের অধীনে কোনো বৈধ রাজনীতিক পার্টির অস্তিত্ব থাকে না।

করায় এবং ক্যাথলিকদের মালিকানাধীন যে সমস্ত বে-সরকারি স্কুলগুলিকে পূর্বে ট্যাক্স থেকে রেহাই দেওয়া হয়েছিল সেগুলির ওপর পুনরায় ট্যাক্স ধার্যের আশঙ্কায় একনায়কত্বের বিরুদ্ধে বিরোধী মনোভাব গ্রহণ করেছে। স্থানীয় বুর্জোয়াদের কিছু অংশ বাহ্যত একনায়কত্বের নিকট আত্ম-সমর্পণের ভাব দেখালেও বস্তুতপক্ষে তারা পুনরায় আঘাত হানার জন্য সক্রিয়ভাবে প্রস্তুতি নিচ্ছে।

ফিলিপাইনের মাওবাদীরা সামরিক আইন প্রয়োগে প্ররোচনা সৃষ্টি করে এই বিশ্বাসে যে সশস্ত্র সংগ্রাম(১) সম্পর্কে তাদের প্রচারের পক্ষে এই রকম পরিস্থিতি অনুকূল হবে। এইভাবে তারা সবচেয়ে প্রতিক্রিয়াশীল সামন্ততন্ত্র ও সাম্রাজ্যবাদের সমর্থক শক্তিসমূহ সহ এই শাসনের যারা বিরোধী তাদের সমবেত করতে চেষ্টা করছে। মাওবাদীরা সশস্ত্র উপায়ে সরকারের উচ্ছেদের কথা প্রচারের উদ্দেশ্যে ক্যাথলিক, মুসলিম এবং অন্যান্য সংগঠনের মধ্যে অনুপ্রবেশ করছে।

সাধারণত মেহনতী জনতার পরিবারবর্গ হতে আগত ক্যাথলিক গীর্জার নিম্ন স্তরের মানুষ—তরুণ যাজক এবং মঠবাসিনীরা যারা জনগণের দুঃখ-দুর্দশা গভীরভাবে অনুভব করে তারাও সরকার-বিরোধী অবস্থান গ্রহণ করছে। তবে, অনভিজ্ঞতার দরুন তারা হঠকারিতার দিকে ঝুঁকছে। যদিও তাদের নিজেদের যাজকতন্ত্রের সঙ্গে বিরোধ বাড়ছে, তবুও ভিন্ন ভিন্ন কারণে তারা শাসন ব্যবস্থার প্রতি একটা অভিন্ন মনোভাব গ্রহণ করছে।

বুর্জোয়াদের দোদুল্যমানতা, বুর্জোয়া পার্লামেন্টারি ব্যবস্থা পুনরুদ্ধারের চাপ সহ বিরোধীদের কার্যকলাপ এবং সমগ্রভাবে প্রশাসনের সামাজিক ভিত্তির সংকীর্ণতা, গ্রামীণ বারাংগেজ(২) এবং কো-অপারেটিভসমূহে সংগঠিত কৃষককুল এবং একটি শিল্পে একটি ইউনিয়নের নীতির ভিত্তিতে একটি ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্রে সংগঠিত শ্রমিকদের কাছ থেকে জনপ্রিয় সমর্থন পাওয়ার ব্যাপারে চেষ্টা করতে সরকারকে বাধ্য করছে। এই নীতি কার্যকর করতে গিয়ে প্রশাসনকে, মেহনতী জনতার অগ্রগামীদল যারা তাদের ইচ্ছাকে পরিপূর্ণরূপে এবং ধারাবাহিকভাবে ব্যক্ত করছে সেই কমিউনিস্ট পার্টিকে হিসাবের মধ্যে গণ্য করতে হয়েছে। সামরিক আইন ও নিয়মপ্রণালীর সীমার মধ্যে সরকারি উদ্যোগে গঠিত এ সমস্ত সংগঠনসমূহের মধ্যে এখন কমিউনিস্টদের কাজ করতে দেওয়া হচ্ছে।

প্রশাসন, অন্যান্য জরুরী অভ্যন্তরীণ সমস্যাসমূহ এবং বিশেষত দক্ষিণাঞ্চলের সংখ্যালঘু মুসলমানরা স্বায়ত্তশাসনের অধিকারের জন্য যে চাপ দিচ্ছে সে সম্পর্কে তার প্রাথমিক অবস্থান পুনর্বিবেচনা করতে বাধ্য হয়েছে। সশস্ত্র বাহিনীর সহায্যে মুসলমানদের আন্দোলন দমনের চেষ্টা ব্যর্থ হওয়ার পর, সরকার রাজনীতিক মীমাংসার পথ গ্রহণ করে এবং মুসলমানগণ(১) কর্তৃক উপস্থাপিত কতকগুলি দাবি স্বীকার করে নেয়।

ফিলিপাইনে বসবাসকারী মুসলমানদের গৌরবমণ্ডিত এবং সুদীর্ঘ মুক্তিসংগ্রামের এক ঐতিহ্য রয়েছে। কি স্পেন, কি আমেরিকা, কি জাপান—কোনো উপনিবেশবাদীরাই তা দমন করতে সক্ষম হয় নি। জাতীয় গণতান্ত্রিক ঐক্যের কাঠামোর মধ্যে মুসলমানদের, অধিকতর উন্নত খৃষ্টান জনগণের সমকক্ষ করে তোলার সামাজিক-আর্থনীতিক কার্যসূচীর সঙ্গে তাদের সংস্কৃতিক অখণ্ডতার পূর্ণ অভিব্যক্তির অধিকারদানের নীতিই শুধু এক জাতি এবং এক রাষ্ট্রের মধ্যে তাদের খৃষ্টান ভ্রাতাদের সঙ্গে শান্তিপূর্ণভাবে বসবাস করতে তাদের সম্মত করাতে পারবে। মুসলমানদের আন্দোলনের উগ্রপন্থীদের বিচ্ছিন্নতাবাদী ঝোঁক ও ভাবাবেগকে পরাস্ত করার পক্ষে এই ঐক্য একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হতে পারত।

বাইরের ঘটনাবলী মার্কসের নীতিসমূহ প্রণয়ন প্রভূত পরিমাণে প্রভাবিত করছে। পুঁজিবাদী দুনিয়ার অর্থনীতির গভীর সংকট থেকে জ্ঞানপ্রদ শিক্ষালাভ হয়েছে।

কিছুকাল শাসক মহল জনসাধারণকে একথাই বুঝাতে চেয়েছিল যে, সামরিক আইন জারির পর, বর্তমানে বিদেশী একচেটিয়া মূলধনের সঙ্গে যে ঘনিষ্ঠ বন্ধন রয়েছে তাকে আরও শক্তিশালী করার ফলে "আর্থনীতিক ক্ষেত্রে অলৌকিক ঘটনা" ঘটবে। ১৯৭৪ সালের জুন মাসে এই শাসনব্যবস্থার উপদেষ্টাদের একটি গোষ্ঠী-সংরক্ষিত আন্তর্জাতিক প্রচলিত মুদ্রা, মোট জাতীয় উৎপাদন এবং মাথাপিছু জাতীয় আয় বৃদ্ধির হার সম্পর্কে হৃদয়গ্রাহী পরিসংখ্যান সংগ্রহ করেছিল। এক দশক ধরে বাণিজ্যে যে ধরনের ঘাটতি চলে আসছিল ১৯৭৩ সালে তার সম্পূর্ণ পরিবর্তন ঘটেছিল, এবং বর্ধিত উৎপাদন ও রপ্তানির ফলে মোটা উদ্বৃত্ত বাণিজ্য হয়েছিল।

তবে, পুঁজিবাদী দুনিয়ার অর্থনীতির গভীর সংকট, প্রধান প্রধান পুঁজিবাদী দেশগুলিতে রাজনীতিক ও সামাজিক অভ্যুত্থান আন্তর্জাতিক একচেটিয়া মূলধনের ওপর নির্ভরশীলতার অসারতা সপ্রমাণিত করেছিল। ঐ একই বৎসর ১৯৭৪ সালে শিল্পের বৃদ্ধির হার ১৯৭৩ সালের ১২ শতাংশের তুলনায় সাংঘাতিকরূপে হ্রাস পেয়ে ৩·৫ শতাংশে দাঁড়িয়েছিল। বহু শিল্পে মন্দা ও অচলাবস্থা দেখা দিয়েছে; মুদ্রাস্ফীতি বৃদ্ধি পাচ্ছে, পক্ষান্তরে মূল্যবৃদ্ধির সঙ্গে মজুরি তাল রেখে চলতে পারছে না। এমন কি সরকারি মহল জ্বালানি সংকটের দরুন আর্থনীতিক অবনতির অবশ্যম্ভাবিতা স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে। এ সমস্ত ঘটনাই, সাম্রাজ্যবাদী একচেটিয়া ব্যবস্থাসমূহ প্রধানত মার্কিন এবং জাপানী সাম্রাজ্যবাদী একচেটিয়া ব্যবস্থার সঙ্গে মৈত্রীর মাধ্যমে তীব্র সামাজিক-আর্থনীতিক সমস্যা-

---

১ এফ্ বালাগ্‌তাস, "ফিলিপাইনস-এ মাওবাদীরা" ডব্লিউ এম আর, জুন ১৯৭৩ দেখুন।

২ সরকারি উদ্যোগে শহর ও গ্রামাঞ্চলে স্থাপিত প্রতিনিধি সভাসমূহ এবং গণ-ভোট ও অন্যান্য সরকারি অভিযান পরিচালনার জন্য জনগণকে সমবেত করতে কর্তৃপক্ষ ঐগুলি ব্যবহার করে।

১ গত এপ্রিল মাসে সুলু ও মিন্‌ডানো দ্বীপের বিদ্রোহী গ্রুপগুলির নেতৃবৃন্দের সঙ্গে রাষ্ট্রপতি মারকসের এক বৈঠকে দেশের দক্ষিণাঞ্চলের স্থানীয় প্রশাসনের দায়িত্বপূর্ণ পদে সংখ্যালঘু মুসলমানদের নিযুক্ত করার, সশস্ত্রবাহিনীতে মুসলমানদের ভর্তি করার এবং মিনডানো দ্বীপের উন্নয়নকল্পে তহবিল নির্দিষ্ট করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সমূহের সমাধানের প্রচেষ্টার অসারতাই প্রমাণ করছে। মাত্র কয়েক মাস পূর্বে "আর্থনীতিক ক্ষেত্রে অলৌকিক" ঘটনা ঘটবে বলে যে ব্যাপক প্রচার চালানো হয়েছিল, ১৯৭৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসে সামরিক আইন ঘোষণার দ্বিতীয় বার্ষিকীতে জাতির উদ্দেশে প্রদত্ত রাষ্ট্রপতি মার্কসের ভাষণে তার কোনো ইঙ্গিত ছিল না এটা লক্ষ্য করার বিষয়। পক্ষান্তরে, ভাষণে এটাই প্রকাশ পেয়েছে যে, বর্তমান অসুবিধাগুলি দূর করার জন্য শাসনব্যবস্থাকে অধিকতর বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি খুঁজে বের করতে হবে এবং নিজেকে জাতীয় স্বয়ম্ভরতার নীতিমুখী করে তুলতে হবে।

পুঁজিবাদী ব্যবস্থার সংকট ও বিপর্যয়ের তুলনায় সমাজতান্ত্রিক পরিবারের দেশগুলির সাফল্য এবং ক্রমবর্ধমান স্থিতিশীলতা বিশেষভাবে চিত্তাকর্ষক বলে প্রতিভাত হচ্ছে। উন্নয়নশীল দেশগুলির সঙ্গে তাদের সহযোগিতা বৎসরের পর বৎসর বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং উক্ত সহযোগিতা উন্নয়নশীল দেশগুলিকে তাদের জাতীয় সার্বভৌমত্ব শক্তিশালী করতে এবং জাতীয় উন্নয়নের একটি স্বাধীন পথ অনুসরণ করতে সাহায্য করছে। ক্ষমতাসীন একনায়কত্ব এবং তার প্রযুক্তিবিদদের স্টাফসহ তার সমর্থকরা এ সমস্ত ঘটনা বিবেচনা করে দেখছে।

যে উন্নয়নশীল দেশগুলি সাম্রাজ্যবাদী শক্তিসমূহ ও তাদের বহুজাতিক সংস্থার বিরুদ্ধে, তাদের রাজনীতিক এবং আর্থনীতিক স্বাধীনতা দৃঢ়তার সঙ্গে ঘোষণা করতে ও শক্তিশালী করতে তাদের প্রাকৃতিক সম্পদের নিয়ন্ত্রণভার গ্রহণ করছে এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে যৌথ ব্যবস্থা গ্রহণ করছে সেই উন্নয়নশীল দেশগুলির সাম্রাজ্যবাদবিরোধী নীতি দ্বারা শাসকমহলও প্রভাবিত হয়েছে। এ সমস্ত রাষ্ট্রের সক্রিয় বৈদেশিক নীতির কার্যপ্রণালী, বুর্জোয়া সংস্কারবাদী এবং বিপ্লবী গণতন্ত্রীসহ ফিলিপাইনস-এর যে সমস্ত ব্যক্তি জাতীয় উন্নয়নের একটি অধিকতর স্বাধীন পথ অনুসরণ করতে ইচ্ছুক তাদের অবস্থানকে শক্তিশালী করছে।

পরিশেষে, ভিয়েতনামের জনগণ এবং কাম্বোডিয়ার দেশপ্রেমিকদের সাম্প্রতিক বিজয় একটি অভূতপূর্ব তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। কারণ এ ঘটনা জাতীয় মুক্তি, প্রগতি এবং শান্তির শক্তিসমূহের অনুকূলে আমাদের অঞ্চলে একটি বিরাট পরিবর্তন সূচিত করছে। গত এপ্রিল মাসে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার জাতিসমূহের সমিতি, ফিলিপাইনস যার সদস্য, যৌথভাবে স্বাধীন কাম্বোডিয়ার সরকারকে স্বীকৃতিদান করেছে।

জানা যায়, ইন্দোচীনের ঘটনাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে রাষ্ট্রপতি মার্কস এবং তাঁর উপদেষ্টাগণ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পাদিত সামরিক চুক্তিসমূহ পুনঃপরীক্ষা করে দেখার প্রশ্নটি নিয়ে আলাপ-আলোচনা করছেন। উক্ত চুক্তিসমূহের সম্পূর্ণ বাতিলের প্রশ্নটিও আলোচনার বহির্ভূত থাকে নি। সরকার এ সমস্ত চুক্তি সম্পর্কে বিশেষ করে আমাদের ভূমিতে অবস্থিত মার্কিন সামরিক ঘাঁটি সম্পর্কে আলোচনা শুরু করতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে খোঁচাচ্ছে।

এইভাবে দেশের মধ্যে ও বাইরের বিষয়গত প্রক্রিয়াসমূহ, জাতীয় বিকাশের স্বাধীন পথ ও জাতীয় স্বয়ম্ভরতার নীতি অনুসরণের জন্য আধা-সাংবিধানিক একনায়কত্ব ও তার সেবায় নিযুক্ত বুর্জোয়া সংস্কারবাদীদের বাধ্য করছে, যদিও এর পুঁজিবাদী চরিত্র বজায় রাখা হচ্ছে। বহুজাতিক সংস্থাসমূহের সঙ্গে এখনও আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা থাকলেও মাত্র কয়েক বৎসর পূর্বে যে অন্ধ মার্কিন ঘেঁষা নীতি অনুসৃত হয়েছে এই পথ সেই নীতি থেকে সরে আসাই সূচিত করছে।

জনগণের মধ্যে কাজ করতে গিয়ে ফিলিপাইনস-এর কমিউনিস্টরা নতুন পরিস্থিতিতে যে সমস্ত অসুবিধার সৃষ্টি হয়েছে সে সম্পর্কে উদাসীন নয়। বর্তমান সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে তারা সচেতন। রাজনীতিক গণ-সংগ্রামের অনুকূলে সশস্ত্র সংগ্রাম প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত খুবই নীতিনিষ্ঠ হয়েছে। ফিলিপাইনস কমিউনিস্ট পার্টির ষষ্ঠ কংগ্রেস (১৯৭৩ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে) খুবই গোপনীয় অবস্থার মধ্যে অনুষ্ঠিত হয়। ষষ্ঠ কংগ্রেস পার্টিকে বৈধ করার সংগ্রাম পরিচালনা করতে কমিউনিস্টদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে এবং শ্রেণী মৈত্রীর একটি নীতি গ্রহণ করেছে যার মর্মবস্তু হচ্ছে শ্রমিকশ্রেণীর ঐক্য, কৃষককুল এবং অন্যান্য বাম, গণতান্ত্রিক এবং দেশপ্রেমিক শক্তিসমূহের সঙ্গে শ্রমিকশ্রেণীর মৈত্রী। এই পথ বুর্জোয়া-সামন্ততান্ত্রিক শোষণ এবং বিদেশী একচেটিয় ব্যবস্থার প্রভুত্বের বিরুদ্ধে পরিচালিত।

সাম্রাজ্যবাদী প্রভুত্ব এবং নিম্ন মজুরি, ধর্মঘট নিষিদ্ধ করা, ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার সংকোচন সংক্রান্ত নীতিসমূহ এবং শ্রমজীবিগণ ও জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থী অন্যান্য ব্যবস্থাসমূহের বিরোধিতা করতে গিয়ে কমিউনিস্ট পার্টি, নীতিবর্জিত বাস্তব কার্যসূচীবিহীন ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে মৈত্রী, যেমন মার্কস-বিরোধী মৈত্রী যার মধ্যে উগ্র দক্ষিণপন্থী ও উগ্র বামপন্থী উভয়ই অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, তার মধ্যে জড়িত হতে চায় না। কমিউনিস্টরা হঠকারী, সংকীর্ণতাবাদী সংগ্রাম, চক্রান্তমূলক ক্ষমতা দখল, ষড়যন্ত্র এবং নৈরাজ্যবাদী-সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীপনাই শুধু প্রত্যাখ্যান করে না পরন্তু শ্রেণীশত্রুর প্রতি তারা আপসহীন মনোভাব প্রদর্শন করে, এবং শোষক শ্রেণীসমূহের নিকট আত্মসমর্পণ এবং তাদের সঙ্গে আপসের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে। ফিলিপাইনস-এর কমিউনিস্ট পার্টির ষষ্ঠ কংগ্রেসে গৃহীত কার্যসূচীতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, শান্তিপূর্ণ উপায়ে আমাদের সমাজের বৈপ্লবিক রূপান্তরে জনগণের পথে বাধাদানের প্রচেষ্টাকে সর্বপ্রকারে রোধ করতে পার্টি সদস্যদের সদাসর্বদা প্রস্তুত থাকতে হবে। এমন কি পার্টির বৈধ অবস্থায় এবং আইনসঙ্গত সংগ্রামের সময়ও এই নির্দেশ বলবৎ থাকবে।

ফিলিপাইনস-এর শ্রমিকশ্রেণীর অগ্রগামী বাহিনী, জনগণের স্বার্থসমূহ পূরণ, ভূমি সংস্কার, অধিকতর কর্মস্থানের জন্য শিল্পায়ন, অধিকতর স্বাধীন পররাষ্ট্রনীতি এবং বিশেষত সমাজতান্ত্রিক এবং গোষ্ঠীনিরপেক্ষ দেশগুলির সঙ্গে ব্যাপক সংযোগ এবং পারস্পরিক লাভজনক সহযোগিতার সকল ব্যবস্থা সমর্থন করে। এখন কমিউনিস্টরা বিশেষ করে এক কঠিন কর্তব্যের সম্মুখীন হয়েছে। সেগুলি হল, শ্রমজীবী জনগণের সঙ্গে কমিউনিস্টদের সংযোগ শক্তিশালী করার উদ্দেশ্যে তাদের যে অধিকতর গতিশীলতা রয়েছে তা পরিপূর্ণভাবে এবং দক্ষতার সঙ্গে ব্যবহার করা এবং এমন কি যখন সাধরণত উগ্রপন্থীগণ

কর্তৃক বাড়তি এবং অবাস্তব দাবিসমূহ উত্থাপিত হচ্ছে তখন দৃঢ়তার সঙ্গে ত সংযত করে জঙ্গী মনোভাব নিয়ে শ্রমজীবী জনগণের দৈনন্দিন স্বার্থ পূরণের জন্য সংগ্রাম করা।

ক্ষমতাসীন সরকারের মধ্যে যে সমস্ত বাম ও মধ্যপন্থী ব্যক্তি রয়েছে তাদের সহ অন্যান্য বাম, গণতান্ত্রিক এবং দেশপ্রেমিক শক্তিসমূহের সঙ্গে কমিউনিস্টদের প্রচেষ্টাকে ঐক্যবদ্ধ করা এবং উগ্র দক্ষিণপন্থী শক্তিসমূহ এবং তাদের বৈদেশিক একচেটিয়া সমর্থকদের বিচ্ছিন্ন করা বর্তমান পরিস্থিতিতে কমিউনিস্টরা তাদের কর্তব্য বলে মনে করে। শহরে ও গ্রামাঞ্চলে শ্রেণী মৈত্রীর নীতির নিজস্ব বৈশিষ্ট্য রয়েছে। গ্রামাঞ্চলে বুর্জোয়া সংস্কারবাদীরা বিভিন্ন মাত্রায় ভূমি সংস্কারের দিকে এগোবে বলে আশা করা যায়। বড় বড় ভূস্বামীদের কাছ থেকে অবিরাম বিরোধিতার সামনে, তাদের স্বতন্ত্র শ্রেণী সংগঠনসমূহ সহ কৃষকদের সমর্থন প্রয়োজন হবে। সামন্ততন্ত্র-বিরোধী সংগ্রামের অভিন্ন স্বার্থে একে পার্টি কাজে লাগাতে পারে এবং পার্টিকে কাজে লাগাতেই হবে।

শহরের শিল্প কেন্দ্রগুলির অসুবিধা হল এখানে যে প্রধান বুর্জোয়া সংস্কারবাদীরা বিদেশী মূলধনের সঙ্গে গভীরভাবে এবং ব্যাপকভাবে সংযুক্ত। শ্রমজীবিগণের স্বার্থ রক্ষা করতে গিয়ে প্রলেতারীয় কর্তব্যে সত্যনিষ্ঠ কমিউনিস্টরা শ্রমজীবী জনগণের কাজের ও জীবনধারণের ভাল শর্তের দাবি জানিয়ে যাবে এবং এরূপে সাম্রাজ্যবাদী একচেটিয়া ব্যবস্থা এবং তাদের ছোট ফিলিপাইন অংশীদারদের বিরুদ্ধে জনগণের সংগ্রাম শক্তিশালী করার পক্ষে অবদান রাখবে। সঙ্গে সঙ্গে তারা এ বিষয়ে সচেতন যে, প্রবল গণ-আন্দোলন ক্ষমতাসীন শ্রেণীগুলিকে ভীতিগ্রস্ত করে তুলতে পারে যারা শ্রমিকদের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রযন্ত্রের সর্বশক্তি প্রয়োগ করতে ক্ষান্ত হবে না।

সুতরাং, যেখানে সামরিক আইন বিদ্যমান, যেখানে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী প্রভাব হ্রাস পেলেও এখনও শক্তিশালী এবং যেখানে বামপন্থী শক্তিসমূহের মধ্যে মাওপন্থীরা বিভেদমূলক ভূমিকা গ্রহণ করে চলেছে, সেই অবস্থায় সমস্ত গণতান্ত্রিক শক্তির ঐক্যের সংগ্রাম আদৌ সহজ নয়। অধিকন্তু বাম, গণতান্ত্রিক এবং দেশপ্রেমিক শক্তির একাংশ ফিলিপাইনস কমিউনিস্ট পার্টির বর্তমান পরিস্থিতির মূল্যায়নের সঙ্গে একমত নয়। এ সমস্ত ব্যক্তিরা সরকারের প্রতি তাদের মনোভাব ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ঘটনাবলীকে তাদের দ্বন্দ্বমূলক পারম্পর্যে না দেখে যে পরিবর্তন ঘটছে তার ওপর যতটা না তাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ করছে তদপেক্ষা বেশি করছে ১৯৭২ সালে যে শক্তিসমূহ সামরিক আইন জারি করেছিল তাদের রাজনীতিক অতীতের ওপর।

নিঃসন্দেহে এই অতীতকে উপেক্ষা করা যায় না। প্রত্যেকটি সচেতন বিপ্লবীর জানা থাকা উচিত, শোষক শ্রেণীসমূহের সর্বাপেক্ষা প্রতিক্রিয়াশীল অংশ মুষ্টিমেয় ভূস্বামীর শাসনতন্ত্র উচ্ছেদ করা হলেও, তাদের এখনও প্রভূত প্রভাব প্রতিপত্তি রয়েছে এবং তারা নিজেদের স্বার্থে শাসকগোষ্ঠীর মধ্যকার দক্ষিণপন্থী ব্যক্তিদের সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের উদ্দেশ্যে শাসক গোষ্ঠীর বিভিন্নধর্মিতা কাজে লাগাবার চেষ্টা করে। তবে এই শাসন ব্যবস্থার সামনে যে সমস্ত ঐতিহাসিক বিকল্প এসে হাজির হয়েছে তা দ্বারা প্রভাবিত হয়ে শাসন ব্যবস্থার কাঠামোর মধ্যে যে ঝোঁকগুলি কাজ করছে সেগুলি উপেক্ষা করা খুবই ভুল হবে। বর্তমান পরিস্থিতির সম্ভাবনাগুলি মূল্যায়নে ফিলিপাইনস-এর কমিউনিস্ট পার্টি বিশ্বে সমাজতন্ত্র এবং সাম্রাজ্যবাদের মধ্যে যে সংঘাত চলছে এবং যার মধ্য দিয়ে সমাজতন্ত্র এবং তার মিত্রদের অনুকূলেই ক্রমবর্ধমানহারে শক্তি সমাবেশের পরিবর্তন ঘটছে তা বিবেচনা করেছে।

উন্নয়নের জন্য দেশের কোন্ পথ গ্রহণ করা উচিত, প্রধান বিকল্পটি তার সঙ্গে যুক্ত। এই পরিস্থিতিতে এবং শ্রেণী-শক্তিসমূহের বর্তমান সমাবেশের পরিপ্রেক্ষিতে জাতীয় **উন্নয়নের একটি স্বাধীন পথের প্রশ্ন** উত্থাপন প্রয়োজন এবং সময়োচিতও বটে। শাসক মহলের প্রধান অংশ এখনও যে উন্নয়নের ধনতান্ত্রিক পথ অনুসরণ করছে তার বিরুদ্ধে স্বাধীন বিকাশের পথের একটি একচেটিয়া-বিরোধী দিক রয়েছে এবং তা অধনতান্ত্রিক পথে উত্তরণের একটি স্তরও হতে পারে। পরিকল্পনার একটি কার্যকর ব্যবস্থা এবং জাতীয় স্বার্থের অনুকূল একটি শক্তিশালী রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্র স্থাপনই হচ্ছে স্বাধীন বিকাশের একটি গুরুত্বপূর্ণ পূর্বশর্ত।

নির্দিষ্ট বিষয়গত এবং বিষয়ীগত অবস্থা যখন বর্তমান থাকে দৃষ্টান্তস্বরূপ যেমন শাসক শিবিরেরই মধ্যে যারা রয়েছে তাদের নিয়ে বাম, গণতান্ত্রিক এবং দেশপ্রেমিক শক্তিসমূহের অনুকূলে যখন শক্তি সমাবেশ ঘটে তখনই স্বাধীন উন্নয়নের নীতি কার্যে পরিণত হতে পারে। এ সমস্ত অবস্থা বিদ্যমান না থাকলেও, এমন কি এখনও এই পথের জন্য সংগ্রাম একটি কৃতিসাধ্য রাজনীতিক আদর্শই। এই উদ্দেশ্য সাধনের প্রয়াস চালাতে গিয়ে, প্রগতিশীল শক্তিসমূহও, রাষ্ট্রপতি মার্কস নিজেই যে জাতীয় স্বয়ম্ভরতার নীতির জন্য আবেদন করেছেন এবং যে জাতীয় স্বয়ম্ভরতার নীতি অনুসরণ করছেন তা বিবেচনা করে থাকে।

বর্তমান পরিস্থিতিতে গ্রামীণ ব্যাংগেজ এবং কো-অপারেটিভগুলির মাধ্যমে বিশেষ করে কৃষকদের এবং সরকার সমর্থিত ট্রেড ইউনিয়নগুলিতে সংগঠিত শ্রমিকদের আরও গুরুত্বসহকারে সাধারণ মানুষের মধ্যে কার্যগুলি এগিয়ে নিয়ে যাওয়া প্রয়োজন। আমাদের একটুকুও কালক্ষেপ করা উচিত নয়, কারণ বিদেশী একচেটিয়াপতিরা এবং তাদের স্থানীয় ভূস্বামী ও বুর্জোয়া মিত্ররা এ সমস্ত সংগঠনকে তাদের আর্থনীতিক এবং রাজনীতিক প্রভুত্বের যন্ত্রে পরিণত করতে যথাসাধ্য চেষ্টা করবে। দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়ার চক্রান্তের মুখোস উদ্ঘাটন করে সঙ্গে সঙ্গে পার্টির উগ্র বামপন্থীদের কার্যকলাপ প্রতিরোধ করা উচিত। উগ্রপন্থীরা শ্রমজীবী জনগণের দরদী সেজে বাড়তি দাবিসমূহের জন্য তাদের সংগ্রামে পরিচালিত করে তাতে শুধু আমাদের শত্রুদেরই সুবিধা হয় এবং শ্রমিকশ্রেণী, প্রগতিশীল আন্দোলন এবং সমগ্র শ্রমজীবীগণের পক্ষে ঘটে শুধু চরম পরিণতি।

যেখানে রাষ্ট্র ক্ষমতায় বিদেশী একচেটিয়াপতিরা এখনও প্রভুত্ব করছে সেই পরিস্থিতিতে কাল্পনিক পরীক্ষা-নিরীক্ষায় ব্যাপৃত থেকে ফিলিপাইনস-এর কমিউনিস্টরা সময়ের অপচয় করবে না। পরিবর্তে, শ্রমিকশ্রেণীর ঐক্য, কৃষককুল এবং

প্রশাসনের বামপন্থী এবং মধ্যপন্থী শক্তিসমূহ সহ অন্যান্য বামপন্থী, গণতান্ত্রিক এবং দেশপ্রেমিক শক্তিসমূহের সঙ্গে শ্রমিকশ্রেণীর সুদৃঢ় মৈত্রী বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে তারা সাংগঠনিক কাজ সম্পর্কে তাদের শক্তি কেন্দ্রীভূত করবে। এই উদ্দেশ্যে কমিউনিস্টরা সরকার সমর্থিত গণসংগঠনগুলির মধ্যে কাজ করা ছাড়াও তাদের নিজস্ব বিপ্লবী গণ-আন্দোলন শক্তিশালী করবে। একমাত্র এভাবেই কমিউনিস্টরা, জাতীয় গণতান্ত্রিক, সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী এবং সামন্ততান্ত্রিক-বিরোধী ফ্রন্টে তাদের পার্টির সাংগঠনিক এবং রাজনীতিক স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখতে পারে।

পত্র-পত্রিকা

পুরনো ব্যাধি, নতুন চিকিৎসাপত্র

বুর্জোয়া অর্থনীতির কয়েকটি নতুন ঝোঁক

এ্যাব্রাম মিলেইকভস্কি
ইউ এস এস আর-এর বিজ্ঞান আকাদেমির করসপণ্ডিং মেম্বার

সে খুব বেশি দিনের কথা নয়, যখন বুর্জোয়া অর্থনীতির সংকট কেবলমাত্র মার্কসীয় পণ্ডিতদের আলোচনার বিষয়বস্তু ছিল। এখন বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদরা তাদের ভাবধারাগুলোকে পুনর্বিচার করার উদ্দেশ্যে আলোচনা করতে বাধ্য হচ্ছে আর যে-সব পুরনো ভাবধারার মর্যাদা-হানি ঘটেছে সেগুলোর বদলে নতুন ভাবধারা আমদানি করছে। ফলে গতানুগতিক বুর্জোয়া অর্থনৈতিক মতবাদের সীমা ছাড়িয়ে অর্থনীতি ক্ষেত্রে নতুন চিন্তার ঝোঁকগুলি দেখা দিয়েছে। এর মধ্যে মার্কসীয় চিন্তাধারার একটা প্রভাব আমরা লক্ষ্য করি।

ধনতন্ত্রের সুগভীর সাধারণ সংকটের তার অর্থনৈতিক তত্ত্বকে দেউলিয়া প্রতিপন্ন করেছে। এক্ষেত্রে লক্ষণীয় ঘটনা হল, আর্থনীতিক বিকাশ সম্পর্কে গাদা গাদা বইয়ের প্রকাশ।

উন্নয়ন সম্পর্কে অন্ধ আসক্তি : এ কথা বলা হত যে, উন্নয়ন, পুঁজিবাদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক ভিত্তিকে সহায়তা করবে। পঞ্চাশ এবং ষাটের দশকে এটাই ছিল এ বিষয়ে সমস্ত বইয়ের মূল সুর।(১)

১৯৬৮-৬৯ সালে এই মতবাদের ত্রুটি স্পষ্ট হয়ে উঠল। কারণ তখন আনুপাতিকভাবে অধিক হারে উন্নয়ন সত্ত্বেও মুদ্রাস্ফীতির তীব্রতা বাড়ে এবং ইতালি ও ফরাসি দেশে তীব্র সামাজিক-অর্থনৈতিক সংকট আর আমেরিকার কালো ইহুদী বস্তিতে অস্থিরতা ইত্যাদি দেখা দেয়। কিন্তু তার চেয়েও অনেক প্রবলতর আঘাত এসেছে গত কয়েক বছরের সংকট-প্রক্রিয়ায় অভূতপূর্ব জট পাকানোর ফলে।

বুর্জোয়া তাত্ত্বিকেরা স্বীকার করতে বাধ্য হন যে তাঁদের অনুমোদিত অর্থনৈতিক নীতি পুঁজিবাদের সামাজিক গলদ দূর করতে পারে নি।(১) ওয়াল্ট রসটো তাঁর **পলিটিক্স এ্যান্ড দি স্টেজেস অব গ্রোথ** বইয়ে তাঁর আগের মতকে সমালোচনার দৃষ্টিতে দেখেছেন এবং স্বীকার করেছেন যে "বহু ভোক্তা সমাজ" আর যাই হোক প্রাচুর্যের স্বর্গ নয়।

---

১ দ্রষ্টব্য—আর হ্যারড, ইকনমিক এসেজ, লণ্ডন ১৯৫১ ; আর হ্যারড—টুওয়ার্ডস এ ডায়নামিক ইকনমিকস, লণ্ডন ১৯৫৬ ;
ই ডোমার—এসেজ ইন দি থিয়োরী অব ইকনমিক গ্রোথ, নিউ ইয়র্ক, ১৯৫৭ ;
জে রবীনসন—ইকনমিক ফিলসফি, ১৯৬২ ; কিনসেস জেনারেল থিয়োরী ; আর লেকাচম্যান সম্পাদিত রিপোর্টস অব থ্রি ডিকেডস, নিউইয়র্ক-লণ্ডন, ১৯৬৪; ডব্লু হেলার নিউ ডায়মেনসন্স অব পলিটিক্যাল ইকনমি, হারভার্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, ওয়াশিংটন ১৯৭০ ; আর সোলো—গ্রোথ থিয়োরী, এন এক্সপোজিশন, অক্সফোর্ড—১৯৭০।

১ দ্রষ্টব্য—জে রবীনসন, ইকনমিক হেরেসিস, নিউইয়র্ক ১৯৭২।
জে রবীনসন, দি সেকেণ্ড ক্রাইসিস অফ ইকনমিক থিয়োরী, "দি আমেরিকান ইকনমিক রিভিউ" মে ১৯৭২ ; জি মিরজাল, এগেন্‌স্ট দি স্ট্রীম, ক্রিটিক্যাল এসেজ অন ইকনমিক, নিউইয়র্ক, ১৯৭৩ ; জে কে গলব্রেথ, পাওয়ার এ্যান্ড দি ইউজফুল ইকনমিস্ট, "দি আমেরিকান ইকনমিক রিভিউ" মার্চ ১৯৭৩ ; জে হিকস, দি ক্রাইসিস ইন কিনসিয়ান ইকনমিকস, অক্সফোর্ড, ১৯৭৪।

আর তিনি একটি নতুন স্তর যোগ করে তার নামকরণ করেছেন "গুণের অনুসন্ধান" যার প্রধান লক্ষ্য হল সামাজিক মঙ্গল, আইন-শৃঙ্খলা ও জাতীয় নিরাপত্তার সঙ্গে যুক্ত অর্থনৈতিক উন্নয়ন।(১) মার্কিন "ভোক্তা সমাজের" আদর্শকে পরিত্যাগ করার পক্ষপাতী আর একজন অর্থ-নীতিবিদ হলেন জাঁ ফোরেস্তি যিনি তাঁর ('প্রাচুর্য সমাজ' সম্পর্কে কয়েকটি কথা,(২) বইয়ে একে তীক্ষ্ণভাবে সমালোচনা করেছেন। রেমণ্ড এ্যারোঁ-র প্রগতি সম্বন্ধে মোহমুক্তি বই থেকে বোঝা যায় তিনিও প্রায় একই মূল্যায়ন করেছেন।(৩)

জন কেনেথ গলব্রেথও পুঁজিবাদের মুক্তি হিসেবে তাঁর "নতুন শিল্প-সমাজ" সংক্রান্ত চিন্তার পুনর্মূল্যায়ন করেছেন। ১৯৭০ সালের শেষ দিকে লণ্ডন **অবজারভারের** সঙ্গে তাঁর এক বিতর্কমূলক সাক্ষাৎকারে তিনি বোঝাতে চেয়েছেন যে, যে-সব সামাজিক উত্তেজনার ফলে বিশ্বের উত্তেজনা বৃদ্ধি পায়, সেই সব সামাজিক উত্তেজনা রোধ করার জন্যে শিল্পোন্নত জাতিগুলিকে অবশ্যই তাদের অর্থনৈতিক উন্নয়ন হার হ্রাস করা একান্ত প্রয়োজন।(৪)

উন্নয়নের প্রতি অন্ধ আসক্তির ফলে তাকে সংযত করার জরুরী আবেদন উপস্থাপিত হচ্ছে। জীবজগতের পরিবেশগত ভারসাম্য রক্ষার উদ্দেশ্যে, অর্থনৈতিক বৃদ্ধি ও ভোক্তা সমাজের বিলাস বর্জনের মতবাদ প্রচারের জন্য ১৯৬৮ সালে ব্যবসায়ী ও অর্থনীতিবিদদের একটি আন্তর্জাতিক গোষ্ঠী 'ক্লাব অফ রোম' প্রতিষ্ঠা করেছেন। এই ক্লাব ম্যাসাচুসেটস ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজির তত্ত্বাবধানে একটি গবেষকমণ্ডলী নিযুক্ত করে তাঁদের উপর পরিবেশের উপর উচ্চ বৃদ্ধি হারের ধ্বংসাত্মক প্রভাব সম্পর্কে গবেষণা করে তার ফল প্রকাশ করার ভার অর্পণ করেছে। বিভিন্ন পদ্ধতি সম্পর্কে বিশ্লেষণ বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক ফরেস্টার এ কাজ শুরু করেছিলেন এবং তাঁর অন্যতম সহকর্মী অধ্যাপক মিডোস এ কাজ শেষ করেছেন। **দি লিমিটস টু গ্রোথ**(৫) বৃদ্ধির সীমাবদ্ধতা) বইয়ে এর ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে। এর প্রধান মতবাদ হল, যদি পৃথিবীর শিল্প উৎপাদন, বার্ষিক ৭ শতাংশ হারে বেড়ে যেতে থাকে তাহলে পরিবেশের উপর তার প্রতিক্রিয়া এই শতাব্দীর শেষে মানবজাতিকে ধ্বংসের কিনারায় এনে ফেলবে।

যদিও বইটি ইচ্ছাকৃতভাবে এ সত্যটি লুকিয়ে গেছে যে পরিবেশগত ভারসাম্য একমাত্র রক্ষা করা সম্ভব বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত বিপ্লবের শক্তিকে যুক্তিসঙ্গতভাবে ব্যবহার করে। বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদ এবং সমাজবিজ্ঞানীরা শ্রমজীবী জনগণের "ভোগের সহজাত প্রবৃত্তিকে দমন রাখা"র উপর জোর দিয়ে থাকেন। এ সম্পর্কে তাঁদের যুক্তি হল, শ্রমজীবী জনগণ বৃদ্ধির নীতিকে অযৌক্তিক মজুরি বৃদ্ধির জন্য ব্যবহার করছে, আর তাঁরা এ যুক্তি দিয়ে থাকেন যে এটাই হচ্ছে বর্তমান অর্থনৈতিক অসুবিধাগুলির প্রধান কারণ।

কিন্‌স এবং কিন্‌সীয় অর্থনীতিবিদরা এটা দাবি করেছিলেন যে তাঁদের এই উন্নয়ন কাঠামো সংকট দূর করবে। আর তা না করলেও একে অনেকটা কমাবে। এখন এটা খুবই স্বাভাবিক যে এই অর্থনৈতিক নীতি, যা লক্ষমান মুদ্রাস্ফীতি সৃষ্টি করেছে তার জন্য তাঁদের দোষারোপ করা হচ্ছে।।

বাস্তবিকই মুদ্রাস্ফীতি পুঁজিবাদী পণ্ডিতদের চূড়ান্ত বিভ্রান্তির মধ্যে ফেলেছে ঃ প্রধান প্রধান সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির বহুকালব্যাপী এক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতার ভবিষ্যদ্বাণী তাঁরা করেছিলেন কিন্তু বাস্তব অবস্থা পুঁজিবাদের চরিত্র সম্পর্কে তাঁদের ধারণাকে বহুভাবে পরিবর্তন করেছে।

কারণ অতীতে মুদ্রাস্ফীতি যুদ্ধ বা যুদ্ধপরবর্তী অচলাবস্থার সঙ্গে যুক্ত থাকত। এটা এখনও আংশিক সত্য কারণ বর্তমান মুদ্রাস্ফীতি বহুলাংশে ঠাণ্ডা যুদ্ধের অস্ত্র প্রতিযোগিতার এবং বিধ্বংসী "ছোট যুদ্ধ", যেগুলি ঠাণ্ডা যুদ্ধের সমস্ত সময়টা ধরে ছিল, তারই পরিণতি। কিন্তু বিষয়টা এই যে এটা অর্থনীতির রাষ্ট্রীয় একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণ থেকে সৃষ্ট। এই ব্যবস্থায় রাষ্ট্রের উদার ভর্তুকী পেয়ে একচেটিয়ারাই কম বেশি পরিমাণে মুদ্রাস্ফীতি বৃদ্ধির কাজ করে।

"নিয়ন্ত্রিত মুদ্রাস্ফীতি"-র(১) মাধ্যমে ঘাটতি পূরণের কিন্‌সীয় নীতি (যার বহু সমর্থক জুটেছিল) স্ফীত জাতীয় বাজেট এবং বর্ধমান জাতীয় ঋণের মধ্যে নিয়ে গিয়েছিল। বড় বড় একচেটিয়ারা শুধু শোষণের তীব্রতা বৃদ্ধি করেই তাদের মুনাফা বৃদ্ধিতে সক্ষম হয় নি, উপরন্তু তাদের স্বার্থে জাতীয় আয় পুনর্বণ্টনের জন্য রাষ্ট্রীয় সাহায্যে মুদ্রাস্ফীতিকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে তাদের মুনাফা বাড়াতে সক্ষম হয়।(২)

মুদ্রাস্ফীতি এখন আর বাজারে চালু টাকা, যা কোনো না কোনো মাত্রায় রাষ্ট্রের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, তার উপর নির্ভর করে না। এটা এমন একচেটিয়া মূল্য নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার দ্বারা বিশেষভাবে শক্তিশালী হয়ে থাকে যা রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণের বাইরে। বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত বিপ্লবের পরিস্থিতিতে

---

১ দ্রষ্টব্য—ডব্লু রোস্ট্যউ, পলিটিকস এ্যাণ্ড দি স্টেজেস অফ গ্রোথ, কেম্ব্রিজ ১৯৭১।

২ জে ফোরেস্তি, লেটার আওভার্তে এ কোয়াতার মিলিয়ার্ডস দ্যহোমস, প্যারি, ১৯৭০।

৩ আর এ্যারোঁ, লা ডিসিলিউসানস ডু প্রগ্রেস, প্যারী, ১৯৬৯।

৪ "দি অবজারভার" নভেম্বর ২২, ১৯৭০, পৃঃ ২৫।

৫ দি লিমিটস টু গ্রোথ ঃ রিপোর্ট ফর দি ক্লাব অফ রোমস্ প্রজেক্ট অন দি প্রেডিকেমেণ্ট অফ ম্যানকাইণ্ড। নিই ইয়র্ক, ১৯৭২।

১ দ্রষ্টব্য জে এম কিন্‌স, দি জেনারেল থিওরী অফ এমপ্লয়মেণ্ট, ইণ্টারেস্ট এ্যাণ্ড মানি, নিউ ইয়র্ক, ১৯৩৬।

২ দ্রষ্টব্য এ এফ ব্রাইমার যুক্তরাষ্ট্রে মুদ্রাস্ফীতি ও আয় বণ্টন, "দি রিভিউ অফ ইকনমিকস এ্যাণ্ড স্টটিসটিকস" জে মৌলে, দাম, মজুরি, বেকারি, সমসাময়িক-অর্থনৈতিক তত্ত্বে মুদ্রাস্ফীতি। "ইণ্টারন্যাশনাল লেবার রিভিউ" অক্টোবর ১৯৭৩। এস মেলম্যান, দি পারমানেণ্ট ওয়ার ইকনমি (স্থায়ী যুদ্ধ অর্থনীতি), আমেরিকান ক্যাপিটালিজম ইন ডিক্লাইন (পতনের মুখে আমেরিকান পুঁজিবাদ) নিউ ইয়র্ক ১৯৭৪।

লাভজনক বিনিয়োগ ও বাজারের জন্য একচেটিয়ার প্রতিযোগিতার ফল হয় প্রধানত নতুন দ্রব্যসামগ্রী উৎপাদন, এবং নিজেদের জন্য বাজার সৃষ্টি। বিরাট করপোরেশনগুলি তাদের একচেটিয়া অবস্থানকে কৃত্রিমভাবে উচ্চ দাম ধার্য করার কাজে ব্যবহার করে থাকে। এর অর্থ এই যে প্রভাবের নতুন এলাকার জন্য প্রতিযোগিতা ধারাবাহিকভাবে মূল্য বৃদ্ধি ঘটায়। বস্তুত করপোরেশনগুলি উচ্চ একচেটিয়া লাভের প্রত্যাশায় দাম স্থির করে থাকে।(১)

তাই বর্তমান মুদ্রাস্ফীতি শুধু কিন্‌সীয় তত্ত্বকে নয়, এমন কি তথাকথিত তার চিরায়ত সমালোচকদের তত্ত্বকেও চুপসে দিচ্ছে। যাঁরা মনে করেন পুঁজিবাদ তার অন্তর্নিহিত শক্তির বলেই সংকট থেকে পরিত্রাণ পেতে পারে তাদের দুভাগে ভাগ করাই বোধ হয় যুক্তিযুক্ত হবে। এদের মধ্যে প্রথমে রয়েছেন কিন্‌সীয় মতবাদের নয়া-চিরায়ত-সমালোচকরা। তাঁরা বাজারের সাম্যাবস্থার স্বতঃসিদ্ধতার উপর দাঁড়িয়ে এ ধারণা পোষণ করেন যে স্বয়ং নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা গড়ে তোলার ক্ষমতা পুঁজিবাদের এখনও রয়েছে।

যারা নয়া-চিরায়ত মতবাদের সঙ্গে যুক্ত তাদের সকলের একাধিক তত্ত্বে এ কথাই প্রকাশ পেয়েছে। অল্প কয়েকজনের নাম করা যায় যেমন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জে এম ক্লার্ক, ইম্যাসন, জে বেইন যারা "ফলপ্রসূ" বা "কার্যকর" প্রতিযোগিতার তত্ত্ব ; জার্মান ফেডারেল রিপাবলিকের (ডব্লিউ ইউকেন, এইচ আর্নট প্রমুখ) "সামাজিক-বাজার-অর্থনীতি" তত্ত্ব ; ব্রিটেনে (পি এ্যান্ড্রুজ, জে ডি রিচার্ডসন প্রমুখ) "শিল্প সংগঠন" তত্ত্বের প্রতিনিধিত্ব করে থাকেন।

নয়া চিরায়তপন্থীরা অর্থনীতি নিয়ন্ত্রণে সরকারের অযোগ্যতা সম্পর্কে সাধারণ মানুষের অনাস্থাকে কাজে লাগায় এবং মুদ্রাস্ফীতি ও তার সমস্ত দুঃখকষ্টের জন্যে তারা বাজারের নিয়ম অগ্রাহ্য করার উপরেই চাপায়। তারা ব্যক্তিগত ব্যবসায়ীদের সবচেয়ে বেশি উদ্যোগ গ্রহণের প্রস্তাব রাখেন, কারণ এরা বাজারের নিয়ম মেনে চলে, যা তাদের বিচারে পুঁজি সৃষ্টির আদর্শ এবং কিভাবে তা বিভিন্ন শিল্পে বণ্টন হবে তা স্থির করে থাকে। অর্থনীতিতে সক্রিয় সরকারি হস্তক্ষেপের জন্য বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক সংস্কারের এরা ঘোরতর বিরোধী। তারা মনে করে এ ব্যবস্থা জনতাকে রাজনীতিতে নিয়ে আসবে, যার সুযোগ গ্রহণ করবে সোশ্যালিস্ট ও কমিউনিস্টরা। নয়া-চিরায়তপন্থীরা একচেটিয়া পুঁজির উপর নির্ভর করে ও তাদের আরও ক্ষমতার জন্য ওকালতি করে, আর তারা চায় এই শাসন পাতি বুর্জোয়া এবং মেহনতী জনতার যে অংশ স্বাধীন উদ্যোগের উপর বিশ্বাস হারায় নি তাদের "নীরব সংখ্যাগরিষ্ঠতা দ্বারা সমর্থিত হবে।"(২)

দ্বিতীয় চিন্তাধারার প্রতিনিধিত্বকারীরা পুরাতন মতবাদের দেউলিয়াপনা থেকে সৃষ্ট শূন্যতাকে পূরণ করার জন্য এমন এক তত্ত্ব উদ্ভাবন করেছেন যা গতানুগতিক বাজারের স্থিতিশীলতার ধারণাকে ছাড়িয়ে যায়। এর অন্যতম উদ্দেশ্য হল যাদের বুর্জোয়া অর্থনীতি সম্পর্কে মোহভঙ্গ হয়েছে তাদের মধ্যে মার্কসীয় চিন্তাধারার প্রসারকে বাধা দেওয়া।

নিঃসন্দেহে এই চিন্তাধারার নামকরা প্রতিনিধি হচ্ছেন জন কেনেথ গলব্রেথ। তাঁর ১৯৭৩ সালের বই **ইকনমিকস এ্যান্ড পাবলিক পারপাস**(১) (অর্থনীতি ও সরকারি উদ্দেশ্য) বুর্জোয়া অর্থনৈতিক পত্র-পত্রিকায় বেশ কিছুটা উত্তেজনা সৃষ্টি করেছিল। কারণ গলব্রেথ গতানুগতিক বুর্জোয়া অর্থনৈতিক চিন্তাধারার কিন্‌সীয় ও নয়া-চিরায়ত উভয় চিন্তাকেই অবাস্তব বলে দোষারোপ করে তীব্র সমালোচনা করেছেন। গলব্রেথের মতানুযায়ী আপাতঃদৃষ্টিতে সমস্ত রকমের নতুনত্ব সত্ত্বেও কিন্‌স প্রতিযোগিতার বাজারের নিয়ম যাকে তিনি "ব্যবস্থাপনার বিষয়" বলে ব্যাখ্যা করেছেন, তার উপর ভিত্তি করা অর্থনীতির চৌহদ্দি ছাড়িয়ে যায় নি। আর গলব্রেথ উদ্বিগ্ন কারণ অর্থনীতির ছাত্রদের যদি পুরনো তত্ত্বগুলি, যা বর্তমানের সঙ্গে খাপ খায় না, শেখানো হয়, তা হলে তারা উত্তরের জন্য মার্কসীয় সাহিত্য খুঁজবে। গলব্রেথের বইয়ের উদ্দেশ্য হল মার্কসবাদের রাস্তা বন্ধ করা। তিনি তাঁর বক্তব্য উপস্থাপিত করেছেন, যা এর আগেও তাকে সমসাময়িক বুর্জোয়া অর্থনীতির সামাজিক প্রতিষ্ঠানের চিন্তাধারার নেতা হিসাবে এবং "শিল্প সমাজের" ও "দুই সমাজব্যবস্থার মিলনের" একজন বিশিষ্ট প্রবক্তারূপে প্রতিষ্ঠিত করেছে। তাঁর তত্ত্বের মূল চিন্তাধারা এই যে বর্তমান প্রযুক্তিগত বিপ্লবের যুগে উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলির অর্থনৈতিক প্রক্রিয়াগুলো কতকটা পরিমাণে চূড়ান্ত পর্যায়ে বাজার বা বাজারের অবস্থার উপর নির্ভরশীল শিল্পগুলির দ্বারা নির্ধারিত না হয়ে বরং বাজার বহির্ভূত সংস্থাগুলি যেমন রাষ্ট্র, বৃহৎ করপোরেশন ও ট্রেড ইউনিয়নগুলি দ্বারা নির্ধারিত হয়ে থাকে। আর পুঁজিবাদের সামাজিক রূপান্তরে তাদের ভূমিকা পরীক্ষা করেছেন গলব্রেথ।

"শিল্প সমাজ" মতের সংশোধন এবং সমাজতন্ত্র কথাটি আর গোপন রাখা হবে না এ ঘোষণা, আর অর্থনৈতিক কাঠামো পুনর্গঠনের জন্য এক পরিকল্পনা ব্যবস্থা প্রবর্তন করে শিল্প উন্নয়ন ঘটানো উচিত, গলব্রেথের এই সিদ্ধান্তের জন্য বইটি সাড়া জাগিয়েছে। কিন্তু "নয়া-সমাজতন্ত্র" গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গেই গলব্রেথ বলছেন যে তাঁর সমাজতন্ত্র আদর্শবাদী বা তত্ত্বগত নয় বরং এটা যুক্তরাষ্ট্রের উন্নয়নের ব্যবহারিক দিকগুলি বিবেচনা থেকে উদ্ভূত। কী নতুন পরিস্থিতি গলব্রেথ আবিষ্কার করেছেন যাতে যুক্তরাষ্ট্রে অর্থনৈতিক পরিকল্পনার একটা নতুন দৃষ্টিভঙ্গি প্রবর্তনের প্রয়োজন ?

তিনি মনে করেন যে বড় বড় করপোরেশনগুলির অর্থনীতি ও রাজনীতি ক্ষেত্রে ক্রমবর্ধমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য থাকবে। গত কয়েক বছর ধরে তথাকথিত ম্যানে-

---

১ দ্রষ্টব্য জি সি মিনস, দি এ্যাডমিনিস্টারড প্রাইস থিসিস রিকনফার্মড "দি আমেরিকান রিভিউ" জুন ১৯৭২ ; জে এম ব্লেয়ার, ইকনমিক কনশেনট্রেশন : স্ট্রাকচার, বিহেভিয়ার এ্যান্ড পাবলিক পলিসি, নিউ ইয়র্ক ১৭৯২।

২ দ্রষ্টব্য ভি প্যাটিনকিন, স্টাডিজ ইন মনিটারী ইকনমিকস, নিউইয়র্ক ১৯৭২।

১ জে কে গলব্রেথ, ইকনমিকস এ্যান্ড পাবলিক পারপাস, বোস্টন ১৯৭৩।

জারিয়েল বিপ্লবের পক্ষ ও বিপক্ষ উভয়েই বেশি বেশি সংখ্যায় সমস্যাটির উপর বিতর্কে অংশ গ্রহণ করছে।(১) গলব্রেথ কিন্তু একটা নতুন মত উপস্থাপিত করেছেন। তিনি বলেছেন যুক্তরাষ্ট্রকে একটি পুরোপুরি করপোরেট স্টেট বলা চলে না। এর সামাজিক সমস্যার কারণ, অর্থ-নীতিতে দুটি ক্ষেত্রের আবির্ভাব···পরিকল্পনা ব্যবস্থা ও বাজার ব্যবস্থা। প্রথমোক্তটির মধ্যে রয়েছে এক হাজার বিশাল আকারের করপোরেশন যা রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার মধ্যে নেই এ রকমের সব জিনিস ও সেবামূলক কাজের অর্ধেক উৎপাদন করে থাকে। শেষোক্তটির মধ্যে রয়েছে অর্থনীতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে ছড়িয়ে থাকা ১২ মিলিয়নের কাছাকাছি প্রতি-ষ্ঠান যারা স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিযোগিতার দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে। গলব্রেথের মতানুযায়ী এই পরিকল্পনা ব্যবস্থা নিশ্চিতভাবে সমাজতন্ত্র মুক্ত। বড় বড় কর্পোরেশনগুলির একচেটিয়া অবস্থান সম্পর্কে বলা হয়ে থাকে যে সেগুলি পুঁজিপতিরা নয় ম্যানেজাররাই চালিয়ে থাকে—তাদের এক-চেটিয়া অবস্থানের ভারসাম্য রক্ষিত হয় বড় বড় ট্রেড ইউ-নিয়নগুলির একচেটিয়া অবস্থানের দ্বারা আর এই ট্রেড ইউনিয়নগুলি ন্যায্য মজুরির নিশ্চয়তা দিয়ে থাকে। একমাত্র ব্যতিক্রম হল অস্ত্র কারখানাগুলি, যেগুলি জাতীয়-করণ করা উচিত কারণ সরকারি অর্ডারের উপর তারা নির্ভরশীল এবং এই সংক্রান্ত চুক্তি করতে গিয়ে দায়িত্বশীল সরকারি কর্মকর্তারা দুর্নীতির মধ্যে ঢুকে পড়েন।

গলব্রেথকে স্বীকার করতে হয়েছে যে, "অভিজ্ঞ করপোরেশনগুলো" তুলনামূলকভাবে সস্তা জিনিসপত্র ব্যাপক উৎপাদন করে প্রাচুর্যের সমাজ সৃষ্টি করছে বলে এক সময় প্রশংসিত হত, সেগুলি এখন মূল্যবৃদ্ধির নীতি নিয়ে সামরিকশিল্প সমাহারের সঙ্গে ক্রমবর্ধমান মুদ্রা-স্ফীতির দায়িত্বের অংশীদারে পরিণত হয়েছে। তিনি বলেন এই গলদ একমাত্র লাগাতর মজুরি ও দামের রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ দ্বারা দূর করা সম্ভব।

"প্রয়োগবাদী সমাজতন্ত্রের" মূল লক্ষ্য হবে বাজার ব্যবস্থা, কারণ এটা "পরিকল্পনা" ব্যবস্থার মতো যুক্ত-রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদের স্থায়িত্বের পক্ষে বিপজ্জনক প্রধান প্রধান সামাজিক অভ্যুত্থানের প্রভাব মুক্ত নয়। এর ত্রুটিগুলি শিক্ষা, জনস্বাস্থ্য, পৌর সুযোগসুবিধাসমূহ, পরিবেশগত নিরাপত্তা ইত্যাদি ব্যাহত করে, যার জন্য এটাই হওয়া দরকার সংস্কারের প্রধান লক্ষ্য যেখানে ছোট ছোট উৎপাদন সংস্থাগুলি সংযুক্তিকরণ এবং সেগুলিতে শ্রমিক ইউনিয়ন স্থাপন করার উদ্দেশ্য নিয়ে জনগণের সম্পত্তির অধিকতর ভূমিকার জন্য রাষ্ট্র সক্রিয়ভাবে অর্থনীতিতে হস্তক্ষেপ করবে।

কে এই প্রস্তাবিত সংস্কার কার্যকর করবে? গলব্রেথ এ আশা পোষণ করেন যে ডেমোক্রাটিক পার্টি তা করবে। ১৯৭২ সালে যখন সিনেটর ম্যাকগভার্ন ছিলেন পার্টির মনোনীত প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী, আর গলব্রেথ ছিলেন তাঁর পরামর্শদাতা, তখন পার্টির চরমপন্থী অংশের কর্মসূচীর সমর্থনে যুক্তি হিসাবে বইটির আবির্ভাব হয়েছিল। গলব্রেথের সমাজতন্ত্র, রাষ্ট্রীয় একচেটিয়া পুঁজিবাদের উপর ভিত্তি করে "মিশ্র অর্থনীতির" ধরনকে ছাড়িয়ে যায় নি, যেটা কার্যকর করা হচ্ছে পশ্চিম ইয়োরোপের কতকগুলি দেশে যেখানে রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রের অংশ যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্র থেকে অনেক বেশি। তিনি মিশ্র অর্থনীতিকে দেখছেন প্রধানত শিল্পগুলির মধ্যে যোগাযোগ সাধনের যন্ত্ররূপে, যেটা লাভজনকভাবে বিনিয়োগের জন্য হিংস্র প্রতিযোগিতায় লিপ্ত করপোরেশনগুলির "পরিকল্পনা ব্যবস্থা" করতে পারে না, স্পষ্টত সেটা অর্জন করার জন্য। গলব্রেথ শেষোক্ত-টিকে অবজ্ঞা করার পক্ষপাতী যাতে তাঁর বাজারের সঙ্গে সম্পর্কশূন্য "পরিকল্পনা ব্যবস্থার" অলীক কল্পনাকে বাঁচিয়ে রাখা যায়। তাঁর বই একচেটিয়া পুঁজিকে শ্রমজীবী জনতার প্রধান শত্রুরূপে দেখে না এবং একচেটিয়াকে তিনি সমালোচনা করে থাকেন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রীয় একচেটিয়া পুঁজিবাদকে স্থিতিশীল করার দিকে লক্ষ্য রেখে।

বর্তমানে যে সমস্ত অর্থনীতিবিদরা সমাজতন্ত্র শব্দটি এমন কি কথার সামাজিক মারপ্যাঁচ হিসাবেও ব্যবহার এড়িয়ে যান তাদের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে আরও কেন্দ্রীভূত রাষ্ট্রীয় এক-চেটিয়া পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক কর্মসূচীর জন্য ওকালতি করা। বিখ্যাত হার্বার্ট স্টেইন, যখন তিনি প্রেসিডেন্ট নিক্সনের অর্থনৈতিক উপদেষ্টা পরিষদের প্রধান ছিলেন তখন এক সময় আমেরিকান ইকনমিক এ্যাসোসিয়েশনের বার্ষিক সভায় তিনি ঘোষণা করেন যে, যুক্তরাষ্ট্রের সম্ভবত একটি অর্থনৈতিক পরিকল্পনা এজেন্সীর প্রয়োজন হবে। জাতীয় স্বার্থে বিশালকায় করপোরেশনগুলির বিনিয়োগ মধ্যে যোগাযোগ সাধনের জন্য এরকম একটি এজেন্সীর ধারণাকে আর একজন নেতৃস্থানীয় মার্কিন অর্থনীতিবিদ ভ্যাসিলি লিওনটিফের দ্বারা সমর্থিত হয়েছে।(১)

অবশ্য সমাজতন্ত্র শব্দটিকে ভয় না পাবার এবং মার্কিন পরিস্থিতিতে প্রয়োগবাদের দিক থেকে একে ব্যবহার করার জন্য গলব্রেথের উপদেশ, পুঁজিবাদের পীঠস্থানে সাধারণ সংকটের বর্তমান স্তরে যে পরিবর্তন ঘটছে তার প্রতিফলন। তা হলেও এটা লক্ষণীয় যে এই ধরনের প্রস্তাব আর এল হেইলব্রোনার(২), এ জি গ্রুচি(৩) প্রমুখ ইনস্টিটিউশনাল—সোশ্যাল চিন্তাধারার প্রতিনিধিত্বকারী নামকরা অর্থনীতি-বিদদের সন্তুষ্ট করতে পারে নি।

উদাহরণস্বরূপ বলা যায় গ্রুচি গলব্রেথকে সমালোচনা করেছেন এজন্য যে তিনি তাঁর "প্রয়োগবাদী সমাজতন্ত্রের" ব্যাখ্যায় তত্ত্বকে উপেক্ষা করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন যে

---

১ দ্রষ্টব্য—এ এ বার্লে, পাওয়ার, নিউইয়র্ক ১৯৬৯; জে এম ব্লেয়ার, অপ সিট; ডি আর ফুসফেলড, দি রাইজ অফ করপোরেট স্টেট ইন আমেরিকা, "জারনাল অফ ইকনমিক ইস্যু" মার্চ ১৯৭২;
পি বার্চ, দি ম্যানেজারিয়েল রেভলিউশন রি এ্যাসেসড; লেক্সিংটন বুকস ১৯৭২।

১ "দি নিউইয়র্ক টাইমস" মার্চ ১৪, ১৯৭৪।

২ আর এল হেইলব্রোনার, বিটুইন ক্যাপিটালাইজম এ্যান্ড সোসিয়ালাইজম, এসেজ ইন পলিটিক্যাল ইকনমিকস। নিউইয়র্ক ১৯৭২।

৩ এ জি গ্রুচি, কনটেমপোরারী ইকনমিক থট, দি কনট্রি-বিউশন অফ নিও-ইনস্টিটিউশনাল ইকনমিকস, লন্ডন ১৯৭২।

প্রথম পশ্চিম ইয়োরোপীয় পরিকল্পনার কর্মসূচী, যাকে গলব্রেথ শিক্ষামূলক উদাহরণ বলে সুপারিশ করেছেন তা ১৯৪৫-৪৮ সালে ফ্রান্সে, প্রতিরোধ আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী সোশ্যালিস্ট, কমিউনিস্ট ও অন্যান্য অংশগ্রহণকারীদের প্রসংশনীয় উদ্যোগের ফলে আবির্ভূত হয়েছিল। জার্মান ফেডারেল রিপাবলিকে নয়া-উদারপন্থী মতবাদ থেকে "সামাজিক বাজার অর্থনীতির" চৌহদ্দির মধ্যে পরিকল্পনা করার দিকে পরিবর্তনকেও তিনি ক্রিশ্চিয়ান ডেমোক্রাটদের পরাজয় এবং সোশ্যাল ডেমোক্রাট নেতা উইলি ব্রান্টের তত্ত্বের জয়ের সঙ্গে যুক্ত করেছেন(১) গ্রুচির অনুসরণ করে পিটারসন গলব্রেথকে সমালোচনা করেছেন এজন্য যে সম্মিলিত কৃৎকৌশলগত কাঠামোকে "পরিকল্পনা ব্যবস্থা"র রক্ষাকারী গোঁজা বলে বিবেচনা করেছেন এবং এ কথা ঘোষণা করেছেন যে, প্রশাসন এর হাতে একটি যন্ত্র বিশেষ। পিটারের মত অনুসারে এই "পরিকল্পনা" ব্যবস্থা বৃহৎ পুঁজি ও রাষ্ট্রের পারস্পরিক নির্ভরশীলতার প্রতিনিধি।(১) গলব্রেথের সমালোচকরা বুর্জোয়া সংস্কারবাদের গণ্ডি ছাড়িয়ে যান না, কিন্তু তাঁর মতো তাঁরা বড় বড় করপোরেশনগুলিকে শ্রেণী বৈরিতা অতিক্রমে সক্ষম প্রতিষ্ঠানরূপেও দেখেন না।

১৯৭৪ সালে মার্কিন প্রেসিডেন্ট কর্তৃক আহূত এক অর্থনৈতিক সম্মেলনের প্রাক্কালে র‍্যাডিক্যাল চিন্তাধারার বিজ্ঞানীদের একটি গোষ্ঠী এই মর্মে এক বিবৃতি প্রকাশ করেছিলেন যে ঐ সম্মেলনে নিমন্ত্রিত বিশেষজ্ঞরা দেশ যে সমস্যার সম্মুখীন তার সমাধান দিতে পারবেন না, কারণ তাঁরা প্রধানত যৌথ উদ্যোগগুলির সর্বোচ্চ মুনাফার জন্য উদ্বিগ্ন।

অর্থনীতিতে র‍্যাডিকাল চিন্তাধারা সরকারি অনুমোদন লাভ করছে। এর প্রতিনিধিরা আমেরিকান ইকনমিক এ্যাসোসিয়েশনের সদস্য। তাঁদের বই এবং সাময়িক পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধসমূহ যুক্তরাষ্ট্রে ও অন্যান্য পুঁজিবাদী দেশে ব্যাপকভাবে পড়া হচ্ছে। তাঁদের পরস্পরের মতবাদগত ও তত্ত্বগত অবস্থান, এত বৈচিত্র্যময় যে সেগুলির দ্রুত বর্ণনা, একটা ঝটিতি বর্ণনা দেওয়া কঠিন। র‍্যাডিকাল রাজনৈতিক অর্থশাস্ত্রের সংজ্ঞাটিই অত্যন্ত অস্পষ্ট ঃ পশ্চিমী পুঁজিবাদী দেশে একে দেখা হয়ে থাকে সেই সমস্ত পণ্ডিতদের ব্যাপার, যাঁরা সামাজিক-অর্থনৈতিক সমস্যাবলী—বিশেষ করে জাতীয় আয় বণ্টনের উপর তত্ত্বগত অনুসন্ধানকে আরও ঘনীভূত করার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন, আর সেই সমস্ত অর্থনীতিবিদদের যাঁরা সাম্রাজ্যবাদ ও তার অপরাধমূলক কাজগুলিকে নৈতিক অবস্থান থেকে সমালোচনা করেন এবং নিজেদের "মধ্য-বামপন্থী"(২) বলে অভিহিত করেন।

অর্থনীতির বুর্জোয়া ও পাতি-বুর্জোয়া সংস্কারপন্থী শিবিরের সঙ্গে নিজেদের চিহ্নিত না করে "নব বাম" চিন্তাধারার অর্থনীতিবিদরা পুঁজিবাদের দুর্গকে চুরমার করে মাটিতে মিশিয়ে দিতে আগ্রহী, একথা বলে থাকেন। কেউ কেউ মার্কসবাদীদের থেকেও "বাম" অবস্থান নিয়ে "প্রচলিত মার্কসবাদের" বিরুদ্ধে একটি নতুন বৈপ্লবিক প্রক্রিয়াকে স্থলাভিষিক্ত করার সামাজিক-অর্থনৈতিক মতবাদকে সমর্থন করেন।

অর্থনীতির র‍্যাডিক্যাল চিন্তাধারার অস্পষ্টতা পুঁজিবাদী দেশগুলির মধ্যবর্তী স্তরের মতবাদ ও স্বার্থের প্রতিফলন মাত্র। মূলত পাতি-বুর্জোয়া হলেও এ চিন্তাধারা পুরানো পাতি-বুর্জোয়া চিন্তাধারা থেকে পৃথক। একচেটিয়ার বিরুদ্ধে গতানুগতিক পাতি-বুর্জোয়া সমালোচকদের মতো অবাধ প্রতিযোগিতায় ফিরে যাবার জন্য ওকালতি না করে র‍্যাডিকাল অর্থনীতিবিদরা বিশেষ করে নব্য বামরা পুঁজিবাদী প্রতিযোগিতার কোনো ইতিবাচক ভূমিকা আছে একথা একদম অস্বীকার করেন। অধিকাংশ এ মত পোষণ করেন যে একটি নতুন সমাজ পুঁজিবাদের স্থলাভিষিক্ত হওয়া একান্ত দরকার কিন্তু তার জন্য বাস্তবানুগ কোনো কর্মসূচী তাদের নেই। এই অর্থনীতিবিদরা বুর্জোয়া অর্থনীতি ও প্রলেতারীয় অর্থনীতির মাঝখানের বেড়ার দু-পাশে পা রেখে দাঁড়িয়ে আছেন। আর শ্রেণীসংগ্রামের দুর্বার যুক্তি হল এর একটাকে বেছে নিতে হবে। তাই তাদের মধ্যে অবশ্যম্ভাবীরূপে দেখা দিয়েছে ভাঙনের প্রক্রিয়া। সাম্রাজ্যবাদ এবং তার দুর্নীতিগ্রস্ত নীতির সত্যিকারের বিরুদ্ধবাদী কিছু র‍্যাডিকাল অর্থনীতিবিদরা যাদের স্বার্থ মার্কসীয় অর্থনীতি সুসমঞ্জসভাবে ভাষা দিচ্ছে, নিঃসন্দেহে শ্রমিকশ্রেণীর পক্ষে চলে আসতে পারেন। মার্কসবাদ-লেনিনবাদের মৌলিক তত্ত্বগত সিদ্ধান্ত এই যে পুঁজিবাদের উৎপাদিকা শক্তি বিকাশের বিষয়গত নিয়ম এবং তার ফলে উদ্ভূত উৎপাদন সম্পর্ক সমাজের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশকে মজুরি ও বেতনভোগীতে পরিণত করে এবং উৎপাদন সামাজিক চরিত্রের হয়ে ওঠে। এটা সুসমঞ্জস বৈপ্লবিক পরিবর্তনের অবস্থা সৃষ্টি করে। জনগণ তাদের একান্ত প্রয়োজনীয় স্বার্থকে রক্ষা করতে গিয়ে সামাজিক অধিকার এবং গণতান্ত্রিক স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম ও একচেটিয়ার ক্ষমতা খর্ব করার জন্য সুদূরপ্রসারী গণতান্ত্রিক সংস্কারগুলি দাবি করতে গিয়ে পুঁজিবাদের জায়গায় সমাজতন্ত্র ও কমিউনিজমকে স্থলাভিষিক্ত করে সমাজ-

---

১ দ্রষ্টব্য—"জার্নাল অফ ইকনমিক ইস্যুজ" জুন ১৯৭৪ পৃঃ ২৪৩, ২৪৭।

২ দ্রষ্টব্য—এম ব্রণফেনব্রেনার র‍্যাডিকাল ইকনমিকস ইন আমেরিকা। "জার্নাল অফ ইকনমিক লিটারেচার" সেপ্টেম্বর ১৯৭০ ; আর সি এডওয়ার্ডস এ্যান্ড আদার্স (এডিটরস), দি ক্যাপিটালিস্ট সিস্টেম, এ র‍্যাডিকাল এনালেসিস অফ আমেরিকান সোসাইটি। এঙ্গেলউড ক্লিফস, নিউ জারসি, ১৯৭২ ; এইচ শেরম্যান, র‍্যাডিকাল পলিটিক্যাল ইকনমি, নিউইয়র্ক ১৯৭২ ; মডার্ন পলিটিক্যাল ইকনমি, র‍্যাডিকাল এ্যান্ড অর্থোডক্স ভিউজ অন ক্রুশিয়েল ইস্যুজ, এডিটেড বাই জে উইভার। বোস্টন ১৯৭৩ ; ডি আর ফুসফেল্ড, টাইপস অফ র‍্যাডিকালইজম ইন আমেরিকান ইকনমিকস ; "দি আমেরিকান ইকনমিক রিভিউ" মে ১৯৭৩ এম ব্রনফেনব্রেনার, হোয়াট দি র‍্যাডিকাল ইকনমিস্টস আর সেইং। "হারভার্ড বিজনেস রিভিউ" সেপ্টেম্বর—অক্টোবর ১৯৭৩।

ার একটা মৌলিক পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা
ধ করেন।
ানবজাতির অভিজ্ঞতা, বিশেষ করে সমাজতান্ত্রিক
র অভিজ্ঞতা সামাজিক-অর্থনৈতিক বিকাশের মার্কস-
নিনবাদী বিশ্লেষণের নির্ভুলতা প্রমাণ করেছে।
ক বিশ্লেষণের উপর ভিত্তি করে শ্রমিকশ্রেণীর
ং সংগ্রামের নীতি ও কৌশলের লক্ষ্য জনগণের
ং সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশকে জয় করা। যে-জনগণ অনি-
া, নগণ্য সংখ্যালঘু প্রতিক্রিয়াশীলরা যেন ইতিহাসের
ক স্তব্ধ না করতে পারে তাতে বাধ্য করবে।

নিজেদের অবস্থানের বৈজ্ঞানিক উৎকর্ষ ও কমিউনিজমের মানবিক আদর্শের আকর্ষণী শক্তি সম্বন্ধে প্রত্যয়বান হয়ে মার্কসবাদী-লেনিনবাদীরা পুঁজিবাদী দেশগুলিতে ও বিশ্ব-ব্যাপী ব্যাপক সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী কোয়ালিশন গড়ে তুলতে ইচ্ছুক। তার এই ধরনের কোয়ালিশনে অংশগ্রহণকারী-দের সঙ্গে, নিজেদের আদর্শগত নীতিকে ঊর্ধ্বে তুলে ধরে তাত্ত্বিক আলোচনায় লিপ্ত হতে প্রস্তুত। জঙ্গী, আপস-হীন মার্কসীয় সমালোচনা, বুর্জোয়া অর্থনীতির অবস্থান দুর্বল করতে সাহায্য করে এবং এর বিরোধী প্রগতিশীল চিন্তাধারার অগ্রগতি ও শক্তি বৃদ্ধিতে সহায়ক হয়।

রাজনৈতিক গ্রন্থপঞ্জী

প্রগতির জন্য অত্যাবশ্যক

র্তমানে কমিউনিস্ট ও ওয়ার্কার্স পার্টিরা শুধুমাত্র
দী দেশগুলোতেই সক্রিয় নয়, তারা সমাজতান্ত্রিক
াতে নতুন সমাজ গঠনের কাজও পরিচালনা করছে।
বিশ্ব-কমিউনিস্ট আন্দোলনের আরো অগ্রগতির জন্য
র বিকাশের অভিজ্ঞতার তত্ত্বগত গবেষণা ও বিশ্লেষণ
ন্ত প্রয়োজন।
চেকোশ্লোভাকিয়া এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের পার্টি-
বৃন্দ ও পণ্ডিতদের মধ্যে সাম্প্রতিক মত বিনিময়ে
ালোচিত আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক সাম্প্রতিক
্যাগুলো হচ্ছে—সমাজতন্ত্র ও কমিউনিজম গঠনে পার্টির
ন্ত্রের ভূমিকা, পার্টির মূল সাংগঠনিক নীতি হিসেবে
ন্ত্রিক কেন্দ্রিকতা এবং আত্মসচেতন শৃঙ্খলা ও আন্তঃ-
গণতন্ত্র, যা পার্টির নীতি প্রণয়নে ও রূপায়ণে
দের সক্রিয় অংশগ্রহণের ব্যবস্থা করে। চেকোশ্লোভা-
কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির মার্কসবাদী-
াবাদী ইনস্টিটিউট ও সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউ-
পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির মার্কসবাদী-লেনিনবাদী
িটিউট-এর উদ্যোগে প্রাগে অনুষ্ঠিত আলোচনাচক্রের
ুলো মস্কোর পলিটিক্যাল লিটারেচার
র্স ও প্রাগের সভোবোদা পাবলিসার্স সংকলন
প্রকাশ করেছে। সংকলনটিতে পার্টির মতাদর্শগত
ার্টির শ্রেণীচরিত্র ও তার সামাজিক ভিত্তি নির্ধারণে
য় নীতিসমূহ, কমিউনিস্ট ভাবাদর্শে যুবদের শিক্ষিত
এবং গণ-সংযোগের মাধ্যমগুলিতে পার্টির পরিচালনার
া আলোচিত হয়েছে। এতে পার্টি বিকাশের
ী ও সংশোধনবাদী তত্ত্বসমূহের সমালোচনা করা

বইটিতে বলা হয়েছে "রাশিয়ান ও আন্তর্জাতিক বিপ্লবী আন্দোলনের বিপুল অভিজ্ঞতার সাধারণীকরণ করে এবং নতুন ঐতিহাসিক অবস্থায় সর্বহারার শ্রেণী-পার্টির প্রয়োজনীয়তা ও ভূমিকা সম্পর্কিত মার্কসবাদী তত্ত্বকে বিকশিত করে ভি আই লেনিন নতুন ধরনের সর্বহারা পার্টি সম্পর্কিত শিক্ষাকে বিকশিত করেছেন। লেনিনের মত অনুযায়ী পার্টি হচ্ছে শ্রমিকশ্রেণীর অগ্রগামী বাহিনী, তার সংগঠিত বাহিনী এবং সর্বোচ্চ ধরনের রাজনৈতিক সংগঠন। শ্রমিকশ্রেণীর পার্টি শ্রমিকশ্রেণীকে আত্মনিয়ন্ত্রণের সুযোগ দেয় এবং শ্রমিকদের তাদের ঐতিহাসিক দায়িত্ব বুঝতে ও পালন করতে সাহায্য করে।" (পৃঃ ৩৫৬)

পৃথিবীর সর্বপ্রথম সমাজতান্ত্রিক দেশ ইউ এস এস আর এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায় যে—সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা সুপ্রতিষ্ঠিত ও বিকশিত হওয়ার ফলে সি পি এস ইউ এখনও শ্রমিকশ্রেণীর স্বার্থের প্রবক্তা হওয়া সত্ত্বেও "সমগ্র সোভিয়েত জনগণের অগ্রগামী বাহিনীতে পরিণত হচ্ছে এবং সেভাবেই নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করছে।" (পৃষ্ঠা-১৩২)

জনতার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতম যোগাযোগ রক্ষা লেনিনের তত্ত্বের অন্যতম প্রধান নীতি। পার্টির কাজকর্ম ফলপ্রসূ হওয়া এই যোগাযোগের ওপর অনেকাংশে নির্ভরশীল। এই বিষয়টির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে সংকলনে বলা হয়েছে যে, পার্টিকে সব সময় জনতার পাশে দাঁড়াতে হবে এবং তার মধ্য দিয়ে সমাজতান্ত্রিক গঠন কার্যের সর্বক্ষেত্রে পার্টির নেতৃত্বকে শক্তিশালী করে তুলতে হবে। "সমাজতন্ত্র ও কমিউনিজম গঠনে পার্টির নেতৃ-ভূমিকার বিষয়গত ও সর্ব-জনীন চরিত্রের" উপর বইটিতে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। তাই এতে আশ্চর্য হওয়ার কিছুই নেই যে, এই মূল বিষয়-টিই সংশোধনবাদীদের তীব্র আক্রমণস্থল।

চেকোশ্লোভাকিয়ার পণ্ডিতরা চেকোশ্লোভাকিয়ার কমিউনিস্ট পার্টির অভিজ্ঞতার কথা উল্লেখ করে বলেন যে, এই নীতি থেকে বিচ্যুতি পার্টিকে দুর্বল করে সমাজতান্ত্রিক

াজিনারোদনি ভিজ্‌নাম লেনিন স্ফাইচ্‌ প্রিন্সিজ
স্তাভ বাই স্ট্রানি (ইণ্টারন্যাশানাল রেলিভ্যান্স
লেনিনস্‌ প্রিন্সিপলস্‌ অফ পার্টি বিল্ডিং), প্রাগ,
াদা, ১৯৭৪, ৩৮৩ পৃষ্ঠা।

গঠন প্রক্রিয়ার ক্ষতি করে। চেকোশ্লোভাকিয়ার দক্ষিণপন্থী সুবিধাবাদীরা "ভুল তাত্ত্বিক, মতাদর্শগত এবং রাজনৈতিক ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে ১৯৬৮ সালে নতুন ধাঁচের পার্টির ধারণা উপস্থিত করে" (পৃঃ ১৭৩)।

যা আসলে "পার্টি গঠনে ও পার্টির কার্যকলাপে সমস্ত মূল লেনিনীয় নীতিসমূহের সংশোধন।" (পৃঃ ১৭৫) বাস্তবে এর অর্থ ছিল "সমাজতান্ত্রিক সমাজ গঠনে কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বের ভূমিকা এবং কমিউনিস্ট পার্টির নিজেরই অবলুপ্তি।" (পৃঃ ১৭৯) কিন্তু দক্ষিণ-পন্থী আক্রমণসমূহকে প্রতিহত করা হয়েছিল এবং চেকো-শ্লোভাকিয়ার কমিউনিস্ট পার্টি "নিজেকে পুনরায় একটি লেনিনীয় পার্টি হিসেবে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে।" (পৃঃ ১৮৯)

বুর্জোয়া মতাদর্শবাদীরা ও তাদের সহযোগীরা গণ-তান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার নীতিসমূহের ওপর তাদের আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছে। তা সত্ত্বেও বিপ্লবী সংগ্রামের তত্ত্ব ও প্রয়োগ থেকে দেখা যাচ্ছে যে, মার্কসবাদী-লেনিনবাদী পার্টিসমূহের বিকাশ ও কাজকর্মের একটি মূলনীতি হিসেবে গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার একটা সর্বজনীন প্রাসঙ্গিকতা রয়েছে।"(পৃঃ ৭১) পুরানো অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায় গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতা কমিউনিস্টদের উদ্যোগ গ্রহণের সবচেয়ে বেশি সুযোগ দেয় এবং পার্টির রাজনৈতিক নীতি নির্ধারণে ও তার বিকাশে সমস্ত পার্টি সভ্যের অংশগ্রহণের উপযোগী সর্বোত্তম পরি-স্থিতি সুনিশ্চিত করে।

পুস্তকটিতে বলা হয়েছে যে বাস্তব ঘটনাবলীই প্রমাণ দিচ্ছে যে, মার্কসবাদে দীক্ষিত শ্রমিকশ্রেণীর পার্টিকে তার আন্তর্জাতিক দায়িত্ব পালন করতে হলে জাতীয় সমস্যা-বলীর সমাধানের জন্য কাজ করতে হয় এবং প্রত্যেক দেশের জনগণের মৌল স্বার্থগুলোর সঙ্গে যুক্ত হতে হয়। আবার, সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সাধারণ সংগ্রাম ও নতুন সমাজব্যবস্থার জন্য সংগ্রামে আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের প্রত্যেকটি বাহিনীর সক্রিয় অংশগ্রহণ ছাড়া জাতীয় লক্ষ্যসমূহও অর্জিত হতে পারে না এটা শ্রমিক-শ্রেণীর আন্দোলনে জাতীয় অর্থাৎ নির্দিষ্ট এবং আন্ত-র্জাতিক অর্থাৎ সাধারণের মধ্যে দ্বান্দ্বিক ঐক্যকে প্রতিফলিত করে এবং এটাই তাদের মধ্যে বিরোধের কোনো বাস্তব কারণ না থাকার সুস্পষ্ট প্রমাণ। (পৃঃ ৩৬১) সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সাধারণ সংগ্রামের আরো অগ্রগতির জন্য এই সূত্রগুলো সমস্ত দেশের কমিউনিস্ট পার্টিগুলোর গ্রহণ করা অত্যাবশ্যক।

"পার্টি সম্বন্ধে চিরন্তন গুরুত্বসম্পন্ন সমসাময়িক এবং নিরন্তরভাবে বিকাশমান লেনিনীয় শিক্ষা, এই ক্ষেত্রে আমাদের গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্যসমূহ এবং তত্ত্বের বিকাশে পার্টি-গুলো যে দায়িত্বভার বহন করে তার তাৎপর্য" (পৃঃ ৩৭৯) চেক ও রাশিয়ান ভাষায় প্রকাশিত এই পুস্তকটিতে দেখানো হয়েছে।

ফ্র্যাণ্টিসেক হ্যাজেক
উপ-প্রধান সম্পাদক

নোভা মাইস্‌লে।

একটি দূষিত ক্ষত

এ বছরের গোড়ায় লজ্জাকর পরাজয়ের মধ্য দি ইন্দোচীনে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের ৩০তম বর্ষব্যাপী আ মণের পরিসমাপ্তি ঘটেছে। আক্রমণকারীদের পুতুলদের প অনুসরণ করে আক্রমণকারীদের শেষাংশের দ্রুত পলায়নে সাথে সাথেই বিজয়ী দেশপ্রেমিক শক্তিগুলো তাদের বিধ্ব দেশকে পুনর্গঠিত করার কাজ শুরু করেছে। হস্তক্ষে কারীদের তাড়িয়ে দিয়ে তারা বিশ্বের গণতান্ত্রিক ও প্রগতিশীল শক্তিসমূহের সহানুভূতি ও সমর্থন অর্জন করেছে এবং আত্মপ্রত্যয় ও আশাবাদ নিয়ে তারা তাদের ভবিষ্যৎকে দেখছে।

ইন্দোচীনের আক্রমণকারীরা তার জনগণের উপ অশ্রুতপূর্ব কষ্ট চাপিয়ে দিয়েছে, লক্ষ লক্ষ জনতাকে হত্যা করা হয়েছে, লক্ষ লক্ষ মানুষকে বিকলাঙ্গ ও অক্ষম করা হয়েছে, আরো লক্ষ লক্ষ জনতাকে ছিন্নমূল ও তাদের পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে, তাদের বাড়িঘর ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছে, তাদের মাটিকে বিষাক্ত করা হয়েছে, তাদের জীবনকে অপরিসীম দুর্দশায় আচ্ছন্ন করা হয়েছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়কালে ফ্যাসিবাদী-সামরিক গোষ্ঠী আক্রমণের ফলে অনুরূপ দুঃখভোগী জনতার অভিজ্ঞতা থেকে এ কথা বলা যায় যে ঐ সমস্ত ক্ষতগুলো নিরাময়যোগ্য এবং সেগুলো সেরে যাবে। কিন্তু আমেরিকায় সেরকমটি হবে না। মার্কিন জনতার জীবনে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ সৃষ্ট ক্ষত গভীরতর ও উৎকট। তাদের সাংঘাতিক ক্ষত সারাতে বড় ধরনের অস্ত্রোপচার দরকার হবে—একথা আমেরিকা যারা বিশ্বাস করে তারা সংখ্যায় নগণ্য নয়।

আলোচ্য পুস্তকটির এটাই প্রধান গুণ যে এটি এই সমস্ত ক্ষতগুলোর দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছে। পুস্তিকা টির শিরোনাম ও উপ-শিরোনাম—ভেতরের ক্ষত : ভিয়েত নাম বর্ষগুলোতে আমেরিকা, ১৯৪৫-১৯৭৪—রিপোর্টের অন্তর্নিহিত অর্থের দিক থেকে অন্যান্য লেখার সাফল্যের থেকে একে পৃথক করে তুলেছে এবং আক্রমণের কারণ ও ফলাফলগুলোকে ব্যাখ্যা করেছে—যা সবই কিন্তু মূল ইন্দোচীন সম্পর্কিত। লেখক তাঁর সিদ্ধান্তসমূহকে প্র করার জন্য সত্যতা পরীক্ষার উদ্দেশ্যে উৎস উল্লেখ না ক প্রাসঙ্গিক ও অপ্রাসঙ্গিক, তুচ্ছ ও গুরুত্বপূর্ণ, এলোমে ভাবে উল্লেখিত ব্যাপক সংখ্যক তথ্য জড় করেছেন। ঐ স এলোমেলো তথ্যের মধ্যে কৃত্রিম থেকে তুচ্ছ তথ্য সবই এবং এই ক্ষত সৃষ্টির দায়িত্ব অপরাধী বাদে আর স ওপরই উদারভাবে দেয়া আছে। তা সত্ত্বেও, বইটির নিরূপণের যোগ্য কিছু তথ্যপূর্ণ মাল-মশলা আরো গু পূর্ণ সিদ্ধান্তসমূহের সমর্থন করে।

লেখক, বোধহয় অজ্ঞাতসারেই, সুন্দরভাবে দেখিয়েছে যে, মার্কিন শাসকচক্রের দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর বিশ্বে প্রতিপত্তির প্রচেষ্টারই অঙ্গ ছিল ইন্দোচীনে আক্রমণ অন্যান্য বহু ভাষ্যকার মার্কিনী হস্তক্ষেপের সূত্রপাতের

এ কেণ্ড্রিক. ভেতরে ক্ষত : ভিয়েতনাম বর্ষগুলো আমেরিকা, ১৯৪৫-১৯৭৪, বোস্টন—টরেনটো লি ব্রাউন এণ্ড কোম্পানি, ১৯৭৪, পৃঃ ৪৩২।

ময়কালকে আইজেনহাওয়ারের প্রশাসনের সময়ের সঙ্গে ক্ত করেন। কিন্তু বর্তমান গ্রন্থকার সঠিকভাবেই খিয়েছেন যে, মার্কিনী হস্তক্ষেপ ট্রুম্যানের সময় থেকেই দ্ধ হয়েছে। তিনি লক্ষ্য করেছেন যে, "মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জাপানের বিরুদ্ধে ও ভিয়েতনামের পক্ষে ছিল...আমেরিকার নীতি ও দৃষ্টিভঙ্গিতে যে পরিবর্তন হল যুদ্ধোত্তর যুগে কমিউনিজমের বিরুদ্ধে ঠাণ্ডা যুদ্ধের এবং কোরিয়ার যুদ্ধে ট্রুম্যানের মতবাদের প্রয়োগের ফলশ্রুতি।" (পৃঃ ১৬)

আমেরিকান প্রধান প্রধান ৫০০ কর্পোরেশন সম্পর্কে ফরচুন ম্যাগাজিনের বার্ষিক রিপোর্ট থেকে একথা পরিষ্কার যে "শাসকশ্রেণী" সম্পর্কে গ্রন্থকারের ধারণা আমেরিকার অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনে কয়েকটি সুসংহত একচেটিয়া ফিন্যান্স-শিল্পপতিদের আধিপত্যের বিষয়টা বিবেচনা না করেই গড়ে উঠেছে। তাদের উন্মত্ত লাভ এবং সর্বোচ্চ মুনাফা অর্জনের প্রচেষ্টা এবং আমেরিকার শ্রমজীবী মানুষ ও অন্যান্য দেশের শ্রমজীবী মানুষ দুভয়েরই ওপর অত্যাচারের মাধ্যমে তারা নিজেরাই এই 'বিপর্যয়' সৃষ্টি করেছে। এটাই আমেরিকার সমাজে অভ্যন্তরীণ ক্ষতের সৃষ্টি করেছে এবং তাতে ঘোর বিদ্বেষ-নারায়ণতার জীবাণু সংক্রমিত করেছে।

তিনি মার্কিন সাম্রাজ্যবাদকে আক্রমণের দায়িত্ব থেকে ব্যাহতি দেওয়ার জন্য প্রচুর চেষ্টা করেছেন—তিনি যে অনাগত একচেটেকরণ ও একচেটে মুনাফা সংক্রান্ত তথ্য তুলে গিয়েছেন তা তাৎপর্যপূর্ণ এবং স্পষ্ট। সি পি ইউ এ-এর সাধারণ সম্পাদক গাস হল বলেছেন যে, তবুও, ক্রমবর্ধমান ব্যাঙ্কের আধিপত্যাধীন একত্রীভূত সংগঠন ও আন্তর্জাতিক কর্পোরেশন একচেটিয়া পুঁজির রূপান্তর যুদ্ধোত্তর বছরগুলিতে অভূতপূর্ব মুনাফা লোটা, এ সব মার্কিন সমাজ, যা সংকটগ্রস্ত নয়, তার বৈশিষ্ট্য। ১৯৪৬ সালে কর্পোরেট নিট মুনাফা এবং ব্যাঙ্কে ও অতিরীদের দেয় সুদের পরিমাণ ছিল ৩০.৫ হাজার মিলিয়ন, বা আপাত জাতীয় উৎপাদনের শতকরা ১১ ভাগ। আর ১৯৭৩ সালের দ্বিতীয়ার্ধে ওগুলোর বার্ষিক পরিমাণ হয় ১১ হাজার মিলিয়ন ডলার বা মোট জাতীয় উৎপাদনের শতকরা ২৭ ভাগ, অর্থাৎ দশ গুণ বেশি।

আক্রমণই শাসকশ্রেণীর বিপর্যয় ডেকে নিয়ে এসেছিল লেখকের এই প্রতিপাদ্য এই অর্থে সঠিক যে—এটা রাষ্ট্রীয় স্তরে পুঁজিবাদের অন্তর্নিহিত সমস্ত দ্বন্দ্বগুলোকে তীব্র ও গভীরতর করেছে এবং তার মাধ্যমে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের পৃথিবীব্যাপী রণনীতির বিপর্যয়কর পরিণতিতে সাহায্য করেছে।

তবুও তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন পাঠক লক্ষ্য করবেন যে পুস্তকটির তথ্যমূলক মাল-মশলা থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের কমিউনিজম-বিরোধিতা ও জাত্যভিমান, তার পৃথিবীব্যাপী পরকল্পনাকে রূপায়ণে সাহায্য করলেও, তার ক্ষতকে প্রসারিত ও গভীরতর করেছে।

বর্তমানে বুর্জোয়া গণতন্ত্র ও তার প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রতি আস্থার সংকট সৃষ্টিতে আগ্রাসনের যে এক অবদান রয়েছে এটা হল তার সাক্ষ্য। যদিও "যাঁরা ভিয়েতনামের যুদ্ধ, বিশেষ করে এর মধ্যে জড়িত সিদ্ধান্তকারীদের ওপর অর্পণ করেন" তাঁদের সঙ্গে গ্রন্থকার একমত নন, তবুও তার ঘটনাবহুল তথ্য ঐ আগ্রাসনে ট্রুম্যান, আইজেনহাওয়ার, কেনেডি, জনসন ও নিক্সন প্রমুখ রাষ্ট্রপতিগণ ও তাঁদের সাহায্যকারী ও পরামর্শদাতাদের, পেন্টাগনের এবং কংগ্রেসের উভয় সভার সংখ্যাগুরুদের—যাদের অনেকেই আজও নীতি-নির্ধারক পদে আছেন—তাঁদের সকলের সহযোগিতার প্রমাণ রেখেছে। সংখ্যাগরিষ্ঠ গণ-প্রচারের মাধ্যমের সাহায্যে এই সমস্ত প্রশাসন আমেরিকার জনগণকে যে কপটতা ও মিথ্যাচারের মাধ্যমে প্রতারণা করেছে সে সম্পর্কে তথ্য-প্রমাণাদি এতে বিশেষভাবে আলোকিত হয়েছে। বইটিতে আগ্রাসনের সঙ্গে স্বেচ্ছাচারী প্রবণতা বৃদ্ধির সম্পর্ক দেখানো হয়েছে যার পরিণতি ঘটেছে ওয়াটারগেট চক্রান্তের মধ্যে। শহরের অবক্ষয়, মাদকে আসক্তি ও অপরাধের বৃদ্ধি এসব সংক্রান্ত তথ্য গ্রন্থকারের এই মতামতকেই সমর্থন করে যে ইউফয়েস-এর ভাষায় বলতে গেলে "এত গভীর ক্ষত হালকা প্লাস্টারে সারতে পারে না" (পৃঃ ৪১০)। আমেরিকার জনগণের মধ্যে যুদ্ধ-বিরোধী আন্দোলনের ওপর যে গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে তা বইটির আর একটি ইতিবাচক বৈশিষ্ট্য। যেহেতু এই বইটির প্রকাশের সময় যে বিষয়গত ও বিষয়ীগত সামাজিক পরিবর্তন ঘটছে, তার উপর এই ধরনের বইয়ের সামগ্রিক প্রভাবকে এর মূল্যায়নের ক্ষেত্রে বিবেচনা করতে হবে; তাই বলা যেতে পারে যে আলেকজান্ডার কোল্ড্রকের রচনাটি যুক্তরাষ্ট্রের দ্বিশতবার্ষিকী পালনের সময়ে এবং ১৯৭৬-এর রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের প্রাক্কালে প্রাসঙ্গিক হবে। উভয় ঘটনার প্রসঙ্গে আমেরিকার বৈদেশিক নীতি সম্পর্কে জনগণের "যন্ত্রণাদায়ক পুনর্মূল্যায়নে" ইন্দোচীনে আমেরিকার সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন একটি আলোচ্য বিষয়বস্তু হবে। যারা "জাতীয় সমন্বয় সাধনের" অজুহাতে আসল কারণসমূহ ও ফলাফলসমূহ গোপন রাখতে চায় বা যারা ইন্দোচীনকে বোমাবিধ্বস্ত করে "প্রস্তর যুগে ফেরত পাঠানো" হয় নি বলে দুঃখপ্রকাশ করে আর্থিক-শিল্পগত-সামরিক-রাজনৈতিক চক্রের বাস্তব উপাদানগুলো সম্পর্কে কিছুই বলে না তারা কেউই তাদের মতের সমর্থন বইটিতে পাবে না। অন্যদিকে, যারা আমেরিকার শ্রমিকদের ও জনগণের এবং আমেরিকার সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের প্রকৃত স্বার্থের কথা বলে তাদের কাছে আমেরিকার বৈদেশিক নীতির মৌলিক পরিবর্তনের দাবি তোলবার ক্ষেত্রে পুস্তকটি সহায়ক হবে।

জন পিটম্যান

নতুন বই

টি এ্যান্‌জেলোভা, **আইভ্যান্‌ অর্মানভ্‌**, সোফিয়া, পারটিজদত, ১৯৭৪, পৃঃ ২২৬।

আইভ্যান্‌ অর্মানভ ছিলেন একজন প্রতিভাবান পণ্ডিত এবং অভিজ্ঞ ও মার্কসবাদ-লেনিনবাদে দৃঢ় বিশ্বাসী বিপ্লবী। তিনি ছিলেন ডিমিট্রি ব্ল্যাগয়েভ্‌ এবং জর্জি ডিমিট্রভের সহযোগী। আন্তর্জাতিক বিপ্লবী আন্দোলনের এই প্রসিদ্ধ ব্যক্তির জীবনী রচনার এটাই প্রথম প্রচেষ্টা। অর্মানভের একটি গ্রন্থবিবরণী এর সঙ্গে সংযুক্ত করা হয়েছে।

ভি এন ভাইমোটস্কি, **টার্মিন্যান্স একসন, পটাশডম্** ১৯৪৫, মস্কো, মেজ্দুনারোদনিয়া অট্নোশেনিয়া পাবলিশার্স, ১৯৭৫, পৃঃ ২০৮ (রাশিয়ান ভাষায়)।

১৯৪৫ সালের পটাশডাম সম্মেলনের কোড্ নাম ছিল টার্মিন্যান্স। লেখক এই সম্মেলনের জন্য কূটনৈতিক প্রস্তুতি এবং হিটলারের জার্মানির পরাজয়ের সময় বৈদেশিক নীতির রূপ বর্ণনা করেছেন। তিনি ঐতিহাসিক পটাশডাম সম্মেলনের সিদ্ধান্তসমূহ, তাদের তাৎপর্য ও আমাদের সময়ে তাদের আপেক্ষিক অবস্থান বিচার বিশ্লেষণ করেছেন।

এম কোলিন, **সিন'ইস্টপাম্ ডি'আউজারড্হুই লেম্-ফিমেম্ এন লুটে** (আজকের মতো নয়। সংগ্রামে নারী) প্যারিস, সোমিয়েলম সংস্করণ, ১৯৭৫, পৃঃ ২৪৬।

লেখিকা জেনারেল কনফেডারেশন অফ লেবারের একজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি এবং জি সি এল জার্নাল এ্যান্টয়নেটির ডিরেক্টর। তিনি এতে ফ্রান্সের শ্রমজীবী মহিলাদের সংগ্রামের বিবরণ দিয়েছেন। একদা স্বয়ং একজন শ্রমজীবী মহিলা হিসেবে তিনি মহিলাদের স্বাধীনতা ও সমতা অর্জনের জন্য বহুবিধ ট্রেড ইউনিয়নের ক্রিয়াকলাপের বিবরণ দিয়েছেন। পুস্তিকাটি সঠিকভাবেই আন্তর্জাতিক নারীবর্ষে প্রকাশিত হয়েছে।

বি এস লিবসন, কে কে শিরিনিয়া, **কমিণ্টার্নের নীতিতে পরিবর্তন** সপ্তম কমিনটার্ন কংগ্রেসের ঐতিহাসিক গুরুত্ব (রাশিয়ান ভাষায়) মস্কো, মাইসল, ১৯৭৫, পৃঃ ৪২০।

সোভিয়েত ঐতিহাসিকদ্বয় সপ্তম কমিনটার্নের কংগ্রেসের সময় বিশ্ব পরিস্থিতি আলোচনা করেছেন এবং কংগ্রেসের সিদ্ধান্তসমূহ ও সমসাময়িক আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনে ঐ কংগ্রেসের চিন্তাধারার গুরুত্ব বিচার-বিবেচনা করেছেন।

জি ম্যাকলিন্যাল, **বাজার ছাড়ো—বিশ্বে যাও**, লণ্ডন, গ্রেট বৃটেনের কমিউনিস্ট পার্টি কর্তৃক প্রকাশিত, ১৯৭৫, ২৯ পৃষ্ঠা।

পুস্তিকাটিতে গ্রেট বৃটেনের কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক গ্রেট বৃটেন ই ই সি-র সদস্য হওয়ার ৩ বছর পরে দেশের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অবস্থার পর্যালোচনা করেছেন। তিনি তাঁর পার্টির বক্তব্য ব্যাখ্যা করেছেন, পার্টি হচ্ছে বৃটেনের শ্রমজীবী জনতার স্বার্থে অবিচল ও আপসহীন যোদ্ধা।

ক্রিমি পলিটিকা এ রিফর্মা ডেল্' ইউনিভার্সিটা (রাজনৈতিক সংকট ও বিশ্ববিদ্যালয় সংস্কার) রোম, এডিটোরি রিইউনিটি, ১৯৭৫, পৃঃ ২০৯।

ইতালির কমিউনিস্ট পার্টির উদ্যোগে অনুষ্ঠিত শিক্ষা ব্যবস্থার গণতন্ত্রীকরণ সম্পর্কিত সম্মেলনের প্রস্তাবাদির ওপর ভিত্তি করে পুস্তকটি রচিত হয়েছে। বইটিতে গণতান্ত্রিক শক্তিগুলোর, বিশেষত কমিউনিস্টদের, দাবিসমূহ—বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে পরিবর্তনের—তুলে ধরা হয়েছে এবং ছাত্রদের ক্রমবর্ধমান আত্মসচেতনতা, রাজনীতিতে তাদের অন্তর্ভুক্তি এবং ছাত্র আন্দোলনে কমিউনিস্ট যুবদের ইতালীয় ফেডারেশনের ভূমিকা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

জে টোমিক্কী, **ডিজাইজি-মেইদ্জিনারোদোকী ১৯১৪—১৯২৩ (দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের ইতিহাস—১৯১৪—১৯২৩)** ওয়ারশ, কিমিয়োজকা ১ উইদ্জা, ১৯৭৫, পৃঃ ৪০৩।

পুস্তিকাটিতে আলোচ্য সময়ে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শুরু থেকে, সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক পার্টিগুলোর সুবিধাবাদী নেতৃবৃন্দের সাম্রাজ্যবাদী বুর্জোয়াদের সঙ্গে মিলে সমাজতন্ত্র ও সর্বহারা আন্তর্জাতিকতার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা দেখা গেছে। দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক ভেঙে পড়ে। সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক আন্দোলনকে রাজনৈতিক, আদর্শগত এবং সাংগঠনিকভাবে কমিউনিস্ট আন্দোলনের বিকল্প শক্তি হিসেবে পুনরুজ্জীবিত করার প্রচেষ্টাকে পরীক্ষা করার জন্য পুস্তিকাটিতে মহাফেজখানা ও দলিলসমূহ থেকে প্রামাণ্য সম্পদ সংগ্রহ করা হয়েছে।

রেভোলুশনারেস্ পার্টি প্রোগ্রাম—রেভোলুশনারে আরবেইটারেইনহেইট (রেভলিউশনারি পার্টি প্রোগ্রাম—রেভলিউশনারি ওয়ার্কিং-ক্লাস ইউনিটি)। বার্লিন, ডাইটজ ভালাগ্, ১৯৭৫, ৮৪০পৃঃ। পুস্তিকাটি সি সি সি পি এস ইউ-র ইনস্টিটিউট অফ্ মার্কসইজ্ম-লেনিনইজ্ম এবং সি সি এস ইউ পি জি-র ইনস্টিটিউট অফ্ মার্কসইজ্ম-লেনিনইজ্ম-এর গবেষণাগোষ্ঠীর একটি পাণ্ডিত্যপূর্ণ কাজ। এতে শ্রমিক আন্দোলনের সঙ্গে মার্কসবাদকে যুক্ত করার সংগ্রাম ও শ্রমিকশ্রেণীর ঐক্যের জন্য সংগ্রামের মধ্যে দ্বান্দ্বিক ক্রিয়া-প্রক্রিয়াকে বিচার বিবেচনা করা হয়েছে। এতে শ্রমিকশ্রেণীর পার্টির বিপ্লবী কর্মসূচী রচনায় ও শ্রমিক আন্দোলনের ঐক্যের জন্য তার তাৎপর্য ব্যাখ্যা মার্কস-এঙ্গেলস-এর ভূমিকাকে তুলে ধরা হয়েছে।

হেনরি উইনস্টন, **জনসাধারণের বিকল্পের জন্য রণনীতি।** শ্রমিকশ্রেণী, মুক্তি আন্দোলন ও সামাজিক স্তরের লুক পাবলিসার্স, ১৯৭৫, ৪৭ পৃঃ।

সি পি ইউ এস-এর ন্যাশনাল চেয়ারম্যান নিম্নলিখিত সমস্যাগুলি আলোচনা করেন ঃ বৃহৎসংখ্যক শ্রমজীবী জনগণের পার্টি বনাম একচেটিয়া পুঁজির সেবক দুই পার্টি ব্যবস্থা ; একচেটিয়া-বিরোধী সংগ্রামে শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বের ভূমিকা ; সংগঠিত কৃষ্ণকায়দের মুক্তি আন্দোলন, শ্রমিকশ্রেণী ও সমস্ত শোষিতদের মৈত্রী—সংখ্যালঘু কৃষ্ণকায়রা আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে কোনো 'অভ্যন্তরীণ উপনিবেশ' নয়।

পার্টির পত্র-পত্রিকা

নতুন পত্রিকা

সালের মে মাস থেকে ফরাসি কমিউনিস্ট পার্টির পত্রিকা, একসন্‌ প্রকাশিত হচ্ছে। ১৯৭৪ বের মাসে অনুষ্ঠিত ফরাসি কমিউনিস্ট পার্টির শেষ কংগ্রেসে শিল্প উদ্যোগগুলিতে পার্টি রাজনৈতিক ও মতাদর্শগত কাজ গড়ে তোলার ওয়া হয়েছে। প্রয়োজন মেটাতে এই নতুন কাশিত হচ্ছে। শিল্প উদ্যোগগুলিতে পার্টি কাজকে উৎসাহিত ও শ্রমজীবী জনগণকে তাদের যায্য করার উদ্দেশ্যে এই পত্রিকাটি সারা দেশ-সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।

কপক্ষে দেশের বড় বড় শিল্প উদ্যোগগুলিতে র ১২ লক্ষ কপি বিলি হয়েছিল। ফ্রান্সের পার্টির ফেডারেশনগুলির প্রধানরা ও সম্পাদক-ছুঁ অংশ এই বণ্টনে সাহায্য করেছিল।

ডব্লিউ ডি

* * *

মিউনিস্ট পত্র-পত্রিকার ইতিহাস হল অর্ধ-রানো ইতিহাস। সংবাদপত্র মাচেটে ১৯২৪ ঠিত হয়েছিল। **ভজ ডি, মেক্সিকো** (১৯৩৮-র এর স্থান পূরণ করে। মেক্সিকোর কমিউনিস্ট ীয় কমিটির মুখপত্র **অপর্জিসিয়ন** পাত্রিকাটি থেকে প্রকাশিত হয়। সাম্প্রতিককাল পর্যন্ত এই পাক্ষিক পত্রিকা। এখন একে সাপ্তাহিক পত্রিকায় পরিণত করা হয়েছে। অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দাবিসমূহের জন্য সংগ্রামরত শিল্প শ্রমিক ও শ্রমজীবী জনগণকে প্রভাবিত করতে ও পার্টির অবস্থা ও উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করতে সাহায্য করে। অপর্জিসিয়নকে সাপ্তাহিকে পরিণত করার আগে অনেক প্রস্তুতি করতে হয়েছিল। তহবিলের জন্য সংগ্রহ আরম্ভ হয়েছে গত বছরের শেষের দিকে। উৎসব ও সংগীতানুষ্ঠান থেকে সংগৃহীত অর্থ সাপ্তাহিক তহবিলে জমা হয়েছে। বই ও গ্রামাফোন রেকর্ড বিক্রি থেকে এইভাবে অর্থ সংগৃহীত হয়েছে। উন্নত কাজ করা হয়েছে কারখানার গেটে এবং শহরের চতুর্দিকে। বন্ধু-স্থানীয় গণসংগঠন প্রচুর পরিমাণ অর্থ দান করেছেন। কেন্দ্রীয় কমিটি সেল, কমিউনিস্টদের মধ্যে ও বিভিন্ন কমিটির মধ্যে প্রতিযোগিতামূলক সংগ্রহ অভিযান সংগঠিত করেছে। প্রথম পুরস্কার হল মেক্সিকোর কমিউনিস্ট পার্টির খরচে সমাজতান্ত্রিক কিউবা ভ্রমণ।

নতুন পত্রিকার জন্য তহবিল সংগ্রহের একটি রাজনৈতিক মানসিকতা ছিল। যেহেতু পার্টি ছিল আধা-আইনী সেহেতু বিপদও যথেষ্ট ছিল। পত্রিকা যারা প্রচার করতেন তাদের অনেককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে অথবা তাদের জরিমানা দিতে হয়েছে।

কিন্তু এত অসুবিধা সত্ত্বেও প্রচার বিরাটভাবে সাফল্য-মণ্ডিত হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে পরিকল্পিত ৫ লক্ষর পরিবর্তে ১০ লক্ষ পেসস্‌ সংগৃহীত হয়েছিল। এর ফলে পত্রিকার ধারাবাহিক প্রকাশের উপযোগী জোরালো অর্থনৈতিক ভিত্তি সৃষ্টি হয়েছিল।

সামুয়েল মেলেড্রেস

ডায়েরী

পেরুভিয়ান কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিনিধি **ওয়ার্ল্ড মার্কসিস্ট রিভিউর** সম্পাদকীয় পরিষদে যোগ দিয়েছেন। এতে যোগদানকারী ভ্রাতৃপ্রতিম পার্টিগুলির সংখ্যা হল ৪৯।

* * *

ওয়ার্ল্ড মার্কসিস্ট রিভিউ ভারতবর্ষে পাঞ্জাবী (পাঞ্জাব রাজ্যে) এবং মালয়ালম্ (কেরালা রাজ্য) প্রকাশিত হচ্ছে। জাতীয় সংস্করণের সংখ্যা হল ৪৬।

* * *

ডব্লিউ এম আরের, হাঙ্গেরির সোশ্যালিস্ট ওয়ার্কার্স পার্টির সম্পাদকমণ্ডলীতে প্রতিনিধি ল্যাসলো নাগি ফিনল্যাণ্ডের কমিউনিস্ট পার্টির ১৭তম কংগ্রেসে যোগ দিয়েছেন।

* * *

ওয়ারশতে ২০তম আন্তর্জাতিক বইয়ের মে এণ্ড সোশ্যালিজমের আন্তর্জাতিক প্রকাশকরা করেছেন। মেলায় প্রকাশকদের দ্বারা অনুষ্ঠিত সম্মেলনের জন্য **ডব্লিউ এম আর**-এর কার্যনির্বাহী সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য ভ্লাদিমির সুনদেয়েভ পত্রি এবং এর প্রকাশনের স্থান সম্বন্ধে বলেন।

* * *

ইয়োরোপের শান্তির ৩০ বছরের বিশ্ব শান্তি এই নীতিকে সামনে রেখে ইণ্টার প্রেস ফটো প্রদর্শনী গত মে মাসে বার্লিনে অনুষ্ঠিত হয়—এই সাংগঠনিক কমিটির আমন্ত্রণে ভারতের কমিউনিস্ট জাতীয় পরিষদের সদস্য সারদা মিত্র এতে যে **ডব্লিউ এম আর থেকে** অনেকগুলো কাজকে বিশেষ ও সম্মানসূচক ডিপ্লোমায় ভূষিত করা হয়।

30 JUL 1975